নমোঽস্তু সর্ব্বত্র সদা স্থিতায়
স্রষ্ট্রে সুরাণাং প্রমথেশ তুভ্যম্।
নিত্যঞ্চ বিজ্ঞানলসৎক্রিয়ায়
নমো নমঃ সর্ব্বগতায় তুভ্যম্॥ ৬৫
তানাহ দেবঃ স তদা সুরেন্দ্রান্
ব্রহ্মার্ক-বিষ্ণিন্দ্র-যমেশ্বরাদীন্।
সদৈব যূয়ং পরিপালনীয়া
রক্ষ্যাশ্চ দেবাঃ সুতবৎ সদৈব॥ ৬৬
পূর্ণাভিলাষা হতবিদ্বিষশ্চ
প্রয়াত হৃষ্টাশ্চ নিবেশনানি।
দেবাস্ততো দেববরং প্রণম্য
জগ্মুঃ স্বকীয়ানি নিবেশনানি॥ ৬৭
দেবোঽপি সাধ্যৈরভিনন্দ্যমানঃ
কৈলাসশৃঙ্গে সহিতো গণেন্দ্রৈঃ।
চণ্ডীশ-নন্দীশ্বর-বীরভদ্রৈ-
র্জগাম কর্ত্তা জগতস্ত্রিনেত্রঃ॥ ৬৮
ইতি কথিতমশক্যং দেবদেবস্য কর্ম্ম
ত্রিপুরদহনসংজ্ঞং ব্যাস তুভ্যং ময়ৈতৎ।
মনুজ ইদমধীতে যঃ শুচিঃ শর্ব্বভক্তঃ
স ভবতি গতপাপঃ স্বর্গভাগ্দেবজন্মা॥ ৬৯

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমার-
সংহিতায়াং ত্রিপুরদহনে চতুঃ-
পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৩॥

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

গত্বা হিমবতঃ শৃঙ্গং পার্ব্বত্যা সহিতো হরঃ।
কিং চকার মুনে তত্র মহাদেবঃ সহোময়া॥ ১

সনৎকুমার উবাচ।

প্রয়াতে হিমবচ্ছৃঙ্গং দেবদেবে সহোময়া।
বভাষে গিরিজা দেবং প্রণম্য পরমেশ্বরম্॥ ২
উঞ্ছবৃত্তের্হিরণ্যস্য নৈমিষারণ্যবাসিনঃ।
শৌচেন তপসা ভক্ত্যা যুক্তস্য চ শমেন হি।
স্বয়মেব প্রয়াতাহং দ্বিজাৎ পূজাং প্রতীচ্ছিতুম্॥৩

অতি ভয়ঙ্কর। হে সুরাসুরেশ্বর! দৈত্য নিহত হইল, ত্রিপুর দগ্ধ হইল এবং আমরাও শান্তি প্রাপ্ত হইলাম। হে প্রমথেশ! আপনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, আপনি দেবতাদিগেরও সৃজনকর্ত্তা; আপনাকে নমস্কার। হে সর্ব্বগত! আপনি নিত্য এবং আপনার জ্ঞানে জাগতিক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে; অতএব আপনাকে নমস্কার। তখন মহাদেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, চন্দ্র, সূর্য্য, যম প্রভৃতি সেই সকল দেবগণকে বলিলেন,—হে দেবগণ। তোমরা আমার কাছে পালনীয় এবং সুত-নির্ব্বিশেষে রক্ষণীয় হইতেছ, এক্ষণে তোমাদের শত্রু নিহত হওয়াতে তোমরা পূর্ণাভিলাষ হইয়াছ। অতএব স্ব স্ব গৃহে গমন কর। তখন দেবতারা সুরেশ্বরকে নমস্কার করিয়া স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন। অনন্তর জগৎকর্ত্তা ত্রিনয়ন মহাদেব, সাধ্যগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, চণ্ডীশ, নন্দীশ্বর ও বীরভদ্র প্রভৃতি গণেন্দ্রের সহিত কৈলাস-শিখরে গমন করিলেন। হে ব্যাস! দেবদেব কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ত্রিপুরদহনরূপ এই অসাধ্য কর্ম্ম তোমাকে কহিলাম। যে শিবভক্ত মনুষ্য শুচি হইয়া ইহা অধ্যয়ন করে, সে নিষ্পাপ হইয়া দেবরূপ ধারণপূর্ব্বক স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। ৫৯—৬৯।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৪॥

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত হিমবৎশিখরে গমন করিয়া উমার সহিত সে স্থানে কি করিয়াছিলেন? সনৎকুমার কহিলেন,—দেবদেব উমার সহিত হিমালয়শৃঙ্গে গমন করিলে, পার্ব্বতী মহাদেবকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—নৈমিষারণ্যবাসী হিরণ্য নামক এক উঞ্ছবৃত্তিজীবী ব্রাহ্মণ আছেন; তিনি শৌচ, ভক্তি ও শমগুণে বিভূষিত। আমি স্বয়ং সেই দ্বিজের নিকট পূজা গ্রহণ করিতে গিয়াছিলাম।

মাহাত্ম্যং তস্য তদ্দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণস্য তপস্বিন।
গতাহং বিস্ময়ং দেব দ্বিজাঃ শ্রেষ্ঠতমা ইতি ॥ ৪
দেবেভ্যোঽপি গরীয়াংসো ব্রাহ্মণা ইতি মে মতিঃ
কিন্তস্য শ্রোতুমিচ্ছামি দ্বিজমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৫
দেবদেব উবাচ।
এবমেব জগদ্ধাত্রি সুরাসুরনমস্কৃতে।
শ্রেষ্ঠাস্তপস্বিনো বিপ্রা দেবেভ্যোঽপি গরীয়সঃ ॥ ৬
মদীয়ায়াং পুরাসৃষ্টৌ প্রথমঃ প্রবভৌ হ্যহম্।
রুদ্রা দ্বিজাতয়ঃ পূর্ব্বং ময়া সৃষ্টা মহৌজসঃ ॥ ৭
মদীয়াং সৃষ্টিমাদায় ব্রহ্মণোঽপি সিসৃক্ষয়া।
ব্রহ্মণা মূৰ্দ্ধতঃ সৃষ্টাঃ পূর্ব্বমেব মহাব্রতাঃ ॥ ৮
অগ্রিমো হ্যহমেতেষাং দ্বিজাঃ শ্রেষ্ঠাস্ততোঽভবন্
ততস্তে মন্মনাঃ সর্ব্বে বভূবুর্দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৯
ধৰ্ম্মাদিকশ্চতুর্ব্বর্গঃ সর্ব্বস্তেষু প্রতিষ্ঠিতঃ।
যজ্ঞহুতির্হবির্বিপ্রাস্তেন তৃপ্যন্তি দেবতাঃ ॥ ১০
জগৎ প্রতিষ্ঠিতং সর্ব্বং ব্রাহ্মণানাং হিতে তদা ॥
লক্ষণং সম্প্রবক্ষ্যামি দ্বিজাতীনামিদং কলৌ।

সেই তপস্বী ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি; তাদৃশ মহাত্মা ব্রাহ্মণ যে দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তাহা আমার বিবেচনা হয়। আমি তাদৃশ ব্রাহ্মণের পবিত্র মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। মহাদেব বলিলেন,—হে সুরাসুর-নমস্কৃতে! জগদ্ধাত্রি! এইরূপই বটে; তপস্বী ব্রাহ্মণগণ দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতম। মৎকৃত প্রথম সৃষ্টিতে আমিই প্রথম প্রকাশমান ছিলাম, রুদ্ররূপী মহাতেজা দ্বিজগণকে তখন আমি সৃষ্টি করি। ব্রহ্মা সিসৃক্ষু হইলে, মদীয় সৃষ্টিক্রমে তিনিও মস্তক হইতে ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করেন। আমি দ্বিজগণের অগ্রবর্ত্তী, এইজন্যই দ্বিজগণ শ্রেষ্ঠ। আমি অগ্রবর্ত্তী বলিয়াই দ্বিজগণ মচ্চিন্তনরত হইয়াছেন। ধৰ্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ, ব্রাহ্মণগণেই প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণগণই যজ্ঞ, হোম এবং হবিঃ; দেবগণ তদ্দ্বারাই তৃপ্তিলাভ করেন। ব্রাহ্মণহিতেই সমগ্র জগৎ প্রতিষ্ঠিত। আমি সেই দ্বিজগণের লক্ষণ কীৰ্ত্তন করিতেছি। ১—১১।

শৌচাচারবিধানঞ্চ প্রভাবং কর্ম্মবৈভবম্ ॥ ১২
ব্রাহ্মণস্তু ভবেজ্জাত্যা সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যয়া বিপ্রতাং যাতি ব্রাহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ॥ ১৩
সংস্কারাদ্‌যো ভবেদ্বিপ্রো যশ্চ স্যাদ্বেদপারগঃ।
তয়োস্ত্রাণে বধে চাপি পুণ্যপাপৌ সমৌ স্মৃতৌ ॥
জাত্যা চ যো ভবেদ্বিপ্রঃ সর্ব্বাগমবিশারদঃ।
তপঃশৌচসমাযুক্তস্ত্র্যবো নাম্না স উচ্যতে ॥ ১৫
তাদৃশং ভোজয়েচ্ছ্রাদ্ধে দৈবে কর্ম্মণি চাপি যঃ।
অক্ষয়ং ভক্তুরক্তস্য ত্র্যবতা তস্য তৎক্ষণাৎ ॥ ১৬
বেদবিদ্‌যো ভবেদ্বিপ্রো বহ্নিহোমপরায়ণঃ।
সোঽপি শ্রেষ্ঠঃ স্মৃতো দেবি পূজিতস্তারয়েৎ সমম্
সর্ব্বপূজাতিমাত্রেণ যোঽপি স্যাদ্‌ব্রাহ্মণঃ ক্বচিৎ।
সোঽপি লোকগুরুর্দেবি পূজিতঃ সুলভো ভবেৎ
অগ্নিহোত্রং তপো যোগঃ শৌচমার্জ্জবমেব চ।
সত্যং বেদপ্রসঙ্গশ্চ দ্বিজকর্ম্ম পরং স্মৃতম্ ॥ ১৯
নানৃতং ব্রাহ্মণো ব্রূতে ন হন্তি প্রাণিনং দ্বিজঃ।

কলি-কালে ব্রাহ্মণের শৌচ, আচার, কৰ্ম্ম, প্রভাব এবং বৈভবের বিষয়ও জ্ঞাপন করিতেছি। জন্মই ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞার হেতু; সংস্কার (উপনয়ন) দ্বিজ-সংজ্ঞার কারণ; বিদ্যা বিপ্র নামের মূল; সুতরাং ব্রাহ্মণ ত্রিবিধ। উপনীত ব্রাহ্মণ এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণের রক্ষা ও বধে সমান পুণ্য পাপ জানিবে। যে ব্যক্তি জন্মতঃ এবং সংস্কারতঃ ব্রাহ্মণ, অথচ সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ও তপঃশৌচসমন্বিত; তাঁহার নাম 'ত্র্যব'। যে ব্যক্তি দৈব-পিত্র্য কৰ্ম্মে তাদৃশ ব্রাহ্মণ ভোজন করান, তৎকৃত সেই কৰ্ম্ম অক্ষয় ফলজনক হয়। যে ব্রাহ্মণ বেদবেত্তা এবং বহ্নিহোমপরায়ণ, হে দেবি! তিনিও শ্রেষ্ঠ; পূজিত হইলে তিনিও নিস্তার করিতে সক্ষম। যে ব্যক্তি মাত্র জন্মতঃ ব্রাহ্মণ, তাঁহারও সর্ব্ববিষয়ের পূরণে সামর্থ্য আছে, তিনিও লোকগুরু। পূজিত হইলে তাঁহা হইতেও অনায়াসে পুণ্য লাভ করা যায়। অগ্নিহোত্র, তপস্যা, যোগ, শৌচ, ঋজুতা, সত্য এবং বেদানুশীলনই ব্রাহ্মণের কৰ্ম্ম। ব্রাহ্মণ মিথ্যাকথা বলেন না, ব্রাহ্মণ প্রাণি-হত্যা করেন

ন সেবাং কুরুতে বিপ্রো ন দ্বিজঃ পাপকৃদ্ভবেৎ ॥
ব্রাহ্মণস্ত তপস্বী চ ন জন্ম পুনরাপ্নুতে।
বিদ্যাব্রাহ্মণতাং লব্ধা কিং নরস্তঞ্চ দেহিনাম্ ॥ ২১
মূর্ত্তয়ো হি স্মৃতা হ্যষ্টাবর্কসোমাদয়ো মম।
সর্ব্বাস্তা নিবসন্তি স্ম ব্রাহ্মণে ভাগসেবিতে ॥ ২২
প্রসবন্তি মহাদেবি বিপ্রাঃ ক্লিষ্টতমাস্ততঃ ॥ ২৩
নাসাধ্যং বিদ্যতে তেষাং দ্বিজানাং পরমৌজসাম্।
রুষিতাস্তে প্রসন্না বা প্রযচ্ছন্তি শুভাশুভম্ ॥ ২৪
দ্বিজাস্তপস্বিনো যে তু বেদবিদ্যাবিশারদাঃ।
বৃত্তিদাস্তে ভবেয়ুস্ত দেবানামপি দেবতাঃ ॥ ২৫
অহং পিতামহশ্চৈব তেষাং যোনির্দ্বয়ং স্মৃতম্ ॥২৬
সত্ত্বপ্রবৃত্তাস্তে বিপ্রাস্তদা দেবি পিতামহাৎ।
প্রকৃতিস্ত্বং সমাখ্যাতা পুরুষঃ পরমো হ্যহম্ ॥ ২৭
রজস্ত্বং ব্যাপিতং বিদ্ধি গুণভূতেষু কর্ম্মসু।
মোহাত্মকৌ স্মৃতাবেতৌ তমো বামস্তথৈব চ ॥২৮
সত্ত্বং নাশয়তে মোহং স চাগ্নৌ সম্প্রবর্ত্ততে ॥২৯
বহ্নিতেজঃসমা হ্যেতে মহাত্মানো দ্বিজাতয়ঃ।

না, ব্রাহ্মণ সেবা করেন না, ব্রাহ্মণ পাপ করেন না। ব্রাহ্মণ তপস্বী; প্রকৃত ব্রাহ্মণের পুনর্জ্জন্ম হয় না। বিদ্যা এবং ব্রাহ্মণ্য লাভ হইলে, প্রাণীকে আর জঠর-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি যে অষ্ট মূর্ত্তি আমার আছে, তৎসমস্তই ব্রাহ্মণে প্রতিষ্ঠিত। হে মহাদেবি! অতি ক্লিষ্ট ব্রাহ্মণেরাও শুভাশুভ-বিতরণে সমর্থ। মহাতেজা দ্বিজগণের অসাধ্য কিছুই নাই। তাঁহারা ক্রুদ্ধ বা প্রসন্ন হইলে শুভাশুভ-বিতরণ ত করিয়াই থাকেন। যাঁহারা বেদ-বিদ্যা-বিশারদ তপস্বী ব্রাহ্মণ, তাঁহারা বৃত্তিদাতা এবং দেবগণেরও দেবতা। আমি এবং ব্রহ্মা এতদুভয় ব্রাহ্মণগণের উৎপাদক। সত্ত্বপ্রবৃত্ত ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মোৎপন্ন। তুমি ত্রিগুণা প্রকৃতি, আমি পরম পুরুষ। গুণকর্ম্ম-ব্যাপ্ত রজোগুণও তুমি। তম এবং রজ এই গুণদ্বয় মোহাত্মক। ১২—২৮। সত্ত্বগুণ মোহ নাশ করে, সেই সত্ত্বগুণ সাগ্নিক-ক্রিয়ায় বর্দ্ধিত হয়; সেই সত্ত্বগুণাবলম্বী মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ বহ্নিসদৃশ

সর্ব্বতঃ প্রভবস্তস্তে নাস্তি তেষাং নিবারণম্ ॥ ৩০
আর্জ্জবং সমতা চৈব বিদ্ধি তেজো দ্বিজাতিষু।
তপোবিদ্যাসমাযুক্তাদার্জ্জবন্ত বিশিষ্যতে ॥ ৩১
অসাধ্যং হন্তি পাপানি সমতা মোহবন্ধনম্।
উভেহপ্যেতেহতিহন্তি স্মআর্জ্জবং সেবিতংদ্বিজৈঃ
পুরা ভাগীরথীতীরে দ্বিজঃ পরমধর্ম্মবিৎ।
নাম্না দানরুচির্নাম উঞ্ছবৃত্তির্বভূব হ ॥ ৩৩
সর্ব্ববিদ্যাবিনীতাত্মা সর্ব্বভূতাভয়প্রদঃ।
সহ পত্ন্যা সমভবদ্বহ্নিহোমপরায়ণঃ ॥ ৩৪
অতিথিং ভোজয়িত্বা তু পূর্ব্বং দেবি যথাগতম্।
ষষ্ঠে কালে ততোহশ্নাতি তস্যেদং ব্রতমুত্তমম্ ॥ ৩৫
তথৈব বর্ত্তমানস্য ভূয়ান্ কালো জগাম হ।
অতিথাবাগতে তস্য ন বিকল্পঃ প্রজায়তে ॥ ৩৬
স তপঃশৌচসংযুক্ত আর্জ্জবৈকরতো দ্বিজঃ।
বভূবাত্যর্থমর্চ্চিষ্মানর্কাগ্ন্যোরপি তেজসা ॥ ৩৭
তস্যৈবং তপসা বহ্নিঃ প্রীতস্তুষ্টিমগাৎ পরাম্।
গুরুতুষ্টির্বভূবাস্য সমীহিতফলপ্রদঃ ॥ ৩৮

তেজস্বী; তাঁহাদের সকল বিষয়েই অব্যাহত-প্রসর, কেহই নিবারণ করিতে পারে না। ঋজুতা ও সমদৃষ্টিতাই দ্বিজাতিগণের তেজ। তপস্যা ও বিদ্যা অপেক্ষাও ঋজুতাগুণ শ্রেষ্ঠ। সমতাগুণে অসাধ্য মোহবন্ধন ও পাপ নষ্ট করে। পূর্ব্বে ভাগীরথীতীরে দানরুচি নামক পরমধার্ম্মিক এক ব্রাহ্মণ উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বাস করিতেন। তিনি সর্ব্ব-বিদ্যা-সম্পন্ন বলিয়া অনুদ্ধতচিত্ত এবং সকল প্রাণিগণের অভয়দাতা ছিলেন। পত্নীর সহিত সর্ব্বদা অগ্নিতে হোমকার্য্য করিতেন এবং অভ্যাগত অতিথিকে পূর্ব্বে ভোজন করাইয়া দিবসের ষষ্ঠভাগে আহার করিতেন;—এই তাঁহার ব্রত ছিল। এই অবস্থায় তাঁহার অনেক কাল অতীত হইল। অতিথি তাঁহার কাছে আসিলে কখন আতিথ্য বিষয়ে দ্বৈধ ছিল না। সেই তপঃ-শৌচ-পরায়ণ ঋজুবৃত্তি ব্রাহ্মণ সূর্য্য ও অগ্নি অপেক্ষা অধিক তেজস্বী হইলেন। তাঁহার এই প্রকার তপস্যায় অগ্নি পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অভি-

কদাচিদথ কালেন ষষ্ঠে কালে সমাগতে।
হিমবদ্বেগজৈঃ শীতৈর্দ্দুর্দ্দিনং পর্য্যটন্ দ্বিজঃ ॥ ৩৯
নাপশ্যদতিথিং কঞ্চিৎ তপসা চ স খেদিতঃ।
যদা নাসাদিতস্তেন দিনান্তেঽপ্যতিথিঃ ক্বচিৎ ॥ ৪০
অপ্রাপ্যৈব তু তং কঞ্চিদুপবাসপরায়ণঃ।
বভূব দ্বিজমুখ্যোঽসৌ বাসুদেবমচিন্তয়ৎ ॥ ৪১
পত্নী চাস্য মহাভাগা পতিভক্তিব্রতে স্থিতা।
যথা চাস্যাঃ পতিশ্চক্রে তথৈবাপ্যকরোৎ সদা ॥৪২
শীতবাতাদিতপ্তাঙ্গো নৈকদ্বন্দ্বসমাবৃতঃ।
ক্লেশেন মহতাতীব খিন্নোঽভূদ্দেবি স দ্বিজঃ ॥৪৩
শীতদুর্দ্দিনদোষাৎ তু নৈবাতিথিমবিন্দত।
তথাগ্নিস্তস্য তং জ্ঞাত্বা নিশ্চয়ং পরমং মহৎ ॥৪৪
শ্বপাকসদৃশং রূপং বিকৃতং কুৎসিতং বহিঃ।
কৃত্বা পাদপমূলস্থঃ প্রদদৌ তস্য দর্শনম্ ॥ ৪৫
ক্ষুধার্ত্তোঽথ স বিপ্রেন্দ্রঃ পর্য্যটন্নতিথীপ্সয়া।
অপশ্যদ্বৃক্ষমূলস্থং ঘোরং বিকৃতরূপিণম্ ॥ ৪৬

শ্বপাকং শীতসংক্ষুব্ধং নৈকব্রণগতার্দ্দিতম্।
দদৃশে তস্য গাত্রে চ প্রস্রবৎক্রিমিশোণিতম্।
বিক্রোশন্তঞ্চ তাতেতি স চাপশ্যদ্দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৪৭
কৃপণং তং সদা দৃষ্ট্বা স্বপন্তং দ্বিজসত্তমঃ।
সমাশ্বসিহি ভদ্রেতি প্রোবাচ মধুরং বচঃ ॥ ৪৮
শীতাপনয়নার্থঞ্চ বহ্নিং প্রজ্বালয়ন্ দ্বিজঃ।
বিশীতং বহ্নিসংসর্গাৎ সমাশ্বস্তমুবাচ সঃ ॥ ৪৯
এহি ভদ্রাতিথে মেঽন্নং ভুঙ্ক্ষ্ব চাত্রেতি সাদরম্
তমুবাচ ততো দীনঃ শ্বপাকস্তপসাং নিধিম্ ॥ ৫০
শ্বপাকোঽহং দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহ্যমন্নমিহৈব হি।
কুৎসিতায় প্রযচ্ছস্ব যথৈব মৃগপক্ষিণে ॥ ৫১
নাহং সংস্কৃতমাহর্ত্তুং যোগ্যোঽন্নমিতি চাব্রবীৎ ॥
তমেবংবাদিনং ধ্যানাজ্জ্ঞাত্বা বহ্নিমুপস্থিতম্।
প্রোবাচ দ্বিজশার্দ্দূল ইদং বচনকোবিদঃ ॥ ৫৩
নাহং জাতিং তবার্চ্চাভিঃ পূজয়ামি তবানঘ।
আত্মা বৈ সর্ব্বতো জ্যেষ্ঠঃ সর্ব্বপ্রাণিষয়ং স্থিতঃ।
আত্মানং তমহং ভদ্র পূজয়ামি পরং শিবম্।

লম্বিত ফলদাতা হইলেন। ২৯—৩৮। অনন্তর কোন একদিন দিবসের ষষ্ঠভাগ অতীত হইল, তথাপি ব্রাহ্মণ হিমালয়ের প্রবল শীতে দুর্দ্দিনায়মান দিবসে পর্য্যটন করিয়াও কোন অতিথিকে দেখিতে পাইলেন না। যখন ব্রাহ্মণ দিনান্তেও কোন অতিথি প্রাপ্ত না হইলেন, তখন দুঃখিত হইয়া বাসুদেবের চিন্তা করত উপবাস অবলম্বন করিয়া রহিলেন। ইঁহার পত্নী অতি সৌভাগ্যবতী এবং পতিভক্তি-পরায়ণা। পতি যাহা করেন, ইনিও নিত্য তাহাই করেন। হে দেবি! তাঁহার অঙ্গ সকল শীত-বাতাদিতে উপতপ্ত হইলে, শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখরূপ-দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হইয়া সেই দ্বিজ মহাক্লেশে খিন্ন হইয়া পড়িলেন; কিন্তু শীতজন্য দুর্দ্দিনতা বশতঃ অতিথি পাইলেন না। অনন্তর অগ্নি তাঁহার তাদৃশ শ্রেষ্ঠ অধ্যবসায় জানিয়া, চণ্ডাল-সদৃশ বিরূপ কুৎসিৎ বাহ্যাকার ধারণ করিয়া, তরুমূলে অবস্থান করত তাঁহাকে দর্শন দিলেন। অতিথির প্রার্থনায় পর্য্যটনরত সেই উপবাসী দ্বিজবর, বিকৃতরূপী ঘোরদর্শন সেই চণ্ডালকে বৃক্ষমূলে দেখিলেন।

উহার গাত্র শত শত ব্রণপীড়িত, তাহাতে ক্রিমি-শোণিত নির্গলিত হইতেছে; সে শীতে কম্পিতকলেবর হইয়া "হে পিত" এই বলিয়া আর্ত্তস্বরে আহ্বান করিতেছে। তাহাকে এই-রূপ কাতর-ভাবাপন্ন দেখিয়া "ভদ্র! ভয় নাই আশ্বাস অবলম্বন কর" বিপ্র এই সুমধুর বাক্য বলিলেন এবং শীত নিবারণের জন্য অগ্নি জ্বালি[illegible] অগ্নিসংসর্গে তাহার শীত দূর হইলে, সা[illegible] কহিলেন,—ভদ্র! অতিথে! তুমি এই স্থানে আসিয়া অন্ন ভোজন কর। তখন সেই দী[illegible] ভাবাপন্ন শ্বপাক, তপোনিধিকে বলিল,— দ্বিজবর! আমি কুৎসিত চণ্ডালজাতি। মৃগপ[illegible] বৎ আমাকে এই স্থানেই অন্ন দেন, আমি অ[illegible] অন্নভোজন করিবার যোগ্য নহি। ৩৯—৫[illegible] যে উপস্থিত ব্যক্তি এই প্রকার বাক্য বলিতে[illegible] বাগ্মী দ্বিজবর ধ্যানযোগে তখন তাহাকে অ[illegible] বলিয়া জানিতে পারিয়া বলিলেন,—হে মহাশ[illegible] আমি আপনার জাতিপূজা করিব না; [illegible] সকল প্রাণিগণে অবস্থান করিতেছেন, [illegible] পরম মঙ্গলময় আত্মাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আমি তাঁ[illegible]

সর্ব্বত্র সংস্থিতং মত্বা পুরুষং পরমেশ্বরম্ ॥ ৫৫
তির্য্যক্ষে ন হি মে কুৎসা ত্বদ্বিধেষু বিশেষতঃ।
সর্ব্বমেব হি দেবেতি তপঃশৌচপরায়ণঃ।
পূজয়াম্যহমব্যগ্রং তত্র নিঃসংশয়ো ভব ॥ ৫৬
ক্রিমিকীটাদিসর্পেষু শ্বপাকেষু দ্বিজাতিষু।
যদা সর্ব্বগতো হ্যাত্মা তদা কুৎসা কথঞ্চন ॥ ৫৭
ন হি মে কুৎসিতে ভেদো ন হি মে ত্বমকুৎসিতঃ
ভুক্ত্বা সংস্কৃতমন্নং ত্বং পাবয়াস্মাননুগ্রহাৎ ॥ ৫৮
এবমুক্তো দ্বিজেন্দ্রেণ শ্বপাকঃ প্রীতিমাংস্তদা।
গৃহং গতঃ স বিপ্রস্য বিপ্রানুগ্রহলিপ্সয়া ॥ ৫৯
অথ ভাবরুচিস্তস্যাতিথেরেব প্রপূজনে।
আতিথ্যং বিধিবচ্চক্রে ভাবশুদ্ধেন চেতসা ॥ ৬০
মূর্ত্তিমান্ সোঽভবৎ প্রীতো ভোজিতো হব্যবাহনঃ
প্রদদাবীপ্সিতং তস্য যোগৈশ্বর্য্যমনুত্তমম্ ॥ ৬১
স যোগং পরমং প্রাপ্য উঞ্ছবৃত্তির্দ্বিজোত্তমঃ।
বিমুক্তঃ সহ পত্ন্যা তু প্রাপ্তবানমৃতং পদম্ ॥ ৬২

পূজা করিব। সেই পরমপুরুষ পরমেশ্বর সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন, এজন্য তির্য্যক্ প্রভৃতি কুৎসিত জাতিতেও, বিশেষতঃ ত্বদ্বিধ ব্যক্তিতে আমার ঘৃণা নাই; সকলেই দেবতা-স্বরূপ। অতএব তপঃশৌচযুক্ত আমি অব্যাকুলচিত্তে পূজা করিব। আপনি নিঃসংশয় হউন। আত্মা সর্ব্বগত; তিনি দ্বিজাতিতে যেরূপ আছেন, ক্রিমি, কীট, সর্প ও চণ্ডালাদি জাতিতেও সেইরূপ আছেন; অতএব কুৎসা কি প্রকারে হইবে? কুৎসিত ও অকুৎসিত জীবে আমার কোন ভেদজ্ঞান নাই। এক্ষণে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক পাকনিষ্পন্ন অন্ন ভোজন করিয়া আমাকে পবিত্র করুন। চণ্ডাল দ্বিজেন্দ্র কর্ত্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া, প্রফুল্লচিত্তে তখন সেই বিপ্রের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য তাঁহার বাটীতে যাইল। অনন্তর অতিথি পূজানুরাগী দ্বিজবর ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে, তাহার যথাবিধি আতিথ্য-সৎকার করিলেন। ভোজনানন্তর অগ্নি, তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, স্বকীয় মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে যোগৈশ্বর্য্যরূপ বর প্রদান করিলেন। সেই উঞ্ছবৃত্তিজীবী

যথৈব কপিলঃ সিদ্ধস্তত্ত্ববিৎ পরমো মুনিঃ।
এবমার্জ্জবসম্পন্নো ব্রাহ্মণঃ কৃতলক্ষণঃ ॥ ৬৩
ন কিঞ্চিৎ প্রাপ্নুয়াদ্দেবি শুভাশুভপরং পদম্ ॥৬৪
এবং তে কথিতং নগেন্দ্রতনয়ে
মাহাত্ম্যমত্যুত্তমং
শৃণ্বন্ নিত্যমিদং পঠংশ্চ বিধিবৎ
সিদ্ধঃ শুচির্মানবঃ।
পুণ্যং সৌখ্যমথাপ্যভীপ্সিতফলং
তেজোবলং প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৫
আখ্যানমেতৎ কথিতং যথাব-
ন্মহামহীধ্রেন্দ্রসুতে দ্বিজানাম্।
দৃষ্টপ্রভাবা মম তে দ্বিজেন্দ্রা
মহামুনীনাং পদমধ্যবাৎসুঃ ॥ ৬৬
সনৎকুমার উবাচ।
দ্বিজমাহাত্ম্যমুল্লিখ্য পার্ব্বতীপরমেশয়োঃ।
বভূব চৈবং সংবাদঃ পুণ্যঃ পাপভয়াপহঃ ॥ ৬৭
যচ্চান্যদপ্যদশ্যাম পারাশর্য্য তপোধন।
শ্রোতব্যং মন্যসে মত্তস্তচ্ছৃণুষ্ব সমাহিতঃ ॥ ৬৮

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহিতায়াং দ্বিজমাহাত্ম্যকথনং নাম পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥৫৫॥

ব্রাহ্মণ পরম যোগ প্রাপ্ত হইয়া, পত্নীর সহিত দেহত্যাগ করিয়া, মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইলেন। হে গিরীন্দ্রকন্যে! তোমার নিকট যে উত্তম দ্বিজমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, যে ব্যক্তি শুচি হইয়া তাহা যথাবিধি নিত্য শ্রবণ ও পাঠ করে, সে পবিত্র সুখ, অভীষ্ট ফল, তেজ ও বল লাভ করিতে পারে। হে মহাগিরিসুতে! তোমার নিকট যথাবৃত্ত যে দ্বিজমহাত্ম্য কহিলাম, সেই দ্বিজেন্দ্রগণ অলৌকিক প্রভাব লাভ করিয়া, মহামুনি-সুলভ আমার পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সনৎকুমার কহিলেন,—উল্লিখিত দ্বিজমাহাত্ম্যযুক্ত এই পার্ব্বতী-পরমেশ্বর-সংবাদ অতি পবিত্র এবং পাপভয়-নিবারক। হে ঘনশ্যামরুচে পরাশরসুত তপোধন! তুমি আমার নিকট হইতে যদি অপর কিছু শ্রোতব্য বিবেচনা কর, তবে তাহা অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর। ৫৩—৬৮।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ভগবন্ যৎ ত্বয়া প্রোক্তং নাড়ীচক্রস্য নিশ্চয়ম্।
প্রাপ্য পাশুপতং জ্ঞানং ব্রহ্মাদ্যাস্তে সুরোত্তমাঃ
লেভিরে পরমং তত্ত্বং জ্ঞানঞ্চাপি মহাদ্যুতে ॥ ১
তন্মে কথয় তত্ত্বজ্ঞ শিষ্যায় পরিপৃচ্ছতে।
কীদৃশং বা ভবেদ্‌যোগং জ্ঞানং পাশুপতং শুভম্

সনৎকুমার উবাচ।

ব্রহ্মাদ্যা দেবতা ব্যাস দক্ষযজ্ঞমুখে পুরা।
শঙ্করং শরণং জগ্মু র্বীরভদ্রভয়ার্দ্দিতাঃ ॥ ৩
গণেন্দ্রৈরভিযুক্তাস্তে ভস্মকূটাজিরে স্থিতৈঃ ॥ ৪
যা॥ ভস্মপ্রদীপ্তাস্তে তেজসঃ শরমুত্তমম্।
অভয়ং তে তথা রৌদ্রাঃ পশবো দীক্ষিতা ইব ॥৫
ভস্মরূষিতগাত্রাণাং শঙ্করব্রতধারিণাম্।
স্বযোগঞ্চ দদৌ তেষাং তদা দেব উমাপতিঃ ॥ ৬
সর্ব্বাসাং মোক্ষবিদ্যানাং যত্তত্ত্বমিতি হোচ্যতে।
হিরণ্যগর্ভপ্রমুখৈর্যোগিমুখ্যৈঃ প্রবর্ত্তিতঃ ॥ ৭
যো যোগঃ সকলো ব্যাস স কৃচ্ছ্রোপায়সাধনঃ।
জন্মান্তরসহস্রৈস্তু তমভ্যস্য মহামুনে ॥ ৮
সর্ব্বকর্ম্ম বহিঃ কৃত্বা নিষ্কলস্য প্রভাবতঃ।
দীক্ষাং পাশুপতীং প্রাপ্য প্রবিশন্তি মহেশ্বরম্ ॥৯
সর্ব্বজ্ঞানসমাযুক্তং তপোধর্ম্মনমস্কৃতম্।
সেবনাদস্য মুচ্যন্তে তন্নিবোধ মহাব্রতম্ ॥ ১০
নাধর্ম্মেণ বিনা ধর্ম্মো ন ধর্ম্মেণ বিনাশুভম্।
এতৌ পরস্পরং বৃদ্ধৌ ত্যক্ত্বা তস্মাদিমাবুভৌ ॥
ধর্ম্মাধর্ম্মপরিত্যক্তঃ স্মরেৎ পাশুপতং ব্রতম্।
ততো যোগমিমং প্রাপ্য মহদৈশ্বর্য্যমশ্নুতে ॥ ১২
ভস্মগ্রহণমাত্রাদ্ধি সর্ব্ববন্ধপ্রমোচনম্।
মুচ্যতে স্পৃষ্টমাত্রস্তু ব্রহ্মভূতেন ভস্মনা ॥ ১৩
দহেৎ সোমকৃতং বহ্নিরিন্ধনঞ্চানলং বিদুঃ।
কৃতাকৃতং দহত্যগ্নির্ভূয়ঃ সোমসমাহৃতঃ ॥ ১৪
ভস্মনা সঞ্চিতাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাদ্যা অভিমানিনঃ।
ভস্মনস্তেজসা বীর্য্যং যস্মাৎ পাবনমীশ্বরম্ ॥ ১৫
আত্মানং শঙ্করং ন্যস্য যৎ স্নানং ভস্মনা চরেৎ।

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি যে নাড়ীচক্রনিশ্চায়ক পাশুপত যোগের কথা কহিয়াছিলেন,—ব্রহ্মাদি সুরবরগণ যে পাশুপত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন,—হে তত্ত্বজ্ঞ! সেই তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্যকে তাহা বলুন। সেই পাশুপত-যোগ ও পাশুপতজ্ঞান কি প্রকার? সনৎকুমার কহিলেন,—পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞারম্ভে ব্রহ্মাদি দেবগণ বীরভদ্রের ভয়ে ভীত হইয়া শঙ্করের শরণাপন্ন হন। ভস্মাচ্ছন্নগাত্র সেই সকল ব্যক্তি, যজ্ঞদীক্ষিত পশুর ন্যায়, ভস্মকূট প্রাঙ্গণস্থিত গণেন্দ্রবৃন্দ কর্তৃক অভিযুক্ত হইয়া, তেজঃশরের স্বরূপ সেই অভয়ের শরণাপন্ন হইলে দেব উমাপতি ভস্মভূষিতগাত্র শঙ্কর তখন ব্রতধারীদিগকে স্বকীয় সেই যোগ দান করিলেন,—যাহা সর্ব্ব মোক্ষবিদ্যার তত্ত্ব বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি যোগিপ্রধান কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। হে ব্যাস! অপর যে সকল যোগ আছে, তাহা অতি কষ্টসাধ্য; সহস্র জন্মান্তর ধরিয়া সেই যোগ অভ্যাস করিতে হয়। সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পাশুপাত দীক্ষা গ্রহণ করিলে মহেশ্বরে লীন হইতে পারে। তপোধর্ম্ম-সমাদৃত, সর্ব্বজ্ঞানযুক্ত এই মহাব্রত শ্রবণ কর; ইহা অবলম্বন করিলে, লোক মুক্তি প্রাপ্ত হয়। ১—১০। অধর্ম্ম ব্যতীত পাপ হয় না এবং ধর্ম্ম ব্যতীতও পুণ্য হয় না; অতএব এই অন্যোন্যাশ্রয়ী ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, এই মঙ্গলপ্রদ ব্রত স্মরণ করিবে। অনন্তর এই পাশুপত-যোগ প্রাপ্ত হইয়া, মহৎ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে; ভস্মগ্রহণ মাত্রেই সকল বন্ধন দূর হয়। ব্রহ্মস্বরূপভস্মের স্পর্শমাত্রে লোক মুক্ত হয়। ব্রহ্মাদি দেবতা সকল ভস্মে বিভূষিত হইয়া, অভিমান করিয়া থাকেন। এই ভস্মের তেজে যে বীর্য্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে পবিত্র ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। আত্মাকে শঙ্কর ভাবিয়া ভস্ম দ্বারা স্নানাচর

ভস্মনা শিবযোগেন মুচ্যতে পাপবন্ধনাৎ ॥ ১৬
প্রভবন্তি সুরাঃ সোমাৎ পিতরো বহ্নিসম্ভবাঃ।
অগ্নীষোমাত্মকং তস্মাজ্জগৎ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥
ঈশ্বরোঽগ্নিশ্চ সোমশ্চ ভস্মনস্তেজ উচ্যতে।
তেজসা তস্য সংস্পৃষ্টো মুচ্যতে ভস্মনা দ্বিজঃ ॥১৮
সাংখ্যং বিদ্যাং তপশ্চৈব ত্যক্ত্বা ধর্ম্মাংশ্চ বৈদিকান্।
কেবলং ভস্মসংস্নানাৎ প্রভোর্গচ্ছতি তৎ পদম্॥
পাপমুক্তোঽপ্যধর্ম্মাত্মা বহুধর্ম্মরতোঽপি সন্।
যস্মাদ্ভক্তিপরঃ শম্ভোর্ভস্মনৈব বিশুধ্যতি।
শীঘ্রমেব পরং যোগং প্রাপ্য মুচ্যতি বন্ধনাৎ ॥ ২০
এবং ব্রতং মহৎ প্রাপ্য শূরঃ পাশুপতো মুনিঃ।
ইদং মাহেশ্বরং জ্ঞানং গুহ্যং পরমমভ্যসেৎ ॥ ২১
জ্ঞেয়ং জ্ঞানং তথা জ্ঞাতা ত্রয়ং দেহে তথা স্থিতম্
আত্মা যশ্চ যথা বাস-স্থানত্রয়সমন্বিতঃ ॥ ২২
নাড়ীষু চ যথা হ্যাত্মা আত্মন্যেবাবতিষ্ঠতি।
সর্ব্বতঃ সর্ব্বভূতেষু নিগূঢ়স্তিষ্ঠতে তথা ॥ ২৩
পয়ঃ সোমঘৃতং ব্যাস বিদিত্বা চ স মুচ্যতে ॥ ২৪
ন সেবিতুং বিনা জ্ঞানং সম্যগাত্মা কথঞ্চন।
রূপ-শব্দ-রসাতীতং কস্তং বেত্তি মহেশ্বরম্ ॥ ২৫
তথা হ্যহং মহাভাগ প্রসাদাৎ ত্র্যম্বকস্য তু।
আত্মজ্ঞানে পরোপায়ং কথয়ামি তবানঘ ॥ ২৬
সর্ব্বমেব তমঃশূন্যমিদমাসীজ্জগৎ কিল ॥ ২৭
ন দেবা নাসুরাশ্চৈব নদ্যঃ সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাঃ।
ন কিঞ্চিৎ সর্ব্বথা ভূতং দৃশ্যতে জগতি স্থিতম্ ॥২৮
শুদ্ধং মহচ্চ বিমলমক্ষরং পরমীশ্বরম্।
সর্ব্বমাত্রগুণাতীতং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্॥ ২৯
বহিরন্তশ্চরং দীপ্তমবিকারং পরং ধ্রুবম্।
বিজ্ঞানং পরমং যৎ তদক্ষরং ব্রহ্ম তচ্ছৃণু ॥ ৩০
ওমিত্যেকাক্ষরং পূর্ব্বাক্ষরং তস্মাদ্বিনির্গতম্।
ত্র্যক্ষরশ্চ ত্রিমাত্রশ্চ ওঙ্কারো ব্রহ্ম শস্যতে ॥ ৩১
অকারে তত্র বিষ্ণুঃ স্যাদুকারে তু পিতামহঃ।
মকারো ভগবানীশো মাত্রায়াং প্রকৃতিঃ স্মৃতা ॥৩২
পত্নীরূপেণ সা শম্ভুং ভুঞ্জতে প্রকৃতিঃ পুনঃ।

করিবে। শিব-যোগাত্মক ভস্ম দ্বারা পাপরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। দেবগণ সোম হইতে সম্ভূত, পিতৃগণ বহ্নি হইতে সমুৎপন্ন; অতএব এই প্রতিষ্ঠিত জগৎ অগ্নি-সোমাত্মক। ১—১৭। ঈশ্বর অগ্নি ও সোম ভস্মের তেজঃস্বরূপ; ব্রাহ্মণ সেই ভস্মের তেজে সংস্পৃষ্ট হইলে, পাপ হইতে মুক্ত হন। সাংখ্যবিদ্যা,—তপস্যা ও বেদোদিত ধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া, কেবল ভস্মস্নান করিলে লোকে প্রভুর সেই পদ প্রাপ্ত হয়। নিষ্পাপই হউক, আর অধর্ম্মিষ্ঠই হউক, অথবা বহুধর্ম্ম-নিরতই হউক, শম্ভুর প্রতি ভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ভস্ম দ্বারা শুদ্ধ হয় এবং শীঘ্রই পরম-যোগ প্রাপ্ত হইয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। পাশুপত-ধর্ম্মাবলম্বী মুনি এই প্রকার মহৎ ব্রতাবলম্বন করিয়া, এই পরম-গুপ্ত মাহেশ্বর জ্ঞান অভ্যাস করিবে। জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতা এই তিনই দেহে সেইরূপে অবস্থান করিতে-ছেন, আত্মা যেরূপ স্থানত্রয়যুক্ত এবং যেরূপ নাড়ীসমূহে আত্মা আত্মাতেই অবস্থান করিতে-ছেন, সেইরূপ সকল প্রাণিবর্গে গূঢ়ভাবে আত্মা অবস্থিত আছেন। জ্ঞানসেবা ব্যতীত আত্মাকে কোন প্রকারে সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। রূপ-রস-শব্দবিবর্জ্জিত সেই মহেশ্বরকে কে জানিতে পারে? হে পাপবিহীন! আমি ত্র্যম্ব-কের প্রসাদে আত্মজ্ঞানের প্রধান উপায় বলি-তেছি। এই সমস্ত জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ও শূন্যময় ছিল,—দেবতা, অসুর, নদী, সূর্য্য, চন্দ্র এবং পঞ্চভূতের মধ্যে কোন পদার্থ জগতে ছিল না, জগৎস্থিত কোন জন্য-পদার্থ দৃষ্ট হইত না; কেবল সেই নির্ম্মল, পবিত্র, মহৎ পর-মেশ্বর ছিলেন। যিনি নিত্য, নির্ব্বিকার ও সর্ব্বগুণাতীত; যিনি অন্তরে ও বাহিরে বিদ্য-মান, নিরঞ্জন এবং তেজোদীপ্ত; যিনি জ্ঞান-স্বরূপ ও প্রধান; সেই অবিনশ্বর ব্রহ্মের বিষয় শ্রবণ কর। সেই ব্রহ্ম হইতে প্রথমে "ওঁ" এই একাক্ষর নির্গত হয়। ঐ ওঙ্কার অক্ষরত্রয় ও মাত্রাত্রয়-সমন্বিত এবং ব্রহ্ম বলিয়া স্তুত হইয়া থাকে। ঐ ওঙ্কারান্তর্গত অকারে বিষ্ণু, উকারে ব্রহ্মা, মকারে মহেশ্বর এবং

ব্রহ্ম-বিষ্ণু স্থিতৌ তৌ চ দেবাবীশ্বরসঙ্গিতৌ।
সম্পাদ্বিরূপং প্রকৃতিঃ সর্ব্বং বিষ্ণুঃ প্রজাপতিঃ ॥৩৩
তাবাক্রম্য মহেশস্তং প্রকৃতিস্তৌ গুণাত্মকৌ।
মহাবলো বিভুর্ভূত্বা নক্তং সংহারমেব হি ॥ ৩৪
গুহ্যমেতৎ পরং জ্ঞানং ময়োক্তন্তু মুনেঽক্ষরম্।
ওঙ্কারং ধ্যায়তে যেন অতীত্য প্রকৃতিং মুনে ॥৩৫
স তমাদিত্যমুক্তাত্মা কৃতার্থো জায়তে মুনিঃ।
নৈবং জনা বিমার্গস্থাঃ শুদ্ধহেতুপরায়ণাঃ ॥ ৩৬
ভোক্তারং প্রকৃতেরীশং পরং তত্ত্বেষু সংস্থিতম্।
ওঙ্কারং প্রকৃতের্নিত্যং তন্মধ্যে ভাস্বরং স্বয়ম্ ॥৩৭
পয়োমধ্যে যথা ব্যাস সর্পিরন্তর্গতং স্থিতম্।
ঈশ্বরোঽসৌ দদাতীশঃ স মুক্তঃ পশুবন্ধনৈঃ ॥৩৮
নেশ্বরা প্রকৃতিঃ খ্যাতা গুণকর্ম্মাদিভেদিনী।
বৃহত্ত্বাদ্বৃহতী শ্যামা বিষ্ণুত্বাদ্বিভবা স্মৃতা ॥ ৩৯
সাভিমানা ভবেৎ সৃষ্টির্ভোক্তা তস্যা মহেশ্বরঃ।
অষ্টবাহুস্ত্রিপাদা চ পঞ্চদেহমুখী তথা ॥ ৪০
ত্রিনেত্রা পঞ্চকর্ম্মস্থা সপ্তবাজিরথোত্তমা।
জগন্মাতা স্মৃতা হেষা গুণত্রয়বিকারজা ॥ ৪১

উভে শুভাশুভে তস্যাং বিদ্যাবিদ্যে তথা হ্যুভে
উভয়ার্থং প্রমা যাগঃ ক্রিয়ানুষ্ঠানমেব চ ॥ ৪২
নিমিত্তং ভবনে যানে তারাঃ সংক্ষেপতস্ত্বমী।
ঈশ্বরাজ্জাত ওঙ্কারঃ স চ তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৪৩
অতঃ কৃত্বা মহাযোগং যোগিনঃ কপিলাদয়ঃ।
ওঙ্কারং পরমং ব্রহ্ম নির্ব্বিকল্পমুপাসতে ॥ ৪৪
স এব সর্ব্বযোগাত্মা কারণং স চ এব তু।
এবং প্রকৃতিভূতৌ তাবোঙ্কারপ্রভবৌ স্থিতৌ ॥৪৫
ঈশভোজ্যৌ গুণাত্মানৌ কৃত্বা বিষ্ণু-পিতামহৌ
উৎসৃষ্টৌ বেদযজ্ঞাখ্যৌ ত্যক্তধর্ম্মাদিবন্ধনৌ।
মহামোহতমোবিষ্টৌ বিদ্যয়া সঙ্গযুক্কৃতৌ ॥ ৪৬
সত্ত্বপূর্ব্বো রজোমুখ্যঃ সুখদুঃখান্বিতঃ সদা।
সংসারতাড়নৌ মূঢ়ৌ সর্ব্বনিত্যসমাবুভৌ ॥ ৪৭
ঈশ্বরে তু ভবেদ্বিদ্বান্ ধ্যানযোগপরায়ণঃ।
তস্মাৎ প্রকৃতিরুৎপন্না তস্মিন্নেব প্রণশ্যতি ॥ ৪৮
যেনাসাবীশ্বরো ভিন্নো যোগেনাত্মনি সংস্থিতঃ।
প্রকৃতিস্তং ন বধ্নাতি মুচ্যতে চ ভবার্ণবাৎ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীশৈবে সনৎকুমারসংহিতায়াং বিভূতি-
যোগো নাম ষট্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

মাত্রায় প্রকৃতি, সেই প্রকৃতি পত্নীরূপে শম্ভুকে ভোগ করেন। সেই ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ঈশ্বর সংজ্ঞিত হইয়া অবস্থিত। ১৮—৩৩। হে মুনে! এই পরম-গুহ্য জ্ঞান তোমাকে বলিলাম। হে মুনে! প্রকৃতি অদিক্রম করিয়া, যে ওঙ্কারের ধ্যান করে, সে আদিত্য কর্ত্তৃক মুক্তাত্মা হইয়া চরিতার্থ হয়। কিন্তু হেতুপরায়ণ কুমার্গগামী লোক এইরূপ কৃতার্থ হইতে পারে না। ওঙ্কার প্রকৃতির ঈশ্বর, পরম তত্ত্বে অবস্থিত। হে ব্যাস! জলের মধ্যে ঘৃত যেরূপ থাকে, সেই ভাস্বর ওঙ্কার প্রকৃতির মধ্যে সেইরূপ নিত্য অবস্থিত আছেন। সত্ত্বাদি গুণ ও কর্ম্মাদির ভেদিকা প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন। সেই প্রকৃতি মহত্ত্ব-হেতুক মহতী এবং মলিনা,—ঐ প্রকৃতি সাভিমানা হইলে সৃষ্টি হয়। উহার ভোক্তা মহেশ্বর। উহার অষ্টসংখ্যক বাহু, তিন চরণ, দেহ ও মুখ পঞ্চসংখ্যক, তিন চক্ষু, পঞ্চ কর্ম্মপরায়ণ অশ্ব এবং রথ সপ্তসংখ্যক। গুণত্রয়-বিকারজাতা এই প্রকৃতি জগতের মাতা। এই প্রকৃতিতে শুভ ও অশুভ, বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয় বিদ্যমান আছে। এই উভয়ের জন্যই যথার্থ জ্ঞান, যাগ, ক্রিয়ানুষ্ঠান যানাসন বিষয়ে শুভাশুভ লক্ষণ ও নক্ষত্রজ্ঞান। ওঙ্কার ঈশ্বর হইতে সঞ্জাত এবং ঈশ্বর ইহাতে অবস্থিত। অতএব কপিলাদি যোগিগণ, মহাযোগ অবলম্বন করিয়া নিত্য নির্ব্বিকল্প পরম ওঙ্কারকে উপাসনা করিয়া থাকেন; সেই আত্মাই সর্ব্বযোগারূঢ়, তিনিই মুক্তির কারণ। এই প্রকার সেই প্রকৃতিভূত ওঙ্কারপ্রভব, গুণস্বরূপ ব্রহ্মা ও বিষ্ণুতে (বুদ্ধি ও মন) ঈশ্বরভোগ্যরূপে অবস্থিত। তাঁহারাই বেদ, যজ্ঞ ও ধর্ম্মাদি-বন্ধন-পরিত্যক্ত এবং অবিদ্যা-প্রভাবে মহামোহ তমোমধ্যে প্রবিষ্ট। একটী সত্ত্বগুণাধিক, আর একটী রজোগুণাধিক, সুখদুঃখময় উভয়েই; উভয়েই সর্ব্বনিত্য-সদৃশ সংসার-পীড়ক এবং মোহ-বহুল। ঈশ্বরে

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ।

আত্মা সূক্ষ্মো মনো বুদ্ধিরহঙ্কারো গুণাস্তথা।
ভূতানীন্দ্রিয়সম্ভারস্তন্মাত্রাণি দশানিলাঃ॥ ১
বিভক্তাঃ ক্রমশো দেহে বিভাগেন যথাস্বয়ম্।
স্বপ্নজাগ্রৎসুষুপ্তেষু স্থানেষ্বেতেষু সুব্রত॥ ২
হৃদয়ে কর্ণিকায়ান্তু যৎ পদ্মং সর্ব্বতোমুখম্।
বেষ্টিতং দশভিঃ সূক্ষ্মং তদ্বন্দ্যং সর্ব্বদেহিনাম্॥৩
আত্মা তত্র সজীবস্তু সুমনঃসু প্রতিষ্ঠিতঃ।
তং স্বপ্নস্থমিতি প্রাহুঃ সংসিদ্ধাঃ শিবযোগিনঃ॥৪
জ্বালিনী স্তিমিতা চোগ্রা বিদ্যাবিদ্যা বিশালিনী।
মালিনী শঙ্করী চৈব সুমিত্রা বোধিনী তথা॥ ৫
এতা দশ মহানাড্যো জীবেঽস্মিংস্তাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ
শয়ানং প্রতি চোদ্বুদ্ধো ভাবৈর্ভাবৈঃ সমাহিতঃ॥ ৬
শব্দাদিবিষয়েভ্যস্তু আত্মসর্ব্বগতাস্ত্রয়ঃ।
সদ্ভির্বা পূর্ব্বসংযুক্তো জীব ঈক্ষয়তে পুনঃ॥ ৭
অহঙ্কারো মনো বুদ্ধির্ভাবশ্চতস্রো দেহজাঃ।
সহ নৈব ন তিষ্ঠন্তি বারয়ন্তি শরীরিণম্॥ ৮
ত এবং বিহিতাঃ সর্ব্বে জীবশ্চৈব তু পঞ্চমঃ।
কর্ণিকায়াং ত্বতিব্যোম্নি সংস্থিতঃ সর্ব্বতোমুখঃ॥৯
স্থিতো মনসি সূক্ষ্মস্তু স তদ্গুণমনন্তকম্।
চেতঃ স এব সম্প্রোক্তং স এব পুরুষঃ স্মৃতঃ॥১০
অহঙ্কারোঽপ্যজারস্তভূতো ভাস্করসঞ্চরঃ।
মম সোমস্ত্বয়ং ব্রহ্মা জ্ঞানং ধর্ম্মো রতিস্তথা॥১১
রসমাত্মা মহৌষধ্যঃ সানুগো ভাববিস্তরঃ।
অহঙ্কারো গতাশশ্চ মৃত্যুদুঃখমনাময়ম্॥ ১২
কামরোষজবা দুষ্টাঃ সুধর্ম্মাশ্চাভিতাঃ সমাঃ।
বিষ্ণুর্বুদ্ধির্যথাকার্য্যং কারণং ভূমিরেব চ॥ ১৩
জ্ঞানবৈরাগ্যমাকাশং রাজসং ভাববিস্তরম্।
জীবমধ্যে স্থিতা সূক্ষ্মা বিধূমা পাবকং শিখা॥১৪

ধ্যানযোগ-পরায়ণই বিদ্বান্; তাঁহা হইতেই প্রকৃতি উৎপন্ন এবং তাঁহাতেই আবার লীন হয়। যে ব্যক্তি আত্মাকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন জানিতে পারে, প্রকৃতি তাহাকে বন্ধন করিতে পারে না এবং সে ভবসমুদ্র হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। ৩৪—৪৯।

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৬॥

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন,—সূক্ষ্ম আত্মা, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, সত্ত্বাদি গুণসমূহ, পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়-সম্ভার, পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চ প্রাণাদি-বায়ু, এই সকল বস্তু দেহে ক্রমশঃ স্বপ্ন, জাগ্রৎ ও সুষুপ্তিরূপ অবস্থায় বিভক্ত আছে। হে সুব্রত! হৃদয়-কর্ণিকায় সূক্ষ্ম সর্ব্বতোমুখ দশনাড়ীবেষ্টিত পদ্ম আছে, সেই পুষ্পে জীবাত্মা অবস্থিত। সিদ্ধ যোগিগণ তাঁহাকে স্বপ্নস্থ বলিয়া থাকেন। জ্বালিনী, স্তিমিতা, উগ্রা, বিদ্যা, অবিদ্যা, বিশালিনী, মালিনী, শঙ্করী, সুমিত্রা ও বোধিনী এই দশ নাড়ী জীবাত্মায় প্রতিষ্ঠিত; শয়ান জীবাত্মার সহিতই ইহা-দিগের সম্বন্ধ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই তিন কালই জীব সম্বন্ধ। সত্ত্বাবযুক্ত প্রবুদ্ধ জীব ভাব এবং ভাষায় সমাহিত হইয়া শব্দাদি বিষয় উদ্দেশে দৃষ্টিসঞ্চালন করেন। অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি ও চিত্ত এই চারি প্রকার পদার্থ দেহজ। ইহারা আত্মার সহিত অব-স্থান করে না, কিন্তু আত্মাকে অন্তর করে; ইহার মধ্যে জীবাত্মা পঞ্চম। ইনি কর্ণিকা-মধ্যে পুরীততি নাড়ীতে সর্ব্বতোমুখে অবস্থান করিয়া থাকেন এবং সূক্ষ্মরূপে মনের মধ্যে থাকেন। তাঁহার অসীম গুণ, তিনিই চিত্ত-রূপে ও পুরুষরূপে অভিহিত হন। অহঙ্কার হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি। অহঙ্কারই সূর্য্যের সঞ্চরণক্ষেত্র। অহঙ্কার, ব্রহ্মা, সূর্য্য, চন্দ্র, জ্ঞান, ধর্ম্ম, রতি, রস, আত্মা, মহৌষধ, সপরিকর ভাবসমূহ, নৈরাশ্য, মৃত্যু, দুঃখ, অনাময়, অতি গর্হণীয় কামবেগ ও রোষবেগ, সর্ব্বোতোভাবে ধর্ম্মজনক; সমতা, বিষ্ণু, বুদ্ধি, কার্য্যকারণ ভূমি-জ্ঞান, বৈরাগ্য, আকাশ ও রজোগুণাত্মক ভাবসমূহ, ইহা সূক্ষ্মরূপে জীবের মধ্যে অগ্নিজ্যোতিঃস্বরূপ অবস্থিত থাকে, ইহা সকল

অমৃতং সর্ব্বভূতানাং গতিশ্চৈব হি সা পরা।
মধ্যে তস্যাগ্নিসঙ্কাশো জীবঃ প্রোতো ন দৃশ্যতে ॥
সহসা লোহিতা মুখ্যা প্রোতা রসবতী তথা।
বিধূমা চামৃতা চৈব নন্দিনী বক্রবিস্তরা ॥ ১৬
এতাঃ সূক্ষ্মতরা নাড্যঃ সম্ভিদ্য দশপাবকম্।
পর্য্যটন্তি সদা সোমং ভূতাধারং পয়োবৃতম্ ॥ ১৭
স তাভিস্তর্পিতঃ সোমঃ সর্ব্বান্তরসমীপতঃ।
শব্দাপয়তি বৃদ্ধস্তাং জীবমধ্যং গতাং শিবাম্।
তদেবামৃতমাখ্যাতং যচ্চৈবাস্মদমুত্তমম্ ॥ ১৮
তয়া যদা হি সোমস্য শিখয়া কল্পিতাপ্লবঃ।
জাগর্ত্তোঽপি পুনঃ প্রাজ্ঞঃ সর্ব্বযোগসমন্বিতঃ ॥ ১৯
যা ভূতেষু সুরা নাড়ী সা সুষুম্না প্রতিষ্ঠিতা।
যদা যোগোঽয়মায়াতি সুপ্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ২০
উভাবেতৌ মুনির্জিত্বা সুপ্তজাগ্রদবস্থয়োঃ।
অজাগ্রতং স্বয়ঞ্চৈব ধ্যানযোগঞ্চ চিন্তয়েৎ ॥ ২১
গমনাদ্যাশ্চ যে ভাবা মনসশ্চৈব যা ঘৃণা।
ন বুদ্ধো হ্যধ্ববৈরাগ্যং তেন বুধ্যন্তি যোগিনঃ ॥২২

যন্মন্যতে মনঃ কিঞ্চিদ্বদ্ধং যচ্চ বিকল্পতে।
যৎ ত্বহঙ্কার্য্যাদহঙ্কারস্তজ্জ্ঞাত্বা মরণং ত্যজেৎ।
নিক্ষিপ্য চ কুতঃ কর্ম্ম তদ্বিনা কুশলং কুতঃ।
কর্ম্মবদ্ধবিষাদস্ত সংশুদ্ধো মুচ্যতে ধ্রুবম্ ॥ ২৪
য ইমে বিষয়াঃ কিঞ্চিদ্বিদ্যাঃ সোমস্য সম্ভবাঃ।
ভোক্তা বহ্নিঃ স্মৃতস্তেষাং ত্বচা নাল্পেন বাধ্যতে।
ইতি জ্ঞাত্বা ত্যজেচ্চিন্তাং সর্ব্বযোগরতঃ সদা।
স হি জীবদবস্থায়ামহমেব মহেশ্বরঃ।
ধর্ম্মবাদক্ষয়ং লোকানিচ্ছা মাং বধ্যতে কথম্ ॥ ২
ক্রিয়য়া যেগবিদুষঃ শঙ্করং ব্রতমাস্থিতাঃ।
গচ্ছন্তি স্বতনুং ত্যক্ত্বা ভিত্বা মায়াং পরং পদম্
ইদমন্যৎ পরং জ্ঞানমস্য সূক্ষ্মতরং স্ফুটম্।
প্রবক্ষ্যামি তব ব্যাস ভক্তস্ত্বমসি শঙ্করে ॥ ২৯
যোগিনো যং ন জানন্তি যৎ সূক্ষ্মং পরমোত্তমম্
মুক্ত্বা পাশুপতান্ শুদ্ধান্ যন্ন ভূতেষু বিদ্যতে ॥৩

জীবের অমৃত ও অপর গতিস্বরূপ; তাহার মধ্যে অগ্নিসদৃশ জীব গুপ্তভাবে আছেন, তাহা দৃষ্ট হয় না। ১—১৫। সরসা, লোহিতা, মুখ্যা, প্রোতা, রসবতী, বিধূমা, অমৃতা, নন্দিনী বক্র ও বিস্তরা, এই সকল সূক্ষ্ম-নাড়ী দশাগ্নিকে ভেদ করিয়া ভূতের আধারভূত পয়োবৃত সোমকে পর্য্যটন করে। সর্ব্বান্তর-সমীপে সেই সোম সেই নাড়ী কর্তৃক তর্পিত হইয়া বর্দ্ধিত হয় এবং জীবমধ্যগত শিরাকে আহ্বান করে। যাহা উত্তম এবং জীবনদাতা, তাহাকেই অমৃত বলিয়া থাকে। প্রাজ্ঞ যোগিগণ, যখন সেই সোমশিখাকর্তৃক অন্বিত হয়, তখনই জাগ্রৎ অবস্থা এবং ভূতের মধ্যে সুষুম্নাপ্রতিষ্ঠিত সুরানাড়ীযোগ যাহাকে প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই সুপ্ত বলিয়া থাকে। মুনিগণ সুপ্ত ও জাগ্রদবস্থায় এই উভয়কে জয় করিয়া থাকেন এবং স্বয়ং সেই অজাগ্রৎ ধ্যানযোগে চিন্তা করেন। গমনাদি দৈহিক ক্রিয়া জুগুপ্সাদি মনের ক্রিয়ায় জাগরিত না হইলে তাহা দ্বারা অধ্ব বৈরাগ্য অবগত হন। বুদ্ধির নিশ্চয়, মনের সংশয়, অহঙ্কারের অভিমান ত্যাগ করিলে মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, নতুবা কর্ম নিক্ষেপ করিলে কি প্রকারে যোগসিদ্ধি এবং কি প্রকারে মোক্ষরূপ কুশল হইতে পারে? যিনি কর্ম্মবন্ধ-বিষাদ হইতে শুদ্ধ হন, তিনিই মুক্তিলাভ করেন, জানিবে। নিখিল বিষয়ই চন্দ্রসম্ভূত এবং বিষয়ভোক্তা বহ্নি। সামান্য চর্ম্ম—সেই অগ্নিকে বাধ্য করিয়া রাখিতে পারে না। এই প্রকার জানিয়া সর্ব্বদা যোগানুরক্ত হইয়া চিন্তা ত্যাগ করিবে। সেই ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় "আমিই মহেশ্বর, অতএব ধর্ম্মবাদরহিত লোকের ন্যায় ইচ্ছা, আমাকে কি প্রকারে বাধিত করিবে?" এইরূপ স্থির করিবে। ক্রিয়া দ্বারা যোগাভিজ্ঞ লোক শঙ্কর-ব্রতালম্বনপূর্ব্বক স্বীয় তনু ত্যাগ ও মায়াভেদ করিয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। ১৬—২৮। হে ব্যাস! ইহা হইতে সূক্ষ্ম অন্য এক পরম জ্ঞানযোগ তোমাকে কহিব, কারণ তুমি অতিশয় শিবভক্ত। এই পরমোত্তম সূক্ষ্ম জ্ঞান যোগিগণও জ্ঞাত নহেন। বিশুদ্ধ পাশুপত ভিন্ন ইহা কোন ভূতেই বিদ্য

মনো বুদ্ধিরহঙ্কার ইন্দ্রিয়াণি গুণঃ ক্ষয়ম্।
ন স্পৃশন্তি সদাত্মানং বিকারাস্তস্ত তে বহিঃ ॥৩১
সর্ব্বত্র বিদ্যতে সোঽথ ন চ সর্ব্বেষু দৃশ্যতে।
স দৃশ্যতে চ ভগবান্ন তু প্রায়ঃ কথঞ্চন ॥ ৩২
সর্ব্বভাবগুণানাম্তমচিন্ত্যং পরমেশ্বরম্।
জ্ঞানেন যে প্রপশ্যন্তি যোগিনস্তে পরা মতাঃ ॥ ৩৩
ছায়ৈষাং দৃশ্যতে যা তু চক্ষুর্ব্বিষয়সঙ্গতা।
কনীন্যন্তঃস্থিতির্ব্যাস হেতুঃ সর্ব্বশরীরিণাম্ ॥ ৩৪
অত্রাস্তে স ক্ষরো জ্ঞাত্বা সূক্ষ্মো মধ্যগতো ন যঃ
সহস্রকর্ণিকায়াস্ত নাড্যো জীবে চ সংস্থিতাঃ ॥ ৩৫
গান্ধারী বিজয়া চৈব এতাঃ প্রাণবহাঃ স্মৃতাঃ।
পাণিনা তালগন্ধাস্মা নাড্যো নাভৌ চ সংযুতে ॥৩৬
যোগাদয়ো দশোদ্ভ্রান্তা নাড্যো নাগেন সন্তু তাঃ।
সপ্রাণো বহিরন্তশ্চ তর্পয়ন্ হব্যবাহনঃ ॥ ৩৭
বৃদ্ধস্য বারয়েদ্বায়ুং বহন্ পুংসা বলেন চ।
নাড়ী ত্বন্যা সুষুম্নেতি সোমবহ্নিষবস্থিতা ॥ ৩৮
তস্মিন্ সহেতুকে দেহকুমারে চাতিলম্বিতা।
তস্মিংশ্চাতুরকে দেহে কুমারে চানলংস্থিতাঃ ॥ ৩৯
শুধ্যতে বা তবাসন্না নিত্যবাতপ্রসারিণী।
সমানধ্যানসংযুক্তা রক্তমাপ্নাত্র পূর্য্যতে ॥ ৪০
তদা বায়োঃ পরো বায়ুঃ স চ কূর্ম্ম ইহোচ্যতে।
নাড্যাং নাভিনিবদ্ধায়াং নতায়াং তৌ প্রতিষ্ঠিতৌ
অধরাবধরে নাড্যাং বায়ুরল্পাস্তদোর্দ্ধতঃ।
অধস্তাৎ পাদসন্নদ্ধঃ কূর্ম্মঃ শিরসি চ স্থিতঃ ॥ ৪২
যো বায়ুর্দেবদত্তাখ্যঃ কৃতকার্য্যায় বোধিনঃ।
বহ্নিসোমনিবদ্ধৌ তু প্রাণদেবমহাবলৌ।
একো বিবর্দ্ধয়ত্যগ্নিমন্যঃ সোমমতর্পয়ৎ ॥ ৪৩
দেবদত্ত-মহানাগ-কৃক-কূর্ম্ম-ধনঞ্জয়াঃ।
প্রাণাস্তে ময়ি বিখ্যাতাশ্চক্রযোগাভিপালিনঃ ॥ ৪৪
হুতশেষং প্রদিষ্টং বা সোমং তত্র প্রতিষ্ঠিতি।
সোমং বিধিবৎসতে যজ্ঞান্ ন তেষাং মুক্তিলক্ষণম্

মান নাই। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়গণ এবং সত্ত্বাদিগুণ ক্ষয়স্পর্শী; আত্মাকে ইহারা স্পর্শ করিতে পারে না; ইহারা আত্মার বহির্ব্বিকার মাত্র। তিনি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন; অথচ কোন স্থানেই তাঁহাকে দেখা যায় না। সেই ভগবান্ পরমাত্মাকে প্রায় কোন রূপে দেখা যায় না। সেই পরমেশ্বর সকল ভাব ও গুণের অগম্য; যে যোগিগণ তাঁহাকে দেখিতে পান, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হন। হে ব্যাস! নেত্র-তারকার অন্তরে তেজঃস্বরূপ আত্মচ্ছায়া দৃষ্টিগোচর হয়। সর্ব্ব-শরীরীর মূল সূক্ষ্মজীব, ইহার মধ্যগত নহে; তাহা সহস্রকর্ণিক পদ্মে অবস্থিত। পূর্ব্বোক্ত নাড়ী সকলও তথায় জীব-সঙ্গে অবস্থিত। গান্ধারী ও বিজয়া—ইহারা প্রাণধারিণী নাড়ী। পাণিনা তালগন্ধা এই দুই নাড়ী, নাভিতে সংস্থিত। ২৯—৩৬। যোগাদি উদ্ভ্রান্ত দশ নাড়ী নাগ বায়ু কর্ত্তৃক রক্ষিত। হব্যবাহন, প্রাণের সহিত যুক্ত হইয়া অন্তর্বাহ্য তৃপ্ত করেন। সুষুম্না নামক অন্য নাড়ী সোম ও বহ্নিতে অবস্থিত আছে। সেই কারণ-দেহ ও কুমার-দেহ এই উভয় দেহেই অতিলম্বিতা নাম্নী নাড়ী অবস্থিত এবং জীর্ণদেহ ও কুমার-দেহ উভয়েতে অনলংস্থিতা নামে নাড়ী অব-স্থিত। বাতবাসন্না নামে নাড়ী অতি বিশুদ্ধ এবং নিত্যবাত-প্রসারিণী। সমানধ্যানসং-যুক্তা নামে যে নাড়ী, তাহা সর্ব্বদা রক্তপূর্ণ থাকে। দেহমধ্যে বায়ু ও পরম-বায়ু অবস্থিত। ঐ পরমবায়ু কূর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। ঐ উভয় বায়ু নাভিদেশগত সন্নত নাড়ীতে অব-স্থিত। অধর এবং অবধর নামক দুইটী নাড়ীতে ক্ষুদ্র বায়ু অবস্থান করে। ঐ নাড়ীর ঊর্দ্ধদেশে ও অধোদেশে পাদসন্নদ্ধ একটী বায়ু এবং মস্তকোপরি কূর্ম্ম নামে আর একটী বায়ু অবস্থান করে। দেবদত্ত নামক বায়ু আম-দিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া দেয়। প্রাণ-দেব এবং মহাবল নামে দুইটী বায়ু বহ্নি ও সোমে নিবদ্ধ। তাহার মধ্যে একটী অগ্নিবৃদ্ধি করে, অপরটী সোম-বৃদ্ধি করে। দেবদত্ত মহানাগ, কৃক, কূর্ম্ম, ধনঞ্জয় এই কয়টী প্রাণ-বায়ু; ইহারা আমাতে অবস্থান করত চক্রযোগের সাধন বলিয়া বিখ্যাত। ঐ পঞ্চ প্রকার বহ্নিতেই শাস্ত্রবিহিত হুতশেষ ও সোম

দীপ্তিরগ্নিঃ স্মৃতায়াস্তু প্রবিতশ্চাত্র যত্র সা।
তর্পণং পর্ব্বণা তস্য কর্ণিকায়াং তদা স্মৃতম্॥ ৪৬
নেত্রে পশ্যতি যজ্জ্যোতিস্তারারূপং প্রকাশকম্।
স জীবঃ সর্ব্বভূতানাং আত্মানঞ্চ সমাস্থিতঃ॥ ৪৭
জ্যোতিষশ্চক্ষুষঃ সূক্ষ্মং তত্ত্বং তৎ পরমং স্মৃতম্
তচ্চামৃতং সমাখ্যাতং জ্ঞানলভ্যং তদুচ্যতে॥ ৪৮
তস্মাৎ পরতরং নাস্তি যোগবিজ্ঞানদা গতিঃ।
জ্ঞাত্বৈবং সন্ত্যজেন্মোহং গুণত্রয়বিকারজম্॥ ৪৯
অভিন্নস্যাত্মনস্তস্য বহির্গম্যেশ্বরস্য চ।
ভেদং ভগবতঃ কুর্য্যাৎ কোঽন্যো যোগবিশারদঃ॥
নিরঞ্জনং নির্ব্বিকল্পং প্রভূতং ন বিকল্পয়েৎ॥ ৫১
বিমোহং ত্যজ সংসর্গাক্রিয়াঃ কার্য্যাবিবর্জ্জিতাঃ।
তং বিশন্তি মহেশানমীশ্বরং কৃতকারিণী॥ ৫২
ইতি তত্ত্বং সমাখ্যাতং ব্যাস মাহেশ্বরং তব।
তদ্‌ব্রহ্ম পরিপূর্ণন্তু নাম রূপঞ্চ নাস্তি তে॥ ৫৩

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহিতায়াং বিবিধযোগবর্ণনং নাম সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৭॥

অবস্থান করেন। সোম যজ্ঞ বিধান করেন, কিন্তু তিনি মুক্তির কারণ নহেন। স্মৃতা নামে যে নাড়ী, তাহাতে প্রদীপ্ত অগ্নির বাস; এবং যে স্থানে ঐ নাড়ীর অবস্থান, ঐ স্থানে অগ্নি নির্গত হইয়া থাকে। তাহার নির্গম সময়ে কর্ণিকামধ্যে পর্ব্ব দ্বারা ঐ অগ্নির তৃপ্তি হইয়া থাকে। নেত্রমধ্যে যে জগৎপ্রকাশক তারাস্বরূপ জ্যোতি দৃষ্ট হয়, ঐ জ্যোতি সমস্ত ভূতের জীবস্বরূপ এবং আত্মাতে অবস্থিত। চক্ষুর্জ্যোতি হইতে যে সূক্ষ্ম পদার্থ, তাহাকে পরমতত্ত্ব বলিয়া থাকে। ঐ পরমতত্ত্ব অমৃত বলিয়া বিখ্যাত এবং তাহা জ্ঞান দ্বারা লাভ হয়, এইরূপ কহিয়া থাকেন। ঐ পরমতত্ত্ব হইতে আর কোন বস্তুই শ্রেষ্ঠ নাই। তিনিই যোগ এবং বিজ্ঞানদা গতি। লোক সকল এইরূপ বিবেচনা করিয়া গুণত্রয়ের বিকারজনিত মোহকে পরিত্যাগ করিবে। কোন যোগবিশারদ ব্যক্তি ঐ আত্মা হইতে অভিন্ন পরম-তত্ত্বকে ভগবান্ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বলিয়া থাকেন। নিরঞ্জন নির্ব্বিকল্প ঈশ্বর হইতে ঐ পরমতত্ত্বকে কখনই ভিন্ন জ্ঞান করিবে না। হে ব্যাস! আমি তোমার নিকট মহেশ্বরের যাথার্থ্য বর্ণন করিলাম; তিনিই পূর্ণব্রহ্ম, তাঁহার নাম ও রূপ নাই। ৩৭—৫৩।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৭॥

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বযোগেশ সর্ব্বামরনমস্কৃত।
অহো জ্ঞানং ত্বয়াখ্যাতমজ্ঞানবিনিবর্ত্তনম্।
অদ্যাহং গতসন্দেহো মহাদেবং পরং প্রতি॥ ১
শঙ্করাৎ প্রকৃতির্জাতা ব্রহ্মবিষ্ণু শিবাত্মকৌ।
জ্ঞাত্বা ষড়ীশমীশানং মুচ্যতে সর্ব্ববন্ধনাৎ॥ ২
সর্ব্বযোগং যথাপূর্ব্বং ত্যক্ত্বা সকলসংহিতাম্।
নিষ্কলং সকলং জ্ঞাত্বা সদ্য এব প্রকাশতে॥ ৩
শ্রবণাদস্য বিপ্রেন্দ্র হিতমুক্তমথাধিকম্।
ত্বৎপ্রসাদহং তাত প্রাপ্তজ্ঞানো গতাশুভঃ॥ ৪

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—হে ভগবন্! হে সর্ব্বযোগেশ! হে সর্ব্বদেব-নমস্কৃত! আপনি অজ্ঞান-নিবর্ত্তক পরম জ্ঞান উপদেশ করিলেন। সেই পরম পুরুষ মহাদেবের প্রতি আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই শঙ্কর হইতেই সংসারহেতু ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব—ইঁহারা উৎপন্ন হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত সংহিতা, সমস্ত যোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ঈশানকে অবগত হইলে, সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। সেই পূর্ণ ব্রহ্মকে অবগত হইলে, সমস্তই সুপ্রকাশিত হয়। হে বিপ্রেন্দ্র! ইহা শ্রবণ করিয়া, 'আপনি অতিশয় হিত উপদেশ করিলেন' এইরূপ বোধ করিলাম। হে তাত! আমি আপনার প্রসাদে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলাম এবং

নিঃসন্দেহোঽভবং শান্তঃ প্রষ্টব্যং নান্যদস্তি মে
তথাপি জ্ঞাপয়ামীদং তৎ ত্বমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৫
এবং বিজ্ঞানসম্পন্নঃ প্রাপ্তযোগো মুনির্মুনিম্ ॥ ৬
বিনা ক্লেশং তনুং ত্যক্ত্বা যোগী যোগবলান্বিতঃ।
কথমাপ্নোতি তদ্বস্তু নিষ্কলং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৭
ঈশ্বরধ্যানসম্প্রাপ্তমুপায়ং যোগলক্ষণম্।
কথয়স্ব মুনিশ্রেষ্ঠ প্রষ্টব্যং নান্যদস্তি মে ॥ ৮
এবমুক্তঃ স শিষ্যেণ ব্যাসেন সুমহাত্মনা ॥ ৯
সনৎকুমার উবাচ।
কথয়ামি চ বিপ্রেন্দ্র শিবসিদ্ধান্তনিশ্চয়ম্।
শৃণু ব্যাস পরং জ্ঞানমীশ্বরধ্যানকারণম্।
স্বেচ্ছয়া যেন মুচ্যন্তে যোগিনো জ্ঞানতৎপরাঃ ॥
বিদ্যোক্তমিতি মাং জ্ঞাত্বা মুহুরভ্যস্য চৈব হি।
স্বদেহং বিঘ্নবৎ ত্যক্ত্বা ষড়্বিংশেন যমাপ্নুয়াৎ ॥
যা নাড্যো বায়ুসংরুদ্ধাঃ সঞ্চরন্তি শরীরিণঃ।
সেতুস্তাসাং ততানান্ত কর্ণিকামধ্যমাশ্রিতাঃ ॥ ১২
তমাশ্রিত্য তু সা নাড়ী বাহুপাদেষু সংস্থিতা।
স্মৃতা ভূয়স্তু যা নাড্যস্তা এককরমাশ্রিতাঃ ॥ ১৩
নিঃসমানে সহস্রাণি নাড়ীনাং পরমাত্মনি।
তাসামেকৈকশো ভেদঃ সূক্ষ্মসূক্ষ্মতরঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪
তাসু সঞ্চরতে প্রাণঃ কর্ণিকামধ্যসম্ভবঃ।
তত্রাত্মা সূক্ষ্মসংলক্ষ্যঃ প্রাগুক্তস্তিষ্ঠতি দ্বিজ ॥ ১৫
বিদ্যয়া দিশি পশ্যংস্তান্তং পশ্যেদ্‌যোগমাস্থিতঃ।
তত্তেজঃ সর্ব্বনাড়ীষু বিভক্তং সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ১৬
তাশ্চ নাড্যো মনঃসঙ্গাত্মনঃ কুর্ব্বন্তি বিপ্লুতম্।
তত্তেজশ্চক্ষুরাহত্য সর্ব্বনাড়ীসমাশ্রিতম্।
মন একমতং কৃত্বা তথাত্মনি নিযোজয়েৎ ॥ ১৭
বায়ুর্ধনঞ্জয়ো নাম যো হৃদীহ স্ফুরেৎ সদা।
ত্রীণি তস্য মুখান্যাহুঃ শিরো নাভির্হৃদেব হি ॥ ১৮
যে প্রমাণাস্তবাখ্যাতা বায়বঃ কীর্ত্তিতা ময়া।

আমার সমস্ত অমঙ্গল নষ্ট হইল। আমি এক্ষণে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া শান্তি লাভ করিলাম। আর আমার কিছুমাত্র জিজ্ঞাস্য নাই। তবে এইটী মাত্র জিজ্ঞাস্য আছে, আপনি যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন। এইরূপ বিজ্ঞান-সম্পন্ন যোগ-যুক্ত মুনিগণ বিনা ক্লেশে যোগবল আশ্রয় করত মনন-সাধন তনুকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে সেই পরমবস্তু নিষ্কল পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হন? হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যোগস্বরূপ ঈশ্বরচিন্তা-লভ্য সেই উপায় আমাকে বলুন,তদ্ভিন্ন আমার আর জিজ্ঞাস্য নাই। মহাত্মা সশিষ্য ব্যাস এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সনৎকুমার কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র ব্যাস! যাহা দ্বারা শিবের সিদ্ধান্ত নিশ্চয় হয়, যে জ্ঞান ঈশ্বর-চিন্তার কারণ এবং যোগিগণ যে জ্ঞান দ্বারা পরম-জ্ঞান লাভ করত ইচ্ছানু-সারে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, সেই পরম-জ্ঞান কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমাকে গুরুরূপে জ্ঞান করত মদুক্তবিদ্যার অভ্যাসপূর্ব্বক, যেরূপ বিঘ্ন সকল কার্য্যের প্রতিবন্ধক বলিয়া ত্যাগ করিতে হয়, সেইরূপ স্বীয়দেহ তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বিবেচনা করত তাহাকে ত্যাগ করিয়া ষড়্বিংশতত্ত্ব তত্ত্বজ্ঞানকে লাভ করিবে। দেহি-গণের যে সকল নাড়ী বায়ু-সংরুদ্ধ হইয়া ইত-স্ততঃ সঞ্চরণ করে, সেই বিস্তৃত নাড়ীসমূহের কর্ণিকাই সেতু এবং কর্ণিকার মধ্যে তাহা-দিগের আশ্রয়। ঐ নাড়ী সেই সেতুকে আশ্রয় করিয়া বাহু পাদে অবস্থান করে। অন্য যে সকল নাড়ী, তাহারা একটী করকে অবলম্বন করিয়া থাকে। ১—১৩। সহস্রসংখ্যক নাড়ী দৃষ্টান্ত-রহিত পরমাত্মাতে অবস্থিত; তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর রূপে এক একটী ভিন্ন ভিন্ন। কর্ণিকামধ্য হইতে উৎপন্ন প্রাণবায়ু ঐ সমস্ত নাড়ীতে সঞ্চরণ করে। হে দ্বিজ! পূর্ব্বোক্ত অতি সূক্ষ্ম আত্মা ঐ কর্ণিকাতে অবস্থিত। যোগিগণ বিদ্যা দ্বারা ঐ সকল নাড়ীকে দর্শন করত পরমাত্মাকে অবলোকন করেন। ঐ তেজঃস্বরূপ পরমাত্মা, সর্ব্বদেহীর সকল নাড়ীতে বিভক্ত। ঐ সকল নাড়ী, মনের সহিত যুক্ত হইয়া, মনকে চঞ্চল করে। ঐ তেজ, চক্ষু দ্বারা আহত হইয়া সকল নাড়ীকে আশ্রয় করে। মনকে একাগ্র করিয়া আত্মাতে নিযুক্ত করিবে। ধনঞ্জয় নামে যে বায়ু, সেই বায়ু হৃদয় মধ্যে সর্ব্বদা প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং তাহার শির, নাভি, হৃ তিনটী—

ধনঞ্জয়স্য তে সর্ব্বে বশগা তন্নিবন্ধনাঃ॥ ১৯
ন বশা গন্তুমন্যত্র তস্মিংস্তিষ্ঠন্তি সংস্থিতাঃ॥ ২০
নাভিবন্ধনমাসাদ্য নাড়ীচক্রং সমাশ্রিতাঃ।
দ্বিতীয়ং কর্ণিকায়ান্তু তৃতীয়ং তালুসংস্থিতম্॥২১
ভ্রূবিকারপরং শূলং ত্রিবিধোৎক্রান্তিরুচ্যতে।
হৃদি শূলং পরং নাড্যাং তালৌ পরশুরাস্থিতঃ॥
তাসু কে হৃদি বদ্ধশ্চ পদ্মনাড্যাং নিয়োজিতঃ।
ভানৌ বিয়োজিতং সর্ব্বং প্রাণমেব বিমুঞ্চতি॥২৩
আক্ষিপ্য ত্রিতয়ং নাড্যাং কর্ণিকায়াং নিযোজনম্
চিত্তমাত্মনি সংযোজ্য বিক্ষিপেৎ পূর্ব্বতো মম।
প্রয়োগাদস্য বিপ্রেন্দ্র মুচ্যতে তৎক্ষণান্মুনিঃ॥ ২৪
ধর্ম্মাধর্ম্মনিবন্ধৈস্তু কর্ম্মভিঃ প্রাগনুষ্ঠিতৈঃ।
যথা জীবা ন বাধ্যন্তে যোগিনস্তদিদং শৃণু॥ ২৫
বাহ্যঃ শরীরজশ্চেতি মৃত্যুর্দ্বিবিধ উচ্যতে॥ ২৬
বিষশস্ত্রাদিবেগৈস্তু শ্বাপদৈর্বহ্নিভির্জলৈঃ।
বাহ্যো মৃত্যুরিতি খ্যাতঃ শারীরস্তু নিবোধ মে॥২
রোগজঃ কালজো বাপি মৃত্যুরভ্যন্তরে ভবেৎ।
কালজো জরয়া যুক্তো রোগজো ব্যাধিসংজ্ঞিতঃ।
দুর্লভো মৃত্যুরভ্যাসাদ্‌যোগসাধনজো মুনেঃ॥ ২৯
যোগোপায়কৃতো যশ্চ যশ্চ কালকৃতঃ ক্ষয়ঃ।
তয়োর্ভেদাধিকারৌ বা শৃণু ব্যাস সমাসতঃ॥৩০
কালক্ষোভাত্তথেদেকো দ্বিতীয়ো মনসি স্থিতঃ।
যোগমাক্রামতঃ শব্দঃ শ্রূয়তে শ্রোত্রসন্ধিজঃ॥ ৩১
স পূর্ব্বং নীয়তে কূর্ম্মে তেন বহ্নিস্ত্যজেৎ প্রভাম্
নিষ্প্রভঃ সততো বহ্নিঃ শব্দযোগাদ্বিমুচ্যতে॥ ৩২
শব্দস্পর্শী গুণাতীতো রূপযোগং বিমুঞ্চতি।
এবমগ্নৌ প্রবিষ্টে তু সর্ব্ব এবানিতাস্ততঃ।
একতো যোগমিচ্ছন্তো মর্ম্মাণি বিনিকৃন্ততি॥ ৩৩
কিম্মিরো দেবদত্তশ্চ কৃকরো নাগ এব চ।
উদানো নাম সংযুজ্য কর্ণিকায়াং বিশন্তি হি॥৩৪

স্থান। আমি তোমার নিকট যে সকল বায়ু কীর্ত্তন করিয়াছি সেই সমস্ত বায়ু ধনঞ্জয় নামক বায়ুর বশতাপন্ন এবং তাহা হইতে উৎপন্ন। এজন্য অন্য স্থানে গমন করিতে অক্ষম; তাহাতেই অবস্থিত। বায়ুর প্রথম স্থান—নাভি-বন্ধন-নাড়ীচক্র; দ্বিতীয় স্থান—কর্ণিকা; তৃতীয় স্থান—তালু। ভ্রূবিকার স্বরূপ শূল হইতে ত্রিবিধ উৎক্রান্তি। হৃদয়ে শূল, নাভিতে শূল এবং তালুতে পরশু নাড়ী, মস্তক এবং হৃদয়ে আবদ্ধ বায়ু, পদ্ম নাড়ীতে নিয়োজিত হইয়া পরিশেষে সমস্তই যদি সূর্য্যে নিয়োজিত হয়, তবে প্রাণত্যাগ হইয়া থাকে। অতএব ঐ তিনটীকে আক্ষেপপূর্ব্বক কর্ণিকানাড়ীতে নিয়োজন করিবে এবং আত্মাতে চিত্তকে সংযোজিত করিয়া আমার অগ্রে বিক্ষেপ করিবে। হে বিপ্রেন্দ্র! মুনিগণ এই যোগের অভ্যাসেই তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করেন। যোগী জীব সকল ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং পূর্ব্বজন্মে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম দ্বারা যেরূপে আবদ্ধ না হয়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। বাহ্য ও শরীরজ এই দুই প্রকার মৃত্যু। এই দুই প্রকার মৃত্যুর মধ্যে বিষ, শস্ত্র প্রভৃতির বেগ; ব্যাঘ্র, অগ্নি, জল এই সকল দ্বারা যে মৃত্যু, তাহাকে বাহ্যমৃত্যু বলে। এক্ষণে আমার নিকট শরীরজ মৃত্যু শ্রবণ কর।১৪—২৭। শরীরজ মৃত্যু দুই প্রকার, রোগজ এবং কালজ। প্রাচীনাবস্থায় জরাযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যু কালজ; ব্যাধি দ্বার যে মৃত্যু, তাহা রোগজ। যোগিগণের যোগ দ্বারা যোগসাধনজন্য যে মৃত্যু, তাহা অতি দুর্লভ। হে ব্যাস! যোগোপায় দ্বারা যে মৃত্যু এবং কালকৃত যে মৃত্যু, তাহার ভেদ ও তাহাতে কোন্ ব্যক্তির অধিকার, তাহা সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ কর। কালজ মৃত্যু কালক্ষয়ে হইয়া থাকে; দ্বিতীয় ইচ্ছানুযায়ী। শ্রোত্রসন্ধিজ শব্দ, যোগাভ্যাসরত ব্যক্তির শ্রবণ-গোচর হয়। ঐ শব্দ প্রথমে কূর্ম্ম নামক বায়ুতে নীত হইলে বহ্নি প্রভাকে ত্যাগ করেন। পরে ঐ বহ্নি নিষ্প্রভ হইয়া শব্দসম্বন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং শব্দ ও স্পর্শ গুণাতীত হইলে রূপকে ত্যাগ করেন। অগ্নি এই রূপে প্রবেশ করিলে, সমস্ত জীব একান্ত যোগ ইচ্ছা করত মর্ম্ম সকলকে বিনষ্ট করেন। কিম্মির, দেবদত্ত, কৃকর, নাগ এবং উদান ইহারা মিলিত হইয়া

অধ্বজার্দ্ধ ভবেৎ স্থাণৌ মনো জীবতি নির্গমঃ।
ইন্দ্রিয়াণি মনো যান্তি মনঃ প্রাণবিনির্গতম্॥ ৩৫
তেষু সর্ব্বেষু লীনেষু প্রাণবায়ুং নিপীড়য়েৎ।
পীড্যমানাস্ততঃ সর্ব্বে ভবন্ত্যেকশতানিলাঃ॥ ৩৬
সুসংযুক্তং ততঃ স্থানং ততঃ কর্ম্ম যদাত্মকম্।
একস্থা বায়বঃ সর্ব্বে পূরয়ন্তি ধনঞ্জয়ম্॥ ৩৭
শেষস্তদীয়কূর্ম্মাদ্যা জীবং ত্যক্ত্বা স তিষ্ঠতি।
এককালকৃতা হ্যেষা সর্ব্বভূতগুণস্থিতিঃ।
বিনা যোগং ন জীর্য্যেত সূক্ষ্মং মাহেশ্বরং পদম্॥
উপবিষ্টঃ প্রসুপ্তো বা উৎক্রান্তস্তু ন সংশয়ঃ।
স্বেচ্ছয়া মুচ্যতে ব্যাস জ্ঞাত্বা তত্ত্বং মহেশ্বরম্॥৩৯
ছুরিকাং পরশুং বাপি শূলং বা চারয়েন্মুনিঃ।
ততঃ সর্ব্বে বিলীয়ন্তে বিকারাঃ করণৈঃ সহ॥৪০
বীক্ষ্যতে চেশ্বরং ব্রহ্ম সর্ব্বতত্ত্বং মহেশ্বরম্॥ ৪১
মনস্তাবদ্রুজং জন্তোঃ প্রযচ্ছতি বিপদ্গতঃ।
সরুজো মোহমাপন্নো জ্ঞানবস্তু ন বিন্দতি॥ ৪২

অনেন কর্ম্মণা বিপ্র সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতঃ।
সুখমারোহতি ব্রহ্ম কর্ম্মপূতস্তলাদিব॥ ৪৩
যদা ন পঞ্চ বিজ্ঞায় দৃষ্ট্বা তু পরিনিষ্ঠিতঃ।
পঞ্চভির্ব্রহ্মভিঃ পূতো ভস্মনা দীক্ষিতো দ্বিজঃ॥৪৪
শঙ্করৈকমনা যোগী জ্ঞানমেতদবাপ্নুতে।
মাহেশ্বরমিমং যোগং নিষ্কলং মুক্তিকারণম্॥ ৪৫
যজ্ঞাদপি ন মুঞ্চন্তি ব্রতমপ্রাপ্য শাঙ্করম্।
সর্ব্বজ্ঞাতে প্রবুদ্ধেন নেহ পাশুপতং ব্রতম্॥ ৪৬
মহাদেবপরো ভূত্বা সর্ব্বজ্ঞানমবাপ্নুহি।
নৈবামত্যা পরং ব্রহ্ম অন্যে বিন্দন্তি যোগিনঃ॥৪৭
মহাদেবপ্রসাদেন ন মুক্তাঃ শিবযোগিনঃ।
এষ মোক্ষবিধিঃ কৃৎস্নঃ সর্ব্বপ্রত্যয়বর্জ্জিতঃ॥ ৪৮
সকলস্যাস্পদং দিব্যং ব্রহ্মলোকাৎ পরস্থিতম্।
মহাদেবস্য বক্ষ্যামি তদ্ভক্ত্যা যেন যান্তি হি॥ ৪৯

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহিতায়াং যোগধ্যানে অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৭॥

কর্ণিকাতে প্রবেশ করে। মন, জীবাত্মায় নিষ্ক্রিয় ভাবে অবস্থিত থাকে। ইন্দ্রিয় সকল মনকে আশ্রয় করে এবং মন প্রাণ-সম্মিলিত হয়। ঐ সমস্ত লীন হইলে প্রাণ-বায়ু নিপীড়িত হয়। পীড়িত প্রাণ-বায়ু একশত বায়ুরূপে পরিণত হয়। ২৮—৩৬। তৎপরে কর্ম্মাত্মক বায়ু-স্থান পরস্পর যুক্ত হয়। পরে কূর্ম্মাদি বায়ু সকল একত্রিত হইয়া, ধনঞ্জয় বায়ুকে পরিপূর্ণ করে। ঐ অবশিষ্ট ধনঞ্জয়-বায়ু জীবকে পরি-ত্যাগ করিয়া অবস্থিত হয়। এইরূপ সমস্ত ভূতেরই গুণে অবস্থিতি এককালকৃত। মাহে-শ্বর পদ অতি সূক্ষ্ম, যোগ ব্যতিরেকে কখনই তাহা পরিপক্ক হয় না। হে ব্যাস! মননশীল ব্যক্তি উপবিষ্ট হউক,প্রসুপ্ত হউক, অথবা গমন করুক, ছুরিকা ধারণ, পরশু ধারণ বা শূল ধারণ করুক, পরব্রহ্ম মহেশ্বরকে জানিলে ইচ্ছা-নুসারে মুক্তিলাভ করে, ইহাতে সংশয় নাই। তৎপরে ক্রিয়ার সহিত সমস্ত বিকার লয় প্রাপ্ত হয় এবং সকলের যথার্থস্বরূপ ঐশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মরূপী মহেশ্বরকে দর্শন করে। মনই প্রাণীর রোগ দান করে। রোগযুক্ত হইলে বিপদ্ প্রাপ্ত হয়। বিপন্ন ব্যক্তি মোহ প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানরূপ বস্তুকে লাভ করিতে অক্ষম হয়। হে বিপ্র! লোকে যেরূপ বৈধ কর্ম্ম দ্বারা পবিত্র হইয়া ভূতল হইতে স্বর্গ লাভ করে, সেইরূপ এই সকল কর্ম্ম দ্বারা দুঃখ পরিত্যাগ করত জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করে। যে দ্বিজ সদ্যোজাতাদি পঞ্চ ব্রহ্মকে না জানিয়াও দর্শন মাত্রে তাঁহাদিগের কর্ম্মে নিষ্ঠবান্, ভস্মদ্বারা পবিত্র অন্য কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত এবং শঙ্করের প্রতি একমনা হইয়া যোগাভ্যাসে রত; তিনিও এই জ্ঞান প্রাপ্ত হন। এইটীই নির্গুণ মুক্তির কারণ, মাহেশ্বর যোগ। যে জীব শঙ্করব্রত অনুষ্ঠান না করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, সে মুক্তিলাভে অক্ষম। যে ব্যক্তি সমস্ত জানিয়া প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে ইহলোকে পাশুপত ব্রত অবলম্বন করিতে হয় না। মহাদেবে ভক্তি-পূর্ব্বক একাগ্রচিত্ত হইলেই সকল জ্ঞান লাভ করা যায়। যে সকল যোগী তাঁহাকে চিন্তা না করে, তাহারা পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না; মহাদেবের দয়া ব্যতিরেকে মুক্তিলাভ হয় না। শিবযোগীদিগের এই সমস্তই মোক্ষের

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ ।

সত্যস্য মহতশ্চৈব জনস্য তপসস্তথা ।
ভূত-ভব্য-ভবানাঞ্চ সপ্তানামূর্দ্ধতঃ স্থিতাঃ ॥ ১
লোকা ভগবতঃ শম্ভোর্যত্রাস্তে সততং শিবঃ ।
নাসৌ তর্কবিনির্দ্দেশ্যো লোকাস্তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ
ঊর্দ্ধতির্য্যগধস্তাচ্চ লোকাস্তদ্বিনিবন্ধনাঃ ।
ব্রহ্মাণ্ডং সকলং তস্মিঞ্ছিবলোকে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৩
নাসৌ নশ্যতি সংহারে ধ্রুবস্থানং সুরালয়ঃ ।
যত্রাহং সনকাদ্যাশ্চ ব্রহ্মা চৈব পিতামহঃ ॥ ৪
বালখিল্যপুরোগাশ্চ সিদ্ধাশ্চ কাপিলাদয়ঃ ।
শিবযোগং পরিপ্রাপ্তাঃ সত্ত্বাদিগুণবর্জ্জিতাঃ ॥ ৫
নিষ্কামা নিষ্ঠিতা ব্যাস সেবমানাশ্চ ঈশ্বরম্ ।

উপায় ; ইহা অবলম্বন করিলে সমস্তই মিথ্যা বোধ হয় । ব্রহ্মলোকের পরে মহাদেবের সম্পূর্ণ স্থান ; শিবভক্ত ব্যক্তিরাই তথায় যাইতে সমর্থ। সেই স্থানের কথা বলিতেছি । ৩৭—৪৯ ।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

ঊনষষ্টিতম অধ্যায় ।

সনৎকুমার কহিলেন,—হে ব্যাস ! সত্যলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, ভূতলোক, ভব্যলোক, ভবলোক এই সপ্ত লোকের ঊর্দ্ধে শিবলোকসমূহ প্রতিষ্ঠিত ; যে স্থানে তর্ক দ্বারা অনির্দ্দেশ্য শিব সর্ব্বদা বাস করেন ; সেই সব লোক আশ্রয় করিয়া ঊর্দ্ধ, মধ্য এবং অধোদেশে লোক সকল অবস্থিত। সেই শিবলোকেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত ; প্রলয়কালেও তাহা নষ্ট হয় না। তন্মাত্রই অবিনাশী স্থান, সেই স্থানেই দেবতারা অবস্থিতি করেন। যে স্থানে আমি, সনকাদি যোগিগণ, পিতামহ ব্রহ্মা, বালখিল্যাদি ঋষিগণ এবং কপিল প্রভৃতি সিদ্ধগণ, আমরা সকলেই শিবযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক সত্ত্বাদি গুণত্রয়কে পরিত্যাগ করত নিষ্কাম হইয়া ব্রতাচরণপূর্ব্বক ঈশ্বরকে সেবা করিতেছি।

পরমাত্মা চ ভাবোঽসৌ পরমোঽসৌ মনীষিণাম্
পরমৈশ্বর্য্যসংযুক্তস্তত্রাস্তে বিগ্রহেশ্বরঃ ।
ক্ষমা সত্যং ধৃতিশ্চৈব তপো বৈরাগ্যমেব চ ॥ ৭
বিষ্ণুত্বঞ্চ বিধাতৃত্বমাদ্যবোধো মহেশতা ।
নিত্যমেতানি তিষ্ঠন্তি তস্মিন্ দেবে মহেশ্বরে ॥ ৮
অতঃ পরম্পরো দিব্যে পরমাণোঃ পদে স্থিতঃ ।
মনসঃ প্রাকৃতস্যাদৌ তৎ তেজঃসম্প্রকাশনঃ ॥ ৯
যথাসিদ্ধের্মণ্ডলন্তু লৌকিকং সাপবর্গিকম্ ।
মহান্তঃ সর্ব্বতো নিত্যা ঈশ্বরাৎ তদভূৎ তদা ॥ ১
তস্মাদ্দ্বিজস্য নির্ভেদঃ ক্ষেত্রতঃ স বিভুঃ স্মৃতঃ ।
প্রকৃতির্বৈষ্ণবী প্রোক্তা সা চ তস্মাদ্বিনির্গতা ॥ ১
অমুষ্য পুরতো ব্রহ্মা ব্রহ্মণঃ শঙ্করাত্মনঃ ।
ব্রহ্মলোকপুরস্তাচ্চ পুরং তেজোময়ং ত্রয়ম্ ॥ ১২
যৎ স্থানং বিগ্রহেশস্য ঈশ্বরস্য মহাত্মনঃ ।
নাম্না শিবপুরং ব্যাস গতিরীশ্বরযোগিনাম্ ॥ ১৩
শতং শতসহস্রাণাং যোজনানাং তদুচ্যতে ।

এই শিবরূপী ঈশ্বর—পরমাত্মা, নিত্য ; ইনি মনীষীদিগের মধ্যে পরম বস্তু বলিয়া খ্যা তাঁহাতেই পরম ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান আছে। তি সকল প্রাণীর প্রভু। ক্ষমা, সত্য, ধৃতি, তপ বৈরাগ্য, বিষ্ণুত্ব, বিধাতৃত্ব, শুদ্ধজ্ঞান এবং মহে শতা ; এই সমস্তই সেই দেবদেব মহেশ্বরে নিত্যই অবস্থান করিতেছে ; এই হেতু তি সর্ব্বাতিশায়ী দিব্য পরমাণু পদে অবস্থিত, ম ও অহঙ্কার এই উভয়ের পূর্ব্বকালস্থায়ী এ তাঁহা হইতেই অনির্ব্বচনীয় তেজ প্রকাশ পা ১—৯। যাহা হইতেই মহত্ত্ব ও নিত্য প লাভ করা যায়, সেই মুক্তিপদ লৌকিক ; সি মণ্ডলও তাঁহা হইতেই প্রসূত। সেই ক্ষে হইতে দ্বিজের উৎপত্তি ; তিনি ঈশ্বর বি বৈষ্ণবী শক্তি তাঁহা হইতেই নির্গত হইয়াছে এই শঙ্কররূপী ব্রহ্মের অগ্রে ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মলোকের অগ্রে তেজোময় পুর ; হে ব্যাস সেই তেজোময় পুরে মহাত্মা প্রাণিগণের প্র ঈশ্বর অবস্থিত এবং ঐ স্থানেই শিবযো দিগের গতি হইয়া থাকে। ঐ পুর কে

মহামণ্ডলসংস্থানং তন্মধ্যে বিমলং শুভম্ ॥ ১৪
স্ফুরদাদিত্যরূপোঽসৌ বহ্নিতোঽধিকতেজসা।
মহতা জাতরূপেণ প্রাকারেণ স বেষ্টিতঃ ॥ ১৫
বহুভির্হেমজৈর্দ্বারৈর্মণিমুক্তাবিভূষিতৈঃ।
শোভিতং তৎ পুরং রম্যং শুশুভে সিদ্ধসেবিতম্
জরা-মৃত্যু-শ্রম-ব্যাধি-মোহ-কোপ-মহাভয়ম্।
এতে তত্র ন বিদ্যন্তে তস্মিন্ শিবপুরে মুনে ॥১৭
শতং শতসহস্রাণাং যোজনানাং যথাদিশম্।
তৎ পুরং বৃষভাঙ্কস্য সর্ব্বস্যাতিসমৃদ্ধিমৎ ॥ ১৮
দিব্যামরাবতী ভূমিঃ স্পর্শমাত্রসুখাবহা।
বিমলেন্দুবিকাশানি বালার্কসদৃশানি চ ॥ ১৯
ক্বচিদ্রক্তানি পদ্মানি ক্বচিচ্ছুক্লানি রেজিরে।
মহাহ্রদপ্রমাণানি নানাবৈদূর্য্যসন্নিভাঃ ॥ ২০
গন্ধবন্তি মহার্হাণি বিন্যস্তানি মহীতলে।
ইন্দ্রনীলনিকাশানি মহামণিনিভানি চ ॥ ২১
ক্বচিৎ কৃষ্ণানি রক্তানি দিব্যগন্ধবহানি চ।
কান্তানি রেজিরে তত্র উৎপত্রাণি সমন্ততঃ ॥২২
প্রবহন্তি মহানদ্যো পুরেঽস্মিন্নমৃতোদকাঃ।
পুরে ভগবতঃ শম্ভোঃ পরিবার্য্য নিবোধ তাঃ ॥২৩
বরদা চ বরেণ্যা চ বরেশা বরবর্ণিনি।
বরার্হা বারিভদ্রা চ বরা চৈব মহাপগা।
নানাকুসুমসম্মিশ্রং বহুতানিজলামৃতম্ ॥ ২৪
ন দেবা ন মুনীন্দ্রাশ্চ নাসুরাঃ পশবো ন চ।
ন চৈবান্যে মহেশস্য জ্ঞাতুং তৎ পরমাদ্ভুতম্ ॥ ২৫
অন্তর্ভাববিশুদ্ধা যে সর্ব্বতো ভক্তিভাবিতাঃ।
শিবৈকমনসো ব্যাস তস্মিন্ মোদন্তি তে নরাঃ ॥
তস্য মধ্যে পুরেন্দ্রস্য সূর্য্যজ্বলনবর্চ্চসঃ।
মেরুশৃঙ্গপ্রতীকাশো দৃশ্যতে চ পুনঃপুনঃ ॥ ২৭
প্রাসাদো নক্তপাদিস্তু কামদঃ কনকাময়ঃ।
অনিরীক্ষ্যো মহালুব্ধৈঃ সমন্তাৎ পরিশোভিতঃ ॥২৮
বৈদূর্য্য-ব্যোমসঙ্কাশৈঃ স্ফটিকৈশ্চন্দ্রসপ্রভৈঃ।
প্রবালৈরর্কসঙ্কাশৈরিন্দ্রনীলময়ৈঃ শুভৈঃ ॥২৯
শিখিরশ্মিপ্রকাশাভিঃ ক্বচিদর্কস্বরূপিভিঃ।

যোজন বিস্তৃত। যাহার মধ্যে নির্ম্মল পবিত্র মহামণ্ডল; যাহার রূপ মধ্যাহ্নকালের সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল ও তেজ অগ্নি হইতেও অধিক; যাহা বিস্তৃত সুবর্ণময় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, মণি-মুক্তায় বিভূষিত সুবর্ণময় দ্বার দ্বারা শোভিত, রম্য এবং সিদ্ধগণসেবিত; যথায় জরা, মৃত্যু, শ্রম, ব্যাধি, মোহ, কোপ, মহদ্ভয় প্রভৃতি কিছুমাত্র নাই; যাহা বৃষভাঙ্ক শিবের অতি সমৃদ্ধিযুক্ত; যাহার স্পর্শমাত্রে সুখ জ্ঞান হয়, সেই অমরাবতী ভূমিও যে স্থানে বিরাজিত; যে পুরের কোন স্থানে নির্ম্মল চন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ পদ্ম, কোন স্থানে বালসূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন রক্তপদ্ম বিরাজ করিতেছে; যথায় মহাহ্রদস্থ, প্রবালের ন্যায় রূপসম্পন্ন, গন্ধবিশিষ্ট, অতি উৎকৃষ্ট পৃথিবীতলক্ষিপ্ত ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় শোভমান, মহামণিতুল্য পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, কোন স্থানে কৃষ্ণ, কোন স্থানে বা রক্তবর্ণ, সুগন্ধযুক্ত, কমনীয় পদ্মসমূহ প্রকাশ পাইতেছে এবং অমৃততুল্য উদক-সংযুক্ত নদী সকল প্রবাহিত হইয়া ভগবান্ শম্ভুর যে পুরকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে,—তাহারই নাম শিবপুর। এক্ষণে ঐ পুরপ্রবাহিণী নদী সকলের নাম কহিতেছি, শ্রবণ কর।১০—২৩। যথা,—বরদা, বরেণ্যা, বরেশা, বরবর্ণিনী বরার্হা, বারিভদ্রা, বরা এবং মহাপগা। ঐ সকল নদীর জল নানা জাতীয় কুসুমে পরিপূর্ণ, বহু বিস্তৃত এবং অমৃততুল্য। দেবগণ, মুনীন্দ্রগণ, অসুরগণ, পশুসমূহ এবং নারদাদি ঋষিগণ মহাদেবের সেই পরমাদ্ভুত পুরকে জানিতে সমর্থ নহেন। হে ব্যাস! যাহারা অন্তর্ভাববিশুদ্ধ, বিশেষ ভক্তিযুক্ত, শিবভিন্ন কিছুই জানেন না, সেই সকল নরই তাহাতে বাস করেন। অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় শিখাসম্পন্ন সেই পুরশ্রেষ্ঠের মধ্যস্থান মেরুশৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ, ঐ স্থানে দিবারাত্রের বিভাগ নাই; উহাতে বাস করিলে সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হয়; উহা কনকময় ও সাধারণের দর্শনের অযোগ্য; উহার চতুর্দ্দিকে অতিশয় লোভনীয় রক্ত, নীল ও শুক্লবর্ণ স্ফটিক, বাল-সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ প্রবাল এবং ইন্দ্রনীল মণি দ্বারা পরিশোভিত প্রাসাদ পুনঃপুনঃ দৃষ্ট হয়। যে পুর অগ্নি-

শোভিতস্তু পতাকাভির্ব্বিরাজ সুখানিলম্ ॥ ৩০
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমৈশ্চিত্রৈর্ব্বিবিধৈশ্চ ফলৈরপি।
শুশুভে তৎ পুরং দিব্যং পাদপৈঃ কামদৈশ্চিতম্
যথৈব কাঞ্চনো মেরুঃ সর্ব্বেষাং প্রবরো মহান্।
তথৈব তৎ পুরং রেজে সর্ব্বলোকোপরি স্থিতম্ ॥
তত্র বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষান্মহাভূতপরিগ্রহঃ।
সদাস্তে সহিতঃ পত্ন্যা ষড়্বিংশঃ সপরিগ্রহঃ ॥৩৪
লক্ষ্মীর্মেধা ধৃতিশ্চৈব শ্রীঃ কীর্ত্তিশ্চ সরস্বতী।
উময়া সহিতাস্তত্র মোদন্তে লোকমাতরঃ ॥ ৩৪
তাস্তা মুনীশ্বরা দিব্যা রূপিণ্যো যোগসংযুতাঃ।
গণেশৈঃ সহ মোদন্তে দেবতাসহিতা মুনে ॥ ৩৫
গণানামধিপাস্তত্র কুব্জবামনরূপিণঃ।
কামরূপা মহাবেশা মহাযোগপরায়ণাঃ ॥ ৩৬
প্রমথানাং মহাত্মানস্তত্র তিষ্ঠন্তি সুব্রতাঃ ॥ ৩৭
মহাকালেশ্বরস্তত্র নন্দীশ্বরগণেশ্বরৌ।
গৃহীতপট্টিশৌ দিব্যৌ সদেবী দেবপার্শ্বগৌ ॥৩
জয়া চ বিজয়া চৈব দিব্যযোগবলান্বিতে।
দেব্যাঃ পার্শ্বে স্থিতে নিত্যমসিহস্তে মহাবলে ॥৩
ককুদ্মী চ মহানাদো মহানীশ্বরবাহনঃ।
তত্রাস্তে মেঘসঙ্কাশো গোপতিঃ কামরূপধৃক্ ॥৪০
ঘণ্টাশক্তিধরঃ শ্রীমান্ পিতৃপার্শ্বে ব্যবস্থিতঃ।
শাখশ্চৈব বিশাখশ্চ নৈগমী চৈব সুব্রত।
কুমারাশ্চ স্থিতাঃ পার্শ্বে লোকানুগ্রহহেতবঃ ॥ ৪১
দশ সূর্য্যসহস্রাণি রথে সূক্ষ্মে জগৎপতেঃ।
শার্দ্দূলাঃ কাঞ্চনাস্তত্র সিংহাশ্চ রজতপ্রভাঃ ॥ ৪২
প্রাজ্ঞানাং মণিতুল্যানাং মহাযোগবলৌজসাম্ ॥
অসংখ্যাতাঃ স্থিতাঃ কোট্যো রুদ্রাণাং তত্র সুব্রত
কাঞ্চনৈঃ সুব্রতৈশ্চিত্রৈর্দিব্যৈর্মণিময়ৈরপি।
শুভৈঃ প্রতিষ্ঠিতঃ শ্রীমান্ শুশুভে স্যন্দনোত্তমঃ।
স রথো দেবদেবস্য যোগেশো যোগবাহনঃ ॥ ৪৫
সর্ব্বলোকসমো দিব্যো রত্নভিত্তিযুতঃ ক্ষণাৎ।
সকলাঙ্কো গৃহেশস্য দেবদেবজগৎসৃজঃ ॥ ৪৬

শিখার ন্যায় উজ্জ্বল, কোন স্থানে সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন পতাকা দ্বারা শোভিত এবং যথায় সুখজনক বায়ু বিরাজমান;—সেই দিব্যপুর সমস্ত ঋতুকালীন বিচিত্র পুষ্প, নানা প্রকার ফল এবং কল্পবৃক্ষ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া অতিশয় শোভা পাইতেছে। যেরূপ কাঞ্চনময় সুমেরু পর্ব্বত, সমস্ত পর্ব্বতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মহান্, সেইরূপ সমস্ত লোকের উপরিস্থিত ঐ পুর দীপ্তি পাইতেছে। মহাভূত-পরিজন; পঞ্চ-বিংশতি তত্ত্বের অতীত, সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর পত্নী ও পরিজনের সহিত সর্ব্বদা সেই পুরে বাস করেন! লক্ষ্মী, মেধা, ধৃতি, শ্রী, কীর্ত্তি, সরস্বতী এবং লোকমাতাগণ উমার সহিত সেই স্থানে ক্রীড়া করেন এবং ঐ সকল দেবতারা যোগাবলম্বন দ্বারা দিব্যরূপ ধারণ করেন। হে মুনে! দেবতারা গণেশের সহিত সেইখানে খেলা করেন। যাহারা প্রমথগণের মধ্যে মহাত্মা, কুব্জ ও বামনরূপ-ধারী, কামরূপী, মহাবেশধারী, পাশুপত-যোগানুষ্ঠায়ী এবং প্রভু তাঁহারাও সেই স্থানে অবস্থান করেন। সেই স্থানে মহাকালের ঈশ্বর পট্টিশাস্ত্রধারী, স্বীয় দেবের ধ্যানে নিরত এবং দেবের পার্শ্ববর্ত্তী নন্দীশ্বর ও গণেশ্বর, দিব্যরূপ ধারণ করত বাস করেন। অপূর্ব্ব যোগবল-সমন্বিতা, মহাবল-পরাক্রান্তা অসিহস্তা জয়া ও বিজয়া দেবীর পার্শ্বদেশে অবস্থান করেন। বৃহৎ ককুদ্‌যুক্ত ভীষণনাদী, মহাবলী মহাদেব-বাহন, মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, কাম-রূপধারী, ঘণ্টা ও শক্তিধারী বৃষ, পিতার পার্শ্বে বাস করে। ২৪—৪০। হে সুব্রত! ঐ পুরমধ্যে শাখ, বিশাখ, নৈগমী ও কুমার প্রভৃতি লোকানুগ্রহ হেতু পার্শ্বদেশে অবস্থান করেন। জগৎপতির ক্ষুদ্ররথের মধ্যে দশসহস্র সূর্য্য কাঞ্চনবর্ণ শার্দ্দূলগণ এবং কাঞ্চনবর্ণ সিংহসমূহ বাস করে। হে সুব্রত! প্রাজ্ঞ, নির্ম্মল-স্বভাব, মহাযোগবল ও তেজঃসম্পন্ন, অসঙ্খ্যাত কোটি কোটি রুদ্র সেই স্থানে বাস করেন। সেই স্থানে নির্ম্মল কাঞ্চন ও নানাপ্রকার সুন্দর মণি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, পরমসুন্দর রথ শোভা পাইতেছে। দেবদেব জগৎস্রষ্টা গৃহেশ মহা-দেবের সেই রথ যোগেশ, যোগবহনশীল, সকল লোকে গমনক্ষম ও রত্নভিত্তি-যুক্ত। হে বৎস!

এতদাখ্যানমব্যগ্রং সর্ব্বাশুভনিবর্ত্তনম্॥ ৪৭
সর্ব্বভাবার্পিতাত্মানো যে যোগা রুদ্রতৎপরাঃ।
যত্র তত্র মৃতা বৎস তেষাং তত্রাস্পদং স্মৃতম্॥৪৮
যে চ মাহেশ্বরা ব্যাস তিষ্ঠন্তে শঙ্করালয়ে।
অন্যে যে শঙ্করে ভক্তাস্তাঞ্ছৃণুষ্ব সমাহিতঃ॥ ৪৯
অহং সনন্দনশ্চৈব সনকশ্চ সনাতনঃ।
ধাতা ব্রহ্মা স তু জ্যেষ্ঠো নরনারায়ণাবপি॥ ৫০
কপিলো যোগসিদ্ধস্তু সিদ্ধঃ পঞ্চশিখস্তথা।
মুনির্হয়শিরা যশ্চ যাজ্ঞবল্ক্য দয়স্তথা॥ ৫১
ঋষয়ঃ শুকধর্ম্মাণঃ পরমৈশ্বর্য্যসংযুতাঃ।
তিষ্ঠন্তীশ্বরমূলে তু গুণাতীতা দিদৃক্ষবঃ॥ ৫২
পরসংহারকালে তু অন্যত্র লয়সংজ্ঞিতে।
ঈশ্বরং তে সমাবিশ্য প্রাপ্নুবন্ত্যাপরাহ্ণিকম্॥৫৩
যৈশ্চ দৃষ্টানি বিপ্রেন্দ্র হরস্যায়তনানি তু।
মহাকালেশ্বরশ্চৈব গোকর্ণশ্চ তথা শুভো॥ ৫৪
অবিমুক্তে চ ওঙ্কারং বিশ্বেশ্বরমিহাপি চ।
বৈকর্ণশ্চেশ্বরো দেবঃ শ্রীগিরৌ বা মহেশ্বরঃ॥৫৫
কারোহণে চ দেবেশো মহকালে চ শঙ্করঃ।
ভদ্রেশশ্চ মহাদেবঃ শব্দকর্ণেশ্বরস্তথা॥ ৫৬
মহাকালেশ্বরশ্চৈব গোকর্ণে চ তথা শুভো।
অবিমুক্তে চ ওঙ্কারং যৈশ্চ দৃষ্টং মহামুনে।
তেঽপি যান্তি মৃতাঃ কালে পুরে চ গিরিজাপতেঃ॥
যোগঃ পাশুপতো যস্য ময়া তে পরিকীর্ত্তিতঃ।
ব্রতং পাশুপতং যস্য সোঽপি তত্র প্রবর্ত্ততে॥৫৮
ভক্তির্যেষাং ভবে নিত্যং কৃতার্থাস্তে নরোত্তমাঃ।
মৃতাঃ শিবপুরে ব্যাস ভিক্ষাপা ট্রশপাণয়ঃ॥ ৫৯
নন্দীশ-স্কন্দসঙ্কাশা যোগৈশ্বর্য্যবলান্বিতাঃ।
রুদ্রা ভবন্তি বিপ্রেন্দ্র সদা শঙ্করপার্শ্বগাঃ॥ ৬০
এষ তে কথিতঃ সর্ব্বো যোগো মাহেশ্বরঃ পরঃ।
সকলঞ্চৈব জ্ঞাত্বৈবং বিজ্ঞায় পরমেশ্বরম্॥ ৬১
সর্ব্ববেদবিনির্মুক্তঃ পরং মোক্ষমবাপ্স্যসি।
ভবিষ্যসি চ যোগী চ জ্ঞানস্যাস্য প্রভাবতঃ॥ ৬২
জগৎস্থিতিকরো যোগী তস্মাদ্ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকঃ।
জ্ঞানসিদ্ধ্যা স্মৃতিং প্রাপ্য ব্রহ্মাণ্ডোদ্ভবকারণে॥৬৩

এই উপাখ্যান, সমস্ত-অশুভনাশক এবং সত্য। যাহারা যোগাশ্রয়পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে আত্মাকে সমর্পণ করিয়া রুদ্রদেবের চিন্তায় তৎপর, তাঁহারা যেখানে-সেখানে মরিলেও, তাঁহাদিগের তথায় বাস হয়। হে ব্যাস! সকল মহেশ্বর-ভক্তেরাই শঙ্করালয়ে অবস্থান করেন; তদ্ভিন্ন অপর যাহারা মহেশ্বরের ভক্ত, তাঁহাদিগের নাম কহিতেছি, সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর।৪১—৪৯। আমি, সনন্দ, সনক, সনাতন, বিধাতা, পিতামহ ব্রহ্মা, কপিল, যোগসিদ্ধ নর, নারায়ণ, পঞ্চশিখ, হয়শিরা নামে মুনি এবং যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিগণ, ইঁহারা শুক-ধর্ম্মাবলম্বী, পরম ঐশ্বর্য্যসংযুক্ত, গুণাতীত। মহাদেবের দর্শনাভিলাষী হইয়া ইঁহারা মহাদেবের নিকটে বাস করেন এবং প্রলয়কালে ঈশ্বরে প্রবেশপূর্ব্বক পশ্চাৎ স্বাষ্টকাল প্রাপ্ত হন। হে বিপ্রেন্দ্র! যাহারা মহাদেবের আলয় দর্শন করিয়াছেন এবং মঙ্গলময় মহাকালেশ্বর, গোকর্ণ, অবিমুক্ত নামক স্থানে ওঙ্কার, এইস্থানে বিশ্বেশ্বর, শ্রীপর্ব্বতে বিকর্ণ-দেব অথবা মহেশ্বর, কারোহণে দেবেশ, মহাকালে শঙ্কর, ভদ্রেশ, মহাদেব, গোকর্ণ পর্ব্বতে শব্দকর্ণেশ্বর মহাকালেশ্বর এবং অবিমুক্ত নামক স্থানে ওঙ্কার, এই সকলকে দর্শন করিয়াছেন, হে মহামুনে! তাঁহারাও মৃত্যুর পরে যথাকালে গিরিজাপতির পুরে গমন করেন। ৪০—৫৭। হে ব্যাস! আমি তোমার নিকট কহিতেছি,—যাঁহারা শিবযোগাবলম্বী, পাশুপত-ব্রতধারী, শিবের ভক্ত, তাঁহারাও সেই শিবপুরে বাস করেন এবং কৃতার্থ সেই সকল নরোত্তমগণ মৃত্যুর পরে শিবপুরে ভিক্ষাপা ট্রশ-হস্তে নন্দীশ্বর এবংকার্ত্তিকেয়ের ন্যায় যোগৈশ্বর্য্য-বলান্বিত হইয়া সর্ব্বদা শঙ্করের পার্শ্বে রুদ্ররূপ ধারণ করত অবস্থান করেন। আমি তোমার নিকট এই পরম মাহেশ্বর যোগ কীর্ত্তন করিলাম। তুমি এই সমস্ত যোগ ও পরমেশ্বরকে অবগত হইয়া সকল ক্লেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরম মুক্তি লাভ করিবে এবং এই জ্ঞানের প্রভাবে যোগী হইবে। যোগী ব্যক্তি জগৎ স্থাপন করেন, সেই হেতু যোগীই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। তুমি জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধিলাভ করত এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের

স্থিতিধর্ম্মনিরোধানাং পুরাণঞ্চ করিষ্যসি।
যজ্ঞকর্ম্মপ্রচারার্থং বেদমেকং স্বয়ম্ভুবম্॥ ৬৪
বিজ্ঞানার্থমনুস্মৃত্য চতুর্দ্ধা বিকরিষ্যসি।
মন্বন্তরমিদং কৃৎস্নং বৈবস্বতমনিন্দিতম্॥ ৬৫
লোকে স্থিতিকরা ধর্ম্মা বেদস্মৃতিপুরোগমাঃ।
ত্বৎকৃতাঃ প্রকরিষ্যন্তি তীর্থকৃৎ ত্বং ভবিষ্যসি॥৬৬
তস্মাদ্‌ব্রতঞ্চ সম্প্রাপ্য পশুপাশবিমোচনম্।
শঙ্করজ্ঞানসম্পন্ন ঈশ্বরে লয়মাপ্স্যসি॥ ৬৭
এবমুক্তস্তদা ব্যাসো মুনিনা ব্রহ্মসূনুনা।
উপসেব্য মুনীন্দ্রস্ত ভস্মসংস্কারমাপ্নবৎ॥ ৬৮
তৎক্ষণাচ্চাস্য যোগোঽসৌ প্রাদুর্ভূতো মহামুনেঃ
অভিবাদ্য গুরুং ব্যাসো ব্রহ্মপুত্রং মহাতপাঃ।
সবায় তেন দীক্ষার্থং বিবেশ চ মহীতলম্॥ ৭০
এবং সনৎকুমারস্তু পৃষ্টো ব্যাসেন ধীমতা।
মুনীন্দ্রং কথয়ামাস পুরাণং শিবসম্ভবম্॥ ৭১
সর্ব্বাগমসমাযুক্তং মন্বন্তরজগৎস্থিতম্।
শিবযোগধরং ধীরং সর্ব্বজ্ঞানার্ণবং মহৎ॥ ৭২

উৎপত্তির কারণ-বিষয়ে স্মৃতি লাভ করিয়া স্থিতি, ধর্ম্ম ও নিরোধ সম্বন্ধে পুরাণ রচনা করিবে। তুমি যজ্ঞকর্ম্ম-প্রচারের নিমিত্ত স্বয়ম্ভুবেদকে বিশেষরূপে বোধের জন্য চারিভাগে বিভক্ত করিবে। এক্ষণে অনিন্দিত সমস্ত কাল বৈবস্বত মন্বন্তর। ইহলোকে ত্বৎকৃত বেদ স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র স্থিতিকর বলিয়া প্রচার হইবে। তুমি তীর্থকৃৎ হইবে। তাহার পর শীঘ্রই পশু-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করত শিবজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে লয়প্রাপ্ত হইবে! ৫৮—৬৭। ব্রহ্মতনয় সনৎকুমার মুনি, ব্যাসকে এই কথা বলিলে, ব্যাস মুনীন্দ্রকে সেবা করিয়া ভস্ম দ্বারা সংস্কৃত হইলেন। মহাতপা ব্যাস, ব্রহ্মপুত্র গুরু সনৎকুমারকে অভিবাদন করিয়া মহীতলে প্রবেশ করিলেন। ধীমান্ ব্যাস সনৎকুমারকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সনৎকুমার মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাসের নিকট শিবপুরাণ কহিয়াছিলেন। এই শিবপুরাণ সমস্ত আগম-সংযুক্ত; ইহাতে মন্বন্তর ও জগতের সমস্তই বর্ণিত আছে। শিব-যোগ কিরূপ, তাহাও ইহাতে আছে। ইহাতে

তস্মাদ্‌যূয়মপি প্রাপ্য ব্রতং পাশুপতং দ্বিজাঃ।
অভ্যস্য সকলং যোগমীশ্বরে লয়মাপ্স্যথ॥ ৭৩
ইদমাগত্য চাভ্যস্য ব্যাসোঽসৌ মুনিসত্তমঃ।
বেদার্থস্মৃতিসম্পন্নশ্চিন্তাশ্চক্রে মহাদ্যুতিঃ॥ ৭৪
অতো বিনির্গতো ধর্ম্মো যোগবিদ্যাস্তথৈব চ।
পুরাণং প্রথমং প্রাহ শ্লাঘ্যং নন্দীশ্বরো দ্বিজঃ॥৭৫
স সর্ব্ববিৎ সমাখ্যাতো য ইমং বেত্তি সর্ব্বতঃ।
ত্রিবর্গঃ পাপ্যতে তেন মুক্তিরেতেন জায়তে।
আয়ুঃ প্রবর্দ্ধতে যোগো বর্দ্ধতে তেন লভ্যতে॥৭৬
কৃৎস্নস্য জগতো বিদ্যাস্বাদিকর্ত্তা যথা হরঃ।
তথা সর্ব্বপুরাণানাং পুরাণোঽয়ং পরঃ স্মৃতঃ॥৭৭
অধীতো যৈরিদং বিপ্রৈস্তৎপরৈশ্চাপি সেবিতঃ।
মৃত্যুকালমনুপ্রাপ্য ন তে শোচন্তি জন্মিনঃ॥ ৭৮
শ্রবণাদ্দেবদেবস্য সাযুজ্যং ধারণাদ্বিভোঃ।

সমস্ত জ্ঞানের উপদেশ পাওয়া যায়। এই পুরাণ অতি গভীর এবং সকল হইতে শ্রেষ্ঠ। অতএব হে দ্বিজগণ! তোমরাও শিবব্রত অব-লম্বনপূর্ব্বক সকল যোগ অভ্যাস করিয়া ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হও। মুনিসত্তম মহাতেজস্বী ব্যাস এই শিবব্রত ও যোগ অনুষ্ঠান করিয়াই সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য এবং স্মৃতি অবগত হইয়াছিলেন। এই ব্যাস হইতেই ধর্ম্ম ও যোগবিদ্যা নির্গত হইয়াছে। নন্দীশ্বর দ্বিজ এই শিবপুরাণকে প্রথম ও সকল পুরাণ হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ, এইরূপ কহিয়া-ছেন। যে ব্যক্তি এই পুরাণ সর্ব্বতো-ভাবে অবগত আছে, সে সর্ব্ববিদ্ বলিয়া কথিত হয়। ইহা দ্বারা ত্রিবর্গ প্রাপ্তি হয়, মুক্তিলাভ হয়, আয়ুর্বৃদ্ধি হয় এবং যোগলাভ করিতে পারা যায়। মহাদেব যেরূপ সমস্ত জগতের বিদ্যাবিষয়ে আদিকর্ত্তা, সেই-রূপ এই শিবপুরাণ সকল পুরাণ হইতে শ্রেষ্ঠ। যে ব্রাহ্মণ এই পুরাণ অধ্যয়ন করে এবং যাহারা তৎপর হইয়া ইহার সেবা করে, সে সকল প্রাণী মৃত্যুকালে কিছুমাত্র ক্লেশ হয় না। ৬৮—৬৮। ইহা শ্রবণ করিলে মহা-দেবের সাযুজ্য লাভ করে। ধারণ ও অনুশীলন

সেবনাদ্‌যোগসংসিদ্ধিং মোক্ষঞ্চ পরমং লভেৎ ॥
শ্লাঘ্যাৎ পুণ্যমুপাপতের্হি জগতাং
স্তোত্রানুবাদং পরং
দেব্যাশ্চাপি মহাপ্রভাবকথনং
সর্ব্বাগমৈরর্চ্চিতম্।
শ্রুত্বৈবং পরমং নরাঃ পদমিদং
ত্র্যক্ষালয়ং প্রাপ্নুয়ু-
র্নাকেন্দ্রৈশ্চ সুরেন্দ্রযক্ষবিবুধৈঃ
সিদ্ধৈর্দ্বিজৈঃ সেবিতম্ ॥ ৮০
শম্ভাবর্পিতসর্ব্বভাবহৃদয়ৈর্ধৈর্যৈরয়ং সেবিতঃ
সর্ব্বে তে জলদর্কবহ্নিবপুষস্ত্র্যক্ষাঃ শশাঙ্কত্বিষঃ।
দেবস্যানুচরাশ্চতুর্দ্দশ বরা নির্ম্মুক্তসর্ব্বাশুভাঃ
সর্ব্বে হর্ষসমন্বিতাঃ শ্রুতধিয়ো নানাগুণৈরন্বিতাঃ ॥
তত ইহ পরমং সম্প্রাপ্য যোগং মুনীন্দ্রাঃ
পরমপরমনন্তং প্রাপ্য দেবাধিবাসম্।

ত্রিপুরহরমিমং যে জ্ঞাতবন্তঃ প্রযত্নাদ্-
গতকলুষচরান্তে প্রাপ্নুবন্তে চ মোক্ষম্ ॥ ৮২
ইদং পুরাণং পরমং পবিত্রং
শুচিঃ পঠেদ্‌যঃ শৃণুয়াচ্চ যো নরঃ।
স সর্ব্বকামান্ সমবাপ্য দুর্লভান্
শিবস্য চান্তে পদমুত্তমং ব্রজেৎ ॥ ৮৩
পিতৃণাং তৃপ্তিদং শ্রাদ্ধে পঠ্যমানমিদং ভবেৎ।
দুষ্টস্বপ্নাদি-দুষ্কর্ম্ম-কলিকল্মষনাশনম্ ॥ ৮৪
অধীতে চাস্য যঃ শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধং বা সমাহিতঃ।
শ্রদ্ধয়া ভক্তিযুক্তো বা তস্য প্রীতো ভবেচ্ছিবঃ ॥৮৫

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহিতায়াং
পাশুপতব্রতাদিমাহাত্ম্যকথনং নামৈ-
কোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

দ্বারা যোগসিদ্ধি ও পরম মুক্তি লাভ হয়। ত্রিভুবন-শ্লাঘ্য উমাপতির পবিত্র স্তোত্রানুবাদ এবং ভগবতীর মহাপ্রভাব-কীর্ত্তন লইয়াই এই পরম পুরাণ। ইহা সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মানিত। যক্ষ, দেব, সিদ্ধ, দ্বিজ, স্বর্গরাজ এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠগণের সেবিত এই পুরাণপদ শ্রবণ করিলে মানব শিবলোকে গমন করে। যাহারা সমস্ত ভাব এবং হৃদয় শম্ভুতে অর্পণ করিয়া তাঁহার সেবা করে, সেই সমস্ত ব্যক্তি, উজ্জ্বল সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় শরীর ধারণপূর্ব্বক ত্রিনয়ন হইয়া চন্দ্রের ন্যায় প্রভা ধারণ করত মহাদেবের চতুর্দ্দশ শ্রেষ্ঠ অনুচর হন। তাঁহাদিগের কোন অমঙ্গল থাকে না, সর্ব্বদা আনন্দে কালযাপন করেন এবং সকল শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া নানা-গুণে অলঙ্কৃত হন। পরে সেই মুনীন্দ্রগণ ইহ-লোকে পরম যোগী হইয়া পরম অনন্ত স্বর্গ লাভ করেন। যে সকল ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক এই ত্রিপুরহর মহাদেবকে জানিবে, তাহাদিগের সমস্ত পাপ নষ্ট হয় এবং তাহারা মুক্তিলাভ করে। যে নর শুচি হইয়া এই পরম পবিত্র পুরাণ পাঠ করে ও শ্রবণ করে, সে সমস্ত দুর্লভ অভিলষিত প্রাপ্ত হইয়া, পরে উত্তম শিবপদ প্রাপ্ত হয়। শ্রাদ্ধ সময়ে এই পুরাণ পাঠ করিলে পিতৃলোকের তৃপ্তি হয়। এই পুরাণ পাঠে দুঃস্বপ্নাদি দোষ ও অকার্য্য জন্য কলহ এবং পাপ নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি মনো-যোগপূর্ব্বক শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত হইয়া এই পুরাণের এক শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করে, শিব তাহার উপর অতিশয় প্রীত হন। ৭৯—৮৫।

উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

সমাপ্তেয়ং সনৎকুমারসংহিতা।

বায়বীয়সংহিতা।

পূর্ব্বভাগঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নমঃ সমস্তসংসার-চক্রভ্রমণহেতবে।
গৌরীকুচতটদ্বন্দ্ব-কুঙ্কুমাঙ্কিতবক্ষসে ॥ ১
উক্ত্বা ভগবতো লব্ধং প্রসাদাদুপমন্যুনা।
নিয়মাদুত্থিতো বায়ুর্মধ্যং প্রাপ্তে দিবাকরে ॥ ২
ঋষয়শ্চাপি তে সর্ব্বে নৈমিষারণ্যবাসিনঃ।
অথায়মর্থঃ প্রষ্টব্য ইতি কৃত্বা বিনিশ্চয়ম্ ॥ ৩
কৃত্বা যথাস্বকং কৃত্যং প্রত্যাগত্য যথা পুরা।
ভগবন্তমুপায়ান্তং সমীক্ষ্য সমুপাবিশন্ ॥ ৪
অথাসৌ নিয়মস্যান্তে ভগবানম্বরোদ্ভবঃ।
মধ্যে মুনিসমাজস্য ভেজে কৢপ্তং বরাসনম্ ॥ ৫
সুখাসনোপবিষ্টশ্চ বায়ুর্লোকনমস্কৃতঃ।
শ্রীমদ্বিভূতিমীশস্য হৃদি কৃত্বেদমব্রবীৎ ॥ ৬
তংপ্রপদ্যে মহাদেবং সর্ব্বজ্ঞমপরাজিতম্।
বিভূতিঃ সকলং যস্য চরাচরমিদং জগৎ ॥ ৭
ইত্যাকর্ণ্য শুভাং বাণীমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
বিভূতিবিস্তরং শ্রোতুমূচুস্তে পরমং বচঃ ॥ ৮

ঋষয় উচুঃ।

উক্তং ভগবতা বৃত্তমুপমন্যোর্মহাত্মনঃ।
ক্ষীরার্থেনাপি তপসা যৎ প্রাপ্তং পরমেশ্বরাৎ ॥ ৯
দৃষ্টোঽসৌ বাসুদেবেন কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
ধৌম্যাগ্রজস্তস্তেন কৃতং পাশুপতং ব্রতম্ ॥ ১০
প্রাপ্তঞ্চ পরমং জ্ঞানমিতি প্রাগেব শুশ্রুম।
কথং স লব্ধবান্ কৃষ্ণো জ্ঞানং পাশুপতং পরম্ ॥

বায়ুরুবাচ।

স্বেচ্ছয়া হ্যবতীর্ণোঽপি বাসুদেবঃ সনাতনঃ।

প্রথম অধ্যায়।

পার্ব্বতীর স্তনদ্বয়লিপ্ত কুঙ্কুম দ্বারা যাঁহার বক্ষঃস্থল রঞ্জিত এবং যিনি অখিল সংসারচক্র ভ্রমণের কারণ, সেই মহাদেবকে নমস্কার। উপমন্যু ভগবানের প্রসাদ হইতে যাহা লাভ করিয়াছিলেন, বায়ু তাহা বলিয়া, দিবাকর আকাশের মধ্যস্থলে অধিরূঢ় হইলে, নিয়মানুসারে উত্থিত হইলেন। অনন্তর নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ "এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া এবং আপন আপন কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সমাপনান্তে, পূর্ব্বের মত প্রত্যাগমন করত ভগবানকে আগমন করিতে দেখিয়া, সকলে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ভগবান্ অম্বরোদ্ভব বায়ু নিয়ম অর্থাৎ ব্রতবিশেষ সমাপন করিয়া, মুনি-সমাজের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করিলেন। লোকগণের নমস্কৃত সেই বায়ু সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া মহেশ্বরের সমৃদ্ধ বিভূতি ধ্যান করিয়া, এই কথা বলিলেন,—"আমি সেই অপরাজিত সর্ব্বজ্ঞ মহাদেবকে ভজনা করি। এই সমুদয় চরাচর জগৎ তাঁহারই বিভূতি।" এই শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিদিগের পাপ ক্ষয় হইল। তাঁহারা সেই বিভূতির বিষয় বিস্তাররূপে শ্রবণ করিবার মানসে এই সারবান্ বাক্য বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি মহাত্মা উপমন্যুর ইতিবৃত্ত বলিলেন, অর্থাৎ তিনি দুগ্ধের নিমিত্ত তপস্যা করিয়া পরমেশ্বরের নিকট হইতে যাহা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। একদা অক্লিষ্টকর্ম্মা বসুদেব-পুত্র কৃষ্ণ সেই ধৌম্যাগ্রজ উপমন্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পাশুপত ব্রতের অনুষ্ঠান করেন এবং তাহাতে তাঁহার পরম জ্ঞান লাভ হইয়াছিল, ইহা পূর্ব্বে শুনিয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, কৃষ্ণ কিরূপে সেই শ্রেষ্ঠ পাশুপত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ১—১১। বায়ু বলিলেন,—বসুদেব-তনয় সাক্ষাৎ সনাতন পরমেশ্বর কৃষ্ণ স্বীয়

নিন্দয়ন্নিব মানুষ্যং দদর্শ মুনিসত্তমম্ ॥ ১২
রুদ্রাক্ষমালাভরণং জটামণ্ডলমণ্ডিতম্।
তচ্ছিষ্যভূতৈর্মুনিভিঃ শাস্ত্রৈর্বেদমিবাবৃতম্ ॥ ১৩
শিবধ্যানরতং শান্তমুপমন্যুং মহাদ্যুতিম্।
নমশ্চকার তং দৃষ্ট্বা হৃষ্টসর্ব্বতনূরুহঃ ॥ ১৪
বহুমানেন কৃষ্ণোঽসৌ ত্রিঃ কৃত্বা তু প্রদক্ষিণম্ ॥
তস্যাবলোকনাদেব মুনেঃ কৃষ্ণস্য ধীমতঃ।
নষ্টমাসীন্মলং সর্ব্বং মায়েয়ং কর্ম্ম এব চ ॥ ১৬
ততঃ ক্ষীণমলং কৃষ্ণমুপমন্যুর্যথাবিধি।
ভস্মনোদ্ধূল্য তং মন্ত্রৈরগ্নিরিত্যাদিভিঃ ক্রমাৎ ॥
অথ পাশুপতং সাক্ষাদ্‌ব্রতং দ্বাদশমাসিকম্।
কারয়িত্বা মুনিস্তস্মৈ দদৌ জ্ঞানমনুত্তমম্ ॥ ১৮
ততঃ প্রভৃতি তং কৃষ্ণং মুনয়ঃ শংসিতব্রতাঃ।
দিব্যাঃ পাশুপতাঃ সর্ব্বে পরিবৃত্যোপতস্থিরে ॥ ১৯

ইচ্ছানুসারে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইলেও যেন নিজের (দুঃখবহুল) মনুষ্যভাবের উপর বিরক্ত হইয়া, সেই মুনিশ্রেষ্ঠ উপমন্যুর নিকট গমন করিলেন। দেখিলেন, উপমন্যুর মস্তকে জটাভার, সর্ব্বাঙ্গ রুদ্রাক্ষমালায় ভূষিত এবং বেদ যেমন সমুদয় শাস্ত্র দ্বারা পরিবৃত, তিনিও সেইরূপ আপনার শিষ্যগণে পরিবৃত। কৃষ্ণ, সেই শান্তস্বভাব শিবধ্যানরত মহাদ্যুতি উপমন্যুকে দর্শন করিয়া, রোমাঞ্চিত কলেবরে তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। কৃষ্ণ বহুমানপূর্ব্বক তিনবার সেই মুনিকে প্রদক্ষিণ করিলেন। সেই মুনির দর্শনমাত্রেই বুদ্ধিমান্ কৃষ্ণের সমুদয় পাপ নষ্ট হইল; যেহেতু সকল কর্ম্মই মায়াময়। তাহার পর মহর্ষি উপমন্যু কৃষ্ণকে মলশূন্য দেখিয়া যথাক্রমে "অগ্নিঃ—" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহার গাত্রে ভস্ম লেপন করিলেন। অনন্তর সেই মুনি দ্বাদশ মাস ব্যাপিয়া অনুষ্ঠেয় সাক্ষাৎ পাশুপত ব্রতের অনুষ্ঠান করাইয়া, তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাশুপত জ্ঞান প্রদান করিলেন। সেই দিন হইতে দেবতুল্য পাশুপত-ধর্ম্মাবলম্বী শংসিতব্রত মুনিগণ কৃষ্ণের চারিদিকে ঘিরিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই

ততো গুরুনিয়োগাদ্বৈ কৃষ্ণঃ পরমশক্তিমান্।
তপশ্চকার পুত্রার্থং সাম্বমুদ্দিশ্য শঙ্করম্ ॥ ২০
তপসা তেন বর্ষান্তে দৃষ্ট্বা দেবং মহেশ্বরম্।
সাম্বং সগণমব্যগ্রো লব্ধবান্ পুত্রমাত্মনঃ ॥ ২১
যস্মাৎ সাম্বো মহাদেবঃ প্রদদৌ পুত্রমাত্মনঃ।
তস্মাজ্জাম্ববতীসূনুং সাম্বং চক্রে স নামতঃ ॥ ২২
পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা হেতাশ্চতুর্দ্দশ।
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেত্যনুক্রমাৎ।
অর্থশাস্ত্রং পরং তস্মাদ্বিদ্যা হ্যষ্টাদশ স্মৃতাঃ ॥২৩
অষ্টাদশানাং বিদ্যানামেতাসাং ভিন্নবর্ত্মনাম্।
আদিকর্ত্তা কবিঃ সাক্ষাচ্ছূলপাণিরিতি শ্রুতিঃ ॥২৪
স হি সর্ব্বজগন্নাথঃ সিসৃক্ষুরখিলং জগৎ।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট শক্তিমান্ কৃষ্ণ গুরু উপমন্যুর আজ্ঞাক্রমে অম্বার সহিত শঙ্করের উদ্দেশে পুত্র-কামনায় তপস্যা করিলেন। সেই তপস্যা প্রভাবে এক বৎসরের পর অব্যগ্রচিত্তে অম্বার সহিত সগণ মহাদেবের দর্শন লাভ করিয়া আপনার পুত্রলাভ করিলেন। যেহেতু ভগবান্ মহাদেব সাম্ব অর্থাৎ অম্বিকার সহিত একত্র মিলিত হইয়া তাঁহাকে পুত্রদান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত কৃষ্ণ সেই জাম্ববতী-গর্ভজাত প্রথম পুত্রের নাম রাখিলেন 'সাম্ব'। পুরাণ ইত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্র বিদ্যা চতুর্দ্দশ প্রকার। * (ঐ চতুর্দ্দশ বিদ্যার সহিত) অনুক্রমে, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ব (গান-বিদ্যা) এবং অর্থশাস্ত্র মিলাইলে বিদ্যা অষ্টাদশ প্রকার হয়। ভিন্ন ভিন্ন মার্গের প্রদর্শক এই অষ্টাদশ প্রকার বিদ্যার আদিকর্ত্তা স্বয়ং শূলপাণি, ইহাই বেদে কথিত আছে। সেই অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি

* মূলের "পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা হেতাশ্চতুর্দ্দশ" এই শ্লোক—"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।" এই শ্লোকার্দ্ধের সহিত যোগ করিলে চতুর্দ্দশ বিদ্যা হয়। অঙ্গ শব্দে—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। এতদর্দ্ধের পতন—লিপিকরের প্রমাদ।

ব্রহ্মাণং বিদধে সাক্ষাৎ পুত্রমগ্রে সনাতনম্ ॥২৫
তস্মৈ প্রথমপুত্রায় ব্রহ্মণে বিশ্বযোনয়ে।
বিদ্যাশ্চেমা দদৌ পূর্ব্বং বিশ্বসৃষ্ট্যর্থমীশ্বরঃ॥ ২৬
লব্ধবিদ্যেন তেনাপি প্রজাসৃষ্টিং বিতন্বতা।
প্রথমং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্॥ ২৭
অনন্তরন্তু বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনির্গতাঃ।
প্রবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং তন্মুখাদভবৎ ততঃ॥ ২৮
যদাস্য বিস্তরং শক্তা নাধিগন্তুং প্রজা ভুবি।
তদা বিদ্যাসমাসার্থং বিশ্বেশ্বরনিযোগতঃ॥ ২৯
দ্বাপরান্তেষু বিশ্বাত্মা বিষ্ণুঃ সর্ব্বজগন্ময়ঃ।
ব্যাসনাম্না চরত্যস্মিন্নবতীর্য্য মহীতলে॥ ৩০
স পুনর্দ্বাপরে চাস্মিন্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নাখ্যয়া।
অরণ্যামিব হব্যাশী সত্যবত্যামজায়ত॥ ৩১
মতিমন্থানমাবিধ্য যেন বেদমহার্ণবাৎ।
প্রকাশো জনিতো লোকে মহাভারতচন্দ্রমাঃ॥৩২
সংক্ষিপ্য স পুনর্বেদাংশ্চতুর্দ্ধা কৃতবান্ মুনিঃ।
ব্যস্তবেদতয়া লোকে বেদব্যাস ইতি শ্রুতঃ॥৩৩
পুরাণমপি সংক্ষিপ্তং চতুর্লক্ষপ্রমাণতঃ।
অদ্যাপি দেবলোকে তচ্ছতকোটিপ্রবিস্তরম্॥ ৩৪
যো বিদ্যাচ্চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজঃ।
ন চেৎ পুরাণং সংবিদ্যান্নৈব স স্যাদ্বিচক্ষণঃ॥ ৩৫
ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রতরিষ্যতি॥ ৩৬
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥ ৩৭
দশধা চাষ্টধা চৈতৎ পুরাণমুপদিশ্যতে।
ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা॥৩৮
ভবিষ্যং নারদীয়ঞ্চ মার্কণ্ডেয়মতঃ পরম্।
আগ্নেয়ং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গং বারাহমেব চ॥ ৩৯
স্কান্দঞ্চ বামনঞ্চৈব কৌর্ম্মং মাৎস্যঞ্চ গারুড়ম্।

মহাদেব এই জগৎ সৃজন করিতে অভিলাষী হইয়া, প্রথমে সাক্ষাৎ সনাতন ব্রহ্মাকে পুত্ররূপে নির্ম্মাণ করিলেন। ১২—২৫। ঈশ্বর মহাদেব সেই প্রথম পুত্র বিশ্বযোনি ব্রহ্মাকে বিশ্বসৃষ্টির নিমিত্ত সেই অষ্টাদশ প্রকার বিদ্যা দান করিয়াছিলেন। প্রজাসৃষ্টি-বিস্তারকারী সেই ব্রহ্মাও বিদ্যালাভ করিয়া, সকল শাস্ত্রের মধ্যে প্রথমে পুরাণের স্মরণ করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার মুখ হইতে প্রথমে বেদ সকল নির্গত হয়। বেদ-নির্ম্মাণের পর তাঁহার মুখ হইতে অপরাপর শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হয়। পরে পৃথিবীতে প্রজাগণ সেই বিস্তৃত শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিতে অসমর্থ হইলে, ঈশ্বরের আদেশানুসারে সেই সকল শাস্ত্রের সংক্ষেপ করিবার নিমিত্ত দ্বাপরযুগের অন্তে বিশ্বাত্মা সর্ব্বজগন্ময় বিষ্ণু ব্যাস নামে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি এই বর্ত্তমান দ্বাপরে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন নামে, অরণিতে যেমন অগ্নির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যে বেদব্যাস মতিরূপ মন্থন-দণ্ড দ্বারা আলোড়ন করিয়া বেদরূপ মহাসমুদ্র হইতে প্রকাশময় অর্থাৎ জ্ঞানপ্রদ মহাভারতরূপ চন্দ্রকে উত্থাপিত করেন। সেই ঋষি আবার বেদসমূহকে সংক্ষেপ করিয়া চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি বেদকে বিভক্ত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম বেদব্যাস হইয়াছে। ২৬—৩৩। তিনি পুরাণ সকলকেও চারি লক্ষ শ্লোকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন। কারণ, দেবলোকে অদ্যাপি পুরাণসমূহের শ্লোকসংখ্যা এক শতকোটি। যদি ব্রাহ্মণ অঙ্গের সহিত চারি বেদ এবং উপনিষদে জ্ঞানবান্ হন, কিন্তু পুরাণ না জানেন, তাহা হইলে তিনি বিচক্ষণ হইতে পারেন না। ইতিহাস এবং পুরাণ দ্বারা বেদের পুষ্টিসাধন করিবে। 'অল্পজ্ঞানী পাছে আমাকে উল্লঙ্ঘন করে', বেদ সর্ব্বদা এইরূপ ভয় করেন। সর্গ (সৃষ্টি), প্রতিসর্গ (অবান্তর সর্গ বা প্রলয়), বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত পুরাণের এই পাঁচটী লক্ষণ অর্থাৎ এই পাঁচ বিষয় পুরাণে বর্ণিত হয়। পুরাণ সকলের সংখ্যা অষ্টাদশ; যথা,—ব্রাহ্ম, পাদ্ম (পদ্মপুরাণ), বৈষ্ণব (বিষ্ণুপুরাণ), শিবপুরাণ, ভাগবত, ভবিষ্যপুরাণ, বৃহন্নারদীয়-পুরাণ, মার্কণ্ডেয়-পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বরাহ-পুরাণ, স্কন্দ-

ব্রহ্মাণ্ডঞ্চাতিপুণ্যোঽয়ং পুরাণানামনুক্রমঃ ॥ ৪০
তত্র শৈবং তুরীয়ং যচ্ছার্ব্বং সর্ব্বার্থসাধকম্।
গ্রন্থলক্ষপ্রমাণং তদ্ব্যস্তং দ্বাদশসংহিতম্ ॥ ৪১
নির্ম্মিতং তচ্ছিবেনৈব তত্র ধর্ম্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
তদুক্তেনৈব ধর্ম্মেণ শৈবাস্ত্রৈবর্ণিকা নরাঃ ॥ ৪২
একজন্মনি মুচ্যন্তে প্রসাদাৎ পরমেষ্ঠিনঃ।
তস্মাদ্বিমুক্তিমন্বিচ্ছন্ শিবমেব সমাশ্রয়েৎ।
তমাশ্রিত্যৈব দেবানামপি মুক্তির্ন চান্যথা ॥ ৪৩
যদিদং শৈবমাখ্যাতং পুরাণং বেদসম্মিতম্।
তস্য ভেদান্ সমাসেন ব্রুবতো মে নিবোধত ॥ ৪৪
বিদ্যেশ্বরং তথা রৌদ্রং বৈনায়কমনুত্তমম্।
ঔমং মাতৃপুরাণঞ্চ রুদ্রৈকাদশকং তথা ॥ ৪৫
কৈলাসং শতরুদ্রঞ্চ কোটিরুদ্রাখ্যমেব চ।
সহস্রকোটিরুদ্রাখ্যং বায়বীয়ং ততঃ পরম্ ॥ ৪৬
ধর্ম্মসংজ্ঞং পুরাণঞ্চেত্যেবং দ্বাদশ সংহিতাঃ ॥৪৭
বিদ্যেশং দশসাহস্রমুদিতং গ্রন্থসংখ্যয়া।
রৌদ্রং বৈনায়কঞ্চৌমং মাতৃকাখ্যং ততঃ পরম্ ॥
প্রত্যেকমষ্টসাহস্রং ত্রয়োদশসহস্রকম্।
রুদ্রৈকাদশকাখ্যং যৎ কৈলাসং ষট্সহস্রকম্ ॥৪৯
শতরুদ্রং দশ প্রোক্তং কোটিরুদ্রং তথৈব চ।
সহস্রকোটিরুদ্রাখ্যং দশসাহস্রকং তথা ॥ ৫০
যদেতদ্বায়ুনা প্রোক্তং চতুঃসাহস্রমীরিতম্।
তথা পঞ্চসহস্রন্তু যদেতদ্ধর্ম্মনামকম্।
তদেবং লক্ষমুদ্দিষ্টং শৈবং শাখাবিভেদতঃ ॥৫১
চতুঃসস্রকং যৎ তু বায়ুনা সমুদীরিতম্।
তদিদং বর্ত্তয়িষ্যামি ভাগদ্বয়সমন্বিতম্ ॥ ৫২
নাবেদবিদুষে বাচ্যমিদং শাস্ত্রমনুত্তমম্।
ন চৈবাশ্রদ্দধানায় নাপুরাণবিদে তথা ॥ ৫৩
পরীক্ষিতায় শিষ্যায় ধার্ম্মিকায়ানসূয়বে।
প্রদেয়ং শিবভক্তায় শিবধর্ম্মানুসারিণে ॥ ৫৪

পুরাণ, বামন-পুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। এই পুরাণদিগের অনুক্রমণিকা অতি পবিত্র। এই অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে চতুর্থ শিবপুরাণ, ইহাতে শিবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মূল গ্রন্থ যাহা দেবলোকে অবস্থিত, তাহার শ্লোক-সংখ্যা একলক্ষ এবং দ্বাদশ প্রকার সংহিতা বা পরিচ্ছেদে তাহা বিভক্ত। ৩৪—৪১। উহা সাক্ষাৎ মহাদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং উহাতে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই শিবোক্ত ধর্ম্ম অনুসারে বর্ণত্রয় হইতে উৎপন্ন শিব-ভক্ত লোকেরা সেই পরমেষ্ঠী শিবের প্রসাদে একজন্মেই বিমুক্তি লাভ করে। অতএব মুক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তির শিবের আশ্রয় লওয়া উচিত। এই শিবকে আশ্রয় করিয়াই দেবতাদিগেরও মুক্তি হয়, অন্য প্রকারে নহে। যে শৈব-পুরাণ বেদ-তুল্য বলিয়া কীর্ত্তন হইয়াছে, তাহার পরিচ্ছেদ সকলের বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিদ্যেশ্বর, রৌদ্র, বৈনায়ক, ঔম, মাতৃক, রুদ্রৈকাদশ, কৈলাস, শতরুদ্র, কোটিরুদ্র, সহস্রকোটি-রুদ্র, বায়বীয় এবং ধর্ম্ম; সেই শিবপুরাণে এই দ্বাদশ সংহিতা বা পরিচ্ছেদ আছে। ইহাদের মধ্যে বিদ্যেশ্বর-সংহিতার শ্লোক-সংখ্যা দশ হাজার। রৌদ্র,বৈনায়ক, ঔম, এবং মাতৃক ইহাদের প্রত্যেকের শ্লোকসংখ্যা আট হাজার। রুদ্রৈকাদশ নামক সংহিতার শ্লোক-সংখ্যা দশ হাজার এবং কৈলাস নামক সংহিতার শ্লোক সংখ্যক ছয় হাজার। শতরুদ্র ও কোটিরুদ্র ইহাদের শ্লোক-সংখ্যা দশ হাজার করিয়া। সহস্রকোটিরুদ্রের শ্লোকসংখ্যাও দশ-হাজার। বায়ুপ্রোক্ত সংহিতার শ্লোক সংখ্যা চারি হাজার এবং ধর্ম্মসংহিতার শ্লোকসংখ্যা পাঁচ হাজার। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শাখাসমূহ একত্র করিলে শিবপুরাণের শ্লোক-সংখ্যা একলক্ষ হয়; তাহার মধ্যে বায়ু-কথিত সংহিতায় চারি হাজার। এক্ষণে ভাগদ্বয়ে বিভক্ত সেই বায়ু-কথিত সংহিতা-ভাগের উল্লেখ করিতেছি। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র বেদজ্ঞানহীনের নিকট কখনই কথনীয় নয়। শ্রদ্ধাবিহীন এবং পুরাণ-জ্ঞানহীনের নিকটও এই শাস্ত্র বলিবে না। সর্ব্বতোভাবে পরীক্ষিত অসূয়াহীন শিব-ভক্ত এবং ধর্ম্মানুসারী শিষ্যকেই এই শিবপুরাণ

পুরাণসংহিতা যস্য প্রসাদান্ময়ি বর্ত্ততে।
নমো ভগবতে তস্মৈ ব্যাসায়ামিততেজসে ॥ ৫৫

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং পূর্ব্বভাগে বিদ্যাবতারকথনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

পুরা কালেন মহতা কল্পেঽতীতে পুনঃপুনঃ।
অস্মিন্নুপস্থিতে কল্পে প্রবৃত্তে সৃষ্টিকর্ম্মণি ॥ ১
প্রতিষ্ঠিতায়াং বার্ত্তায়াং প্রবুদ্ধাসু প্রজাসু চ।
মুনীনাং ষট্‌কুলীয়ানাং ব্রুবতামিতরেতরম্ ॥ ২
ইদং পরমিদং নেতি বিবাদঃ সুমহানভূৎ।
পরস্য দুর্নিরূপত্বান্ন জাতস্তত্র নিশ্চয়ঃ ॥ ৩
তেঽভিজগ্মুর্বিধাতারং দ্রষ্টুং ব্রহ্মাণমব্যয়ম্।
যত্রাস্তে ভগবান্ ব্রহ্মা স্তূয়মানঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ৪
মেরুশৃঙ্গে শুভে রম্যে দেব-দানবসঙ্কুলে।
সিদ্ধচারণসম্বাধে যক্ষগন্ধর্ব্বসেবিতে ॥ ৫
বিহঙ্গসঙ্ঘসংঘুষ্টে মণিবিদ্রুমভূষিতে।
নিকুঞ্জ-কন্দর-দরী-গুহা-নির্ঝরশোভিতে ॥ ৬
তত্র ব্রহ্মবনং নাম নানামৃগসমাকুলম্।
দশযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্ ॥ ৭
সুরসামলপানীয়-পূর্ণরম্যসরোবরম্।
মত্তভ্রমরসঙ্ঘন্ন-রম্যপুষ্পিতপাদপম্ ॥ ৮
তরুণাদিত্যসঙ্কাশং তত্র চারু মহৎ পুরম্।
দুর্দ্ধর্ষং বলদৃপ্তানাং দৈত্য-দানব-রক্ষসাম্ ॥ ৯
তপ্তজাম্বুনদময়ং প্রাংশুপ্রাকারতোরণম্।
নির্য্যূহবলভী-কূট-প্রতোলীশতমণ্ডিতম্ ॥ ১০
মহার্হমণিচিত্রাভির্লেলিহানমিবাম্বরম্।
মহাভবনকোটীভিরনেকাভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ১১

প্রদান করিবে। যাহার প্রসাদে আমাতে সমুদয় পুরাণ-সংহিতা অধিষ্ঠান করিতেছে, সেই অমিততেজা ভগবান্ বেদব্যাসকে নমস্কার। ৪২—৫৫।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—পূর্ব্বে অনেক কাল গত হইলে ও বারংবার শ্বেতবরাহ কল্প সকল অতীত হইলে, এই বর্ত্তমান শ্বেতবরাহ কল্পের উপস্থিতিতে সৃষ্টিকর্ম্মের প্রবৃত্তি হইলে, সংসারের কার্য্য চলিতে লাগিলে এবং প্রজা সকল প্রবুদ্ধ হইলে "ইহাই ব্রহ্মতত্ত্ব" "ইহাই "ব্রহ্মতত্ত্ব" এইরূপ কথোপকথনকারী ষট্‌কুলীয় মুনিদিগের ঘোরতর বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বের দুর্নিরূপ্যতা হেতু সে বিষয়ে কোন নিশ্চয় হইল না। যেস্থলে ভগবান্ ব্রহ্মা সুর এবং অসুরগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, সেই মুনিগণ সেই স্থানে সেই অব্যয় লোক-স্রষ্টার নিকট গমন করিলেন। দেব-দানবগণে সঙ্কুল, সিদ্ধ-চারণগণে পরিপূর্ণ, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণে সেবিত, পক্ষিসমূহে কূজিত, মণি ও বিদ্রুমে বিভূষিত, নিকুঞ্জ, কন্দর, দরী, গুহা ও নির্ঝরে সুশোভিত, অতিশয় রম্য এবং শুভদর্শন একটী সুমেরুর শৃঙ্গ আছে। সেই শৃঙ্গে নানাবিধ পশু-সমাকীর্ণ, দশ যোজন বিস্তীর্ণ, দশ যোজন আয়ত ব্রহ্মবন নামে একটী বন আছে। ঐ স্থানে সরোবর সকল দেখিতে রমণীয় এবং সুরস ও নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ। বৃক্ষ সকল পুষ্পিত এবং পুষ্প সকল ঝঙ্কারকারী মত্ত মধুকরে আচ্ছন্ন। সেই স্থানে বাহুবলে গর্ব্বিত দৈত্য, দানব ও রাক্ষসদিগের বিস্তৃত এবং নূতন সূর্য্যের তুল্য দীপ্তিমান্ একটী নগর আছে। ঐ নগর তপ্ত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত। উহার প্রাকার ও তোরণ অতিশয় উচ্চ এবং উহা শত শত হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত বলভী ও প্রশস্ত রাজ-বর্ত্মে শোভিত। ঐ নগর মহামূল্য মণি-নির্ম্মিত বিচিত্র অনেকসংখ্যক বৃহদ্ভবনের শিখর-ভাগ দ্বারা যেন অম্বরতল লেহন করত শোভমান। সেই স্থানে সাধ্যগণের সহিত

তস্মিন্ নিবসতি ব্রহ্মা সাধ্যৈঃ সার্দ্ধং প্রজাপতিঃ॥
তত্র গত্বা মহাত্মানং সাক্ষাল্লোকপিতামহম্।
দদৃশুর্মুনয়ো দেবা দেবর্ষিগণসেবিতম্॥ ১৩
শুদ্ধচামীকরপ্রখ্যং সর্ব্বাভরণভূষিতম্।
প্রসন্নবদনং সৌম্যং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্॥ ১৪
দিব্যকান্তিসমাযুক্তং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
দিব্যশুক্লাম্বরধরং দিব্যমালাবিভূষিতম্।
সুরাসুরেন্দ্রযোগীন্দ্র-বন্দ্যমানপদাম্বুজম্॥ ১৫
সর্ব্বলক্ষণযুক্তাঙ্গ্যা লব্ধচামরহস্তয়া।
ভ্রাজমানং সরস্বত্যা প্রভয়েব দিবাকরম্॥ ১৬
তং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে প্রহৃষ্টবদনেক্ষণাঃ।
শিরস্যঞ্জলিমাধায় তুষ্টুবুঃ সুরপুঙ্গবম্॥ ১৭

মুনয় উচুঃ।

নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং সর্গস্থিত্যন্তহেতবে।
পুরুষায় পুরাণায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে॥ ১৮
নমঃ প্রধানদেহায় প্রধানক্ষোভকারিণে।
ত্রয়োবিংশতিভেদেন বিকৃতায়াবিকারিণে॥ ১৯
নমো ব্রহ্মাণ্ডজাতায় ব্রহ্মাণ্ডোদরবর্ত্তিনে।
তত্র সংসিদ্ধকার্য্যায় সংসিদ্ধকরণায় চ॥ ২০
নমোঽস্তু সর্ব্বলোকায় সর্ব্বলোকবিধায়িনে।
সর্ব্বাত্মদেহসংযোগ-বিয়োগবিধিহেতবে॥ ২১
ত্বয়ৈব নিখিলং সৃষ্টং সংহৃতং পালিতং জগৎ।
তথাপি মায়য়া নাথ ন বিদ্মস্ত্বাং পিতামহ॥ ২২

সূত উবাচ।

এবং ব্রহ্মা মহাভাগৈর্মহর্ষিভিরভিষ্টুতঃ।
প্রাহ গম্ভীরয়া বাচা মুনীন্ প্রহ্লাদয়ন্নিব॥ ২৩

ব্রহ্মোবাচ।

ঋষয়ো হে মহাভাগা মহাসত্ত্বা মহৌজসঃ।
কিমর্থং সহিতাঃ সর্ব্বে য়ূয়মত্র সমাগতাঃ॥ ২৪
তমেবংবাদিনং দেবং ব্রহ্মাণং ব্রহ্মবিত্তমাঃ।

প্রজাপতি ব্রহ্মা নিবাস করেন।১—১২। ঋষিগণ সেই স্থানে গমন করিয়া দেবর্ষিগণ-সেবিত সাক্ষাৎ লোক-পিতামহ ব্রহ্মাকে দর্শন করিলেন। সেই ব্রহ্মার প্রভা বিশুদ্ধ সুবর্ণ সদৃশ এবং তিনি সকল প্রকার আভরণে ভূষিত। তাঁহার মুখ প্রসন্ন, তিনি দেখিতে মনোহর, তাঁহার চক্ষু পদ্মপত্রের মত আয়ত; কান্তি স্বর্গীয় এবং শরীর স্বর্গীয় গন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত। তাঁহার পরিধান দিব্য শুক্ল বস্ত্র, গলায় দিব্য মালা বিভূষিত এবং পাদ-পদ্ম সুরাসুরেন্দ্র ও যোগীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক বন্দিত। দিবাকর যেমন আপনার প্রভায় শোভিত হন, তিনিও সেইরূপ সর্ব্ব-লক্ষণযুক্ত-সর্ব্বাঙ্গী চামরহস্তা সরস্বতী দ্বারা শোভিত ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেই মুনিসমূহের মুখ ও চক্ষু হর্ষে প্রফুল্ল হইল। তাঁহারা মস্তকে অঞ্জলি করিয়া সেই সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার স্তব করিতে লাগিলেন;—আপনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু, পুরাণ পুরুষ পরমাত্মা ব্রহ্ম; আপনাকে নমস্কার করি। ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি আপনার দেহ, আপনি ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির ক্ষোভ সম্পাদন করেন অর্থাৎ উঁহাকে সাম্যাবস্থা হইতে চালিত করেন, আপনি মহদাদি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের স্বরূপ হইয়া নানাবিধ কার্য্যরূপে অবস্থান করেন, অথচ অবিকারী; আপনাকে নমস্কার করি। আপনা হইতে ব্রহ্মাণ্ড জন্মিয়াছে, অথচ আপনি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অবস্থান করেন; আপনি সংসিদ্ধ কার্য্য স্বরূপ এবং কর্য্যের সংসিদ্ধির কারণও আপনি; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সর্ব্ব লোক স্বরূপ, সর্ব্ব লোকের বিধাতাও আপনি এবং আপনি সকল প্রকার আত্মা ও দেহের সংযোগবিয়োগের হেতু; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সমুদয় জগৎ সৃজন করিয়াছেন, আপনিই আবার উহার সংহার ও পালন করেন, তথাপি হে পিতামহ! আপনার মায়ার এরূপ মোহিনী শক্তি যে, আমরা আপনাকে জানিতে অক্ষম। ১৩—২২। সূত বলিলেন,—ব্রহ্মা মহাভাগ মুনিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে সংস্তুত হইয়া; গম্ভীর বাক্যে যেন তাঁহাদিগকে আনন্দিত করত বলিলেন,—হে মহাভাগ মহাসত্ত্ব এবং মহৌজস ঋষিগণ! কি নিমিত্ত তোমরা সকলে একত্রিত হইয়া এই স্থানে সমাগত হইয়াছ? ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, সেই ব্রহ্মবিদ্গণের

বাগ্‌ভির্বিনয়গর্ভাভিঃ সর্ব্বে প্রাঞ্জলয়োঽব্রুবন্ ॥২৫
মুনয় উচুঃ।
ভগবন্নন্ধকারেণ মহতা বয়মাবৃতাঃ।
খিন্না বিবদমানাশ্চ ন পশ্যামোঽত্র যৎ পরম্ ॥২৬
ত্বং হি সর্ব্বজগদ্ধাতা সর্ব্বকারণকারণম্।
ত্বয়া হ্যবিদিতং নাথ নেহ কিঞ্চন বিদ্যতে ॥ ২৭
কঃ পুমান্ সর্ব্বসত্ত্বেভ্যঃ পুরাণঃ পুরুষঃ পরঃ।
বিশুদ্ধঃ পরিপূর্ণশ্চ শাশ্বতঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ২৮
কেনৈব চিত্রকৃত্যেন প্রথমঃ সৃজ্যতে জগৎ।
অন্তকালে পুনঃ সর্ব্বং কস্মিন্ প্রলয়মেষ্যতি ॥২৯
কস্য ভূতানি বশ্যানি কঃ সর্ব্ববিনিযোজকঃ।
কথং স পুরুষঃ শক্যো দ্রষ্টুমস্মাভিরীশ্বরঃ ॥ ৩০
সূত উবাচ।
এবং পৃষ্টস্তদা ব্রহ্মা বিস্ময়স্মেরবীক্ষণঃ।
দেবানাং দানবানাঞ্চ মুনীনামপি সন্নিধৌ ॥ ৩১
উত্থায় সুচিরং ধ্যাত্বা রুদ্র ইত্যুচ্চরন্ গিরম্।
আনন্দক্লিন্নসর্ব্বাঙ্গঃ কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ৩২
ব্রহ্মোবাচ।
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং যস্য বৈ বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥৩৩
যস্মাৎ সর্ব্বমিদং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রেন্দ্রপূর্ব্বকম্।
সহ ভূতেন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রথমং সম্প্রসূয়তে ॥৩৪
কারণানাঞ্চ যো ধাতা ধ্যাতা পরমকারণম্।
ন সম্প্রসূয়তেঽন্যস্মাৎ কুতশ্চন কদাচন ॥ ৩৫
সর্ব্বৈশ্বর্য্যেণ সম্পন্নো নাম্না সর্ব্বেশ্বরঃ স্বয়ম্।
সর্ব্বৈর্মুমুক্ষুভির্ধ্যেয়ঃ শম্ভুরাকাশমধ্যগঃ ॥ ৩৬
যোঽগ্রে মাং বিদধে পুত্রং জ্ঞানঞ্চ প্রহিণোতি মে
যৎপ্রসাদান্ময়া লব্ধং প্রাজাপত্যমিদং পদম্ ॥ ৩৭
ঈশো বৃক্ষ ইব স্তব্ধো য একো দিবি তিষ্ঠতি।
যেনেদমখিলং পূর্ণং পুরুষেণ মহাত্মনা ॥ ৩৮

প্রধান ঋষিগণ সকলে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বিনয়গর্ভ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে ভগবন্! আমরা ঘোর অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত; আমরা পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, তথাপি পরমতত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারি নাই। আপনি সমুদয় জগতের বিধাতা এবং সকল প্রকার কারণের কারণ। হে নাথ! এই সংসারে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। কোন্ পুরুষ সকল প্রকার প্রাণী হইতে প্রাচীন, বিশুদ্ধ, পরিপূর্ণ, নিত্য, পরমেশ্বর এবং পর-পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত? কোন্ বিচিত্রকারী এই জগৎকে প্রথমে সৃজন করিয়াছেন এবং অন্তকালে কাহাতেই বা সমুদয় জগৎ প্রলীন হয়? এই ভূতগণ কাহার বশ্য এবং কেই বা সকল ভূতের যোজনাকারী? সেই ঈশ্বর-পুরুষকে আমরা কিরূপেই বা দর্শন করিতে সমর্থ হইতে পারি? ঋষিগণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে বিস্ময়ে ব্রহ্মার চক্ষু বিস্ফারিত হইল। তিনি সেই দেব, দানব এবং মুনিগণের সভায় দণ্ডায়মান হইয়া কিছু কাল ধ্যান করিয়া "রুদ্র রুদ্র" এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তাহার পর আনন্দজন্য ঘর্ম্মে তাঁহার সর্ব্ব শরীর আপ্লুত হইল; তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন,—যাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া মনের সহিত বাক্য নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ যিনি বাক্য ও মনের অগোচর; নিরন্তর যাঁহার চিন্তন জন্য নিরতিশয় সুখ উপভোগকারী কিছুতেই ভীত হন না; যাঁহা হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র আদি সমুদয় জগৎ ও সকল প্রকার ভূতও ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রথমে প্রসূত হইয়াছেন; যিনি সমুদয় কারণের বিধাতা এবং পরম কারণের ধ্যানকারী; যিনি অন্য কোন বস্তু হইতে কোন সময়ে প্রসূত হন নাই, যিনি সকল প্রকার ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন এবং স্বয়ং সর্ব্বেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ; সকল মুমুক্ষুগণ যাঁহার ধ্যান করেন; যিনি শম্ভু অর্থাৎ মঙ্গলের আলয় এবং আকাশের মধ্যগত; যিনি অগ্রে আমাকে পুত্ররূপে সৃজন করিয়া আমাকে তত্ত্ব-জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন; যাঁহার অনুগ্রহে আমি এই প্রাজাপত্য পদ লাভ করিয়াছি; যিনি ঈশ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যশালী, অদ্বিতীয় এবং বৃক্ষের মত অচলভাবে আকাশে অবস্থান করেন; যে মাহাত্মা পুরুষ কর্ত্তৃক এই নিখিল

একো বহূনাং জন্তূনাং নিষ্ক্রিয়াণাঞ্চ সংক্রিয়ঃ।
য একো বহুধা বীজং করোতি স মহেশ্বরঃ॥ ৩৯
জীবৈরেভিরিমান্ লোকান্ সর্ব্বানীশো য ঈশতে
য একো ভগবান্ রুদ্রো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চন॥
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টোঽপি যঃ পরৈঃ।
অলক্ষ্যো লক্ষয়ন্ বিশ্বমধিতিষ্ঠতি সর্ব্বদা॥ ৪১
যস্তু কালাত্মযুক্তানি কারণান্যখিলান্যপি।
অনন্তশক্তিরেকো বৈ ভগবানধিতিষ্ঠতি॥ ৪২
যদা তমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সদপ্যসং।
কেবলঃ শিব এবৈকো যস্মাৎ প্রজ্ঞা বিনিঃসৃতা॥
যস্য পুংসঃ পরা শক্তির্ভাবগম্যা মহীয়সী।
নির্গুণা স্বগুণৈরেব নিগূঢ়া নিষ্কলা শিবা॥ ৪৪
ন তস্য কার্য্যকরণে ন সমানো ন চাধিকঃ।
স্বাভাবিকী পরা শক্তির্নিত্যা জ্ঞানক্রিয়া অপি॥৪৫
যচ্চেদং ক্ষরমব্যক্তং যদপ্যমৃতমক্ষরম্।
তাবুভাবক্ষরাত্মানাবেকো দেবঃ স্বয়ং হরঃ॥ ৪৬
ঈশতে তদভিধ্যানাদ্‌যোজনাৎ তত্ত্বভাবতঃ।
ভূয়োঽপ্যস্য পশোরন্তে বিশ্বমায়া নিবর্ত্ততে॥ ৪৭
যস্মিন্ ন ভাসতে বিদ্যুন্ন সূর্য্যো ন চ চন্দ্রমাঃ।
যস্য ভাসা বিভাতীদমিত্যেষা শাশ্বতী শ্রুতিঃ॥৪৮
একো দেবো মহাদেবো বিজ্ঞেয়স্তু মহেশ্বরঃ।
ন তস্য পরমং কিঞ্চিৎ পদং সমধিগম্যতে॥ ৪৯
অয়মাদিরনাদ্যন্তঃ স্বভাবাদেব নির্ম্মলঃ।
স্বতন্ত্রঃ পরিপূর্ণশ্চ স্বেচ্ছাধীনচরাচরঃ॥ ৫০
অপ্রাকৃতবপুঃ শ্রীমান্ লক্ষ্যলক্ষণবর্জ্জিতঃ।
অমুক্তো মোচকশ্চায়মকালঃ কালচোদকঃ॥ ৫১
সর্ব্বোপরিকৃতাবাসঃ সর্ব্ববাসশ্চ সর্ব্ববিৎ।

জগৎ পরিপূর্ণ; যিনি একাকী বহুসংখ্যক ক্রিয়াশূন্য প্রাণীর শুভক্রিয়ার সম্পাদক এবং যিনি একাকী হইয়া বহুবিধ বীজের স্রষ্টা, তিনিই পরমেশ্বর। ১৫—৩৯। অপ্রতিহত-শক্তিশালী যিনি সমুদয় জীবের সহিত অখিল ব্রহ্মাণ্ডের উপর আধিপত্য করিতেছেন; যিনি একাকী ভগবান্ অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, যাঁহার দ্বিতীয় নাই; যিনি সর্ব্বদা জনগণের হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিয়াও অলক্ষিত; যিনি নিজে অপ্রকাশিত হইয়াও সমুদয় জগৎকে প্রকাশিত করত অধিষ্ঠান করিতেছেন; যিনি ভগবান্ অনন্তশক্তি এবং একাকী হইয়াও সমুদয় কালাত্ম-কারণে অবস্থান করেন;—যখন কেবল ঘোর তমোরাশি পৃথিবী আবরণ করিয়াছিল—দিবা, রাত্রি, সৎ বা অসৎ কিছুই বিদ্যমান ছিল না, কেবল সেই মঙ্গলময় একমাত্র পরমেশ্বরই বর্ত্তমান ছিলেন,—তাঁহা হইতেই সমুদয় প্রজা নির্গত হইয়াছে। যে পুরুষের শক্তি মহীয়সী, সর্ব্বোৎকৃষ্টা, নির্গুণা অথচ গুণময়ী, নিষ্কলা ও মঙ্গলরূপা; কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে কেহ তাঁহার সমানও নাই; তাঁহা হইতে অধিকও কেহ নাই। তাঁহার শক্তি স্বভাবতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং তাঁহার জ্ঞান ও ক্রিয়াও নিত্য। যে এই সকল ক্ষর অর্থাৎ নশ্বর ভূতের উপাদান অব্যক্ত এবং যে সেই অমৃত অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী কূটস্থ পুরুষ, এতৎ উভয়ই অক্ষরস্বরূপ এবং এক পরমেশ্বরেরই বিবর্ত্ত। সেই শিবের অভিধ্যান, যোজন এবং তত্ত্ব-ভাবনা প্রভাবে মায়া শক্তিযুক্ত হয়; এই জীবের অন্তে আবার সেই বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হয়। যাঁহার নিকট বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইতে পারে না যাঁহার নিকট চন্দ্র বা সূর্য্যের দীপ্তি নাই; যাঁহার শরীরের কিরণে এই সচরাচর জগৎ প্রকাশিত হয়, ইহাই নিত্য বেদ-বাক্য—সেই এক মহেশ্বর অর্থাৎ শিবকেই মহান্ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠদেব বলিয়া জানা উচিত। তাঁহার পদ অপেক্ষা অপর কোন শ্রেষ্ঠপদের কথা শুনা যায় না। তিনিই আদি, সকলের প্রথমে অবস্থিত; কিন্তু তাঁহার আদি বা অন্ত কিছুই নাই। তিনি স্বাভাবিক নির্ম্মল, স্বতন্ত্র, পরিপূর্ণ; এই চরাচর বিশ্ব তাঁহারই ইচ্ছার অধীন। ৪০—৫০। তাঁহার শরীর অপ্রাকৃত অর্থাৎ কোন প্রকৃতিজাত বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত নহে। তিনি লক্ষ্য এবং লক্ষণ শূন্য; তিনি স্বয়ং অমুক্ত অথচ পরের মোচনকর্ত্তা; তাঁহার নিজের কোন কালের সহিত সম্বন্ধ নাই, অথচ তিনি কালের প্রেরক। তাঁহার বাস সকলের উপর অথচ তাঁহাতেই

ষড়্‌বিধাধ্বময়স্থাস্য সর্ব্বস্য জগতঃ পতিঃ ॥ ৫২
উত্তরোত্তরভূতানামুত্তরশ্চ নিরুত্তরঃ ।
অনন্তমহিমা ভূমিরনবচ্ছিন্নবৈভবঃ ॥ ৫৩
অশেষবিষয়ামোঘ-শুদ্ধবুদ্ধিবিজৃম্ভণঃ ।
আত্মশক্ত্যমৃতাস্বাদ-প্রমোদরসিকো যুবা ॥ ৫৪
অনন্তানন্দসন্দোহ-মকরন্দমধুব্রতঃ ।
অখণ্ডজগদণ্ডানাং পিণ্ডীকরণপণ্ডিতঃ ॥ ৫৫
ঔদার্য্য-বীর্য্য-গাম্ভীর্য্য-মাধুর্য্যমকরালয়ঃ ।
নৈবাস্য সদৃশং বস্তু নাধিকঞ্চাপি কিঞ্চন ॥ ৫৬
অতুলঃ সর্ব্বভূতানাং রাজরাজশ্চ তিষ্ঠতি ।
অনেন চিত্রকৃত্যেন প্রথমং সৃজ্যতে জগৎ ॥ ৫৭
অন্তকালে পুনশ্চেদং তস্মিন্ প্রলয়মেষ্যতি ।
অস্য ভূতানি বশ্যানি অয়ং সর্ব্বনিযোজকঃ ॥ ৫৮
অয়ন্তু পরয়া ভক্ত্যা দৃশ্যতে নান্যথা কচিৎ ।
ব্রতানি সর্ব্বদানানি তপাংসি নিয়মাস্তথা ॥ ৫৯
কথিতানি পুরা সদ্ভির্ভাবার্থং নাত্র সংশয়ঃ ।
হরিশ্চাহঞ্চ রুদ্রশ্চ তথান্যে চ সুরাসুরাঃ ॥ ৬০
তপোভিরুগ্রৈরদ্যাপি তস্য দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ।
অদৃশ্যঃ পতিতৈর্মূঢ়ৈর্দুর্জ্জনৈরপি কুৎসিতৈঃ ॥ ৬১
ভক্তৈরন্তর্বহিশ্চাপি পূজ্যঃ সম্ভাষ্য এব চ ॥ ৬২
তদিদং ত্রিবিধং রূপং স্থূলং সূক্ষ্মং ততঃ পরম্ ।
অস্মদাদ্যময়ৈর্দৃশ্যং স্থূলং সূক্ষ্মন্তু যোগিভিঃ ।
ততঃ পরন্তু যন্নিত্যং জ্ঞানমানন্দমব্যয়ম্ ॥ ৬৩
তন্নিষ্ঠৈস্তৎপরৈর্ভক্তৈর্দৃশ্যং তদ্‌ব্রতমাস্থিতৈঃ ।
বহুনাত্র কিমুক্তেন গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং পরম্ ॥ ৬৪
শিবে ভক্তির্ন সন্দেহস্তয়া যুক্তো বিমুচ্যতে ।
প্রসাদাদেব সা ভক্তিঃ প্রসাদো ভক্তিসম্ভবঃ ॥৬৫
যথা বাঙ্কুরতো বীজং বীজতো বা যথাঙ্কুরঃ ।
প্রসাদপূর্ব্বিকা এব পশোঃ সর্ব্বত্র সিদ্ধয়ঃ ॥ ৬৬

সকল বস্তুর বাস এবং তিনি সর্ব্বজ্ঞ। তিনি বক্ষ্যমাণ ছয় প্রকার অধ্বযুক্ত জগতের স্বামী। তিনি ক্রমশঃ উৎকর্ষ-প্রাপ্ত ভূতদিগের উত্তর অর্থাৎ শেষ ভূমিতে অবস্থিত, তাঁহা অপেক্ষা আর কিছুই উৎকৃষ্ট নাই। তিনি অনন্ত মহিমার আধার এবং তাঁহার বৈভব অপরিচ্ছিন্ন। তিনি অশেষ অর্থাৎ নিখিল শব্দাদিভোগ্য বস্তুতে শুদ্ধবুদ্ধি অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের প্রবর্দ্ধক এবং তিনি চিরযৌবনশালী ও আত্মশক্তিরূপ অমৃতাস্বাদের রসিক। তিনি অনন্তানন্দ-ক্ষরনরূপ পুষ্পরসে ভ্রমরের ন্যায় আচরণশীল এবং অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে একটী পিণ্ডাকারে পরিণত করিতে পণ্ডিত। তিনি ঔদার্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য এবং মাধুর্য্যের সমুদ্র; তাঁহার সদৃশ বা অধিক কোন বস্তু নাই। সর্ব্বভূতের মধ্যে কিছুতেই তাঁহার তুলনা নাই এবং তিনি রাজাদিগের রাজা। সেই চিত্রকর্ম্মই প্রথমে জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন; এই জগৎ অন্তকালে পুনর্ব্বার তাঁহাতেই প্রলীন হইবে। সমস্ত ভূতগণ তাঁহার বশ্য এবং তিনি সকলের নিয়োজক। অতিশয় ভক্তি-সহকারেই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়; অন্য কোন উপায়ে নহে। ব্রত, সকল প্রকার দান, তপস্যা এবং নিয়ম এই সকল সেই পরমেশ্বরে ভক্তির বর্দ্ধনার্থ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিষ্ণু, আমি, রুদ্র এবং অন্যান্য সুর ও অসুরগণ অদ্যাপি তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত অতিশয় উগ্র-তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। তিনি দুর্জ্জন, মূঢ়, পতিত এবং নিন্দনীয়চরিত জনগণ কর্ত্তৃক অদৃশ্য হইলেও সর্ব্বদা ভক্তগণের অন্তরে ও বাহিরে সম্ভাষ্য এবং পূজ্য। ৫০—৬২। তাঁহার স্বরূপ তিন প্রকার;—স্থূল, সূক্ষ্ম এবং এতদুভয়ের অতিরিক্ত। আমাদের ন্যায় দেবগণ তাঁহার স্থূল মূর্ত্তিমাত্র দেখিতে সক্ষম এবং যোগিগণ তাঁহার সূক্ষ্ম-মূর্ত্তির দর্শনকারী। এই উভয়ের অতিরিক্ত মূর্ত্তি নিত্য জ্ঞান আনন্দ এবং অব্যয় স্বরূপ। যে সকল ভক্ত তন্নিষ্ঠ, তৎপর এবং তাঁহার ব্রতেরই প্রীতিকর অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সেই রূপের দর্শন করিতে পারেন। অধিক আর কি বলিব, সে রূপ গুহ্য হইতেও গুহ্যতর। শিবে যাহার ভক্তি থাকে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই সেই ভক্তিপ্রভাবে বিমুক্ত হয়। যেরূপ অঙ্কুর হইতে বীজ এবং বীজ হইতে

স এব সাধনৈরন্তে সর্ব্বৈরপি চ সাধ্যতে।
প্রসাদসাধনং ধর্ম্মঃ স চ বেদেন দর্শিতঃ॥ ৬৭
তদভ্যাসবশাৎ সাম্যং পূর্ব্বয়োঃ পুণ্য-পাপয়োঃ।
সাম্যাৎ প্রসাদসম্পর্কো ধর্ম্মস্যাতিশয়স্ততঃ॥ ৬৮
ধর্ম্মাতিশয়মাসাদ্য পশোঃ পাপপরিক্ষয়ঃ।
এবং প্রক্ষীণপাপস্য বহুভির্জন্মভিঃ ক্রমাৎ॥ ৬৯
সাম্বে সর্ব্বেশ্বরে ভক্তির্জ্ঞানপূর্ব্বা প্রজায়তে।
ভাবানুগুণমীশস্য প্রসাদো ব্যতিরিচ্যতে॥ ৭০
প্রসাদাৎ কর্ম্মসন্ত্যাগঃ ফলতো ন স্বরূপতঃ।
তস্মাৎ কর্ম্মফলত্যাগাচ্ছিবধর্ম্মান্বয়ঃ শুভঃ॥ ৭১
স চ গুর্ব্বনপেক্ষশ্চ তদপেক্ষ ইতি দ্বিধা।
তত্রানপেক্ষাৎ সাপেক্ষো মুখ্যঃ শতগুণাধিকঃ॥৭২
শিবধর্ম্মান্বয়স্যাস্য শিবজ্ঞানসমন্বয়ঃ।

অঙ্কুর, সেইরূপ শিবের প্রসাদেই ভক্তির উৎপত্তি হয় এবং ভক্তি হইতেই শিবের প্রসাদ হয়। ঈশ্বরের অনুগ্রহ-প্রভাবেই জীবের সর্ব্বত্র সিদ্ধিলাভ হয়। অবসানে সর্ব্বপ্রকার সাধন দ্বারা শিবও বশীভূত হন। ধর্ম্মই ঈশ্বরানুগ্রহের সাধক এবং বেদে সেই ধর্ম্মের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদাভ্যাস-বশেই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য ও পাপের সাম্য হয় এবং সেই সাম্য হইতে প্রসাদের সম্পর্ক ও পুণ্যের আতিশয্য হয়। ধর্ম্মের আতিশয্য হইলে জীবের পাপক্ষয় হয়। বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর পাপক্ষয় হইলে জীবের অম্বার সহিত মিলিত সর্ব্বেশ্বর মহাদেবে জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্তি উৎপন্ন হয়। জীব পরমেশ্বরের যেরূপ ভাবনা করে, তদনুরূপ তাঁহার প্রসাদ প্রাপ্ত হয়। প্রসাদ হইতে কর্ম্মফলে নিবৃত্তি জন্মে এবং কর্ম্মফলে স্পৃহাশূন্য হইলে মনুষ্য শিবধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে সক্ষম হয়। শিবধর্ম্ম গ্রহণ দুই প্রকারে হয়;—প্রথম গুরুর সাহায্যে, দ্বিতীয়—গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে। গুরুর সাহায্যে যে ধর্ম্মের পরিগ্রহ হয়, তাহা গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে ধর্ম্মপরিগ্রহ অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। ৬৩—৭২। শিবধর্ম্ম উৎপন্ন হইলে শিবজ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

জ্ঞানান্বয়বশাৎ পুংসঃ সংসারে দোষদর্শনম্॥ ৭৩
ততো বিষয়বৈরাগ্যং বৈরাগ্যাদ্ভাবসাধনম্।
ভাবসিদ্ধ্যপপন্নস্য ধ্যানে নিষ্ঠা ন কর্ম্মণি॥ ৭৪
জ্ঞানধ্যানাভিযুক্তস্য পুংসো যোগঃ প্রবর্ত্ততে।
যোগেন তু পরা ভক্তিঃ প্রসাদস্তদনন্তরম্॥ ৭৫
প্রসাদান্মুচ্যতে জন্তুর্মুক্তঃ শিবসমো ভবেৎ।
অনুগ্রহপ্রকারস্য ক্রমোঽয়মবিবক্ষিতঃ॥ ৭৬
যাদৃশী যোগ্যতা পুংসস্তস্য তাদৃগনুগ্রহঃ।
গর্ভস্থো মুচ্যতে কশ্চিজ্জায়মানস্তথাপরঃ॥ ৭৭
বালো বা তরুণো বাথ বৃদ্ধো বা মুচ্যতে পরঃ।
তির্য্যগ্‌যোনিগতঃ কশ্চিন্মুচ্যতে নারকোঽপরঃ॥৭৮
অপরস্তু পদং প্রাপ্তো মুচ্যতে স্বপদক্ষয়াৎ।
কশ্চিৎ ক্ষীণপদো ভূত্বা পুনরাবর্ত্ত্য মুচ্যতে॥ ৭৯

শিবজ্ঞান উৎপন্ন হইলে মনুষ্য সংসারের দোষ দর্শন করে। তাহার পর বিষয়-বৈরাগ্য হয়। ঐ বৈরাগ্য হইতে ভাব অর্থাৎ ঈশ্বরচিন্তা জন্মে। ঈশ্বরচিন্তা উৎপন্ন হইলে জীব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধ্যানেই আসক্ত হয়। জ্ঞান হইতে ধ্যানে আসক্ত হইলে পুরুষের যোগ হয়, যোগ হইতেই শ্রেষ্ঠ ভক্তি এবং তৎপরে তাঁহার প্রসাদ লাভ হয়। প্রসাদ হইতে জীব মুক্ত হয় এবং মুক্ত হইয়া শিবের তুল্য হয়। এই অনুগ্রহ-প্রকারে ক্রম যে এইরূপই হইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই; যে পুরুষের যেরূপ যোগ্যতা, সে সেইরূপ অনুগ্রহ লাভ করে। কেহ গর্ভাবস্থাতেই মুক্ত হয়, কেহ বা উৎপন্ন হইয়াই মুক্তিলাভ করে। কেহ বা বাল্যাবস্থায় মুক্ত হয়, কেহ বা তরুণ অবস্থায় মুক্ত হয় এবং কেহ বা বৃদ্ধ হইয়া মুক্তিলাভ করে। কেহ বা তির্য্যক্‌ যোনিগত হইয়া মুক্তিলাভ করে; কেহ বা নরকে পতিত হইয়া মুক্তি লাভ করে; অপর কোন ব্যক্তি স্বীয় কর্ম্ম-বলে কোনরূপ উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া সেই উচ্চপদের ক্ষয় হইলে মুক্তিলাভ করে; কেহ বা তাদৃশ পদক্ষয়ের পর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া মুক্তিলাভ করে।

কশ্চিদূর্দ্ধং গতস্তস্মিন্ স্থিত্বা স্থিত্বা বিমুচ্যতে।
তস্মান্নৈকপ্রকারেণ নরাণাং মুক্তিরিষ্যতে ॥ ৮০
জ্ঞানভাবানুরূপেণ প্রসাদেনৈব নির্বৃতিঃ।
তস্মাদস্য প্রসাদার্থং বাঙ্মনোদোষবর্জ্জিতাঃ ॥ ৮১
ধ্যায়ন্তঃ শিবমেবৈকং সদারতনয়াগ্নয়ঃ।
তন্নিষ্ঠাস্তৎপরাঃ সর্ব্বে তদ্যুক্তাস্তদুপাশ্রয়াঃ ॥ ৮২
সর্ব্বক্রিয়াঃ প্রকুর্ব্বাণাস্তমেব মনসা গতাঃ।
দীর্ঘসত্রং সমাসধ্বং দিব্যং বর্ষসহস্রকম্ ॥ ৮৩
সত্রান্তে মন্ত্রযোগেণ বায়ুস্তত্রাগমিষ্যতি।
স এব ভবতাং শ্রেয়ঃ সোপায়ং কথয়িষ্যতি ॥৮৪
ততো বারাণসী পুণ্যা পুরী পরমশোভনা।
গন্তব্যা যত্র বিশ্বেশো দেব্যা সহ পিনাকধৃক্ ॥ ৮৫
সদা বিহরতি শ্রীমান্ ভক্তানুগ্রহকারণাৎ।
তত্রাশ্চর্য্যং মহদ্দৃষ্ট্বা মৎসমীপং গমিষ্যথ ॥ ৮৬
ততো বঃ কথয়িষ্যামি মোক্ষোপায়ং দ্বিজোত্তমাঃ।
যেনৈকজন্মনা মুক্তির্যুষ্মৎকরতলে স্থিতা ॥৮৭
এতন্মনোময়ং চক্রং ময়া সৃষ্টং বিসৃজ্যতে।
যত্রাস্য শীর্য্যতে নেমিঃ স দেশস্তপসঃ শুভঃ ॥৮৮
ইত্যুক্ত্বা সূর্য্যসঙ্কাশং চক্রং দৃষ্ট্বা মনোময়ম্।
প্রণিপত্য মহাদেবং বিসসর্জ্জ পিতামহঃ ॥ ৮৯
তেঽপি হৃষ্টতরা বিপ্রাঃ প্রণম্য জগতাং প্রভুম্।
প্রযযুস্তস্য চক্রস্য যত্র নেমির্ব্যশীর্য্যত ॥ ৯০
চক্রং তদপি সংক্ষিপ্তং শ্লক্ষ্ণং চারুশিলাতলে।
বিমলস্বাদুপানীয়ে নিপপাত বনে ক্বচিৎ ॥ ৯১
তদ্বনং তেন বিখ্যাতং নৈমিশং মুনিপূজিতম্।
অনেক-যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধরসমাকুলম্ ॥ ৯২
অষ্টাদশ সমুদ্রস্য দ্বীপানশ্নন্ পুরূরবাঃ।
বিলাসবশমুর্ব্বশ্যা যাতো দৈবেন চোদিতঃ ॥ ৯৩
অক্রমেণাহরন্মোহাদ্যজ্ঞবাটং হিরণ্ময়ম্।

কেহ উর্দ্ধগত হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করতই মুক্তি লাভ করে। অতএব মনুষ্যদিগের মুক্তি এক প্রকার অবস্থাতেই হয় না। জ্ঞান ও ভক্তির অনুরূপ প্রসাদবলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। অতএব তাঁহার প্রসাদলাভের নিমিত্ত বাক্য এবং চিত্তে দোষশূন্য হইয়া সকলে স্ত্রী, পুত্র এবং অগ্নির সহিত একমাত্র শিবের ধ্যান করিবে। শিবনিষ্ঠ, শিবপর, শিব-ধ্যান-যুক্ত এবং শিবাশ্রিত হইয়া তদ্গতহৃদয়ে সকল প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে।৭৩—৮২ বায়ু দেবতাদিগের এক সহস্র বর্ষ ব্যাপক একটী বহুকালস্থায়ী যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন; যজ্ঞের অবসানে তিনি মন্ত্রপ্রভাবে এই নৈমিষারণ্যে আগমন করিবেন এবং তোমাদিগকে উপায়ের সহিত হিতের উপদেশ দিবেন। অনন্তর যেস্থানে পিনাকপাণি মহাদেব দেবীর সহিত বাস করেন, সেই পরম শোভন এবং পবিত্র বারাণসী পুরীতে তোমরা গমন করিবে। সেই স্থানে শ্রীমান্ মহাদেব ভক্তগণের উপর আপনার অনুগ্রহ বিতরণ করিবার অভিপ্রায়ে বিহার করেন। সেই স্থানে বিচিত্র ঘটনা সকল দেখিয়া পুনর্ব্বার আমার নিকট আগমন করিবে। হে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ! তাহার পর তোমাদিগের নিকট মুক্তির উপায় কীর্ত্তন করিব, যাহাতে একই জন্মে মুক্তি তোমাদের করতল-গত হইবে। "আমা কর্তৃক সৃষ্ট এই মনোময় চক্র ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দিতেছি; যাইতে যাইতে যেখানে উহার নেমি শীর্ণ হইবে, সেই স্থানই তপঃসাধনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ প্রদেশ" এই কথা বলিয়া পিতামহ ব্রহ্মা সূর্য্যের ন্যায় তেজোময় চক্র দেখিয়া মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণগণও প্রহৃষ্টান্তঃকরণে জগতের প্রভু ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া, কোথায় ঐ চক্রের নেমি শীর্ণ হয়, তাহা দেখিবার জন্য চলিতে লাগিলেন। চারু শিলা-তলে নিক্ষিপ্ত সেই মনোহর চক্র বিমল ও সুস্বাদ জল বিশিষ্ট কোন এক বনে পতিত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত মুনিগণের পূজিত সেই বন "নৈমিষ' নামে প্রসিদ্ধ। উহা অনেক যক্ষ, গন্ধর্ব্ব এবং বিদ্যাধরগণ দ্বারা ব্যাপ্ত। পুরূরবা নামক রাজা অষ্টাদশ সমুদ্রের দ্বীপ সকল উপভোগ করিয়া পরে দৈব দ্বারা প্রেরিত হইয়া উর্ব্বশীর বিলাসের বশীভূত হইয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মপথ হইতে এরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন যে, মুনিগণের সুবর্ণযজ্ঞ-

মুনিভির্যত্র সংক্রুদ্ধৈঃ কুশবজ্রৈর্নিপাতিতঃ ॥ ৯৪
বিশ্বং সিসৃক্ষমাণা বৈ যত্র বিশ্বসৃজঃ পুরা।
সত্রমারেভিরে দিব্যং ব্রহ্মজ্ঞা গার্হপত্যগাঃ ॥ ৯৫
ঋষিভির্যত্র বিদ্বদ্ভিঃ শব্দার্থন্যায়কোবিদৈঃ।
শক্তি-প্রজ্ঞা-ক্রিয়াযোগৈর্বিধিরাসীদনুষ্ঠিতঃ ॥ ৯৬
যত্র বেদবিদো নিত্যং বেদবাদবহিষ্কৃতান্।
বাদজল্পবলৈর্ঘ্নন্তি বচোভিঃ প্রতিবাদিনঃ ॥ ৯৭
স্ফটিকময়মহীভৃৎপাদজাভ্যঃ শিলাভ্যঃ
প্রসরদমৃতকল্পস্বচ্ছপানীয়রম্যম্।
অতিরসফলবৃক্ষপ্রায়মব্যালসত্ত্বং
তপস উচিতমাসীন্নৈমিশং তন্মুনীনাম্ ॥ ৯৮

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং
পূর্ব্বভাগে পরমতত্ত্বজিজ্ঞাসু মুনীনাং
ব্রহ্মসমীপগমনাদিবর্ণনং নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

শালা অপহরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে মুনিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া কুশবজ্র নিক্ষেপে তাঁহাকে তথায় নিহত করিয়াছিলেন। যে নৈমিষারণ্যে পূর্ব্বকালে বিশ্বসিসৃক্ষু ব্রহ্মজ্ঞ গার্হপত্য গত প্রজাপতিগণ দিব্য যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন; যে স্থলে শব্দ, অর্থ এবং ন্যায়ে পণ্ডিত বিদ্বান্ ঋষিগণ আপন আপন শক্তি, প্রজ্ঞা এবং ক্রিয়াশক্তির অনুসারে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; যে নৈমিষারণ্যে বেদবিৎ পণ্ডিতগণ বেদবাদবহিষ্কৃত প্রতিবাদীদিগকে বাদ ও জল্পপ্রধান বাক্য দ্বারা নিরস্ত করেন, এই নৈমিষারণ্য—স্ফটিকময় পর্ব্বতের পাদজাত শিলা হইতে নিঃসৃত অমৃতকল্প নির্ম্মল সলিলে রমণীয়, অতিশয় রসযুক্ত ফলবান্ বৃক্ষবহুল, হিংস্র-জন্তুবিহীন এবং মুনিগণের তপস্যার যোগ্য সেই নৈমিষারণ্য। ৮৩—৯৮।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

তস্মিন্ দেশে মহাভাগা মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
অর্চ্চয়ন্তো মহাদেবং সত্রমারেভিরে তদা ॥ ১
তচ্চ সত্রং প্রববৃতে সর্ব্বাশ্চর্য্যং মহর্ষিণাম্।
বিশ্বং সিসৃক্ষমাণানাং পুরা বিশ্বসৃজামিব ॥ ২
অথ কালে গতে সত্রে সমাপ্তে ভূরিদক্ষিণে।
পিতামহনিয়োগেন বায়ুস্তত্রাগমৎ স্বয়ম্ ॥ ৩
শিষ্যঃ স্বয়ম্ভুবো দেবঃ সর্ব্বপ্রত্যক্ষদৃগ্বশী।
আজ্ঞায়াং মরুতো যস্য সংস্থিতাঃ সপ্তসপ্তকাঃ ॥ ৪
প্রেরয়ন্ শশ্বদঙ্গানি প্রাণাদ্যাভিঃ স্ববৃত্তিভিঃ।
সর্ব্বভূতশরীরাণাং কুরুতে যশ্চ ধারণম্ ॥ ৫
অণিমাদিভিরষ্টাভিরৈশ্বর্য্যৈশ্চ সমন্বিতঃ।
তির্য্যক্করাদিভির্মেঘৈর্ভুবনানি বিভর্ত্তি যঃ ॥ ৬
আকাশযোনির্দ্বিগুণঃ স্পর্শশব্দসমন্বয়াৎ।
তেজসাং প্রকৃতিশ্চেতি যমাহুস্তত্ত্বচিন্তকাঃ ॥ ৭
তমাশ্রমগতং দৃষ্ট্বা মুনয়ো দীর্ঘসত্রিণঃ।

তৃতীয় অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—সেই স্থানে শংসিতব্রত মহাভাগ মুনিগণ মহাদেবের অর্চ্চনা করত যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই বিশ্বসিসৃক্ষু প্রজাপতি মহর্ষিগণের সেই যজ্ঞ পূর্ব্বকালে সকল লোকের বিস্ময়কর হইয়াছিল। অনন্তর কিছুকাল পরে প্রভূতদক্ষিণ সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইলে ব্রহ্মার নিয়োগে বায়ু স্বয়ং সেই স্থানে আগমন করিলেন। যিনি ব্রহ্মার শিষ্য ও জিতেন্দ্রিয়; যাঁহার সকল বস্তু প্রত্যক্ষগোচর এবং যে দেবের আজ্ঞায় উনপঞ্চাশৎ বায়ু সর্ব্বদা অবস্থিত; যিনি সর্ব্বদা প্রাণ প্রভৃতি বৃত্তি দ্বারা অঙ্গসমূহকে চালনা করত সকল প্রাণীর শরীর ধারণ করেন; যিনি অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যসমন্বিত হইয়া, সূর্য্যাদির কিরণ এবং মেঘ দ্বারা ভুবন সকলকে ধারণ করেন; তত্ত্বচিন্তকগণ যাঁহাকে আকাশোৎপন্ন, শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণযুক্ত এবং তেজের প্রকৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করেন; তাঁহাকে আশ্রমে আগত

পিতামহবচঃ স্মৃত্বা প্রহর্ষমতুলং যযুঃ ॥ ৮
অভ্যুত্থায় ততঃ সর্ব্বে প্রণম্যাম্বরসম্ভবম্।
চামীকরময়ং তস্মৈ বিষ্টরং সমকল্পয়ন্ ॥ ৯
সোঽপি তত্র সমাসীনো মুনিভিঃ সম্যগর্চ্চিতঃ।
প্রত্যভিনন্দ্য চ তান্ সর্ব্বান্ পপ্রচ্ছ কুশলং ততঃ॥

বায়ুরুবাচ।

অত্র বঃ কুশলং বিপ্রাঃ কচ্চিদ্বৃত্তে মহাক্রতৌ।
কচ্চিদ্যজ্ঞহনো দৈত্যা ন বাধেরন্ সুরদ্বিষঃ॥১১
প্রায়শ্চিত্তং দুরিষ্টং বা ন ক্বচ্চিৎ সমজায়ত।
স্তোত্রশস্ত্রগ্রহৈর্দেবান্ পিতৄন্ পিত্রৈশ্চ কর্ম্মভিঃ॥
কচ্চিদভ্যর্চ্চ্য যুষ্মাভির্বিধিরাসীৎ স্বনুষ্ঠিতঃ।
নিবৃত্তে চ মহাসত্রে পশ্চাৎ কিং বশ্চিকীর্ষিতম্ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তা মুনয়ঃ সর্ব্বে বায়ুনা শিবভাবিনা।
প্রহৃষ্টমনসঃ পূতাঃ প্রত্যূচুর্বিনয়ান্বিতাঃ ॥ ১৪

মুনয় উচুঃ।

অদ্য নঃ কুশলং সর্ব্বমদ্য সাধু ভবেৎ তপঃ।
অস্মচ্ছ্রেয়োবিবৃদ্ধ্যর্থং ভবানত্রাগতো যতঃ ॥ ১৫
শৃণু চেদং পুরাবৃত্তং তমসাক্রান্তমানসৈঃ।
উপাসিতঃ পুরাস্মাভির্বিজ্ঞানার্থং প্রজাপতিঃ ॥ ১৬
সোঽপ্যস্মাননুগৃহ্যাহ শরণ্যঃ শরণাগতান্।
সর্ব্বস্মাদধিকো বিপ্রা রুদ্রঃ পরমকারণম্ ॥ ১৭
তমপ্রতর্ক্যযাথার্থ্যং ভক্তিমানেব পশ্যতি।
ভক্তিশ্চাস্য প্রসাদেন প্রসাদাদেব নির্বৃতিঃ ॥ ১৮
তস্মাদস্য প্রসাদার্থং নৈমিষে মন্ত্রযোগতঃ।
যজধ্বং দীর্ঘসত্রেণ রুদ্রং পরমকারণম্ ॥ ১৯
তৎপ্রসাদেন সত্রান্তে বায়ুস্তত্রাগমিষ্যতি।
তন্মুখাজ্ জ্ঞানলাভো বস্তত্র শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥২০
ইত্যাদিশ্য বয়ং সর্ব্বে প্রেষিতাঃ পরমেষ্ঠিনা।
অস্মিন্ দেশে মহাভাগ ত্বদাগমনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ২১

দেখিয়া এবং পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই দীর্ঘসত্রী মুনিগণ অতুল আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। তখন ঋষিগণ অভ্যুত্থান-পূর্ব্বক সেই আকাশ-সম্ভব বায়ুকে প্রণাম করিয়া, বসিবার নিমিত্ত তাঁহাকে সুবর্ণ-নির্ম্মিত আসন প্রদান করিলেন। বায়ু সেই আসনে উপবেশন করিলে মুনিগণ তাঁহাকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে প্রতিনন্দন করিয়া সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিপ্রগণ! এই মহাযজ্ঞ আরম্ভ হওয়া অবধি তোমাদের সকল বিষয়ে কুশল ত? যজ্ঞবিঘাতক সুরদ্বেষ্টা দৈত্যগণ কোনরূপ বাধা দিতেছে না ত? কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তার্হ পাপ কার্য্য বা অনিষ্ট ত ঘটে নাই? তোমরা দেবতাদিগকে স্তোত্র এবং শাস্ত্রগ্রহ কর্ম্মসমূহ দ্বারা এবং পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া বিধির অনুষ্ঠান করিতেছ ত? এই মহাযজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবার পরই বা কি করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? ১—১৩। সূত কহিলেন,—হিতবাদী বায়ু এইরূপ বলিলে, সেই পবিত্রস্বভাব মুনিগণ প্রহৃষ্টচিত্তে বিনয়পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, আজ আমাদের সকল বিষয়ে কুশল এবং আমাদের তপস্যা সফল হইল। যেহেতু আমাদিগের কল্যাণবৃদ্ধির নিমিত্ত আপনি এখানে আগত হইয়াছেন। এই পুরাবৃত্তটী শ্রবণ করুন; পূর্ব্বে আমরা অজ্ঞানে মোহিত হইয়া, পরমব্রহ্মের স্বরূপ-জ্ঞানের নিমিত্ত প্রজাপতি ব্রহ্মার উপাসনা করিয়াছিলাম। সেই শরণাগত-বৎসল ব্রহ্মা শরণাগত আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া এই কথা বলিলেন যে, ভগবান্ রুদ্রই সকলের শ্রেষ্ঠ এবং পরম কারণ। যথার্থ তত্ত্বের সন্দেহ না করিয়া ভক্তিমান্ ব্যক্তিই তাঁহার দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হয়। তাঁহার প্রসাদেই ভক্তি হয় এবং তাঁহার প্রসাদেই নির্ব্বৃতি লাভ হয়। অতএব তাঁহার প্রসাদ-লাভের নিমিত্ত নৈমিষারণ্যে মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দীর্ঘসত্র দ্বারা সেই পরম কারণ রুদ্রের উপাসনা কর। সেই রুদ্রের প্রসাদে যজ্ঞের অবসানে বায়ু সেই স্থানে আগমন করিবেন। সেই বায়ুর বাক্যে তোমাদের জ্ঞান লাভ হইবে এবং তাহাতেই কল্যাণ হইবে। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা আমাদিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়া এই স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন, আমরাও এই স্থানে আপনার

দীর্ঘসত্রং সমাসীনা দিব্যবর্ষসহস্রকম্।
অতস্তবাগমাদন্যৎ প্রার্থ্যং মে নাস্তি কিঞ্চন॥২২
ইত্যাকর্ণ্য পুরাবৃত্তমৃষীণাং দীর্ঘসত্রিণাম্।
বায়ুঃ প্রীতমনা ভূত্বা তত্রাস্তে মুনিসংবৃতঃ॥ ২৩
ততস্তৈর্মুনিভিঃ পৃষ্টস্তেষাং ভাববিবৃদ্ধয়ে।
সর্গাদি শার্ব্বমৈশ্বর্য্যং সমাসাদবদদ্বিভুঃ॥ ২৪

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং
পূর্ব্বভাগে নৈমিষারণ্যে মুনিভিরনুষ্ঠিতে
যজ্ঞে বায়োরাগমনকথনং নাম
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

তত্র পূর্ব্বং মহাভাগা নৈমিষারণ্যবাসিনঃ।
প্রণিপত্য যথান্যায়ং পপ্রচ্ছুঃ পবনং প্রভুম্॥ ১

নৈমিষীয়া উচুঃ।

ভবান্ কথমনুপ্রাপ্তো জ্ঞানমীশ্বরগোচরম্।
কথঞ্চ শিষ্যভাবস্তে ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ॥ ২

বায়ুরুবাচ।

একোনবিংশতিঃ কল্পো বিজ্ঞেয়ঃ শ্বেতলোহিতঃ।
তস্মিন্ কল্পে চতুর্বক্ত্রঃ স্রষ্টুকামোঽতপৎ তপঃ॥ ৩
তপসা তেন তীব্রেণ তুষ্টস্তস্য পিতা স্বয়ম্।
দিব্যং কৌমারমাস্থায় রূপং রূপবতাং বরঃ॥ ৪
শ্বেতো নাম মুনির্ভূত্বা দিব্যাং বাচমুদীরয়ন্।
দর্শনং প্রদদৌ তস্মৈ দেবদেবো মহেশ্বরঃ॥ ৫
তং দৃষ্ট্বা পিতরং ব্রহ্মা ব্রহ্মণোঽধিপতিং পতিম্।
প্রণম্য পরমং জ্ঞানং গায়ত্র্যা সহ লব্ধবান্॥ ৬
ততঃ স লব্ধবিজ্ঞানো বিশ্বকর্ম্মা চতুর্ম্মুখঃ।
অসৃজৎ সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ॥ ৭
যচ্ছ্রুত্বা হ্যমৃতং লব্ধং ব্রহ্মণা পরমেশ্বরাৎ।
ততস্তদ্বদনাদেব ময়া লব্ধং তপোবলাৎ॥ ৮

মুনয় উচুঃ।

কিং তজ্‌জ্ঞানং ত্বয়া লব্ধং তথ্যাৎতথ্যতরং শুভম্

আগমন অপেক্ষা করিতেছিলাম। সহস্র দিব্য বর্ষ হইল, আমরা দীর্ঘসত্রের অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং তাহার ফলে এস্থলে আপনার আগমন হইয়াছে, আর আমাদিগের প্রার্থনীয় কি আছে? দীর্ঘসত্রী ঋষিদিগের এই পুরাবৃত্ত শ্রবণ করিয়া, বায়ু প্রীতমনে মুনিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করিলেন। অনন্তর সেই বিশ্বব্যাপী বায়ু মুনিগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদের ভক্তিবৃদ্ধির নিমিত্ত মহাদেবের সৃজন আদি সমুদয় ঐশ্বর্য্যের কীর্ত্তন করিলেন। ১৪—২৪।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩॥

চতুর্থ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—নৈমিষারণ্যবাসী মহাভাগ ঋষিগণ প্রথমে পবনদেবকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কিরূপে সেই ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং কিরূপেই বা আপনি সেই অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার শিষ্যতা লাভ করিয়াছেন? বায়ু বলিলেন,—একোনবিংশ কল্প শ্বেতলোহিত নামে বিখ্যাত; সেই কল্পে ভগবান্ চতুরানন ব্রহ্মা, সৃজনেচ্ছু হইয়া তপস্যার অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার সেই তীব্র তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, পিতা পরমেশ্বর সেই দেবদেব মহাদেব অতিশয় সুন্দর কৌমার রূপ গ্রহণপূর্ব্বক শ্বেত নামে মুনি হইয়া দিব্য বাক্য উচ্চারণ করত তাঁহাকে দর্শন দান করিয়াছিলেন। তখন ব্রহ্মা সেই দেবের অধিপতি জগৎপতি পিতা মহাদেবকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া গায়ত্রীর সহিত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেন। অনন্তর সেই বিশ্বস্রষ্টা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া চরাচর নিখিল ভূতের সৃজন করিলেন। পরমেশ্বরের মুখ হইতে যাহা শ্রবণ করিয়া, ব্রহ্মা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, আমিও তপঃপ্রভাবে ব্রহ্মার মুখ হইতে তাহাই শ্রবণ করিয়া জ্ঞান লাভ করিয়াছি। মুনিগণ বলিলেন,—যে জ্ঞানে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা করিলে, মনুষ্য সুখ প্রাপ্ত হয়, তথ্য হইতে তথ্যতর শুভপ্রদ

যত্র কৃত্বা পরাং নিষ্ঠাং পুরুষঃ সুখমৃচ্ছতি ॥ ৯

বায়ুরুবাচ।

পশু-পাশ-পতিজ্ঞানং যল্লব্ধন্তু ময়া পুরা।
তত্র নিষ্ঠা পরা কার্য্যা পুরুষেণ সুখার্থিনা ॥ ১০
অজ্ঞানপ্রভবং দুঃখং জ্ঞানেনৈব নিবর্ত্ততে।
জ্ঞানং বস্তুপরিচ্ছেদো বস্তু চ ত্রিবিধং স্মৃতম্ ॥ ১১
অজড়ঞ্চ জড়ঞ্চৈব নিয়ন্তৃ চ তয়োরপি।
পশুঃ পাশঃ পতিশ্চেতি কথ্যতে তত্ত্রয়ং ক্রমাৎ ॥
অক্ষরঞ্চ ক্ষরঞ্চৈব ক্ষরাক্ষরপরং তথা।
তদেতৎ ত্রিতয়ং ভূয়ঃ কথ্যতে তত্ত্ববেদিভিঃ ॥ ১৩
অক্ষরং পশুরিত্যুক্তঃ ক্ষরং পাশ উদাহৃতঃ।
ক্ষরাক্ষরপরং যৎ তৎ পতিরিত্যভিধীয়তে ॥ ১৪

মুনয় উচুঃ।

কিং তদক্ষরমিত্যুক্তং কিঞ্চ ক্ষরমুদাহৃতম্।
তয়োশ্চ পরমং কিং বা তদেতদ্‌ব্রূহি মারুত ॥ ১৫

বায়ুরুবাচ।

প্রকৃতিঃ ক্ষরমিত্যুক্তং পুরুষোঽক্ষর উচ্যতে।
তাবিমৌ প্রেরয়ত্যন্যঃ স পরঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৬

মুনয় উচুঃ।

কৈষা প্রকৃতিরিত্যুক্তা ক এষ পুরুষো মতঃ।
অনয়োঃ কেন সম্বন্ধঃ কোঽয়ং প্রেরক ঈশ্বরঃ ॥ ১৭

বায়ুরুবাচ।

ময়া প্রকৃতিরুদ্দিষ্টা পুরুষো মায়য়াবৃতঃ।
সম্বন্ধো মল-কর্ম্মভ্যাং শিবঃ প্রেরক ঈশ্বরঃ ॥ ১৮

মুনয় উচুঃ।

কেয়ং মায়া সমাখ্যাতা কিংরূপো মায়য়া কৃতঃ।
মলং কীদৃক্ কুতো বাস্য কিং শিবত্বং কুতঃ শিবঃ

বায়ুরুবাচ।

মায়া মাহেশ্বরী শক্তিশ্চিদ্রূপো মায়য়াবৃতঃ।
মলশ্চিচ্ছাদকো নৈজো বিশুদ্ধিঃ শিবতাস্বতঃ ॥ ২০

মুনয় উচুঃ।

আবৃণোতি কথং মায়া ব্যাপিনং কেন হেতুনা।

এরূপ কি জ্ঞান আপনি লাভ করিয়াছেন? বায়ু বলিলেন,—আমি পূর্ব্বে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, উহা জীব, মায়া এবং ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান, সুখার্থী পুরুষের ঐ জ্ঞানেই সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা করা উচিত। ১—১০। অজ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্যা-জন্য দুঃখ পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই নিবৃত্ত হয়। বস্তুর পরিচ্ছেদ্য (স্বারূপ্য)-নির্দ্ধারণী বৃত্তির নাম জ্ঞান। বস্তু সকল তিন প্রকার;—অজড় অর্থাৎ সচেতন; জড় অর্থাৎ অচেতন এবং ঐ উভয়ের নিয়ন্তা অর্থাৎ পরিচালক। এই তিন প্রকার বস্তু যথাক্রমে পশু (জীব), পাশ (মায়া) এবং পতি (ঈশ্বর) এই তিন নামে কথিত হয়। তত্ত্বজ্ঞগণ আবার ঐ তিন প্রকার বস্তুকে অক্ষর, ক্ষর এবং ক্ষরাক্ষরপর বলিয়া অভিহিত করেন। অক্ষর বলিতে জীব, ক্ষর বলিতে মায়া এবং ক্ষরাক্ষর-পর বলিতে ঈশ্বর। মুনিগণ বলিলেন,—হে মারুত! অক্ষর কাহাকে বলে, ক্ষরই বা কাহাকে বলে এবং এই উভয় হইতেই পরই বা কাহাকে বলে? ইহা আমাদের নিকট বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন। বায়ু বলিলেন,—প্রকৃতিকে ক্ষর বলিয়া থাকে এবং পুরুষ অক্ষর; এই উভয়কে যিনি চালিত করেন, সেই পরমেশ্বরই পর অর্থাৎ এই উভয় হইতে ভিন্ন। মুনিগণ বলিলেন,—প্রকৃতি কে? পুরুষেরই বা কি প্রকার স্বরূপ? এই প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধই বা কি প্রকার? এবং ইহাদের প্রেরক ঈশ্বরের স্বরূপই বা কিরূপ? বায়ু বলিলেন,—মায়াকে প্রকৃতি বলা হয়, মায়াবৃত ব্রহ্মই পুরুষ; জ্ঞানের আবরক কর্ম্ম দ্বারা এই উভয়ের সম্বন্ধ হয় এবং পরমেশ্বর শিব ইহাদের প্রেরক। মুনিগণ বলিলেন,—সেই মায়ার স্বরূপ কি? মায়াবৃত পুরুষেরই বা স্বরূপ কি? সেই পুরুষের জ্ঞানাবরক কর্ম্ম কিরূপ ও কোথা হইতেই বা উহা উৎপন্ন হয়? শিবের শিবত্ব কি এবং কেনই বা তাঁহাকে শিব বলে? বায়ু বলিলেন,—পরমেশ্বরের শক্তিকে মায়া বলা হয় এবং চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষ মায়াতে আবৃত হন। নিজ চিত্তের আচ্ছাদককে জ্ঞানাবরক মল বা তমঃ বলা হয় এবং স্বাভাবিক বিশুদ্ধি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মলশূন্যতার নাম শিবত্ব। ১১—২০। মুনিগণ

কিমর্থং বা বৃতিঃ পুংসঃ কেন বা বিনিবর্ত্ততে ॥২১
বায়ুরুবাচ।
আবৃতির্ব্যাপিনোঽপি স্যাদ্ব্যাপি যস্মাৎ কলাদ্যপি
হেতুঃ কর্ম্মৈব ভোগার্থং নিবর্ত্তেত মলক্ষয়াৎ ॥২২
মুনয় উচুঃ।
কলাদি কথ্যতে কিং তৎ কর্ম্ম বা কিমুদাহৃতম্।
তৎ কিমাদি কিমন্তং বা কিংফলং বা কিমাশ্রয়ম্
কস্মৈ ভোগশ্চ কিংভোগ্যং কিং বা তদ্ভোগসাধনম্
মলক্ষয়স্য কো হেতুঃ কীদৃক্ ক্ষীণমলঃ পুমান্ ॥২৪
বায়ুরুবাচ।
কলা বিদ্যা চ রাগশ্চ কালো নিয়তিরেব চ।
কলাদয়ঃ সমাখ্যাতা যো ভোক্তা পুরুষো ভবেৎ॥
পুণ্যপাপাত্মকং কর্ম্ম সুখদুঃখফলন্তু যৎ।
অনাদিমলভোগান্তমজ্ঞানাত্মসমাশ্রয়ম্ ॥ ২৬
ভোগঃ কর্ম্মবিনাশায় ভোগ্যমব্যক্তমুচ্যতে।
বাহ্যান্তঃকরণদ্বারং শরীরং ভোগসাধনম্ ॥ ২৭
ভাবাতিশয়লভ্যেন প্রসাদেন মলক্ষয়ঃ।
ক্ষীণে চাত্মমলে তস্মিন্ পুমান্ শিবসমো ভবেৎ
মুনয় উচুঃ।
কলাদি পঞ্চতত্ত্বানাং কিং কর্ম্ম পৃথগুচ্যতে।
ভোক্তেতি পুরুষশ্চেতি যেনাত্মা ব্যপদিশ্যতে ॥২৯
কিমাত্মকং তদব্যক্তং কেনাকারেণ ভুজ্যতে।
কিং তস্য শরণং ভুক্তৌ শরীরঞ্চ কিমুচ্যতে ॥৩০
বায়ুরুবাচ।
দৃক্‌ক্রিয়াব্যঞ্জিকে বিদ্যাকলে রাগঃ প্রবর্ত্তকঃ।
কালোঽবচ্ছেদকস্তত্র নিয়তিস্তু নিয়ামিকা ॥ ৩১
অব্যক্তং কারণং যৎ তৎ ত্রিগুণপ্রভবাপ্যয়ম্।
প্রধানং প্রকৃতিশ্চেতি যদাহুস্তত্ত্বচিন্তকাঃ ॥ ৩২
কলাতস্তদভিব্যক্তমনভিব্যক্তলক্ষণম্।
সুখদুঃখবিমোহাত্মা মুচ্যতে গুণবাংস্ত্রিধা ॥ ৩৩

বলিলেন,—মায়া কি হেতু এবং কি প্রকারে সেই বিশ্বব্যাপক পুরুষকে আবরণ করে? কিজন্যই বা মায়া দ্বারা পুরুষের আবরণ হয় এবং কিরূপেই বা উহার নিবৃত্তি হয়? বায়ু বলিলেন,—ব্যাপীরও আবরণ হইয়া থাকে, যেহেতু কলাদিও ব্যাপী। ভোগার্থ কর্ম্মই আবরণহেতু এবং পূর্ব্বোক্ত মলের ক্ষয় হইলে, ঐ আবরণের নিবৃত্তি হয়। মুনিগণ বলিলেন,—কলাদি কাহাকে বলে এবং সেই কর্ম্মই বা কি? উহার আদিই বা কি, অন্তই বা কি? ফলই বা কি এবং আশ্রয়ই বা কি? কাহার নিমিত্ত ভোগ? ভোগ্যই বা কি? সেই ভোগের সাধনই বা কি? মলক্ষয়ের হেতু কি? এবং পুরুষের মলক্ষয় হইলে কীদৃশ স্বরূপ হয়? বায়ু বলিলেন,—কলা, বিদ্যা, রাগ, কাল ও নিয়তি এই পাঁচটী কলাদি শব্দে অভিহিত। পুরুষই ভোক্তা। কর্ম্ম দুই প্রকার;—পুণ্য এবং পাপাত্মক। পুণ্যাত্মক কর্ম্মের ফল সুখ এবং পাপাত্মক কর্ম্মের ফল দুঃখ। অনাদি মল অর্থাৎ অবিদ্যার ভোগ অবধি কর্ম্ম স্থায়ী হয়, অবিদ্যার ভোগ শেষ হইলে কর্ম্মেরও অন্ত হয় এবং জীব উহার আশ্রয়। কর্ম্মের বিনাশের নিমিত্ত ভোগ অর্থাৎ সুখ বা দুঃখের সাক্ষাৎকার হয়। অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতিই ভোগ্য। শরীর বাহ্য এবং অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা ভোগের সাধন। অনুক্ষণ-শিব-তত্ত্বধ্যান-লভ্য প্রসাদবশেই মলের ক্ষয় হয়। আত্মনিষ্ঠ মলের ক্ষয় হইলে, পুরুষ শিবসাদৃশ্য লাভ করে। মুনিগণ বলিলেন,—কলাদি পঞ্চ তত্ত্ব হইতে কর্ম্ম কেন পৃথক্,—যে কর্ম্মফলের ভোগ-হেতু আত্মা, পুরুষ বা ভোক্তা বলিয়া অভিহিত হন, সেই অব্যক্তের স্বরূপ কি? উহা কিরূপেই বা ভোগ্যতা প্রাপ্ত হয়? ভোগক্রিয়ায় পুরুষের আশ্রয় কি এবং শরীর বা কাহাকে বলে ?২১—৩০। বায়ু বলিলেন,—বিদ্যা এবং কলা পুরুষের দর্শনক্রিয়া অর্থাৎ জ্ঞানের ব্যঞ্জক এবং বিষয়ানুরাগ উহার প্রবর্ত্তক। কাল সকল বস্তুর পরিচ্ছেদকারী এবং নিয়তি তাহার নিয়ামিকা। কারণরূপ অব্যক্ত ত্রিগুণপ্রভাব এবং উৎপত্তি ও বিনাশশূন্য হইলেও উহাকেই তত্ত্ব-চিন্তকগণ প্রধান ও প্রকৃতি বলিয়া থাকেন। কলা হইতেই তাহার প্রকাশ হয়, কিন্তু তৎকালে তাহার লক্ষণ অনভিব্যক্ত থাকে

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
প্রকৃতৌ সূক্ষ্মরূপেণ তিলে তৈলমিব স্থিতাঃ॥৩৪
সুখঞ্চ সুখহেতুশ্চ সমাসাৎ সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।
রাজসং তদ্বিপর্য্যাসঃ স্তম্ভমোহৌ তু তামসৌ॥৩৫
সাত্ত্বিক্যূর্দ্ধগতিঃ প্রোক্তা তামসী স্যাদধোগতিঃ।
মধ্যমা তু গতির্যা সা রাজসী পরিপঠ্যতে॥ ৩৬
তন্মাত্রাপঞ্চকঞ্চৈব ভূতপঞ্চকমেব চ।
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ॥ ৩৭
প্রধানবুদ্ধ্যহঙ্কার-মনাংসি চ চতুষ্টয়ম্।
সমাসাদেবমব্যক্তং সবিকারমুদাহৃতম্॥ ৩৮
তৎ কারণদশাপন্নমব্যক্তমিতি কথ্যতে।
ব্যক্তং কার্য্যদশাপন্নং শরীরাদিঘটাদিবৎ॥ ৩৯
যথা ঘটাদিকং কার্য্যং মৃদাদের্নাতিভিদ্যতে।
শরীরাদি তথা ব্যক্তমব্যক্তান্নাতিভিদ্যতে॥ ৪০
তস্মাদব্যক্তমেবৈকং কারণং করণানি চ।
শরীরঞ্চ তদাধারং তদ্ভোগ্যঞ্চাপি নেতরৎ॥ ৪১

ঋষয় উচুঃ।

বুদ্ধীন্দ্রিয়শরীরেভ্যো ব্যতিরিক্তস্য কস্যচিৎ।
আত্মশব্দাভিধেয়স্য বস্তুতোঽপি কুতঃ স্থিতিঃ॥

বায়ুরুবাচ।

বুদ্ধীন্দ্রিয়শরীরেভ্যো ব্যতিরিক্তো বিভুর্ধ্রুবঃ।
অস্ত্যেব কশ্চিদাত্মেতি হেতুস্তত্র সুদুর্গমঃ॥ ৪৩
বুদ্ধীন্দ্রিয়শরীরাণাং নাত্মতা সদ্ভিরিষ্যতে।
স্মৃতেরনিয়তজ্ঞানাদযাবদ্দেহবেদনাৎ॥ ৪৪
ততঃ স্মর্ত্তানুভূতানামশেষজ্ঞেয়গোচরঃ।
অন্তর্যামীতি বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে॥ ৪৫
সর্ব্বং তত্র স সর্ব্বত্র ব্যাপ্য তিষ্ঠতি শাশ্বতঃ।
তথাপি ক্বাপি কেনাপি ব্যক্তমেষ ন দৃশ্যতে॥ ৪৬

এবং সুখ-দুঃখ-বিমোহাত্মক তিন প্রকার গুণ-বান্ পুরুষই উহার উপভোগ করেন। প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিন গুণের উৎপত্তি হইয়াছে। তিলের মধ্যে যেমন তৈল থাকে, সেইরূপ এই গুণত্রয়ও সূক্ষ্মরূপে প্রকৃতিতে অবস্থান করে। যাবতীয় সুখ এবং সুখহেতু বস্তু—সত্ত্বগুণের পরিণাম; রজোগুণের পরিণাম—ঠিক তাহার বিপরীত; স্তম্ভ এবং মোহ ইহারা তমোগুণের পরিণাম। সত্ত্বগুণপ্রভাবে ঊর্দ্ধগতি হয়, তমোগুণপ্রভাবে অধোগতি হয় এবং রজোগুণ প্রভাবে মধ্যমা গতি হয়। পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ স্থূল ভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং প্রধান, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন এই চারিটী এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বই সবিকার অব্যক্ত বলিয়া উদাহৃত হয়। উহা যখন কারণ অবস্থায় থাকে, তখন উহাকে অব্যক্ত বলে এবং যখন ঘট-পটাদির ন্যায় শরীরাদি কার্য্য অবস্থায় থাকে, তখন উহাকে ব্যক্ত বলে। যেরূপ ঘটাদি কার্য্য কাদা-মাটি হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ ব্যক্ত শরীরাদি কার্য্যও অব্যক্ত হইতে ভিন্ন নহে; অতএব এক অব্যক্তই নিখিল কারণ এবং ফল আদি করণ; অব্যক্তের আধাররূপ শরীরই পুরুষের ভোগ্য, তদ্ভিন্ন অপর বস্তু পুরুষের ভোগ্য নহে। ৩১—৪১। ঋষিগণ বলিলেন,—বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং শরীর হইতে অতিরিক্ত আত্মা নামক বস্তুবিশেষের স্থিতি-স্বীকারের আবশ্যক কি? বায়ু বলিলেন,—বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং শরীর হইতে অতিরিক্ত অবিনাশী ও ব্যাপক একটী আত্মা আছে, তদ্বিষয়ে কারণনির্দ্দেশ অতি সহজ নহে। পণ্ডিতেরা বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং শরীরের আত্মতা কখনই স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, যদি বুদ্ধিকে আত্মা বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে স্মৃতি হইতে পারে না। যদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন একটীর আত্মতা স্বীকার কর, তাহা হইলে আমাদের যে নানাবিষয়ক জ্ঞান হইতেছে, তাহা হইত না; এক একটী ইন্দ্রিয় দ্বারা একটী বিষয়েরই জ্ঞান হইত। শরীরের আত্মতা স্বীকার করিলে, আমাদের জ্ঞান সমুদয় শরীরব্যাপী হইত, কিন্তু তাহা হয় না। অতএব অনুভূত বিষয়ের স্মর্ত্তা এবং অশেষ জ্ঞেয়বস্তুর জ্ঞাতা, বুদ্ধি আদির অতিরিক্ত আত্মা অবশ্যস্বীকার্য্য। যিনি বেদ ও বেদান্তে অন্তর্য্যামী বলিয়া গীত হইয়াছেন; সকল বস্তু তাঁহাতে এবং তিনি সকল বস্তুকে ব্যাপিয়া

নৈবায়ং চক্ষুষা গ্রাহ্যো নাপরৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
মনসৈব প্রদীপ্তেন মহানাত্মাবসীয়তে ॥ ৪৭
ন চ স্ত্রী ন পুমানেষ নৈব চাপি নপুংসকঃ।
নৈবোর্দ্ধং নাপি তির্য্যক্ চ নাধস্তান্ন কুতশ্চন ॥৪৮
অশরীরং শরীরেষু চলেষু স্থাণুমব্যয়ম্।
সদা পশ্যতি তং ধীরো নরঃ প্রত্যবদর্শনাৎ ॥ ৪৯
কিমত্র বহুনোক্তেন পুরুষো দেহতঃ পৃথক্।
অপৃথগ্যে তু পশ্যন্তি অসম্যক্ তেষু দর্শনম্ ॥৫০
যচ্ছরীরমিদং প্রোক্তং পুরুষস্য ততঃ পরম্।
অশুদ্ধমবশং দুঃখমধ্রুবঞ্চ ন বিদ্যতে ॥ ৫১
বিপদাং বীজভূতেন পুরুষস্তেন সংযুতঃ।
সুখী দুঃখী চ মূঢ়শ্চ ভবতি স্বেন কর্ম্মণা ॥ ৫২
অদ্ভিরাপ্লাবিতং ক্ষেত্রং জনয়ত্যঙ্কুরং যথা।
অজ্ঞানপ্লাবিতং কর্ম্ম দেহং জনয়তে তথা ॥ ৫৩
অত্যন্তমসুখাবাসং রুগ্নঞ্চৈকান্তমৃত্যবঃ।
অনাগতা অতীতাশ্চ তনবোহস্য সহস্রশঃ ॥ ৫৪
আগত্যাগত্য শীর্ণেষু শরীরেষু শরীরিণঃ।
অত্যন্তবসতিঃ ক্বাপি ন কেনাপি চ লভ্যতে ॥৫৫
ছাদিতশ্চ বিযুক্তশ্চ শরীরৈরেষু লক্ষ্যতে।
চন্দ্রবিম্ববদাকাশে তরলৈরভ্রসঙ্কটৈঃ ॥ ৫৬
অনেকদেহভেদেন ভিন্না বৃত্তিরিহাত্মনঃ।
অষ্টাপদপরিক্ষেপে হ্যক্ষমুদ্রেব লক্ষ্যতে ॥ ৫৭
নৈবাস্য ভবিতা কশ্চিন্নাসৌ ভবতি কস্যচিৎ।
পথি সঙ্গম এবায়ং দারৈরন্যৈশ্চ বন্ধুভিঃ ॥ ৫৮
যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহোদধৌ।
সমেত্য চ ব্যপেয়াতাং তদ্বদ্ভূতসমাগমঃ ॥ ৫৯
স পশ্যতি শরীরং তচ্ছরীরং তং ন পশ্যতঃ।

অবস্থান করেন। আত্মা নিত্য, কিন্তু কেহ কখন তাঁহাকে ব্যক্তরূপে দেখে নাই; তিনি চক্ষুঃ বা অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হন না। সেই মহান্ আত্মা কেবল যোগাভ্যাস-বিশোধিত মন দ্বারাই গৃহীত হন। আত্মা স্ত্রী নয়, পুরুষ নয় এবং নপুংসকও নয়। আত্মা উর্দ্ধ নয়, তির্য্যক্ নয়, অধঃও নয়; কোন দিক্ই নয়। তাঁহার নিজের শরীর নাই, কিন্তু তিনি নশ্বর দেহসমূহে অবস্থান করেন, তিনি স্থাণুস্বরূপ ও অব্যয়। সুধীর মনুষ্য শ্রবণ-মননাদির অভ্যাস-বলে তাঁহাকে সর্ব্বদা দর্শন করে। অধিক আর কি বলিব, পুরুষ (আত্মা) দেহ হইতে পৃথক্। যাহারা তাঁহাকে দেহের সহিত অভেদ বলিয়া জানে, তাহারা অসম্যগ্‌দর্শী। যেহেতু পুরুষের শরীর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তখন শরীর যে পুরুষ হইতে ভিন্ন, তাহা সিদ্ধ হইতেছে। এই শরীর অশুদ্ধ, ইন্দ্রিয়াদির বশীভূত, দুঃখময় ও অনিত্য, সুতরাং তত্ত্বদর্শীর চক্ষে উহা কিছুই নয়। বিপদ্‌সমূহের বীজভূত এই শরীরের সহিত পুরুষ সংযুক্ত হইয়া, আত্ম-কর্ম্মবশে কখন সুখী, কখন বা দুঃখী, কখন বা মূঢ় হইয়া থাকেন। ক্ষেত্র জল দ্বারা আপ্লাবিত হইয়া যেমন অঙ্কুর উৎপাদন করে, সেইরূপ কর্ম্ম-অজ্ঞান-প্লাবিত হইয়া দেহ উৎপাদন করে। ঐ দেহ অতিশয় অন্তশীল, অসুখের আবাস এবং রুগ্ন। ঐ পুরুষের মরণশীল অতীত এবং অনাগত সহস্র সহস্র দেহ আছে। শরীর সকল বারংবার যাতায়াত করে এবং শীর্ণ হয়; কিন্তু শরীরী অর্থাৎ আত্মা একভাবেই অবস্থান করেন। কোন স্থানে বা কোন কালে, কোন-রূপ শরীরের সহিত উঁহার চিরকাল সংসর্গ দেখা যায় না। যেমন অম্বরতলে পাতলা মেঘ-সমূহে চন্দ্রবিম্ব কখন আচ্ছাদিত, কখন বা বিমুক্ত লক্ষিত হয়, সেইরূপে এই আত্মা শরীর দ্বারা আচ্ছাদিত এবং বিমুক্ত লক্ষিত হন। যেমন দ্যূতক্রীড়ায়, পাশার চিহ্নভেদে ঘুঁটির চাল ভিন্ন ভিন্ন হয়, সেইরূপ এই সংসারে ভিন্ন ভিন্ন দেহে আত্মার বৃত্তি বিভিন্নরূপ লক্ষিত হয়। আত্মার আত্মীয় কেহই হয় না; আত্মাও কাহারও আত্মীয় হন না। যেমন পথে যাইতে যাইতে অনেক প্রকার লোকের সহিত সম্মি-লন হয়, দারা-বন্ধুগণের সহিত আত্মার সম্মি-লনও সেইরূপ। যেমন সমুদ্র-জলে ভাসমান দু'খানি কাষ্ঠফলকের সম্মিলন ও বিয়োগ ঘটিয়া থাকে; প্রাণীদিগের সমাগমও সেইরূপ। আত্মা শরীরকে জড় বলিয়া জানেন, কিন্তু শরীর তাঁহাকে জানিতে অক্ষম। ঈশ্বর শরীর ও-

তৌ পশ্যতি পরঃ কশ্চিৎ তাবুভৌ তং ন পশ্যতঃ
ব্রহ্মাদ্যাঃ স্থাবরান্তাশ্চ পশবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
পশূনামেব সর্ব্বেষাং প্রোক্তমেতন্নিদর্শনম্॥ ৬১
য এষ বধ্যতে পাশৈঃ সুখদুঃখাশনঃ পশুঃ।
লীলাসাধনভূতোঽয়মীশ্বরস্যেতি সূরয়ঃ॥ ৬২
অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়মাত্মনঃ সুখ-দুঃখয়োঃ।
ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা॥৬৩
মুনয় উচুঃ।
যোঽয়ং পশুরিতি প্রোক্তো যশ্চ পাশ উদাহৃতঃ।
আভ্যাং বিলক্ষণঃ কশ্চিৎ কোঽয়মস্ত্যনয়োঃপতিঃ
বায়ুরুবাচ।
অস্তি কশ্চিদপর্য্যন্তরমণীয়গুণাশ্রয়ঃ।
পতির্বিশ্বস্য নির্ম্মাতা পশুপাশবিমোক্ষণঃ॥ ৬৫
অভাবে তস্য বিশ্বস্য সৃষ্টিরেষা কথং ভবেৎ।
অচেতনত্বাদজ্ঞানাদনয়োঃ পশু-পাশয়োঃ॥ ৬৬
প্রধানপরমাণ্বাদি যাবৎ কিঞ্চিদচেতনম্।
ন তৎ কর্ত্তৃ স্বয়ং দৃষ্টং বুদ্ধিমৎ কারণং বিনা॥ ৬৭
জগচ্চ কর্ত্তৃসাপেক্ষং কার্য্যং সাবয়বং যতঃ।
তস্মাৎ কার্য্যস্য কর্ত্তৃত্বং পত্যুর্ন পশুপাশয়োঃ॥৬৮
পশোরপি চ কর্ত্তৃত্বং পত্যুঃ প্রেরণপূর্ব্বকম্।
অযথাকরণজ্ঞানমন্ধস্য গমনং যথা॥ ৬৯
আত্মানঞ্চ পৃথঙ্মত্বা প্রেরিতারং ততঃ পৃথক্।
অসৌ জুষ্টস্ততস্তেন হ্যমৃতত্বায় কল্পতে॥ ৭০
পশোঃ পাশস্য পত্যুশ্চ তত্ত্বতোঽস্তি যদন্তরম্।
ব্রহ্মবিৎ তদ্বিদিত্বৈব যোনিমুক্তো ভবিষ্যতি॥ ৭১
সংযুক্তমেতদ্দ্বিতয়ং ক্ষরমক্ষরমেব চ।
ব্যক্তাব্যক্তং বিভর্ত্তীশো বিশ্বং বিশ্ববিমোচকঃ॥৭২

আত্মা এই উভয়ের তত্ত্বই জ্ঞাত হন; কিন্তু শরীর ও আত্মা এ উভয়ে ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিতে সমর্থ নহে। ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ পশু বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। সমুদয় পশুরই বক্ষ্যমাণ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। পাশ অর্থাৎ গুণরূপ রজ্জু দ্বারা যে বদ্ধ হয় এবং সুখ-দুঃখের ভোগী, তাহার নাম পশু। পণ্ডিত-গণ পশুমাত্রকেই ঈশ্বরের ক্রীড়নক-দ্রব্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। জন্তুমাত্রেই অজ্ঞ এবং নিজের সুখ ও দুঃখের উপর ক্ষমতাশূন্য। ঈশ্বর-কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া, কখন বা স্বর্গে, কখন বা নরকে গমন করে। ৪২—৬৩। মুনিগণ বলিলেন,—এই পশু এবং পাশের কথা যাহা বলিলেন, ইহাদের মধ্যে কোন্ বস্তু বিলক্ষণ এবং কেই বা ঐ পাশ-বিমোচনে সমর্থ? বায়ু বলিলেন, অনন্ত বিচিত্র ঐশ্বর্য্যের আধার, বিশ্বের নির্ম্মাতা, পশু-পাশ-বিমোচনে সমর্থ, এমন একটী অধীশ্বর আছেন। তিনি না থাকিলে এই জগতের সৃষ্টিই হইত না। কারণ, পশু (জীব) এবং পাশ (প্রকৃতিগুণ) এ উভয়ের মধ্যে জীব অজ্ঞান অর্থাৎ অসর্ব্বজ্ঞ এবং প্রকৃতি অচেতন অর্থাৎ জড়। প্রধান-প্রকৃতি এবং পরমাণু প্রভৃতি স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতাদি—যাবৎ বস্তুই অচেতন অর্থাৎ জড়। বুদ্ধিমৎকারণ অর্থাৎ চৈতন্যসম্বদ্ধ ব্যতীত তাহারা স্বয়ং কখন জগৎকর্ত্তা হইতে পারে না। জগৎ যখন সাবয়ব ও কার্য্য, তখন উহার একজন কর্ত্তা আছেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; কারণ, কর্ত্তা ভিন্ন ঐরূপ কার্য্যের উৎপত্তিই হইতে পারে না। অতএব এই জগৎ ঈশ্বরেরই কার্য্য; জীব বা গুণের কার্য্য নয়। আমরা জীবের যে সমস্ত বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পাই, তাহাতেও ঈশ্বরের পরিচালকতা দৃষ্ট হয়। কারণ জীবের জ্ঞান ভ্রমাত্মক, সুতরাং অন্ধ যেমন নিজে গমন করিতে অক্ষম, জীবও সেইরূপ স্বয়ং কার্য্য করিতে অক্ষম। জীবাত্মা এবং তাহার প্রেরক ঈশ্বর, ইহাঁরা পরস্পর ভিন্ন, এইরূপ জানিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিত, ঐ জীবাত্মা যখন ঈশ্বরকর্ত্তৃক অনুগৃহীত হয়, তখনই অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তির সাধন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে। বস্তুতঃ পশু, পাশ এবং তাহাদের অধীশ্বরের যে ভেদ আছে, ব্রহ্মজ্ঞ মনুষ্য উহা জানিয়াই জন্ম হইতে মুক্তি লাভ করে। ক্ষর এবং অক্ষর, এই দুইটীই পরস্পর সংযুক্ত। বিশ্ব-বিমোচক পরমেশ্বর, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এই উভয়বিধ

ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরয়িতা মন্তব্যং ত্রিবিধং স্মৃতম্।
নাতঃ পরং বিজানদ্ভির্বেদিতব্যং হি কিঞ্চন ॥৭৩
তিলেষু বা যথা তৈলং দধ্নি বা সর্পিরর্পিতম্।
যথাপঃ স্রোতসি ব্যাপ্তা যথারণ্যাং হুতাশনঃ ॥৭৪
এবমেব মহাত্মানমাত্মন্যাত্মবিলক্ষণম্।
সত্যেন তপসা চৈব নিত্যযুক্তোঽনুপশ্যতি ॥ ৭৫
য একো জালবানীশ ঈশনীভিঃ স্বশক্তিভিঃ।
সর্ব্বান্ লোকানিমান্ কৃত্বা এক এব স ঈশতে॥
এক এব তদা রুদ্রো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চন।
সংসৃজ্য বিশ্বং ভুবনং গোপ্তান্তে সঞ্চুকোচ সঃ ॥
বিশ্বতশ্চক্ষুরেবায়মুতায়ং বিশ্বতোমুখঃ।
তথৈব বিশ্বতোবাহুর্বিশ্বতঃ পাদসংযুতঃ ॥ ৭৮
দ্যাবাভূমী চ জনয়ন্ দেব একো মহেশ্বরঃ।
স এব সর্ব্বদেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবস্তথা ॥ ৭৯
হিরণ্যগর্ভং দেবানাং প্রথমং জনয়েদয়ম্।
বিশ্বস্মাদধিকো রুদ্রো মহর্ষিরিতি হি শ্রুতিঃ ॥৮০
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমমৃতং ধ্রুবম্।
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ সংস্থিতং প্রভুম্ ॥
অস্মান্নাস্তি পরং কিঞ্চিদপরং পরমাত্মনঃ।
নাণীয়োঽস্তি ন চ জ্যায়স্তেন পূর্ণমিদং জগৎ ॥
সদৈকো বৃক্ষবৎ স্তব্ধঃ কেবলো দিবি তিষ্ঠতি।
সঙ্কল্পপ্রভবং তস্য চরাচরমিদং জগৎ ॥ ৮৩
সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী চ ভগবাংস্তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ ॥৮৪
সর্ব্বতঃ পাণিপাদোঽয়ং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমান্ লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥৮৫
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতঃ।
সর্ব্বস্য প্রভুরীশানঃ সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ ॥ ৮৬
অচক্ষুরপি যঃ পশ্যত্যকর্ণোঽপি শৃণোতি যঃ।

বস্তুব্যাপ্ত-সংসারকে ধারণ করেন। মন্তব্য অর্থাৎ অবশ্য-জ্ঞাতব্য বস্তু তিন প্রকার ;— ভোক্তা, ভোগ্য এবং উহাদের পরিচালক। জ্ঞানার্থীদিগের পক্ষে ইহা হইতে অধিক আর কিছুই জ্ঞাতব্য নাই। যেরূপ তিলে তৈল এবং দধিতে ঘৃত নিহিত হইয়াছে, আর যেরূপ প্রবাহে জল এবং অরণীতে অগ্নি ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ আত্মাতে (আপনাতে) আত্মা হইতে বিলক্ষণ মহাত্মাকে সত্য এবং তপস্যা দ্বারা নিত্যযুক্ত ব্যক্তি দর্শন করে। ইন্দ্রজাল-সদৃশ মায়াযুক্ত পরমেশ্বর আপনার ঐশী শক্তি দ্বারা সমুদয় লোকের সৃজন ও তাহাদিগের উপর আপনার ঐশ্বর্য্য বিস্তার করেন। সেই সৃষ্টির পূর্ব্ব সময়ে কেবল একমাত্র রুদ্র বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহার দ্বিতীয় কিছুই ছিল না। তিনি বিশ্ব-সৃজন করিয়া উহার পালন এবং অবসানে সঙ্কোচ করিয়াছিলেন। সেই ঈশ্বরের চক্ষু সকল দিকে, ঈশ্বর সর্ব্বতোমুখ, তাঁহার বাহু বিশ্বব্যপী এবং পাদও সমুদয়-বিশ্বব্যাপক। সেই মহেশ্বর দেব একাকীই আকাশ এবং পৃথিবী উৎপাদন করিয়াছেন। তিনি নিখিল দেবগণের প্রভব এবং উৎপাদক। তিনি দেবগণের প্রথমে হিরণ্যগর্ভকে উৎপাদন করেন। মহর্ষি রুদ্র সমুদয় বিশ্ব হইতে অধিক, ইহা বেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমি সেই আদিত্যবর্ণ মহান্, অমৃত, নির্ব্বিকার এবং তমোগুণের অনেক দূরে সংস্থিত প্রভুকে জানিয়াছি। সেই পরমাত্মা হইতে অপর আর কিছুই পর নাই ; তাঁহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র কিছুই নাই এবং শ্রেষ্ঠও কিছুই নাই ; তাঁহা দ্বারা এই জগৎ পূর্ণ হইয়াছে। তিনি সর্ব্বদা একাকী, একটী বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে আকাশে অবস্থান করেন। এই চরাচর সমুদয় তাঁহার সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সকল দিকেই তাঁহার মুখ, সকল দিকেই তাঁহার মস্তক এবং সকল দিকেই তাঁহার গ্রীবা। তিনি সকল ভূতের বুদ্ধিরূপ গুহাতে শয়ন করেন, সেই ভগবান্ শিব সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বগত। ৬৪—৮৪। তাঁহার হস্তপদ সর্ব্বদিগ্ব্যাপী, তাঁহার চক্ষু, মস্তক এবং মুখও সকল দিগ্-ব্যাপী। তাঁহার কর্ণ সর্ব্বব্যাপী ; তিনি লোকে সকল বস্তু আচ্ছাদন করিয়া অবস্থান করেন। তিনি সকল ইন্দ্রিয়গুণের আভাসক, অথচ সকল ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত। সেই ঈশান, সকলের প্রভু, সকলের শরণ এবং সুহৃৎ। তিনি

সর্ব্বং বেত্তি ন বেত্তাস্য তমাহুঃ পুরুষং পরম্ ॥ ৮৭
অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানয়মব্যয়ঃ।
গুহায়াং নিহিতশ্চাপি জন্তোশ্চাস্য মহেশ্বরঃ ॥৮৮
তমক্রতুং ক্রতুপ্রায়ং মহিমাতিশয়াম্বিতম্।
ধাতুঃ প্রসাদাদীশানং বীতশোকঃ প্রপশ্যতি ॥৮৯
বেদাহমেনমজরং পুরাণং সর্ব্বগং প্রভুম্।
নিরোধং জন্মনো যস্য বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৯০
একোহপি ত্রীনিমান্ লোকান্ বহুধা শক্তিযোগতঃ
বিদধাতি বিচেত্যন্তে বিশ্বমাদৌ মহেশ্বরঃ ॥ ৯১
বিশ্বধাত্রী ত্বজাখ্যা চ শৈবী চিৎ প্রকৃতিঃ স্মৃতা।
তামজাং লোহিতাং শুক্লাং কৃষ্ণামেকান্ত্বজঃ প্রজাঃ
জনিত্রীমনুশেতেহন্যো জুষমাণঃ সরূপিণীম্।
তামেবাজামজোহন্যস্তু ভুক্তভোগাং জহাতি চ॥

দ্বৌ সুপর্ণৌ চ সযুজৌ সমানং বৃক্ষমাস্থিতৌ।
একোহত্তি পিপ্পলং স্বাদু পরোহনশ্নন্ প্রপশ্যতি॥
বৃক্ষেহস্মিন্ পুরুষো মগ্নো মুহ্যমানশ্চ শোচতি।
জুষ্টমন্যং যদা পশ্যেদীশং পরমকারণম্ ॥ ৯৫
তদাস্য মহিমানশ্চ বীতশোকঃ সুখী ভবেৎ।
ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো যদ্ভূতং ভব্যমেব চ ॥৯৬
মায়ী বিশ্বং সৃজত্যস্মিন্ নিবিষ্টো মায়য়া পুরঃ।
মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্ ॥ ৯৭
তস্যাস্ত্ববয়বৈরেব ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ।
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মমীশানং কললস্যাপি মধ্যতঃ ॥ ৯৮
স্রষ্টারমপি বিশ্বস্য চেষ্টিতারন্তু তস্য চ।
শিবমেবেশ্বরং জ্ঞাত্বা শান্তিমত্যন্তমৃচ্ছতি ॥ ৯৯
স এব কালো গোপ্তা চ বিশ্বস্যাধিপতিঃ প্রভুঃ।
তং বিশ্বাধিপতিং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাৎ প্রমুচ্যতে॥

চক্ষুঃশূন্য হইয়াও দর্শন করেন, কর্ণহীন হইয়াও শ্রবণ করেন। তিনি সকলই জানেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতা কেহই নাই। পণ্ডিতেরা তাঁহাকে পরপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনি অণু হইতে অণু, মহৎ হইতে মহৎ এবং অব্যয়। সেই মহেশ্বর জীবের বুদ্ধিরূপ গুহাতে অবস্থান করেন। তিনি যজ্ঞরহিত অথচ সমুদয় যজ্ঞই তাঁহার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি অতিশয় মহিমযুক্ত। বিধাতার অনুগ্রহ হইলে, গতশোক ব্যক্তি সেই ঈশানকে দর্শন করিতে সক্ষম হয়। আমি সেই অজর পুরাণ সর্ব্বগত প্রভুকে জানিয়াছি। ব্রহ্মবাদীরা তাঁহার জন্ম নাই বলিয়া থাকেন। সেই মহেশ্বর একাকী হইয়াও শক্তি-সংযোগে বারংবার প্রথমে এই তিন লোকের বিধান করেন এবং অন্তে উহার সংহার করেন। ঈশ্বরের বিশ্ব-বিধায়িনী শক্তি অজা নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহাকে পণ্ডিতেরা প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঐ প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ এবং তম—এই ত্রিগুণশক্তিশালিনী বলিয়া লোহিত, শুক্ল এবং কৃষ্ণরূপে প্রখ্যাত হন। সেই প্রজা-প্রসবিত্রী আত্মরূপে অবস্থিতা প্রকৃতিকে এক অজ (পুরুষ বা আত্মা) অনুগমন করত সেবা করে এবং প্রকৃতি ভুক্তভোগা হইলে অন্য অজ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে; জীবাত্ম-পরমাত্মরূপ দুইটী পক্ষী বন্ধুভাবে একযোগে মনুষ্যের শরীররূপ বৃক্ষে অবস্থান করে। উহাদের একজন সুস্বাদু পিপ্পল অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোজন করিতেছে, আর একজন কিছুই না খাইয়া কেবল দেখিতেছে। এই উভয়ের মধ্যে একটী সংসারবৃক্ষে মগ্ন ও মোহপরতন্ত্র হইয়া অনুতাপ করিতেছে; কিন্তু যখন প্রসাদযুক্ত পরম-কারণ পরমেশ্বর ও তাঁহার মহিমা দর্শন করিবে, তখন সুখী হইবে। মায়ী পরমেশ্বর প্রথমে মায়া দ্বারা বিশ্বমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, ছন্দঃ যজ্ঞ, ক্রতু এবং যাহা হইয়া গিয়াছে ও যাহা হইবে ইত্যাদি সমুদয় বিশ্বের সৃষ্টি করেন। প্রকৃতি মায়া এবং পরমেশ্বর মায়ী। সেই প্রকৃতির অবয়ব দ্বারা এই সমুদয় বিশ্ব ব্যাপ্ত। পরমেশ্বর গর্ভাশয়ের মধ্যদেশ অপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম। মনুষ্য মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে বিশ্বের স্রষ্টা ও বিশ্বের পরিচালক বলিয়া জ্ঞাত হইয়া অত্যন্ত শান্তি লাভ করে। সেই প্রভু একাকীই কাল, বিশ্বের প্রতিপালক এবং অধিপতি। সেই অধিপতির স্বরূপ জ্ঞান করিয়া মনুষ্য মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হয়। ৮৫—১০০। ঘৃত

ধৃতাৎ পরং মণ্ডমিব সূক্ষ্মং জ্ঞাত্বাধিপং শিবম্।
সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঞ্চ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১০১
এষ এব পরো দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহেশ্বরঃ।
হৃদয়ে সন্নিবিষ্টং তং জ্ঞাত্বৈবামৃতমশ্নুতে॥১০২
যদা সমস্তং ন দিবা ন রাত্রির্ন সদপ্যসং।
কেবলঃ শিব এবৈকো যতঃ প্রজ্ঞা পুরাতনী॥১০৩
নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগৃহৎ।
ন তস্য প্রতিমা চাস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ॥ ১০৪
অজাতমিমমেবৈকং বুদ্ধা জন্মনি ভীরবঃ।
রুদ্রস্যাস্য প্রপদ্যন্তে রক্ষার্থং দক্ষিণং মুখম্॥১০৫
দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে সমুদাহৃতে।
বিদ্যাবিদ্যে সমাখ্যাতে নিহিতে যত্র গূঢ়বৎ॥১০৬
ক্ষরন্ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং বিদ্যেতি পরিগীয়তে।
তে উভে ঈশতে যস্তু সোহন্যঃ খলু মহেশ্বরঃ॥
একৈকং বহুধা জালং বিকুর্ব্বন্নেকবচ্চ যঃ।
সর্ব্বাধিপত্যং কুরুতে সৃষ্ট্বা সর্ব্বান্ প্রতাপবান্॥
দিশ ঊর্দ্ধমধস্তির্য্যগ্ভাসয়ন্ ভ্রাজতে স্বয়ম্।
যোনিস্বভাবাদপ্যেকো বরেণ্যস্ত্বধিতিষ্ঠতি॥১০৭
স্বভাবং বাচকান্ সর্ব্বান্ বাচ্যাংশ্চ পরিণাময়ন্।
গুণাংশ্চ ভোগ্যভোক্তৃত্বে তদ্বিশ্বমধিতিষ্ঠতি॥ ১১০
তং বৈ গুহ্যোপনিষদি গূঢ়ং ব্রহ্ম পরাৎপরম্।
ব্রহ্মযোনিং জগৎপূর্ব্বং বিদুর্দেবা মহর্ষয়ঃ॥ ১১১
ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুম্॥১১২
স্বভাবমেকে মন্যন্তে কালমন্যে বিমোহিতাঃ।
দেবস্য মহিমা হ্যেষ যেনেদং ভ্রাম্যতে জগৎ॥১১৩
যেনেদমাবৃতং নিত্যং কালকালাত্মনা যতঃ।
তেনেরিতমিদং কর্ম্ম ভূতৈঃ সহ বিবর্ত্ততে॥ ১১৪
যৎ কর্ম্ম ভূয়শঃ কৃত্বা বিনিবর্ত্ত্য চ ভূয়শঃ।
তত্ত্বস্য সহ সত্ত্বেন যোগঞ্চাপি সমেত্য বৈ॥ ১১৫

হইতে পর মণ্ডের ন্যায় সর্ব্বভূতে গূঢ় সেই সূক্ষ্ম অধিপতি শিবের স্বরূপ জ্ঞান করিয়া মনুষ্য সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। শিবই শ্রেষ্ঠ দেব, বিশ্বের নির্ম্মাতা এবং মহেশ্বর; তাঁহাকে হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট জানিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। যে সময় দিবা-রাত্রি, সৎ-অসৎ, এ সমস্ত কিছুই ছিল না, সেই সময় একাকী শিবই বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহা হইতেই এই পুরাতনী প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। তাঁহাকে কেহ উর্দ্ধে, পার্শ্বে এবং মধ্যেও গ্রহণ করে নাই, তাঁহার প্রতিমাও নাই, তাঁহার নামই মহৎ যশঃস্বরূপ। জন্মভীরু ব্যক্তিরা সেই একমাত্র পুরুষকে অজাত বলিয়া জ্ঞাত হইয়া, রক্ষার নিমিত্ত রুদ্রের দক্ষিণ-মুখ প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম এবং পর এই দুইটী অনন্ত অক্ষয় বলিয়া সমুদাহৃত হইয়াছে। ঐ মুখে বিদ্যা এবং অবিদ্যা গূঢ়রূপে নিহিত হইয়াছে। অবিদ্যা ক্ষয় এবং বিদ্যা অমৃত বলিয়া গীত হয়। যিনি এই উভয়কে আপনার অধীন করেন, তিনি এতদুভয় ভিন্ন পরমেশ্বর। তিনি এইরূপ প্রতাপশালী যে, প্রত্যেকে বহুবিধ এই জগৎপ্রপঞ্চকে একটী বস্তুর ন্যায় বিস্তার করেন এবং সকল বস্তু সৃজন করিয়া সেই সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি নিজের প্রভায় উর্দ্ধ, অধঃ এবং তির্য্যক্, সমস্ত দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজ করেন। তিনি দ্বিতীয়-রহিত, বরেণ্য এবং কারণভাবে অবস্থান করেন। তিনি বস্তুর স্বরূপ, শব্দ, অর্থ এবং গুণদিগকে ভোগ্য ও ভোক্তৃস্বরূপে পরিণত করত বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করেন। এই জগতের পূর্ব্ববর্ত্তী দেব এবং মহর্ষিগণ তাঁহাকে গুহ্য উপনিষদ্ শাস্ত্রে গূঢ়রূপে অবস্থিত ব্রহ্মার যোনি, পরাৎপর ও ব্রহ্ম বলিয়া জানেন। যে মনুষ্য সেই দেবকে ভাবগ্রাহ্য, আবাসশূন্য, এই বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয়কারী এবং কলার সৃজনকারী বলিয়া জানিতে পারে, তাহার আর মনুষ্যদেহ থাকে না। বিমোহিত-চিত্তেরা কেহ কেহ তাঁহাকে স্বভাব বলে এবং কেহ কেহ তাঁহাকে কাল বলে। তাঁহার এইরূপই মহিমা যে, এই জগৎ তাঁহাতে ভ্রান্ত হয়। তিনি কালেরও কাল-স্বরূপ হইয়া এই জগৎ আবরণ করিয়া রহিয়াছেন। এই কর্ম্মমূল জগৎ তাঁহা কর্তৃক চালিত হইয়া ভূতগণের সহিত বিবর্ত্তন করিতেছে। তিনি সত্ত্বগুণের

অষ্টাভিশ্চ ত্রিভিশ্চৈব দ্বাভ্যাঞ্চৈকেন বা পুনঃ।
কালেনাত্মগুণৈশ্চাপি কৃৎস্নমেব জগৎ স্বয়ম্॥১১৬
গুণৈরারভ্য কর্ম্মাণি স্বভাবান্ বিনিযোজয়েৎ।
তেষামভাবে নাশঃ স্যাৎ কৃতস্যাপি চ কর্ম্মণঃ॥
কর্ম্মক্ষয়ে পুনশ্চান্যৎ ততো যাতি স তত্ত্বতঃ।
স এবাদিঃ স্বয়ং যোগনিমিত্তং ভোক্তৃভোগয়োঃ॥
পরস্ত্রিকালাদকলঃ স এব পরমেশ্বরঃ।
তং বিশ্বরূপপ্রভবং ভবমীড্যং প্রজাপতিম্॥১১৯
দেবদেবং জগৎপূজ্যং স্বচিত্তস্থমুপাস্মহে।
কালাদিভিঃ পরো যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততে॥
ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং বিশ্বধাম চ।
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্॥ ১২১
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তা-
দ্বিদাম দেবং ভুবনেশ্বরেশ্বরম্।
ন তস্য বিদ্যতে কার্য্যং কারণঞ্চ ন বিদ্যতে॥১২২
ন তৎসমোঽধিকশ্চাপি কচিজ্জগতি দৃশ্যতে।
পরাস্য বিবিধা শক্তিঃ শ্রুতৌ স্বাভাবিকী শ্রুতা॥
জ্ঞানং বলং ক্রিয়া চৈব যাভ্যো বিশ্বমিদং কৃতম্।
ন তস্যাস্তি পতিঃ কশ্চিন্নৈব লিঙ্গং ন চেশিতা॥
কারণং করণানাঞ্চ স তেষামধিপাধিপঃ।
ন চাস্য জনিতা কশ্চিন্ন চ জন্ম কুতশ্চন॥ ১২৫
ন জন্মহেতবস্তদ্বন্মল-মায়াদিসংজ্ঞকাঃ।
স একঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ো ব্যাপ্তশ্চ সর্ব্বতঃ॥১২৬
সর্ব্বভূতান্তরাত্মা চ ধর্ম্মাধ্যক্ষঃ স কথ্যতে।
সর্ব্বভূতাধিবাসশ্চ সাক্ষী চেতা চ নির্গুণঃ॥১২৭
একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনাং বিবশাত্মনাম্।
একস্তু বহুধা বীজং করোতি সময়োচিতম্॥১২৮
তমেবাত্মনি তিষ্ঠন্তং যে পশ্যন্তি মুমুক্ষবঃ।

সহিত কলাদি তত্ত্বের যোগ করিয়া, বহুবার কর্ম্ম করিতেছেন এবং বহুবার নিবৃত্ত হইতেছেন। আকাশাদি অষ্ট মূর্ত্তি, সত্ত্বাদি গুণত্রয়, বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুই অথবা এক, কাল এবং আত্ম-গুণ ইচ্ছাদি, এই সকল দ্বারা সমুদয় জগৎ ব্যাপ্ত। তিনি সত্ত্বাদি গুণ দ্বারা কর্ম্মের আরম্ভ করিয়া প্রাণীদিগের প্রকৃতির যোগ করিয়াছেন। সেই সকল গুণ ও স্বভাবের অভাব হইলে, কৃতকর্ম্মের নাশও হয়। পূর্ব্বকর্ম্মের ক্ষয় হইলে, তিনি পুনর্ব্বার অপর একটী তাদৃশ কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। তিনিই আদি এবং স্বয়ং ভোক্তা ও ভোগ-সংযোগের কারণ। তিনি ত্রিকাল হইতে পর এবং কলারহিত অর্থাৎ নির্গুণ; তিনিই পরমেশ্বর। সেই বিশ্ব-যোনি ভব, স্তুত্য, প্রজাপতি দেবদেব, জগৎপূজ্য মহা-দেবকে স্বচিত্তস্থিত জানিয়া উপাসনা করি। তিনি কাল আদি হইতে পৃথক্ এবং তাঁহা হইতে এই জগৎ-প্রপঞ্চ বিবৃত হইতেছে। তিনি ধর্ম্মাবহ, পাপাপহারী, ঐশ্বর্য্যের অধিপতি এবং বিশ্বের আধার। তিনি ঈশ্বরদিগেরও সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর এবং দেবতাদিগেরও পরদেবতা। তিনি পতিদিগেরও পরম পতি এবং সকলের শ্রেষ্ঠ; সেই দেবকে আমরা ভুবনেশ্বর ও ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞাত আছি। তাঁহার কোন কার্য্যও নাই এবং কারণও নাই। ১০১—১২২। এই জগতের মধ্যে কোন স্থানে তাঁহার সমান বা অধিক পরিদৃষ্ট হয় না। বেদে তাঁহার নানাবিধ শ্রেষ্ঠ শক্তি পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি আপনারই জ্ঞান শক্তি এবং ক্রিয়া দ্বারা এই বিশ্বের নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার অধিক ঈশ্বর আর কেহই নাই এবং তাঁহার জ্ঞাপকও কিছু নাই। তিনি আকাশাদি কারণ-বস্তুরও কারণ এবং অধিপেরও অধিপ। তাঁহার উৎপাদক কেহ নাই এবং অপর কাহা-রও নিকট হইতে তাঁহার উৎপত্তি হয় নাই। সেইরূপ মলমায়াদি কিছুই তাঁহার জন্মহেতু নহে। তিনি একাকীই সকল ভূতকে সর্ব্বতো-ভাবে গূঢ়রূপে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। তিনি সকল ভূতের অন্তরাত্মা এবং ধর্ম্মের অধ্যক্ষ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন। তিনি সকল ভূতের আধার এবং সাক্ষিস্বরূপ। তিনি জগদ্ব্যাপী ও নির্গুণ। তিনি বশী এবং অসংখ্যক্রিয়াশূন্য বিবশ যোগিগণের মুখ্য। তিনি একাকীই সময়োচিত নানাবিধ বীজের সৃষ্টি করেন। যে

তেষামেব সুখং নিত্যং নেতরেষামিহাত্মনাম্ ॥১২৯
নিত্যানামপ্যসৌ নিত্যশ্চেতনানাঞ্চ চেতনঃ।
একো বহূনাঞ্চাকামঃ কামানীশঃ প্রযচ্ছতি ॥১৩০
সাংখ্যযোগাধিগম্যং তং কারণং জগতঃ পতিম্।
জ্ঞাত্বা দেবং পশুঃ পাশৈঃ সর্ব্বৈরেব বিমুচ্যতে ॥
বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিৎ স্বাত্মযোনিজ্ঞঃ কালকৃদ্‌গুণী।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ পাশমোচকঃ ॥ ১৩২
ব্রহ্মাণং বিদধে পূর্ব্বং বেদাংশ্চোপাদিশৎ স্বয়ম্।
যো দেবস্তমহং বুদ্ধা স্বাত্মবুদ্ধিপ্রসাদতঃ ॥ ১৩৩
মুমুক্ষুরস্মাৎ সংসারাৎ প্রপদ্যে শরণং শিবম্।
নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ ॥১৩৪
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্।
যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ ॥ ১৩৫

মুমুক্ষুগণ তাঁহাকে নিজের হৃদয়ে স্থিত দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য সুখ হয়, অপর আত্মার নহে। তিনি নিত্য বস্তু সকলের মধ্যে বিশেষ নিত্য এবং চেতনসমূহের মধ্যে চেতন। সেই ঈশ্বর স্বয়ং কামনা-শূন্য এবং একাকী হইলেও অনেকের কামনা পূরণ করেন। তিনি সাংখ্যযোগাধিগম্য কারণ স্বরূপ এবং জগতের অধীশ্বর। তাঁহাকে জানিতে পারিলে নিখিল জীবই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। তিনি বিশ্ব-সৃজনকারী, বিশ্ববিৎ ও জীবদিগের উৎপত্তি হেতু কর্ম্ম সকলের অভিজ্ঞাতা। তিনি সময়ের পরিচ্ছেদকারী ও গুণবান্; তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা, গুণের অধিপতি এবং বন্ধন-মোচনকারী। তিনি প্রথমে ব্রহ্মাকে নির্ম্মাণ করেন এবং স্বয়ং বেদসমূহের উপদেশ দেন। সেই দেবকে আমি আত্মবুদ্ধি প্রসাদ-বলে জানিতে পারিয়া এই সংসার হইতে মুমুক্ষু হইয়া, সেই নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য ও নিরঞ্জনেরে আশ্রয় গ্রহণ করি। যখন মনুষ্যেরা, সেতু যেমন জলের উপর আচ্ছাদন করে এবং অনল যেমন দগ্ধ কাষ্ঠকে আচ্ছাদন করে, সেইরূপ চর্ম্মের ন্যায় আকাশকে বেষ্টন করিবে, তখন হে মহর্ষিগণ! তাহাদিগের সেই তপঃপ্রভাবে

তদা শিবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি।
তপঃপ্রভাবাদ্দেবস্য প্রসাদাচ্চ মহর্ষয়ঃ ॥ ১৩৬
অত্যাশ্রমোচিতং জ্ঞানং পবিত্রং পাপনাশনম্।
বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পপ্রচোদিতম্ ॥১৩৭
ব্রহ্মণো বদনাল্লব্ধং ময়েদং ভাগ্যগৌরবাৎ।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যমেতজ্‌জ্ঞানমনুত্তমম্ ॥ ১৩৮
নাপুত্রায়াসুবৃত্তায় নাশিষ্যায় চ সর্ব্বথা।
যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ॥১৩৯
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥১৪০

অতশ্চ সংক্ষেপমিদং শৃণুধ্বং
শিবঃ পরস্তাৎ প্রকৃতেশ্চ পুংসঃ।
স সর্গকালে চ করোতি সর্ব্বং
সংহারকালে পুনরাদদাতি ॥ ১৪১

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং পূর্ব্বভাগে শৈবতত্ত্বকথনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

অথবা ঈশ্বরের অনুগ্রহে শিবের স্বরূপ অজ্ঞাত হইলেও তাহাদিগের দুঃখের অন্ত হইবে। বেদান্তে পরম গুহ্য, পবিত্র, পাপনাশন, চতুর্থাশ্রমোচিত জ্ঞান পুরাকল্পে উপদিষ্ট হইয়াছে, আমি নিজ ভাগ্যের গৌরব প্রযুক্ত ব্রহ্মার মুখ হইতে এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান অপ্রশান্ত ব্যক্তিকে দেওয়া উচিত নয়। অসদৃবৃত্ত অথবা শিষ্য বা পুত্র ভিন্নকে এই জ্ঞান কোন প্রকারেই দেওয়া উচিত নয়। যাহার ঈশ্বরে পরম ভক্তি এবং যেমন ঈশ্বরে তেমনই গুরুতে ভক্তি, তাহাদের নিকট পণ্ডিতেরা এই সকল অর্থ প্রকাশ করেন। অতএব সংক্ষেপে এইটুকু মাত্র শ্রবণ কর,—শিব—প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে ভিন্ন। তিনি সৃষ্টিকালে সমুদয় বস্তুর নির্ম্মাণ করেন, আর সংহারকালে সমুদয় বস্তুর সংহার করেন। ১২৩—১৪১।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ।

কালাদুৎপদ্যতে সর্ব্বং কালাদেব বিপদ্যতে।
ন কালনিরপেক্ষং হি ক্বচিৎ কিঞ্চন বিদ্যতে ॥ ১
যদাত্মান্তর্গতং বিশ্বং শশ্বৎ সংসারমণ্ডলম্।
সর্গসংহৃতিমুদ্রাভ্যাং চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে ॥ ২
ব্রহ্মা হরিশ্চ রুদ্রশ্চ তথান্যে চ সুরাসুরাঃ।
যৎকৃতাং নিয়তিং প্রাপ্য প্রভবো নাতিবর্ত্তিতুম্ ॥৩
ভূত-ভব্য-ভবিষ্যাদ্যৈর্বিভজ্য জরয়ন্ প্রজাঃ।
অতিপ্রভুরিতি স্বৈরং বর্ত্ততেঽতিভয়ঙ্করঃ ॥ ৪
ক এষ ভগবান্ কালঃ কস্য বা বশবর্ত্ত্যয়ম্।
ক এবাস্য বশে ন স্যাৎ কথয়ৈতদ্বিচক্ষণ ॥ ৫

বায়ুরুবাচ।

কলা-কাষ্ঠা-নিমেষাদি কলাকলিতবিগ্রহম্।
কালাত্মেতি সমাখ্যাতং তেজো মাহেশ্বরং পরম্ ॥৬
যদলঙ্ঘ্যমশেষস্য স্থাবরস্য চরস্য চ।
নিয়োগরূপমীশস্য বলং বিশ্বনিয়ামকম্ ॥ ৭
তস্মাৎ সাংশময়ী শক্তিঃ কালাত্মনি মহাত্মনি।
ততো নিষ্ক্রম্য সংক্রান্তা বিস্ফুলিঙ্গ্যেরিবায়সী ॥ ৮
তস্মাৎ কালবশে বিশ্বং ন স বিশ্ববশে স্থিতঃ।
শিবস্য তু বশে কালো ন কালস্য বশে শিবঃ ॥ ৯
যতোঽপ্রতিহতং শার্ব্বং তেজঃ কালে প্রতিষ্ঠিতম্
মহতী তেন কালস্য মর্য্যাদা হি দুরত্যয়া ॥ ১০
কালং প্রজ্ঞাবিশেষেণ কোঽতিবর্ত্তিতুমর্হতি।
কালেন তু কৃতং কর্ম্ম ন কশ্চিদতিবর্ত্ততে ॥ ১১
একচ্ছত্রাং মহীং কৃৎস্নাং যঃ পরাক্রম্য শাসতি।
সোঽপি নৈবাতিবর্ত্তেত কালং বেলামিবোদধিঃ॥
যে নিগৃহ্যেন্দ্রিয়গ্রামং জয়ন্তি সকলং জগৎ।
ন জয়ন্ত্যপি তে কালে কালো জয়তি তানপি ॥১৩
আয়ুর্ব্বেদবিদো বৈদ্যাস্ত্বনুষ্ঠিতরসায়নাঃ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

মুনিগণ বলিলেন,—কাল হইতে সমুদয় উৎপন্ন হয় এবং কালেই সমুদয় বিনষ্ট হয়, কাল-নিরপেক্ষ কোন বস্তু কোথাও নাই। এই সমুদয় সংসারমণ্ডল, সেই কালেরই অন্তর্গত। সেই কাল সৃষ্টি এবং সংহার মুদ্রার সহিত চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তন করিতেছে। ব্রহ্মা, হরি, রুদ্র এবং অপরাপর সুর ও অসুরগণ যে কাল-কৃত নিয়তিকে প্রাপ্ত হইয়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না, এই কাল ভূত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ দ্বারা প্রজাদিগকে বিভাগ করিয়া জীর্ণ করেন। কাল অতিশয় সামর্থ্যশালী, অতিশয় ভয়ঙ্কর এবং ধীরে ধীরে বিবর্ত্তন করেন। এই ভগবান্ কাল কে, ইনি কাহারই বা বশবর্ত্তী এবং ইহাঁর বশীভূত নহে এমন ব্যক্তি কে? হে বিচক্ষণ! আমাদিগের নিকট এ বিষয় কীর্ত্তন করুন। বায়ু বলিলেন,—এই কালের শরীর কলা, কাষ্ঠা এবং নিমেষ প্রভৃতি অংশ দ্বারা গঠিত। তিনি মহাদেবের তেজোবিশেষ কালাত্মা নামে বিখ্যাত। অশেষ স্থাবর বা জঙ্গমের অপ্রাপ্য ঈশ্বরের নিয়োগরূপ বলই বিশ্বের নিয়ামক। মহাত্মা কালে সেই পরমেশ্বরের অংশাংশের শক্তি মাত্র আছে। অগ্নি হইতে যেরূপ স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ ঐ শক্তিও ঈশ্বর হইতে নির্গত হইয়া কালে সংলগ্ন হইয়াছে। এই নিমিত্ত বিশ্ব কালের বশীভূত, কাল কখন বিশ্বের বশীভূত নহেন। আবার ঐ কাল শিবের বশীভূত, শিব কালের বশীভূত নহেন। যেহেতু অপ্রতিহত শৈব তেজ কালে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই হেতু কালের মর্য্যাদা অতিশয় মহৎ এবং দুরত্যয়। প্রজ্ঞা বিশেষ দ্বারা কোন্ ব্যক্তি কালকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়? কোনও ব্যক্তি কাল কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্মের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি আপনার বাহুবল প্রকাশ করিয়া, একচ্ছত্রা পৃথিবীর উপর শাসন করে, উদধি যেমন বেলা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না, তেমনি সে ব্যক্তিও কালকে অতিক্রম করিতে পারে না। যে সকল ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহকে পরাভূত করিয়া, সমুদয় জগৎকে আপনার বশীভূত করে, তাহারাও কালকে জয় করিতে পারে না; বরং কাল তাহাদিগকে পরাজয় করেন। আয়ুর্ব্বেদে নিপুণ, রসায়নের

ন মৃত্যুমতিবর্ত্তন্তে কালো হি দুরতিক্রমঃ॥ ১৪
শ্রিয়া রূপেণ শীলেন বলেন সকলেন চ।
অন্যচ্চিন্তয়তে জন্তুঃ কালোঽন্যৎ কুরুতে বলাৎ॥
অপ্রিয়ৈশ্চ প্রিয়ৈশ্চৈব অচিন্তিতসমাগমৈঃ।
সংযোজয়তি ভূতানি বিযোজয়তি চেশ্বরঃ॥ ১৬
যদৈব দুঃখিতঃ কশ্চিৎ তদৈব সুখিতঃ পরঃ।
দুর্ব্বিজ্ঞেয়স্বভাবস্য কালস্যাহো বিচিত্রতা॥ ১৭
যো যুবা স ভবেদ্বৃদ্ধো যো বলীয়ান্ স দুর্ব্বলঃ।
যঃ শ্রীমান্ সোঽপি নিঃশ্রীকশ্চিত্রঃ কালবিপর্য্যয়ঃ
নাভিজাত্যং ন বৈ শীলং ন বলং ন চ নৈপুণম্।
ভবেৎ কার্য্যায় পর্য্যাপ্তং কালশ্চেৎ প্রতিরোধকঃ
যে চ নিষ্পরুষৈস্তূর্য্যৈর্গীতবাদ্যৈরুপস্থিতাঃ।
যে চানাথাঃ পরান্নাদাঃ কালস্তেষু সমক্রিয়ঃ॥ ২০
ফলন্ত্যকালেন রসায়নানি
সম্যক্প্রযুক্তান্যপি চৌষধানি।

অনুষ্ঠানকারী, এরূপ বৈদ্যও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না। কালের অতিক্রম অসাধ্য। মনুষ্যগণ আপনার সম্পত্তি, সদ্বৃত্তি এবং সমুদয় বল অনুসারে এক প্রকার কার্য্য করিবার অভিলাষ করে, কাল আপনার প্রভাবে ঐ কার্য্যকে অন্যরূপ করেন। ১—১৫। যাহাদের লাভালাভের বিষয় পূর্ব্বে কিছু চিন্তা করা হয় নাই, এইরূপ প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুর সহিত ভূতগণ সেই প্রবল কাল কর্ত্তৃক কখন সংযোজিত, কখন বা বিয়োজিত হয়। সে সময় এক ব্যক্তি দুঃখিত হয়, সেই সময় আর একজন সুখী হয়; অহো দুর্বিজ্ঞেয়-স্বভাব কালের কি আশ্চর্য্য গতি! যুবা দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ হয়, বলবান্ ক্ষণমাত্রেই দুর্ব্বল হয় এবং শ্রীমান্ সদ্যঃ শ্রীহীন হয়; কাল আশ্চর্য্যরূপে বস্তুর পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। যদি কাল প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে কি কৌলীন্য, কি সুশীলতা, কি শক্তি, কি নৈপুণ্য—ইহারা কেহই কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। যাহারা সর্ব্বদা অকঠোর তুর্য্য ও গীত-বাদ্যের সেবা করে, আর যাহারা অনাথ, পরান্নভোজী; এই উভয়ের উপর কালের কার্য্য একই রূপ। অকালে

তান্যেব কালেন সমাহৃতানি
সিদ্ধিং প্রয়ান্ত্যাশু সুখং দিশন্তি॥ ২১
নাকালতোঽয়ং ম্রিয়তে জায়তে বা
নাকালতঃ পুষ্টিমগ্র্যামুপৈতি।
নাকালতঃ সুখিতং দুঃখিতং বা
নাকালিকং বস্তু সমস্তি কিঞ্চিৎ॥ ২২
কালেন শীতঃ প্রতিবাতি বাতঃ
কালেন বৃষ্টির্জলদানুপৈতি।
কালেন শস্যানি ভবন্তি তস্মাৎ
কালেন সঞ্জীবতি জীবলোকঃ॥ ২৩
ইত্থং কালাত্মনস্তত্ত্বং যো বিজানাতি তত্ত্বতঃ।
কালাত্মানমতিক্রম্য কালাতীতং স পশ্যতি॥ ২৪
ন যস্য কালো ন চ বন্ধমুক্তী
ন যঃ পুমান্ ন প্রকৃতির্ন বিশ্বম্।
বিচিত্ররূপায় শিবায় তস্মৈ
নমঃ পরস্মৈ পরমেশ্বরায়॥ ২৫

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং
পূর্ব্বভাগে কালমাহাত্ম্যকথনং নাম
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫

সম্যক্‌রূপে রসায়নের প্রয়োগ করিলেও ঔষধের ফল হয় না, কিন্তু উপযুক্ত সময়ে সমাহৃত হইয়া সফল হয় এবং সুখ প্রদান করে। কোন জন্তুই অকালে মৃত্যু বা জন্ম লাভ করে না এবং অকালে কোন বস্তুই অতিশয় পুষ্টিলাভ করে না, অকালে কাহারও সুখ বা দুঃখ হয় না, অকালোৎপন্ন কোন বস্তুই নাই। কালবশেই শীতল বায়ু বহন করে, কালবশেই মেঘে বৃষ্টি উপস্থিত হয়, কালপ্রভাবেই শস্য উৎপন্ন হয় এবং কালপ্রভাবেই জীবগণ জীবিত থাকে। কালাত্মা পরমেশ্বরের এই তত্ত্ব যিনি জ্ঞাত হন, তিনি কালকে অতিক্রম করিয়া কালাতীতের দর্শন লাভ করেন। যাঁহার কাল নাই, বন্ধন নাই, মুক্তি নাই; যিনি পুরুষও নহেন, প্রকৃতিও নহেন এবং বিশ্বের সহিত যাঁহার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, সেই বিচিত্ররূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর শিবকে নমস্কার করি। ১৬—২৫।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

কেন মানেন কালেঽস্মিন্নায়ুঃসংখ্যা প্রকল্প্যতে।
সংখ্যারূপস্য কালস্য কঃ পুনঃ পরমোঽবধিঃ॥ ১

বায়ুরুবাচ।

আয়ুষোঽত্র নিমেষাখ্যমাদ্যমানং প্রচক্ষতে।
সংখ্যাময়স্য কালস্য শান্ত্যতীতকলাঽবধিঃ॥ ২
অক্ষিপক্ষ্মপরিক্ষেপো নিমেষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তাদৃশানাং নিমেষাণাং কাষ্ঠা দশ চ পঞ্চ চ॥ ৩
কাষ্ঠাত্রিংশৎ কলা নাম কলাত্রিংশন্মুহূর্ত্তকম্‌।
মুহূর্ত্তানামপি ত্রিংশদহোরাত্রং প্রচক্ষ্যতে॥ ৪
ত্রিংশৎসংখ্যৈরহোরাত্রৈর্মাসঃ পক্ষদ্বয়াত্মকঃ।
জ্ঞেয়ঃ পিত্র্যমহোরাত্রং মাসঃ কৃষ্ণাসিতাত্মকঃ॥৫
মাসৈস্তৈরয়নং ষড়্‌ভির্বর্ষং দ্বে চায়নে মতে।
লৌকিকেনৈব মানেন অব্দো যো মানুষঃ স্মৃতঃ॥৬
এতদ্দিব্যমহোরাত্রমিতি শাস্ত্রস্য নিশ্চয়ঃ।
দক্ষিণঞ্চায়নং রাত্রিস্তথোদগয়নং দিনম্‌॥ ৭
মাসস্ত্রিংশদহোরাত্রৈর্দিব্যো মানুষবৎ স্মৃতঃ।
সংবৎসরোঽপি দেবানাং মাসৈর্দ্বাদশভিস্তথা॥৮
ত্রীণি বর্ষশতান্যেব ষষ্টিবর্ষযুতান্যপি।
দিব্যসংবৎসরো জ্ঞেয়ো মানুষেণ প্রকীর্ত্তিতঃ॥৯
দিব্যেনৈব প্রমাণেন যুগসংখ্যা প্রবর্ত্ততে।
চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি কবয়ো বিদুঃ॥ ১০
পূর্ব্বং কৃতযুগং নাম ততস্ত্রেতা বিধীয়তে।
দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব যুগান্যেতানি কৃৎস্নশঃ॥ ১১
চত্বারি তু সহস্রাণি বর্ষাণাং তৎ কৃতং যুগম্‌।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ॥ ১২
ইতরেষু সসন্ধ্যেষু সসন্ধ্যাংশেষু চ ত্রিষু।
একাপায়েন বর্ত্তন্তে সহস্রাণি শতানি চ॥ ১৩
এতদ্দ্বাদশসাহস্রং সাধিকঞ্চ চতুর্যুগম্‌।
চতুর্যুগসহস্রং যৎ স কল্প ইতি কথ্যতে॥ ১৪
চতুর্যুগৈকসপ্তত্যা মনোরন্তরমুচ্যতে।
কল্পে চতুর্দশৈকস্মিন্‌ মনূনাং পরিবৃত্তয়ঃ॥ ১৫

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—এই কালে কীদৃশ-পরিমাণে আয়ুর সংখ্যা কল্পিত হয় এবং সংখ্যা-রূপ কালের চরম সীমাই বা কি? বায়ু বলিলেন,—এই আয়ুর আদ্যমান নিমেষ নামে কথিত হয় এবং সাংখ্যাময় কালের শান্ত্যতীত কলাই চরমসীমা। চক্ষের পাতা পড়িতে যেটুকু সময় লাগে, তাহার নাম নিমেষ। পঞ্চ-দশ নিমেষে এক কাষ্ঠা হয়। ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশৎ কলায় এক মুহূর্ত্ত এবং ত্রিশ মুহূর্ত্তে একটী দিবারাত্রি অর্থাৎ এক দিন। ত্রিশ দিনে একটী মাস হয়। ঐ মাসে শুক্ল ও কৃষ্ণ দুইটী পক্ষ আছে। এক মাসে পিতৃ-লোকের এক দিন হয়। ছয় মাসে একটী অয়ন হয় এবং দুই অয়নে একটী বৎসর হয়। লৌকিক মানে মনুষ্যদিগের যে অব্দ, তাহাই দেবতাদিগের এক অহোরাত্র বলিয়া শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। উহার মধ্যে দক্ষিণায়ন রাত্রি এবং উত্তরায়ণ দিবা। মনুষ্যদিগের যেমন স্বীয় ত্রিশ অহোরাত্রে এক মাস হয়, এইরূপ দেবতাদিগের স্বীয় দ্বাদশ মাসে এক বৎসর হয়; মনুষ্যদিগের তিন শত ষাট বৎসরে দেবতাদিগের এক বৎসর হয় এবং দিব্য-পরিমাণেই যুগের সংখ্যা করা হয়। পণ্ডিতেরা বলেন, ভারতবর্ষে চারিটী যুগ হয়। প্রথম কৃত বা সত্য যুগ, তাহার পর ত্রেতাযুগ, তাহার পর দ্বাপর, তদ-নন্তর কলি; এই কয়টী মাত্র যুগ। কৃতযুগের পরিমাণ দিব্য-পরিমাণে চারি হাজার বৎসর। উহার সন্ধ্যা ঐ পরিমাণে চারি শত বৎসর এবং সন্ধ্যার অংশও ঐরূপ। অবশিষ্ট তিন যুগের পরিমাণ ক্রমশঃ এক এক হাজার বৎসর কম; অর্থাৎ ত্রেতাযুগের পরিমাণ তিন হাজার বৎসর, দ্বাপরের দুই হাজার এবং কলির এক হাজার। এইরূপ তাহাদের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশও এক এক শত বৎসর কম। অতএব সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের সহিত বর্ত্তমান চারিযুগের পরিমাণ বার হাজার বৎসর। সহস্র চতুর্যুগে একটী কল্প হয়। একাত্তর চতুর্যুগে একটী মন্বন্তর হয়, একটী কল্পে চতুর্দশটী মন্বন্তর হয়। ১—১৫। এইরূপ

এতেন ক্রমযোগেণ কল্পমন্বন্তরাণি চ।
সপ্রজানি ব্যতীতানি শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ১৬
অজ্ঞেয়ত্বাচ্চ সর্ব্বেষামসংখ্যেয়তয়া পুনঃ।
শক্যো নৈবানুপূর্ব্ব্যাদ্বৈ তেষাং বক্তুং সুবিস্তরঃ॥
কল্পো নাম দিবা প্রোক্তো ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
কল্পানাং বৈ সহস্রঞ্চ ব্রাহ্মং বর্ষমিহোচ্যতে॥ ১৮
বর্ষাণামষ্টসাহস্রং যচ্চ তদ্‌ব্রহ্মণো যুগম্।
সবনং যুগসাহস্রং ব্রহ্মণঃ পদ্মজন্মনঃ॥ ১৯
সবনানাং সহস্রঞ্চ ত্রিগুণং ত্রিবৃতং তথা।
কল্প্যতে সকলঃ কালো ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥ ২০
তস্য বৈ দিবসে যান্তি চতুর্দ্দশ পুরন্দরাঃ।
শতানি মাসে চত্বারি বিংশত্যা সহিতানি চ॥২১
অব্দে পঞ্চ সহস্রাণি চত্বারিংশদ্‌যুতানি চ।
চত্বারিংশৎ সহস্রাণি পঞ্চলক্ষাণি চায়ুষি॥ ২২
ব্রহ্মা বিষ্ণোর্দ্দিনে চৈকো বিষ্ণু রুদ্রদিনে তথা।
ঈশ্বরস্য দিনে রুদ্রঃ সদাখ্যস্য তথেশ্বরঃ॥ ২৩
সাক্ষাচ্ছিবস্য তৎসংখ্যস্তথা সোঽপি সদাশিবঃ।
চত্বারিংশৎসহস্রাণি পঞ্চলক্ষাণি চায়ুষি॥ ২৪
তস্মিন্ সাক্ষাচ্ছিবেনৈষ কালাত্মা সম্প্রবর্ত্ততে।
যত্তৎ সৃষ্টেঃ সমাখ্যাতং কালান্তরমিহ দ্বিজাঃ॥২৫
এতৎ কালান্তরং জ্ঞেয়মহর্বৈ পারমেশ্বরম্।
রাত্রিশ্চ তাবতী জ্ঞেয়া পরমেশস্য কৃৎস্নশঃ॥ ২৬
অহস্তস্য তু যা সৃষ্টী রাত্রিশ্চ প্রলয়ঃ স্মৃতঃ।
অহর্ন বিদ্যতে তস্য ন রাত্রিরিতি ধারয়েৎ॥ ২৭
এবোপচারঃ ক্রিয়তে লোকানাং হিতকাম্যয়া।
প্রজাঃ প্রজানাং পতয়ো মূর্ত্তয়শ্চ সুরাসুরাঃ॥২৮
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাশ্চ মহাভূতানি পঞ্চ চ।
তন্মাত্রাণ্যথ ভূতাদির্বুদ্ধিশ্চ সহ দৈবতৈঃ॥ ২৯
অহস্তিষ্ঠন্তি সর্ব্বাণি পরমেশস্য ধীমতঃ।
অহরন্তে প্রলীয়ন্তে রাত্র্যন্তে বিশ্বসম্ভবঃ॥ ৩০
যো বিশ্বাত্মা কর্ম্মকালস্বভাবা-
দ্যর্থে শক্তির্যস্য নোল্লঙ্ঘনীয়া।

ক্রমে প্রজার সহিত শত শত সহস্র সহস্র কল্প এবং মন্বন্তর অতীত হইয়াছে। তাহাদের সকলের অজ্ঞেয়ত্ব এবং অসংখ্যেয়ত্ব প্রযুক্ত তাহাদের বিষয় আনুপূর্ব্বিক বলা সুকঠিন। একটী কল্প—অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার দিবাভাগ। সহস্র কল্পে ব্রহ্মার একটী বৎসর হয়। ঐ পরিমাণে আট হাজার বৎসরে ব্রহ্মার একটী যুগ হয়। পদ্মযোনি ব্রহ্মার ঐ সহস্র যুগে একটী সবন হয়। তিন হাজার সবনের নাম ত্রিবৃত। উহাই পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার জীবিত-কাল। ব্রহ্মার এক একটী দিবসে চতুর্দ্দশটী ইন্দ্রের লয় হয় এবং ব্রহ্মার এক এক মাসে চারি শত কুড়িটী করিয়া ইন্দ্রের লয় হয়। ব্রহ্মার এক বৎসরে পাঁচ হাজার চল্লিশটী ইন্দ্রের নিপাত হয় এবং ব্রহ্মার সমুদয় জীবিত কালে (অন্যূন) পাঁচ লক্ষ চল্লিশ, হাজার ইন্দ্রের বিনাশ হয়। বিষ্ণুর এক এক দিনে এক একজন নূতন ব্রহ্মা উৎপন্ন হন এবং এক একটী রুদ্রদিনে এক এক জন নূতন বিষ্ণু উৎপন্ন হন। ঈশ্বরের এক এক দিনে এক একটী নূতন রুদ্র হন। সেইরূপ সদাশিবের এক একটী দিনে ঈশ্বরেরও পরিবর্ত্তন হয় এবং সেই সদাশিবও সাক্ষাৎ-শিবের এক দিন মাত্র স্থায়ী; সুতরাং সাক্ষাৎ-শিবের সমুদয় জীবিত কালে পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার সদাশিব লয় প্রাপ্ত হন। সেই সাক্ষাৎ শিবই এই কালকে ব্রহ্মার জীবিত-কালের ঘটনায় প্রেরিত করেন। হে দ্বিজগণ! ব্রহ্মার আয়ুই সৃষ্টির একটী কালান্তর। এক একটী কালান্তর পরমেশ্বরের দিবাভাগ, তাহার রাত্রিরও পরিমাণ সেইরূপ। তাঁহার দিবা-ভাগে সৃষ্টি এবং রাত্রিকালে প্রলয় হয়। বাস্তবিক তাঁহার দিন বা রাত্রি কিছুই নাই; কেবল লোকদিগের হিতকামনায় এই-রূপ কল্পনা করা হয় মাত্র। প্রজা সকল, প্রজাপতিগণ, মূর্ত্তি সকল, দেব ও দৈত্য-সমূহ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু, পঞ্চ স্থূলভূত, তন্মাত্র, ভূতাদি, বুদ্ধি ও দেবতাগণ, ইহাঁরা সকলে সেই জ্ঞানময় পরমেশ্বরের দিবাভাগে বর্ত্তমান হন, দিবার অবসানে রাত্রিকালে ইহাঁরা আবার প্রলীন হন। রাত্রির অবসানে আবার বিশ্বের সৃষ্টি হয়। যিনি বিশ্বাত্মা; যাঁহার শক্তি কর্ম্ম, কাল ও স্বভাবাদি অর্থে উল্লঙ্ঘনীয়

যস্যৈবাজ্ঞাধীনমেতৎ সমস্তং
নমস্তস্মৈ মহতে শঙ্করায় ॥ ৩১

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং পূর্ব্বভাগে ব্রহ্মাদ্যায়ুর্মানকথনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

কথং জগদিদং কৃৎস্নং বিধায় চ নিধায় চ ।
আজ্ঞয়া পরমাং ক্রীড়াং করোতি পরমেশ্বরঃ ॥ ১
কিং তৎপ্রথমসম্ভূতং কেনেদমখিলং ততম্‌ ।
কেন বা পুনরেবেদং গ্রস্যতে পৃথুকুক্ষিণা ॥ ২

বায়ুরুবাচ ।

শক্তিঃ প্রথমসম্ভূতা শান্ত্যতীতপদোত্তরা ।
ততো মায়া ততোঽব্যক্তং শিবাচ্ছক্তিমতঃ প্রভো
শান্ত্যতীতপদং শক্তেস্ততঃ শান্তিপদক্রমাৎ ।
ততো বিদ্যাপদং তস্মাৎ প্রতিষ্ঠাপদসম্ভবঃ ॥ ৪
নিবৃত্তিপদমুৎপন্নং প্রতিষ্ঠাপদতঃ ক্রমাৎ ।
এবমুক্তা সমাসেন সৃষ্টিরীশ্বরচোদিতা ॥ ৫
আনুলোম্যাৎ তথৈতেষাংপ্রাতিলোম্যেনসংহৃতিঃ
অস্মাৎ পঞ্চপদোদ্দিষ্টা ন সৃষ্ট্যন্তরমিষ্যতে ॥ ৬
কলাভিঃ পঞ্চভির্ব্যাপ্তং যস্মাদ্বিশ্বমিদং জগৎ ।
অব্যক্তং কারণং যত্তদাত্মনা সমধিষ্ঠিতম্‌ ॥ ৭
মহদাদি-বিশেষান্তং সৃজতীত্যপি সম্মতম্‌ ।
কিন্তু তত্রাপি কর্তৃত্বং নাব্যক্তস্য ন চাত্মনঃ ॥ ৮
অচেতনত্বাৎ প্রকৃতেরজ্ঞত্বাৎ পুরুষস্য চ ।
প্রধানপরমাণ্বাদি যাবৎ কিঞ্চিদচেতনম্‌ ॥ ৯
ন তৎ কর্তৃ স্বয়ং দৃষ্টং বুদ্ধিমৎ কারণং বিনা ।
জগচ্চ কর্তৃসাপেক্ষং কার্য্যং সাবয়বং যতঃ ॥ ১০
তস্মাচ্ছক্তঃ স্বতন্ত্রো যঃ সর্ব্বশক্তিশ্চ সর্ব্ববিৎ ।

হয় না এবং এই সমস্ত জগৎ যাঁহার আজ্ঞাধীন; সেই মহান্‌ শঙ্করকে নমস্কার করি। ১৬—৩১ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

মুনিগণ বলিলেন,—কিরূপে পরমেশ্বর আপনার শক্তি দ্বারা এই সমুদয় জগৎ নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরম ক্রীড়া করিতেছেন? ইহার প্রথমে কি উৎপন্ন হয় কিরূপেই বা এই অখিল জগৎ বিস্তীর্ণ হয়? আর পরে কোন্‌ বিশাল কুক্ষিই বা ইহাকে গ্রাস করে? বায়ু বলিলেন,—শান্ত্যতীত পদ দ্বারা অলঙ্কৃত শক্তিই শক্তিমান্‌ প্রভাবশালী শিব হইতে প্রথমে উৎপন্ন হয়, ঐ শক্তি হইতে মায়ার উৎপত্তি হয় এবং মায়া হইতে অব্যক্তের উৎপত্তি হয়। শক্তি হইতে শান্ত্যতীত পদ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে ক্রমে শান্তিপদ উৎপন্ন হয়। শান্তিপদ হইতে বিদ্যাপদ এবং বিদ্যাপদ হইতে প্রতিষ্ঠাপদের সম্ভূতি হয়। প্রতিষ্ঠাপদ হইতে ক্রমে নিবৃত্তিপদ উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরকৃত সৃষ্টি এই সংক্ষেপে উক্ত হইল। ইহাদের যে অনুক্রমে সৃষ্টি হইয়াছে, সেইরূপ প্রতিলোমে সংহার হয় অর্থাৎ সকলের শেষে যাহার সৃষ্টি হইয়াছে, সকলের প্রথমে তাহার সংহার হয়। এই পঞ্চপদোদ্দিষ্ট সৃষ্টি হইতে আর সৃষ্ট্যন্তর নাই, যেহেতু এই সমুদয় বিশ্ব পাঁচটী কলা দ্বারা ব্যাপ্ত। অব্যক্তরূপ যে কারণ উক্ত হইয়াছে, উহা আত্মা কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া, মহদাদি-বিশেষান্ত সমুদয় পদার্থের সৃজন করে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন; কিন্তু তথাপি ঐ সৃষ্টি বিষয়ে অব্যক্তের অথবা আত্মার কর্তৃত্ব নাই কারণ, প্রকৃতি বা অব্যক্ত অচেতন এবং আত্মার সর্ব্বজ্ঞতা নাই। প্রধান (অব্যক্ত) এবং পরমাণ্বাদি যে কিছু অচেতন পদার্থ আছে, কোন বুদ্ধিমৎকর্তৃক প্রচালিত না হইলে, তাহাদের নিজের কর্তৃত্ব সম্ভবে না; কিন্তু এই জগৎ যখন সাবয়ব কার্য্য, তখন উহার একটী কর্তা আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব যিনি সমর্থ, স্বতন্ত্র, সর্ব্বশক্তিমান্‌ এবং সর্ব্ববিৎ, যাঁহার

অনাদিনিধনশ্চায়ং মহদৈশ্বর্য্যসংযুতঃ॥ ১১
স এব জগতঃ কর্ত্তা মহাদেবো মহেশ্বরঃ।
পরিণামঃ প্রধানস্য প্রবৃত্তিঃ পুরুষস্য চ॥ ১২
সর্ব্বং সত্যব্রতস্যৈব শাসনেন প্রবর্ত্ততে।
ইতীয়ং শাশ্বতী নিষ্ঠা সতাং মনসি বর্ত্ততে॥১৩
ন চৈনং পক্ষমাশ্রিত্য বর্ত্ততে স্বল্পচেতনঃ।
যাবদাদিসমারম্ভো যাবচ্চ প্রলয়ো মহান্॥ ১৪
তাবদত্যেতি সকলং ব্রহ্মণঃ শরদাং শতম্।
পরমিত্যায়ুষো নাম ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ॥ ১৫
যৎ পরাখ্যং তদর্দ্ধঞ্চ পরার্দ্ধমভিধীয়তে।
পরার্দ্ধদ্বয়কালান্তে প্রলয়ে সমুপস্থিতে॥ ১৬
অব্যক্তমাত্মনঃ কার্য্যমাদায়াত্মনি তিষ্ঠতি।
আত্মন্যবস্থিতেঽব্যক্তে বিকারে প্রতিসংহৃতে॥ ১৭
সাধর্ম্ম্যেণাধিতিষ্ঠেতে প্রধান-পুরুষাবুভৌ।
তমঃ-সত্ত্বগুণাবেতৌ সমত্বেন ব্যবস্থিতৌ॥ ১৮
অনুদ্রিক্তাবনূনৌ তাবোতপ্রোতৌ পরস্পরম্।
গুণসাম্যে তদা তস্মিন্নবিভাগে তমোদয়ে॥ ১৯
শান্তবাতৈকনীরে চ নো প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
অপ্রজ্ঞাতে জগত্যস্মিন্নেক এব মহেশ্বরঃ॥ ২০
উপাস্য রজনীং কৃৎস্নাং পরো মাহেশ্বরীং ততঃ।
প্রভাতায়াস্তু শর্ব্বর্য্যাং প্রধান-পুরুষাবুভৌ॥ ২১
প্রবিশ্য ক্ষোভয়ামাস মায়াযোগান্মহেশ্বরঃ।
ততঃ পুনরশেষাণাং ভূতানাং প্রভবাপ্যয়াৎ।
অব্যক্তাদভবৎ সৃষ্টিরাজ্ঞয়া পরমেষ্ঠিনঃ॥ ২২
বিশ্বোত্তরোত্তরবিচিত্রমনোরথস্য
যস্যৈকশক্তিশকলে সকলঃ সমাপ্তঃ।
আত্মানমধ্বপতিমধ্ববিদো বদন্তি
তস্মৈ নমঃ সকললোকবিলক্ষণায়॥ ২৩

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং পূর্ব্বভাগে শক্ত্যাদিসম্ভূতিবর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

আদি ও অন্ত নাই এবং যিনি মহৎ-ঐশ্বর্য্য-যুক্ত; তিনিই জগতের কর্ত্তা, মহাদেব ও মহেশ্বর। ১—১২। প্রধানের পরিণাম এবং পুরুষের প্রবৃত্তি, এ সমস্তই সেই সত্যব্রতের শাসন অনুসারে প্রবৃত্ত হয়, পণ্ডিতদিগের এইরূপ অচল বিশ্বাস। মূঢ় ব্যক্তিরা এইরূপ বিশ্বাস রক্ষা করিতে পারে না। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত যে কাল, উহাই অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার শত বৎসর আয়ুষ্কাল বলিয়া কথিত। ঐ কালের নাম পর এবং উহার অর্দ্ধ ভাগের নাম পরার্দ্ধ। দুই পরার্দ্ধ কালের অবসানে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়। ঐ মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে অব্যক্ত আপনার কার্য্য সকল সংহার করিয়া আত্মাতে লীন হইয়া থাকে। অব্যক্ত যখন আত্মায় লীন হইয়া থাকে, তখন সমুদয় বিকারের সংহার হয়। ঐ সময় পুরুষ ও প্রকৃতি এই উভয়ই আপনার স্বরূপে অবস্থান করে এবং তমে গুণ ও সত্ত্ব-গুণ ইহারাও সমভাবে অবস্থান করে। তখন ঐ গুণদ্বয়ের মধ্যে কাহারও অতিরেক বা ন্যূনতা না থাকায়, উভয়ে পরস্পর ওত-প্রোতভাবে থাকে। ঐ উভয় গুণ, সমতা প্রাপ্ত হইলে, কোন পদার্থের বিভাগ থাকে না; সকলই অন্ধকারময় হয়। তখন স্থিরভাবাপন্ন একটী সমুদ্রকল্প হয়, কিছুই বিজ্ঞাত হয় না। এই জগৎ, এই অজ্ঞাত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, সেই এক পরমেশ্বর পূর্ব্বোক্ত সমুদয় মাহেশ্বরী রাত্রি অতিবাহিত করেন। অনন্তর সেই রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি পুনর্ব্বার প্রধান ও পুরুষে প্রবেশ করিয়া, মায়ার যোগে, তাহাদিগকে চালিত করেন। তদনন্তরই পরমেশ্বরের আজ্ঞায় অব্যক্ত হইতে পুনর্ব্বার উৎপত্তি ও লয়ের নিমিত্ত সকল ভূতের সৃষ্টি হয়। যাঁহার ইচ্ছানুসারে এই উত্তরোত্তর বিচিত্র বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, যাঁহার শক্তির এক অংশে সমুদয় শেষ হইয়াছে এবং অধ্ববিৎ অর্থাৎ সৎপথযজ্ঞ ব্যক্তিরা যাঁহাকে পথের নিয়াম ক-রূপে কীর্ত্তন করেন, সেই সকল-লোক-বিলক্ষণ পরমাত্মাকে নমস্কার করি। ১৩—২৩।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।

পুরুষাধিষ্ঠিতাৎ পূর্ব্বমব্যক্তাদীশ্বরাজ্ঞয়া।
বুদ্ধ্যাদয়ো বিশেষান্তা বিকারাশ্চাভবন্‌ ক্রমাৎ॥ ১
ততস্তেভ্যো বিকারেভ্যো রুদ্রো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ
জগতঃ কারণত্বেন ত্রয়ো দেবা বিজজ্ঞিরে॥ ২
সর্ব্বতো ভুবনব্যাপ্তি-শক্তিমব্যাহতং ক্বচিৎ।
জ্ঞানমপ্রতিমং শশ্বদৈশ্বর্য্যঞ্চাণিমাদিকম্‌॥ ৩
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াখ্যেষু কর্ম্মসু ত্রিষু হেতুতাম্‌।
প্রভুত্বেন সহৈতেষাং প্রসীদতি মহেশ্বরঃ॥ ৪
কল্পান্তরে পুনস্তেষামস্পর্দ্ধাবুদ্ধিমোহিনাম্‌।
সর্গ-রক্ষা-লয়াচারং প্রত্যেকং প্রদদৌ চ সঃ॥ ৫
এতে পরস্পরোৎপন্না ধারয়ন্তি পরস্পরম্‌।
পরস্পরেণ বর্দ্ধন্তে পরস্পরমনুব্রতাঃ॥ ৬
ক্বচিদ্‌ব্রহ্মা ক্বচিদ্বিষ্ণুঃ ক্বচিদ্রুদ্রঃ প্রশস্যতে।
নানেন তেষামাধিক্যমৈশ্বর্য্যঞ্চাতিরিচ্যতে॥ ৭
অয়ং পরস্ত্বয়ং নেতি সংরম্ভাভিনিবেশিনঃ।
যাতুধানা ভবন্ত্যেব পিশাচাশ্চ ন সংশয়ঃ॥ ৮
দেবো গুণত্রয়াতীতশ্চতুর্ব্ব্যূহো মহেশ্বরঃ।
সকলঃ সকলাধারঃ শক্তেরুৎপত্তিকারণম্‌॥ ৯
সোঽয়মাত্মত্রয়স্যাস্য প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ।
লীলাকৃতজগৎসৃষ্টিরীশ্বরত্বে ব্যবস্থিতঃ॥ ১০
যঃ সর্ব্বস্মাৎ পরো নিত্যো নিষ্কলঃ পরমেশ্বরঃ।
স এব তত্তদাধারস্তদাত্মা তদধিষ্ঠিতঃ॥ ১১
তস্মান্মহেশ্বরশ্চৈব প্রকৃতিঃ পুরুষস্তথা।
সদাশিবো ভবো বিষ্ণুর্ব্রহ্মা সর্ব্বং শিবাত্মকম্‌॥ ১২
প্রধানাৎ প্রথমং জজ্ঞে বুদ্ধিঃ খ্যাতির্মতির্মহান্‌।
মহত্তত্ত্বস্য সংক্ষোভাদহঙ্কারস্ত্রিধাভবৎ॥ ১৩
অহঙ্কারাচ্চ ভূতানি তন্মাত্রাণীন্দ্রিয়াণি চ।
বৈকারিকাদহঙ্কারাৎ সত্ত্বোদ্রিক্তাৎ তু সাত্ত্বিকঃ।

অষ্টম অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,—প্রথমে ঈশ্বরের আজ্ঞায়, পুরুষাধিষ্ঠিত অব্যক্ত হইতে, ক্রমশঃ বুদ্ধি আদি বিশেষান্ত বিকার সকল উৎপন্ন হইল। তাহার পর সেই সকল বিকার হইতে রুদ্র, বিষ্ণু এবং পিতামহ—এই তিন দেব, জগতের কারণরূপে উৎপন্ন হইলেন। তাঁহাদের শক্তি সর্ব্বভুবনব্যাপিনী এবং কোন স্থলে কুণ্ঠিত নহে। তাঁহাদের জ্ঞান প্রতিমা-শূন্য এবং ঐশ্বর্য্য অণিমাদি। পরমেশ্বর এই তিন জনের সহিত সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—এই তিন কার্য্যের প্রেরক রূপে হেতুত্ব প্রাপ্ত হইয়া, প্রসন্নতা লাভ করেন। কল্পান্তরে পরমেশ্বর, অস্পর্দ্ধা-বুদ্ধি-মোহিত তাঁহাদিগের এক এক জনকে, সর্গ, রক্ষা ও লয়—এই তিন কার্য্য এক একটী করিয়া ভাগ করিয়া দিলেন। ইহাঁরা পরস্পর উৎপন্ন হইয়া পরস্পরকে ধারণ করেন এবং পরস্পরের অনুগমন করিয়া পরস্পরের সাহায্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। কোন স্থলে ব্রহ্মা, কোন স্থলে বিষ্ণু, আর কোন স্থলে বা রুদ্র প্রশংসিত হন। ইহাতে প্রশংসিত ব্যক্তির আধিক্য বা মহিমার অতিরেক হয় না। যাহারা এই তিন জনের মধ্যে এক জনকে শ্রেষ্ঠ এবং অপরকে অশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করে, সে ব্যক্তিগণ রাক্ষস বা পিশাচ হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেই দেব মহেশ্বর গুণত্রয়ের অতীত এবং চতুর্ব্ব্যূহ অর্থাৎ ব্রহ্মা, কাল, রুদ্র ও বিষ্ণু—এই চারি অংশে বিভক্ত। তিনি সর্ব্বাত্মক এবং সকল বস্তুর আধার ও শক্তির উৎপত্তির কারণ। তিনি ঈশ্বররূপে অবস্থিত হইয়া রুদ্রাদিরূপ আত্মত্রয়ের এবং প্রকৃতি ও পুরুষের লীলা-নিমিত্ত জগৎ সৃষ্টি করেন। ১—১০। যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ নিষ্কল পরমেশ্বর, তিনিই তত্তৎ বস্তুর আধার এবং সকল বস্তুর আত্মরূপে অধিষ্ঠান করেন। অতএব মহেশ্বর, প্রকৃতি, পুরুষ, সদাশিব, ভব, বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা—ইহাঁরা সকলে সদাশিব হইতে অভিন্ন। প্রধান হইতে প্রথমে বুদ্ধি উৎপন্ন হইল, উহা মতি বা মহৎ নামে বিখ্যাত। ঐ মহত্তত্ত্বের সংক্ষোভে তিন প্রকার অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। অহঙ্কার হইতে স্থূল পঞ্চ ভূততন্মাত্র (পঞ্চভূতের সূক্ষ্মরূপ) ইন্দ্রিয়—ইহারা উৎপন্ন

বৈকারিকঃ স সর্গস্তু যুগপৎ সম্প্রবর্ত্ততে।
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ ॥ ১৫
একাদশং মনস্তত্র স্বগুণেনোভয়াত্মকম্।
তমোযুক্তাদহঙ্কারাদ্ভূততন্মাত্রসম্ভবঃ ॥ ১৬
ভূতানামাদিভূতত্বাদ্ভূতাদিঃ কথ্যতে তু সঃ।
ভূতাদেঃ শব্দমাত্রং স্যাৎ তত আকাশসম্ভবঃ ॥ ১৭
আকাশাৎ স্পর্শ উৎপন্নঃ স্পর্শাদ্বায়ুসমুদ্ভবঃ।
বায়ো রূপং ততস্তেজস্তেজসো রসসম্ভবঃ ॥ ১৮
রসাদাপঃ সমুৎপন্নাস্তাভ্যো গন্ধসমুদ্ভবঃ।
গন্ধাচ্চ পৃথিবী জাতা ভূতেভ্যোঽন্যচ্চরাচরম্ ॥ ১৯
পুরুষাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ অব্যক্তানুগ্রহেণ চ।
মহদাদি-বিশেষান্তা হ্যণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে ॥ ২০

হইয়াছে। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে সত্ত্বপ্রধান বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে। এই বৈকারিক বা সাত্ত্বিক সর্গ, এক সময়ে প্রবৃত্ত হয়। সত্ত্ব-প্রধান বা সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—এই দশ প্রকার ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। মন একাদশ ইন্দ্রিয়; উহা আপনার গুণ অনুসারে কর্ম্ম ও জ্ঞান এই উভয় ইন্দ্রিয়াত্মক। তমোযুক্ত বা তামস অহঙ্কার হইতে ভূত এবং তন্মাত্র-দিগের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ তামস অহঙ্কার ভূতদিগের আদিভূত বলিয়া ভূতাদি নামে অভি-হিত হয়। ভূতাদি অহঙ্কার হইতে শব্দ-তন্মাত্রের সৃষ্টি হইয়াছে এবং শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশ হইতে স্পর্শ উৎপন্ন হইয়াছে, স্পর্শ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে। বায়ু হইতে রূপ, রূপ হইতে তেজ এবং তেজ হইতে রসের সম্ভব হইয়াছে; রস হইতে জল উৎপন্ন হইয়াছে, জল হইতে গন্ধ এবং গন্ধ হইতে পৃথিবী উৎ-পন্ন হইয়াছে; তাহার পর উক্ত পঞ্চভূত হইতে অন্যান্য চরাচরের সৃষ্টি হইয়াছে। পুরুষের অধিষ্ঠান এবং অব্যক্তের অনুগ্রহ-প্রভাবে মহৎ হইতে বিশেষ পর্য্যন্ত সৃষ্ট পদার্থেরা একটী অণ্ড উৎপন্ন করে। সেই অণ্ডে

তত্র কার্য্যঞ্চ করণং সংসিদ্ধং ব্রহ্মণো যদা।
তদাণ্ডেঽস্মিন্প্রবৃদ্ধোঽভূৎক্ষেত্রজ্ঞোব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ
স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।
আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত ॥ ২২
তস্যেশ্বরস্যাপ্রতিমা জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণা।
ধর্ম্মৈশ্বর্য্যকরা বুদ্ধির্ব্রাহ্মী জজ্ঞেঽভিমানিনঃ ॥ ২৩
অব্যক্তাজ্জায়তে তস্য মনসা যদ্‌যদীপ্সিতম্।
বশীকৃতত্বাৎ ত্রৈগুণ্যাৎ সাপেক্ষত্বাৎ স্বভাবতঃ ॥
ত্রিধা বিভজ্য চাত্মানং ত্রৈলোক্যে সম্প্রবর্ত্ততে।
সৃজতে গ্রসতে চৈব বীক্ষতে চ ত্রিভিঃ স্বয়ম্ ॥ ২৫
চতুর্ম্মুখস্তু ব্রহ্মত্বে কালত্বে চান্তকঃ স্মৃতঃ।
সহস্রমূর্দ্ধা পুরুষস্তিস্রোঽবস্থাঃ স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ২৬
সত্ত্বং রজশ্চ ব্রহ্মত্বে কালত্বে চ তমো রজঃ।
বিষ্ণুত্বে কেবলং সত্ত্বং গুণবৃদ্ধিস্ত্রিধা প্রভোঃ ॥ ২৭
ব্রহ্মত্বে সৃজতে লোকান্ কালত্বে সংক্ষিপত্যপি।

যখন ব্রহ্মার কার্য্য এবং করণ সম্যক্ সিদ্ধ হয়, তখন সেই অণ্ডে ব্রহ্ম-নামক ক্ষেত্রজ্ঞ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। ১১—২১। তিনিই প্রথম শরীরী এবং তাঁহাকেই পুরুষ বলা হয়। তিনি ব্রহ্মা এবং ভূতদিগের আদি-কর্ত্তা। সেই অভিমানী ব্রহ্মার অপ্রতিমা, জ্ঞান-বৈরাগ্য-লক্ষণা, ধর্ম্মৈশ্বর্য্যকরী ব্রাহ্মী নামে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। সেই ব্রহ্মা যাহা যাহা ইচ্ছা করিতে লাগিলেন, সেই সমুদয় বস্তু অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন হইল। সেই ব্রহ্মা স্বভাবতঃ বশীকৃত, ত্রিগুণ এবং পরাপেক্ষী হওয়ায় ত্রৈলোক্য মধ্যে আপনাকে তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়াছিলেন;—একরূপে সৃজন করিলেন, একরূপে গ্রাস করিলেন এবং একরূপে রক্ষণা-বেক্ষণ করিলেন। তিনি সৃষ্টিকার্য্যে চতুর্ম্মুখ, সংহার-কার্য্যে যম এবং পালনকার্য্যে সহস্রশীর্ষা পুরুষ;—ব্রহ্মার এই তিন অবস্থা। সেই প্রভু ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব বিষয়ে সত্ত্ব ও রজোগুণ; সংহার বিষয়ে তমোগুণ এবং পালনকর্তৃত্ব বিষয়ে কেবল সত্ত্বগুণ কারণ;—এই তিন প্রকারে তাঁহার গুণের বিভাগ হয়। তিনি ব্রহ্মা হইয়া লোক সৃজন করেন, কাল হইয়া

পুরুষত্বেঽপ্যদাসীনঃ কর্ম্ম চ ত্রিবিধং বিভোঃ ॥ ২৮
এবং ত্রিধাবিভিন্নত্বাদ্‌ব্রহ্মা ত্রিগুণ উচ্যতে।
চতুর্দ্ধাপ্রবিভক্তত্বাচ্চতুর্ব্যূহঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৯
আদিত্বাদাদিবোঽসাবজাতত্বাদজঃ স্মৃতঃ।
পাতি যস্মাৎ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাপতিরিতি স্মৃতঃ ॥
হিরণ্ময়স্তু যো মেরুস্তস্যোল্বং সুমহাত্মনঃ।
গর্ভোদকং সমুদ্রাশ্চ জরায়ুশ্চাপি পর্ব্বতাঃ ॥ ৩১
তস্মিন্নণ্ডে ত্বিমে লোকা অন্তর্বিশ্বমিদং জগৎ।
চন্দ্রাদিত্যৌ সনক্ষত্রৌ সগ্রহৌ সহ বায়ুনা ॥ ৩২
অদ্ভির্দশগুণাভিস্তু বাহ্যতোঽণ্ডং সমাবৃতম্।
আপো দশগুণেনৈব তেজসা বহিরাবৃতাঃ ॥ ৩৩
তেজো দশগুণেনৈব বায়ুনা বহিরাবৃতম্।
আকাশেনাবৃতো বায়ুঃ খঞ্চ ভূতাদিনাবৃতম্ ॥ ৩৪
ভূতাদির্মহতা তদ্বদব্যক্তেনাবৃতো মহান্।
এতৈরাবারণৈরণ্ডং সপ্তভিঃ প্রকৃতৈর্বৃতম্ ॥ ৩৫
এতদাবৃত্য চান্যোন্যমষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ স্থিতাঃ।
এবং পরস্পরোৎপন্না ধারয়ন্তি পরস্পরম্ ॥ ৩৬
আধারাধেয়ভাবেন বিকারাস্তু বিকারিষু।
কূর্ম্মোঽঙ্গানি যথা পূর্ব্বং প্রসার্য্য বিনিযচ্ছতি ॥
বিকারাশ্চ তথাব্যক্তং সৃষ্ট্বা ভূয়ো নিয়চ্ছতি।
অব্যক্তপ্রভবং সর্ব্বমানুলোম্যেন জায়তে ॥ ৩৮
প্রাপ্তে প্রলয়কালে তু প্রাতিলোম্যেন লীয়তে।
গুণাঃ কালবশাদেব ভবন্তি বিষমাঃ সমাঃ ॥ ৩৯
গুণসাম্যে লয়ো জ্ঞেয়ো বৈষম্যে সৃষ্টিরুচ্যতে।
তদিদং ব্রহ্মণো যোনিরেতদণ্ডং ঘনং মহৎ ॥ ৪০
ব্রহ্মণঃ ক্ষেত্রমুদ্দিষ্টং ব্রহ্মা ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে।
ইতীদৃশানামণ্ডানাং কোট্যো জ্ঞেয়াঃ সহস্রশঃ ॥
সর্ব্বগত্বাৎ প্রধানস্য তির্য্যগূর্দ্ধমধঃ স্থিতাঃ।

লোকের সংহার করেন এবং পুরুষরূপে উদাসীনভাবে অবস্থান করেন, এই তিন প্রকার তাঁহার কর্ম্ম। এইরূপ তিন প্রকারে বিভক্ত হওয়ায়, ব্রহ্মা ত্রিগুণ বলিয়া অভিহিত এবং যখন চারি প্রকারে বিভক্ত হন, তখন তাঁহাকে চতুর্ব্যূহ বলিয়া কীর্ত্তন করে। তিনি সকলের আদি বলিয়া, তাঁহার নাম আদিদেব। তাঁহার জন্ম নাই বলিয়া, তাঁহার আর একটী নাম অজ। আর তিনি সমুদয় প্রজার পালন করেন, এইজন্য তাঁহার নাম প্রজাপতি। হিরণ্ময় মেরু সেই মহাত্মা ব্রহ্মার গর্ভাশয়, সমুদ্র সকল তাঁহার গর্ভোদক এবং পর্ব্বত সকল জরায়ু। সেই অণ্ডের মধ্যে এই সকল লোক, সমুদয় জগৎ, গ্রহনক্ষত্রের সহিত চন্দ্রসূর্য্য এবং বায়ু অবস্থান করিতেছে। সেই অণ্ড বাহিরে আপনা হইতে দশগুণ জল দ্বারা আবৃত। সেই জল আবার বাহিরে স্বীয় দশগুণ তেজ দ্বারা বেষ্টিত। এইরূপ তেজ বাহিরে স্বীয় দশগুণ বায়ু দ্বারা আবৃত। সেই বায়ু আকাশ দ্বারা আবৃত। ঐ আকাশ আবার পূর্ব্বোক্ত ভূতাদি দ্বারা আবৃত। এইরূপ ঐ ভূতাদি মহত্তত্ত্ব দ্বারা আবৃত; মহত্তত্ত্ব আবার অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি দ্বারা আবৃত; এইরূপে সেই অণ্ড ক্রমশঃ সপ্ত প্রাকৃত আবরণ দ্বারা আবৃত। ২২—৩৫। ঐ অণ্ডকে এবং পরস্পরকে আবরণ করিয়া আটটী প্রকৃতি অবস্থান করিতেছে। তাহারা পরস্পর এইরূপে উৎপন্ন হইয়া পরস্পরকে ধারণ করিতেছে। বিকার অর্থাৎ কার্য্য সকল স্ব স্ব কারণে আধার-আধেয়-ভাবে অবস্থান করিতেছে। কূর্ম্ম যেমন প্রথমে আপনার অঙ্গের বিস্তার করিয়া পুনর্ব্বার সঙ্কোচ করে, সেইরূপ অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতিবিকার (কার্য্য) সকলকে সৃজন করিয়া আবার আপনাতেই লীন করেন। অব্যক্ত-প্রভব সমুদয় বস্তুই অনুলোমক্রমে উৎপন্ন হয়। প্রলয়কাল প্রাপ্ত হইলে তাহারা প্রতিলোমক্রমে লয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সর্ব্বশেষে উৎপন্ন বস্তুর প্রথমে লয় হয়। গুণ সকল সময়-প্রভাবে বিষম ও সম হইয়া থাকে। গুণের সমতা অবস্থায় প্রলয় হয় এবং বৈষম্য অবস্থায় সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মযোনি অণ্ড সাতিশয় ঘন; ইহা ব্রহ্মার নেত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং এই হেতুই ব্রহ্মাও ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হন। এতাদৃশ সহস্র কোটি অণ্ড আছে। প্রকৃতি সর্ব্বগত বলিয়া সেই সকল অণ্ড তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও অধো

তত্র তত্র চতুর্ব্বক্ত্রা ব্রহ্মাণো হরয়ো ভবাঃ ॥ ৪২
সৃষ্টাঃ প্রধানেন তথা লব্ধা শম্ভোস্তু সন্নিধিম্।
মহেশ্বরঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্।
অণ্ডাজ্জজ্ঞে বিভুর্ব্রহ্মা লোকাস্তেন কৃতাস্ত্বিমে ॥৪৩
অবুদ্ধিপূর্ব্বঃ কথিতো ময়ৈষ
প্রধানসর্গঃ প্রথমঃ প্রবৃত্তঃ।
আত্যন্তিকশ্চ প্রলয়োঽন্তকালে
লীলাকৃতঃ কেবলমীশ্বরস্য ॥ ৪৪
যত্তৎ স্মৃতং কারণমপ্রমেয়ং
ব্রহ্ম প্রধানং প্রকৃতেঃ প্রসূতিঃ।
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যং
শুক্লং সুরক্তং পুরুষেণ যুক্তম্ ॥ ৪৫
উৎপাদকত্বাদ্রজসোঽতিরেকা-
ল্লোকস্য সন্তানবিবৃদ্ধিহেতূন্।
অষ্টৌ বিকারানপি চাদিকালে
সৃষ্ট্বা সমশ্নাতি তথান্তকালে ॥ ৪৬
প্রকৃত্যবস্থাপিতকারণানাং
যাবৎস্থিতির্ধা চ পুনঃ প্রবৃত্তিঃ।
তৎ সর্ব্বমপ্রাকৃতবৈভবস্য
সঙ্কল্পমাত্রেণ মহেশ্বরস্য ॥ ৪৭

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং পূর্ব্বভাগে লোকোৎপত্তিবর্ণনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।
মন্বন্তরাণি সর্ব্বাণি কল্পভেদাংশ্চ সর্ব্বশঃ।
তেষ্ববান্তরসর্গঞ্চ প্রতিসর্গঞ্চ নো বদ ॥ ১
বায়ুরুবাচ।
কালসংখ্যাবিবৃত্তস্য পরার্দ্ধো ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ।
তাবাংশ্চৈবাস্য কালোঽন্যস্তস্যান্তে প্রতিসৃজ্যতে॥
দিবসে দিবসে তস্য ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বজন্মনঃ।
চতুর্দ্দশ মহাভাগা মনূনাং পরিবৃত্তয়ঃ ॥ ৩
অনাদিত্বাদনন্তত্বাদজ্ঞেয়ত্বাচ্চ কৃৎস্নশঃ।

ভাবে অবস্থিত এবং প্রতি অণ্ডেই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব অবস্থান করেন; ইঁহারা মহেশ্বরের সন্নিকর্ষপ্রাপ্ত প্রধানকর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন। সেই মহেশ্বর অব্যক্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং অণ্ড অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন। অণ্ড হইতে পরম ঐশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন। এই সকল লোক আবার ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। আমি এই যে প্রাকৃত সর্গের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, ইহার কারণ অজ্ঞানরূপ অবিদ্যা। পরিণামে ইহার একবারে প্রলয় হইবে। ইহা পরমেশ্বরের একটী লীলামাত্র। অজ্ঞেয় ব্যাপক প্রধানই এই জগতের কারণ, উহা হইতেই অপর কারণ সকল উৎপন্ন হইয়াছে; উহা আদি মধ্য ও অন্তরহিত, অনন্তবীর্য্য, সত্ত্বরজোগুণান্বিত এবং পুরুষকর্তৃক সংযুক্ত। ঐ প্রধান, উৎপাদনক্ষম অতিরিক্ত রজোগুণযুক্ত লোক-বিস্তারের বৃদ্ধিহেতু প্রথমে অষ্টবিধ বিকারের সৃজন করিয়া অন্তকালে আবার তাহাদিগকে ভক্ষণ করেন। প্রলয়কালে কারণ সকল যে প্রকৃতিতে লীন হইয়া অবস্থান করে এবং সৃষ্টিকালে তাহাদের পুনর্ব্বার যে প্রবৃত্তি হয়, এ সকলই সেই অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বরের ইচ্ছামাত্রে ঘটিয়া থাকে। ৩৬—৪৭।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

মুনিগণ বলিলেন,—এক্ষণে আমাদিগের নিকট সমুদয় মন্বন্তর, সমুদয় কল্প এবং সেই সেই মন্বন্তরে যে সকল অবান্তর-সর্গ ও প্রতিসর্গ হইয়াছে, তাহাদিগের বিষয় কীর্ত্তন করুন। বায়ু বলিলেন,—ব্রহ্মার জীবনের পূর্ব্বভাগের কালসংখ্যা পরার্দ্ধ এবং উহার উত্তরভাগের কালেরও ঐ পরিমাণ; উহার অন্তে সৃষ্টির সংহার হয়। হে মহাভাগগণ! সেই সকলের প্রথমে উৎপন্ন ব্রহ্মার এক একটী দিবসে চতুর্দ্দশটী করিয়া মনুর পরিবৃত্তি হয়। অনাদি,

মন্বন্তরাণি কল্পাশ্চ ন শক্যবচনাঃ পৃথক্ ॥ ৪
উক্তেষপি চ সর্ব্বেষু শৃণ্বতাং বোহথবা মম।
কিমিহাস্তি ফলং তস্মান্ন পৃথগ্বক্তুমুৎসহে ॥ ৫
য এব খলু কল্পেষু কল্পঃ সম্প্রতি বর্ত্ততে।
তত্র সংক্ষিপ্য বর্ত্তন্তে সৃষ্টয়ঃ প্রতিসৃষ্টয়ঃ ॥ ৬
যস্ত্বয়ং বর্ত্ততে কল্পো বারাহো নাম নামতঃ।
অস্মিন্নপি দ্বিজশ্রেষ্ঠা মনবস্তু চতুর্দ্দশ ॥ ৭
স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ সপ্ত সপ্ত সাবর্ণিকাদয়ঃ।
তেষু বৈবস্বতো নাম সপ্তমো বর্ত্ততে মনুঃ ॥ ৮
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু সর্গসংহারবৃত্তয়ঃ।
প্রায়ঃ সমা ভবন্তীতি তর্কঃ কার্য্যো বিজানতা ॥৯
পূর্ব্বকল্পে পরাবৃত্তে প্রবৃত্তে কালমারুতে।
সমুন্মূলিতমূলেষু বৃক্ষেষু চ বনেষু চ ॥ ১০
জগন্তি তৃণবং ত্রীণি দেবে দহতি পাবকে।
বৃষ্ট্যা ভুবি নিষিক্তায়াং বিবেলেষ্বর্ণবেষু চ ॥ ১১
দিক্ষু সর্ব্বাসু মগ্নাসু বারিপূরে মহীয়সি।
তরঙ্গৈশ্চটুলাক্ষেপৈস্তরঙ্গভুজমণ্ডলৈঃ ॥ ১২
প্রারব্ধচণ্ডনৃত্যেষু ততঃ প্রলয়বারিষু।
ব্রহ্মা নারায়ণো ভূত্বা সুষ্বাপ সলিলে সুখম্ ॥১৩
ইমঞ্চোদাহরন্ মন্ত্রং শ্লোকং নারায়ণং প্রতি।
আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ
অয়নং তস্য তা যস্মাৎ তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
শিবযোগময়ীং নিদ্রাং কুর্ব্বন্তং ত্রিদশেশ্বরম্ ॥ ১৫
বদ্ধাঞ্জলিপুটাঃ সিদ্ধা জনলোকনিবাসিনঃ।
স্তোত্রৈঃ প্রবোধয়ামাসুঃ প্রভাতসময়ে সুরাঃ ॥১৬
ততঃ প্রবুদ্ধ উত্থায় শয়নাৎ তোয়মধ্যগাৎ।
উদৈক্ষত দিশঃ সর্ব্বা যোগনিদ্রালসেক্ষণঃ ॥১৭
নাপশ্যৎ স তদা কিঞ্চিৎ স্বাত্মনো ব্যতিরেকি যৎ
সবিস্ময় ইবাসীনঃ পরাং চিন্তামুপাগমৎ ॥ ১৮
ক্ব সা ভগবতী যা তু মনোজ্ঞা মহতী মহী।

অনন্ত এবং অজ্ঞেয় হওয়ায় সমুদয় মন্বন্তর ও কল্প সম্বন্ধে তন্ন তন্ন করিয়া বলা দুষ্কর। অথবা সেই সকলের কথা তন্ন তন্ন করিয়া বলিলেও আমার নিকট শ্রবণ করিয়া তোমাদের কোন বিশেষ ফল লাভ হইবে না; এই নিমিত্ত আমি সেরূপে বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করি না। সমুদয় কল্পের মধ্যে এক্ষণে যে কল্প চলিতেছে, ইহাতেও ছোট ছোট অনেক সৃষ্টি ও প্রতিসৃষ্টি অর্থাৎ প্রলয় আছে। এই বর্ত্তমান কল্পের নাম বারাহ কল্প। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই কল্পেও চতুর্দ্দশ মনুর উৎপত্তি শুনা যায়। স্বায়ম্ভুব আদি সাত জন এবং সাবর্ণিক আদি সাত জন—এই চৌদ্দটী মনু। ইহাঁদের মধ্যে বৈবস্বত নামে সপ্তম মনু, বর্ত্তমান সময়ের অধিপতি। সকল মন্বন্তরেই সৃষ্টি এবং সংহারের প্রায় একই প্রক্রম; অতএব জ্ঞানবানের সে সম্বন্ধে আপনা আপনিই বিচার করিয়া দেখা উচিত। পূর্ব্ব কল্প শেষ হইলে, প্রলয় বায়ু বহিতে থাকিলে এবং তাহা দ্বারা সমুদায় বন ও বৃক্ষ সকল উন্মূলিত হইলে, প্রলয়-অগ্নি দ্বারা তিন জগৎ তৃণের মত দগ্ধ হইতে থাকিলে, পৃথিবী বৃষ্টি দ্বারা প্লাবিত ও অর্ণব সকল উদ্বেল হইয়াছিল। সেই অতি মহান্ জলরাশিতে সমুদয় দিক্ নিমগ্ন হইয়াছিল। তাহার পর সুবৃহৎ ভুজমণ্ডলের ন্যায় চঞ্চল তরঙ্গ সকল অনবরত বিক্ষেপপূর্ব্বক সেই প্রলয়ের বারিরাশি প্রচণ্ড বেগে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে, ব্রহ্মা নারায়ণের সহিত অভিন্ন হইয়া সেই সলিলের উপর সুখে শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি নারায়ণের উদ্দেশে এই শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন;—"আপ অর্থাৎ জল নরসূনু, এইজন্য উহার নাম নারা। ঐ নারা (জল) প্রলয়কালে যাঁহার বিশ্রামস্থান, তাঁহার নাম—নারায়ণ।"১—১৫। তখন ত্রিদশেশ্বর নারায়ণ শিবের যোগময়ী নিদ্রায় অভিভূত হইলে, সিদ্ধ এবং জনলোক-নিবাসী দেবগণ প্রভাতকালে স্তোত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করেন। অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া জলমধ্যগত শয়ন হইতে উত্থান করেন এবং যোগনিদ্রায় অলস চক্ষু দ্বারা সকল দিক্ অবলোকন করেন। তিনি তখন আপনা হইতে অতিরিক্ত কিছুই দেখিতে পান না, তাহাতে বিস্ময়ের সহিত আসীন হইয়া অতিশয় চিন্তা

নানাবিধমহাশৈল-নদী-নগর-কাননা ॥ ১৯
এবং সঞ্চিন্তয়ন্ ব্রহ্মা বুবুধে নৈব ভূস্থিতিম্।
তদা সস্মার পিতরং ভগবন্তং ত্রিলোচনম্ ॥ ২০
স্মরণাদ্দেবদেবস্য ভবস্যামিততেজসঃ।
জ্ঞাতবান্ সলিলে মগ্নাং ধরণীং ধরণীপতিঃ ॥ ২১
ততো ভূমেঃ সমুদ্ধারং কর্ত্তুকামঃ প্রজাপতিঃ।
জলক্রীড়োচিতং দিব্যং বারাহং রূপমস্মরৎ ॥ ২২
মহাপর্ব্বতবর্ষ্মাণং মহাজলদনিস্বনম্।
নীলমেঘপ্রতীকাশং দীপ্তশব্দং ভয়ানকম্ ॥ ২৩
পীনবৃত্তঘনস্কন্ধং পীনোন্নতকটীতটম্।
হ্রস্ববৃত্তোরুজঙ্ঘাগ্রং সুতীক্ষ্ণখুরমণ্ডলম্ ॥ ২৪
পদ্মরাগমণিপ্রখ্যং বৃত্তভীষণমীক্ষণম্।
বৃত্তদীর্ঘমহাগাত্রং স্তব্ধকর্ণস্থলোজ্জ্বলম্ ॥ ২৫
উদীর্ণোচ্ছ্বাসনিশ্বাস-ঘূর্ণিতপ্রলয়ার্ণবম্।
বিস্ফুরৎসুসটাচ্ছন্নকপোলং স্কন্ধবন্ধুরম্ ॥ ২৬
মণিভির্ভূষণৈশ্চিত্রৈর্মহারত্নৈঃ পরিষ্কৃতৈঃ।
বিরাজমানং বিদ্যুদ্ভির্মেঘসঙ্ঘমিবোন্নতম্ ॥ ২৭
আস্থায় বিপুলং রূপং বারাহমমিতং বিধিঃ।
পৃথিব্যুদ্ধরণার্থায় প্রবিবেশ রসাতলম্ ॥ ২৮
স তদা শুশুভেঽতীব শূকরো গিরিসন্নিভঃ।
লিঙ্গাকৃতের্মহেশস্য পাদমূলগতো যথা ॥ ২৯
ততঃ স সলিলে মগ্নাং পৃথিবীং পৃথিবীধরঃ।
উদ্ধৃত্যালিঙ্গ্য দংষ্ট্রাভ্যামুন্মমজ্জ রসাতলাৎ ॥ ৩০
তং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সিদ্ধা জনলোকনিবাসিনঃ।
মুমুহুর্ননৃতুর্মূর্দ্ধ্নি তস্য পুষ্পৈরবাকিরন্ ॥ ৩১
বপুর্মহাবরাহস্য শুশুভে পুষ্পসংবৃতম্।
পতদ্ভিরিব খদ্যোতৈঃ প্রাংশুরঞ্জনপর্ব্বতঃ ॥ ৩২
ততঃ সংস্থানমানীয় বরাহো মহতীং মহীম্।
স্বমেব রূপমাস্থায় স্থাপয়ামাস বৈ প্রভুঃ ॥ ৩৩
পৃথিবীঞ্চ সমীকৃত্য পৃথিব্যাং স্থাপয়ন্ গিরীন্।

নিমগ্ন হন। তিনি চিন্তা করেন,—যাহার উপর নানাবিধ মহাশৈল, নদী, নগর এবং কানন সকল শোভিত ছিল, সেই ভগবতী মনোহারিণী পৃথিবী এখন কোথায়? ব্রহ্মা এইরূপ চিন্তাপরায়ণ হইয়াও পৃথিবীর স্থিতি বুঝিতে পারেন না, তখন তিনি আপনার পিতা ত্রিলোচনকে স্মরণ করেন। সেই অমিততেজা মহাদেবের স্মরণমাত্রেই ধরণীর অধিপতি সেই ব্রহ্মা জানিতে পারেন যে, পৃথিবী জলে নিমগ্না হইয়াছেন। তখন সেই প্রজাপতি ব্রহ্মা পৃথিবীর উদ্ধার করিতে অভিলাষী হইয়া জলক্রীড়নসমর্থ দিব্য বারাহ রূপের স্মরণ করেন; সেই বরাহ—মহাপর্ব্বতের ন্যায় বিশাল কলেবর, মহামেঘের ন্যায় শব্দায়মান, নীলমেঘের ন্যায় প্রভাশালী এবং দেখিতে ভয়ানক ও গর্ব্বিতভাবে শব্দকারী। তাঁহার স্কন্ধ পীন ও বর্ত্তুলাকার এবং কটীতট পীন ও উন্নত। তাঁহার উরুদ্বয় ও জঙ্ঘার অগ্রভাগ ছোট এবং বর্ত্তুলাকার, আর খুরদ্বয় অতিশয় সুতীক্ষ্ণ। চক্ষু পদ্মরাগমণির মত লাল, গোল গোল এবং ভীষণ। গাত্র বৃত্তাকার ও দীর্ঘ, কর্ণ স্তব্ধ এবং সর্ব্বশরীর উজ্জ্বল। তাঁহার শ্বাস ও প্রশ্বাস দ্বারা প্রলয়কালীন সমুদ্র ঘূর্ণায়মান, গণ্ডদেশ প্রদীপ্ত জটা দ্বারা আচ্ছন্ন এবং স্কন্ধ বন্ধুর। বিচিত্র এবং পরিস্কৃত মণি ও রত্নময় ভূষণ দ্বারা অলঙ্কৃত হওয়ায় তিনি, বিদ্যুৎ দ্বারা পরিশোভিত উন্নত মেঘের ন্যায়, বিরাজমান। ব্রহ্মা এতাদৃশ বিশাল বরাহরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবী-উদ্ধারের নিমিত্ত রসাতলে প্রবেশ করিলেন। সেই পর্ব্বত-সদৃশ দীর্ঘকায় শূকর, শিবলিঙ্গের পাদপীঠের ন্যায়, শোভা পাইয়াছিলেন। অনন্তর সেই পৃথিবীধর বরাহ দংষ্ট্রাদ্বয় দ্বারা ধারণ করত প্রলয়-জলধি-জলে নিমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া রসাতল হইতে উত্থাপিত করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া জনলোক-নিবাসী সিদ্ধ এবং মুনিগণ আনন্দভরে নৃত্য করত তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই মহাবরাহের শরীর পুষ্প দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া, উড্ডীয়মান খদ্যোতমালায় শোভিত অত্যুচ্চ কৃষ্ণপর্ব্বতের ন্যায়, শোভা পাইয়াছিল। তদনন্তর বরাহদেব এই বিশাল পৃথিবীর সংস্থান করিয়া নিজরূপ ধারণপূর্ব্বক পৃথিবীকে যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। অনন্তর তিনি

ভূরাদ্যাংশ্চতুরো লোকান্ কল্পয়ামাস পূর্ব্ববৎ।
ইতি সহ মহতীঞ্চ মহীং মহীধ্রৈঃ
প্রলয়মহাজলধেরধঃস্থমধ্যাৎ।
উপরি চ বিনিবেশ্য স বিশ্বকর্ম্মা
চরমচরঞ্চ জগৎ সসর্জ্জ ভূয়ঃ। ৩৫

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং পূর্ব্বভাগে পৃথিব্যুদ্ধারবর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।

সর্গং চিন্তয়তস্তস্য তদা বৈ বুদ্ধিপূর্ব্বকম্।
প্রধ্যানকালে মোহস্তু প্রাদুর্ভূতস্তমোময়ঃ॥ ১
তমোমোহো মহামোহস্তামিস্রশ্চান্ধসংজ্ঞিতঃ।
অবিদ্যা পঞ্চমী চৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ॥ ২
পঞ্চধাবস্থিতঃ সর্গো ধ্যায়তস্তভিমানিনঃ।
সর্ব্বতস্তমসাতীব বীজকুম্ভবদাবৃতঃ॥ ৩
বহিরন্তশ্চাপ্রকাশঃ স্তব্ধো নিঃসংজ্ঞ এব চ।
তস্মাৎ তেষাং বৃতা বুদ্ধির্মুখানি করণানি চ॥ ৪
তস্মাত্তে সংবৃতাত্মানো নগা মুখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তং দৃষ্ট্বাঽসাধকং ব্রহ্মা প্রথমং সর্গমীদৃশম্॥ ৫
অপ্রসন্নমনা ভূত্বা দ্বিতীয়ং সোঽভ্যমন্যত।
তস্যাভিধ্যায়তঃ সর্গং তির্য্যক্স্রোতোঽভ্যবর্ত্তত॥
অন্তঃপ্রকাশাস্তির্য্যঞ্চ আবৃতাশ্চ বহিঃ পুনঃ।
পশ্বাত্মানস্ততো জাতা উৎপথগ্রাহিণশ্চ তে॥ ৭
তমপ্যসাধকং জ্ঞাত্বা সর্গমন্যমমন্যত।
ততোঽর্দ্ধস্রোতসো বৃত্তো দেবসর্গস্তু সাত্ত্বিকঃ॥ ৮
তে সুখপ্রীতিবহুলা বহিরন্তশ্চ নাবৃতাঃ।
প্রকাশা বহিরন্তশ্চ স্বভাবাদ্দেবসংজ্ঞিতাঃ॥ ৯
ততোঽভিধ্যায়তো ব্যক্তাদর্ব্বাক্স্রোতস্ত সাধকঃ।
মনুষ্যনামা সঞ্জাতঃ সর্গো দুঃখসমুৎকটঃ॥ ১০

পৃথিবীকে সমতল করিয়া তাহাতে পর্ব্বত সকল স্থাপন করিলেন এবং পূর্ব্বের মত পৃথিবী আদি চারি লোকের কল্পনা করিলেন। সেই বিশ্বকর্ম্মা বিধি এইরূপ পর্ব্বতগণের সহিত পৃথিবীকে প্রলয়-জলধির মধ্য হইতে উপরে স্থাপিত করিয়া পুনর্ব্বার চরাচরাত্মক জগতের সৃজন করিলেন। ১৬—৩৫।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯॥

দশম অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,—সেই ব্রহ্মা বুদ্ধিপূর্ব্বক সর্গচিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার তমোময় মোহ প্রাদুর্ভূত হইল। সেই মহাত্মার তমোমোহ, মহামোহ, তামিস্র, অন্ধতামিস্র এবং অবিদ্যা প্রাদুর্ভূত হইল। সেই ধ্যানপরায়ণ অভিমানী ব্রহ্মার পাঁচ প্রকারে অবস্থিত সেই সৃষ্টি, কুম্ভের মধ্যে যেমন বীজ থাকে, সেইরূপ তমোগুণ দ্বারা চতুর্দ্দিকে আবৃত ছিল। তাহারা বহিঃ ও অন্তরে প্রকাশ শূন্য, স্তব্ধ এবং অচেতন হইয়াছিল, এই নিমিত্ত তাহাদের বুদ্ধি, মুখ ও ইন্দ্রিয় আচ্ছাদিত ছিল। এই নিমিত্ত সেই সম্যক্ আচ্ছাদিত পদার্থেরা 'নগ' বলিয়া কীর্ত্তিত হইল। প্রথম সৃষ্টিকে এইরূপে অভিমত-সাধনে অযোগ্য বিবেচনা করিয়া ব্রহ্মা অপ্রসন্নমনা হইলেন এবং অপর একটী সর্গের চিন্তা করিলেন। তাঁহার তির্য্যক্স্রোতঃ নামে দ্বিতীয় সর্গ উৎপন্ন হইল। তাহাদের ভিতরে প্রকাশ অথচ বাহিরে আবরণ হইল এবং তাহারা কুটিলগামী স্বভাবতঃ অসন্মার্গে প্রবৃত্ত ও পশু স্বরূপ হইল। সেই সৃষ্টিকেও আপনার অভিপ্রায়-সাধনে অক্ষম জানিয়া, ব্রহ্মা অপর একটী সৃষ্টির চিন্তা করিলেন; তাহাতে সত্ত্বগণ-প্রধান দেবসর্গ সমুৎপন্ন হইল। ঐ সর্গে সৃষ্ট জীবগণ বহুল পরিমাণে সুখ-প্রীতিযুক্ত হইল, তাহাদের অন্তরে বা বাহিরে কোনরূপ আবরণ রহিল না; কিন্তু প্রকাশময় হইল এবং তাদৃশ প্রকাশময় স্বভাব হেতু তাহারা দেব নামে অভিহিত হইল। ইহাতে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরায় ধ্যানপরায়ণ হইলেন; তাহাতে

প্রকাশা বহিরন্তস্তে তমোদ্রিক্তা রজোঽধিকাঃ।
পঞ্চমোঽনুগ্রহঃ সর্গশ্চতুর্দ্ধা সংব্যবস্থিতঃ॥ ১১
বিপর্য্যয়েণ শক্ত্যা চ তুষ্ট্যা সিদ্ধ্যা তথৈব চ।
তেঽপরিগ্রাহিণঃ সর্ব্বে সংবিভাগরতাঃ পুনঃ॥ ১২
খাদনাশ্চাপ্যশীলাশ্চ ভূতাদ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
প্রথমো মহতঃ সর্গো ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥ ১৩
তন্মাত্রাণাং দ্বিতীয়স্তু ভূতসর্গঃ স উচ্যতে।
বৈকারিকস্তৃতীয়স্তু সর্গ ঐন্দ্রিয়কঃ স্মৃতঃ॥ ১৪
ইত্যেষ প্রকৃতেঃ সর্গঃ সম্ভূতোঽবুদ্ধিপূর্ব্বকঃ।
মুখ্যসর্গশ্চতুর্থস্তু মুখ্যা বৈ স্থাবরাঃ স্মৃতাঃ॥ ১৫
তির্য্যক্‌স্রোতস্তু যঃ প্রোক্তস্তির্য্যগ্‌যোনিঃ স পঞ্চমঃ
তদোর্দ্ধস্রোতসঃ ষষ্ঠো দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ॥ ১৬
ততোঽর্বাক্‌স্রোতসাং সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মানুষঃ।
অষ্টমোঽনুগ্রহঃ সর্গঃ কৌমারো নবমঃ স্মৃতঃ॥১৭
প্রাকৃতাশ্চ ত্রয়ঃ পূর্ব্বে সর্গাস্তেঽবুদ্ধিপূর্ব্বকাঃ।
বুদ্ধিপূর্ব্বং প্রবর্ত্তন্তে মুখাদ্যাঃ পঞ্চ বৈকৃতাঃ॥ ১৮
অগ্রে সসর্জ্জ বৈ ব্রহ্মা মানসানাত্মনঃ সমান্।
সনন্দং সনকঞ্চৈব বিদ্বাংসঞ্চ সনাতনম্॥ ১৯
ঋভুং সনৎকুমারঞ্চ পূর্ব্বমেব প্রজাপতিঃ।
সর্ব্বে তে যোগিনো জ্ঞেয়া বীতরাগা বিমৎসরাঃ॥
ঈশ্বরাসক্তমনসো ন চক্রুঃ সৃষ্টয়ে মতিম্।
তেষু সৃষ্ট্যনপেক্ষেষু গতেষু সনকাদিষু॥ ২১
স্রষ্টুকামঃ পুনর্ব্রহ্মা ততাপ পরমং তপঃ।
তস্যৈবং তপ্যমানস্য ন কিঞ্চিৎ সমবর্ত্তত॥ ২২
ততো দীর্ঘেণ কালেন দুঃখাৎ ক্রোধো ব্যজায়ত।
ক্রোধাবিষ্টস্য নেত্রাভ্যাং প্রাপতন্নশ্রুবিন্দবঃ॥ ২৩
ততস্তেভ্যোঽশ্রুবিন্দুভ্যো ভূতাঃ প্রেতাস্তদাভবন্।
সর্ব্বাংস্তানশ্রুজান্ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাত্মানমনিন্দত॥ ২৪
তস্য তীব্রাভবন্মূর্চ্ছা ক্রোধামর্ষসমুদ্ভবা।

তাঁহার অভিমত অর্থের সাধক, দুঃখবহুল মনুষ্য সর্গ হইল। উহাতে সৃষ্ট জীবগণ বাহিরে প্রকাশশীল এবং অন্তরে তমোময় রজোগুণ-প্রধান হইল। পঞ্চম সর্গ ঈশ্বরের অনুগ্রহ সর্গ; উহা চারি প্রকারে ব্যবস্থিত হইল;—প্রথম বিপর্য্যয় অর্থাৎ বিরোধভক্তি দ্বারা দ্বিতীয় শক্তি অর্থাৎ তপোজনিত সামর্থ্য দ্বারা. তৃতীয় তুষ্টি অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রসাদ দ্বারা এবং চতুর্থ সিদ্ধি অর্থাৎ সাধনের ফলপ্রাপ্তি দ্বারা। যাহারা উক্ত চারি প্রকার অনুগ্রহপ্রাপ্তির পথ গ্রহণ করিল না, তাহারা স্ত্রী ও ধনাদিতে আসক্ত হইল। তাহারা কেবল ভক্ষণাদিতৎপর, দুর্ব্বৃত্ত, ভূত, প্রেত পিশাচাদি নামে প্রসিদ্ধ হইল। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা প্রথমে মহতের সৃষ্টি করেন। তাহার পর তন্মাত্রদিগের সৃষ্টি করেন; এই দ্বিতীয় সৃষ্টি ভূতসর্গ নামে অভিহিত হয়। তৃতীয় বৈকারিক সৃষ্টি, উহা ঐন্দ্রিয়ক নামে প্রসিদ্ধ। ১—১৪। এই প্রাকৃত সর্গ অবুদ্ধিপূর্ব্বক সম্ভূত হইয়াছে। চতুর্থ সৃষ্টিই মুখ্য; কারণ স্থাবরেরা মুখ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। তির্য্যক্‌স্রোতাঃ নামে যে সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে, ঐ পঞ্চম সর্গে পশুপক্ষীর সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার পর ঊর্দ্ধস্রোতা নামে ষষ্ঠ সর্গ; উহা দেব-সর্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহার পর সপ্তম অর্ব্বাক্‌স্রোতাদিগের সৃষ্টি; উহা মানুষ-সর্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অষ্টম অনুগ্রহ-সর্গ এবং নবম কৌমার সর্গ। প্রথম উক্ত তিন প্রকার প্রাকৃত সর্গ অবুদ্ধিপূর্ব্বক; মুখ্য আদি পাঁচটী বৈকৃত সর্গ বুদ্ধিপূর্ব্বক। প্রজাপতি ব্রহ্মা অগ্রে আপনার তুল্য মানসপুত্র—সনন্দ, সনক, বিদ্বান্ সনাতন, ঋভু ও সনৎকুমারকে উৎপাদন করিলেন; তাঁহারা সকলে যোগী, বীতরাগ এবং বিমৎসর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মন ঈশ্বরে আসক্ত থাকায়, তাঁহারা প্রজাসৃষ্টির জন্য অভিলাষ করেন নাই। সেই সনকাদি ঋষিগণ সৃষ্টিক্রিয়ায় পরাঙ্মুখ হইয়া গমন করিলে পর, ব্রহ্মা পুনর্ব্বার সৃজন করিতে ইচ্ছা করিয়া, অতিশয় উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে আর কিছুই হয় নাই। অনন্তর দীর্ঘকাল তপশ্চরণ জন্য দুঃখ বোধ হওয়াতে, তাঁহার মনে ক্রোধ উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মা ক্রোধাবিষ্ট হইলে, তাঁহার নেত্র হইতে অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইল। তাঁহার সেই অশ্রুবিন্দু হইতে ভূত-প্রেত আদি উৎপন্ন হইল। সেই সকলকে অশ্রুৎপন্ন দেখিয়া ব্রহ্মা আপ-

মূর্চ্ছিতস্তু জহৌ প্রাণান্ ক্রোধাবিষ্টঃ প্রজাপতিঃ ॥
ততঃ প্রাণেশ্বরো রুদ্রো ভগবান্ নীললোহিতঃ।
প্রসাদমতুলং কর্ত্তুং প্রাদুরাসীৎ প্রভোর্ম্মুখাৎ ॥২৬
দশধা চৈকধা চক্রে স্বাত্মানং প্রভুরীশ্বরঃ।
তে তেনোক্তা মহাত্মানো দশধা চৈকধা কৃতাঃ ॥২৭
যূয়ং সৃষ্টা ময়া বৎসা লোকানুগ্রহকারণাৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাপনায় হিতায় চ ॥ ২৮
প্রজাসন্তানহেতোশ্চ প্রযতধ্বমতন্দ্রিতাঃ।
এবমুক্তাশ্চ রুরুদুর্দ্রুবুশ্চ সমন্ততঃ ॥ ২৯
রোদনাদ্রাবণাচ্চৈব তে রুদ্রা নামতঃ স্মৃতাঃ।
যে রুদ্রাস্তে খলু প্রাণা যে প্রাণাস্তে মহাত্মকাঃ ॥
ততো মৃতস্য দেবস্য ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
ঘৃণী দদৌ পুনঃ প্রাণান্ ব্রহ্মপুত্রো মহেশ্বরঃ ॥৩১
প্রহৃষ্টবদনো রুদ্রঃ প্রাণপ্রত্যাগমাদ্বিভোঃ।
অভ্যভাষত বিশ্বেশো ব্রহ্মাণং পরমং বচঃ ॥ ৩২
মা ভৈর্মা ভৈর্মহাভাগ বিরিঞ্চ জগতাং গুরো।
ময়া তে প্রাণিতাঃ প্রাণাঃ সুখমুত্তিষ্ঠ সুব্রত ॥৩৩
স্বপ্নানুভূতমিব তচ্ছ্রুত্বা বাক্যং মনোহরম্।
হরং বিরীক্ষ্য শনকৈর্নেত্রৈঃ ফুল্লাম্বুজপ্রভৈঃ ॥৩৪
তথা প্রত্যাগতপ্রাণঃ স্নিগ্ধগম্ভীরয়া গিরা।
উবাচ বচনং ব্রহ্মা তমুদ্দিশ্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩৫
ভো ভো বদ মহাভাগ আনন্দয়সি মে মনঃ।
কো ভবান্ বিশ্বমূর্ত্তিস্ত্বং স্থিত একাদশাত্মকঃ ॥৩৬
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্যাজহার মহেশ্বরঃ।
স্পৃশন্ করাভ্যাং ব্রহ্মাণং সুমুখাভ্যাং সুরেশ্বরঃ।
মাং বিদ্ধি পরমাত্মানং তব পুত্রত্বমাগতম্।
এতে চৈকাদশা রুদ্রাস্ত্বাং সুরক্ষিতুমাগতাঃ ॥ ৩৮
তস্মাৎ তীব্রামিমাং মূর্চ্ছাং বিধূয় মদনুগ্রহাৎ।
প্রবুদ্ধশ্চ যথা পূর্ব্বং প্রজা বৈ স্রষ্টুমর্হসি ॥ ৩৯

নাকে নিন্দা করিলেন। তখন তাঁহার ক্রোধ এবং অমর্ষ হইতে মূর্চ্ছা উৎপন্ন হইল। ক্রোধাবিষ্ট সেই প্রজাপতি মূর্চ্ছিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহার পর প্রাণের ঈশ্বর নীললোহিত ভগবান্ রুদ্র, অতুল অনুগ্রহ করিবার জন্য, তাঁহার মুখ হইতে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন সকলের প্রভু সেই ঈশ্বর আপনাকে একাদশ প্রকারে বিভক্ত করিলেন, এই জন্য তাঁহাদের সংখ্যা একাদশ বলিয়া উক্ত হয়। "হে বৎসগণ! লোকের উপর অনুগ্রহের জন্য তোমরা আমা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছ, অতএব সমুদয় লোকের স্থাপন ও হিতের জন্য এবং প্রজাদিগের বৃদ্ধিহেতু, তোমরা অনালস্য হইয়া যত্ন কর" এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহারা রোদন করিলেন এবং চারি দিকে দৌড়িলেন। সেইরূপে রোদন করিয়াছিলেন এবং দৌড়িয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের নাম রুদ্র হইল। যাঁহারা রুদ্র, তাঁহারাই প্রাণ এবং যাঁহারা প্রাণ, তাঁহারাই মহাত্মা। ১৫—৩০। অনন্তর ব্রহ্মার পুত্র মহেশ্বর দয়াবিষ্ট হইয়া মৃত পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে পুনর্ব্বার প্রাণদান করিলেন। তখন সেই বিভু ব্রহ্মার প্রাণ প্রত্যাগত হইলে রুদ্র প্রহৃষ্টবদন হইয়াছিলেন। পরে সেই বিশ্বপতি রুদ্র ব্রহ্মাকে অতি সাধু বাক্য বলিয়াছিলেন,—হে জগদ্গুরো বিরিঞ্চে! আপনি ভয় করিবেন না, ভয় করিবেন না। আমি আপনার প্রাণ প্রত্যর্পণ করিয়াছি; হে সুব্রত! আপনি সুখে উত্থান করুন। তখন ব্রহ্মা স্বপ্নানুভূতের ন্যায় সেই মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং প্রফুল্লপদ্মতুল্য নেত্র দ্বারা ধীরে ধীরে মহাদেবকে নিরীক্ষণ করিয়া, রুদ্র হইতে পুনর্ব্বার প্রাণের প্রত্যাগম হওয়াতে তাঁহার উদ্দেশে কৃতাঞ্জলি হইয়া, স্নিগ্ধ এবং গম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন,—হে মহাভাগ! আপনি আমার মনকে আনন্দিত করিতেছেন। হে বিশ্বমূর্ত্তে! আপনি কে একাদশ আকারে অবস্থান করিতেছেন? তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণে সেই সুরেশ্বর সুমুখ হস্তদ্বয় দ্বারা ব্রহ্মাকে স্পর্শ করত বলিয়াছিলেন,—আমাকে তোমার পুত্রভাবাপন্ন পরমাত্মা বলিয়া জানিও। এই একাদশ রুদ্র তোমার রক্ষার নিমিত্ত আগত হইয়াছে। অতএব আমার অনুগ্রহে এই ঘোর মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রবুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বের মত প্রজা সৃজন কর। ৩১—৩৯।

এবং ভগবতা প্রোক্তো ব্রহ্মা প্রীতমনা হ্যভূৎ।
নামাষ্টকেন বিশ্বাত্মা তুষ্টাব পরমেশ্বরম্ ॥ ৪০
ব্রহ্মোবাচ।
নমস্তে ভগবন্ রুদ্র ভাস্করামিততেজসে।
নমো ভবায় দেবায় রসায়াম্বুময়াত্মনে ॥ ৪১
শর্ব্বায় ক্ষিতিরূপায় সদা সুরভিণে নমঃ।
ঈশায় বায়বে তুভ্যং নমঃ স্পর্শময়াত্মনে ॥ ৪২
পশূনাং পতয়ে চৈব পাবকায়াতিতেজসে।
ভীমায় ব্যোমরূপায় শব্দমাত্রায় তে নমঃ ॥ ৪৩
উগ্রায়োগ্রস্বরূপায় যজমানাত্মনে নমঃ।
মহাদেবায় সোমায় নমোঽস্ত্বমৃতমূর্ত্তয়ে ॥ ৪৪
এবং স্তুত্বা মহাদেবং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
প্রার্থয়ামাস বিশ্বেশং গিরা প্রণতিপূর্ব্বয়া ॥ ৪৫
ভগবন্ ভূতভব্যেশ মম পুত্র মহেশ্বর।
সৃষ্টিহেতোস্ত্বমুৎপন্নো মমাঙ্গেঽনঙ্গনাশন ॥ ৪৬

ভগবান্ এই কথা বলিলে, বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা অতিশয় প্রীতচিত্ত হইয়াছিলেন এবং নামাষ্টক অর্থাৎ আট প্রকার নাম দ্বারা সেই পরমেশ্বরের স্তব করিয়াছিলেন,—হে ভগবন্ রুদ্র! আপনাকে নমস্কার করি। আপনি ভাস্কর ও অপরিমিত-তেজস্বী। হে দেব! আপনি ভব,—রস ও জলময়াত্মক; আপনাকে নমস্কার করি। সর্ব্বদা সৌরভ-বিশিষ্ট ক্ষিতি-স্বরূপ শর্ব্বকে আমার নমস্কার। হে ঈশ! আপনি স্পর্শময় বায়ু-স্বরূপ; আপনাকে নমস্কার। হে পশুপতে! আপনি অতি তেজোময় পাবকস্বরূপ; হে ভীম! আপনি শব্দমাত্র আকাশ-স্বরূপ; আপনাকে নমস্কার। হে উগ্র! আপনি উগ্রমূর্ত্তি যজমান-স্বরূপ; আপনাকে নমস্কার। হে মহাদেব! আপনি অমৃত-মূর্ত্তি সোম-স্বরূপ; আপনাকে নমস্কার। লোক-পিতামহ ব্রহ্মা মহাদেবকে এইরূপে স্তব করিয়া, বিনীত-বাক্যে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—হে ভগবন্ মহেশ্বর! আপনি আমার পুত্র এবং ভূত ভবিষ্যৎ বস্তুর অধিনায়ক। হে অনঙ্গনাশন! সৃষ্টিবৃদ্ধির নিমিত্ত আপনি আমার অঙ্গে উৎপন্ন হইয়াছেন।

তস্মান্মহতি কার্য্যেঽস্মিন্ ব্যাপৃতস্য মম প্রভো।
সাহায্যং কুরু সর্ব্বত্র স্রষ্টুমর্হসি স প্রজাঃ ॥ ৪৭
তেনৈবং যাচিতো দেবো রুদ্রস্ত্রিপুরমর্দ্দনঃ।
বাঢ়মিত্যেব তাং বাণীং প্রতিজগ্রাহ শঙ্করঃ ॥ ৪৮
ততঃ স ভগবান্ ব্রহ্মা হৃষ্টস্তমভিবন্দ্য চ।
স্রষ্টুং তেনাভ্যনুজ্ঞাতস্তথান্যাশ্চাসৃজৎ প্রজাঃ ॥৪৯
মরীচিভৃগ্বঙ্গিরসঃ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
দক্ষমত্রিং বশিষ্ঠঞ্চ সোঽসৃজন্মনসৈব চ।
পুরস্তাদসৃজদ্ব্রহ্মা ধর্ম্মং সঙ্কল্পমেব চ।
ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রা দ্বাদশাদৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৫১
সহ রুদ্রেণ সম্ভূতাঃ পুরাণা গৃহমেধিনঃ।
তেষাং দ্বাদশ বংশাঃ স্যুর্দিব্যা দেবগণার্চ্চিতাঃ ॥
প্রজাবন্তঃ ক্রিয়াবন্তো মহর্ষিভিরলঙ্কৃতাঃ।
অথ দেবাসুরপিতৃন্ মনুষ্যাংশ্চ চতুষ্টয়ম্ ॥ ৫৩
সহ রুদ্রেণ সিসৃক্ষুরম্ভস্যেতানি বৈ বিধিঃ।
সৃষ্ট্যর্থং বৈ সমাধায় ব্রহ্মাত্মানমযূযুজৎ ॥ ৫৪

অতএব হে প্রভো! এই মহৎ সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত আমার সাহায্য করুন,—প্রজাদিগকে সৃজন করুন। ভগবান্ শঙ্কর ত্রিপুরমর্দ্দন রুদ্র, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপে যাচিত হইয়া "আচ্ছা তাহাই হইবে" এই কথা বলিলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা প্রহৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে বন্দনা করিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক সৃজন করিতে অনুজ্ঞাত হইয়া আরও কতকগুলি প্রজা সৃজন করিলেন। তিনি মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি এবং বশিষ্ঠ—ইহঁাদিগকে মন দ্বারাই সৃজন করিলেন। সকল সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মা ধর্ম্ম এবং সঙ্কল্পের সৃজন করিয়াছিলেন। রুদ্রের সহিত এই দ্বাদশ পুত্র প্রথমে ব্রহ্মার উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাঁরা সকলেই প্রাচীন ও গৃহস্থাশ্রমযুক্ত। ইহাঁদিগের দিব্য ও দেবগণ-কর্ত্তৃক অর্চ্চিত দ্বাদশটী বংশ হইয়াছিল। ঐ সকল বংশ প্রজাবান্, ক্রিয়াবান্ এবং মহর্ষিগণকর্ত্তৃক অলঙ্কৃত হইয়াছিল। অনন্তর ব্রহ্মা রুদ্রের সহিত সেই জলে দেব, অসুর, পিতৃ ও মনুষ্য, এই চারি প্রকার প্রজা সৃজন করিতে অভিলাষ করিলেন এবং

মুখাদজনয়দ্দেবান্ পিতৄংশ্চৈবোপপক্ষতঃ।
জঘনাদসুরান্ সর্ব্বান্ প্রজননাদপি মানুষান্ ॥ ৫৫
অবস্করে ক্ষুধাবিষ্টা রাক্ষসাস্তস্য জজ্ঞিরে।
পুত্রাস্তমোরজঃপ্রায়া বলিনস্তে নিশাচরাঃ ॥ ৫৬
সর্পা যক্ষাস্তথা ভূতা গন্ধর্ব্বা সম্প্রজজ্ঞিরে।
বয়াংসি পক্ষতঃ সৃষ্টাঃ পক্ষিণো বক্ষসোঽসৃজৎ ॥
মুখতোঽজাংস্তথা পার্শ্বাদুরগাংশ্চ বিনির্ম্মমে।
পদ্ভ্যাঞ্চাশ্বান্ সমাতঙ্গান্ শরভান্ গবয়ান্ মৃগান্ ॥৫৮
উষ্ট্রানশ্বতরাংশ্চৈব ন্যঙ্কূনন্যাংশ্চ জাতয়ঃ।
ওষধ্যঃ ফলমূলানি রোমভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে ॥ ৫৯
গায়ত্রীঞ্চ ঋচঞ্চৈব ত্রিবৃৎস্তোমং রথন্তরম্।
অগ্নিষ্টোমঞ্চ যজ্ঞানাং নির্ম্মমে প্রথমান্মুখাৎ ॥ ৬০
যজূংষি ত্রৈষ্টুভং ছন্দঃ স্তোমং পঞ্চদশং তথা।
বৃহৎসাম তথোক্থঞ্চ দক্ষিণাদসৃজন্মুখাৎ ॥ ৬১
সামানি জগতীচ্ছন্দঃ স্তোমং সপ্তদশং তথা।
বৈরূপমতিরাত্রঞ্চ পশ্চিমাদসৃজন্মুখাৎ ॥ ৬২
একবিংশমথর্ব্বাণমাপ্তোর্য্যামাণমেব চ।
অনুষ্টুভং সবৈরাজমুত্তরাদসৃজন্মুখাৎ ॥ ৬৩
উচ্চাবচানি ভূতানি গাত্রেভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে।
যক্ষাঃ পিশাচা গন্ধর্ব্বাস্তথৈবাপ্সরসাং গণাঃ ॥৬৪
নর-কিন্নর-রক্ষাংসি বয়ঃ-পশু-মৃগোরগাঃ।
অব্যয়ঞ্চৈব যদিদং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৬৫
তেষাং বৈ যানি কর্ম্মাণি প্রাক্‌সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদির
তান্যেব তে প্রপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥৬
হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।
তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাৎ তৎ তস্য রোচতে।
মহাভূতেষু নানাত্বমিন্দ্রিয়ার্থেষু মুক্তিষু।
বিনিয়োগঞ্চ ভূতানাং ধাতৈব বিদধৎ স্বয়ম্ ॥ ৬৮
নাম রূপঞ্চ ভূতানাং প্রাকৃতানাং প্রপঞ্চনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমেঽসৌ পিতামহঃ ॥৬

উহাদের সৃষ্টির নিমিত্ত আপনাকে সমাধিতে নিযুক্ত করিলেন। তিনি আপনার মুখ হইতে দেবগণকে, কক্ষ প্রদেশ হইতে পিতৃগণকে, জঘন হইতে অসুরগণকে এবং শিশ্নপ্রদেশ হইতে মনুষ্যদিগকে সৃজন করিলেন। তাঁহার মলনির্গমস্থান হইতে ক্ষুধাবিশিষ্ট রাক্ষসেরা উৎপন্ন হইল। ঐ সকল পুত্র তমঃ রজোগুণপ্রধান, বলবান্ এবং নিশাচর হইল। ৪০—৫৬। তাঁহার পার্শ্বদেশ হইতে সর্প, যক্ষ, ভূত, গন্ধর্ব্ব ও বয়োগণ উৎপন্ন হইল এবং বক্ষঃস্থল হইতে পক্ষী সকল সৃষ্ট হইল। তাঁহার মুখ হইতে ছাগ এবং তাঁহার পাদ হইতে হস্তী, অশ্ব, শরভ, গবয় এবং মৃগ সকল উৎপন্ন হইল। উষ্ট্র, অশ্বতর, ন্যঙ্কু এবং অন্যান্য জীব সকলও তাঁহার পাদ হইতে উৎপন্ন হইল; আর তাঁহার লোম হইতে ওষধি এবং ফলমূল সকল উৎপন্ন হইল। তিনি প্রথম মুখ হইতে গায়ত্রী, ঋগ্বেদ, ত্রিবৃৎস্তোম, রথন্তর এবং যজ্ঞের মধ্যে অগ্নিষ্টোমের নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ-মুখ হইতে যজুর্ব্বেদ, ত্রৈষ্টুভ ছন্দঃ, পঞ্চদশ স্তোম, বৃহৎ সাম এবং উক্থ সকল সৃষ্ট হইল। তাঁহার পশ্চিমমুখ হইতে সামবেদ, জগতী ছন্দ, সপ্তদশ স্তোম, বৈরূপ এবং অতিরাত্র যজ্ঞ উৎপন্ন হইল। তাঁহার উত্তর মুখ হইতে একবিংশ অথর্ব্ববেদ, আপ্তোর্য্যামন্ ন্যমে যজ্ঞ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ এবং বৈরাজ নামে সাম উৎপন্ন হইল। তাঁহার শরীর হইতে নানাবিধ ভূত, যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরোগণ উৎপন্ন হইল। নর, কিন্নর, রাক্ষস, পক্ষী, পশু, মৃগ, সর্প এবং বিনাশশূন্য এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ—এই সকল তাঁহার শরীর হইতে উৎপন্ন হইল। ইহাদিগের পূর্ব্বসৃষ্টিতে যেমন সকল কর্ম্ম থাকে, বারংবার সৃষ্ট হইয়াও ইহারা সেই কর্ম্মই প্রাপ্ত হয়। সেই ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত হইয়া জীবগণ হিংস্র, অহিংস্র, মৃদু (দয়ার কার্য্য), ক্রূর (নৈষ্ঠুর্য্য), ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য বা মিথ্যায় আসক্ত হয় এবং যাহাতে আসক্ত হয়, তাহাই তাহার ভাল লাগে। বিধাতা স্বয়ং মহাভূত, ইন্দ্রিয়, ভোগ্যবস্তু ও মুক্তিতে নানা ভেদ এবং তাহাতে জীবের প্রবৃত্তির বিধান করিয়াছেন। অনন্তর সেই পিতামহ ব্রহ্মা বেদশব্দ হইতেই প্রথমে প্রাকৃত ভূতদিগের নামরূপের প্রপঞ্চন করিয়াছিলেন। বেদে যে

আর্ষাণি চৈব নামানি যাশ্চ বেদেষু দৃষ্টয়ঃ।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রসূতানাং তান্যেবেভ্যো দদাবজঃ ॥৭০
যথর্ত্তুঋতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু ॥ ৭১
ইত্যেষ করণোদ্ভূতো লোকসর্গঃ স্বয়ম্ভুবঃ।
মহদাদ্যো বিশেষান্তো বিকারঃ প্রকৃতেঃ স্বয়ম্ ॥৭২
চন্দ্র-সূর্য্য-প্রভাজুষ্টো গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডিতঃ।
নদীভিশ্চ সমুদ্রৈশ্চ পর্ব্বতৈশ্চ স মণ্ডিতঃ॥ ৭৩
পুরৈশ্চ বিবিধৈ রম্যৈঃ স্ফীতৈর্জনপদৈস্তথা।
তস্মিন্ ব্রহ্মবনে ব্যক্তো ব্রহ্মা চরতি সর্ব্ববিৎ ॥৭৪
অব্যক্তবীজপ্রভব ঈশ্বরানুগ্রহে স্থিতঃ।
বুদ্ধিস্কন্ধমহাশাখ ইন্দ্রিয়ান্তরকোটরঃ॥ ৭৫
মহাভূতপ্রমাণশ্চ বিশেষামলপল্লবঃ।
ধর্ম্মাধর্ম্মসুপুষ্পাঢ্যঃ সুখদুঃখফলোদয়ঃ।
আজীব্যঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ॥ ৭৬
দ্যাং মূর্দ্ধানং তস্য বিপ্রা বদন্তি
খং বৈ নাভিং চন্দ্রসূর্য্যৌ চ নেত্রে।
দিশঃ শ্রোত্রে চরণৌ চ ক্ষিতিঞ্চ
সোঽচিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূতপ্রণেতা ॥ ৭৭
বক্ত্রাৎ তস্য ব্রাহ্মণাঃ সম্প্রসূতা-
স্তদ্বক্ষসঃ ক্ষত্রিয়াঃ পূর্ব্বভাগাৎ।
বৈশ্যা উরুভ্যাং তস্য পদ্ভ্যাঞ্চ শূদ্রাঃ
সর্ব্বে বর্ণা গাত্রতঃ সম্প্রসূতাঃ॥ ৭৮

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং পূর্ব্বভাগে সৃষ্টিনিরূপণকথনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

ভবতা কথিতা সৃষ্টির্ভবস্য পরমাত্মনঃ।
চতুর্ম্মুখমুখাৎ তত্র সংশয়ো নঃ প্রজায়তে॥ ১
দেবশ্রেষ্ঠো বিরূপাক্ষো দীপ্তঃ শূলধরো হরঃ।
কালাত্মা ভগবান্ রুদ্রঃ কপর্দ্দী নীললোহিতঃ॥ ২
সব্রহ্মকমিমং লোকং সবিষ্ণুঞ্চ সপাবকম্।

বস্তুর যেরূপ নাম এবং জ্ঞান ছিল, অজ ব্রহ্মা আপনার রাত্রির অবসানে প্রসূত সেই সকল বস্তুর সেইরূপ নাম ও জ্ঞান দান করিলেন। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার করণ হইতে উদ্ভূত লোকসর্গ এইরূপ মহাদাদি-বিশেষান্ত এবং সাক্ষাৎ প্রকৃতির বিকারস্বরূপ। উহা চন্দ্র-সূর্য্য-প্রভায় আলোকিত গ্রহনক্ষত্র দ্বারা সুশোভিত এবং নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, নানাবিধ সুরম্য পুর ও সমৃদ্ধ জনপদ দ্বারা অলঙ্কৃত। সেই ব্রহ্মবনে সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তস্বরূপ ব্রহ্মা সর্ব্বদা বিচরণ করেন। ব্রহ্মা একটী সনাতন বৃক্ষস্বরূপ, তিনি ঈশ্বরানুগ্রহরূপ জল দ্বারা সিক্ত হইয়া অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। বুদ্ধি ঐবৃক্ষের স্কন্ধ এবং মহৎ শাখা ইন্দ্রিয়গণ অভ্যন্তরস্থিত কোটরস্বরূপ; মহাভূতগণ উহার পরিমাণ এবং বিশেষেরা অমল পল্লবস্বরূপ; উহা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সুপুষ্পে শোভিত; সুখ-দুঃখ উহার ফল এবং উহা সমুদয় ভূতের আশ্রয়। হে বিপ্রগণ! স্বর্গলোককে তাঁহার মস্তক, আকাশকে তাঁহার নাভি, চন্দ্র ও সূর্য্যকে তাহার নেত্র, দিক্ সকলকে কর্ণ এবং পৃথিবীকে তাঁহার চরণরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; তিনি অচিন্ত্যস্বরূপ এবং সকল ভূতের প্রণেতা। তাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণগণ, বক্ষঃস্থল হইতে ক্ষত্রিয়গণ, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্যগণ এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্রগণ—এই সকল বর্ণ, তাঁহার গাত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ৫৭—৭৮।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে বায়ো! আপনি যে বলিলেন, পরমাত্মা ভব, চতুর্ম্মুখের মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, এ বিষয়ে আমাদের একটী গুরুতর সংশয় উৎপন্ন হইতেছে। বিরূপাক্ষ মহাদেব, দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ, দীপ্ত এবং শূলধারী। সেই কপর্দ্দী নীললোহিত

যঃ সংহরতি সংক্রুদ্ধো যুগান্তে সমুপস্থিতে ॥ ৩
যস্য ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ প্রণামং কুরুতো ভয়াৎ।
লোকসঙ্কোচকস্যাস্য যস্য তৌ বশবর্ত্তিনৌ ॥ ৪
যোঽয়ং দেবঃ স্বকাদঙ্গাদ্‌ব্রহ্মবিষ্ণু পুরাসৃজৎ।
স এব হি তয়োর্নিত্যং যোগক্ষেমকরঃ প্রভুঃ ॥ ৫
স কথং ভগবান্‌ রুদ্র আদিদেবঃ পুরাতনঃ।
পুত্রত্বমগমচ্ছম্ভুর্ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ ॥ ৬
প্রজাপতিশ্চ বিষ্ণুশ্চ রুদ্রস্য তৌ পরস্পরম্‌।
সৃষ্টৌ পরস্পরস্যাঙ্গাদিতি প্রাগপি শুশ্রুম ॥ ৭
কথং পুনরশেষাণাং ভূতানাং হেতুভূতয়োঃ।
গুণপ্রধানভাবেন প্রাদুর্ভাবঃ পরস্পরাৎ ॥ ৮
নাপৃষ্টং ভবতা কিঞ্চিন্নাশ্রুতঞ্চ কথঞ্চন।
ভগবচ্ছিষ্যভূতেন ভবতা সকলং শ্রুতম্‌ ॥ ৯
যথাহ ভগবান্‌ ব্রহ্মা বদ ত্বমপি নস্তথা।
সর্ব্বমেতদ্‌যথাবৃত্তং বক্তুমর্হসি মারুত ॥ ১০

সূত উবাচ।
এবং পৃষ্টঃ স ভগবান্‌ বায়ুরাকাশসম্ভবঃ।
সর্ব্বমেতৎ সমাসেন মুনীনামবদদ্বিভুঃ ॥ ১১
বায়ুরুবাচ।
স্থানে পৃষ্টমিদং বিপ্রা ভবদ্ভিঃ প্রশ্নকোবিদৈঃ।
ইদমেব পুরা পৃষ্টো মম প্রাহ পিতামহঃ ॥ ১২
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি যথা রুদ্রসমুদ্ভবঃ।
যথা চ পুনরুৎপত্তিব্রহ্ম-বিষ্ণোঃ পরস্পরম্‌ ॥ ১৩
ত্রয়স্তে করণাত্মানো জাতাঃ সাক্ষান্মহেশ্বরাৎ।
চরাচরস্য বিশ্বস্য সর্গস্থিত্যন্তহেতবঃ ॥ ১৪
পরমৈশ্বর্য্যসংযুক্তাঃ পরমেশ্বরভাবিতাঃ।
তচ্ছক্ত্যাধিষ্ঠিতা নিত্যং তৎকার্য্যকরণক্ষমাঃ ॥ ১৫
পিত্রা নিয়মিতাঃ পূর্ব্বং ত্রয়োঽপি ত্রিষু কর্ম্মসু।
ব্রহ্মা সর্গে হরিস্ত্রাণে রুদ্রঃ সংহরণে পুনঃ ॥ ১৬

ভগবান্‌ রুদ্র কালস্বরূপ। যুগান্ত উপস্থিত হইলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং অগ্নির সহিত এই লোকের সংহার করেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ভয়ের সহিত তাঁহাকে প্রণাম করেন এবং ইহাঁরা উভয়ে সেই লোকসংহারকারী দেবের নিত্য বশবর্ত্তী হইয়া চলেন। সেই মহাদেবই প্রথমে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে সৃজন করেন এবং সেই প্রভু শঙ্করই নিত্য ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর যোগক্ষেম নির্ব্বাহ করেন। সেই পুরাতন আদিদেব রুদ্র কিরূপে অব্যক্তোৎপন্ন ব্রহ্মার পুত্রত্ব লাভ করিয়াছেন? প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু ইহাঁরা দুজনে রুদ্র কর্তৃক পরস্পরের অঙ্গ হইতে পরস্পর সৃষ্ট হইয়াছেন, ইহা আমরা শুনিয়াছি; কি প্রকারেই বা এই সমুদয় ভূতের কারণ-স্বরূপ সেই দুই জনের পরস্পর হইতে প্রধান ও অপ্রধানভাবে প্রাদুর্ভাব হইয়াছে? আপনার অজিজ্ঞাসিত কিছুই নাই এবং আপনার অশ্রুতও কিছুই নাই। আপনি যখন সেই ভগবান্‌ ব্রহ্মার শিষ্য হইয়াছিলেন, তখন আপনি সমুদয়ই শ্রবণ করিয়াছেন। ভগবান্‌ ব্রহ্মা আপনাকে যেরূপ বলিয়াছেন, আপনিও সেইরূপ বলুন। হে মারুত! এ সকল ঘটনা যেরূপে ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয় আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন। ১—১০। সূত বলিলেন,—সেই আকাশসম্ভব বিভু বায়ু এইরূপে পৃষ্ট হইয়া মুনিদিগের নিকট এই সমুদয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলেন। বায়ু বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! প্রশ্নকার্য্যে নিপুণ আপনারা অতি যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন করিয়াছেন। ব্রহ্মাকে আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন। অতএব যেরূপে রুদ্রের উদ্ভব এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর পরস্পর উৎপত্তি হইয়াছে, আমি তাহা বলিতেছি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র—কারণস্বরূপ এই তিন জন, মহেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং ইহাঁরাই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তের হেতু। তাঁহারা সেই পরমেশ্বর কর্তৃক চালিত এবং পরম-ঐশ্বর্য্য-সংযুক্ত তাঁহারা সেই পরমেশ্বরের শক্তি দ্বারা নিত্য অধিষ্ঠিত এবং তাঁহার কার্য্যকরণে সমর্থ। পিতা পরমেশ্বর কর্তৃক প্রথমে তাঁহারা তিন জন কর্ম্মে নিয়োজিত হন;—ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে, বিষ্ণু পালনকার্য্যে এবং রুদ্র সংহারকার্য্যে

যথাপ্যন্যোহন্যমাৎসর্য্যাদন্যোহন্যাতিশয়াশিনঃ।
তপসা তোষয়িত্বা স্বং পিতরং পরমেশ্বরম্ ॥ ১৭
লব্ধা সর্ব্বাত্মতা তস্য প্রসাদাৎ পরমেষ্ঠিনঃ।
ব্রহ্ম-নারায়ণৌ পূর্ব্বং রুদ্রঃ কল্পান্তরেহসৃজৎ ॥ ১৮
কল্পান্তরে পুনর্ব্রহ্মা রুদ্র-বিষ্ণু জগন্ময়ঃ।
বিষ্ণুশ্চ ভগবান্ রুদ্রং ব্রহ্মাণমসৃজৎ পুনঃ ॥ ১৯
নারায়ণং পুনর্ব্রহ্মা ব্রহ্মাণঞ্চ পুনর্ভবঃ।
এবং কল্পেষু কল্পেষু ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ ॥ ২০
পরস্পরেণ জায়ন্তে পরস্পরজয়ৈষিণঃ।
তত্তৎকল্পান্তবৃত্তান্তমধিকৃত্য মহর্ষিভিঃ ॥ ২১
প্রভাবঃ কথ্যতে তেষাং পরস্পরসমুদ্ভবাৎ।
শৃণুতেমাং কথাং চিত্রাং পুণ্যাং পাপপ্রমোচনীম্।
কল্পে তৎপুরুষে বৃত্তাং ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ২২
পুরা নারায়ণো নাম কল্পে বৈ মেঘবাহনে।
দিব্যং বর্ষসহস্রন্ত মেঘো ভূত্বাবহদ্ধরম্ ॥ ২৩
তস্য ভাবং সমালক্ষ্য বিষ্ণোর্বিশ্বজগদ্‌গুরুঃ।
শর্ব্বঃ সর্ব্বাত্মভাবেন প্রদদৌ শক্তিমব্যয়াম্ ॥ ২৪
শক্তিং লব্ধা তু সর্ব্বাত্মা শিবাৎ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরাৎ।
সসর্জ্জ ভগবান্ বিষ্ণুর্বিশ্বং বিশ্বসৃজা সহ ॥ ২৫
বিষ্ণোস্তদ্বৈভবং দৃষ্ট্বা সৃষ্টস্তেন পিতামহঃ।
ঈর্ষ্যয়া পরয়া গ্রস্তঃ স হসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৬
গচ্ছ বিষ্ণো ময়া জ্ঞাতং তব সর্গস্য কারণম্।
আবয়োরধিকশ্চাস্তি স রুদ্রো নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ২৭
তস্য দেবাদিদেবস্য প্রসাদাৎ পরমেষ্ঠিনঃ।
স্রষ্টা ত্বং ভগবানাদ্যঃ পালকঃ পরমার্থতঃ ॥ ২৮
অহঞ্চ তপসারাধ্য রুদ্রং ত্রিদশনায়কম্।
ত্বয়া সহ জগৎ সর্ব্বং স্রক্ষ্যাম্যত্র ন সংশয়ঃ ॥ ২৯
এবং বিষ্ণুমুপালভ্য ভগবানব্জসম্ভবঃ।
এবং বিজ্ঞাপয়ামাস তপসা প্রাপ্য শঙ্করম্ ॥ ৩০
ভগবন্ দেবদেবেশ বিশ্বেশ্বর মহেশ্বর।

অনন্তর তাঁহাদের পরস্পরের উপর মাৎসর্য্য হেতু পরস্পর পরস্পরের উপর আধিক্য লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া, তপস্যা দ্বারা আপনাদিগের পিতা পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। সেই পরমেশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহারা সর্ব্বাত্মতা লাভ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত রুদ্র প্রথম এক কল্পে ব্রহ্মা ও নারায়ণকে সৃজন করিয়াছিলেন; অন্য এক কল্পে জগন্ময় ব্রহ্মা রুদ্র ও নারায়ণকে সৃজন করেন এবং পুনর্ব্বার অপর কল্পে বিষ্ণু ব্রহ্মা ও রুদ্রকে সৃজন করেন। কোন কল্পে ব্রহ্মা নারায়ণকে সৃজন করেন, আবার কল্পান্তরে রুদ্র ব্রহ্মাকে সৃজন করেন; এইরূপ কল্পে কল্পে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, পরস্পর পরস্পরকে পরাজয় করিতে অভিলাষী হইয়া উৎপন্ন হন। তাঁহাদের পরস্পর উৎপন্ন হইবার কালে মহর্ষিগণ সেই সেই কল্পান্তর-বৃত্তান্ত অধিকার করিয়া তাঁহাদের প্রভাব কীর্ত্তন করেন। আপনারা সেই বিচিত্র, পবিত্র এবং পাপনাশিনী কথা শ্রবণ করুন; উহা তৎপুরুষ নামক কল্পে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার সঙ্কল্পে সংঘটিত হইয়াছিল। ১১—২২। পূর্ব্বকালে মেঘবাহন নামক কল্পে নারায়ণ দিব্য সহস্র বৎসর মেঘরূপ ধারণ করিয়া ভগবান্ হরকে বহন করিয়াছিলেন। তখন সেই বিশ্বজগদ্‌গুরু মহাদেব বিষ্ণুর মনের ভাব অনুভব করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে অব্যয় শক্তি দান করেন। সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর মহাদেবের নিকট হইতে তাংশ শক্তি লাভ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার সহিত এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিষ্ণুকর্ত্তৃক নূতন উৎপাদিত ব্রহ্মা, বিষ্ণুর সেই শক্তি দেখিয়া, অতিশয় ঈর্ষার পরবশ হইয়া, হাস্য করত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—হে বিষ্ণো! তুমি গমন কর, আমি তোমার সৃষ্টির কারণ জানিয়াছি। রুদ্র যে আমাদের দুই জনের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেই সর্ব্বোচ্চ পদে অধিরূঢ় ভগবান্ দেবাদিদেব রুদ্রের অনুগ্রহে তুমি অদ্য স্রষ্টা হইয়াছ। সেই ভগবান্ প্রকৃত রক্ষাকারক। আমিও তপস্যা দ্বারা সেই ত্রিদশাধিপতির আরাধনা করিয়া তোমার সহিত এই জগতের সৃজন করিব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অব্জসম্ভব ব্রহ্মা, বিষ্ণুকে এইরূপে তিরস্কার করিয়া, তপস্যাপ্রভাবে শঙ্করকে প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার নিকট এইরূপ প্রার্থনা

তব বামাঙ্গজো বিষ্ণুর্দক্ষিণাঙ্গভবো হ্যহম্ ॥ ৩১
ময়া সহ জগৎ সর্ব্বং তথাপ্যসৃজদচ্যুতঃ ॥ ৩২
স মৎসরাদুপালব্ধস্ত্বদাশ্রয়বলান্ময়া।
মত্তাবাদধিকস্তস্য ভারস্ত্বয়ি মহেশ্বর ॥ ৩৩
ত্বত্ত এব সমুৎপত্তিরাবয়োঃ সদৃশী যতঃ।
তস্য ভক্ত্যা যথাপূর্ব্বং প্রসাদং কৃতবানসি।
তথা মমাপি তৎ সর্ব্বং দাতুমর্হসি শঙ্করঃ ॥ ৩৪
ইতি বিজ্ঞাপিতস্তেন ভগবান্ ভগনেত্রহা ॥ ৩৫
স্ময়েন বৈ দদৌ সর্ব্বং তস্যাপি স ঘৃণানিধিঃ।
লব্ধ্বৈবমীশ্বরাদেব ব্রহ্মা সর্ব্বাত্মতাং ক্ষণাৎ ॥৩৬
ত্বরমাণোঽথ সঙ্গম্য দদর্শ পুরুষোত্তমম্।
ক্ষীরার্ণবালয়ে শুভ্রে বিমানে সূর্য্যসন্নিভে ॥ ৩৭
হেমরত্নান্বিতে দিব্যে মনসা তেন নির্ম্মিতে।
অনন্তভোগশয্যায়াং শয়ানং পঙ্কজেক্ষণম্ ॥৩৮

চতুর্ভুজমুদারাঙ্গং সর্ব্বাভরণভূষিতম্।
শঙ্খচক্রধরং সৌম্যং চন্দ্রবিম্বসমাননম্ ॥ ৩৯
শ্রীবৎসবক্ষসং দেবং প্রসন্নমধুরস্মিতম্।
ধরামৃদুকরাম্ভোজ-স্পর্শরক্তপদাম্বুজম্ ॥ ৪০
ক্ষীরার্ণবেঽমৃতমিব শয়ানং যোগনিদ্রয়া।
তমসা কালরুদ্রাখ্যং রজসা কনকাণ্ডজম্ ॥ ৪১
সত্ত্বেন সর্ব্বগং বিষ্ণুং নির্গুণত্বে মহেশ্বরম্।
তং দৃষ্ট্বা পুরুষং ব্রহ্মা প্রগল্ভমিদমব্রবীৎ ॥ ৪২
গ্রসামি ত্বামহং বিষ্ণো ত্বমাত্মানং যথা পুরা।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রতিবুধ্য পিতামহম্ ॥ ৪৩
উদৈক্ষত মহাবাহুঃ স্মিতমীষচ্চকার চ।
তস্মিন্নবসরে বিষ্ণুর্গ্রস্তস্তেন মহাত্মনা ॥ ৪৪
সৃষ্টশ্চ ব্রহ্মণা সদ্যো ভ্রুবোর্মধ্যাদযত্নতঃ।
তস্মিন্নবসরে সাক্ষাদ্ভগবানিন্দুভূষণঃ ॥ ৪৫
শক্তিং তয়োরপি দ্রষ্টুমরূপো রূপমাস্থিতঃ।

করিলেন,—হে দেবদেবাধিপতে ভগবন্ বিশ্বেশ্বর মহেশ্বর! বিষ্ণু আপনার বাম-অঙ্গ হইতে এবং আমি দক্ষিণাঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। তথাপি বিষ্ণু আমার সহিত সমুদয় জগতের সৃজন করিয়াছেন। আমি মৎসর বশতঃ তাঁহাকে আপনার অনুগ্রহবলেই তিরস্কার করিয়াছি। হে মহেশ্বর! আমা অপেক্ষা কি আপনাতে তাঁহার অধিক ভক্তি? দেখুন; আপনা হইতে আমাদের দুই জনের সমানভাবে উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু আপনি বিষ্ণুর প্রভাবে তাঁহাকে যেমন অগ্রে অনুগ্রহ করিয়াছেন, সেইরূপ আমাকেও অনুগ্রহপূর্ব্বক অধিক শক্তি দান করুন। ২৩—৩৪। ব্রহ্মা এইরূপ প্রার্থনা করিলে, সেই ভগনেত্রঘাতী দয়ানিধি মহাদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া ব্রহ্মাকে সমগ্র দান করিলেন। ব্রহ্মা মহাদেবের নিকট সেই সর্ব্বাত্মশক্তি লাভ করিয়া, তৎক্ষণাৎ ত্বরান্বিত হইয়া, বিষ্ণুর নিকটে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিলেন। পঙ্কজেক্ষণ বিষ্ণু ক্ষীরসমুদ্রের তীরে হেমরত্নসুশোভিত, আপনার ইচ্ছানুসারে নির্ম্মিত, সূর্য্যসন্নিভ, দিব্য, শুভ্র বিমানোপরি অনন্তের দেহরূপ শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ চতুর্ভুজ, সুনির্ম্মিত এবং সকল প্রকার আভরণে ভূষিত। তাঁহার হস্তে শঙ্খ-চক্র, মূর্ত্তি অতি সৌম্য এবং মুখ চন্দ্রবিম্বতুল্য। তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন এবং মুখ প্রসন্ন ও ঈষৎ হাস্যযুক্ত। তাঁহার পাদপদ্ম পৃথিবীর কোমল করপদ্মের স্পর্শে রঞ্জিত। তিনি যোগনিদ্রার বশীভূত হইয়া অমৃতের ন্যায় ক্ষীরসমুদ্রে শয়ান। তিনি তমোগুণে কালরুদ্র নামে প্রসিদ্ধ, রজোগুণে ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণে সর্ব্বগামী বিষ্ণু এবং নির্গুণ অবস্থায় মহেশ্বর। ব্রহ্মা সেই পুরুষকে দেখিয়া প্রগল্ভতার সহিত বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন,—হে বিষ্ণো! তুমি প্রথমে যে আমাকে গ্রাস করিয়াছিলে, সেই আমিও তোমাকে গ্রাস করিব। মহাবাহু বিষ্ণু, সেই ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া, ব্রহ্মাকে দেখিলেন এবং একটু হাস্য করিলেন;—এই অবসরে মহাত্মা ব্রহ্মা বিষ্ণুকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর ব্রহ্মা আবার অক্লেশে আপনার ভ্রূমধ্য হইতে বিষ্ণুকে উৎপাদন করিলেন। সেই সময়ে ভগবান্ ইন্দুভূষণ মহাদেব অমূর্ত্ত হইয়াও মূর্ত্তি ধারণ করিয়া,

প্রসাদমতুলং কর্ত্তুং পুরা দত্তবরস্তয়োঃ ॥ ৪৬
আগচ্ছৎ তত্র যত্রেমৌ ব্রহ্ম-নারায়ণৌ স্থিতৌ।
অথ তুষ্টুবতুর্দেবং প্রীতৌ ভীতৌ চ কৌতুকাৎ ॥
প্রণেমতুশ্চ বহুশো বহুমানেন দূরতঃ।
ভবোঽপি ভগবানেতাবনুগৃহ্য পিনাকধৃক্।
সাদরং পশ্যতোরেব তয়োরন্তরধীয়ত ॥ ৪৮

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং পূর্ব্বভাগে শেষশায়ি-নারায়ণবর্ণনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।

প্রতিকল্পং প্রবক্ষ্যামি রুদ্রাবির্ভাবকারণম্।
যতো বিচ্ছিন্নসন্তানা ব্রহ্মসৃষ্টিঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ১
কল্পে কল্পে প্রজাং সৃষ্ট্বা ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডসম্ভবঃ।
অবৃদ্ধিহেতোর্ভূতানাং মুমোহ ভৃশদুঃখিতঃ ॥ ২
তস্য দুঃখপ্রশান্ত্যর্থং প্রজানাঞ্চ বিবৃদ্ধয়ে।
তস্তৎকল্পেষু কালাত্মা রুদ্রো রুদ্রগণাধিপঃ ॥ ৩
নির্দ্দিষ্টঃ পরমেশেন মহেশো নীললোহিতঃ।
পুত্রো ভূত্বানুগৃহ্লাতি ব্রহ্মাণং ব্রহ্মণোঽনুজঃ ॥ ৪
স এব ভগবানীশস্তেজোরাশিরনাময়ঃ।
অনাদিনিধনো ধাতা ভূতসঙ্কোচকো বিভুঃ ॥ ৫
পরমৈশ্বর্য্যসংযুক্তঃ পরমেশ্বরভাবিতঃ।
তচ্ছক্ত্যাধিষ্ঠিতঃ শশ্বৎ তচ্চিহ্নৈরপি চিহ্নিতঃ।
তন্নামনামা তদ্রূপস্তৎকার্য্যকারণক্ষমঃ।
তত্তুল্যব্যবহারশ্চ তদাজ্ঞাপরিপালকঃ ॥ ৭
সহস্রাদিত্যসঙ্কাশশ্চন্দ্রাবয়বভূষণঃ।
ভুজঙ্গ-হার-কেয়ূর-বলয়ো মুঞ্জমেখলঃ ॥ ৮
জলন্ধর-বিরিঞ্চীন্দ্র-কপালশকলোজ্জ্বলঃ।
গঙ্গাতুঙ্গতরঙ্গার্দ্র-পিঙ্গলাননমূর্দ্ধজঃ ॥ ৯
ভগ্নদংষ্ট্রাঙ্কুরাক্রান্ত-প্রান্তকান্তধরাধরঃ।

তাঁহাদের শক্তি দেখিবার জন্য এবং তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যেখানে ব্রহ্মা এবং নারায়ণ অবস্থান করিতে ছিলেন, তিনি সেই স্থানেই আগমন করিলেন। তখন তাঁহারা দুই জনে মহাদেবকে দেখিয়া প্রীত, ভীত হইলেন এবং কৌতুকবশে তাঁহার স্তব করত বহু সম্মানপূর্ব্বক দূর হইতে বহুবার তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। পিনাকধারী ভগবান্ মহাদেবও তাঁহাদের দুই জনকে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের দর্শন-পথেই অন্তর্হিত হইলেন। ৩৫—৪৮।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,—প্রতিকল্পে রুদ্রের আবির্ভাবের কারণ বলিতেছি; যাঁহা হইতে ব্রহ্মার বিচ্ছিন্ন সৃষ্টির পুনরারম্ভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ড-সম্ভব ব্রহ্মা প্রতিকল্পে প্রজা সৃজন করিয়া, প্রজার অবৃদ্ধি দর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত এবং মূর্চ্ছিত হন। রুদ্রগণের অধিপ ভগবান্ কাল-স্বরূপ মহেশ্বর নীললোহিত রুদ্র, ব্রহ্মার সেই দুঃখশান্তির নিমিত্ত এবং প্রজাদিগের বৃদ্ধির নিমিত্ত, পরমেশ্বর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, ব্রহ্মাকে অনুগ্রহ করেন। তিনিই ভগবান্, ঈশ্বর, নীললোহিত, তেজোরাশি, অনাময়, আদি ও নিধন-রহিত, বিধাতা, ভূতগণের সংহর্ত্তা এবং বিভু। তিনি পরমৈশ্বর্য্যসংযুক্ত পরমেশ্বর মহাদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত, তাঁহার শক্তি দ্বারা অধিষ্ঠিত এবং তাঁহার চিহ্নে চিহ্নিত। সেই শিবের নামেই তাঁহার এক নাম, তাঁহার সমান রূপবান্ ও তাঁহার কার্য্য করিতে সক্ষম। শিবের সহিত তাঁহার তুল্য ব্যবহার এবং তাঁহার আজ্ঞার প্রতিপালক। তাঁহার প্রভা সহস্র-আদিত্যসদৃশ, মস্তক চন্দ্রকলায় ভূষিত; তিনি ভুজঙ্গের হার, কেয়ূর ও বলয় দ্বারা শোভিত এবং কটিতটে মুঞ্জনির্ম্মিত মেখলাযুক্ত। তিনি জলন্ধর-বিরিঞ্চীন্দ্রের উজ্জ্বল কপালখণ্ডধারী এবং তাঁহার কেশ পিঙ্গলবর্ণ ও গঙ্গার তুঙ্গ তরঙ্গ

সব্যশ্রবণপাশাক্ত-মণ্ডলীকৃতকুণ্ডলঃ॥ ১০
মহাবৃষভনির্য্যাণো মহাজলদনিস্বনঃ।
মহানলসমপ্রখ্যো মহাবলপরাক্রমঃ॥ ১১
এবং ঘোরমহারূপো ব্রহ্মপুত্রো মহেশ্বরঃ।
বিজ্ঞানং ব্রহ্মণে দত্ত্বা সর্গং সহকরোতি চ॥ ১২
তস্মাদ্রুদ্রপ্রসাদেন প্রতিকল্পং প্রজাপতেঃ।
প্রবাহরূপতো নিত্যা প্রজাসৃষ্টিঃ প্রবর্ত্ততে॥ ১৩
কদাচিৎ প্রার্থিতঃ স্রষ্টুং ব্রহ্মণা নীললোহিতঃ।
স্বাত্মনা সদৃশান্ সর্ব্বান সসর্জ্জ মনসা বিভুঃ॥ ১৪
কপর্দ্দিনো নিরাতঙ্কান্ নীলগ্রীবাংস্ত্রিলোচনান্।
জরামরণনির্ম্মুক্তান্ দীপ্তশূলবরায়ুধান্॥ ১৫
তৈস্তু সঙ্ছাদিতং সর্ব্বং চতুর্দ্দশবিধং জগৎ।
তান্ দৃষ্ট্বা বিবিধান্ রুদ্রান্ রুদ্রমাহ পিতামহঃ॥১৬
নমস্তে দেবদেবেশ মা স্রাক্ষীরীদৃশীঃ প্রজাঃ।
অন্যাঃ সৃজ হ ভদ্রং তে প্রজা মৃত্যুসমন্বিতাঃ॥ ১৭
ইত্যুক্তঃ প্রহসন্ প্রাহ ব্রহ্মাণং পরমেশ্বরঃ।
নাস্তি মে তাদৃশঃ সর্গঃ সৃজ ত্বমশুভাঃ প্রজাঃ॥১৮
যে ত্বিমে মনসা সৃষ্টা মহাত্মানো মহাবলাঃ।
চরিষ্যন্তি ময়া সার্দ্ধং সর্ব্ব এব হি যাজ্ঞিকাঃ॥১৯
ইত্যুক্ত্বা বিশ্বকর্ম্মাণং বিশ্বভূতেশ্বরো হরঃ।
সহ রুদ্রৈঃ প্রজাসর্গান্নিবৃত্তাত্মা ব্যতিষ্ঠত॥ ২০
ততঃপ্রভৃতি দেবেঽসৌ ন প্রসূতে শুভা প্রজাঃ।
উর্দ্ধরেতাঃ স্থিতঃ স্থাণুর্যাবদাভূতসংপ্লবম্॥ ২১

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং পূর্ব্বভাগে রুদ্রোৎপত্তির্নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।
যদা পুনঃ প্রজাঃ সৃষ্টা ন ব্যবর্দ্ধন্ত বেধসঃ।
তদা মৈথুনজাং সৃষ্টিং ব্রহ্মা কর্ত্তুমমন্যত॥ ১

দ্বারা অভিষিক্ত। বপ্রক্রীড়াসক্তিতে ভগ্ন, বৃষভদংষ্ট্রাঙ্কুরে আকীর্ণ কৈলাস পর্ব্বত তাঁহার বাসভূমি এবং বামকর্ণ মণ্ডলীকৃত কুণ্ডলে শোভমান। মহাবৃষভ তাঁহার বাহন এবং মহাজলদের ন্যায় তাঁহার স্বর। মহানলের সমান তাঁহার তেজ এবং তিনি মহাবল পরাক্রমশালী। এইরূপ অতিশয় ভয়ঙ্কর রূপশালী ব্রহ্মপুত্র রুদ্র ব্রহ্মাকে জ্ঞান দান করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহার সহায়তা করেন। সেই রুদ্র প্রতিকল্পে উৎপন্ন হইয়া সহায়তা করেন বলিয়া তাঁহার অনুগ্রহে প্রবাহরূপে প্রজাপতির প্রজাসৃষ্টির নিত্য বৃদ্ধি হয়। ১—১৩। কোন সময়ে সেই নীললোহিত বিভু রুদ্র, ব্রহ্মা কর্তৃক প্রজা সৃজনের নিমিত্ত প্রার্থিত হইয়া মন হইতে আপনার সদৃশ সমুদয় প্রজার সৃজন করিয়াছিলেন। তাহারা জটাজূটধারী, আতঙ্কশূন্য, নীলগ্রীবাশালী, ত্রিলোচন, জরামরণবর্জ্জিত এবং দীপ্তশূলধর। তাহারা একেবারে চতুর্দ্দশ ভুবন ব্যাপিয়া ফেলিল। তখন পিতামহ ব্রহ্মা সেই সকল নানাবিধ রুদ্রকে দেখিয়া, স্বীয় পুত্র রুদ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে দেবদেবেশ! আপনাকে নমস্কার; আপনি এরূপ প্রজার সৃজন করিবেন না। আপনার মঙ্গল হউক, অন্যরূপ মরণশীল প্রজার সৃজন করুন। এইরূপে কথিত হইয়া, মহেশ্বর রুদ্র হাসিতে হাসিতে ব্রহ্মাকে বলিলেন,—আমি ওরূপ সৃষ্টি করিব না; তুমি মরণশীল অশুভ প্রজার সৃজন কর। এই যে আমি মন হইতে মহাত্মা মহাবলদিগের সৃজন করিয়াছি, এই সকল যাজ্ঞিকেরা সর্ব্বদা আমার সহিতই ভ্রমণ করিবে। নিখিল ভূতের ঈশ্বর হর ব্রহ্মাকে এই কথা বলিয়া, প্রজাসৃষ্টি হইতে আপনাকে নিবৃত্ত করিয়া, রুদ্রগণের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই অবধি রুদ্র আর শুভ প্রজার সৃষ্টি করেন নাই। তিনি প্রলয় কাল পর্য্যন্ত উর্দ্ধরেতা ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৪—২১।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,—যখন ব্রহ্মা কর্তৃক মন হইতে সৃষ্ট প্রজাগণের আর [illegible] হইল না

ন নির্গতং পুরা যস্মান্নারীণাং কুলমীশ্বরাৎ।
তেন মৈথুনজাং সৃষ্টিং ন শশাক পিতামহঃ॥ ২
ততঃ স বিদধে বুদ্ধিমর্থনিশ্চয়গামিনীম্।
প্রজানামেব বৃদ্ধ্যর্থং প্রষ্টব্যঃ পরমেশ্বরঃ॥ ৩
প্রসাদেন বিনা তস্য ন বর্দ্ধেরন্নিমাঃ প্রজাঃ।
এবং সঞ্চিন্ত্য বিশ্বাত্মা তপঃ কর্ত্তুং প্রচক্রমে॥৪
তদাদ্যা পরমা শক্তিরনন্তা লোকভাবিনী।
আদ্যা সূক্ষ্মতরা শুদ্ধা ভাবগম্যা মনোহরা॥ ৫
নির্গুণা নিষ্প্রপঞ্চা চ নিষ্কলা নিরুপপ্লবা।
নিরন্তরতরা নিত্যা নিত্যমীশ্বরপার্শ্বগা॥ ৬
তয়া পরময়া শক্ত্যা ভগবন্তং ত্রিয়ম্বকম্।
সঞ্চিন্ত্য হৃদয়ে ব্রহ্মা ততাপ পরমং তপঃ॥ ৭
তীব্রেণ তপসা তস্য যুক্তস্য পরমেষ্ঠিনঃ।
অচিরেণৈব কালেন পিতা সম্প্রতুতোষ হ॥ ৮
ততঃ কেনচিদংশেন মূর্ত্তিমাবিশ্য কামপি।
অর্দ্ধনারীশ্বরো ভূত্বা যযৌ দেবঃ স্বয়ং হরঃ॥ ৯
তং দৃষ্ট্বা পরমং দেবং তমসঃ পরমব্যয়ম্।
অদ্বিতীয়মনির্দ্দেশ্যমদৃশ্যমকৃতাত্মভিঃ॥ ১০
সর্ব্বলোকবিধাতারং সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বরম্।
সর্ব্বলোকবিধায়িন্যা শক্ত্যা পরময়া যুতম্॥ ১১
অপ্রতর্ক্যমনাভাসমমেয়মজরং ধ্রুবম্।
অচলং নির্গুণং শান্তমনন্তমহিমাস্পদম্॥ ১২
সর্ব্বদং সর্ব্বগং সর্ব্বং সদসদ্ব্যক্তিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বোপমাননির্ম্মুক্তং শরণ্যং শাশ্বতং শিবম্॥১৩
প্রণম্য দণ্ডবদ্‌ব্রহ্মা সমুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ।
শ্রদ্ধাবিনয়সম্পন্নৈঃ শ্রাব্যৈঃ সংস্কারসংযুতৈঃ॥১৪
যথার্থযুক্তসর্ব্বার্থৈর্বেদার্থপরিবৃংহিতৈঃ।
তুষ্টাব দেবং দেবীঞ্চ সূক্তৈঃ সূক্ষ্মার্থগোচরৈঃ॥১৫

ব্রহ্মোবাচ।

জয় দেব মহাদেব জয়েশ্বর মহেশ্বর।
জয় সর্ব্বগুণশ্রেষ্ঠ জয় সর্ব্বসুরাধিপ॥ ১৬
জয় প্রকৃতিকল্যাণি জয় প্রকৃতিনায়িকে।
জয় প্রকৃতিদূরাঙ্গি জয় প্রকৃতিসুন্দরি॥ ১৭

তখন তিনি মৈথুনজ প্রজার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন। যেহেতু প্রথমে ঈশ্বর হইতে নারীকুল নির্গত হয় নাই, এই নিমিত্ত ব্রহ্মা প্রথমে মৈথুনজ প্রজার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন নাই। অনন্তর অভীষ্টার্থ সম্পাদন বিষয়ে স্থির করিলেন যে, প্রজাদিগের বৃদ্ধির নিমিত্ত পরমেশ্বরকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত; তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত এই সমুদয় প্রজার বৃদ্ধি হইবে না। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, ব্রহ্মা তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন লোককর্ত্রী সূক্ষ্মতরা বিশুদ্ধা, ভক্ত্যতিশয়-প্রাপ্যা, মনোহরা অনন্তা, নির্গুণা, নিষ্প্রপঞ্চা, নিষ্কলা, উপপ্লব-শূন্যা, ঈশ্বরের সহিত অভিন্না, নিত্যা, সর্ব্বদা শিবসমীপবর্ত্তিনী আদ্যা পরমা শক্তি, ব্রহ্মার মনে উদিত হইলেন। ব্রহ্মা সেই পরমা শক্তির সহিত হৃদয়ে ভগবান্ ত্র্যম্বকের ধ্যান করত উৎকট তপস্যা করিতে লাগিলেন। সেই যোগযুক্ত ব্রহ্মার তীব্র তপস্যায় পিতা মহাদেব অচিরকালের মধ্যেই সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর আপনার এক অংশে কোন এক মূর্ত্তিতে প্রবিষ্ট হইয়া, স্বয়ং মহাদেব অর্দ্ধনারীশ্বর রূপে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। সেই অদ্বিতীয় অনির্দ্দেশ্য, অপুণ্যশীলগণের অদৃশ্য, সর্ব্বলোকের বিধাতা, সর্ব্বলোকেশ্বরের, সর্ব্বলোক-বিধায়িনী-শক্তি-সংযুক্ত, অপ্রতর্ক্য, অজ্ঞেয়, অমেয়, অজর, নিত্য, অচল, নির্গুণ, শান্ত, অনন্ত-মহিমার আস্পদ, সর্ব্বদ, সর্ব্বগত, সদসদ্ব্যক্তি-রহিত, সকল প্রকার উপমা-শূন্য, শরণ্য, তমোগুণ-রহিত, অব্যয় এবং শাশ্বত পরম দেবকে দেখিয়া, দণ্ডবৎ প্রণামানন্তর কৃতাঞ্জলি-পুটে উত্থান করিয়া, ব্রহ্মা শ্রদ্ধা ও বিনয় সম্পন্ন, সুসংস্কৃত, মনোহর, সমুদয় সত্য অর্থ-যুক্ত, বেদার্থ দ্বারা বৃংহিত সূক্ষ্মার্থ-গোচর সূক্ত সকলের দ্বার সেই দেব এবং দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন। ১—১৫। ব্রহ্মা বলি-লেন,—হে দেব মহাদেব জয়েশ্বর মহেশ্বর! আপনার জয় হউক; হে সর্ব্বগুণ-শ্রেষ্ঠ! আপনার জয় হউক; হে সুরাধিপ! আপনি জয়যুক্ত হউন। হে কল্যাণি প্রকৃতি! আপনি জয় লাভ করুন; হে প্রকৃতিনামিকে! আপ-নার জয় হউক। হে প্রকৃতিদূরাঙ্গি! আপনি

জয়ামোঘমহামায় জয়ামোঘমনোরথ।
জয়ামোঘমহালীল জয়ামোঘমহাবল॥ ১৮
জয় বিশ্বজগন্মাতর্জয় বিশ্বজগন্ময়ি।
জয় বিশ্বজগদ্ধাত্রি জয় বিশ্বজগৎসখি॥ ১৯
জয় শাশ্বতিকৈশ্বর্য্য জয় শাশ্বতিকালয়।
জয় শাশ্বতিকাকার জয় শাশ্বতিকানুগ॥ ২০
জয়াত্মত্রয়নির্ম্মাত্রি জয়াত্মত্রয়পালনি।
জয়াত্মত্রয়সংহর্ত্রি জয়াত্মত্রয়নায়িকে॥ ২১
জয়াবলোকনায়ত্ত-জগৎকারণবৃংহণ।
জয়োপেক্ষাকটাক্ষোত্থহুতভুগ্‌ভুক্তমৌক্তিক॥ ২২
জয় দেবাদ্যবিজ্ঞেয়-স্বাত্মসূক্ষ্মদৃশোজ্জ্বলে।
জয় স্থূলাত্মশক্ত্যংশ-ব্যাপ্তবিশ্বচরাচরে॥ ২৩
জয় নানৈকবিন্যস্ত-বিশ্বতত্ত্বসমুচ্চয়।
জয়াসুরশিরোনিষ্ঠ-শ্রেষ্ঠানুগকদম্বক॥ ২৪
জয়োপাশ্রিতসংরক্ষা-সংবিধানপটীয়সি।
জয়োন্মূলিতসংসারবিষবৃক্ষাঙ্কুরোদ্গমে॥ ২৫
জয় প্রাদেশিকৈশ্বর্য্য-বীর্য্যশৌর্য্যবিজৃম্ভণ।
জয় বিশ্ববহির্ভূতনিরস্তপরবৈভব॥ ২৬
জয় প্রণীতপঞ্চার্থ-প্রয়োগপরমামৃত।
জয় পঞ্চার্থবিজ্ঞান-সুধাস্রোতঃস্বরূপিণি॥ ২৭
জয়াতিঘোরসংসার-মহারোগভিষগ্বর।
জয়ানাদিমলাজ্ঞানতমঃপটলচন্দ্রিকে॥ ২৮
জয় ত্রিপুরকালাগ্নে জয় ত্রিপুরভৈরবি।
জয় ত্রিগুণনির্ম্মুক্ত জয় ত্রিগুণমর্দ্দিনি॥ ২৯
জয় প্রমথ সর্ব্বজ্ঞ জয় সর্ব্বপ্রবাধিকে।
জয় প্রচুরদিব্যাঙ্গ জয় প্রার্থিতদায়িনি॥ ৩০
ক্ব দেব তে পরং ধাম ক্ব বয়ং ক্ব চ নো বচঃ।

জয়যুক্ত হউন। হে প্রকৃতি-সুন্দরি! আপনার জয় হউক। হে অমোঘ-মহামায়াশালিন্ মহাদেব! আপনার জয় হউক। হে অব্যর্থ-মনোরথ! আপনি জয় লাভ করুন। হে অমোঘ মহালীলা-শালিন্! আপনি জয়যুক্ত হউন। হে অমোঘ-মহাবল! আপনার জয় হউক। হে বিশ্বজগন্মাতঃ! আপনার জয় হউক। হে বিশ্বজগন্ময়ি! আপনি জয় লাভ করুন। হে বিশ্বজগদ্ধাত্রি! আপনার জয়। হে বিশ্বজগৎসখি! আপনি জয়যুক্ত হউন। হে নিত্যৈশ্বর্য্যশালিন্, নিত্য বস্তুর আশ্রয়, নিত্যাকার এবং নিত্যবস্তুকর্ত্তৃক অনুগত মহাদেব! আপনার জয় হউক। হে আত্মত্রয়-নির্ম্মাত্রি, আত্মত্রয়পালনি, আত্মত্রয়সংহর্ত্রি এবং আত্মত্রয়নায়িকে মহাশক্তি! আপনার জয় হউক। হে দর্শনাধীন-জগৎ-কারণের প্রসারক! হে অযত্ন-নেত্রানল-দগ্ধ-কাম মহাদেব! আপনার জয় হউক। হে দেবাদি-অবিজ্ঞেয়-নিজসূক্ষ্মস্বরূপ-দর্শনোজ্জ্বলে! স্থূলাত্মশক্ত্যংশ-ব্যাপ্ত-নিখিলচরাচরে দেবি! আপনার জয় হউক। হে দেব! আপনি নিখিল বিশ্বতত্ত্বকে অনেকরূপে আরোপিত করিয়াছেন এবং আপনার শ্রেষ্ঠ অনুচরসমূহ অসুরদিগের মস্তকে অবস্থান করে; আপনার জয় হউক। হে মাতঃ! আপনি আশ্রিত জনের রক্ষাবিধানে সুদক্ষা এবং সংসার বিষবৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গমকে উন্মূলন করেন; আপনার জয় হউক। হে দেব! আপনি সামান্য-ঐশ্বর্য্য-মদমত্তদিগের শৌর্য্য বীর্য্য সকল বিনাশ করেন এবং আপনার শ্রেষ্ঠ বৈভব বিশ্বের বহির্ভূত; আপনার জয় হউক : ১৬—২৬। হে দেব! আপনি নিজোৎপাদিত পঞ্চভূতের ব্যবহারে পরমব্রহ্ম-স্বরূপ; আপনার জয় হউক। হে দেবি! আপনি পঞ্চভূতবিজ্ঞান-সুধাস্রোতঃস্বরূপিণী; আপনি জয়যুক্ত হউন। হে দেব! আপনি এই অতি ভীষণ সংসাররোগের বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদ্য স্বরূপ; আপনার জয় হউক। হে দেবি! আপনি অনাদি অজ্ঞানান্ধকার-রাশির চন্দ্রিকাসদৃশী; আপনি জয়যুক্ত হউন। হে ত্রিপুরের কালাগ্নিতুল্য মহেশ্বর! আপনার জয়। হে ত্রিপুরভৈরবি মহেশ্বরি! আপনারও জয়। হে ত্রিগুণাতীত মহাদেব! জয়যুক্ত হউন। হে ত্রিগুণনাশিনি দেবি! জয় লাভ করুন। হে সর্ব্বজ্ঞ! প্রমথ! আপনার জয় হউক। হে সর্ব্বপ্রবাধিকে দেবি! আপনারও জয় হউক। হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর! আপনি জয় লাভ করুন! হে অভীষ্টদায়িনি দেবি! আপনিও

তথাপি ভগবন্ ভক্ত্যা প্রলপন্তং ক্ষমস্ব মাম্ ॥৩১
বিজ্ঞাপ্যৈবংবিধৈঃ সূক্তৈর্বিশ্বকর্ম্মা চতুর্ম্মুখঃ।
নমশ্চকার রুদ্রায় রুদ্রাণ্যৈ চ মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ৩২
ইদং স্তোত্রবরং পুণ্যং ব্রহ্মণা সমুদীরিতম্।
অর্দ্ধনারীশ্বরং নাম শিবয়োর্হর্ষবর্দ্ধনম্॥ ৩৩
য ইদং কীর্ত্তয়েদ্ভক্ত্যা তস্য কস্যাপি লিপ্সয়া।
স তৎ ফলমবাপ্নোতি শিবয়োঃ প্রীতিকারণাৎ ॥৩৪
সকলভুবনভূতভাবনাভ্যাং
জননবিনাশবিহীনবিগ্রহাভ্যাম্।
নরবরযুবতিবপুর্ধরাভ্যাং
সততমহং প্রণতোঽস্মি শঙ্করাভ্যাম্ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং পূর্ব্বভাগে রুদ্র-ব্রহ্মসংবাদে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

জয় লাভ করুন। হে দেব! আপনার সেই পরম ধামই বা কোথায় আর আমরা এবং আমাদের বচনই বা কোথায়! তথাপি হে ভগবন্! ভক্তিবশে আমি প্রলাপ করিতেছি মাত্র, আমাকে ক্ষমা করুন। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা এইরূপ সূক্ত দ্বারা স্তব করিয়া, রুদ্র এবং রুদ্রাণীকে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক উদীরিত, এই অর্দ্ধনারীশ্বর নামক অতি পবিত্র এবং শ্রেষ্ঠ স্তোত্র শিব ও শিবার হর্ষবর্দ্ধনকারী। যে কোন ফল অভিলাষ করিয়া, এই স্তোত্র যে পাঠ করে, শিব ও শিবার প্রীতিহেতু সে সেই ফল প্রাপ্ত হয়। সকল ভুবনের ভূতভাবন, জন্ম এবং বিনাশ-রহিত, নরনারী-মূর্ত্তিধারী শঙ্কর ও শঙ্করীকে আমি সর্ব্বদা প্রণাম করি। ২৭—৩৫।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।

অথ দেবো মহাদেবো মহাজলদনাদয়া।
বাচা মধুরগম্ভীর-বিশদশ্লক্ষ্ণবর্ণয়া ॥ ১
অর্থসম্পন্নপদয়া রাজলক্ষণযুক্তয়া।
অশেষবিষয়ারম্ভ-রক্ষা-বিলয়দক্ষয়া ॥ ২
মনোহরতরোদার-মধুরস্মিতপূর্ব্বয়া।
সংবভাষে সুসম্প্রীতো বিশ্বকর্ম্মাণমীশ্বরঃ ॥ ৩

ঈশ্বর উবাচ।

বৎস বৎস মহাভাগ মম পুত্র পিতামহ।
জ্ঞাতমেব ময়া সর্ব্বং তব বাক্যস্য গৌরবম্ ॥ ৪
প্রজানামেব বৃদ্ধ্যর্থং তপস্তপ্তং ত্বয়াধুনা।
তপসানেন তুষ্টোঽস্মি দদামি চ তবেপ্সিতম্ ॥ ৫
ইত্যুক্ত্বা পরমোদারঃ স্বভাবমধুরং বচঃ।
সসর্জ্জ বপুষো ভাগাদ্দেবীং দেববরো হরঃ ॥ ৬
যামাহুর্ব্রহ্মবিদ্বাংসো দেবীং দিব্যগুণান্বিতাম্।
পরস্য পরমাং শক্তিং ভবস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৭

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,—অনন্তর মহাদেব ঈশ্বর সুপ্রীত হইয়া, মহাজলদের ন্যায় নাদশালী, মধুর, গম্ভীর, বিশদ, শ্লক্ষ্ণবর্ণময়, প্রতিপদ-অর্থযুক্ত, রাজলক্ষণান্বিত, অশেষ-বিষয়ারম্ভের রক্ষা ও বিলয়ে দক্ষ, মনোহরতর, উদার ও মধুরস্মিতপূর্ব্ব বাক্য দ্বারা ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে বৎস মহাভাগ ব্রহ্মন্! তুমি আমার পুত্র; আমি তোমার বাক্যের সমুদয় গৌরব জ্ঞাত আছি; তুমি এক্ষণে প্রজাদিগের বৃদ্ধির নিমিত্ত তপস্যা করিতেছ। তোমার এই তপস্যায় আমি তুষ্ট হইয়াছি। তোমার অভিলষিত বর দান করিব। পরমোদার দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেব, এই স্বাভাবিক মধুর বাক্য বলিয়া, আপনার শরীরের অংশ হইতে একটী দেবীর সৃজন করিলেন। যে দিব্যগুণ-শালিনী দেবীকে ব্রহ্মবিদ্গণ, দেবশ্রেষ্ঠ পরমাত্মা মহাদেবের পরমা শক্তি বলিয়া অভিহিত করেন; যে

যস্যা ন খলু বিদ্যন্তে জন্ম-মৃত্যু-জরাদয়ঃ।
যা ভবানী ভবস্যাঙ্গাৎ সমাবিরভবৎ কিল ॥ ৮
যস্যা বাচো নিবর্ত্তন্তে মনসা চেন্দ্রিয়ৈঃ সহ।
সা ভর্ত্তুর্বপুষো ভাগাজ্জাতেব সমদৃশ্যত ॥ ৯
যা সা জগদিদং কৃৎস্নং মহিম্না ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।
শরীরিণীব সা দেবী বিচিত্রা সমলক্ষিতা ॥ ১০
সর্ব্বং জগদিদং যৈষা সংমোহয়তি মায়য়া।
ঈশ্বরাৎ সৈব জাতাভূদজাতা পরমার্থতঃ ॥ ১১
ন যস্যাঃ পরমো ভাবঃ সুরাণামপি গোচরঃ।
বিশ্বামরেশ্বরা চৈব বিভক্তা ভর্ত্তুরভুতঃ ॥ ১২
তাং দৃষ্ট্বা পরমেশানীং সর্ব্বলোকমহেশ্বরীম্।
সর্ব্বজ্ঞাং সর্ব্বগাং সূক্ষ্মাং সদসদ্ব্যক্তিবর্জ্জিতাম্ ॥
পরয়া নিখিলং ভাসা ভাসয়ন্তীমিদং জগৎ।
প্রণিপত্য মহাদেবীং প্রার্থয়ামাস বৈ বিরাট্ ॥১৪

ব্রহ্মোবাচ।

দেবি দেবেন সৃষ্টোঽহমাদৌ সর্ব্বজগন্ময়ি।
প্রজাসর্গে নিযুক্তস্য সৃজামি সকলং জগৎ ॥১৫
মনসা নির্ম্মিতাঃ সর্ব্বে দেবি দেবাদয়ো ময়া।
ন বৃদ্ধিমুপগচ্ছন্তি সৃজ্যমানাঃ পুনঃপুনঃ ॥ ১৬
মিথুনপ্রভবামেব কৃত্বা সৃষ্টিমতঃ পরম্।
সংবর্দ্ধয়িতুমিচ্ছামি সর্ব্বা এব মম প্রজাঃ ॥ ১৭
ন নির্গতং পুরা ত্বত্তো নারীণাং কুলমব্যয়ম্।
তেন নারীকুলং স্রষ্টুং শক্তির্মম ন বিদ্যতে ॥ ১৮
সর্ব্বাসামেব শক্তীনাং ত্বত্তঃ খলু সমুদ্ভবঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বেষাং সর্ব্বশক্তিপ্রদায়িনি ॥১৯
ত্বামেব বরদামদ্য প্রার্থয়ামি সুরেশ্বরীম্।
চরাচরবিবৃদ্ধ্যর্থমংশেনৈকেন সর্ব্বগে ॥ ২০
দক্ষস্য মম পুত্রস্য পুত্রী ভব ভবার্দ্দিনি।
এবং সা যাচিতা দেবী ব্রহ্মণা ব্রহ্মযোনিনা ॥২১
শক্তিমেকাং ভ্রুবোর্মধ্যাৎ সসর্জ্জাত্মসমপ্রভাম্।
তামাহ প্রহসন্ প্রেক্ষ্য দেবদেববরো হরঃ ॥২২
ব্রহ্মাণং তপসারাধ্য কুরু তস্য যথেপ্সিতম্।

দেবীর জন্ম, মৃত্যু বা জরাদি নাই; যিনি ভবানী ও ভবের অঙ্গ হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে অপারক হইয়া মন ও ইন্দ্রিয়ের সহিত বাক্য নিবৃত্ত হয়; সেই দেবী যেন মহাদেবের শরীর হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। যে দেবী আপনার মহিমা দ্বারা এই সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করেন, সেই বিচিত্রা দেবী শরীরিণীর ন্যায় লক্ষিত হইয়াছিলেন। যে দেবী আপনার মায়ায় সমুদয় জগৎ বিমোহিত করেন, বস্তুতঃ জন্মশূন্যা, সেই দেবী মহাদেবের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। যাঁহার পরমভাব দেবতাদিগেরও গোচর নহে এবং যিনি সমুদয় অমরের ঈশ্বরী, তিনি আপনার স্বামী মহাদেবের অঙ্গ হইতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। সেই সর্ব্বলোক-মহেশ্বরী, সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বগতা, সূক্ষ্মা, সদসদ্ব্যক্তিহীনা এবং আপনার সমুজ্জ্বল শরীরপ্রভায় সমুদয় জগদুদ্ভাসিনী পরমেশানী দেবীকে দেখিয়া, ব্রহ্মা প্রণামপূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১—১৪। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সর্ব্বজগন্ময়ি দেবি! আমি মহাদেব কর্ত্তৃক প্রথমে সৃষ্ট হইয়া প্রজাসৃষ্টি-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি এবং জগতের সৃজন করিতেছি। হে দেবি! আমি প্রথমে মন হইতে যে সকল দেবাদিকে উৎপাদিত করিয়াছি, তাহারা বারংবার সৃষ্ট হইয়াও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে না। এই নিমিত্ত আমি এক্ষণে মৈথুনজন্য সৃষ্টি দ্বারা সমুদয় প্রজা-বৃদ্ধি করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ইতঃপূর্ব্বে আপনা হইতে অক্ষয় নারীকুল উৎপন্ন হয় নাই; এই নিমিত্ত আমরও নারীকুল সৃজন করিতে শক্তি নাই। আপনা হইতেই সমুদয় শক্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত হে সর্ব্বগে! সর্ব্বত্র সকলের সর্ব্ববিধ শক্তিদায়িনি সুরেশ্বরি বরদাত্রি! আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, চরাচরের বৃদ্ধির নিমিত্ত এক অংশ দ্বারা আমার পুত্র দক্ষের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করুন। বেদবক্তা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপে যাচিত হইয়া সেই দেবী আপনার ভ্রূমধ্য হইতে আত্মতুল্য প্রভাশালিনী একটী শক্তির সৃজন করিলেন। দেবদেব মহাদেব তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মার

তামাজ্ঞাং পরমেশস্য শিরসা প্রতিগৃহ্য সা ॥ ২৩
ব্রহ্মণো বচনাদ্দেবী দক্ষস্য দুহিতাভবৎ।
দত্ত্বৈবমতুলাং শক্তিং ব্রহ্মণে ব্রহ্মরূপিণী ॥ ২৪
বিবেশ দেহং দেবস্য দেবশ্চান্তরধীয়ত।
তদাপ্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ স্ত্রিয়া ভোগঃ প্রতিষ্ঠিতঃ
প্রজাসৃষ্টিশ্চ বিপ্রেন্দ্রা মৈথুনেন প্রবর্ত্ততে।
এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং দেব্যাঃ শক্তিসমুদ্ভবম্ ॥ ২৬
পুণ্যমৃদ্ধিকরং শ্রাব্যং ভূতসর্গানুষঙ্গতঃ।
য ইদং কীর্ত্তয়েন্নিত্যং দেব্যাঃ শক্তিসমুদ্ভবম্।
পুণ্যং সর্ব্বমবাপ্নোতি পুত্রাংশ্চ লভতে শুভান্ ॥

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহি-
তায়াং পূর্ব্বভাগে সৃষ্টিনিরূপণং নাম
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

আরাধনা করিয়া তাঁহার অভিলষিত সম্পাদন কর। সেই দেবী মহাদেবের সেই আজ্ঞা অবনত-মস্তকে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মার বচনানুসারে দক্ষের কন্যা হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মরূপিণী দেবী আদ্যাশক্তি ব্রহ্মাকে অতুল-শক্তি দান করিয়া মহাদেবের দেহে প্রবেশ করিলেন; মহাদেবও অন্তর্হিত হইলেন। সেই অবধি এই সংসারে স্ত্রীসম্ভোগ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং হে বিপ্রেন্দ্রগণ! মৈথুন দ্বারা প্রজাসৃষ্টিরও আরম্ভ হইল। দেবী আদ্যাশক্তি হইতে যেরূপে শক্তির উৎপত্তি হইয়াছে, ভূতসৃষ্টি প্রসঙ্গে তাহা আমি তোমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এই কথা অতি পবিত্র, মধুর এবং ধনবৃদ্ধিকরী। যে প্রত্যহ দেবীর এই শক্ত্যুদ্ভব-কথার কীর্ত্তন করে, সে সমুদয় অভীপ্সিত প্রাপ্ত হয় এবং সৎপুত্র লাভ করে। ১৫—২৭।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।

এবং লব্ধা পরাং শক্তিমীশ্বরাদেব শাশ্বতীম্।
মৈথুনপ্রভবাং সৃষ্টিং কর্ত্তুকামঃ প্রজাপতিঃ ॥ ১
স্বয়মপ্যর্দ্ধতো নারী চার্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
যার্দ্ধেন নারী সা তস্মাচ্ছতরূপা ব্যজায়ত ॥ ২
বিরাজমসৃজদ্‌ব্রহ্মা সোঽর্দ্ধেন পুরুষো বিরাট্।
স বৈ স্বায়ম্ভুবঃ পূর্ব্বং পুরুষো মনুরুচ্যতে ॥ ৩
সা দেবী শতরূপা তু তপঃ কৃত্বা সুদুশ্চরম্।
ভর্ত্তারং দীপ্তযশসং মনুমেবাভ্যপদ্যত ॥ ৪
তস্মাৎ তু শতরূপা সা পুত্রদ্বয়মসূয়ত।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ পুত্রৌ পুত্রবতাং বরৌ ॥ ৫
কন্যে দ্বে চ মহাভাগে যাভ্যাং জাতাস্ত্বিমাঃ প্রজাঃ
আকৃতিরেকা বিজ্ঞেয়া প্রসূতিরপরা স্মৃতা ॥ ৬
স্বায়ম্ভুবঃ প্রসূতিন্তু দদৌ দক্ষায় তাং প্রভুঃ।
রুচেঃ প্রজাপতেশ্চৈব আকূতং প্রত্যপাদয়ৎ ॥৭

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,—ঈশ্বর মহাদেব হইতে এইরূপ নিত্য ও শ্রেষ্ঠ শক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মা মৈথুনপ্রভবা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইলেন। তিনি স্বয়ং আপনার এক অর্দ্ধে নারী, অপর অর্দ্ধে পুরুষ হইলেন, তাঁহার যে অর্দ্ধে নারী হইয়াছিল, তাহার নাম শতরূপা। ব্রহ্মা অপর অর্দ্ধে যে বিরাট্ পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই বিরাট্ পুরুষ পূর্ব্বকালে স্বায়ম্ভুব মনু নামে অভিহিত হন। সেই দেবী শতরূপা অতিদুঃসাধ্য তপস্যা করিয়া দীপ্তযশা মনুকেই ভর্ত্তৃরূপে প্রাপ্ত হন। শতরূপা মনুর ঔরসে দুই পুত্র প্রসব করেন; তাহার একটীর নাম প্রিয়ব্রত, অপরের নাম উত্তানপদ। উক্ত দুই পুত্রও পুত্রবান্ হইয়াছিলেন। দম্পতীর ঐ দুই পুত্র ভিন্ন দুইটী কন্যাও হইয়াছিল, যাঁহারা এই সমুদয় প্রজার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটী কন্যার নাম আকৃতি, অপরটীর নাম প্রসূতি। স্বায়ম্ভুব মনু দক্ষকে প্রসূতি

আকূত্যাং মিথুনং জজ্ঞে মানসস্য রুচেঃ শুভম্।
যজ্ঞশ্চ দক্ষিণা চৈব যাভ্যাং সংবর্দ্ধিতং জগৎ ॥৮
স্বায়ম্ভুবসুতায়াস্ত প্রসূত্যাং লোকমাতরঃ।
চতস্রো বিংশতিং কন্যাং দক্ষস্ত্বজনয়ৎ প্রভুঃ ॥৯
শ্রদ্ধা লক্ষ্মীর্ধৃতিঃ পুষ্টিস্তুষ্টির্মেধা ক্রিয়া তথা।
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃশান্তিঃ সিদ্ধিঃ কীর্ত্তিস্ত্রয়োদশী ॥১০
পত্ন্যর্থং প্রতিজগ্রাহ ধর্ম্মো দাক্ষায়ণীঃ প্রভুঃ।
তাভ্যঃ শিষ্টা যবীয়স্য একাদশ সুলোচনাঃ ॥ ১১
খ্যাতিঃ সত্যথ সম্ভূতিঃ স্মৃতিঃ প্রীতিঃ ক্ষমা তথা।
সন্নতিশ্চানুসূয়া চ উর্জ্জা স্বাহা স্বধা তথা ॥ ১২
ভৃগুঃ সর্ব্বো মরীচিশ্চ অঙ্গিরা পুলহঃ ক্রতুঃ।
পুলস্ত্যোঽত্রির্বশিষ্ঠশ্চ পাবকঃ পিতরস্তথা ॥ ১৩
খ্যাত্যাদ্যা জগৃহুঃ কন্যা মুনয়ো মুনিসত্তমাঃ।
কামাদ্যাস্ত যশোঽন্তা যে তে ত্রয়োদশ সূনবঃ ॥১৪
ধর্ম্মস্য জজ্ঞিরে তাসু শ্রদ্ধাদ্যাসু সুখোত্তরাঃ।
দুঃখোত্তরাশ্চ হিংসায়ামধর্ম্মস্য চ সন্ততৌ ॥ ১৫

নিকৃত্যাদয় উৎপন্নাঃ পুত্রাশ্চাধর্ম্মলক্ষণাঃ।
নৈষাং ভার্য্যাশ্চ পুত্রা বা সর্ব্বে হ্যনিয়মাঃ স্মৃতাঃ।
স এষ তামসঃ সর্গো জজ্ঞেঽধর্ম্মনিয়ামকঃ।
যা সা দক্ষস্য দুহিতা রুদ্রস্য দয়িতা সতী ॥ ১৭
ভর্তৃনিন্দাপ্রসঙ্গেন ত্যক্ত্বা দাক্ষায়ণীং তনুম্।
দক্ষঞ্চ দক্ষভার্য্যাঞ্চ বিনিন্দ্য সহ বন্ধুভিঃ ॥ ১৮
সা মেনায়ামাবিরভূৎ পুত্রী হিমবতো গিরেঃ।
রুদ্রস্ত তাং সতীং দৃষ্ট্বা রুদ্রাংস্ত্বাত্মসমপ্রভান্॥
যথাসৃজদসংখ্যাতাংস্তথা কথিতমেব চ।
ভৃগোঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্না লক্ষ্মীর্নারায়ণপ্রিয়া ॥২০
দেবৌ ধাতৃ-বিধাতারৌ মন্বন্তরবিচারিণৌ।
তয়োর্বৈ পুত্রপৌত্রাদ্যাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥২১
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরেঽতীতাঃ সর্ব্বে তে ভার্গবা মতাঃ।

দান করিলেন এবং রুচি নামক প্রজাপতির সহিত আকূতির বিবাহ দিলেন। ব্রহ্মার মানসপুত্র রুচির ঔরসে এবং আকূতির গর্ভে একটী মিথুন (স্ত্রী ও পুরুষ) উৎপন্ন হইল। পুরুষের নাম যজ্ঞ এবং স্ত্রীর নাম দক্ষিণ; তাঁহারা এই জগতের বর্দ্ধন করিলেন। প্রভাবশালী দক্ষ, স্বায়ম্ভুবকন্যা প্রসূতির গর্ভে, চতুর্ব্বিংশতি লোকমাতা উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, সিদ্ধি এবং কীর্ত্তি এই তেরটী দক্ষকন্যাকে, প্রভাবশালী ধর্ম্ম, পত্নীর জন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট একাদশ কনীয়সী সুলোচনা কন্যার নাম,—খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনুসূয়া, উর্জ্জা, স্বাহা ও স্বধা। ইহাঁদিগকে যথাক্রমে ভৃগু, মহাদেব, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য, অত্রি, বসিষ্ঠ, অগ্নি এবং পিতৃগণ আপন আপন পত্নীর জন্য গ্রহণ করিলেন। কাম হইতে যশ পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ পুত্র, ধর্ম্মের শ্রদ্ধাদি ত্রয়োদশ পত্নীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইহারা সকলে সুখদায়ী হইয়াছিল এবং হিংসার গর্ভে অধর্ম্মের যে পুত্র হইয়াছিল, তাহারা অতি দুঃখদায়ী হইয়াছিল। ১—১৫। অধর্ম্মের পুত্রগণ নিকৃতি নামে খ্যাত হইয়াছিল এবং সকলে অধর্ম্ম লক্ষণযুক্ত হইয়াছিল। তাহাদের ভার্য্যা বা পুত্র হয় নাই, তাহারা সকলে নিয়মশূন্য হইয়াছিল। এই সৃষ্টির নাম তামস সর্গ; অধর্ম্ম উহার অধিনায়ক। পূর্ব্বে যে দক্ষের কন্যা এবং মহাদেবের পত্নী সতীর কথা বলা হইয়াছে, ঐ সতী ভর্তৃনিন্দা শ্রবণ করিয়া, দক্ষোৎপাদিত আপনার শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক বন্ধুজনের সহিত দক্ষ এবং দক্ষ-ভার্য্যাকে নিন্দা করিয়া, হিমালয়ের গৃহে মেনার গর্ভে পুত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রুদ্র, সেই সতীকে দেখিয়া, আত্মতুল্য প্রভাশালী অসংখ্যাত রুদ্রগণের যেরূপে সৃজন করিয়াছেন, তাহা তোমাদিগের নিকট কথিত হইয়াছে। খ্যাতির গর্ভে ভৃগুর ঔরসে, নারায়ণের প্রিয় লক্ষ্মী এবং মন্বন্তর সময়ে বিচরণশীল ধাতা ও বিধাতা নামে দুই দেব উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ঐ দুইজন দেবতার শত সহস্র পুত্র পৌত্রাদি হইয়াছিল। তাহারা সকলে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে উৎপন্ন হইয়াছিল এবং সকলেই ভার্গব (ভৃগুবংশীয়) বলিয়া প্রসিদ্ধ

মরীচেরপি সম্ভূতিঃ পৌর্ণমাসমসূয়ত ॥ ২২
কন্যাচতুষ্টয়ঞ্চৈব মহীয়াংসস্তদন্বয়াঃ।
যেষাং বংশে সমুৎপন্নো বহুপুত্রঃ স কাশ্যপঃ ॥ ২৩
স্মৃতিশ্চাঙ্গিরসঃ পত্নী জনয়ামাস বৈ সুতৌ।
আগ্নীধ্রং শরভঞ্চৈব তথা কন্যাচতুষ্টয়ম্ ॥ ২৪
তদীয়া পুত্রপৌত্রাশ্চ যেঽতীতাস্তে সহস্রশঃ।
প্রীত্যাং পুলস্ত্যভার্য্যায়াং দত্তোঽগ্নিরভবৎ সুতঃ ॥
পূর্ব্বজন্মনি যোঽগস্ত্যঃ স্মৃতঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
তৎসন্ততীয়া বহবঃ পৌলস্ত্যা ইতি বিশ্রুতাঃ ॥২৬
ক্ষমা তু সুষুবে পুত্রান্ পুলহস্য প্রজাপতেঃ।
কর্দ্দমশ্চাসুরীয়শ্চ সহিষ্ণুশ্চেতি তে ত্রয়ঃ ॥ ২৭
ত্রেতাগ্নিবর্চ্চসঃ সর্ব্বে এষাং বংশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
ক্রতোঃ ক্রতুসমান্ পুত্রান্ সন্ততিঃ সুষুবে সুতান্
নৈষাং ভার্য্যাশ্চ পুত্রাশ্চ সর্ব্বে তে হ্যূর্দ্ধরেতসঃ।

হইয়াছিল। মরীচির পত্নী সম্ভূতি, পৌর্ণমাস নামে পুত্র প্রসব করেন, আর চারিটী কন্যাও প্রসব করিয়াছিলেন। ঐ পুত্র ও কন্যার বংশ অতি বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহাদের বংশেই সেই বহুপুত্র কাশ্যপ ঋষি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতি দুইটী পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একজনের নাম আগ্নীধ্র, অপরটীর নাম শরভ; এতত্তিন্ন আর চারিটী কন্যাও হইয়াছিল। ইহাদের সহস্র সহস্র পুত্র-পৌত্রাদি অতীত হইয়াছিল। পুলস্ত্যের ভার্য্যা প্রীতির গর্ভে দত্ত নামে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, পূর্ব্বজন্মে ইনি অগস্ত্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তাঁহার পুত্র পৌত্র প্রভৃতি সন্ততিগণ পৌলস্ত্য নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। ক্ষমা, পুলহ নামক প্রজাপতির ঔরসে তিনটী পুত্র উৎপাদন করেন। তাহাদের নাম কর্দ্দম, আসুরীয় এবং সহিষ্ণু। ইহাঁরা সকলে ত্রেতাগ্নিতুল্য তেজঃ-সম্পন্ন। ইহাঁদের সকলেরই বংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সন্নতি, ক্রতুর ঔরসে ক্রতুতুল্য পুত্র সকল উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইহাঁদের ভার্য্যা বা পুত্র কিছুই ছিল না। তাঁহারা সকলে উর্দ্ধরেতা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের

ষষ্টিস্তানি সহস্রাণি বালখিল্যা ইতি স্মৃতাঃ ॥ ২৯
অনূরুণাগ্রতো যান্তি পরিবার্য্য দিবাকরম্।
অত্রের্ভার্য্যানুসূয়া চ পঞ্চাত্রেয়ানসূয়ত ॥ ৩০
কন্যকাঞ্চ শ্রুতিং নাম মাতা শঙ্খপদস্য যা।
সত্যনেত্রশ্চ হব্যশ্চ আপোমূর্ত্তিঃ শনৈশ্চরঃ ॥ ৩১
সোমশ্চ পঞ্চমস্ত্বেতে পঞ্চাত্রেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ আত্রেয়াণাং মহাত্মনাম্
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরেঽতীতাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
ঊর্জ্জায়ান্তু বশিষ্ঠস্য পুত্রা বৈ সপ্ত জজ্ঞিরে ॥ ৩৩
জ্যায়সী চ স্বসা তেষাং পুণ্ডরীকা সুমধ্যমা।
রজো গাত্রোর্দ্ধবাহূ চ সবনশ্চানয়শ্চ যঃ ॥ ৩৪
সুতপাঃ শুক্র ইত্যেতে সপ্ত সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ।
গোত্রাণি নামভিস্তেষাং বশিষ্ঠানাং মহাত্মনাম্ ॥
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরেঽতীতে হ্যর্ব্বুদানি শতানি চ।
ইত্যেষ ঋষিসর্গস্তু সানুবন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৬
সমাসাদ্বিস্তরাদ্বক্তুমশক্যোঽয়মিতি দ্বিজাঃ।

সংখ্যা ষাট হাজার এবং তাঁহারা বালখিল্য নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সূর্য্য-সারথি অনূরুর সহিত সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করেন। অত্রির ভার্য্যা অনুসূয়া অত্রির ঔরসে পাঁচ পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। ১৬—৩০। তাঁহার শ্রুতি নামে এক কন্যাও উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ শ্রুতি শঙ্খপদের মাতা ছিলেন। অত্রির পাঁচ পুত্রের নাম—সত্যনেত্র, হব্য, আপোমূর্ত্তি, শনৈশ্চর এবং সোম। এই পাঁচজন আত্রেয় নামে অভিহিত হন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সেই মহাত্মা আত্রেয়দিগের শত সহস্র পুত্র এবং পৌত্র অতীত হইয়াছিল। ঊর্জ্জার গর্ভে বসিষ্ঠের সাতটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল এবং সুমধ্যমা পুণ্ডরীকা তাহাদের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। রজঃ, গাত্র, ঊর্দ্ধবাহু, সবন, অনয়, সুতপা এবং শুক্র এই সাতজন; ইহাঁরা সপ্তর্ষি নামে বিখ্যাত। মহাত্মা বশিষ্ঠ-পুত্রদিগের নাম দ্বারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে কত শত অর্ব্বুদসংখ্যক গোত্র (বংশ) বিখ্যাত হইয়াছিল। হে দ্বিজগণ! অতি সংক্ষেপে বা অতি বিস্তারপূর্ব্বক বলা যায় না

যোঽসৌ রুদ্রাত্মকো বহ্নির্ব্রহ্মণো মানসঃ স্মৃতঃ ॥
স্বাহা তস্য প্রিয়া লেভে পুত্রাংস্ত্রীনমিতৌজসঃ ।
পাবকঃ পবমানশ্চ শুচিরিত্যেব তে ত্রয়ঃ ॥ ৩৮
নির্ম্মথ্যঃ পবমানঃ স্যাদ্বৈদ্যুতঃ পাবকঃ স্মৃতঃ ।
সূর্য্যে তপতি যশ্চাসৌ শুচিঃ সৌর উদাহৃতঃ ॥ ৩৯
হব্যবাহঃ কব্যবাহঃ সহরক্ষা ইতি ত্রয়ঃ ।
ত্রয়াণাং ক্রমশঃ পুত্রা দৈবপিত্র্যাসুরাশ্চ তে ॥৪০
এতেষাং পুত্রপৌত্রাশ্চ চত্বারিংশন্নবৈব তে ।
কাম্যনৈমিত্তিকাজস্রকর্ম্মসু ত্রিষু সংস্থিতাঃ ॥ ৪১
সর্ব্বে তপস্বিনো জ্ঞেয়াঃ সর্ব্বে ব্রতভৃতস্তথা ।
সর্ব্বে রুদ্রাত্মকাশ্চৈব সর্ব্বে রুদ্রপরায়ণাঃ ॥ ৪২
তস্মাদগ্নিমুখে যত্তদ্দত্তং স্যাদ্যেন কেনচিৎ ।
তৎ সর্ব্বং রুদ্রমুদ্দিশ্য দত্তং স্যান্নাত্র সংশয়ঃ ॥৪৩
ইত্যেবং নিশ্চয়োঽগ্নীনামনুক্রান্তো যথাতথম্ ।
নাতিবিস্তরতো বিপ্রাঃ পিতৄন্ বক্ষ্যাম্যতঃ পরম্ ॥

ব্রহ্মণঃ পিতৃবক্ষ্ত্বাৎ সৃজতো জজ্ঞিরে তদা ।
মধ্যাদয়ঃ ষড়ৃতবঃ স্বান্ পিতৄন্ পরিচক্ষতে ॥৪৫
যস্মাৎ ষড়ৃতবস্তেষাং স্থানং স্থানাভিমানিনাম্ ।
ঋতবঃ পিতরস্তস্মাদিত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ ॥ ৪৬
যস্মাদৃতুষু সর্ব্বে হি জায়ন্তে স্থাণু-জঙ্গমাঃ ।
তস্মাদেতেঽপি পিতর আর্ত্তবা ইতি চ শ্রুতম্ ॥৪৭
এবং পিতৃণামেতেষামৃতুকালাভিমানিনাম্ ।
ঋতুত্বমার্ত্তবত্বঞ্চ পিতৃত্বঞ্চ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৮
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু পিতরস্তেঽভিমানিনঃ ।
আপ্তৈশ্বর্য্যা মহাত্মানস্তিষ্ঠন্তীহাব্ভ্রসঙ্গমাৎ ॥ ৪৯
অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদঃ পিতরো দ্বিবিধাঃ স্মৃতাঃ ।
অযজ্বানশ্চ যজ্বানঃ ক্রমাৎ তে গৃহমেধিনঃ ॥ ৫০
স্বধাসূত পিতৃভ্যশ্চ দ্বে কন্যে লোকবিশ্রুতে ।
মেনাঞ্চ ধরণীঞ্চৈব যাভ্যাং বিশ্বমিদং ধৃতম্ ॥ ৫১
অগ্নিষ্বাত্তসুতা মেনা ধরণী বর্হিষংসুতা ।

বলিয়া আমি এই প্রপঞ্চ ঋষিসর্গের কীর্ত্তন করিলাম। পূর্ব্বে যে ব্রহ্মার মানসপুত্র রুদ্র নামক বহ্নির বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাঁহার ভার্য্যা স্বাহা তিনটী অমিতৌজা পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম পাবক, পবমান এবং শুচি। অরণি জন্য অগ্নির নাম পাবমান, বৈদ্যুত অগ্নির নাম পাবক এবং সূর্য্য তাপদান করিলে যে অগ্নি দৃশ্য হয়, সেই সৌর অগ্নির নাম শুচি। পূর্ব্বোক্ত তিন জনের যথাক্রমে হব্যবাহ, কব্যবাহ এবং সহরক্ষা, এই তিনটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল; ইহারা আবার যথাক্রমে দৈব, পিত্র্য এবং আসুর বলিয়া বিখ্যাত। ৩১—৪০। ইহাদের পুত্র এবং পৌত্রের সংখ্যা একোনপঞ্চাশৎ। তাহারা সকলেই কাম্য, নৈমিত্তিক এবং নিত্য, এই তিন প্রকার কর্ম্মে প্রয়োজনীয়। ইহারা সকলেই তপস্বী, সকলেই ব্রতধারী এবং সকলেই রুদ্রস্বরূপ ও রুদ্রপরায়ণ। অতএব যে কোন ব্যক্তি যে কিছু বস্তু অগ্নিমুখে অর্পণ করেন, সে সকল যে রুদ্রের উদ্দেশে দত্ত হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অগ্নিদিগের এই যথাযথ নিশ্চয় করা হইল। অতঃপর অল্পবিস্তারে পিতৃদিগের কথা বলিব।

ব্রহ্মা সকলের পিতা, এই নিমিত্ত তিনি যখন সৃজন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহা হইতে বসন্ত প্রভৃতি ছয় ঋতু উৎপন্ন হইয়াছিল; তাহাদিগকে পিতৃ বলিয়া অভিহিত করে। যেহেতু স্থানাভিমানী পিতৃদিগের ছয় ঋতু আশ্রয়, এই নিমিত্ত ঋতুদিগকে পিতৃ নামে বিখ্যাত করা হয়; বৈদিক শ্রুতিই ইহার প্রমাণ। যেহেতু ঋতুতে সমুদয় স্থাণু এবং জঙ্গম উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্ত বেদে আর্ত্তবগণকে ‘পিতৃগণ’ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এইরূপে ঋতুকালাভিমানী পিতৃদিগের ঋতুত্ব, আর্ত্তবত্ব এবং পিতৃত্ব পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই অভিমানী মহাত্মা পিতৃগণ সমুদয় মন্বন্তরে ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া আকাশ-সংলগ্ন হইয়া অবস্থান করেন। পিতৃগণ দ্বিবিধ,—প্রথম অগ্নিষ্বাত্তা, দ্বিতীয় বর্হিষদ্; তাঁহারা যথাক্রমে অযজ্বা ও যজ্বা নামে খ্যাত। তাঁহারা সকলেই গৃহমেধী। পিতৃগণের ঔরসে স্বধা লোকবিশ্রুত দুইটী কন্যা প্রসব করেন;—একটীর নাম মেনা, অপরটীর নাম ধরণী; ইহাঁরা দুই জনে এই সমুদয় বিশ্ব ধারণ করিতেছেন। মেনা, অগ্নিষ্বাত্তাদিগের কন্যা এবং ধরণী বর্হি-

মেনা হিমবতঃ পত্নী মৈনাকং ক্রৌঞ্চমেব চ ॥ ৫২
গৌরীং গঙ্গাঞ্চ সুষুবে ভবাঙ্গাশ্লেষপাবনীম্।
মেরোস্তু ধরণী পত্নী দিব্যৌষধিসমন্বিতম্ ॥ ৫৩
মন্দরং সুষুবে পুত্রং চিত্রসুন্দরকন্দরম্।
স এব মন্দরঃ শ্রীমান্ মেরুপুত্রস্তপোবলাৎ ॥৫৪
সাক্ষাচ্ছ্রীকণ্ঠনাথস্য শিবস্যাবাসতাং গতঃ।
সাসূত ধরণী ভূয়স্তিস্রঃ কন্যাশ্চ বিশ্রুতাঃ ॥ ৫৫
বেলাঞ্চ নিয়তিঞ্চৈব তৃতীয়ামপি চায়তিম্।
আয়তির্নিয়তিশ্চৈব পত্ন্যৌ দ্বে ভৃগুপুত্রয়োঃ ॥ ৫৬
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে পূর্ব্বং কথিতস্তু তদন্বয়ঃ।
সুষুবে সাগরাদ্বেলা কন্যামেকামনিন্দিতাম্ ॥ ৫৭
সবর্ণাং নাম সামুদ্রীং পত্নীং প্রাচীনবর্হিষঃ।
সামুদ্রী সুষুবে পুত্রান্ দশ প্রাচীনবর্হিষঃ ॥ ৫৮
সর্ব্বে প্রাচেতসা নাম ধনুর্ব্বেদস্য পারগাঃ।
এষাং স্বায়ম্ভুবে দক্ষঃ পুত্রত্বমগমৎ পুরা ॥ ৫৯
ত্রিয়ম্বকস্য শাপেন চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।

ইত্যেতে ব্রহ্মপুত্রাণাং ধর্ম্মাদীনাং মহাত্মনাম্ ॥৬০
নাতিসংক্ষেপতো বিপ্রা নাতিবিস্তরতঃ ক্রমাৎ।
বর্ণিতা বৈ ময়া বংশা দিব্যাদেবগণান্বিতাঃ ॥ ৬১
ক্রিয়াবন্তঃ প্রজাবন্তো মহর্দ্ধিভিরলঙ্কৃতাঃ।
প্রজানাং সন্নিবেশোঽয়ং প্রজাপতিসমুদ্ভবঃ ॥ ৬২
ন হি শক্যঃ প্রসংখ্যাতুং বর্ষকোটীশতৈরপি।
রাজ্ঞামপি চ যো বংশো দ্বিধা সোঽপি প্রবর্ত্ততে
সূর্য্যবংশঃ সোমবংশ ইতি পুণ্যতমঃ ক্ষিতৌ।
ইক্ষ্বাকুরম্বরীষশ্চ যযাতির্নহুষাদয়ঃ ॥ ৬৪
পুণ্যশ্লোকাঃ শ্রুতা যেঽত্র তেঽপি তদ্বংশসম্ভবাঃ।
অন্যে চ রাজঋষয়ো নানাবীর্য্যপরাক্রমাঃ ॥ ৬৫
কিন্তৈঃ ফলমনুক্রান্তৈরুক্তপূর্ব্বৈঃ পুরাতনৈঃ।
কিঞ্চেশ্বরকথা বৃত্তা যত্র তত্রান্যকীর্ত্তনম্ ॥ ৬৬
ন সদ্ভিঃ সম্মতং মত্বা নোৎসহে বহু ভাষিতুম্।
প্রসঙ্গাদীশ্বরস্যৈব প্রভাবদ্যোতনাদপি।

ষদ্দিগের কন্যা। হিমালয় পর্ব্বতের পত্নী মেনা মৈনাক ও ক্রৌঞ্চপর্ব্বত এবং মহাদেবের অঙ্গালিঙ্গনপাবনী গৌরী ও গঙ্গাকে প্রসব করিয়াছিলেন। সুমেরু পর্ব্বতের পত্নী ধরণী, দিব্যৌষধি-সমন্বিত এবং বিচিত্র-সুন্দর কন্দর-যুক্ত মন্দর পর্ব্বতকে প্রসব করিয়াছিলেন। সেই সুমেরুর পুত্র শ্রীমান্ মন্দর পর্ব্বত তপো-বলে সাক্ষাৎ শ্রীকণ্ঠনাথ মহাদেবের আবাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ ধরণী পুনর্ব্বার আর তিনটী কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। ৪১—৫৫। তাঁহাদের নাম বেলা, নিয়তি এবং আয়তি। আয়তি এবং নিয়তি ইঁহারা দুই জন পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ভৃগুপুত্রদ্বয়ের পত্নীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশ কীর্ত্তন করিয়াছি। বেলা, সাগরের ঔরসে আপনার সবর্ণ, প্রাচীন-বর্হিষের পত্নী সামুদ্রী নাম্নী কন্যাকে প্রসব করিয়াছিলেন। সামুদ্রী, প্রাচীনবর্হিষের ঔরসে দশটী পুত্র প্রসব করেন। তাঁহারা সকলে প্রাচেতস নামে বিখ্যাত এবং ধনুর্ব্বেদে পারগ। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের দক্ষ, পূর্ব্বে মহাদেবের শাপে চাক্ষুষ-মনুর অন্তরে ইঁহাদের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমি, ব্রহ্মার পুত্র ধর্ম্মাদির এই সকল দিব্য এবং দেবগণান্বিত বংশ অনতি-সংক্ষেপে এবং অনতি বিস্তারে কীর্ত্তন করি-লাম। ইহারা সকলে ক্রিয়াবান্, প্রজাবান্ এবং মহাসমৃদ্ধি দ্বারা অলঙ্কৃত। প্রজাপতি হইতে সমুৎপন্ন এই প্রজাদিগের সন্নিবেশ কোটিশত বর্ষেও গণনা করা যায় না। পৃথি-বীতে রাজাদিগের পবিত্র বংশও দুই প্রকার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে;—একটীর নাম চন্দ্রবংশ এবং অপরের নাম সূর্য্যবংশ। ইক্ষ্বাকু, অম্ব-রীষ, যযাতি এবং নহুষ প্রভৃতি যে সকল রাজা পুণ্যশ্লোক নামে প্রসিদ্ধ, উঁহারাও ঐ বংশ হইতে উৎপন্ন। আরও অনেক বিবিধ বীর্য্য ও পরাক্রমশালী রাজর্ষিগণ ঐ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের বিষয় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে আর সে পুরাতন কথার যথাক্রম কথনে ফল কি? আরও দেখ, ঈশ্ব-রের কথার প্রসঙ্গে যেখানে সেখানে অপর বিষয়ের কীর্ত্তন পণ্ডিতগণের সম্মত নহে, এই-জন্য আমি অনেক বলিতে উৎসাহ করি না। ঈশ্বরকথার প্রসঙ্গে তাঁহার প্রভাবদ্যোতন

সর্গাদয়োঽপি কথ্যন্ত ইত্যলং তৎপ্রবিস্তরৈঃ ॥ ৬৭

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং
পূর্ব্বভাগে স্বায়ম্ভুববংশবর্ণনং নাম
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

দেবী দক্ষস্য তনয়া ত্যক্ত্বা দাক্ষায়ণীং তনুম্।
কথং হিমবতঃ পুত্রী মেনায়ামভবৎ পুরা ॥ ১
কথঞ্চ নিন্দিতো রুদ্রো দক্ষেণ চ মহাত্মনা।
নিমিত্তমপি কিং তত্র যেন স্যান্নিন্দিতো ভবঃ ॥ ২
উৎপন্নশ্চ কথং দক্ষো অপি শাপাদ্ভবস্য তু।
চাক্ষুষস্যান্তরে পূর্ব্বং মনোঃ প্রব্রূহি মারুত ॥ ৩

বায়ুরুবাচ।

শৃণ্বন্তু কথয়িষ্যামি দক্ষস্য লঘুচেতসঃ।
বৃত্তং পাপাৎ প্রমাদাচ্চ বিশ্বামরবিদূষণম্ ॥ ৪
পুরা সুরাসুরাঃ সর্ব্বে সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
কদাচিদ্দ্রষ্টুমীশানং হিমবচ্ছিখরং যযুঃ ॥ ৫
তদা দেবশ্চ দেবী চ দিব্যাসনগতাবুভৌ।
দর্শনং দদতুস্তেষাং দেবাদীনাং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৬
তদানীমেব দক্ষোঽপি গতস্তত্র সহামরৈঃ।
জামাতরং হরং দ্রষ্টুং দ্রষ্টুঞ্চাত্মসুতাং সতীম্ ॥ ৭
তদাত্মগৌরবাদেব দেব্যা দক্ষে সমাগতে।
দেবাদিভ্যো বিশেষেণ ন কাচিদভবৎ স্মৃতিঃ ॥ ৮
তস্য তস্যাঃ পরং ভাবমজ্ঞাতুশ্চাপি কেবলম্।
পুত্রীত্যেবং বিমূঢ়স্য তস্যাং বৈরমজায়ত ॥ ৯
ততস্তেনৈব বৈরেণ বিধিনা চ প্রচোদিতঃ।
নাজুহাব ভবং দক্ষো দীক্ষিতস্তামপি দ্বিষন্ ॥ ১০
অন্যান্ জামাতরঃ সর্ব্বান্ হূয় স যথাক্রমম্।
শতশঃ পুষ্কলামর্চ্চাং চকার চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১১
তথা তান্ সঙ্গতান্ শ্রুত্বা নারদস্য মুখাৎ তদা।
যযৌ রুদ্রায় রুদ্রাণী বিজ্ঞাপ্য ভবনং পিতুঃ ॥ ১২

করিবার নিমিত্ত সৃষ্টি-আদির বিষয় যতটুকুই বলা আবশ্যক, ততটুকুই বলা উচিত। বিস্তর বলিবার প্রয়োজন নাই। ৫৬—৬৭।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—দক্ষের কন্যা দেবী দক্ষোৎপাদিত শরীর ত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত হিমালয়ের পুত্রী হইয়া মেনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? মহাত্মা দক্ষ, কি নিমিত্তই বা রুদ্রের নিন্দা করিয়াছিলেন এবং কি কারণে মহাদেবই বা নিন্দিত হইয়াছিলেন? হে মারুত! মহাদেবের শাপে চাক্ষুষমনুর অন্তরে দক্ষই বা কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? এ সকল বিষয় আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন। বায়ু বলিলেন,—আপনারা, লঘুচেতা দক্ষের প্রমাদ পাপহেতু সঞ্জাত সর্ব্ব অমরের বিদূষণ ব্যাপার শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে কোন সময়ে নিখিল সুর, অসুর, সিদ্ধ এবং মহর্ষিগণ মহাদেবকে দেখিবার নিমিত্ত হিমালয়ের শিখরদেশে গমন করিয়াছিলেন। তাহার পর, হে দ্বিজগণ! দেব এবং দেবী দিব্য আসনে উপবিষ্ট হইয়া, সেই দর্শনার্থী দেবাদিকে দর্শন দিয়াছিলেন। এই অবসরে দক্ষও অমরগণের সহিত আপনার জামাতা, হর এবং আপনার কন্যা সতীকে দেখিতে সেই স্থানে গমন করিয়াছিল। দেবী পরমাত্ম-স্বরূপিণী, এইজন্য (তাঁহার সকলেই সমান) দক্ষ আসিলেও অন্য দেবতা অপেক্ষা তাঁহার প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন তিনি করিলেন না। দক্ষ দেবীর প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারে নাই, কেবল আমার কন্যা এইরূপ ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া কন্যার প্রতি বৈরিভাবাপন্ন হইল। দক্ষ, যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া নিয়তিবশেই, সেই বৈরপ্রযুক্ত বিদ্বেষে শিবকে অহ্বান করিল না; কিন্তু অন্য জামাতাদিগকে আহ্বান করিয়া যথাক্রমে প্রত্যেককে প্রচুর পূজা করিল। ১—১১ রুদ্রাণী, নারদ-মুখে পিতৃভবনে তাঁহাদের সমাগম-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, রুদ্রকে বলি-

অথ সন্নিহিতং দিব্যং বিমানং বিশ্বতোমুখম্।
লক্ষণাঢ্যং সুখারোহমতিমাত্রমনোহরম্॥ ১৩
তপ্তজাম্বূনদপ্রখ্যং চিত্ররত্নপরিষ্কৃতম্।
মুক্তাময়বিতানাগ্র্যং স্রগ্দামসমলঙ্কৃতম্॥ ১৪
তপ্তকাঞ্চননির্ব্যূহং রত্নস্তম্ভশতাবৃতম্।
বজ্রকল্পিতসোপানং বিদ্রুমস্তম্ভতোরণম্॥ ১৫
পুষ্পপট্টপরিস্তীর্ণং চিত্ররত্নমহাসনম্।
বজ্রজালকিরচ্ছিদ্রমচ্ছিদ্রমণিকুট্টিমম্॥ ১৬
মণিদণ্ডমনোজ্ঞেন মহাবৃষভলক্ষণা।
অলঙ্কৃতপুরোভাগমভ্রশুভ্রেণ কেতুনা॥ ১৭
রত্নকঞ্চুকগুপ্তাঙ্গৈশ্চিত্রবেত্রৈকপাণিভিঃ।
অধিষ্ঠিতমহাদ্বারমপ্রধৃষ্যৈর্গণেশ্বরৈঃ॥ ১৮
মৃদঙ্গতালগীতাদি-বেণুবীণাবিশারদৈঃ।
বিদগ্ধবেশভাষৈশ্চ বহুভিঃ স্ত্রীজনৈর্বৃতম্॥ ১৯
আরুরোহ মহাদেবি সহ প্রিয়সখীজনৈঃ।
চামরব্যজনে তস্যা বজ্রদণ্ডে মনোহরে॥ ২০
গৃহীত্বা রুদ্রকন্যে দ্বে বিবীজতুরুভে শুভে।
তদা চামরয়োর্মধ্যে দেব্যা বদনমাবভৌ॥ ২১
অন্যোন্যং যুদ্ধতোর্মধ্যে হংসয়োরিব পঙ্কজম্।
ছত্রং শশিনিভং তস্যাশ্চূড়োপরি সুমালিনী॥ ২২
ধৃতমুক্তা পরিক্ষিপ্তং বভার প্রেমনির্ভরা।
তচ্ছত্রমুজ্জ্বলং দেব্যা রুরুচে বদনোপরি॥ ২৩
উপর্য্যমৃতভাণ্ডস্য মণ্ডলং শশিনো যথা।
অথ চাগ্রে সমাসীনা সুস্মিতাস্যাঃ শুভাবতী॥২৪
অক্ষদ্যূতবিনোদেন রময়ামাস পার্ব্বতীম্।
সুযশা পাদুকে দেব্যাঃ শুভে রত্নপরিষ্কৃতে॥২৫
স্তনয়োরন্তরে কৃত্বা তদা দেবীমসেবত।
অন্যা কাঞ্চনচার্ব্বঙ্গী দীপ্তং জগ্রাহ দর্পণম্॥ ২৬
অপরা তালবৃন্তঞ্চ পরা তাম্বূলপেটিকাম্।
কাচিৎ ক্রীড়াশুকং চারু করে চকার ভামিনী॥
কাচিৎ তু সুমনোজ্ঞানি পুষ্পাণি সুরভীণি চ।
কাচিদাভরণাধারং বভার কমলেক্ষণা॥ ২৮
কাচিচ্চ পুনরালেপং সপ্রসূনং সভাজনম্।
অন্যাশ্চ সুদৃশস্তাস্তা যথাস্বমুচিতক্রিয়াঃ॥ ২৯
আবৃত্যান্তর্মহাদেবীমসেবন্ত সমন্ততঃ।

তথায় যাত্রা করিলেন। অনন্তর সমীপানীত সুলক্ষণ-সম্পন্ন মনোহর সুখারোহ সর্ব্বত্রগামী বিমানে দেবী আরোহণ করিলেন। বিমানের দীপ্তি তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়, বিচিত্র রত্ন তাহার শোভা সম্পাদন করিতেছে, মুক্তাময় উত্তম চন্দ্রাতপ এবং বিবিধ মাল্যে তাহা অলঙ্কৃত। বিমানের নির্য্যূহ তপ্তকাঞ্চন-মনোহর, শত শত রত্নস্তম্ভ বিরাজমান, সোপানাবলী হীরক-খচিত এবং তোরণ বিদ্রুমমণি-নির্ম্মিত। সেই বিমান—পুষ্পপট, বিচিত্র রত্নাসন, হীরকজাল এবং অচ্ছিদ্র মণিময় কুট্টিমে বিরাজিত। মহাবৃষভ-চিহ্নযুক্ত মণিদণ্ড-সম্মিলিত শুভ্র-পতাকা—বিমানের শিরোভাগ শোভিত করিতেছে। রত্নকঞ্চুকধারী, বেত্রপাণি, দুর্দ্ধর্ষ গণাধিপতিগণ বিমানের দ্বারদেশে অধিষ্ঠিত। আর মৃদঙ্গ-বীণা-বেণু-তাল-গান-বিশারদ বহু রমণীগণ সেই বিমানে ছিলেন। মহাদেবী প্রিয় সখীগণের সঙ্গে সেই বিমানে আরোহণ করিলেন। হীরক-দণ্ড-সম্পন্ন মনোহর চামর ব্যজন লইয়া দুই জন রুদ্রকন্যা দেবীকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। তখন সেই চামরদ্বয়-মধ্যগত দেবী-বদন, পরস্পর যুদ্ধাসক্ত হংস-দ্বয়ের মধ্যস্থিত পদ্মের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিল। প্রেমময়ী সখী সুমালিনী তাঁহার চূড়োপরি মুক্তাখচিত সুধাংশু-সন্নিভ ছত্র ধারণ করিলেন। সেই উজ্জ্বল ছত্র, চন্দ্রের উপর বর্ত্তুল অমৃতভাণ্ডের ন্যায়, দেবীর বদনমণ্ডলোপরি শোভিত হইল। স্মিতমুখী সখী শুভাবতী, অগ্রে বসিয়া অক্ষ-ক্রীড়া দ্বারা পার্ব্বতীর সন্তোষ সাধন করিতে লাগিলেন। সখী সুযশাঃ দেবীর রত্নময় পাদুকাযুগল স্তনমধ্যে রাখিয়া দেবীর সেবা করিতে লাগিলেন। কাঞ্চনবর্ণা এক সহচরী দীপ্ত দর্পণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২—২৬। আর কেহ তালবৃন্ত, কেহ তাম্বূল-পেটিকা (ডিবিয়া) এবং কোন সহচরী ক্রীড়া-শুকপক্ষী হস্তে করিয়াছিলেন। কোন সখী মনোহর সুরভি পুষ্প, কোন কমললোচনা আভরণাধার এবং কেহ পুষ্পযুক্ত, পাত্রস্থিত অনু-লেপনদ্রব্য ধারণ করিয়াছিলেন। অন্য সুলোচনা-

অতীব শুশুভে তাসামন্তরে পরমেশ্বরী ॥ ৩০
তারাপরিষদো মধ্যে চন্দ্রলেখেব শারদী।
ততঃ শঙ্খসমুত্থস্য নাদস্য সমনন্তরম্ ॥ ৩১
প্রাস্থানিকো মহানাদঃ পটহঃ সমতাড্যত।
ততো মধুরবাদ্যানি সহ তালোদ্যতৈঃ স্বনৈঃ ॥৩২
অনাহতানি সন্নেদুঃ কাহলানাং শতানি চ।
সায়ুধানাং গণেশানাং মহেশসমতেজসাম্ ॥ ৩৩
সহস্রাণি শতান্যষ্টৌ তদানীং পুরতো যযুঃ।
তেষাং মধ্যে বৃষারূঢ়ো গজারূঢ়ো যথা গুহঃ ॥ ৩৪
জগাম গণপঃ শ্রীমান্ সোমনন্দী সুরার্চ্চিতঃ।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্দিবি দিব্যসুখস্বনাঃ ॥ ৩৫
ননৃতুর্মুনয়ঃ সর্ব্বে মুমুদুঃ সিদ্ধযোগিনঃ।
সসৃজুঃ পুষ্পবৃষ্টিঞ্চ বিমানোপরি বারিদাঃ ॥ ৩৬
তদা দেবগণৈশ্চান্যৈঃ পথি সর্ব্বত্র সঙ্গতা।
ক্ষণাদিব পিতুর্গেহং প্রবিবেশ মহেশ্বরী ॥ ৩৭
তাং দৃষ্ট্বা কুপিতো দক্ষশ্চাত্মনঃ ক্ষয়কারণাৎ।
তস্যা যবীয়সীভ্যোঽপি চক্রে পূজামসৎকৃতাম্।
তদা শশিমুখী দেবী পিতরং সদসি স্থিতম্।
অম্বিকা বক্তুমব্যগ্রমুবাচ কৃপণং বচঃ ॥ ৩৯

দেব্যুবাচ।

ব্রহ্মাদয়ঃ পিশাচান্তা যস্যাজ্ঞাবশবর্ত্তিনঃ।
স দেবঃ সাম্প্রতং তাত বিধিনা নার্চ্চিতঃ কিল।
তদাস্তাং মম জ্যায়স্যাঃ পুত্র্যাঃ পূজাং কিমীদৃশীম্
অসৎকৃতমবজ্ঞায় কৃতবানসি গর্হিতাম্ ॥ ৪১
এবমুক্তোঽব্রবীদেনাং দক্ষঃ ক্রোধাদমর্ষিতঃ।
ত্বত্তঃ শ্রেষ্ঠা বরিষ্ঠাশ্চ পূজ্যা বালাঃ সুতা মম ॥৪২
তাসান্তু যে চ ভর্ত্তারস্তে মে বহুমতা মুদা।
গুণৈশ্চাপ্যধিকাঃ সর্ব্বে ভর্ত্তুস্তে ত্র্যম্বকাদপি ॥ ৪৩
স্তব্ধাত্মা তামসঃ সর্ব্বস্ত্বমিমং সমুপাশ্রিতা।
তেন ত্বামবমন্যেঽহং প্রতিকূলো হি মে ভবঃ ॥৪৪
তথোক্তা পিতরং দক্ষং ক্রুদ্ধা দেবীদমব্রবীৎ।
শৃণ্বতামেব সর্ব্বেষাং যে যজ্ঞসদসি স্থিতাঃ ॥ ৪৫

গণ, যথাযোগ্য ভাবে উচিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করত মহাদেবীর সেবা করিতে লাগিলেন। পরমেশ্বরী নক্ষত্রমণ্ডলী মধ্যে শারদী শিশিকলার ন্যায় সেই সখীগণমধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন। তার পর শঙ্খধ্বনি হইলে, মহানাদ-সম্পন্ন যাত্রিক পটহ বাদিত হইল। তালশব্দ সহ মধুর বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। অনাহত শতশত কাহল বাদ্য বাজিতে লাগিল। মহেশ-সম-তেজা অস্ত্রধারী সহস্র শত এবং অষ্টসংখ্যক গণাধ্যক্ষ-গণ সম্মুখে যাইতে লাগিলেন; তন্মধ্যে গজারূঢ় কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় বৃষারূঢ় দেব-বন্দিত, শ্রীমান্, শিবের আনন্দ-বিধায়ক গণপতি গমন করিতে লাগিলেন। ২৭—৩৪। আকাশে মধুর শব্দে দেব-দুন্দুভি সকল বাজিয়া উঠিল, মুনি সকল নাচিতে লাগিলেন। সিদ্ধ-যোগিগণ আনন্দিত হইলেন এবং মেঘগণ বিমানের উপর পুষ্প-বৃষ্টি করিতে লাগিল। অনন্তর পথে দেবগণ এবং অপরাপরের সহিত মিলিত হইয়া মহেশ্বরী, ক্ষণকালমধ্যে পিতৃগৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দক্ষ অতিশয় কুপিত হইয়া এবং আপনার বিনাশের নিমিত্ত তাঁহাকে পূজা না করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীদিগকে পূজা করিতে লাগিল। তখন শশিমুখী দেবী অম্বিকা সভাস্থিত পিতাকে অব্যগ্রভাবে যুক্তি-যুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন। দেবী বলিলেন,—হে পিতঃ! ব্রহ্মা হইতে পিশাচ পর্য্যন্ত যে দেবের আজ্ঞাকারী, সম্প্রতি সেই দেবকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন না। সে যাহা হউক, আমি জ্যেষ্ঠা, আমার পূজা না করিয়া কেন এই লোকগর্হিত কনিষ্ঠাগণের পূজা করিতেছেন? দেবী কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া দক্ষ ক্রোধে অমর্ষ সহকারে তাঁহাকে বলিল,—তোমার কনিষ্ঠাগণ তোমা হইতে শ্রেষ্ঠা ও বরিষ্ঠা, এই নিমিত্ত আমি তাহাদিগের পূজা করিতেছি এবং উহাদের ভর্তৃগণ সর্ব্বদা আমার সমাদরের পাত্র; তোমার ভর্ত্তা ত্র্যম্বক অপেক্ষা তাহারা অধিক গুণবান্। শর্ব্ব তমোগুণযুত এবং আমার শত্রু; তাহাকে তুমি আশ্রয় করিয়াছ, তাই তুমি আমার অবজ্ঞার পাত্র।৩৫—৪৪। পিতার এই কথা শুনিয়া দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া সভাস্থিত সকলের সমক্ষে পিতা দক্ষকে বলিলেন,—হে দক্ষ!

অকস্মান্মম ভর্ত্তারমজাতাশেষদূষণম্ ।
বাচা দূষয়সে দক্ষ সাক্ষাল্লোকমহেশ্বরম্ ॥ ৪৫
বিদ্যাচৌরো গুরুদ্রোহী দেবেশ্বরবিদূষকঃ।
ত এতে বহুপাপ্মানঃ সদ্যো দণ্ড্যা ইতি শ্রুতিঃ ॥
তস্মাদত্যুৎকটস্যাস্য পাপস্য সদৃশো ভৃশম্ ।
সহসা দারুণো দণ্ডস্তব দেবাদ্ভবিষ্যতি ॥ ৪৮
ত্বয়া ন পূজিতো যস্মাদ্দেব দেবস্ত্রিয়ম্বকঃ।
তস্মাৎ তব কুলং দুষ্টং নষ্টমিত্যবধারয় ॥ ৪৯
ইত্যুক্ত্বা পিতরং রুষ্টা সতী সন্ত্যজ্য সাব্যয়া।
তদীয়াঞ্চ তনুং ত্যক্ত্বা হিমবন্তং যযৌ গিরিম্ ॥৫০
স পর্ব্বতবরঃ শ্রীমান্ লব্ধপুণ্যফলোদয়ঃ।
তদর্থমেব কৃতবান্ সুচিরং দুশ্চরং তপঃ ॥ ৫১
তস্মাৎ তমনুগৃহ্ণাতি ভূধরেশ্বরমীশ্বরী।
স্বেচ্ছয়া পিতরং চক্রে স্বাত্মনো যোগমায়য়া ॥৫২
যদা গতা সতী দক্ষং বিনিন্দ্য ভয়বিহ্বলা।

এ পর্য্যন্ত যাঁহার কোনরূপ নিন্দা হয় নাই, সেই সাক্ষাৎ লোক-মহেশ্বর আমার ভর্ত্তার প্রতি তুমি অকারণে দুষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। বিদ্যাচৌর, গুরুদ্রোহী এবং দেব ও ঈশ্বরের নিন্দাকারী—এই সকল পাপী সদ্যোদণ্ডার্হ ইহা বেদে উক্ত হইয়াছে। এই নিমিত্ত সেই দেব মহেশ্বর হইতে অচিরে তোমার এই অত্যুৎকট পাপের সদৃশ দণ্ড হইবে। তুমি যেহেতু দেবদেব ত্র্যম্বকের পূজা করিলে না, এ কারণেই তোমার এই দুষ্ট কুল নষ্ট হইবে, ইহা স্থির জানিও। সেই অব্যয়া সতী রুষ্ট হইয়া পিতাকে এইরূপ বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তদুৎপাদিত শরীর ত্যাগ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন। পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ হিমালয় পর্ব্বত পূর্ব্বে তাঁহার প্রাপ্তির নিমিত্ত দুষ্কর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই তপস্যার পুণ্যফল লাভ করিলেন। সেই তপঃপ্রভাবেই পরমেশ্বরী সেই পর্ব্বতেশ্বরকে অনুগ্রহ করিলেন এবং আপনার যোগমায়ায় মুগ্ধ হইয়া ইচ্ছাক্রমে তাঁহাকে পিতা করিলেন। যখন সতী দক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, সেই সময়ে মন্ত্রেরা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া

তদা তিরোহিতা মন্ত্রা বিহতশ্চ ততোঽধ্বরঃ ॥৫৩
তদুপশ্রুত্য গমনং দেব্যাস্ত্রিপুরমর্দ্দনঃ।
দক্ষায় চ ঋষিভ্যশ্চ চুকোপ চ শশাপ তান্ ॥ ৫৪
যস্মাদবমতা দক্ষ মৎকৃতেঽনাগসা সতী।
পূজিতাশ্চেতরাঃ সর্ব্বাঃ স্বসুতা ভর্তৃভিঃ সহ ॥ ৫৫
বৈবস্বতেঽন্তরে যস্মাৎ তব জামাতরস্ত্বমী।
উৎপৎস্যন্তে সমং সর্ব্বে ব্রহ্মযজ্ঞেষযোনিজাঃ ॥
ভবিতা মানুষো রাজা চাক্ষুষস্য ত্বমন্বয়ে।
প্রাচীনবর্হিষঃ পৌত্রঃ পুত্রশ্চাপি প্রচেতসঃ ॥ ৫৭
অহং তত্রাপি তে বিঘ্নমাচরিষ্যামি দুর্ম্মতে।
ধর্ম্মার্থকামযুক্তেষু কর্ম্মস্বপি পুনঃপুনঃ ॥ ৫৮
তেনৈবং ব্যাহৃতো দক্ষো রুদ্রেণামিততেজসা।
স্বায়ম্ভুবীং তনুং ত্যক্ত্বা পপাত ভুবি দুঃখিতঃ ॥৫৯
ততঃ প্রাচেতসো দক্ষো জজ্ঞে বৈ চাক্ষুষেঽন্তরে
প্রাচীনবর্হিষঃ পৌত্রঃ পুত্রশ্চৈব প্রচেতসঃ ॥ ৬০
ভৃগ্বাদয়োঽপি তে জাতা মনোর্বৈবস্বতস্য তু।

তিরোহিত হইলেন; সুতরাং যজ্ঞও বিনষ্ট হইল। ত্রিপুর-মর্দ্দন মহাদেব দক্ষালয় হইতে দেবীর গমন শ্রবণ করিয়া, দক্ষ ও ঋষিগণের উপর কুপিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন,—হে দক্ষ! যেহেতু তুমি আমার জন্য সেই নিরপরাধা সতীকে অপমানিত করিয়াছ এবং অপরাপর দুহিতাদিগকে ভর্তৃগণের সহিত সম্মানিত করিয়াছ, এই কারণে বৈবস্বত মন্বন্তরে তোমার এই জামাতৃগণ ব্রহ্মযজ্ঞে সকলে একেবারে অযোনিজ হইয়া উৎপন্ন হইবে এবং তুমিও চাক্ষুষ মনুর বংশে প্রাচীন-বর্হিষের পৌত্র ও প্রচেতাদিগের পুত্র মনুষ্যরাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। হে দুর্ম্মতে! আমি তখনও তোমার ধর্ম্মার্থযুক্ত কর্ম্মে বারংবার বিঘ্ন আচরণ করিব। অমিততেজা রুদ্র কর্ত্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া দক্ষ স্বায়ম্ভুব শরীর পরিত্যাগ করিয়া দুঃখিত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল। তাহার পর চাক্ষুষ-মনুর সময়ে দক্ষ, প্রাচীন-বর্হিষের পৌত্র এবং প্রচেতাদিগের পুত্র প্রাচেতস নামে জন্মগ্রহণ করিলেন। ভৃগুপ্রভৃতি

অন্তরে ব্রহ্মণো যজ্ঞে বারুণীং বিভ্রতস্তনুম্ ॥৬১
তদা দক্ষস্য ধর্ম্মার্থং প্রবৃত্তস্য দুরাত্মনঃ ।
মহেশঃ কৃতবান্ বিঘ্নং মনৌ বৈবস্বতে সতি ॥৬২

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং পূর্ব্বভাগে সতীদেহত্যাগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কথং দক্ষস্য ধর্ম্মার্থং প্রবৃত্তস্য দুরাত্মনঃ ।
মহেশঃ কৃতবান্ বিঘ্নমেতদিচ্ছামহে বয়ম্ ॥ ১

বায়ুরুবাচ ।

বিশ্বস্য জগতো মাতুরপি দেব্যাস্তপোবলাৎ ।
পিতৃভাবমুপাগম্য মুদিতে হিমবদ্গুরৌ ॥ ২
দেবেঽপি চ কৃতোদ্বাহে হিমবচ্ছিখরালয়ে ।
ক্রীড়মানে তয়া সার্দ্ধং কালে বহুতরে গতে ॥ ৩
বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে দক্ষঃ প্রাচেতসঃ স্বয়ম্ ।
অশ্বমেধেন যজ্ঞেন যক্ষ্যমাণোঽন্বপদ্যত ॥ ৪
ততো হিমবতঃ পৃষ্ঠে দক্ষো বৈ যজ্ঞমাহরৎ ।
গঙ্গাদ্বারে শুভে দেশে ঋষিসিদ্ধনিষেবিতে ॥ ৫
তস্য তস্মিন্ মখে দেবাঃ সর্ব্বে শক্রপুরোগমাঃ ।
গমনায় সমাগম্য বুদ্ধিমাপেদিরে তদা ॥ ৬
আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যাঃ সহ মরুদ্গণৈঃ ।
সোমপাশ্চৈব পিতর আজ্যপা ধূমপাস্তথা ॥ ৭
অশ্বিনৌ পিতরশ্চৈব তথা চান্যে মহর্ষয়ঃ ।
বিষ্ণুনা সহিতাঃ সর্ব্বে হ্যাগতা যজ্ঞভাগিনঃ ॥ ৮
দৃষ্ট্বা দেবকুলং সর্ব্বমীশ্বরেণ বিনাগতম্ ।
দধীচির্মন্যুনাবিষ্টো দক্ষমেবমভাষত ॥ ৯

দধীচিরুবাচ ।

অপূজ্যপূজনে চৈব পূজ্যানাঞ্চাপ্যপূজনে ।
নরঃ পাপমবাপ্নোতি মহদ্বৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০
অসতাং সম্মতির্যত্র সতামবমতিস্তথা ।
দণ্ডো দৈবকৃতস্তত্র সদ্যঃ পততি দারুণঃ ॥ ১১
এবমুক্ত্বা তু বিপ্রর্ষিঃ পুনর্দ্দক্ষমভাষত ।

মুনিগণও বৈবস্বত-মনুর সময়ে ব্রহ্মার যজ্ঞে বারুণ শরীর ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। অনন্তর বৈবস্বত-মনুর সময়ে দুরাত্মা দক্ষ ধর্ম্মার্থে প্রবৃত্ত হইলে মহাদেব তাহার বিঘ্ন করিয়াছিলেন। ৪৫—৬২।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—কিরূপে দুরাত্মা দক্ষ ধর্ম্মার্থ প্রবৃত্ত হইলে, মহাদেব তাহার বিঘ্ন করিয়াছিলেন, ইহা শুনিতে আমরা ইচ্ছা করি। বায়ু বলিলেন,—হিমালয় পর্ব্বত তপস্যা প্রভাবে বিশ্বজগন্মাতার পিতৃভাব প্রাপ্ত হইয়া মুদিত হইলে এবং হিমালয়ের শিখরবাসী মহাদেবও পুনরায় তাঁহাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে বহু-কাল অতীত করিলে, বৈবস্বত মন্বন্তর প্রাপ্ত হইল। তখন প্রাচেতস দক্ষ স্বয়ং অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অনন্তর ঋষি ও সিদ্ধগণ-নিষেবিত গঙ্গার উৎপত্তিভূমি হিমালয়ের শুভ পৃষ্ঠদেশে দক্ষ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। শক্র প্রভৃতি সমুদয় দেবগণ সমাগত হইয়া তাহার সেই যজ্ঞে গমনের নিমিত্ত বুদ্ধি করিয়াছিলেন। আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, সোমগণ, পিতৃগণ, আজ্যপগণ, ধূমপগণ, অশ্বিনীকুমার এবং অপরাপর মহর্ষিগণ—ইঁহারা সকলে বিষ্ণুর সহিত যজ্ঞভাগার্থী হইয়া সেই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। সমুদয় দেবগণ মহাদেবকে পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিতেছেন দেখিয়া মহর্ষি দধীচি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দক্ষকে বলিয়াছিলেন,—যে মনুষ্য অপূজ্যদিগের পূজা করে এবং পূজ্যগণের পূজা না করে, সে মহৎ পাপ প্রাপ্ত হয়; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যেখানে অসতের সম্মান এবং সতের অবমাননা হয়, সেই স্থানে দৈবকৃত দারুণ দণ্ড সদ্যঃ পতিত হয়। ১—১১। বিপ্রর্ষি দধীচি এইরূপ

পূজ্যন্তু পশুভর্ত্তারং কস্মান্নার্চ্চয়সে প্রভুম্ ॥ ১২
দক্ষ উবাচ।
সন্তি মে বহবো রুদ্রাঃ শূলহস্তাঃ কপর্দ্দিনঃ।
একাদশাবস্থিতা যে নান্যং বেদ্মি মহেশ্বরম্ ॥ ১৩
দধীচিরুবাচ।
কিমেভিরমরৈরন্যৈঃ পূজিতৈরধ্বরে ফলম্।
রাজা চেদধ্বরস্যাস্য ন রুদ্রঃ পূজ্যতে ত্বয়া ॥ ১৪
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশানাং স্রষ্টা যঃ প্রভুরব্যয়ঃ।
ব্রহ্মাদয়ঃ পিশাচান্তা যস্য কৈঙ্কর্য্যবাদিনঃ ॥ ১৫
প্রকৃতীনাং পরশ্চৈব পুরুষস্য চ যঃ পরঃ।
চিন্ত্যতে যোগবিদ্বদ্ভিঋর্ষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম অসচ্চ সদসচ্চ যৎ।
অনাদি-মধ্য-নিধনমপ্রতর্ক্যং সনাতনম্ ॥ ১৭
যঃ স্রষ্টা চৈব সংহর্তা ভর্তা চৈব মহেশ্বরঃ।
তস্যাদন্যং ন পশ্যামি শঙ্করাত্মানমধ্বরে ॥ ১৮
দক্ষ উবাচ।
এতন্মখেশস্য সুবর্ণপাত্রে
হবিঃ সমস্তং বিধিমন্ত্রপূতম্।
বিষ্ণোর্নয়াম্যপ্রতিমস্য ভাগং
প্রভোর্বিভজ্যাহবনীয়মদ্য ॥ ১৯
দধীচিরুবাচ।
যস্মান্নারাধিতো রুদ্রঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
তস্মাদ্দক্ষ তবাশেষো যজ্ঞোঽয়ং ন ভবিষ্যতি ॥ ২০
ইত্যুক্ত্বা বচনং ক্রুদ্ধো দধীচির্মুনিসত্তমঃ।
নির্গম্য চ ততো দেশাজ্জগাম স্বকমাশ্রমম্ ॥ ২১
নির্গতেঽপি মুনৌ তস্মিন্ দেবা দক্ষং ন তত্যজুঃ
অবশ্যমনুভাব্যত্বাদনর্থস্য তু ভাবিনঃ ॥ ২২
এতস্মিন্নেব কালে তু জ্ঞাত্বৈতৎ সর্ব্বমীশ্বরাৎ।
দগ্ধুং দক্ষাধ্বরং বিপ্রা দেবী দেবমচোদয়ৎ ॥ ২৩
দেব্যা সঞ্চোদিতো দেবো দক্ষাধ্বরজিঘাংসয়া।
সসর্জ্জ স হরো বীরং বীরভদ্রং গণেশ্বরম্ ॥ ২৪
সহস্রবদনং দেবং সহস্রকমলেক্ষণম্।
সহস্রমুদ্গারধরং সহস্রশরপাণিকম্ ॥ ২৫
শূল-টঙ্ক-গদাহস্তং দীপ্তকার্ম্মুকধারিণম্।

বলিয়া পুনর্ব্বার দক্ষকে বলিলেন,—সেই জগতের প্রভু এবং পূজ্য পশুপতিকে কি নিমিত্ত পূজা করিতেছ না? দক্ষ বলিল,—আমার জ্ঞাত অনেক শূলধারী কপর্দ্দী রুদ্র আছে, তাহাদের সংখ্যা একাদশ; তদ্ভিন্ন অপর মহেশ্বরকে জানি না। দধীচি বলিলেন,—এই সকল রুদ্র বা অপর দেবতাকে যজ্ঞে পূজা করিয়া কি ফল? কারণ, তুমি এই যজ্ঞের রাজা রুদ্রের পূজা করিতেছ না। যে অব্যয় প্রভু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের স্রষ্টা; ব্রহ্মা হইতে পিশাচ পর্য্যন্ত যাঁহার ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দেয়; যিনি প্রকৃতির পর এবং পুরুষেরও পর; যিনি যোগশাস্ত্রবিশারদ তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা চিন্তিত হন; যিনি অক্ষর, অসৎ ও সদসৎ পরব্রহ্ম স্বরূপ; যাহার আদি, মধ্য ও নিধন নাই; যিনি অপ্রতর্ক্য ও সনাতন; যিনি স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, ভর্ত্তা এবং মহেশ্বর;— তিনি ভিন্ন আর কাহাকেও যজ্ঞে শুভকর বলিয়া বিবেচনা করি না। দক্ষ বলিল,—এই যজ্ঞের অধিপতি অপ্রতিম বিষ্ণু, আমি বিধিমন্ত্রপূত সমুদয় আহবনীয় হবি সুবর্ণপাত্রে রক্ষা করিয়া সেই প্রভুকেই, শ্রেষ্ঠ ভাগ বিভাগ করিয়া দিতেছি। দধীচি বলিলেন,—ওহে, দক্ষ! যে হেতু তুমি সর্ব্বদেবেশ্বর রুদ্রের আরাধনা কর নাই, এই কারণেই তোমার এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবে না। মুনিসত্তম দধীচি ক্রোধের সহিত এই কথা বলিয়া নির্গত হইয়া আপনার আশ্রমে গমন করিলেন। দধীচি নির্গত হইলেও ভাবী অনর্থ অবশ্য ঘটিবে বলিয়াই দেবগণ দক্ষকে ত্যাগ করিলেন না। ১২—২২। এই অবসরে মহাদেবী ঈশ্বরের মুখ হইতে সকল সংবাদ অবগত হইয়া দক্ষযজ্ঞ দগ্ধ করিবার নিমিত্ত মহাদেবকে উত্তেজিত করিলেন। তখন মহাদেব দেবীকর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে বীরভদ্র নামক প্রবল পরাক্রান্ত একটী গণাধিপতির সৃষ্টি করিলেন। ঐ বীরভদ্র দীপ্তিশীল হইয়াছিলেন; তাঁহার মুখ এবং চক্ষু হাজার হাজার হইয়াছিল; তিনি সহস্র মুদ্গর, সহস্র শর এবং দীপ্ত কার্ম্মুকধারী; তাঁহার হস্তে শূল, টঙ্ক এবং গদাও

চক্র-বজ্রধরং ঘোরং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরম্ ॥ ২৬
কুলিশোদ্যোতিতকরং তড়িজ্জ্বলিতমূর্দ্ধজম্ ।
দংষ্ট্রাং করালাং বিভ্রাণং মহাবক্ত্রং মহোদরম্ ॥২৭
বিদ্যুজ্জিহ্বং প্রলম্বোষ্ঠং মেঘসাগরনিস্বনম্ ।
*সানং চর্ম্ম বৈয়াঘ্রং মহদ্রুধিরনিস্রবম্ ॥ ২৮
গণ্ডদ্বিতয়সংসৃষ্ট-মণ্ডলীকৃতকুণ্ডলম্ ।
বরামরশিরোমালাবলীকলিতশেখরম্ ॥ ২৯
রণন্নূপুরকেয়ূর-মহাকনকভূষিতম্ ।
রত্নসঞ্চয়সন্দীপ্তং তারহারাবৃতোরসম্ ॥ ৩০
মহাশরভ-শার্দ্দূল-সিংহৈঃ সদৃশবিক্রমম্ ।
প্রশস্তমত্তমাতঙ্গ-সমানগমনাসমম্ ॥ ৩১
শঙ্খ-চামর-কুন্দেন্দু-মৃণালসদৃশপ্রভম্ ।
সতুষারমিবাদ্রীন্দ্রং সাক্ষাজ্জঙ্গমতাং গতম্ ॥ ৩২
জ্বালামালাপরিক্ষিপ্তং দীপ্তমৌক্তিকভূষণম্ ।
তেজসা চৈব দীপ্যন্তং যুগান্ত ইব পাবকম্ ॥৩৩

স জানুভ্যাং মহীং গত্বা প্রণতঃ প্রাঞ্জলিস্ততঃ ।
পার্শ্বতো দেবদেবস্য পর্য্যতিষ্ঠদ্গণেশ্বরঃ ॥ ৩৪
মন্যুনা চাসৃজদ্ভদ্রাং ভদ্রকালীং মহেশ্বরীম্ ।
আত্মনঃ কর্ম্মসাক্ষিত্বে তেন গন্তং সহৈব তু ॥৩৫
তং দৃষ্ট্বাবস্থিতং বীরভদ্রং কালাগ্নিসন্নিভম্ ।
ভদ্রয়া সহিতং প্রাহ ভদ্রমস্ত্বিতি শঙ্করঃ ॥ ৩৬
স চ বিজ্ঞাপয়ামাস সহ দেব্যা মহেশ্বরম্ ।
আজ্ঞাপয় মহাদেব কিং কার্য্যং করবাণ্যহম্ ॥ ৩৭
ততস্ত্রিপুরহা প্রাহ হৈমবত্যাঃ প্রিয়েপ্সয়া ।
বীরভদ্রং মহাবাহুং বাচা বিপুলনাদয়া ॥ ৩৮

দেবদেব উবাচ ।

প্রাচেতসস্য দক্ষস্য যজ্ঞং সদ্যো বিনাশয় ।
ভদ্রকাল্যা সহাসি ত্বমেতৎ কৃত্যং গণেশ্বর ॥ ৩৯
অহমপ্যনয়া সার্দ্ধং রম্যাশ্রমসমীপতঃ ।
স্থিত্বা বীক্ষে গণেশান বিক্রমং তব দুঃসহম্ ॥ ৪০
বৃক্ষাঃ কনখলে যে তু গঙ্গাদ্বারসমীপগাঃ ।

ছিল ; তাঁহার অপর হস্তে চক্র ও বজ্রও ছিল ; অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা তাঁহার শিরোদেশ ভূষিত ছিল ; বজ্র দ্বারা তাঁহার হস্ত প্রদ্যোতিত হইয়াছিল ; তাঁহার কেশ সকল বিদ্যুতের ন্যায় জ্বলিতেছিল ; তাঁহার দন্ত অতি করাল, মুখ ও উদর অতি মহৎ ; তাঁহার জিহ্বা বিদ্যুতের মত, ওষ্ঠ লম্বমান, শব্দ মেঘ ও সাগরের ন্যায় গম্ভীর এবং পরিধানে রুধিরস্রাবকারী ব্যাঘ্রচর্ম্ম ; তাঁহার কুণ্ডলদ্বয় দুই গণ্ডে সংলগ্ন হইয়া মণ্ডলাকারে শোভিত এবং মস্তক শ্রেষ্ঠ দেবগণের মুণ্ডমালাবলিতে বেষ্টিত ; তাঁহার অঙ্গ শব্দায়মান নূপুর, কেয়ূর ও মহা স্বর্ণে ভূষিত এবং বক্ষঃস্থল রত্নরাশির উজ্জ্বল কিরণে সংদীপ্ত ও শ্রেষ্ঠ হার দ্বারা আবৃত ; তাঁহার বিক্রম মহাশরভ, শার্দ্দূল ও সিংহের সদৃশ, আর তাঁহার চলন শ্রেষ্ঠ মত্ত হস্তীর গমনের ন্যায় মন্থর ; তাঁহার প্রভা শঙ্খ, চামর, কুন্দ, ইন্দু ও মৃণালের মত—সুতরাং তাঁহার দেহ, তুষারাচ্ছন্ন জঙ্গম অদ্রিরাজের ন্যায় দৃশ্যমান ; তাঁহার চারিদিকে অগ্নিশিখার ন্যায় তেজঃপুঞ্জ নির্গত হইতে ছিল এবং প্রদীপ্ত মুক্তাময় ভূষণে অঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়াছিল, তাহাতে স্বীয় তেজোরাশিতে দেদীপ্যমান প্রলয়কালীন অগ্নির মত বোধ হইতেছিল। অনন্তর সেই গণেশ্বর জানুদ্বয় পৃথিবীতে সংলগ্ন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণামপূর্ব্বক মহাদেবের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। সেই বীরভদ্র আপনার কর্ম্মের সাক্ষী এবং আপনার সহিত গমন করিবার জন্য ক্রোধ দ্বারা ভদ্রা নাম্নী মহেশ্বরী ভদ্রকালীর সৃজন করিলেন। তখন শঙ্কর কালাগ্নিসন্নিভ বীরভদ্রকে ভদ্রকালীর সহিত অবস্থিত দেখিয়া "মঙ্গল হউক" এই কথা বলিলেন।২৩—৩৬। বীরভদ্র দেবীর সহিত মহাদেবকে নিবেদন করিলেন,—হে মহাদেব! আমি কি কার্য্য করিব, আজ্ঞা করুন। অনন্তর ত্রিপুরহন্তা মহাদেব পার্ব্বতীর প্রিয় করিবার অভিপ্রায়ে অতি উচ্চৈঃস্বরে মহাবাহু বীরভদ্রকে বলিলেন,—হে গণেশ্বর! তুমি ভদ্রকালীর সমভিব্যাহারে আছ, অতএব সদ্যঃ প্রাচেতস দক্ষের যজ্ঞ বিনাশ কর ; এই তোমার কার্য্য। হে গণেশান! আমিও এই পার্ব্বতীর সহিত রম্য আশ্রমের সমীপে অবস্থান করিয়া, তোমার সেই দুঃসহ বিক্রম দর্শন করিব। স্বর্ণশৃঙ্গ পর্ব্বতের গঙ্গাদ্বার সমীপে কনখলে যে

সুবর্ণশৃঙ্গস্য গিরের্মেরুমন্দরসন্নিভাঃ ॥ ৪১
তস্মিন্ প্রদেশে দক্ষস্য যজ্ঞঃ সম্প্রতিবর্ত্ততে।
সহসা তস্য যজ্ঞস্য বিঘাতং কুরু মা চিরম্ ॥ ৪২
ইত্যুক্তে সতি দেবেন দেবী হিমগিরীন্দ্রজা।
ভদ্রং ভদ্রাঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বৎসং ধেনুরিবৌরসম্ ॥
আলিঙ্গ্য চ সমাঘ্রায় মূর্দ্ধ্নি ষড়্বদনং যথা।
সস্মিতা বচনং প্রাহ মধুরং মধুরস্বনম্ ॥ ৪৪

দেব্যুবাচ।

বৎস ভদ্র মহাভাগ মহাবলপরাক্রম।
মৎপ্রিয়ার্থং ত্বমুৎপন্নো মম মন্যুং প্রমার্জ্জয় ॥ ৪৫
যজ্ঞেশ্বরমনাহূয় যজ্ঞকর্ম্মরতো হভবৎ।
দক্ষো বৈরেণ তং তস্মাদ্ভিন্ধি যজ্ঞং গণেশ্বরৈঃ ॥
যজ্ঞলক্ষ্মীমলক্ষ্মীং ত্বং ভদ্র কৃত্বা মমাজ্ঞয়া।
যজমানঞ্চ তং হত্বা বৎস হিংসয় ভদ্রয়া ॥ ৪৭
অশেষামিব তামাজ্ঞাং শিবয়োশ্চিত্রকৃত্যয়োঃ।
মূর্দ্ধ্নি কৃত্বা নমস্কৃত্য ভদ্রো গন্তুং প্রচক্রমে ॥৪৮
অথৈষ ভগবান্ ক্রুদ্ধঃ প্রেতাবাসকৃতালয়ঃ।

সকল মেরু-মন্দর-সদৃশ বৃক্ষ আছে, সেই প্রদেশে সম্প্রতি দক্ষের যজ্ঞ হইতেছে। তুমি সহসা সেই যজ্ঞের বিঘ্ন কর, বিলম্ব করিও না। মহাদেব এই কথা বলিলে পর, হিমালয়-কন্যা দেবী, ধেনু যেমন আপনার বৎসকে দেখে, সেইরূপ ভদ্রও ভদ্রাকে দেখিয়া এবং ষড়ানন্দের ন্যায় মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া অতি মধুর স্বরে ঈষৎ হাস্য করত মধুর বাক্যে বলিলেন,— হে বৎস! মহাবল পরাক্রম মহাভাগ ভদ্র! তুমি আমার প্রিয় করিবার জন্য উৎপন্ন হইয়াছ, অতএব আমার দুঃখ দূর কর। দক্ষ বৈরভাবে যজ্ঞেশ্বরকে নিমন্ত্রণ না করিয়া যজ্ঞ-কর্ম্মে রত হইয়াছে, অতএব তুমি গণেশ্বরের সহিত তাহার সেই যজ্ঞভঙ্গ কর। হে বৎস ভদ্র! তুমি আমার আজ্ঞায় ভদ্রার সহিত যজ্ঞ-লক্ষ্মীকে অলক্ষ্মী করিয়া যজমানকে নিহত কর। সেই বিচিত্রকর্ম্মা শিব এবং শিবার সমুদয় আজ্ঞা মালার মত মস্তকে গ্রহণপূর্ব্বক, বীরভদ্র তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর দেবীর দুঃখনাশক

বীরভদ্রো মহাদেবো দেব্যা মন্যুপ্রমার্জ্জকঃ ॥৪৯
সসর্জ্জ রোমকূপেভ্যো রোমজাখ্যান্ গণেশ্বরান্।
দক্ষিণাদ্ভুজদেশাৎ তু শতকোটিগণেশ্বরান্ ॥ ৫০
সদারান্ সর্ব্বতোভদ্রান্ সাক্ষাদ্বামাচ্চ বৈ ভুজাৎ
রুদ্রানুভাবান্ রৌদ্রাংশ্চ রুদ্রবীর্য্যপরাক্রমান্ ॥৫১
পাদাৎ তথোরুদেশাচ্চ পৃষ্ঠাৎ পার্শ্বান্মুখাদ্গলাৎ।
গুহ্যাদ্গুল্ফাচ্ছিরোমধ্যাৎ কণ্ঠাদাস্যাত্তথোদরাৎ ॥
তথা গণেশ্বরৈর্ভদ্রৈর্ভদ্রতুল্যপরাক্রমৈঃ।
সঞ্ছাদিতমভূৎ সর্ব্বং সাকাশবিবরং জগৎ ॥ ৫৩
সর্ব্বে সহস্রহস্তাস্তে সহস্রায়ুধপাণয়ঃ।
রুদ্রস্যানুচরাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে রুদ্রসমপ্রভাঃ ॥ ৫৪
শূল-শক্তি-গদাহস্তাষ্টঙ্কোপলশিলাধরাঃ।
কালাগ্নিরুদ্রসদৃশাস্ত্রিনেত্রাশ্চ জটাধরাঃ ॥ ৫৫
নিপেতুর্ভৃশমাকাশে শতশঃ সিংহবাহনাঃ।
বিনেদুশ্চ মহানাদং জলদা ইব ভদ্রজাঃ ॥ ৫৬

শ্মশানবাসী বীরভদ্ররূপী ভগবান্ মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার রোমকূপ হইতে রোমজ নামক কতকগুলি গণেশ্বরের সৃজন করিলেন এবং দক্ষিণ বাহু হইতে শতকোটি গণেশ্বরের সৃজন করিলেন। তিনি বাম-বাহু হইতে রুদ্রসদৃশ, বীর্য্য ও পরাক্রমশালী,ভয়ঙ্করদর্শন, ভীষণকার্য্য-কারী কতকগুলি সপত্নীক সর্ব্বতোভদ্রের সৃজন করিলেন। এইরূপে তিনি পাদ, ঊরুদেশ, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, মুখ, গলদেশ, গুহ্য, গুল্ফ, শিরোমধ্য, কণ্ঠ আস্য এবং উদর হইতে সেইরূপ গণেশ্বরের সৃজন করিলেন। ৩৭—৫২। তখন সেই বীর-ভদ্রতুল্য পরাক্রমশালী ভদ্র নামক গণেশ্বরগণ দ্বারা আকাশের ছিদ্র এবং নিখিল জগৎ আচ্ছাদিত হইল। তাহারা সকলেই সহস্রহস্ত এবং সহস্র-আয়ুধধারী; সকলেই রুদ্রের অনুচর এবং রুদ্রতুল্য পরাক্রমশালী। তাহারা সকলেই শূল, শক্তি, গদা, টঙ্ক, উপল এবং শিলা-ধারী। সকলেই কালাগ্নিরুদ্র-সদৃশ ত্রিনেত্র এবং জটাধারী; সেই শত শত বীরভদ্রজাত রুদ্রগণ সিংহোপরি আরূঢ় হইয়া আকাশে উৎপতিত হইল এবং মেঘের মত গর্জ্জন করিতে লাগিল।

ভৈর্ভদ্রো ভগবান্ ভদ্রস্তথা পরিবৃতো বভৌ ।
কালানলশতৈর্যুক্তো যথান্তে কালভৈরবঃ ॥ ৫৭
তেষাং মধ্যে সমারুহ্য বৃষেন্দ্রং বৃষভধ্বজঃ ।
জগাম ভগবান্ ভদ্রঃ শুভ্রমভ্রং যথা ভবঃ ॥ ৫৮
তমেবং বৃষমারূঢ়ে ভদ্রে তু ভসিতপ্রভঃ ।
বভার মৌক্তিকচ্ছত্রং গৃহীতসিতচামরঃ ॥ ৫৯
স তদা শুশুভে পার্শ্বে ভদ্রস্য ভসিতপ্রভঃ ।
ভগবানিব শৈলেন্দ্রঃ পার্শ্বে বিশ্বজগদ্‌গুরোঃ ॥ ৬০
সোঽপি তেন বভৌ ভদ্রঃ শ্বেতচামরপাণিনা ।
সোমবর্ণেন সৌম্যেন যথা শূলবরায়ুধঃ ॥ ৬১
দধ্মৌ শঙ্খং সিতং ভদ্রং ভদ্রস্য পুরতঃ শুভম্ ।
ভানুকম্পো মহাতেজা হৈমরত্নৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৬২
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্দিবি শঙ্কুলনিস্বনাঃ ।
ববৃষুঃ শতশো মূর্দ্ধ্নি পুষ্পবর্ষং বলাহকাঃ ॥ ৬৩
ফুল্লানাং মধুগর্ভাণাং পুষ্পাণাং গন্ধবন্ধবঃ ।
মার্গানুকূলসংবাহা ববুশ্চ পথি মারুতাঃ ॥ ৬৪

ততো গণেশ্বরাঃ সর্ব্বে মত্তযুদ্ধবলোদ্ধতাঃ ।
ননৃতুর্মুমুদুর্নেদুর্জহসুর্জগদুর্জগুঃ ॥ ৬৫
তদা ভদ্রগণান্তস্থো বভৌ ভদ্রঃ স ভদ্রয়া ।
যথা রুদ্রগণান্তঃস্থস্ত্র্যম্বকোঽম্বিকয়া সহ ॥ ৬৬
তৎক্ষণাদেব দক্ষস্য যজ্ঞবাটং হিরণ্ময়ম্ ।
প্রবিবেশ মহাবাহুর্বীরভদ্রোঽদ্রিজানুগঃ ॥ ৬৭
ততস্তু দক্ষপ্রতিপাদিতস্য
ক্রতুপ্রধানস্য গণপ্রধানঃ ।
প্রয়োগভূমিং প্রবিবেশ ভদ্রো
রুদ্রো যথান্তে ভুবনং দিধক্ষুঃ ॥ ৬৮

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং পূর্ব্বভাগে দক্ষযজ্ঞমথনার্থং বীরভদ্রাগমনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

ভগবান্ বীরভদ্র সেই ভদ্রগণে পরিবৃত হইয়া, কালানলশতে পরিবৃত কালভৈরবের ন্যায়, শোভা পাইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে বৃষভ-ধ্বজ ভগবান্ বীরভদ্র বৃষভোপরি আরোহণ করিয়া, শ্বেত-মেঘারূঢ় মহাদেবের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। বীরভদ্র সেই বৃষভোপরি আরোহণ করিলে ভসিতপ্রভ নামক গণেশ্বর এক হস্তে শ্বেত চামর এবং অপর হস্তে মুক্তা-ময় ছত্র ধারণ করিল। তৎকালে সেই ভসিত-প্রভ গণেশ্বর বীরভদ্রের পার্শ্বে অবস্থিত হইয়া বিশ্ব-জগদ্‌গুরুর পার্শ্বস্থিত হিমাচলের মত শোভা পাইয়াছিল। সেই শুভ্রবর্ণ সৌম্য শ্বেত-চামরহস্ত ভসিতপ্রভ দ্বারা বীরভদ্রও সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় শোভিত হইয়াছিলেন। মহাতেজা ভানুকম্প নামক অপর গণাধিপ বীরভদ্রের অগ্রে হেমরত্ন ভূষিত শুভ শ্বেত-শঙ্খ বাজাইয়াছিল। আকাশে দেব-দুন্দুভি সকল মিলিত হইয়া শব্দ করিতে লাগিল এবং মেঘেরা তাঁহার মস্তকে শত শতবার পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল। পথে প্রফুল্ল মধুগর্ভ পুষ্পের গন্ধ-শালী বায়ু অনুকূলমার্গে বহন করিতে লাগিল।

অনন্তর সমুদয় মত্ত গণেশ্বরগণ যুদ্ধ করিবার জন্য আপনাদিগের পরাক্রমে উদ্ধত হইয়া নৃত্য করিতে, আনন্দ করিতে, সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে, হাসিতে, পরস্পর সম্ভাষণ করিতে এবং গান করিতে লাগিল। রুদ্রগণের মধ্যস্থিত ত্র্যম্বক অম্বিকার সহিত যেরূপ শোভা প্রাপ্ত হন, অনন্তর ভদ্রগণের মধ্যস্থিত বীরভদ্র ভদ্রার সহিত তাদৃশ শোভিত হইয়াছিলেন। মহাবাহু বীরভদ্র পার্ব্বতীর অনুগমন করত ক্ষণকালের মধ্যে দক্ষের হিরণ্ময় যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করিলেন। রুদ্র যেমন প্রলয়কালে দহন করিতে ইচ্ছা করিয়া জগতের মধ্যে প্রবেশ করেন, গণপ্রধান বীরভদ্রও সেইরূপ দক্ষের প্রধান যজ্ঞের অনু-ষ্ঠান-ভূমিতে প্রবেশ করিলেন। ৫৩—৬৮।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।

ততো বিষ্ণুপ্রধানানাং সুরাণামমিতৌজসাম্।
দদর্শ চ মহৎ সত্রং চিত্রধ্বজপরিচ্ছদম্॥ ১
সুদর্ভঋজুসংস্তীর্ণং সুসমিদ্ধহুতাশনম্।
কাঞ্চনৈর্যজ্ঞভাণ্ডৈশ্চ ভ্রাজিষ্ণুভিরলঙ্কৃতম্॥ ২
ঋষিভির্যজ্ঞপটুভির্যথাবৎ কর্ম্মকর্তৃভিঃ।
বিধিনা বেদদৃষ্টেন স্বনুষ্ঠিতবহুক্রমম্॥ ৩
দেবাঙ্গনাসহস্রাঢ্যমপ্সরোগণসেবিতম্।
বেণুবীণান্বিতৈর্জুষ্টং বেদঘোষৈশ্চ বৃংহিতম্॥ ৪
দৃষ্ট্বা দক্ষাধ্বরং বীরো বীরভদ্রঃ প্রতাপবান্।
সিংহনাদং তদা চক্রে গম্ভীরো নিনদো যথা॥ ৫
ততঃ কিলকিলাশব্দ আকাশং পূরয়ন্নিব।
গণেশ্বরৈঃ কৃতো যজ্ঞে মহান্ হ্যক্ষুতসাগরঃ॥ ৬
তেন শব্দেন মহতা ত্রস্তাঃ সর্ব্বে দিবৌকসঃ।
দুদ্রুবুঃ পরিতো ভীতাঃ স্রস্তবস্ত্রবিভূষণাঃ॥ ৭
কিংস্বিদ্ভিন্নো মহামেরুঃ কিংস্বিৎ সন্দীর্য্যতে মহী
কিমিদং কিমিদঞ্চেতি জজল্পুস্ত্রিদশা ভৃশম্॥ ৮
মৃগেন্দ্রাণাং যথা নাদং গজেন্দ্রা গহনে বনে।
শ্রুত্বা তথাবিধং কেচিৎ তত্যজুর্জীবিতং ভয়াৎ॥ ৯
পর্ব্বতাশ্চ ব্যশীর্য্যন্ত চকম্পে চ বসুন্ধরা।
মরুতশ্চ ব্যঘূর্ণন্ত চুক্ষুভে মকরালয়ঃ॥ ১০
অগ্নয়ো নৈব দীপ্যন্তে ন চ দীপ্যতি ভাস্করঃ।
গ্রহাশ্চ ন প্রকাশন্তে নক্ষত্রাণি চ তারকাঃ॥ ১১
এতস্মিন্নেব কালে তু যজ্ঞবাটং তদুজ্জ্বলম্।
সম্প্রাপ ভগবান্ ভদ্রো ভদ্রৈশ্চ সহ ভদ্রয়া॥ ১২
তং দৃষ্ট্বা ভীতভীতোঽপি দক্ষো দৃঢ় ইব স্থিতঃ।
ক্রুদ্ধবদ্বচনং প্রাহ কো ভবান্ কিমিহেচ্ছসে॥ ১৩
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দক্ষস্য চ দুরাত্মনঃ।
বীরভদ্রো মহাতেজা মেঘগম্ভীরনিস্বনঃ॥ ১৪

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,—অনন্তর বীরভদ্র বিষ্ণুপুরঃসর অমিত-তেজা দেবগণের বিচিত্র ধ্বজা ও মণ্ডপাদি-সমন্বিত মহাযজ্ঞ দর্শন করিলেন। ঐ যজ্ঞে শোভন দর্ভ সকল ঋজুভাবে সংস্তীর্ণ ছিল, অগ্নি উত্তমরূপে প্রজ্বলিত হইতেছিল এবং যজ্ঞভূমি সমুজ্জ্বল কাঞ্চনময় যজ্ঞপাত্রে অলঙ্কৃত হইয়াছিল। এই যজ্ঞে যজ্ঞকর্ম্ম-পটু যথাযোগ্য কর্ম্মানুষ্ঠায়ী ঋষিগণ কর্তৃক বেদোক্ত বিধি অনুসারে বহুবিধ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছিল। ঐ যজ্ঞ-স্থলে সহস্র সহস্র দেবাঙ্গনা ও অপ্সরোগণ উপস্থিত হইয়াছিল; বেণু বীণা প্রভৃতির শব্দ এবং অত্যুচ্চ বেদধ্বনি হইতেছিল। প্রতাপবান্ বীরশ্রেষ্ঠ বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ দেখিয়া অতি গম্ভীর স্বরে সিংহনাদ করিলেন। তাহার পর অন্যান্য গণেশ্বরগণ সেই যজ্ঞস্থলে, যেন আকাশ পূরিত করিয়া, সাগর-শব্দ অপেক্ষাও প্রবল মহান্ কিলকিলা শব্দ করিয়া উঠিল। সমুদয় দেবগণ সেই মহৎ শব্দে ভীত হইয়া অতি ত্রস্তভাবে বসন-ভূষণ খসাইয়া ফেলিতে ফেলিতে চারিদিকে দৌড়িতে লাগিলেন। দেবগণ সসম্ভ্রমে বলিতে লাগিলেন,—একি! সুমেরু-পর্ব্বত কি ভিন্ন হইয়াছে, অথবা পৃথিবী বিদীর্ণ হইতেছে! অকস্মাৎ ইহা কি উপস্থিত হইল! যেমন গহন বনে মৃগেন্দ্রদিগের শব্দ শুনিয়া গজেন্দ্রগণ ভয়ে প্রাণত্যাগ করে, ঐ শব্দ শুনিয়া দেবতাদিগের মধ্যেও কাহার কাহার সেইরূপ দশা হইল। পর্ব্বত সকল বিশীর্ণ হইল; পৃথিবী কাঁপিল; বায়ু সকল ঘুরিতে লাগিল; মহাসমুদ্র ক্ষোভ প্রাপ্ত হইল; অগ্নি দীপ্তিশূন্য হইল; সূর্য্য প্রভাহীন হইলেন; গ্রহ,নক্ষত্র এবং তারাগণ অপ্রকাশ হইয়া পড়িল। ১—১১। এই সময়ে মহাবীর বীরভদ্র ভদ্রগণ ও ভদ্রার সহিত সেই উজ্জ্বল যজ্ঞ-বাটীতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দক্ষ মনে মনে অত্যন্ত ভীত হইয়াও বাহিরে অবিচলিত ভাব প্রকাশ করিয়া ক্রুদ্ধের ন্যায় বলিল,—কে হে তুমি, এখানে কি দেখিতেছ? মহাতেজা বীরভদ্র দুরাত্মা দক্ষের সেই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক যেন ঈষৎ হাস্য করিয়াই দক্ষ, দেবগণ ও ঋত্বিক্‌গণের দিকে দৃষ্টিপাত করত মেঘের ন্যায় গম্ভীর-স্বরে অবিচলিত ভাবে

স্মায়ন্নিব তমালোক্য দক্ষং দেবাংশ্চ ঋত্বিজঃ।
অর্থগর্ভমসম্ভ্রান্তমবোচদুচিতং বচঃ॥ ১৫
বীরভদ্র উবাচ।
বয়ং হ্যনুচরাঃ সর্ব্বে শর্ব্বস্যামিততেজসঃ।
ভাগাভিলিপ্সয়া প্রাপ্তা ভাগো নঃ সম্প্রদীয়তাম্॥
অথ চেদধ্বরেঽস্মাকং ন ভাগঃ পরিকল্পিতঃ।
কথ্যতাং কারণং তত্র যুধ্যতাং বা ময়ামরৈঃ॥ ১৭
ইত্যুক্তাস্তে গণেন্দ্রেণ দেবা দক্ষপুরোগমাঃ।
উচুর্মন্ত্রাঃ প্রমাণং নো ন বয়ং প্রভবস্থিতি॥ ১৮
মন্ত্রা উচুঃ সুরা য়ূয়ং তমোঽপহতচেতসঃ।
যেন প্রথমভাগার্হং ন যজধ্বং মহেশ্বরম্॥ ১৯
তথোক্তা অপি তৈর্মন্ত্রৈর্দেবাঃ সংমূঢ়চেতসঃ।
ভদ্রায় ন দদুর্ভাগং তৎপ্রহারমভীপ্সবঃ॥ ২০
যদা তথ্যঞ্চ পথ্যঞ্চ স্ববাক্যং তদ্বৃথাভবৎ।
তদা ততো যযুর্মন্ত্রা ব্রহ্মলোকং সনাতনম্॥ ২১
অথোবাচ গণাধ্যক্ষো দেবান্ বিষ্ণুপুরোগমান্।
মন্ত্রাঃ প্রমাণং ন কৃতা যুষ্মাভির্বলগর্ব্বিতৈঃ॥ ২২
যস্মাদস্মিন্ মখে দেবৈরিত্থং বয়মসংকৃতাঃ।
তস্মাদ্বো জীবিতৈঃ সার্দ্ধমপনেষ্যামি গর্ব্বিতম্॥ ২
ইত্যুক্তা ভগবান্ ক্রুদ্ধো ব্যদহন্নেত্রবহ্নিনা।
যজ্ঞবাটং মহাকূটং যথা ত্রিস্রঃ পুরো হরঃ॥ ২৪
ততো গণেশ্বরাঃ সর্ব্বে পর্ব্বতোদগ্রবিগ্রহাঃ।
যূপানুৎপাট্য হোতৄণাং কণ্ঠেষাবধ্য রজ্জুভিঃ॥ ২৫
যজ্ঞপাত্রাণি চিত্রাণি ভিত্ত্বা সঞ্চূর্ণ্য বারিণি।
গৃহীত্বা চৈব যজ্ঞাঙ্গং গঙ্গাস্রোতসি চিক্ষিপুঃ॥ ২৬
তত্র দিব্যান্নপানানাং রাশয়ঃ পর্ব্বতোপমাঃ।
ক্ষীরনদ্যোঽমৃতস্রাবাঃ সুস্নিগ্ধদধিকর্দ্দমাঃ॥ ২৭
উচ্চাবচানি মাংসানি ভক্ষ্যাণি সুরভীণি চ।
রসবন্তি চ পানানি লেহ্য-চোষ্যাণি তানি বৈ॥ ২৮
বীরাস্তদ্ভুঞ্জতে বক্ত্রৈর্বিলুম্পন্তি ক্ষিপন্তি চ।
বজ্রৈশ্চক্রৈর্মহাশূলৈঃ শক্তিভিঃ প্রাসপট্টিশৈঃ।
মুষলৈরসিভির্ষ্টঙ্কৈর্ভিন্দিপালৈঃ পরশ্বধৈঃ।

এইরূপ অর্থগর্ভ এবং উচিত বাক্য বলিলেন,—আমরা সকলে সেই অমিততেজা মহাদেবের অনুচর, যজ্ঞভাগপ্রার্থী হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি; আমাদিগকে যজ্ঞভাগ প্রদান কর। যদি এই যজ্ঞে আমাদিগের নিমিত্ত উচিত ভাগ রক্ষিত না হইয়া থাকে, তবে না রাখিবার কারণ নির্দ্দেশ কর; নতুবা দেবগণ আমার সহিত যুদ্ধ করুন। বীরভদ্র এই কথা বলিলে, দক্ষপ্রমুখ দেবগণ বলিলেন,—মন্ত্রগণ! তোমরা ইহার মীমাংসা কর, আমরা অক্ষম। (ইহা শুনিয়া) মন্ত্রেরা বলিলেন,—হে দেবগণ! তোমাদের চিত্ত অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়াছে, যেহেতু তোমরা যজ্ঞের প্রথম ভাগার্হ মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিতেছ না। সংমূঢ়চিত্ত দেবগণ মন্ত্রসমূহ কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়াও বীরভদ্র-প্রহারাভিলাষী হইয়া তাঁহাকে যজ্ঞভাগ দান করিলেন না। ১২—২০। মন্ত্রগণ তখন নিজের সত্য এবং হিত বাক্য বিফল হইল দেখিয়া সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। অনন্তর গণাধ্যক্ষ বীরভদ্র বিষ্ণুপুরঃসর দেবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—তোমরা আপনাদিগের বলে গর্ব্বিত হইয়া মন্ত্রগণকে প্রমাণ করিলে না। হে দেবগণ! এই যজ্ঞে তোমরা আমাদিগকে এইরূপ অসম্মানিত করিলে এই নিমিত্ত তোমাদের জীবনের সহিত এই গর্ব্ব দূর করিব। ভগবান্ বীরভদ্র ক্রোধের সহিত এই কথা বলিয়া, পূর্ব্বে যেমন মহাদেব ত্রিপুর দহন করিয়াছিলেন, সেইরূপ স্বীয় নেত্র অনল দ্বারা নানাবিধ অন্নাদি কূটের সহিত সেই যজ্ঞবাটী ভস্মসাৎ করিলেন। অনন্তর পর্ব্বততুল্য মহাকায় সেই গণেশ্বরগণ যূপ সকল উৎপাটিত ও রজ্জু দ্বারা হোতাদিগের কণ্ঠে আবদ্ধ করিয়া এবং বিচিত্র যজ্ঞপাত্র সকল ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া যজ্ঞাঙ্গসমূহ একত্র গ্রহণপূর্ব্বক গঙ্গার স্রোতোজলে ফেলিয়া দিল। অনন্তর সেই বীরগণ নানাবিধ মাংস সুগন্ধি ভক্ষ্য, সুস্বাদু এবং পানীয় লেহ্য ও চোষ্য বস্তু সকল ভোজন করিতে লাগিল এবং নষ্ট করিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। পরে সেই বীরভদ্রের শরীর সম্ভূত বলবান্ বীরগণ বজ্র, চক্র, মহাশূল, শক্তি, প্রাস পট্টিশ, মুষল, অসি, টঙ্ক, ভিন্দিপাল এবং পরশ্বধ প্রভৃতি দ্বারা উদ্ধত লোক-

উদ্ধতাংস্ত্রিদশান্ সর্ব্বান্ লোকপালপুরঃসরান্ ॥৩০
বিভিদুর্বলিনো বীরা বীরভদ্রাঙ্গসম্ভবাঃ।
ছিন্ধি ভিন্ধি ক্ষিপ ক্ষিপ্রং মার্য্যতাং দার্য্যতামিতি
হরস্ব প্রহরস্বেতি পাটয়োৎপাটয়েতি চ।
সংরম্ভপ্রভবাঃ ক্রূরাঃ শব্দাঃ শ্রবণশঙ্কবঃ ॥ ৩২
তত্র তত্র গণেশানাং জজ্ঞিরে সমরোচিতাঃ।
বিবৃত্তনয়নাঃ কেচিদ্দষ্টদংষ্ট্রৌষ্ঠতালবঃ ॥ ৩৩
আশ্রমস্থান্ সমাকৃষ্য মারয়ন্তি তপোধনান্।
স্রুবানপহরন্তশ্চ ক্ষিপন্তোঽগ্নিং জলেষু চ ॥ ৩৪
কলসানপি ভিন্দন্তশ্ছিন্দন্তো মণিবেদিকাঃ।
গায়ন্তশ্চ নদন্তশ্চ হসন্তশ্চ মুহুর্মুহুঃ।
রক্তাসবং পিবন্তশ্চ ননৃতুর্গণপুঙ্গবাঃ ॥ ৩৫
নির্ম্মথ্য সেন্দ্রানমরান্ গণেন্দ্রা
বৃষেন্দ্র-নাগেন্দ্র-মৃগেন্দ্রসারাঃ।
চক্রুর্বহুপ্রতিমপ্রভাবাঃ
সহর্ষরোমাণি বিচেষ্টিতানি ॥ ৩৬

নদন্তি কেচিৎ প্রহরন্তি কেচিদ্-
ধাবন্তি কেচিৎ প্রলপন্তি কেচিৎ।
নৃত্যন্তি কেচিদ্বিহসন্তি কেচিদ্-
বল্গন্তি কেচিৎ প্রমথা মদেন ॥ ৩৭
কেচিজ্জিঘৃক্ষন্তি ঘনান্ সতোয়ান্
কেচিদ্‌গ্রহীতুং রবিমুৎপতন্তি।
কেচিৎ প্রসর্ত্তুং পবনেন সার্দ্ধ-
মিচ্ছন্তি ভীমাঃ প্রমথা বিয়ৎস্থাঃ ॥ ৩৮
আক্ষিপ্য কেচিচ্চ বরায়ুধানি
মহাভুজঙ্গানিব বৈনতেয়াঃ।
ভ্রমন্তি দেবানপি বিদ্রবন্তঃ
খমণ্ডলে পর্ব্বতকূটকল্পাঃ ॥ ৩৯
উৎপাট্য চোৎপাট্য গৃহাণি কেচিৎ
সজালবাতায়নবেদিকানি।
প্রক্ষিপ্য বিক্ষিপ্য জলস্য মধ্যে
কালাম্বুদাভাঃ প্রমথা নিনেদুঃ ॥ ৪০

পালপ্রমুখ সমুদয় দেবগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিল এবং "ছেদ কর ভেদ কর, দূরে নিক্ষেপ কর, শীঘ্র শীঘ্র মারিয়া ফেল ও বিদীর্ণ কর" এই কথা মুখে বলিতে লাগিল। তখন চারিদিকে সেই গণেশ্বরদিগের "হরণ কর, প্রহার কর, পাটিত এবং উৎপাটিত কর" এই প্রকার যুদ্ধকালোচিত ক্রোধবেগোৎপন্ন কর্ণভেদকারী ভীষণ শব্দ সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। কেহ কেহ বা বিস্ফারিত নয়নে দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ ও তালু দংশন করত আশ্রমস্থিত তপোধনদিগকে গৃহ হইতে নিষ্কাসিত করিয়া মারিতে লাগিল এবং তাঁহাদিগের স্রুব অপহরণপূর্ব্বক অগ্নি ও জলে নিক্ষেপ করিল। ২১—৩৪। তাহারা বারংবার হাসিতে হাসিতে, গাইতে গাইতে ও উচ্চশব্দ করিতে করিতে কলস সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং মণি-বেদিকাসমূহ বিচূর্ণিত করিল। সেই মহাবৃষভ, মহানাগ এবং সিংহের সদৃশ মহাবল-পরাক্রম গণেশ্বরগণ ইন্দ্রের সহিত দেবতাদিগকে মথিত করিয়া রক্তরূপ আসব পান করিতে লাগিল। সেই অপরিমিত-প্রভাবশালী গণাধিপগণ বহুবিধ রোমহর্ষণ কার্য্য করিতে লাগিল এবং কেহ নাচিতে, কেহ প্রহার করিতে, কেহ দৌড়াইতে ও কেহ প্রলাপের মত বকিতে লাগিল। সেই প্রমথগণের মধ্যে কেহ কেহ মদোন্মত্ত হইয়া নাচিতে, হাসিতে এবং প্লুত-গতিতে চলিতে লাগিল; কেহ কেহ জলধর-পটল উৎপাটিত করিতে ইচ্ছা করিল; আর কেহ কেহ বা সূর্য্যদেবকে গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আকাশে উৎপতিত হইতে লাগিল। কোন কোন ভীমদর্শন প্রমথ আকাশে অবস্থিত হইয়া পবনের সহিত বেগে গমন করিতে ইচ্ছা করিল এবং গরুড়-বংশীয়েরা যেরূপ ভুজঙ্গদিগকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ কেহ কেহ শ্রেষ্ঠ আয়ুধ সকল আকর্ষণ করিতে লাগিল। সেই পর্ব্বতশেখর-সদৃশ প্রমথগণ আকাশমণ্ডলে দেবগণকে বিদ্রুত করত ভ্রমণ করিতে লাগিল; আর কেহ কেহ বাতায়ন ও বেদির সহিত গৃহ সকলকে উৎপাটিত করিতে লাগিল। প্রলয়কালীন জলধরের ন্যায় সেই প্রমথগণ ঐ সকল গৃহ জলে নিক্ষেপ করিয়া শব্দ করিতে লাগিল। অনাপ্ত ব্যক্তি

উদ্বর্ত্তিতদ্বারকপাটকুড্যাং
বিধ্বস্তশালাবলভীগবাক্ষম্।
অহোবতাভজ্যত যজ্ঞবাট-
মনাপ্তবদ্বাক্যমিবাযথার্থম্॥ ৪১
হা নাথ তাতেতি পিতঃ সুতেতি
ভ্রাতর্মমাম্বেতি চ মাতুলেতি।
উৎপাট্যমানেষু গৃহেষু নার্য্যো
হ্যনাথশব্দান্ বহুশঃ প্রচক্রুঃ॥ ৪২

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং পূর্ব্বভাগে দক্ষযজ্ঞমথনং নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।
ততস্ত্রিদশমুখ্যাস্তে বিষ্ণু-শক্রপুরোগমাঃ।
সর্ব্বে ভয়পরিত্রস্তা দুদ্রুবুর্ভয়বিহ্বলাঃ॥ ১
নিষ্কৈরদূষিতৈরঙ্গৈর্দৃষ্ট্বা দেবানুপদ্রুতান্।
দণ্ড্যানদণ্ডিতান্ মত্বা চুকোপ গণপুঙ্গবঃ॥ ২
ততস্ত্রিশূলমাদায় সর্ব্বশক্তিনিবর্হণম্।
ঊর্দ্ধদৃষ্টির্মহাবাহুর্মুখাজ্জ্বালাং সমুৎসৃজন্॥ ৩
অমরানভিদুদ্রাব দ্বিরদানিব কেশরী।
তানভিদ্রবতস্তস্য গমনং সুমনোহরম্॥ ৪
বারণস্যেব মত্তস্য জগাম প্রেক্ষণীয়তাম্।
ততস্তৎ ক্ষোভয়ামাস মহৎ সুরবলং বলী॥ ৫
মহাসরোবরং যদ্বন্মত্তো বারণযূথপঃ।
বিকুর্ব্বন্ বহুধা বর্ণান্ নীল-পাণ্ডুর-লোহিতান্॥ ৬
বিভ্রদ্ব্যাঘ্রাজিনং বাসো হেমপ্রবরতারকম্।
ছিন্দন্ ভিন্দন্ রুজন্ ক্রন্দন্ দারয়ন্ প্রমথন্নপি।
ব্যচরদ্দেবসঙ্ঘেষু ভদ্রোঽগ্নিরিব কক্ষগঃ।
তত্র তত্র মহাবেগাচ্চরন্তং শূলধারিণম্॥ ৮
তমেকং ত্রিদশাঃ সর্ব্বে সহস্রমিব মেনিরে।
ভদ্রকালী চ সংক্রুদ্ধা যুদ্ধবৃদ্ধিমদোদ্ধতা॥ ৯
মুক্তজ্বালেন শূলেন নির্ব্বিভেদ রণে সুরান্।
স তয়া রুরুচে ভদ্রো রুদ্রকোপসমুদ্ভবঃ॥ ১০

যেরূপ আপনার বাক্য অর্থশূন্য করে, সেইরূপ সেই প্রমথগণ দ্বার, কপাট ও কুড্য উদ্বর্ত্তিত এবং শালা, বলভী ও গবাক্ষ বিধ্বস্ত করত সেই যজ্ঞবাটী ভগ্ন করিল। গৃহ সকল এইরূপে উৎপাটিত হইলে নারীগণ "হা নাথ! হা পিতঃ! হা তাত! হা ভ্রাতঃ! হা অম্ব! হা মাতুল!" এইরূপ সম্বোধন করিয়া আর্ত্তশব্দ করিতে লাগিল। ৩৫—৪২।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,—অনন্তর বিষ্ণু ও ইন্দ্র প্রভৃতি সেই সকল দেবগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া ত্রস্তভাবে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন সেই গণশ্রেষ্ঠ বীরভদ্র দণ্ডার্হ দেবগণকে অদণ্ডিত এবং অক্ষত-শরীরে পলায়ন-তৎপর দেখিয়া অতিশয় কোপান্বিত হইলেন। তাহার পর সেই মহাবাহু বীরভদ্র সর্ব্বশক্তিবিনাশক ত্রিশূল গ্রহণ করিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক মুখ হইতে অগ্নিশিখা নিষ্কাসিত করিতে লাগিলেন। সিংহ যেরূপ হস্তীদিগকে বিদ্রুত করে, তেমনি বীরভদ্রও দেবতাদিগকে বিদ্রুত করিয়াছিলেন। দেবতাদিগকে বিদ্রুত করিবার সময় তাঁহার মনোহর গতি মত্ত বারণের গমনের ন্যায় দর্শনীয়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপে বলবান্ বীরভদ্র, মত্ত হস্তিযূথপতি যেমন মহাসরোবরকে ক্ষুভিত করে, সেইরূপ সেই সুমহৎ দেবসৈন্যকে ক্ষুভিত করিয়াছিলেন। সুবর্ণনির্ম্মিত প্রবর-তারকাযুক্ত ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধানকারী সেই বীরভদ্র নীল, পাণ্ডুর ও লোহিত বর্ণকে বহুপ্রকারে বিকৃত এবং দেবসমূহকে ছিন্ন ভিন্ন, পীড়িত, ক্রন্দিত, বিদারিত ও প্রমথিত করিতে করিতে তৃণনিচয়গত অগ্নির মত দেবসমূহ মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি শূল ধারণ করিয়া এইরূপ মহাবেগে বিচরণ করিতে লাগিলেন যে, দেবগণ একমাত্র বীরভদ্রকে সহস্র বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।

প্রভঞ্জেব যুগান্তাগ্নিশ্চলয়া ধূমধূম্রয়া।
ভদ্রকালী তদা যুদ্ধে বিদ্রুতত্রিদশা বভৌ ॥ ১১
কল্পশোষানলজ্বালা দগ্ধবিশ্বজগদ্‌যথা।
তদা সবাজিনং সূর্য্যং রুদ্রান্ রুদ্রগণাগ্রণীঃ ॥ ১২
ভদ্রো মূর্দ্ধ্নি জঘানাশু বামপাদেন লীলয়া।
অসিভিঃ পাবকং ভদ্রঃ পট্টিশৈস্তু যমং যমী ॥ ১৩
রুদ্রান্ দৃঢ়েন শূলেন মুদ্গরৈর্ব্বরুণং দৃঢ়ৈঃ।
পরিঘৈর্নির্ঋতিং বায়ুং টঙ্কৈষ্টঙ্কধরঃ স্বয়ম্ ॥ ১৪
নির্ব্বিভেদ রণে বীরো লীলয়ৈব গণেশ্বরঃ।
ততো দেবঃ সরস্বত্যা নাসিকাগ্রং সুশোভনম্ ॥ ১৫
চিচ্ছেদ করজাগ্রেণ দেবমাতুস্তথৈব চ।
চিচ্ছেদ চ কুঠারেণ বাহুদণ্ডং বিভাবসোঃ ॥ ১৬
অগ্রতো দ্ব্যঙ্গুলাং জিহ্বামাত্তহব্যাং লুলাব চ।
স্বাহাদেব্যাস্তথা দেবো দক্ষিণং নাসিকাপুটম্ ॥ ১৭
চকর্ত্ত করজাগ্রেণ বামঞ্চ স্তনচুচুকম্।
ভগস্য বিপুলে নেত্রে শতপত্রসমপ্রভে ॥ ১৮
প্রসহ্যোৎপাটয়ামাস ভদ্রঃ পরমবেগবান্।
পূষ্ণো দশনরেখাঞ্চ দীপ্তাং মুক্তাবলীমিব ॥ ১৯
জঘান ধনুষঃ কোট্যা স তেনাস্পষ্টবাগভূৎ।
ততশ্চন্দ্রমসং দেবঃ পাদাঙ্গুষ্ঠেন লীলয়া ॥ ২০
ক্ষণাৎ ক্রিমিবদাক্রম্য ঘর্ষয়ামাস ভূতলে।
শিরশ্চিচ্ছেদ দক্ষস্য ভদ্রঃ পরমশোভনম্ ॥ ২১
ক্রোশন্ত্যামেব বৈরিণ্যাং ভদ্রকাল্যৈ দদৌ চ তৎ
তৎ প্রহৃষ্টা সমাদায় শিরস্তালফলোপমম্ ॥ ২২
সা দেবী কন্দুকক্রীড়াং চকার সমরাঙ্গণে।
ততো দক্ষস্য যা পত্নী কুশীলা ভর্তৃভির্যথা ॥ ২৩
পাদাভ্যাঞ্চৈব হস্তাভ্যাং হন্যতে স্ম গণেশ্বরৈঃ।
অরিষ্টনেমিনং সোমং ধর্ম্মঞ্চৈব প্রজাপতিম্ ॥ ২৪
বহুপুত্রং চাঙ্গিরসং ভৃশাশ্বং কাশ্যপং তথা।

যুদ্ধবৃদ্ধি হেতুক মদে উদ্ধতা ভদ্রকালীও সম্যক্ ক্রুদ্ধ হইয়া রণস্থলে মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল শূল দ্বারা অমরদিগকে নির্ভিন্ন করিয়াছিলেন। ভদ্রকালীর সহিত যুক্ত রুদ্রকোপসমুদ্ভব সেই বীরভদ্র চঞ্চল ও ধূমে ধূম্রবর্ণ স্বীয় প্রভার সহিত সংযুক্ত প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায়, শোভিত হইয়াছিলেন। সমুদয় বিশ্বকে দগ্ধ করিয়া কল্পান্ত-অনলের শিখা যেমন শোভিত হয়, সমুদয় দেবগণের বিদ্রবকারিণী ভদ্রকালীরও তেমনি শোভা হইয়াছিল। তখন সেই রুদ্রগণের অগ্রণী বীরভদ্র বাজিগণের সহিত সূর্য্য এবং রুদ্রগণের মস্তকে শীঘ্র অবজ্ঞাপূর্ব্বক বাম-পাদের আঘাত করিলেন। সেই গণেশ্বর সংযমী বীরভদ্র রণস্থলে অবলীলাক্রমে অসি দ্বারা অগ্নিকে পট্টিশ দ্বারা যমকে, দৃঢ় শূল দ্বারা রুদ্রদিগকে, দৃঢ় মুদ্গর দ্বারা বরুণকে, পরিঘ দ্বারা নির্ঋতিকে এবং টঙ্ক দ্বারা বায়ুকে বিভিন্ন করিলেন। ১—১৫। অনন্তর সেই দীপ্তিশীল বীরভদ্র নখের অগ্রভাগ দ্বারা বেদমাতা এবং সরস্বতীর সুশোভন নাসিকাগ্র ছিন্ন করিলেন। সেই বীর কুঠার দ্বারা অগ্নির বাহুদণ্ড এবং হব্যাস্বাদকারিণী জিহ্বার দ্ব্যঙ্গুলি-পরিমিত অগ্রভাগ ছিন্ন করিলেন। সেইরূপ নখের অগ্রভাগ দ্বারা স্বাহাদেবীর দক্ষিণ-নাসাপুট এবং বাম স্তনের চুচুক কর্ত্তন করিলেন। অতিশয় বেগবান্ বীরভদ্র ভগদেবের শতপত্র তুল্য বিপুল নয়নদ্বয় বলপূর্ব্বক উৎপাটিত করিলেন। সেই বীর ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা পূষা দেবের মুক্তাবলীসদৃশ দীপ্তিশীল দন্তপংক্তি বিনষ্ট করিলেন; তাহাতে পূষা দেব অস্পষ্টবক্তা হইলেন। অনন্তর চন্দ্রমাকে অবলীলাক্রমে পাদদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ক্রিমির ন্যায় আক্রমণ করিয়া পৃথিবীদলিত করিয়াছিলেন। পরে বীরভদ্র দক্ষের সুশোভন মস্তক ছিন্ন করিলেন এবং তজ্জন্য রোরুদ্যমানা দক্ষপত্নীর রোদনে কর্ণপাত না করিয়া ঐ মস্তক ভদ্রকালীকে উপহার দিলেন। সেই দেবী ভদ্রকালী তালফলতুল্য সেই মস্তক প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত প্রহৃষ্টান্তঃকরণে যুদ্ধস্থলে উহা দ্বারা কন্দুকক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অনন্তর কু-শীলা পত্নীদিগকে স্বামীরা যেরূপ প্রহার করে, সেইরূপ গণেশ্বরগণ দক্ষপত্নীকে হস্ত ও পাদ দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। পরে সেই সিংহতুল্য-বিক্রমশালী বলবান্ গণেশ্বরগণ অরিষ্টনেমি সোম, ধর্ম্ম প্রজাপতি বহুপুত্র অঙ্গিরা, ভৃশাশ্ব ও কাশ্যপ ইহাঁদিগের

গলে প্রগৃহ্য বলিনো গণপাঃ সিংহবিক্রমাঃ ॥ ২৫
ভর্ৎসয়ন্তো ভৃশং বাগ্‌ভিঃ সঞ্জঘ্নুর্মূর্দ্ধ্নি মুষ্টিভিঃ।
ধর্ষিতা ভূতবেতালৈর্দারাঃ সুতপরিগ্রহাঃ ॥ ২৬
যথা কলিযুগে জারৈর্বলেন কুলযোষিতঃ।
তচ্চ বিধ্বস্তকলসং ভগ্নযূপং গতোৎসবম্ ॥ ২৭
প্রদীপিতমহাশালং প্রভিন্নদ্বারতোরণম্।
উৎপাটিতসুরানীকং হন্যমানতপোধনম্ ॥ ২৮
প্রশান্তব্রহ্মনির্ঘোষং প্রক্ষীণজনসঞ্চয়ম্।
ক্রন্দমানাতুরস্ত্রীকং হতাশেষপরিচ্ছদম্ ॥ ২৯
শূন্যারণ্যনিভং জজ্ঞে যজ্ঞবাটং তদার্দ্দিতম্ ॥ ৩০
শূলবেগপ্ররুগ্নাশ্চ ভিন্নবাহূরুবক্ষসঃ।
বিনিকৃত্তোত্তমাঙ্গাশ্চ পেতুরুর্ব্ব্যাং সুরোত্তমাঃ।
হতেষু তেষু দেবেষু পতিতেষু সহস্রশঃ ॥ ৩১
প্রবিবেশ গণেশানঃ ক্ষণাদাহবনীয়কম্।
প্রবিষ্টমথ তং দৃষ্ট্বা ভদ্রং কালাগ্নিসন্নিভম্ ॥ ৩২
দুদ্রাব মরণাদ্ভীতো যজ্ঞো মৃগবপুর্দ্ধরঃ।
স বিস্ফার্য্য মহচ্চাপং দৃঢ়জ্যাঘোষভীষণম্ ॥ ৩৩
ভদ্রস্তমভিদুদ্রাব বিক্ষিপন্নেব শায়কান্।
আকর্ণপূর্ণমাকৃষ্টং ধনুরম্বুদসন্নিভম্ ॥ ৩৪
নাদয়ামাস তজ্জ্যাঞ্চ খঞ্চ ভূমিঞ্চ সর্ব্বশঃ।
তমুপশ্রুত্য সংনাদং হতোঽস্মীত্যেব বিহ্বলম্ ॥ ৩৫
শরেণার্দ্ধেন্দুবক্ত্রেণ স বীরোঽধ্বরপুরুষম্।
মৃগরূপেণ ধাবন্তং বিশিরস্কং তদাকরোৎ ॥ ৩৬
তদীদৃশমবজ্ঞাতং দৃষ্ট্বা তং সূর্য্যসম্ভবম্।
বিষ্ণুঃ পরমসংক্রুদ্ধো যুদ্ধায়াভবদুদ্যতঃ ॥ ৩৭
তমুবাহ মহাবেগঃ স্কন্ধেন নতসন্ধিনা।
সর্ব্বেষাং বয়সাং রাজা গরুড়ঃ পন্নগাশনঃ ॥ ৩৮
দেবাশ্চ হতশিষ্টা যে দেবরাজপুরোগমাঃ।
প্রচক্রুস্তস্য সাহায্যং প্রাণাংস্ত্যক্তুমিবোদ্যতাঃ ॥ ৩৯
বিষ্ণুনা সহিতান্ দেবান্ বৃকেণ ক্রোষ্টুকানিব।
দৃষ্ট্বা জহাস ভূতেন্দ্রো মৃগেন্দ্র ইব বিব্যথঃ ॥ ৪০

গলা ধরিয়া অতি দুর্ব্বাক্য দ্বারা ভর্ৎসনা করত মস্তকে মুষ্টি প্রহার করিতে লাগিল। কলিযুগে জারগণ যেরূপ বলপূর্ব্বক কুলযোষিৎদিগকে অভিভূত করে, সেইরূপ তাল ও বেতালগণ তাহাদিগের দারা এবং পুত্রবধূদিগকে ধর্ষিত করিয়াছিল। তখন সেইরূপে অর্দ্দিত যজ্ঞভূমিতে কলস সকল প্রধ্বস্ত, যূপ ভগ্ন, উৎসব বিনষ্ট, বিস্তৃত গৃহ সকল দগ্ধ, তোরণদ্বার বিভিন্ন, সুরসৈন্য উৎপাটিত, ঋষিগণ উৎপীড়িত, ব্রহ্মঘোষ নিস্তব্ধ, পরিচারক ও দ্রষ্টৃবর্গ প্রক্ষীণ, স্ত্রীগণ আর্ত্তস্বরে রোরুদ্যমানা এবং সমুদয় উপকরণ দ্রব্য বিদূষিত হওয়ায় উহা একটী শূন্য অরণ্যের মত লক্ষিত হইয়াছিল। ১৫—৩০। শূলবেগে প্রপীড়িত প্রধান প্রধান দেবগণের বাহু, উরু এবং বক্ষঃস্থল ভিন্ন ও মস্তক ছিন্ন হওয়ায় তাঁহারা পৃথিবীতলে পতিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে সহস্র সহস্র দেবগণ হত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলে পর সর্ব্বগণেশ্বর বীরভদ্র ক্ষণকালের মধ্যে হোমস্থানে প্রবেশ করিলেন। সেই প্রলয়ানল-সদৃশ বীরভদ্রকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া যজ্ঞ মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই স্থান হইতে পলায়ন করিলেন। বীরভদ্র সুদৃঢ় জ্যার শব্দে ভীষণ ধনুক বিস্ফারিত করিয়া বাণক্ষেপ করিতে করিতে সেই যজ্ঞের পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। বীরভদ্র গমন করিতে করিতে আকর্ণাকৃষ্ট ধনুক ও তাহার জ্যার শব্দে আকাশ ও পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই মহাবীর অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় বক্র বাণ দ্বারা, মৃগরূপে পলায়মান ও পূর্ব্বোক্ত শব্দ শুনিয়া "আমি হত হইলাম" এইরূপ বিলাপকারী ভয়বিহ্বল যজ্ঞপুরুষের শিরশ্ছেদন করিলেন। সেই সূর্য্যসম্ভব যজ্ঞকে এইরূপে অবজ্ঞাত হইতে দেখিয়া বিষ্ণু অতিশয় ক্রোধ সহকারে যুদ্ধের নিমিত্ত উদ্যত হইলেন। নিখিল পক্ষীর রাজা মহাবেগ পন্নগাশন গরুড় আনত স্কন্দের উপর বিষ্ণুকে বহন করিয়াছিলেন। হতাবশিষ্ট দেবগণ দেবরাজকে অগ্রে করিয়া প্রাণ অবধি পণ করিয়া বিষ্ণুর সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সিংহ যেমন শৃগালপরিবৃত ব্যাঘ্রকে দেখিয়া কিঞ্চিন্মাত্র উদ্বিগ্ন হয় না, ভূতপতি বীরভদ্র বিষ্ণুর সহিত অপর

তস্মিন্নবসরে ব্যোম্নি সমাবিরভবদ্রথঃ।
সহস্রসূর্য্যসঙ্কাশশ্চারুবীরবৃষধ্বজঃ॥ ৪১
অশ্বরত্নদ্বয়োদারঃ স্বরচক্রচতুষ্টয়ঃ।
সঞ্চিতানেকদিব্যাস্ত্র-শরবত্নপরিষ্কৃতঃ॥ ৪২
তস্যাপি রথবর্য্যস্য স্যাৎ স এব হি সারথিঃ।
য এব ত্রৈপুরে যুদ্ধে পূর্ব্বং শার্ব্বরথে স্থিতঃ॥৪৩
স তং রথবরং ব্রহ্মা শাসনাদেব শূলিনঃ।
হরেঃ সমীপমানীয় কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ৪৪
ভগবন্ ভদ্র ভদ্রাঙ্গ ভগবানিন্দুভূষণঃ।
আজ্ঞাপয়তি ধীরং ত্বাং রথমারোঢ়ুমব্যয়ঃ॥ ৪৫
রৈভ্যাশ্রমসমীপস্থস্ত্র্যম্বকোঽম্বিকয়া সহ।
পশ্যত্যেব মহাবাহো দুঃসহং তে পরাক্রমম্॥৪৬
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা স বীরো রণকুঞ্জরঃ।
আরুরোহ রথং দিব্যমনুগৃহ্য পিতামহম্॥ ৪৭

তদা রথবরে তস্মিন্ স্থিতে ব্রহ্মণি সারথৌ।
ভদ্রস্য ববৃধে লক্ষ্মী রুদ্রস্যেব পুরদ্বিষঃ॥ ৪৮
ততঃ শঙ্খবরং দীপ্তং চন্দ্র-কুন্দসমপ্রভম্।
প্রদধ্মৌ বদনে কৃত্বা ভানুকম্পো মহাবলঃ॥ ৪৯
তস্য শঙ্খস্য সন্নাদং ভিন্নসাগরসন্নিভম্।
শ্রুত্বা ভয়েন দেবানাং জজ্বাল জঠরানলঃ॥ ৫০
যক্ষবিদ্যাধরাহীন্দ্রৈঃ সিদ্ধৈর্যুদ্ধদিদৃক্ষুভিঃ।
ক্ষণেন নিবিড়ীভূতাঃ সাকাশবিবরা দিশঃ॥ ৫১
ততঃ শার্ঙ্গেন্দ্রচাপাঙ্কঃ স নারায়ণনীরদঃ।
মহতা বাণবর্ষেণ তুতোদ গণগোবৃষম্॥ ৫২
তং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুমায়ান্তং শতধা বাণবর্ষিণম্।
স চাদদে ধনুর্জৈত্রং ভদ্রো বাণসহস্রকম্॥ ৫৩
সমাদায় চ তদ্দিব্যং ধনুঃ সমরভৈরবম্।
শনৈর্বিস্ফারয়ামাস মেরুং ধনুরিবেশ্বরঃ॥ ৫৪
তস্য বিস্ফার্য্যমাণস্য ধনুষোঽভূন্মহাস্বনঃ।

দেবগণকে দেখিয়া তদ্রূপ অনুদ্বিগ্ন-চিত্তে হাসিতে লাগিলেন। ৩১—৪০। সেই সময়ে সুচারু-বৃষভধ্বজ সহস্র সূর্য্য সদৃশ প্রভাযুক্ত একখানি রথ আকাশে আবির্ভূত হইয়াছিল। সেই রথ খানিতে দুইটী শ্রেষ্ঠ অশ্ব যোজিত ছিল। তাহার চারিখানি চাকার অগ্রভাগ অতি তীক্ষ্ণ এবং তাহার মধ্যে অনেক উত্তম উত্তম দিব্যাস্ত্র সকল সঞ্চিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে ত্রিপুরাসুরের সহিত যুদ্ধের সময় মহাদেবের রথে যিনি সারথ্য কার্য্য করিয়াছিলেন, এই রথেও তিনিই সারথি-রূপে অবস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সারথি ব্রহ্মা মহাদেবের আজ্ঞায় সেই রথশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর সম্মুখে বীরভদ্রের নিকট আনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন,—হে ভগবন্ অতিসুন্দরাঙ্গ বীরভদ্র! ভগবান্ অব্যয় ইন্দুভূষণ আপনাকে এই রথে আরোহণ করিবার জন্য আজ্ঞা করিতেছেন। হে মহাবাহো! সেই ভগবান্ ত্র্যম্বক অম্বিকার সহিত রৈভ্যাশ্রমের সমীপ-বর্ত্তী হইয়া আপনার দুঃসহ পরাক্রম দর্শন করিতেছেন। সেই রণকুঞ্জর মহাবীর বীর-ভদ্র ব্রহ্মার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ব্রহ্মার প্রতি অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই দিব্য রথে আরো-হণ করিলেন। ৪১—৪৭। সেই রথে ব্রহ্মা সারথিরূপে অবস্থান করিলে, ত্রিপুরনাশে উদ্যত মহাদেবের ন্যায় বীরভদ্রের শোভা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। অনন্তর মহাবল ভানুকম্প চন্দ্র ও কুন্দ সদৃশ উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত শঙ্খশ্রেষ্ঠ মুখে রাখিয়া বাজাইতে লাগিল। ক্ষোভিত সাগরের তুল্য সেই শঙ্খের শব্দ শ্রবণ করিয়া ভয়ে দেবগণের জঠরানল জ্বলিয়া উঠিল। যুদ্ধ দর্শনার্থ সমাগত যক্ষ, বিদ্যাধর, সর্পাধিপ এবং সিদ্ধগণ দ্বারা ক্ষণকালের মধ্যে আকাশ-বিবর ও দিক্ সকল পরিপূরিত হইয়াছিল। অনন্তর শার্ঙ্গরূপ ইন্দ্রধনু দ্বারা চিহ্নিত সেই নারায়ণ-রূপী মেঘ মহৎ বাণবর্ষণ দ্বারা গণরূপ গো-বৃষ-দিগকে উৎপীড়িত করিলেন। শতধারে বাণ-বর্ষণকারী বিষ্ণুকে আগমন করিতে দেখিয়া বীরভদ্রও একেবারে সহস্র শর-মোচনক্ষম জৈত্র ধনুঃ গ্রহণ করিলেন। তিনি সেই যুদ্ধে ভয়-প্রদ দিব্য ধনুঃ গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বে মহাদেব যেমন সুমেরুরূপ ধনুক বিস্ফারিত করিয়া-ছিলেন, ধীরে ধীরে সেই ভাবে বিস্ফারিত করিতে লাগিলেন। সেই বিস্ফার্য্যমাণ ধনুকের অতি প্রবলধ্বনি নির্গত হইয়াছিল। সেই

তেন স্বনেন মহতা পৃথিবী সমকম্পত ॥ ৫৫
ততঃ শরবরং ঘোরং দীপ্তমাশীবিষোপমম্।
জগ্রাহ গণপঃ শ্রীমান্ স্বয়মুগ্রপরাক্রমঃ ॥ ৫৬
বাণোদ্ধারে ভুজো যস্য তূণীবদনসঙ্গতঃ।
প্রত্যাদৃশ্যত বল্মীকং বিবিক্ষুরিব পন্নগঃ ॥ ৫৭
সমুদ্ধৃতঃ করে তস্য তৎক্ষণং রুরুচে শরঃ।
মহাভুজঙ্গসন্দষ্টো যথা বালভুজঙ্গমঃ ॥ ৫৮
শরেণ ঘনতীব্রেণ ভদ্রো রুদ্রপরাক্রমঃ।
বিব্যাধ কুপিতো বাঢ়ং ললাটে বিষ্ণুমপ্যথ ॥ ৫৯
ললাটেঽভিহতো বিষ্ণুঃ পূর্ব্বমেবাবমানিতঃ।
চুকোপ গণপেন্দ্রায় মৃগেন্দ্রায়েব গোবৃষঃ ॥ ৬০
ততস্ত্বশনিকল্পেন ক্রূরাগ্রেন মহেষুণা।
বিব্যাধ গণরাজস্য ভুজে ভুজগসন্নিভে ॥ ৬১
সোঽপি তস্য ভুজে ভূয়ঃ সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্।
বিসসর্জ্জ শরং বেগাদ্বীরভদ্রো মহাবলঃ ॥ ৬২
স চ বিষ্ণুঃ পুনর্ভদ্রং ভদ্রো বিষ্ণুং তথা পুনঃ।
স চ তং স চ তং বিপ্রাঃ শরৈস্তাবনুজঘ্নতুঃ ॥ ৬৩
তথা পরস্পরং বেগাচ্ছরানাশু বিমুঞ্চতোঃ।
তয়োঃ সমভবদ্যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্ ॥ ৬৪
তদ্দৃষ্ট্বা তুমুলং যুদ্ধং তয়োর্বৈ বিজিগীষতোঃ।
হাহাকারো মহানাসীদাকাশে খেচরেরিতঃ ॥ ৬৫
ততস্ত্বনলতুণ্ডেন শরেণাদিত্যবর্চ্চসা।
বিব্যাধ সুদৃঢ়ং ভদ্রো বিষ্ণোর্মহতি বক্ষসি ॥ ৬৬
স তু তীব্রপ্রপাতেন শরেণ দৃঢ়জীবিতঃ।
মহতীং রুজমাসাদ্য নিপপাত বিমোহিতঃ ॥ ৬৭
পুনঃ ক্ষণাদিবোত্থায় লব্ধসংজ্ঞস্তদা হরিঃ।
সর্ব্বাণ্যপি চ দিব্যাস্ত্রাণ্যথৈনং প্রত্যবাসৃজৎ ॥ ৬৮
স চ বিষ্ণুধনুর্মুক্তান্ সর্ব্বান্ শর্ব্বচমূপতিঃ।
সহসা বারয়ামাস ঘোরৈঃ প্রতিশরৈঃ শরান্ ॥ ৬৯
ততো বিষ্ণুঃ স্বনামাঙ্কং বাণমব্যাহতং ক্বচিৎ।
সসর্জ্জ ক্রোধরক্তাক্ষস্তমুদ্দিশ্য গণেশ্বরম্ ॥ ৭০
তং বাণং বাণবর্য্যেণ ভদ্রো ভদ্রাহ্বয়েণ তু।

মহৎ শব্দে পৃথিবী একেবারে কাঁপিয়া উঠিল। অনন্তর সেই উগ্রপরাক্রম শ্রীমান্ গণাধিপ স্বয়ং অতিঘোররূপ, প্রদীপ্ত এবং সর্পতুল্য একটী শ্রেষ্ঠ শর ধারণ করিলেন। বাণ উঠাইবার জন্য তূণীমুখে প্রবিষ্ট তাঁহার বাহু বল্মীকমধ্যে প্রবেশে উদ্যত সর্পের মত লক্ষিত হইয়াছিল। সমুদ্ধৃত শর তাঁহার হস্তে বৃহৎ-সর্পমুখে ধৃত ক্ষুদ্র সর্পের ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিল। অনন্তর সেই রুদ্রতুল্য পরাক্রমশালী বীরভদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অতিতীক্ষ্ণ শর দ্বারা বিষ্ণুর ললাটদেশ বিদ্ধ করিয়াছিলেন। সিংহকর্ত্তৃক উপদ্রুত ষাঁড় যেমন ঐ সিংহের উপর ক্রুদ্ধ হয়, শরাঘাতে পূর্ব্ব-অপমানিত বিষ্ণুও তাঁহার উপর সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইলেন। অনন্তর বিষ্ণু অতি ভীষণাস্য বজ্রকল্প মহৎ বাণ দ্বারা গণরাজের ভুজগতুল্য বাহুদ্বয় বিদ্ধ করিলেন। মহাবল বীরভদ্রও পুনর্ব্বার অযুত সূর্য্যসদৃশ প্রভাশালী অপর একটী শর বিষ্ণুর বাহুতে বেগে নিক্ষেপ করিলেন। হে বিপ্রগণ! এইরূপ কখন বীরভদ্র বিষ্ণুকে, কখন বা বিষ্ণু বীরভদ্রকে বারংবার বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বেগে পরস্পরের উপর বাণনিক্ষেপকারী সেই দুজনের এইরূপ তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। ৪৮—৬৭। সেই বিজিগীষুদ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ দর্শনকরিয়া আকাশে খেচরগণ মহান্ হাহাকার রব করিতে লাগিল। অনন্তর বীরভদ্র আদিত্যতুল্য তেজস্বী অগ্নিমুখ শর দ্বারা বিষ্ণুর বিস্তৃত বক্ষঃস্থল সুদৃঢ়রূপে বিদ্ধ করিলেন। সুদৃঢ় সারবান্ বিষ্ণু সেই তীব্র শরাঘাতে মহতী ব্যথা পাইয়া অচেতন হইয়া পতিত হইলেন। অনন্তর বিষ্ণু ক্ষণকালের মধ্যে চৈতন্য লাভ করিয়া উত্থিত হইয়া বীরভদ্রের উপর সমুদয় দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাদেবের সেনাপতি সেই বীরভদ্র ভীষণ প্রতিশর দ্বারা বিষ্ণুর ধনুক হইতে নির্গত শর সকলকে নিবারণ করিলেন। অনন্তর বিষ্ণু ক্রোধে আরক্তচক্ষু হইয়া আপনার নাম-চিহ্নিত এবং সর্ব্বত্র অব্যর্থ শর সেই গণেশ্বরের উদ্দেশে পরিত্যাগ করিলেন। ঐশ্বর্য্যশালী বীরভদ্র ভদ্র নাম-চিহ্নিত শর বর্ষণ করিয়া, আপনার সমীপে

অপ্রাপ্তমেব ভগবাংশ্চিচ্ছেদ শতধা পথি ॥৭১
অথৈকেনেষুণা শার্ঙ্গং দ্বাভ্যাং পক্ষৌ গরুত্মতঃ।
নিমেষাদিব চিচ্ছেদ তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৭২
ততো যোগবলাদ্বিষ্ণুর্দেহাদ্দেবান্ সুদারুণান্।
শঙ্খ-চক্র-গদাহস্তান্ বিসসর্জ্জ সহস্রশঃ ॥ ৭৩
সর্ব্বাংস্তান্ ক্ষণমাত্রেণ ত্রৈপুরানিব শঙ্করঃ।
নির্দ্দদাহ মহাবাহুর্নেত্রসৃষ্টেন বহ্নিনা ॥ ৭৪
ততঃ ক্রুদ্ধতরো বিষ্ণুশ্চক্রমুদ্যম্য সত্বরঃ।
তস্মিন্ বীরে সমুৎস্রষ্টুং তদানীমুদ্যতোঽভবৎ ॥৭৫
তং দৃষ্ট্বা চক্রমুদ্যম্য পুরতঃ সমুপস্থিতম্।
স্ময়ন্নিব গণেশানো বাষ্টম্ভয়দযত্নতঃ ॥ ৭৬
স্তম্ভিতাঙ্গস্য তচ্চক্রং ঘোরমপ্রতিমং ক্বচিৎ।
ইচ্ছন্নপি সমুৎস্রষ্টুং ন বিষ্ণুরভবৎ ক্ষমঃ ॥ ৭৭
ক্রোশন্নিবৈকমুদ্ধৃত্য বাহুং চক্রসমন্বিতম্।
অতিষ্ঠদলসো বিষ্ণুঃ পাষাণ ইব নিশ্চলঃ ॥ ৭৮
বিশরীরো যথা জীবো বিশৃঙ্গো বা যথা বৃষঃ।
বিদংষ্ট্রশ্চ যথা সিংহস্তথা বিষ্ণুরবস্থিতঃ ॥ ৭৯
তং দৃষ্ট্বা দুর্দ্দশাপন্নং বিষ্ণুমিন্দ্রাদয়ঃ সুরাঃ।
সুসন্নদ্ধা গণেন্দ্রেণ মৃগেন্দ্রেণেব গোবৃষাঃ ॥ ৮০
প্রগৃহীতায়ুধা যোদ্ধুং ক্রুদ্ধাঃ সমুপতস্থিরে।
তান্ দৃষ্ট্বা সমরে ভদ্রঃ ক্ষুদ্রানিব হরির্মৃগান্ ॥৮১
অট্টহাসেন ঘোরেণ ব্যষ্টম্ভয়দনিন্দিতঃ।
তথা শতমখস্যাপি সবজ্রো দক্ষিণঃ করঃ ॥ ৮২
সিসৃক্ষুরেব তদ্বজ্রং চিত্রীকৃত ইবাভবৎ।
অন্যেষামপি সর্ব্বেষামুদ্যুক্তা অপি বাহবঃ ॥ ৮৩
অলসানামিবারম্ভাস্তাং দশাং নাতিযান্ত্যত।
এবং ভগবতা তেন ব্যাহতাশেষবৈভবাঃ ॥ ৮৪
অমরাঃ সমরে তস্য পুরতঃ স্থাতুমক্ষমাঃ।
স্তব্ধৈরঙ্গৈরেব দুদ্রুবুর্ভয়বিহ্বলাঃ ॥ ৮৫
বিদ্রুতাংস্ত্রিদশান্ বীরান্ বীরভদ্রো মহাভুজঃ।
বিব্যাধ নিশিতৈর্বাণৈর্মেঘো বর্ষৈরিবাচলান্ ॥৮৬

আসিতে আসিতে, পথিমধ্যে সেই বিষ্ণুবাণকে শতধা ছিন্ন করিলেন। পরে তিনি একটী বাণ দ্বারা বিষ্ণুর শার্ঙ্গ ধনু এবং দুইটী বাণ দ্বারা গরুড়ের পক্ষদ্বয় ছেদন করিলেন। তাঁহার এই কার্য্য অদ্ভুতরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। অনন্তর বিষ্ণু যোগবলে আপনার দেহ হইতে অতি ভীষণরূপ শঙ্খ-চক্র-গদাধারী সহস্র সহস্র দেববিশেষের সৃজন করিলেন। মহাবাহু শঙ্কর, নেত্রোত্থিত অগ্নি দ্বারা ক্ষণমাত্রেই, ত্রিপুরবাসীদিগের ন্যায়, সেই সমুদয় দেবগণকে একেবারে ভস্মসাৎ করিলেন। তখন বিষ্ণু অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া বেগে সুদর্শন-চক্র উঠাইয়া সেই বীরের উপর পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। সেই বিষ্ণুকে চক্র উঠাইয়া সম্মুখে অবস্থিত হইতে দেখিয়া গণাধিপ বীরভদ্র ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে তাঁহাকে স্তম্ভিত করিলেন। স্তম্ভিতাঙ্গ বিষ্ণু যত্ন করিয়াও সেই অতুল্য ভীষণ চক্রকে নিক্ষেপ করিতে সক্ষম হইলেন না। অবশাঙ্গ বিষ্ণু আক্রোশসহকারে চক্র-সমন্বিত এক বাহু উঠাইয়া, পাষাণের ন্যায়, নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। জীব দেহশূন্য হইলে, বৃষ শৃঙ্গশূন্য হইলে এবং সিংহ দন্তশূন্য হইলে যেমন হয়, বিষ্ণুও সেইভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৬৫—৭৯। ইন্দ্রাদি দেবগণ বিষ্ণুকে তাদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন দেখিয়া, সিংহের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত বলীবর্দ্দের ন্যায়, সেই গণাধিপের সহিত যুদ্ধ করিতে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইলেন। সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগদিগকে সম্মুখে দেখিয়া স্তম্ভিত করে, তদ্রূপ অনিন্দিত বীরভদ্রও যুদ্ধে প্রবৃত্ত সেই দেবগণকে দেখিয়া অট্টহাস্যেই তাঁহাদিগকে স্তম্ভিত করিলেন। সেইরূপে স্তম্ভিত, বজ্রত্যাগে প্রবৃত্ত সবজ্র ইন্দ্রের দক্ষিণ হস্ত চিত্রেতের ন্যায় হইয়াছিল, অন্য সকল দেবগণেরও অস্ত্রত্যাগে প্রবৃত্ত বাহু সকল, অলসদিগের আরম্ভের ন্যায়, তাদৃশ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপে সেই ভগবান্ বীরভদ্র কর্তৃক সমুদয় ভৈরব বিনষ্ট হইলে পর, দেবগণ যুদ্ধস্থলে তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। দেবগণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া স্তম্ভিতশরীরেই পলাইতে আরম্ভ করিলেন। মেঘ যেমন

বহবস্তস্য বীরস্য বাহবঃ পরিঘোপমাঃ।
শস্ত্রৈশ্চকাশিরে দীপ্তৈঃ সাগ্নিজ্বালা ইবোরগাঃ ॥
অস্ত্রশস্ত্রাণ্যনেকানি স বীরো বিসৃজন্ বভৌ।
বিসৃজন্ সর্ব্বভূতানি যথাদৌ বিশ্বসম্ভবঃ ॥ ৮৮
যথা রশ্মিভিরাদিত্যঃ প্রচ্ছাদয়তি মেদিনীম্।
তথা বীরঃ ক্ষণাদেব শরৈঃ প্রাচ্ছাদয়দ্দিশঃ ॥ ৮৯
খমণ্ডলে গণেন্দ্রস্য শরাঃ কনকভূষিতাঃ।
উৎপতন্তস্তরিদ্রূপৈরুপমানপদং যযুঃ ॥ ৯০
মহান্তস্তে সুরাংস্তাংশ্চ মণ্ডূকানিব ডুণ্ডুভাঃ।
প্রাণৈর্বিয়োজয়ামাসুঃ পপুশ্চ রুধিরাসবম্ ॥ ৯১
নিকৃত্তবাহবঃ কেচিৎ কেচিল্লূনবরাননাঃ।
পার্শ্বে বিদারিতাঃ কেচিন্নিপেতুরমরা ভুবি ॥ ৯২
বিশিখোন্মথিতৈর্গাত্রৈর্বাহুভিশ্ছিন্নসন্ধিভিঃ।
বিবৃত্তনয়নাঃ কেচিন্নিপেতুর্ভূতলে মৃতাঃ ॥ ৯৩

শিলাবর্ষণ দ্বারা অচলদিগকে বিধ্বস্ত করে, সেই রূপ বীরভদ্রও সেই পলায়িত বীর্য্যসম্পন্ন দেবগণকে তীক্ষ্ণ শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন। অগ্নিশিখা উদ্গারী সর্পের ন্যায় সেই বীরের পরিঘতুল্য বাহু সকল দীপ্ত অস্ত্রসংযোগে শোভিত হইয়াছিল। সেই বীর অনেক প্রকার অস্ত্রশস্ত্র সৃজন করত সৃষ্টির প্রথমে নানাবিধ ভূতসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত প্রজাপতির ন্যায় শোভিত হইয়াছিলেন। সূর্য্য যেমন আপনার কিরণজালে সমুদয় পৃথিবীকে আচ্ছাদন করেন, সেইরূপ বীরভদ্রও ক্ষণকালের মধ্যে দিক্ সকলকে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন। সেই গণাধিপের কনকভূষিত শর সকল আকাশমণ্ডলে উৎপতিত হইয়া বিদ্যুতের উপমান হইয়াছিল। ডুণ্ডুভেরা (নির্ব্বিষ সর্প) যেমন মণ্ডূকদিগকে বিনষ্ট করিয়া তাহাদের রুধির পান করে, সেইরূপ সেই বৃহৎ শর সকল দেবগণের প্রাণসংহার করিয়া রুধিরপানরূপ মদ্য পান করিয়াছিল। সেই দেবগণের মধ্যে কেহ ছিন্নবাহু, কেহ ছিন্নমুণ্ড কেহ বা পার্শ্বে বিদারিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাণবিদ্ধদেহ, ছিন্নবাহু এবং বিস্ফুরিতনয়নে মৃত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন।

গাং প্রবেষ্টুমিবেচ্ছন্তঃ খং গন্তুমিব লিপ্সবঃ।
অলব্ধাত্মতিরোধানা ব্যলীয়ন্ত পরস্পরম্ ॥ ৯৪
ভূমৌ কেচিৎ প্রবিবিশুঃ পর্ব্বতানাং গুহাঃ পরে
অপরে জগ্মুরাকাশং পরে চ বিবিশুর্জলম্ ॥ ৯৫
তথা সঞ্ছিন্নসর্ব্বাঙ্গৈঃ স বীরস্ত্রিদশৈর্বভৌ।
পরিগ্রস্তপ্রজাবর্গো ভগবানিব ভৈরবঃ ॥ ৯৬
এবং দেববলং সর্ব্বং দীনং বীভৎসদর্শনম্।
গণেশ্বরসমুৎপন্নং কৃপণং বপুরাদদে ॥ ৯৭
তদা ত্রিদশবীরাণামসৃক্সলিলবাহিনী।
প্রাবর্ত্তত নদী ঘোরা প্রাণিনাং ভয়শংসিনী ॥ ৯৮
রুধিরেণ পরিক্লিন্না যজ্ঞভূমিস্তদা বভৌ।
রক্তার্দ্রবসনা শ্যামা হতশুম্ভেব কৌশিকী ॥ ৯৯
তস্মিন্ মহতি নির্বৃত্তে সমরে ভৃশদারুণে।
ভয়েনৈব পরিত্রস্তা প্রচচাল বসুন্ধরা ॥ ১০০
মহোর্ম্মিকলিলাবর্ত্তশ্চুক্ষুভে চ মহোদধিঃ।

তাঁহারা যেন পৃথিবীমধ্যে প্রবেশ করিতে অভিলাষী অথবা স্বর্গে যাইতে অভীপ্সু হইয়া আপনার শরীর লুকাইতে অক্ষম হওয়ায় পরস্পর লীন হইয়াছিলেন। কেহ মাটির ভিতর প্রবেশ করিলেন, কেহ পর্ব্বত গুহায় লুক্কায়িত হইলেন, কেহ আকাশে চলিয়া গেলেন, কেহ বা জলে অন্তর্হিত হইলেন। সেই বীর বীরভদ্র দেবগণের সমুদয় অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, প্রলয়কালে নিখিল-প্রজা-বিনাশকারী ভগবান্ ভৈরবের ন্যায়, লক্ষিত হইয়াছিলেন। এইরূপে সমুদয় দেবসৈন্য সেই গণেশ্বর কর্ত্তৃক ছিন্ন-ভিন্ন, সুতরাং দীন এবং বিকৃত-দর্শন হইয়া কৃপার পাত্র হইয়াছিল। তখন দেব-বীরগণের রক্তস্রোতোবাহিনী এবং প্রাণিগণের ভয়োৎপাদিনী একটি ভীষণ নদী উৎপন্ন হইয়াছিল। শুম্ভদৈত্য-বধের পর তাহার রুধিরে আর্দ্রবসনা শ্যামাঙ্গী কৌশিকী যেরূপ শোভিত হইয়াছিলেন, রুধিরার্দ্রা যজ্ঞ ভূমিরও সেইরূপ শোভা হইয়াছিল। ৮০—৯৯। সেই অতি দারুণ মহৎ যুদ্ধের অবসান হইলে পৃথিবী ভয়ে বিহ্বল হইয়া কাঁপিতে লাগিল; সমুদ্র বৃহৎ তরঙ্গ ও গম্ভীর আবর্ত্তযুক্ত হইয়া

পেতুশ্চোল্কাঃ সহোৎপাতৈঃ শাখাশ্চ মুমুচুদ্রুমাঃ ॥
অপ্রসন্না দিশঃ সর্ব্বাঃ পবনশ্চাশিবো ববৌ।
অহো বিধিবিপর্য্যাসস্ত্বশ্বমেধোঽয়মধ্বরঃ ॥ ১০২
যজমানঃ স্বয়ং দক্ষো ব্রহ্মপুত্রঃ প্রজাপতিঃ।
ধর্ম্মাদয়ঃ সদস্যাশ্চ রক্ষিতা গরুড়ধ্বজঃ ॥ ১০৩
ভাগাংশ্চ প্রতিগৃহ্ণন্তি সাক্ষাদিন্দ্রাদয়ঃ সুরাঃ।
তথাপি যজমানস্য যজ্ঞস্য চ সহর্ত্বিজঃ ॥ ১০৪
সদ্য এব শিরশ্ছেদঃ সাধু সম্পদ্যতে ফলম্।
তস্মান্নাবেদনির্দ্দিষ্টং ন চেশ্বরবহিষ্কৃতম্ ॥ ১০৫
নাসৎপরিগৃহীতঞ্চ কর্ম্ম কুর্য্যাৎ কদাচন।
কৃত্বাপি সুমহৎ পুণ্যমিষ্ট্বা যজ্ঞশতৈরপি ॥ ১০৬
ন তৎ ফলমবাপ্নোতি ভক্তিহীনো মহেশ্বরে।
কৃত্বাপি সুমহৎ পাপং ভক্ত্যা যজতি যঃ শিবম্ ॥
মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্ব্বৈর্নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
বহুনাত্র কিমুক্তেন বৃথা দানং বৃথা তপঃ।

ক্ষোভ প্রাপ্ত হইল? নানাবিধ উৎপাতের সহিত উল্কাপাত হইতে লাগিল; বৃক্ষ হইতে শাখা সকল খসিয়া পড়িল; দিক্ সকল অপ্রসন্ন হইল এবং অশিব-বায়ু বহিতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য! বিধাতা প্রতিকূল হওয়ায় সেই অশ্বমেধ যজ্ঞের এইরূপ দুর্দ্দশা হইল! যে যজ্ঞের যজমান স্বয়ং ব্রহ্মপুত্র প্রজাপতি দক্ষ, ধর্ম্মপ্রভৃতি সদস্য ও বিষ্ণু রক্ষাকর্ত্তা এবং যে যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবগণ সাক্ষাৎ উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ যজ্ঞের যজমানের এবং পুরোহিতগণেরও সদ্যঃ শিরশ্ছেদ হইল; অতএব কর্ম্মফলই সম্যক্ ফলিত হয়। সুতরাং বেদে অনির্দ্দিষ্ট, ঈশ্বরবহিষ্কৃত এবং অসৎপরিগৃহীত কর্ম্ম কদাচ করিবে না। সুমহৎ পুণ্যকর্ম্ম এবং শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও যদি শিবের প্রতি ভক্তি না থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল কর্ম্ম এবং যজ্ঞের ফল লাভ হয় না। অন্যদিকে অতিশয় পাপকারী ব্যক্তিও যদি ভক্তিপূর্ব্বক মহাদেবের অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে সে সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে বহু বাগাড়ম্বরের

বৃথা যজ্ঞো বৃথা হোমঃ শিবনিন্দারতস্য তু ॥ ১০৮
ততঃ সনারায়ণকাঃ সরুদ্রাঃ
সলোকপালাঃ সমরে সুরৌঘাঃ।
গণেন্দ্রচাপচ্যুতবাণবিদ্ধাঃ
প্রদুদ্রুবুর্গাঢ়রুজাভিভূতাঃ ॥ ১০৯
চেলুঃ ক্বচিৎ কেচন শীর্ণকেশাঃ
সেদুঃ ক্বচিৎ কেচন দীর্ঘগাত্রাঃ।
পেতুঃ ক্বচিৎ কেচন ভিন্নবক্ত্রা
নেশুঃ ক্বচিৎ কেচন দেববীরাঃ ॥ ১১০
কেচিচ্চ তত্র ত্রিদশা বিপন্না
বিস্রস্তবস্ত্রাভরণাস্ত্রশস্ত্রাঃ।
নিপেতুরুদ্ভাবিতদীনমুদ্রা
মদঞ্চ দর্পঞ্চ বলঞ্চ হিত্বা ॥ ১১১
তমুৎপথপ্রস্থিতমপ্রধৃষ্যো
বিক্ষিপ্য দক্ষাধ্বরমক্ষতাঙ্গঃ।
বভৌ গণেশঃ স গণেশ্বরাণাং
মধ্যে স্থিতঃ সিংহ ইবর্ষভাণাম্ ॥ ১১২

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং পূর্ব্বভাগে দক্ষ-শিবগণযুদ্ধবর্ণনং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

প্রয়োজন কি, শিবনিন্দা-পরায়ণ ব্যক্তির দান, তপস্যা, যজ্ঞ, হোম সকলই বৃথা। অনন্তর সমরে সেই গণাধিপ বীরভদ্রের চাপচ্যুত বাণে বিদ্ধ এবং তজ্জন্য দারুণ ব্যথায় অভিভূত হইয়া নারায়ণ, রুদ্র এবং লোকপাল প্রভৃতি দেবগণ পলায়ন করিলেন। সেই দেব-বীরগণের মধ্যে কেহ কেহ আলুলায়িত কেশে কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিতে লাগিলেন, কেহ কেহ হাত পা ছড়াইয়া যে কোন স্থানে বসিয়া পড়িলেন, কেহ কেহ মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া গেলেন, কেহ কেহ একেবারে অদৃশ্য হইলেন। কোন কোন বিপন্ন দেবগণ বসন ভূষণ ও আপন আপন অস্ত্র খসিয়া পড়ায় অতি দীনভাব প্রাপ্ত হইয়া সগর্ব্ব মন্থরগমন পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূমিতলে পতিত হইলেন। সেই অধৃষ্য গণেশ্বর বীরভদ্র স্বয়ং অক্ষতদেহে সেই উৎপথ-প্রস্থিত

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।

ইতি সচ্ছিন্নভিন্নাঙ্গা দেবা বিষ্ণুপুরোগমাঃ।
ক্ষণাংকষ্টাং দশামেত্য ত্রেসুঃ স্তোকাবশেষিতাঃ॥
ত্রস্তাংস্তান্ সমরে বীরা বীরভদ্রপ্রচোদিতাঃ।
প্রগৃহ্য চ যথা দোষং নিগড়ৈরায়সৈর্দৃঢ়ৈঃ॥ ২
ববন্ধুঃ পাণিপাদেষু কন্ধরেষূদরেষু চ।
তস্মিন্নবসরে ব্রহ্মা ভদ্রমদ্রীন্দ্রজানুগম্॥ ৩
সারথ্যাল্লব্ধবাৎসল্যঃ প্রার্থয়ন্ প্রণতোঽব্রবীৎ।
অলং ক্রোধেন ভগবন্ নষ্টাশ্চ তে দিবৌকসঃ॥৪
প্রসীদ ক্ষম্যতাং সর্ব্বং রোমজৈঃ সহ সুব্রত।
এবং বিজ্ঞাপিতস্তেন ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা॥ ৫
শমং জগাম সম্প্রীতো গণপস্তস্য গৌরবাৎ।
দেবাশ্চ লব্ধাবসরা দেবদেবস্য মন্ত্রিণঃ।
ধারয়ন্তোঽঞ্জলিং মূর্দ্ধ্নি তুষ্টুবুর্বিবিধৈঃ স্তবৈঃ॥ ৬

দেবা উচুঃ।

নমঃ শিবায় শান্তায় যজ্ঞহর্ত্রে ত্রিশূলিনে॥ ৭
রুদ্রভদ্রায় রুদ্রাণাং পতয়ে রুদ্রমূর্ত্তয়ে।
কালাগ্নিরুদ্ররূপায় কালকামাঙ্গহারিণে॥ ৮
দেবতানাং শিরোহন্ত্রে দক্ষস্য চ দুরাত্মনঃ।
সংসর্গাদস্য পাপস্য দক্ষস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ॥ ৯
শাসিতাঃ সমরে বীর ত্বয়া বয়মনিন্দিতাঃ।
দগ্ধাশ্চামী বয়ং সর্ব্বে ত্বত্তো ভীতাশ্চ ভোঃ প্রভো
ত্বমেব গতিরস্মাকং ত্রাহি নঃ শরণাগতান্।
তুষ্টস্ত্বেবং স্তুতো দেবান্ বিসৃজ্য নিগড়াৎ প্রভুঃ।
আনয়দ্দেবদেবস্য সমীপমমরানিহ।
দেবোঽপি তত্র ভগবানন্তরিক্ষে স্থিতঃ প্রভুঃ॥১২
সগণঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বলোকমহেশ্বরঃ।

দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া, ঋষভদিগের মধ্যস্থিত সিংহের ন্যায় গণেশ্বরদিগের মধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন। ১০০—১১২।

ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯॥

বিংশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,—এইরূপে ছিন্ন-ভিন্নাঙ্গ বিষ্ণু প্রভৃতি সেই অল্পাবশিষ্ট দেবগণ এতাদৃশ কষ্টকর দশা-বিপর্য্যয় লাভ করিয়া ত্রাসান্বিত হইলেন। বীরভদ্র-প্রেরিত বীরগণ সেই ত্রস্ত দেবগণকে যুদ্ধে গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগের যাহার যেরূপ দোষ ছিল, তদনুসারে সুদৃঢ় লৌহ-নির্ম্মিত নিগড় দ্বারা হাত, পা, স্কন্ধ এবং উদরে বন্ধন করিল। সেই সময়ে ব্রহ্মা সারথ্য-কার্য্য দ্বারা বীরভদ্রের অনুগ্রহ লাভ করিয়া প্রণামপূর্ব্বক সেই পর্ব্বতেন্দ্র-দুহিতার অনুচর বীরভদ্রকে প্রার্থনা সহকারে বলিতে লাগিলেন,—হে ভগবন্! এক্ষণে আর ক্রোধের প্রয়োজন নাই, দেবগণ নষ্ট হইয়াছে। হে সুব্রত! আপনি প্রসন্ন হউন এবং সমুদয় স্বরোম-জাত গণের সহিত ক্ষমা করুন। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে পর, গণাধিপ বীরভদ্র তাঁহার গৌরব-রক্ষার্থ শান্তি প্রাপ্ত হইলেন। স্তোত্র-নিপুণ দেবগণও সেই অবসর লাভ করিয়া মস্তকে অঞ্জলি-বন্ধনপূর্ব্বক নানাবিধ স্তুতি-বাক্য দ্বারা সেই বীরভদ্রের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবগণ বলিলেন,—হে শান্ত, যজ্ঞসংহারিন্, ত্রিশূলিন্, রুদ্রভদ্র, রুদ্রদিগের অধীশ্বর, রুদ্রমূর্ত্তে শিব! আপনাকে নমস্কার! আপনি কালাগ্নি-রুদ্রস্বরূপ এবং কাল ও কামের শরীর-বিনাশন। আপনি দেবগণের এবং দুরাত্মা দক্ষের মস্তক ছেদন করিয়াছেন; আপনাকে নমস্কার। হে বীর! আমরা স্বয়ং নির্দ্দোষ হইলেও সেই সাহসকারী পাপিষ্ঠ দক্ষের সংসর্গে দূষিত হইয়াছিলাম, এই নিমিত্ত যুদ্ধে আপনি আমাদিগকে দণ্ডিত করিলেন। হে প্রভো! আমরা এই দেবগণ সকলে আপনার ভয়ে দগ্ধ হইতেছি। আপনিই আমাদের গতি, অতএব শরণাগত আমাদিগকে রক্ষা করুন। ১—১১। এই প্রকার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু বীরভদ্র দেবগণকে নিগড় হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে মহাদেবের নিকট লইয়া যাইলেন। সেই সময় সেই জগৎপূজ্য, সর্ব্বগত, সর্ব্বলোক-মহেশ্বর, প্রভু মহাদেব

তং দৃষ্ট্বা পরমেশানং দেবা বিষ্ণুপুরোগমাঃ ॥ ১৩
প্রীতা অপি চ ভীতাশ্চ নমশ্চক্রুর্মহেশ্বরম্।
দৃষ্ট্বা তানমরান্ ভীতান্ প্রণতান্ প্রণতার্ত্তিহা ॥১৪
ইদমাহ মহাদেবঃ প্রহসন্ প্রেক্ষ্য পার্ব্বতীম্।
মা ভৈষ্ট ত্রিদশা যূয়ং ক্ষান্তোঽস্মাভির্ব্যতিক্রমঃ ॥
ক্রুদ্ধেষস্মাসু যুষ্মাকং ন স্থিতির্ন চ জীবিতম্।
ইত্যুক্তাস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে শর্ব্বেণামিততেজসা ॥ ১৬
সদ্যোবিগতসন্ত্রাসা ননৃতুর্বিবশা মুদা।
অথাস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ।
এবং হ্যবসরং প্রাপ্য ব্যজ্ঞাপয়ত শূলিনে ॥ ১৭

ব্রহ্মোবাচ।

জয় দেব মহাদেব প্রণতার্ত্তিপ্রভঞ্জন ॥ ১৮
ঈদৃশেষপরাধেষু কোঽন্যস্ত্বত্তঃ প্রসীদতি।
লব্ধাত্মানো ভবিষ্যন্তি যে সুরা নিহতা মৃধে ॥ ১৯
প্রত্যাপত্তির্ন কস্য স্যাৎ প্রসন্নে পরমেশ্বরে।
যদিদং দেবদেবানাং কৃতমঙ্গেষু দূষণম্ ॥ ২০
তদিদং ভূষণং মন্যে তবাঙ্গীকারগৌরবাৎ।
ইতি বিজ্ঞাপ্যমানস্তু ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা ॥ ২১
বিলোক্য বদনং দেব্যা দেবদেবঃ স্ময়ন্নিব।
পুত্রভূতস্য বাৎসল্যাদ্ব্রহ্মণঃ পদ্মজন্মনঃ ॥ ২২
প্রনষ্টানাং পুনস্তেষাং প্রদদৌ পূর্ব্ববৎ তনুম্।
ততঃ ক্ষণেন তে দেবাঃ শতক্রতুপুরোগমাঃ ॥ ২৩
প্রত্যাপন্নশরীরাঙ্গাঃ প্রণেমুঃ পরমেশ্বরম্।
বাগীশাদ্যাশ্চ যা দেব্যো দণ্ডিতা দেবমাতরঃ ॥২৪
তাসামপি যথা পূর্ব্বং তান্যঙ্গানি দদৌ ভবঃ।
দক্ষস্য ভগবানেব স্বয়ং ব্রহ্মা পিতামহঃ ॥ ২৫
তৎপাপানুগুণং চক্রে জরচ্ছাগমুখং সুখম্ ॥২৬
সোঽপি সংজ্ঞাং ততো লব্ধা সমুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ
প্রলপন্ বহুধা ভীতস্তুষ্টাব পরমেশ্বরম্।
তং তথা ব্যাকুলং ভীতং প্রলপন্তং কৃতাগসম্ ॥
স্ময়ন্নিবাবদৎ প্রেক্ষ্য মা ভৈরিতি কৃপানিধিঃ।
তথোক্তা ব্রহ্মণস্তস্য পিতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ২৮

সগণে আকাশে অবস্থান করিতেছিলেন। বিষ্ণু-প্রভৃতি দেবগণ পরম ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন মহেশ্বরকে দেখিয়া প্রীত এবং ভীত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। প্রণত-জনের বিপদ্‌হারী মহাদেব সেই ভীত ও প্রণত দেবগণকে নিরীক্ষণ করিয়া, হাসিতে হাসিতে পার্ব্বতীর দিকে চাহিয়া দেখিয়া, এইকথা বলিলেন,—হে দেবগণ! তোমাদের আর ভয় নাই, আমি তোমাদের দোষ মার্জ্জনা করিয়াছি। আমি ক্রুদ্ধ থাকিলে এতক্ষণ অবধি তোমাদের স্থিতি বা জীবন থাকিত না। অমিততেজা মহাদেব এই কথা বলিলে পর দেবগণ তৎক্ষণাৎ ত্রাসশূন্য এবং আনন্দে বিবশ হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা এই অবকাশে সুযোগ বুঝিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই শূলধারী মহাদেবকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন,—হে প্রণতজনের আর্ত্তিভঞ্জন মহাদেব! আপনি জয়যুক্ত হউন। ঈদৃশ অপরাধে আপনা ভিন্ন আর কে প্রসন্ন হয়! এক্ষণে যুদ্ধে নিহত দেবগণ পুনর্ব্বার প্রাণলাভ করুক। হে পরমেশ্বর! আপনি প্রসন্ন হইলে কাহার না সুখ প্রাপ্তি হয়? দেবগণের অঙ্গে যে সকল দূষণ হইয়াছে, উহা আপনার কৃত বলিয়া ভূষণস্বরূপতা ধারণ করুক। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এইরূপ নিবেদন করিলে, দেবদেব মহাদেব ঈষৎ হাস্য করত দেবীর মুখের দিকে চাহিয়া পুত্রভাবাপন্ন পদ্মজন্মা ব্রহ্মার প্রতি বাৎসল্য হেতু প্রনষ্ট দেবদিগকে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ শরীর দান করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রপুরঃসর সেই দেবগণ ক্ষণকালের মধ্যে পূর্ব্বশরীর প্রাপ্ত হইয়া পরমেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করিলেন। বাগীশা প্রভৃতি যে সকল দেবমাতা দেবী দণ্ডিত হইয়াছিলেন, মহাদেব তাঁহাদিগকেও পূর্ব্ববৎ অঙ্গ প্রদান করিলেন। ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা দক্ষের পাপের প্রতিফল স্বরূপ একটি বৃদ্ধ-ছাগলের মুখ দিয়া তাহার মুখ-নির্ম্মাণ করিলেন। ১২—২৬। অনন্তর দক্ষ চেতনা লাভ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে উত্থিত হইয়া সভয়ে নানাবিধ প্রলাপ করত পরমেশ্বরের (শিবের) স্তব করিতে লাগিল। কৃতাপরাধ দক্ষকে ভয়ে ব্যাকুল এবং প্রলাপ করিতে দেখিয়া দয়ানিধি মহাদেব তাহার মুখের দিকে

গাণপত্যং দদৌ তস্মৈ দক্ষায়াক্ষয়মীশ্বরঃ।
ততো ব্রহ্মা মহাদেবমভিবন্দ্য কৃতাঞ্জলিঃ॥ ২৯
তুষ্টাব শুভয়া বাচা দেবীঞ্চ গিরিজামুমাম্।
ততো বিষ্ণুস্ততো দেবাস্ততঃ সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ॥ ৩০
তুষ্টুবুর্দেবদেবেশং দেবীঞ্চাপি পৃথক্ পৃথক্।
তদা পার্শ্বস্থিতং প্রেক্ষ্য ভদ্রমদ্রীন্দ্রজা স্বয়ম্॥৩১
কৃতাত্মপ্রেষণং পুত্রং গৃহীত্বা তং কৃতাঞ্জলিম্।
আকৃষ্য ভদ্রয়া সার্দ্ধমঙ্কে সমুপবেশ্য চ॥ ৩২
সস্বজে গুহবদ্‌গাঢ়ং সমাজিঘ্রচ্চ মূর্দ্ধনি।
ততঃ প্রীততরা দেবী বীরভদ্রায় শূলিনে।
প্রদদৌ বিবিধানিষ্টান্ বরাংশ্চৈব সহস্রধা॥ ৩৩
অথ তদা হরি-শক্র-পিতামহ-
প্রভৃতয়ঃ সুরলোকমহেশ্বরাঃ।
সকললোকমহেশ্বরমীশ্বরং
শরণমেত্য কৃতাঞ্জলয়োঽস্তুবন্॥ ৩৪
স চ পুনস্ত্রিদশান্ শরণাগতান্
পরমকারুণিকঃ পরমেশ্বরঃ।
অনুগতস্মিতলক্ষণয়া গিরা
শমিতসর্ব্বভয়ঃ সমভাষত॥ ৩৫
যদিদমাগ ইহাচরিতং সুরৈ-
র্বিধিনিয়োগবশাদিব যন্ত্রিতৈঃ।
শরণমেত্য নতানবলোক্য ব-
স্তদখিলং কিল বিস্মৃতমেব নঃ॥ ৩৬
তদিহ যূয়মপি প্রকৃতং মনস্য-
বিগণয্য বিমর্দ্দমপত্রপাঃ।
হরি-বিরঞ্চি-সুরেন্দ্রমুখাঃ সুখং
ব্রজত দেবপুরং প্রতি সম্প্রতি॥৩৭
প্রতি সুরানভিধায় সুরেশ্বরো
নিকৃতদক্ষকৃতক্রতুরক্রতুঃ।
সগিরিজানুচরঃ সপরিচ্ছদঃ
স্থিত ইবাম্বরতোঽন্তরধীয়ত॥ ৩৮
অথ সুরা অপি তে বিগতব্যথাঃ
কথিতভদ্রসুভদ্রপরাক্রমাঃ।

চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করত "মাভৈঃ" এই কথা বলিলেন। এই কথা বলিয়া তাহার পিতা ব্রহ্মার প্রিয় করিতে অভিলাষী হইয়া মহাদেব সেই দক্ষকে অক্ষয় গাণপত্য প্রদান করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলি-পুটে অভিবাদন করিয়া শুভবাক্য দ্বারা মহাদেব এবং দেবী পার্ব্বতীর স্তব করিতে লাগিলেন। তাহার পর বিষ্ণু, তাহার পর দেবগণ এবং তদনন্তর মহর্ষিগণ যথাক্রমে পৃথক্ পৃথক্ মহাদেব ও মহাদেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্বয়ং শৈল-রাজ-দুহিতা পার্শ্বস্থিত কৃতাঞ্জলি এবং স্বকীয় আজ্ঞা-সম্পাদক পুত্রতুল্য বীরভদ্রকে তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক ভদ্রার সহিত আকর্ষণ করত আপনার ক্রোড়ে বসাইয়া, কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় গাঢ় আলিঙ্গন এবং মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। তাহার পর দেবী অত্যন্ত প্রীত হইয়া সেই শূলধারী বীরভদ্রকে সহস্র সহস্র নানাবিধ অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। ২৭—৩৩। অনন্তর বিষ্ণু, শক্র ও পিতামহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবগণ সেই সর্ব্বলোক মহেশ্বর মহাদেবের শরণাগত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরও ঈষৎ হাস্যানুগত বচন দ্বারা ভয় অপনয়ন করিয়া শরণাগত দেবগণকে পুনর্ব্বার বলিয়াছিলেন,—দেবগণ নিয়তির নিয়োগবশে নিমন্ত্রিত হইয়া আমার সম্বন্ধে যে অপরাধ করিয়াছিল, সম্প্রতি সেই দেবগণকে শরণাগত এবং প্রণত দেখিয়া আমি নিশ্চয়ই সেই সমুদয় অপরাধ বিস্মৃত হইয়াছি। অতএব এখন তোমরা লজ্জাশূন্য হইয়া এবং সেই প্রকৃত বিমর্দ্দনকে হৃদয়ে গণনা না করিয়া, হে হরি-বিরিঞ্চি-সুরেন্দ্র প্রমুখ দেবগণ! সম্প্রতি সুখে আপন আপন পুরে গমন কর। দক্ষ-যজ্ঞ-ধ্বংসকারী যজ্ঞ সম্বন্ধ-রহিত সুরেশ্বর মহাদেব, দেবগণকে এই কথা বলিয়া পার্ব্বতী, অনুচরবর্গ এবং অন্যান্য বস্তুর সহিত দেখিতে দেখিতে আকাশ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ ব্যথা-শূন্য হইয়া বীরভদ্রের অদ্ভুত পরাক্রমকথা কীর্ত্তন করিতে

সপদি স্বেন সুখেন যথাসুখং
যযুরনেকমুখং মখবন্মুখাঃ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং পূর্ব্বভাগে হরপার্ব্বতীপ্রসন্নতাবর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।
অন্তর্দ্ধানগতো দেব্যা সহ সানুচরো হরঃ।
ক যাতঃ কুত্র বা বাসঃ কিং কৃত্বা চ ররাম চ ॥ ১
বায়ুরুবাচ।
মহীধরবরঃ শ্রীমান্ মন্দরশ্চিত্রকন্দরঃ।
দয়িতো দেবদেবস্য নিবাসস্তপসোঽভবৎ ॥ ২
তপো মহৎ কৃতং তেন বোঢ়ুং স্বশিরসা শিবৌ।
চিরেণ লব্ধং তৎপাদ-পঙ্কজস্পর্শজং সুখম্ ॥ ৩
তস্য শৈলস্য সৌন্দর্য্যং সহস্রবদনৈরপি।
ন শক্যং বিস্তরাদ্বক্তুং বর্ষকোটিশতৈরপি ॥ ৪
শক্যমপ্যস্য সৌন্দর্য্যং ন বর্ণয়িতুমুৎসহে।
পর্ব্বতান্তরসৌন্দর্য্যসাধারণ্যাবধারণাৎ ॥ ৫
ইদন্তু শক্যতে বক্তুমেষ পর্ব্বতসুন্দরঃ।
ঋদ্ধ্যা কয়াপি সৌন্দর্য্য-মীশ্বরাবাসযোগ্যতাম্ ॥ ৬
অত এব হি দেবেন দেব্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
অতীব রমণীয়োঽয়ং গিরিরন্তঃপুরীকৃতঃ ॥ ৭
মেখলাভূময়স্তস্য বিপুলোপলপাদপাঃ।
শিবয়োর্নিত্যসান্নিধ্যান্নয়ক্কুর্বন্ত্যখিলং জগৎ ॥ ৮
পিতৃভ্যাং জগতো নিত্যং স্নানপানোপযোগতঃ।
অবাপ্তপুণ্যসংস্কারঃ প্রসরদ্ভিরিতস্ততঃ ॥ ৯
লঘুশীতলসংস্পর্শৈরচ্ছাচ্ছৈর্নির্ঝরাম্বুভিঃ।
আধিরাজ্য ইবাদ্রীণামদ্রিরেষোঽভিষিচ্যতে ॥ ১০
নিশাসু শিখরপ্রান্ত-বর্ত্তিনা স শিলোচ্চয়ঃ।
চন্দ্রেণাচলসাম্রাজ্য-চ্ছত্রেণেব বিরাজতে ॥ ১১
স শৈলশ্চঞ্চলীভূতৈর্বালৈশ্চমরযোষিতাম্।
সর্ব্বপর্ব্বতসাম্রাজ্য-চামরৈরিব বীজ্যতে ॥ ১২

করিতে তৎক্ষণাৎ আকাশে নানাবিধ মার্গ অবলম্বন করিয়া সুখে গমন করিতে লাগিলেন। ৩৪—৩৯।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—দেবী এবং অনুচরবর্গের সহিত অন্তর্হিত হইয়া মহাদেব কোথায় গমন করিলেন? তাঁহার বাসভূমি কোথায় এবং কিরূপেই বা তিনি রমণ করিয়াছিলেন? বায়ু বলিলেন,—বিচিত্র-কন্দরযুক্ত শ্রীমান্ মন্দর পর্ব্বত আপনার তপঃপ্রভাবে মহাদেবের প্রিয় বাসভূমি হইয়াছে। ঐ মন্দর পর্ব্বত আপনার মস্তকে শিব এবং শিবাকে বহন করিবার নিমিত্ত মহতী তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিল। বহুকাল তপস্যার পর সেই দেব ও দেবীর পাদপদ্মস্পর্শ-জন্য সুখ অনুভব করিয়াছিল। সহস্রবদন ব্যক্তিগণ শত কোটী বৎসর ধরিয়া বলিতে থাকিলেও সেই পর্ব্বতের সমগ্র সৌন্দর্য্য বলিয়া উঠিতে পারে না। আমি ইহার সৌন্দর্য্য বর্ণন করিতে সমর্থ হইলেও উহা বলিব না; কারণ, লোকে তাহা হইলে ইহার সৌন্দর্য্যকে অপর পর্ব্বতের সৌন্দর্য্যের সহিত তুল্য বলিয়া অবধারণ করিতে পারে। তবে, এই সুন্দর পর্ব্বত কীদৃশ সমৃদ্ধি প্রভাবে মহেশ্বরের বাসযোগ্য সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা বলা যাইতে পারে। এইজন্যই মহেশ্বর দেবীর প্রিয় করিবার অভিলাষে এই অতি রমণীয় পর্ব্বতকে আপনার অন্তঃপুর করিয়াছেন। বিপুল শিলাখণ্ড ও পাদপ-শ্রেণীতে শোভিত ইহার মেখলাপ্রদেশ হরপার্ব্বতীর নিত্য সান্নিধ্য হেতু সমুদয় জগৎকে পরাভব করিয়াছে। জগতের মাতাপিতা হরপার্ব্বতী কর্ত্তৃক নিত্য স্নানপানাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হেতু যে পর্ব্বত পবিত্র সংস্কার লাভ করিয়াছে এবং ইতস্ততঃ লঘু শীতলস্পর্শ, অতি নির্ম্মল নির্ঝর জলধারা সকল নিঃসৃত হওয়ায় যে পর্ব্বত পর্ব্বত-সাম্রাজ্যে যেন অভিষিক্ত হইতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে,—রাত্রি-

প্রাতরভ্যুদিতে ভানৌ ভূধরো রত্নভূষিতঃ।
দর্পণে দেহসৌভাগ্যং দ্রষ্টুকাম ইব স্থিতঃ॥ ১৩
কূজদ্বিহঙ্গবাচালৈর্বাতোদ্ধূতলতাভুজৈঃ।
বিমুক্তপুষ্পৈঃ সততং ব্যালম্বিমৃদুপল্লবৈঃ॥ ১৪
লতাপ্রতানজটিলৈস্তরুভিস্তাপসৈরিব।
জয়াশিষা সহাভ্যর্চ্চ্য নিষেব্যত ইবাদ্রিরাট্॥ ১৫
অধোমুখৈরূর্দ্ধমুখৈঃ শৃঙ্গৈস্তির্য্যঙ্মুখৈরপি।
প্রপতন্নিব পাতালে ভূপৃষ্ঠাদুৎপতন্নিব॥ ১৬
পরীত্য সর্ব্বতো দিক্ষু ভ্রমন্নিব নিহায়সি।
পশ্যন্নিব জগৎ সর্ব্বং নৃত্যন্নিব নিরন্তরম্॥ ১৭
গুহামুখৈঃ প্রতিদিনং ব্যাত্তাস্যৈর্বিপুলোদরৈঃ।
অজীর্ণলাবণ্যতয়া জৃম্ভামিব সদাচরন্॥ ১৮
গ্রসন্নিব জগৎ সর্ব্বং পিবন্নিব পয়োনিধিম্।
বসন্নিব তমোহন্তঃস্থমদন্নিব খমম্বুদৈঃ॥ ১৯
নিবাসভূময়স্তাস্তা দর্পণপ্রতিমোদরাঃ।
তিরস্কৃতাতপস্নিগ্ধাশ্রমস্থচ্ছায়া মহীরুহাঃ॥ ২০
সরিৎসরস্তটাকাদি-সম্পর্কশিশিরানিলাঃ।
তত্র তত্র নিষণ্ণাভ্যাং শিবাভ্যাং সফলীকৃতাঃ॥২১
তমিমং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং স্মৃত্বা সাম্বস্ত্রিয়ম্বকঃ।
রৈভ্যাশ্রমসমীপস্থশ্চান্তর্দ্ধানং গতো যযৌ॥ ২২
তত্রোদ্যানমনুপ্রাপ্য দেব্যা সহ মহেশ্বরঃ।
ররাম রমণীয়াসু দিব্যান্তঃপুরভূমিষু॥ ২৩
তথা গতেষু কালেষু বিবৃদ্ধাসু প্রজাসু চ।
দৈত্যৌ শুম্ভ-নিশুম্ভাখ্যৌ ভ্রাতরৌ সম্বভূবতুঃ॥
তাভ্যাং তপোবলাদ্দত্তং ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা।
অবধ্যত্বং জগত্যস্মিন্ পুরুষৈরখিলৈরপি॥ ২৫

কালে চন্দ্র ঐ পর্ব্বতের শিখরপ্রান্তে বিচরণ করায় বোধ হইতেছিল, যেন উহার মস্তকে সাম্রাজ্য-চিহ্নিত ছত্র ধৃত হইয়াছে; চামরীগণ উহার প্রান্তে পুচ্ছ দোলাইতে দোলাইতে বিচরণ করায় বোধ হইতেছে, যেন উহারা সাম্রাজ্য-চিহ্ন শ্বেতচামর ঢুলাইতেছে; প্রাতঃকালে সূর্য্য উদিত হইলে বোধ হয়, ঐ রত্নভূষিত পর্ব্বত যেন আপনার দেহের সৌন্দর্য্য অবলোকন করিবার জন্য সম্মুখে একখানি দর্পণ ধারণ করিয়াছে। শব্দায়মান বিহঙ্গরবে বাচাল, লতাপ্রতানে জটিল বৃক্ষরূপী তাপসগণ বায়ু-সঞ্চালিত লতারূপ বাহু দ্বারা পুষ্প মোচন এবং মৃদুপল্লবরূপ করতল সঞ্চালন করত সেই পর্ব্বতরাজকে জয় ও আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক যেন সেবা করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। ১—১৫। সেই পর্ব্বতের শৃঙ্গ অধোমুখ, ঊর্দ্ধমুখ এবং তির্য্যক্-বিস্তৃত হওয়ায় কখন বোধ হয়, ঐ পর্ব্বত যেন পাতালে পতিত এবং কখন বোধ হয় যেন ভূপৃষ্ঠ হইতে উত্থিত হইতেছে। সেই পর্ব্বত চারিদিকে ব্যাপ্ত হওয়ায় বোধ হইতেছে, যেন উহা আকাশে ভ্রমণ করিতেছে, সমুদয় জগৎ দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অথবা নিরন্তর নৃত্য করিতেছে। তাহার সর্ব্বদা অভিনব সৌন্দর্য্য থাকায় এবং গুহা সকল মুখভাগে আবৃত ও অভ্যন্তরে গভীর হওয়ায় বোধ হইতেছে, ঐ পর্ব্বত যেন সর্ব্বদা "হাই" তুলিতেছে, কিংবা সমুদয় জগৎ একেবারে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, অথবা সমুদ্রকে পান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কিংবা অন্তরস্থ অন্ধকার বমন করিতে অভিলাষ করিয়াছে, অথবা মেঘের সহিত নভোমণ্ডল ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। সেই পর্ব্বতে বাসভূমি-সমূহের অভ্যন্তর-ভাগ দর্পণের মত ঝক্‌ঝকে; পার্শ্ববর্ত্তী আশ্রমস্থ ছায়াপ্রধান বৃক্ষে আতপ নিবারিত হওয়ায় ঐ ভূমি সকল অতিশয় স্নিগ্ধ এবং উহাতে সরিৎ, সরোবর ও তড়াগাদি স্পর্শে সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হয়;—উহাদের রমণীয়তা হর-পার্ব্বতীর ইচ্ছা-বিহারে সফলীকৃত হইয়াছে। রৈভ্যাশ্রম সমীপবর্ত্তী ত্র্যম্বক সেই মন্দার পর্ব্বতকে স্মরণপূর্ব্বক অন্তর্হিত অম্বিকার সহিত তথায় গমন করিলেন। মহেশ্বর দেবীর সহিত সেই পর্ব্বত উদ্যানে গমন করিয়া সুরম্য দিব্য অন্তঃপুর-ভূমিতে বিহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে এবং সেই সঙ্গে প্রজাগণ বৃদ্ধিলাভ করিলে দৈত্যকুলসম্ভূত শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই ভাই উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাদের তপোবলে পরপরমেষ্ঠী ব্রহ্মা তাহাদিগকে এই জগতে পুরুষ-

অয়োনিজা তু যা কন্যা অম্বিকাংশসমুদ্ভবা।
অজাতপুংস্পর্শরতিরবিলঙ্ঘ্যপরাক্রমা॥ ২৬
তয়োস্তু নৌ বধঃ সংখ্যে তস্যাং কামাভিভূতয়োঃ।
ইতি চাভ্যর্থিতো ব্রহ্মা তাভ্যাং প্রাহ তথাস্ত্বিতি॥
ততঃ প্রভৃতি শক্রাদীন্ বিজিত্য সমরে সুরান্।
নিস্বাধ্যায়বষট্কারং জগচ্চক্রতুরক্রমাৎ॥ ২৮
তয়োর্বধায় দেবেশং ব্রহ্মাভ্যর্থিতবান্ পুনঃ।
বিনিন্দ্যাপি রহস্যম্বাং ক্রোধয়িত্বা যথা তথা॥ ২৯
ত্বদ্বর্ণকোশজাং শক্তিমকামাং কন্যকাত্মিকাম্।
নিশুম্ভ-শুম্ভয়োর্হন্ত্রীং সুরেভ্যো দাতুমর্হসি॥ ৩০
এবমভ্যর্থিতো ধাত্রা ভগবান্ নীললোহিতঃ।
কালীত্যাহ রহস্যম্বাং নিন্দয়ন্নিব সস্মিতঃ॥ ৩১
ততঃ ক্রুদ্ধতরা দেবী সুবর্ণা বর্ণকারণাৎ!

মাত্রেরই অবধ্য হইবে বলিয়া বর প্রদান করিয়াছিলেন। অম্বিকার অংশ হইতে সমুদ্ভূতা দুর্জ্জয় পরাক্রমবতী, পুরুষ-সংসর্গবর্জ্জিতা, অযোনিসম্ভবা একটী কন্যা হইবেন; ঐ কন্যার উপর আমরা উভয়ে কামাসক্ত হইলে, যুদ্ধ করিয়া তিনি আমাদের উভয়ের বধ সাধন করিবেন। তাহারা দুইজনে ব্রহ্মার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলে ব্রহ্মা তাহাদিগকে 'তথাস্তু' বলিয়া বরপ্রদান করিলেন। সেই দৈত্যদ্বয় যুদ্ধে ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাজিত করিয়া একেবারে নিখিল জগৎকে স্বাধ্যায় ও বষট্কারশূন্য করিল। তখন ব্রহ্মা নিজেই আবার তাহাদের বধের নিমিত্ত মহাদেবের নিকট এইরূপে প্রার্থনা করিলেন যে, নির্জ্জনে জগদম্বাকে নিন্দা করিয়াই হউক বা অন্য কোনরূপে ক্রোধ উৎপাদন করিয়াই হউক, শুম্ভ নিশুম্ভের নাশকারিণী, তদীয় বর্ণকোশ হইতে সমুৎপন্না কামভাবরহিতা, কন্যাস্বরূপিণী শক্তি দেবগণকে সমর্পণ করুন। ১৬—৩০। ভগবান্ নীললোহিত মহাদেব বিধাতা কর্ত্তৃক এইরূপ অভ্যর্থিত হইয়া ঈষৎ হাস্য করত জগদম্বাকে একান্তে নিন্দা করিতে করিতে কালী বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তাহাতে সেই সুবর্ণা দেবী আপনার বর্ণের নিন্দায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া

স্ময়ন্তী চাহ ভর্ত্তারমসমাধেয়য়া গিরা॥ ৩২

দেব্যুবাচ।

ঈদৃশে মম বর্ণেঽস্মিন্ ন রতির্ভবতোঽস্তি চেৎ।
এতাবন্তং চিরং কালং কথমেষা নিয়ম্যতে॥ ৩৩
অরুচ্যা বর্ত্তমানোঽপি কথঞ্চ রমসে ময়া।
ন হ্যশক্যং জগত্যস্মিন্নীশ্বরস্য তব প্রভো॥ ৩৪
স্বাত্মারামস্য ভবতো রতির্ন সুখসাধনম্।
ইতি হেতোঃ স্মরো যস্মাৎ প্রসভং ভস্মসাৎকৃতঃ
যাচনাভিরতা ভর্ত্তুরপি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী।
সা বৃথৈব হি জায়েত সর্ব্বৈরপি গুণান্তরৈঃ॥ ৩৬
ভর্ত্তুর্ভোগৈকশেষো হি সর্গ এবৈষ যোষিতাম্।
তথা সত্যন্যথাভূতা নারী কুত্রোপযুজ্যতে॥ ৩৭
তস্মাদ্বর্ণমিমং ত্যক্ত্বা ত্বয়া রহসি নিন্দিতম্।
বর্ণান্তরং ভজিষ্যে বা ন ভবিষ্যামি বা স্বয়ম্॥৩৮
ইত্যুক্ত্বোত্থায় শয়নাদ্দেবী রোষাৎ সগদ্গদম্।
যযাচেঽনুমতিং ভর্ত্তুস্তপসে কৃতনিশ্চয়া॥ ৩৯
তথা প্রণয়ভঙ্গেন ভীতো ভূতপতিঃ স্বয়ম্।

গর্ব্বের সহিত ভর্ত্তাকে কঠোর বাক্যে বলিলেন,—আমার এরূপ বর্ণে যদি আপনার মনের প্রীতি না হয়, তবে এতকাল কেন আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন? এরূপ ঘোর অরুচিসত্ত্বেও আমার সহিত বিহার করেন কিরূপে? হে প্রভো! আপনি ঈশ্বর, আপনার অসাধ্য কিছুই নাই। আপনি আত্মারাম, সামান্য রতি-সম্ভোগ আপনার সুখসাধন নহে; এইহেতু পূর্ব্বে কন্দর্পকে ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন। যে রমণী ভর্ত্তার মনোমত নহে, সে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও সর্ব্বগুণবতী হইলেও বৃথা। একমাত্র ভর্ত্তার উপভোগের নিমিত্তই স্ত্রীদিগের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা না হইলে, নারী আর কোন্ কাজে লাগে? অতএব একান্তে নিন্দিত এই বর্ত্তমান বর্ণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য বর্ণ গ্রহণ করিব, না হয় প্রাণ পরিত্যাগ করিব। এই কথা বলিয়া দেবী ক্রোধবশে শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তপস্যার জন্য স্থিরসঙ্কল্প হইয়া গদগদ-বচনে ভর্ত্তার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। এইরূপ

পাদয়োঃ প্রণমন্নেব ভবানীং প্রত্যভাষত ॥ ৪০
ঈশ্বর উবাচ।
অজানতীব ক্রীড়োক্তিং প্রিয়ে কিং কুপিতাসি মে
রতিঃ কুতো বা জায়েত ত্বত্তশ্চেদরতির্মম ॥ ৪১
মাতা ত্বমস্য জগতঃ পিতাহমধিপস্তথা।
কথং তদুপপদ্যেত ত্বত্তো নাভিরতির্মম ॥ ৪২
আবয়ো রতিকামোহপি কিমসৌ কামকারিতঃ।
যতঃ কামসমুৎপত্তেঃ প্রাগেব জগদুদ্ভবঃ ॥ ৪৩
পৃথগ্জনানাং রতয়ে কামাত্মা কল্পিতো ময়া।
ততঃ কথমুপালব্ধঃ কামদাহাদহং ত্বয়া ॥ ৪৪
মম ত্রিদশসামান্যং মন্যমানো মনোভবঃ।
মনাক্ পরিভবং কুর্ব্বন্ ময়া বৈ ভস্মসাৎকৃতঃ ॥৪৫
বিহারোহপ্যাবয়োরস্য জগতস্ত্রাণকারণাৎ।
ততস্তদর্থং ত্বয্যদ্য ক্রীড়োক্তিং কৃতবানহম্ ॥ ৪৬
স চায়মচিরাদর্শস্তবৈবাবিষ্করিষ্যতে।
ক্রোধেনালং মুধানেন ত্বন্নিষ্ঠং কিং ন বেৎসি মাম্
ইত্যেবমনুনীতাপি ভর্ত্রা গিরিবরাত্মজা।
কালীতি বিপ্রিয়ং বাক্যং হৃদি কৃত্বেদমব্রবীৎ ॥৪৮
দেব্যুবাচ।
শ্রুতপূর্ব্বা হি ভগবংস্তব চাটূক্তয়ো ময়া।
যাভিরেবমধীরাহমিতঃ প্রাগপি বঞ্চিতা ॥ ৪৯
প্রাণানপ্যপ্রিয়া ভর্ত্তুর্নারী যা ন পরিত্যজেৎ।
কুলাঙ্গনাসু সা সদ্ভিঃ কুৎসিতৈব হি গণ্যতে ॥৫০
ভূয়সী চ তবাপ্রীতিরগৌরমিতি মে বপুঃ।
ক্রীড়োক্তিরপি কালীতি ঘটতে কথমন্যথা ॥ ৫১
সদ্ভির্বিগর্হিতং তস্মাৎ স্ত্রীষু কার্ষ্ণ্যমসৎকৃতম্।
অনুৎসৃজ্য তপোযোগাৎ স্থাতুমেবেহ নোৎসহে।
দেব উবাচ।
যদ্যেবং ব্যবসায়স্তে তপসা কিং প্রয়োজনম্।
মমেচ্ছয়া স্বেচ্ছয়া বা বর্ণান্তরবতী ভব ॥ ৫৩

প্রণয়ভঙ্গে ভূতপতি স্বয়ং ভীত হইয়া দেবীর পাদদ্বয়ে প্রণত হইয়া প্রতিবাক্য প্রদান করিলেন,—হে প্রিয়ে! তুমি কি আমার এই পরিহাস বাক্যের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া আমার উপর কুপিত হইয়াছ? যদি তোমাতে রতি না হয়, তবে আমার আর কোথায় রতি হইবে? তুমি এই জগতের মাতা, আমি ইহার পিতা ও অধিপতি; যদি তোমাতে আমার রতি না থাকিত, তবে ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইত। কামের দ্বারা আমাদের রতি বা কাম কি সম্পাদিত হয়? তাহা কখনই নহে। কারণ, কন্দর্পের উৎপত্তির অনেক পূর্ব্বে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। সামান্য লোকদিগের রতির নিমিত্তই আমি কন্দর্পের সৃষ্টি করিয়াছি। তবে কেন তুমি 'কামের দাহ করিয়াছি' বলিয়া আমাকে তিরস্কার করিতেছ? কন্দর্প আমাকে অপরাপর দেবের তুল্য মনে করিয়া, আমাকে পরাভব করিতে চেষ্টা করায়, আমি তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়াছি। এই জগতের পরিত্রাণের জন্যই আমাদের বিহার এবং সেইজন্যই আমি তোমার উপর এই পরিহাস-বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছি। অচির-কালের মধ্যে সেই অর্থ তোমার কাছে আপনিই প্রকট হইবে। এই বৃথা-ক্রোধ পরিত্যাগ কর। আমি যে তোমার একান্ত ভক্ত, তাহা কি তুমি জান না? ৩১—৪৭। পর্ব্বত-রাজকন্যা স্বামিকর্ত্তৃক এইরূপে অনুনীত হইলেও "কালী" এই অপ্রিয় কথাটী মনে করিয়া স্বামীকে এইরূপ বলিলেন,—হে ভগবন্! আমি পূর্ব্বেও অনেকবার আপনার অনেক মন-রাখা কথা শুনিয়াছি এবং তাহার মোহিনী শক্তিতে আমি পূর্ব্বেও এইরূপ ক্রোধ করিয়া আবার ভুলিয়া গিয়াছি। যে নারী স্বামীর অপ্রিয় হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে না পারে, পণ্ডিতেরা কুলাঙ্গনার মধ্যে তাহাকে কুৎসিত বলিয়া গণনা করেন। আমার দেহ গৌরবর্ণ নহে, এইজন্য আপনার সম্পূর্ণ অপ্রীতি অনুমিত হইতেছে, নতুবা আমাকে কালী বলিয়া পরিহাস করিবেন কেন? স্ত্রীর কৃষ্ণবর্ণ পণ্ডিতগণের নিকট অতিশয় নিন্দিত এবং অনাদৃত হয়, সুতরাং তপোবলে আমি সেই কালবর্ণ পরিত্যাগ না করিয়া জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। মহাদেব বলিলেন,—যদি তোমার এত দৃঢ়তা হইয়া থাকে, তবে তপস্যায় প্রয়োজন কি? আমার ইচ্ছায় অথবা

দেব্যুবাচ।
নেচ্ছামি ভবতো বর্ণং স্বয়ং বা কর্তুমন্যথা।
ব্রহ্মাণং তপসারাধ্য ততো গৌরী ভবাম্যহম্ ॥৫৪
ঈশ্বর উবাচ।
মৎপ্রসাদাৎ পুরা ব্রহ্মা ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তবান্ পরম্।
তমাহূয় মহাদেবি তপসা কিং করিষ্যসি ॥ ৫৫
দেব্যুবাচ।
ত্বত্তো লব্ধপদা এব সর্ব্বে ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ।
তথাপ্যারাধ্য তপসা ব্রহ্মাণং ত্বন্নিয়োগতঃ ॥ ৫৬
পুরা কিল সতী নাম্না দক্ষস্য দুহিতাহভবম্।
জগতাং পতিমেব ত্বাং পতিং প্রাপ্তবতী তথা ॥৫৭
এবমদ্যাপি তপসা তোষয়িত্বা পিতামহম্।
গৌরী ভবিতুমিচ্ছামি কো দোষঃ কথ্যতামিহ ॥৫৮
এবমুক্তো মহাদেব্যা মহাদেবঃ স্ময়ন্নিব।
ন তাং নির্ব্বন্ধয়ামাস দেবকার্য্যচিকীর্ষয়া ॥ ৫৫
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য পতিমম্বা পতিব্রতা।
নিয়ম্য চ বিয়োগার্ত্তিং জগাম হিমবদ্গিরিম্ ॥ ৬০
তপঃ কৃতবতী পূর্ব্বং দেশে যস্মিন্ সখীজনৈঃ।
তমেব দেশং বৃণুয়াৎ তপসে প্রণয়াৎ পুনঃ ॥ ৬১
ততঃ স্বপিতরং দৃষ্ট্বা মাতরঞ্চ তয়োর্গৃহে।
প্রণম্য বৃত্তং বিজ্ঞাপ্য তাভ্যাঞ্চানুমতা সতী ॥৬২
পুনস্তপোবনং গত্বা ভূষণানি বিসৃজ্য চ।
স্নাত্বা তপস্বিনীবেশং কৃত্বা পরমপাবনম্ ॥ ৬৩
সঙ্কল্প্য চ মহৎ তীব্রং তপঃ পরমদুশ্চরম্।
সদা মনসি সন্ধায় ভর্ত্তুশ্চরণপঙ্কজম্ ॥ ৬৪
তমেব ক্ষণিকে লিঙ্গে ধ্যাত্বাবাহবিধানতঃ।
ত্রিসন্ধ্যমভ্যর্চ্চয়ন্তী বন্যৈঃ পুষ্পৈঃ ফলাদিভিঃ ॥৬৫
স এব ব্রহ্মণো মূর্ত্তিমাস্থায় তপসঃ ফলম্।
প্রদাস্যতি মমেত্যেবং নিত্যং মত্বাকরোৎ তপঃ ॥
তথা তপশ্চরন্তীং তাং কালে বহুতিথে গতে।

নিজের ইচ্ছায় বর্ণান্তর ধারণ কর। দেবী বলিলেন—আপনার বা আমার ইচ্ছায় আমি বর্ণান্তর গ্রহণ করিতে চাহি না। আমি তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া গৌরী হইব। মহাদেব বলিলেন,—পূর্ব্বে ব্রহ্মা আমার অনুগ্রহে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে মহাদেবি! তপস্যা করিয়া সেই ব্রহ্মার আবার আরাধনা করিয়া কি অধিক ফল পাইবে? দেবী বলিলেন,—যদিও ব্রহ্মা প্রভৃতি সমুদয় দেবগণ আপনার প্রসাদে আপন আপন পদ প্রাপ্ত হইছেন, তথাপি আপনার আদেশ অনুসারে তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া পূর্ব্বে আমি সতী নামে দক্ষের কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম এবং জগৎপতি আপনাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। সেইরূপ এক্ষণেও তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া আমি গৌরী হইতে ইচ্ছা করিয়াছি, ইহাতে দোষ কি তা বলুন? মহাদেবী এই কথা বলিলে, মহাদেব একটু হাস্য করিলেন মাত্র। কিন্তু দেবকার্য্যের অনুরোধে তাঁহাকে নিবারণ করিলেন না। অনন্তর পতিব্রতা জগদম্বা পতিকে প্রদক্ষিণ করিয়া এবং বিয়োগ-দুঃখকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া, হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন। পূর্ব্বে সখীজনের সহিত যে প্রদেশে তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই পূর্ব্বপ্রণয় বশতঃ সেই স্থানেই তপস্যা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। অনন্তর পিতামাতাকে স্বগৃহে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাদিগের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া, তাঁহাদেরও অনুমতি লইয়া পুনর্ব্বার তপোবনে গমন করিলেন। তথায় যাইয়া শরীরের ভূষণ সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক স্নানানন্তর পরম পবিত্র তপস্বিনীবেশ গ্রহণ করিলেন। তিনি অতি তীব্র পরম দুশ্চর তপস্যা করিতে সঙ্কল্প করিয়া সর্ব্বদা মনোমধ্যে স্বামীর চরণপঙ্কজ স্থাপিত করিলেন। বাহিরে মৃন্ময়াদি নশ্বর লিঙ্গেও সেই মহাদেবকেই চিন্তা করত বনজাত পুষ্প ও ফলাদি দ্বারা ত্রিসন্ধ্যা পূজা করিতে লাগিলেন। "তিনিই ব্রহ্মার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার এই তপস্যার ফল প্রদান করিবেন" অনবরত এইরূপ ভাবনা করত পার্ব্বতী তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ৪৮—৬৬। এইভাবে তপস্যাচরণ করিতে করিতে বহুকাল গত হইলে, কোন

দৃষ্ট্বা কশ্চিন্মহাব্যাঘ্রো দুষ্টভাবাদুপাগমৎ ॥ ৬৭
তথৈবোপগতস্তাপি তস্যাতীব দুরাত্মনঃ।
গাত্রং চিত্রার্পিতমিব স্তব্ধং তস্যাঃ সকাশতঃ ॥৬৮
তং দৃষ্ট্বাপি তথা ব্যাঘ্রং দুষ্টভাবাদুপাগতম্।
ন পৃথগ্‌জনবদ্দেবী স্বপ্রভাবেণ বিব্যথে ॥ ৬৯
স তু বিষ্টব্ধসর্ব্বাঙ্গো বুভুক্ষাপরিপীড়িতঃ।
মমামিষমিতো নান্যদিতি মত্বা নিরন্তরম্ ॥ ৭০
নিরীক্ষমাণঃ সততং দেবীমেব তদানিশম্।
অতিষ্ঠদগ্রতস্তস্যা উপাসনমিবাচরন্ ॥ ৭১
তস্যাশ্চ হৃদয়ে নিত্যং মমৈবায়মুপাসকঃ।
ত্রাতা চ দুষ্টসত্ত্বেভ্য ইতি প্রববৃতে কৃপা ॥ ৭২
তত এব কৃপাযোগাৎ সদ্যো নষ্টমলত্রয়ঃ।
বভূব স মহাব্যাঘ্রো দেবীঞ্চ বুবুধে তদা ॥ ৭৩
ন্যবর্ত্তত বুভুক্ষা চ তস্যাঙ্গস্তম্ভনং তথা।
দৌরাত্ম্যং জন্মসিদ্ধঞ্চ তৃপ্তিশ্চ সমজায়ত ॥ ৭৪

তদা পরমভাবেণ জ্ঞাত্বা কার্তার্থমাত্মনঃ।
সদ্যোপাসক এবৈষ সিষেবে পরমেশ্বরীম্ ॥ ৭৫
দুষ্টানামপি সত্ত্বানাং তথা ন্যেষাং দুরাত্মনাম্।
স এব দ্রাবকো ভূত্বা বিচচার তপোবনে ॥ ৭৬
তপশ্চ ববৃধে দেব্যাস্তীব্রং তীব্রতরাত্মকম্।
দেবাশ্চ দৈত্যনির্ব্বন্ধাদ্‌ব্রহ্মাণং শরণং যযুঃ ॥ ৭৭
সোঽপি দৈত্যবধাসক্তঃ কৃত্বা হেত্বাশ্রয়াং কথাম্।
সামরস্ত্বরিতো ব্রহ্মা যযৌ দেব্যাস্তপোবনম্ ॥ ৭৮
দদর্শ চ সুরশ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠে তপসি নিষ্ঠিতাম্।
প্রতিষ্ঠামিব বিশ্বস্য ভবানীং পরমেশ্বরীম্ ॥ ৭৯
ননাম চাস্য জগতো মাতরং স্বস্য চাত্মনঃ।
রুদ্রস্য চ পিতুর্ভার্য্যামার্য্যামদ্রীশ্বরাত্মজাম্ ॥ ৮০
ব্রহ্মাণমাগতং দৃষ্ট্বা দেবী দেবগণৈঃ সহ।
অর্ঘ্যং তদর্হং দত্ত্বাস্মৈ স্বাগতাদ্যৈরুপাচরৎ ॥৮১
তাঞ্চ প্রত্যুপচারোক্তিং পুরস্কৃত্যাভিনন্দ্য চ।

সময় একটী ব্যাঘ্র তাঁহাকে দেখিয়া দুষ্টভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। সেই অতি দুরাত্মা ব্যাঘ্র দুষ্টভাবে আগত হইলেও পার্ব্বতীর সমীপে তাহার সর্ব্বশরীর চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তব্ধ হইল। দেবী সেই ব্যাঘ্রকে দুষ্টভাবে আগত দেখিয়াও আপনার প্রভাবের উপর বিশ্বাস থাকায় সামান্য মনুষ্যের ন্যায় ক্ষোভিত হইলেন না। ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত সেই ব্যাঘ্র সর্ব্বশরীর বিষ্টব্ধ হওয়ায় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, ইহা ভিন্ন আর আমার আমিষ নাই, সে এরূপ চিন্তা করত নিরন্তর সেই দেবীকে দর্শন করত তাঁহার সম্মুখে উপাসনাকারীর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। এদিকে পার্ব্বতী তাহাকে "এ আমার নিত্য উপাসক এবং অন্য দুষ্টসত্ত্ব হইতে আমাকে রক্ষা করিতে আগত" এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাহার উপর কৃপাবতী হইলেন। ব্যাঘ্রের উপর দেবীর কৃপা হওয়াতে তৎক্ষণাৎ তাহার কায়িক, বাচিক ও মানসিক পাপ বিনষ্ট হইল এবং সেই মহাব্যাঘ্র দেবীর তত্ত্ব বুঝিতে পারিল। তাহার ক্ষুধা, অঙ্গস্তম্ভন ও আজন্মসিদ্ধ দৌরাত্ম্য নিবৃত্ত হইল এবং মনে তৃপ্তির উদয় হইল। তখন তাহার পরম ভাবের উদয় হওয়ায় আপনার কৃতার্থতা জানিতে পারিয়া সে প্রকৃত উপাসকের ন্যায় পরমেশ্বরীর সেবা আরম্ভ করিল। দুষ্টসত্ত্ব এবং অপর দুরাত্মাদিগকে সে নিজেই দূরীভূত করত তপোবনে বিচরণ করিতে লাগিল। এইরূপে নিরাপদ হওয়ায় দেবীর তপস্যা ক্রমশই অতিশয় তীব্ররূপে বৃদ্ধি পাইল। এই সময় দৈত্য-নিপীড়িত দেবগণও ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। স্বয়ং দৈত্যবধে অসক্ত ব্রহ্মা দেবগণকে কারণের সহিত সমুদয় বৃত্তান্ত বলিয়া অমরগণের সহিত সত্বর হইয়া দেবীর তপোবনে গমন করিলেন। সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা সেই স্থানে গমন করিয়া বিশ্বের প্রতিষ্ঠার ন্যায় শ্রেষ্ঠ তপস্যায় নিরত ভবানী পরমেশ্বরীকে দেখিলেন। এই সমুদয় জগতের ও নিজের (ব্রহ্মার) মাতা, পিতা রুদ্রের ভার্য্যা, পর্ব্বতরাজের আত্মজা সেই আর্য্যস্বভাবা দেবীকে ব্রহ্মা প্রণাম করিলেন। ৬৭—৮০। ব্রহ্মাকে দেবগণের সহিত সমাগত দেখিয়া দেবী তাঁহাকে সমুচিত স্বাগতবাদপূর্ব্বক অর্ঘ্য দান করিয়া পূজা করিলেন। ব্রহ্মাও তাঁহার প্রত্যুপচার-

পপ্রচ্ছ তপসো হেতুমজানন্নিব পদ্মজঃ ॥ ৮২
ব্রহ্মোবাচ।
তীব্রেণ তপসানেন দেব্যা কিমিহ সাধ্যতে।
তপঃফলানাং সর্ব্বেষাং ত্বদধীনা হি সিদ্ধয়ঃ ॥ ৮৩
যশ্চৈব জগতাং ভর্ত্তা তমেব পরমেশ্বরম্।
ভর্ত্তারমাত্মনা প্রাপ্য প্রাপ্তঞ্চ তপসঃ ফলম্ ॥ ৮৪
অথবা সর্ব্বমেবৈতৎ ক্রীড়াবিলসিতং তব।
ইদন্তু চিত্রং দেবস্য বিরহং সহসে কথম্ ॥ ৮৫
দেব্যুবাচ।
সর্গাদৌ ভবতো দেবাদুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে যদা।
তদা প্রজানাং প্রথমস্ত্বং মে প্রথমজঃ সুতঃ ॥ ৮৬
যদা পুনঃ প্রজাবৃদ্ধৌ ললাটাদ্ভবতো ভবঃ।
উৎপন্নোঽভূৎ তদা ত্বং মে গুরুঃ শ্বশুরভাবতঃ ॥
যদা চায়ং গিরীন্দ্রস্তে পুত্ত্রো মম পিতা স্বয়ম্।
তদা পিতামহস্ত্বং মে জাতো লোকপিতামহ ॥৮৮
তদীদৃশস্য ভবতো লোকযাত্রাবিধায়িনঃ।
বৃত্তমন্তঃপুরে ভর্ত্তা কথয়িষ্যে কথং পুনঃ ॥ ৮৯
কিমত্র বহুনা দেহে যশ্চায়ং মম কালিমা।
ত্যক্তেমং ত্বদ্বিধানেন গৌরী ভবিতুমুৎসহে ॥ ৯০
ব্রহ্মোবাচ।
এতাবতা কিমর্থেন তীব্রং দেবি তপঃ কৃতম্।
স্বেচ্ছৈব কিমপর্য্যাপ্তা ক্রীড়েয়ং হি তবেদৃশী ॥৯১
ক্রীড়াপি চ জগন্মাতস্তব লোকহিতায় বৈ।
অতো মমেষ্টমনয়া ফলং কিমপি সাধ্যতাম্ ॥ ৯২
নিশুম্ভ-শুম্ভনামানৌ দৈত্যৌ দত্তবরৌ ময়া।
দৃপ্তৌ দেবান্ প্রবাধেতে ত্বত্তো লব্ধস্তয়োর্বধঃ ॥৯৩
অলং বিলম্বনেনাত্র ত্বচ্ছলেন স্থিতা তব।
শক্তির্বিসৃজ্যমানাদ্য তয়োর্মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥ ৯৪

যোগ্য বাক্য দ্বারা সৎকার এবং অভিনন্দন করিয়া যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে তপস্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবি! আপনি এই কঠোর তপস্যা দ্বারা কোন্ ফলের সাধন করিতেছেন? কারণ সমুদয় তপঃফলের সিদ্ধি আপনারই অধীন। যিনি সমুদয় জগতের স্বামী, সেই পরমেশ্বরকে যখন আপনি কর্ত্তৃরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন সমুদয় তপঃফলই হস্তগত হইয়াছে। অথবা এ সমস্ত আপনার ক্রীড়ার বিলাসমাত্র। তবে আশ্চর্য্য এই যে, এতদিন আপনি সেই দেবদেবের বিরহ সহ করিতেছেন! দেবী বলিলেন,—হে দেব! সৃষ্টির আদিতে যখন তোমা হইতে সকলের উৎপত্তি শুনা যায়, তখন নিখিল প্রজার আদিভূত তুমিই আমার প্রথম পুত্র। আবার যখন প্রজার বৃদ্ধির নিমিত্ত তোমার ললাটদেশ হইতে মহাদেবের উৎপত্তি হইয়াছে, তখন তুমি আমার শ্বশুরভাবে গুরুও বটে। আরও দেখ, যখন আমার পিতা, পর্ব্বতরাজ হিমাচল নিজেই তোমার পুত্র, তখন হে লোকপিতামহ! তুমি আমার সাক্ষাৎ পিতামহ হইলে। অতএব তুমি এইরূপ নানাবিধ সম্বন্ধে সম্বন্ধী এবং লোকযাত্রা-নির্ব্বাহক; তোমার নিকট 'অন্তঃপুরে ভর্ত্তার সহিত যাহা ঘটিয়াছে' তাহা কিরূপে ব্যক্ত করি? অধিক আর কি বলিব, আমার দেহে যে কালিমা দেখিতেছ, উহা ত্যাগ করিয়া আমি গৌরী হইতে ইচ্ছা করিয়াছি ৮১—৯০। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবি! এই সামান্য প্রয়োজনের জন্য কি এই কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছেন? আপনার ইচ্ছা কি ইহা করিতে অপারক? তাই বলিতেছি, এ কেবল আপনার ক্রীড়া মাত্র। হে জগন্মাতঃ! ইহা আপনার ক্রীড়া বটে, কিন্তু তথাপি লোকের হিতের নিমিত্ত যে ইহা হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই! অতএব এই ক্রীড়া দ্বারাই আমার একটী বাঞ্ছিত ফলের সিদ্ধি করুন। নিশুম্ভ এবং শুম্ভ নামে দুই জন দৈত্য আমার নিকট হইতে বর লাভ করিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া দেবগণকে উৎপীড়িত করিতেছে, আপনা হইতেই তাহাদের বিনাশ হইবে। অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, আপনি ছল করিয়া এই স্থলেই অবস্থান করুন। আপনি যে শক্তির সৃজন করিবেন, তাহাই

ব্রহ্মণাভ্যর্থিতা চৈবং দেবী গিরিবরাত্মজা।
ত্বক্কোশং সহসোৎসৃজ্য গৌরী সা সমজায়ত ॥ ৯৫
সা ত্বক্কোশাত্মনোৎসৃষ্টা কৌশিকী নাম নামতঃ।
কালী কালাম্বুদপ্রখ্যা কন্যকা সমপদ্যত ॥ ৯৬
সা তু মায়াত্মিকা শক্তির্যোগনিদ্রা চ বৈষ্ণবী।
শঙ্খ-চক্র-ত্রিশূলাদি-সায়ুধাষ্টমহাভুজা ॥ ৯৭
সৌম্যা ঘোরা চ মিশ্রা চ ত্রিনেত্রা চন্দ্রশেখরা।
অজাতপুংস্পর্শরতিরধৃষ্যা চাতিসুন্দরী ॥ ৯৮
দত্তা চ ব্রহ্মণে দেব্যা শক্তিরেষা সনাতনী।
শুম্ভস্য চ নিশুম্ভস্য নিহন্ত্রী দৈত্যসিংহয়োঃ ॥ ৯৯
ব্রহ্মণাপি প্রহৃষ্টেন তস্যৈ পরমশক্তয়ে।
প্রবলঃ কেশরী দত্তো বাহনত্বে সমাগতঃ ॥ ১০০
বিন্ধ্যে চ বসতিং তস্যাঃ পূজাঞ্চাসবপূর্ব্বকৈঃ।
মাংসৈর্মৎস্যৈরপূপৈশ্চ নির্ব্বর্ত্ত্যাসৌ সমাদিশৎ ॥
সা চৈবং সম্মতা শক্তির্ব্রহ্মণা বিশ্বকর্ম্মণা।
প্রণম্য মাতরং গৌরীং ব্রহ্মাণঞ্চানুপূর্ব্বশঃ ॥ ১০২
শক্তিভিঃ স্বাত্মতুল্যাভিঃ স্বাত্মজাভিরনেকশঃ।
পরীতা প্রযযৌ বিন্ধ্যং দৈত্যেন্দ্রৌ হন্তুমুদ্যতা।
নিহতৌ চ তথা তত্র সমরে দৈত্যপুঙ্গবৌ।
তদ্বাণৈঃ কামবাণৈশ্চ চ্ছিন্নভিন্নাঙ্গমানসৌ ॥ ১০৩

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং পূর্ব্বভাগে দেব্যা গৌরীদেহধারণং নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।

উৎপাদ্য কৌশিকীং গৌরী ব্রহ্মণে প্রতিপাদ্য চ।
তস্য প্রত্যুপকারায় পিতামহমথাব্রবীৎ ॥ ১

দেব্যুবাচ।

দৃষ্টঃ কিমেষ ভবতা শার্দ্দূলো মদুপাশ্রয়ঃ।
অনেন দুষ্টসত্ত্বেভ্যো রক্ষিতং মে তপোবনম্‌ ॥ ২

তাহাদের উভয়ের মৃত্যুরূপিণী হইবে। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপে যাচিত হইয়া সেই গিরীন্দ্র-পুত্রী পার্ব্বতী তৎক্ষণাৎ চর্ম্মকোশ পরিত্যাগ করিয়া গৌরবর্ণা হইলেন। সেই উৎসৃষ্ট চর্ম্মকোশ হইতে কৌশিকী নামে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের মত কৃষ্ণবর্ণা একটী কন্যা উৎপন্ন হইলেন। সেই মায়াময়ী বৈষ্ণবী যোগ-নিদ্রারূপিণী শক্তি শঙ্খ চক্র ত্রিশূল প্রভৃতি অস্ত্রে বিভূষিত অষ্টবাহুশালিনী হইলেন। তাঁহার মূর্ত্তি সৌম্যও বটে, ঘোরও বটে; অর্থাৎ উভয়রূপ মিশ্রিত। তাঁহার নয়ন তিনটী এবং মস্তক চন্দ্রকলায় ভূষিত। তিনি পুরুষসংসর্গ-বর্জ্জিতা, অধৃষ্যা অথচ অতিশয় মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। দেবী দৈত্যসিংহ শুম্ভ ও নিশুম্ভের নিহন্ত্রী সেই সনাতনী শক্তিকে ব্রহ্মার হস্তে অর্পণ করিলেন। ব্রহ্মাও প্রহৃষ্ট হইয়া সেই পরম শক্তিকে বাহনের নিমিত্ত একটী মহাবল-পরাক্রান্ত সিংহ দান করিলেন এবং মদ্য, মৎস্য, মাংস ও পিষ্টকাদি উপচার দ্বারা তাঁহার পূজা নির্ব্বাহ করিয়া বিন্ধ্যাচলে তাঁহার বাসস্থান কল্পিত করিলেন। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপে সংকৃতা সেই শক্তি যথাক্রমে আপনার মাতা গৌরী এবং ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর সেই দৈত্যেন্দ্রদ্বয়কে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়া স্বশরীর হইতে উৎপন্ন আত্মসদৃশ বীর্য্যবতী অসংখ্য শক্তিগণে পরিবৃত হইয়া বিন্ধ্যাচলে গমন করিলেন। দৈত্যশ্রেষ্ঠ শুম্ভ এবং নিশুম্ভ সেই শক্তির শরাঘাতে ছিন্নাঙ্গ এবং কন্দর্পের বাণে ভিন্নহৃদয় হইয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৯১—১০৪।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

গৌরী কৌশিকীকে উৎপাদন এবং ব্রহ্মার হস্তে অর্পণ করিয়া, সেই ব্যাঘ্রের প্রত্যুপকারের জন্য ব্রহ্মাকে অনুরোধ করিলেন। দেবী বলিলেন,—এই আমার আশ্রিত ব্যাঘ্রকে কি তুমি দেখিয়াছ? এই ব্যাঘ্র দুষ্টসত্ত্ব হইতে আমার

ময্যর্পিতমনা এষ ভজতে মামনন্যধীঃ।
অস্য সংরক্ষণাদন্যৎ প্রিয়ং মম ন বিদ্যতে॥ ৩
ভবিতব্যমনেনাতো মমান্তঃপুরচারিণা।
গণেশ্বরপদঞ্চাস্মৈ প্রীতো দাস্যতি শঙ্করঃ॥ ৪
এনমগ্রেসরং কৃত্বা সখীভির্গন্তুমুৎসহে।
প্রদীয়তামনুজ্ঞা মে প্রজানাং পতিনা ত্বয়া॥ ৫
ইত্যুক্তঃ প্রহসন্ ব্রহ্মা দেবীং মুগ্ধামিব স্ময়ন্।
তস্য তীব্রৈঃ পুরাবৃত্তৈর্দৌরাত্ম্যং সমবর্ণয়ৎ॥ ৬
ব্রহ্মোবাচ।
ক্বাসৌ দেবি মৃগঃ ক্রূরঃ ক্ব চ তেঽনুগ্রহঃ শুভঃ।
আশীবিষমুখে সাক্ষাদমৃতং কিং নিষিচ্যতে॥ ৭
ব্যাঘ্রমাত্রং ন খল্বেষ দুষ্টঃ কোঽপি নিশাচরঃ।
অনেন ভক্ষিতা গাবো ব্রাহ্মণাশ্চ তপোধনাঃ॥ ৮
অপর্য্যন্তা যথাকামং কামরূপী চরত্যসৌ।
অবশ্যং খলু ভোক্তব্যং ফলং পাপস্য কর্ম্মণঃ॥ ৯
অতঃ কিং কৃপয়া কৃত্যমীদৃশেষু দুরাত্মসু।
অনেন দেব্যাঃ কিং কৃত্যং প্রকৃত্যা কলুষাত্মনা॥
দেব্যুবাচ।
যদুক্তং ভবতা সর্ব্বং তথ্যমস্ত্বয়মীদৃশঃ।
তথাপি মাং প্রপন্নোঽভূন্ন ত্যক্তো মামুপাশ্রিতঃ॥
ব্রহ্মোবাচ।
যস্য ভক্তিমবিজ্ঞায় প্রাগ্ব ত্তং তে নিবেদিতম্।
ভক্তিশ্চেদস্য কিং পাপৈর্ন তে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥
পুণ্যকর্ম্মাপি কিং কুর্য্যাৎ ত্বদীয়াজ্ঞানপেক্ষয়া।
আজ্ঞাপ্রজ্ঞা পুরাণী চ ত্বমেব পরমেশ্বরী॥ ১৩
ত্বদধীনা হি সর্ব্বেষাং বন্ধ-মোক্ষ-ব্যবস্থিতিঃ।
ত্বামৃতে পরমাং শক্তিং সংসিদ্ধিঃ কস্য কর্ম্মণঃ॥১৪
ত্বমেব বিবিধা শক্তির্ভাবানামভবা স্বয়ম্।
অশক্তঃ কর্ম্মকরণং কর্ত্তা বা কিং করিষ্যতি॥২৫
বিষ্ণোশ্চ মম চান্যেষাং দেব-দানব-রক্ষসাম্।

তপোবন রক্ষা করিয়াছে। এই ব্যাঘ্র আমাতে মন অর্পণ করিয়াছে, অপর চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া আমাকেই ভজনা করিতেছে। সুতরাং ইহার সম্যক্ প্রতিপালন ভিন্ন আমার আর অন্য প্রিয়কার্য্য নাই। এই কারণেই এ আমার অন্তঃপুরচারী হউক এবং শঙ্কর প্রীত হইয়া ইহাকে গণেশ্বর-পদ প্রদান করুন! আমি ইহাকে অগ্রেসর করিয়া সখীগণের সহিত যাইতে ইচ্ছা করি। হে প্রজাপতে! তুমি এ বিষয়ে অনুজ্ঞা প্রদান কর। ব্রহ্মা এইরূপে উক্ত হইয়া, দেবীকে মুগ্ধার মত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং হাস্য করত কঠোর পুরাবৃত্ত দ্বারা ব্যাঘ্রের দৌরাত্ম্যের বিষয় বর্ণনা করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবি! কোথায় এই ক্রূর পশু, আর কোথায় আপনার মঙ্গলময় অনুগ্রহ! সাক্ষাৎ বিষধরের মুখে কি নিমিত্ত অমৃত-সেচন করিতেছেন? এ কেবল ব্যাঘ্র নয়, এ একজন দুষ্ট নিশাচর। এ অনেক গরু এবং অগণ্য তপোধন ব্রাহ্মণকে ভোজন করিয়াছে। এ কামরূপী, আপনার ইচ্ছামত রূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করে। সেই সকল পাপকর্ম্মের ফল অবশ্যই ইহাকে ভোগ করিতে হইবে। অতএব ঈদৃশ দুরাত্মাদিগের উপর কৃপা করিয়া কি ফল? হে দেবি! এই স্বাভাবিক কলুষাত্মাকে লইয়া আপনার কি কার্য্য হইবে? দেবী বলিলেন,—তুমি যে সকল কথা বলিলে, তাহা সকলই ঠিক। তথাপি এ আমার আশ্রয় লইয়াছে, আমি আশ্রিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করি না। ১—১১। ব্রহ্মা বলিলেন,—ইহার ভক্তি না জানিয়াই আমি ইহার পুরাবৃত্ত আপনার নিকট বলিয়াছি। যদি আপনার উপর ইহার ভক্তি থাকে, তবে পাপে ইহার কি করিবে? আপনার ভক্ত নষ্ট হয় না। আপনার আজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়া পুণ্যকর্ম্মাই বা কি করিবে? হে পরমেশ্বরি! আপনিই আজ্ঞা, প্রজ্ঞা এবং পুরাতনী, নিখিল-জীবের বন্ধ ও মোক্ষের ব্যবস্থা আপনারই অধীন। আপনি পরমা-শক্তিরূপা, আপনা ভিন্ন কোন্ কর্ম্ম সিদ্ধ হয়? আপনি স্বয়ং অভবা হইয়াও সমুদয় সৃষ্ট-পদার্থের নানাবিধ-শক্তিস্বরূপা। শক্তিশূন্য হইয়া কর্ত্তা কি কর্ম্ম করিতে পারে? কি বিষ্ণু, কি আমি, কি অপর দেব, দানব বা রাক্ষস—এ

তত্তদৈশ্বর্য্যসম্প্রাপ্তৌ তবৈবাজ্ঞা হি কারণম্ ॥১৬
অতীতাঃ খল্বসংখ্যাতা ব্রহ্মাণো হরয়ো ভবাঃ।
অনাগতাস্ত্বসংখ্যাতাস্ত্বদাজ্ঞানুবিধায়িনঃ ॥ ১৭
ত্বামনারাধ্য দেবেশি পুরুষার্থচতুষ্টয়ম্।
লব্ধুং ন শক্যমস্মাভিরপি সর্ব্বৈঃ সুরোত্তমৈঃ ॥১৮
ব্যত্যাসোঽপি ভবেৎ সদ্যো ব্রহ্মত্বস্থাবরত্বয়োঃ।
সুকৃতে দুষ্কৃতে চাপি ত্বদ্ব্যবস্থাপনং যতঃ ॥ ১৯
ত্বং হি সর্ব্বজগদ্ভর্ত্তুঃ শিবস্য পরমাত্মনঃ।
অনাদি-মধ্য-নিধনা শক্তিরাদ্যা সনাতনী ॥ ২০
সমস্তলোকযাত্রার্থং মূর্ত্তিমাবিশ্য কামপি।
ক্রীড়সে বিবিধৈর্ভাবৈঃ কস্ত্বাং জানাতি তত্ত্বতঃ ॥
অতো দুষ্কৃতকর্ম্মাপি ব্যাঘ্রোঽয়ং ত্বদনুগ্রহাৎ।
প্রাপ্নোতু পরমাং সিদ্ধিমত্র কঃ প্রতিবন্ধকঃ ॥ ২২
ইত্যাত্মনঃ পরং ভাবং স্মারয়িত্বানুরূপতঃ।
ব্রহ্মণাভ্যর্থিতা গৌরী তপসোঽপি ন্যবর্ত্তত ॥ ২৩
ততো দেবীমনুজ্ঞাপ্য ব্রহ্মণ্যন্তর্হিতে সতি।
দেবী চ মাতরং দৃষ্ট্বা মেনাং হিমবতা সহ ॥ ২৪
প্রণম্যাশ্বাস্য বহুধা পিতরৌ বিরহাসহৌ।
ততঃ প্রণয়িনো দেবী তপোবনমহীরুহান্ ॥ ২৫
বিপ্রয়োগশুচেবাগ্রে পুষ্পবাষ্পং বিমুঞ্চতঃ।
তত্তচ্ছাখাসমারূঢ়-বিহগোদীরিতৈ রুতৈঃ ॥ ২৬
ব্যাকুলং বহুধা দীনং বিলাপমিব কুর্ব্বতঃ।
সখীভ্যঃ কথয়ন্ত্যেব সত্বরা ভর্ত্তৃদর্শনে ॥ ২৭
পুরস্কৃত্য চ তং ব্যাঘ্রং স্নেহাৎ পুত্রমিবৌরসম্।
দেহস্য প্রভয়া চৈব দীপয়ন্তী দিশো দশ।
প্রযযৌ মন্দরং গৌরী যত্র ভর্ত্তা মহেশ্বরঃ ॥ ২৮

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং
পূর্ব্বভাগে দেবী-ব্রহ্মসংবাদে
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

সমুদয়েরই আপন আপন ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির বিষয়ে আপনার আজ্ঞাই একমাত্র কারণ। অসংখ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা মহেশ্বর অতীত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও অসংখ্য ব্রহ্মাদি হইবে, ইহারা সকলেই আপনার অজ্ঞানুবর্ত্তী। আপনার আরাধনা ব্যতীত অস্মদাদি নিখিল শ্রেষ্ঠ-দেবগণও পুরুষার্থ-চতুষ্টয় লাভ করিতে সমর্থ হয় না। জড়ত্ব ও চৈতন্যের সদ্য ব্যত্যাস অর্থাৎ বিপর্য্যয় হইতে পারে ; যেহেতু সুকৃত ও দুষ্কৃত আপনার ব্যবস্থানুসারেই ফল প্রদান করে। আপনিই সেই জগৎপতি পরমাত্মা মহাদেবের আদি-মধ্য-নিধন-রহিত সনাতনী আদ্যাশক্তি, সমস্ত লোকযাত্রা-নির্ব্বাহার্থ আপনি যে কোন একটী মূর্ত্তিতে প্রবেশ করিয়া নানাভাবে ক্রীড়া করেন ; কে আপনাকে যথার্থরূপে জানিতে পারে ? অতএব এই ব্যাঘ্র দুরাচার হইলেও আপনার অনু-গ্রহে পরম সিদ্ধি লাভ করুক ; ইহাতে কে প্রতিবন্ধক হইবে ? এই প্রকার অনু-রূপ বচন দ্বারা ব্রহ্মা, স্বীয় পরমভাব (মহত্ত্ব) স্মরণ করাইলে, গৌরী ব্রহ্মার প্রার্থনায় তপস্যা হইতেও নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর দেবীর আজ্ঞা লইয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলে, দেবীও স্বীয় মাতা মেনাকে দর্শন করিয়া, তাঁহার বিরহ সহিতে অসমর্থ পিতা-মাতাকে প্রণাম ও নানা-বিধ বাক্যে আশ্বস্ত করিলেন। পরে তাঁহার বিরহ-দুঃখেই যেন পুষ্পরূপ বাষ্প-মোচনকারী এবং স্ব স্ব শাখারূঢ় পক্ষীদিগের শব্দ দ্বারা ব্যাকুল ও দীনভাবে বহু বিলাপকারী প্রিয় তপোবন বৃক্ষদিগের বিষয় সখীদিগের নিকট বলিতে বলিতে ভর্ত্তৃ-দর্শনে ত্বরান্বিতা হইলেন। সেই দেবী গৌরী, ঔরসপুত্রের ন্যায়, সেই ব্যাঘ্রকে অগ্রে রাখিয়া এবং স্বীয় দেহপ্রভায় দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া, যে স্থানে মহেশ্বর অবস্থান করিতেছিলেন, সেই মন্দর পর্ব্বতে গমন করিলেন। ১২—২৮।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

কৃত্বা গৌরং বপুর্দিব্যং দেবী গিরিবরাত্মজা।
কথং দদর্শ ভর্ত্তারং প্রবিষ্টা মন্দরং সতী॥ ১
প্রবেশসময়ে তস্যা ভবনদ্বারগোচরৈঃ।
গণেশৈঃ কিং কৃতং দেবস্তাং দৃষ্ট্বা কিং তদাকরোৎ
বায়ুরুবাচ।
প্রবক্তুমঞ্জসাঽশক্যস্তাদৃশঃ পরমো রসঃ।
যেন প্রণয়গর্ভেণ ভাবো ভাববতাং হৃতঃ॥ ৩
দ্বাঃস্থৈঃ সসম্ভ্রমৈরেব দেবো দেব্যাগমোৎসুকঃ।
শঙ্কমানঃ প্রবিষ্টাং তাং তঞ্চ সা সমপশ্যত॥ ৪
তৈস্তৈঃ প্রণয়ভাবৈশ্চ ভবনান্তরবর্ত্তিভিঃ।
গণেন্দ্রৈর্বন্দিতা বাচা প্রণনাম ত্রিয়ম্বকম্॥ ৫
প্রণম্য নোত্থিতা যাবৎ তাবৎ তাং পরমেশ্বরঃ।
প্রগৃহ্য দোর্ভ্যামাশ্লিষ্য পরিতঃ পরয়া মুদা॥ ৬
স্বাঙ্কে ধর্ত্তুং প্রবৃত্তোঽপি সা পর্য্যঙ্কে ন্যষীদত।
পর্য্যঙ্কতো বলাদ্দেবীং স্বাঙ্কমারোপ্য সুস্মিতাম্॥৭
সস্মিতো বিবৃতৈর্নেত্রৈস্তদ্বক্ত্রং প্রপিবন্নিব।
তয়া সম্ভাষণায়েশঃ পূর্ব্বভাষিতমব্রবীৎ॥ ৮
দেব উবাচ।
সা দশা চ ব্যতীতা কিং তব সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি।
যস্যামনুনয়োপায়ঃ কোঽপি কোপান্ন লভ্যতে॥ ৯
স্বেচ্ছয়াপি চ কালীতি নান্যবর্ণবতীতি চ।
ত্বং স্বভাবাদ্ধৃতং চিত্তং সুভ্রু চিন্তাবহং মম॥১০
বিস্মৃতঃ পরমো ভাবঃ কথং স্বেচ্ছাঙ্গযোগতঃ।
ন সম্ভবন্তি যে তত্র চিত্তকালুষ্যহেতবঃ॥ ১১
পৃথগ্‌জনবদন্যোঽন্যং বিপ্রিয়স্যাপি কারণম্।
আবয়োরপি যদ্যস্তি নাস্ত্যেবৈতচ্চরাচরম্॥ ১২

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—সেই গিরিবর-নন্দিনী দেবী, দিব্য গৌর শরীর ধারণপূর্ব্বক মন্দর-পর্ব্বতে প্রবিষ্ট হইয়া কিরূপে স্বামীকে দর্শন করিলেন? তাঁহার প্রবেশ-সময়ে গৃহ-দ্বারে অবস্থিত গণেশ্বরগণ কিরূপ ব্যবহার করিল এবং মহাদেবই বা তাঁহাকে দেখিয়া কীদৃশ ব্যবহার করিলেন? বায়ু বলিলেন,—যাহা প্রেমের সহিত মিলিত হইয়া সহৃদয়দিগের চিত্ত হরণ করে, তাদৃশ অনির্ব্বচনীয় চিত্তদ্রবময় ভাব হঠাৎ বর্ণনা করা যায় না। দেবীর আগমনের নিমিত্ত উৎসুক মহাদেব, সম্ভ্রমে অবস্থিত দ্বারপালদিগের সহিত সেই প্রবিষ্টা দেবীকে দেখিয়া যেন কিঞ্চিৎ সন্দিহান হইয়াছেন, এইরূপ দেবী তাঁহাকে দেখিলেন। অনন্তর তাঁহার সেই পূর্ব্বানুভূত প্রেমভাব এবং বাক্য দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া গৃহ-মধ্যবর্ত্তী গণনায়ক তাঁহাকে বন্দনা করিল এবং তিনিও মহাদেবকে প্রণাম করিলেন। তিনি প্রণাম করিয়া উঠিতে না উঠিতেই মহাদেব তাঁহাকে হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া, অতি আনন্দ-সহকারে আলিঙ্গন করিলেন। মহাদেব স্বীয় অঙ্কে ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেও দেবী পর্য্যঙ্কের উপর বসিয়া পড়িলেন। তখন মহাদেব সেই স্মিতমুখী দেবীকে বলপূর্ব্বক আপনার অঙ্কের উপর বসাইলেন এবং ঈষৎহাস্যের সহিত বিস্ফারিত-নেত্র দ্বারা তাঁহার মুখ যেন পান করিতে করিতে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিবার অভিপ্রায়ে, প্রথমে যেরূপ বলা উচিত, সেইরূপ বাক্য বলিলেন। মহাদেব বলিলেন,—হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! তোমার সেই অবস্থা গিয়াছে ত? যে অবস্থায় তোমার এরূপ কোপ হইয়াছিল যে, আমি অনুনয়ের কোন উপায় দেখিতে পাই নাই। তুমি ইচ্ছাক্রমেই অপর বর্ণ গ্রহণ না করিয়া কালীরূপ ধারণ করিয়াছিলে। হে সুভ্রু! তোমার স্বভাবে আমার চিত্ত বিমুগ্ধ হওয়ায় আমার একটা চিন্তার কারণ হইয়াছে। তুমি কিরূপে আপনার সেই পরম ভাব বিস্মৃত হইলে? তুমি যখন আপন ইচ্ছাক্রমে সকল প্রকার বর্ণ গ্রহণ করিতে পার, তখন তোমার এরূপ চিত্ত-কালুষ্যের কারণ কিছুই নাই। আমাদের দুই জনের মধ্যেও যদি সামান্য নরনারীর ন্যায় পরস্পর বিদ্বেষের কারণ উপস্থিত হয়, তবে এই চরাচর জগৎ

অহমগ্নিশিরোনিষ্ঠস্ত্বং সোমশিরসি স্থিতা।
অগ্নীষোমাত্মকং বিশ্বমাবাভ্যাং সমধিষ্ঠিতম্ ॥ ১৩
জগদ্ধিতায় চরতোঃ স্বেচ্ছাধৃতশরীরয়োঃ।
আবয়োর্বিপ্রয়োগে হি স্যান্নিরালম্বনং জগৎ ॥১৪
অস্তি হেত্বপরশ্চাত্র শাস্ত্রযুক্তিবিনিশ্চিতম্।
বাগর্থময়মেবৈতজ্জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥ ১৫
ত্বং হি বাগমৃতং সাক্ষাদহমর্থামৃতং পরম্।
দ্বয়মপ্যমৃতং কস্মাদ্বিযুক্তমুপপদ্যতে ॥ ১৬
বিদ্যাপ্রত্যায়িকা ত্বং মে বেদ্যোঽহং প্রত্যয়াত্তব।
বিদ্যাবেদ্যাত্মনোরেব বিশ্লেষঃ কথমাবয়োঃ ॥ ১৭
ন কর্ম্মণা সৃজামীদং জগৎ প্রতিসৃজামি চ।
সর্ব্বস্যাজ্ঞৈকলভ্যত্বাদাজ্ঞা ত্বং হি গরীয়সী ॥ ১৮
আজ্ঞৈকসারমৈশ্বর্য্যং যস্মাৎ স্বাতন্ত্র্যলক্ষণম্।
আজ্ঞয়া বিপ্রযুক্তস্য ঐশ্বর্য্যং মম কীদৃশম্ ॥ ১৯
ন কদাচিদবস্থানমাবয়োর্বিপ্রযুক্তয়োঃ।
তথাপি বিরহো বৃত্ত ইত্যতোঽন্যৎ কিমদ্ভুতম্ ॥ ২০
ন পরানুগ্রহাদন্যৎ প্রয়োজনমিহাত্মনঃ।
প্রবৃত্তিলক্ষণং তস্মাল্লীলাপি ন বৃথাবয়োঃ ॥ ২১
দেবানাং কার্য্যমুদ্দিশ্য লীলোক্তিং কৃতবানহম্।
ত্বয়াপ্যবিদিতং নাস্তি কথং কুপিতবত্যসি ॥ ২২
ততস্ত্রিলোকরক্ষার্থে কোপো মযাপি তে কৃতঃ।
যদনর্থায় ভূতানাং ন তদস্তি খলু ত্বয়ি ॥ ২৩
ইতি প্রিয়ংবদে সাক্ষাদীশ্বরে পরমেশ্বরী।
শৃঙ্গারভাবসারাণাং জন্মভূমিরকৃত্রিমা ॥ ২৪
স্বভর্ত্রা ললিতং তথ্যমুক্তং মত্বা স্মিতোত্তরম্।
লজ্জয়া ন কিমপ্যূচে কৌশিকীবর্ণনাং পরম্ ॥২৫

দেব্যুবাচ।

কিং দেবেন ন সা দৃষ্টা যা সৃষ্টা কৌশিকী ময়া।

আর থাকে কিরূপে? ১—১২। আমি অগ্নির মস্তকস্থিত, তুমিও সোমের মস্তকস্থিত। আমরা দুইজনে এই অগ্নীষোমাত্মক বিশ্বকে অধিকার করিয়া রহিয়াছি। আমরা দুই জনে জগতের হিতের নিমিত্ত ইচ্ছানুসারে শরীর ধারণ করিয়া বিচরণ করি। আমাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিলে, এই জগৎ একেবারে আশ্রয়-শূন্য হয়। এ বিষয়ে শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা স্থিরীকৃত অপর একটী হেতুও আছে। এই স্থাবর-জঙ্গমময় সমুদয় জগৎ বাগর্থময় অর্থাৎ নাম-রূপাত্মক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তুমি সাক্ষাৎ অমৃতময় বাক্য স্বরূপা, আমিও অমৃতরূপী অর্থ। অতএব আমরা উভয়ে যখন অমৃত, তখন আমাদের বিচ্ছেদ কিরূপে সম্ভবপর? তুমি আমার বোধ-কারিণী বিদ্যাস্বরূপা এবং তদীয় জ্ঞান হইতেই আমি জ্ঞেয়। যখন বিদ্যা এবং বেদ্য এ উভয়ের কখন বিশ্লেষ নাই, তখন সেই বিদ্যা ও বেদ্যস্বরূপ আমাদের দুই জনেরই বা কিরূপে বিশ্লেষ হইতে পারে? আমি আত্মব্যাপার দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি বা সংহার করি না, একমাত্র আজ্ঞাবশেই এই জগতের সৃষ্টি বা সংহার হইয়া থাকে; তুমি সেই গরীয়সী আজ্ঞা। আমার এই যে স্বাতন্ত্র্যরূপ ঐশ্বর্য্য, আজ্ঞাই তাহার এক মাত্র সার। আমি যদি সেই আজ্ঞাশূন্য হই, তবে আমার সে ঐশ্বর্য্য আর থাকে কৈ? বিযুক্ত হইয়া আমরা দুই জনে কখনই থাকিতে পারি না। তথাপি যে আমাদের বিরহ ঘটিয়াছে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে? এই সংসারে পরের প্রতি অনুগ্রহ ভিন্ন আমাদের নিজের কোন প্রবৃত্তির প্রয়োজন নাই। অতএব আমাদের ক্রীড়া-কৌতুকও বৃথা হয় না। দেবতাদিগের কার্য্য উদ্দেশ করিয়া আমি তোমাকে পরিহাস করিয়াছিলাম তোমারও তাহা অবিদিত নাই, তবে কেন কোপ করিয়াছিলে? ত্রিলোকের রক্ষার নিমিত্তই তুমি আমার উপর ঐরূপ ক্রোধ করিয়াছিলে, যাহা জীবদিগের অনর্থের নিমিত্ত হয়, এরূপ কার্য্য কখনই তোমাতে নাই। মহাদেব এইরূপ প্রিয়কাব্য বলিলে, শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গারভাব-সমূহের অকৃত্রিম জন্মভূমি সেই পরমেশ্বরী, "স্বামী যাহা বলিলেন, তৎসমুদয়ই সত্য" মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিৎ হাস্যপূর্ব্বক কৌশিকীর উৎপত্তি কথা ভিন্ন, লজ্জাক্রমে আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। ১৩—২৫। দেবী বলিলেন,—আমি

তাদৃশী কন্যকা লোকে ন ভূতা ন ভবিষ্যতি ॥ ২৬
তস্যা বীর্য্যং বলং বিন্ধ্যে নিলয়ং বিজয়ং তথা।
শুম্ভস্য চ নিশুম্ভস্য মারণঞ্চ রণে তয়োঃ ॥ ২৭
প্রত্যক্ষফলদানঞ্চ লোকায় ভজতে সদা।
দেবানাং রক্ষণে শশ্বদ্‌ব্রহ্মা বিজ্ঞাপয়িষ্যতি ॥২৮
ইতি সম্ভাষমাণায়া দেব্যা এবাজ্ঞয়া তদা।
ব্যাঘ্রঃ সখ্যা সমানীয় পুরোঽবস্থাপিতস্তথা ॥ ২৯
তং প্রেক্ষ্যাহ পুনর্দেবী দেবানীতমুপায়নম্।
ব্যাঘ্রং পশ্য ন চানেন সদৃশো মদুপাসকঃ ॥ ৩০
অনেন দুষ্টসত্ত্বেভ্যো রক্ষিতং মত্তপোবনম্।
অতীব মম ভক্তশ্চ বিস্রব্ধশ্চ স্বরক্ষণাৎ ॥ ৩১
স্বদেশঞ্চ পরিত্যজ্য প্রসাদার্থং সমাগতঃ।
যদি প্রীতিরভূন্মত্তো যদি প্রীতিং করোষি মে ॥৩২
নিত্যমন্তঃপুরদ্বারি নিয়োগান্নন্দিনঃ স্বয়ম্।
রক্ষিভিঃ সহ তচ্চিহ্নৈর্ব্বর্ত্ততাময়মীশ্বর ॥ ৩৩

মধুরং প্রণয়োদর্কং শ্রুত্বা দেব্যাঃ শুভং বচঃ।
প্রীতোঽস্মীত্যাহ তং দেবঃ স চাদৃশ্যত তৎক্ষণাৎ
বিভ্রদ্বেত্রলতাং হৈমীং রত্নচিত্রঞ্চ কঞ্চুকম্।
ছুরিকামুরগপ্রখ্যাং গণেশো রক্ষবেশধৃক্ ॥ ৩৫
যস্মাৎ সোমো মহাদেবো নন্দী চানেন নন্দিতঃ।
সোমনন্দীতি বিখ্যাতস্তস্মাদেষ সমাখ্যয়া ॥ ৩৬
ইত্থং দেব্যাঃ প্রিয়ং কৃত্বা দেবশ্চার্দ্ধেন্দুভূষণঃ।
ভূষয়ামাস তাং দিব্যৈর্ভূষণৈ রত্নভূষিতৈঃ ॥ ৩৭
ততঃ স গৌরীং গিরিশো গিরীন্দ্রজাং
সগৌরবং সর্ব্বমনোহরাং হরঃ।
স্বমঙ্কমারোপ্য বরাঙ্গভূষণৈ-
র্বিভূষয়ামাস শশাঙ্কভূষণঃ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং
পূর্ব্বভাগে দেব্যা পুনর্মন্দারপর্ব্বতাগমনং
নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

কৌশিকী নামে যে কন্যার সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাকে ত আপনি দেখেন নাই। এই সংসারে সেরূপ কন্যা আর হয় নাই, হইবেও না। তাহার বীর্য্য, বল, বিন্ধ্যাচলে নিবাস; বিজয়, যুদ্ধে শুম্ভ ও নিশুম্ভের বধ, সেবক জনকে প্রত্যক্ষ ফলদান এবং দেবতাদিগের নিত্য পরিত্রাণ; এই সকল বিষয়ের কথা ব্রহ্মা আপনার নিকট নিবেদন করিবেন। তখন এইরূপ সম্ভাষমাণা দেবীর আজ্ঞায় সখীগণ সেই ব্যাঘ্রকে আনিয়া সম্মুখে রাখিল। মহাদেবের জন্য আনীত উপায়নরূপ ব্যাঘ্রকে দেখিয়া দেবী পুনর্ব্বার বলিলেন,—এই ব্যাঘ্রকে দেখুন, ইহার সদৃশ আর কেহ আমার উপাসক নাই। এই ব্যাঘ্র দুষ্ট-সত্ত্ব হইতে আমার তপোবন রক্ষা করিয়াছে; এ আমার অতিশয় ভক্ত এবং আমার আত্মরক্ষা হেতু বিশ্বাসের পাত্রও বটে। এ আমাদের অনুগ্রহলাভার্থ আপনার দেশ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। যদি আমা হইতে আপনার প্রীতিলাভ হয় এবং আমার প্রিয় করা যদি আপনার কর্ত্তব্য হয়, তবে হে ঈশ্বর! এই ব্যাঘ্র অপর রক্ষিগণের সহিত তাদৃশ চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া অন্তঃপুরদ্বারে স্বয়ং নন্দীর নিয়োগে অবস্থান করুক। দেবীর সপ্রণয় মধুর ও কর্ণসুখকর বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেব তাঁহাকে বলিলেন,—আমি প্রীত হইলাম। তৎক্ষণাৎ সেই ব্যাঘ্রও সুবর্ণ নির্ম্মিত বেত্রলতা, রত্নখচিত কঞ্চুক, সর্পসদৃশ ছুরিকাধারী, রক্ষক-বেশী গণনায়করূপে লক্ষিত হইল। যেহেতু সোমরূপা দেবী, মহাদেব ও নন্দী ঐ ব্যাঘ্রের কার্য্যে আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত উহার নাম সোমনন্দী হইল। অর্দ্ধেন্দুভূষণ মহাদেব এই রূপে দেবীর প্রিয় কার্য্য করিয়া সেই দেবীকে নানাবিধ রত্নখচিত দিব্য অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করিলেন। অনন্তর শশাঙ্কভূষণ মহাদেব সর্ব্বমনোহরা গিরীন্দ্র-কন্যাকে আপনার অঙ্কে স্থাপন করিয়া গৌরবের সহিত নানাবিধ শ্রেষ্ঠ ভূষণ দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন। ২৬—৩৮।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

দেবীং সমাদধানেন দেবেনেদং কিমীরিতম্।
অগ্নীষোমাত্মকং বিশ্বং বাগর্থাত্মকমিত্যপি ॥ ১
আজ্ঞৈকসারমৈশ্বর্য্যমাজ্ঞা ত্বমিতি চোদিতম্।
তদিদং শ্রোতুমিচ্ছামো যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ২

বায়ুরুবাচ।

অগ্নিরিত্যুচ্যতে রৌদ্রী ঘোরা যা তৈজসী তনুঃ।
সোমঃ শাক্তোঽমৃতময়ঃ শক্তেঃ শান্তিকরী তনুঃ ॥
অমৃতং যৎপ্রতিষ্ঠা সা তেজোবিদ্যাকলা স্বয়ম্।
ভূতসূক্ষ্মেষু সর্ব্বেষু তে এব রস-তেজসী ॥ ৪
বিবিধা তেজসো বৃত্তিঃ সূর্য্যাত্মা চানলাত্মিকা।
তথৈব রসবৃত্তিশ্চ সোমাত্মা চ জলাত্মিকা ॥ ৫
বৈদ্যুতাদিময়ং তেজো মধুরাদিময়ো রসঃ।
তেজো-রসবিভেদৈস্তু ধৃতমেতচ্চরাচরম্ ॥ ৬
অগ্নেরমৃতনিষ্পত্তিরমৃতেনাগ্নিরেধতে।
অতএব হবিঃ কৢপ্তমগ্নীষোমং জগদ্ধিতম্ ॥ ৭
হবিষে শস্যসম্পত্তির্বৃষ্টিঃ শস্যাভিবৃদ্ধয়ে।
বৃষ্টয়ে চ হবিস্তস্মাদগ্নীষোমধৃতং জগৎ ॥ ৮
অগ্নিরূর্দ্ধং জ্বলত্যেষ যাবৎ সৌম্যং পরামৃতম্।
যাবদগ্ন্যাস্পদং সৌম্যমমৃতঞ্চ স্রবত্যধঃ ॥ ৯
অতএব হি কালাগ্নিরধস্তাচ্ছক্তিরূর্দ্ধতঃ।
তাবতা দহনঞ্চোর্দ্ধমধশ্চাপ্লাবনং ভবেৎ ॥ ১০
আধারশক্ত্যেব ধৃতঃ কালাগ্নিরয়মূর্দ্ধগঃ।
তথৈব নিম্নগঃ সোমঃ শিবশক্তিপদাস্পদঃ ॥ ১১
শিবশ্চোর্দ্ধমধঃ শক্তিরূর্দ্ধং শক্তিরধঃ শিবঃ।
তদিত্থং শিবশক্তিভ্যাং নাব্যাপ্তমিহ কিঞ্চন ॥ ১২
অসকৃচ্চাগ্নিনা দগ্ধং জগদ্‌যদ্ভস্মসাৎকৃতম্।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—দেবীকে সান্ত্বনা করিবার সময় মহাদেব যে বিশ্বকে অগ্নীষোমাত্মক এবং বাগর্থাত্মক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য কি? তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ঐশ্বর্য্যের সার একমাত্র আজ্ঞা এবং তুমিই সেই আজ্ঞা, ইহারই বা ভাব কি? আমরা যথাবৎ অনুক্রমে শুনিতে ইচ্ছা করি। বায়ু বলিলেন,—মহাদেবের যে ভীষণ তেজোময় শরীর, তাহার নাম অগ্নি এবং শক্তির শান্তিকর অমৃতময় শরীরের নাম সোম। অমৃতেই বিশ্বের অবস্থান এবং তেজই সাক্ষাৎ বিদ্যা ও কলাস্বরূপ। এই দুইটীই নিখিল সূক্ষ্মভূতে অর্থাৎ পৃথিবী আদির পরমাণু-সমূহে রস ও তেজোরূপে অবস্থিত। সূর্য্য ও অনলস্বরূপে তেজের অনেক প্রকার বৃত্তি, এইরূপ রসেরও সোম ও জলস্বরূপে নানারূপ বৃত্তি। তেজে ভেদ বৈদ্যুতাদি এবং রসের ভেদ মধুরাদি। এই তেজ ও রসের নানাবিধ ভেদ একত্র হইয়া, চরাচর বিশ্বকে ধারণ করিয়াছে। অগ্নি হইতে অমৃতের উৎপত্তি, আবার অমৃত দ্বারাই অগ্নি বৃদ্ধি হয়। এই জন্যই অগ্নীষোম এই উভয় দেবতার উদ্দেশে আহুত ঘৃত, জগতের হিতকারী বলিয়া কল্পিত হয়। হবির নিমিত্ত শস্যের উৎপত্তি, ঐ শস্যের আবার বৃদ্ধির কারণ বৃষ্টি। বৃষ্টি আবার আহুত হবিঃ অর্থাৎ ঘৃত হইতে নিঃসৃত হয়, এই নিমিত্ত এই জগৎ অগ্নীষোম দ্বারা ধৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে পর্য্যন্ত সৌম্য অমৃত অগ্নি হইতে পৃথক্ থাকে, সেই পর্য্যন্ত অগ্নি ঊর্দ্ধদিকে জ্বলিতে থাকে; কিন্তু সৌম্য অমৃত অগ্নির সহিত মিলিত হইলে উহা অধঃস্রাবী হয়। এইজন্যই কালাগ্নি অধঃ হইতে ঊর্দ্ধদিকে জ্বলিত হয়। যতক্ষণ অবধি উহার ঊর্দ্ধগতি থাকে, ততক্ষণ অবধি উহা দহন করে। অধোগতি হইলে আবার জলপ্লাবন হয়। ১—১০। এই ঊর্দ্ধজ্বলন কালাগ্নি আধারশক্তি দ্বারাই ধৃত হইয়াছে। আবার সেই নিম্নগত আধারশক্তিরূপ সোম শিব-শক্তিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। শিব উপরে, শক্তি তাহার আধার; আবার ঐ শক্তির আধার শিব। অতএব এই জগতে এমন কিছু নাই, যাহা শিব ও শক্তি দ্বারা ব্যাপ্ত নয়। যেহেতু এই জগৎ অগ্নি দ্বারা বারংবার দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হইয়াছে। এই

অগ্নের্বীর্য্যমিদং প্রাহুস্তদ্বীর্য্যং ভস্ম যৎ ততঃ ॥১৩
যশ্চেত্থং ভস্মসাদ্ভাবং জ্ঞাত্বা স্নাতি চ ভস্মনা।
অগ্নিরিত্যাদিভির্মন্ত্রৈর্বদ্ধঃ পাশাদ্বিমুচ্যতে ॥ ১৪
অগ্নের্বীর্য্যন্তু তদ্ভস্ম সোমেনাপ্লাবিতং পুনঃ।
অযোগযুক্ত্যা প্রকৃতেরধিকারায় কল্পতে ॥ ১৫
যোগযুক্ত্যা তু তদ্ভস্ম প্লাব্যমানং সমন্ততঃ।
শাক্তেনামৃতবর্ষেণ চাধিকারান্নিবর্ত্তয়েৎ ॥ ১৬
অতো মৃত্যুজয়ায়েদমমৃতপ্লাবনং সতাম্।
শিবশক্ত্যমৃতস্পর্শে লব্ধ এব কুতো মৃতিঃ ॥ ১৭
যো বেদ দহনং গুহ্যং প্লাবনঞ্চ যথোদিতম্।
অগ্নীষোমপুটং হিত্বা ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥১৮
শিবাগ্নিনা তনুং দগ্ধ্বা শক্তিসৌম্যামৃতেন যঃ।
প্লাবয়েদ্‌যোগমার্গেণ সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৯
ইমমর্থং হৃদিকৃত্য দেবেন সমুদাহৃতম্।
অগ্নীষোমাত্মকং বিশ্বং জগদিত্যনুরূপতঃ ॥ ২০

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং
পূর্ব্বভাগে অগ্নীষোমবিবরণং নাম
চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

নিমিত্ত ভস্মকে অগ্নির বীর্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। জগতের এইরূপ ভস্মসাৎ তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া, ভস্ম মাখিয়া যে "অগ্নি" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া স্নান করে, সেই ব্যক্তি বন্ধ-পাশ হইতে বিমুক্ত হয়। অগ্নির বীর্য্য সেই ভস্ম আবার সোম দ্বারা সর্ব্বতোভাবে প্লাবিত হইয়া, যোগরূপ সম্বন্ধ ব্যতীত, প্রকৃতিকে সৃষ্টি-কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে। ঐ ভস্ম যোগ-সম্বন্ধে শাক্ত-অমৃত বর্ষণ দ্বারা আপ্লুত হইয়া, প্রকৃতিকে স্বীয় অধিকার হইতে নিবৃত্ত করে। এইজন্য মৃত্যু-জয় উদ্দেশ করিয়া, সাধুগণ অমৃত দ্বারা অভিষিক্ত হন; কারণ, শিবশক্তিরূপ অমৃতের স্পর্শ লাভ করিলে, মৃত্যু আর কোথা হইতে আসিবে? যে ব্যক্তি আমা কর্ত্তৃক এই কথিত দহন-প্লাবনের বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়, সে অগ্নীষোমপুট ত্যাগ করিয়া, আর কখন জন্ম গ্রহণ করে না। যে ব্যক্তি শিবরূপ অগ্নি দ্বারা শরীর দগ্ধ করিয়া যোগমার্গানুসারে শক্তিরূপ অমৃত দ্বারা উহা প্লাবিত করে, সে মোক্ষপদ লাভ করিতে সমর্থ হয়; এই অর্থ হৃদয়ে করিয়াই মহাদেব বিশ্ব অর্থাৎ জগৎকে অগ্নীষোমাত্মক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১১—২০।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।

অথ বক্ষ্যামি জগতো বাগর্থাত্মকতা যথা।
ষড়ধ্ববেদনং সম্যক্ সমাসান্ন তু বিস্তরাৎ ॥ ১
নাস্তি কশ্চিদশব্দোঽর্থো নাপি শব্দো নিরর্থকঃ।
জ্ঞাতে হি সময়ে শব্দঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বার্থবোধকঃ ॥ ২
প্রকৃতেঃ পরিণামোঽয়ং দ্বিধা শব্দার্থভাবিতঃ।
তামাহুঃ প্রকৃতিং ভূতিং শিবয়োঃ পরমাত্মনোঃ ॥৩
শব্দাত্মিকা ভূতির্যা সা ত্রিবিধা কথ্যতে বুধৈঃ।
স্থূলা সূক্ষ্মা পরা চেতি স্থূলা যা শ্রুতিগোচরা ॥৪
সূক্ষ্মা চিন্তাময়ী প্রোক্তা চিন্তয়া রহিতা পরা।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,—এই জগৎকে বাগর্থময় কেন বলে, এক্ষণে সেই বিষয় বলিব; বিস্তার পূর্ব্বক না হইলেও যাহার সংক্ষেপোক্তি দ্বারাই ছয় প্রকার পথের বোধ হইবে। এই জগতে এমন একটী অর্থ নাই, যাহার বাচক শব্দ নাই এবং এমন শব্দ নাই, যাহা দ্বারা কোন না কোন প্রকার অর্থের বোধ না হয়। সঙ্কেত অনুসারেই শব্দসমূহ সর্ব্বপ্রকার অর্থের বোধক হয়। শব্দ ও অর্থ এই দুই প্রকারেই প্রকৃতির পরিণাম নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই প্রকৃতিকে পরমাত্মা শিব ও শিবার বিভূতি বলিয়া কীর্ত্তন করে। শব্দ-স্বরূপা বিভূতি, পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক তিন প্রকার বলিয়া অভিহিত হয়; যথা,—স্থূলা, সূক্ষ্মা এবং পরা অর্থাৎ তদ্ভিন্না। তাহার মধ্যে যাহা কর্ণের গোচর হয়, তাহার নাম স্থূলা, চিন্তাময় শব্দের নাম সূক্ষ্মা এবং চিন্তাশূন্য শব্দের নাম পরা-বিভূতি। এই

যা পরা সা ক্রিয়াশক্তিঃ শিবতত্ত্বসমাশ্রয়া ॥ ৫
জ্ঞানশক্তিসমাযোগাদিচ্ছোপোদ্বলিতা তথা।
সর্ব্বশক্তিসমষ্ট্যাত্মা শক্তিতত্ত্বসমাখ্যয়া ॥ ৬
সমস্তকার্য্যজাতস্য মূলপ্রকৃতিতাং গতা।
সৈব কুণ্ডলিনী মায়া শুদ্ধাধ্বপরমা সতী ॥ ৭
সা বিভাগস্বরূপৈব ষড়ধ্বাত্মা বিজৃম্ভতে।
তত্র শব্দাস্ত্রয়োঽধ্বানস্ত্রয়শ্চার্থাঃ সমীরিতাঃ ॥ ৮
সর্ব্বেষামপি তে পুংসাং নৈজশুদ্ধ্যনুরূপতঃ।
লয়ভোগাধিকারায় পর্য্যাপ্তা ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৯
মন্ত্রাধ্বা চ পদাধ্বা চ বর্ণাধ্বা চেতি শব্দতঃ।
ভুবনাধ্বা চ তত্ত্বাধ্বা কালাধ্বা চার্থতঃ ক্রমাৎ ॥
তত্রান্যোঽন্যঞ্চ সর্ব্বেষাং ব্যাপ্যব্যাপকতোচ্যতে।
মন্ত্রাঃ সর্ব্বে পদৈর্ব্যাপ্তা বাক্যভাবাৎ পদানি চ ॥
বর্ণৈর্বর্ণসমূহং হি পদমাহুর্বিপশ্চিতঃ।
বর্ণাস্তু ভুবনৈর্ব্যাপ্তাস্তেষাং তেষূপলম্ভনাৎ ॥ ১২
ভুবনান্যপি তত্ত্বৌঘৈরণ্ডস্যান্তর্বহিঃ ক্রমাৎ।
ব্যাপ্তানি কারণৈস্তত্ত্বৈরারব্ধত্বাদনেকশঃ ॥ ১৩
অন্তরণ্ডস্থিতানীহ ভুবনানি তু কানিচিৎ।
পৌরাণিকানি চান্যানি বিজ্ঞেয়ানি শিবাগমে ॥ ১৪
সাংখ্যযোগপ্রসিদ্ধানি তত্ত্বান্যপি চ কানিচিৎ।
শিবশাস্ত্রপ্রসিদ্ধানি ততোঽন্যান্যপি কৃৎস্নশঃ ॥ ১৫
কলাভিস্তানি তত্ত্বানি ব্যাপ্তান্যেব যথাতথম্।
পরস্যাঃ প্রকৃতেরাদৌ পঞ্চধা পরিণামতঃ ॥ ১৬
কলাশ্চ তা নিবৃত্ত্যাদ্যা ব্যাপ্তাঃ পঞ্চ যথোত্তরম্।
ব্যাপিকাতঃ পরা শক্তিরবিভক্তা ষড়ধ্বনাম্ ॥ ১৭
পরপ্রকৃতিভাবস্য তৎসত্ত্বাচ্ছিবতত্ত্বতঃ।
শক্ত্যাদি চ পৃথিব্যন্তং শিবতত্ত্বসমুদ্ভবম্ ॥ ১৮
ব্যাপ্তমেকেন তেনৈব মৃদা কুম্ভাদিকং যথা।

পরই শিবতত্ত্বাশ্রিত ক্রিয়া-শক্তিরূপা। জ্ঞান-শক্তির সংযোগে এবং ঈশ্বরেচ্ছা সহকারে পূর্ব্বোক্ত শক্তি সকল একত্র হইয়া, শক্তিতত্ত্ব নামে খ্যাত হয়। ঐ শক্তিতত্ত্বই সমুদয় কার্য্যের মূল-প্রকৃতির স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনিই সাধ্বী, কুণ্ডলিনী, মায়া, বিশুদ্ধ-কর্ম্মমার্গ-স্বরূপা। তিনিই বিভক্তি-রূপা হইয়া ছয় প্রকার অধ্বরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। তাহার মধ্যে শব্দ তিন প্রকার অধ্বরূপে এবং অর্থ তিন প্রকার অধ্বরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ ছয় প্রকার অধ্ব যে, সকল পুরুষেরই চিত্ত-শুদ্ধি অনুসারে লয় (মুক্তি) এবং ভোগের অধিকারের নিমিত্ত সমর্থ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মন্ত্রাধ্ব, পদাধ্ব এবং বর্ণাধ্ব এই তিনটী শব্দাধ্বের অন্তর্গত; ভুবনাধ্ব অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবন, তত্ত্বাধ্ব অর্থাৎ মহৎ প্রভৃতি এবং কালাধ্ব অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ নিবৃত্ত্যাদি পঞ্চ—এই তিন প্রকার অধ্ব অর্থাধ্বের অন্তর্গত। এই ছয় প্রকার অধ্বেরই পরস্পর ব্যাপ্য-ব্যাপকতা আছে। মন্ত্র সকল বাক্য-স্বরূপ, সুতরাং পদ দ্বারা ব্যাপ্ত (করণ পদ-সমূহের নামই বাক্য)। পদ সমুদয় বর্ণ দ্বারা ব্যাপ্ত; কারণ, পণ্ডিতেরা বর্ণসমূহকে পদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বর্ণ সকল আবার চতুর্দ্দশ ভুবন দ্বারা ব্যাপ্ত; কারণ, ভুবন মধ্যেই বর্ণদিগের জ্ঞান হইয়া থাকে। ১—১২। ভুবন সকল আবার ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে মহদাদি তত্ত্বসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত; যেহেতু, তত্ত্ব-রূপ কারণ-সমূহ দ্বারা অনেক প্রকার কার্য্যের আরম্ভ হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কতক-গুলি মাত্র ভুবন পুরাণে উক্ত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন শিবাগমে আরও অনেকগুলি ভুবনের উক্তি হইয়াছে। সাংখ্য এবং যোগশাস্ত্রে কয়েকটী মাত্র মহদাদি তত্ত্বের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, শিবশাস্ত্রে আরও অনেক তত্ত্ব বিস্তৃতরূপে উক্ত হইয়াছে। ঐ সকল তত্ত্ব আবার স্ব স্ব উপ-যোগিনী কলা দ্বারা ব্যাপ্ত; কারণ, প্রথমে সেই মূল-প্রকৃতির পাঁচ প্রকার পরিণাম হইয়াছিল, ঐ পাঁচ প্রকার পরিণাম নিবৃত্তি-আদি পঞ্চ কলা নামে প্রসিদ্ধ; উহারাও ব্যাপ্ত এবং ছয় প্রকার অধ্বে অবিভক্ত, পরাশক্তিই উহাদের ব্যাপিকা। পরা প্রকৃতি শিবতত্ত্ব-স্বরূপে উক্ত ছয় প্রকার অধ্বে (মার্গে) অবস্থান করায়, শক্তি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমুদয়ই শিবতত্ত্ব হইতে সমুদ্ভূত হয়। কুম্ভ-প্রভৃতি নানাবিধ মৃন্ময় বস্তুর ব্যাপিকা যেরূপ মৃত্তিকা, সেইরূপ

শৈবং তৎ পরমং ধাম যৎ প্রাপ্যং ষড়ভিরধ্বভিঃ
প্রাপিকা ব্যাপিকা শক্তিঃ পঞ্চতত্ত্ববিশোধনাৎ।
নিবৃত্ত্যা রুদ্রপর্য্যন্তা স্থিতিরণ্ডস্য শোধ্যতে॥ ২০
প্রতিষ্ঠয়া তদূর্দ্ধন্তু যাবদব্যক্তগোচরম্।
তদূর্দ্ধং বিদ্যয়া মধ্যে যাবদ্বিদ্যেশ্বরাবধি॥ ২১
শান্ত্যা তদূর্দ্ধমধ্বান্তে বিশুদ্ধিঃ শান্ত্যতীতয়া।
যামাহুঃ পরমং ব্যোম পরপ্রকৃতিযোগতঃ॥ ২২
এতানি পঞ্চ তত্ত্বানি যৈর্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ।
তত্রৈব সর্ব্বমেবেদং দ্রষ্টব্যং খলু সাধকৈঃ॥ ২৩
অধ্বব্যাপ্তিমবিজ্ঞায় শুদ্ধিং যঃ কর্ত্তুমিচ্ছতি।
স বিপ্রলম্ভকঃ শুদ্ধের্নালং প্রাপয়িতুং ফলম্॥২৪
বৃথা পরিশ্রমস্তস্য নিরয়ায়ৈব কেবলম্।
শক্তিপাতসমাযোগাদৃতে তত্ত্বানি তত্ত্বতঃ॥ ২৫
তদ্ব্যাপ্তিস্তদ্বিশুদ্ধিশ্চ জ্ঞাতুমেব ন শক্যতে।
শক্তিরাজ্ঞা পরা শৈবী চিদ্রূপা পরমেশ্বরী॥ ২৬
শিবোঽধিতিষ্ঠত্যখিলং যয়া করণভূতয়া।
নাত্মনো নৈব মায়ৈষা ন বিকারো বিচারতঃ॥ ২৭
ন বন্ধো নাপি মুক্তিশ্চ বন্ধমুক্তিবিধায়িনী।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরা কাষ্ঠা শিবস্যাব্যভিচারিণী॥ ২৮
সমানধর্ম্মিণী তস্য তৈস্তৈর্ভাবৈর্বিশেষতঃ।
স তয়ৈব গৃহী সাপি তেনৈব গৃহিণী সদা॥ ২৯
তয়োরপত্যং যৎ কার্য্যং পর-প্রকৃতিজং জগৎ।
স কর্ত্তা করণং সেতি তয়োর্ভেদো ব্যবস্থিতঃ॥৩০
এক এব শিবঃ সাক্ষাদ্দ্বিধাসৌ সমবস্থিতঃ।
স্ত্রীপুংসভাবেন তয়োর্ভেদ ইত্যপি কেচন॥ ৩১
অপরে তু পরা শক্তিঃ শিবস্য সমবায়িনী।
প্রভেব ভানোশ্চিদ্রূপা ভিন্নৈবেতি ব্যবস্থিতিঃ॥৩২

এক শিবতত্ত্বই ঐ সমুদয়ের ব্যাপক। উক্ত ষড়্বিধ অধ্ব দ্বারা একমাত্র সেই পরম শৈব-ধাম লাভ করা যায়। সর্ব্বব্যাপিকা শক্তি, পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা শোধন হেতুক সেই শিবধামের প্রাপিকা হয়। নিবৃত্তি দ্বারা রুদ্র পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের শোধন হয়। প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাহার পর হইতে অব্যক্ত পর্য্যন্তের শোধন হয়। বিদ্যা দ্বারা তাহার পর হইতে মধ্যে বিদ্যেশ্বর পর্য্যন্তের শুদ্ধি হয়। শান্তি দ্বারা তাহার পরের বিশুদ্ধি হয় এবং শান্ত্যতীত দ্বারা অধ্বান্তস্থিতের শুদ্ধি হয়। এই শান্ত্যতীতা, পর-প্রকৃতির সংযোগে পরম ব্যোম নামে অভিহিত হয়। এই নিবৃত্তিপ্রভৃতি পঞ্চকলা (তত্ত্ব) দ্বারা সমুদয় জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে, অতএব সাধকগণ উক্ত পঞ্চকলার মধ্যে সমুদয় জগতের দর্শন করিয়া থাকেন। ১৩—২৩। যে ব্যক্তি উক্তরূপ অধ্বব্যাপ্তি না জানিয়া শুদ্ধি করিতে ইচ্ছা করে, সে বঞ্চক শুদ্ধির ফল উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। তাহার সেই বৃথা-পরিশ্রম, কেবল নরকভোগের কারণ হয়। শক্তি-জ্ঞানের সম্পর্ক ব্যতীত তত্ত্ব সকল, তাহার ব্যাপ্তি এবং তাহার বিশুদ্ধি প্রকৃতরূপে জানা যায় না; ঐ শক্তি শিবের পরা-আজ্ঞারূপা এবং চিৎস্বরূপা পরমেশ্বরী। ঐ কারণভূতা শক্তি দ্বারা শিব অখিল জগতের উপর অধিষ্ঠান করিতেছেন। বাস্তবিক বিচার করিয়া দেখিলে ঐ শক্তি, আত্মার মিথ্যা মায়াও নহে, বিকারও নহে। ইহাঁর বন্ধন বা মুক্তি নাই; ইনি স্বয়ং বন্ধ ও মুক্তির বিধায়িনী সর্ব্বেশ্বরী, সকলের পরাকাষ্ঠা এবং শিবের সহিত নিত্যসম্বদ্ধা। বিশেষরূপে শিবের গুণসমূহের সম্পর্ক থাকায় ইনিও শিবের সমানধর্ম্মিণী। ইহাঁকে লইয়াই শিব গৃহী এবং শিবকে লইয়া ইনিও গৃহিণী। এই পর-প্রকৃতি জন্য কার্য্যরূপ জগৎ সেই শিব ও শক্তির অপত্য। শিব—কর্ত্তা, শক্তি—করণ, এই মাত্র শিব ও শক্তির মধ্যে প্রভেদ। কেহ কেহ বলেন, এক শিবই স্ত্রী এবং পুরুষ এই দুই প্রকারে অবস্থান করেন, এই মাত্র তাঁহাদের মধ্যে প্রভেদ। অপর পণ্ডিতেরা বলেন, সূর্য্য এবং তাঁহার প্রভা যেমন পরস্পর বস্তুতঃ ভিন্ন হইলেও, প্রভা সূর্য্যে সমবায়-সম্বন্ধে স্থিত হওয়ায় সূর্য্য হইতে কখন পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করে না, সেইরূপ সেই চিৎস্বরূপা পরা-শক্তিও শিবে সমবায়-সম্বন্ধে অবস্থিত হওয়ায়, তাঁহা হইতে ভিন্না হইয়াও, কদাচ পৃথক্ অবস্থান

তস্মাচ্ছিবঃ পরো হেতুস্তস্যাজ্ঞা পরমেশ্বরী।
তয়ৈব প্রেরিতা শৈবী মূলপ্রকৃতিরব্যয়া॥ ৩৩
মহামায়া চ মায়া চ প্রকৃতিস্ত্রিগুণেতি চ।
ত্রিবিধা কার্য্যভেদেন সা প্রসূতে ষড়ধ্বনঃ॥ ৩৪
স বাগর্থময়শ্চাধ্বা ষড়বিধো নিখিলং জগৎ।
অস্যৈব বিস্তরং প্রাহ শাস্ত্রজাতমশেষতঃ॥ ৩৫

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং পূর্ব্বভাগে ষড়ধ্বকথনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫॥

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।
চরিত্রাণি বিচিত্রাণি গুহ্যানি গহনানি চ।
দুর্ব্বিজ্ঞেয়ানি দেবস্য মোহয়ন্তি মনাংসি নঃ॥ ১
শিবয়োস্তত্ত্বসম্বোধে ন দোষ উপলভ্যতে।
চরিতৈঃ প্রাকৃতো ভাবস্তয়োরপি বিভাব্যতে॥ ২
ব্রহ্মাদয়োঽপি লোকানাং সৃষ্টিস্থিত্যন্তহেতবঃ।
নিগ্রহানুগ্রহৌ প্রাপ্য শিবস্য বশবর্ত্তিনঃ॥ ৩
শিবঃ পুনর্ন কস্যাপি নিগ্রহানুগ্রহাস্পদম্।
অতোঽনতিশয়ৈশ্বর্য্যং তস্যৈবেতি বিনিশ্চিতম্॥ ৪
যচ্চেদমীদৃগৈশ্বর্য্যং তৎ তু স্বাতন্ত্র্যলক্ষণম্।
স্বভাবসিদ্ধঞ্চেতস্য মূর্ত্তিমত্তাস্পদং ভবেৎ॥ ৫
ন মূর্ত্তিশ্চ স্বতন্ত্রস্য ঘটতে মূলহেতুনা।
মূর্ত্তেরপি চ কার্য্যত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ স্যাদহৈতুকী॥ ৬
সর্ব্বত্র পরমো ভাবো ভাবো নান্যশ্চ কথ্যতে।
পরমাপরমৌ ভাবৌ কথমেকত্র সঙ্গতৌ॥ ৭
নিষ্কলো হি স্বভাবোঽস্য পরমঃ পরমাত্মনঃ।
স এব সকলঃ কস্মাৎ স্বভাবো হ্যবিপর্য্যয়ঃ॥ ৮
স্বভাবোঽপি বিপর্য্যাস্যেৎ স্বতন্ত্রস্যেচ্ছয়া যদি।
ন করোতি কিমীশানো নিত্যানিত্যবিপর্য্যয়ম্॥ ৯

করেন না। এই নিমিত্ত শিবই জগতের প্রধান কারণ, পরমেশ্বরী শক্তি শিবের আজ্ঞাস্বরূপা। সেই শক্তি দ্বারাই ত্রিগুণাত্মিকা অব্যয়া শৈবী মূল-প্রকৃতি জগৎ-কার্য্যের নিমিত্ত চালিত হন। কার্য্যভেদে ঐ শক্তি মহামায়া, মায়া এবং ত্রিগুণা প্রকৃতি এই তিন প্রকারে পরিণত হইয়া পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার মার্গ প্রসব করেন। সেই বাগর্থময় ষড়বিধ অধ্বই এই সমুদয় জগৎরূপে পরিণত। শাস্ত্র-সমূহ অশেষ প্রকারে ইহারই বিস্তার কীর্ত্তন করিয়াছেন। ২৪—৩৫।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৫॥

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—মহাদেবের বিচিত্র, গুহ্য, গহন এবং দুর্ব্বিজ্ঞেয় চরিত্র সকল আমাদের মন মোহিত করিতেছে। সেই শিব ও শক্তির তত্ত্ব বুঝিবার নিমিত্ত কোনরূপ তর্ক করায় বিশেষ দোষ আর লক্ষিত হয় না। কারণ, তাঁহাদেরও কার্য্য দ্বারা অনেক প্রাকৃত ভাব জ্ঞাত হওয়া যায়। দেখুন, এই লোকের সৃষ্টি স্থিতি ও নাশের কারণ ব্রহ্মাপ্রভৃতিও শিবের নিগ্রহ এবং অনুগ্রহের বশবর্ত্তী, কিন্তু শিব কাহারও নিগ্রহ বা অনুগ্রহের পাত্র নহেন। অতএব শিবের ঐশ্বর্য্য সকলের অপেক্ষা অধিক, ইহাতে কোন সংশয় নাই। এই প্রকার ঐশ্বর্য্যই স্বাতন্ত্র্য, উহা শিবের স্বভাবসিদ্ধ; তবে কিরূপে শরীরযুক্ত হয়? যাহা স্বতন্ত্র অর্থাৎ মূল কারণ, তাহার শরীর কিরূপে ঘটিতে পারে? কেননা, মূর্ত্তি যখন কার্য্য, তখন কারণ ব্যতীত তাহার সিদ্ধিই বা কিরূপে হইতে পারে? আরও দেখুন, সর্ব্বত্র মহাদেবের নির্গুণ স্বরূপই কথিত হইয়াছে, অন্য ভাবের কথন হয় নাই। কিন্তু মূর্ত্তি সগুণ ভিন্ন অন্যরূপ হইতে পারে না। অতএব নির্গুণ ও সগুণ ভাবের একত্র অবস্থান কিরূপে সঙ্গত হয়? পরমাত্মা মহাদেবের পরম স্বভাব নির্গুণ, সেই স্বভাব আবার কিরূপে সগুণ হইতে পারে? কারণ, স্বভাবের ত পরিবর্ত্তন নাই। যদি বল, সেই স্বতন্ত্র মহাদেবের ইচ্ছাক্রমেই স্বভাবও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তবে সেই পরমেশ্বর মহাদেব নিজের ইচ্ছায় নিত্য

মূর্ত্তাত্মা সকলঃ কশ্চিৎ স চান্যো নিষ্কলাচ্ছিবা।
শিবেনাধিষ্ঠিতশ্চেতি সর্ব্বত্র খলু কথ্যতে ॥ ১০
মূর্ত্তাত্মৈব তদা মূর্ত্তিঃ শিবস্যাস্য ভবেদিতি।
তস্মাৎ মূর্ত্তৌ মূর্ত্তিমতঃ পারতন্ত্র্যং হি নিশ্চিতম্ ॥
অন্যথা নিরপেক্ষেণ মূর্ত্তিঃ স্বীক্রিয়তে কথম্।
মূর্ত্তিস্বীকরণং তস্মামূর্ত্তিসাধ্যফলেপ্সয়া ॥ ১২
ন হি স্বেচ্ছাশরীরত্বং স্বাতন্ত্র্যায়োপপদ্যতে।
স্বেচ্ছৈব তাদৃশী পুংসাং যস্মাৎ কর্ম্মানুসারিণী ॥১৩
স্বীকর্ত্তুং স্বেচ্ছয়া দেহং হাতুঞ্চ প্রভবন্ত্যত।
ব্রহ্মাদয়ঃ পিশাচান্তা কিং তে কর্ম্মাতিবর্ত্তিনঃ ॥১৪
ইচ্ছয়া দেহনির্ম্মাণমিন্দ্রজালোপমং বিদুঃ।
অণিমাদিগুণৈশ্বর্য্যবশীকারানতিক্রমাৎ ॥ ১৫
বিশ্বরূপং দধদ্বিষ্ণুর্দধীচেন মহর্ষিণা।
যুদ্ধতা সমুপালব্ধস্তদ্রূপং দধতা স্বয়ম্ ॥ ১৬

সর্ব্বস্মাদধিকস্যাপি শিবস্য পরমাত্মনঃ।
শরীরবর্ত্তয়ান্যাত্মসাধর্ম্ম্যং প্রতিভাতি নঃ ॥ ১৭
সর্ব্বানুগ্রাহকং প্রাহুঃ শিবং পরমকারণম্।
স নিগৃহ্ণাতি দেবাদীন্ সর্ব্বানুগ্রাহকঃ কথম্ ॥১৮
বিভেদ বহুশো দেবো ব্রহ্মণঃ পঞ্চমং শিরঃ।
বিষ্ণোরপি নৃসিংহস্য রভসা শরভাকৃতিঃ ॥ ১৯
বিভেদ পদ্ভ্যামাক্রম্য হৃদয়ং নখরৈঃ খরৈঃ।
দেবস্ত্রীষু চ দেবেষু দক্ষস্যাধ্বরকারণাৎ ॥ ২০
বীরভদ্রেণ বীরেণ ন হি কশ্চিদদণ্ডিতঃ।
পুরত্রয়ঞ্চ সস্ত্রীকং সদৈত্যং সহ বালকৈঃ ॥ ২১
ক্ষণেনৈকেন দেবেন নেত্রাগ্নেরিন্ধনীকৃতম্।
প্রজানাং রহিতেতুশ্চ কামো রতিপতিঃ স্বয়ম্ ॥২২
ক্রোশতামেব দেবানাং হুতো নেত্রহুতাশনে।
গাবশ্চ কাশ্চিদুত্সৃষ্টৌঘং স্রবন্ত্যো মূর্দ্ধি খেচরাঃ ॥

বস্তুকে অনিত্য এবং অনিত্যকে নিত্য করেন না কেন? যদি বল, নির্গুণ শিব হইতে সগুণ মূর্ত্তিমান্ একটী ভিন্ন পুরুষ, কিন্তু শিব তাঁহার অধিষ্ঠাতা, ইহাই নিখিল বেদাদিতে কথিত হইয়াছে; তাহা হইলে সেই মূর্ত্তিমান্ই শিবের মূর্ত্তি স্বরূপ হইলেন। যে-কোনরূপ মূর্ত্তি হইলেই মূর্ত্তিমানের পরতন্ত্রতা অবশ্যই স্বীকার্য্য। মূর্ত্তিমানের পরতন্ত্রতা স্বীকার না করিলে, মূর্ত্তি-স্বীকারের আবশ্যকতা নাই। কারণ, মূর্ত্তি দ্বারা বিশেষ ফল-সাধনের অভি-প্রায়েই মূর্ত্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে। ইচ্ছানু-সারে শরীর-ধারণ স্বীকারে স্বতন্ত্রতার হানি হয় না, এ কথাও বলিতে পার না; কারণ, পুরুষদিগের তাদৃশী ইচ্ছাই যে কর্ম্মের অনুসারিণী (ইহা অবশ্য মানিতে হইবে)। দেখুন, ব্রহ্মা হইতে পিশাচ পর্য্যন্ত সকলেই ইচ্ছানুসারে বিশেষ দেহ গ্রহণ এবং পরিত্যাগ করিতে পারে, তবে তাহারাও কি কর্ম্মের অধীন নহে? পণ্ডিতেরা ইচ্ছাক্রমে দেহ নির্ম্মাণকে ইন্দ্রজালের তুল্য বলিয়াছেন; কারণ, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য দ্বারা বশীকরণ ব্যতীত ইচ্ছা-নুসারে দেহগ্রহণ সম্ভবপর নহে। দেখুন, বিশ্বরূপধারী বিষ্ণু, যুদ্ধে মহর্ষি দধীচি কর্ত্তৃক বঞ্চিত হন; কারণ, দধীচিও নিজে তাঁহার স্বরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। অতএব পরমাত্মা শিব, সকলের শ্রেষ্ঠ হইলেও শরীরধারণ হেতুক আমরা তাঁহার অপরের সহিত সমতাই বুঝি-তেছি। ১—১৭। আরও দেখুন, পরম কারণ শিবকে সকলের অনুগ্রাহক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু তিনি আবার দেবদিগকে নিগৃহীত করিলেন; তবে তিনি সর্ব্বানুগ্রাহক কিরূপে হইতে পারেন? তিনি অনেকবার অর্থাৎ ভিন্ন-কল্পে ব্রহ্মার পঞ্চম শির ছিন্ন করিয়াছেন এবং শরভরূপ ধারণ করিয়া পদ-যুগল দ্বারা আক্রমণপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ নখ দ্বারা নৃসিংহরূপী বিষ্ণুরও হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া-ছেন। দক্ষযজ্ঞের নিমিত্ত বীরভদ্র দ্বারা দেব ও দেবীগণের মধ্যে সকলকেই দণ্ড দিয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং স্বীয় নেত্রানল দ্বারা ক্ষণ-কালের মধ্যে অসংখ্য দৈত্য এবং তাহাদের স্ত্রী ও বালকগণের সহিত ত্রিপুর ভস্মসাৎ করিয়াছেন। দেবগণ উচ্চৈঃশব্দে বিলাপ করিতে থাকিলেও সেই মহাদেব, প্রজাদিগের রতিহেতু স্বয়ং রতিপতি কন্দর্পকে স্বীয় নেত্রাগ্নিতে আহুতিরূপে দান করিয়াছেন। একসময়ে কতকগুলি আকাশচারিণী গাভী তাঁহার

সরুষা প্রেক্ষ্য দেবেন তৎক্ষণাত্তস্মসাৎকৃতাঃ।
জলন্ধরাসুরোদীর্ণ-চক্রীকৃত্য জলং পদা ॥ ২৪
বদ্ধানন্তেন যো বিষ্ণুং চিক্ষেপ শতযোজনম্।
তমেব জলসন্ধায়ী শূলেনৈব জঘান সঃ ॥ ২৫
তচ্চক্রং তপসা লব্ধা লব্ধবীর্য্যো হরিঃ সদা।
জিঘাংসতে সুরারীণাং কুলং নির্ঘৃণচেতসাম্ ॥ ২৬
ত্রিশূলেনান্ধকস্যোরঃ শিখিনেবোপতাপিতম্।
কণ্ঠাং কালাঙ্গনাং সৃষ্ট্বা দারুকোঽপি নিপাতিতঃ
কৌশিকীং জনয়িত্বা তু গৌর্য্যাস্ত্বক্কোশগোচরাম্।
শুম্ভঃ সহ নিশুম্ভেন প্রাপিতো মরণং রণে ॥ ২৮
শ্রুতঞ্চ মহদাখ্যানং স্কান্দে স্কন্দসমাশ্রয়ম্।
বধার্থে তারকাখ্যস্য দৈত্যেন্দ্রস্যেন্দ্রবিদ্বিষঃ ॥ ২৯
ব্রহ্মণাভ্যর্থিতো দেবো মন্দরান্তঃপুরং গতঃ।
বিহৃত্য সুচিরং দেব্যা বিহারাতিপ্রসঙ্গতঃ ॥ ৩০
রসাং রসাতলং নীতামিব কৃত্বাভিঘাততঃ।

দেবীঞ্চ বঞ্চয়ংস্তস্মাৎ স্ববীর্য্যমতিদুর্ব্বহম্ ॥ ৩১
অবিসৃজ্য বিসৃজ্যাগ্নৌ হবিঃপূতমিবামৃতম্।
গঙ্গাদিষ্বপি নিক্ষিপ্য বহ্নিদ্বারা তদংশতঃ ॥ ৩২
তৎ সমাহৃত্য শনকৈঃ স্তোকং স্তোকমিতস্ততঃ
স্বাহয়া কৃত্তিকারূপাং স্বভর্ত্রা রমমাণয়া ॥ ৩৩
সুবর্ণোভূতয়া ন্যস্তং মেরৌ শরবণে ক্বচিৎ।
সন্দীপয়িত্বা কালেন তস্য ভাসা দিশো দশ ॥ ৩৪
রঞ্জয়িত্বা গিরীন্ সর্ব্বান্ কাঞ্চনীকৃত্য মেরুণা।
ততশ্চিরেণ কালেন সঞ্জাতে তত্র তেজসি ॥ ৩৫
কুমারে সুকুমারাঙ্গে কুমারাণাং নিদর্শনে।
তচ্ছৈশবং স্বরূপঞ্চ তস্য দৃষ্ট্বা মনোহরম্ ॥ ৩৬
সহ দেবাসুরৈর্লোকৈর্বিস্মিতে চ বিমোহিতে।
দেবোঽপি স্বয়মায়াতঃ পুত্রদর্শনলালসঃ ॥ ৩৭
সহ দেব্যাঙ্কমারোপ্য তং তস্য স্মেরমাননম্।
পীত্বামৃতমিব স্নেহবিবশেনান্তরাত্মনা ॥ ৩৮

মস্তকে দুগ্ধ ক্ষরণ করায়, মহাদেব ক্রোধ দৃষ্টিতে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারা একেবারে ভস্মীভূত হইয়াছিল। তিনি জলন্ধরাসুরের প্রার্থনায় পাদ দ্বারা জলকে চক্রাকার করিয়া, অনন্তনাগ দ্বারা বিষ্ণুকে বাঁধিয়া শত যোজন দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। আবার সেই জলসন্ধায়ী মহাদেবই উক্ত জলন্ধর অসুরকে শূল দ্বারা নিহত করিয়াছেন। বিষ্ণু তপস্যা দ্বারা তদীয় চক্র লাভ করিয়া বীর্য্যবান্ হইয়া, অতি নির্দ্দয়চিত্ত অসুরদিগের কুল সর্ব্বদা নষ্ট করিতেছেন। মহাদেব অগ্নিসদৃশ ত্রিশূল দ্বারা অন্ধকাসুরের বক্ষঃস্থল দগ্ধ করিয়াছেন এবং কণ্ঠ হইতে একটী কৃষ্ণবর্ণ স্ত্রীর সৃষ্টি করিয়া, দারুককে নিপাতিত করিয়াছেন। তিনি গৌরীর শরীর-কোশ হইতে কৌশিকীকে জন্মাইয়া, যুদ্ধে শুম্ভ ও নিশুম্ভকে মৃত্যুমুখে অর্পণ করিয়াছেন। স্কন্দপুরাণে স্কন্দাশ্রিত এই মহৎ আখ্যান শুনা গিয়াছে,—ইন্দ্রশত্রু দৈত্যেন্দ্র তারকের বধের নিমিত্ত ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া মহাদেব মন্দরপর্ব্বতস্থিত অন্তঃপুরে গমনপূর্ব্বক দেবীর সহিত এইরূপে বিহার করেন যে, তাঁহার শরীরাঘাতে পৃথিবী যেন রসাতলে

গমনোদ্যত হইল। পরে দেবীকেও বঞ্চনা করিয়া তাঁহার গর্ভে আপনার অতি দুর্ব্বহ বীর্য্য পাত না করিয়া, পবিত্র ঘৃতের মত উহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন এবং অগ্নি দ্বারা অংশ করিয়া গঙ্গাদিতেও নিক্ষেপ করেন। স্বাহা সুবর্ণময়ী কৃত্তিকারূপে আপনার ভর্ত্তা অগ্নির সহিত রমণ করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে অল্প অল্প নিক্ষিপ্ত সেই বীর্য্য ধীরে ধীরে একত্র করিয়া সুমেরু পর্ব্বতস্থিত কোন শরবণে নিক্ষেপ করেন। কালবশে তাহার প্রভায় দশদিক্ সন্দীপিত হইয়াছিল এবং সুমেরুর সহিত অপরাপর গিরি সকলও সুবর্ণীভূত হইয়াছিল। ১৮—৩৫ অনন্তর বহুকালের পর সেই তেজে অঙ্গ কুমারদিগের উপমাস্থল সুকুমার কু[illegible] (কার্ত্তিকেয়) জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁ[illegible] সেই মনোহর শৈশব-রূপ দেখিয়া দেবাসুর সহিত সমুদয় লোক বিস্মিত এবং বিমোহিত হইলে, মহাদেব স্বয়ং পুত্রদর্শনে অভি[illegible] হইয়া সেই স্থানে গমন করিলে[illegible] কুমারকে অঙ্কে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার [illegible] স্মের আনন (ঈষৎ হাস্যযুক্ত) অমৃ[illegible] ন্যায় পান করিয়া মহাদেবীর সহিত

দেবেষপি চ পশ্যৎসু বীতরাগৈস্তপস্বিভিঃ।
স্বস্য বক্ষঃস্থলে রঙ্গে নর্তয়িত্বা কুমারম্ ॥ ৩৯
অনুভূয় চ তৎক্রীড়াং সম্ভাব্য চ পরস্পরম্।
স্তন্যমাজ্ঞাপয়দ্দেব্যাঃ পায়য়িত্বামৃতোপমম্ ॥ ৪০
তবাবতারো জগতাং হিতায়েত্যনুশাস্য চ।
স্বয়ং দেবশ্চ দেবী চ ন তৃপ্তিমুপজগ্মতুঃ ॥ ৪১
ততঃ শক্রেণ সম্বায় বিভ্যতা তারকাসুরাৎ।
কারয়িত্বাভিষেকঞ্চ সৈনাপত্যে দিবৌকসাম্ ॥ ৪২
পুত্রমন্তরতঃ কৃত্বা দেবেন ত্রিপুরদ্বিষা।
স্বয়মন্তর্হিতেনৈব স্কন্দমিন্দ্রাভিরক্ষিতম্ ॥ ৪৩
তচ্ছক্ত্যা ক্রৌঞ্চভেদিন্যা যুধি কালাগ্নিকল্পয়া।
ছেদিতং তারকস্যাপি শিরঃ শক্রভিয়া সহ ॥ ৪৪
তথা রক্ষোঽধিপঃ সাক্ষাদ্রাবণো বলগর্ব্বিতঃ।
উদ্ধরন্ স্বভুজৈর্দীর্ঘৈঃ কৈলাসং গিরিমাত্মনঃ ॥৪৫
স্বভাগোঽসহমানস্য দেবদেবস্য শূলিনঃ।
পাদাঙ্গুষ্ঠপরিস্পন্দান্নমজ্জ মৃদিতো ভুবি ॥ ৪৬
বটোঃ কস্যচিদর্থেন স্বাশ্রিতস্য গতায়ুষঃ।
ত্বরয়াগত্য দেবেন পাদান্তং গমিতোঽন্তকঃ ॥ ৪৭
স্ববাহনমবিজ্ঞায় বৃষেন্দ্রং বড়বানলঃ।
সগলগ্রহমানীতস্ততস্তেকোদকং জগৎ ॥ ৪৮
অলোকবিদিতৈস্তৈস্তৈর্নৃত্যৈরানন্দসুন্দরৈঃ।
অঙ্গহারবশেনেদমসকৃচ্চলিতং জগৎ ॥ ৪৯
শান্ত এব সদা সর্ব্বমনুগৃহ্লাতি চেচ্ছিবঃ।
সর্ব্বান্ যুগপদেবৈষ কথং শক্তো ন মোচয়েৎ ॥৫০
অনাদিকর্ম্মবৈচিত্র্যমপি নাত্র নিয়ামকম্।
কারণং খলু কর্ম্মাপি ভবেদীশ্বরকারিতম্ ॥ ৫১
কিমত্র বহুনোক্তেন নাস্তিক্যং হেতুকারিতম্।
যথাস্মাসু নিবর্ত্তেত তথা কথয় মারুত ॥ ৫২

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং
পূর্ব্বভাগে কার্ত্তিকেয়জন্মকথনং নাম
ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

দেবের অন্তরাত্মা স্নেহে বিবশ হইয়াছিল। তিনি দেবগণ ও বীতরাগ তপস্বিগণের সম্মুখে সেই কুমারকে নানা রঙ্গে বক্ষঃস্থলে নাচাইয়া তাঁহার বাল্যক্রীড়া দেখিয়া পরস্পর তাঁহার প্রশংসা করত দেবীকে স্তন্যপান করাইতে বলিলেন এবং দেবীর অমৃতোপম স্তন্যপান করাইয়া সেই কুমারকে "তুমি জগতের হিতের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ" এই কথা বলিয়াছিলেন। দেব ও দেবী তাঁহাকে বারংবার দেখিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তাহার পর তারকাসুর হইতে ভীত ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে দেবগণের সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করিলেন। পরে ইন্দ্র কর্ত্তৃক পালিত পুত্র স্কন্দকে দ্বারমাত্র করিয়া ত্রিপুরারি মহাদেব আপনিই প্রচ্ছন্নভাবে, সেই পুত্রের কালাগ্নি-স্বরূপিণী শক্তি দ্বারা ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের ভেদ এবং যুদ্ধে তারকাসুরের মস্তক ছেদন করিয়া ইন্দ্রের ভয় দূর করিয়াছিলেন। আবার দেখুন, বলগর্ব্বিত রাক্ষসাধিপ রাবণ আপনার বাহুসমূহ দ্বারা কৈলাস-পর্ব্বতকে উঠাইলে, মহাদেব সে অপরাধ সহ্য না করিয়া পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চাপিয়া সেই রাবণকে মর্দ্দনপূর্ব্বক পৃথিবীতে প্রোথিত করিয়াছিলেন। নিজ আশ্রিত কোন ব্রাহ্মণ-বালক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার নিমিত্ত মহাদেব ত্বরিত গমন করিয়া যমকে চরণ দ্বারা নিপীড়ন করেন। আপনার বাহন বৃষভেন্দ্রকে চিনিতে না পারিয়া বড়বানলকেই গলদেশে বন্ধনপূর্ব্বক আনয়ন করেন; তাহাতে সমুদয় জগৎ জলময় হইয়াছিল। অলৌকিক আনন্দপ্রদ নানাবিধ সুন্দর নৃত্য এবং অঙ্গ-বিক্ষেপ বশতঃ এই জগৎকে বারংবার চালিত করিয়াছিলেন। শিব যদি শান্ত হন এবং সর্ব্বদা সকলকে অনুগ্রহ করেন, তবে তিনি সমর্থ হইয়াও কেন এককালে সকলকে মুক্ত করেন না? অনাদি কর্ম্মের বৈচিত্র্যকে এ বিষয়ের নিয়ামক বলিতে পারি না; কারণ, কর্ম্ম ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়াই কারণরূপ ধারণ করে। অধিক কি বলিব, কেবল যুক্তি অবলম্বন করিয়া চলিলে নাস্তিক্যই আসিয়া পড়ে। অতএব হে মারুত! যাহাতে আমাদের সেই নাস্তিক্য নিবৃত্তি পায়, এইরূপ ভাবে উপদেশ করুন। ৩৬—৫২।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।

স্থানে সংশয়িতং বিপ্রা ভবদ্ভির্হেতুচোদিতৈঃ।
জিজ্ঞাসা হি ন নাস্তিক্যং সাধয়েৎ সাধুবুদ্ধিষু॥১
প্রমাণমত্র বক্ষ্যামি সতাং মোহনিবর্ত্তকম্।
অসতাস্ত্বন্যথাভাবঃ প্রসাদেন বিনা প্রভোঃ॥২
শিবস্য পরিপূর্ণস্য পরানুগ্রহমন্তরা।
ন কিঞ্চিদপি কর্ত্তব্যমিতি সাধু বিনিশ্চিতম্॥৩
স্বভাব এব পর্য্যাপ্তঃ পরানুগ্রহকর্ম্মণি।
অন্যথা নিঃস্বভাবেন ন কিমপ্যনুগৃহ্যতে॥৪
পরং সর্ব্বমনুগ্রাহ্যং পশু পাশাত্মকং জগৎ।
পরস্যানুগ্রহার্থস্তু পত্যুরাজ্ঞাসমন্বয়ঃ॥৫
পতিরাজ্ঞাপকঃ সর্ব্বমনুগৃহ্লাতি সর্ব্বদা।
তদর্থমর্থস্বীকারে পরতন্ত্রঃ কথং শিবঃ॥৬
অনুগ্রাহ্যানপেক্ষোঽস্তি ন হি কশ্চিদনুগ্রহঃ।
অতঃ স্বাতন্ত্র্যশব্দার্থো নানপেক্ষত্বলক্ষণঃ॥৭
যস্তুৎ পুনরনুগ্রাহ্যং পরতন্ত্রং তদিষ্যতে।
অনুগ্রহাদৃতে তস্য ভুক্তিমুক্ত্যোরনন্বয়াৎ॥৮
মূর্ত্ত্যাত্মানোঽপ্যনুগ্রাহ্যাঃ শিবাজ্ঞাননিবর্ত্তনাৎ।
অজ্ঞানাধিষ্ঠিতং শম্ভোর্ন কিঞ্চিদিহ বিদ্যতে॥৯
যেনোপলভ্যতেঽস্মাভিঃ সকলেনাতিনিষ্কলঃ।
স মূর্ত্ত্যাত্মা শিবস্যৈব মূর্ত্তিরিত্যুপচর্য্যতে॥১০
ন হ্যসৌ নিষ্কলঃ সাক্ষাচ্ছিবঃ পরমকারণম্।
স্বাকারেণানুভাব্যেন কেনাপ্যনুপলক্ষিতঃ॥১১
প্রমাণগম্যতামাত্রং তৎস্বভাবোপপাদকম্।
ন তাবতাত্রাপেক্ষা ধীরূপলক্ষণমন্তরা॥১২
আত্মোপলক্ষণং সাক্ষান্মূর্ত্তিরেব হি কাচন।
শিবস্য মূর্ত্তির্মূর্ত্ত্যাত্মা যতস্তস্যোপলক্ষণম্॥১৩
যথা কাষ্ঠাদ্যনারূঢ়ো ন বহ্নিরুপলভ্যতে।
এবং শিবোঽপি মূর্ত্ত্যাত্মন্যনারূঢ় ইতি স্থিতিঃ॥১৪

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! আপনারা হেতু অবলম্বন করিয়া যে সংশয় করিয়াছেন, তাহা অতি যুক্তিযুক্ত হইয়াছে; সাধু-বুদ্ধিতে জিজ্ঞাসামাত্রেই যে নাস্তিক্য হয়, তাহা নহে; এ বিষয়ে সাধুদিগের মোহনিবর্ত্তক প্রমাণ বলিতেছি। সেই প্রভুর অনুগ্রহ না থাকায় অসৎ ব্যক্তিদিগের অন্যথা-ভাব হইতে পারে। সাধুগণ ইহা নিশ্চয় জানেন যে, সেই পরিপূর্ণ মহাদেবের পরানুগ্রহ ব্যতীত আপনার কিছুই কর্ত্তব্য নাই। তাঁহার পরিপূর্ণ-ভাবরূপ স্বভাবই পরানুগ্রহ-কার্য্যে পর্য্যাপ্ত। স্বভাব-শূন্য ব্যক্তি কাহাকেও অনুগ্রহ করিতে পারে না। আপনা হইতে ভিন্ন এই সমুদয় পশু ও পাশ অর্থাৎ জীব ও মায়াময় জগৎ তাঁহার অনুগ্রাহ্য। অপরকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই তিনি পতি অর্থাৎ ঈশ্বর হইয়াও আজ্ঞার অনুবর্ত্তন করেন। মহেশ্বর সকলের পতি, আজ্ঞাপক এবং সকলকে অনুগ্রহ করেন। পরানুগ্রহের জন্য শরীরধারণাদি স্বীকার করায় তাঁহার পরতন্ত্রতা কিরূপে হইল? অনুগ্রাহ্যকে পরিত্যাগ করিয়া, কোনরূপ অনুগ্রহ থাকিতে পারে না; এই জন্যই স্বাতন্ত্র শব্দের অর্থ—অপেক্ষাশূন্যতা। যাহা অনুগ্রাহ্য নহে, তাহাকেই পরতন্ত্র বলে; অনুগ্রহ ব্যতীত ভোগ বা মোক্ষ হয় না। মূর্ত্তিমান্ ব্যক্তিরা, শিবতত্ত্ব-বিষয়ে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে, অনুগ্রহের পাত্র হয়, এই জগতে শম্ভুর অজ্ঞানে অধিষ্ঠিত কোন বস্তুই নাই। যাদৃশ রূপ দ্বারা সেই নির্গুণ পরমেশ্বর আমাদের জ্ঞানের বিষয় হন, সেই মূর্ত্তিমান্ই মহেশ্বরের মূর্ত্তি বলিয়া উপ-চারিত হয়। সেই পরম কারণ সাক্ষাৎ নির্গুণ মহাদেব আপনার সচ্চিদানন্দ স্বরূপে কাহারও জ্ঞানের বিষয় হন না। তাঁহার স্বরূপ শ্রবণ-মননাদি প্রমাণ দ্বারা উপলভ্য হয় মাত্র; প্রত্যক্ষবৎ দর্শন ব্যতীত কেবল সেই প্রমাণে এই সংসারে কাহারও অপেক্ষাবুদ্ধি হয় না। যে কোনরূপ মূর্ত্তিই আত্মার সাক্ষাৎ উপ-লক্ষক। অতএব যে মূর্ত্তিমান্—শিবের উপলক্ষক, তাহাই শিবের মূর্ত্তি। যেমন কাষ্ঠাদিতে আরূঢ় না হইলে দৃশ্য হয় না, সেইরূপ শিবও মূর্ত্তিমানে আবির্ভূত

যথাগ্নিমানয়েত্যুক্তে জ্বলৎকাষ্ঠাদৃতে স্বয়ম্ ।
নাগ্নিরানীয়তে তদ্বৎ পূজ্যো মূর্ত্ত্যাত্মনা শিবঃ ॥১৫
অতএব হি পূজাদৌ মূর্ত্ত্যাত্মপরিকল্পনম্ ।
মূর্ত্ত্যাত্মনি কৃতং সাক্ষাচ্ছিব এব কৃতং যতঃ ॥১৬
লিঙ্গাদাবপি তৎকৃত্যমর্চ্চায়াঞ্চ বিশেষতঃ ।
তন্মূর্ত্ত্যাত্মভাবেন শিবোঽস্মাভিরুপাস্যতে ॥ ১৭
যথানুগৃহ্যতে সোঽপি মূর্ত্ত্যাত্মা পরমেষ্ঠিনা ।
তথা মূর্ত্ত্যাত্মনিষ্ঠেন শিবেন পশবো বয়ম্ ॥ ১৮
লোকানুগ্রহণায়ৈব শিবেন পরমেষ্ঠিনা ।
সদাশিবাদয়ঃ সর্ব্বে মূর্ত্ত্যাত্মনোঽপ্যধিষ্ঠিতাঃ ॥১৯
তে হি মূর্ত্ত্যাত্মভাবেন লব্ধা স্বয়মনুগ্রহম্ ।
অন্যাত্মনোঽনুগৃহ্নন্তি শিবেন সমধিষ্ঠিতাঃ ॥ ২০
আত্মনামেব ভোগায় মোক্ষায় চ বিশেষতঃ ।
তত্ত্বাতত্ত্বস্বরূপেষু মূর্ত্ত্যাত্মসু শিবাশ্রয়ঃ ॥ ২১
ভোগঃ কর্ম্মবিপাকাত্মা সুখদুঃখাত্মকো যতঃ ।
ন চ কর্ম্ম শিবেঽস্তীতি তস্য ভোগঃ কিমাত্মকঃ ॥
সর্ব্বং শিবোঽনুগৃহ্নাতি ন নিগৃহ্নাতি কিঞ্চন ।
নিগৃহ্নতাস্তু যে দোষাঃ শিবে তেষামসম্ভবাৎ ॥২৩
যে পুনর্নিগ্রহাঃ কেচিদ্‌ব্রহ্মাদিষু নিদর্শিতাঃ ।
তেঽপি লোকহিতায়ৈব কৃতাঃ শ্রীকণ্ঠমূর্ত্তিনা ॥২৪
অণ্ডস্যাপ্যাধিপত্যং হি শ্রীকণ্ঠস্য ন সংশয়ঃ ।
শ্রীকণ্ঠাখ্যাং শিবো মূর্ত্তিং ক্রীড়ন্তীমধিতিষ্ঠতি ॥২৫
সদোষা এব দেবাদ্যা নিগৃহীতা যথোচিতম্ ।
ততস্তেঽপি বিপাপ্মানঃ প্রজাশ্চ বিগতজ্বরাঃ ॥২৬
নিগ্রহোঽপি স্বরূপেণ বিদুষাং ন জুগুপ্সিতঃ ।
অত এব হি দণ্ড্যেষু দণ্ডো রাজ্ঞাং প্রশস্যতে ॥২৭
যৎসিদ্ধিরীশ্বরত্বেন কার্য্যবর্গস্য কৃৎস্নশঃ ।
ন স চেদীশতাং কুর্য্যাজ্জগতঃ কথমীশ্বরঃ ॥ ২৮
ঈশতা চ বিধাতৃত্বং বিধিরাজ্ঞাপনং পরম্ ।

হইলে দৃশ্য হন না, ইহাই স্থির। যেমন "অগ্নি আনয়ন কর" এই কথা বলিলে, জ্বলন্ত কাষ্ঠাদি ভিন্ন আর কোনরূপে অগ্নির আনয়ন করা হয় না, সেইরূপ শিবও মূর্ত্তিমৎ বস্তুতে পূজিত হন। ১—১৫। অতএব পূজাদিতে মূর্ত্তিমৎ বস্তুর কল্পনা করা হয়; কারণ মূর্ত্তিমদ্বস্তুতে যাহা কৃত হয়, সাক্ষাৎ শিবেই তাহা কৃত হয়। লিঙ্গাদি বা প্রতিমাতে বিশেষ করিয়া পূজাদি কর্ত্তব্য; কারণ, সেই সকল মূর্ত্তি দ্বারা আমরা সাক্ষাৎ শিবেরই উপাসনা করি। যেমন সেই মূর্ত্তিমান্ পদার্থ মহাদেব কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হয়, সেইরূপ সেই শিবাধিষ্ঠিত মূর্ত্তিমান্ পদার্থ কর্ত্তৃক অস্মাদৃশ পশুগণ অনুগৃহীত হয়। সেই পরমাত্মা শিব লোকের উপর অনুগ্রহ করিবার জন্যই সদাশিব প্রভৃতি মূর্ত্তিমান্ আত্মায় অধিষ্ঠান করেন। সেই সদাশিব প্রভৃতি প্রতিমূর্ত্তিভাবে শিবের অনুগ্রহ লাভ করিয়া, তাঁহার অধিষ্ঠান বশতঃ অপর আত্মসমূহকে অনুগৃহীত করেন। আত্ম-সমূহের ভোগ ও বিশেষতঃ মোক্ষের নিমিত্ত প্রকৃত বা কল্পিত-স্বরূপ মূর্ত্তিমান্ আত্ম-বিশেষে মহাদেবের সম্বন্ধ হয়। ভোগমাত্রই কর্ম্মের বিপাক এবং সুখ-দুঃখাত্মক। শিবের কোন কর্ম্ম নাই, অতএব তাঁহার কিরূপে ভোগ হইতে পারে? শিব সকলকেই অনুগ্রহ করেন, কাহাকেও নিগ্রহ করেন না। নিগ্রহকারীদিগের যে সকল দোষ শুনা যায়, শিবে সে সকলের সম্ভব নাই। ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রতি যে কোনরূপ নিগ্রহ দর্শিত হইয়াছে, উহা শ্রীকণ্ঠমূর্ত্তি মহাদেব কেবল লোকের হিতের জন্যই করিয়াছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের উপর সেই শ্রীকণ্ঠ মহাদেবের যে আধিপত্য, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। শিব শ্রীকণ্ঠ নামক ক্রীড়নশীল মূর্ত্তিতেই অধিষ্ঠান করেন। সদোষ দেবগণই যথোচিত নিগৃহীত হইয়াছেন। তাহাতে তাঁহারাও পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং প্রজারাও পীড়াশূন্য হইয়াছে। যথোচিত নিগ্রহ পণ্ডিতদিগের নিন্দনীয় নহে। এইজন্যই দণ্ডার্হ ব্যক্তিগণের প্রতি রাজাদিগের দণ্ডবিধান প্রশংসিত হইয়া থাকে। ঈশ্বরভাবে যিনি সমুদয় কার্য্যের সিদ্ধি করিয়া থাকেন, তিনি যদি ঈশ্বরত্ব না করেন, তবে তিনি কিরূপে জগতের ঈশ্বর হইতে পারেন? সমস্ত কার্য্যের বিধান-কর্ত্তৃত্বের নামই ঈশ্বরত্ব, বিধানের অর্থ আজ্ঞা; "এইরূপ করিবে" বা "এইরূপ করিবে

আজ্ঞা চেত্থমিদং কুর্য্যান্ন কুর্য্যাদিতি শাসনম্ ॥ ২৯
তচ্ছাসনানুবর্ত্তিত্বং সাধুভাবস্থ লক্ষণম্।
বিপরীতমসাধু স্থান্ন সর্ব্বং তৎ তু দৃশ্যতে ॥ ৩০
সাধু সংরক্ষণীয়ঞ্চেদ্বিনিবর্ত্ত্যমসাধু যৎ।
বিনিবর্ত্তনে চ সামাদেরন্তে দণ্ডো হি সাধনম্ ॥ ৩১
হিতার্থলক্ষণঞ্চেদং দণ্ডান্তমনুশাসনম্।
অতোঽন্যদ্বিপরীতং তদহিতং সম্প্রচক্ষতে ॥ ৩২
হিতে সদা নিষণ্ণানামীশ্বরঃ স্থান্নিদর্শনম্।
স কথং দূষ্যতে সদ্ভিরসতামেব নিগ্রহাৎ ॥ ৩৩
অযুক্তকারিণো লোকে গর্হণীয়া বিবেকিনা।
যদুদ্বেজয়তে লোকং তদযুক্তং প্রচক্ষতে ॥ ৩৪
সর্ব্বোঽপি নিগ্রহো লোকে ন চ বিদ্বেষপূর্ব্বকঃ।
ন হি দ্বেষ্টি পিতা পুত্রং যো নিগৃহ্যাপি শিক্ষয়েৎ
মাধ্যস্থেনাপি নিগ্রাহ্যান্ যো নিগৃহ্লাতি মার্গতঃ।
তস্থাপ্যবশ্যং যৎকিঞ্চিন্নৈর্ঘৃণ্যমনুবর্ত্ততে ॥ ৩৬
অন্যথা ন হিনস্ত্যেব সদোষানপ্যসৌ পরান্।
হিনস্তি চারমপ্যজ্ঞান্ পরং মাধ্যস্থমাচরন্ ॥ ৩৭
তস্মাদ্দুঃখাত্মিকাং হিংসাং কুর্ব্বাণো যঃ স নির্ঘৃণঃ
ইতি নির্ব্বন্ধয়ন্ত্যেকে নিয়মো নেতি চাপরে ॥ ৩৮
নিদানজ্ঞস্য ভিষজো রুগ্নে হিংসাং প্রযুঞ্জতঃ।
ন কিঞ্চিদপি নৈর্ঘৃণ্যং ঘৃণৈবাত্র প্রযোজিকা ॥ ৩৯
ঘৃণাপি ন গুণায়ৈব হিংস্রেষু প্রতিযোগিষু।
তাদৃশেষু ঘৃণী ভ্রান্ত্যা ঘৃণান্তরিতনির্ঘৃণঃ ॥ ৪০
উপেক্ষাপি হি দোষায় রক্ষ্যেষু প্রতিযোগিষু।
শক্ত্যাং সত্যামুপেক্ষাতো রক্ষ্যঃ সদ্যো বিপদ্যতে
সর্পস্থাস্যগতং পশ্যন্ যস্ত রক্ষ্যমুপেক্ষতে।

না” এই প্রকার অনুশাসনের নামই আজ্ঞা। যাঁহারা সেই শাসনের অনুগমন করেন, তাঁহারাই সাধু। যাহারা তাহার বিপরীত আচরণ করে, তাহারাই অসাধু। কিন্তু সকলেই সাধু হয় না। ১৬—৩০। অসাধু-ভাবের নিবৃত্তি করিয়া যদি সাধু-ভাবের রক্ষা করিতে হয়, তবে প্রথমে সাম-দানাদির প্রয়োগ করিয়া তাহাতে সিদ্ধি না হইলে অবশেষে দণ্ডই সাধক হয়। কেবল হিতের জন্যই দণ্ডান্ত শাসন বিহিত হইয়াছে। অতএব ইহার বিপরীত অনুষ্ঠান হিত বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। ঈশ্বরই সর্ব্বদা হিতানুষ্ঠায়ীদিগের দৃষ্টান্ত-স্থল, অতএব অসতের নিগ্রহ করেন বলিয়া সেই ঈশ্বর কিরূপে পণ্ডিতগণের দূষণীয় হইতে পারেন? বিবেকী পুরুষেরা অযুক্ত-কারীকে তিরস্কার করেন। যে কার্য্যে লোকের শান্তিভঙ্গ হয়, তাহার নামই অযুক্ত। ইহ-লোকে যত প্রকার নিগ্রহ হয়, তাহার মধ্যে কোনটিই বিদ্বেষপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয় না। দেখ, পিতা পুত্রকে অনেক সময়ে নিগ্রহ করিয়া শিক্ষা দেন, তাই বলিয়া কি পিতাকে পুত্রের দ্বেষক বলা যায়? মধ্যস্থ (উদাসীন অর্থাৎ নিরপেক্ষ) ব্যক্তিও যে প্রকৃত পথে থাকিয়া নিগ্রহ করিয়া থাকে, তাহাতে তাহার অবশ্য কিছু পরিমাণে নির্দ্দয়ত্ব স্বীকার করিতে হইবে। তাহার কিঞ্চিৎ নির্দ্দয়ত্ব না থাকিলে, অপরে দোষযুক্ত হইলেও তাহার উপর নিগ্রহ করিত না! সম্পূর্ণ মধ্যস্থ ব্যক্তিও মূর্খ অর্থাৎ সদোষ ব্যক্তির উপর নিগ্রহ করিয়া থাকেন। (নিগ্রহ হিংসার কার্য্য, সুতারাং দুঃখপ্রদ) অতএব যে ব্যক্তি সেই দুঃখপ্রদ নিগ্রহের অনুষ্ঠান করেন, তিনি অবশ্যই নির্দ্দয়; কেহ কেহ এইরূপ নির্দ্ধারণ করেন। অপরেরা বলেন, এরূপ নিয়ম হইতে পারে না, অর্থাৎ নিগ্রহ করাই উচিত, না করাই দোষ। দেখ, নিদানজ্ঞ বৈদ্য যে রোগীর নিগ্রহে প্রবৃত্ত হন, তাহা কখনই নির্দ্দয়-তার কার্য্য নহে; বরং বৈদ্য দয়াবৃত্তি দ্বার প্রযুক্ত হইয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকেন। যখন প্রতিপক্ষ হিংসা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন দয়ার আশ্রয় উপকারক হয় না। (ফলতঃ) তখন দয়া থাকিতেই পারে না। সেইরূপ স্থলে যে দয়াপর হয়, সে একেবারে দয়ার লেশশূন্য নির্দ্দয় হইয়া পড়ে। যাহারা রমণীয় ব্যক্তির বিরোধী তাহাদের প্রতি উপেক্ষা করাও দোষ কারণ শক্তি থাকিতে উপেক্ষা করিলে রক্ষণীয় পুরুষ সদ্য বিপত্তি লাভ করে। সর্পের আস্যগত দেখিয়া যে ব্যক্তি রক্ষণীয়কে উপেক্ষা করে

দোষাভাসাৎ সমুৎপ্রেক্ষ্যঃ ফলতঃ সোঽপি নির্ঘৃণঃ।
তস্মাদ্ঘৃণা গুণায়ৈব সর্ব্বথেতি ন সম্মতম্।
সম্মতং প্রাপ্তকারিত্বং সর্ব্বত্বন্যদসম্মতম্॥ ৪৩
মূর্ত্ত্যাত্মস্বপিরাগাদ্যা দোষাঃ সন্ত্যেব বস্তুতঃ।
তথাপি তেষামেবৈতে ন শিবস্য তু সর্ব্বথা॥ ৪৪
অগ্নাবপি সমাবিষ্টং তাম্রং খলু সকালিকম্।
ইতি নাগ্নিরসৌ দুষ্যেৎ তাম্রসংসর্গকারণাৎ॥৪৫
নাগ্নেরশুচিসংসর্গাদশুচিত্বমুপেয়তে।
অশুচেস্ত্বগ্নিসংযোগাচ্ছুচিত্বমপি জায়তে॥ ৪৬
এবং শোধ্যাত্মসংসর্গান্ন হ্যশুদ্ধঃ শিবো ভবেৎ।
শিবসংসর্গতস্ত্বেষ শোধ্যাত্মৈব হি শুধ্যতি॥ ৪৭
অয়স্যগ্নৌ সমাবিষ্টে দাহোঽগ্নেরেব নায়সঃ।
মূর্ত্ত্যাত্মন্যেবমৈশ্বর্য্যমীশ্বরস্যৈব নাত্মনাম্॥ ৪৮
ন হি কাষ্ঠং জ্বলত্যূর্দ্ধমগ্নিরেব জ্বলত্যসৌ।
কাষ্ঠস্যাঙ্গারতা নাগ্নেরেবমত্রাপি যোজ্যতাম্॥ ৪৯
অত এব জগত্যস্মিন্ কাষ্ঠ-পাষাণ-মৃৎস্বপি।
শিবাবেশবশাদেব শিবত্বমুপচর্য্যতে॥ ৫০
মৈত্র্যাদয়ো গুণা গৌণা যস্মাৎ তে চিত্তবৃত্তয়ঃ।
তৈর্গুণৈরুপরক্তানাং দোষায় চ গুণায় চ॥ ৫১
যৎ তু গৌণমগৌণঞ্চ তৎ সর্ব্বমনুগৃহ্নতঃ।
ন গুণায় ন দোষায় শিবস্য গুণবৃত্তয়ঃ॥ ৫২
ন চানুগ্রহশব্দার্থং গৌণমাহুর্বিপশ্চিতঃ।
সংসারমোচনং কিন্তু শৈবমাজ্ঞাময়ং হিতম্॥৫৩
হিতং তদাজ্ঞাকরণং যদ্ধিতং তদনুগ্রহঃ।
সর্ব্বং হিতে নিযুঞ্জানঃ সর্ব্বানুগ্রাহকঃ শিবঃ॥৫৪
যস্তূপকারশব্দার্থস্তমপ্যাহুরনুগ্রহম্।
তস্যাপি হিতরূপত্বাচ্ছিবঃ সর্ব্বোপকারকঃ॥ ৫৫
হিতে সদা নিযুক্তন্তু সর্ব্বং চিদচিদাত্মকম্।
স্বভাবপ্রতিবন্ধং তৎ সমং ন লভতে হিতম্॥৫৬
যথা বিকাশং যান্ত্যেব রবেঃ পদ্মানি ভানুভিঃ।
সমং ন বিকসন্ত্যেব স্বস্বভাবানুরোধতঃ॥ ৫৭

দোষাভাস হেতুক বাস্তবিক সেও নির্দ্দয়। অতএব কৃপা সকল সময়ে গুণকারক হয় না; যে সময়ে যাহা উপযোগী, তাহাই সম্মত, তদ্ভিন্ন সকল অসম্মত। ৩১—৪৩। যদ্যপি শিবের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ মূর্ত্তিমৎসমূহে বস্তুতঃ নানাবিধ দোষ আছে, তথাপি ঐ সকল দোষ তাহাদেরই, শিবের নহে। অগ্নিতে তাম্র দিলে, তাম্রে একটী কালরেখা হয়, তাই বলিয়া তাম্রের সংসর্গে অগ্নি কিছু দুষ্ট হয় না। অশুচি বস্তুর সংসর্গে অগ্নির কিছু অশুচিতা হয় না, কিন্তু অগ্নির সংযোগে অশুচি বস্তুর শুচিতা হয়। এইরূপ শোধনীয় আত্মার সংযোগে মহাদেব অশুদ্ধ হন না, কিন্তু শিবের সংসর্গে সেই শোধনীয় আত্মারই শুদ্ধি হয়। লৌহে অগ্নি প্রবিষ্ট হইলে, অগ্নিরই দাহ হয়; লৌহের নহে। সেইরূপ মূর্ত্ত্যাত্মস্থিত ঐশ্বর্য্য সকল মহাদেবেরই; সেই সেই আত্মার নহে। কাষ্ঠ কখন উর্দ্ধদিকে জ্বলিত হয় না, কিন্তু অগ্নিই উর্দ্ধদিকে জ্বলিত হয় এবং কাষ্ঠেরই অঙ্গার ভাব হয়; অগ্নির নহে;—এইরূপ শিব ও তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিদিগের সম্বন্ধেও যোজনা করিবে। এই জন্যই এই জগতে কাষ্ঠ, পাষাণ এবং মৃত্তিকাতেও শিবের আবির্ভাবে শিবত্বের উপচার হয়। যেহেতু মৈত্রী, ক্ষমা, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গৌণ গুণ সকল উপরক্তদিগের চিত্তে অবস্থান করে, অতএব ঐ সকল গুণ দ্বারা উপরক্তদিগের দোষ, গুণ, উভয়ই হইয়া থাকে। গুণবৃত্তি গৌণই হউক, আর অগৌণই হউক, তাহাতে অনুগ্রহকারী মহাদেবের দোষ বা গুণ কিছুই হয় না। অনুগ্রহ-শব্দের অর্থকে পণ্ডিতেরা গৌণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই; সংসার-মোচন শিবের আজ্ঞাই অনুগ্রহ শব্দের অর্থ। মহাদেবের আজ্ঞার অনুষ্ঠানই হিত এবং যাহা হিত, তাহারই নাম অনুগ্রহ। মহাদেব যখন সকলকে হিতে নিযুক্ত করেন, তখন তিনি সকলের অনুগ্রাহক। উপকার ও অনুগ্রহ শব্দের একই অর্থ। উপকারও হিত-স্বরূপ বলিয়া মহাদেব সকলের উপকারক। সমুদয় জড় ও চৈতন্য সর্ব্বদা মহাদেব কর্ত্তৃক সমভাবে হিতে নিযুক্ত হইয়াও, আপনার স্বভাব দ্বারা প্রতিবদ্ধ হইয়া সমানরূপ হিত লাভ করে না। ৪৪—৫৬। দেখ, সূর্য্যের কিরণ দ্বারা পদ্মসকল সমভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইলেও আপনার আপনার স্বভা-

স্বভাবোঽপি হি ভাবানাং ভাবিনোঽর্থস্য কারণম্
ন হি স্বভাবতোঽসন্তমর্থং কর্ত্তেযু সাধয়েৎ ॥ ৫৮
সুবর্ণমেব নাঙ্গারং দ্রাবয়ত্যগ্নিসঙ্গমঃ।
এবং পক্বমলানেব মোচয়েন্ন শিবঃ পরান্ ॥ ৫৯
যদ্যথা ভবিতুং যোগ্যং তৎ তথা ন ভবেৎ স্বয়ম্
বিনা ভাবনয়া কর্ত্তা স্বতন্ত্রঃ সন্ততো ভবেৎ ॥ ৬০
স্বভাববিমলো যদ্বৎ স্বর্ব্বানুগ্রহকারকঃ।
স্বভাবমলিনাস্তদ্বদাত্মানো জীবসংজ্ঞিতাঃ ॥ ৬১
অন্যথা সংসরন্ত্যেতে নিয়মান্ন শিবঃ কথম্।
কর্ম্মমায়ানুবন্ধোঽস্য সংসারঃ কথ্যতে বুধৈঃ ॥ ৬২
অনুবন্ধো যমস্যৈব ন শিবস্যেতি হেতুমান্।
স হেতুরাত্মনামেব নিজো নাগন্তুকো মলঃ ॥ ৬৩
আগন্তুকত্বে তস্যাপি ভাব্যং কেনাপি হেতুনা।
যোঽয়ং হেতুরসাবেকঃ কল্পতেঽনেকশক্তিকঃ ॥৬৪
কার্য্যভেদেঽপি তচ্ছক্তিভেদো নাত্রোপপদ্যতে।
কর্ম্মমায়ানুবন্ধো যঃ স বিচিত্রঃ স্বভাবতঃ ॥ ৬৫
আত্মতায়াঃ সমত্বেঽপি বদ্ধা মুক্তাঃ পরে যতঃ।
বদ্ধেষেব পুনঃ কেচিল্লয়-ভোগাধিকারতঃ ॥ ৬৬
জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিবৈষম্যং ভজন্তে সোত্তরাধরাঃ।
কেচিন্মূর্ত্ত্যাত্মতাং যান্তি কেচিদাসন্নগোচরাঃ ॥ ৬৭
মূর্ত্ত্যাত্মসু শিবাঃ কেচিদধ্বনাং মূর্দ্ধসু স্থিতাঃ।
মধ্যে মহেশ্বরা রুদ্রাস্ত্বর্ব্বাচীনপদে স্থিতাঃ ॥ ৬৮
আসন্নোঽপি সমাবেশে পরস্তাৎ কারণত্রয়ম্।
তত্রাপ্যাত্মা স্থিতোঽধস্তাদন্তরাত্মা তু মধ্যতঃ ॥৬৯
পরস্তাৎ পরমাত্মেতি ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।

বের অনুরোধে সকলে সমভাবে প্রফুল্ল হয় না। স্বভাবই বস্তুদিগের ভবিষ্যৎ অর্থের কারণ। পদার্থসমূহে স্বাভাবিক যে বস্তু নাই, কর্ত্তা তাহা করিতে কখনই সমর্থ হয় না। দেখ, অগ্নিস্পর্শ সুবর্ণকেই গলিত করে, অঙ্গারকে করে না ; এইরূপ মহাদেবও, যাহাদের পাপ পরিপক্ব হইয়াছে, তাহাদিগকেই মুক্ত করেন, যাহাদিগের পাপ পক্বতা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদিগকে মুক্ত করেন না। যে বস্তু যে প্রকার হওয়া উচিত, তাহা স্বয়ং কখন সেরূপ হইতে পারে না এবং চেতন-ক্রিয়া ব্যতীত একটী নিত্য স্বতন্ত্র কর্ত্তাও হইতে পারে না। সর্ব্বানুগ্রাহক শিব যেমন স্বাভাবিক নির্ম্মল, তেমনি জীবসংজ্ঞিত আত্মগণ স্বাভাবিক মলিন। এই জীবগণ কখনই নিয়মের অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, ইহারা কিরূপে শিব হইবে ? এই জীবের কর্ম্ম ও মায়ার বন্ধনকেই পণ্ডিতেরা সংসার বলিয়াছেন। ৫৭—৬২। এই কারণ কর্ম্ম ও মায়া-রূপ বন্ধন জীবেরই হইয়া থাকে ; শিবের নহে। সেই বন্ধনরূপ মলই জীবদিগের স্বাভাবিক হেতু ; কোনরূপ ঔপাধিক হেতু নহে। মল যদি কোন প্রকার উপাধিজন্য হইত, তাহা হইলে তাহারও অপর একটী হেতু থাকিত। পরিণামে যে মূল-হেতু হইত তাহাকে অনেকশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করিতে হইত। কার্য্যভেদে একটী হেতুর অনেক প্রকার শক্তি-কল্পনা যুক্তিসিদ্ধ নহে; তাহা অপেক্ষা স্বভাবতঃ বিভিন্নরূপ কর্ম্ম ও মায়ার অনুবন্ধনকে হেতু স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত। কারণ, দেখা যাইতেছে যে, সকল জীবের আত্মার সমতা সত্ত্বেও কেহ বদ্ধ, কেহ বা মুক্ত হইতেছে এবং বদ্ধের মধ্যেও কেহ কেহ লয়াধিকার ও অপর ভোগাধিকারে আসক্ত হওয়ায় উচ্চনীচভাবসম্পন্ন হইয়া জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের বৈষম্য ভজনা করিতেছে ; কেহ বা ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ হইতেছে আর কেহ বা তাঁহার অতি সমীপবর্ত্তী হইতেছে ; ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি রূপে সম্ভাবিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ সাক্ষাৎ শিবরূপে গণ্য হইয়া পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার মার্গের শিরোভাগে অব-স্থান করিতেছে ; কেহ কেহ বা উক্ত অধ্ব-সকলের মধ্যে অবস্থিত হইয়া মহেশ্বর আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছে আর কেহ বা অধোভাগে অবস্থিত হইয়া রুদ্রাদি নামে অভিহিত হইতেছে। আসন্ন সমাবেশের প্রতিও তিনটি কারণ বলবান্। তাহার মধ্যে সকলের নিম্নতম পদবী-ভজনাকারীর নাম আত্মা, মধ্য-পদবী-ভাগীর নাম অন্তরাত্মা এবং সর্ব্বোচ্চ-পদবী-ভাগীর নাম পরমাত্মা ;—ইহাঁরাই যথাক্রমে

গর্ভস্থে পশবঃ কেচিৎ পরমাত্মপদাশ্রয়াঃ ॥ ৭০
অন্তরাত্মপদে কেচিৎ কেচিদাত্মপদে তথা।
শান্ত্যতীতপদে শৈবাঃ শান্তৌ মাহেশ্বরা মতাঃ ॥৭১
বিদ্যায়াস্তু তথা রৌদ্রাঃ প্রতিষ্ঠায়াস্তু বৈষ্ণবাঃ।
নিবৃত্তৌ চ তথাত্মানো ব্রহ্মা ব্রহ্মাঙ্গযোনয়ঃ ॥ ৭২
দেবযোন্যষ্টকং মুখ্যং মানুষ্যমথ মধ্যমম্।
পশ্বাদয়োঽধমাঃ পঞ্চ যোনয়স্তাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৭৩
উত্তরাধরভাবোঽপি নৈজঃ সংসারিণো মলঃ।
যথামভাবো মুক্তস্য পূর্ব্বং পশ্চাৎ তু পক্কতা ॥৭৪
মলোঽপ্যামশ্চ পক্বশ্চ ভবেৎ সংসারকারণম্।
আমে ত্বধরতা পুংসাং পক্বে তূত্তরতা ক্রমাৎ ॥ ৭

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নামে অভিহিত হন। জীবদিগের মধ্যেও কেহ পরমাত্মপদের আশ্রিত, কেহ অন্তরাত্ম-পদের আশ্রিত, আর কেহ বা আত্মপদের আশ্রিত। শৈবগণ শান্ত্যতীত পদের সেবা করেন এবং মহেশ্বরগণ শান্তির উপাসনা করেন। রৌদ্রগণ বিদ্যার আশ্রিত এবং বৈষ্ণবগণ প্রতিষ্ঠার সেবক। ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মার শরীরোৎপন্নেরা নিবৃত্তিতে অবস্থিত। আট প্রকার দেবযোনিই প্রধান, মানুষ যোনি মধ্যম এবং পাঁচ প্রকার পশুযোনি অধম,—সর্ব্বসমেত চতুর্দশ প্রকার যোনি। জীবদিগের উচ্চ-নীচভাব একটী স্বাভাবিক মল। যেমন ভুক্ত বস্তুর পূর্ব্বাবস্থাকে কাঁচা-অবস্থা এবং পশ্চাৎ-অবস্থাকে পরিপাকাবস্থা বলে। মলও পক্ক এবং অপক্ক এই দুই প্রকার; এই দুই প্রকার মলই সংসারের প্রতি কারণ। অপক্কমল জীবদিগের অধোগতির কারণ এবং পক্ক মল ক্রমশঃ উচ্চগতির কারণ। ৬৩—৭৪। জীবগণও যথাক্রমে একমল, দ্বিমল এবং ত্রিমল এই তিন প্রকারে বিভক্ত।* তাহাদের মধ্যে একমলেরা প্রধান, দ্বিমলেরা মধ্যম এবং ত্রিমলেরা অধম; ইহারা এইরূপে উত্তরোত্তর অধোভাবে অবস্থিত

---

* সত্ত্বগুণ-প্রধান জীবকে একমল, সত্ত্বরজঃপ্রধানকে দ্বিমল এবং সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ প্রধানকে ত্রিমল বলে।

পশ্বাত্মানস্ত্রিধাভিন্না এক-দ্বি-ত্রিমলাঃ ক্রমাঃ।
তত্রোত্তরা হ্যেকমলা দ্বিমলা মধ্যমা মতাঃ ॥ ৭৬
ত্রিমলাস্ত্বধমা জ্ঞেয়া যথোত্তরমধিষ্ঠিতাঃ।
ত্রিমলানধিতিষ্ঠন্তি দ্বিমলৈকমলাঃ ক্রমাৎ ॥ ৭৭
এক-দ্বি-ত্রিমলান্ সর্ব্বাঞ্ছিব একোঽধিতিষ্ঠতি।
অশিবাত্মকমপ্যেতচ্ছিবেনাধিষ্ঠিতং তথা ॥ ৭৮
অরুদ্রাত্মকমপ্যেবং রুদ্রৈর্জগদধিষ্ঠিতম্।
অণ্ডান্তা হি মহাভূমিঃ শতরুদ্রাদধিষ্ঠিতা ॥ ৭৯
মায়ান্তমন্তরিক্ষন্ত অমরেশাদিভিঃ ক্রমাৎ।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রপর্য্যন্তৈঃ সমন্তাৎ সন্ততং ততম্ ॥ ৮০
মহামায়াবসানা দ্যৌর্ব্বামাদ্যৈর্ভুবনাধিপৈঃ।
অনাশ্রিতা তৈরধ্বান্তর্ব্বর্ত্তিভিঃ সমধিষ্ঠিতা ॥ ৮১
তে হি সাক্ষাদ্দিবিষদস্ত্বন্তরিক্ষসদস্তথা।
পৃথিবীষদ ইত্যেবং দেবা দেবব্রতৈঃ স্তুতাঃ ॥ ৮২
এবং ত্রিভির্মলৈরামৈঃ পক্কৈরেব পৃথক্ পৃথক্।
নিদানভূতৈঃ সংসাররোগঃ পুংসাং প্রবর্ত্ততে ॥৮৩
অস্য রোগস্য ভৈষজ্যং জ্ঞানমাজ্ঞৌষধোদ্ভবম্।
ভিষগাজ্ঞাপকঃ শম্ভুঃ শিবঃ পরমকারণম্ ॥ ৮৪

দ্বিমল ও একমলগণ যথাক্রমে ত্রিমলদিগের উপর আধিপত্য করে। একমল, দ্বিমল ও ত্রিমল এই সকলের উপর একমাত্র শিবই অধিষ্ঠান করেন। এই জগৎ যেমন অশিবাত্মক হইলেও শিব কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, এইরূপ অরুদ্রাত্মক হইয়াও রুদ্রগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত এই ব্রহ্মাণ্ডান্ত মহাভূমি শতরুদ্রাদির অধিষ্ঠান চারিদিকে সর্ব্বদা বিতত মায়ান্ত অন্তরীক্ষ আবার অঙ্গুষ্ঠমাত্র-পর্য্যন্ত অমেরশ্বরগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। মহামায়ান্ত দ্যুলোক বামপ্রভৃতি লোকপালগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত; উহা পূর্ব্বোক্ত ষড়ধ্বান্তর্ব্বর্ত্তী দেবগণের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না হইলেও তাঁহাদের কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহারা সাক্ষাৎ দিবিষৎ, অন্তরিক্ষসৎ এবং পৃথিবীষৎ দেববিশেষ এবং দেবব্রত মুনিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা সংস্তুত। এই ভিন্ন ভিন্ন তিন প্রকার পক্ক ও অপক্ক নিদানস্বরূপ মল দ্বারা জীবদিগের সংসাররোগের প্রবৃত্তি হয়। আজ্ঞারূপ ওষধি হইতে উৎপন্ন জ্ঞানই এই

অদুঃখেনাপি শক্তশ্চেৎ পশূন্ মোচয়িতুং শিবঃ।
কথং দুঃখং করোতীতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৮৫
দুঃখমেব হি সর্ব্বোঽপি সংসার ইতি নিশ্চিতম্।
কথং দুঃখমদুঃখং স্যাৎ স্বভাবো হ্যবিপর্য্যয়ঃ ॥৮৬
ন হি রোগো হ্যরোগঃ স্যাদ্ভিষগ্‌ভৈষজ্যকারণাৎ।
রোগার্ত্তন্তু ভিষগ্রোগান্তৈষজ্যৈঃ সুখমুদ্ধরেৎ ॥৮৭
এবং স্বভাবমলিনান্ স্বভাবাদ্দুঃখিনঃ পশূন্।
স্বাজ্ঞৌষধবিধানেন দুঃখান্মোচয়তে শিবঃ ॥ ৮৮
ন ভিষক্ কারণং রোগে শিবঃ সংসারকারণম্।
ইত্যেতদপি বৈষম্যং ন দোষায়াস্য কল্পতে ॥ ৮৯
দুঃখস্বভাবসংসিদ্ধেঃ কথং তৎকারণং শিবঃ।
স্বাভবিকো মলঃ পুংসাং স হি সংসারয়ত্যমুম্ ॥
সংসারকারণং যৎ তু মলং মায়াদ্যচেতনম্।
তৎ স্বয়ং সম্প্রবর্ত্তেত শিবসান্নিধ্যমন্তরা ॥ ৯১
যথা মণিরয়স্কান্তঃ সান্নিধ্যাদুপকারকঃ।

রোগের ঔষধ এবং আজ্ঞাপক, পরমকারণ, মঙ্গলের আধার সাক্ষাৎ মহাদেবই এই রোগের চিকিৎসক।৭৫—৮৪। মহাদেব অনায়াসেই ত জীবগণকে মোচন করিতে সমর্থ,তবে তিনি এত আয়াস করেন কেন, এরূপ আশঙ্কা করিও না। সমুদয় সংসার যে দুঃখময়, ইহা নিশ্চিত। যাহা স্বয়ং দুঃখ, তাহা দুঃখশূন্য কিরূপে হইবে? স্বভাবের কখনই ব্যতয় হয় না। বৈদ্য বা ঔষধের প্রভাবে রোগ কখন অরোগ অর্থাৎ রোগ ভিন্ন অন্য বস্তু হয় না; তবে বৈদ্য ঔষধ দ্বারা রোগার্ত্ত ব্যক্তিকে রোগ হইতে অনায়াসে মুক্ত করেন। এইরূপ মলিন-স্বভাব এবং স্বভাবতঃ দুঃখিত জীবদিগকে মহাদেব স্বীয় আজ্ঞাজন্য ঔষধের বিধান করিয়া সেই দুঃখ হইতে মোচন করেন। বৈদ্য রোগের কারণ নহে, কিন্তু শিব সংসারের কারণ; শিবের এই বৈষম্যও দোষাবহ নয়। স্বভাববশতই যখন দুঃখের সিদ্ধি হইতেছে, তখন শিবকে তাহার কারণরূপে কল্পনা করা উচিত নহে; জীবদিগের স্বাভাবিক মলই তাহাদিগকে প্রেরিত করে। সংসারের কারণ-স্বরূপ যে অচেতন মায়াদি মল, উহারা শিবের সান্নিধ্যমাত্রে আপনারাই প্রবৃত্ত হয়। যেমন

অয়সশ্চলতস্তদ্বচ্ছিবোঽপ্যস্তেতি সূরয়ঃ ॥ ৯২
ন নিবর্ত্তয়িতুং শক্যং সান্নিধ্যং সহকারণম্।
অধিষ্ঠাতা ততো নিত্যমজ্ঞাতো জগতঃ শিবঃ ॥৯৩
ন শিবেন বিনা কিঞ্চিৎ প্রবৃত্তমিহ বিদ্যতে।
তৎপ্রেরিতমিদং সর্ব্বং তথাপি স ন দুষ্যতি ॥৯৪
শক্তিরাজ্ঞাত্মিকা তস্য নিয়ন্ত্রী বিশ্বতোমুখী।
তয়া ততমিদং শশ্বৎ তথাপি স ন দুষ্যতি ॥ ৯৫
অনিদং প্রথমং সর্ব্বমীশিতব্যং স ঈশ্বরঃ।
ঈশনাচ্চ তদীয়াজ্ঞা তথাপি স ন দুষ্যতি ॥ ৯৬
যোঽন্যথা মন্যতে মোহাৎ স বিনশ্যতি দুর্ম্মতিঃ।
তচ্ছক্তিবৈভবাদেব তথাপি স ন দুষ্যতি ॥ ৯৭
এতস্মিন্নন্তরে ব্যোম্নি শ্রৌতী বাগশরীরিণী।
সত্যমোমমৃতং সত্যমিত্যাবিরভবৎ স্ফুটম্ ॥ ৯৮
ততো হৃষ্টতরাঃ সর্ব্বে বিনষ্টাশেষসংশয়াঃ।

অয়স্কান্ত মণি সান্নিধ্যমাত্রে লৌহের গমনের প্রতি উপকারক, সেইরূপ শিবও এই সংসারের কারণ; পণ্ডিতেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন। সহকারণ সান্নিধ্য নিবারণ করা দুঃসাধ্য, এইজন্য শিব স্বয়ং উদাসীন হইয়াও সংসারের অধিষ্ঠাতা বলিয়া কল্পিত হন। এই জগতের শিবসত্ত্বা ব্যতীত কোন বস্তুরই প্রবৃত্তি নাই। এই সমুদয় জগৎই শিবের প্রেরিত, কিন্তু তাহা হইলেও শিব কখন দূষণীয় নহেন। তাঁহার বিশ্বতো-মুখী আজ্ঞারূপা শক্তিই নিয়ন্ত্রী এবং সেই শক্তিই এই সমুদয় বস্তুর নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাতেও শিবের কোন দোষ নাই। সমুদয় ঈশিতব্য বস্তুর মধ্যে কোনটীই প্রথম নহে, তিনিই এবং তাঁহার আজ্ঞা উহাদের আদি[illegible] বর্ত্তমান হইয়া উহাদের উপর আধিপত্য করে[illegible] বলিয়া যদিও তিনি ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত [illegible] তথাপি দূষণীয় নহেন। যে তাঁহাকে দূ[illegible] বিবেচনা করে, সেই দুর্ম্মতি তাঁহার শক্তি[illegible] প্রভাবে স্বয়ং বিনষ্ট হয়, তথাপি তিনি দূ[illegible] নহেন। ৮৫—৯৭। এই সময়ে আকা[illegible] বেদসম্মতা অশরীরিণী বাণী "ইহা সমুদয় আদি[illegible] অমৃত ও সত্য" এই বলিয়া স্পষ্ট আবি[illegible] হইল। অনন্তর সেই সকল মুনিগণ অ[illegible]

মুনয়ো বিস্ময়াবিষ্টাঃ প্রণেমুঃ পবনং প্রভুম্ ॥ ৯৯
তথা বিগতসন্দেহান্ কৃত্বাপি পবনো মুনীন্।
নৈতে প্রাতিষ্ঠিতজ্ঞানা ইতি মত্বৈবমব্রবীৎ ॥১০০
বায়ুরুবাচ।
পরোক্ষমপরোক্ষঞ্চ দ্বিবিধং জ্ঞানমিষ্যতে।
পরোক্ষমস্থিরং প্রাহুরপরোক্ষন্তু সুস্থিরম্ ॥ ১০১
হেতুপদেশগম্যং যৎ তৎ পরোক্ষং প্রচক্ষতে।
অপরোক্ষং পুনঃ শ্রেষ্ঠাদনুষ্ঠানাদ্ভবিষ্যতি ॥ ১০২
নাপরোক্ষাদৃতে মোক্ষ ইতি কৃত্বা বিনিশ্চয়ম্।
শ্রেষ্ঠানুষ্ঠানসিদ্ধ্যর্থং প্রযতধ্বমতন্দ্রিতাঃ ॥ ১০৩

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং পূর্ব্বভাগে শিবতত্ত্বকথনং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

সংশয় বিনষ্ট হওয়ায় অতিশয় হৃষ্ট এবং বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সেই প্রভাবশালী পবনকে প্রণাম করিলেন। পবনদেব এইরূপে সেই মুনিগণের সংশয় অপনোদনপূর্ব্বক "ইহাঁদিগের জ্ঞান এখনও স্থির হয় নাই" এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—জ্ঞান দুই-প্রকার ;—পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ। পরোক্ষ জ্ঞান অস্থির এবং অপরোক্ষ জ্ঞান সুস্থির। যে জ্ঞান অনুমান এবং আপ্তোপদেশ হইতে লব্ধ হয়, তাহার নাম পরোক্ষ এবং শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম অপরোক্ষ। অপরোক্ষ জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হয় না, ইহা নিশ্চয় জানিয়া, আপনারা শ্রেষ্ঠানুষ্ঠানের সিদ্ধির নিমিত্ত নিরালস্য হইয়া যত্ন করুন। ৯৮—১০৩।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।
কিং তচ্ছ্রেষ্ঠমনুষ্ঠানং মোক্ষো যেনাপরোক্ষিতঃ।
তৎ তস্য সাধনঞ্চাদ্য কর্ত্তুমর্হসি মারুত ॥ ১
বায়ুরুবাচ।
শৈবো হি পরমো ধর্ম্মঃ শ্রেষ্ঠানুষ্ঠানশব্দিতঃ।
যত্রাপরোক্ষং লক্ষ্যেত সাক্ষান্মোক্ষপ্রদঃ শিবঃ ॥২
স তু পঞ্চবিধো জ্ঞেয়ঃ পঞ্চভিঃ পর্ব্বভিঃ ক্রমাৎ।
ক্রিয়া-তপো-জপ-ধ্যান-জ্ঞানাত্মভিরনুত্তরৈঃ ॥ ৩
তৈরেব সোত্তরৈঃ সিদ্ধো ধর্ম্মস্ত্বপরমো মতঃ।
পরোক্ষমপরোক্ষঞ্চ জ্ঞানং যত্র চ মোক্ষদম্ ॥ ৪
পরমোঽপরমশ্চোভৌ ধর্ম্মৌ হি শ্রুতিচোদিতৌ।
ধর্ম্মশব্দাভিধেয়েঽর্থে প্রমাণং শ্রুতিরেব নঃ ॥ ৫
পরমো যোগপর্য্যন্তো ধর্ম্মঃ শ্রুতিশিরোগতঃ।
ধর্ম্মস্ত্বপরমস্তদ্বদধঃশ্রুতিমুখে স্থিতঃ ॥ ৬

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—যাহা দ্বারা মোক্ষ হস্তগত হয়, এরূপ শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান কাহাকে বলে ? হে মারুত ! এক্ষণে সেই অনুষ্ঠান এবং তাহার সাধন আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন। বায়ু বলিলেন,—যাহাতে সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ মহাদেব প্রত্যক্ষ লক্ষিত হন, সেই শৈব ধর্ম্মই পরমধর্ম্ম এবং উহাই শ্রেষ্ঠানুষ্ঠান নামে অভিহিত হয়। উহা পাঁচ অংশে বিভক্ত হওয়ায় সেই অনুষ্ঠানও পাঁচ প্রকার বলিয়া অভিহিত হয়। ক্রিয়া, তপস্যা, জপ, ধ্যান, এবং জ্ঞান এই পাঁচটি সেই অনুষ্ঠানের এক একটী পৃথক্ অংশ। উহারাই আবার অপর ধর্ম্মবিশেষের সহিত মিলিত হইয়া 'অপরম' ধর্ম্মের সাধন করে। উক্ত উভয়বিধ ধর্ম্মের মধ্যে অপরম ধর্ম্মে পরোক্ষ এবং পরম ধর্ম্মে মুক্তিসাধন অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়। পরম এবং অপরম এই উভয়বিধ ধর্ম্মই বেদে কথিত হইয়াছে। ধর্ম্ম শব্দের অভিধেয় অর্থে বেদই আমাদের প্রমাণ। যোগ পর্য্যন্ত পরম ধর্ম্ম শ্রুতির শিরোভাগে স্থিত ; সেইরূপ অপরম ধর্ম্ম আবার

অপশ্বাত্মাধিকারঃ স্যাদ্‌যো ধর্ম্মঃ পরমো মতঃ।
সাধারণস্ততোঽন্যস্তু সর্ব্বেষামধিকারতঃ ॥ ৭
স চায়মপরো ধর্ম্মঃ পরধর্ম্মস্য সাধনম্।
ধর্ম্মশাস্ত্রাদিভিঃ সম্যক্ সাঙ্গ এবোপবৃংহিতঃ ॥ ৮
তত্রাদ্যো যঃ পরো ধর্ম্মঃ শ্রেষ্ঠানুষ্ঠানশব্দিতঃ।
ইতিহাসপুরাণাভ্যাং কথঞ্চিদুপবৃংহিতঃ ॥ ৯
শৈবাগমৈস্তু স পুনঃ সহাঙ্গোপাঙ্গবিস্তরঃ।
সসংস্কারাধিকারশ্চ সম্যগেবোপবৃংহিতঃ ॥ ১০
শৈবাগমোঽপি দ্বিবিধঃ শ্রৌতোঽশ্রৌতশ্চ স স্মৃতঃ
শ্রুতিসারময়ঃ শ্রৌতঃ স্বতন্ত্র ইতরো মতঃ ॥ ১১
স্বতন্ত্রো দশধা পূর্ব্বং তথাষ্টাদশধা পুনঃ।
কামিকাদিসমাখ্যাভিঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধান্তসংজ্ঞিতঃ ॥১২
শ্রুতিসারময়ো যস্তু শতকোটিপ্রবিস্তরঃ।
পরং পাশুপতং যত্র ব্রতং জ্ঞানঞ্চ কথ্যতে ॥ ১৩
যুগাবর্ত্তেষু শিষ্যেষু যোগাচার্য্যস্বরূপিণা।
তত্র তত্রাবতীর্ণেন শিবেনৈব প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪
সংক্ষিপ্যাস্য প্রবক্তারশ্চত্বারঃ পরমর্ষয়ঃ।
রুরুর্দধীচোঽগস্ত্যশ্চ উপমন্যুর্মহাযশাঃ ॥ ১৫
তে চ পাশুপতা জ্ঞেয়াঃ সংহিতানাং প্রবর্ত্তকাঃ।
তৎসন্ততীয়া গুরবঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১৬
তত্রোক্তঃ পরমো ধর্ম্মশ্চর্য্যাদ্যাত্মা চতুর্ব্বিধঃ।
তেষু পাশুপতো যোগঃ শিবং প্রত্যক্ষয়েদ্দৃঢ়ম্ ॥১৭
তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠমনুষ্ঠানং যোগঃ পাশুপতো মতঃ।
তত্রাপ্যুপায়ঃ কোঽপ্যুক্তো ব্রহ্মণঃ স তু কথ্যতে
নামাষ্টকময়ো যোগঃ শিবেন পরিকল্পিতঃ।
তেন যোগেন সহসা শৈবী প্রজ্ঞা প্রজায়তে ॥১৯
প্রজ্ঞয়া পরমং জ্ঞানমচিরাল্লভতে স্থিরম্।
প্রসীদতি শিবস্তস্য যস্য জ্ঞানং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২০
প্রসাদাৎ পরমো যোগো যঃ শিবঞ্চাপরোক্ষয়েৎ।
শিবাপরোক্ষাৎ সংসারকারণেন বিযুজ্যতে।

শ্রুতি-মুখের অধোভাগে স্থিত। পরম ধর্ম্মে সকলেরই অধিকার থাকায় উহা সাধারণ। এই অপরম ধর্ম্ম পরম ধর্ম্মের সাধন; ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রাদি দ্বারা সম্যক্ রূপে স্বীয় অঙ্গের সহিত পুষ্টীকৃত হইয়াছে। ঐ উভয়ের প্রথমে যে পরম ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠানুষ্ঠান শব্দে অভিহিত হইয়াছে, উহা ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্র পুষ্টীকৃত হইয়াছে। উক্ত পরম ধর্ম্ম কেবল শৈবাগম দ্বারা স্বীয় অঙ্গ ও উপাঙ্গ-বিস্তার এবং সংস্কারাধিকারের সহিত সম্যক্ রূপে পুষ্ট হইয়াছে। ১—১০। শৈবাগমও দুই প্রকার; এক শ্রৌত অপর অশ্রৌত। যাহা বেদের অনুমোদিত, তাহাকে শ্রৌত বলা যায়; আর যাহা বেদানুমোদিত নহে,—বেদ হইতে স্বতন্ত্র, তাহার নাম অশ্রৌত। ঐ স্বতন্ত্র প্রথমে দশ প্রকার, তাহার পর আবার অষ্টাদশ প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। উহাদের সাধারণ নাম সিদ্ধান্ত শাস্ত্র এবং কামাদি নামে প্রসিদ্ধ। যাহা বেদানুমোদিত অশ্রৌত নামক শৈবাগম, উহা শত কোটি প্রকার। উহাতে পরম পাশুপত ব্রত এবং জ্ঞান কথিত হইয়াছে। প্রতি-যুগের আবর্ত্তনের সময় মহাদেব যোগাচার্য্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া শিষ্যদিগকে ঐ ব্রত এবং জ্ঞানের শিক্ষা প্রদান করেন। চারিজন পরম ঋষি এই শাস্ত্রের সংক্ষেপে উক্তি করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম যথা;—রুরু, দধীচ, অগস্ত্য এবং মহাযশা উপমন্যু। ইহাঁরা পশুপতির উপাসক এবং পাশুপত সংহিতা-সমূহের প্রবর্ত্তক। ইহাঁদিগের বংশে শত সহস্র গুরু উৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ সকল শাস্ত্রে চর্য্যাদিরূপ চারি প্রকার পরম ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে পাশুপত যোগ শিবকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করাইয়া দেয়। এই নিমিত্ত পাশুপত যোগই শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান। তদ্বিষয়ে ব্রহ্মা যে একটী উপায় বলিয়াছেন, এক্ষণে তাহার কীর্ত্তন করিতেছি। নামাষ্টকময় যোগ মহাদেব কর্ত্তৃক পরিকল্পিত হইয়াছে। সেই যোগদ্বারা সহসা শিববিষয়ক প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। ঐ প্রজ্ঞা দ্বারা অচিরকাল মধ্যে স্থির পরম জ্ঞানের লাভ হয়। যাহার জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়, শিব তাহার উপর প্রসন্ন হন। ১১—২০। শিবের প্রসাদ হইতে পরম যোগ সিদ্ধ হয়; পরম যোগ শিবকে অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় করে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-গোচর করে। শিব

ততঃ স্বামুক্তসংসারো মুক্তঃ শিবসমো ভবেৎ ॥২১
শিবো মহেশ্বরশ্চৈব রুদ্রো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ।
সংসারবৈদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পরমাত্মেতি মুখ্যতঃ ॥২২
নামাষ্টকমিদং নিত্যং শিবস্য প্রতিপাদকম্ ॥২৩
আদ্যন্ত পঞ্চকং তত্র শান্ত্যতীতাদ্যনুক্রমাৎ।
সংজ্ঞা সদাশিবাদীনাং পঞ্চোপাধিপরিগ্রহাৎ ॥২৪
উপাধিবিনিবৃত্তৌ তু যথাস্বং বিনিবর্ত্ততে।
পদমেব হি তন্নিত্যমনিত্যাঃ পদিনঃ স্মৃতাঃ ॥২৫
পদানাং পরিবৃত্তৌ তু মুচ্যন্তে পদিনো যতঃ।
পরিবৃত্ত্যন্তরে ভূয়ঃ পদপ্রাপ্তিরুপাধিনা ॥ ২৬
আত্মান্তরাভিধানং স্যাদ্‌যদাদ্যং নামপঞ্চকম্।
অন্যৎ তু ত্রিতয়ং নাম্নামুপাদানাদিযোগতঃ ॥ ২৭
ত্রিবিধোপাধিবচনাচ্ছিব এবানুবর্ত্ততে।
অনাদিমলসংশ্লেষ-প্রাগভাবাৎ স্বভাবতঃ ॥ ২৮
অত্যন্তপরিশুদ্ধাত্মেত্যতোঽয়ং শিব উচ্যতে।
অথবা শেষকল্যাণ-গুণৈকঘন ঈশ্বরঃ ॥ ২৯
শিব ইত্যুচ্যতে সদ্ভিঃ শিবতত্ত্বার্থবেদিভিঃ।
ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বেভ্যঃ পরা প্রকৃতিরুচ্যতে ॥ ৩০
প্রকৃতেস্তু পরং প্রাহুঃ পুরুষং পঞ্চবিংশকম্।
যং বেদাদৌ স্বরং প্রাহুর্বাচ্য-বাচকভাবতঃ ॥ ৩১
বেদৈকবেদ্যযাথাত্ম্যাদ্বেদান্তে চ প্রতিষ্ঠিতঃ।
স এব প্রকৃতৌ লীনো ভোক্তা যঃ প্রকৃতের্মতঃ ॥
তস্য প্রকৃতিলীনস্য যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ।
তদধীনপ্রবৃত্তিত্বাৎ প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ ॥ ৩৩
অথবা ত্রিগুণং তত্ত্বং মায়েয়মিদমব্যয়ম্।
মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
মায়াবিক্ষোভকোঽনন্তো মহেশ্বরসমন্বয়াৎ ॥ ৩৪
রুদ্দুঃখং দুঃখহেতুর্বা তদ্দ্রাবয়তি নঃ প্রভুঃ।
রুদ্র ইত্যুচ্যতে সদ্ভিঃ শিবঃ পরমকারণম্ ॥ ৩৫
শিবতত্ত্বাদি-ভূম্যন্তং শরীরাদি ঘটাদি চ।

অপরোক্ষ হইলে, সংসার কারণের বিনাশ হয়। তাহার পর সে, সংসার হইতে মুক্ত হয় এবং সংসার-মুক্ত ব্যক্তি শিবের তুল্য হয়। নামাষ্টক যথা;—শিব, মহেশ্বর, রুদ্র, বিষ্ণু, পিতামহ, সংসারবৈদ্য, সর্ব্বজ্ঞ ও পরমাত্মা। এই আটটী নাম সর্ব্বদা প্রধানত মহাদেবের প্রতিপাদক। ইহাদের প্রথম পাঁচটী শান্ত্যতীতাদি-পদের অনুক্রমে পাঁচ প্রকার উপাধির পরিগ্রহ-হেতুক সদাশিব প্রভৃতির সংজ্ঞা। উপাধির নিবৃত্তি হইলে তাঁহাদেরও যথাযথ নিবৃত্তি হয়; কারণ, পদ নিত্য এবং পদের অধিকারিগণ অনিত্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন। পদের পরিবর্ত্তনে পদাধিকারীদিগের মুক্তি হয় এবং পরিবৃত্তি-বিশেষে পুনর্ব্বার মায়াযোগে পদপ্রাপ্তি হয়। প্রথম পাঁচটী নাম কেবল আত্ম-বিশেষের অভিধায়ক; অবশিষ্ট তিনটী মায়াবলম্বনাদি-যোগহেতুক যৌগিক। তিন প্রকার উপাধির কথন-হেতুক ঐ তিনটী নাম দ্বারা সাক্ষাৎ মহাদেবেরই অনুবৃত্তি হইতেছে; কারণ, তাঁহাতেই স্বভাবতঃ অনাদি-মল-সংযোগের প্রাগভাব আছে। তিনি পরিশুদ্ধ আত্মস্বরূপ, এজন্য শিব বলিয়া অভিহিত হন। অথবা অশেষবিধ কল্যাণ গুণ যাঁহাতে অতিশয় ঘনীভূত অবস্থায় অবস্থিত, সেই ঈশ্বরই শিবতত্ত্ববেদী পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক শিব বলিয়া অভিহিত হন। প্রকৃতি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্র একটী তত্ত্ব। যাহা প্রকৃতি হইতেও পর, সেই পঞ্চবিংশক তত্ত্বকে পণ্ডিতেরা পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাকেই বাচ্যবাচক সম্বন্ধে লক্ষণা করিয়া পণ্ডিতেরা বেদের আদি-স্থিত প্রণবাত্মক স্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ বেদের একমাত্র জ্ঞেয় বলিয়া তিনি বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত। সেই পুরুষ প্রকৃতির ভোক্তা বলিয়া সম্মত, এজন্য তিনি প্রকৃতিতে লীন। যিনি সেই প্রকৃতিলীন পুরুষ হইতেও পর, তিনিই মহেশ্বর; কারণ, প্রকৃতি এবং পুরুষ এই উভয়েরই প্রবৃত্তি সেই মহেশ্বরের অধীন। অথবা এই মায়াই অব্যয় ত্রিগুণ তত্ত্বস্বরূপ। মায়াকে প্রকৃতি এবং মহেশ্বরকে মায়ী বলিয়া জানিবে। এই মহেশ্বরের সম্বন্ধ লাভ করায় অনন্ত (বিষ্ণু) মায়ার বিক্ষোভকারী। ২১—৩৪। রুদ্ শব্দের অর্থ—দুঃখের হেতু; যে প্রভু আমাদের সেই

ব্যাপ্যাধিতিষ্ঠতি শিবস্ততো রুদ্রা ইতস্ততঃ ॥ ৩৬
জগতঃ পিতৃভূতানাং শিবো মূর্ত্ত্যাত্মনামপি।
পিতৃভাবেণ সর্ব্বেষাং পিতামহ উদীরিতঃ ॥ ৩৭
নিদানজ্ঞো যথা বৈদ্যো রোগস্য বিনিবর্ত্তকঃ।
উপায়ৈর্ভেষজৈস্তদ্বল্লয়-ভোগাধিকারতঃ ॥ ৩৮
সংসারস্যেশ্বরো নিত্যং সমূলস্য নিবর্ত্তকঃ।
সংসারবৈদ্য ইত্যুক্তঃ সর্ব্বতত্ত্বার্থবেদিভিঃ ॥ ৩৯
দশার্থজ্ঞানসিদ্ধ্যর্থমিন্দ্রিয়েষেষু সৎস্বপি।
ত্রিকালভাবিনো ভাবান্ স্থূলান্ সূক্ষ্মানশেষতঃ ॥৪০
অণবো নৈব জানন্তি মায়াণবমলাবৃতাঃ।
অসৎস্বপি চ সর্ব্বেষু সর্ব্বার্থজ্ঞানহেতুষু ॥ ৪১
যদ্‌যথাবস্থিতং বস্তু তৎ তথৈব সদাশিবঃ।
অযত্নেনৈব জানাতি তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞ উচ্যতে ॥ ৪২
সর্ব্বাত্মা পরমৈরেভির্গুণৈর্নিত্যসমন্বয়াৎ।
স্বস্মাৎ পরাত্মবিরহাৎ পরমাত্মা শিবঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৩
নামাষ্টকমিদঞ্চৈব লব্ধাচার্য্যপ্রসাদতঃ ॥ ৪৪
নিবৃত্ত্যাদিকলাগ্রন্থীন্ শিবাদ্যৈঃ পঞ্চনামভিঃ।
যথাস্বং ক্রমশঃ স্মৃত্বা শোধয়িত্বা যথাগুণম্ ॥ ৪৫
গুণিতৈরেব সোদ্ঘাতৈর্নিরুদ্ঘাতৈরথাপি বা।
হৃৎকণ্ঠ-তালু-ভ্রূমধ্য-ব্রহ্মরন্ধ্রসমন্বিতান্ ॥ ৪৬
ভিত্ত্বা পুর্য্যষ্টকাকারং স্বাত্মানঞ্চ সুষুম্নয়া।
দ্বাদশান্তঃস্থিতস্যেন্দোর্নীত্বোপরি শিবৌজসি ॥ ৪৭
সংহৃত্য বা ন বা পশ্চাদ্‌যথাস্বং কারণে লয়াৎ।
শাক্তেনামৃতবর্ষেণ সংসিক্তায়াং তনৌ পুনঃ ॥ ৪৮
অবতার্য্য স্বমাত্মানমমৃতাত্মাকৃতিং হৃদি।
দ্বাদশান্তঃস্থিতস্যেন্দোঃ পরস্তাচ্ছ্বেতপঙ্কজে ॥ ৪৯
অর্দ্ধনারীশ্বরং দেবং নির্ম্মলং মধুরাকৃতিম্।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং প্রসন্নং শীতলদ্যুতিম্ ॥ ৫০

দুঃখ বা দুঃখ-হেতুকে দ্রাবিত করেন, সেই পরম কারণ শিব "রুদ্র" শব্দের অভিধেয়। ভূম্যন্ত শরীরাদি ও ঘটাদি এবং শিবতত্ত্বাদি ব্যাপিয়া শিব অধিষ্ঠান করেন, এইজন্য চারিদিকে রুদ্রেরা অবস্থান করেন। যেহেতু শিব জগতের পিতৃভূত প্রতিমূর্ত্তিরূপ আত্মাদিগের পিতৃভাবে অবস্থিত, এইজন্য তাঁহাকে লোকে পিতামহ বলে। যেরূপ নিদানজ্ঞ বৈদ্য বিবিধ উপায় ও ঔষধ দ্বারা রোগের নিবর্ত্তক হয়, সেইরূপ লয় ও ভোগাধিকার অনুসারে ঈশ্বরও নিত্য সমূল সংসারের নিবর্ত্তক হইয়া থাকেন। এই নিমিত্ত সর্ব্বতত্ত্বার্থবিদ্‌গণ তাঁহাকে সংসারের বৈদ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। দশার্থের অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়ের জ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গণ বিদ্যমান থাকিলেও জীবগণ মায়ারূপ জৈব-মলে আবৃত হইয়া ত্রিকালভাবী স্থূলসূক্ষ্ম পদার্থ-সমূহকে অশেষরূপে জানিতে পারে না। সমুদয় অর্থজ্ঞানের হেতু ইন্দ্রিয়গণ না থাকিলেও, যে বস্তু যে প্রকার, সদাশিব অনায়াসে সেই বস্তুকে সেইরূপে জানিতে পারেন বলিয়া তিনি সর্ব্বজ্ঞ নামে অভিহিত হন। এই সকল সর্ব্বজ্ঞত্বাদি পরম গুণের সহিত নিত্যযোগ থাকায় এবং স্ব হইতে শ্রেষ্ঠ আত্মার বিরহ হেতু সেই সর্ব্বাত্মা সদাশিব সাক্ষাৎ পরমাত্মা নামে প্রসিদ্ধ। আচার্য্যের অনুগ্রহে এই নামাষ্টক লাভ করিয়া নিবৃত্ত্যাদি পঞ্চ কলাগ্রন্থিকে শিবাদি পঞ্চ নাম দ্বারা স্ব স্ব অধিষ্ঠান ক্রমে স্মরণপূর্ব্বক ক্রমশঃ গুণানুক্রমে শোধন করিবে। পরে সোদ্ঘাত, বা নিরুদ্ঘাত, * সেই গুণিত পঞ্চ নাম দ্বারা হৃদয়, কণ্ঠ, তালু, ভ্রূমধ্য এবং ব্রহ্মরন্ধ্র-সমন্বিত ঐ নিবৃত্ত্যাদি কলাগ্রন্থির ভেদ করিবে।৩৫—৪৬। তদনন্তর ভূতেন্দ্রিয়াদি অষ্টপুরীর অধিষ্ঠাতা স্বীয় আত্মাকে সুষুম্না নাড়ীরূপ পথ দ্বারা দ্বাদশদল-হৃৎকমলস্থিত চন্দ্রেরও পরিস্থিত শিবতেজে মিলিত করিবে। অনন্তর স্ব স্ব কারণে লয়ের পরে তাহাদিগকে একত্র করিয়া বা না করিয়াই, শক্তি-সম্ভূত অমৃতবর্ষণ দ্বারা স্বীয় শরীরকে পুনর্ব্বার অভিষিক্ত করণানন্তর হৃদয়ে অমৃতাত্মাকৃতি স্বীয় আত্মার অবতারণ করিবে। পরে দ্বাদশদল হৃৎকমল-স্থিত চন্দ্রের পরবর্ত্তী শ্বেতপদ্মে নির্ম্মল, মধুরাকৃতি, শুদ্ধস্ফটিক

---

* নাভিমূল হইতে প্রেরিত বায়ুর মস্তকে আঘাতের নাম উদ্‌ঘাত। উদ্‌ঘাত-যুক্তের নাম সোদ্ঘাত এবং উদ্ঘাত-রহিতের নাম নিরুদ্ঘাত।

ধ্যাত্বা নামাষ্টকেনৈব ভাবপুষ্পৈঃ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৫১
অভ্যর্চ্চনান্তে তু পুনঃ প্রাণানায়ম্য মানবঃ।
সম্যক্ চিত্তং সমাধায় সার্থং নামাষ্টকং জপেৎ ॥
নাভৌ চাষ্টাহুতীর্হুত্বা পূর্ণাং হুত্বা নমস্ততঃ।
অষ্টপুষ্পপ্রদানেন কৃত্বাভ্যর্চ্চনমন্তিমম্ ॥ ৫৩
নিবেদয়েৎ স্বমাত্মানং চুলুকোদকবর্ত্মনা।
এবং কৃত্বাচিরাদেব জ্ঞানং পাশুপতং শুভম্ ॥ ৫৪
লভেত তৎ প্রতিষ্ঠাঞ্চ ব্রতঞ্চানুত্তমং তথা।
যোগঞ্চ পরমং লব্ধ্বা মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৫

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং পূর্ব্বভাগে শৈবধর্ম্মানুষ্ঠানস্য শ্রেষ্ঠত্বকথনং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামো ব্রতং পাশুপতং পরম্।
ব্রহ্মাদয়োঽপি যৎ কৃত্বা সর্ব্বে পাশুপতাঃ স্মৃতাঃ

বায়ুরুবাচ।

রহস্যং বঃ প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাশনিকৃন্তনম্।
ব্রতং পাশুপতং শ্রৌতমথর্ব্বশিরসি শ্রুতম্ ॥ ২
কালশ্চিত্রাপৌর্ণমাসী দেশঃ শিবঃ পরিগ্রহঃ।
ক্ষেত্রারামাদিরন্যো বা প্রশস্তঃ শুভলক্ষণঃ ॥ ৩
তত্র পূর্ব্বং ত্রয়োদশ্যাং সুস্নাতঃ সুকৃতাহ্নিকঃ।
অনুজ্ঞাপ্য স্বমাচার্য্যং সম্পূজ্য প্রণিপত্য চ ॥ ৪
পূজাং বৈশেষিকীং কৃত্বা শুক্লাম্বরধরঃ স্বয়ম্।
শুক্লযজ্ঞোপবীতী চ শুক্লমাল্যানুলেপনঃ ॥ ৫
দর্ভাসনে সমাসীনো দর্ভমুষ্টিং প্রগৃহ্য চ।
প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ ॥ ৬
ধ্যাত্বা দেবঞ্চ দেবীঞ্চ তদ্বিজ্ঞাপনবর্ত্মনা।
ব্রতমেতৎ করোমীতি ভবেৎ সঙ্কল্প্য দীক্ষিতঃ ॥ ৭
যাবচ্ছরীরপাতং বা দ্বাদশাব্দমথাপি বা।

সঙ্কাশ, প্রসন্ন, শীতলদ্যুতি অর্দ্ধনারীশ্বর দেবকে ধ্যান করিয়া নামাষ্টক এবং ভক্তিরূপ পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। অভ্যর্চ্চনার পর মনুষ্য পুনর্ব্বার প্রাণায়াম ও চিত্তে সম্যক্ প্রকার সমাধি স্থাপন করিয়া অর্থের সহিত নামাষ্টকের জপ করিবে। অনন্তর নাভিতে অষ্টাহুতি-দানের পর পূর্ণাহুতি দান করিয়া নমস্কার করিবে। তাহার পর অষ্ট পুষ্প প্রদানপূর্ব্বক অন্তিম পূজা শেষ করিয়া জলগণ্ডূষনিক্ষেপের রীতিতে স্বকীয় আত্মার সমর্পণ করিবে। কিছু-কাল এইরূপ করিলে মনুষ্য শুভ পাশুপত জ্ঞান, তাহার প্রতিষ্ঠা এবং সর্ব্বোত্তম পাশুপত ব্রত লাভ করিতে সমর্থ হয়। পরে শ্রেষ্ঠ যোগ লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৪৭—৫৫।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে ভগবন্! যে ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ পাশুপত নামে অভিহিত হইয়াছেন, আমরা সেই শ্রেষ্ঠ পাশুপত ব্রতের বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি। বায়ু বলিলেন,—আমি তোমাদিগের নিকট সেই বেদোদিত অথর্ব্ব বেদের শিরোভাগে শ্রুত, সর্ব্বপাশ-বিমোচন, অতি গুহ্য পাশুপত ব্রতের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি। চিত্রা নক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী উক্ত পাশুপত ব্রতের প্রশস্ত কাল এবং মহাদেবের অধিষ্ঠান-ভূমি, ক্ষেত্র, আরাম প্রভৃতি কিংবা শুভলক্ষণ-যুক্ত অন্য স্থান ঐ ব্রতের প্রশস্ত দেশ। পূর্ব্বদিবসে ত্রয়োদশীতে স্নান ও আহ্নিক সমাপনানন্তর আচার্য্যের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে পূজা ও প্রণাম করিবে। অনন্তর বিশেষ-পূজা করিয়া, স্বয়ং শুক্ল বস্ত্র পরিধান এবং শুক্ল যজ্ঞোপবীত ও শুক্ল মাল্য ধারণ করিয়া শ্বেতচন্দনে সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত করিবে। তাহার পর দর্ভাসনে আসীন হইয়া দর্ভমুষ্টি গ্রহণপূর্ব্বক প্রাঙ্মুখ বা উদঙ্মুখ হইয়া তিনবার প্রাণায়াম করিবে। পরে দেব ও দেবীর ধ্যান করিয়া, তাঁহাদের নিকট অনুজ্ঞাগ্রহণের রীতিতে "আমি এই ব্রত করি" এই বলিয়া সঙ্কল্প-করণানন্তর ব্রতে দীক্ষিত হইবে। সঙ্কল্পের সময় ব্রতানুষ্ঠান-কালের বিশেষ কোন অবধি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কেহ শরীরপাত অবধি করিয়া সঙ্কল্প করিতে পারে, কেহ দ্বাদশ

তদৰ্দ্ধং বা তদৰ্দ্ধং বা মাসদ্বাদশকস্তু বা ॥ ৮
তদৰ্দ্ধং বা তদৰ্দ্ধং বা মাসমেকমথাপি বা।
দিনদ্বাদশকং বাথ দিনষট্‌কমথাপি বা॥ ৯
তদৰ্দ্ধং দিনমেকং বা ব্রতসঙ্কল্পনাবধি ॥ ১০
অগ্নিমাধায় বিধিবদ্বিরজাহোমকারণাৎ।
হুত্বাজ্যেন সমিদ্ভিশ্চ চরুণা চ যথাক্রমম্‌ ॥ ১১
পূর্ণাদ্যাঃ পুরতো ভূয়স্তত্ত্বানাং শুদ্ধিমুদ্দিশন্‌।
জুহুয়ান্মূলমন্ত্রেণ তৈরেব সমিদাদিভিঃ।
তত্ত্বান্যেতানি মদ্দেহে শুধ্যন্তামিত্যনুস্মরন্‌ ॥ ১২
পঞ্চভূতানি তন্মাত্রাঃ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
জ্ঞানকর্ম্মবিভেদেন পঞ্চপঞ্চবিভাগশঃ ॥ ১৩
ত্বগাদিধাতবঃ সপ্ত পঞ্চ প্রাণাদিবায়বঃ।
মনোঽবুদ্ধিরহংখ্যাতির্গুণাঃ প্রকৃতি-পুরুষৌ ॥১৪
রাগো বিদ্যা কলা চৈব নিয়তিঃ কাল এব চ।
মায়া চ শুদ্ধবিদ্যা চ মহেশ্বর-সদাশিবৌ ॥ ১৫
শক্তিশ্চ শিবতত্ত্বঞ্চ তত্ত্বানি ক্রমশো বিদুঃ।

বৎসরের সঙ্কল্প করিতে পারে, কেহ বা তাহার অৰ্দ্ধ ছয় বৎসর, কেহ বা তাহার অৰ্দ্ধ (তিন বৎসর), কেহ বা বার মাস মাত্র ব্রতাচরণের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া সঙ্কল্প করিতে পারে। আর কেহ বা ছয় মাস, কেহ বা তিন মাস, কেহ বা এক মাস, কেহ বা দ্বাদশ দিন, কেহ বা ছয় দিন, কেহ বা তিন দিন, কেহ বা এক দিন ব্রত করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিতে পারে। ১—১০। অনন্তর বিরজা-হোমের নিমিত্ত বিধিপূর্ব্বক অগ্নি স্থাপন করিয়া তাহাতে যথাক্রমে আজ্য,সমিধ্‌ ও চরু দ্বারা আহুতি দিবে। পুনরায় বক্ষ্যমাণ তত্ত্বসমূহের শুদ্ধির উদ্দেশে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সেই সকল সমিধ প্রভৃতি দ্বারা "আমার দেহে এই সকল তত্ত্ব শুদ্ধি লাভ করুক" এইরূপ চিন্তা করত পূর্ণাদি হোম করিবে। পঞ্চ ভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়,ত্বগাদি সপ্তধাতু, প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, গুণ সকল, প্রকৃতি, পুরুষ, রাগ, বিদ্যা, কলা, নিয়তি, কাল, মায়া, শুদ্ধবিদ্যা, মহেশ্বর, সদাশিব, শক্তি এবং শিবতত্ত্ব

মন্ত্রৈস্তু বিরজৈর্হুত্বা হোতাসৌ বিরজো ভবেৎ॥
অথ গোময়মাদায় পিণ্ডীকৃত্যাভিমন্ত্র্য চ।
ন্যস্যাগ্নৌ তচ্চ সংরক্ষ্য দিনে তস্মিন্‌ হবিষ্যভুক্‌।
প্রভাতে তু চতুর্দ্দশ্যাং কৃত্বা সর্ব্বং পুরোদিতম্‌।
দিনে তস্মিন্‌ নিরাহারঃ কালশেষং সমাপয়েৎ ॥১৮
প্রাতঃ পর্ব্বণি চাপ্যেবং কৃত্বা হোমাবসানতঃ।
উপসংহৃত্য রুদ্রাগ্নিং গৃহ্নীয়াদ্ভস্ম যত্নতঃ ॥ ১৯
ততস্তু জটিলো মুণ্ডঃ শিখৈকজট এব বা।
ভূত্বা স্নাত্বা পুনর্বীতলজ্জশ্চেৎ স্যাদ্দিগম্বরঃ ॥ ২০
অন্যঃ কাষায়বসনশ্চর্ম্মচীরাম্বরোঽথবা।
একাম্বরো বল্কলী বা ভবেদ্দণ্ডী চ মেখলী ॥২১
প্রক্ষাল্য চরণৌ পশ্চাদ্দ্বিরাচম্যাত্মনস্তনুম্‌।
সঙ্কলীকৃত্য তদ্ভস্ম বিরজানলসম্ভবম্‌ ॥ ২২
অগ্নিরিত্যাদিভির্মন্ত্রৈঃ ষড়্‌ভিরাথর্ব্বণৈঃ ক্রমাৎ।
বিমৃজ্যাঙ্গানি মূৰ্দ্ধাদি-চরণান্তঞ্চ সংস্পৃশেৎ ॥ ২৩

এই সমুদয় তত্ত্ব বলিয়া বিখ্যাত। বিরজ-মন্ত্র দ্বারা হবন করিয়া কর্ম্মকর্ত্তা বিরজ অর্থাৎ দোষশূন্য হন। অনন্তর গোময় আনিয়া পিণ্ডাকার এবং মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপপূর্ব্বক অগ্নি রক্ষা করিয়া সেই দিন হবিষ্যভোজী হইবে। পরদিন প্রভাতে চতুর্দ্দশীতে পূর্ব্বকথিত কর্ম্ম সকল সমাপন করিয়া সেই দিন নিরাহার হইয়া অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিবে। পূর্ণিমার দিবস প্রাতঃকালেও উক্তবিধ অনুষ্ঠান করিয়া, হোমের অবসানে রুদ্রাগ্নির উপসংহারপূর্ব্বক সযত্নে ভস্ম গ্রহণ করিবে। তাহার পর জটিল অথবা সমস্ত মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক একশিখারূপ জটাধারী হইয়া পুনর্ব্বার স্নান করিয়া যদি লজ্জা শূন্য হয়, তবে দিগম্বর হইবে। অপর অর্থাৎ সলজ্জ ব্যক্তি কাষায়-বস্ত্রধারী চর্ম্ম-চীরধারী, একবস্ত্র অথবা বল্কলধারী হইয়া দণ্ড ও মেখলা ধারণ করিবে। ১১—২১। পরে চরণদ্বয় প্রক্ষালনপূর্ব্বক দুই বার আচমন করিয়া সেই বিরজানল-সম্ভূত ভস্মের সঙ্কলন করিবে। তদনন্তর অথর্ব্ববেদোক্ত "অগ্নিঃ" ইত্যাদি ছয়টী মন্ত্র পাঠ করিয়া আপনার শরীর ঐ ভস্ম দ্বারা মার্জ্জিত

ততস্তেন ক্রমেণৈব সমুদ্ধৃত্য চ ভস্মনা।
সর্ব্বাঙ্গোদ্ধূলনং কুর্য্যাৎ প্রণবেন শিবেন বা ॥ ২৪
ততস্ত্রিপুণ্ড্রং রচয়েৎ ত্রিয়ায়ুষসমাহ্বয়ম্।
শিবভাবং সমাগম্য শিবযোগং সমাচরেৎ ॥ ২৫
কুর্য্যাৎ ত্রিসন্ধ্যমপ্যেবমেতৎ পাশুপতং ব্রতম্।
পূজনীয়ো মহাদেবো লিঙ্গমূর্ত্তিঃ সনাতনঃ ॥ ২৬
পদ্মমষ্টদলং হৈমং নবরত্নৈরলঙ্কৃতম্।
কর্ণিকাকেশরোপেতমাসনং পরিকল্পয়েৎ ॥ ২৭
বিভবে তদভাবে তু রক্তং সিতমথাপি বা।
পদ্মং তস্যাপ্যভাবে তু কেবলং ভাবনাময়ম্ ॥ ২৮
তৎপদ্মকর্ণিকামধ্যে কৃত্বা লিঙ্গং কনীয়সম্।
স্ফাটিকং পীঠিকোপেতং পূজয়েদ্ধি ততঃ ক্রমাৎ
প্রতিষ্ঠাপ্য বিধানেন তল্লিঙ্গং কৃতশোধনম্।
পরিকল্প্যাসনং মূর্ত্তিং পঞ্চবক্ত্রপ্রকারতঃ ॥ ৩০
পঞ্চগব্যাদিভিঃ পুণ্যৈর্যথাবিভববিস্তরৈঃ।
স্নাপয়েৎ কলশৈঃ পূর্ণৈঃ সহস্রাদিষু সম্ভবৈঃ ॥৩১

গন্ধদ্রব্যৈঃ সকর্পূরৈশ্চন্দনাদ্যৈঃ সকুঙ্কুমৈঃ।
সবেদিকং সমালিপ্য লিঙ্গং ভূষণভূষিতম্ ॥ ৩২
বিল্বপত্রৈশ্চ পদ্মৈশ্চ রক্তশ্বেতৈস্তথোৎপলৈঃ।
নীলোৎপলৈস্তথান্যৈশ্চ পুষ্পৈস্তৈস্তৈঃ সুগন্ধিভিঃ
পুণ্যৈশ্চ শতপত্রৈশ্চ চিত্রৈর্দূর্ব্বাক্ষতাদিভিঃ।
সমভ্যর্চ্চ্য যথালাভং মহাপূজাবিধানতঃ ॥ ৩৪
ধূপং দীপং তথা চার্ঘ্যং নৈবেদ্যঞ্চ সমাদিশেৎ।
নিবেদয়িত্বা বিভবে কল্যাণঞ্চ সমাচরেৎ ॥ ৩৫
ইষ্টানি চ বিশিষ্টানি ন্যায়েনোপার্জ্জিতানি চ।
সর্ব্বদ্রব্যাণি দেয়ানি ব্রতে তস্মিন্ বিশেষতঃ ॥ ৩৬
শ্রীপত্রোৎপলপদ্মানাং সংখ্যা সাহস্রিকী মতা।
প্রত্যেকমপরা সংখ্যা শতমষ্টোত্তরং দ্বিজাঃ ॥৩৭
তত্রাপি চ বিশেষেণ ন ত্যজেদ্বিল্বপত্রকম্।
হৈমমেকং পরং প্রাহুঃ পদ্মং পদ্মসহস্রকাৎ ॥৩৮
নীলোৎপলাদিষপ্যেতৎ সমানং বিল্বপত্রকৈঃ।
পুষ্পান্তরাণ্যনিয়মাদ্যথালাভং নিবেদয়েৎ ॥ ৩৯
অষ্টাঙ্গমর্ঘ্যমুৎকৃষ্টং ধূপালেপৌ বিশেষতঃ।

করিয়া, মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত সমুদয় অঙ্গ স্পর্শ করিবে। তাহার পর সেইরূপ ক্রমে ভস্ম উদ্ধার করিয়া প্রণব বা শিবমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ভস্মদ্বারা সর্ব্বাঙ্গের উদ্ধূলন করিবে। তাহার পর ত্র্যায়ুষ নামক ত্রিপুণ্ড্র রচনা করিবে এবং শিব-ভাব লাভ করিয়া শিবযোগের অনুষ্ঠান করিবে। ত্রিসন্ধ্য এইরূপ পাশুপত ব্রতের অনুষ্ঠান করত লিঙ্গমূর্ত্তি সনাতন মহাদেবের পূজা করিবে। ঐশ্বর্য্য থাকিলে নয় প্রকার রত্ন দ্বারা অলঙ্কৃত, সুবর্ণ-নির্ম্মিত এবং কর্ণিকা ও কেশর-যুক্ত একটী অষ্টদল পদ্ম আসনরূপে কল্পিত করিবে। যদি ঐশ্বর্য্য না থাকে, তবে শুদ্ধ শ্বেত বা রক্ত পদ্ম আসনরূপে স্থির করিবে। তাহারও অভাবে কেবল কল্পনাময় আসন প্রদান করিবে। ঐ পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে একটী পীঠিকাযুক্ত স্ফটিকময় ক্ষুদ্র লিঙ্গ স্থাপন করিয়া এইরূপ ক্রমে পূজা করিবে, যথা ;—প্রথমে লিঙ্গের শোধন করিয়া যথাবিধি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক আসন এবং পঞ্চবক্ত্র প্রকারে মূর্ত্তির পরিকল্পনা করিবে। অনন্তর পবিত্র পঞ্চগব্যাদি দ্বারা পরিপূর্ণ, বিভবানুরূপ সহস্রাদিসংখ্যক বহু কলশ দ্বারা স্নান করাইবে। পরে সকুঙ্কুম এবং সকর্পূর চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য দ্বারা ভূষণ-ভূষিত সেই লিঙ্গকে বেদির সহিত লিপ্ত করিবে। ২২—৩২। তদনন্তর যথালাভ বিল্বপত্র, পদ্ম, রক্ত শ্বেত ও নীল উৎপল, অন্যান্য প্রসিদ্ধ সুগন্ধি-পুষ্প, পবিত্র শতদল, বিচিত্র দূর্ব্বা এবং অক্ষতাদি দ্বারা মহাপূজার বিধানানুসারে পূজা করিবে। তাহার পর ধূপ, দীপ ও অর্ঘ্য দান করিবে। এই সকল নিবেদনের পর, ধন থাকিলে, কল্যাণের অনুষ্ঠান করিবে। এই ব্রতে আপনার ইষ্ট, বিশিষ্ট এবং ন্যায়োপার্জ্জিত সমুদয় দ্রব্য বিশেষ করিয়া দান করিবে। হে দ্বিজগণ! বিল্বপত্র, পদ্ম বা উৎপল প্রত্যেকে সহস্র-সংখ্যক করিয়া দান করিবে এবং ন্যূন-কল্পে প্রত্যেকে অষ্টোত্তর শত পর্য্যন্ত দান করিবে। তাহাতেও বিশেষ এই যে, বিল্বপত্র কখনই পরিত্যাগ করিবে না। সহস্র-সংখ্যক পদ্ম অপেক্ষা একটী সুবর্ণপদ্ম শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়। নীলোৎপলাদির সংখ্যাও বিল্বপত্রের সমান ; অন্য পুষ্প যেরূপ লাভ হইবে, নিবেদন

কৃষ্ণাগুরুমঘোরাখ্যে বক্ত্রে সদ্যে মনঃশিলাম্॥ ৪০
চন্দনং বামদেবাখ্যে হরিতালঞ্চ পৌরুষে।
ঈশানে ভসিতং কেচিদালেপনমিতীদৃশম্ ॥ ৪১
ন ধূপ ইতি মন্তন্তে ধূপান্তরবিধানতঃ।
সিতাগুরুমঘোরাখ্যে মুখে কৃষ্ণাগুরুং পুনঃ॥ ৪২
পৌরুষে গুগ্গুলুং সদ্যে সৌম্যে সৌগন্ধিকং মুখে
ঈশানেঽপি উশীরাদি দদ্যাদ্ধূপং বিশেষতঃ॥৪৩
শর্করা-মধু-কর্পূর-কপিলাঘৃতসংযুতম্।
চন্দনাগুরুকাষ্ঠাদ্যং সামান্যং সম্প্রচক্ষতে॥ ৪৪
কর্পূরবর্ত্তিরাজ্যাঢ্যা দেয়া দীপাবলী ততঃ।
অর্ঘ্যমাচমনং দেয়ং প্রতিবক্ত্রমতঃ পরম্॥ ৪৫
প্রথমাবরণে পূজ্যো ক্রমাদ্ধেরম্ব-ষণ্মুখৌ।
ব্রহ্মাঙ্গানি ততশ্চৈবং প্রথমাবরণেঽর্চ্চিতে॥ ৪৬
দ্বিতীয়াবরণে পূজ্যা বিঘ্নেশাশ্চক্রবর্ত্তিনঃ।
তৃতীয়াবরণে পূজ্যাঃ ভবাদ্যাশ্চাষ্টমূর্ত্তয়ঃ॥ ৪৭
মহাদেবাদয়স্তত্র তথৈকাদশমূর্ত্তয়ঃ।
চতুর্থাবরণে পূজ্যাঃ সর্ব্ব এব গণেশ্বরাঃ॥ ৪৮
বহিরেব তু পদ্মস্য পঞ্চমাবরণে ক্রমাৎ।
দশ দিক্পতয়ঃ পূজ্যাঃ সাস্ত্রাঃ সানুচরাস্তথা॥৪৯
ব্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রাঃ সর্ব্বেঽপি জ্যোতিষাং গণাঃ
সর্ব্বে দেবাশ্চ দেব্যশ্চ সর্ব্বাঃ সর্ব্বেঽপি খেচরাঃ
পাতালবাসিনশ্চান্যে সর্ব্বে মুনিগণা অপি।
যোগিনো মুখ্যতঃ সর্ব্বে পঞ্চমে মাতরস্তথা॥ ৫১
ক্ষেত্রপালশ্চ সগণঃ সর্ব্বঞ্চৈতচ্চরাচরম্॥ ৫২
অথাবরণপূজান্তে সম্পূজ্য পরমেশ্বরম্।
সাজ্যং সব্যঞ্জনং হৃদ্যং হবির্ভক্ত্যা নিবেদয়েৎ॥
মুখবাসাদিকং দত্ত্বা তাম্বূলং সোপদংশকম্।
অলঙ্কৃত্য চ ভূয়োঽপি নানাপুষ্পবিভূষণৈঃ।
নীরাজনান্তে বিস্তীর্ণং পূজাশেষং সমাপয়েৎ॥৫৩
চন্দ্রসঙ্কাশহারঞ্চ শয়নীয়ে সমর্পয়েৎ।
আঢ্যং নৃপোচিতং হৃদ্যং তৎ সর্ব্বমনুরূপতঃ॥ ৫৫

করিবে। উৎকৃষ্ট অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য, ধূপ ও আলেপন দ্রব্য দান করিবে। অঘোর নামক বক্ত্রে কৃষ্ণাগুরু, সদ্য নামক বক্ত্রে মনঃশিলা, বামদেব নামক বক্ত্রে চন্দন, পৌরুষ নামক বক্ত্রে হরিতাল এবং ঈশান নামক বক্ত্রে ভস্ম দান করিবে। কেহ কেহ ইহাদিগকেই আলেপন বলিয়া বিবেচনা করেন। ৩৩—৪১। কিন্তু অপর ধূপের বিধান করা হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা ইহাদিগকে ধূপ বলিয়া বিবেচনা করেন না। অঘোর নামক মুখে সিতাগুরু, পৌরুষ নামক মুখে কৃষ্ণাগুরু, সদ্য নামক মুখে গুগ্গুলু, সৌম্য মুখে সৌগন্ধিক এবং ঈশানে উশীরাদি বিশেষ ধূপ দান করিবে। শর্করা, মধু, কর্পূর, কপিলার ঘৃত, চন্দন এবং অগুরু কাষ্ঠ প্রভৃতি বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত ধূপকে সামান্য ধূপ বলে। তদনন্তর ঘৃতাঢ্য কর্পূরবর্ত্তি নির্ম্মিত দীপাবলি দান করিবে। অর্ঘ্য এবং আচমনীয় প্রতি বক্ত্রে দান করিবে। প্রথম আবরণে ক্রমশঃ গণেশের, কার্ত্তিকের এবং ব্রহ্মাঙ্গনিচয়ের পূজা করিবে। এইরূপে প্রথমাবরণ অর্চ্চিত হইলে, দ্বিতীয় আবরণে চক্রবর্ত্তী বিঘ্নেশ প্রভৃতির পূজা করিবে এবং তৃতীয় আবরণে ভবাদি অষ্ট মূর্ত্তির পূজা করিবে। চতুর্থ আবরণে মহাদেব প্রভৃতি একাদশ মূর্ত্তির পূজা করিবে; ইঁহারা সকলেই গণেশ্বর। পদ্মের বহির্ভাগে পঞ্চম আবরণে ক্রমশঃ অস্ত্র এবং অনুচরগণের সহিত দশ জন দিক্পতির পূজা করিবে। ঐ পঞ্চম আবরণে ব্রহ্মার মানস পুত্র সকল, গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতির্ম্ময় সকল, নিখিল দেব ও দেবীগণ, আকাশচারী সকল, পাতালবাসী সকল, মুনিগণ, প্রধান প্রধান যোগিগণ, মাতৃগণ, সগণ ক্ষেত্রপাল এবং এই সমুদয় চরাচরেরও যথাক্রমে পূজা করিবে। ৪২-৫২। আবরণ-পূজার পর পরমেশ্বর মহাদেবের পূজা করিবে। তাহার পর আজ্য ও ব্যঞ্জনের সহিত মনোহর হবি ভক্তির সহিত নিবেদন করিবে। তদনন্তর উপকরণের সহিত তাম্বূল এবং মুখবাসাদি দান করিবে। পুর্ব্বার নানাবিধ পুষ্প-নির্ম্মিত বিভূষণ দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া আরতির শেষে বিস্তীর্ণ পূজা-শেষ সমাপন করিবে। শয্যায় চন্দ্রতুল্য হার দান করিবে। এই সকল বস্তু আপনার বিভবের অনুরূপ, সমৃদ্ধ, মনোহর এবং রাজ- ভোগোচিত করিবে বা করাইবে। হবন

কৃত্বা চ কারয়িত্বা চ হুত্বা চ প্রতিপূজনম্।
স্তোত্রং ব্যপোহনং জপ্ত্বা বিদ্যাং পঞ্চাক্ষরীং জপেৎ
প্রদক্ষিণং প্রণামঞ্চ কৃত্বাত্মানং সমর্চ্চয়েৎ॥ ৫৭
ততঃ পুরস্তাদ্দেবস্থ গুরু-বিদ্যে চ পূজয়েৎ।
দত্ত্বার্ঘ্যমষ্টৌ পুষ্পাণি দেবমুদ্বাস্য লিঙ্গতঃ॥ ৫৮
অগ্নেশ্চাগ্নিং সুসংরক্ষ্য উদ্বাস্য চ তমপ্যুত।
প্রত্যহং জন ইত্যেবং কুর্য্যাৎ সর্ব্বং পুরোদিতম্
ততস্তৎ সাম্বুজং লিঙ্গং সর্ব্বোপকরণান্বিতম্।
সমর্পয়েৎ স্বগুরবে স্থাপয়েদ্বা শিবালয়ে॥ ৬০
সম্পূজ্য চ গুরূনন্যান্ ব্রতিনশ্চ বিশেষতঃ।
ভক্তান্ দ্বিজাংশ্চ শক্তশ্চেদ্দীনানাথাংশ্চ তোষয়েৎ
স্বয়ঞ্চানশনপ্রায়ঃ ফলমূলাশনোঽথবা।
পয়োব্রতী বা ভিক্ষাশী ভবেদেকাশনস্তথা॥ ৬২
নক্তং যুক্তাশনো নিত্যং ভূশয্যানিরতঃ শুচিঃ।
ভস্মশায়ী তৃণেশায়ী চীরাজিনশয়োঽথ বা।
ব্রহ্মচর্য্যরতো নিত্যং ব্রতমেতৎ সমাচরেৎ॥ ৬৩

অর্কবারে তথার্দ্রায়াং পঞ্চদশ্যাঞ্চ পক্ষয়োঃ।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং শক্তস্তূপবসেদপি॥ ৬৪
পাষণ্ডপতিতোদক্যা-সূতিকান্ত্যজপূর্ব্বকান্।
বর্জ্জয়েৎ সর্ব্বযত্নেন মনসা কর্ম্মণা গিরা॥ ৬৫
ক্ষমা-দান-দয়া-সত্যাহিংসাশীলঃ সদা ভবেৎ।
সন্তুষ্টশ্চ প্রশান্তশ্চ তপো-ধ্যানরতঃ সদা॥ ৬৬
কুর্য্যাৎ ত্রিষবণস্নানং ভস্মস্নানমথাপি বা।
পূজাং বৈশেষিকীঞ্চৈব মনসা কর্ম্মণা গিরা॥৬৭
বহুনাত্র কিমুক্তেন নাচরেদশিবং ব্রতী।
প্রমাদাৎ তু তথাচারে নিরূপ্য গুরুলাঘবম্॥৬৮
উচিতাং নিষ্কৃতিং কুর্য্যাৎ পূজা-হোম-জপাদিভিঃ
আ সমাপ্তের্ব্রতস্যৈবমাচরেন্ন প্রমাদতঃ॥ ৬৯
গোদানঞ্চ বৃষোৎসর্গং কুর্য্যাৎ পূজাং জপং সদা।
সামান্যমেতৎ কথিতং ব্রতস্যাস্য সমাসতঃ॥ ৭০
প্রতিমাসং বিশেষঞ্চ প্রবক্ষ্যামি যথাক্রমম্।
বৈশাখে বজ্রলিঙ্গন্তু জ্যৈষ্ঠে মারকতং শুভম্॥৭১
আষাঢ়ে মৌক্তিকং বিদ্যাচ্ছ্রাবণে নীলনির্ম্মিতম্।

প্রতিপূজনের শেষে প্রার্থনা ও স্তোত্র পাঠ করিয়া পঞ্চাক্ষরী বিদ্যার জপ করিবে। তাহার পর প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া আত্মসমর্পণ করিবে। তদনন্তর দেবের সম্মুখে গুরু এবং বিদ্যার অর্চ্চনা করিবে। পরে অর্ঘ্য এবং অষ্ট পুষ্প দান করিয়া সেই লিঙ্গ হইতে দেবের বিসর্জ্জন করিবে এবং অগ্নি হইতে অগ্নির রক্ষা বা বিসর্জ্জন করিবে। পূজক প্রত্যহ পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের এইরূপ অনুষ্ঠান করিবে। তদনন্তর সেই সকল-প্রকার উপকরণ-সমন্বিত সাম্বুজ-লিঙ্গ আপনার গুরুকে সমর্পণ করিবে অথবা শিবালয়ে স্থাপিত করিবে। ৫৩—৬০। পরে গুরু এবং ব্রতীদিগের বিশেষ-পূজা করিবে। শক্তি থাকিলে ভক্ত ব্রাহ্মণ এবং দীন ও অনাথ-দিগকেও সন্তুষ্ট করিবে। নিজে প্রায়োপবাসী, ফল-মূলাশী, দুগ্ধমাত্রাহারী, ভিক্ষা-ভোজী, একাহারী অথবা নিত্য নক্তব্রতী, ভূমিশয্যানিরত, ভস্মশায়ী, তৃণশায়ী অথবা চীরাজিনশায়ী এবং ব্রহ্মচর্য্যরত ও পবিত্র হইয়া নিত্য এই ব্রতের আচরণ করিবে।

সমর্থ হইলে রবিবারে, আর্দ্রা নক্ষত্রে, উভয় পক্ষের পঞ্চদশী বা শেষ-দিবসে অষ্টমীতে এবং চতুর্দ্দশীতে উপবাসও করিবে। পাষণ্ড, পতিত, ঋতুমতী, সূতিকা এবং অন্ত্যজদিগকে সর্ব্বথা কায়মনোবাক্যে পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্বদা ক্ষমা, দান, দয়া, সত্য ও অহিংসাশীল, সন্তুষ্ট প্রশান্ত এবং তপোধ্যান-পরায়ণ হইবে। ত্রিষবণ-স্নান, ভস্মস্নান এবং কায়মনোবাক্যে বিশেষ-পূজা করিবে। অধিক কথায় কি ফল ? ব্রতী কখন অশিব আচরণ করিবে না। অনবধান বশতঃ কোনরূপ অসদাচরণ ঘটিলে, গুরু-লাঘব বিবেচনা করিয়া পূজা. হোম ও জপাদি দ্বারা যথাযোগ্য নিষ্কৃতি লাভ করিবে। যে পর্য্যন্ত ব্রতের সমাপ্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত প্রমাদেও অসদাচরণ করিবে না এবং সর্ব্বদা গোদান বৃষোৎসর্গ, পূজা ও জপ করিবে। এই ব্রতের সংক্ষেপে সামান্য নিয়ম মাত্র বলিলাম। প্রতিমাসে যে সকল বিশেষ কর্ত্তব্য, তাহাও এক্ষণে যথাক্রমে বলিতেছি। বৈশাখ মাসে বজ্রময় (হীরক-নির্ম্মিত) লিঙ্গ, জ্যৈষ্ঠে মর-

মাসে ভাদ্রপদে চৈব পদ্মরাগময়ং পরম্॥ ৭২
আশ্বযুজ্যাঞ্চ বিধিবদ্গোমেদকময়ং শুভম্।
কার্ত্তিক্যাং বৈদ্রুমং লিঙ্গং বৈদূর্য্যং মার্গশীর্ষকে॥
পুষ্পরাগময়ং পৌষে মাঘে দ্যুমণিজং তথা।
ফাল্গুন্যাং চন্দ্রকান্তোত্থং চৈত্রে তদ্ব্যত্যয়োঽথবা॥
সর্ব্বমাসেষু রত্নানামলাভে হৈমমেব বা।
হৈমাভাবে রাজতং বা তাম্রং শৈলজমেব বা॥ ৭৫
মৃন্ময়ং বা যথালাভং ক্ষণিকং চান্যদেব বা।
সর্ব্বগন্ধময়ং বাথ লিঙ্গং কুর্য্যাদ্যথারুচি॥ ৭৬
ব্রতাবসানসময়ে সমাচরিতনৈত্যকঃ।
কৃত্বা বৈশেষিকীং পূজাং হুত্বা চৈব যথা পুরা॥৭৭
সম্পূজ্য চ সদাচার্য্যং ব্রতিনশ্চ বিশেষতঃ।
দৈশিকেনাভ্যনুজ্ঞাতঃ প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ॥৭৮
দর্ভাসনো দর্ভপাণিঃ প্রাণাপানৌ নিয়ম্য চ।
জপিত্বা শক্তিতো মূলং ধ্যাত্বা সাম্বং ত্রিয়ম্বকম্॥

অনুজ্ঞাপ্য যথাপূর্ব্বং নমস্কৃত্য কৃতাঞ্জলিঃ।
সমুৎস্বজামি ভগবন্ ব্রতমেতং ত্বদাজ্ঞয়া॥৮
ইত্যুক্ত্বা লিঙ্গমূলস্ত দর্ভানুত্তরতস্ত্যজেৎ।
ততো দণ্ড-জটা-চীর-মেখলাদ্যপি চোৎসৃজে
পুনরাচম্য বিধিবৎ পঞ্চাক্ষরমুদীরয়েৎ॥৮২
যঃ কৃত্বাত্যন্তিকীং দীক্ষামাদেহান্তমনাকুলঃ।
ব্রতমেতৎ প্রকুর্ব্বীত স তু বৈ নৈষ্ঠিকঃ স্মৃতঃ
সোঽত্যাশ্রমী চ বিজ্ঞেয়ো মহাপাশুপতস্তথা
স এব তপতাং শ্রেষ্ঠঃ স এব চ মহাব্রতী॥৮
ন তেন সদৃশঃ কশ্চিৎ কৃতকৃত্যো মুমুক্ষুষু।
যতির্যো নৈষ্ঠিকো জাতস্তমাহুর্নৈষ্ঠিকোত্তমম্॥
যোঽনশ্নন্ দ্বাদশাহং বা ব্রতমেতং সমাচরেৎ
সোঽপি নৈষ্ঠিকতুল্যঃ স্যাৎ তীব্রব্রতসমন্বয়াৎ।
ঘৃতাক্তো যশ্চরেদেতদ্ব্রতং ব্রতপরায়ণঃ।
দ্বিত্রৈকদিবসং বাপি স চ কশ্চন নৈষ্ঠিকঃ॥৮

কত-নির্ম্মিত, আষাঢ়ে মুক্তানির্ম্মিত, শ্রাবণে নীল-মণি-নির্ম্মিত, ভাদ্রমাসে পদ্মরাগ-নির্ম্মিত, আশ্বিন মাসে গোমেদক-মণি-নির্ম্মিত, কার্ত্তিকে বিদ্রুমময়, অগ্রহায়ণে বৈদূর্য্যময়, পৌষে পুষ্পরাগময়, মাঘে সূর্য্যকান্ত-মণিনির্ম্মিত, ফাল্গুন ও চৈত্রে চন্দ্রকান্ত-মণি-নির্ম্মিত লিঙ্গের উপাসনা করিবে অথবা উহার ব্যত্যয় করিবে। সকল মাসে রত্নময় লিঙ্গেরই অর্চ্চনা করিবে, কিন্তু রত্নের অভাবে হৈম লিঙ্গেরও অর্চ্চনা করিবে। হৈমের অভাবে রৌপ্যময়, তাম্রময় অথবা শৈলজ (প্রস্তরময় লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে। আপনার রুচি অনুসারে যথালাভ মৃত্তিকা বা অন্য কোনরূপ ক্ষণিক বস্তু অথবা সর্ব্ব গন্ধ-বিশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিবে। ৬১—৭৬। ব্রতাবসান সময়ে নিত্য-ক্রিয়া সমাপনান্তে পূর্ব্বের মত বিশেষ-পূজা এবং হোম করিবে। তদনন্তর আচার্য্য এবং ব্রতীদিগের বিশেষরূপ পূজা করিবে। পরে আচার্য্যের অনুজ্ঞায় পূর্ব্ব-মুখে বা উত্তরমুখে দর্ভ-হস্তে দর্ভাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণ এবং অপান বায়ুর নিরোধপূর্ব্বক শক্তি অনুসারে মূল মন্ত্রের জপ করিয়া অম্বার সহিত ত্র্যম্বকের ধ্যান করিবে। তৎপরে পূর্ব্ববৎ দেবতা অনুজ্ঞা লইয়া এবং অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া "হে ভগবন্! আপনার আজ্ঞায় আমি এই ব্রতের উৎসর্গ (প্রতিষ্ঠা) করিতেছি এই কথা বলিয়া লিঙ্গমূলের উত্তরে দর্ভ ত্যাগ করিবে। তাহার পর দণ্ড জটা চীর এবং মেখলাদিও ত্যাগ করিবে। পুনর্ব্বার যথাবিধি আচমন করিয়া পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের উচ্চারণ করিবে। যে এই আত্যন্তিকী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া দেহান্ত পর্য্যন্ত স্থিরচিত্তে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে নৈষ্ঠিক, অত্যাশ্রমী এবং মহাপাশুপত বলা যায়। সেই ব্যক্তি তপস্যাকারীদিগের শ্রেষ্ঠ, এবং সেই ব্যক্তি মহাব্রতী। ৭৭—৮৪। মুমুক্ষুদিগের মধ্যে তাহার সদৃশ কৃতকৃত্য আর কেহ নাই। যে প্রথমে যতি হইয়া পরে নৈষ্ঠিক হয়, তাহাকে নৈষ্ঠিকদিগের শ্রেষ্ঠ বলা যায়। যে ব্যক্তি দ্বাদশাহ উপবাসী হইয়া এই ব্রতের আচরণ করে, সে তীব্র কঠোর ব্রতসম্বন্ধহেতুক নৈষ্ঠিকতুল্য হয়। যে ব্রতপরায়ণ ব্যক্তি ঘৃতাক্ত-শরীরে দুই, তিন বা এক দিবস এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সে এক প্রকার নৈষ্ঠিক। যে "অবশ্য কর্ত্তব্য

কৃত্যমিত্যেব নিষ্কামো যশ্চরেদ্‌ব্রতমুত্তমম্।
শিবার্পিতাত্মা সততং ন তেন সদৃশঃ ক্বচিৎ॥ ৮৮
ভস্মচ্ছন্নো দ্বিজো বিদ্বান্ মহাপাতকসম্ভবৈঃ।
পাপৈর্বিমুচ্যতে সদ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥৮৯
রুদ্রাগ্নের্যৎ পরং বীর্য্যং তদ্ভস্ম পরিকীর্ত্তিতম্।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু বীর্য্যবান্ ভস্মসংযুতঃ।
ভস্মনিষ্ঠস্য দহ্যন্তে দোষা ভস্মাগ্নিসঙ্গমাৎ॥ ৯০
ভস্মস্নানবিশুদ্ধাত্মা ভস্মনিষ্ঠ ইতি স্মৃতঃ।
ভস্মনা দিগ্ধসর্ব্বাঙ্গো ভস্মদীপ্তত্রিপুণ্ড্রকঃ॥ ৯১
ভস্মশায়ী চ পুরুষো ভস্মকল্মষভক্ষণাৎ।
ভূতির্ভূতিকরী পুংসাং রক্ষা রক্ষাকরী পরম্॥ ৯২
কিমন্যদিহ বক্তব্যং ভস্মমাহাত্ম্যকারণম্।
ব্রতী চ ভস্মনা স্নাতঃ স্বয়ং দেবো মহেশ্বরঃ॥ ৯৩
পরমাস্ত্রঞ্চ শৈবানাং ভস্মৈতৎ পারমেশ্বরম্।
ধৌম্যাগ্রজস্য তপসি হ্যাপদো যন্নিবারিতাঃ॥ ৯৪

এই মনে করিয়া কোনরূপ কামনাশূন্য হইয়া সর্ব্বদা শিবে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক এই ব্রতের আচরণ করে, তাহার সদৃশ আর কেহই কোথাও নাই। যে জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ ভস্ম দ্বারা আপনার শরীর আচ্ছন্ন করে, সে মহা-পাতক-সমুদ্ভূত পাপ হইতে সদ্য বিমুক্ত হয়, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। রুদ্রাগ্নির শ্রেষ্ঠ বীর্য্যই ভস্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, এই নিমিত্ত ভস্ম-সংযুক্ত ব্যক্তি সকল কালেই বীর্য্যবান্। ভস্মাগ্নি-সংযোগে ভস্মনিষ্ঠ ব্যক্তির দোষ সকল দগ্ধ হয়। যে ব্যক্তির আত্মা ভস্মস্নানে বিশুদ্ধ, তাহাকে ভস্মনিষ্ঠ বলে। যাহার সর্ব্বাঙ্গ ভস্ম দ্বারা দিগ্ধ, ভস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র উদ্দীপ্ত এবং শয্যা ভস্মরাশি, ভস্ম দ্বারা তাহার সমুদয় পাপ নষ্ট হওয়ায় সে পুরুষও ভস্মনিষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। ভস্ম মনুষ্যদিগের ভূতি-কর (ঐশ্বর্য্যকারক) বলিয়া 'ভূতি' এবং উত্তম রক্ষাবিধায়ক বলিয়া 'রক্ষা' নামে কথিত হয়। ভস্মের মহাত্ম্য প্রকাশের নিমিত্ত আর অধিক কি বলিব, ভস্মস্নান করিলে ব্রতী সাক্ষাৎ মহেশ্বর হইয়া পড়ে। পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় এই ভস্মই শৈবদিগের পরম অস্ত্র। ধৌম্যাগ্রজ

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কৃত্বা পাশুপতং ব্রতম্।
ধনবত্তস্য সংগৃহ্য ভস্মস্নানরতো ভবেৎ॥ ৯৫

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং পূর্ব্বভাগে পূজাবিধিনিরূপণং নামৈ-কোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৯॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

ধৌম্যাগ্রজেন শিশুনা ক্ষীরার্থং হি তপঃ কৃতম্।
যস্মাৎ ক্ষীরার্ণবো দত্তস্তস্মৈ দেবেন শূলিনা॥ ১
স কথং শিশুকো লেভে শিবশাস্ত্রপ্রবক্তৃতাম্।
কথং বা শিবসদ্ভাবং জ্ঞাত্বা তপসি নিষ্ঠিতঃ॥ ২
কথঞ্চ লব্ধং বিজ্ঞানং তপশ্চরণপর্ব্বণি।
রুদ্রাগ্নের্যৎ পরং বীর্য্যং লেভে ভস্ম স্বরক্ষকম্॥৩

বায়ুরুবাচ।

ন হ্যেষ শিশুকঃ কশ্চিৎ প্রাকৃতো কৃতবাংস্তপঃ।

উপমন্যুর তপশ্চরণ কালে এই ভস্ম দ্বারাই সমুদয় বিঘ্ন নিবারিত হইয়াছিল। অতএব সর্ব্বপ্রকার যত্নের সহিত পাশুপত ব্রতের অনু-ষ্ঠান করিয়া ধনের ন্যায় আদরপূর্ব্বক ভস্ম সংগ্রহ করিয়া ভস্মস্নানরত হইবে। ৮৫—৯৫।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৯॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন—ধৌম্যের অগ্রজ উপ-মন্যু শৈশব অবস্থায় ক্ষীরের নিমিত্ত তপস্যা করিয়াছিলেন, এই জন্য ত্রিশূলধারী মহাদেব তাঁহাকে ক্ষীরার্ণব দান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শিশুকালে কিরূপে শিবশাস্ত্রের বক্তা হন, কিরূপেই বা শিবের সদ্ভাব জানিয়া তপ-স্যায় আসক্ত হন, কিরূপেই বা তাঁহার বিজ্ঞান-লাভ হয় এবং তপস্যার অনুষ্ঠান কালে রুদ্রাগ্নির শ্রেষ্ঠ বীর্য্য স্বরক্ষক ভস্মই বা তিনি কিরূপে লাভ করেন? বায়ু বলিলেন,—সেই তপ-

মুনির্বর্য্যস্য তনয়ো ব্যাঘ্রপাদস্য ধীমতঃ॥ ৪
জন্মান্তরেণ সংসিদ্ধঃ কেনাপি খলু হেতুনা।
স্বপদপ্রচ্যুতো দিষ্ট্যা প্রাপ্তো মুনিকুমারতাম্॥ ৫
মহাদেবপ্রসাদস্য ভাগ্যায়ত্তস্য ভাবিনঃ।
দুগ্ধাভিলাষপ্রভবং দ্বারতামগমৎ তপঃ॥ ৬
অতএব গণেশত্বং কুমারত্বঞ্চ শাশ্বতম্।
সহ দুগ্ধাব্ধিনা তস্মৈ প্রদদৌ শঙ্করঃ স্বয়ম্॥ ৭
তস্মাজ্‌জ্ঞানাগমোঽপ্যস্য প্রসাদাদেব শাঙ্করাৎ।
কৌমারং হি পরং সাক্ষাজ্‌জ্ঞানং শক্তিময়ং বিদুঃ
শিবশাস্ত্রপ্রবক্তৃত্বমপি তস্য হি তৎকৃতম্।
কুমারমুখতো লব্ধ-জ্ঞানাব্ধেরিব নন্দিনঃ॥ ৯
দৃষ্টস্তু কারণন্তস্য শিবজ্ঞানসমন্বয়ে।
স্বমাতৃবচনং সাক্ষাচ্ছোকজং ক্ষীরকারণাৎ॥ ১০
সাবদৎ কিল শোচন্তী সহসা দুঃসহং বচঃ॥ ১১

মাতোবাচ।

ক্ব দুগ্ধং সাধু নো বৎস ক্ব বয়ং বনবাসিনঃ।
কৃষ্যভাবেণ দারিদ্র্যান্ময়া তে ভাগ্যহীনয়া।
মিথ্যাদুগ্ধমিদং দত্তং পিষ্টমালোড্য বারিণা॥ ১২
ত্বং মাতুলগৃহে স্বল্পং পীত্বা দুগ্ধং পয়ঃশৃতম্।
জ্ঞাতাস্বাদস্তৎপর্য্যাপ্তস্তজ্জাতীয়মনুস্মরন্॥ ১৩
দত্তং ন পয় ইত্যুক্ত্বা রুদন্ দুঃখাকরোষি মাম্।
প্রসাদেন বিনা শম্ভোঃ পয়স্তব ন বিদ্যতে॥ ১৪
পাদপঙ্কজয়োস্তস্য সাম্বস্য সগণস্য চ।
ভক্ত্যা সমর্পিতং যৎ তৎ কারণং সর্ব্বসম্পদাম্।
ধনাদ্যুদ্দিশ্য নাস্মাভিরিতঃ প্রাগর্চ্চিতঃ শিবঃ।
অতো দরিদ্রাঃ সঞ্জাতা বয়ং তস্মান্ন তৎ পয়ঃ॥১৬

বায়ুরুবাচ।

ইতি মাতৃবচঃ শ্রুত্বা তথ্যং শোকাদিসূচকম্।
বালোঽপ্যনুতপন্নন্তঃ প্রগল্‌ভমিদমব্রবীৎ॥ ১৭

উপমন্যুরুবাচ।

শোকেনালমিতো মাতঃ সাম্বো যদ্যস্তি শঙ্করঃ।
তৎপ্রসাদেন দুগ্ধাব্ধিং সাধয়িষ্যামি শাশ্বতম্॥ ১৮

শ্চরণকারী উপমন্যু একজন সামান্য বালক নহেন। তিনি ধীমান্ মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাঘ্রপাদের পুত্র। উপমন্যু পূর্ব্বজন্মে সিদ্ধ ছিলেন। কোন একটী অনির্ব্বচনীয় কারণে তিনি আপনার পদ হইতে চ্যুত হইয়াও পূর্ব্বপুণ্যফলেই মুনিকুমার রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ভাগ্যে মহাদেবের অনুগ্রহলাভ নিশ্চিত থাকায় দুগ্ধাভিলাষজন্য তপশ্চরণ হওয়াতে দ্বার (সাধন) হইয়াছিল মাত্র। এই জন্যই শঙ্কর স্বয়ং তাঁহাকে দুগ্ধাব্ধির সহিত গণেশত্ব এবং নিত্য কুমারত্ব দান করেন। শঙ্করের তাদৃশ অনুগ্রহেই তাঁহার জ্ঞানলাভ হয়। কারণ, পণ্ডিতেরা কুমারভাবকেই সাক্ষাৎ শক্তিময় জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আর এই কারণেই, কার্ত্তিকেয়ের মুখ হইতে অগাধ জ্ঞানপ্রাপ্ত নন্দীর ন্যায়, তিনিও শিবশাস্ত্রের বক্তা হন। দুগ্ধের নিমিত্ত দুঃখপ্রসূত নিজ মাতৃবচনই তাঁহার শিবজ্ঞানলাভের দৃষ্ট কারণ। ১—১০। তাঁহার মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে সহসা এই দুঃসহ বাক্য বলিয়া উঠিলেন,—হে বৎস! আমাদের উত্তম দুগ্ধই বা কোথায় আর বনবাসী আমরাই বা কোথায়? কৃষি অভাবে দারিদ্র্য বশতঃ অভাগিনী আমি জলে পিষ্টক গুলিয়া এই মিথ্যা দুগ্ধ তোমাকে দান করিয়াছি। তুমি মাতুলগৃহে যখন দুগ্ধ অল্পমাত্র পান করিয়া আস্বাদ জানিতে পারিয়াছ। এক্ষণে তাদৃশ আস্বাদ স্মরণপূর্ব্বক অতৃপ্ত হইয়া "আমাকে দুধ দাও নাই" বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কেবল আমার দুঃখ বাড়াইতেছ! মহাদেবের অনুগ্রহ ব্যতীত দুগ্ধ লাভ তোমার কপালে নাই। সেই সগণ, এবং পার্ব্বতী-সহিত শম্ভুর পাদপঙ্কজে ভক্তিপূর্ব্বক কোন বস্তু অর্পণ করিলে উহা সর্ব্বপ্রকার সম্পদের কারণ হয়। আমরা পূর্ব্বে ধনাদি-লাভের উদ্দেশে শিবের অর্চ্চনা করি নাই, এই নিমিত্তই আমরা দরিদ্র হইয়াছি এবং আমাদের ঘরে তাদৃশ দুগ্ধও নাই সেই জন্য। মাতার এই প্রকার শোকোদ্দীপক হিতবাক্য শুনিয়া সেই ঋষিকুমার বালক হইয়াও অন্তরে অনুতপ্ত হইয়া প্রগল্‌ভতার সহিত বলিলেন,—মাতঃ! যদি অম্বিকার সহিত মহাদেব এখনও বিদ্যমান থাকেন, তবে আর শোকের প্রয়োজন নাই। তাঁহার প্রসাদে আমি অক্ষয় দুগ্ধ-সমুদ্র লাভ

মাতোবাচ।

ধন্যাস্তীতি ন বক্তব্যং পুত্র সন্দিগ্ধকং বচঃ।
সর্ব্বস্মাদধিকোঽস্ত্যেব শিবঃ পরমকারণম্ ॥ ১৯
তৎকৃতং হি জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মাদ্যাস্তস্য কিঙ্করাঃ।
তৎপ্রসাদকৃতৈশ্বর্য্যা দাসাস্তস্য বয়ং প্রভোঃ ॥২০
অন্যান্ দেবান্ পরিত্যজ্য কাময়ে মনসা গিরা।
তমেব সাম্বং সগণং ভজে ভাবপুরঃসরম্ ॥ ২১
তস্য দেবাধিদেবস্য শিবস্য শিবদায়িনঃ।
সাক্ষান্নমঃ শিবায়েতি মন্ত্রোঽয়ং বাচকঃ স্মৃতঃ ॥২২
সপ্তকোটিমহামন্ত্রাঃ সর্ব্বে সপ্রণবাঃ পরে।
তস্মিন্নেব বিলীয়ন্তে পুনস্তস্মাদ্বিনির্গতাঃ ॥ ২৩
সুপ্রসাদাশ্চ তে মন্ত্রাঃ স্বাধিকারব্যপেক্ষয়া।
সর্ব্বাধিকারস্ত্বেকোঽয়ং মন্ত্র এবেশ্বরাজ্ঞয়া ॥ ২৪
যথা নিকৃষ্টানুৎকৃষ্টান্ সর্ব্বানপ্যাত্মনঃ শিবঃ।
ক্ষমতে রক্ষিতুং তদ্বন্মন্ত্রোঽয়মপি সর্ব্বদা ॥ ২৫
প্রবলশ্চ তথা চায়ং মন্ত্রো মন্ত্রান্তরাদপি।
সর্ব্বরক্ষাক্ষমো হ্যেষ নাপরঃ কশ্চিদিষ্যতে ॥ ২৬
তস্মান্মন্ত্রান্তরং ত্যক্ত্বা পঞ্চাক্ষরপরো ভব।
তস্মিন্ জিহ্বান্তরগতে ন কিঞ্চিদ্দুর্লভং মতম্ ॥২৭
অঘোরাস্ত্রঞ্চ শৈবানাং রক্ষাহেতুরনুত্তমম্।
তচ্চ তৎপ্রভবং মত্বা তৎপরো ভব নান্যথা ॥২৮
ভস্মেদন্তু ময়া লব্ধং পিতুরেব তবোত্তমম্।
বিরজানলসংসিদ্ধং মহাব্যাপন্নিবারণম্ ॥ ২৯
মন্ত্রঞ্চ তে ময়া দত্তং গৃহাণ মদনুজ্ঞয়া।
অনেনৈবাশু জপ্তেন রক্ষা তব ভবিষ্যতি ॥ ৩০

বায়ুরুবাচ।

এবং মাত্রা সমাদিশ্য শিবং তেঽস্ত্বিত্যুদীর্য্য চ।
বিসৃষ্টস্তদ্বচো মূর্দ্ধ্নি কুর্ব্বন্নেব সদা মুনিঃ ॥ ৩১
তাং প্রণম্যৈবমুক্ত্বা চ তপঃ কর্ত্তুং প্রচক্রমে।
তমাহ চ তদা মাতা শুভং কুর্ব্বন্তু তে সুরাঃ ॥৩২
অনুজ্ঞাতস্তত্র তয়া তপস্তেপে সুদুশ্চরম্।

করিব। মাতা বলিলেন, হে পুত্র! "যদি থাকেন," এরূপ সন্দিগ্ধ বাক্য বলিও না। সকলেরই শ্রেষ্ঠ পরম কারণ মহাদেব নিশ্চয়ই আছেন। তিনি এই সমুদয় জগতের সৃজন করিয়াছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার কিঙ্কর এবং তাঁহার প্রসাদেই ব্রহ্মাদির ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়াছে। আমরা সকলে সেই প্রভুর দাস। ১১—২০। অন্য দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া মন ও বাক্য দ্বারা তাঁহাকেই কামনা করি এবং ভক্তিপুরঃসর অম্বিকার সহিত সগণ তাঁহারই ভজনা করি। "নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র সেই দেবাধিদেব মঙ্গলদাতা মহাদেবের সাক্ষাৎ-বাচক। সপ্তকোটি মহামন্ত্র, সকলই প্রণবযুক্ত এবং শ্রেষ্ঠ; ইহারা তাঁহাতেই বিলীন হয় এবং তাঁহা হইতেই নির্গত হয়। সেই সকল মন্ত্র আপনার আপনার অধিকার অনুসারে সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু "নমঃ শিবায়" এই মন্ত্রে মহাদেবের আজ্ঞায় সকলেরই অধিকার আছে। যেমন মহাদেব কি নিকৃষ্ট, কি উৎকৃষ্ট, সর্ব্বদা সকল জীবকেই রক্ষা করিতে সমর্থ, এই মন্ত্রও সেইরূপ রক্ষা করিতে সক্ষম এবং এই মন্ত্র অপর মন্ত্র হইতে প্রবল। এই মন্ত্র যেমন সকলকেই রক্ষা করিতে সক্ষম, অন্য কোন মন্ত্র এরূপ নহে; অতএব মন্ত্রান্তর পরিত্যাগ করিয়া তুমি "নমঃ শিবায়" এই পঞ্চাক্ষরের সেবা করিবে। এই মন্ত্র জিহ্বার মধ্যে অবস্থিত হইলে কিছুই দুর্লভ হয় না। শৈবদিগের রক্ষাহেতু সর্ব্বোত্তম যে অঘোরাস্ত্র, তাহাকেও ঐ পঞ্চাক্ষরসম্ভূত জানিয়া সেই পঞ্চাক্ষরে অনুরক্ত হও, ইহার অন্যথা করিও না। আমি তোমার পিতার নিকট হইতেই এই উত্তম ভস্ম প্রাপ্ত হইয়াছি; ইহা বিরজানল-সংসিদ্ধ এবং মহৎ আপদের নিবারক। আমি তোমায় "নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র দান করিলাম; আমার অনুজ্ঞায় ইহা তুমি গ্রহণ কর। এই মন্ত্র জপ করিলে শীঘ্র তোমার রক্ষা হইবে। ২১—৩০। মাতা এইরূপ উপদেশ দিয়া সর্ব্বদা মাতার আজ্ঞা-প্রতিপালক মুনিকে "তোমার মঙ্গল হউক" এই কথা বলিয়া বিদায় দিলেন। মাতাকে প্রণাম করিয়া সেই ঋষি-কুমার "আপনার আদেশানুরূপ কার্য্যই করিব" বলিয়া তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মাতা তখন তাঁহাকে বলিলেন,—দেবগণ তোমার মঙ্গল করুন। ঋষিকুমার স্বীয় জননী কর্ত্তৃক

হিমবৎপর্ব্বতং প্রাপ্য বায়ুভক্ষঃ সমাহিতঃ ॥৩৩
অষ্টেষ্টকাভিঃ প্রাসাদং কৃত্বা লিঙ্গঞ্চ মৃন্ময়ম্।
তত্রাবাহ্য মহাদেবং সাম্বং সগণমব্যয়ম্ ॥ ৩৪
ভক্ত্যা পঞ্চাক্ষরেণৈব পত্রৈঃ পুষ্পৈর্বনোদ্ভবৈঃ।
সমভ্যর্চ্চ্য পরং কালং চচার পরমং তপঃ ॥ ৩৫
তথা তপশ্চরন্তং তং বালমেকাকিনং কৃশম্।
পুরা মরীচিনা শপ্তাঃ কেচিন্মুনিপিশাচকাঃ ॥ ৩৬
সম্পীড্য রাক্ষসৈর্ভাবৈস্তপসো বিঘ্নমাচরন্ ॥ ৩৭
স চ তৈঃ পীড্যমানোঽপি তপঃ কুর্ব্বন্ কথঞ্চন।
সদা নমঃ শিবায়েতি ক্রোশতি স্মার্ত্তনাদবৎ ॥ ৩৮
তন্নাদশ্রবণাদেব তপসো বিঘ্নকারিণঃ।
তত্তদ্ভাবং সমুৎসৃজ্য মুনয়স্তমুপাচরন্ ॥ ৩৯
তপসা তস্য বিপ্রস্য প্রদীপিতমভূজ্জগৎ।
প্রণম্যাহুশ্চ তং সর্ব্বং হরয়ে দেবসত্তমাঃ ॥ ৪০

শ্রুত্বা তেষাং তদা বাক্যং ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
কিমিদন্ত্বিতি সঞ্চিন্ত্য জ্ঞাত্বা তৎকারণঞ্চ সঃ ॥৪১
জগাম মন্দরং তূর্ণং মহেশ্বরদিদৃক্ষয়া।
দৃষ্ট্বা দেবং প্রণম্যৈবং প্রোবাচ চ কৃতাঞ্জলিঃ ॥৪২

হরিরুবাচ।

ভগবন্ ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদুপমন্যুরিতি শ্রুতঃ।
ক্ষীরার্থমদহৎ সর্ব্বং তপসা তং নিবারয় ॥ ৪৩

বায়ুরুবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে দেবঃ পিনাকী পরমেশ্বরঃ।
শক্রস্য রূপমাস্থায় গন্তুং চক্রে মতিং তদা ॥ ৪৪
অথ জগাম মুনেস্তু তপোবনং
গজবরেণ সিতেন তদা শিবঃ।
সহ সুরাসুরসিদ্ধমহোরগৈ-
রমররাজতনুং স্বয়মাস্থিতঃ ॥ ৪৫
ররাজ ভগবান্ সোমঃ শক্ররূপী তদা শিবঃ।
তেনাতপত্রেণ যথা চন্দ্রবিম্বেণ মন্দরঃ ॥ ৪৬
আস্থায়ৈবং হি শক্রস্য স্বরূপং পরমেশ্বরঃ।

অনুজ্ঞাত হইয়া হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়া সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক বায়ুমাত্র ভক্ষণ করত অতি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। আটটী ইষ্টক দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ এবং তাহাতে মৃন্ময় শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া, ঐ লিঙ্গে গণ এবং অম্বিকার সহিত অব্যয় মহাদেবকে আহ্বান করিলেন! অনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে বনোদ্ভব পত্র ও পুষ্প দ্বারা মহাদেবের পূজা করিয়া অবশিষ্টকাল কঠোর তপস্যাচরণ করত অতিবাহিত করিলেন। এইরূপ তপশ্চরণে কৃশ একাকী সেই বালককে, পূর্ব্বে মরীচি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত কতকগুলি পিশাচরূপী মুনিরাক্ষসভাব হেতুক পীড়ন করত তপস্যার বিঘ্ন আচরণ করিয়াছিল। সেই বালক তাহাদের দ্বারা পীড্যমান হইয়াও কোনরূপে তপস্যার অনুষ্ঠান করত আর্ত্তের মত সর্ব্বদা উচ্চৈঃস্বরে "নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সেই শব্দ শ্রবণমাত্রে সেই তপস্যার বিঘ্নকারী মুনিগণ স্ব স্ব রাক্ষসভাব পরিত্যাগ করিয়া সেই বালকের সেবা করিতে লাগিল। সেই বিপ্রতনয়ের তপস্যা-প্রভাবে সমুদয় জগৎ প্রদীপিত হইয়াছিল। তখন প্রধান প্রধান দেবগণ বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত জ্ঞাত করাইলেন। ৩১—৪০। দেব-গণের সেই বচন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম বিষ্ণু "ইহা কি" এইরূপ চিন্ত করিয়া, কারণ জানিতে পারিয়া শীঘ্র মন্দ পর্ব্বতে মহাদেবের দর্শনার্থ গমন করিলেন। তিনি মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—হে ভগবন্! উপমন্যু নামে এক ব্রাহ্মণ দুগ্ধের জন্য তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হই এক্ষণে সমুদয় দগ্ধ করিতেছে; তাহা নিবারণ করুন। এই অবসরে দেবা পরমেশ্বর পিনাকী ইন্দ্রের রূপ গ্রহণ করি সেই স্থানে স্বয়ং যাইবার জন্য ইচ্ছা করি ছিলেন। অনন্তর মহাদেব শ্বেতবর্ণ হস্ত উপর আরোহণ করিয়া স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রে রূপ ধারণ করিয়া সুর, অসুর, সি এবং মহোরগগণের সহিত সেই স্থা গমন করিলেন। তৎকালে সোম ভগবান্ মহাদেব, চন্দ্রবিম্ব দ্বারা যেমন মন পর্ব্বত শোভিত হয়, সেইরূপ ছত্র দ্ব ইন্দ্র শোভা পাইয়াছিলেন। মহাদেব সেই

জগামানুগ্রহং কর্ত্তুমুপমন্যোস্তমাশ্রমম্॥ ৪৭
তং দৃষ্ট্বা পরমেশানং শক্ররূপধরং শিবম্।
প্রণম্য শিরসা প্রাহ মুনির্মুনিবরঃ স্বয়ম্॥ ৪৮

উপমন্যুরুবাচ।

পাবিতশ্চাশ্রমঃ সোঽয়ং মম দেবেশ্বর স্বয়ম্।
প্রাপ্তঃ শক্রো জগন্নাথো ভগবান্ ভানুসপ্রভঃ॥৪৯

বায়ুরুবাচ।

এবমুক্ত্বা স্থিতং প্রেক্ষ্য কৃতাঞ্জলিপুটং দ্বিজম্।
প্রাহ গম্ভীরয়া বাচা শক্ররূপধরো হরঃ॥ ৫০

শক্র উবাচ।

তুষ্টোঽস্মি তে বরং ব্রূহি তপসানেন সুব্রত।
দদামি চেপ্সিতান্ সর্ব্বান্ ধৌম্যাগ্রজ মহামুনে॥

বায়ুরুবাচ।

এবমুক্তস্তদা তেন শক্রেণ মুনিসত্তমঃ।
বরয়ামি শিবে ভক্তিমিত্যুক্ত্বা তপতে পুনঃ॥৫২
তস্য তীব্রং তপো জ্ঞাত্বা শক্ররূপধরো হরঃ।
আগত্য স্বগুণাভাসৈঃ স্বমাত্মানমনিন্দত॥ ৫৩
মুনিস্তু তমবিজ্ঞায় শক্ররূপধরং হরম্।
শিবনিন্দা শ্রুতেত্যেব মর্ত্তুং ব্যবসিতঃ স্বয়ম্॥৫৪
ক্ষীরে বাঞ্ছামপি ত্যক্ত্বা নিহন্তুং শক্রমুদ্যতঃ।
ভস্মাদায় তদা ঘোরমঘোরাস্ত্রাভিমন্ত্রিতম্॥ ৫৫
বিসৃজ্য শক্রমুদ্দিশ্য স্বদেহং দগ্ধুমুদ্যতঃ।
আগ্নেয়ীং ধারণাং বিভ্রদুপমন্যুরবস্থিতঃ॥ ৫৬
তাং তস্য ধারণাং দেবো নিরীক্ষ্যাবারয়ৎ স্বয়ম্॥
তদ্বিসৃষ্টমঘোরাস্ত্রং নন্দীশ্বরনিয়োগতঃ।
জগৃহে মধ্যতঃ ক্ষিপ্রং নন্দী শঙ্করবল্লভঃ॥ ৫৮
দদৃশেঽথ মহাদেবো দেব্যা সার্দ্ধং বৃষোপরি।
গণেশ্বরৈস্ত্রিশূলাদ্যৈর্দিব্যাস্ত্রৈরপি সংবৃতঃ॥ ৫৯
দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত চ।
ব্রহ্মেন্দ্রবিষ্ণুপ্রমুখৈর্দেবৈশ্ছন্না দিশো দশ॥ ৬০
অথোপমন্যুরানন্দ-সমুদ্রোর্ম্মিভিরাহতঃ।
পপাত দণ্ডবদ্ভূমৌ ভক্তিনিঘ্নেন চেতসা॥ ৬১

প্রতিমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অনুগ্রহ-বিতরণের নিমিত্ত উপমন্যুর আশ্রমে গমন করিলেন। সেই মুনিকুমার মুনিশ্রেষ্ঠ মুনি উপমন্যু, শক্ররূপধারী পরমেশান মহাদেবকে দেখিয়া মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বলিলেন,—হে দেবেশ্বর! সূর্য্যসঙ্কাশ ভগবান্ জগন্নাথ ইন্দ্র যখন স্বয়ং আমার আশ্রমে আগত হইয়াছেন, তখন আমার আশ্রম পবিত্র হইল। অনন্তর উক্ত বাক্য-কথনান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত দ্বিজকুমারকে শক্ররূপধারী মহাদেব, গম্ভীরস্বরে বলিলেন ;—হে সুব্রত ধৌম্যাগ্রজ মহামুনে! তোমার এই তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি ; বর প্রার্থনা কর। তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহাই দান করিব। ৪০—৫১। বায়ু বলিলেন,—সেই শক্ররূপী মহাদেব এই কথা বলিলে, মুনিসত্তম উপমন্যু বলিলেন,—আমি মহাদেবে দৃঢ় ভক্তি প্রার্থনা করি। এই কথা বলিয়া তিনি আবার তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। শক্ররূপধারী মহাদেব তাঁহার কঠোর তপস্যার বিষয় জানিতে পারিয়া তপস্যাস্থানে আগমনপূর্ব্বক কল্পিত স্বীয় গুণ দ্বারা আপনাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। মুনি তাঁহাকে শক্ররূপধারী মহাদেব বলিয়া জানিতে না পারিয়া "শিবনিন্দা শুনিলাম" এই বলিয়া প্রাণত্যাগে উদ্যত হইলেন। উপমন্যু প্রথমে দুগ্ধের ইচ্ছা পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া অঘোর-অস্ত্রে অভিমন্ত্রিত ভীষণ ভস্ম উঠাইয়া ইন্দ্র উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। পরে স্বদেহ দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া আগ্নেয়ী ধারণা ধারণ করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার তাদৃশী আগ্নেয়ী ধারণা দেখিয়া মহাদেব স্বয়ং তাহা নিবারণ করিলেন এবং মহাদেবের নিয়োগে নন্দী তন্নিক্ষিপ্ত সেই অঘোরাস্ত্রকে নিবারণ করিলেন। শঙ্করের প্রিয় নন্দী সেই সময়ের মধ্যে তাহাকে গ্রহণ করিলে সেই ঋষিকুমার গণেশ্বরগণ এবং ত্রিশূলাদি দিব্য অস্ত্রে পরিবৃত, দেবীর সহিত বৃষভারূঢ় মহাদেবকে দর্শন করিলেন। সেই সময়ে দেবদুন্দুভির ধ্বনি এবং পুষ্পবৃষ্টি হইল। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণের আগমনে দশ দিক্ আচ্ছাদিত হইল। অনন্তর উপমন্যু যেন আনন্দসমুদ্রের তরঙ্গে আহত হইয়াই ভক্তি-

এহ্যেহীতি তমাহূয় শিবঃ শীতাংশুভূষণঃ।
মূর্দ্ধ্যাঘ্রায় সুতস্তেঽয়মিতি দেব্যৈ ন্যবেদয়ৎ॥ ৬২
দেবী চ গুহবৎ প্রীত্যা মূর্দ্ধ্নি তস্য করাম্বুজম্।
বিন্যস্য প্রদদৌ তস্মৈ কুমারপদমব্যয়ম্॥৬৩
ক্ষীরাব্ধিরথ সাকারঃ ক্ষীরং স্বাদু করে দধৎ।
উপস্থায় দদৌ তস্মৈ পিণ্ডীভূতমনশ্বরম্॥ ৬৪
সমৃদ্ধিং ধনদস্তদ্বদ্দদাবাপ্রলয়স্থিতাম্।
ততঃ সমৃদ্ধমভবদ্ধনৈর্ধান্যৈস্তপোবনম্॥ ৬৫
ব্রতং পাশুপতং জ্ঞানং ব্রতযোগঞ্চ তত্ত্বতঃ।
তত্ত্বা তস্মৈ প্রবক্তৃত্বং পাদুকে চ চিরং পরম্।
সর্ব্বজ্ঞত্বপদং দত্ত্বা দেবশ্চান্তরধীয়ত॥ ৬৬

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং পূর্ব্বভাগে উপমন্যুপাখ্যানে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥৩০॥

প্রবণচিত্তে ভূমিতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। তখন চন্দ্রশেখর মহাদেব তাঁহাকে "এস এস" বলিয়া আহ্বান করিয়া মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক "এই তোমার পুত্র" বলিয়া দেবীর হস্তে অর্পণ করিলেন। দেবীও কার্ত্তিকেয়-তুল্য প্রীতিতে তাঁহার মস্তকে করপদ্ম বিন্যাস করিয়া তাঁহাকে অব্যয় কুমারপদ দান করিলেন। অনন্তর মূর্ত্তিমান্ ক্ষীরসমুদ্র হস্তে সুস্বাদু ক্ষীর ধারণপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সেই পিণ্ডীভূত অনশ্বর ক্ষীর দান করিলেন এবং ধনাধিপ কুবেরও তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সেইরূপ প্রলয়পর্য্যন্ত-স্থায়ী সমৃদ্ধি দান করিলেন। অনন্তর সেই তপোধন ধন ও ধান্যে সমৃদ্ধ হইল। মহাদেব তাঁহাকে পাশুপত ব্রত, জ্ঞান ও ব্রতযোগের তত্ত্ব, প্রকৃষ্ট বক্তৃত্ব, পাদুকাদ্বয় এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব পদ দান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ৫১—৬৬।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩০॥

পূর্ব্বভাগ সম্পূর্ণ।

বায়বীয়সংহিতা।

উত্তরভাগঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নমঃ শিবায় সোমায় সগণায় সসূনবে।
প্রধানপুরুষেশায় সর্গস্থিত্যন্তহেতবে॥ ১
শক্তিরপ্রতিমা যস্য ঐশ্বর্য্যঞ্চাপি সর্ব্বগম্।
স্বামিত্বঞ্চ বিভুত্বঞ্চ স্বভাবং সম্প্রচক্ষতে॥ ২
তমজং বিশ্বকর্ম্মাণং শাশ্বতং শিবমব্যয়ম্।
মহাদেবং মহাত্মানং ব্রজামি শরণং শিবম্॥ ৩
ধর্ম্মক্ষেত্রে মহাতীর্থে গঙ্গা-কালিন্দি-সঙ্গমে।
প্রয়াগে নৈমিষারণ্যে ব্রহ্মলোকস্য বর্ত্মনি॥ ৪
মুনয়ঃ শংসিতাত্মানঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ।
মহৌজসো মহাভাগা মহাসত্রং বিতেনিরে॥ ৫

তত্র সত্রং সমাকর্ণ্য তেষামক্লিষ্টকর্ম্মণাম্।
সাক্ষাৎ সত্যবতীসূনোর্বেদব্যাসস্য ধীমতঃ॥ ৬
শিষ্যো মহাত্মা মেধাবী ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
পঞ্চাবয়বযুক্তস্য বাক্যস্য গুণদোষবিৎ॥ ৭
উত্তরোত্তরবক্তা চ ব্রুবতোঽপি বৃহস্পতেঃ।
মধুরশ্রবণানাঞ্চ মনোজ্ঞপদপর্ব্বণাম্॥ ৮
কথানাং নিপুণো বক্তা কালবিন্নয়বিৎ কবিঃ।
আজগাম স তং দেশং সূতঃ পৌরাণিকোত্তমঃ॥
তং দৃষ্ট্বা সূতমায়াতং মুনয়ো হৃষ্টমানসাঃ।
তস্মৈ সাম চ পূজাঞ্চ যথাবৎ প্রত্যপাদয়ন্॥১০
প্রতিগৃহ্য স তাং পূজাং মুনিভিঃ প্রতিপাদিতাম্।
উদ্দিষ্টমাসনং ভেজে নিযুক্তো যুক্তমাত্মনঃ॥ ১১
ততস্তৎসঙ্গমাদেব মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
সোৎকণ্ঠমভবচ্চিত্তং শ্রোতুং পৌরাণিকীঃ কথাঃ॥

প্রথম অধ্যায়।

যিনি প্রকৃতি-পুরুষের নিয়ন্তা এবং সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের হেতু, সেই মঙ্গলপ্রদ প্রমথগণ-বেষ্টিত সপুত্রক শিবকে নমস্কার করি। যাঁহার শক্তি অকুন্ঠিত, ঐশ্বর্য্য সর্ব্বব্যাপী, স্বামিত্ব ও বিভুত্বই যাঁহার স্বভাব বলিয়া কথিত, সেই নিত্য বিশ্বকর্ম্মা, অদ্বিতীয়, মহাত্মা, মঙ্গলদাতা দেবশ্রেষ্ঠ শিবের শরণাপন্ন হইলাম। মহা-তেজাঃ, সত্যব্রত-পরায়ণ, মহাভাগ, প্রশংসিত শৌনকাদি মুনিগণ কোন সময়ে নৈমিষারণ্য সদৃশ, ব্রহ্মলোকের পথস্বরূপ, মহাতীর্থ, ধর্ম্ম-ক্ষেত্র গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-স্থল প্রয়াগ-ক্ষেত্রে মহাযজ্ঞ করিতেছিলেন। যিনি প্রতিজ্ঞাদি-পঞ্চাবয়ব-যুক্ত (প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগমন) বাক্যের গুণ-দোষজ্ঞ; এমন কি বাচস্পতি বৃহস্পতি অপেক্ষাও উত্তম বক্তা; যিনি সময় বুঝিয়া মনোজ্ঞ-পদ-রচিত শ্রুতি-সুখকর কথা কহিতে অতি নিপুণ; যিনি কবি ও নীতি-বেত্তা এবং যিনি পৌরাণিক মধ্যে উত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ;—ধীমান্ সত্যবতী-তনয় বেদব্যাসের সাক্ষাৎ শিষ্য সেই মেধাবী ত্রিলোক-বিখ্যাত মহাত্মা সূত, কর্ম্মকুশল সেই মুনিগণের যজ্ঞ-সংবাদ শুনিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন; মহর্ষিরা তাঁহাকে আগত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সান্ত্বনাপূর্ব্বক যথাযোগ্য পূজা করি-লেন। সেই ব্যাস শিষ্য সূতও মুনিদিগের দত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রার্থনায় নিজের অনুরূপ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর পৌরাণিকশ্রেষ্ঠ সূতের সহিত সম্মিলন হওয়াতে বিশুদ্ধচেতা মুনি-দিগের চিত্ত পুরাণ-সম্বন্ধীয় কথা শুনিতে

তদা তমনুকূলাভির্বাগ্‌ভিঃ পূজ্য মহর্ষয়ঃ।
অতীবাভিমুখং কৃত্বা বচনঞ্চেদমব্রুবন্ ॥ ১৩
ঋষয় উচুঃ।
রোমহর্ষণ সর্ব্বজ্ঞ ভবান্ বৈ ভাগ্যগৌরবাৎ।
পুরাণবিদ্যামখিলাং ব্যাসাৎ প্রত্যক্ষমীযিবান্ ॥ ১৪
তস্মাদাশ্চর্য্যভূতানাং কথানাং ত্বং হি ভাজনম্।
রত্নানামুরুসারাণাং রত্নাকর ইবার্ণবঃ ॥ ১৫
যচ্চ ভূতঞ্চ ভব্যঞ্চ যচ্চান্যদ্বস্তু বর্ত্ততে।
ন তবাবিদিতং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥
ত্বমদৃষ্টবশাদস্মদ্দর্শনার্থমিহাগতঃ।
অকুর্ব্বন্ কিমপি শ্রেয়ো ন বৃথা গন্তুমর্হসি ॥ ১৭
তস্মাচ্ছ্রাব্যতমং পুণ্যং সংকথাজ্ঞানসংহিতম্।
অপবর্গফলৈকান্তমনাচারবহিষ্কৃতম্ ॥ ১৮
জগতঃ সৃষ্টি-সংহার-স্থিতিহেতুপ্রদর্শকম্।
বেদান্তসারসর্ব্বস্বং পুরাণং শ্রাবয়াশু নঃ ॥ ১৯
এবমভ্যর্থিতঃ সূতো মুনিভির্বেদবাদিভিঃ।
শ্লক্ষ্ণাঞ্চ ন্যায়সংযুক্তাং প্রত্যুবাচ শুভাং গিরম্।
সূত উবাচ।
পূজিতোঽনুগৃহীতশ্চ ভবদ্ভিরিতি চোদিতঃ।
কস্মাৎ সম্যঙ্ন বিব্রূয়াং পুরাণমৃষিপূজিতম্।
অভিবন্দ্য মহাদেবং দেবীং স্কন্দং বিনায়কম্।
নন্দিনঞ্চ তথা সাক্ষাদ্‌ব্যাসং সত্যবতীসুতম্।
বক্ষ্যামি পরমং পুণ্যং পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
শিবজ্ঞানার্ণবং সাক্ষাদ্ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রদম্।
শব্দার্থন্যায়সংযুক্তৈরাগমার্থৈর্বিভূষিতম্ ॥ ২
শ্বেতকল্পে প্রসঙ্গেন বায়ুনা কথিতং পুরা।
বিদ্যাস্থানানি সর্ব্বাণি পুরাণানুক্রমং তথা।
পুরাণস্যাস্য চোৎপত্তিং ব্রুবতোঽমে নিবোধত।
অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বং কৃষ্ণস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
মহর্ষের্জ্ঞানলাভশ্চ পুত্রলাভশ্চ শঙ্করাৎ। ২
য ইদং কীর্ত্তয়েন্নিত্যং শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েৎ তথা।

অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইল। তখন মহর্ষিরা তাঁহাকে অনুকূল বাক্য দ্বারা পূজা ও আপনাদিগের অতিশয় অভিমুখীন করিয়া এই বাক্য বলিলেন,—হে সর্ব্বজ্ঞ রোমহর্ষণ! আপনি অতিশয় সৌভাগ্য-বলে সাক্ষাৎ মহর্ষি ব্যাসের সকাশে নিখিল পুরাণ বিদ্যা স্বায়ত্ত করিয়াছেন। ১—১৪। তাঁহার নিকট হইতেই আশ্চর্য্যজনক কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, মহাসার রত্নের নিলয় রত্নাকর সমুদ্রের ন্যায়, শোভা পাইতেছেন। এই ত্রিলোক মধ্যে ভূত, ভবিষ্যৎ এবং তদ্ব্যতীত আর যাহা বর্ত্তমান আছে, সে সমস্ত বিষয় আপনার কিছুই অবিদিত নাই। আমাদিগের শুভাদৃষ্ট বশতই আপনি আমাদিগকে দেখিতে এখানে আসিয়াছেন। সুতরাং কিছু শ্রেয়স্কর কার্য্য না করিয়া বৃথা গমন করা আপনার বিধেয় নহে। সেই হেতু পবিত্র সৎকথা-জ্ঞানপূর্ণ, মোক্ষফলপ্রদ, অনাচারশূন্য, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণ-প্রদর্শক, বেদান্ত-সার-সর্ব্বস্ব, অতএব অবশ্য-শ্রোতব্য পুরাণ আমাদিগকে এক্ষণে শ্রবণ করান। বেদবক্তা মহর্ষিরা এই প্রার্থনা করিলেন, সূত ন্যায়সম্বলিত শুভ এই মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন,—হে ম গণ! যখন আপনারা আমাকে পূজা অনুগ্রহপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমি সেই ঋষিপূজিত পুরাণ সম্যক্‌রূপে না বলিব? ভগবান্ মহাদেব, দেবী কার্ত্তিকেয়, গণেশ নন্দী এবং সত্যবতী বেদব্যাসকে বন্দনা করিয়া শিব-জ্ঞানের স্বরূপ, বেদসদৃশ, সাক্ষাৎ ভোগ ও মুক্তি প্রদ, পরম পবিত্র পুরাণ কীর্ত্তন করিব। পুরাণ শব্দার্থ—ন্যায়-সম্বলিত বেদার্থে বি এবং ইহাই বায়ু পূর্ব্বে শ্বেতকল্পে প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছিলেন। সকল বিদ্যাস্থান, পু পর্য্যায়ক্রম এবং এই শৈব পুরাণের উৎ বলিতেছি, অবগত হউন। বেদাঙ্গ, চতু মীমাংসাশাস্ত্র ও ন্যায়বিস্তৃতি এ সকল দিগকে কহিয়াছি। মহর্ষি উপমন্যু সকাশে কুশল শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান-লাভ ও শঙ্কর-স পুত্র-লাভ-বৃত্তান্ত যে কীর্ত্তন অথবা শ্রবণ

স বিষ্ণোর্জ্ঞানমাসাদ্য তেনৈব সহ মুচ্যতে ॥ ২৮

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়া-
মুত্তরভাগে সূতর্ষিসংবাদো নাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

কিং তৎ পাশুপতং জ্ঞানং কথং পশুপতিঃ শিবঃ
কথং ধৌম্যাগ্রজঃ পৃষ্টঃ কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্ম্মণা ॥ ১

বায়ুরুবাচ।

পুরা সাক্ষান্মহেশেন শ্রীকণ্ঠাখ্যেন মন্দরে।
দেব্যৈ দেবেন কথিতং জ্ঞানং পাশুপতং পরম্ ॥ ২
তদেব পৃষ্টং কৃষ্ণেন বিষ্ণুনা বিশ্বযোনিনা
পশুত্বঞ্চ সুরাদীনাং পতিত্বঞ্চ শিবস্য চ ॥ ৩
যথোপদিষ্টং কৃষ্ণায় মুনিনাপ্যুপমন্যুনা।
তথা সমাসতো বক্ষ্যে তচ্ছৃণুধ্বমতন্দ্রিতাঃ ॥ ৪
পুরোপমন্যুমাসীনং বিষ্ণুঃ কৃষ্ণবপুর্দ্ধরঃ।
প্রণিপত্য যথান্যায়মিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি দেব্যৈ দেবেন ভাষিতম্।
দিব্যং পাশুপতং জ্ঞানং বিভূতিঞ্চাস্য কৃৎস্নশঃ ॥৬
কথং পশুপতির্দেবঃ পশবঃ কে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
কৈঃ পাশৈস্তে নিবধ্যন্তে বিমুচ্যন্তে চ তে কথম্ ॥৭
ইতি সঞ্চোদিতঃ শ্রীমানুপমন্যুর্মহামনাঃ।
প্রণম্য দেবং দেবীঞ্চ প্রাহ পৃষ্টো যথা তথা ॥ ৮

উপমন্যুরুবাচ।

ব্রহ্মাদ্যাঃ স্থাবরান্তাশ্চ দেবদেবস্য শূলিনঃ।
পশবঃ পরিকীর্ত্ত্যন্তে সংসারবশবর্ত্তিনঃ ॥ ৯
তেষাং পতিত্বাদ্দেবেশঃ শিবঃ পশুপতিঃ স্মৃতঃ।
মল-মায়াদিভিঃ পাশৈঃ স বধ্নাতি পশূন্ পতিঃ ॥
স এব মোচকস্তেষাং ভক্তানাং সমুপাসিতঃ ॥১১
চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি মায়াকর্ম্মগুণা অমী।

কিংবা কাহাকেও শ্রবণ করায়, তবে সে বিষ্ণু-জ্ঞান লাভ করতঃ তাহার সহিত মুক্তি প্রাপ্ত হয়। ১৫—২৮।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঋষিরা বলিলেন,—সেই পাশুপত জ্ঞান কি? শিবের নাম পশুপতি কেন? অদ্ভুত-কর্ম্মা কৃষ্ণ, ধৌম্যাগ্রজ উপমন্যুকে কিরূপ প্রশ্নই বা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? বায়ু বলি-লেন,—পূর্ব্বে মন্দর পর্ব্বতে সাক্ষাৎ শ্রীকণ্ঠ-নামধেয় মহেশ্বর শিব, দেবী অম্বিকাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাশুপত জ্ঞান বলিয়াছিলেন। তাহাই আবার বিশ্বস্রষ্টা কৃষ্ণরূপী বিষ্ণু উপমন্যুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং দেবতা ও মনুষ্য প্রভৃতির পশুত্ব ও শিবের পশুপতিত্ব বিষয়ও জিজ্ঞাসা করেন। তদ-নন্তর মুনি উপমন্যু কৃষ্ণকে যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, আপ-নারা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে কৃষ্ণ-রূপধারী ভগবান্ বিষ্ণু, উপবিষ্ট উপমন্যু মুনিকে যথাযোগ্য নমস্কার করিয়া এই বাক্য বলিলেন,—হে ভগবন্! ভগবান্ মহাদেব দেবী পার্ব্বতীকে যাহা বলিয়াছিলেন, সেই দিব্য পাশুপত জ্ঞান এবং সেই পশুপতির অণিমাদি বিভূতির বিষয় সমগ্ররূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। ভগবান্ শিব কেন পশুপতি নামে কীর্ত্তিত হন। কাহারাই বা পশু বলিয়া কীর্ত্তিত? কোন্ পাশেই বা তাহারা বদ্ধ হয় এবং কি প্রকারেই বা সেই পাশ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে? উন্নতমনাঃ শ্রীমান্ উপমন্যু এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া দেব এবং দেবীকে প্রণামপুরঃসর প্রশ্নানুসারে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—সংসার-বশবর্ত্তী ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সকলেই দেবদেব শূলীর পশু বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। তাহাদিগের পতি বলিয়া স্বয়ং দেবপতি শিব পশুপতি নামে কথিত হইয়া থাকেন; সেই পশুপতি, ব্রহ্মাদি পশু সকলকে মলময়াদি বিদ্যাপাশে বদ্ধ করেন। আবার তিনিই উপাসিত হইয়া সেই সকল

বিষয়া ইতি কথ্যন্তে পাশা জীবনিবন্ধনাঃ ॥ ১২
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তান্ পশূন্ বদ্ধা মহেশ্বরঃ।
পাশৈরেতৈঃ পতির্দেবঃ কার্য্যং কারয়তি স্বকম্ ॥
তস্যাজ্ঞয়া মহেশস্য প্রকৃতিঃ পুরুষোচিতাম্।
বুদ্ধিং প্রসূতে সা বুদ্ধিরহঙ্কারমহঙ্কৃতিঃ ॥ ১৪
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ তন্মাত্রাপঞ্চকং তথা।
শাসনাদ্দেবদেবস্য শিবস্য শিবদায়িনঃ ॥ ১৫
তন্মাত্রাণ্যপি তস্যৈব শাসনেন মহীয়সা।
মহাভূতান্যশেষাণি ভাবয়ন্ত্যনুপূর্ব্বশঃ ॥ ১৬
ব্রহ্মাদীনাং তৃণান্তানাং দেহিনাং দেহসঙ্গতিম্।
মহাভূতান্যশেষাণি জনয়ন্তি শিবাজ্ঞয়া ॥ ১৭
অধ্যবস্যতি বৈ বুদ্ধিরহঙ্কারোঽভিমন্যতে।
চিত্তং চেতয়তে চাপি মনঃ সঙ্কল্পয়ত্যপি ॥ ১৮
শ্রোত্রাদীনি চ গৃহ্ণন্তি শব্দাদীন্ বিষয়ান্ পৃথক্।
স্বানেব নান্যান্ দেবস্য দিব্যেনাজ্ঞাবলেন বৈ ॥ ১৯
বাগাদীন্যপি যান্যাসংস্থানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
যথাস্বং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি নান্যৎ কিঞ্চিচ্ছিবাজ্ঞয়া ॥
শব্দাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে ক্রিয়ন্তে বচনাদয়ঃ।
অবিলঙ্ঘ্যা হি সর্ব্বেষামাজ্ঞা শম্ভোর্গরীয়সী ॥
অবকাশমশেষাণাং ভূতানাং সম্প্রযচ্ছতি।
আকাশঃ পরমেশস্য শাসনাদেব সর্ব্বগঃ ॥ ২২
প্রাণাদ্যৈশ্চ তথা নামভেদৈরন্তর্বহির্জগৎ।
বিভর্ত্তি সর্ব্বং শর্ব্বস্য শাসনে চ প্রভঞ্জনঃ ॥ ২৩
হব্যং বহতি দেবানাং কব্যং কব্যাশিনামপি।
পাকাদ্যঞ্চ করোত্যগ্নিঃ পরমেশ্বরশাসনাৎ ॥ ২৪
সঞ্জীবনাদ্যং সর্ব্বস্য কুর্ব্বন্ত্যাপস্তদাজ্ঞয়া।
বিশ্বম্ভরা জগন্নিত্যং ধত্তে বিশ্বেশ্বরাজ্ঞয়া ॥ ২৫
দেবান্ পাত্যসুরান্ হন্তি ত্রিলোকমভিরক্ষতি।
আজ্ঞয়া তস্য দেবেন্দ্রঃ সর্ব্বদেবৈরলঙ্ঘ্যয়া ॥ ২৬

ভক্তকে উক্ত পাশ হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন। ১—১১। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব এবং মায়াকৃত কর্ম্মের গুণ বিষয় বলিয়া কথিত হয়, ইহারাই জীবের বন্ধনসাধন বলিয়া পাশ নামে বিখ্যাত। দেব মহেশ্বর, ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত নিখিল পশুকে সেই পাশে বদ্ধ করিয়া নিজ কার্য্য সম্পাদন করেন। প্রকৃতি সেই মহেশের অজ্ঞাতে পুরুষোচিত বুদ্ধি প্রসব করেন; দেবদেব মঙ্গলদাতা শিবের শাসনে আবার সেই বুদ্ধি অহঙ্কারকে প্রসব করেন। অহঙ্কার আবার শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চ তন্মাত্রকে প্রসব করেন। সেই পঞ্চ তন্মাত্র দেবদেবের মহীয়ান্ শাসনে আকাশাদি অনুক্রমে অশেষ মহাভূতকে উৎপাদন করেন। সেই অশেষ মহাভূতও আবার শিবের আজ্ঞায় ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সকল দেহীর জন্ম সম্পাদন করেন। বুদ্ধির কার্য্য অধ্যবসায়; অহঙ্কারের কার্য্য অভিমান; চিত্তের কার্য্য চেতনা এবং মনের কার্য্য সঙ্কল্প। শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, (শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা, ঘ্রাণ) প্রত্যেকে সেই দেবদেবের দিব্য আজ্ঞাবলে স্ব স্ব শব্দাদি বিষয় পৃথক্ পৃথক্ গ্রহণ করে! অন্য কাহাকেও করে না। আর বাগাদি (বাক্, পাণি, পা
পায়ু, উপস্থ) কর্ম্মেন্দ্রিয়, সেই শঙ্করের আ
শানুসারে যথোচিত কর্ম্ম করিয়া থাকে; তদতি
রিক্ত কিছুই করে না। শব্দাদি পাঁ
(শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) গ্রাহ্য-বিষয় এ
বচনাদি পাঁচটি (বচন, আদান, চলন, মলত্যা
ও মূত্রোৎসর্গ) কার্য্য বিষয় বলিয়া কথি
১২—২০। প্রভু শম্ভুর অনতিক্রমণীয় গরী
আজ্ঞামত এই সকল প্রকৃত্যাদি অশেষ ভূ
আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। সেই পরমেশের আজ্ঞা
আকাশ সর্ব্বব্যাপী। বায়ু সেই মহাদে
আজ্ঞায় প্রাণাদি (প্রাণ, অপান, সমান, উদা
ব্যান,) নামভেদে এই জগতের অন্তর ও বা
রের ধারণকর্ত্তা। অগ্নি সেই মহেশ্বরের শাস
দেবতাদিগের হব্য ও কব্যভোক্তা পিতৃলো
কব্যের বাহক এবং পাকাদিকারক।
তাঁহারই আজ্ঞায় সকলের জীবন রক্ষা কর
সেই বিশ্বেশ্বরের শাসনে বিশ্বম্ভরা পৃথিবী বি
ধারণ করিতেছেন। তাঁহার শাসন স
দেবতার অলঙ্ঘনীয়; তাঁহারই শাসনে দে
দেবতাদিগকে পালন, অসুরগণকে নিধ
ত্রিলোককে রক্ষা করিতেছেন। শিবের আ
ধর্ম্মরাজ জীবিত অধার্ম্মিককে রোগ দিয়া ও

জীবানাং ব্যাধিভিঃ পীড়াং মৃতানাঞ্চৈব যাতনাম্।
অধার্ম্মিকাণাং ধর্ম্মেশঃ করোতি শিবশাসনাৎ ॥ ২৭
নির্ঋতির্বিধিহীনানাং ফলং হরতি কর্ম্মণাম্।
নিশাচরাধিপত্যঞ্চ কুরুতে শঙ্করাজ্ঞয়া ॥ ২৮
আধিপত্যমপাং নিত্যং কুরুতে বরুণো মুনে।
পাশৈর্বধ্নাতি বধ্যাংশ্চ পরমেশ্বরশাসনাৎ ॥ ২৯
দদাতি নিত্যং যক্ষেন্দ্রো দ্রবিণং দ্রবিণেশ্বরঃ।
পুণ্যানুরূপং ভূতেভ্যঃ পুরুষস্যানুশাসনাৎ ॥ ৩০
করোতি সম্পদঃ শশ্বজ্ জ্ঞানঞ্চৈব সুমেধসাম্।
নিগ্রহঞ্চাপ্যসাধূনামীশানঃ শিবশাসনাৎ।
ধত্তে তু ধরণীং মূর্দ্ধ্না শেষঃ শিবনিয়োগতঃ ॥ ৩১
যামাহুস্তামসীং রৌদ্রীং মূর্ত্তিমন্তকরীং হরেঃ।
সৃজত্যশেষমীশস্য শাসনাচ্চতুরাননঃ ॥ ৩২
তিসৃভির্মূর্ত্তিভিঃ স্বাভিঃ পাতি চান্তে নিহন্তি চ।
বিষ্ণুঃ পালয়তে বিশ্বং বিশ্বেশ্বরনিয়োগতঃ ॥ ৩৩
সৃজতে গ্রসতে চাপি স্বকাভিস্তনুভিস্তথা।
হরত্যন্তে জগৎ সর্ব্বং হরস্তস্যৈব শাসনাৎ ॥ ৩৪
সৃজত্যপি চ বিশ্বাত্মা ত্রিধাভিন্নস্তু রক্ষতি ॥ ৩৫

কালঃ করোতি সকলং কালঃ সংহরতি প্রজাঃ।
কালঃ পালয়তে বিশ্বং কালাকালস্য শাসনাৎ ॥ ৩৬
ত্রিভিরংশৈর্জগদ্বিভ্রৎ তেজোভির্বৃষ্টিমাদিশন্।
দিবি বর্ত্তত্যসৌ ভানুর্দেবদেবস্য শাসনাৎ ॥ ৩৭
পুষ্ণাত্যোষধিজাতানি ভূতানি হ্লাদয়ত্যপি।
দেবৈশ্চ পীয়তে চন্দ্রশ্চন্দ্রভূষণশাসনাৎ ॥ ৩৮
আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
খেচরা ঋষয়ঃ সিদ্ধা ভোগিনো মনুজা মৃগাঃ ॥ ৩৯
পশবঃ পক্ষিণশ্চৈব কীটাদ্যাঃ স্থাবরাণি চ।
নদ্যঃ সমুদ্রা গিরয়ঃ কাননানি সরাংসি চ ॥ ৪০
বেদাঃ সাঙ্গাশ্চ শাস্ত্রাণি মন্ত্রাঃ স্তোমমখাদয়ঃ।
কালাগ্ন্যাদি-শিবান্তানি ভুবনানি সহাধিপৈঃ ॥ ৪১
ব্রহ্মাণ্ডান্যপ্যসংখ্যানি তেষামাবরণানি চ।
বর্ত্তমানান্যতীতানি ভবিষ্যন্ত্যপি কৃৎস্নশঃ ॥ ৪২
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব কালভেদাঃ কলাদয়ঃ।

অধার্ম্মিককে নরক-যন্ত্রণা দিয়া কষ্ট দিতেছেন। হে কৃষ্ণ! রাক্ষসপতি নিঋতিও তাঁহার নিয়োগানুসারে বিধিহীন কর্ম্মের ফলনাশ ও রাক্ষসগণের আধিপত্য করিতেছেন; বরুণও জলে নিয়ত আধিপত্য এবং বন্ধনীয় সকলকে পাশে বন্ধন করিতেছেন; ধনপতি কুবের সেই পরমপুরুষের আজ্ঞামত প্রাণীদিগকে পুণ্যানুরূপ সতত ধনদান করিতেছেন। তাঁহার শাসনে ঈশান সম্পত্তি-প্রদান, সুমেধার জ্ঞান-বর্দ্ধন এবং অসাধুর নিগ্রহ করিতেছেন। অনন্ত শিবের আজ্ঞায় মস্তকে ধরণীভার বহন করিতেছেন। ২১—৩১। ঐ অনন্তের মূর্ত্তি হরির তামসী রৌদ্রী ও অন্তকরী মূর্ত্তি বলিয়া কথিত হয়। চতুরানন ব্রহ্মা সেই ঈশের নিয়োগে স্বকীয় তিন মূর্ত্তি-ভেদে সকলকে সৃজন, পালন ও অন্তকালে নিধন করিতেছেন; বিষ্ণুও তাঁহার অনুমতিক্রমে স্বকীয় পৃথক্ পৃথক্ তনু দ্বারা বিশ্বের পালন, সৃজন এবং গ্রাস করিতেছেন; এবং বিশ্বমূর্ত্তি হরও তাঁহার অনুজ্ঞায় এই অখিল জগতের

সৃজনকর্ত্তা, পালক ও অন্তকালে সংহারক হইয়াছেন। এই যে কাল সকলকে সৃষ্টি করিতেছেন, কালই সকল প্রজাকে সংহার করিতেছেন এবং কালই বিশ্বের পালন করিতেছেন, ইহাও তাঁহারই শাসনানুসারে। তিনি কালেরও কালস্বরূপ। স্বীয় তিন অংশ দ্বারা এই জগতের ধারণকর্ত্তা ভানু সেই দেবদেবের শাসনে তেজ দ্বারা বৃষ্টির কারণস্বরূপ হইয়া অন্তরীক্ষে বর্ষণ করিয়া থাকেন। সেই চন্দ্রশেখরের নিয়োগানুসারে চন্দ্র, ওষধিসমূহের পোষণ ও সকল ভূতের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াও দেবতাদিগের পেয় হইয়াছেন। আদিত্যগণ, অষ্টবসু, রুদ্র সকল, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ (উনপঞ্চাশৎ বায়ু), খেচরসমূহ, ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, মনুষ্য, সর্প, পক্ষী ও কীট প্রভৃতি প্রাণী সকল; নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, কানন, সরোবর প্রভৃতি স্থাবর; সাঙ্গ বেদ, শাস্ত্র, মন্ত্র, যাগযজ্ঞাদি; কাল ও অগ্ন্যাদি শিব পর্য্যন্ত ভুবন সকল ও তাহার অধিপতিসমূহ; অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ও তাহাদিগের আবরণ, সমুদয় ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান; দিক্, বিদিক্; কলা কাষ্ঠা মুহূর্ত্ত প্রভৃতি কালভেদ—এই সকল,

যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রুয়তেঽপি বা।
তৎ সর্ব্বং শঙ্করস্যাজ্ঞাবলেন সমধিষ্ঠিতম্॥ ৪৩
আজ্ঞাবলাৎ তস্য ধরা স্থিতেহ
ধরাধরা বারিধরাঃ সমুদ্রাঃ।
জ্যোতির্গণাঃ শক্রমুখাশ্চ দেবাঃ
স্থিরং চরং বা চিদচিদ্‌যদস্তি॥ ৪৪

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়া-
মুত্তরভাগে পাশুপতজ্ঞাননিরূপণং নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

উপমন্যুরুবাচ।

অত্যাশ্চর্য্যমিদং কৃষ্ণ শম্ভোরমিতকর্ম্মণঃ।
আজ্ঞাকৃতং শৃণুষ্বৈতচ্ছ্রুতং শ্রুতিমুখে ময়া॥ ১
পুরা কিল সুরাঃ সেন্দ্রা বিবদন্তঃ পরস্পরম্।
অসুরান্ সমরে জিত্বা জেতাহমহমিত্যুত॥ ২
তদা মহেশ্বরস্তেষাং মধ্যতোঽবরবেষধৃক্।
স্বলক্ষণৈর্বিহীনাঙ্গঃ স্বয়ং যক্ষ ইবাভবৎ॥ ৩
স তানাহ সুরানেকং তৃণমাদায় ভূতলে।
য এতদ্বিকৃতং কর্ত্তুং ক্ষমেত স তু দৈত্যজিৎ॥
যক্ষস্য বচনং শ্রুত্বা বজ্রপাণিঃ শচীপতিঃ।
কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধো বিহস্যৈনং তৃণমাদাতুমুদ্যতঃ॥
ন তৎ তৃণমুপাদাতুং মনসাপি চ শক্যতে।
যথা তথাপি তচ্ছেত্তুং বজ্রং বজ্রধরোঽসৃজৎ॥
তদ্বজ্রং নিজবজ্রেণ সংসৃষ্টমিব সর্ব্বতঃ।
তৃণেনাভিহতং তেন তির্য্যগগ্রং পপাত হ॥ ৭
তং তথান্যে সুসংরব্ধা লোকপালা মহাবলাঃ।
সসৃজুস্তৃণমুদ্দিশ্য স্বায়ুধানি সহস্রশঃ॥ ৮
প্রজজ্বাল মহাবহ্নিঃ প্রচণ্ডঃ পবনো ববৌ।
প্রবুদ্ধোঽপাং পতির্যদ্বৎ প্রলয়ে সমুপস্থিতে॥ ৯
এবং দেবৈঃ সমারব্ধং তৃণমুদ্দিশ্য যত্নতঃ।
ব্যর্থমাসীদহো কৃষ্ণ যক্ষস্যাজ্ঞাবলেন বৈ॥ ১০

অধিক আর কি বলিব, যাহা কিছু এই জগতে দৃষ্টি ও শ্রুতির গোচর হইয়া থাকে, তৎসমস্তই সেই শঙ্করের আজ্ঞাবলে অধিষ্ঠান করিয়া রহিয়াছে। তাঁহার আজ্ঞাবলে পৃথিবী, পর্ব্বত, মেঘ, সমুদ্র, নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃপদার্থগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ, নিখিল চেতন অচেতন পদার্থ এবং স্থাবর জঙ্গম সকলই এই জগতে অবস্থান করিয়া আছে। ৩২—৪৪।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

উপমন্যু বলিলেন,—হে বাসুদেব! যাহা আমি বেদাদিতে শুনিয়াছি, অমিতকর্ম্মা শম্ভুর আজ্ঞা-নিষ্পন্ন সেই সকল আশ্চর্য্যজনক কার্য্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রসিদ্ধি আছে যে, পূর্ব্বে ইন্দ্রাদি দেবগণ সমরে অসুরজয়ী হইয়া "আমি জেতা" "আমি জেতা" এইরূপে পরস্পরে বিবাদ করিতে লাগিলেন। তখন স্বয়ং মহেশ্বর স্বকীয় ঈশ্বররূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক নী[illegible] বেশ ধারণ করত যক্ষের সদৃশ হইয়া তাঁহাদি[illegible] মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর তিনি [illegible] দেবগণকে বলিলেন যে, যিনি ভূতলস্থিত [illegible] একটী তৃণ লইয়া বিকৃত করিতে সমর্থ হইব[illegible] তাহাকেই দৈত্যজয়ী বলা যাইবে। বজ্র[illegible] ইন্দ্র, যক্ষরূপী ভগবানের এই বচনে ক্রুদ্ধ হই[illegible] তাঁহাকে উপহাস করত সেই তৃণগ্রহণে উ[illegible] হইলেন, কিন্তু ইন্দ্র সেই তৃণকে মনেও [illegible] করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন সেই [illegible] ছেদন করিবার নিমিত্ত বজ্রধর ইন্দ্র বজ্র [illegible] করিলেন, কিন্তু সেই বজ্রসদৃশ তৃণের [illegible] মাত্রেই ইন্দ্রের বজ্র কুণ্ঠিতাগ্র হইয়া [illegible] হইল। সেই প্রকার মহাবল অগ্ন্যাদি [illegible] পালগণও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই [illegible] উদ্দেশে সহস্র সহস্র অস্ত্র নিক্ষেপ ক[illegible] লাগিলেন। ১—৮। তখন মহাবহ্নি প্র[illegible] হইল, প্রচণ্ড পবন বহিতে লাগিল এবং প্র[illegible] কাল উপস্থিত হইলে যাদৃশ বর্দ্ধিত হয়, স[illegible] তৎকালে তদ্রূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। হে কৃ[illegible] কিন্তু তৃণের নিমিত্ত দেবতাদিগের এহেন [illegible] সমারম্ভ (উদ্যোগ) ও সেই যক্ষের আজ্ঞা[illegible]

তদাহ যক্ষং দেবেন্দ্রঃ কো ভবানিত্যমর্ষিতঃ।
ততঃ স পশ্যতামেব তেষামন্তরধীয়ত ॥ ১১
তদন্তরে হৈমবতী দেবী দিব্যবিভূষণা।
অবিরাসীন্নভোরঙ্গে শোভমানা শুচিস্মিতা ॥ ১২
তাং দৃষ্ট্বা বিস্ময়াবিষ্টা দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ।
প্রণম্য যক্ষং পপ্রচ্ছুঃ কোঽসৌ যক্ষো বিলক্ষণঃ॥
সাব্রবীৎ সস্মিতং দেবী স যুষ্মাকমগোচরঃ।
তেনেদং ভ্রাম্যতে চক্রং সংসারাখ্যং চরাচরম্ ॥১৪
তেনাদৌ ক্রিয়তে বিশ্বং তেন সংহ্রিয়তে পুনঃ।
ন তস্য নিয়মঃ কশ্চিৎ তেন সর্ব্বং নিয়ম্যতে ॥১৫
ইত্যুক্ত্বা সা মহাদেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত।
দেবাশ্চ বিস্মিতাঃ সর্ব্বে তাং প্রণম্য দিবং যযুঃ ॥

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়া-
মুত্তরভাগে দিক্‌পতিগর্ব্বনাশোপাখ্যানে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

বিফল হইয়া গেল। তদ্দর্শনে দেবেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া যক্ষরূপধারী মহেশকে বলিলেন,—তুমি কে? কিন্তু তাঁহারা দেখিতে দেখিতেই তিনি অন্তর্হিত হইলেন। সেই সময়ে শোভাশালিনী দিব্যবিভূষণা মৃদু-হাসিনী দেবী গিরিরাজতনয়া নভোরঙ্গে আবির্ভূতা হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রণতিপুরঃসর জিজ্ঞাসা করিলেন,—ঐ অসামান্য যক্ষ কে? অনন্তর দেবী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—যাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তিনি তোমাদিগের অগোচর। তিনিই চরাচর এই সংসার-চক্রকে ভ্রমণ করাইতেছেন। তিনিই প্রথমে এই বিশ্বের স্রষ্টা, আবার তিনিই সংহর্ত্তা। কোন নিয়মই তাঁহার নিয়ামক নহে, অথচ তিনি সকলের নিয়ন্তা। এই কথা বলিয়া মহাদেবী সেখান হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। দেবগণও তাঁহাকে নমস্কার করত বিস্মিত-চিত্তে স্বর্গে গমন করিলেন। ৯—১৬।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

উপমন্যুরুবাচ।

শৃণু কৃষ্ণ মহেশস্য শিবস্য পরমাত্মনঃ।
মূর্ত্ত্যাত্মভিস্ততং কৃৎস্নং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ১
স শিবঃ সর্ব্বমেবেদং স্বকীয়াভিশ্চ মূর্ত্তিভিঃ।
অধিতিষ্ঠত্যমেয়াত্মা যৎ তৎ সর্ব্বস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ২
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রো মহেশানঃ সদাশিবঃ।
মূর্ত্তয়স্তস্য বিজ্ঞেয়া যাভির্বিশ্বমিদং ততম্ ॥ ৩
অথান্যাশ্চাপি তনবঃ পঞ্চ ব্রহ্মসমাহ্বয়াঃ।
তনুভিস্তাভিরব্যাপ্তমিহ কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে ॥ ৪
ঈশানঃ পুরুষোঽঘোরো বামঃ সদ্যস্তথৈব চ।
ব্রহ্মাণ্যেতানি দেবস্য মূর্ত্তয়ঃ পঞ্চ বিশ্রুতাঃ ॥ ৫
ঈশানাখ্যা তু যা তস্য মূর্ত্তিরাদ্যা গরীয়সী।
ভোক্তারং প্রকৃতেঃ সাক্ষাৎ ক্ষেত্রজ্ঞমধিতিষ্ঠতি ॥
স্থাণোস্তৎপুরুষাখ্যা যা মূর্ত্তির্মূর্ত্তিমতঃ প্রভোঃ।
গুণাশ্রয়াত্মকং ভোগ্যমব্যক্তমধিতিষ্ঠতি ॥ ৭

চতুর্থ অধ্যায়।

উপমন্যু বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! পরমাত্মা মহেশ্বর শিবের মূর্ত্তি সকল এই চরাচর অখিল জগৎকে যে ব্যাপিয়া আছেন, তদ্বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। অমেয়াত্মা শিব স্বকীয় মূর্ত্তিসমূহ দ্বারা এই সকলে অধিষ্ঠান করিতেছেন বলিয়া তিনি "সর্ব্ব" নামে কীর্ত্তিত হন। তাঁহার যে সকল মূর্ত্তি এই বিশ্ব বিস্তার করিয়াছেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, মহেশ্বর ও সদাশিবই সেই মূর্ত্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার অন্য পঞ্চ মূর্ত্তি পঞ্চ ব্রহ্ম নামে কথিত হয়। এই জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা তাঁহার ঐ পঞ্চ মূর্ত্তি দ্বারা পরিব্যাপ্ত নহে। দেবদেবের পাঁচ মূর্ত্তি—ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব, সদ্যোজাত, এই পাঁচ ব্রহ্ম নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার ঈশান নামে যে গরীয়সী প্রথম মূর্ত্তি, সাক্ষাৎ প্রকৃতিভোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষে সেই মূর্ত্তি অধিষ্ঠান করিতেছেন। মূর্ত্তিমান্ প্রভু গিরিশের তৎ-

ধর্ম্মাদ্যষ্টাঙ্গসংযুক্তং বুদ্ধিতত্ত্বং পিনাকিনঃ।
অধিতিষ্ঠত্যতে ঘোরাখ্যা মূর্ত্তিরত্যন্তপূজিতা॥ ৮
বামদেবাহ্বয়া মূর্ত্তির্মহাদেবস্য বেধসঃ।
অহঙ্কৃতেরধিষ্ঠাত্রীমাহুরাগমবেদিনঃ॥ ৯
সদ্যোজাতাহ্বয়াং মূর্ত্তিং শম্ভোরমিতবর্চ্চসঃ।
মনসঃ সমধিষ্ঠাত্রীং মতিমন্তঃ প্রচক্ষতে॥ ১০
শ্রোত্রস্য বাচঃ শব্দস্য বিভোর্ব্যোমস্তথৈব চ।
ঈশ্বরীমীশ্বরস্যৈব তামীশাখ্যাং বিদুর্বুধাঃ॥ ১১
ত্বক্-পাণি-স্পর্শ-বায়ূনামীশ্বরীং মূর্ত্তিমৈশ্বরীম্।
পুরুষাখ্যাং বিদুঃ সর্ব্বে পুরাণার্থবিশারদাঃ॥ ১২
চক্ষুষশ্চরণস্যাপি রূপস্যাগ্নেস্তথৈব চ।
অঘোরাখ্যামধিষ্ঠাত্রীং মূর্ত্তিমাহুর্মনীষিণঃ॥ ১৩
রসনায়াশ্চ পায়োশ্চ রসস্যাপাং তথৈব চ।
ঈশ্বরীং বামদেবাখ্যাং মূর্ত্তিং তন্নিরতা বিদুঃ॥ ১৪
ঘ্রাণস্য চৈবোপস্থস্য গন্ধস্য চ ভুবস্তথা।
সদ্যোজাতাহ্বয়াং মূর্ত্তিমীশ্বরীং সম্প্রচক্ষতে॥১৫
মূর্ত্তয়ঃ পঞ্চ দেবস্য বন্দনীয়াঃ প্রযত্নতঃ।
শ্রেয়োঽর্থিভির্নরৈর্নিত্যং শ্রেয়সামেব হেতবঃ॥১৬

তস্য দেবাধিদেবস্য মূর্ত্ত্যষ্টকময়ং জগৎ।
তস্মিন্ ব্যাপ্য স্থিতং বিশ্বং সূত্রে মণিগণা ইব।
শর্ব্বো ভবস্তথা রুদ্র উগ্রো ভীমঃ পশোঃপতিঃ
ঈশানশ্চ মহাদেবো মূর্ত্তয়শ্চাষ্ট বিশ্রুতাঃ।
ভূম্যম্ভোঽগ্নিমরুদ্ব্যোম-ক্ষেত্রজ্ঞার্কনিশাকরাঃ।
অধিষ্ঠিতা মহেশস্য শর্ব্বাদ্যৈরষ্টমূর্ত্তিভিঃ॥ ১
চরাচরাত্মকং বিশ্বং ধত্তে বিশ্বম্ভরাত্মিকা।
শার্ব্বী শর্ব্বাহ্বয়া মূর্ত্তিরিতি শাস্ত্রস্য নিশ্চয়ঃ।
সঞ্জীবনং সমস্তস্য জগতঃ সলিলাত্মকম্।
ভব ইত্যুচ্যতে মূর্ত্তির্ভবস্য পরমাত্মনঃ॥ ২১
বহিরন্তর্জগদ্বিশ্বং ব্যাপ্য তেজোময়ী শুভা।
রৌদ্রী রুদ্রাহ্বয়া মূর্ত্তিরাস্থিতা ঘোররূপিণী।
স্পন্দয়ন্ পবনো বিশ্বং বিভর্ত্তি স্পন্দতে স্বয়
উগ্র ইত্যুচ্যতে সদ্ভির্মূর্ত্তিরুগ্রস্য বেধসঃ॥ ২৩
সর্ব্বাবকাশদা সর্ব্বব্যাপিকা গগনাত্মিকা।
মূর্ত্তির্ভীমস্য ভীমাখ্যা ভূতবৃন্দস্য ভেদিকা।

পুরুষ নামে দ্বিতীয় মূর্ত্তি সত্ত্বাদি-গুণাশ্রয় ভোগ্য প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত আছেন। পিনাকীর অত্যন্ত পূজনীয় অঘোরাখ্য তৃতীয় মূর্ত্তি ধর্ম্মাদি-অষ্টাঙ্গ-সংযুক্ত বুদ্ধিতত্ত্বে অবস্থান করিতেছেন। শাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিমানেরা অমিততেজা বেধাঃ মহাদেবের বামদেব নামধেয় চতুর্থ মূর্ত্তিকে অহঙ্কারের অধিষ্ঠাত্রী এবং সদ্যোজাত নামে পঞ্চম মূর্ত্তিকে মনের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ১—১০। পুরাণার্থ-বিশারদ পণ্ডিতেরা ঈশ্বরের পূর্ব্বোক্ত ঈশানাখ্যা মূর্ত্তিকে শ্রোত্র, বাক্, শব্দ, বিভু ও ব্যোমের; তৎপুরুষনাম্নী মূর্ত্তিকে ত্বক্, পাণি, স্পর্শ ও বায়ুর; অঘোরনাম্নী মূর্ত্তিকে চক্ষু, চরণ, রূপ ও অগ্নির এবং বামদেবাখ্য মূর্ত্তিকে জিহ্বা, পায়ু, রস ও জলের ঈশ্বরী বলিয়া জানেন। আর সেই সদ্যোজাতনাম্নী মূর্ত্তিকে ঘ্রাণ, গন্ধ পৃথিবী ও উপস্থের ঈশ্বরী বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এই পাঁচ মূর্ত্তি সততই শ্রেয়ের নিদান, অতএব শ্রেয়ঃপ্রার্থী মনুষ্যের সেই সকল মূর্ত্তিকে প্রযত্নপূর্ব্বক বন্দনা করা কর্ত্তব্য। সেই দেবাধিদেবের মূর্ত্তিময় এই নিখিল জগৎ সেই অষ্ট মূর্ত্তি সূত্রে মণিগণের ন্যায়, ব্যাপিয়া রহিয়া কপর্দ্দীর সেই সকল অষ্টসংখ্যক মূর্ত্তি ভব, রুদ্র উগ্র, ভীম, পশুপতি, ঈশান মহাদেব এই আট নামে প্রসিদ্ধ। শর্ব্বাদি অষ্টমূর্ত্তিই ক্ষিতি, জল, অনল, আকাশ, ক্ষেত্রজ্ঞ, সূর্য্য ও চন্দ্রে অধিষ্ঠান করিতেছেন। ১১—১৯। শাস্ত্রনিশ্চয় যে, পরমাত্মা শর্ব্বের রূপিণী শর্ব্ব নামে মূর্ত্তি স্থাবর-জঙ্গম বিশ্বকে ধারণ করিতেছেন। জল-রূপিণী নামে দ্বিতীয় মূর্ত্তি সমস্ত জগতের জীবন করিতেছেন। রুদ্রের অঘোররূপিণী তেজোময়ী রুদ্রাখ্যা মূর্ত্তি জগতের এবং অন্তরে ব্যাপিয়া অধিষ্ঠান করিতে বেধা উগ্রের পবনাত্মিকা যে মূর্ত্তি এই স্পন্দিত করিয়া ধারণ করিতেছেন এবং স্পন্দিত হইতেছেন, পণ্ডিতেরা সেই 'উগ্র' নামে আখ্যাত করেন। সকলের কাশদায়িনী গগনময়ী ভীমের ভীমাখ্যা

সর্ব্বাত্মনামধিষ্ঠাত্রী সর্ব্বক্ষেত্রনিবাসিনাম্।
মূর্ত্তিঃ পশুপতের্জ্ঞেয়া পশু-পাশ-নিকৃন্তনী ॥ ২৫
দীপয়ন্তী জগৎ সর্ব্বং দিবাকরসমাহ্বয়া।
ঈশানাখ্যা মহেশস্য মূর্ত্তির্দিবি বিসর্পতি ॥ ২৬
আপ্যায়য়তি যো বিশ্বমমৃতাংশুর্নিশাকরঃ।
মহাদেবস্য সা মূর্ত্তির্মহাদেবসমাহ্বয়া ॥ ২৭
আত্মনশ্চাষ্টমী মূর্ত্তিঃ শিবস্য পরমাত্মনঃ।
ব্যাপিকেতরমূর্ত্তীনাং বিশ্বং তস্মাচ্ছিবাত্মকম্ ॥ ২৮
বৃক্ষমূলস্য সেকেন শাখাঃ পুষ্যন্তি বৈ যথা।
শিবস্য পূজয়া তদ্বৎ পুষ্যত্যস্য বপুর্জগৎ ॥ ২৯
সর্ব্বাভয়প্রধানঞ্চ সর্ব্বানুগ্রহণং তথা।
সর্ব্বোপকারকরণং শিবস্যারাধনং বিদুঃ ॥ ৩০
যথেহ পুত্রপৌত্রাদেঃ প্রীত্যা প্রীতো ভবেৎ পিতা
তথা সর্ব্বস্য সম্প্রীত্যা প্রীতো ভবতি শঙ্করঃ ॥৩১
দেহিনো যস্য কস্যাপি ক্রিয়তে যদি নিগ্রহঃ।
অনিষ্টমষ্টমূর্ত্তেস্তৎ কৃতমেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩২
অষ্টমূর্ত্ত্যাত্মনা বিশ্বমধিষ্ঠায় স্থিতং শিবম্।
ভজস্ব সর্ব্বভাবেণ রুদ্রং পরমকারণম্ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়-
মুত্তরভাগে মহেশস্যাষ্টমূর্ত্তিত্বকথনং
নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

সকল ভূতের ভেদসাধন করত এই অখিল বিশ্বকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। সর্ব্বক্ষেত্র-নিবাসী সর্ব্ব-রূপী ক্ষেত্রজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী পশুপতিনাম্নী পশুপতির ষষ্ঠ মূর্ত্তি পশুদিগের পাশবন্ধন ছেদন করিতেছেন। নিখিল জগতের দীপ্তিজনিকা দিবাকরস্বরূপা মহেশের ঈশানাখ্য মূর্ত্তি আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। আর কপর্দীর সোমময়ী মহাদেবাভিধানা মূর্ত্তি সুধাংশু-বর্ষণে অখিল ভুবনের আনন্দোৎপাদন করিতেছেন। পরমাত্মা শিবের ঐ অষ্টম মূর্ত্তি স্বীয় অপর মূর্ত্তিগুলিকে ব্যাপিয়া আছেন বলিয়া, বিশ্ব শিবাত্মক নামে প্রসিদ্ধ। যেরূপ বৃক্ষমূলে সেচন করিলে শাখার পুষ্টি জন্মে, সেইরূপ শিবপূজায় তাঁহার জগৎরূপ শরীর পুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। আগমজ্ঞেরা, শিবারাধনা সকলের অভয়দায়িনী এবং অনুগ্রহ ও উপকার-কারিণী বলিয়া উপদেশ দেন। পিতা যেরূপ পুত্র-পৌত্রাদির আমোদে আমোদী হইয়া থাকেন, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকণ্ঠ এই অখিল বিশ্বের প্রীতিতে প্রীত হইয়া থাকেন। যদি কেহ কোন দেহীর নিগ্রহ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অষ্টমূর্ত্তি সেই নিগ্রহের ভাজন হন। যিনি এইরূপে স্বকীয় অষ্টমূর্ত্তিতে এই অখিল বিশ্বে অধিষ্ঠান করিতেছেন, হে কৃষ্ণ! সেই পরম-নিদান বিরূপাক্ষ ধূর্জ্জটিকে ভজনা করুন। ২০—৩৩।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ভগবন্ পরমেশস্য সর্ব্বস্যামিততেজসঃ।
মূর্ত্তিভির্বিশ্বমেবেদং যথা ব্যাপ্তং তথা শ্রুতম্ ॥ ১
অথৈতজ্জ্ঞাতুমিচ্ছামি যাথাত্ম্যং পরমেশয়োঃ।
স্ত্রীপুম্ভাবাত্মকঞ্চেদং তাভ্যাং কথমধিষ্ঠিতম্ ॥ ২

উপমন্যুরুবাচ।

শ্রীমদ্বিভূতিং শিবয়োর্যাথাত্ম্যঞ্চ সমাসতঃ।
বক্ষ্যে তদ্বিস্তরাদ্বক্তুং ভবেনাপি ন শক্যতে ॥ ৩
শক্তিঃ সাক্ষান্মহাদেবী মহাদেবঃ স শক্তিমান্।

পঞ্চম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে ভগবন্! অমিত-তেজা পরমেশ্বর শিবের মূর্ত্তি এই বিশ্বকে যেরূপ ভাবে ব্যাপিয়া আছেন, তাহা শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে জানিতে ইচ্ছা করি যে, ভব ও ভবানীর যথার্থ স্বরূপ কি এবং কিরূপেই বা তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষভাবে এই জগতে অধিষ্ঠান করিতেছেন? উপমন্যু বলিলেন,—শিব ও সর্ব্বাণীর বিভূতি এবং যথার্থ স্বরূপ আমি সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। উহা

তয়োর্বিভূতিলেশো বৈ সর্ব্বমেতচ্চরাচরম্ ॥ ৪
বস্তু কিঞ্চিদচিদ্রূপং কিঞ্চিদ্বস্তু চিদাত্মকম্ ।
দ্বয়ং শুদ্ধমশুদ্ধঞ্চ পরঞ্চাপরমেব চ ॥ ৫
যৎ সংসরতি চিচ্চক্রমচিচ্চক্রসমন্বিতম্ ।
তদেবাশুদ্ধমপরমিতরং তু পরং শুভম্ ॥ ৬
অপরঞ্চ পরঞ্চৈব দ্বয়ং চিদচিদাত্মকম্ ।
শিবস্য চ শিবায়াশ্চ স্বাম্যঞ্চৈতৎ স্বভাবতঃ ॥ ৭
শিবয়োর্বৈ বশং বিশ্বং ন বিশ্বস্য বশে শিবৌ ।
ঈষিতব্যমিদং যস্মাৎ তস্মাদ্বিশ্বেশ্বরৌ শিবৌ ॥ ৮
যথা শিবস্তথা দেবী যথা দেবী তথা শিবঃ ।
নানয়োরন্তরং বিদ্যাচ্চন্দ্র-চন্দ্রিকয়োরিব ॥ ৯
চন্দ্রো ন খলু ভাত্যেষ যথা চন্দ্রিকয়া বিনা ।
ন ভাতি বিদ্যমানোঽপি তথা শক্ত্যা বিনা শিবঃ

প্রভয়া হি বিনা যদ্বদ্ভানুরেষ ন বিদ্যতে ।
প্রভা চ ভানুনা তেন সুতরাং তদপাশ্রয়া ॥ ১১
এবং পরস্পরাপেক্ষা শক্তি-শক্তিমতোঃ স্থিতিঃ ।
ন শিবেন বিনা শক্তির্ন শক্ত্যা চ বিনা শিবঃ ॥ ১২
শক্তো যয়া শিবো নিত্যং ভুক্তৌ মুক্তৌ চ দেহিনাম্
আদ্যা সৈকা পরা শক্তিশ্চিন্ময়ী শিবসংশ্রয়া ॥ ১৩
যামাহুরখিলেশস্য তৈস্তৈরনুগুণৈর্গুণৈঃ ।
সমানধর্ম্মিণীমেব শিবস্য পরমাত্মনঃ ॥ ১৪
সৈকা পরা চ চিদ্রূপা শক্তিঃ প্রসবধর্ম্মিণী ।
বিভজ্য বহুধা বিশ্বং বিদধাতি শিবেচ্ছয়া ॥ ১৫
সা মূলপ্রকৃতির্মায়া ত্রিগুণা ত্রিবিধা স্মৃতা ।
শিবয়া চ বিপর্য্যস্তং যয়া ততমিদং জগৎ ॥ ১৬
একধা চ দ্বিধা চৈব তথা শতসহস্রধা ।
শক্তয়ঃ খলু ভিদ্যন্তে বহুধা ব্যবহারতঃ ॥ ১৭

বিস্তাররূপে বর্ণন করিতে মহাদেবেরও সামর্থ্য নাই। মহাদেবী সাক্ষাৎ শক্তি ও মহাদেব সেই শক্তিযুক্ত বলিয়া কথিত হন এবং তাঁহাদিগের বিভূতি-লেশই এই চরাচর জগৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কতক বস্তু চেতন ও কতক অচেতন বা জড় বলিয়া বিদিত আছে এবং সেই দুই বস্তুই যথাক্রমে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ, পর ও অপর বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। অজ্ঞান-সমূহ-সমন্বিত যে বস্তু চৈতন্য-চক্রে মিলিত হয়, তাহাকে শাস্ত্রবিশারদেরা অশুদ্ধ এবং অপর; আর এতদ্ভিন্নকে অর্থাৎ চৈতন্য-সমন্বিত চিচ্চক্র-সংসর্গী বস্তুকে শুদ্ধ এবং পর বলিয়া থাকেন। সেই পর এবং অপর বস্তু যথাক্রমে চেতন ও অচেতন হইয়া থাকে। ঐ দুইটীই স্বভাবতঃ দেবদেবীর স্বরূপ বলিয়া কথিত আছে। এই বিশ্ব সেই শিব-পার্ব্বতীর অধীনে, কিন্তু তাঁহারা বিশ্বের অধীন নহেন। এই বিশ্বের নিয়ন্তা বলিয়া তাঁহারা বিশ্বেশ্বর ও বিশ্বেশ্বরী নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সেই মহেশ্বর উমা-রূপী এবং উমাও মহেশ্বর-রূপিণী; চন্দ্র ও কৌমুদীর ন্যায় এই উভয়ের কোন ভেদ নাই, জানিবেন। যেমন সেই নিশাকর কৌমুদী ভিন্ন শোভাবিহীন হইয়া থাকেন, সেইরূপ শিবও শক্তি ব্যতিরেকে প্রকাশিত হইতে অসমর্থ হন। ১—১০। যেমন এই দৃশ্যমান সূর্য্য প্রভাহীন হইয়া অবস্থান করেন না এবং সেই প্রভাও সূর্য্য ব্যতিরেকে অন্য কাহাতেও থাকে না, সেই প্রকার শক্তি ও শক্তিমান্ পরস্পর-সাপেক্ষ হইয়া অবস্থান করেন; সুতরাং শিববিহীন হইয়া শক্তি থাকিতে পারেন না, শিবও শক্তিবিহীন হইয়া অবস্থান করেন না। স্বয়ং মহেশ্বরও যে শক্তি বিনা দেহীদিগের ভোগ ও মুক্তিদানে অসমর্থ, শিবাশ্রয়া সেই অদ্বিতীয়া চিন্ময়ী পরম শক্তি আদ্যাশক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধা। সেই শক্তি বিশ্বেশ্বরের অনুরূপ গুণনিচয় দ্বারা বিভূষি[illegible] এজন্য পণ্ডিতেরা তাঁহাকে পরমাত্মা শিবের সমানধর্ম্মিণী বলিয়া থাকেন। অদ্বিতীয়া চি[illegible] স্বরূপা প্রসবধর্ম্মিণী সেই পরমাত্মা শক্তি শিবের ইচ্ছাক্রমে এই বিশ্বকে বহুপ্রকারে বি[illegible] করত বিধান করিয়া থাকেন। তিনিই মূ[illegible] প্রকৃতি, তিনিই ত্রিগুণাত্মিকা ত্রিবিধা [illegible] এবং তিনিই এই বিপর্য্যস্ত জগৎকে বি[illegible] করিয়াছেন। সেই শক্তি আবার ব্যবহা[illegible] এক, দুই, শত, সহস্র এইরূপ বহুপ্রকার [illegible] পাইয়া থাকেন। প্রথম সৃষ্টিসময়ে শিবের মিলিতা সেই পরমা শক্তি, প্রমথপতির [illegible]

শিবেচ্ছয়া পরা শক্তিঃ শিবতত্ত্বৈকতাং গতা।
ততঃ পরিস্ফুরত্যাদৌ সর্গে তৈলং তিলাদিব ॥১৮
ততঃ ক্রিয়াখ্যয়া শক্ত্যা শক্তৌ শক্তিমদুত্থয়া।
তস্যাং বিক্ষোভ্যমাণায়ামাদৌ নাদঃ সমুদ্ভবৌ ॥১৯
নাদাদ্বিনিঃসৃতো বিন্দুর্বিন্দোর্দেবঃ সদাশিবঃ।
তস্মান্মহেশ্বরো জাতঃ শুদ্ধা বিদ্যা মহেশ্বরাৎ ॥২০
সা বাচামীশ্বরী শক্তির্বাগীশাখ্যা হি শূলিনঃ।
যা সা বর্ণস্বরূপেণ মাতৃকেতি বিজৃম্ভতে ॥ ২১
অথানন্তসমাবেশান্মায়া কালমবাসৃজৎ।
নিয়তিঞ্চ কলাং বিদ্যাং কলাতো রাগ-পুরুষৌ ॥২২
মায়াতঃ পুনরেবাভূদব্যক্তং ত্রিগুণাত্মকম্।
ত্রিগুণাচ্চ ততো ব্যক্তাদ্বিভক্তাঃ স্যুস্ত্রয়ো গুণাঃ ॥
সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি যৈর্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ।
গুণেভ্যঃ ক্ষোভ্যমাণেভ্যো গুণেশাখ্যাস্ত্রিমূর্ত্তয়ঃ ॥
অভবন্ মহদাদীনি তত্ত্বানি চ যথাক্রমম্।
তেভ্যঃ স্যুরণ্ডপিণ্ডানি ত্বসংখ্যানি শিবাজ্ঞয়া ॥২৫
অধিষ্ঠিতান্যনন্তাদ্যৈর্বিদ্যেশৈশ্চক্রবর্ত্তিভিঃ।
শরীরান্তরভেদেন শক্তের্ভেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৬
নানারূপাস্তু বিজ্ঞেয়াঃ স্থূলসূক্ষ্মবিভেদতঃ।
রুদ্রস্য রৌদ্রী সা শক্তির্বিষ্ণোর্বৈ বৈষ্ণবী মতা ॥২৭
ব্রহ্মাণী ব্রহ্মণঃ প্রোক্তা ইন্দ্রস্যৈন্দ্রীতি কথ্যতে।
কিমত্র বহুনোক্তেন যদ্বিশ্বমিতি কীর্ত্তিতম্ ॥ ২৮
শক্ত্যাত্মনৈব তদ্ব্যাপ্তং যথা দেহোঽন্তরাত্মনা।
তস্মাচ্ছক্তিময়ং সর্ব্বং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥২৯
কলয়া পরমা শক্তিঃ কথিতা পরমাত্মনঃ।
এবমেষা পরা শক্তিরীশ্বরেচ্ছানুযায়িনী ॥ ৩০
স্থিরং চরঞ্চ যদ্বিশ্বং সৃজতীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৩১
জ্ঞানক্রিয়াচিকীর্ষাভিস্তিসৃভিঃ স্বাত্মশক্তিভিঃ।
শক্তিমানীশ্বরঃ শশ্বদ্বিশ্বং ব্যাপ্যাধিতিষ্ঠতি ॥ ৩২
ইদমিত্থমিদং নেত্থং ভবেদিত্যেবমাত্মিকা।

সেই শক্তিমান্ শিব হইতে, তিল হইতে তৈলের ন্যায়, পৃথক্ হইয়া প্রকাশিত হন। অনন্তর সেই শক্তিমান্ শঙ্কর হইতে উৎপন্না ক্রিয়াশক্তি সেই আদ্যাশক্তিকে ক্ষোভিত করিলে প্রথমে নাদ উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই নাদ হইতে বিন্দু, বিন্দু হইতে দেব সদাশিব, এবং সেই সদাশিব হইতে মহেশ্বর উৎপন্ন হইয়াছেন। যিনি (অ আ প্রভৃতি) বর্ণস্বরূপা বলিয়া মাতৃকা নামে প্রসিদ্ধা, সেই সদাশিব-সম্ভব মহেশ্বর হইতে পরম পবিত্রা বিদ্যা উৎপন্ন হইয়াছেন।১১—২১। তিনিই বাক্যের ঈশ্বরী ও শূলীর বাগীশা শক্তি বলিয়া বিদিত আছেন। তিনিই বর্ণ স্বরূপিণী হইয়া মাতৃকারূপে এই জগতে বিস্তীর্ণা হইয়াছেন। তারপর অনন্তের সমাবেশ জন্য মায়া কাল, নিয়তি, কলা ও বিদ্যাকে উৎপাদন করেন। কলা হইতে আবার রাগ ও পুরুষের উৎপত্তি হয়। সেই মায়া হইতে পুনর্ব্বার ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত উৎপন্ন হইলেন এবং সেই অব্যক্ত হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণ পৃথক্ ভাবে বিভক্ত হইল। সেই সত্ত্বাদি গুণত্রয় এই অখিল জগৎকে ব্যাপিয়া আছে। সেই গুণত্রয় ক্ষোভিত হইলে পর তাহা হইতে গুণেশ নামক তিন মূর্ত্তি এবং মহদাদি তত্ত্ব সকল উদ্ভূত হয়। শিবাজ্ঞাবলে সেই তত্ত্ব সকল হইতেই চক্রবর্ত্তী অনন্তাদি বিদ্যাপতি কর্তৃক অধিষ্ঠিত অসংখ্য অণ্ডপিণ্ড উৎপত্তি লাভ করে। ভিন্ন ভিন্ন শরীরভেদে সেই শক্তির ভেদ হইয়াছে এবং স্থূল সূক্ষ্ম-বিভেদে সেই শক্তির রূপও নানা প্রকার। যথা;—রুদ্রের শক্তি রৌদ্রী, বিষ্ণুর শক্তি বৈষ্ণবী, ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী এবং ইন্দ্রের শক্তি ঐন্দ্রী বলিয়া কথিত হন। এ বিষয়ে আর অধিক কি বলিব, যাহা এই বিশ্ব বলিয়া কীর্ত্তিত, সেই বিশ্বকেও অন্তরাত্মা যেরূপ দেহকে ব্যাপিয়া আছেন, সেইরূপ সেই শক্তি ব্যাপিয়া আছেন। সেই হেতুই এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ শক্তিময় বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই শক্তিতে পরমাত্মার অংশ আছে বলিয়া তাঁহারা "পরমা শক্তি" নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। এই প্রকারে ঈশ্বরের ইচ্ছাবশবর্ত্তিনী সেই পরমাশক্তি চরাচর অখিল বিশ্বকে সৃজন করিতেছেন, ইহাই শাস্ত্রনিশ্চয় জানিবেন। ২২—৩১। পরমাত্মা পরমেশ্বর জ্ঞান-শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি ও ইচ্ছাশক্তি, এই তিন প্রকার

ইচ্ছাশক্তির্মহেশস্য নিত্যা কার্য্যনিয়ামিকা।
জ্ঞানশক্তিস্তু তৎকার্য্যং কারণং করণং তথা ॥ ৩৩
প্রয়োজনঞ্চ তত্ত্বেন বুদ্ধিরূপাধ্যবস্যতি।
যথেপ্সিতং ক্রিয়াশক্তির্যথাধ্যবসিতং জগৎ ॥ ৩৪
কল্পয়ত্যখিলং কার্য্যং ক্ষণাৎ সঙ্কল্পরূপিণী।
যথাশক্তিত্রয়োত্থানং শক্তিঃ প্রসবধর্ম্মিণী ॥ ৩৫
শক্ত্যা পরময়া নুন্না প্রসূতে সকলং জগৎ।
এবং শক্তিসমাযোগাচ্ছক্তিমানুচ্যতে শিবঃ ॥ ৩৬
শক্তি-শক্তিমদুত্থন্তু শাক্তং শৈবমিদং জগৎ।
যথা ন জায়তে পুত্রঃ পিতরং মাতরং বিনা ॥ ৩৭
তথা ভবং ভবানীঞ্চ বিনা নৈতচ্চরাচরম্।
স্ত্রীপুংসপ্রভবং বিশ্বং স্ত্রীপুংসাত্মকমেব চ ॥ ৩৮
স্ত্রীপুংসয়োর্বিভূতিশ্চ স্ত্রীপুংসাভ্যামধিষ্ঠিতম্।
পরমাত্মা শিবঃ প্রোক্তঃ শিবা সা চ প্রকীর্ত্তিতা ॥
শিবঃ সদাশিবঃ প্রোক্তঃ শিবা সা চ মনোন্মনী।
শিবো মহেশ্বরো জ্ঞেয়ঃ শিবা মায়েতি কথ্যতে।
পুরুষঃ পরমেশানঃ প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী।
রুদ্রো মহেশ্বরঃ সাক্ষাদ্রুদ্রাণী রুদ্রবল্লভা ॥ ৪১
বিষ্ণুর্বিশ্বেশ্বরো দেবো লক্ষ্মীর্বিশ্বেশ্বরপ্রিয়া।
ব্রহ্মা ব্রহ্মশিরোহর্ত্তা ব্রহ্মাণী ব্রহ্মণঃ প্রিয়া ॥ ৪২
ভাস্করো ভগবান্ শম্ভুঃ প্রভা ভগবতী শিবা।
মহেন্দ্রো মন্মথারাতিঃ শচী শৈলেন্দ্রকন্যকা ॥ ৪৩
জাতবেদা মহাদেবঃ স্বাহা শর্ব্বার্দ্ধদেহিনী।
যমস্ত্রিয়ম্বকো দেবস্তৎপ্রিয়া গিরিকন্যকা ॥ ৪৪
নির্ঋতির্ভগবানীশো নির্ঋতির্নগনন্দিনী।
বরুণো ভগবান্ রুদ্রো গৌরী গিরিবরাত্মজা ॥ ৪৫
বালেন্দুশেখরো বায়ুঃ শিবা শিবমনোহরা।
যক্ষো যজ্ঞশিরোহর্ত্তা ঋদ্ধির্হিমগিরিপ্রজা ॥ ৪৬

স্বকীয় শক্তি বিশিষ্ট বলিয়া শক্তিমান্ নাম ধারণ করত এই বিশ্বকে ব্যাপিয়া অধিষ্ঠান করিতেছেন। মহেশ্বরের নিত্যা ইচ্ছাশক্তি "ইহা এই প্রকার হইবে ও ইহা এই প্রকার হইবে না" এইরূপে কার্য্যের নিয়ম করিতেছেন। জ্ঞানশক্তি বুদ্ধিরূপা হইয়া সেই ইচ্ছাশক্তির কার্য্য, কারণ, করণ ও প্রয়োজন সাধন করিতেছেন। আর সঙ্কল্পরূপিণী ক্রিয়াশক্তি ইচ্ছা ও অধ্যবসায় অনুসারে ক্ষণকাল মধ্যে অখিল জগৎকে এবং কার্য্যকে কল্পনা করিতেছেন। এইরূপে সেই প্রসবধর্ম্মিণী শক্তি পরমা শক্তি কর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া ঐ শক্তিত্রয়ের উৎপাদনানুসারে এই জগৎ প্রসব করিতেছেন। এই প্রকারে শক্তির সহিত শঙ্করের যোগ থাকাতে দেবদেব শঙ্কর শক্তিমান্ নামে কীর্ত্তিত হন। সেই শক্তি এবং শক্তিমান্ শিব হইতে উৎপন্ন বলিয়া এই জগৎ শক্তি এবং শৈব বলিয়া প্রসিদ্ধ। যেমন পুত্র পিতা-মাতা ভিন্ন জন্ম গ্রহণ করিতে পারে না, সেইরূপ ভব-ভবানী ব্যতিরেকে এই চরাচর বিশ্বও উৎপন্ন হইতে সমর্থ হয় না, জানিবেন। সুতরাং এই বিশ্ব সেই স্ত্রী-পুরুষ-সম্ভূত বলিয়া স্ত্রীপুংসাত্মক, স্ত্রী পুরুষের বিভূতিস্বরূপ এবং স্ত্রীপুরুষময় হইয়াছে। শিব যখন পরমাত্মা নামে অভিহি হন, সেই শিবা তখন শক্তি নামে কীর্ত্তি হন। সেই শিব সদাশিব নামে উক্ত হই শিবা মনোন্মনী নামে উক্ত হইয়া থাকে শিব মহেশ্বর নামে কীর্ত্তিত হইলে, শিবা মা নামে উক্ত হইয়া থাকেন। সেই পরমে পুরুষনামে উক্ত হইলে, পরমেশ্বরী প্রকৃ নামে আখ্যাত হন। সেই মহেশ্বরই রু ও সাক্ষাৎ মহেশ্বরীই রুদ্রবল্লভা রুদ্রা সেই দেব বিশ্বেশ্বরই বিষ্ণু ও সেই বি শ্বর-প্রিয়া উমাই লক্ষ্মী এবং সেই ব্র শিরোহর্ত্তা শিবই ব্রহ্মা ও সেই দেবীই ব্রহ্ম ব্রহ্মাণী বলিয়া জ্ঞাত আছেন। ৩২—৪২। মহাদেবই ভাস্কর ও সেই ভগবতী শি সূর্য্যপত্নী প্রভা। মন্মথারি ত্র্যম্বক রুদ্র এবং হরার্দ্ধদেহিনী নগনন্দিনী তাঁহারা উভয়েই ইন্দ্র ও ইন্দ্রপত্নী শচী; ও অগ্নিপত্নী স্বাহা; যম ও যমপত্নী; ও নির্ঋতিপত্নী এবং বরুণ ও বরু হইয়াছেন। আবার সেই বালেন্দু মহেশ্বর ও সেই মহেশ্বরীই বায়ু ও

চন্দ্রার্দ্ধশেখরশ্চন্দ্রো রোহিণী রুদ্রবল্লভা।
ঈশানঃ পরমেশানস্তদার্য্যা পরমেশ্বরী ॥ ৪৭
অনন্তবলয়োঽনন্তো হ্যনন্তানন্তবল্লভা।
কালাগ্নিরুদ্রঃ কালারিঃ কালী কালান্তকপ্রিয়া ॥৪৮
পুরুষাখ্যো মনুঃ শম্ভুঃ শতরূপা শিবপ্রিয়া।
দক্ষঃ সাক্ষান্মহাদেবঃ প্রসূতিঃ পরমেশ্বরী ॥ ৪৯
রুচির্ভবো ভবানী চ বুধৈরাকূতিরুচ্যতে।
ভৃগুর্ভগাক্ষহা দেবঃ খ্যাতিস্ত্রিনয়নপ্রিয়া ॥ ৫০
মরীচির্ভগবান্ রুদ্রঃ সম্ভূতিঃ শর্ব্ববল্লভা।
গঙ্গাধরোঽঙ্গিরা জ্ঞেয়ঃ স্মৃতিঃ সাক্ষাদুমা স্মৃতা ॥৫১
পুলস্ত্যঃ শশভৃন্মৌলিঃ প্রীতিঃ কান্তা পিনাকিনঃ।
পুলহস্ত্রিপুরধ্বংসী তৎপ্রিয়া তু শিবপ্রিয়া ॥ ৫২
ক্রতুধ্বংসী ক্রতুঃ প্রোক্তা সন্নতির্দয়িতা বিভোঃ।
ত্রিনেত্রোঽত্রিরুমা সাক্ষাদনসূয়া স্মৃতা বুধৈঃ ॥ ৫৩
কশ্যপঃ কালহা দেবো দেবমাতা মহেশ্বরী।
বশিষ্ঠো মন্মথারাতির্দেবী সাক্ষাদরুন্ধতী ॥ ৭৪
শঙ্করঃ পুরুষাঃ সর্ব্বে স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা মহেশ্বরী।
সর্ব্বে স্ত্রীপুরুষাস্তস্মাৎ তয়োরেব বিভূতয়ঃ ॥ ৫৫
বিষয়ী ভগবানীশো বিষয়ঃ পরমেশ্বরী।
শ্রাব্যং সর্ব্বমুমারূপং শ্রোতা শূলবরায়ুধঃ ॥ ৫৬
স্পৃষ্টব্যং বস্তুজাতন্তু ধত্তে শঙ্করবল্লভা।
স্পৃষ্টা স এব বিশ্বাত্মা বালচন্দ্রাবতংসকঃ ॥ ৫৭
দ্রষ্টব্যং বস্তুরূপন্তু বিভর্ত্তি ভববল্লভা।
দ্রষ্টা বিশেশ্বরো দেবঃ শশিখণ্ডশিখামণিঃ ॥ ৫৮
রসজাতং মহাদেবী দেবো রসয়িতা শিবঃ।
প্রিয়জাতঞ্চ গিরিজা প্রীতশ্চৈব গরাশনঃ ॥ ৫৯
মন্তব্যবস্তুতাং ধত্তে মহাদেবী মহেশ্বরী।
মন্তা স এব বিশ্বাত্মা মহাদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৬০
বোঢ়ব্যং বস্তুরূপন্তু বিভর্ত্তি ভববল্লভা।
দেবঃ স এব ভগবান্ বোঢ়া মুগ্ধেন্দুশেখরঃ ॥ ৬১
প্রাণঃ পিনাকী সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং ভগবান্ প্রভুঃ।
প্রাণস্থিতিস্তু সর্ব্বেষামম্বিকা চাম্বুরূপিণী ॥ ৬২
বিভর্ত্তি ক্ষেত্রতাং দেবী ত্রিপুরান্তকবল্লভা।

দক্ষ ও তৎপত্নী ঋদ্ধি, চন্দ্র ও চন্দ্রপত্নী রোহিণী, ঈশান ও ঈশানবল্লভা, অনন্ত ও অনন্ত-প্রিয়া অনন্তা এবং কালাগ্নিরুদ্র ও তৎপত্নী কালীরূপে এই জগতে অধিষ্ঠান করিতেছেন এবং সেই শম্ভুই পুরুষাখ্য মনু ও সেই শিবপ্রিয়া শক্তিই তৎপত্নী শতরূপা; সেই মহাদেবই সাক্ষাৎ দক্ষ এবং সেই পরমেশ্বরীই দক্ষপত্নী প্রসূতি; সেই ভবই রুচি এবং সেই ভবানীই ঐ রুচি-পত্নী আকূতি; সেই ভগনেত্রহর শম্ভুই ভৃগু এবং সেই ত্র্যম্বকপ্রিয়া উমাই ঐ ভৃগুপত্নী খ্যাতি; সেই ভগবান্ রুদ্রই মরীচি এবং সেই রুদ্রাণীই মরীচিপত্নী সম্ভূতি; সেই গঙ্গাধরই অঙ্গিরা এবং সেই উমাই অঙ্গিরঃপ্রিয়া স্মৃতি; সেই চন্দ্রশেখরই পুলস্ত্য এবং সেই পিনাকী-বল্লভা দেবীই পুলস্ত্যপত্নী প্রীতি; সেই ত্রিপুরারিই পুলহ এবং সেই পুরারিপত্নী দেবী অম্বিকাই পুলহপত্নী-রূপিণী; সেই ক্রতু-ধ্বংসীই ক্রতু এবং শিবদয়িতা দেবীই ক্রতু-পত্নী সন্নতি; সেই ত্রিনেত্রই অত্রি এবং সেই উমাই অত্রিপত্নী অনসূয়া আর সেই কালারিই কশ্যপ এবং সেই মহেশ্বরীই সেই কশ্যপপত্নী দেবমাতা অদিতিরূপিণী। অধিক কি, এইরূপে পুরুষমাত্রেই সেই দেবদেব শঙ্কর এবং স্ত্রী-মাত্রেই দেবী শঙ্করী বলিয়া জানিবেন। সুতরাং সকল স্ত্রী-পুরুষ সেই ভব-ভবানীর বিভূতি। ৪৩—৫৫। ভগবান্ শিবই ভোক্তা এবং দেবী উমাই ভোগসাধন বস্তু, ও সেই শঙ্করই শ্রোতা, আর যে সকল শ্রোতব্য, দেবীকেই সেই সকল বলিয়া জানিবেন। সেই শশিশেখরই স্প্রষ্টা, ও তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গহরা উমাই স্পৃষ্টব্য। এই প্রকারে তাঁহারা উভয়ে যথাক্রমে দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য বস্তু, আস্বাদনকারক ও আস্বাদ্য রসাদি, প্রীত ও প্রীতিজনক বস্তু, মন্তা ও মন্তব্য পদার্থ, বাহক ও বহনীয় বস্তুর রূপ ধারণ করিয়া এই জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। সেই ভগবান্ পিনাকীই সকল প্রাণীর প্রাণ এবং সেই দেবী অম্বিকাই অম্বুরূপিণী বলিয়া নিখিল প্রাণীর প্রাণস্থিতি নিদান হইয়া জগতে অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। সেই ত্রিপুরারিবল্লভা ভবানীই

ক্ষেত্রজ্ঞস্তং তদা ধত্তে ভগবানন্তকান্তকঃ ॥ ৬৩
অহঃ শূলাযুধো দেবঃ শূলপাণিপ্রিয়া নিশা ।
আকাশঃ শঙ্করো দেবঃ পৃথিবী শঙ্করপ্রিয়া ॥ ৬৪
সমুদ্রো ভগবানীশো বেলা শৈলেন্দ্রকন্যকা ।
বৃক্ষো বৃষধ্বজো দেবো লতা বিশ্বেশ্বরপ্রিয়া ॥ ৬৫
পুংলিঙ্গমখিলং ধত্তে ভগবান্ পুরশাসনঃ ।
স্ত্রীলিঙ্গঞ্চাখিলং ধত্তে দেবী দেবমনোরমা ॥ ৬৬
শব্দজাতমশেষন্তু ধত্তে শর্ব্বস্য বল্লভা ।
অর্থরূপং যখিলং ধত্তে মুগ্ধেন্দুশেখরঃ ॥ ৬৭
যস্য যস্য পদার্থস্য যা যা শক্তিরুদাহৃতা ।
সা সা বিশ্বেশ্বরী দেবী স স সর্ব্বো মহেশ্বরঃ ॥৬৮
যৎ পরং যৎ পবিত্রঞ্চ যৎ পুণ্যং যচ্চ মঙ্গলম্ ।
তৎ তদাহুর্মহাভাগাস্তয়োস্তেজোবিজৃম্ভিতম্ ॥ ৬৯
যথা দীপস্য দীপ্তস্য শিখা দীপয়তে গৃহম্ ।
তথা তেজস্তয়োরেতদ্ব্যাপ্য দীপয়তে জগৎ ॥৭০

তৃণাদি-শিবমূর্ত্ত্যন্তং বিশ্বস্যাতিশয়ক্রমঃ ।
সন্নিকর্ষক্রমবশাৎ তয়োরিতি পরা শ্রুতিঃ ॥ ৭১
সর্ব্বাকারাত্মকাবেতৌ সর্ব্বশ্রেয়োবিধায়িনৌ ।
পূজনীয়ৌ নমস্কার্য্যৌ চিন্তনীয়ৌ চ সর্ব্বদা ॥ ৭২
যথাপ্রজ্ঞমিদং কৃষ্ণ যাথাত্ম্যং পরমেশয়োঃ ।
কথিতং হি ময়া তেহদ্য ন তু তাবদিয়ত্তয়া ॥ ৭৩
তৎ কথং শক্যতে বক্তুং যাথাত্ম্যং পরমেশয়োঃ ।
মহতামপি সর্ব্বেষাং মনসোহপি বহির্গতম্ ॥ ৭৪
অন্তর্গতমনন্যানামীশ্বরার্পিতচেতসাম্ ।
অন্যেষাং বুদ্ধ্যনারূঢ়মারূঢ়ং বা তথৈব তৎ ॥ ৭৫
যেয়মুক্তা বিভূতির্বৈ প্রাকৃতী সা পরা মতা ।
অপ্রাকৃতীং পরামন্যাং গুহ্যাং গুহ্যবিদো বিদুঃ ॥ ৭৬
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে মনসা চেন্দ্রিয়ৈঃ সহ ।
অপ্রাকৃতী পরা সৈষা বিভূতিঃ পারমেশ্বরী ॥ ৭৭

ক্ষেত্ররূপিণী হইয়া থাকেন। তখন ভগবান্ পিনাকী ক্ষেত্রজ্ঞরূপী হইয়া সেই নামে কীর্ত্তিত। সেই শূলায়ুধ ভগবান্ মহেশ্বরই অহঃ এবং তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী দেবী উমাই নিশারূপিণী জানিবেন। এই প্রকার সেই শঙ্কর-শঙ্করীই যথাক্রমে আকাশ ও পৃথিবী, সমুদ্র ও বেলা, বৃক্ষ ও লতা। অধিক কি, এই ত্রিভুবনস্থ অখিল পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ মাত্রই সেই শিব-ভবানী ভিন্ন আর কিছুই নয়, জানিবেন। দেবী সর্ব্বাণীই শ্রূয়মাণ শব্দ-নিবহ এবং ইন্দুভূষণই অখিল অর্থরূপী হইয়া পার্ব্বতীরূপ সেই সকল শব্দে মিলিত হইয়া আছেন। যে যে পদার্থের যাহা যাহা শক্তি আছে, বিশ্বেশ্বরীকেই সেই সকল শক্তি এবং দেব বিশ্বেশ্বরকে সেই সেই শক্তিমান্ পদার্থ বলিয়া জানিবেন। যাহাকে পর, যাহাকে পবিত্র, যাহাকে পুণ্য এবং যাহাকে মঙ্গল বলা যায়, আগম-বিশারদেরা সেই সকলকে সেই গিরিশ-গিরিজার তেজঃপ্রকটিত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যেমন উদ্দীপ্ত দীপের শিখা গৃহকে দীপিত করে, সে প্রকার সেই উমা-মহেশ্বরের তেজ এই জগৎকে ব্যাপিয়া উদ্দীপিত করিতেছে।

তৃণ হইতে শিবমূর্ত্তি পর্য্যন্ত বিশ্ব ক্রমের অন্তর্গ[illegible] শিবশক্তির সন্নিধান বশতই এই ক্রমের উৎপত্তি[illegible] ইহা শ্রুতিসম্মত। ৫৬—৭১। সেই হর-পার্ব্বতী[illegible] সর্ব্বমূর্ত্তিময় ও নিখিল মঙ্গলের বিধাতা, অ[illegible] এব এ জগতে তাঁহারা উভয়ে কেননা পূজনীয়[illegible] বন্দনীয় ও চিন্তনীয় হইবেন ? হে কৃষ্ণ ! আ[illegible] সেই পরমেশ্বর-পরশ্বরীর যথার্থ স্বরূপ স্বকী[illegible] বুদ্ধি অনুসারে যাহা কিছু আপনার নিকট ব[illegible] করিলাম ; এমন আমার—অধিক কি, কাহারও[illegible] ক্ষমতা নাই যে, তাহাকে নিঃশেষে ব[illegible] করিবে। অথবা যখন সেই দেব-দেবীর য[illegible] স্বরূপ সাধারণ ব্রহ্মাদি মহতেরও মনের অ[illegible] চর, তখন কেমন করিয়া মাদৃশ জন সেই [illegible] বান্ ভগবতীর যথার্থ স্বরূপ বর্ণনা করি[illegible] সমর্থ হইবে ? সেই তত্ত্ব ঈশ্বরে অর্পি[illegible] চিত্ত অনন্যভক্ত ব্যক্তিগণের অন্তস্তলস্থিত এ[illegible] অপরের বুদ্ধিগোচর নহে ; সামান্যরূপে বু[illegible] গোচর হইলেও প্রকৃতরূপে বুদ্ধিগোচর নহে[illegible] গূঢ়-তত্ত্বজ্ঞেরা প্রকৃতিসম্ভবা বিভূতিকে অপ[illegible] এবং অপ্রাকৃতী বিভূতিকে পরা বলিয়া থাকে[illegible] যাহা হইতে ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত বা[illegible] নিবৃত্ত হয় (অর্থাৎ যে বিভূতি ইন্দ্রিয় ও মা[illegible] মনের অগোচর), সেই পরমেশ্বরী বিভূ[illegible]

সৈবেহ পরমং ধাম সৈবেহ পরমা গতিঃ।
সৈবেহ পরমা কাষ্ঠা বিভূতিঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥ ৭৮
তাং প্রাপ্তুং প্রযতন্তেঽত্র জিতশ্বাসা জিতেন্দ্রিয়াঃ
গর্ভকারাগৃহদ্বারং নিশ্ছিদ্রং ঘটিতং যথা॥ ৭৯
সংসারাশীবিষালীঢ় মৃতসঞ্জীবনৌষধম্।
বিভূতিং শিবয়োর্বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥ ৮০
যঃ পরামপরাঞ্চৈব বিভূতিং বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽপরাং ভূতিমুল্লঙ্ঘ্য পরাং ভূতিং সমশ্নুতে॥
এতং তে কথিতং কৃষ্ণ যাথাত্ম্যং পরমাত্মনোঃ।
রহস্যমপি যোগ্যোঽসি ভবভক্তো ভবানিতি॥৮২
নাশিষ্যেভ্যঃ শঠেভ্যো বা নাভক্তেভ্যঃ কদাচন।
ব্যাহরেদীদৃশানর্থানিতি বেদানুশাসনম্॥ ৮৩
তস্মাৎ ত্বমপি কল্যাণপরেভ্যঃ কথয়ে যদি।
ত্বাদৃশেভ্যোঽনুরূপেভ্যঃ কথয়ৈতন্ন চান্যথা॥ ৮৪
বিভূতিমেতাং শিবয়োর্যোগ্যেভ্যো যঃ প্রদাপয়েৎ
সংসারসাগরান্মুক্তঃ শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ৮৫
কীর্ত্তনাদস্য নশ্যন্তি মহান্তঃ পাতকোত্তমাঃ।
ত্রিশ্চতুর্বা সমভ্যস্তে বিনশ্যন্তি ততোঽধিকাঃ॥৮৬
নশ্যন্ত্যরিষ্টরিপবো বর্দ্ধন্তে সুহৃদস্তথা।
বিদ্যা চ বর্দ্ধতে শৈবী মতিঃ সত্যে প্রবর্ত্ততে॥৮৭
ভক্তিঃ পরা শিবে সাম্বে সানুগে সপরিচ্ছদে।
যদ্যদিষ্টতমঞ্চান্যৎ তৎ তদাপ্নোত্যসংশয়ম্॥ ৮৮
অতঃ শুচিঃ শিবে ভক্তো বিশ্রব্ধঃ কীর্ত্তয়েদ্যদি।
প্রবলৈঃ কর্ম্মভিঃ পূর্ব্বৈঃ ফলং চেৎ প্রতিবধ্যতে।
পুনঃপুনঃ সমভ্যস্তেৎ তস্য নাস্তীহ দুর্লভম্॥ ৮৯

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়া-
মুত্তরভাগে শিবতত্ত্বকথনং নাম
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫

পরা ও অপ্রাকৃতী বলিয়া কথিত হয়। এই জগতে সেই বিভূতিই পরম অভিলষিত ধাম ও পরম উপায় এবং তাহাই পরমেশ্বরের পরাকাষ্ঠা বলিয়া কথিত হয়। যেমন লোকে ছিদ্রশূন্য করিয়া নির্ম্মিত গর্ভ-কারাগার-দ্বারে রুদ্ধশ্বাস হইয়া থাকে, সে প্রকার মুনিগণ জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিশ্বাস রোধপূর্ব্বক তাঁহাকে পাইবার জন্য যত্নবান্ হন্। ৭২—৭৯। সংসার-রূপসর্পদষ্ট হইয়া মৃত জীবীর সঞ্জীবন ঔষধ-স্বরূপ সেই দেবদেবীর বিভূতির তত্ত্বজ্ঞ বহুদর্শীরা কাহা হইতেও ভীত হন না। যে জন সেই পরা ও অপরা বিভূতিকে যথার্থরূপে জানে, সে অপর ভূতি অতিক্রম করিয়া পরম ভূতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে কৃষ্ণ! সেই পরমাত্মা ও ভবানীর এই সগুণ স্বরূপ বর্ণনা করিলাম। আপনি শিব-ভবানীর ভক্ত বলিয়া এক্ষণে তাঁহাদিগের বেদান্ত-প্রতিপাদিত নির্গুণ স্বরূপ বিষয়, শ্রবণ করিতে যোগ্য হইতেছেন। ইহাই বেদের অনুশাসন যে, ঈদৃশ অর্থকে কখনও অশিষ্য, শঠ কিংবা অভক্তের নিকট কীর্ত্তন করিবে না। হে কৃষ্ণ! সে কারণে আপনিও কল্যাণপর তাদৃশ অনুরূপ লোকের নিকট বর্ণনা করিবেন। তদ্ভিন্ন লোকের নিকট বর্ণনা করিবেন না। যে জন এই ভগবান্ ভগবতীর বিভূতি অনুরূপ পাত্রের নিকট কীর্ত্তন করিয়া থাকে, সে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শিবসাযুজ্য লাভ করে। ইহার কীর্ত্তন করিলেই শত শত মহাপাতক দূর হয়। আর যদি কেহ তিন চারিবার কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে ততোধিক মহাপাতক বিনষ্ট হয়, অপকারকারক শত্রুর ক্ষয় হইয়া থাকে, মতির সত্যে প্রবৃত্তি জন্মে এবং বিদ্যা ও সুহৃদ্ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তাঁহার কীর্ত্তনে লোকের সানুচর সপরিচ্ছদ শিবে পরম ভক্তি জন্মে এবং যাহা অদৃষ্টে নাই, তাহাকেও সে পাইয়া থাকে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অতএব শিবভক্তেরা পবিত্র এবং বিশ্বাসী হইয়া যদি পুনঃপুনঃ কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে, যদি কোনও ফল পূর্ব্বসঞ্চিত প্রবল কর্ম্মে প্রতিবন্ধকাপন্ন হয়, তাহাও তাহার দুর্লভ হয় না। ৮০—৮৯।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

উপমন্যুরুবাচ।

বিগ্রহং দেবদেবস্য বিশ্বমেতচ্চরাচরম্।
তদেব ন বিজানন্তি পশবঃ পাশগৌরবাৎ ॥ ১
তমেকমেব বহুধা বদন্তি যদুনন্দন।
অজানন্তঃ পরং ভাবমবিকল্পং মহর্ষয়ঃ ॥ ২
অপরং ব্রহ্মরূপঞ্চ পরব্রহ্মাত্মকং তথা।
কেচিদাহুর্মহাদেবমনাদিনিধনং পরম্ ॥ ৩
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ-প্রধানবিষয়াত্মকম্।
অপরং ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং পরব্রহ্ম চিদাত্মকম্ ॥ ৪
বৃহত্ত্বাদ্‌বৃংহণত্বাচ্চ পরমিত্যভিধীয়তে।
উভে তে ব্রহ্মণো রূপে ব্রহ্মণোঽধিপতেঃ প্রভোঃ
বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপীতি কৈশ্চিদীশো নিগদ্যতে।
বিদ্যেতি চেতনাং প্রাহুস্তথাবিদ্যামচেতনাম্ ॥ ৬
বিদ্যাবিদ্যাত্মকঞ্চৈব বিশ্বং বিশ্বগুরোর্বিভোঃ।
রূপমেব ন সন্দেহো বিশ্বং তস্য বশে যতঃ ॥ ৭
ভ্রান্তিবিদ্যা পরঞ্চেতি শার্ব্বং রূপং পরে বিদুঃ
অযথাবুদ্ধিরর্থেষু বহুধা ভ্রান্তিরুচ্যতে ॥ ৮
যথার্থাকারসংবিত্তির্বিদ্যেতি পরিকীর্ত্ত্যতে।
বিকল্পরহিতং তত্ত্বং পরমিত্যভিধীয়তে ॥ ৯
তত্ত্রয়ং শাঙ্করং রূপং তদাজ্ঞাধিষ্ঠিতং যতঃ।
সদসদ্রূপ ইত্যাহুঃ সদসৎপতিরিত্যপি ॥ ১০
সত্যে সাধৌ চ সচ্ছব্দঃ সদ্ভিরেব প্রযুজ্যতে।
বিপরীতে ত্বসচ্ছব্দঃ কথ্যতে বেদবাদিভিঃ ॥ ১১
সচ্চাসচ্চ জগদ্বিশ্বং শরীরং পরমেষ্টিনঃ।
যদিদং সদিতি প্রোক্তং যচ্চাসদিতি কথ্যতে।
তয়োঃ পতিত্বাৎ তু শিবঃ সদসৎপতিরুচ্যতে।
ক্ষরাক্ষরাত্মকং প্রাহুঃ ক্ষরাক্ষরপরং পরে ॥ ১৩
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।
উভে তে পরমেশস্য রূপং তস্য বশে যতঃ ॥ ১৪
তয়োঃ পরঃ শিবঃ শান্তঃ ক্ষরাক্ষরপরঃ স্মৃতঃ।
সমষ্টি-ব্যষ্টিরূপঞ্চ সমষ্টি-ব্যষ্টিকারণম্ ॥ ১৫

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উপমন্যু কহিলেন,—এই চরাচর বিশ্ব যে দেবদেবেরই বিগ্রহ; পশু সকল তাহা সেই মহেশ্বরের বিদ্যাবলে অবগত হইতে পারে না। হে বাসুদেব! মহর্ষিরা ভ্রমশূন্য পরমতত্ত্ব না জানিয়া অদ্বিতীয় তাঁহাকে বহুরূপে বর্ণনা করেন। কেহ কেহ সেই অনাদি-নিধন পরমাত্মা মহাদেবকে পর-ব্রহ্মরূপী ও অপর ব্রহ্মরূপী কহিয়া থাকেন। ভূত, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, প্রধান প্রভৃতি বিষয়াত্মক ব্রহ্ম অপর এবং চিন্ময় ব্রহ্ম বৃহত্ত্ব ও ব্যাপকত্ব-বিশিষ্ট বলিয়া পর নামে নির্দ্দিষ্ট হন। আর সেই দুই-টীকে ব্রহ্মপতি শিবের রূপ বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা উমাপতিকে বিদ্যা ও অবিদ্যা-স্বরূপী বলেন। চেতনাই সেই বিদ্যা, অচেতনাই সেই অবিদ্যা, ইহা উপদেশ দেন। এই বিদ্যা এবং অবিদ্যাত্মক বিশ্ব যে, সেই বিশ্বগুরু পরমেশ্বরের রূপ, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই, যেহেতু এই বিশ্ব তাঁহার অধীনে আছে। ভ্রান্তি, বিদ্যা এবং পর এই ত্রি[illegible] রূপ শিবের, অপরে এই কথা বলেন। [illegible] বস্তু যাহা নহে, তাহাকে সেই ভাবে [illegible] ভ্রান্তি, যথার্থ বুদ্ধিকে বিদ্যা এবং বিকল্প[illegible] ব্রহ্মতত্ত্ব পর বলিয়া অভিহিত হয়। দেব[illegible] শিবের এই ত্রিবিধরূপ শিবের আজ্ঞায় অধি[illegible] বলিয়া, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে সদসৎরূপ ক[illegible] থাকেন, সদসৎপতিও কহেন। ১—১[illegible] সত্য ও সাধুতে সৎশব্দ এবং অসত্যে[illegible] অসাধুতে অসৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। পরমে[illegible] কৃত্তিবাসের শরীর এই বিশ্ব সৎ ও অ[illegible] বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। যাহা সৎ এবং অ[illegible] বলিয়া প্রসিদ্ধ, শঙ্কর তাহার পতি বলিয়া স[illegible] সৎপতি হন এবং কেহ কেহ সেই পরম[illegible] ত্রিলোচনকে ক্ষরাক্ষরাত্মক ও ক্ষরাক্ষর[illegible] বলেন। নিখিল ভূতই সেই ক্ষর (অ[illegible] নশ্বর) ও কূটস্থ চিদাত্মাই অক্ষর (অ[illegible] অবিনশ্বর) বলিয়া কথিত। এই উভয়ই [illegible] দেবের অধীন, অতএব তাঁহার স্বরূপ [illegible] দেবদেব ঐ ক্ষরাক্ষরের পর (নিয়ামক) ব[illegible] ক্ষরাক্ষরপর নামে কীর্ত্তিত হন। কোন [illegible]

বদন্তি মুনয়ঃ কেচিচ্ছিবং পরমকারণম্।
সমষ্টিমাহুরব্যক্তং ব্যষ্টিং ব্যক্তং তথৈব চ ॥ ১৬
তে রূপে পরমেশস্য তদিচ্ছামনুবর্ত্তনাৎ।
অয়োঃ কারণভাবেন শিবং পরমকারণম্ ॥ ১৭
কারণার্থবিদঃ প্রাহুঃ সমষ্টি-ব্যষ্টিকারণম্ ॥
জাতি-ব্যক্তিস্বরূপীতি কথ্যতে কৈশ্চিদীশ্বরঃ ॥১৮
যং পিণ্ডেষনুবর্ত্তেত সা জাতিরিতি কথ্যতে।
ব্যক্তির্ব্যাবৃত্তরূপং তৎ পিণ্ডজাতে সমাশ্রিতম্ ॥১৯
জাতয়ো ব্যক্তয়শ্চৈব তদাজ্ঞাপরিপালিতাঃ।
যতস্ততো মহাদেবো জাতি-ব্যক্তিবপুঃ স্মৃতঃ ॥২০
প্রধান-পুরুষ-ব্যক্ত-কালাত্মা কথ্যতে শিবঃ।
প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞং পুরুষং তথা ॥
ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানি ব্যক্তমাহুর্মনীষিণঃ।
কালঃ কার্য্যপ্রপঞ্চস্য পরিণামৈককারণম্ ॥ ২২

এষামীশোঽধিপো ধাতা প্রবর্ত্তকনিবর্ত্তকঃ।
আবির্ভাব-তিরোভাবহেতুরেকঃ স্বরাড়জঃ ॥ ২৩
তস্মাৎ প্রধান-পুরুষ-ব্যক্তকালস্বরূপবান্।
হেতুর্নেতাধিপস্তেষাং ধাতা চোক্তো মহেশ্বরঃ ॥২৪
বিরাড়্‌হিরণ্যগর্ভাত্মা কৈশ্চিদীশো নিগদ্যতে।
হিরণ্যগর্ভো লোকানাং হেতুর্বিশ্বাত্মকো বিরাট্ ॥
অন্তর্যামী পরশ্চেতি কথ্যতে কবিভিঃ শিবঃ।
প্রাজ্ঞ-তৈজস-বিশ্বাত্মেত্যপরে সম্প্রচক্ষ্যতে ॥২৬
মাতা মানঞ্চ মেয়ঞ্চ মিতিঞ্চাহুরথাপরে।
কর্ত্তা ক্রিয়া চ কার্য্যঞ্চ করণং কারণং পরে ॥ ২৭
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাত্মেত্যপরে সম্প্রচক্ষ্যতে।
তুরীয়মপরে প্রাহুস্তুর্য্যাতীতমিতীতরে ॥ ২৮
তমাহুর্নির্গুণং কেচিদ্‌গুণবন্তং পরে বিদুঃ।

মুনিগণ, পরমকারণ শিবকে সমষ্টি ব্যষ্টি স্বরূপ এবং সমষ্টি-ব্যষ্টির কারণ বলিয়া থাকেন। বহুদর্শীরা অব্যক্ত পদার্থকে সমষ্টি ও ব্যক্ত পদার্থকে ব্যষ্টি বলেন। সেই সমষ্টি ব্যষ্টি শিবেচ্ছার অনুগামী বলিয়া তাঁহার রূপ বলিয়া কথিত হয়। কারণ ও শব্দার্থবেত্তা পণ্ডিতেরা, সেই সমষ্টি ব্যষ্টির কারণ-ভাবে থাকাতে পরমকারণ ভগবান্ ভূতিপতিকে তাহাদের কারণ বলেন ও কেহ কেহ তাঁহাকে জাতি ব্যক্তি-স্বরূপী নামে কীর্ত্তন করেন শাস্ত্রবেত্তারা, যাহা পিণ্ডের (অর্থাৎ পঞ্চভূত-বিকৃতের) অনুগামী, তাহাকে, জাতি ও পৃথক্ পৃথক্ সেই পিণ্ডমাত্র-স্বরূপকে ব্যক্তি বলিয়া থাকেন। জাতি ও ব্যক্তি, সেই ভগবান্ ভবানীপতির আজ্ঞা-পালিত বলিয়া পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে তাঁহার শরীর কহিয়া থাকেন। ১১—২০। আবার সেই উমাপতি প্রধান, পুরুষ, মহদাদি ব্যক্ত, কালস্বরূপী বলিয়া কীর্ত্তিত হন। প্রকৃতিই সেই প্রধান, ক্ষেত্রজ্ঞই সেই পুরুষ, ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বই সেই ব্যক্ত এবং কার্য্যপ্রপঞ্চের পরিণামের পরম-নিদানই কাল বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনাদি-নিধন স্বরাট্ বিধাতা শিব সেই প্রধানাদির নিয়ন্তা, অধিপতি ও উৎপত্তি-ধ্বংসের কারণ এবং তিনিই তাহাদিগের প্রবর্ত্তক বলিয়া বিদিত আছেন। সেই হেতুই প্রধানাদি-স্বরূপী ভগবান্ মহেশ্বর প্রধান প্রভৃতির কারণ, নেতা ও অধিপতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। কেহ কেহ বা শিবকে বিরাট ও হিরণ্যগর্ভস্বরূপ বলিয়া থাকেন। পণ্ডিতেরা বিশ্বকেই ঐ বিরাটের স্বরূপ বলেন, হিরণ্যগর্ভ নিখিল লোকের কারণ। কোন কোন বহু-দর্শীরা ঐ শূলপাণিকে অন্তর্যামী ও পর, কেহ কেহ বা প্রাজ্ঞ, তৈজস এবং বিশ্ব-নামে অভিহিত করেন। অপরে বলেন যে, সেই শঙ্করই মাতা, তিনি মান-সাধন, তিনিই মান, আবার তিনিই মেয় এবং তিনিই কর্ত্তা, তিনিই কারণ, তিনিই ক্রিয়া আবার তিনিই কার্য্যরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। কেহ কেহ বা জাগরণাবস্থা এবং স্বপ্ন ও সুষুপ্ত্যবস্থাকে তাঁহার স্বরূপ বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন। অপরে তাঁহাকে তুরীয় অর্থাৎ প্রাজ্ঞাদিত্রয় এবং জাগ্রদাদিত্রয়াতিরিক্ত এবং কেহ কেহ আবার তুরীয়াতীত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। কেহ কেহ তাঁহাকে নির্গুণ (অর্থাৎ সত্ত্ব-রজস্তমোগুণ-বিহীন) আর কেহ কেহ বা

কেচিৎ সংসারিণং প্রাহুস্তমসংসারিণং পরে ॥ ২৯
স্বতন্ত্রমপরে প্রাহুরস্বতন্ত্রং পরে বিদুঃ।
ঘোরমিত্যপরে প্রাহুঃ সৌম্যমেব পরে বিদুঃ ॥৩০
রাগবন্তং পরে প্রাহুর্বীতরাগং তথাপরে।
নিষ্ক্রিয়ন্ত্বপরে প্রাহুঃ সক্রিয়ঞ্চেতরে জনাঃ ॥৩১
নিরিন্দ্রিয়ং পরে প্রাহুঃ সেন্দ্রিয়ঞ্চ তথাপরে।
ধ্রুবমিত্যপরে প্রাহুস্তমধ্রুবমিতীতরে ॥ ৩২
অরূপং কেচিদাহুর্বৈ রূপবন্তং পরে বিদুঃ।
অদৃশ্যমপরে প্রাহুর্দৃশ্যমিত্যপরে বিদুঃ ॥ ৩৩
বাচ্যমিত্যপরে প্রাহুরবাচ্যমিতি চাপরে।
শব্দাত্মকং পরে প্রাহুঃ শব্দাতীতমথাপরে ॥ ৩৪
কেচিচ্চিন্তাময়ং প্রাহুশ্চিন্তয়া রহিতং পরে।
জ্ঞানাত্মকং পরে প্রাহুর্বিজ্ঞানমিতি চাপরে ॥ ৩৫
কেচিজ্জ্ঞেয়মিতি প্রাহুরজ্ঞেয়মিতি চাপরে।
একে তমেকমেবাহুরনেকঞ্চ তথাপরে ॥ ৩৬
এবং বিকল্প্যমানং তদ্যাথাত্ম্যং পরমেষ্ঠিনঃ।
নাধ্যবস্যন্তি মুনয়ো নানাপ্রত্যয়কারণাৎ ॥ ৩৭
যে পুনঃ সর্ব্বভাবেণ প্রপন্নাঃ পরমেশ্বরম্।
তে হি জানন্ত্যযত্নেন শিবং পরমকারণম্ ॥ ৩৮
যাবৎ পশুর্নৈব পশ্যত্যনীশং
কবিং পুরাণং ভুবনস্যেশিতারম্।
তাবদ্দুঃখে বর্ত্ততে বদ্ধপাশঃ
সংসারেঽস্মিংশ্চক্রনেমিভ্রমেণ ॥ ৩৯
যদা পশ্যেৎ পশ্যন্তং রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমমুপৈতি সাম্যম্ ॥ ৪০

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়া-
মুত্তরভাগে শৈবতত্ত্বকথনং নাম
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

সগুণ বলিয়া জানেন। এইরূপে তাঁহাকে কেহ বা সংসারী, কেহ বা অসংসারী, কেহ বা স্বতন্ত্র (অর্থাৎ স্বাধীন), কেহ বা অস্বতন্ত্র (অর্থাৎ মায়া-বশীভূত), কেহ বা ক্রূর, কেহ বা ক্রূরতাশূন্য, কেহ বা স্পৃহাবান্, কেহ বা নিঃস্পৃহ, কেহ বা ক্রিয়াবান্, কেহ বা নিষ্ক্রিয়, কেহ বা ইন্দ্রিয়যুক্ত, কেহ বা ইন্দ্রিয়-বিহীন, কেহ বা চঞ্চল, কেহ বা নিশ্চল, কেহ বা রূপবান্, কেহ বা রূপহীন এবং কেহ বা তাঁহাকে নয়নগোচর ও কেহ বা অদৃশ্য বলিয়া জানেন। ২১—৩৩। আর কেহ কেহ সেই বিভূতি-ভূষণকে বচনগোচর ও কেহ বা বচনাতীত এবং কেহ বা শব্দস্বরূপী আর কেহ বা তাঁহাকে শব্দাতীত বলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে চিন্তাময় এবং অপরে চিন্তাশূন্য বলিয়া থাকেন, কেহ কেহ তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ এবং কেহ কেহ বিজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা তাঁহাকে জ্ঞানগোচর ও কেহ বা আবার জ্ঞানমার্গাতীত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আর কেহ কেহ বলেন যে, তিনি অদ্বিতীয়, কেহ বা উপদেশ দেন যে, তিনিই অনেক। পরমেষ্ঠীর স্বরূ সম্বন্ধে এইরূপ নানা মত। নানাবিধরূপদর্শ নিবন্ধন মুনিগণও যথার্থ-স্বরূপ-নির্ণয়ে অসম হইয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাকে সর্ব্বভাবে আশ্র করেন, তাঁহারাই সেই পরম-কারণ পরমেশ্বরে যথার্থ-স্বরূপ নির্ণয় করিয়া অনন্ত আনন্দে নিলয় হন। যাঁহার কোনও নিয়ন্তা নাই, অর্থ তিনিই সকলের ঈশ্বর, সেই পুরাণ ক ভগবান্ শূলীকে যাহারা যে পর্য্যন্ত না দেখি থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহারা পাশে বদ্ধ হইয়া সংসারে চক্রনেমির ন্যায় ভ্রমণ করিতে করি অসীম দুঃখভোগ করিতে থাকে এবং যখন সে হিরণ্যবর্ণ, বেদস্রষ্টা, সর্ব্ব-সাক্ষী, বিধাতা সাক্ষা পরম পুরুষকে দেখিতে পায়, সেই সম অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান-ভাজন ও নিষ্পাপ হই অতুল আনন্দ-ভোগ করত পরম শিবসাযু লাভ করিয়া থাকে। ৩৪—৪০।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

উপমন্যুরুবাচ।

ন শিবস্যাণবো বন্ধঃ কার্ম্মো মায়েয় এব বা।
প্রাকৃতো বাথ বৌদ্ধো বা হ্যহঙ্কারাত্মকস্তথা ॥ ১
নৈবাস্য মানসো বন্ধো ন চৈত্তো নেন্দ্রিয়াত্মকঃ।
ন চ তন্মাত্রবন্ধোঽপি ভূতবন্ধো ন কশ্চন ॥ ২
ন চ কালঃ কলা চৈব নাবিদ্যা নিয়তিস্তথা।
ন রাগো ন চ বিদ্বেষঃ শম্ভোরমিততেজসঃ ॥ ৩
ন চাপ্যভিনিবেশোঽস্য কুশলাকুশলান্যপি।
কর্ম্মাণি তদ্বিপাকশ্চ সুখ-দুঃখে চ তৎফলে ॥ ৪
আশয়ৈর্নাস্য সম্বন্ধঃ সংস্কারৈঃ কর্ম্মণামপি।
ভোগৈশ্চ ভোগসংস্কারৈঃ কালত্রিতয়গোচরৈঃ ॥ ৫
ন তস্য কারণং কর্ত্তা নাদিরন্তস্তথান্তরম্।
ন কর্ম্ম করণং বাপি নাকার্য্যং কার্য্যমেব চ ॥ ৬
নাস্য বন্ধুর্ন চারির্বা নিয়ন্তা প্রেরকোঽপি বা।
ন পতির্ন গুরুর্ভ্রাতা নাধিকো ন সমস্তথা ॥ ৭
ন জন্ম-মরণে তস্য ন কাঙ্ক্ষিতমকাঙ্ক্ষিতম্।
ন বিধির্ন নিষেধশ্চ ন মুক্তির্ন চ বন্ধনম্ ॥ ৮
নাস্তি যদ্যদকল্যাণং তৎ তদস্য কদাচন।
কল্যাণং সকলঞ্চাস্য পরমাত্মা শিবো যতঃ ॥ ৯
স শিবঃ সর্ব্বমেবেদমধিষ্ঠায় স্বশক্তিভিঃ।
অপ্রচ্যুতস্বতো ভাবঃ স্থিতঃ স্থাণুরতঃ স্মৃতঃ ॥ ১০
শিবেনাধিষ্ঠিতং যস্মাজ্জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্।
সর্ব্বরূপঃ স্মৃতঃ সর্ব্বস্তথা জ্ঞাত্বা ন মুহ্যতি ॥ ১১
সর্ব্বো রুদ্রো নমস্তস্মৈ পুরুষঃ সন্ পরো মহান্।
হিরণ্যবাহুর্ভগবান্ হিরণ্যপতিরীশ্বরঃ ॥ ১২
অম্বিকাপতিরীশানঃ পিনাকী বৃষবাহনঃ।
একো রুদ্রঃ পরংব্রহ্ম পুরুষঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ ॥ ১৩

সপ্তম অধ্যায়।

উপমন্যু কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! ভূতপতি মহেশ্বরের জীবকৃত, কর্ম্মকৃত, মায়াকৃত, বুদ্ধিকৃত, অহঙ্কারাত্মক কিংবা প্রাকৃত বন্ধ এ সকল কিছুই নাই। অথবা যাহাকে সঙ্কল্পাত্মক-মনঃ-সম্বন্ধীয়, চৈতন্যলক্ষণ-চিত্তসম্বন্ধীয়, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়াত্মক, শব্দাদিতন্মাত্র-সম্বন্ধীয় এবং যাহাকে আকাশাদি-ভৌতিক বন্ধ বলা যায়, সে সকলও তাঁহার নাই জানিবেন। সেই অমিততেজাঃ ভগবান্ পিনাকীর কাল নাই, কলা নাই, অবিদ্যা নাই, নিয়তি নাই, রাগ (অর্থাৎ আসক্তি) নাই, বিদ্বেষ নাই এবং অভিনিবেশ (অর্থাৎ আগ্রহ), কুশল কি অকুশল, কর্ম্ম, জাত্যাদি, সুখদুঃখ কিছুই নাই জানিবেন। জাত্যাদি সংস্কার, কর্ম্মসংস্কার, ভোগসংস্কার বা ভোগ—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কালে এ সব কাহারও সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই। তাঁহার কারণ বা কর্ত্তা কিছুই নাই ও তিনি আদি মধ্য ও অন্ত-হীন এবং কর্ম্ম করণ কার্য্য অথবা অকার্য্য ইহার কিছুতেই তিনি গণনীয় হন না। সেই ভগবান্ শ্রীকণ্ঠের ভাই নাই, বন্ধু নাই, শত্রু নাই, প্রভু নাই, প্রযোজক নাই, পতি নাই, কিংবা তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা তাঁহার সমান এমন কিছুই নাই। তাঁহার জন্ম, মৃত্যু, অভিলষিত, অনভিলষিত, বিধি, নিষেধ, বন্ধন বা মুক্তি কিছুই নাই জানিবেন। আর যাহা যাহা অমঙ্গল বলিয়া বিদিত, সে সকলও সেই ভগবান্ শূলীর নহে, আর যাহা যাহা মঙ্গল বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই সকলও তাঁহার অবিষয় নহে। সেইজন্যই সেই পরমাত্মার অপর একটী নাম শিব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই শিব সর্ব্বজগতে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বশক্তির প্রভাবে অস্খলিতভাবে বিরাজমান, এই জন্য তাঁহার নাম স্থাণু। ১—১০। সেই পরম-পুরুষ শিব এই চরাচর জগতে অধিষ্ঠান করিতেছেন বলিয়া তাঁহার সর্ব্বরূপী 'সর্ব্ব' এই নাম জগতে কীর্ত্তিত হয়। ইহা জানিতে পারিলে প্রাণীরা আর মুগ্ধ হয় না। যিনি সেই সর্ব্ব নামে বিদিত আছেন, যাঁহাতে শাশ্বত, পর, মহৎ ও পুরুষ শব্দ প্রযুক্ত হয়, যিনি রুদ্র, হিরণ্যবাহু, ভগবান্, হিরণ্যপতি, ঈশ্বর, অম্বিকাপতি, পিনাকী ও বৃষবাহন প্রভৃতি নাম ধারণ করেন, সেই পরম-পুরুষকে নিয়ত নমস্কার করি। এক রুদ্রই পরম ব্রহ্ম এবং কৃষ্ণপিঙ্গল পুরুষ।

বালাগ্রমাত্রো হৃন্মধ্যে বিচিন্ত্যো দহরান্তরে।
হিরণ্যকেশঃ পদ্মাক্ষো হ্যরুণস্তাম্র এব চ॥ ১৪
যোঽবসর্পত্যসৌ দেবো নীলগ্রীবো হিরণ্ময়ঃ।
সৌম্যো ঘোরস্তথা মিশ্রশ্চাক্ষরশ্চামৃতোঽব্যয়ঃ॥
স পুংবিশেষঃ পরমো ভগবানন্তকান্তকঃ।
চেতনাচেতনোন্মুক্তঃ প্রপঞ্চাচ্চ পরাৎপরঃ॥ ১৬
লোকে সাতিশয়ত্বেন জ্ঞানৈশ্বর্য্যে বিলোকিতে।
শিবেঽনাতিশয়ত্বেন স্থিতে প্রাহুর্মনীষিণঃ॥ ১৭
প্রতিসর্গং প্রসূতানাং ব্রহ্মণাং শাস্ত্রবিস্তরম্।
উপদেষ্টা স এবাদৌ কালাবচ্ছেদবর্ত্তিনাম্॥ ১৮
কালাবচ্ছেদযুক্তানাং গুরূণামপ্যসৌ গুরুঃ।
সর্ব্বেষামেব সর্ব্বেশঃ কালাবচ্ছেদবর্জ্জিতঃ॥ ১৯
সিদ্ধিঃ স্বভাবিকী তস্য শক্তিঃ সর্ব্বাতিশায়িনী।
জ্ঞানমপ্রতিমং নিত্যং বপুরত্যন্তনির্ম্মলম্॥ ২০
ঐশ্বর্য্যমপ্রতিদ্বন্দ্বং সুখমাত্যন্তিকং বলম্।
তেজঃ প্রভাবো বীর্য্যঞ্চ ক্ষমা কারুণ্যমেব চ॥ ২১
পরিপূর্ণস্য সর্গাদ্যৈর্নাত্মনোঽস্তি প্রয়োজনম্।
পরানুগ্রহ এবাস্য ফলং সর্ব্বস্য কর্ম্মণঃ॥ ২২
প্রণবো বাচকস্তস্য শিবস্য পরমাত্মনঃ।
শিব-রুদ্রাদিশব্দানাং প্রণবো হি পরঃ স্মৃতঃ॥ ২৩
শম্ভোঃ প্রণববাচ্যস্য ভাবনাৎ তজ্জপাদপি।
যা সিদ্ধিঃ সা পরা প্রাপ্যা ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ২৪
তস্মাদেকাক্ষরং দেবমাহুরাগমপারগাঃ।
বাচ্যবাচকয়োরৈক্যং মন্যমানা মনস্বিনঃ॥ ২৫
অস্য মাত্রাঃ সমাখ্যাতাশ্চতস্রো বেদমূর্দ্ধনি।
অকারশ্চাপ্যুকারশ্চ মকারো নাদ ইত্যপি॥ ২৬
অকারং বহ্বৃচং প্রাহুরুকারো যজুরুচ্যতে।
মকারঃ সাম নাদোঽস্য শ্রুতিরাথর্ব্বণী স্মৃতা॥ ২৭
অকারশ্চ মহাবীজং রজঃস্রষ্টা চতুর্মুখঃ।
উকারঃ প্রকৃতির্যোনিঃ সত্ত্বং পালয়িতা হরিঃ॥ ২৮
মকারঃ পুরুষো বীজং তমঃ সংহারকো হরঃ।
নাদঃ পরঃ পুমানীশো নির্গুণো নিষ্ক্রিয়ঃ শিবঃ।
এবং তিসৃভিরেবৈষ মাত্রাভির্নিখিলং ত্রিধা।
অভিধায় শিবাত্মানং বোধয়ত্যর্দ্ধমাত্রয়া॥ ৩০

তিনি হৃদয়মধ্যে কেশাগ্রতুল্য সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত, হৃদয়াকাশে তাঁহাকে চিন্তা করিতে হয়। তিনি হিরণ্যকেশ, তিনি পদ্মলোচন, তিনি অরুণবর্ণ এবং তিনিই তাম্রবর্ণ। এই যে দেব বিশ্বব্যাপী, তিনিই নীলগ্রীব, তিনিই হিরণ্ময়। তিনিই সৌম্য, ঘোর, অক্ষর, অমৃত এবং অব্যয়। সেই ভগবান্ই পরম-পুরুষ বিশেষ এবং অন্তকের অন্তক। তিনি চেতন এবং অচেতনের অতীত আর প্রপঞ্চাতীতেরও অতীত। মনীষিগণ বলেন, জগতের জ্ঞানৈশ্বর্য্য সসীম এবং শিবের জ্ঞানৈশ্বর্য্য অসীম। কাল-পরিচ্ছেদ্য প্রতিসৃষ্টি-প্রসূত ব্রহ্মাদিকে সেই শিবই শাস্ত্রসমূহ উপদেশ দেন। সেই সর্ব্বেশ্বরই কাল-পরিচ্ছেদ্য নিখিল গুরুরও গুরু; কেন না, কাল পরিচ্ছেদ তাঁহার নাই। ১১—১৯। তাঁহার সিদ্ধি স্বাভাবিকী, শক্তি সর্ব্বাতিশায়িনী; তাঁহার জ্ঞান নিত্য এবং অতুলনীয় দেহও অত্যন্ত নির্ম্মল। তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঐশ্বর্য্য এবং সুখ, বল, তেজ, প্রভাব, বীর্য্য, ক্ষমা ও কারুণ্য অত্যন্ত। তিনি পূর্ণ, সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার নিজের কো ফল নাই। পরানুগ্রহই তাঁহার সর্ব্ব কর্ম্মে উদ্দেশ্য। প্রণবই সেই পরমাত্মা শিবে বাচক; শিব রুদ্র ইত্যাদি শব্দের মধ্যে প্রণবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রণব-বাচ্য শিবের ভাবনা ও প্রণবজপ হইতে পরমা সিদ্ধি লাভ হই থাকে। এই জন্যই বাচ্য এবং বাচকের অভেদ-স্বীকর্ত্তা আগম-পারগ মনস্বিগণ, দে দেবকে 'একাক্ষর' স্বরূপ বলিয়া থাকে বেদমস্তকস্থিত এই প্রণবের চারিটী অবয়ব; যথা,—অকার, উকার, মকার এ নাদ। ইহাঁর অকার ঋগ্বেদ, উকার যজুর্বে মকার সামবেদ এবং নাদ অথর্ব্ববেদ। অকা মহাবীজ, রজোগুণ এবং স্রষ্টা চতুর্মুখ; উকা প্রকৃতি, সত্ত্বগুণ এবং পালয়িতা বিষ্ণু; মক পুরুষ, বীজ, তমোগুণ এবং সংহারকারী রু আর 'নাদ' নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পরম-পুরুষ ঈশ্ব শিব। এই প্রণব, এইরূপে ত্রিমাত্রা দ্বা নিখিল জগতের বাচক হইয়া অর্দ্ধমাত্রা (নাদ) দ্বারা শিবস্বরূপী পরমাত্মার বোধক হই

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্-
যস্মান্নাণীয়ো ন চ জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্॥ ৩১

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহি-
তায়ামুত্তরভাগে শিবতত্ত্বকথনে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

উপমন্যুরুবাচ।

শক্তিঃ স্বাভাবিকী তস্য বিদ্যা বিশ্ববিলক্ষণা।
একানেকস্বরূপেণ ভাতি ভানোরিব প্রভা॥ ১
অনন্তাঃ শক্তয়স্তস্যা ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াদয়ঃ।
মায়াদ্যাশ্চাভবন্ বহ্নের্বিস্ফুলিঙ্গা যথা তথা॥ ২
সদাশিবেশ্বরাদ্যাশ্চ নানাবিদ্যেশ্বরাদয়ঃ।
অভবন্ পুরুষাশ্চাস্যাঃ প্রকৃতিশ্চ পরাৎপরা॥ ৩
মহদাদি-বিশেষান্তা অজাদ্যাশ্চাপি মূর্ত্তয়ঃ।
যচ্চান্যদপি তৎ সর্ব্বং তস্যাঃ কার্য্যং ন সংশয়ঃ॥
সা শক্তিঃ সর্ব্বগা সূক্ষ্মা প্রবোধানন্দরূপিণী।
শক্তিমানুচ্যতে দেবঃ শিবঃ শীতাংশুভূষণঃ॥ ৫
বেদ্যঃ শিবঃ শিবা বিদ্যা প্রজ্ঞা চৈব শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ
ধৃতিরেষা স্থিতির্নিষ্ঠা জ্ঞানেচ্ছাকর্ম্মশক্তয়ঃ॥ ৬
আজ্ঞা চৈব পরং ব্রহ্ম দ্বে বিদ্যে চ পরাপরে।
শুদ্ধবিদ্যা শুদ্ধকলা সর্ব্বং শক্তিকৃতং যতঃ॥ ৭
মায়া চ প্রকৃতির্জীবো বিকারো বিকৃতিস্তথা।
অসচ্চ সচ্চ যৎ কিঞ্চিৎ তয়া সর্ব্বমিদং ততম্॥ ৮
সা দেবী মায়য়া সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্।
মোহয়ত্যপ্রযত্নেন মোচয়ত্যপি লীলয়া॥ ৯
অনয়া সহ সর্ব্বেশঃ সপ্তবিংশৎপ্রকারয়া।
বিশ্বং ব্যাপ্য স্থিতস্তস্মান্মুক্তিরত্র প্রবর্ত্ততে॥ ১০

থাকেন। যাঁহার পর এবং অপর কিছু নাই, যদপেক্ষা অণুতর এবং জ্যেষ্ঠ কিছু নাই, যিনি সমগ্র আকাশে বৃক্ষবৎ নিশ্চলভাবে অধিষ্ঠিত, সেই পুরুষই নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। ২০—৩১।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭॥

অষ্টম অধ্যায়।

উপমন্যু কহিলেন,—হে বনমালিন্! সেই পরম-পুরুষের বিশ্ববিলক্ষণা স্বাভাবিকী বিদ্যা-রূপিণী শক্তি একা হইলেও ভানুর প্রভার ন্যায় অনেকরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। আবার সেই বিদ্যাশক্তির বহ্নির বিস্ফুলিঙ্গ-সদৃশ ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া ও মায়াদি অনন্ত শক্তি অবস্থিত এবং সেই শক্তি হইতেই সদাশিব ঈশ্বর প্রভৃতি ও নানা বিদ্যেশ্বরাদি পুরুষ, পরাৎপর প্রকৃতি উৎপন্ন হইয়াছেন। মহদাদি বিশেষ পর্য্যন্ত ও ব্রহ্মাদি নিখিল মূর্ত্তি, আর এতদ্ব্যতীত যাহা যাহা আছে, সে সকল সেই বিদ্যাশক্তিরই যে কার্য্য, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। সেই শক্তিরই সর্ব্বত্র গতি; স্বয়ং তিনি চিন্ময়ী আনন্দরূপিণী ও সূক্ষ্মা বলিয়া বিদিতা আছেন। তাঁহা দ্বারাই শীতাংশুভূষণ শিব শক্তিমান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ, জানিবেন। জ্ঞেয় হইতে সেই শিবই হন। আর সেই শক্তিই বিদ্যা, এবং যাহাকে যাহাকে প্রজ্ঞা, শ্রুতি ও স্মৃতি বলা যায়, সেই সকল শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। সেই শক্তিই ধৃতি, তিনিই স্থিতি, তিনিই নিষ্ঠা; তিনিই জ্ঞান, ইচ্ছা, কর্ম্ম প্রভৃতি শক্তি। পর-ব্রহ্মস্বরূপ আজ্ঞাচক্র, পর ও অপর বিদ্যাদ্বয়, শুদ্ধবিদ্যা এবং শুদ্ধকলা এতৎসমস্তই শক্তি-সম্পাদিত। মায়া, প্রকৃতি, জীব, বিকার, বিকৃতি ও যাহা যাহা সৎ ও অসৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সে সকলকে সেই শক্তিই বিস্তার করিয়াছেন। সেই শক্তি দেবীই মায়াবলে চরাচর নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে অনায়াসে মোহিত করিতেছেন; আবার অবলীলায় সেই মোহ হইতে মোচন করিতেছেন। সর্ব্বেশ্বর ভগ-বান্ সেই সপ্তবিংশতি-তত্ত্বস্বরূপা প্রকৃতির সহিত যেহেতু এই বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, সে কারণ সেই শিবকে সেবা করিলেই মুক্তি

মুমুক্ষবঃ পুরা কেচিন্মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ।
সংশয়াবিষ্টমনসো বিমৃশন্তি যথাতথম্॥ ১১
কিং কারণং কুতো জাতা জীবামঃ কেন বা বয়ম্
ক্ব চাস্মাকং সম্প্রতিষ্ঠা কেন বাধিষ্ঠিতা বয়ম্॥১২
কেন বর্ত্তামহে শশ্বৎ সুখেষন্যেষু চানিশম্।
অনির্লঙ্ঘ্যা চ বিশ্বস্য ব্যবস্থা কেন বা কৃতা॥ ১৩
কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা নাত্র যুজ্যতে।
ভূতানি যোনিঃ পুরুষো যোগঃ চৈষাং পথোঽথবা॥
অচেতনত্বাং কালাদেশ্চেতনত্বেঽপি চাত্মনঃ।
সুখদুঃখাভিভূতত্বাদনীশত্বং বিচার্য্য চ॥ ১৫
তে ধ্যানযোগানুগতাঃ প্রাপশ্যন্ শক্তিমৈশ্বরীম্।
পাশাবচ্ছেদিকাং সাক্ষান্নিগূঢ়াং স্বগুণৈর্ভৃশম্॥ ১৬
তয়া বিচ্ছিন্নপাশাস্তে সর্ব্বকারণকারণম্।
শক্তিমন্তং মহাদেবমপশ্যন্ দিব্যচক্ষুষা॥ ১৭
যঃ কারণান্যশেষাণি কালাত্মসহিতানি চ।

অপ্রমেয়োঽনয়া শক্ত্যা সাকমেকোঽধিতিষ্ঠতি॥
ততঃ প্রসাদযোগেন যোগেন পরমেণ চ।
দৃঢ়েন শক্তিযোগেন দিব্যাং গতিমবাপ্নুবন্॥ ১৯
তস্মাৎ সহ তথা শক্ত্যা হৃদি পশ্যন্তি যে শিবম্
তেষাং শাশ্বতিকী শান্তির্নেতরেষামিতি শ্রুতিঃ॥
ন হি শক্তিমতঃ শক্ত্যা বিপ্রয়োগোঽস্তি জাতু
তস্মাচ্ছক্তেঃ শক্তিমতঃ প্রসাদান্নির্বৃতির্দ্বয়োঃ॥
ক্রমোঽবিবক্ষিতো নূনং বিমুক্তৌ জ্ঞান-কর্ম্মণোঃ
প্রসাদে সতি সা মুক্তির্যস্মাৎ করতলে স্থিতা॥
দেবো বা দানবো বাপি পশুর্বা বিহগোঽপি
কীটোঽথবা কৃমির্বাপি মুচ্যতে তৎপ্রসাদতঃ॥
গর্ভস্থো জায়মানো বা বালো বা তরুণোঽপি বা
বৃদ্ধো বা ম্রিয়মাণো বা সর্গস্থো বাথ নারকী॥
পতিতো বাপি ধর্ম্মাত্মা পণ্ডিতো মূঢ় এব বা।
প্রসাদে তৎক্ষণাদেব মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥২৫

লাভ করিতে কেহ অসমর্থ হয় না। ১—১০। পূর্ব্বে কতকগুলি বেদাধ্যায়ী মহর্ষি মোক্ষাভিলাষী হইয়া সংশয় উপস্থিত হওয়াতে যথার্থ বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন,—আমাদিগের কারণ কে? কোথা হইতেই বা আমরা উৎপন্ন হইয়াছি? কাহা দ্বারাই বা আমরা জীবন-ধারণ করিতেছি? আমাদিগের স্থিতিই বা কোথায়? কাহা কর্ত্তৃকই বা আমরা অধিষ্ঠিত আছি? কাহা দ্বারাই বা আমরা নিত্য সুখ এবং দুঃখে নিরন্তর অধিষ্ঠান করিতেছি? এবং কেই বা এ বিশ্বের অলঙ্ঘনীয় ব্যবস্থা করিয়াছেন? কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, পঞ্চভূত, প্রকৃতি, পুরুষ বা এতৎসমষ্টি এ সব বিষয়ের কর্ত্তা নহে। কেননা কালাদি অচেতন, অচেতনে কর্ত্তৃত্ব থাকে না। পুরুষ (আত্মা) চেতন হইলেও সুখ-দুঃখাভিভূত, অতএব এতৎসম্বন্ধে সামর্থ্যবিহীন; ইহা বিচার করিয়া তাঁহারা পাশ-বিচ্ছেদিকা স্বগুণগূঢ়া ঐশ্বরী শক্তি, ধ্যান-যোগে দেখিতে পাইলেন। সেই শক্তিপ্রভাবে ছিন্নপাশ হইয়া তাঁহারা সর্ব্বকারণ-কারণ শক্তিমান্ মহাদেবকে দিব্যনেত্রে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, সেই এক অপ্রমেয়

দেব এই শক্তিসাহায্যে কাল আত্মা প্রভৃতি অশেষ কারণে অধিষ্ঠিত। অনন্তর মুনিগণ দৃঢ় ভক্তিযোগে ও পরম যোগ (অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধ) বলে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিয়া দিব্য-গতি প্রাপ্ত হইলেন। সেই হেতু হে কৃষ্ণ! যে জন সেই শক্তির সহিত শিবকে হৃদয়াগারে দেখিতে থাকে, সেই শাশ্বত শান্তি-লাভে সমর্থ হয়, তদ্ব্যতিরিক্ত কেহই লাভ করিতে পারে না। ১১—২০। সেই শক্তিমান্ পরমেশ্বর কখনও শক্তির সহিত বিযুক্ত হন না। সেই হেতু শক্তি ও শক্তিমান প্রসন্ন হইলেই শাশ্বত নিরতিশয় জ্ঞানরূপ নির্বৃতি লাভ হইয়া থাকে। মুক্তিলাভে জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইটীর ক্রম কথিত হয় নাই, কারণ সেই শক্তি-শক্তিমান্ প্রসন্ন হইলেই মুক্তি করতল হইতে বহির্গত হয় না। দেব, দানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, অথবা কি কৃমি পর্য্যন্ত সেই শক্তিশিবের প্রসাদে মুক্তি পাইয়া থাকে। গর্ভস্থ অথবা জাত হউন, বালক কিংবা যুবা অথবা বৃদ্ধ হউন; স্বর্গস্থ, নারকী, পতিত, ধর্ম্মাত্মা, পণ্ডিত অথবা মূর্খ হউন না কেন সকলেই সেই শক্তি-শঙ্করের প্রসাদে মুক্ত

অযোগ্যানাঞ্চ কারুণ্যাদ্ভক্তানাং পরমেশ্বরঃ।
প্রসীদতি ন সন্দেহো নিগৃহ্য বিবিধান্ মলান্॥ ২৬
প্রসাদাদেব সা ভক্তিঃ প্রসাদো ভক্তিসম্ভবঃ।
অবস্থাভেদমুৎপ্রেক্ষ্য বিদ্বাংস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ২৭
প্রসাদপূর্ব্বিকা যেয়ং ভক্তিমুক্তিবিধায়িনী।
নৈব সা শক্যতে প্রাপ্তুং নরৈরেকেন জন্মনা॥২৮
অনেকজন্মসিদ্ধানাং শ্রৌত-স্মার্তানুবর্ত্তিনাম্।
বিরক্তানাং প্রবুদ্ধানাং প্রসীদতি মহেশ্বরঃ॥ ২৯
প্রসন্নে সতি দেবেশে পশোস্তস্মিন্ প্রবর্ত্ততে।
অস্তি নাথো মমেত্যল্পা ভক্তির্বুদ্ধিপুরঃসরা॥ ৩০
তপসা বিবশঃ শৈবৈর্ধর্ম্মৈঃ সংযুজ্যতে নরঃ।
তৎপ্রয়োগে ভবভ্যাসস্ততো ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥
পরয়া চ তয়া ভক্ত্যা প্রসাদো লভ্যতে পরঃ।
প্রসাদাৎ সর্ব্বপাশেভ্যো মুক্তিভুক্তিঃ সুনির্বৃতিঃ॥

হয়, ইহাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। সেই শক্তিমান্ শিব, ভক্ত অযোগ্য হইলেও করুণা-প্রকাশে তাহার বিবিধ পাপ নাশ করত যে, প্রসন্ন হইয়া থাকেন, ইহাতে কিছুই সংশয় জন্মে না। ঐ প্রসাদ হইতেই ভক্তি উৎপন্ন হয়, আবার সেই ভক্তিই প্রসন্নতার কারণ; বিদ্বানেরা তাহাতে অধিকারভেদ বিবেচনা করিয়া মুগ্ধ হন না। ঐ মুক্তিবিধায়িনী প্রসাদ-সম্ভবা ভক্তিকে মনুষ্যেরা সহজে এক জন্মেই লাভ করিতে পারে না; অনেক জন্মে, অনেক কর্ম্মে, চিত্তশোধন করিয়া বিষয়-বিরাগী শ্রুতি ও স্মৃতির মতানুবর্ত্তী প্রবুদ্ধ মনুষ্যের প্রতিই মহেশ্বর প্রসন্ন হন; তিনি প্রসন্ন হইলে সেই পশুর "আমার ঈশ্বর আছেন" এই প্রকার বুদ্ধিসম্ভবা অল্পমাত্র ভক্তি উদ্ভূত হয়। ২১—৩০। শৈব ধর্ম্ম তপোবিবশ মনুষ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, অনন্তর তাহার অনুষ্ঠান সেই শৈব ধর্ম্মের আচরণ অভ্যাস হয় এবং তাহাতেই পরম ভক্তি জন্মে। সেই পরম ভক্তি দ্বারা মনুষ্য পরম প্রসাদ লাভ করিয়া থাকে এবং সেই প্রসাদবলে সকল পাশ হইতে মুক্তি ও সুনির্বৃতি ভক্তি হইয়া থাকে।

অল্পভাবোঽপি যো মর্ত্ত্যঃ সোঽপি জন্মত্রয়াৎ পরম্
ন যোনিযন্ত্রপীড়াং বৈ লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩৩
সাঙ্গানঙ্গা চ যা সেবা সা ভক্তিরিতি কথ্যতে।
সা পুনর্ভিদ্যতে ত্রেধা মনো-বাক্-কায়সাধনৈঃ॥৩৪
শিবরূপাদিচিন্তা যা সা সেবা মানসী স্মৃতা।
জপাদির্বাচিকী সেবা কর্ম্মপূজাদি কায়িকী॥ ৩৫
সেয়ং ত্রিসাধনা সেবা শিবধর্ম্মশ্চ কথ্যতে।
স তু পঞ্চবিধঃ প্রোক্তঃ শিবেন পরমাত্মনা॥ ৩৬
তপঃকর্ম্ম জপো ধ্যানং জ্ঞানঞ্চেতি সমাসতঃ।
কর্ম্মলিঙ্গার্চ্চনাদ্যঞ্চ তপশ্চান্দ্রায়ণাদিকম্॥ ৩৭
জপস্ত্রিধা শিবাভ্যাসশ্চিন্তা ধ্যানং শিবস্য তু।
শিবাগমোক্তং যজ্জ্ঞানং তদত্র জ্ঞানমুচ্যতে॥ ৩৮
শ্রীকণ্ঠেন শিবেনোক্তঃ শিবায়ৈ চ শিবাগমঃ।
শিবাশ্রিতানাং কারুণ্যাচ্ছ্রেয়সামেকসাধনম্॥ ৩৯
তস্মাদ্বিবর্দ্ধয়েদ্ভক্তিং শিবে পরমকারণে।
ত্যজেচ্চ বিষয়াসঙ্গং শ্রেয়োঽর্থী মতিমান্ নরঃ॥

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহি-
তায়ামুত্তরভাগে শিবতত্ত্বকথনে-
ঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

যে মনুষ্যের অল্প ভক্তি, সেও জন্মত্রয়ের পর যোনিযন্ত্রপীড়া হইতে মুক্ত হয়; ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। পণ্ডিতেরা বাহ্যিক উপচারযুক্ত সেবা ও মানসী সেবাকে ভক্তি বলেন; সেই ভক্তির আবার বাক্ মনঃ কায় রূপ সাধনভেদে তিন প্রকার। শিবরূপাদি-চিন্তাই মানসী ভক্তি হয়, জপাদিকে বাচিকী ভক্তি বলেন ও পূজাদি কর্ম্ম, কায়িকী ভক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই ত্রিসাধনা ভক্তিই শিব-ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়; পরমাত্মা শিব, সেই শিবধর্ম্ম আবার পাঁচ প্রকার, ইহা বলিয়াছেন। তপঃ, কর্ম্ম জপ ধ্যান, জ্ঞান এই পাঁচটী সেই পাঁচ প্রকার শিবধর্ম্ম; চান্দ্রায়ণাদিই তপঃ, লিঙ্গার্চ্চনাদিই কর্ম্ম, ত্রিবিধ প্রকার শিবাভ্যাসই জপ, শিব-চিন্তাই ধ্যান আর শিবাগমোক্ত জ্ঞানই জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়। শ্রেয়সের পরমসাধন ঐ শিবাগমকে ভক্তবৎসল শ্রীকণ্ঠ শিব ভক্তের প্রতি করুণা করিয়া শিবার নিকট

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি শিবেন পরিভাবিতম্।
বেদসারং শিবজ্ঞানং স্বাশ্রিতানাং বিমুক্তয়ে॥ ১
অভক্তানামবুদ্ধানামযুক্তানামগোচরম্।
অর্থৈর্দ্দশার্দ্ধৈঃ সংযুক্তং গূঢ়মপ্রাজ্ঞনিন্দিতম্॥ ২
বর্ণাশ্রমকৃতৈর্ধর্ম্মৈর্বিপরীতং ক্বচিৎ সমম্।
বেদাৎ ষড়ঙ্গাদুদ্ধৃত্য সাংখ্যযোগাচ্চ কৃৎস্নশঃ॥ ৩
শতকোটিপ্রমাণেন বিস্তীর্ণং গ্রন্থসংখ্যয়া।
কথিতং পরমেশেন তত্র পূজা কথং প্রভো॥ ৪
কস্যাধিকারঃ পূজাদৌ জ্ঞানযোগাদয়ঃ কথম্।
তৎ সর্ব্বং বিস্তরাদেব বক্তুমর্হসি সুব্রত॥ ৫

উপমন্যুরুবাচ।

শৈবং সংক্ষিপ্য বেদোক্তং শিবেন পরিভাবিতম্।
স্তুতি-নিন্দাবিরহিতং সদ্যঃপ্রত্যয়কারকম্॥ ৬
গুরুপ্রসাদজং দিব্যমনায়াসেন মুক্তিদম্।
কথয়িষ্যে সমাসেন তস্য শক্যো ন বিস্তরঃ॥ ৭
সিসৃক্ষয়া পুরাব্যক্তাচ্ছিবঃ স্থাণুর্মহেশ্বরঃ।
সৎকার্য্যকারণোপেতঃ স্বয়মাবিরভূৎ প্রভুঃ॥ ৮
জনয়ামাস চ তদা ঋষির্বিশ্বাধিকঃ প্রভুঃ।
দেবানাং প্রথমং দেবং ব্রহ্মাণং ব্রহ্মণঃ পতিঃ॥ ৯
ব্রহ্মাপি পিতরং দেবং জায়মানোঽম্ববৈক্ষত।
তং জায়মানং জনকো দেবঃ প্রাপশ্যদাজ্ঞয়া॥ ১০
দৃষ্টো রুদ্রেণ দেবোঽসাবসৃজদ্বিশ্বমীশ্বরঃ।
বর্ণাশ্রমব্যবস্থাঞ্চ চকার স পৃথক্ পৃথক্॥ ১১
সোমং সসর্জ্জ যজ্ঞার্থে সোমাদ্দ্যৌঃ সমজায়ত।
ধরা চ বহ্নিঃ সূর্য্যশ্চ যজ্ঞো বিষ্ণুঃ শচীপতিঃ॥ ১২

কীর্ত্তন করেন। অতএব মতিমান্ মনুষ্যেরা বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করত অনাদি-নিধন ভক্তবৎসল সেই শিবে দিন দিন ভক্তির কলা বৃদ্ধি করিতে অলস হইবে না। ৩১—৪০।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮॥

নবম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে ভগবন্! যাহা অভক্ত, অপ্রবুদ্ধ ও অযুক্ত লোকের অগোচর, যাহা পঞ্চসর্গাদি-অর্থ-সংযুক্ত, যাহা বর্ণ ও আশ্রম-কৃত ধর্ম্ম দ্বারা দুর্জ্ঞেয় ও কোন কোন স্থলে সরল এবং অপ্রাজ্ঞ লোকেরা যাহাকে গূঢ় বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে, সেই স্বাশ্রিত লোকের বিমুক্তি-নিমিত্ত ভক্তনিলয় পরমেশ্বর কর্ত্তৃক অনুষ্টুপ্ শ্লোকে কথিত, ষড়ঙ্গ বেদ এবং সাংখ্য যোগ হইতে সমগ্ররূপে উদ্ধৃত, শত কোটি পরিমাণে বিস্তীর্ণ বেদসার শিবজ্ঞান শুনিতে সাতিশয় স্পৃহা জন্মিয়াছে; তাহা কীর্ত্তন করিয়া আমাকে নিঃস্পৃহ করুন এবং তাহাতে পূজাই বা কি প্রকার? কাহারা সেই পূজাদির অধিকারী এবং জ্ঞান-যোগাদি কাহাকে বলে? হে সুব্রত! সে সকল বিস্তাররূপে বর্ণন করিয়া আমাকে নিঃসন্দিগ্ধ করুন! উপমন্যু কহিলেন,—হে ত্রিবিক্রম! আমি সেই আশু-বিশ্বাস-জনক, স্তুতি-নিন্দাদি-রহিত; গুরুপ্রসাদোৎপন্ন, অনায়াসে মুক্তিপ্রদ, বেদোক্ত, দিব্য, শিবভাবিত, শৈব জ্ঞান সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন; কারণ, আমার বিস্তার করিয়া বর্ণিতে শক্তি নাই। পূর্ব্বে স্বয়ং ভগবান্ মহেশ্বর শিব সৃজন বাসনায় কারণরূপে অবস্থিত কার্য্যের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া অব্যক্ত হইতে আবির্ভূত হইলেন; আবির্ভূত হইয়াই সেই প্রভু ব্রহ্মপতি বিশ্বের সকল দেবের প্রধান ব্রহ্মাকে সৃজন করিলেন। ঐ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াই দেব পিতাকে দেখিবার নিমিত্ত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্মপিতা বিশ্বনাথও জায়মান পুত্রের প্রতি আজ্ঞাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ১—১০। বিধাতা ব্রহ্মাও পিতা কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া বিশ্ব সৃজন করিলেন এবং পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ ও আশ্রমের ব্যবস্থা বিধান করিলেন। তাহার পর বিশ্বস্রষ্টা সেই ব্রহ্মা সোমকে সৃজন করিলেন এবং সেই সোম হইতে স্বর্গ, ধরা, বহ্নি, সূর্য্য, যজ্ঞ, বিষ্ণু ও শচীপতি ইন্দ্র উৎপন্ন

তে চান্যে চ সুরা রুদ্রং রুদ্রাধ্যায়েন তুষ্টুবুঃ।
প্রসন্নবদনস্তস্থৌ দেবানামগ্রতঃ প্রভুঃ॥ ১৩
অপহৃত্য স্বলীলার্থং তেষাং জ্ঞানং মহেশ্বরঃ।
তমপৃচ্ছংস্ততো দেবাঃ কো ভবানিতি মোহিতাঃ॥
সোঽব্রবীদ্ভগবান্ রুদ্রো হ্যহমেকঃ পুরাতনঃ।
আসং প্রথমমেবাহং বর্ত্তামি চ সুরোত্তমাঃ॥১৫
ভবিষ্যামি চ মত্তোঽন্যো ব্যতিরিক্তো ন কশ্চন।
অহমেব জগৎ সর্ব্বং তর্পয়ামি স্বতেজসা॥ ১৬
মত্তোঽধিকঃ সমো নাস্তি মাং যো বেদ স মুচ্যতে
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ রুদ্রস্তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ১৭
নাপশ্যংশ্চ ততো দেবং দেবা বিষ্ণুপুরোগমাঃ।
অথর্ব্বশিরসা রুদ্রমস্তুবংশ্চোর্দ্ধবাহবঃ॥ ১৮
ত্বরিতাখ্যেন রুদ্রেণ রুদ্রেণ ব্রহ্মভিস্তথা।
স্তোত্রৈশ্চ বিবিধৈরন্যৈঃ সূক্তৈঃ শৈবৈশ্চ নামভিঃ
ব্রতং পাশুপতং কৃত্বা হ্যথর্ব্বশিরসি স্থিতম্।
ভস্মসঞ্ছন্নসর্ব্বাঙ্গা বভূবুরমরাস্তদা॥ ২০
অথ তেষাং প্রসাদার্থং পশূনাং পতিরীশ্বরঃ।
সগণশ্চাম্বয়া সার্দ্ধং সান্নিধ্যমকরোৎ প্রভুঃ॥ ২১
যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসা যোগিনো দগ্ধকিল্বিষাঃ।
হৃদি পশ্যন্তি তং দেবং দদৃশুর্দেবপুঙ্গবাঃ॥ ২২
যামাহুঃ পরমাং শক্তিমীশ্বরেচ্ছানুবর্ত্তিনীম্।
তামপশ্যন্ মহেশস্য বামাঙ্গে বামলোচনাম্॥ ২৩
যে বিনিধূ‌তসংসারাঃ প্রাপ্তাঃ শৈবং পরং পদম্।
নিত্যসিদ্ধাশ্চ যে চান্যে তে চ দৃষ্টা গণেশ্বরাঃ॥ ২৪
অথ তং তুষ্টুবুর্দেবা দেব্যা সহ মহেশ্বরম্।
স্তোত্রৈর্মাহেশ্বরৈর্দিব্যৈ স্তোত্রৈঃ পৌরাণিকৈরপি
দেবোঽপি দেবানালোক্য কৃপয়া বৃষভধ্বজঃ।

হইলেন। অনন্তর সেই সকল দেবতা এবং অন্য ও দেবগণ "নমস্তে রুদ্র" ইত্যাদি রুদ্রাধ্যায় দ্বারা স্তব করিলে প্রভু মহেশ্বর প্রসন্নবদনে সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া লীলা-বাসনায় তাঁহাদিগের জ্ঞান অপহরণ করিলেন। এইরূপে দেবগণ জ্ঞানশূন্য হইয়া মোহ বশতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কে? ভগবান্ ভূতপতি বলিলেন,—এ জগতে আমিই পুরাতন ও অদ্বিতীয় বলিয়া কথিত হই। হে সুরোত্তমগণ! প্রথমে আমিই এ জগতে ছিলাম এবং এখনও অবস্থান করিতেছি, আর থাকিতে আমিই থাকিব; এ জগতে আমি ভিন্ন আর কেহই নাই এবং আমিই নিজতেজে এই নিখিল জগতের তৃপ্তিসাধন করিতেছি। এ জগতে এমন কেহই নাই, যে ব্যক্তি আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা সমান। যে ব্যক্তি আমাকে অবগত হইতে পারে, সেই মুক্তিমার্গের পথিক হয়। ভগবান্ সুরগণকে এই উপদেশ দিয়া সেখান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তাহার পর যখন বিষ্ণু প্রভৃতি ত্রিদশ সকল আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না; তখন তাঁহারা উর্দ্ধবাহু হইয়া অথর্ব্ববেদের শিরোভাগস্থ মন্ত্রে, ত্বরিতাখ্য রুদ্রমন্ত্রে, সামান্য রুদ্রমন্ত্রে, শিবনামকীর্ত্তনে এবং নানাবিধ স্তব ও অন্যান্য সূক্ত দ্বারা সেই ভগবান্ রুদ্রের স্তব করিতে লাগিলেন এবং সকল অঙ্গ ভস্মধূসর করিয়া অথর্ব্ববেদের শিরোভাগস্থ পাশুপতব্রত করিতে লাগিলেন। ১১—২০। এই সকল স্তবনিয়মে ভগবান্ পশুপতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া সেই দেবগণের সন্তোষ উৎপাদন করিতে দেবী উমা ও স্বকীয় অনুচরবর্গের সহিত তাঁহাদের প্রত্যক্ষ-গোচর হইলেন। নিষ্পাপ যোগীরা জিতশ্বাস ও নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া যে দেব শূলীকে হৃদয়ে দেখিয়া শাশ্বত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন এবং যে উমাকে ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্ত্তিনী পরমা শক্তি বলিয়া থাকেন; দেবগণ সেই মহেশ্বরকে এবং তাঁহার বামাঙ্গ-শোভিনী বাম-লোচনা মহেশ্বরীকে দেখিয়া নয়ন সার্থক করিলেন। আর যাঁহারা সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক পরম শৈবপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ও যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ, দেবগণ সেই গণপতিদিগকেও দেখিয়া অপার আনন্দের আশ্রয় হইলেন। অনন্তর অমরবৃন্দ মাহেশ্বর স্তোত্র এবং দিব্য ও পৌরাণিক স্তব দ্বারা দেব ও দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন। পরমাত্মা পিনাকীও তাঁহাদিগের স্তবে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করত "আমি

তুষ্টোঽস্মীত্যাহ সম্প্রীতঃ স্বভাবমধুরাং গিরম্ ॥২৬
অথ তং প্রীতমনসং প্রণিপত্য বৃষধ্বজম্।
অর্থমর্থ্যতমং দেবাঃ পপ্রচ্ছুরিমমাদরাৎ ॥ ২৭

দেবা উচুঃ।

ভগবন্ কেন মার্গেণ পূজনীয়োঽসি ভূতলে।
কস্যাধিকারঃ পূজায়াং বক্তুমর্হসি তত্ত্বতঃ ॥ ২৮
ততঃ সস্মিতমালোক্য দেবীং দেববরো হরঃ।
স্বরূপং দর্শয়ামাস ঘোরং সূর্য্যাত্মকং পরম্ ॥ ২৯
সর্ব্বাশ্চর্য্যগুণোপেতং সর্ব্বতেজোময়ং পরম্।
শক্তিভির্মূর্ত্তিভিঃ স্বাভিগ্র্ হৈর্দেবৈশ্চ সংবৃতম্ ॥৩০
অষ্টবাহুং চতুর্ব্বক্ত্রমর্দ্ধনারীকমদ্ভুতম্ ॥ ৩১
দৃষ্ট্বৈবমদ্ভুতাকারং দেবা বিষ্ণুপুরোগমাঃ।
বুদ্ধা দিবাকরং দেবং দেবীঞ্চৈব নিশাকরম্ ॥ ৩২
পঞ্চভূতান্যশেষাণি তন্ময়ঞ্চ চরাচরম্।
এবমুক্ত্বা নমশ্চক্রুস্তস্মৈ চার্ঘ্যং প্রদায় বৈ ॥ ৩৩
সিন্দূরবর্ণায় সুমণ্ডলায়
সুবর্ণবজ্রাভরণায় তুভ্যম্।
পদ্মাভনেত্রায় সপঙ্কজায়
ব্রহ্মেন্দ্রনারায়ণকারণায় ॥ ৩৪
সুরত্নপূর্ণং সসুবর্ণতোয়ং
সুকুঙ্কুমাদ্যং সকুশং সপুষ্পম্।
প্রদত্তমাদায় সহেমপাত্রং
প্রশস্তমর্ঘ্যং ভগবন্ প্রসীদ ॥ ৩৫
নমঃ শিবায় সাম্বায় সগণায়াদিহেতবে।
রুদ্রায় বিষ্ণবে তুভ্যং ব্রহ্মণে সূর্য্যমূর্ত্তয়ে ॥ ৩৬
যঃ শিবং মণ্ডলে সৌরে সম্পূজ্যৈবং সমাহিতঃ।
প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়াহ্নে প্রদদ্যাদর্ঘ্যমুত্তমম্ ॥৩৭
প্রণমেদ্বা পঠেদেতৎ স্তোত্রং স্তুতিশতোত্তমম্।
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিদ্ভক্তশ্চেন্মুচ্যতে দৃঢ়ম্ ॥ ৩৮
তস্মাদ্ভক্ত্যার্চ্চয়েন্নিত্যং শিবমাদিত্যরূপিণম্।
ধর্ম্মকামার্থমুক্ত্যর্থং মনসা কর্ম্মণা গিরা ॥ ৩৯
অথ দেবান্ সমালোক্য মণ্ডলস্থো মহেশ্বরঃ।
সর্ব্বাগমোত্তরং দত্ত্বা শাস্ত্রমন্তরধীয়তঃ ॥ ৪০

সন্তুষ্ট হইয়াছি” এই স্বভাবমধুর বচনে দেবগণকে অগাধ আনন্দসাগরে মগ্ন করাইলেন। তদনন্তর বিবুধসমূহ প্রীতমনা বৃষধ্বজকে প্রণামপুরঃসর সাদরে এই প্রার্থনীয়তম অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! এ ভূতলে কি প্রকারে আপনার পূজা করিতে হয়? আর সেই পূজায় কাহারাই বা অধিকারী?—এ সকল যথার্থরূপে উপদেশ দিয়া আমাদিগের জ্ঞানালোক উদ্দীপিত করুন। ২১—২৮। অনন্তর শূলপাণি ঈষৎ হাসিতে হাসিতে দেবীকে নিরীক্ষণ করিয়া দেবগণকে স্বকীয় নিখিল আশ্চর্য্য-গুণযুক্ত, সর্ব্বতেজোময়, স্বীয় শক্তিমূর্ত্তি দেব ও গ্রহগণ-পরিবৃত, অষ্টবাহু চতুরানন, ঘোর, সূর্য্যাত্মক, অদ্ভুত পরম অর্দ্ধনারীশ্বর স্বরূপ দেখাইলেন। বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ এহেন অদ্ভুতাকার-নিরীক্ষণে ভগবান্‌কে দিবাকর ও দেবীকে নিশাকর ও অশেষ পঞ্চভূত এবং এই অখিল-চরাচরকে শিবময় জানিতে পারিয়া এই কথা বলিতে বলিতে অর্ঘ্যদানপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিলেন,—হে সিন্দূরবর্ণ-সুমণ্ডল, সুবর্ণবজ্রাভরণ, কমলনয়ন, ভগবন্! আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রের কারণ; নলিনভূষণ আপনাকে এই সুবর্ণময় পাত্রস্থিত সুরত্নপূর্ণ, সুবর্ণ, তোয়, সুকুঙ্কুম, কুশ-পুষ্পযুক্ত প্রশস্ত অর্ঘ্য দান করিতেছি; একবার করুণা-কটাক্ষ নিক্ষেপ করত প্রসন্ন হউন। হে সাম্বশিব! আপনিই রুদ্র, আপনিই বিষ্ণু, আপনিই ব্রহ্মা এবং আপনিই সূর্য্যমূর্ত্তিধারী; স্বীয় গণবেষ্টিত আদিকারণ আপনাকে নমস্কার করিতেছি; এ শরণার্থিগণের শরণ হউন। যে ব্যক্তি একচিত্তে এইরূপ প্রকারে পূজা করত প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল এবং সায়াহ্নকালে সূর্য-মণ্ডলে এইরূপ প্রশস্ত অর্ঘ্য দান করে, অথবা প্রণাম করে, কিংবা স্তুতিশত অপেক্ষা উত্তম এই স্তোত্র পাঠ করে, এ জগতে তাহার আর কিছুই দুর্লভ থাকে না এবং যদি ভক্ত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মুক্তি-পদে আরোহণ করে। অতএব হে শরীরিগণ! ধর্ম্ম-কামার্থ-মুক্তির নিমিত্ত সেই আদিত্যরূপী সনাতন শিবকে কায়মনোবাক্যে অর্চ্চনা কর। অনন্তর মণ্ডলস্থ মহেশ্বর দেবগণকে অনুকম্পাপুরঃসর

তত্র পূজাধিকারাদ্যং ব্রহ্ম-ক্ষত্র-বিশামিতি।
জ্ঞাত্বা প্রণম্য দেবেশং দেবা জগ্মুর্যথাগতম্ ॥৪১
অথ কালেন মহতা তস্মিন্ শাস্ত্রে তিরোহিতে।
ভর্ত্তারং পরিপপ্রচ্ছ তদঙ্কস্থা মহেশ্বরী ॥ ৪২
তয়া সঞ্চোদিতো দেবো দেব্যা চন্দ্রার্দ্ধভূষণঃ।
অবদৎ সারমুদ্ধৃত্য শাস্ত্রং সর্ব্বাগমোত্তরম্ ॥ ৪৩
প্রবর্ত্তিতঞ্চ তল্লোকে নিয়োগাৎ পরমেষ্ঠিনঃ।
ময়াগস্ত্যেন গুরুণা দধীচেন মহর্ষিণা ॥ ৪৪
স্বয়মপ্যবতীর্য্যোর্ব্ব্যাং যুগাবর্ত্তেষু শূলধৃক্।
স্বাশ্রিতানাং বিমুক্ত্যর্থং কুরুতে জ্ঞানসন্ততিম্ ॥
ঋভুঃ সত্যো ভার্গবশ্চ অঙ্গিরাঃ সবিতা দ্বিজাঃ।
মৃত্যুঃ শতক্রতুর্ধর্ম্মো বশিষ্ঠো মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৪৬
সারস্বতস্ত্রিধামা চ ত্রিবৃতো মুনিপুঙ্গবঃ।
শততেজাঃ স্বয়ং ধর্ম্মো নারায়ণ ইতি শ্রুতঃ ॥ ৪৭
স্বরক্ষশ্চারুণির্ধীমাংস্তথা চৈব কৃতঞ্জয়ঃ।
যামতেয়ো ভরদ্বাজো গৌতমঃ কবিসত্তমঃ ॥ ৪৮
বাচঃশ্রবা মুনিঃ সাক্ষাৎ তথা সূক্ষ্মায়ণিঃ শুচিঃ।
তৃণবিন্দুর্মুনিঃ কৃষ্ণশক্তিঃ শাক্তেয় উত্তরঃ ॥ ৪৯
জাতুকর্ণ্যো হরিঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
ব্যাসাস্তে তে চ শৃণ্বন্তু কল্পযোগেশ্বরান্ ক্রমাৎ ॥৫০
লৈঙ্গে ব্যাসাবতারাণি দ্বাপরান্তেষু সুব্রত।
যোগাচার্য্যাবতারাণি তথা তিষ্যে তু শূলিনঃ ॥ ৫১
তত্র তত্র বিভোঃ শিষ্যাশ্চত্বারঃ স্যুর্মহৌজসঃ।
শিষ্যাস্তেষাং প্রশিষ্যাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥৫২
তেষাং সম্ভাষণাল্লোকে সেবাজ্ঞাকরণাদিভিঃ।
ভাগ্যবন্তো বিমুচ্যন্তে ভক্ত্যা চাত্যন্তভাবিতাঃ ॥৫৩

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়া-
মুত্তরভাগে শিবোক্তশৈবতত্ত্বকথনে
নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দেখিয়া সকল বেদশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র উপদেশ দান করত অন্তর্হিত হইলেন। ২৯—৪০। অমরগণ সেই শাস্ত্রোপদেশে "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতিরাই পূজার অধিকারী" ইহা জানিতে পারিয়া দেবদেবকে প্রণাম করত যথাস্থানে গমন করিলেন। অনন্তর বহুকাল গত হইলে সেই শাস্ত্রচর্চ্চা যখন তিরোহিত হইল, তখন শিবাঙ্কস্থায়িনী মহেশ্বরী পতিকে জিজ্ঞাসা করিলে, ভূতনাথ ভগবান্ চন্দ্রশেখর সারাংশ লইয়া সর্ব্ববেদোৎকৃষ্ট শাস্ত্র বর্ণনা করিলেন। তাহার পর সেই পরমপুরুষের নিয়োগানুসারে অগস্ত্য মহর্ষি দধীচি এবং আমি এ জগতে সেই শাস্ত্রের প্রচার করি এবং স্বয়ং শূলপানিও প্রতিযুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া, স্বীয় ভক্তগণের মুক্তিবাসনায় জ্ঞানসন্ততি প্রদান করেন। হে দ্বিজগণ! ঋভু, সত্য, ভার্গব, অঙ্গিরা, সবিতা, মৃত্যু, ইন্দ্র, ধর্ম্ম, মুনিপুঙ্গব বসিষ্ঠ, সারস্বত, ত্রিধামা, মুনিপুঙ্গব ত্রিবৃত, শততেজা, সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার, নারায়ণ, স্বরক্ষ, ধীমান্ আরুণি, কৃতঞ্জয়, দীর্ঘতমা, ভরদ্বাজ, কবিসত্তম গৌতম, বাচঃশ্রবা মুনি, সূক্ষ্মায়ণি, শুচি, তৃণবিন্দু মুনি, কৃষ্ণশক্তি, পরাশর, জাতুকর্ণ্য এবং সাক্ষাৎ নারায়ণ বেদব্যাস, এই অষ্টবিংশতি ব্যাস। ইহাঁরা কল্পে কল্পে যোগেশ্বর। লিঙ্গ-পুরাণে এই বিষয় বর্ণিত আছে। হে সুব্রত! ব্যাসাবতার দ্বাপরশেষে; শিবের যোগাচার্য্য অবতার কলিযুগে। সেই প্রভুদিগের প্রত্যেকেরই চারি চারি মহাতেজা শিষ্য। প্রশিষ্য শত শত, সহস্র সহস্র। লোকে তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণ, তাঁহাদিগের সেবা, আজ্ঞাপালন ইত্যাদি করিয়া, ভাগ্যশালিগণ অত্যন্ত ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করেন। ৪১—৫৩।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

যুগাবর্ত্তেষু সর্ব্বেষু যোগাচার্য্যচ্ছলেন তু।
অবতারাণি শর্ব্বস্য শিষ্যাংশ্চ ভগবন্ বদ ॥ ১

দশম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে ভগবন্! সেই পরমাত্মা ভবভূতি যুগে যুগে যে যে যোগাচার্য্য-

উপমন্যুরুবাচ।

শ্বেতঃ সুতারো মদনঃ সুহোত্রঃ কঙ্ক এব চ।
লোগাক্ষিশ্চ মহামায়ো জৈগীষব্যস্তথৈব চ॥ ২
দধিবাহশ্চ ঋষভো মুনিরুগ্রোঽত্রিরেব চ।
সুবালকো গৌতমশ্চ তথা বেদশিরা মুনিঃ॥ ৩
গোকর্ণশ্চ গুহাবাসী শিখণ্ডী চাপরঃ স্মৃতঃ।
জটামালী চাট্টহাসো দারুকো লাঙ্গলী তথা॥ ৪
মহাকালশ্চ শূলী চ দণ্ডী মুণ্ডী স এব চ।
সাহিষ্ণুঃ সোমশর্ম্মা চ নকুলীশ্বর এব চ॥ ৫
এতে বারাহকল্পেঽস্মিন্ সপ্তমস্যান্তরে মনোঃ।
অষ্টাবিংশতিসংখ্যাতা যোগাচার্য্যা যুগক্রমাৎ॥৬
শিষ্যাঃ প্রত্যেকমেতেষাং চত্বারঃ শান্তচেতসঃ।
শ্বেতাদয়শ্চ রুষ্যান্তাস্তান্ ব্রবীমি যথাক্রমম্॥ ৭
শ্বেতঃ শ্বেতশিখশ্চৈব শ্বেতাশ্বঃ শ্বেতলোহিতঃ।
দুন্দুভিঃ শতরূপশ্চ ঋচীকঃ কেতুমাংস্তথা॥ ৮
বিকোশশ্চ বিকেশশ্চ বিপাশঃ পাশনাশনঃ।
সুমুখো দুর্ম্মুখশ্চৈব দুর্দ্দমো দুরতিক্রমঃ॥ ৯
সনৎকুমারঃ সনকঃ সনন্দশ্চ সনাতনঃ।
সুধামা বিরজশ্চৈব শঙ্খপাদ্বৈরজস্তথা॥ ১০
সারস্বতশ্চ মেঘশ্চ মেঘবাহঃ সুবাহকঃ।
কপিলশ্চাসুরিঃ পঞ্চশিখো বাস্কল এব চ॥ ১১
পরাশরশ্চ গর্গশ্চ ভার্গবশ্চাঙ্গিরাস্তথা।
বলবন্ধুর্নিরামিত্রঃ কেতুশৃঙ্গস্তপোধনঃ॥ ১২
লম্বোদরশ্চ লম্বশ্চ লম্বাক্ষো লম্বকেশকঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সমবুদ্ধিশ্চ সাধ্যবুদ্ধিস্তথৈব চ॥ ১৩
সুধামা কাশ্যপশ্চৈব বশিষ্ঠো বিরজাস্তথা।
অত্রিরুগ্রো গুরুশ্রেষ্ঠঃ শ্রবণোঽথ শ্রবিষ্ঠকঃ॥ ১৪
কুণিশ্চ কুণিবাহুশ্চ কুশরীরঃ কুনেত্রকঃ।
কশ্যপো হ্যুশনা চৈব চ্যবনশ্চ বৃহস্পতিঃ॥ ১৫
উতথ্যো বামদেবশ্চ মহাকালো মহানিলঃ।
বাচশ্রবাঃ সুবীরশ্চ শ্যাবাশ্বশ্চ যতীশ্বরঃ॥ ১৬
হিরণ্যনাভঃ কৌশল্যো লোকাক্ষিঃ কুথুমিস্তথা।
সুমন্তুর্জৈমিনিশ্চৈব কবন্ধঃ কুশকন্ধরঃ॥ ১৭
প্লক্ষো দার্ভায়ণিশ্চৈব কেতুমান্ গৌতমস্তথা।
ভল্লবী মধুপিঙ্গশ্চ শ্বেতকেতুস্তথৈব চ॥ ১৮
উশিজো বৃহদশ্বশ্চ দেবলঃ কবিরেব চ।
শালিহোত্রঃ সুবেষশ্চ যুবনাশ্বঃ শরদ্বসুঃ॥ ১৯
ছগলঃ কুণ্ডকর্ণশ্চ কুম্ভশ্চৈব প্রবাহকঃ।
উলূকো বিদ্যুতশ্চৈব শম্বূকশ্চাশ্বলায়নঃ॥ ২০
অক্ষপাদঃ কণাদশ্চ উলূকো বৎস এব চ।

রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা এবং যাঁহারা তাঁহার শিষ্য, তাঁহাদিগকে বর্ণনা করুন। উপমন্যু কহিলেন,—হে বাসুদেব! বৈবস্বত মন্বন্তরে বরাহকল্পে শ্বেত, সুতার, মদন, সুহোত্র, কঙ্ক, লোগাক্ষি, মহামায়, জৈগীষব্য, দধিবাহ, ঋষভ, উগ্র, অত্রি, সুবালক, গৌতম, বেদশিরাঃ, গোকর্ণ, গুহাবাসী, শিখণ্ডী, জটামালী, অট্টহাস, দারুক, লাঙ্গলী, মহাকাল, দণ্ডী, মুণ্ডীশ, সহিষ্ণু, সোমশর্ম্মা, নকুলীশ্বর, ইহাঁরা আটাইশ জন যুগক্রমে যোগাচার্য্য হইয়াছেন। ইহাঁদের প্রত্যেকের চারি চারিটী শান্তমনাঃ শিষ্য ছিলেন; তাঁহাদিগের নাম যথাক্রমে পরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। শ্বেত, শ্বেতশিখ, শ্বেতাশ্ব, শ্বেতলোহিত, দুন্দুভি, শতরূপ, ঋচীক, কেতুমান্, বিকোশ, বিকেশ, বিপাশ, পাশনাশন, সুমুখ, দুর্ম্মুখ, দুর্দ্দম, দুরতিক্রম, সনৎকুমার, সনক, সনন্দ, সনাতন, সুধামা, বিরজ, শঙ্খপাদ, বৈরজ, সারস্বত, মেঘ, মেঘ-বাহ, সুবাহক, কপিল, আসুরি, পঞ্চশিখ, বাস্কল, পরাশর, গর্গ, ভার্গব, অঙ্গিরাঃ বলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুশৃঙ্গ, তপোধন, লম্বোদর, লম্ব, লম্বাক্ষ, লম্বকেশক, সর্ব্বজ্ঞ, সমবুদ্ধি, সাধ্যবুদ্ধি, সুধামা, কাশ্যপ, বসিষ্ঠ, বিরজা, অত্রি, উগ্র, গুরুশ্রেষ্ঠ, শ্রবণ, শ্রবিষ্ঠক, কুণি, কুণিবাহু, কুশরীর, কুনেত্রক, কশ্যপ, উশনা, চ্যবন, বৃহস্পতি, উতথ্য, বাম-দেব, মহাকাল, মহানিল, বাচশ্রবাঃ, সুবীর, শ্যাবা শ্বয়তীশ্বর, হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, লোকাক্ষি, কুথুমি, সুমন্তু, জৈমিনি, কবন্ধ, কুশকন্ধর, প্লক্ষ, দার্ভায়ণি, কেতুমান, গৌতম, ভল্লবী, মধুপিঙ্গ, শ্বেতকেতু, উশিজ, বৃহদশ্ব, দেবল, কবি, শালিহোত্র, সুবেষ, যুবনাশ্ব, শরদ্বসু, ছগল, কুণ্ডকর্ণ, কুম্ভ, প্রবাহক, উলূক, বিদ্যুত, শম্বূক, আশ্বলায়ন, অক্ষপাদ, কণাদ, উলূক,

কুশিকশ্চৈব গর্গশ্চ মিত্রকো রুষ্য এব চ ॥ ২১
এতে শিষ্যা মহেশস্য যোগাচার্য্যস্বরূপিণঃ।
সংখ্যা চ শতমেতেষাং সহ দ্বাদশসংখ্যয়া ॥ ২২
সর্ব্বে পাশুপতাঃ সিদ্ধা ভস্মোদ্ধূলিতবিগ্রহাঃ।
সর্ব্বে শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।
শিবাশ্রমরতাঃ সর্ব্বে শিবজ্ঞানপরায়ণাঃ।
সর্ব্বসঙ্গবিনির্ম্মুক্তাঃ শিবৈকাসক্তচেতসঃ ॥ ২৪
সর্ব্বদ্বন্দ্বসহা ধীরাঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।
ঋজবো মৃদবঃ স্বস্থা জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥
রুদ্রাক্ষমালাভরণাস্ত্রিপুণ্ড্রাঙ্কিতমস্তকাঃ।
শিখাজটাঃ সর্ব্বজটা অজটা মুণ্ডশীর্ষকাঃ ॥ ২৬
ফলমূলাশনপ্রায়াঃ প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
শিবাভিমানসম্পন্নাঃ শিবধ্যানৈকতৎপরাঃ ॥ ২৭
সমুন্মথিতসংসার-বিষবৃক্ষাঙ্কুরোদ্গমাঃ।
প্রয়াতুমেব সন্নদ্ধাঃ পরং শিবপুরং প্রতি ॥ ২৮

বৎস, কুশিক, গর্গ, মিত্রক, রুষ্য, ইহাঁরা ১১২ জন সেই যোগাচার্য্য-স্বরূপী মহেশের শিষ্য। ১—২২। তাঁহারাই পাশুপত-সিদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ, বেদবেদাঙ্গপরায়ণ ও শিবজ্ঞান-পরায়ণ এবং নিরন্তর তাঁহারা গাত্র ভস্মভূষিত করেন। তাঁহারা শিবাশ্রমেই নিরন্তর নিরত ও সকলে আসক্তিরহিত হইয়া সেই পরমাত্মা শিবে এক-তানে চিত্ত অর্পণ করিয়া কি-এক আনন্দের আশ্রয় হইয়া থাকেন। ধীরতা, মৃদুতা ও ঋজুতা তাঁহাদের নিকটেই ধরার ন্যায় স্থিরা হইয়া বিরাজমানা, তাঁহাদের রুদ্রাক্ষমালাই আভরণ, সকল ভূতের মঙ্গলই কামনা, ফল-মূলই জীবিকা এবং নিরন্তর শিবাভিমানেই তাঁহারা অভিমানী। তাঁহাদিগের মস্তক ত্রিপু-ণ্ড্রক-রেখায় সতত অঙ্কিত থাকিত। তাঁহারা শীতগ্রীষ্মাদি-সহিষ্ণুতা-ব্রতে ও প্রাণায়ামে পরা-য়ণ হইয়া নিরন্তর একাগ্রচিত্তে শিবের ধ্যান করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহার মস্তক মুণ্ডিত, কাহারও মস্তকে শিখাই জটা, কাহারও বা সর্ব্বজটা এবং কাহার কাহারও বা জটাশূন্য। এইরূপে তাঁহারা সংসাররূপ বিষবৃক্ষাঙ্কুরের

মদেশিকানিমান্ মত্বা নিত্যং যঃ শিবমর্চ্চয়েৎ।
স যাতি শিবসাযুজ্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৯

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়া-
মুত্তরভাগে শর্ব্বাবতারকথনে
দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বযোগীন্দ্র গণেশ্বর মুনীশ্বর।
ষড়াননসমপ্রখ্য সর্ব্বজ্ঞাননিধে গুরো ॥ ১
প্রায়স্ত্বমবতীর্ণোঽর্ব্ব্যাং পাশবিচ্ছিত্তয়ে নৃণাম্।
মহর্ষিবপুরাস্থায় স্থিতোঽসি পরমেশ্বরঃ ॥ ২
অন্যথা হি জগত্যস্মিন্ দেবো বা দানবোঽপি বা
ত্বত্তোঽন্যঃ পরমং ভাবং কো জানীয়াচ্ছিবাত্মকম্
তস্মাৎ তব মুখোদ্গীর্ণং সাক্ষাদিব পিনাকিনঃ।
শিবজ্ঞানামৃতং পীত্বা ন মে তৃপ্তমভূন্মনঃ ॥ ৪

বৃদ্ধি নাশ করিয়া কৈলাসপুর-গমনে সজ্জিত হইয়া থাকিতেন। যাহারা ইহাঁদিগকে স্বীয় আচার্য্য জ্ঞান করিয়া শিবার্চ্চনা করিয়া থাকে, তাহারা যে অবলীলাক্রমে শিবসাযুজ্য লাভ করে, তাহা আর বিচার্য্য নহে। ২৩—২৯।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে সকল যোগীন্দ্র-শ্রেষ্ঠ, ষড়ানন-সদৃশ বুদ্ধিমান্, মুনিতিলক, অখিল-জ্ঞান-নিলয় ভগবন্ গুরো! বোধ হয়, আপনি স্বয়ং পরমেশ্বরই, মনুষ্যগণের মায়াপাশ ছেদন-বাসনায় মহর্ষিরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; নচেৎ এ জগতে কোন্ দেব বা দানব আপনার ন্যায় শিবময় পরম ভাবের পার-দর্শী হইয়াছেন? অতএব সাক্ষাৎ পিনাকি-সদৃশ আপনার মুখকমল-বিনির্গত শিব-জ্ঞানা-মৃত পান করিয়া আমার মন তৃপ্ত হয় নাই।

সাক্ষাৎ সর্ব্বজগৎকর্ত্তুর্ভর্ত্তুরঙ্কং সমাশ্রিতা।
ভগবন্ কিং নু পপ্রচ্ছ ভর্ত্তারং পরমেশ্বরী ॥ ৫

উপমন্যুরুবাচ।

স্থানে পৃষ্টং ত্বয়া কৃষ্ণ তদ্বক্ষ্যামি যথাতথম্।
ভবভক্তস্য যুক্তস্য তব কল্যাণচেতসঃ ॥ ৬
মহীধরবরে দিব্যে মন্দরে চারুকন্দরে।
দেব্যা সহ মহাদেবো দিব্যোদ্যানগতোঽভবৎ ॥৭
তদা দেব্যাঃ প্রিয়সখী সুস্মিতাস্যা শুভাবতী।
ফুল্লাত্যতিমনোজ্ঞানি পুষ্পাণি সমুপাহরৎ ॥ ৮
ততঃ স্বমঙ্কমারোপ্য দেবীং দেববরো হরঃ।
অলঙ্কৃত্য চ তৈঃ পুষ্পৈরাস্তে হৃষ্টতরঃ স্বয়ম্ ॥ ৯
অথান্তঃপুরচারিণ্যো দেব্যো দিব্যবিভূষণাঃ।
অন্তরঙ্গা গণেন্দ্রাশ্চ দেবং দেবীং সিষেবিরে ॥১০
ততঃ প্রিয়াঃ কথা বৃত্তা বিনোদায় মহেশয়োঃ।
ত্রাণায় চ নৃণাং লোকে যে শিবং শরণং গতাঃ ॥
তদাবসরমালোক্য সর্ব্বলোকমহেশ্বরী।
ভর্ত্তারং পরিপপ্রচ্ছ সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্ ॥ ১২

দেব্যুবাচ।

কেন বশ্যো মহাদেবো মর্ত্ত্যানাং মন্দচেতসাম্।
অল্পসত্ত্বাল্পশক্তীনামল্পানামকৃতাত্মনাম্ ॥ ১৩

ঈশ্বর উবাচ।

ন কর্ম্মণা ন তপসা নজপৈর্ন সমাধিভিঃ।
ন জ্ঞানেন ন চান্যেন বশ্যোঽহং শ্রদ্ধয়া বিনা॥১৪
শ্রদ্ধা মষ্যস্তি চেৎ পুংসাং যেন কেনাপি হেতুনা।
বশ্যঃ স্পৃশ্যশ্চ দৃশ্যশ্চ পূজ্যঃ সম্ভাষ্য এব চ॥ ১৫
সাধ্যা তস্মান্ময়ি শ্রদ্ধা মাং বশীকর্ত্তুমিচ্ছতা।
শ্রদ্ধা হেতুঃ স্বধর্ম্মস্য রক্ষণং বর্ণিনামিহ ॥ ১৬
স্ববর্ণাশ্রমধর্ম্মাভ্যাং বর্ত্ততে যস্তু মানবঃ।
তস্যৈব ভবতি শ্রদ্ধা ময়ি নান্যস্য কস্যচিৎ॥ ১৭
আম্নায়সিদ্ধমখিলং ধর্ম্মমাশ্রমিণামিহ।
ব্রহ্মণা কল্পিতং পূর্ব্বং মমৈবাজ্ঞাপুরঃসরম্॥ ১৮
স তু পৈতামহো ধর্ম্মো বহুবিত্তক্রিয়ান্বিতঃ।
নাত্যন্তফলভূয়িষ্ঠঃ ক্লেশায়াসসমন্বিতঃ ॥ ১৯

এক্ষণে প্রষ্টব্য এই যে, ভগবান্ জগৎস্রষ্টা প্রভু ভূতপতির অঙ্কনিলয়া পরমেশ্বরী ভগবান্‌কে কোন্ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? উপমন্যু কহিলেন,—হে বাসুদেব! আপনি যুক্তিযুক্তই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; ভবাদৃশ ভবভক্ত কল্যাণ-চেতা যোগীদিগের এতাদৃশই প্রষ্টব্য হইয়া থাকে। সম্প্রতি আমিও তদনুসারে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কোন সময়ে দেবদেব ইন্দু-শেখর-দেবী উমার সহিত চারুকন্দর পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠ মন্দর পর্ব্বতের দিব্যোদ্যানে গমন করিয়া-ছিলেন। সে সময়ে সুস্মিতবদনা শুভাবতী নামে দেবীর প্রিয়সখী অতি মনোজ্ঞ প্রস্ফুটিত পুষ্প আহরণ করিলেন। উমাপতি দেবীকে ক্রোড়ে করিয়া আনন্দ সহকারে সেই সকল পুষ্পে ভূষিত করিলেন। অনন্তর দিব্যবিভূষণা অন্তঃপুরচারিণী দেবী ও উমা-মহেশের অন্তরঙ্গ দেবগণ মনুষ্য লোকের ত্রাণবাসনায় শরণাগত হইয়া উমা-মহেশের সেবা ও তাঁহাদিগের সন্তোষ নিমিত্ত কতশত প্রিয় কথা কহিতে লাগিলেন। এই অবসরে দেবী মহেশ্বরী ত্রিপুরারিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—লোকনাথ! এ জগতে যাহারা অল্পশক্তি মন্দ-চেতা বুদ্ধিহীন বা অল্পসত্ত্ব, সেই সকল নীচলোকের ভূতপতি আপনি কিরূপে বশ্য হন? ১—১৩। দেবদেব কহিলেন,—আমি শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে, কি কর্ম্ম কি তপস্যা, কি জপ, কি সমাধি, কি জ্ঞান কিম্বা অন্য কোনরূপ উপায়ে কাহারও বশ্য নহি। যে কোনরূপে মনুষ্য আমার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইলে আমি তাহাদের বশ্য হই এবং সেই শ্রদ্ধাবান্ আমাকে দর্শন, স্পর্শন, সম্ভাষণ এবং পূজা প্রভৃতি সকল কার্য্যই করিতে পারে। অতএব যাঁহারা আমাকে বশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের শ্রদ্ধাবান্ হওয়া উচিত। এ জগতে বর্ণীদিগের স্বধর্ম্ম-রক্ষণই শ্রদ্ধার কারণ। যাহারা স্বকীয় বর্ণ-ধর্ম্ম এবং আশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ না করে, তাহাদেরই আমার প্রতি শ্রদ্ধা হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন কাহারও হয় না। এ জগতে আশ্রমী লোকের নিখিল যাগাদিধর্ম্ম বেদ-সিদ্ধ, তাহা আমার আজ্ঞাক্রমে ব্রহ্মা কল্পনা করেন। সেই বহুবিত্ত ক্রিয়ায় অন্বিত পৈতামহ ধর্ম্ম অত্যন্ত ফল-বহুল নহে এবং বহু আয়াসে সি-

তেন ধর্ম্মেণ মহতা শ্রদ্ধাং প্রাপ্য সুদুর্লভাম্।
বর্ণিনো যে প্রপদ্যন্তে মামনন্যসমাশ্রয়াঃ ॥ ২০
তেষাং সুখেন মার্গেণ ধর্ম্মকামার্থমুক্তয়ে।
বর্ণাশ্রমসমাচারো ময়া ভূয়ঃ প্রকল্পিতঃ ॥ ২১
তস্মিন্ ভক্তিমতামেব মদীয়ানান্তু বর্ণিনাম্।
অধিকারো ন চান্যেষামিত্যাজ্ঞা নৈষ্ঠিকী মম ॥২২
মদাজ্ঞপ্তেন মার্গেণ বর্ণিনো মদুপাশ্রয়াঃ।
মল-মায়াদিপাশেভ্যো বিমুক্তা মৎপ্রসাদতঃ ॥ ২৩
পুরং মদীয়মাসাদ্য পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্।
পরমং মম সাধর্ম্যং প্রাপ্য নির্বৃতিমাপ্নুয়ুঃ ॥ ২৪
তস্মাল্লব্ধাপ্যলব্ধা বা বর্ণধর্ম্মং ময়েরিতম্।
আশ্রিত্য মম ভক্তশ্চেৎ স্বাত্মনাত্মানমুদ্ধরেৎ ॥২৫
অলব্ধাল্লব্ধ এবৈষ কোটিকোটিগুণাধিকঃ।
তস্মান্মন্মুখতো লব্ধা বর্ণধর্ম্মং সমাচরেৎ ॥ ২৬
মমাবতারাণি শুভে যোগাচার্য্যচ্ছলেন তু।
সর্ব্বান্তরেষু সন্ত্যার্য্যে সন্ততিশ্চ সহস্রশঃ ॥ ২৭
অযুক্তানামবুদ্ধানামভক্তানাং সুরেশ্বরি।
দুর্লভং সন্ততিজ্ঞানং ততো যত্নাৎ সমাশ্রয়েৎ ॥২৮
সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ সান্ধমূকতা।
যদন্যত্র শ্রমং কুর্য্যান্মোক্ষমার্গবহিষ্কৃতঃ ॥ ২৯
জ্ঞানং ক্রিয়া চ চর্য্যা চ যোগশ্চেতি সুরেশ্বরি।
চতুষ্পাদঃ সমাখ্যাতো মম ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩০
পশু-পাশ-পতিজ্ঞানং জ্ঞানমিত্যভিধীয়তে।
ষড়ধ্বশুদ্ধির্বিধিনা গুর্ব্বধীনা ক্রিয়োচ্যতে ॥ ৩১
বর্ণাশ্রমপ্রযুক্তস্য ময়ৈব বিহিতস্য চ।
মমার্চ্চনাদিধর্ম্মস্য চর্য্যা চর্য্যেতি কথ্যতে ॥ ৩২
মদুক্তেনৈব মার্গেণ ময্যবস্থিতচেতসঃ।
বৃত্ত্যন্তরনিরোধো যো যোগ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৩৩
অশ্বমেধশতাচ্ছ্রেষ্ঠং দেবি চিত্তপ্রসাধনম্।
মুক্তিদঞ্চ তথাপ্যেতদসাধ্যং বিষয়ৈষিণাম্ ॥ ৩৪
বিজিতেন্দ্রিয়বর্গস্য যমেন নিয়মেন চ।
সর্ব্বপাপহরো যোগো বিরক্তস্যৈব কথ্যতে ॥ ৩৫
বৈরাগ্যাজ্জায়তে জ্ঞানং জ্ঞানাদ্‌যোগঃ প্রবর্ত্ততে।

হয়। যাহাদিগের শিব ব্যতিরিক্ত অন্য আশ্রম নাই, সেই বর্ণীরা উক্ত মহান্ ধর্ম্মবলে সুদুর্লভা শ্রদ্ধা লাভ করত আমাকে পাইয়া থাকে।১৪-২০। আমি তাহাদিগের ধর্ম্ম-কামার্থ মুক্তির নিমিত্ত অক্লেশকর উপায়ে বর্ণ এবং আশ্রমের সমাচার রচনা করিয়াছি। যাহারা আমাতে এবং সেই ধর্ম্মেতে ভক্ত,সেই বর্ণীরাই এই ধর্ম্মের অধিকারী, অন্যের অধিকার নাই, ইহাই আমার নিশ্চয়বতী আজ্ঞা। আমার আশ্রিত বর্ণীরা মদাজ্ঞপ্ত পথ দ্বারা আমার প্রসাদ লাভ করত মলমায়াদি পাশ হইতে মুক্ত হইয়া পুনরাবৃত্তি-রহিত মদীয়পুরে নিলয় পাইয়া থাকে; অনন্তর মম পরম সাধর্ম্য পাইয়া অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বৃতির ভাজন হয়। অতএব মদুপবিষ্ট বর্ণ-ধর্ম্ম লাভ করুক, বা নাই করুক, আমার ভক্তমাত্রই আমাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ংই আপনার উদ্ধার করিয়া থাকে। এই পরিজ্ঞাত ধর্ম্ম অজ্ঞাত ধর্ম্মাপেক্ষা কোটি কোটি গুণ অধিক, অতএব মম সকাশে সেই বর্ণধর্ম্ম লাভ করত তাহার অনুষ্ঠানে ব্রতী হইবে। হে কল্যাণময়ি! সকল মন্বন্তরে যোগাচার্য্যচ্ছলে আমার সহস্র সহস্র অবতার এবং সন্ততি বিদ্যমান আছে। যাহারা যোগবর্জ্জিত, অপ্রবুদ্ধ বা অভক্ত, হে সুরেশ্বরি! তাহারা সেই সকল অবতার ও সন্ততিকে জানিতে পারে না; অতএব যত্ন সহকারে সেই যোগাদিকে আশ্রয় করিবে। মোক্ষমার্গ-বহিষ্কৃত হইয়া অন্যত্র শ্রম করা মহা হানি, মহৎ ছিদ্র, মোহ ও অন্ধ মূকতা বৈ আর কিছুই নয়। হে, শৈলসুতে! সেই সনাতন ধর্ম্ম জ্ঞান, ক্রিয়া, চর্য্যা, যোগ এই চারি পাদে বিভূষিত। ২১—৩০। পশু-পাশ-পতির জ্ঞানই জ্ঞান; বিধি-বিহিত, গুরু-কর্তৃক উপদিষ্ট ষণ্মার্গ-শুদ্ধিই ক্রিয়া; বর্ণ ও আশ্রমপ্রযুক্ত মদ্বিরচিত মদীয়ার্চ্চনাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠানই চর্য্যা; মদুক্তের আমাকর্ত্তৃক উপদিষ্ট পথ দ্বারা অন্য বৃত্তির নিরোধই যোগ বলিয়া কথিত হয়। হে দেবি! শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মুক্তিপ্রদ, চিত্তপ্রসাদক এই ব্রত বিষয়াভিলাষীদিগের সুসাধ্য নহে। যাহারা যম-নিয়মে ইন্দ্রিয়বর্গকে জয় করিয়াছে, সেই বিরাগী ব্যক্তিরই যোগে অধিকার আছে। বৈরাগ্য হইতে জ্ঞানের উদয়, জ্ঞান হইতে যোগ

যোগজ্ঞঃ পতিতো বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৬
দয়া কার্য্যাথ সততমহিংসা জ্ঞানসংগ্রহম্।
সত্যমস্তেয়মাস্তিক্যং শ্রদ্ধা চেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ৩৭
অধ্যাপনঞ্চাধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
ধ্যানমীশ্বরভাবশ্চ সততং জ্ঞানশীলতা ॥ ৩৮
য এবং বর্ত্ততে বিপ্রো জ্ঞানযোগস্য সিদ্ধয়ে।
অচিরাদেব বিজ্ঞানং লব্ধা যোগঞ্চ বিন্দতি ॥ ৩৯
দগ্ধা দেহমিমং জ্ঞানী ক্ষণাজ্ জ্ঞানাগ্নিনা প্রিয়ে।
প্রসাদান্মম যোগজ্ঞঃ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যতি ॥ ৪০
পুণ্যাপুণ্যাত্মকং কর্ম্ম মুক্তস্তৎপ্রতিবন্ধকম্।
তস্মান্নিয়োগতো যোগী পুণ্যাপুণ্যং বিবর্জ্জয়েৎ ॥৪১
ফলকামনয়া কর্ম্ম করণাৎ প্রতিবধ্যতে।
ন কর্ম্মমাত্রকরণাৎ তস্মাৎ কর্ম্মফলং ত্যজেৎ ॥৪২
প্রথমং কর্ম্মযজ্ঞেন বহিঃ সম্পূজ্য মাং প্রিয়ে।
জ্ঞানযজ্ঞরতো ভূত্বা পশ্চাদ্‌যোগং সমভ্যসেৎ ॥৪৩
বিদিতে মম যাথাত্ম্যে কর্ম্মযজ্ঞেন দেহিনঃ।
ন যজন্তি হি মাং যুক্তাঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনাঃ ॥ ৪৪
নিত্যযুক্তো মুনিশ্রেষ্ঠো মদ্ভক্তশ্চ সমাহিতঃ।
জ্ঞানযোগরতো যোগী মম সাজুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৫
অথাবিরক্তচিত্তা যে বর্ণিনো মদুপাশ্রয়াঃ।
জ্ঞানচর্য্যাক্রিয়াস্বেব তেঽধিকুর্য্যুস্তদর্হকাঃ ॥ ৪৬
বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চৈব বাহ্যাচ্চান্তরমেব চ।
বাঙ্মনঃকায়ভেদাচ্চ ত্রিধা মদ্ভজনং বিদুঃ ॥ ৪৭
জপঃ কর্ম্ম তপো ধ্যানং জ্ঞানঞ্চেত্যনুপূর্ব্বশঃ।
পঞ্চধা কথ্যতে সদ্ভিস্তদেব ভজনং পুনঃ ॥ ৪৮
অন্যাত্মবিদিতং বাহ্যমস্মদভ্যর্চ্চনাদিকম্।
তদেব তু স্বসংবেদ্যমাভ্যন্তরমুদাহৃতম্ ॥ ৪৯
মনো মৎপ্রবণং চিত্তং ন মনোমাত্রমুচ্যতে।
মন্নামনিরতা বাণী বাঙ্মতা মম নেতরা ॥ ৫০
লিঙ্গৈর্মচ্ছাসনাদিষ্টৈস্ত্রিপুণ্ড্রাদিভিরঙ্কিতঃ।

জন্মিয়া থাকে; পতিত ব্যক্তিও সেই যোগজ্ঞ হইলে মুক্ত হইয়া থাকে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সতত দয়াবান্ হইয়া অহিংসা-জ্ঞান সংগ্রহ করিবে, সত্যকে নিরন্তর আশ্রয় করিবে এবং অস্তেয়, আস্তিক্য, শ্রদ্ধা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, ধ্যান, ঈশ্বর-ভক্তি ও জ্ঞান-শীলতা ইহা-দিগকেও অবিরত অবলম্বন করিবে। যে বিপ্র জ্ঞান-যোগের সিদ্ধি-বাসনায় এইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, সে অচিরাৎ বিজ্ঞানবান্ হইয়া যোগলাভ করিয়া থাকে। হে হরমোহিনি! যোগজ্ঞ জ্ঞানীরা জ্ঞানরূপ অগ্নিতে এই ভূতময় দেহকে দগ্ধ করিয়া আমার প্রসাদে কর্ম্মবন্ধকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। ৩১—৪০। পুণ্য এবং অপুণ্যাত্মক কর্ম্ম মুক্তির প্রতিবন্ধক, অতএব আমার আদেশানুসারে যোগীরা পুণ্যাপুণ্যাত্মক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে! ফল কামনা করিয়া কর্ম্ম করা ঐ জ্ঞানযোগের প্রতিবন্ধক, কেবল যে কর্ম্ম করাই প্রতিবন্ধক; এমন নহে, অতএব কর্ম্মফলও পরিত্যাগ করিতে হইবে। হে প্রিয়ে! প্রথম কর্ম্মযজ্ঞ দ্বারা আমাকে পূজা করিয়া পশ্চাৎ আমার শ্রবণাদিতে তৎপর হইয়া যোগাভ্যাস করিবে। যে জন নিত্যই যোগাবলম্বী, মদ্ভক্ত এবং জ্ঞানযোগ-পরায়ণ হইয়া সমাহিত চিত্তে অবস্থান করে, সেই যোগীই আমার সাযুজ্য-লাভে সমর্থ হয় এবং অবিরক্ত চিত্তেরা যদি আমার ভক্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা জ্ঞান, চর্য্যা, ক্রিয়া, এই তিনের মাত্র অধিকারী হয়, যেহেতু তাহারা ঐ তিনের মাত্র অনুষ্ঠানে সমর্থ। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ভজনের মধ্যে বাহ্য অপেক্ষা আভ্যন্তরিক ভজন প্রধান। সেই ভজন বাঙ্‌মনঃ-কায় ভেদে ত্রি-প্রকার। আবার সেই ভজন জপ, কর্ম্ম, তপস্যা, ধ্যান, জ্ঞান এই আনুপূর্ব্বিক পাঁচ প্রকারে কথিত হয়। যে মৎপূজনাদি পর-কর্তৃক বিদিত হয়, তাহাকে বাহ্যিক এবং স্বগোচর পূজনাদিকে আভ্যন্তরিক ভজন বলে। সাধারণ মনকে চিত্ত বলা যায় না, তবে যে মন আমার প্রতি অনুরক্ত, তাহাকেই মন বলিয়া উপদেশ দেওয়া হয়। যে বাণী আমার নামময়ী হইয়া অবিরত প্রকাশ পায়, সেই বাণীই বাণীপদ-বাচ্য; এতদ্ব্যতিরিক্ত বাক্যকে বাণী বলা যায় না। ৪১—৫০। আমার শাসনোদ্দিষ্ট ত্রিপুণ্ড্রক প্রভৃতি চিহ্নে চিহ্নিত ও আমার

মদুপচারনিরতঃ কায়ঃ কায়ো ন চেতরঃ ॥ ৫১
মদৰ্চ্চা কর্ম্ম বিজ্ঞেয়ং বাহ্যং যাগাদি নোচ্যতে।
মদর্থে দেহসংশোষস্তপঃ কৃচ্ছাদি নো মতম্ ॥৫২
জপঃ পঞ্চাক্ষরাভ্যাসঃ প্রণবাভ্যাস এব চ।
রুদ্রাধ্যায়াদিকাভ্যাসো ন বেদাধ্যয়নাদিকম্ ॥ ৫৩
ধ্যানং মদ্রূপচিন্ত্যাদ্যং নাত্মাদ্যর্থসমাধয়ঃ।
মদাগমার্থবিজ্ঞানং জ্ঞানং নান্যার্থবেদনম্ ॥ ৫৪
বাহ্যে বাভ্যন্তরে বাথ যত্র স্যান্মনসো রতিঃ।
প্রাগাসনাবশাদ্দেবি তত্র নিষ্ঠাং সমাচরেৎ ॥ ৫৫
বাহ্যাদাভ্যন্তরং শ্রেষ্ঠং ভবেচ্ছতগুণাধিকম্।
অসঙ্কটত্বাদ্দোষাণাং দৃষ্টানামপ্যসম্ভবাৎ ॥ ৫৬
শৌচমাভ্যন্তরং বিদ্যান্ন বাহ্যং শৌচমুচ্যতে।
অন্তঃশৌচবিযুক্তাত্মা শুচিরপ্যশুচির্যতঃ ॥ ৫৭
বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চৈব ভজনং ভাবপূর্ব্বকম্।'
ন ভাবরহিতং দেবি বিপ্রলম্ভৈককারণম্ ॥ ৫৮
কৃতকৃত্যস্য তৃপ্তস্য মম কিং ক্রিয়তে নরৈঃ।
বহির্বাভ্যন্তরে বাথ ময়া ভাবো হি গৃহ্যতে ॥ ৫৯
ভাবৈকাত্মা ক্রিয়া দেবি মম ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
মনসা কর্ম্মণা বাচাপ্যনপেক্ষ্য ফলং ক্বচিৎ ॥ ৬০
ফলোদ্দেশেন দেবেশি লঘুর্ম্মম সমাশ্রয়ঃ।
ফলার্থী তদভাবে মাং পরিত্যক্তুং ক্ষমো যতঃ ॥৬১
ফলার্থিনোঽপি যস্যৈব ময়ি চিত্তং প্রতিষ্ঠিতম্।
ভাবানুরূপফলদস্তস্যাপ্যহমনিন্দিতে ॥ ৬২
ফলানপেক্ষয়া যেষাং মনো মৎপ্রবণং ভবেৎ।
প্রার্থয়েয়ুঃ ফলং পশ্চাদ্ভক্তাস্তেঽপি মম প্রিয়াঃ ॥
প্রাক্‌সংস্কারবশাদেব যেঽবিচিন্ত্য ফলাফলে।
বিবশা মাং প্রপদ্যন্তে মম প্রিয়তমা মতাঃ ॥ ৬৪
মল্লাভান্ন পরো লাভস্তেষামস্তি যথাতথম্।

পূজাতেই তৎপর কায়কেই কায় বলা যায়; সেই সকল চিহ্নাদি-রহিত শরীরকে কায় বলা যায় না। আমার পূজাই কর্ম্ম; মৎপূজাবিরহিত যাগাদিকে কর্ম্ম বলা যায় না। আমার নিমিত্ত দেহশোষণই তপস্যা; অন্য কৃচ্ছ্রাদি তপস্যা বলিয়া কথিত হয় না। পঞ্চাক্ষরাভ্যাস, প্রণবাভ্যাস ও রুদ্রাধ্যায়াদির অভ্যাসই জপ; ঐ সকল শূন্য বেদাধ্যয়নাদিকে জপ বলা যায় না। আমার রূপচিন্তনাদিই ধ্যান; মদ্রূপ ভিন্ন আত্মাদির নিমিত্ত সমাধি প্রভৃতি ধ্যান নহে এবং মৎসম্বন্ধীয় আগমার্থের বিজ্ঞানই জ্ঞান; অন্য অর্থের জ্ঞানকে জ্ঞান বলা যায় না। হে দেবি! পূর্ব্ববাসনাবশতঃ বাহ্যিক কিংবা আভ্যন্তরিক ভজনের মধ্যে যাহাতে অনুরাগ জন্মিবে, তাহাতেই নিষ্ঠাবান্ হইবে। ঐ আভ্যন্তরিক ভজন অনঙ্কট এবং দৃষ্টদোষেরও অগোচর বলিয়া বাহ্যিক ভজন অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ এবং ঐ আভ্যন্তরিক ভজনই শুচি বলিয়া বিদিত; কিন্তু বাহ্যিক ভজন তাহা নহে, যেহেতু অন্তঃশুদ্ধি-বিরহিত জনেরা শুচি হইলেও অশুচি হইয়া থাকে। ঐ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ভজন অনুরাগপূর্ব্বক হইলে ভজন বলিয়া কথিত হয় এবং যে ভজনের বঞ্চনা নিমিত্তই অনুষ্ঠান, সেই ভাবরহিত ভজনকে ভজন বলা যায় না। কৃতকৃত্য এবং পরিতৃপ্ত, অতএব আমার আর মনুষ্যে কি ইষ্টসাধন তৃপ্ত্যুৎপাদন করিবে? তবে কেবল আমি সেই মনুষ্যগণের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক অনুরাগকে গ্রহণ করিয়া থাকি। হে দেবি! ফলনিরপেক্ষী হইয়া কায়মনোবাক্যে অনুষ্ঠিত কেবল অনুরাগময়ী ক্রিয়াই আমার সনাতন ধর্ম্ম। ৫১—৬০। ফলাপেক্ষীদিগের ভক্তি সকামা বলিয়া তাহারা আমার তত সুখকর হয় না, যেহেতু তাহাদিগের ফলের অভাব হইলে আমাকে ত্যাগ করিতে পারে। হে অনিন্দিতে! সেই ফলার্থিগণেরও চিত্ত আমাতে অনুরক্ত হইলে আমি তাহাদিগের ভক্তির অনুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকি। যাহারা প্রথমে ফল-নিরপেক্ষ হইয়া আমার ভক্ত হয়, অনন্তর ফল প্রার্থনা করে, সেই ভক্তগণও আমার প্রিয় জানিবে। যাহারা ফলাফল বিবেচনা না করিয়া পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ বিবশ হইয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা আমার প্রিয়তম বলিয়া জানিবে। হে শিবে! আমার লাভ অপেক্ষা তাহাদিগের আর কোনও পরমলাভ নাই এবং

মমাপি লাভস্তল্লাভান্ন পরঃ পরমেশ্বরি ॥ ৬৫
মদনুগ্রহজস্তেষাং ভাবো ময়ি সমর্পিতঃ ।
ফলং পরমনির্ব্বাণং প্রযচ্ছতি বলাদিব ॥ ৬৬
মহাত্মনামনন্যানাং ময়ি বিন্যস্তচেতসাম্‌ ।
অষ্টধা লক্ষণং প্রাহুর্মম ধর্ম্মাধিকারিণাম্‌ ॥৬৭
মদ্ভক্তজনবাৎসল্যং পূজায়াঞ্চানুমোদনম্‌ ।
স্বয়মপ্যর্চ্চনঞ্চৈব মদর্থে চাঙ্গচেষ্টিতম্‌ ॥ ৬৭
মৎকথাশ্রবণে ভক্তিঃ স্বরনেত্রাঙ্গবিক্রিয়াঃ ।
মমানুস্মরণং নিত্যং যশ্চ মামুপজীবতি ॥ ৬৯
এবমষ্টবিধং চিহ্নং যস্মিন্‌ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে ।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্‌ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ
ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচোঽপি যঃ ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্‌

আমারও তাহাদিগের লাভ অপেক্ষা আর কিছুই লাভাস্পদ হয় না জানিবে। আমার প্রসাদে তাহাদিগের আমাতে অনুরাগই বল প্রকাশ করিয়া পরম-নির্ব্বাণ-লক্ষণ ফল প্রদান করে। যাহাদিগের মদ্ব্যতিরিক্ত আর কেহই শরণ নাই, নিরন্তর আমাতেই যাহারা চিত্ত অর্পণ করিয়া থাকে, সেই মদীয় ধর্ম্মাধিকারী মহাত্মগণের আট প্রকার লক্ষণ কথিত হয়। আমার ভক্তের প্রতি বাৎসল্য,আমার পূজায় অনুমোদন, স্বয়ং আমার অর্চ্চনা-করণ, আমার নিমিত্ত অঙ্গক্রিয়া, মদীয়-কথা শ্রবণে অনুরাগ, স্বর, নেত্র ও অঙ্গবিকার করা, আমাকে স্মরণ করা এবং নিয়ত আমার আশ্রয় গ্রহণ করা; অধিক কি, যদি কোন ম্লেচ্ছও এই অষ্টবিধ লক্ষণ অবলম্বন করে, সেই বিপ্রেন্দ্র, সেই মুনি, সেই শ্রীমান্‌, সেই যতি এবং সেই পণ্ডিত, ইহা নিশ্চয় জানিবে। ৬১—৭০। অভক্ত চতুর্ব্বেদবেত্তাও আমার প্রীতিভাজন হয় না; কিন্তু চণ্ডালও যদি আমার ভক্ত হয়, সেও আমার প্রিয়তম হয়। সেই ভক্ত চণ্ডালকে জ্ঞানাদি প্রদান করা উচিত এবং তাহার নিকট হইতে জ্ঞানাদি উপদেশ গ্রহণীয়, আর আমার ন্যায় সেও পূজনীয় জানিবে। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে আমার উদ্দেশে পত্র,

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ংযো মে ভক্ত্যাপ্রযচ্ছতি
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।৭
অথ বক্ষ্যামি দেবেশি ভক্তানামধিকারিণাম্‌।
বিদুষাং দ্বিজমুখ্যানাং বর্ণধর্ম্মং সমাসতঃ ॥ ৭৩
ত্রিঃস্নানঞ্চাগ্নিকার্য্যঞ্চ লিঙ্গার্চ্চনমনুত্তমম্‌।
দানমীশ্বরভাবশ্চ দয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ৭৪
সত্যং সন্তোষমাস্তিক্যমহিংসা সর্ব্বজন্তুষু।
হ্রীঃ শ্রদ্ধাধ্যাপনং যোগঃ সদাধ্যয়নমেব চ ॥ ৭৫
ব্যাখ্যানং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ শ্রবণঞ্চ তপঃ ক্ষমা।
শৌচং শিখোপবীতঞ্চ উষ্ণীষঞ্চোত্তরীয়কম্‌।৭
নিষিদ্ধাসেবনঞ্চৈব ভস্মরুদ্রাক্ষধারণম্‌।
পর্ব্বণ্যভ্যর্চ্চনং দেবি চতুর্দ্দশ্যাং বিশেষতঃ ॥ ৭
পানঞ্চ ব্রহ্মকূর্চ্চস্য মাসি মাসি যথাবিধি।
অভ্যর্চ্চনং বিশেষেণ তেনৈব স্নাপ্য মাং প্রিয়ে।
সর্ব্বক্রিয়ান্নসন্ত্যাগঃ শ্রাদ্ধান্নস্য চ বর্জ্জনম্‌।
তথা পর্য্যুষিতান্নস্য যাবকস্য বিশেষতঃ ॥ ৭৯
মদ্যস্য মদ্যগন্ধস্য নৈবেদ্যস্য চ বর্জ্জনম্‌।

পুষ্প, ফল, জল প্রদান করে, তাহার নিকটে আমি অবিনশ্বর হইয়া অবস্থান করি এবং সেও আমার নিকটে অবিনশ্বররূপে অবস্থান করে। হে দেবেশি! সম্প্রতি বিদ্বান্‌ দ্বিজশ্রেষ্ঠ অধিকারী ভক্তগণের বর্ণধর্ম্ম সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ত্রৈকালিক স্নান, অগ্নিকার্য্য, লিঙ্গার্চ্চনা, দান, ঈশ্বরভক্তি, সকল সময় সকলের প্রতি দয়াপ্রকাশ, সত্য, সন্তোষ, আস্তিক্য, সকল জন্তুতে অহিংসা-প্রকাশ, লজ্জা, শ্রদ্ধা, অধ্যাপন, যোগ, সর্ব্বদা অধ্যয়ন, বেদাদিব্যাখ্যা-শ্রবণ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, ক্ষমা, শুচি থাকা, শিখাধারণ, যজ্ঞোপবীত-ধারণ, উষ্ণীষ-ধারণ, উত্তরীয়-ধারণ, নিষিদ্ধ বস্তুর সেবা-ত্যাগ, ভস্মলেপন, রুদ্রাক্ষ ধারণ, প্রতিপর্ব্বে বিশেষতঃ চতুর্দ্দশীতে অভ্যর্চ্চন, মাসে মাসে ব্রহ্মকূর্চ্চবিধিতে সংস্কৃত পঞ্চগব্যের যথাবিধি পান, সেই পঞ্চগব্যেতে আমাকে স্নান করাইয়া বিশেষরূপে আমার পূজা করা, সকল ক্রিয়াতে অন্ন-পরিত্যাগ এবং শ্রাদ্ধীয় অন্ন, পর্য্যুষিত অন্ন, বিশেষতঃ যাবকান্নের বর্জ্জন, সাধারণ মদ্যের

সামান্যং সর্ব্ববর্ণানাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ ॥ ৮০
ক্ষমা শান্তিশ্চ সন্তোষঃ সত্যমস্তেয়মেব চ।
ব্রহ্মচর্য্যং মম জ্ঞানং বৈরাগ্যং ভস্মসেবনম্ ॥ ৮১
সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্তিশ্চ দশৈতানি বিশেষতঃ।
লিঙ্গানি যোগিনাং ভূয়ো দিবাভিক্ষাশনং তথা ॥
বানপ্রস্থাশ্রমস্থানাং সমানমিদমিষ্যতে।
রাত্রৌ ন ভোজনং কার্য্যং সর্ব্বেষাং ব্রহ্মচারিণাম্
অধ্যাপনং যাজনঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য প্রতিগ্রহঃ।
বৈশ্যস্য চ বিশেষেণ ময়া নাত্র বিধীয়তে ॥ ৮৪
রক্ষণং সর্ব্ববর্ণানাং যুদ্ধে শত্রুবধস্তথা।
দুষ্টপক্ষি-মৃগাণাঞ্চ দুষ্টানাং শাতনং নৃণাম্ ॥ ৮৫
অবিশ্বাসশ্চ সর্ব্বত্র বিশ্বাসো মম যোগিষু।
স্ত্রীসংসর্গশ্চ কালেষু চমূরক্ষণমেব চ ॥ ৮৬
সদা সঞ্চারিতৈশ্চারৈর্লোকবৃত্তান্তবেদনম্।
সদাস্ত্রধারণঞ্চৈব ভস্মকঞ্চুকধারণম্ ॥ ৮৭
রাজ্ঞাং মমাশ্রমস্থানামেষ ধর্ম্মস্য সংগ্রহঃ।
গোরক্ষণঞ্চ বাণিজ্যং কৃষির্বৈশ্যস্য কথ্যতে ॥ ৮৮
শুশ্রূষেতরবর্ণানাং ধর্ম্মঃ শূদ্রস্য কথ্যতে।
উদ্যানকরণঞ্চৈব মম ক্ষেত্রসমাশ্রয়ঃ ॥ ৮৯
ধর্ম্মপত্ন্যাস্তু গমনং গৃহস্থস্য বিধীয়তে।
ব্রহ্মচর্য্যং বনস্থানাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্ ॥ ৯০
স্ত্রীণান্তু ভর্তৃশুশ্রূষা ধর্ম্মো নান্যঃ সনাতনঃ।
মমার্চ্চনঞ্চ কল্যাণি নিয়োগো ভর্ত্তুরস্তি চেৎ ॥৯১
যা নারী ভর্তৃশুশ্রূষাং বিহায় ব্রততৎপরা।
সা নারী নরকং যাতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৯২
অথ ভর্ত্তুবিহীনা যা বক্ষ্যে ধর্ম্মং সমাসতঃ।
ব্রতং দানং তপঃ শৌচং ভূশয্যা নক্তভোজনম্ ॥
ব্রহ্মচর্য্যং সদা স্নানং ভস্মনা সলিলেন বা।
শান্তির্মৌনং ক্ষমা নিত্যং সংবিভাগো যথাবিধি ॥
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পৌর্ণমাস্যাং বিশেষতঃ।
একাদশ্যাঞ্চ বিধিবদুপবাসো মমার্চ্চনম্ ॥ ৯৫
ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মমাশ্রমনিষেবণম্।
ব্রহ্ম-ক্ষত্র-বিশাং দেবি যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্ ॥৯৬

বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের মদ্য, মদ্যগন্ধ ও আমা-উদ্দেশ্যে নিবেদিত নৈবেদ্যের পরিত্যাগ এবং ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, মদীয় জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভস্মসেবন, সর্ব্বাসক্তি-পরিত্যাগ এই দশটী বিশেষরূপে ব্রাহ্মণধর্ম্ম জানিবে। যোগিগণের চিহ্নধারণ দিবায় ভিক্ষা-শন, রাত্রিতে ভোজন-পরিত্যাগ এই কয়টী বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বী ব্রহ্মচারীদিগের ধর্ম্ম। ৭১—৮৩। অধ্যাপন, যাজন, প্রতিগ্রহ, এই কয়টী ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। বৈশ্যের আর বিশেষ করিয়া কিছু বিধান করিলাম না। সকল বর্ণের রক্ষণে পরায়ণতা, যুদ্ধে শত্রুবধ, দুষ্ট পক্ষী মৃগ ও মনুষ্যের হনন, মদ্ভক্ত ব্যতিরিক্ত সকলেতে অবিশ্বাস, মদ্ভক্তে দৃঢ়-বিশ্বাস, যথাসময়ে স্ত্রীসংসর্গ, সৈন্যরক্ষণ, নিরন্তর স্থানে স্থানে প্রেরিত দূত দ্বারা লোকবৃত্তান্ত জানা, সর্ব্বদা অস্ত্রধারণ, গাত্রে ভস্মলেপন, কঞ্চুক পরিধান করা, এই সকল মদাশ্রমস্থ নৃপতিগণের ধর্ম্ম-সংগ্রহমধ্যে গণিত হয়। আর বৈশ্যগণের গোরক্ষণ, বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম এই কয়টীই ধর্ম্ম। উদ্যানকরণ, মদীয় ক্ষেত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা ও ইতর বর্ণের শুশ্রূষা করা, এই তিনটী শূদ্রদিগের ধর্ম্ম। গৃহস্থের ধর্ম্ম পত্নীগমন ও বনস্থ যতি ব্রহ্মচারিগণের ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। ৮৪—৯০। স্ত্রীলোকের ভর্তৃশুশ্রূষা ভিন্ন অন্য কোনও সনাতন ধর্ম্ম নাই এবং পতির আদেশক্রমে আমার অর্চ্চনা করা স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে নারী স্বামিসেবা পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্রতানুষ্ঠানে তৎপরা হয়, সে স্ত্রী যে নরকগামিনী হয়, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই এবং যাহারা বিধবা, তাহাদিগের ধর্ম্ম সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রত, দান, তপস্যা, শুচিতা, ভূমিশয়ন, নক্তভোজন, ব্রহ্মচর্য্য, সর্ব্বদা ভস্ম কিংবা সলিলে স্নান, শান্তি অবলম্বন, মৌনব্রত, ক্ষমা, যথাবিধি নিত্য অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, একাদশী, বিশেষতঃ পৌর্ণমাসীতে বিধিমত উপবাস এবং আমার অর্চ্চনা করা, এই কয়টী বিধবাদিগের ধর্ম্ম জানিও। দেবি! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য,

তথৈব বানপ্রস্থানাং গৃহস্থানাঞ্চ সুন্দরি।
শূদ্রাণামথ নারীণাং ধর্ম্ম এষ সনাতনঃ ॥ ৯৭
ধ্যেয়স্ত্বয়াহং দেবেশি সদা জাপ্যঃ ষড়ক্ষরঃ।
বেদোক্তম খিলং ধর্ম্মমিতি ধর্ম্মার্থসংগ্রহঃ ॥ ৯৮
অথ যে মানবা লোকে স্বেচ্ছয়া ধৃতবিগ্রহাঃ।
ভাবাতিশয়সম্পন্নাঃ পূর্ব্বসংস্কারসংযুতাঃ ॥ ৯৯
বিরক্তাশ্চানুরক্তা বা স্ত্রিয়াদিবিষয়েষ্বপি।
পাপৈর্ন তে বিলিপ্যন্তে পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০০
তেষাং মমাত্মবিজ্ঞানং বিশুদ্ধানাং বিবেকিনাম্।
মৎপ্রসাদাদ্বিশুদ্ধানাং দুঃখমাশ্রমরক্ষণম্ ॥ ১০১
নাস্তি কৃত্যমকৃত্যঞ্চ সমাধির্ব্বা পরায়ণম্।
ন বিধির্ন নিষেধশ্চ তেষাং মম যথা তথা ॥ ১০২
যথেহ পরিপূর্ণস্য সাধ্যং মম ন বিদ্যতে।
তথৈব কৃতকৃত্যানাং তেষামপি ন সংশয়ঃ ॥১০৩
মদ্ভক্তানাং হিতার্থায় মানুষং ভাবমাশ্রিতাঃ।
রুদ্রলোকাৎ পরিভ্রষ্টাস্তে রুদ্রা নাত্র সংশয়ঃ ॥১০৪
মমানুশাসনং যদ্বদ্ব্রহ্মাদীনাং প্রবর্ত্তকম্।
তথা নরাণামন্যেষাং তন্নিয়োগঃ প্রবর্ত্তকঃ॥ ১০৫
মমাজ্ঞাধারভাবেণ মদ্ভাবাতিশয়েন চ।
তদালোকনমাত্রেণ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ১০৬
প্রত্যয়াশ্চ প্রবর্ত্তন্তে প্রশস্তফলসূচকাঃ।
ময়ি ভাববতাং পুংসাং প্রাগদৃষ্টার্থগোচরাঃ ॥১০৭
কম্পঃ স্বেদোঽশ্রুপাতশ্চ কণ্ঠে চ স্বরবিক্রিয়া।
আনন্দাদ্যুপলব্ধিশ্চ ভবেদাকস্মিকী মুহুঃ ॥ ১০৮
এতৈর্ব্যস্তৈঃ সমস্তৈর্ব্বা লিঙ্গৈরব্যভিচারিভিঃ।
মন্দমধ্যোত্তমৈর্ভাবৈর্বিজ্ঞেয়াস্তে নরোত্তমাঃ। ১০৯
যথায়োঽগ্নিসমাবেশান্নায়ো ভবতি কেবলম্।
তথৈব মম সান্নিধ্যান্ন তে কেবলমানুষাঃ ॥ ১১০
হস্তপাদাদিসাধর্ম্ম্যাদ্রুদ্রান্ মর্ত্ত্যবপুর্দ্ধরান্।
প্রাকৃতানিব মন্বানো নাবজানীত পণ্ডিতঃ ॥১১১
অবজ্ঞানং কৃতং তেষু নরৈর্ব্যামূঢ়চেতনৈঃ।
আয়ুঃ শ্রিয়ং কুলং শীলং হত্বা নিরয়মাবহেৎ॥১১২

যতি, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ, শূদ্র ও স্ত্রীলোকের এই মদীয়াশ্রম সেবনরূপ সনাতন-ধর্ম্ম সংক্ষেপে কথিত হইল। হে দেবেশি! তোমারও আমি ধ্যেয় এবং ষড়ক্ষরমন্ত্র ও বেদোক্ত অখিল ধর্ম্মও তোমার জপযোগ্য হই-তেছে, ইহাই ধর্ম্মার্থের সংগ্রহ জানিবে। আর এই জগতে যে মনুষ্যেরা নিজের ইচ্ছাক্রমে শরীর পরিগ্রহ করত পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ অতি-শয় ভক্তিভূষিত ও স্ত্রী প্রভৃতি বিষয়ে বিরক্ত ও অনুরক্ত হয়, যেমন পদ্মপত্র জলে ক্লিন্ন হয় না, তাদৃশ তাহারাও পাপে পঙ্কিল হয় না। ৯১—১০০। সেই সদসদ্বিবেচক বিশুদ্ধ লোকদিগের মদীয় স্বরূপ-বিজ্ঞান জন্মে, আমার প্রসাদে তাহাদের আশ্রমধর্ম্মপালন দুঃখকর হয় এবং আমার ন্যায় তাহাদিগের কার্য্যা-কার্য্য কিছুই নাই, সমাধি নাই, পরায়ণ নাই, বিধি নাই, নিষেধ নাই ও যেমন সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ আমার এ জগতে কিছুই প্রাপ্য বস্তু নাই, সেইরূপ কৃতকৃত্য তাহাদিগেরও প্রাপ্য বস্তু কিছুই নাই, জানিবে। তাহাদিগকে মদ্ভক্তগণের হিতকামনায় রুদ্রলোক পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মানুষভাব অবলম্বনকারী রুদ্র বলিয়া জানিও। যেমন আমার শাসন ব্রহ্মাদির প্রবর্ত্তক, সেইরূপ মনুষ্যরূপী রুদ্রগণের আজ্ঞা অন্য মনুষ্যের প্রবর্ত্তিকা জানিবে। যেহেতু তাহারা আমার আজ্ঞা-পালক এবং আমার প্রতি অতিশয় ভক্তিমান্, সুতরাং তাহাদের দর্শনমাত্রেই সকল পাপক্ষয় হইয়া থাকে। যাহারা আমার ভক্ত, তাহাদিগের পূর্ব্বাদৃষ্ট গোচর প্রশস্ত ফলসূচক চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া থাকে। কম্প, স্বেদ, অশ্রুপাত, স্বরভঙ্গ, হঠাৎ বারংবার আনন্দাদির অনুভব প্রভৃতি সেই সকল চিহ্ন। এই সকল অব্যভিচারী ব্যস্ত ও সমস্ত চিহ্ন ও উত্তম, মধ্যম, অধম ভক্তিযোগে তাহারা নরোত্তম হইয়াছে। যেমন অগ্নি সংসর্গে অগ্নিবৎ লৌহ কেবল লৌহের ন্যায় ব্যবহৃত হয় না, সেইরূপ আমার সান্নিধ্য পাইয়া মনুষ্যেরাও প্রকৃত মনুষ্য-সংখ্যায় গণিত হয় না। ১০১—১১০। পণ্ডিতেরা হস্ত পাদাদি সাধর্ম্ম্যে মনুষ্যরূপধারী সেই সকল রুদ্রগণকে প্রাকৃত মনুষ্যবোধে অবমাননা করিবেন না। যে মূঢ়চেতনেরা তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করে

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-সুরেশানামপি তূলায়তে পদম্।
মত্তোঽন্যদনপেক্ষাণামুদ্ধতানাং মহাত্মনাম্ ॥ ১১৩
অশুদ্ধং বৌদ্ধমৈশ্বর্য্যং প্রাকৃতং পৌরুষং তথা।
গুণেশানামতস্ত্যাজ্যং গুণাতীতপদৈষিণাম্ ॥ ১১৪
অথ কিং বহুনোক্তেন শ্রেয়ঃপ্রাপ্ত্যেকসাধনম্।
ময়ি চিত্তসমাসঙ্গো যেন কেনাপি হেতুনা ॥ ১১৫
উপমন্যুরুবাচ।
ইত্থং শ্রীকণ্ঠনাথেন শিবেন পরমাত্মনা।
হিতায় জগতামুক্তো জ্ঞানসারার্থসংগ্রহঃ ॥ ১১৬
বিজ্ঞানসংগ্রহশ্চায়ং বেদশাস্ত্রাণি কৃৎস্নশঃ।
সেতিহাস-পুরাণানি বিদ্যাব্যাখ্যানবিস্তরঃ ॥ ১১৭
জ্ঞানং জ্ঞেয়মনুষ্ঠেয়মধিকারোঽথ সাধনম্।
সাধ্যঞ্চেতি ষড়র্থানাং সংগ্রহস্ত্বেষ সংগ্রহঃ ॥ ১১৮
গুরোরধিগতং জ্ঞানং জ্ঞেয়ঃ পাশঃ পশুঃ পতিঃ।
লিঙ্গার্চ্চনাদ্যনুষ্ঠেয়ং ভক্তস্ত্বধিকৃতো দ্বিজঃ ॥ ১১৯
সাধনং শিবমন্ত্রাদ্যং সাধ্যং শিবসমানতা।
ষড়র্থসংগ্রহস্যাস্য জ্ঞানাৎ সর্ব্বজ্ঞতোচ্যতে ॥ ১২০
প্রথমং কর্ম্মযজ্ঞাদ্যৈর্ভক্ত্যা বিত্তানুসারতঃ।
বাহ্যেঽভ্যর্চ্চ্য শিবং পশ্চাদন্তর্যাগরতো ভবেৎ ॥
রতিরভ্যন্তরে যস্য ন বাহ্যে পুণ্যগৌরবাৎ।
ন কর্ম্ম করণীয়ং হি বহিস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২২
জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য ভক্ত্যা চৈব শিবাত্মনঃ।
নান্তর্ন চ বহিঃ কৃষ্ণ কৃত্যমস্তি কদাচন ॥ ১২৩
তস্মাৎ ক্রমেণ সন্ত্যজ্য বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা।
জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য জ্ঞানঞ্চাপি পরিত্যজেৎ ॥
নৈকাগ্রং চেচ্ছিবে চিত্তং কিং কৃতেনাপি কর্ম্মণা
একাগ্রমেব চেচ্চিত্তমকৃতেনাপি কর্ম্মণা ॥ ১২৫
তস্মাৎ কর্ম্মাণ্যকৃত্বা বা কৃত্বা বান্তর্বহিঃ ক্রমাৎ।
যেন কেনাপ্যুপায়েন শিবে চিত্তং নিবেশয়েৎ ॥

তাহাদিগের আয়ু, কুল, শীল, সম্পত্তি—সকল বিনষ্ট হয় এবং অবশেষে নরকই তাহাদিগের বাস-স্থান হয়। যাহাদিগের আমি ভিন্ন অন্য কেহ অপেক্ষণীয় নয়, সেই মুক্ত মহাত্মাদিগের অধিক কি ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্ব এবং শিবত্ব-পদও তাহাদিগের তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। মহত্তত্ত্ব-সম্ভূত, প্রকৃতি, প্রকৃতিনিষ্পন্ন এবং জীবাত্ম-সম্বন্ধী ঐশ্বর্য্য বিশুদ্ধ নহে অর্থাৎ গুণসঙ্গ-শূন্য নহে। এইজন্য গুণাতীত-পদাভিলাষী ত্রিগুণে-শ্বরদিগের সে সব পদ অবশ্যই পরিত্যাজ্য। আর অধিক কি বলিব! যে কোনও প্রকারে আমার প্রতি চিত্তাসক্তিই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির এক সাধন। উপমন্যু কহিলেন,—হে বনমালিন্! পরমাত্মা ভূত-ভাবন ভগবান্ কর্তৃক জগতের হিতনিমিত্ত এই প্রকার জ্ঞানসারার্থ-সংগ্রহ উক্ত হইয়াছে। ইহাই বিজ্ঞান-সংগ্রহ, ইহাই সমগ্র বেদশাস্ত্র এবং ইহাকেই বেদব্যাখ্যা-বিস্তৃত, ইতিহাস ও পুরাণ বলা যায়। জ্ঞান, জ্ঞেয়, অনুষ্ঠেয়, অধিকার, সাধ্য, সাধন এই ছয় প্রকার অর্থ-সংগ্রহই ঐ সংগ্রহ বলিয়া কথিত। যাহা গুরু-সকাশে অধিগত হওয়া যায়, তাহাকে জ্ঞান বলা যায়। পশু, পাশ, পতি এই তিনই জ্ঞেয়, লিঙ্গার্চ্চনাদি অনুষ্ঠেয়, ভক্ত ব্রাহ্মণেরা অধিকারী, শিব-মন্ত্রাদি সাধন এবং শিব-সাযুজ্যই সাধ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই ছয় প্রকার অর্থ-সংগ্রহের জ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারা যায়। ১১১—১২০। প্রথমতঃ বিত্তানুযায়ী যাগাদি-কর্ম্ম দ্বারা ভক্তি-পূর্ব্বক শিবকে অর্চ্চনা করত অনন্তর আভ্যন্তরিক যাগ-কর্ম্মে রত হইবে। যাহার অভ্যন্তরে অনুরাগ আছে, পুণ্যবলে সেই মহাত্মার আর বাহিক কর্ম্ম কিছুই কর্ত্তব্য সংখ্যায় পতিত হয় না। হে কৃষ্ণ! জ্ঞানামৃত এবং ভক্তিতে পরিতৃপ্ত শিবরূপী মনুষ্যের কোনকালে আন্তরিক কিংবা বাহিক কিছুই কর্ত্তব্য নাই। অতএব ক্রমে ক্রমে মনুষ্যেরা বাহিক ও আভ্যন্তরিক কৃত্য পরিত্যাগ করত জ্ঞানালোকে জ্ঞেয়-তত্ত্বকে অবলোকন করিবে এবং পরিশেষে ক্রমশঃ সেই জ্ঞানকেও পরিত্যাগ করিবে। যদি কাহারও পরম পুরুষ শিবে চিত্তের একাগ্রতা থাকে, তাহা হইলে কোনও কার্য্য করা বা না করা কিছুরই প্রয়োজন নাই। সুতরাং আন্তরিক কিংবা বাহিক কর্ম্ম করুক কিংবা নাই করুক, মনুষ্যেরা ক্রমশঃ সেই পশুপতিতে যে কোনও উপায়ে চিত্ত অর্পণ করিবে। প্রতি-

শিবে নিবিষ্টচিত্তানাং প্রতিষ্ঠিতধিয়াং সতাম্‌ ।
পরত্রেহ চ সর্ব্বত্র নিবৃত্তিঃ পরমা ভবেৎ ॥ ১২৭
ইহোং নমঃ শিবায়েতি মন্ত্রেণানেন সিদ্ধয়ঃ ।
স তস্মাদধিগন্তব্যঃ পরাবরবিভূতয়ে ॥ ১২৮

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহি-
তায়ামুত্তরভাগে শৈবধর্ম্মকথনং নাম
একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

মহর্ষিবর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞানমহোদধে ।
পঞ্চাক্ষরস্য মাহাত্ম্যং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১

উপমন্যুরুবাচ ।

পঞ্চাক্ষরস্য মাহাত্ম্যং বর্ষকোটিশতৈরপি ।
অশক্যং বিস্তরাদ্বক্তুং তস্মাৎ সংক্ষেপতঃ শৃণু ॥২
বেদে শিবাগমে চায়মুভয়ত্র ষড়ক্ষরঃ ।
মন্ত্রঃ স্থিতঃ সদা মুখ্যো লোকে পঞ্চাক্ষরঃ স্মৃতঃ ॥৩
সর্ব্বমন্ত্রাধিকশ্চায়মোঙ্কারাদ্যঃ ষড়ক্ষরঃ ।
সর্ব্বেষাং শিবভক্তানামশেষার্থপ্রসাধকঃ ॥ ৪
তদল্পাক্ষরমর্থাঢ্যং বেদসারং বিমুক্তিদম্‌ ।
আজ্ঞাসিদ্ধমসন্দিগ্ধং বাক্যমেতচ্ছিবাত্মকম্‌ ॥ ৫
নানাসিদ্ধিযুতং দিব্যং লোকচিত্তানুরঞ্জকম্‌ ।
সুনিশ্চিতার্থগম্ভীরং বাক্যং তৎ পারমেশ্বরম্‌ ॥ ৬
মন্ত্রং সুখমুখোচ্চার্য্যমশেষার্থপ্রসিদ্ধয়ে ।
প্রাহোং নমঃ শিবায়েতি সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদেহিনাম্‌ ॥
তদ্বীজং সর্ব্ববিদ্যানাং মন্ত্রমাদ্যং ষড়ক্ষরম্‌ ।
অতিসূক্ষ্মং মহার্থঞ্চ জ্ঞেয়ং তদ্বটবীজবৎ ॥৮
দেবো গুণত্রয়াতীতঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকৃৎ প্রভুঃ ।
ওমিত্যেকাক্ষরে মন্ত্রে স্থিতঃ সর্ব্বগতঃ শিবঃ ॥৯
ঈশানাদ্যানি সূক্ষ্মাণি ব্রহ্মাণ্যেকাক্ষরাণি তু ।
মন্ত্রে নমঃ শিবায়েতি সংস্থিতানি যথাক্রমম্‌ ॥ ১০
মন্ত্রে ষড়ক্ষরে সূক্ষ্মে পঞ্চব্রহ্মতনুঃ শিবঃ ।
বাচ্য-বাচকভাবেন স্থিতঃ সাক্ষাৎ স্বভাবতঃ ॥ ১১
বাচ্যঃ শিবঃ প্রমেয়ত্বান্মন্ত্রস্তদ্বাচকঃ স্মৃতঃ ।

স্থিতবুদ্ধি শিব-নিবিষ্টচেতা সাধু লোকেরা ইহ ও পরলোক সর্ব্বত্রই পরম নির্ব্বৃতির ভাজন হয়। ইহ জগতে "ওঁ নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র দ্বারা সকল সিদ্ধি জন্মে, অতএব পারত্রিক ও ঐহিক বিভূতি নিমিত্ত সেই মন্ত্র অধিগত করিবে। ১২১—১২৮।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে নিখিল-জ্ঞান-সিন্ধু সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষিবর! পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের যথার্থ মাহাত্ম্য জানিতে আমার বলবতী ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা কীর্ত্তনে আমার স্পৃহার অপনোদন করুন। উপমন্যু কহিলেন,—শত-কোটি বৎসরেও পঞ্চাক্ষরের মাহাত্ম্য বিস্তার-রূপে বর্ণন করা যায় না, সুতরাং আমি তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। বেদে ও শিবাগমে ঐ পঞ্চাক্ষর মন্ত্র ষড়ক্ষরে উক্ত আছে এবং লোকে পঞ্চাক্ষররূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঐ ওঙ্কারাদি ষড়ক্ষরসম্পন্ন মন্ত্র, জগতে যত মন্ত্র আছে, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম এবং কেবল শ্রেষ্ঠ নহে, কিন্তু সকল কার্য্যেরও প্রসাধক। সর্ব্বজ্ঞ শঙ্কর সকল দেহীর অশেষ অর্থসিদ্ধি-নিমিত্ত অল্পাক্ষর-সমন্বিত হইলেও অর্থবহুল, মুক্তিপ্রদ, নানা সিদ্ধি-ভূষিত, লোক-চিত্তানুরঞ্জক, বিনিশ্চিতার্থ, সুখোচ্চার্য্য, দেবসার "ওঁ নমঃ শিবায়" এই আজ্ঞাসাধক অসন্দিগ্ধ দিব্য মন্ত্র উপদেশ দিয়াছেন। ঐ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদিম ষড়ক্ষর মন্ত্র নিখিল বিদ্যার বীজ, বটবীজ-সদৃশ অতিসূক্ষ্ম মহান্‌ অর্থের সাধন। ত্রিগুণাতীত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বব্যাপী ভগবান্‌ শিব প্রণবরূপ একাক্ষর মন্ত্রে অধিষ্ঠান করিতেছেন। সূক্ষ্ম ঈশানাদি একাক্ষর পাঁচটী মন্ত্র "নমঃ শিবায়" এই মন্ত্রে যথাক্রমে অধিষ্ঠান করিতেছেন। ১—১০। সাক্ষাৎ পঞ্চমন্ত্রময় শিব ষড়ক্ষর মন্ত্রে স্বভাবতঃ বাচ্য-বাচকভাবে অবস্থান করেন। শিব প্রমিতির বিষয় বলিয়া বাচ্য ও মন্ত্র বাচক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ অনাদি বাচ্য-

বাচ্য-বাচকভাবোঽয়মনাদিঃ সংস্থিতস্তয়োঃ ॥ ১২
যথানাদিঃ প্রবৃত্তোঽয়ং ঘোরসংসারসাগরঃ।
শিবোঽপি হি তথানাদিঃ সংসারান্মোচকঃ স্থিতঃ
ব্যাধীনাং ভেষজং যদ্বৎ প্রতিপক্ষঃ স্বভাবতঃ।
তদ্বৎ সংসারদোষাণাং প্রতিপক্ষঃ শিবঃ স্মৃতঃ ॥১৪
অসত্যস্মিন্ জগন্নাথে তমোভূতমিদং ভবেৎ।
আদিত্যেন যথা হীনং নিরালোকমিদং জগৎ ॥১৫
অভাবাদীশ্বরস্যেয়ং জগৎ সৃষ্টিঃ কথং ভবেৎ।
অচেতনত্বাৎ প্রকৃতেরজ্ঞত্বাৎ পুরুষস্য চ ॥ ১৬
প্রধানপরমাণ্বাদি যাবৎ কিঞ্চিদচেতনম্।
ন তৎকর্তৃ স্বয়ং দৃষ্টং বুদ্ধিমৎ কারণং বিনা ॥১৭
ধর্মাধর্মোপদেশশ্চ বন্ধ-মোক্ষবিচারণা।
ন সর্ব্বজ্ঞং বিনা পুংসামাদিসর্গে প্রসিধ্যতি ॥১৮
বৈদ্যং বিনা নিরানন্দাঃ ক্লিশ্যন্তে রোগিণো যথা।
শিবং বিনা নিরানন্দং ক্লিশ্যতে হি জগৎ তথা ॥১৯

তস্মাদনাদিঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পরিপূর্ণঃ সদাশিবঃ।
অস্তি নাথঃ পরিত্রাতা পুংসাং সংসারসগরাৎ ॥২০
আদিমধ্যান্তনির্ম্মুক্তঃ স্বভাববিমলঃ প্রভুঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ পরিপূর্ণশ্চ শিবো জ্ঞেয়ঃ শিবাগমে।
তস্যাভিধানং মন্ত্রোঽয়মভিধেয়শ্চ স স্মৃতঃ ॥ ২১
অভিধানাভিধেয়ত্বান্মন্ত্রঃ সিদ্ধঃ পরঃ শিবঃ।
এতাবৎ তু শিবজ্ঞানমেতাবৎ পরমং পদম্ ॥ ২২
যদোং নমঃ শিবায়েতি শিববাক্যং ষড়ক্ষরম্।
বিধিবাক্যমিদং শৈবং নার্থবাদং শিবাত্মকম্ ॥ ২৩
যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ স সম্পূর্ণঃ স্বভাববিমলঃ শিবঃ।
লোকানুগ্রহকর্ত্তা চ স মৃষার্থং কথং বদেৎ ॥ ২৪
যদ্‌যথাবস্থিতং বস্তু গুণদোষৈঃ স্বভাবতঃ।
যাবৎ ফলঞ্চ যৎ পুণ্যং সর্ব্বজ্ঞস্তু তথা বদেৎ ॥২৫
রাগাজ্ঞানাদিভির্দোষৈর্গ্রস্তত্বাদনৃতং বদেৎ।
তে চেশ্বরে ন বিদ্যন্তে ব্রূয়াৎ স কথমন্যথা ॥ ২৬

বাচকভাব সেই শিব ও মন্ত্রে অবস্থান করিতেছে। যেমন এই ঘোর সংসারসাগর অনাদি হইয়া প্রবৃত্ত আছে, সেইরূপ সংসার হইতে মুক্তিপ্রদ শিবও অনাদি হইয়া জগতের অধিষ্ঠাতা হন। সেই ভগবান্ ব্যাধিশত্রু ঔষধের ন্যায় অখিল সংসার-দোষের শত্রু। এই জগৎ যেমন সূর্য্যবিরহে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ সেই জগৎপতি এই জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইলে কেবল তমোময় হইয়া থাকে। প্রকৃতি অচেতন এবং পুরুষ অজ্ঞ বলিয়া সুতরাং সেই পরমেশ্বর জগৎস্রষ্টা শিব অবিদ্যমানে এই জগৎকে কে সৃজন করিবে? প্রকৃতি পরমাণু প্রভৃতি যত কিছু আছে, সকলই অচেতন সুতরাং তাহারা সচেতন কারণ ব্যতিরেকে স্বয়ং কর্ত্তা হইতে পারে না এবং প্রথম সৃষ্টিকালে কোনও পুরুষেরই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের উপদেশ এবং বন্ধন-মোক্ষের বিচার সেই সর্ব্বজ্ঞ শিব ব্যতিরিক্ত সিদ্ধ হয় না। যেমন বৈদ্য-বিহনে রোগীরা নিরানন্দ হইয়া কেবল ক্লেশ ভোগ করে, সেইরূপ সেই আনন্দময় শঙ্কর বিরহে এই জগৎ আনন্দশূন্য হইয়া অখিল ক্লেশের আশ্রয় হয়। অতএব সর্ব্বজ্ঞ অনাদি পরিপূর্ণ জগন্নাথ সদাশিব সকল মনুষ্যের এই সংসার-সাগর হইতে উদ্ধারক হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ১১—২০। শিবাগমে সেই ভগবান্ আদিমধ্যান্তশূন্য, স্বভাববিমল, পরিপূর্ণ, সর্ব্বজ্ঞ ও প্রভুরূপে জ্ঞেয় হন। ঐ মন্ত্র সেই শিবের অভিধান, সুতরাং তিনি ঐ মন্ত্রের অভিধেয়, অতএব ঐ প্রকারে অভিধান-অভিধেয়-ভাব থাকাতে মন্ত্র ও পরম পুরুষ শিব বলিয়া প্রসিদ্ধ। "ওঁ নমঃ শিবায়" এতাবন্মাত্রই শিবজ্ঞান, এবং এতাবন্মাত্রই পরম পদ বলিয়া বিদিত হয়, যেহেতু ঐ ষড়ক্ষর মন্ত্রকে শিব স্বয়ং বলিয়াছেন। এই শিবাত্মক শৈব মন্ত্র বিধিবাক্য ভিন্ন স্তুতিবাক্য নহে। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, স্বভাব-নির্ম্মল ও লোকানুগ্রহকর্ত্তা, এহেন হইয়াও সেই পরিপূর্ণ শিব কেন মিথ্যা-বাক্য বলিবেন? যে বস্তু স্বভাবতঃ গুণ-দোষে যাদৃশ ভাবে বিদ্যমান আছে এবং যাদৃশ ফল ও পুণ্য, সর্ব্বজ্ঞ পরমপুরুষ তাহাই বলিয়া থাকেন। যাহারা রাগ ও অজ্ঞানাদি দোষ-গ্রস্ত, তাহারাই অনৃত বলিয়া থাকে। সে সকল দোষ ঈশ্বরে নাই, অতএব কেন তিনি

অজাতা দোষদোষেণ সর্ব্বজ্ঞেন শিবেন যৎ।
প্রণীতমমলং বাক্যং তৎ প্রমাণং ন সংশয়ঃ ॥২৭
তস্মাদীশ্বরবাক্যানি শ্রদ্ধেয়ানি বিপশ্চিতা।
যথার্থং পুণ্যপাপেষু তদশ্রদ্ধো ব্রজত্যধঃ ॥ ২৮
স্বর্গাপবর্গসিদ্ধ্যর্থং ভাষিতং যৎ সুশোভনম্।
বাক্যং মুনিবরৈঃ শান্তৈস্তদ্বিজ্ঞেয়ং সুভাষিতম্ ॥
রাগ-দ্বেষানৃত-ক্রোধ-কাম-তৃষ্ণানুসারি যৎ।
বাক্যং নিরয়হেতুত্বাৎ তদ্দুর্ভাষিতমুচ্যতে ॥ ৩০
সংস্কৃতেনাপি কিং তেন মৃদুনা ললিতেন বা।
অবিদ্যারাগবাক্যেণ সংসারক্লেশহেতুনা ॥ ৩১
যচ্ছ্রুত্বা জায়তে শ্রেয়ো রাগাদীনাঞ্চ সংক্ষয়ঃ।
বিরূপমপি তদ্বাক্যং বিজ্ঞেয়মতিশোভনম্ ॥ ৩২
বহুত্বেঽপি হি মন্ত্রাণাং সর্ব্বজ্ঞেন শিবেন যৎ।
প্রণীতমমলং মন্ত্রং ন তেন সদৃশং ক্বচিৎ ॥ ৩৩
সাঙ্গানি বেদশাস্ত্রাণি সংস্থিতানি ষড়ক্ষরে।
ন তেন সদৃশস্তস্মান্মন্ত্রোঽপ্যোঽস্তি পরঃ ক্বচিৎ ॥
সপ্তকোটিমহামন্ত্রৈরুপমন্ত্রৈরনেকধা।
মন্ত্রঃ ষড়ক্ষরো ভিন্নঃ সূত্রং বৃত্ত্যাত্মনা যথা।
শিবজ্ঞানানি যাবন্তি বিদ্যাস্থানানি যানি চ।
ষড়ক্ষরস্য সূত্রস্য তানি ভাষ্যং সমাসতঃ॥
কিং তস্য বহুভির্মন্ত্রৈঃ শাস্ত্রৈর্বা বহুবিস্তরৈঃ।
যস্যোং নমঃ শিবায়েতি মন্ত্রোঽয়ং হৃদি সং...
তেনাধীতং শ্রুতং তেন কৃতং সর্ব্বমনুষ্ঠিতম্।
যেনোং নমঃ শিবায়েতি মন্ত্রাভ্যাসঃ স্থিরীকৃতঃ
নমস্কারাদিসংযুক্তং শিবায়েত্যক্ষরত্রয়ম্।
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য সফলং তস্য জীবিতম্।
অন্ত্যজো বাধমো বাপি মূর্খো বা পণ্ডিতোঽপি
পঞ্চাক্ষরজপে নিষ্ঠো মুচ্যতে পাপপঞ্জরাৎ।
ইত্যুক্তং পরমেশেন দেব্যা পৃষ্টেন শূলিনা
হিতায় সর্ব্বমর্ত্ত্যানাং তিয্যজানাং বিশেষতঃ।

দেব্যুবাচ।

কলৌ কলুষিতে কালে দুর্জ্জনে দুরতিক্রমে।

দোষময় মিথ্যা বলিতে প্রবৃত্ত হইবেন? শিব-প্রণীত অমল বাক্যই যে প্রমাণ, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অতএব পুণ্য-পাপ সম্বন্ধে স্ফুট-সত্য ঈশ্বর-বাক্যে পণ্ডিতগণ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবেন। শমপরায়ণ মুনিগণ স্বর্গ ও মুক্তির জন্য যে সুশোভন বাক্য কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহাকে সুভাষিত বলিয়া জানিবে। যে বাক্য রাগ, দ্বেষ, মিথ্যা, কাম, তৃষ্ণাদির অনুগামী, নিরয়ের হেতু বলিয়া সেই বাক্যকে দুর্ভাষিত বলেন। ২১—৩১। অবিদ্যা-রাগাদির অনুগামী বাক্য কোমল অক্ষরমালায় গ্রথিত এবং বিশুদ্ধরূপে রচিত হইয়া শ্রুতিমধুর হইলেও তাহাতে কি প্রয়োজন? তবে যে বাক্য শ্রেয়সের নিধান, যে বাক্যশ্রবণে রাগাদির ক্ষয় হয়, কঠোরাক্ষরাদি-দোষে দূষিত হইলেও সে বাক্য অতি শোভন হইয়া থাকে। জগতে মন্ত্র অনেক থাকিলেও সর্ব্বজ্ঞ শিব-প্রণীত মন্ত্রসদৃশ মন্ত্র আর কোথায়ও নাই। সাঙ্গ বেদশাস্ত্র প্রভৃতি সকলই ঐ ষড়ক্ষর মন্ত্রে বিদ্যমান আছে, সুতরাং ঐ মন্ত্রসদৃশ এমন অপর কোন মন্ত্র কুত্রাপি নাই জানিবেন।

বৃত্তি দ্বারা সূত্রের ন্যায় ঐ ষড়ক্ষর মন্ত্র ... কোটি মহামন্ত্র ও উপমন্ত্রে সংযুক্ত জানিবে ... যে সকল শিবজ্ঞান ও যে সকল বিদ্যা... তাহা ঐ ষড়ক্ষর মন্ত্রের সংক্ষেপ ভাষ্য। ... ঐ "ওঁ নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র হৃদয়ে অব... করিতেছে, তাহার আর বহুমন্ত্রে ও বহু... শাস্ত্রে কি প্রয়োজন? যে "ওঁ নমঃ শি... এই মন্ত্র অভ্যাস করিতে সক্ষম হইয়াছে ... সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন ও সকল কার্য্য অ... করিয়াছে। যাহার ঐ নমস্কারসংযুক্ত ... এই অক্ষরত্রয় জিহ্বাগ্রে বিরাজমান ... তাহার জীবন সার্থক জানিবেন। পণ্ডি... কথাই নাই, এমন কি, যদি কোনও নীচ... অধম ব্যক্তি, কিংবা মূর্খও ঐ প... মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে পাপ... হইতে মুক্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ ... ৩২—৪০। পরমেশ শূলী দেবী ... পৃষ্ট হইয়া সকল মর্ত্ত্যের বিশেষতঃ কলি... মনুষ্যের হিতের নিমিত্ত এই উপদেশ... দেবী কহিলেন,—হে মহেশ্বর! ... তিমিরাবৃত, দুর্জ্জয়, দুরতিক্রমণীয়,

অপুণ্যতমসাচ্ছন্নে লোকে ধর্ম্মপরাঙ্মুখে ॥ ৪২
ক্ষীণে বর্ণসমাচারে সঙ্করে সমুপস্থিতে।
সর্ব্বাধিকারে সন্দিগ্ধে নিশ্চিতে বা বিপর্য্যয়ে ॥৪৩
তদোপদেশে বিহতে গুরুশিষ্যক্রমে গতে।
কেনোপায়েন মুচ্যন্তে ভক্তাস্তব মহেশ্বর ॥ ৪৪
মহেশ্বর উবাচ।
আশ্রিত্য পরমাং বিদ্যাং হৃদ্যাং পঞ্চাক্ষরীং মম।
ভক্ত্যা চ ভাবিতাত্মানো মুচ্যন্তে কলিজা নরাঃ ॥৪৫
মনোবাক্কায়জের্দোষৈর্বক্তুং স্মর্ত্তুমগোচরৈঃ।
দূষিতানাং কৃতঘ্নানাং নির্দ্দয়ানাং খলাত্মনাম্ ॥ ৪৬
লুব্ধানাং বক্রমনসামপি মৎপ্রবণাত্মনাম্।
মম পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা সংসারভয়তারিণী ॥ ৪৭
ময়ৈবমসকৃদ্দেবি প্রতিজ্ঞাতং ধরাতলে।
পতিতোহপি বিমুচ্যেত মদ্ভক্তো বিদ্যয়ানয়া ॥ ৪৮
দেব্যুবাচ।
কর্ম্মাযোগ্যো ভবেন্মর্ত্ত্যঃ পতিতো যদি সর্ব্বথা।
কর্ম্মাযোগ্যেন যৎ কর্ম্ম কৃতঞ্চ নরকায় হি ॥ ৪৯
ততঃ কথং বিমুচ্যেত পতিতো বিদ্যয়ানয়া ॥৫০
ঈশ্বর উবাচ।
তথ্যমেতৎ ত্বয়া প্রোক্তং তথা হি শৃণু সুন্দরি।
রহস্যমিতি মত্বৈতদ্গোপিতং যন্ময়া পুরা ॥ ৫১
সমন্ত্রকং মাং পতিতঃ পূজয়েদ্যদি মোহিতঃ।
নারকী স্যান্ন সন্দেহো মম পঞ্চাক্ষরং বিনা ॥ ৫২
অব্ভক্ষা বায়ুভক্ষাশ্চ যে চান্যে ব্রতকর্শিতাঃ।
তেষামেতৈর্ব্রতৈর্নাস্তি মম লোকসমাগমঃ ॥ ৫৩
ভক্ত্যা পঞ্চাক্ষরেণৈব যো হি মাং সকৃদর্চ্চয়েৎ।
সোঽপি গচ্ছেন্মম স্থানং মন্ত্রস্যাস্যৈব গৌরবাৎ ॥
তস্মাৎ তপাংসি যজ্ঞাশ্চ ব্রতানি নিয়মাস্তথা।
পঞ্চাক্ষরার্চ্চনস্যৈতে কোট্যংশেনাপি নো সমাঃ ॥
বদ্ধো বাপ্যথবা মুক্তঃ পাশাৎ পঞ্চাক্ষরেণ যঃ।
পূজয়েন্মাং স মুচ্যেত নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৫৬
অরুদ্রো বা সরুদ্রো বা সকৃৎ পঞ্চাক্ষরেণ যঃ।

কলিকাল প্রবৃত্ত হইলে যখন লোকে ধর্ম্মপরাঙ্মুখ হয় এবং বর্ণাচার পদ্ধতি নাশ প্রাপ্ত হইয়া সঙ্কর উপস্থিত, নিখিল অধিকার সন্দিগ্ধ ও বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ও ক্রমে ক্রমে উপদেশপ্রদানাদি নষ্ট হইয়া গুরুশিষ্যক্রম বিলীন হইয়া থাকে, তখন আপনার ভক্তগণ কি উপায়ে মুক্ত হয়? মহেশ্বর কহিলেন,—প্রিয়তমে! কলিকালজ মনুষ্যেরা ভক্তিভাবিত হইয়া মনোহারিণী আমার পরম পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা অবলম্বন করিলে মুক্তিমার্গের পথিক হইতে সমর্থ হইয়া থাকে। বলা দূরে থাকুক, যাহার স্মরণ অবিধেয়, সেই দোষে দূষিত, নির্দ্দয়, কৃতঘ্ন, খলস্বভাব, কুটিলমতি, লুব্ধ লোকেরাও যদি আমার ভক্ত হইয়া ঐ পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা অভ্যাস করে, তাহা হইলে তাহাদিগেরও ঐ বিদ্যা সংসার-ভয়-নিবারিকা হইয়া থাকে। দেবি! ইহা আমি বার বার ধরাতলে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, মদ্ভক্ত পতিত হইলে ঐ বিদ্যা-প্রভাবে মুক্তি পাইয়া থাকে। দেবী বলিলেন,—যদি পতিত মনুষ্য নিশ্চয়ই কর্ম্মে অধিকারী হয় না, সুতরাং সেই কর্ম্মে অনধিকারী পতিত লোক যে কার্য্য করে, তাহার নরকই পরিণাম, তবে কেমন করিয়া পতিত লোকেরা ঐ বিদ্যায় মুক্ত হইতে সমর্থ হয়? ৪১—৫০। মহেশ্বর বলিলেন,—হে সুন্দরি! তুমি যথার্থই জিজ্ঞাসা করিয়াছ। পূর্ব্বে রহস্য বলিয়া ঐ জিজ্ঞাসিত বিষয় গোপন করিয়াছিলাম, এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ কর। পতিত ব্যক্তিরা সমন্ত্রক আমাকে পূজা করিলে নরকগামী হয়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐ পঞ্চাক্ষর-মন্ত্র প্রভাবে তাহার বিপরীত ফল হয়। জলভক্ষণ, বায়ু-ভক্ষণ ও অন্যান্য ব্রতে কৃশ হইলেও লোকেরা মদীয় লোকে সমাগত হইতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যদি কোনও মনুষ্য ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে একবার মাত্রও ঐ পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে অর্চ্চনা করে, সে ঐ মন্ত্রবলে মদীয়-লোকে সঙ্গত হয়। অতএব তপস্যা, ব্রত, নিয়ম, যজ্ঞ প্রভৃতি ঐ পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের কোটি ভাগের ভাগেও সমান হয় না। কেহ পাশে বদ্ধ হউক অথবা সেই পাশ হইতে মুক্ত হউক, আমাকে ঐ পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে অর্চ্চনা করিলে মুক্ত হয়, ইহা আর বিচার্য্য

পূজয়েৎ পতিতো বাপি মূঢ়ো বা মুচ্যতে নরঃ ॥৫৭
ষড়ক্ষরেণ বা দেবি তথা পঞ্চাক্ষরেণ বা।
স ব্রহ্মাণ্ডেন মাং ভক্ত্যা পূজয়েদ্‌যদি মুচ্যতে ॥
পতিতোঽপতিতো বাপি মন্ত্রেণানেন পূজয়েৎ।
মম ভক্তো জিতক্রোধো হ্যলব্ধো লব্ধ এব বা ॥৫৯
অলব্ধাল্লব্ধ এবেহ কোটিকোটিগুণাধিকঃ।
তস্মাল্লব্ধ্বৈশ্চ মাং দেবি মন্ত্রেণানেন পূজয়েৎ ॥ ৬০
লব্ধা সম্পূজয়েদ্‌যস্তু মৈত্রাদিগুণসংযুতঃ।
ব্রহ্মচর্য্যরতো ভক্ত্যা মৎসাদৃশ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬১
কিমত্র বহুনোক্তেন ভক্তাঃ সর্ব্বেঽধিকারিণঃ।
মম পঞ্চাক্ষরে মন্ত্রে তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠতরো হি সঃ ॥ ৬২
পঞ্চাক্ষরপ্রভাবেণ লোকা বেদা মহর্ষয়ঃ।
তিষ্ঠন্তি শাশ্বতা ধর্ম্মা দেবাঃ সর্ব্বমিদং জগৎ ॥৬৩
প্রলয়ে সমনুপ্রাপ্তে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
সর্ব্বং প্রকৃতিমাপন্নং তত্র সংলয়মেষ্যতি ॥ ৬৪

একোঽহংসংস্থিতো দেবি ন দ্বিতীয়োঽস্তি কুত্র
তদা বেদাশ্চ শাস্ত্রাণি সর্ব্বে পঞ্চাক্ষরে স্থিতাঃ।
তে নাশং নৈব সম্প্রাপ্তা মচ্ছক্ত্যা হ্যনুপালিতাঃ।
গুণমূর্ত্ত্যাত্মনাঽঙ্কৈব ততোঽবান্তরসংহৃতিঃ ॥ ৬
ততঃ সৃষ্টিরভূমত্তঃ প্রকৃত্যাত্মপ্রভেদতঃ।
তদা নারায়ণঃ শেতে দেবো মায়াময়ীং তনুম্।
আস্থায় ভোগিপর্য্যঙ্কশয়নে তোয়মধ্যগঃ।
তন্নাভিপঙ্কজাজ্জাতঃ পঞ্চবক্ত্রঃ পিতামহঃ ॥ ৬
সিসৃক্ষমাণো লোকাংস্ত্রীনশক্তো হ্যসহায়বান্।
মুনীন্ দশ সসর্জ্জাদৌ মানসানমিতৌজসঃ ॥ ৬
তেষাং সিদ্ধিবিবৃদ্ধ্যর্থং মাং প্রোবাচ পিতামহঃ।
মৎপুত্রাণাং মহাদেব শক্তিং দেহি মহেশ্বর ॥ ৬
ইত্যেবং প্রার্থিতস্তেন পঞ্চবক্ত্রধরো হ্যহম্।
পঞ্চাক্ষরাণি ক্রমশঃ প্রোক্তবান্ পদ্মযোনয়ে ॥

নহে। রুদ্র-ভক্তিশূন্য অথবা সেই ভক্তিযুক্ত ও পতিত কিংবা মূর্খ যাহা হউক না কেন, ঐ পঞ্চাক্ষর-মন্ত্র-প্রভাবে মুক্ত হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। মন্ত্র-সাধনযুক্ত ষড়ক্ষর বা পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে পূজা করিলে মুক্ত হয়। পতিত ও অপতিত ব্যক্তি দীক্ষিত বা অদীক্ষিত হউক না কেন, ক্রোধ জয় করিয়া মদ্ভক্ত হইলে ঐ মন্ত্রে পূজা করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু দীক্ষিত অপেক্ষা অদীক্ষিত কোটি কোটি গুণ ন্যূন। অতএব হে দেবি! গুরুসকাশে দীক্ষিত হইয়াই ঐ মন্ত্রে আমার পূজা করা কর্ত্তব্য। ৫১—৬০। লোকেরা মৈত্রী করুণা প্রভৃতি গুণসংযুক্ত ও লব্ধমন্ত্র হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিলে আমার সাদৃশ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। অধিক আর কি বলিব, সকল ভক্ত মাত্রেই আমার পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে অধিকারী, সেইজন্যই ঐ মন্ত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ পঞ্চাক্ষর-মন্ত্র-প্রভাবে মহর্ষি, বেদ, শাশ্বত ধর্ম্ম, দেবগণ ও নিখিল জগৎ অবস্থিত আছে। প্রলয়কাল-উপস্থিতে স্থাবর-জঙ্গম সকল নাশ প্রাপ্ত হইলে সকলে প্রকৃতি আশ্রয় করত সেই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। একাকী আমি ব্যতীত দ্বিতী আর কোথায় কিছুই থাকে না, সেই সম মদীয় শক্তি পালিত বেদ ও শাস্ত্র সক ও সেই সেই প্রকৃতিরূপ অংশ অবলম্ব ঐ পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে অবস্থান করিয়া থাকে এবং তাহার মধ্যে সত্ত্বাদি গুণে বিভক্ত মূর্ত্তি ব্রহ্মাদিরও সংহার হয়। এইরূ যখন প্রথম প্রলয়ধারা প্রবাহিত হইল, তৎ পর আমা হইতে প্রকৃতি-পুরুষভেদে সৃ হইল। তখন দেব নারায়ণ মায়াময়ী তনু অ লম্বন করিয়া জলমধ্যে সর্পশয্যায় শয়ন করি ছিলেন। ঐ সময় সেই নারায়ণের নাভি হইতে পঞ্চবক্ত্র পিতামহ উৎপন্ন হন। পিতা মহ উৎপন্ন হইয়া, ত্রিলোক-সৃজন-বাসনা হ য়াতে, স্বয়ং অশক্ত ও অসহায় বলিয়া অমি তেজাঃ মানসপুত্র দশ জন মুনীন্দ্র সৃজন করি লেন। তাঁহাদিগের শক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত প যোনি পিতামহ আমাকে বলিলেন,—হে মহে শ্বর! আমার পুত্রগণকে শক্তি প্রদান কর ৬১—৭০। এইরূপে পিতামহ কর্ত্তৃক প্রা হইয়া আমি পঞ্চমুখ ধারণ করত ক্রমে ক্র পাঁচ মুখে ঐ পঞ্চাক্ষর পদ্মযোনিকে উপ

স পঞ্চবদনৈস্তানি গৃহ্নন্ লোকপিতামহঃ।
বাচ্য-বাচকভাবেন জ্ঞাতবান্ মাং মহেশ্বরম্ ॥৭২
জ্ঞাত্বা প্রয়োগং বিধিবৎ সিদ্ধমন্ত্রঃ প্রজাপতিঃ।
পুত্রেভ্যঃ প্রদদৌ মন্ত্রং মন্ত্রার্থঞ্চ যথাতথম্ ॥ ৭৩
তে চ লব্ধা মন্ত্ররত্নং সাক্ষাল্লোকপিতামহাৎ।
তদাজ্ঞপ্তেন মার্গেণ মদারাধনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৭৪
মেরোস্তু শিখরে রম্যে মুঞ্জবান্ নাম পর্ব্বতঃ।
মৎপ্রিয়ঃ সততং শ্রীমান্ মদ্ভূতৈরপি রক্ষিতঃ ॥৭৫
তস্যাভ্যাসে তপস্তীব্রং লোকসৃষ্টিসমুৎসুকাঃ।
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু বায়ুভক্ষাঃ সমাচরন্ ॥ ৭৬
তেষাং ভক্তিমহং দৃষ্ট্বা সদ্যঃ প্রত্যক্ষতামিয়াম্।
ঋষিং ছন্দশ্চ কীলঞ্চ বীজং শক্তিঞ্চ দৈবতম্ ॥৭৭
ন্যাসং ষড়ঙ্গদিগ্বন্ধং বিনিয়োগমশেষতঃ।
প্রোক্তবানহমার্য্যাণাং জগৎসৃষ্টিবিবৃদ্ধয়ে ॥ ৭৮
ততস্তে মন্ত্রমাহাত্ম্যাদৃষয়স্তপসৈধিতাঃ।
সৃষ্টিং বিতন্বতে সম্যক্ সদেবাসুরমানুষাম্ ॥ ৭৯
অস্যাঃ পরমবিদ্যায়াঃ স্বরূপমধুনোচ্যতে ॥ ৮০
আদৌ নমঃ প্রয়োক্তব্যং শিবায়েতি ততঃ পরম্।
সৈষা পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা সর্ব্বশ্রুতিশিরোগতা ॥ ৮১
শব্দজাতস্য সর্ব্বস্য বীজভূতা সমাসতঃ
প্রথমং মন্মুখোদ্গীর্ণা সা মমৈবাস্তিবাচিকা ॥ ৮২
তপ্তচামীকরপ্রখ্যা পীনোন্নতপয়োধরা।
চতুর্ভুজা ত্রিনয়না বালেন্দুকৃতশেখরা ॥ ৮৩
পদ্মোৎপলকরী সৌম্যা বরদাভয়পাণিকা।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা।
সিতপদ্মাসনাসীনা নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজা ॥ ৮৪
অস্যাঃ পঞ্চবিধা বর্ণাঃ প্রস্ফুরদ্রশ্মিমণ্ডলাঃ।
পীতঃ কৃষ্ণস্তথা ধূম্রঃ স্বর্ণাভো রক্ত এব চ ॥৮৫
পৃথক্ প্রযোজ্যা যদ্যেতে বিন্দুনাদবিভূষিতাঃ।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্বিন্দুর্নাদো দীপশিখাকৃতিঃ ॥ ৮৬
বীজং দ্বিতীয়ং বীজেষু মন্ত্রস্যাস্য বরাননে।
দীর্ঘপূর্ব্বং তুরীয়স্য পঞ্চমং শক্তিমাদিশেৎ ॥ ৮৭

দিলাম। পিতামহও পাঁচমুখে ঐ পঞ্চাক্ষর মন্ত্র শিক্ষা করিয়া আমাকে বাচ্য বাচকভাবে অবগত হইলেন। অনন্তর যথাবিধি তাহার প্রয়োগ অবগত হইয়া সিদ্ধমন্ত্র হইলেন ও স্বীয় পুত্রগণকে মন্ত্র ও মন্ত্রার্থ যথার্থরূপে উপদেশ দিলেন। মুনিগণও সাক্ষাৎ জনকের নিকট হইতে ঐ মন্ত্ররত্ন লাভ করিয়া তদুপদিষ্ট পদ্ধতিতে আমার আরাধনা করিবার মানসে সুমেরু পর্ব্বতের রম্য-শিখরস্থ আমার প্রীতিজনক শ্রীমান্ মদীয় দূতরক্ষিত মুঞ্জবান্ নামক পর্ব্বতের সমীপে লোক-সৃজনে সমুৎসুক হইয়া বায়ু ভক্ষণ করত সহস্র দিব্য বৎসর ব্যাপিয়া তীব্র তপস্যা করিলেন। তাঁহাদিগের ভক্তি অবলোকনে সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ হইলাম, এবং ঋষি, ছন্দ, কীলক, বীজ, শক্তি, দেবতা, ন্যাস, ষড়ঙ্গ ও দিগ্বন্ধন এবং বিনিয়োগ এ সকল সম্পূর্ণরূপে সেই মান্য মুনিগণকে জগৎসৃষ্টিবৃদ্ধির উপদেশ দিলাম। তপঃপ্রভাবসম্পন্ন তাঁহারা এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া মন্ত্রপ্রভাবে দেব, অসুর ও মনুষ্যগণের সম্যক্রূপে সৃষ্টিবিধান করিতেছেন। এখন ঐ পরমবিদ্যার স্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমে "নমঃ," অনন্তর "শিবায়" এইরূপ প্রয়োগ করিতে হইবে। ৭১—৮০। সর্ব্বশাস্ত্রপ্রধান এই পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা নিখিল শব্দজাতের কারণ। প্রথম মন্মুখ হইতে নিঃসৃত সেই আমারই অস্তিত্ব-বাচিকা পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা চতুর্ভুজা, ত্রিনয়না এবং শশিকলা-শিরোভূষণা ও তাহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চন-সদৃশ, হস্তে পদ্ম উৎপল বর অভয় বিরাজমান, কেশ কুঞ্চিত ও ঘনকালিমায় চিক্কণ এবং সেই বিদ্যা পীনোন্নত পয়োধরা, সর্ব্ব লক্ষণ ও সকল আভরণে বিভূষিতা ও মনোহর-কান্তিধারিণী। ঐ বিদ্যার পীত, কৃষ্ণ, ধূম্র, সুবর্ণবর্ণ, রক্ত, এই পাঁচ প্রকার বর্ণ। এই পঞ্চাক্ষর পৃথক্ পৃথক্ প্রযোজ্য হইলে নাদবিন্দুযুক্ত হইবে, তন্মধ্যে বিন্দু অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, আর নাদ দীপশিখার ন্যায়। হে বরাননে! এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের এবং এই পঞ্চাক্ষর-মন্ত্রস্থ যাবতীয় বীজমন্ত্রের বীজ দ্বিতীয় বর্ণ এবং শক্তি চতুর্থ বর্ণ। কেবল চতুর্থ বীজের শক্তি পঞ্চম বর্ণ (সকল মন্ত্রেরই

বামদেবো নাম ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দ উদাহৃতম্।
দেবতা শিব এবাহং মন্ত্রস্যাস্য বরাননে॥ ৮৮
গৌতমোঽত্রির্বররোহে বিশ্বামিত্রস্তথাঙ্গিরাঃ।
ভরদ্বাজশ্চ বর্ণানাং ক্রমশো ঋষয়ঃ স্মৃতাঃ॥ ৮৯
গায়ত্র্যনুষ্টুপ্‌ ত্রিষ্টুপ্‌ চ ছন্দাংসি বৃহতী বিরাট্‌।
ইন্দ্রো রুদ্রো হরির্ব্রহ্মা স্কন্দস্তেষাঞ্চ দেবতাঃ॥৯০
মম পঞ্চ মুখান্যাহুঃ স্থানং তেষাং বরাননে।
পূর্ব্বাদিষূর্দ্ধপর্য্যন্তং নকারাদি যথাক্রমম্॥ ৯১
উদাত্তঃ প্রথমো বর্ণশ্চতুর্থশ্চ দ্বিতীয়কঃ।
পঞ্চমঃ স্বরিতশ্চৈব তৃতীয়ো নিহতঃ স্মৃতঃ॥ ৯২
মূলবিদ্যা শিবঞ্চৈবং সূত্রং পঞ্চাক্ষরস্তথা।
নামান্যস্য বিজানীয়াচ্ছৈবং মে হৃদয়ং মহৎ॥৯৩
নকারঃ শির উচ্যেত মকারস্তু শিখোচ্যতে।
শিকারঃ কবচং তদ্বদ্বাকারো নেত্রমুচ্যতে॥ ৯৪
যকারোঽস্ত্রং নমঃ স্বাহা বষট্‌ হুং বৌষড়িত্যপি।
ফড়িত্যপি চ বর্ণানামন্তেঽঙ্গত্বং যদা তদা॥ ৯৫

তথাপি মূলমন্ত্রোঽয়ং কিঞ্চিদ্ভেদসমন্বয়াৎ।
তত্রাপি পঞ্চমো বর্ণো দ্বাদশস্বরভূষিতঃ॥ ৯৬
তস্মাদনেন মন্ত্রেণ মনোবাক্কায়ভেদতঃ।
আবয়োরর্চ্চনং কুর্য্যাজ্জপহোমাদিকং তথা॥ ৯৭
যথাপ্রজ্ঞং যথাশ্রদ্ধং যথাকালং যথামতি।
যথাশক্তি যথাসম্পদ্‌যথাযোগং যথারতি॥ ৯৮
যদা কদাপি বা ভক্ত্যা যত্র কুত্রাপি বা কৃতা।
যেন কেনাপি বা দেবি পূজা মুক্তিং নয়িষ্যতি।
ময্যাসক্তেন মনসা যৎ কৃতং মম সুন্দরি।
মৎপ্রিয়ঞ্চ শিবঞ্চৈব ক্রমেণাপ্যক্রমেণ বা॥ ১০০
তথাপি মম ভক্তা যে নাত্যন্তবিবশাঃ পুনঃ।
তেষামর্থে তু শাস্ত্রেষু ময়ৈব নিয়মঃ কৃতঃ॥ ১০১
তত্রাদৌ সম্প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রসংগ্রহণং শুভম্।
যদ্বিনা নিস্ফলং জাপ্যং যেন বা সফলং ভবেৎ।
আজ্ঞাহীনং ক্রিয়াহীনং শ্রদ্ধাহীনং বরাননে।
আজ্ঞার্থং দক্ষিণাহীনং সদা জপ্তঞ্চ নিস্ফলম্॥১০

বীজ ও শক্তি আছে)। ঐ মন্ত্রের বামদেব নামে ঋষি, পঙ্‌ক্তি নামে ছন্দ; আর আমিই দেবতা এবং মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণের যথাক্রমে গৌতম, অত্রি, বিশ্বামিত্র, অঙ্গিরাঃ, ভরদ্বাজ এই পাঁচজন ঋষি; গায়ত্রী, অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ্‌, বৃহতী, বিরাট এই পাঁচটী যথাক্রমে ছন্দঃ। ইন্দ্র, রুদ্র, হরি, ব্রহ্মা, স্কন্দ যথাক্রমে এই পাঁচ দেবতা এবং পূর্ব্ব-দক্ষিণ হইতে উর্দ্ধ পর্য্যন্ত যে পাঁচ মুখ আছে, তাহারাই ঐ মন্ত্রবর্ণের যথাক্রমে স্থান জানিবে। ৮১—৯০। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ উদাত্ত, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ স্বরিত, আর পঞ্চম বর্ণ অনুদাত্ত কথিত হয়। শিবসূত্র * মূলবিদ্যা পঞ্চাক্ষরমন্ত্র আমার নাম এবং এই যে শিবনাম ইহা আমার মহৎহৃদয়স্বরূপ এবং মহাফলপ্রদ। নকার শিরঃ, মকার শিখা, শিকার কবচ, বাকার নেত্র, য়কার, অস্ত্র বলিয়া কথিত হয় এবং ঐ সকল বর্ণের অন্তে "নমঃ স্বাহা বষট্‌, হুং, বৌষট্‌, ফট্‌" এই কয়েকটী যখন তখন নিবেশিত হইতে

পারে। হে বরাননে! তোমরও ঐ পঞ্চা[illegible] মন্ত্র মূলমন্ত্র জানিবে, কেবল কিঞ্চিন্মাত্র [illegible] আছে, এই পঞ্চম বর্ণে দ্বাদশ স্বর (ঐকার) যোগ করা মাত্র সেই ভেদ। অতএব সর্[illegible] কায়মনোবাক্যে ঐ মন্ত্র দ্বারা, তোমার আমা[illegible] অর্চ্চনা ও জপ-হোমাদি করিবে। যেমন প্র[illegible] যেমন শ্রদ্ধা, যেমন কাল, যাদৃশ মতি, [illegible] শক্তি, যেমন সম্পত্তি ও যেমন অনু[illegible] তদনুসারে, যথাসম্ভব যে কোন স্থানে, [illegible] কোন সময়ে, যে কোনরূপে পূজা করিলে মু[illegible] করস্থ হয়। ক্রমানুসারেই হউক অথবা ক্র[illegible] পরিত্যাগ করিয়াই হউক, হে সুন্দরি! আমা[illegible] অনুরক্তমনাঃ হইয়া যাহা করিবে, তাহা[illegible] কল্যাণপ্রদ এবং আমার প্রীতিজনক হ[illegible] ৯১—১০০। তাহা হইলেও যে ভক্ত[illegible] আমার সম্পূর্ণ অধীন নহে, তাহাদিগের নি[illegible] শাস্ত্রবিষয় এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল। দেবি! তাহার মধ্যে প্রথমতঃ যাহা বিনা হ[illegible] জপ নিস্ফল এবং যাহা দ্বারা সফল হয়, [illegible] শুভ মন্ত্রগ্রহণ-প্রকরণ বলিতেছি, শ্রবণ ক[illegible] হে বরাননে! উপদেশহীন, ক্রিয়াহীন, শ্রদ্ধা[illegible]

* 'শিবসূক্ত' হইলে ভাল হয়।

মন্ত্রসিদ্ধং ক্রিয়াসিদ্ধং শ্রদ্ধাসিদ্ধং সদাত্মকম্।
এবকে দক্ষিণাযুক্তং মন্ত্রসিদ্ধং মহৎ ফলম্ ॥১০৪
উপগম্য গুরুং বিপ্রমাচার্য্যং তত্ত্ববেদিনম্।
জাপিনং সদ্গুণোপেতং ধ্যান-যোগপরায়ণম্ ॥
তোষয়েৎ তং প্রযত্নেন ভাবশুদ্ধিসমন্বিতঃ।
বাচা চ মনসা চৈব কায়েন দ্রবিণেন চ ॥ ১০৬
আচার্য্যং পূজয়েচ্ছিষ্যঃ সর্ব্বদা হি প্রযত্নতঃ।
হস্ত্যশ্ব রথ-রত্নানি ক্ষেত্রাণি চ গৃহাণি চ ॥ ১০৭
ভূষণানি চ বাসাংসি ধান্যানি চ ধনানি চ।
এতানি গুরবে দদ্যাদ্ভক্ত্যা চ বিভবে সতি ॥১০৮
বিত্তশাঠ্যং ন কুর্ব্বীত যদীচ্ছেৎ সিদ্ধিমাত্মনঃ।
পশ্চান্নিবেদয়েদ্দেবি স্বাত্মানং সপরিচ্ছদম্ ॥ ১০৯
এবং সম্পূজ্য বিধিবদ্যথাশক্তি ত্ববঞ্চয়ন্।
আদদীত গুরোর্মন্ত্রং জ্ঞানঞ্চৈব ক্রমেণ তু ॥ ১১০
এবং তুষ্টো গুরুঃ শিষ্যং পূজকং বৎসরোষিতম্।

এবং উপদেশের দক্ষিণাশূন্য জপ নিষ্ফল। আর উপদেশসিদ্ধ, ক্রিয়াসিদ্ধ, ভক্তিসিদ্ধ ও দক্ষিণাযুক্ত মন্ত্রজপ সফল ও মহাফলপ্রদ জানিবে। যিনি তত্ত্বজ্ঞ ধ্যান-যোগ-পরায়ণ, সদা জপানুষ্ঠায়ী, এ হেন আচার্য্য ব্রাহ্মণকে গুরুত্ব-পদে অভিষিক্ত করিয়া ভক্তি ও শুদ্ধি-সমন্বিত লোকেরা কায়মনোবাক্যে ও ধনেতে তাঁহার সন্তোষ বৃদ্ধি করিবে। ফলে শিষ্য আচার্য্যকে যত্নপূর্ব্বক সততই পূজা করিবে। আর যদি সম্পত্তি থাকে, তবে হস্তী, অশ্ব, রথ, রত্ন, ক্ষেত্র, গৃহ, ভূষণ, বস্ত্র, ধন, ধান্য প্রভৃতি গুরুকে দান করত ভক্তি-সহকারে পূজা করিবে। অর্থাৎ যদি আপনার সিদ্ধিলাভে বাসনা থাকে, তবে বিত্তশাঠ্য করিবে না। এইরূপে দক্ষিণাদি দিয়া, হে দেবি! পরে সপরিচ্ছদ আপনাকে পর্য্যন্ত গুরু-উদ্দেশে নিবেদন করিবে। এই প্রকারে বঞ্চনা পরিত্যাগপূর্ব্বক গুরুকে পূজা করিয়া তাঁহার সকাশে প্রথমতঃ মন্ত্র, ক্রমে ক্রমে জ্ঞান ও শিক্ষা করিবে। ১০১—১১০। গুরুও এইরূপে প্রসন্ন হইয়া শুভ নক্ষত্র, শুভ যোগ ও সকল দোষবিবর্জ্জিত কার্য্য-সিদ্ধিকর তিথি দেখিয়া সেই শুভদিনে

শুশ্রূষুমনহঙ্কারং স্নাতং শুচিমুপোষিতম্ ॥ ১১১
স্নাপয়িত্বা বিশুদ্ধ্যর্থং পূর্ণকুম্ভঘৃতেন বৈ।
জলেন মন্ত্রশুদ্ধেন পুণ্যদ্রব্যযুতেন চ ॥ ১১২
অলঙ্কৃত্য সুবেষঞ্চ গন্ধস্রগ্বস্ত্রভূষণৈঃ।
পুণ্যাহং বাচয়িত্বা চ ব্রাহ্মণানভিপূজ্য চ ॥ ১১৩
সমুদ্রতীরে নদ্যাঞ্চ গোষ্ঠে দেবালয়েঽপি বা।
শুচৌ দেশে গৃহে বাপি কালে সিদ্ধিকরে তিথৌ
নক্ষত্রে শুভযোগে চ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতে।
অনুগৃহ্য ততো দদ্যাজ্‌জ্ঞানং মম যথাবিধি ॥ ১১৫
স্বরেণোচ্চারয়েৎ সম্যগেকান্তেঽতিপ্রসন্নধীঃ।
উচ্চার্য্যোচ্চারয়িত্বা তমাবয়োর্মন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ১১৬
শিবঞ্চাস্তু শুভঞ্চাস্তু শোভনোঽস্তু প্রিয়োঽস্ত্বিতি।
এবং দদ্যাদ্গুরুর্মন্ত্র মাজ্ঞাঞ্চৈব ততঃ পরম্ ॥ ১৭
এবং লব্ধা গুরোর্মন্ত্র মাজ্ঞাঞ্চৈব সমাহিতঃ।
সঙ্কল্প্য চ জপেন্নিত্যং পুরশ্চরণপূর্ব্বকম্ ॥ ১১৮
যাবজ্জীবং জপেন্নিত্যমষ্টোত্তরসহস্রকম্।
অনন্যস্তৎপরো ভূত্বা স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১১৯

এক বৎসর নিয়ত পূজা-শুশ্রূষায় তৎপর, উপ-বাস-পরায়ণ, স্নানাদিতে শুচি, অহঙ্কারশূন্য শিষ্যকে শুদ্ধ করিবার নিমিত্ত পূর্ণকুম্ভস্থিত ঘৃতে ও পুণ্যদ্রব্যযুক্ত মন্ত্রশুদ্ধ জলে স্নান করাইয়া এবং গন্ধ, বস্ত্র, মাল্য, ভূষণাদিতে অলঙ্কৃত করিবেন। পরে পুণ্যাহ-বাচন ও ব্রাহ্মণ-পূজা করাইয়া সমুদ্রতীরে হউক, অথবা নদীতে, গোষ্ঠেতে, দেবালয়ে, পবিত্র দেশে কিংবা গৃহে হউক, এই নির্দ্দিষ্টের মধ্যে এক স্থলে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক যথাবিধি আমার জ্ঞান উপদেশ দিবেন। হে দেবি! প্রসন্নচেতাঃ গুরু, নির্জ্জনে আমা-দের উভয়ের উত্তমমন্ত্র স্বয়ং উপযুক্তস্বরে উচ্চা-রণ করিয়া এবং সেই শিষ্যকে উচ্চারণ করাইয়া বলিবেন,—"মঙ্গল হউক, শুভ হউক, শোভন হউক এবং প্রিয় হউক।" গুরু এইরূপে মন্ত্র ও আজ্ঞা অর্থাৎ জপবিষয়ে উপদেশ দান করি-বেন। এইরূপে শিষ্য গুরুসকাশে মন্ত্র ও আজ্ঞা শিক্ষা পাইয়া অন্যশক্তি পরিত্যাগ করত সমাহিতচিত্তে সঙ্কল্প করিয়া পুরশ্চরণপূর্ব্বক যাবজ্জীবন একহাজার আট করিয়া নিত্যই জপ

জপেদক্ষরলক্ষং বৈ চতুর্গুণিতমাদরাৎ।
নক্তাশী সংযমী যঃ স পৌরশ্চরণিকঃ স্মৃতঃ॥ ১২০
যঃ পুরশ্চরণং কৃত্বা নিত্যজাপী ভবেৎ পুনঃ।
তস্য নাস্তি সমো লোকে স সিদ্ধঃ সিদ্ধিদো ভবেৎ
স্নানং কৃত্বা শুচৌ দেশে বদ্ধা রুচিরমাসনম্।
ত্বয়া মাং হৃদি সঞ্চিন্ত্য সঞ্চিন্ত্য স্বগুরুং ততঃ॥
উদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখো বা মৌনী চৈকাগ্রমানসঃ।
বিশোধ্য পঞ্চতত্ত্বানি দহনপ্লাবনাদিভিঃ॥ ১২৩
মন্ত্রন্যাসাদিকং কৃত্বা সকলীকৃতবিগ্রহঃ।
আবয়োর্বিগ্রহং ধ্যায়ন্ প্রাণাপানৌ নিয়ম্য চ॥
বিদ্যাস্থানং স্বকং রূপমৃষিং ছন্দোঽধিদৈবতম্।
বীজং শক্তিং তথা বাচ্যং স্মৃত্বা পঞ্চাক্ষরীং জপেৎ
উত্তমং মানসং জাপ্যমুপাংশু মধ্যমং বিদুঃ।
অধমং বাচিকং প্রাহুরাগমার্থবিশারদাঃ॥ ১২৬
উত্তমং রুদ্রদৈবত্যং মধ্যমং বিষ্ণুদৈবতম্।
অধমং ব্রহ্মদৈবত্যমিত্যাহুরনুপূর্ব্বশঃ॥ ১২৭

যতুচ্চনীচস্বরিতৈঃ শব্দৈঃ স্পষ্টপদাক্ষরৈঃ।
মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্বাচা বাচিকোঽয়ং জপঃ স্মৃতঃ॥
জিহ্বামাত্রপরিস্পন্দাদীষদুচ্চারিতোঽপি বা।
অপরৈরশ্রুতঃ কিঞ্চিচ্ছ্রুতো বোপাংশুরুচ্যতে।
ধিয়া যদক্ষরশ্রেণ্যা বর্ণাদ্বর্ণং পদাৎ পদম্।
শব্দার্থচিন্তনং ভূয়ঃ কথ্যতে মানসো জপঃ॥
বাচিকস্ত্বেক এব স্যাদুপাংশুঃ শতমুচ্যতে।
সাহস্রো মানসঃ প্রোক্তঃ সগর্ভস্তু শতাধিকঃ॥
প্রাণায়ামসমাযুক্তঃ সগর্ভো জপ উচ্যতে।
আদ্যন্তয়োরগর্ভোঽপি প্রাণায়ামঃ প্রশস্যতে॥
চত্বারিংশৎসমাবৃত্তি প্রাণানায়ম্য সংস্মরেৎ।
মন্ত্রমন্ত্রার্থবিদ্ধীমানশক্তঃ শক্তিতো জপেৎ॥
পঞ্চকং ত্রিকমেকং বা প্রাণায়ামং সমাচরেৎ।
অগর্ভং বা সগর্ভং বা সগর্ভস্তত্র শস্যতে॥
সগর্ভাদপি সাহস্রঃ সধ্যানো জপ উচ্যতে।

করিলে পরমগতি অনায়াসে লাভ করে। যে জন রাত্রিভোজন ও সংযম অবলম্বন করিয়া, যত অক্ষর, তত লক্ষের চারিগুণ জপ করে, তাহাকে পৌরশ্চরণিক বলা যায়। ১১১—১২০। যে ব্যক্তি পুরশ্চরণ করত নিত্য জপ-পরায়ণ হয়, তাহার সমতুল আর এ জগতে কেহ নাই এবং সে নিজে সিদ্ধ হইয়া অপরকে সিদ্ধিদান করে। শিষ্য স্নান করিয়া নির্ম্মলদেশে ভাল আসনে উপবেশন করত তোমাকে, আমাকে, অনন্তর গুরুকে চিন্তা করিবে। পরে একাগ্রচিত্তে উত্তরমুখ বা পূর্ব্বমুখ হইয়া দহনপ্লাবনাদিতে পঞ্চতত্ত্ব শুদ্ধ করিবে। অঙ্গন্যাস-মন্ত্র-ন্যাসাদি ও দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া, আমাদের উভয়ের মূর্ত্তি ধ্যান করত প্রাণাদি-বায়ু রোধ করিবে। তাহার পর বিদ্যাস্থান, স্বকীয় রূপ, ঋষি, ছন্দঃ, অধিদৈবত, বীজ, শক্তি, আর বাচ্য প্রভৃতিকে স্মরণ করত পঞ্চাক্ষরমন্ত্র জপ করিবে। আগমার্থ-বিশারদেরা মানসজপকে উত্তম, উপাংশু জপকে মধ্যম, আর বাচিক জপকে অধম বলিয়া উপদেশ দেন। রুদ্র-দৈবত জপ উত্তম, বিষ্ণু-দৈবত জপ মধ্যম,

আর ব্রহ্ম-দৈবত জপ অধম বলিয়া কীর্ত্তিত হ[illegible] উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত স্বরে, স্পষ্ট পঞ্চ[illegible] সন্নিবিষ্ট শব্দযুক্তবাক্যে জপ করাকে বাচিক[illegible] বলিয়া থাকেন। মাত্র জিহ্বাস্পন্দনে [illegible] দুচ্চারিত জপ, অপর কর্ত্তৃক শ্রুত হ[illegible] বা না হউক, তাহাকে উপাংশু জপ [illegible] মনে মনে এ-বর্ণ হইতে ও বর্ণের, এ[illegible] হইতে ও-পদের, আর শব্দ-অর্থের চি[illegible] মানসিক জপ কহেন। ১২১—১৩০। [illegible] জপ একগুণ, উপাংশু শতগুণ, মা[illegible] জপ সহস্রগুণ ও সগর্ভ জপ শতাধি[illegible] বলিয়া কথিত হয়। পণ্ডিতেরা আদি[illegible] প্রাণায়ামযুক্ত জপকে, সগর্ভ জপ [illegible] থাকেন। আর অগর্ভও প্রাণায়াম প্র[illegible] জানিবে। মন্ত্রার্থজ্ঞ ধীমান্ সাধক, [illegible] রোধাদি-সহকারে চত্বারিংশৎ-বার মন্ত্র [illegible] করিবে, ইহাতে অসমর্থ হইলে, যথা[illegible] জপ করিবে। পাঁচবার, তিনবার অথবা [illegible] বারও প্রাণায়াম করিবে। উক্ত জপ এ[illegible] অগর্ভই হউক, অথবা সগর্ভই হউক, [illegible] কিছুই নিয়ম নাই, কিন্তু তাহার [illegible] সগর্ভ জপ প্রশস্ত এবং সগর্ভ জপ [illegible]

এমু পঞ্চবিধেষেকঃ কর্তব্যঃ শক্তিতো জপঃ ॥ ১৩৫
অঙ্গুল্যা জপসংখ্যানমেকমেকমুদাহৃতম্ ।
রেখয়াষ্টগুণং বিদ্যাৎ পুত্রজীবৈর্দশাধিকম্ ॥১৩৬
শতং স্যাচ্ছঙ্খমণিভিঃ প্রবালৈস্ত সহস্রকম্ ।
স্ফাটিকৈর্দশসাহস্রং মৌক্তিকৈর্লক্ষমুচ্যতে ॥ ১৩৭
পদ্মাক্ষৈর্দশলক্ষন্তু সৌবর্ণৈঃ কোটিরুচ্যতে ।
কুশগ্রন্থ্যা চ রুদ্রাক্ষৈরনন্তগুণিতং ভবেৎ ॥ ১৩৮
ত্রিংশদক্ষৈঃ কৃতা মালা ধনদা জপকর্ম্মণি ।
সপ্তবিংশতিসংখ্যাতৈরক্ষৈঃ পুষ্টিপ্রদা ভবেৎ ॥১৩৯
পঞ্চবিংশতিসংখ্যাতৈঃ কৃতা মুক্তিং প্রযচ্ছতি ।
অক্ষৈস্ত পঞ্চদশভিরভিচারফলপ্রদা ॥ ১৪০
অঙ্গুষ্ঠং মোক্ষদং বিদ্যাৎ তর্জ্জনী শত্রুনাশিনী ।
মধ্যমা ধনদা শান্তিং করোত্যেষা অনামিকা ।
কনিষ্ঠা ক্ষরণী প্রোক্তা জপকর্ম্মণি শোভনা ॥১৪১
অঙ্গুষ্ঠেন জপেজ্জাপ্যমন্যৈরঙ্গুলিভিঃ সহ ।
অঙ্গুষ্ঠেন বিনা জাপ্যং কৃতং তদফলং যতঃ ॥ ১৪২
গৃহে জপং সমং বিদ্যাদ্গোষ্ঠে শতগুণং বিদুঃ ।
পুণ্যারণ্যে তথারামে সহস্রগুণমুচ্যতে ॥ ১৪৩
অযুতং পর্ব্বতে পুণ্যে নদ্যাং লক্ষমুদাহৃতম্ ।
কোটিং দেবালয়ে প্রাহুরনন্তং মম সন্নিধৌ ॥১৪৪
সূর্য্যস্যাগ্নের্গুরোরিন্দোর্দীপস্য চ জলস্য চ ।
বিপ্রাণাঞ্চ গবাঞ্চৈব সন্নিধৌ শস্যতে তপঃ ॥ ১৪৫
তৎপূর্ব্বাভিমুখং বশ্যং দক্ষিণঞ্চাভিচারকম্ ।
পশ্চিমং ধনদং বিদ্যাদৌত্তরং শান্তিদং ভবেৎ ॥
সূর্য্যাগ্নি-বিপ্রদেবানাং গুরূণামপি সন্নিধৌ ।
অন্যেষাঞ্চ প্রশস্তানাং মন্ত্রং ন বিমুখো জপেৎ ॥
উষ্ণীষী কঞ্চুকী নগ্নো মুক্তকেশো গলাবৃতঃ ।
অপবিত্রকরোঽশুদ্ধো বিলপন্ জপেৎ ক্বচিৎ ॥১৪৯
ক্রোধং মদং ক্ষুতং ত্রীণি নিষ্ঠীবনবিজৃম্ভণে ।
দর্শনঞ্চ শ্ব-নীচানাং বর্জ্জয়েজ্জপকর্ম্মণি ॥১৫০

ধ্যানযুক্ত জপ সহস্রগুণ অধিক। এই পাঁচ প্রকার জপের মধ্যে শক্ত্যনুসারে এক প্রকার জপও কর্তব্য। অঙ্গুলির রেখাতে এক এক করিয়া জপসংখ্যা করায় আটগুণ ফল, পুত্রজীবনামক বৃক্ষের কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন মালাতে জপ করায় দশগুণ, শঙ্খমণিতে শত-গুণ, প্রবালে সহস্রগুণ, স্ফটিকে দশহাজারগুণ, আর মুক্তাতে লক্ষগুণ ফল উপদিষ্ট হয়। আর পদ্মাক্ষে দশ লক্ষ গুণ, সুবর্ণ-নির্ম্মিত মালাতে কোটিগুণ, কুশগ্রন্থি ও রুদ্রাক্ষে জপ করিলে অনন্তগুণ ফললাভ কথিত হয়। ত্রিশটী রুদ্রাক্ষে নির্ম্মিত মালায় জপ করিলে ধন-লাভ হইয়া থাকে। সাতাইশটী রুদ্রাক্ষে নির্ম্মিত মালা জপকার্য্যে পুষ্টিপ্রদা হয়। আর পঁচিশটী অক্ষে নির্ম্মিত মালা মুক্তি-প্রদা ও পনরটীতে নির্ম্মিত মালা অভি-চার-ফল দান করিয়া থাকে। ১৩১—১৪০। অঙ্গুষ্ঠ-অঙ্গুলিতে জপ করিলে মোক্ষলাভ, তর্জ্জনীতে শত্রুক্ষয়, মধ্যমাতে ধনলাভ ও অনামিকাতে জপ করিলে শান্তিলাভ হয় এবং কনিষ্ঠা অঙ্গুলিতে জপ করিলে দুঃখনাশ হইয়া থাকে। অন্য অঙ্গুলির সহিত অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারাই জপ করিবে। যেহেতু অঙ্গুষ্ঠ-অঙ্গুলি ভিন্ন অন্য অঙ্গুলিতে জপ করিলে জপ অফল হয়। গৃহে জপ করিলে সমান ফল, গোষ্ঠে করিলে শতগুণ, পুণ্যবনে ও উপবনে করিলে সহস্রগুণ, পবিত্রপর্ব্বতে করিলে অযুতগুণ ও নদীতে করিলে লক্ষগুণ ফললাভ হয় এবং দেবালয়ে জপের ফল কোটিগুণ ও আমার সন্নিধানে জপের অনন্তগুণ ফল জানিবে। সূর্য্য, অগ্নি, গুরু, চন্দ্র, দীপ, জল, বিপ্র, গো ইহাদিগের সমীপে জপতপ প্রশস্ত। ঐ জপ পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া করিলে, বশীকরণ স্বরূপ হয়। দক্ষিণমুখ হইয়া করিলে, স্বীয় অভি-চারতুল্য হইয়া থাকে। পশ্চিমমুখ হইয়া করিলে, ধনলাভ ও উত্তরমুখ হইয়া করিলে, ঐ জপ শান্তিপ্রদ হয়। সূর্য্য, অগ্নি, বিপ্র, দেবতা, গুরু ও অন্যান্য প্রশস্ত লোকের নিকটে বিমুখ হইয়া মন্ত্রজপ করিবে না। উষ্ণীষ বা কবচ পরিধান করিয়া অথবা নগ্ন কিংবা মুক্তকেশ কিংবা বেষ্টিত-কণ্ঠ, অশুদ্ধ ও বিলাপ করিতে করিতে কদাচিৎও জপ করিবে না। জপ করিবার সময়ে ক্রোধ, মদ, হাঁচি, নিষ্ঠীবন (অর্থাৎ থুথু শ্লেষ্মাদি ত্যাগ

আচামেৎ সম্ভবে তেষাং স্মরেদ্বা মাং ত্বয়া সহ।
জ্যোতীংষি চ প্রপশ্যেদ্বা কুর্য্যাদ্বা প্রাণসংযমম্॥
অনাসনঃ শয়ানো বা গচ্ছন্নুত্থিত এব বা।
রথ্যায়ামশিবে স্থানে ন জপেৎ তিমিরান্তরে।
প্রসার্য্য ন জপেৎ পাদৌ কুক্কুটাসন এব বা॥ ১৫২
যান-শয্যাধিরূঢ়ো বা চিন্তাব্যাকুলিতোঽথবা।
শক্তশ্চেৎ সর্ব্বমেবৈতদশক্তঃ শক্তিতো জপেৎ॥
কিমত্র বহুনোক্তেন সমাসেন বচঃ শৃণু।
সদাচারো জপন্ শুদ্ধং ধ্যায়ন্ ভদ্রং সমশ্নুতে॥
আচারঃ পরমো ধর্ম্ম আচারঃ পরমং ধনম্।
আচারঃ পরমা বিদ্যা আচারঃ পরমা গতিঃ॥১৫৫
আচারহীনঃ পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।
পরত্র চ সুখী ন স্যাৎ তস্মাদাচারবান্ ভবেৎ॥১৫৬
যস্য যদ্বিহিতং কর্ম্ম বেদে শাস্ত্রে চ বৈদিকৈঃ।

তস্য তেন সমাচারঃ সদাচারো ন চেতরঃ॥ ১৫[illegible]
সদ্ভিরাচরিতত্বাচ্চ সদাচারঃ স উচ্যতে।
সদাচারস্য তস্যাহুরাস্তিক্যং মূলকারণম্॥ ১৫৮
আস্তিকশ্চেৎ প্রমাদাদ্যৈঃ সদাচারাদপি চ্যুত[ঃ]।
ন দুষ্যতি নরো নিত্যং তস্মাদাস্তিকতাং ব্রজে[ৎ]।
যথেহাস্তি সুখং দুঃখং সুকৃতৈদুষ্কৃতৈরপি।
তথা পরত্র চাস্তীতি মতিরাস্তিক্যমুচ্যতে॥ ১৬০
রহস্যমন্যদ্বক্ষ্যামি গোপনীয়মিদং প্রিয়ে।
ন বাচ্যং যস্য কস্যাপি নাস্তিকস্যাথবা পশোঃ॥
সদাচারবিহীনস্য পতিতস্যান্ত্যজস্য চ।
পঞ্চাক্ষরাৎ পরং নাস্তি পরিত্রাণং কলৌ যুগে।
গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাপি স্বেচ্ছয়া কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ।
অশুচের্বা শুচের্বাপি মন্ত্রোঽয়ং ন চ নিষ্ফলঃ।
অনাচারবতাং পুংসামবিশুদ্ধষড়ধ্বনাম্।
অনাদিষ্টোঽপি গুরুণা মন্ত্রোঽয়ং ন চ নিষ্ফলঃ।

করা), হাইতোলা আর অধম-লোকের দর্শন প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে; যদি সেই সকল কার্য্য দৈবাৎ হয়, তবে তোমাকে আমাকে স্মরণ করিবে। কিংবা সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ-পদার্থকে দেখিবে, অথবা প্রাণায়াম করিবে। ১৪১—১৫০। আসনশূন্য ও শয়ান হইয়া কিংবা গমন করিতে করিতে অথবা উত্থিত হইয়া জপ করিবে না। আর পথে কিংবা অমঙ্গলজনক ও তিমিরময়স্থানে জপ করিবে না। পা ছড়াইয়া, কুক্কুটাসন বা চিন্তা-ব্যাকুলিত হইয়া, অথবা যানে কিংবা শয্যায় থাকিয়া জপ কার্য্যে রত হইবে না। যাহারা শক্তিমান্ লোক, তাহাদের প্রতি এই সকল নিয়ম; অসক্ত হইলে যতদূর শক্তি ততদূর করিবে। এ বিষয়ে আর অধিক বিস্তার বলিয়া কি হইবে, মোট সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। সদাচার-সম্পন্ন হইয়া ধ্যানজপাদি করিলে মঙ্গল-লাভে সমর্থ হইবে। আচারই পরম ধর্ম্ম, আচারই পরম ধন, আচারই পরম বিদ্যা, আচারই পরমগতি। আচার-বিহীন পুরুষ ইহলোকে নিন্দিত হইয়া, পরলোকে অশেষ দুঃখ-ভোগী হয়, সুতরাং অবশ্য অবশ্য সদাচারবান্ হইবে। বেদবিদ্ লোকেরা বেদশাস্ত্রে যাহার যাহা আচার বিহিত আছে, তাহার সে[ই] আচার-অনুষ্ঠানই সদাচার, এতদ্ভিন্নকে অস[দা]চার বলিয়া থাকেন। আচারকে সৎ লোকে[রা] অনুষ্ঠান করিয়াছেন বলিয়া ঐ আচার সদা[চার] বলিয়া কথিত হয়, ঐ সদাচারের আস্তিক[্যই] মূল-কারণ আস্তিকব্যক্তি যদি প্রমাদাদি ক[ারণে] সদাচার হইতেও স্খলিত হয়, তাহাতে সে দো[ষ]ভাজন হয় না, অতএব আস্তিকতা অ[বলম্বন] অবশ্য আশ্রয় করিবে। ইহলোকে যে[মন] পুণ্যপাপে সুখ-দুঃখ আছে, তেমন পরলোকে আছে। এতাদৃশ বুদ্ধিকে আস্তিকতা [বলা] যায়। ১৫১—১৬০। হে প্রিয়ে! অন্য [এক] তোমাকে রহস্য বলিতেছি, যাহার তাহার নি[কট] বিশেষতঃ নাস্তিক পশুর নিকট বলিও [না]। কলিযুগে সদাচারশূন্য, পতিত ও নীচ[দের] পঞ্চাক্ষর-মন্ত্র ব্যতিরিক্ত আর কিছুই পরি[ত্রাণের] কারণ নাই। গমন করিতে করিতেই হ[উক], অথবা অবস্থান করিয়াই হউক, কিংবা স্বে[চ্ছা]ক্রমে কর্ম্ম করিতে করিতেই হউক, অশুচি অবস্থায় কিংবা শুচি অবস্থায়ই হ[উক], কোন সময়েই ঐ মন্ত্র নিষ্ফল হয় না। [অনা]চারে রত বা অবিশুদ্ধষড়ধ্বমার্গ লোকের

অন্ত্যজস্যাপি মূর্খস্য মূঢ়স্য পতিতস্য চ।
নির্ম্মর্য্যাদস্য নীচস্য মন্ত্রোঽয়ং ন চ নিস্ফলঃ॥ ১৬৫
সর্ব্বাবস্থাং গতস্যাপি ময়ি ভক্তিমতঃ পরম্।
সিধ্যত্যেব ন সন্দেহো নাপরস্য তু কস্যচিৎ॥১৬৬
ন লগ্নতিথি-নক্ষত্র-বার-যোগাদয়ঃ প্রিয়ে।
অস্যাত্যন্তমবেক্ষ্যাঃ স্যুর্নৈষ সুপ্তঃ সদোদিতঃ॥
ন কদাচিন্ন কস্যাপি রিপুরেষ মহামনুঃ।
সুসিদ্ধো বাপি সিদ্ধো বা সাধ্যো বাপি ভবিষ্যতি
সিদ্ধেন গুরুণাদিষ্টঃ সুসিদ্ধ ইতি কথ্যতে।
অসিদ্ধেনাপি বা দত্তঃ সিদ্ধঃ সাধ্যস্ত কেবলঃ॥
অসাধিতঃ সাধিতো বা সিধ্যত্যেব ন সংশয়ঃ।
শ্রদ্ধাতিশয়যুক্তস্য ময়ি মন্ত্রে তথা গুরৌ॥ ১৭০
তস্মান্মন্ত্রান্তরাংস্ত্যক্ত্বা সাপায়নধিকারতঃ।
আশ্রয়েৎ পরমাং বিদ্যাং হৃদ্যাং পঞ্চাক্ষরীং বুধঃ
মন্ত্রান্তরেষু সিদ্ধেষু মন্ত্র এষ ন সিধ্যতি।
সিদ্ধে ত্বস্মিন্ মহামন্ত্রে তে চ সিদ্ধা ভবন্ত্যত॥
যথা দেবেষলব্ধোঽস্মি লব্ধেষপি মহেশ্বরি।
ময়ি লব্ধে তু তে লব্ধা মন্ত্রেষেষ সমো বিধিঃ॥১৭৩
যে দোষাঃ সর্ব্বমন্ত্রাণাং ন তেঽস্মিন্ সম্ভবন্ত্যপি।
অস্য মন্ত্রস্য জাত্যাদীননপেক্ষ্য প্রবর্ত্তনাৎ॥ ১৭৪
তথাপি নৈব ক্ষুদ্রেষু ফলেষু প্রতিযোগিষু।
সহসা বিনিযুঞ্জীত যস্মাদেষ মহাফলঃ॥ ১৭৫

উপমন্যুরুবাচ।

এবং সাক্ষান্মহাদেব্যৈ মহাদেবেন শূলিনা।
হিতায় জগতামুক্তঃ পঞ্চাক্ষরবিধির্যথা॥ ১৭৬
য ইদং কীর্ত্তয়েদ্ভক্ত্যা শৃণুয়াদ্বা সমাহিতঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ প্রয়াতি পরমাং গতিম্॥১৭৭

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়া-
মুত্তরভাগে পঞ্চাক্ষরমন্ত্রতত্ত্বনিরূপণং
নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২॥

কর্ত্তৃক অনুপদিষ্ট হইলেও ঐ মন্ত্র নিস্ফল হয় না। নীচজাতি, মূর্খ, মূঢ়, পতিত, মর্য্যাদাশূন্য ও ক্ষুদ্র কাহারও ঐ মন্ত্র নিস্ফল নহে। মদ্ভক্তগণের সকল-অবস্থায় ঐ মন্ত্র সিদ্ধ হয়, তাহা নিঃসন্দেহ। তদ্ভিন্ন অপর কাহারও নহে। হে প্রিয়ে! এই মন্ত্রপ্রদানে লগ্ন, তিথি, নক্ষত্র, বার যোগ প্রভৃতির অত্যন্ত অনুসন্ধান করিতে হয় না। কেন না, এই মন্ত্র সুপ্ত নহে, সদা প্রবুদ্ধ। এই মহামন্ত্র কাহারও অরিমন্ত্র হয় না, সিদ্ধ সাধ্য বা সুসিদ্ধ সকলের পক্ষেই হয়। (সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ এবং অরি এই চতুর্ব্বিধ মন্ত্রের বিষয় তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত আছে।) এই মন্ত্র সিদ্ধগুরু-উপদিষ্ট হইলে সুসিদ্ধ, অসিদ্ধগুরু-উপদিষ্ট হইলে সিদ্ধ, আর কেবল স্বয়ং পঠিত হইলে সাধ্য বলিয়া কথিত হয়। যাহারা আমার প্রতি, মন্ত্রের ও গুরুর প্রতি সদা শ্রদ্ধান্বিত, তাহাদিগের ঐ মন্ত্র সাধিত হউক বা না হউক, সিদ্ধ হয়, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ১৬১—১৭০। সুতরাং পণ্ডিতেরা অধিকারবিশেষে আশ্রয়সম্পন্ন মন্ত্রান্তর পরিত্যাগ করিয়া পরমহৃদ্য পঞ্চাক্ষরী বিদ্যাকে আশ্রয় করিবে। অন্য মন্ত্র সিদ্ধ হইলে এই মন্ত্র সিদ্ধ হয় না, কিন্তু এই মন্ত্র সিদ্ধ হইলে অন্যমন্ত্র সিদ্ধ হইয়া থাকে। হে মহেশ্বরি! যেমন অন্য দেবতা লব্ধ হইলে আমি লব্ধ হই না, কিন্তু আমাকে লাভ করিলে সকলদেবতাকেই লাভ করা হয়; সেইরূপ ঐ মন্ত্রের লাভে সকল মন্ত্রের লাভ হয়, কিন্তু অন্যকে লাভ করিলে এই মন্ত্রের লাভ হয় না। অন্যান্য মন্ত্রে যে সকল দোষ আছে; তাহা এই মন্ত্রে নাই। এই মন্ত্র জাতিবিশেষ অপেক্ষা করিয়া প্রবর্ত্তিত নহে। তাহা হইলেও ক্ষুদ্র ফল কিংবা শত্রুতে সহসা প্রয়োগ করিবে না। যেহেতু এই মন্ত্র মহাফলপ্রদ। এই প্রকার মহাদেব শূলী মহাদেবীর নিকট জগতের হিতনিমিত্ত পঞ্চাক্ষর-মন্ত্রবিধি বলিয়াছেন। যে এই পঞ্চাক্ষর-বিধি নিয়ত ভক্তিসহকারে সমাহিতচিত্ত হইয়া কীর্ত্তন করে, সে জন নিখিল-পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করিয়া থাকে। ১৭১—১৭৭।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

ভগবন্ মন্ত্রমাহাত্ম্যং ভবতা কথিতং প্রভো ।
তৎপ্রয়োগবিধানঞ্চ সাক্ষাচ্ছ্রুতিসমং যথা ॥ ১
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি শিবসংস্কারমুত্তমম্ ।
মন্ত্রসংগ্রহণে কিঞ্চিৎ সূচিতং ন তু বিস্তৃতম্ ॥ ২

উপমন্যুরুবাচ ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি সর্ব্বপাপবিশোধনম্ ।
সংস্কারং পরমং পুণ্যং শিবেন পরিভাষিতম্ ॥ ৩
সম্যক্কৃতাধিকারঃ স্যাৎ পূজাদিষু নরো যতঃ ।
সংস্কারঃ কথ্যতে তেন ষড়ধ্বপরিশোধনম্ ॥ ৪
দীয়তে যেন বিজ্ঞানং ক্ষীয়তে পাশবন্ধনম্ ।
তস্মাৎ সংস্কার এবায়ং দীক্ষেত্যপি চ কথ্যতে ॥৫
শাম্ভবী চৈব শাক্তী চ মান্ত্রী চৈব শিবাগমে ।
দীক্ষোপদিশ্যতে ত্রেধা শিবেন পরমাত্মনা ॥ ৬
গুরোরালোকমাত্রেণ স্পর্শাৎ সম্ভাষণাদপি ।
সদ্যঃ সংজ্ঞা ভবেজ্জন্তোঃ পাশোপ ক্ষয়কারিণী ॥ ৭
সা দীক্ষা শাম্ভবী প্রোক্তা সা পুনর্ভিদ্যতে দ্বিধা ।
তীব্রা তীব্রতরা চেতি পাশোপক্ষয়ভেদতঃ ॥ ৮
যদ্যস্য নির্বৃতিঃ সদ্যঃ সৈব তীব্রতরা মতা ।
তীব্রা তু জীবতোঽত্যন্তং পুংসঃ পাপবিশোধি[কা]
শাক্তী জ্ঞানবতী দীক্ষা শিষ্যদেহং প্রবিশ্য তু ।
গুরুণা যোগমার্গেণ ক্রিয়তে জ্ঞানচক্ষুষা ॥ ১০
মান্ত্রী ক্রিয়াবতী দীক্ষা কুণ্ডমণ্ডলপূর্ব্বিকা ।
মন্দমন্দতরোদ্দেশাৎ কর্ত্তব্যা গুরুণা বহিঃ ॥ ১১
শক্তিপাতানুসারেণ শিষ্যোঽনুগ্রহমর্হতি ।
শৈবধর্ম্মানুসারস্য তন্মূলত্বাৎ সমাসতঃ ॥ ১২
যত্র শক্তির্ন পতিতা তত্র শুদ্ধির্ন জায়তে ।
ন বিদ্যা ন শিবাচারো ন মুক্তির্ন চ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১৩
তস্মাল্লিঙ্গানি সংবীক্ষ্য শক্তিপাতস্য ভূয়সঃ ।
জ্ঞানেন ক্রিয়য়া বাথ গুরুঃ শিষ্যং বিশোধয়েৎ ।
যোঽন্যথা কুরুতে মোহাৎ স বিনশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রকারেণ গুরুঃ শিষ্যং পরীক্ষয়েৎ ।[১৪]

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে ভগবন্ ! আপনি মন্ত্র-মাহাত্ম্য ও সাক্ষাৎ শ্রুতিসম মন্ত্রপ্রয়োগ-বিধিও কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে মন্ত্রগ্রহণে যাহা কিঞ্চিন্মাত্র সূচিত হইয়াছে, কিন্তু বিস্তৃত হয় নাই, সেই উত্তম শিব-সংস্কারের শ্রবণে লালসা হইয়াছে। উপমন্যু কহিলেন,—হে দেবকীনন্দন ! তোমাকে শিবকথিত সর্ব্বপাপ-বিমোচক পরম-পবিত্র সংস্কার বলিতেছি শ্রবণ কর। মনুষ্যেরা যে হেতু সংস্কার দ্বারা পূজা-দিতে অধিকারী হয়, সেহেতু ষড়্মার্গ পরিশোধক সেই সংস্কার কথিত হইতেছে। সংস্কার বিজ্ঞানজনক এবং পাশবন্ধনের মোচক বলিয়া দীক্ষা নামে কথিত হয়। সেই দীক্ষা আবার শিবাগমে শিব-কর্ত্তৃক শাম্ভবী, শাক্তী ও মান্ত্রী এই তিন প্রকারে কথিত আছে। গুরুর আলো-কন মাত্রে, স্পর্শে কিম্বা সম্ভাষণ করিলে যে পাশ-ক্ষয়কারক জ্ঞান জন্মে, তাহাকে শাম্ভবী দীক্ষা বলেন। তাহা পাশক্ষয়-ভেদে তীব্রা ও তীব্র-তরা এই দুই প্রকারে কথিত হয়। আর যাহা দ্বারা সদ্যই নির্ব্বৃতি জন্মে, সেই তাহার তীব্র-তরা দীক্ষা, আর পাপ-মোচিকা দীক্ষাকে তীব্রা বলিয়া উপদেশ দেন। যে দীক্ষা জ্ঞানচক্ষুষ্মান্ গুরুকর্ত্তৃক যোগমার্গে অনুষ্ঠিত হইয়া, শিষ্যদেহে প্রবেশ করত জ্ঞান প্রদান করে, তাহাকে শাক্তী দীক্ষা বলেন। ১—১০। মান্ত্রী দীক্ষা ক্রিয়া-বহুলা ; কুণ্ডমণ্ডলাদি রচনাপূর্ব্বক এই দীক্ষা অনুষ্ঠান করিতে হয়। মন্দ এবং মন্দতর স্থানভিন্ন স্থানে গুরু এই দীক্ষা দিবেন। শক্তি প্রাপ্তিই শৈব ধর্ম্মানুসারের সংক্ষেপতঃ মূ[ল] বলিয়া শিষ্য শক্তিপ্রাপ্তি অনুসারে অনুগ্র[হ] লাভে সমর্থ হয়। যাহাতে শক্তি নাই, তাহার শুদ্ধি নাই, বিদ্যা নাই, শুদ্ধাচার নাই এ[বং] মুক্তি ও সিদ্ধি কিছুই নাই। অতএব গুরু শক্তিপ্রাপ্তির চিহ্ন-সকল দেখিয়া, জ্ঞান এ[বং] ক্রিয়া দ্বারা শিষ্যকে পরিশুদ্ধ করিবেন। যি[নি] ইহার অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হন, সেই দুর্ম্ম[তি] বিনাশ ব্যতিরিক্ত আর কিছুই লাভ করে না। সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে গুরু শিষ্যের পরীক্ষা

লক্ষণং শক্তিপাতস্য প্রবোধানন্দসন্ত বঃ।
সা যস্মাৎ পরমা শক্তিঃ প্রবোধানন্দরূপিণী॥ ১৬
আনন্দবোধয়োর্লিঙ্গমন্তঃস্ফুরণবিক্রিয়া।
যয়া স্যাৎ কম্প-রোমাঞ্চঃ স্বরনেত্রাদিবিক্রিয়াঃ॥১৭
শিষ্যোঽপি লক্ষণৈরেভিঃ কুর্য্যাদ্গুরুপরীক্ষণম্।
তৎসম্পর্কে শিবার্চ্চাদৌ স্বগতৈর্বাথ তদ্গতৈঃ॥ ১৮
শিষ্যস্য শিক্ষণীয়ত্বাদ্গুরোর্গৌরবকারণাৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরোর্গৌরবমাচরেৎ॥ ১৯
যো গুরুঃ স শিবঃ প্রোক্তো যঃশিবঃ স গুরুঃ স্মৃতঃ।
গুরুর্বা শিব এবাথ বিদ্যাকারেণ সংস্থিতঃ॥ ২০
যথা শিবস্তথা বিদ্যা যথা বিদ্যা তথা গুরুঃ।
শিব-বিদ্যা-গুরুণাঞ্চ পূজয়া সদৃশং ফলম্॥ ২১
সর্ব্বদেবাত্মকশ্চাসৌ সর্ব্বমন্ত্রময়ো গুরুঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তস্যাজ্ঞাং শিরসা বহেৎ॥২২
শ্রেয়োঽর্থী যদি গুর্ব্বাজ্ঞাং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ
গুর্ব্বাজ্ঞাপালকো যস্মাজ্‌জ্ঞানসম্পত্তিমশ্নুতে॥ ২৩
গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্ ভুঞ্জন্নন্যৎ কর্ম্ম সমাচরন্।
সমক্ষং যদি কুর্ব্বীত সর্ব্বঞ্চানুজ্ঞয়া গুরোঃ॥২৪
গুরোর্গেহে সমক্ষং বা ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ।
গুরোর্দেবো যতঃ সাক্ষান্ন গৃহং দেবমন্দিরম্॥ ২৫
পাপিনাঞ্চ যথা সঙ্গাৎ তৎপাপাৎ পতিতো ভবেৎ
তদ্বদাচার্য্যসঙ্গেন তদ্ধর্ম্মফলভাগ্‌ভবেৎ॥ ২৬
যথেহ বহ্নিসম্পর্কান্মলং ত্যজতি কাঞ্চনম্।
তথৈব গুরুসম্পর্কাৎ পাপং ত্যজতি মানবঃ॥২৭
যথা বহ্নিসমীপস্থো ঘৃতকুম্ভো বিলীয়তে।
তথা পাপং বিলীয়েত আচার্য্যস্য সমীপতঃ॥ ২৮
যথা প্রজ্বলিতো বহ্নিঃ শুষ্ককাষ্ঠঞ্চ নির্দ্দহেৎ।
তথায়মপি সন্তুষ্টো গুরুঃ পাপং ক্ষণাদ্দহেৎ॥ ২৯
মনসা কর্ম্মণা বাচা গুরোঃ ক্রোধং ন কারয়েৎ।
তস্য ক্রোধেন দহন্তে হ্যায়ুঃশ্রীজ্ঞানসৎক্রিয়াঃ॥
তৎক্রোধকারিণো যে স্যুস্তেষাং যজ্ঞাশ্চ নিষ্ফলাঃ
যমাশ্চ নিয়মাশ্চৈব নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৩১

প্রবৃত্ত হইবেন। পরমা শক্তি প্রবোধানন্দরূপিণী বলিয়া প্রবোধানন্দ সন্তবই শক্তিপ্রাপ্তির লক্ষণ। যে আন্তরিক স্ফুরণবিকারে স্বর-নেত্রাদির বিকার ও কম্পের সহিত রোমাঞ্চ জন্মে, সেই স্ফুরণ-বিকারই আনন্দবোধের লক্ষণ। শিষ্যও গুরুর সহিত সংসর্গ হইলে শিব-পূজাদিতে গুরুর বা আপনার এই সকল লক্ষণ দেখিয়া গুরু পরীক্ষা করিবে। শিষ্যই গুরুর গৌরবের কারণ ও শিক্ষণীয় বলিয়া শিষ্য অতি যত্নে গুরুর গৌরব-বৃদ্ধিতে চেষ্টিত হইবে। যিনি গুরু, তিনিই শিব ও যিনি শিব, তিনিই গুরু, গুরু শিব উভয়েই বিদ্যাকারে অবস্থান করেন জানিবে। ১১—২০। শিবেতে বিদ্যাতে ও গুরুতে বিদ্যাতে কিছুই ভেদ নাই, সুতরাং শিব, বিদ্যা, গুরু ইহাদিগের অর্চ্চনার সমান ফল জানিবে। গুরু সর্ব্বদেবাত্মক, গুরুই সর্ব্বমন্ত্রময়, অতএব অতি যত্নে গুরু আজ্ঞা মস্তকে বহন করিবে। শ্রেয়ঃপ্রার্থীরা মনেতে ও গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না, যেহেতু গুরু আজ্ঞা-পালকেরা জ্ঞান ও সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকে। গমন অবস্থান শয়ন, ভোজন অথবা অন্য কোন কর্ম্ম করা প্রভৃতি যে যে কার্য্য গুরু সমক্ষে করিবে, তাঁহার আজ্ঞালাভ করিয়াই সেই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবে। গুরু যেহেতু দেবতা এবং গুরুগৃহ দেবমন্দির, অতএব তাঁহার সমক্ষে বা তাঁহার গৃহে যথেচ্ছায় উপবেশন করিবে না। যেমন পাপি-সংসর্গে থাকিলে তাহার পাপে পতিত হইতে হয়, সেরূপ গুরু-সংসর্গে গুরুধর্ম্মের ফলভাগী হইতে পারা যায়। যেমন সুবর্ণ অগ্নি-সংসর্গে মলভাগ পরিত্যাগ করে, সেরূপ শিষ্যও গুরু-সংসর্গে স্বীয় পাপ হইতে মুক্ত হয়। যেরূপ বহ্নির সংসর্গে কুম্ভস্থিত ঘৃত নাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ আচার্য্যসংসর্গে পাপসকল লয় প্রাপ্ত হয়। শুষ্ককাষ্ঠকে প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায়, গুরু সন্তুষ্ট হইলে সকল পাপকে দহন করেন। বাক্য, কার্য্য কিম্বা মন দ্বারা গুরুকে ক্রোধী করিবে না। যেহেতু গুরু ক্রুদ্ধ হইলে আয়ুঃ, জ্ঞান, শ্রী, সৎকার্য্য সকলই ক্ষয় পাইয়া থাকে। ২১—৩০। যাহারা গুরুর ক্রোধজনক, তাহাদিগের যজ্ঞ-যমনিয়মাদি সকলই নিষ্ফল,

গুরোর্বিরুদ্ধং যদ্বাক্যং ন বদেজ্জাতুচিন্নরঃ।
বদেদ্যদি মহামোহাদ্রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥৩২
মনসা কর্ম্মণা বাচা গুরুমুদ্দিশ্য যত্নতঃ।
শ্রেয়োঽর্থী চেন্নরো ধীমান্ ন মিথ্যাচারমাচরেৎ ॥
নৈর্গুণ্যে খ্যাপিতে তস্য নৈর্গুণ্যশতবান্ ভবেৎ।
গুণেঽপি খ্যাপিতে তস্য সর্ব্বং পুণ্যফলং লভেৎ
গুরোর্হিতং প্রিয়ং কুর্য্যাদাদিষ্টো বা ন বা সদা।
অসমক্ষং সমক্ষং বা তস্য কার্য্যং সমাচরেৎ ॥৩৫
ইত্থমাচারবান্ শক্তো নিত্যমুদ্‌যুক্তমানসঃ।
গুরুপ্রিয়করঃ শিষ্যঃ শৈবধর্ম্মাংস্ততোঽর্হতি ॥ ৩৬
গুরুশ্চেদ্‌গুণবান্ প্রাজ্ঞঃ পরমানন্দভাসকঃ।
তত্ত্ববিচ্ছিবসংসক্তো মুক্তিদো ন তু চাপরঃ ॥ ৩৭
সংবিত্তিজননং তত্ত্বংপরমানন্দসম্ভবম্।
তৎ তত্ত্বং বিদিতং যেন স এবানন্দদর্শকঃ ॥ ৩৮
অন্যোন্যং তারকতাং তৌ কিং শিলা তারয়েচ্ছিলাম্
নপুনর্নামমাত্রেণ সংবিত্তিরহিতস্তু যঃ ॥ ৩৯
তেষাং তন্নামমাত্রেণ মুক্তির্বৈ নামমাত্রিকা।
যৈঃ পুনর্বিদিতং তত্ত্বং তে মুক্তা মোচয়ন্ত্যপি॥
তত্ত্বহীনে কুতো বোধঃ কুতো হ্যাত্মপরিগ্রহঃ।
পরিগ্রহাদ্বিনির্ম্মুক্তঃ পশুরিত্যভিধীয়তে ॥ ৪১
পশুভিঃ প্রেরিতশ্চাপি পশুত্বং নাতিবর্ত্ততে।
তস্মাৎ তত্ত্ববিদেবেহ মুক্তো মোচক ইষ্যতে॥৪২
সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিদপ্যয়ম্।
সর্ব্বোপায়বিধিজ্ঞোঽপি তত্ত্বহীনস্তু নিষ্ফলঃ॥ ৪৩
যস্যানুভবপর্য্যন্তা বুদ্ধিস্তত্র প্রবর্ত্ততে।
তস্যাবলোকনাদ্যৈশ্চ পরানন্দোঽভিজায়তে॥ ৪৪
তস্মাদ্‌যস্যৈব সম্পর্কাৎ প্রবোধানন্দসম্ভবঃ।
গুরুং তমেব বৃণুয়ান্নাপরং মতিমান্ নরঃ ॥ ৪৫
সচ্ছিষ্যৈর্বিনয়াচার-চতুরৈরুচিতো গুরুঃ।
যাবদ্বিজ্ঞায়তে তাবৎ সেবনীয়ো মুমুক্ষুভিঃ॥ ৪৬

ইহা আর বিচার্য্য নহে। যে বাক্য গুরুর বিরুদ্ধ, এতাদৃশ বাক্য কখনও বলিবে না, যদি কখনও মোহবশতঃ বলে, তাহা হইলে রৌরব-নরকই বাসস্থান হয়। যদি শিষ্য কল্যাণপ্রার্থী ও বুদ্ধিমান্ হয়, তাহা হইলে কখনও মনে, বাক্যে কিম্বা কার্য্যে গুরু-উদ্দেশে মিথ্যাচার অবলম্বন করিবে না। গুরুর গুণহীনতা বলিলে নিজের শত শত নির্গুণতায় অলঙ্কৃত হইতে হয়, আর গুরুগুণ প্রকাশ করিলে নিখিলপুণ্য-ফলভাগী হইতে পারা যায়। আদেশ করুন বা নাই করুন, সর্ব্বদাই গুরুর হিতকর ও প্রিয়কর কার্য্য করিবে এবং তাঁহার সমক্ষেই হউক অথবা অসমক্ষেই হউক, তাঁহার কার্য্য-অনুষ্ঠানে নিরন্তর রত থাকিবে। শিষ্য যদি এই প্রকার আচারবান্, ভক্ত, গুরুর প্রিয়-কর ও উদ্‌যুক্তমনাঃ হয়, তাহা হইলে শৈবধর্ম্ম-আচরণে যোগ্য হইতে পারে। গুরু গুণবান্, প্রাজ্ঞ, পরমানন্দ-দর্শক, তত্ত্বজ্ঞ ও শিবভক্ত হইলে মুক্তিপ্রদ হন, নচেৎ নহে। যিনি পরম-আনন্দ-সম্ভব ব্রহ্মজ্ঞানজনক তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই আনন্দদর্শক হন। গুরু শিষ্য এতাদৃশ হইলেই পরস্পরে পরস্পরের মুক্তিপ্রদ হন, কিন্তু গুরু ব্রহ্মজ্ঞান-রহিত হইলে কেবল নামোচ্চারণ-মাত্রে মুক্তিপ্রদ হন না; দেখ! শিলা কখন কি কাহারও তারক হইয়া থাকে? জ্ঞানরহিত গুরু-উপদিষ্ট সেই নামমাত্রে শিষ্যগণেরও কেবল নামমাত্রে মুক্তি হয়। আর যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহারা নিজে মুক্ত এবং পরেরও মুক্তিপ্রদ হন। ৩১—৪০ তত্ত্বজ্ঞানশূন্য মনুষ্যের বোধ কোথায়? আর কোথাই বা আত্মজ্ঞান? যাহারা আত্মজ্ঞান-শূন্য তাহারা ত পশু বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং পশু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে পশুত্ব কি নিবৃত্ত থাকে? বরং আরও উপচিত হয়, অতএব তত্ত্বজ্ঞই ইহজগতে মুক্ত ও মোচক হইয়া থাকেন। সর্ব্বলক্ষণ-সংযুক্ত, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ও সকল উপচারবিধি প্রভৃতিতে বিজ্ঞ হইলেও তত্ত্বজ্ঞান না থাকিলে সকলই নিষ্ফল জানিবে। যাঁহার সেই শিবতত্ত্বে অনুভব পর্য্যন্ত বুদ্ধি প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাঁহারই অবলোকনাদিতে পরম আনন্দ জন্মে। সুতরাং যাঁহার সম্পর্কে আনন্দ ও বোধ উৎপন্ন হয়, মতিমানেরা তাঁহাকেই গুরুত্বে বরণ করিবে। বিনয়াচারে চতুর মোক্ষাভিলাষী সৎ-শিষ্যেরা (ক্রমশঃ

জ্ঞাতে তস্মিন্ স্থিরা ভক্তির্যদি স্যাৎ তং সমাশ্রয়েৎ
ন তু তং সন্ত্যজেজ্জাতু নোপেক্ষেত কথঞ্চন ॥ ৪৭
যত্রানন্দঃ প্রবোধো বা নাল্পমপ্যুপলভ্যতে।
বৎসরাদপি শিষ্যেণ সোঽন্যং গুরুমুপাশ্রয়েৎ ॥৪৮
গুরুমন্যং প্রপন্নোঽপি নাবমন্যেত পৌর্ব্বিকম্।
গুরোর্ভ্রাতৄংস্তথা পুত্রান্ বোধকান্ প্রেরকানপি ॥
তত্রাদাবুপসঙ্গম্য ব্রাহ্মণং বেদপারগম্।
গুরুমারাধয়েৎ প্রাজ্ঞং সুভগং প্রিয়দর্শনম্ ॥ ৫০
সর্ব্বাভয়প্রদাতারং করুণাক্রান্তমানসম্।
তোষয়েৎ তং প্রযত্নেন মনসা কর্ম্মণা গিরা ॥ ৫১
তাবদারাধয়েচ্ছিষ্যঃ প্রসন্নোঽসৌ ভবেদ্‌যথা।
তস্মিন্ প্রসন্নে শিষ্যস্য সদ্যঃ পাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥
তস্মাদ্ধনানি রত্নানি ক্ষেত্রাণি চ গৃহাণি চ।
ভূষণানি চ বাসাংসি পানশয্যাসনানি চ ॥ ৫৩
এতানি গুরবে দদ্যাদ্ভক্ত্যা বিত্তানুসারতঃ।
বিত্তশাঠ্যং ন কুর্ব্বীত যদীচ্ছেৎ পরমাং গতিম্ ॥
স এব জনকো মাতা ভ্রাতা বন্ধুর্ধনং সুখম্।
সখা মিত্রঞ্চ যদ্‌যস্মাৎ সর্ব্বং তস্মৈ নিবেদয়েৎ ॥
নিবেদ্য পশ্চাৎ স্বাত্মানং সান্বয়ং সপরিচ্ছদম্।
সমর্প্য সোদকং তস্মৈ নিত্যং তদ্বশগো ভবেৎ ॥
যদা শিবায় স্বাত্মানং দত্তবান্ দেশিকাত্মনে।
তদা শৈবো ভবেদ্দেহী ন ততোঽস্তি পুনর্ভবঃ ॥
দেশিকাকৃতিমাস্থায় পশোঃ পাশানশেষতঃ।
ছিত্ত্বা পরং পদং দেবো নয়ত্যেবমিতি শ্রুতিঃ ॥৫৮
গুরুস্তু স্বাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং দ্বিবর্ষঞ্চ ত্রিবর্ষকম্ ॥ ৫৯.
প্রাণ-দ্রব্য-প্রদানাদ্যৈরাদেশৈশ্চ সমাসমৈঃ।
উত্তমাংশ্চাধমে কৃত্বা নীচানুত্তমকর্ম্মণি ॥ ৬০
আকৃষ্টাস্তাড়িতা বাপি যে বিষাদং ন যান্ত্যপি।
তে যোগ্যাঃ সংযতাঃ শুদ্ধাঃ শিবসংস্কারকর্ম্মণি ॥৬১

পূর্ব্বে) গুরুর ভাব যতদিন জানিতে না পারে, ততদিন তাঁহার সেবা করিবে। বেশ জানা শুনা হইলে যদি সেই গুরুর প্রতি স্থিরা ভক্তি হয় ত তাঁহাকেই আশ্রয় করিবে, ত্যাগ বা কদাচ উপেক্ষা করিবে না। যে গুরুসকাশে এক বৎসরেও অল্পমাত্রও আনন্দবোধ লাভ না হয়, সে গুরুর নিকট পরিত্যাগ করত অন্য গুরুকে আশ্রয় করিবে। কিন্তু অন্য গুরুর নিকট গমন করিলেও পূর্ব্ব গুরুকে অবজ্ঞা করিবে না এবং গুরুভ্রাতা গুরুপুত্র বোধক ও প্রেরক ইহাঁ-দিগেরও অবজ্ঞায় প্রবৃত্ত হইবে না, প্রথমতঃ প্রিয়দর্শন, সর্ব্বাভয়প্রদাতা, করুণার্দ্র-হৃদয় বেদ-পরায়ণ ব্রাহ্মণ গুরুসমীপে উপস্থিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবে। ৪১—৫০। যাহাতে তিনি প্রসন্ন হন, এরূপ ভাবে শুশ্রূষাপরায়ণ হইবে। গুরু প্রসন্ন হইলে শিষ্যের সকল পাপ ক্ষয় পাইয়া থাকে, অতএব স্বীয় সম্পদ্ অনুসারে ভক্তিপূর্ব্বক গৃহ, ধন, রত্ন, ক্ষেত্র, ভূষণ, বসন, শয্যা, আসন, পানপাত্র প্রভৃতি সকলই নিবেদন করিবে। ফলে, যদি পরমগতিলাভে বাসনা থাকে, তবে বিত্তশাঠ্য করিবে না। সেই গুরুই জনক-জননী, তিনিই ভ্রাতা, তিনিই বন্ধু, তিনিই ধন, তিনিই সুখ, তিনিই সখা এবং তিনিই মিত্র, অতএব সকলই তাঁহাকে নিবেদন করিবে। এই সকল নিবেদনের পর সপরিচ্ছদ সবংশ আপনাকে পর্য্যন্ত সজল করিয়া সমর্পণ করত নিয়ত তাঁহার অধীন হইয়া থাকিবে। যবে সেই আচার্য্যরূপী শিব-উদ্দেশে আপনাকে নিবেদন করিতে পারিবে, তখন শৈব হইতে পারিবে এবং তাহার পর আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না। ইহাই শ্রুতি যে, দেব শিব আচার্য্যরূপ ধারণ করিয়া সকলপশুর পাশ ছেদন করত তাহা-দিগকে পরমপদে আশ্রয় প্রদান করেন। আর গুরুও স্বাশ্রিত শিষ্যকে ব্রাহ্মণ হইলে এক বৎসর, ক্ষত্রিয় হইলে দুই বৎসর, বৈশ্য হইলে তিন বৎসর কাল, প্রাণ ও দ্রব্য প্রদান প্রভৃতি আজ্ঞা এবং উত্তমকে অধম কার্য্যে ও অধমকে উত্তম কার্য্যে নিয়োগ প্রভৃতি সমাগম আদেশ ইত্যাদি দ্বারা পরীক্ষা করিবেন। ৫১—৬০। যে শিষ্যেরা আকৃষ্ট বা তাড়িত হইয়াও বিষন্ন হয় না এবং সংযত ও শুদ্ধাচার-সম্পন্ন, তাহারাই শিবমন্ত্রদীক্ষা-কার্য্যে যোগ্য

অহিংসকা দয়াবন্তো নিত্যমুদ্যুক্তচেতসঃ।
অমানিনো বুদ্ধিমন্তস্ত্যক্তস্পর্দ্ধাঃ প্রিয়ংবদাঃ ॥ ৬২
ঋজবো মৃদবঃ স্বস্থা বিনীতাঃ স্থিরচেতসঃ।
শৌচাচারসমাযুক্তাঃ শিবভক্তা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৬৩
এবং বৃত্তসমোপেতা বাঙ্মনঃকামকর্ম্মভিঃ।
শোধ্যা বোধ্যা যথান্যায়মিতি শাস্ত্রেষু নিশ্চয়ঃ ॥৬৪
নাধিকারঃ স্বতো নার্য্যাঃ শিবসংস্কারকর্ম্মণি।
নিয়োগাদ্ভর্ত্তুরস্ত্যেব ভক্তিযুক্তা যদীশ্বরে ॥ ৬৫
তথৈব ভর্তৃহীনায়াঃ পুত্রাদেরভ্যনুজ্ঞয়া।
অধিকারো ভবত্যেব কন্যায়াঃ পিতুরাজ্ঞয়া ॥ ৬৬
শূদ্রাণামন্ত্যজাতীনাং পতিতানাং বিশেষতঃ।
তথা সঙ্করজাতীনাং নাধ্বশুদ্ধির্বিধীয়তে ॥ ৬৭
তেঽপ্যকৃত্রিমভাবাশ্চেচ্ছিবে পরমকারণে।
পাদোদকপ্রদানাদ্যৈঃ কুর্য্যুঃ পাশবিশোধনম্ ॥ ৬৮
অত্রানুলোমজাতা যে যুক্তা এব দ্বিজাতিষু।
তেষামধ্ববিশুদ্ধ্যাদি কুর্য্যান্মাতৃকুলোচিতম্ ॥ ৬৯
যা তু কন্যা স্বপিত্রাদ্যৈঃ শিবধর্ম্মে নিয়োজিতা।
সা ভক্তায় প্রদাতব্যা নাপরায় বিরোধিনে ॥ ৭০
দত্তা চেৎ প্রতিকূলায় প্রমাদাদ্বোধয়েৎ পতিম্।
অশক্তৌ তং পরিত্যজ্য মনসা ধর্ম্মমাচরেৎ ॥৭১
যথা মুনিবরং ত্যক্ত্বা পতিমাত্রিং পতিব্রতা।
কৃতকৃত্যাভবৎ পূর্ব্বং তপসারাধ্য শঙ্করম্ ॥ ৭২
যথা নারায়ণং দেবং তপসারাধ্য পাণ্ডবান্
পতীন্ লব্ধবতী ধর্ম্মে গুরুভির্বিনিযোজিতা ॥ ৭৩
অস্বাতন্ত্র্যকৃতো দোষো নেহাস্তি পরমার্থতঃ।
শিবধর্ম্মে নিযুক্তায়াঃ শিবশাসনগৌরবাৎ ॥ ৭৪
বহুনাত্র কিমুক্তেন যোঽপি কোঽপি শিবাশ্রয়ঃ।
সংস্কারো গুর্ব্বধীনশ্চেৎ সংস্ক্রিয়া তু প্রভিদ্যতে।
গুরোরালোকনাদেব স্পর্শাৎ সম্ভাষণাদপি।

হইতে পারে। যাহারা অহিংসাপরায়ণ, দয়ালু নিত্যই উদ্যুক্তমনাঃ, অহঙ্কারশূন্য, প্রিয়ংবদ, বুদ্ধিমান্, স্পর্দ্ধাশূন্য, সরল, মৃদুস্বভাব-সম্পন্ন, স্থিরচেতাঃ, বিনীত, শুচিতা ও আচারে অলঙ্কৃত, স্বস্থ, শিবভক্ত ও ব্রাহ্মণ, এবংবিধ শিষ্যকে গুরু কায়মনোবাক্যে যথাযোগ্য বোধ দিবেন ও তাহাদের শুদ্ধি-বিষয়ে চেষ্টিত থাকিবেন। ইহাই শাস্ত্রনিশ্চয় জানিবে। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতাপূর্ব্বক শিব-মন্ত্র-দীক্ষা কর্ম্মে অধিকার নাই। কেবল ঈশ্বরে ভক্তিমতী হইয়া, পতির আজ্ঞা পাইলে, অধিকারিণী হইতে পারে। সেই প্রকার যাহারা বিধবা, তাহাদের পুত্রাদির অনুমতিতে এবং কন্যার পিতার অনুমতিতে অধিকার জন্মে। শূদ্র-জাতির, নীচজাতির, বিশেষতঃ পতিতগণের ও সঙ্করজাতির পথশুদ্ধি বিহিত নাই। তবে তাহারা যদি পরম-কারণ শিবে অকৃত্রিম ভক্তিমান্ হয়, তাহা হইলে পাদোদক প্রদানাদি দ্বারা পাশমোচন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। আর ঐ ব্রাহ্মণের মধ্যে যাহারা অনুলোম-জাত (অর্থাৎ উত্তম জাতির অধমজাতি স্ত্রীর গর্ভজাত) যদি যোগী হয়, তাহা হইলে মাতৃ-কুলোচিত অধ্ববিশুদ্ধ্যাদি করিবে। আর কন্যা যদি পিত্রাদি কর্ত্তৃক শিবধর্ম্মে নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভক্ত দেখিয়া দান করিবে; কদাচ অভক্ত বিরোধীকে দান করিবে না। ৬১—৭০। যদি দৈবাৎ প্রতিকূল অভক্তকে দান করা হয়, তাহা হইলে সেই কন্যা পতিকে প্রমাদ হইতে সাবধান করত বোধ জন্মাইতে চেষ্টা করিবে; তাহাতে অশক্ত হইলে পতিকে ত্যাগ করত মনে মনে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিবে। দেখ, পূর্ব্বে পতিব্রতা অনসূয়া মুনিবর পতি অত্রিকে পরিত্যাগ করিয়া শঙ্করের আরাধনা করত কৃতকৃত্যা হইয়াছিলেন এবং দেখ, দ্রৌপদী গুরুগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রেরিতা হইয়া নারায়ণের আরাধনা করিয়া পাণ্ডবগণকে পতি পাইয়াছিলেন। ফলতঃ শিব-শাসন বলে ইহজগতে শিবধর্ম্মপরায়ণাগণের কেবল-শিব-ধর্ম্ম-পালনবাসনার গৃহীত স্বাতন্ত্র্য জন্য কোন দোষ নাই। অধিক আর ঐ বিষয়ে কি বলিব, যে সে লোকেই শিবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। ঐ দীক্ষা-বিধি গুরুর অধীন হইলেও অধিকারি-ভেদে অনেক প্রকার ভিন্ন হইয়াছে। আলোকন, স্পর্শ বা দর্শন মাত্রেই

যস্য সঞ্জায়তে হ্যাজ্ঞা তস্য নাস্তি পরা ক্রিয়া ॥৭৬
মনসা যস্য সংস্কারঃ ক্রিয়তে যোগবর্ত্মনা।
স নেহ কথ্যতে গুহ্যো গুরুবক্ত্রৈকগোচরঃ ॥ ৭৭
ক্রিয়াবান্ যস্য সংস্কারঃ কুণ্ডমণ্ডপপূর্ব্বকঃ।
স বক্ষ্যতে সমাসেন তস্য শক্যো ন বিস্তরঃ ॥৭৮

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়া-
মুত্তরভাগে শৈবমন্ত্রদীক্ষাবিধির্নাম
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

উপমন্যুরুবাচ।

পুণ্যেঽহনি শুচৌ দেশে বহুদোষবিবর্জ্জিতে।
দৈশিকঃ প্রথমং কুর্য্যাৎ সংস্কারং সময়াহ্বয়ম্ ॥১
পরীক্ষ্য ভূমিং বিধিবদ্গন্ধ-বর্ণ-রসাদিভিঃ।
শিল্পশাস্ত্রোক্তমার্গেণ মণ্ডপং তত্র কল্পয়েৎ ॥ ২
কৃত্বা বেদিঞ্চ তন্মধ্যে কুণ্ডানি পরিকল্পয়েৎ।
অষ্টদিক্ষ্বথবা দিক্ষু তত্রৈশান্যাং পুনঃ ক্রমঃ ॥ ৩
প্রধানকুণ্ডং কুর্ব্বীত যদ্বা পশ্চিমভাগতঃ।
প্রধানমেকমেবাথ কৃত্বা শোভাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪
বিতান-ধ্বজ-মালাভির্বিবিধাভিরনেকশঃ।
বেদিমধ্যে ততঃ কুর্য্যান্মণ্ডলং শুভলক্ষণম্ ॥ ৫
রত্নহেমাদিভিশ্চূর্ণৈরীশ্বরাবাহনোচিতম্।
সিন্দূর-শালি নীবারচূর্ণৈরেবাথ নির্দ্ধনঃ ॥ ৬
একহস্তং দ্বিহস্তং বা সিতং বা রক্তমেব বা।
একহস্তস্য পদ্মস্য কর্ণিকাষ্টাঙ্গুলা মতা ॥ ৭
কেশরাণি তদর্দ্ধানি শেষকাষ্টদলাত্মকম্।
দ্বিহস্তস্য তু পদ্মস্য দ্বিগুণং কর্ণিকাদিকম্ ॥ ৮
কৃত্বা শোভোপশোভাঢ্যমৈশান্যাং তস্য কল্পয়েৎ।
একহস্তং তদর্দ্ধং বা পুনর্বেদ্যান্তু মণ্ডলম্ ॥ ৯
ব্রীহি-তণ্ডুল-সিদ্ধার্থ-তিল-পুষ্প-কুশাস্তৃতে।

যে জন গুরুর আজ্ঞা লাভ করিয়াছে, তাহার অন্য কোনও শ্রেষ্ঠতর কার্য্য নাই, জানিবে। আর যে সংস্কার, যোগপথে মনে মনে অনুষ্ঠিত হয়, সেই গুরু-বক্ত্রমাত্র-আশ্রয় সংস্কার গুহ্য বলিয়া এখানে কথিত হইল না। তবে যে দীক্ষাসংস্কার কুণ্ডমণ্ডপাদি দ্বারা কার্য্যে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিস্তার করিয়া বলার সামর্থ্য কাহার নাই জানিবে। ৭১—৭৮।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

উপমন্যু কহিলেন,—পবিত্র দিবসে নিখিল-দোষরহিত শুচিস্থান দেখিয়া সেইখানে গুরু প্রথমতঃ সময়-নামক সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। যথাবিধি ভূমি পরীক্ষা করিয়া সেই ভূমিতে বিবিধ গন্ধ বর্ণ রসাদিতে বিশ্বকর্ম্মাদি-প্রণীত শিল্পশাস্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে মণ্ডপ রচনা করিবে। তাহার মধ্যে বেদি নির্ম্মাণ করিয়া আট দিকে অথবা চারিদিকে কুণ্ডসকল নির্ম্মাণ করিবে। তাহার ঈশান কোণ হইতেই ক্রম জানিবে। কিংবা পশ্চিমভাগ হইতে প্রধান কুণ্ড-সকল নির্ম্মাণ করিবে। অথবা একটী মাত্র প্রধান কুণ্ড নির্ম্মাণকরিয়া বিবিধ বিতান-ধ্বজ-মালা-দিতে শোভা রচনা করিবে। তাহার পর বেদির মধ্যস্থলে রত্নসুবর্ণাদিচূর্ণেতে ঈশ্বরের আবাহনে যোগ্য শুভলক্ষণসম্পন্ন পদ্মাকার মণ্ডল রচনা করিবে। তবে যাহারা নির্দ্ধন, তাহারা সিন্দূর, শালি, ধান্য ও নীবারাদিচূর্ণেতে পদ্মাকার মণ্ডল রচনা করিবে। উক্ত মণ্ডল একহস্ত-পরিমিত হউক অথবা দুইহস্ত-পরিমিত হউক, কিংবা শ্বেতবর্ণ অথবা রক্ত বর্ণই হউক, এক হস্ত-পরিমিত পদ্মমণ্ডলের কর্ণিকা (অর্থাৎ মধ্যভাগ) অষ্টাঙ্গুলপরিমিত হইবে, কেশর চারি অঙ্গুলিপরিমিত হইবে। আর শেষভাগ আটদলে পরিপূর্ণ থাকিবে। দুই হস্ত-পরিমিত মণ্ডলের কর্ণি-কাদি পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হইবে। তাহার পর শোভা উপশোভা প্রভৃতি করিয়া সেই মণ্ডলের ঈশানকোণে পুনর্ব্বার বেদিতে এক হস্ত অথবা অর্দ্ধহস্তপরিমিত মণ্ডল রচনা করিবে। ১—৯। তাহার পর ধান্য, তণ্ডুল,

তত্র লক্ষণসংযুক্তং শিবকুম্ভং প্রসাধয়েৎ ॥ ১০
সৌবর্ণং রাজতং বাপি তাম্রজং মৃণ্ময়ন্তু বা।
গন্ধপুষ্পাক্ষতাকীর্ণং কুশদূর্ব্বাঙ্কুরার্চ্চিতম্‌ ॥ ১১
সিতসূত্রাবৃতং কণ্ঠে নববস্ত্রযুগাবৃতম্‌।
শুদ্ধাম্বুপূর্ণমুং কূর্চ্চং সদ্রব্যং সপিধানকম্‌ ॥ ১২
ভৃঙ্গারং বর্দ্ধনীঞ্চাপি শঙ্খং চক্রকমেব বা।
বিনা সূত্রাদিকং সর্ব্বং পদ্মপত্রমথাপি বা ॥ ১৩
তস্যাসনারবিন্দস্য কল্পয়েদুত্তরে দলে।
অগ্রতশ্চন্দনাম্ভোভিরস্ত্ররাজস্য বর্দ্ধনীম্‌ ॥ ১৪
মণ্ডলস্য ততঃ প্রাচ্যাং মন্ত্রকুম্ভঞ্চ পূর্ব্ববৎ।
কৃত্বা বিধিবদীশস্য মহাপূজামথাচরেৎ ॥ ১৫
অথার্ণবস্য তীরে বা নদ্যাং গোষ্ঠেঽপি বা গিরৌ।
দেবাগারে গৃহে বাপি দেশেঽন্যস্মিন্‌ মনোহরে ॥
কৃত্বা পুর্ব্বোদিতং সর্ব্বং বিনা বা মণ্ডপাদিকম্‌।
মণ্ডলং পূর্ব্ববৎ কৃত্বা স্থণ্ডিলঞ্চ বিভাবসোঃ ॥ ১৭
প্রবিশ্য পূজাভবনং প্রহৃষ্টবদনো গুরুঃ।
সর্ব্বমঙ্গলসংযুক্তঃ সমাচরিতনৈত্যকঃ ॥ ১৮
মহাপূজাং মহেশস্য কৃত্বা মণ্ডলমধ্যতঃ।
শিবকুম্ভে তথা ভূয়ঃ শিবমাবাহ্য পূজয়েৎ ॥ ১৯
পশ্চিমাভিমুখং ধ্যাত্বা যজ্ঞরক্ষকমীশ্বরম্‌।
অর্চ্চয়েদস্ত্রবর্দ্ধন্যামস্ত্রমীশস্য দক্ষিণে ॥ ২০
মন্ত্রকুম্ভে চ বিন্যস্য মন্ত্রং মন্ত্রবিশারদঃ।
কৃত্বা মুদ্রাদিকং সর্ব্বং মন্ত্রযাগং সমাচরেৎ ॥ ২১
ততঃ শিবানলে হোমং কুর্য্যাদ্দেশিকসত্তমঃ।
প্রধানকুণ্ডে পরিতো জুহুয়ুশ্চাপরে দ্বিজাঃ ॥ ২২
আচার্য্যাৎ পাদমর্দ্ধং বা হোমস্তেষাং বিধীয়তে।
প্রধানকুণ্ড এবাথ জুহুয়াদ্দেশিকোত্তমঃ ॥ ২৩
স্বাধ্যায়মপরে কুর্য্যুঃ স্তোত্রমঙ্গলবাচনম্‌।
জপঞ্চ বিধিবচ্চান্যে শিবভক্তিপরায়ণাঃ ॥ ২৪
নৃত্যং গীতঞ্চ বাদ্যঞ্চ মঙ্গলান্যপরাণি চ।
পূজনঞ্চ সদস্যানাং কৃত্বা সম্যগ্বিধানতঃ ॥ ২৫
পুণ্যাহং কারয়িত্বাথ পুনঃ সম্পূজ্য শঙ্করম্‌।

শ্বেত সর্ষপ, তিল, পুষ্প, কুশ প্রভৃতি বিস্তীর্ণ করিয়া তাহাতে লক্ষণান্বিত গন্ধ-পুষ্প, অক্ষত, কুশ-দুর্ব্বাঙ্কুরাদিযুক্ত, শ্বেতবর্ণসূত্রে ও কণ্ঠে নূতন বস্ত্রদ্বয়ে আবৃত, শুদ্ধজলপূর্ণ, অন্যান্য দ্রব্যাদিবিশিষ্ট ও আচ্ছাদনসহিত একটী শিব-কুম্ভ স্থাপন করিবে। অসমর্থব্যক্তি, কুম্ভা-ভাবে ভৃঙ্গার, শরাব, শঙ্খ, চক্র বা পদ্মপত্র স্থাপন করিবে; ইহাতে আর সূত্রাদির প্রয়ো-জন হইবে না। সেই আসন পদ্মের উত্তর দলে, অগ্রভাগে চন্দন জল দ্বারা শৈবশাস্ত্রোক্ত অস্ত্ররাজের বর্দ্ধনী অর্থাৎ শরাবাকৃতি মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। ১০—১৩। তাহার পর মণ্ড-লের পূর্ব্বদিকে পূর্ব্ববৎ মন্ত্রকুম্ভ স্থাপন করিয়া শিবের যথাবিধি মহাপূজা করিবে। অনন্তর সমুদ্রের তীরে কিংবা নদীতে কিংবা গোষ্ঠেতে কিংবা পর্ব্বতে কিংবা দেবমন্দিরে কিংবা গৃহে অথবা অন্য কোনও মনোহর দেশেতে পূর্ব্বোক্ত সকল নির্ম্মাণ করিয়া অথবা মণ্ডপাদি ভিন্ন পূর্ব্বের ন্যায় মণ্ডল ও অগ্নিস্থাপনের নিমিত্ত স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিবে। তাহার পর প্রহৃষ্টবদন গুরু নিত্যকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক নিখিল-মঙ্গল-সম্পন্ন হইয়া পূজাভবনে প্রবেশ করত মণ্ডল-মধ্যে মহেশ্বরের মহাপূজা সমাপন করিবেন; তাহার পর শিবকুম্ভে শিবকে আবাহন করিয়া পুনর্ব্বার পূজা করিবেন। আর অস্ত্ররাজ শরাবে পশ্চিমাভিমুখে যজ্ঞরক্ষক ঈশ্বরের ধ্যান করত পূজা করিয়া তাঁহার দক্ষিণে অস্ত্ররাজের পূজা করিবে। তাহার পর মন্ত্র-বিশারদ গুরু-মন্ত্র-কুম্ভে মন্ত্র বিন্যাসপূর্ব্বক মুদ্রাদি করিয়া মন্ত্রযোগ অনুষ্ঠান করিবেন। তাহার পর আচার্য্য-শ্রেষ্ঠ শিবকুণ্ডস্থ অগ্নিতে হোম করিবেন, আর অপর অপর দ্বিজগণ চতুর্দ্দিকে প্রধান দেবতার হোম করিবেন। সেই দ্বিজগণের হোম আচার্য্য-হোমের চতুর্থাংশ অথবা অর্দ্ধাংশ বিহিত আছে। অনন্তর আচার্য্য-শ্রেষ্ঠ কুণ্ডেতেই প্রধান দেব-তার হোম করিবেন। আর শিবভক্তি-পরায়ণ অপরে রুদ্রসূক্তাদি পাঠ, স্তোত্র পাঠ, মঙ্গল-বাচন ও জপ, এ সকল যথাবিধি করিবেন। এই সময়ে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অপর অপর মঙ্গলাচরণ হইতে থাকিবে। তাহার পর যথাবিধি সদস্যগণের পূজা করিতে হইবে

প্রার্থয়েদ্দেশিকো দেবং শিষ্যানুগ্রহকাম্যয়া ॥ ২৬
প্রসীদ দেবদেবেশ দেহমাবিশ্য মামকম্।
বিমোচয়ৈনং বিশ্বেশ ঘৃণয়া চ ঘৃণানিধে ॥ ২৭
অথ চৈবং করোমীতি লব্ধানুজ্ঞস্তু দেশিকঃ।
আনীয়োপোষিতং শিষ্যং হবিষ্যাশিনমেব চ ॥২৮
একাশনং বা বিরতং স্নাতং প্রাতঃ কৃতক্রিয়ম্।
জপন্তং প্রণবং দেবং ধ্যায়ন্তং কৃতমঙ্গলম্ ॥ ২৯
দ্বারস্য পশ্চিমস্যাগ্রে মণ্ডলে দক্ষিণস্য বা।
দর্ভাসনে সমাসীনং বিধায়োদঙ্মুখং শিশুম্ ॥৩০
স্বয়ং প্রাগ্বদনস্তিষ্ঠন্নূর্দ্ধকায়ং কৃতাঞ্জলিম্।
সম্প্রোক্ষ্য প্রোক্ষণীতোয়ৈর্মূর্দ্ধ্নস্ত্রেণ মুদ্রয়া ॥ ৩১
পুষ্পক্ষেপেণ সন্তাড্য বধ্নীয়াল্লোচনং গুরুঃ।
দুকূলার্দ্ধেন বস্ত্রেণ মন্ত্রিতেন নবেন চ ॥ ৩২
ততঃ প্রবেশয়েচ্ছিষ্যং গুরুর্দ্বারেণ মণ্ডলম্।
সোঽপি তেনেরিতঃ শম্ভোরাচরেৎ ত্রিঃপ্রদক্ষিণম্

ততঃ সুবর্ণসংমিশ্রং দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং প্রভোঃ।
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি প্রণমেদ্দণ্ডবৎ ক্ষিতৌ ॥৩৪
ততঃ সম্প্রোক্ষ্য মূলেন শিরঃ শস্ত্রেণ পূর্ব্ববৎ।
সন্তাড্য দেশিকস্তস্য মোচয়েন্নেত্রবন্ধনম্ ॥ ৩৫
স দৃষ্ট্বা মণ্ডলং ভূয়ঃ প্রণমেদ্দণ্ডবচ্ছিবম্।
যথাসীনং শিবাচার্য্যো মণ্ডলস্য তু দক্ষিণে ॥ ৩৬
উপবেশ্যাত্মনঃ সব্যে শিষ্যং দর্ভাসনে গুরুঃ।
আরাধ্য চ মহাদেবং শিবহস্তং প্রবিন্যসেৎ ॥ ৩৭
শিবতেজোময়ং পাণিং শিবমন্ত্রমুদীরয়ন্।
শিবাভিমানসম্পন্নো ন্যসেচ্ছিষ্যস্য মস্তকে ॥ ৩৮
সর্ব্বাঙ্গালম্বনঞ্চৈব কুর্য্যাৎ তেনৈব দেশিকঃ।
শিষ্যোঽপি প্রণমেদ্ভূমৌ দেশিকাকৃতিমীশ্বরম্ ॥৩৯
ততঃ শিবানলে দেবং সমভ্যর্চ্চ্য যথাবিধি।
হুত্বাহুতিত্রয়ং শিষ্যমুপবেশ্য যথা পুরা ॥ ৪০
দর্ভাগ্রৈঃ সংস্পৃশন্তং তং বিধায়াত্মানমাত্মবিৎ।
নমস্কৃত্য মহাদেবং নাড়ীসন্ধানমাচরেৎ ॥ ৪১
শিবশাস্ত্রোক্তমার্গেণ কৃত্বা প্রাণস্য নির্গমম্।

অনন্তর আচার্য্য পুণ্যাহবাচনাদি করিয়া শঙ্করের পূজাপূর্ব্বক শিষ্যের অনুগ্রহকামনায় দেবসকাশে প্রার্থনা করিবেন। হে দেবদেবেশ! হে বিশ্বেশ্বর! হে কৃপানিধে! আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার দেহেতে প্রবেশ করত এই শিষ্যকে অবলীলাক্রমে পাশ-বন্ধন হইতে মোচন করুন। ১৫—২৭। অনন্তর দেব-সকাশে "এই-রূপ করিব"—এতাদৃশ আজ্ঞা লাভ করিয়া গুরু উপবাসী, হবিষ্যভোজী, একবার মাত্র ভোজনকারী, অনাসক্তচেতাঃ, স্নাত, কৃতনিত্য-ক্রিয়, প্রণবজপে পরায়ণ, শিবধ্যানে তৎপর অনুষ্ঠিত-মঙ্গল শিষ্যকে পশ্চিমদ্বারের অথবা দক্ষিণ দ্বারের অগ্রস্থিত মণ্ডলসমীপে উত্তরমুখে দর্ভাসনে বসাইয়া নিজে পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিবেন। তাহার পর শিষ্যকে ঊর্দ্ধকায় ও কৃতাঞ্জলি হইতে বলিয়া অস্ত্রমুদ্রা দ্বারা প্রোক্ষণী-জলে অভ্যুক্ষণ-পূর্ব্বক পুষ্পক্ষেপণে তাড়িত করত অভিমন্ত্রিত নূতন দুকূলার্দ্ধ-বস্ত্র দ্বারা তাহার লোচন বাঁধিবেন। অনন্তর গুরু শিষ্যকে দ্বার দ্বারা মণ্ডলে প্রবেশ করাইবেন। আর শিষ্যও গুরু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া শিবকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে এবং

সুবর্ণমিশ্রিত পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া ক্ষিতিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। তাহার পর গুরু পূর্ব্বের ন্যায় শিষ্যকে অস্ত্রমুদ্রা দ্বারা মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণ ও তাড়ন করিয়া নেত্রবন্ধন মোচন করিবেন। শিষ্য মুক্তনেত্র হইয়া মণ্ডল দর্শনপূর্ব্বক পুনর্ব্বারও শঙ্করকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। অনন্তর শিবাচার্য্য গুরু আসীন শিষ্যকে মণ্ডলের দক্ষিণে আপনার বামে দর্ভাসনে উপবেশন করাইবেন এবং মহাদেবকে আরাধনা করিয়া শিবহস্ত বিন্যাস করিবেন। তাহার পর শিবাভিমানী গুরু শিব-মন্ত্র উচ্চারণ করত শিবতেজোময় হস্ত শিষ্য-মস্তকে অর্পণ করিবেন এবং সেই হস্তে শিষ্যের সর্ব্বাঙ্গ অবলম্বন করিবেন। শিষ্যও আচার্য্যরূপী ঈশ্বরকে ভূমিতে প্রণাম করিবেন। অনন্তর গুরু শিবকুণ্ডস্থ বহ্নিতে যথাবিধি দেবকে অর্চ্চনা করিয়া তিনবার আহুতি দান-পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় শিষ্যকে উপবেশন করাইয়া শিষ্যকে দর্ভাগ্র স্পর্শ করিতে বলিবেন। তাহার পর শিবকে নমস্কার করিয়া নাড়ী সন্ধান করিতে

শিষ্যদেহপ্রবেশঞ্চ স্মৃত্বা মন্ত্রাংস্ত তর্পয়েৎ ॥ ৪২
সন্তর্পণায় মূলস্য তেনৈবাহুতয়ো দশ।
দেয়াস্তিস্রস্তথাঙ্গানামঙ্গৈরেব যথাক্রমম্ ॥ ৪৩
ততঃ পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা প্রায়শ্চিত্তঞ্চ দেশিকঃ।
পুনর্দশাহুতিং কুর্য্যান্মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ॥ ৪৪
পুনঃ সম্পূজ্য দেবেশং প্রণম্যাচম্য দেশিকঃ।
দত্ত্বা চৈব যথান্যায়ং স্বজাত্যা বৈশ্যমুদ্ধরেৎ ॥ ৪৫
তস্মৈবং জনয়েৎ ক্ষাত্রমুদ্ধারঞ্চ ততঃ পুনঃ।
কৃত্বা তথৈব বিপ্রত্বং জনয়েদস্য দেশিকঃ ॥ ৪৬
রাজন্যঞ্চৈবমুদ্ধৃত্য কৃত্বা বিপ্রং পুনস্তয়োঃ।
রুদ্রত্বং জনয়েদ্বিপ্রে রুদ্রনাম্নৈব সাধয়েৎ ॥ ৪৭
প্রোক্ষণং তাড়নং কৃত্বা শিশোঃ স্বাত্মানমাত্মনি।
শিবাত্মকমনুস্মৃত্য স্ফুরন্তং বিস্ফুলিঙ্গবৎ ॥ ৪৮
নাড্যা যথোক্তয়া বায়ুং রেচয়ন্ মন্ত্রতো গুরুঃ।
নির্গম্য প্রবিশেন্নাড্যা শিষ্যস্য হৃদয়ং তথা ॥ ৪৯
প্রবিশ্য তস্য চৈতন্যং নীলবিন্দুনিভং স্মরন্।
স্বতেজসাপাস্তমলং জ্বলন্তমনুচিন্তয়েৎ ॥ ৫০
তমাদায় তয়া নাড্যা মন্ত্রী সংহারমুদ্রয়া।
পূরকেণ নিবেশ্যৈনমেকীভাবার্থমাত্মনি ॥ ৫১
কুম্ভকেন তয়া নাড্যা রেচকেন যথা পুরা।
তস্মাদাদায় শিষ্যস্য হৃদয়ে তং নিবেশয়েৎ ॥ ৫২
তমালভ্য শিবাল্লব্ধং তস্মৈ দত্ত্বোপবীতকম্।
হুত্বাহুতিত্রয়ং পশ্চাদ্দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং ততঃ ॥ ৫৩
দেবস্য দক্ষিণে শিষ্যমুপবেশ্য বরাসনে।
কুশপুষ্পপরিস্তীর্ণে বদ্ধাঞ্জলিমুদঙ্মুখম্ ॥ ৫৪
স্বস্তিকাসনমারূঢ়ং বিধায় প্রাঙ্মুখঃ স্বয়ম্।
বরাসনস্থিতো মন্ত্রৈর্মহামঙ্গলনিস্বনৈঃ ॥ ৫৫
সমাদায় ঘটং পূর্ণং পূর্ব্বমেব প্রসাধিতম্।
ধ্যায়মানঃ শিবং শিষ্যমভিষিঞ্চেত দেশিকঃ ॥ ৫৬
অথাপনুদ্য স্নানাম্বু পরিধায় সিতাম্বরম্।

বলিবেন এবং শিব-শাস্ত্র-পদ্ধতিতে প্রাণ বহির্গত করিয়া শিষ্যদেহে প্রবেশস্মরণ করিয়া মন্ত্রের তর্পণ করিবেন। তর্পণে মূলমন্ত্রের প্রয়োগ কর্ত্তব্য; মূলমন্ত্র দ্বারাই দশবার আহুতি দান করিবে; আর অঙ্গদেবতাদিগের যথাক্রমে তিন বার আহুতিদান অঙ্গমন্ত্রেই করিবে। ২৮—৪৩। তাহার পর মন্ত্রজ্ঞ আচার্য্য পূর্ণাহুতি দান ও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্বার মূলমন্ত্রে দশবার আহুতি দান করিবেন। আচার্য্য আবার পূর্ব্ববৎ মহাদেবকে পূজা ও প্রণাম করিয়া আচমন-পূর্ব্বক যথান্যায়ে বৈশ্যজাতি দান করিয়া পরে বৈশ্যজাতি হইতে উদ্ধার করিবেন। এইরূপ প্রকার ক্ষত্রিয়ত্ব জন্মাইয়া আবার তাহা হইতে উদ্ধার করিবেন। অনন্তর সেই প্রকারেই তাহার বিপ্রত্ব জন্মাইবেন। যে শিষ্য জাতি-ক্ষত্রিয়, পূর্ব্ব-প্রকারে তাহাকে ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার ব্রাহ্মণত্ব জন্মাইবেন। অনন্তর তাহাদিগের বিপ্রত্ব উদ্ধার করিয়া রুদ্রত্ব সম্পাদন করিবেন। অনন্তর গুরু শিষ্যের আত্মাতে স্বীয় আত্মাকে প্রোক্ষণ ও তাড়ন করিয়া অনন্তর সেই আত্মাকে বিস্ফুলিঙ্গ-সদৃশ, দীপ্যমান শিবময় স্মরণ করত যথোক্ত সুষুম্নানাড়ী দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক বায়ু রেচন করিবেন ও ঐ নাড়ী দ্বারা শি[illegible] হৃদয় হইতে বহির্গত হইয়া পুনরায় তাহা[illegible] প্রবেশ করিবেন। প্রবেশানন্তর শিষ্যের চৈ[illegible] ন্যকে নীলবিন্দুনিভ জাজ্বল্যমান ও স্বীয়[illegible] নাশিত-মল চিন্তা করিবেন। গুরু তাহা[illegible] সংহারমুদ্রা দ্বারা সেই নাড়ীপথে বায়ুকে [illegible] করত ঐক্য হইবার বাসনায় পূরক[illegible] আত্মাতে নিবেশ করিবেন। আবার [illegible] দ্বারা সেই নাড়ীপথে বায়ুকে পূর্ব্বমত [illegible] করত রেচক দ্বারা শিষ্যহৃদয়ে প্রবেশ [illegible] ইবেন। তাহার পর শিষ্যকে স্পর্শ ক[illegible] শিবসকাশে লব্ধ-উপবীত শিষ্যকে দান ক[illegible] আহুতিত্রয় দানপূর্ব্বক পূর্ণাহুতি দান করি[illegible] অনন্তর শিষ্যকে কুশ-পুষ্পপরিগত স্বস্তিক[illegible] উত্তরমুখে উপবেশন করাইয়া বদ্ধাঞ্জলি হ[illegible] বলিবেন এবং গুরু স্বয়ং বরাসনে পূ[illegible] হইয়া উপবেশন করত পূর্ব্বস্থাপিত পূ[illegible] গ্রহণপূর্ব্বক মহা-মঙ্গলশব্দমিশ্রিত মন্ত্রে শি[illegible] স্মরণ করিতে করিতে শিষ্যকে অভিষেচন [illegible] বেন। শিষ্য এইরূপে অভিষিক্ত হইয়া [illegible] স্থিত স্নানজল অপনোদন করত শ্বেত[illegible]

আচান্তোঽলঙ্কৃতঃ শিষ্যঃ প্রাঞ্জলির্মণ্ডপং ব্রজেৎ
উপবেশ্য যথাপূর্ব্বং তং গুরুর্দর্ভবিষ্টরে।
সম্পূজ্য মণ্ডলে দেবং করন্যাসং সমাচরেৎ ॥৫৮
ততস্ত ভস্মনা দেবং ধ্যায়মানঃ স্বদেশিকঃ।
সমালভেত পাণিভ্যাং শিশুং শিবমুদীরয়েৎ ॥৫৯
অথ তস্য শিবাচার্য্যো দহনপ্লাবনাদিকম্।
সকলীকরণং কৃত্বা মাতৃকান্যাসবর্ত্মনা ॥ ৬০
ততঃ শিবাসনং ধ্যাত্বা শিষ্যমূর্দ্ধনি দেশিকঃ।
তত্রাবাহ্য যথান্যায়মর্চ্চয়েন্মনসা শিবম্ ॥ ৬১
প্রার্থয়েৎ প্রাঞ্জলির্দেবং নিত্যমত্র স্থিতো ভব।
ইতি বিজ্ঞাপ্য তং শম্ভোস্তেজসা ভাস্বরং স্মরেৎ
সম্পূজ্যাথ শিবং শৈবীমাজ্ঞাং প্রাপ্য শিবাত্মিকাম্
কর্ণে শিষ্যস্য শনকৈঃ শিবমন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৬৩
স তু বদ্ধাঞ্জলিঃ শ্রুত্বা মন্ত্রং তদ্গতমানসঃ।
শনৈস্তং ব্যাহরেচ্ছিষ্যঃ শিবাচার্য্যস্য শাসনাৎ ॥৬৪
ততঃ শাক্তঞ্চ সন্দিশ্য মন্ত্রং মন্ত্রবিচক্ষণঃ।
উচ্চারয়িত্বা চ সুখং তস্মৈ মঙ্গলমাদিশেৎ ॥ ৬৫

ততঃ সমাসান্মন্ত্রার্থং বাচ্য-বাচকযোগতঃ।
সমাদিশেদীশ্বরং রূপং যোগমাসনমাদিশেৎ ॥৬৬
অথ গুর্ব্বাজ্ঞয়া শিষ্যঃ শিবাগ্নি-গুরুসন্নিধৌ।
ভক্ত্যৈবমভিসন্ধায় দীক্ষাবাক্যমুদীরয়েৎ ॥ ৬৭
বরং প্রাণপরিত্যাগশ্ছেদনং শিরসোঽপি বা।
ন ত্বনভ্যর্চ্চ্য ভুঞ্জীয়াং ভগবন্তং ত্রিলোচনম্ ॥ ৬৮
স এবমুক্ত্বা নিয়তো যাবন্মোহবিপর্য্যয়ঃ।
তাবদারাধয়েদ্দেবং তন্নিষ্ঠস্তৎপরায়ণঃ ॥ ৬৯
ততঃ স সময়ো নাম ভবিষ্যতি শিবাশ্রমে।
লব্ধাধিকারো গুর্ব্বাজ্ঞাপালকস্তদ্বশো ভবেৎ ॥৭০
অতঃ পরং ন্যস্তকরো ভস্মাদায় স্বহস্ততঃ।
দদ্যাচ্ছিষ্যায় মূলেন রুদ্রাক্ষঞ্চাভিমন্ত্রিতম্ ॥ ৭১
প্রতিমাং বাপি দেবস্য মূঢ়দেহমথাপি বা।
পূজা-হোম-জপ-ধ্যানসাধনানি চ সম্ভবে ॥ ৭২
সোঽপি শিষ্যঃ শিবাচার্য্যাল্লব্ধানি বহুমানতঃ।

অলঙ্কার পরিধান, পরে আচমনপূর্ব্বক অঞ্জলি বাঁধিয়া মণ্ডপে গমন করিবেন। আর গুরু পূর্ব্বমত শিষ্যকে দর্ভাসনে উপবেশন করাইয়া মণ্ডপে দেবপূজাপূর্ব্বক করন্যাস করিবেন এবং শিবকে ধ্যান করত ভস্মে শিষ্যের অঙ্গলেপন ও শিবনাম উচ্চারণ করিবেন। ৪৪—৫৯। আর মাতৃকান্যাস-পদ্ধতিতে শিষ্যের দহনপ্লাবনাদি ও সকলীকরণ করিয়া সেই শিষ্যের মস্তকে শিবাসন ধ্যান করত তাহাতে মনে মনে শিবকে আবাহন করিয়া তাঁহার মানসিক পূজা করিবেন ও প্রাঞ্জলি হইয়া শিবসকাশে "নিয়ত ইহাতে অবস্থান করুন" এই প্রার্থনাপূর্ব্বক শিষ্যকে শিবতেজে দেদীপ্যমান স্মরণ করিবেন। তাহার পর শিবপূজা করিয়া শিবাত্মিকা শৈবী আজ্ঞা লাভ করত শিষ্যের কর্ণে শনৈঃ-শনৈঃ শিবমন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। শিষ্য অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক তদ্গতমনা হইয়া মন্ত্র শ্রবণ করত গুরু-আজ্ঞায় শনৈঃ-শনৈঃ মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। শিব-মন্ত্রদীক্ষা হইলে মন্ত্রবিচক্ষণ গুরু শাক্তমন্ত্র মন্দ মন্দ ভাবে উচ্চারণ করত শিষ্যকে উপদেশ দান করিয়া তাহাকে মঙ্গল আদেশ করিবেন। তাহার পর গুরু বাচ্য-বাচক-যোগে সংক্ষেপে মন্ত্রার্থ উপদেশ, ঈশ্বররূপ, যোগ ও আসন শিক্ষা দিবেন। এইরূপ উপদেশ পাইয়া শিষ্য শিব, অগ্নি, গুরু-সন্নিধানে এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া দীক্ষা-বাক্য উচ্চারণ করিবে যে, বরং প্রাণত্যাগ হউক অথবা শিরশ্ছেদন হউক, তথাপি ভগবান্ ত্রিলোচনের পূজা না করিয়া কখনও ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইব না। এইরূপে প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক শিষ্য শিবনিষ্ঠাসম্পন্ন, শিবপরায়ণ ও সংযত হইয়া যে পর্য্যন্ত মোহ বিপর্য্যয় না হয়, তাবৎকাল নিয়ত ভগবান্ ভূতভাবনের আরাধনা করিবে। তাহার পর সেই শিষ্য শিবাশ্রমে সময় নামে প্রসিদ্ধ হইবে। শিষ্যও অধিকারী হইয়া গুরু-অজ্ঞা-পালক এবং গুরুর অধীন হইবে। অনন্তর গুরু করন্যাস করিয়া স্বহস্তে ভস্ম গ্রহণপূর্ব্বক মূলমন্ত্র দ্বারা শিষ্যকে দান করিবেন এবং অভিমন্ত্রিত রুদ্রাক্ষ দান করিবেন আর দেবপ্রতিমা কিংবা লিঙ্গময় দেহ ও সম্ভব হইলে পূজা-হোমাদি-সাধনও দান করিবেন। গুরু-সকাশে লব্ধসকল তাঁহার আজ্ঞা পাইয়া

আদদীতাজ্ঞয়া তস্য দেশিকস্য ন চান্যথা॥ ৭৩
আচার্য্যাদাপ্তমখিলং শিরস্যাধায় ভক্তিতঃ।
রক্ষয়েৎ পূজয়েচ্ছম্ভুং মঠে বা গৃহ এব বা॥ ৭৪
অতঃ পরং শিবাচারমাদিশেদস্য দেশিকঃ।
ভক্তি-শ্রদ্ধানুসারেণ প্রজ্ঞায়াশ্চানুসারতঃ॥ ৭৫
যদুক্তং যৎ সমাজ্ঞাতং যচ্চ বান্যৎ প্রকীর্ত্তিতম্‌।
শিবাচার্য্যেণ সময়ে তৎ সর্ব্বং শিরসা বহেৎ॥৭৬
শিবাগমস্য গ্রহণং বাচনং শ্রবণং তথা।
দেশিকাদেশতঃ কুর্য্যান্ন স্বেচ্ছাতো ন চান্যতঃ॥৭৭
ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তঃ সংস্কারঃ সময়াহ্বয়ঃ।
সাক্ষাচ্ছিবপুরপ্রাপ্তৌ নৃণাং পরমসাধনম্‌॥ ৭৮

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়া-
মুত্তরভাগে দীক্ষাবিধানং নাম
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

সাদরে গ্রহণ করিবে, নচেৎ নহে। আচার্য্য-সকাশে প্রাপ্তদ্রব্যাদি মস্তকে ধারণ করত ভক্তি-পূর্ব্বক রক্ষা করিবে। আর মঠে কিংবা গৃহে শম্ভুর পূজায় তৎপর থাকিবে। তাহার পর আচার্য্য শিষ্যের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞানুরূপ শিবাচার উপদেশ দিবেন। ঐ সময়-সংস্কারে গুরু যাহা বলিবেন, যাহা আজ্ঞা করিবেন ও যাহা যাহা গুরু কর্তৃক প্রকীর্ত্তিত হইবে, শিষ্য সে সকল মস্তকে বহন করিবেন। শিষ্য ও শিবাগমের গ্রহণ বাচন বা শ্রবণ গুরু-আজ্ঞা পাইলেই করিতে প্রবৃত্ত হইবে। স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক কিংবা অন্য উপদেশে কখনও করিবে না। হে কৃষ্ণ! মনুষ্যদিগের শিবপুর-গমনের যাহা পরম সাধন, সেই সময়নামক সংস্কার এই সংক্ষেপে কথিত হইল। ৬০—৭৮।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

উপমন্যুরুবাচ।

অতঃপরং সমালক্ষ্য গুরুঃ শিষ্যস্য যোগ্যতাম্‌
ষড়ধ্বশুদ্ধিং কুর্ব্বীত সর্ব্ববন্ধবিমুক্তয়ে॥ ১
কলা তত্ত্বঞ্চ ভুবনং বর্ণং পদমতঃ পরম্‌।
মন্ত্রশ্চেতি সমাসেন ষড়ধ্বা পরিপঠ্যতে॥ ২
নিবৃত্ত্যাদ্যাঃ কলাঃ পঞ্চ কলাধ্বা কথ্যতে বুধৈঃ
ব্যাপ্তাঃ কলাভিরিতরে হ্যধ্বানঃ পঞ্চ পঞ্চভিঃ।
শিবতত্ত্বাদি-ভূম্যন্তং তত্ত্বাধ্বা সমুদাহৃতঃ।
ষড়্‌বিংশসংখ্যয়োপেতঃ শুদ্ধাশুদ্ধোভয়াত্মকঃ।
আধারাদ্যুন্মনান্তশ্চ ভুবনাধ্বা প্রকীর্ত্তিতঃ।
বিনা ভেদোপভেদাভ্যাং ষষ্টিসংখ্যাসমন্বিতঃ।
পঞ্চাশদ্রুদ্ররূপাস্তু বর্ণা বর্ণাধ্বসংজ্ঞিতাঃ।
অনেকভেদসম্পন্নঃ পদাধ্বা সমুদাহৃতঃ॥ ৬
মহামন্ত্রোপমন্ত্রাণাং বর্ত্ততেঽবয়বাত্মনা।
প্রধানাবয়বত্বে তু সোঽধ্বা পঞ্চপদাত্মকঃ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

উপমন্যু কহিলেন,—গুরু শিষ্যের যোগ্যতা দেখিয়া তাহার সর্ব্ববন্ধ-বিমুক্তির নিমিত্ত ষড়্‌ শুদ্ধি করিবেন। নিবৃত্তি-প্রতিষ্ঠাদি কলা, ভুবন, বর্ণ, পদ, মন্ত্র এই সংক্ষেপে বলিয়া কথিত হয়। নিবৃত্তি-প্রতিষ্ঠা পাঁচটী কলা কলাধ্ব বলিয়া কথিত হয়। পাঁচটী কলাতে অন্য তত্ত্বাদি পঞ্চমার্গ হইয়া থাকে। শিবতত্ত্বাদি ভূমিতত্ত্ব ছাব্বিশটী তত্ত্বাধ্ব এবং সেই তত্ত্বাধ্ব শুদ্ধ ও অশুদ্ধ এই উভয়াত্মক রূপে হৃত আছে। আধারাদি উন্মনান্ত বিশেষে ভুবনাধ্ব বলিয়া কীর্ত্তিত। ভুবনাধ্ব আবার বিনাভেদ ও ভেদে যাটসংখ্যক কথিত আছে। ষোল ও ককারাদি ক্ষ পর্য্যন্ত চুয়াল্লিশ; পঞ্চাশটী রুদ্ররূপী বর্ণ বর্ণাধ্ব বলিয়া আছে। পদাধ্বকে উপসর্গনিপাত নামক প্রভৃতি অনেক ভেদযুক্ত বলিয়া উপদেশ

সপ্তকোটিমহামন্ত্রা মন্ত্রাধ্বা সমুদাহৃতঃ।
সর্ব্বোঽপি মন্ত্রৈর্মন্ত্রাধ্বা ব্যাপ্তঃ পরমবিদ্যয়া॥ ৮
যথা শিবো ন তত্ত্বেষু গণ্যতে তত্ত্বনায়কঃ।
মন্ত্রাধ্বনি ন গণ্যেত তথাসৌ মন্ত্রনায়কঃ॥ ৯
কলাধ্বনো ব্যাপকত্বং ব্যাপ্যত্বঞ্চেতরাধ্বনাম্।
ন বেত্তি তত্ত্বতো যঃ স নৈবার্হত্যধ্বশোধনম্॥ ১০
ষড়্বিধস্যাধ্বনো রূপং ন যেন বিদিতং ভবেৎ।
ব্যাপ্য-ব্যাপকতা তেন জ্ঞাতুমেব ন শক্যতে॥ ১১
তস্মাদধ্বস্বরূপঞ্চ ব্যাপ্য-ব্যাপকতাং তথা।
যথাবদবগম্যৈব কুর্য্যাদধ্ববিশোধনম্॥ ১২
কুণ্ডমণ্ডলপর্য্যন্তং তত্র কৃত্বা যথা পুরা।
দ্বিহস্তমানং কুর্ব্বীত প্রাচ্যাং কলশমণ্ডলম্॥ ১৩
ততঃ স্নাতঃ শিবাচার্য্যঃ সশিষ্যঃ কৃতনৈত্যকঃ।
প্রবিশ্য মণ্ডলং শম্ভোঃ পূজাং পূর্ব্ববদাচরেৎ॥ ১৪

অত্রাঢ়কাবরৈঃ সিদ্ধং তণ্ডুলৈঃ পায়সং প্রভোঃ।
অর্দ্ধং নিবেদ্য হোমার্থং শেষং সমুপকল্পয়েৎ॥ ১৫
পুরতঃ কল্পিতে বাথ মণ্ডলে বর্ণমণ্ডিতে।
স্থাপয়েৎ পঞ্চ কলশান্ দিক্ষু মধ্যে চ দেশিকঃ॥
তেষু ব্রহ্মাণি মূলার্ণৈর্বিন্দু-নাদসমন্বিতৈঃ।
নমাদ্যৈশ্চ যকারান্তৈঃ কল্পয়েৎ কল্পবিত্তমঃ॥ ১৭
ঈশানং মধ্যমে কুম্ভে পুরুষং পুরতঃ স্থিতে।
অঘোরং দক্ষিণে বামে বামং সদ্যঞ্চ পশ্চিমে॥ ১৮
রক্ষাং বিধায় মুদ্রাঞ্চ বদ্ধা কুম্ভাভিমন্ত্রণম্।
কৃত্বা শিবানলে হোমং প্রারভেত যথা পুরা॥ ১৯
যদর্দ্ধং পায়সং পূর্ব্বং হোমার্থমুপকল্পিতম্।
হুত্বা শিষ্যস্য তচ্ছেষং ভোক্তুং সমুপকল্পয়েৎ॥ ২০
তর্পণান্তঞ্চ মন্ত্রাণাং কৃত্বা কর্ম্ম যথা পুরা।
হুত্বা পূর্ণাহুতিং তেষাং ততঃ কুর্য্যাৎ প্রদীপনম্॥
ওঙ্কারাদনু হুঙ্কারং ততো মূলং ফড়ন্তকম্।
স্বাহান্তং দীপনে প্রাহুরঙ্গানি চ যথাক্রমম্॥ ২২

আর সাত-কোটি মহামন্ত্র মন্ত্রাধ্ব বলিয়া উদাহৃত আছে ও ঐ মন্ত্রাধ্ব মহামন্ত্র ও উপ-মন্ত্রের অবয়বাত্মক হয়। আর প্রধানভূত ঈশানাদি মন্ত্রের অবয়বাত্মক হইলে ঐ মন্ত্রাধ্ব পঞ্চপদাত্মক হইয়া থাকে এবং ঐ মন্ত্রাধ্ব সকলই নিখিল মন্ত্র ও পঞ্চাক্ষর-মন্ত্ররূপা পরম বিদ্যায় পরিব্যাপ্ত বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। যেমন তত্ত্বনায়ক শিব তত্ত্বমধ্যে গণ্য হন না, সেইরূপ ঐ মন্ত্রনায়ক শিব মন্ত্রাধ্ব মধ্যে গণিত হন না। যে ব্যক্তি কলাধ্বের ব্যাপকত্ব ও ইতর অধ্বের ব্যাপ্যত্ব যথার্থরূপে জানিতে পারে না, সে ষড়ধ্বশুদ্ধি করিতে অক্ষম হয়। ১—১০। যে ব্যক্তি ষড়্বিধ অধ্বের স্বরূপ নীতি অনুসারে অবগত হইতে পারে, সেই ব্যাপ্য-ব্যাপকতা জানিতে সক্ষম হয়। অতএব অধ্বস্বরূপ ও ব্যাপ্য-ব্যাপকতা যথাবৎ অবগত হইয়াই অধ্বশোধনকার্য্যে রত হইবে। গুরু পূর্ব্ব অধ্যায়ে কথিতস্থলে কুণ্ড-মণ্ডলাদি পর্য্যন্ত পূর্ব্বমত করিয়া পূর্ব্বদিকে দ্বিহস্তপরিমিত কলশমণ্ডল করিবেন। তাহার পর কৃতস্নানাদি নিত্যক্রিয়গুরু শিষ্যের মণ্ডলে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ববৎ পূজা করিবেন।

তাহার পর চারপ্রস্থপরিমিত অপেক্ষা অধিক তণ্ডুলে পক্ব পায়সের অর্দ্ধভাগ নিবেদন করিয়া শেষ হোমের নিমিত্ত রাখিবেন। অনন্তর পুরোভাগে রচিত বর্ণ চিত্রিত মণ্ডলের চারি-দিকে এবং মধ্যে পাঁচটী কলশ স্থাপন করি-বেন। সেই পঞ্চকলশে পূর্ণবিধিবেত্তা গুরু বিন্দুনাদ সহিত নমাদি-যকারান্ত (নং মং শিং ইত্যাদি) মূলমন্ত্রাক্ষর দ্বারা ব্রহ্মকল্পনা করি-বেন। মধ্যস্থিত কুম্ভে ঈশানকে, পূর্ব্বদিকে স্থিত কুম্ভে পুরুষকে, দক্ষিণস্থে অঘোরকে, বামস্থে (অর্থাৎ উত্তরস্থে) বামকে (বাম-দেবকে) ও পশ্চিমস্থ কুম্ভে সদ্যকে (সদ্যো-জাতকে) আবাহন করিবেন। অনন্তর রক্ষা-বিধান করিয়া মুদ্রারচনাপূর্ব্বক অভিমন্ত্রণ করত শিবকুণ্ডস্থ অগ্নিতে হোম আরম্ভ করিবেন। আর যে শেষার্দ্ধ পায়স, যাহা হোমের জন্য রাখা হইয়াছিল, তাহা হোম করিয়া হুতশেষ শিষ্যের খাইবার জন্য রাখিবেন। আচার্য্য তাহার পর পূর্ব্বমত মন্ত্রের তর্পণ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া তাহাদিগের পূর্ণাহুতি দান করত তাহার পর প্রদীপন করিবেন। ১১—২১। ওঁ হুংকারের

তেষামাহুতয়স্তিস্রো দেয়া দীপনকর্ম্মণি।
মন্ত্রেরেকৈকশস্তৈস্ত বিচিন্ত্যা দীপ্তমূর্ত্তয়ঃ ॥ ২৩
ত্রিগুণং ত্রিগুণীকৃত্য দ্বিজকন্যাকৃতং সিতম্।
সূত্রং সূত্রেণ সংমন্ত্র্য শিখাগ্রে বন্ধয়েচ্ছিশোঃ ॥২৪
চরণাঙ্গুষ্ঠপর্য্যন্তমূর্দ্ধকায়স্য তিষ্ঠতঃ।
লম্বয়িত্বা তু তৎ সূত্রং সুষুম্নাং তত্র যোজয়েৎ ॥২৫
শান্তয়া মুদ্রয়াদায় মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ।
হুত্বাহুতিত্রয়ং তস্যাঃ সান্নিধ্যমুপকল্পয়েৎ ॥ ২৬
হৃদি সন্তাড্য শিষ্যস্য পুষ্পক্ষেপেণ পূর্ব্ববৎ।
চৈতন্যং সমুপাদায় দ্বাদশান্তে নিবেশ্য চ ॥ ২৭
সূত্রং সূত্রেণ সংযোজ্য সংরক্ষ্যাস্ত্রেণ বর্ম্মণা।
অবগুণ্ঠ্যাথ তৎ সূত্রং শিষ্যদেহং বিচিন্তয়েৎ ॥২৮
মলত্রয়মলং ভোগ-ভোগ্য-ভোক্তৃত্বলক্ষণম্।
বিষয়েন্দ্রিয়দেহাদি জনকং তস্য ভাবয়েৎ ॥ ২৯

ব্যোমাদিভূতরূপিণ্যঃ শান্ত্যতীতাদয়ঃ কলাঃ
সূত্রে স্বনামভির্যোজ্যাঃ পূজ্যাশ্চৈব নমোযুতৈঃ ॥
অথবা ভূতবীজৈস্তাঃ কৃত্বা পূর্ব্বোদিতং ক্রমাৎ।
ততো মলাদেস্তত্ত্বাদৌ ব্যাপ্তিং সমবলোকয়েৎ।
কলাব্যাপ্তিং মলাদৌ চ হুত্বা সন্দীপয়েৎ কলাঃ
শিষ্যং শিরসি সন্তাড্য তত্র দেহে যথাক্রমম্ ॥৩২
শান্ত্যতীতপদে সূত্রং লাঞ্ছয়েন্মন্ত্রমুচ্চরন্।
এবং কৃত্বা নিবৃত্ত্যন্তং শান্ত্যতীতাদ্যনুক্রমাৎ ॥৩৩
হুত্বাহুতিত্রয়ং পশ্চান্মণ্ডলে চ শিবং যজেৎ।
দেবস্য দক্ষিণে শিষ্যমুপবেশ্যোত্তরামুখম্ ॥ ৩৪
সদর্ভে মণ্ডলে দদ্যাদ্ধোমশিষ্টং চরুং গুরুঃ।
শিষ্যস্তদ্‌গুরুণা দত্তং সংকৃত্য শিবপূর্ব্বকম্ ॥৩৫
ভুক্ত্বা পশ্চাদ্দ্বিরাচম্য শিবমন্ত্রমুদীরয়েৎ।
অপরে মণ্ডলে দদ্যাৎ পঞ্চগব্যং তথা গুরুঃ ॥৩৬
সোঽপি তচ্ছক্তিতঃ পীত্বা দ্বিরাচম্য শিবং স্মরেৎ
তৃতীয়ে মণ্ডলে শিষ্যমুপবেশ্য যথা পুরা ॥ ৩৭

পর মূলমন্ত্র, তাহার পর ফট্ স্বাহা ইহারা দীপনকর্ম্মে যথাক্রমে অঙ্গ বলিয়া কথিত হয়। সেই অঙ্গের দীপনকার্য্যে সেই মন্ত্র দ্বারা আহুতির দেদীপ্যমান মূর্ত্তি চিন্তা করত এক এক করিয়া তিন আহুতি দান করিবেন। দ্বিজকন্যা-নির্ম্মিত ত্রিগুণ শ্বেতবর্ণসূত্র আবার তিনগুণ ও অভিমন্ত্রিত করিয়া সূত্রান্তর দ্বারা শিষ্যের শিখাগ্রে বাঁধিবেন। সেই সূত্রকে আবার উর্দ্ধকায় হইয়া অবস্থিত শিষ্যের চরণের অঙ্গুষ্ঠ-অঙ্গুলি পর্য্যন্ত লম্বমান করিয়া সেই সূত্রে তালু মধ্যগত সুষুম্না নাড়ী যোজন করিবেন। মন্ত্রবিৎ গুরু মূলমন্ত্রে শান্তমুদ্রা দ্বারা সেই সূত্রকে গ্রহণ করিয়া আহুতিত্রয় দান করত সেই সূত্রে ঐ মুদ্রার সান্নিধ্য কল্পনা করিবেন। তাহার পর পূর্ব্বমত পুষ্পক্ষেপণে শিষ্যের হৃদয়ে তাড়না করিয়া তাহার চৈতন্য গ্রহণ করত একাদশ তত্ত্বের আধার ঈশ্বরে নিবেশিত করিয়া সূত্রান্তরে সূত্রকে সংযুক্ত করিবেন। অনন্তর অস্ত্রের (ফট্) দ্বারা রক্ষা করিয়া বর্ম্মের (হুং) দ্বারা বেষ্টন করত সূত্রকে শিষ্যদেহ চিন্তা করিবেন এবং সেই শিষ্যের বিষয়, ইন্দ্রিয় ও দেহাদির জনক ও ভোগ, ভোগ্য, ভোক্তৃত্বের কারণ জন্ম-কর্ম্ম-আয়ুষ্য মলত্রয় চিন্তা করিবেন। আকা-

শাদিভূতরূপিণী শান্ত্যতীতাদি কলাকে সেই সূত্রে শান্ত্যতীত প্রভৃতি স্ব স্ব নামে যোজন করিবেন ও 'নমঃ' যুক্ত করিয়া সেই সেই নামে তাহাদিগকে পূজা করিবেন। কিংবা আকা-শাদিবীজ দ্বারা সে সকল পূর্ব্বোক্ত কার্য্য করি- তত্ত্বাদিতে মলাদির ব্যাপ্তি অবলোকন করিবে- আর মলাদিতে আর ব্যাপ্তিও অবলোকন কর- হোম করিয়া সেই দেহে শিষ্যের মস্তকে পূর্ব- মত তাড়নপূর্ব্বক কলাসকল প্রকাশ করিবে- সূত্রের শান্ত্যতীতনামক অংশে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্ব- চিহ্ন দিবে, নিবৃত্তি পর্য্যন্ত এইরূপ ক্রম অ- লম্বনীয়। পরে আহুতিত্রয় দিয়া মণ্ডলে পূ- রায় শিবপূজা করিবেন। আর শিষ্যকে দেবে- দক্ষিণে উত্তরমুখ করিয়া বসাইবেন। ২১—৩৪ অনন্তর দর্ভযুক্ত মণ্ডলে হোমাবশিষ্ট চরু শিষ্য- দান করিবেন। শিষ্যও সেই গুরুদত্ত চ- পাইয়া সংস্কার করত ভোজন করিবে। তাহা- পর দুইবার আচমন করিয়া শিব মন্ত্র উচ্চা- করিবে। গুরু তাহার পর অপর মণ্ডলে পঞ্চ- গব্য দান করিবেন, শিষ্যও যথাশক্তি ঐ পঞ্চ- খাইয়া পূর্ব্ববৎ দুইবার আচমন করিয়া ...

প্রদদ্যাদ্দন্তপবনং যথাশাস্ত্রোক্তলক্ষণম্।
অগ্রেণ তস্য মৃদুনা প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ॥ ৩৮
বাচং নিয়ম্য চাসীনঃ শিষ্যো দন্তান্ বিশোধয়েৎ।
প্রক্ষাল্য দন্তপবনং ত্যক্ত্বাচম্য শিবং স্মরেৎ॥৩৯
প্রবিশেদ্দেশিকাদিষ্টঃ প্রাঞ্জলিঃ শিবমণ্ডলম্।
ত্যক্তং তদ্দন্তপবনং দৃশ্যতে গুরুণা যদি॥ ৪০
প্রাগুদক্পশ্চিমে চাগ্রং শিবমন্যচ্ছিবেতরৎ।
অশস্তাশামুখে তস্মিন্ গুরুস্তদ্দোষশান্তয়ে॥ ৪১
শতমর্দ্ধং তদর্দ্ধং বা জুহুয়ান্মূলমন্ত্রতঃ।
ততঃ শিষ্যং সমালভ্য জপিত্বা কর্ণয়োঃ শিবম্॥৪২
দেবস্য দক্ষিণে ভাগে তং শিষ্যমধিবাসয়েৎ।
অহতাস্তরণাস্তীর্ণে স দর্ভশয়নে শুচিঃ॥ ৪৩
মন্ত্রিতেঽন্তঃশিবং ধ্যায়ন্ প্রাক্শিরস্কো নিশিস্বপেৎ
শিখায়াং বদ্ধসূত্রস্য শিখয়া তচ্ছিখাং গুরুঃ॥ ৪৪
আবেষ্ট্যাহতবস্ত্রেণ তমাচ্ছাদ্য চ বর্ম্মণা।
রেখাত্রয়ঞ্চ পরিতো ভস্মনা তিলসর্ষপৈঃ॥ ৪৫
কৃত্বাস্ত্রজপ্তৈস্তদ্বাহে দিগীশানাং বলিং হরেৎ।
শিষ্যোঽপি পরতোঽনশ্নন্ কৃত্বৈবমধিবাসনম্॥৪৬
প্রবুধ্যোত্থায় গুরবে স্বপ্নং দৃষ্টং নিবেদয়েৎ।
ততঃ স্নানাদিকং সর্ব্বং সমাপ্যাচার্য্যচোদিতঃ॥ ৪৭
গচ্ছেদ্বদ্ধাঞ্জলির্ধ্যায়ন্ শিবমণ্ডলপার্শ্বতঃ।
অথ পূজাং বিনা সর্ব্বং কৃত্বা পূর্ব্বদিনে যথা॥৪৮
নেত্রবন্ধনপর্য্যন্তং দর্শয়েন্মণ্ডলং গুরুঃ।
বদ্ধনেত্রেণ শিষ্যেণ পুষ্পাবকিরণে কৃতে॥ ৪৯
যত্রাপতন্তি পুষ্পাণি তস্য নামাস্য সন্দিশেৎ।
ততোঽপনীয় নির্ম্মাল্যং মণ্ডলেঽস্মিন্ যথা পুরা॥
পূজয়েদ্দেবমীশানং জুহুয়াচ্চ শিবানলে।
শিষ্যেণ যদি দুঃস্বপ্নো দৃষ্টস্তদ্দোষশান্তয়ে॥ ৫১
শতমর্দ্ধং তদর্দ্ধং বা জুহুয়ান্মূলবিদ্যয়া।
ততঃ সূত্রং শিখাবদ্ধং লম্বয়িত্বা যথা পুরা॥ ৫২
আধারপূজাপ্রভৃতি যন্নিবৃত্তিকলাশ্রয়ম্।

স্মরণ করিবে। আবার গুরু পূর্ব্বমত তৃতীয় মণ্ডলে শিষ্যকে উপবেশন করাইয়া শাস্ত্রোক্ত লক্ষণানুসারে দন্তকাষ্ঠ দান করিবেন। শিষ্যও সেই দন্তকাষ্ঠ পাইয়া পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ উপবেশন করত নির্ব্বাক্ হইয়া সেই দন্তকাষ্ঠের মৃদু অগ্র দ্বারা দন্তবিশোধন করিবে। তাহার পর দন্তকাষ্ঠ প্রক্ষালনপূর্ব্বক ত্যাগ করিয়া আচমন করত শিবস্মরণ করিবে। তাহার পর শিষ্য গুরু-আদেশ লাভ করত কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক শিবমণ্ডলে প্রবেশ করিবে। গুরু যদি সেই পরিত্যক্ত দন্তকাষ্ঠ অবলোকন করেন, পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিমদিকে সেই দন্তকাষ্ঠের অগ্র থাকিলে শুভ, তদ্ব্যতিরিক্ত অশুভ। তবে অপ্রশস্তদিকে অগ্র থাকিলে গুরু তাহার শান্তির নিমিত্ত শত কিংবা তাহার অর্দ্ধ অথবা সেই অর্দ্ধের অর্দ্ধ হোম করিবেন। তাহার পর গুরু শিষ্যকে স্পর্শ করত তাহার কর্ণে শিবনাম জপ করিয়া অখণ্ড আস্তরণযুক্ত সদর্ভ-শয্যায় দেবের দক্ষিণভাগে তাহাকে শয়ন করাইবেন। শিষ্যও অন্তরে শিবকে ধ্যান করত পূর্ব্বশিরাঃ হইয়া মন্ত্রিত শয্যায় শয়ন করিবে। তাহার পর গুরু শিষ্যের শিখাবদ্ধ-সূত্রের অগ্রভাগ দ্বারা শিষ্যের শিখা বেষ্টন করিয়া অখণ্ডবস্ত্রে বর্ম্ম (হুং) দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিবেন এবং চতুর্দ্দিকে রেখাত্রয় করিয়া তাহার বাহিরে অস্ত্র (ফট্) মন্ত্রে জপ, ভস্ম, তিল ও সর্ষপে দিক্পতিগণকে বলি দিবেন। শিষ্যও উপবাসী হইয়া এইরূপে শয়ন করিবে, পরদিন প্রবুদ্ধ হইয়া দৃষ্টস্বপ্ন গুরুকে নিবেদন করিবে। তাহার পর গুরু-আজ্ঞায় স্নানাদি কার্য্য সমাপন করিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক শিবমণ্ডলে গমন করিবে। অনন্তর গুরু পূজা ভিন্ন পূর্ব্বদিনমত নেত্রবন্ধন পর্য্যন্ত সকল করিয়া মণ্ডল দর্শন করাইবেন। শিষ্য বদ্ধনেত্র হইয়া পুষ্পক্ষেপণ করিলে, যাহাতে পুষ্পসকল পতিত হইবে, তাহার নামে ঐ শিষ্যের নাম করিবেন। তাহার পর নির্ম্মাল্যসকল নিক্ষেপ করিয়া পূর্ব্বমত দেব ঈশানের পূজা ও অনলে হোম করিবেন। শিষ্য যদি দুঃস্বপ্ন দেখিয়া থাকে, তাহা হইলে, সেই দোষশান্তির নিমিত্ত, শত অথবা তাহার অর্দ্ধ কিংবা সেই অর্দ্ধেরও অর্দ্ধ মূলমন্ত্রে হোম করিবেন। তাহার পর শিখাবদ্ধ-সূত্রকে লম্বমান করিয়া, যাহা নিবৃত্তিকলার আশ্রিত, সেই সকল আধার-

বাগীশ্বরীপূজনান্তং কুর্য্যাদ্ধোমপুরঃসরম্॥ ৫৩
অথ প্রণম্য বাগীশাং নিবৃত্তের্ব্যাপিকাং সতীম্।
মণ্ডলে দেবমভ্যর্চ্চ্য হুত্বা চৈবাহুতিত্রয়ম্॥ ৫৪
প্রার্থয়েচ্চ শিশোঃ প্রাপ্তিং যুগপৎ সর্ব্বযোনিষু।
সূত্রদেহেঽথ শিষ্যস্য তাড়ন-প্রোক্ষণাদিকম্॥ ৫৫
কৃত্বাত্মানং সমাদায় দ্বাদশান্তে নিবেদ্য চ।
ততোঽপ্যাদায় মূলেন মুদ্রয়া শাস্ত্রদৃষ্টয়া॥ ৫৬
যোজয়েন্মনসাচার্য্যো যুগপৎ সর্ব্বযোনিষু।
দেবানাং জাতয়শ্চাষ্টৌ তিরশ্চাং পঞ্চ জাতয়ঃ॥৫৭
জাত্যৈকয়া মানুষয়া যোনয়শ্চ চতুর্দ্দশ।
তাসু সর্ব্বাসু যুগপৎ প্রবেশায় শিশোর্ধিয়া॥ ৫৮
বাগীশান্যাং যথান্যায়ং শিষ্যাত্মানং নিবেশয়েৎ।
গর্ভনিষ্পত্তয়ে দেবং সম্পূজ্য প্রণিপত্য চ॥ ৫৯
হুত্বা চৈব যথান্যায়ং নিষ্পন্নং তদনু স্মরেৎ।
নিষ্পন্নস্যৈবমুৎপত্তিমনুবৃত্তিঞ্চ কর্ম্মণঃ॥ ৬০
আর্জ্জবং ভোগনিষ্পত্তিং কুর্য্যাৎ প্রীতিংপরাংতথা
নিষ্কৃত্যর্থঞ্চ জাত্যায়ুর্ভোগসংস্কারসিদ্ধয়ে॥ ৬১

হুত্বাহুতিত্রয়ং দেবং প্রার্থয়েদ্দেশিকোত্তমঃ।
ভোক্তৃত্ববিষয়াসঙ্গমলং তৎকার্য্যশোধনম্॥ ৬২
কৃত্বৈবমেব শিষ্যস্য ছিন্দ্যাৎ পাশত্রয়ং ততঃ।
নিবৃত্ত্যা পরিবদ্ধস্য পাশস্যাত্যন্তভেদনম্॥ ৬৩
কৃত্বা শিষ্যস্য চৈতন্যং স্বচ্ছং মন্যেত কেবলম্।
হুত্বা পূর্ণাহুতিং বহ্নৌ ব্রহ্মাণং পূজয়েৎ ততঃ॥
হুত্বাহুতিত্রয়ং তস্মৈ শিবাজ্ঞামনুসন্দিশেৎ।
পিতামহ ত্বয়া নাস্য যাতুঃ শৈবং পরং পদম্॥
প্রতিবন্ধো বিধাতব্যঃ শৈবাজ্ঞৈষা গরীয়সী।
ইত্যাদিশ্য তমভ্যর্চ্চ্য বিসৃজ্য চ বিধানতঃ॥ ৬৬
সমভ্যর্চ্চ্য মহাদেবং জুহুয়াদাহুতিত্রয়ম্।
নিবৃত্ত্যা শুদ্ধমুদ্ধৃত্য শিষ্যাত্মানং যথা পুরা॥
নিবেশ্যাত্মনি সূত্রে চ বাগীশাং পূজয়েৎ ততঃ।
হুত্বাহুতিত্রয়ং তস্মৈ প্রণম্য চ বিসৃজ্য তাম্॥
কুর্য্যান্নিবৃত্তেঃ সন্ধানং প্রতিষ্ঠাকলয়া সহ।

পূজা প্রভৃতি বাগীশ্বরী-পূজা পর্য্যন্ত পূর্ব্বমত হোমপূর্ব্বক করিবেন। ৩৫—৫৩। অনন্তর গুরু নিবৃত্তিব্যাপিকা সতী বাগীশ্বরীকে প্রণাম করিয়া মণ্ডলে দেবের অভ্যর্চ্চনা ও আহুতিত্রয় দান করত শিষ্যের বক্ষ্যমাণ চতুর্দ্দশযোনিতে এককালীন প্রাপ্তি প্রার্থনা করিবেন। তাহার পর শিষ্যের সূত্র দেহে তাড়ন-প্রোক্ষণাদি করিয়া তাহার আত্মাকে সেই একাদশ-তত্ত্বের আধার ঈশ্বরে নিবেশিত করিবেন, তাহা হইতেও আবার মূলমন্ত্রে শাস্ত্রদৃষ্ট মুদ্রা দ্বারা আত্মাকে গ্রহণ করত এককালীন সকল চতুর্দ্দশ-যোনিতে যুক্ত করিবেন। দেবতাদিগের আট-যোনি, পশুপক্ষীর পাঁচ ও মনুষ্যের এক যোনি এই চতুর্দ্দশ যোনিতে শিষ্যাত্মার ইচ্ছানুসারে প্রবেশ নিমিত্ত ঐ শিষ্যাত্মাকে বাগীশ্বরীতে নিবেশ করিবেন। গর্ভ-নিষ্পত্তি নিমিত্ত দেবদেবকে পূজা করত প্রণাম ও তাহার হোম করিয়া "গর্ভ নিষ্পন্ন হইয়াছে" ইহাই চিন্তা করিবেন। গর্ভনিষ্পত্তির পর জন্ম, কর্ম্মানুবৃত্তি, সারল্য, ভোগনিষ্পত্তি এবং পরমা প্রীতি এই

সব ভাবনা করিয়া শিষ্যের নিষ্কৃতির জন্য, জাতি, আয়ু এবং ভোগের শোধনার্থ গুরুদেব, আহুতিত্রয় প্রদানপূর্ব্বক দেবদেবের নিকট প্রার্থনা করিবেন। এইরূপে ভোগ, বিষয়াসঙ্গ এবং তৎশোধন করিয়া গুরু শিষ্যের জাতি, আয়ু ভোগ অর্থাৎ কর্ম্মরূপ পাশত্রয় ছেদন করিবেন এবং নিবৃত্তিতে পরিবদ্ধপাশের অত্যন্ত ছেদ করিয়া শিষ্যের চৈতন্যকে কেবল স্বচ্ছ বলিয়া অবগত হইবেন। তাহার পর পূর্ণাহুতি দিয়া ব্রহ্মাকে পূজা করিবেন এবং ব্রহ্মার উদ্দেশে আহুতিত্রয় দান করিয়া এই শিবাজ্ঞা অবগত করাইবেন, যে, হে পিতামহ আপনি পরম শৈব-পদে গমনকারী এই শিষ্যের প্রতিবন্ধক হইবেন না। ইহাই শিবের গরীয়সী আজ্ঞা। এই আদেশ করিয়া পুনরায় তাঁহার পূজা করত যথাবিধি বিসর্জ্জন করিবেন। ৫৪—৬৬। অনন্তর মহাদেবকে পূজা করিয়া আহুতিত্রয় দান করিবেন। তাহার পর নিবৃত্তি কলায় শুদ্ধ শিষ্যাত্মাকে উদ্ধার করত পূর্ব্ববৎ আত্মাতে ও সূত্রেতে নিবেশিত করিয়া বাগীশানীর পূজা করিবেন ও তাঁহার উদ্দেশে আহুতিত্রয় দান ও প্রণামপূর্ব্বক

সন্ধানে যুগপৎ পূজাং কৃত্বা হুত্বাহুতিত্রয়ম্ ॥ ৬৯
শিষ্যাত্মনঃ প্রতিষ্ঠায়াং প্রবেশস্তথ ভাবয়েৎ।
ততঃ প্রতিষ্ঠামাবাহ্য কৃত্বাশেষং পুরোদিতম্ ॥ ৭০
তদ্ব্যাপ্তিং ব্যাপিকাং তস্য বাগীশানীঞ্চ ভাবয়েৎ।
পূর্ণেন্দুমণ্ডলপ্রখ্যাং কৃত্বা শেষঞ্চ পূর্ব্ববৎ ॥ ৭১
বিষ্ণবে সন্দিশেদাজ্ঞাং শিবস্য পরমাত্মনঃ।
বিষ্ণোর্বিসর্জ্জনাদ্যঞ্চ কৃত্বা শেষঞ্চ বিদ্যয়া ॥ ৭২
প্রতিষ্ঠামনুসন্ধায় তস্যাঞ্চাপি যথা পুরা।
কৃত্বানুচিন্ত্য তদ্ব্যাপ্তিং বাগীশাঞ্চ যথাক্রমম্ ॥ ৭৩
দীপ্তাগ্নৌ পূর্ণহোমান্তং কৃত্বা শেষঞ্চ পূর্ব্ববৎ।
নীলরুদ্রমুপস্থায় তস্মৈ পূজাদিকং তথা ॥ ৭৪
কৃত্বা কর্ম্ম শিবাজ্ঞাঞ্চ দদ্যাৎ পূর্ব্বোক্তবর্ত্মনা।
ততস্তমপি চোদ্বাস্য কৃত্বা তস্যাথ শান্তয়ে ॥ ৭৫
বিদ্যাকলাং সমাধায় তদ্ব্যাপ্তিঞ্চাবলোকয়েৎ।
স্বাত্মনো ব্যাপিকাং তদ্বদ্বাগীশাঞ্চ যথা পুরা ॥৭৬
বালার্কসদৃশাকারাং ভাসয়ন্তীং দিশো দশ।
ততঃ শেষং যথাপূর্ব্বং কৃত্বা দেবং মহেশ্বরম্ ॥৭৭
আবাহ্যারাধ্য হুত্বাস্মৈ শিবাজ্ঞাং মনসাদিশেৎ।
মহেশ্বরং ততোৎসৃজ্য কৃত্বা পঞ্চকলামিমাম্ ॥৭৮
শান্ত্যতীতাং কলাং নীত্বা তদ্ব্যাপ্তিমবলোকয়েৎ।
স্বাত্মনো ব্যাপিকাং তদ্বদ্বাগীশাঞ্চ বিচিন্তয়েৎ ॥৭৯
নভোমণ্ডলসঙ্কাশাং পূর্ণান্তঞ্চাপি পূর্ব্ববৎ।
কৃত্বা শেষং বিধানেন সমভ্যর্চ্চ্য সদাশিবম্ ॥ ৮০
তস্মৈ সমাদিশেদাজ্ঞাং শম্ভোরমিতকর্ম্মণঃ।
তত্রাপি চ যথাপূর্ব্বং শিবং শিরসি পূর্ব্ববৎ ॥৮১
সমভ্যর্চ্চ্য চ বাগীশাং প্রণম্য চ বিসর্জ্জয়েৎ।
ততঃ শিবেন সম্প্রোক্ষ্য শিষ্যং শিরসি পূর্ব্ববৎ ॥
বিলয়ং শান্ত্যতীতায়াঃ শক্তিতত্ত্বেৎথ চিন্তয়েৎ।
ষড়ধ্বনঃ পরে পারে সর্ব্বাধ্বব্যাপিনীং পরাম্ ॥৮৩
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশাং শৈবীং শক্তিঞ্চ চিন্তয়েৎ।
তদগ্রে শিষ্যমানীয় শুদ্ধস্ফটিকনির্ম্মলম্ ॥ ৮৪

বিসর্জ্জন করিবেন। এইরূপ করিয়া নিবৃত্তি-কলার প্রতিষ্ঠাকলার সহিত সন্ধান করিবেন। সন্ধানকালে যুগপৎ পূজা ও আহুতিত্রয় দান করিয়া শিষ্যাত্মার প্রতিষ্ঠাকলাতে প্রবেশ চিন্তা করিবেন। তাহার পর প্রতিষ্ঠাকে আবাহন করিয়া অন্য কার্য্য পূর্ব্বমত করিবেন এবং সেই প্রতিষ্ঠাকলার ব্যাপ্তি ও তাহার ব্যাপিকা বাগীশ্বরীকে পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলসদৃশী চিন্তা করিবেন। ও অন্যান্য কার্য্য পূর্ব্ব মত করিবেন। অনন্তর পরমাত্মা শিবের ঐ আজ্ঞা বিষ্ণু-উদ্দেশে আদেশ করিয়া ঐ বিষ্ণুর বিসর্জ্জনপ্রভৃতি কার্য্য পূর্ব্ববৎ করিবেন। তাহার পর ঐ প্রতিষ্ঠা-কলার বিদ্যার সহিত সন্ধান করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় যথাক্রমে তাহার ব্যাপ্তি ও তাহার ব্যাপিকা বাগীশ্বরীকে পূর্ব্বমত পূর্ণচন্দ্র-সদৃশী চিন্তা করিবেন। অনন্তর প্রদীপ্ত অগ্নিতে পূর্ণহোম পর্য্যন্ত ও পূর্ব্বমত অন্যান্য কার্য্য করিয়া নীল-রুদ্রকে আবাহন করত পূর্ব্ববৎ, পূজাদি পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিতে শিবাজ্ঞা অবগত করাইবেন এবং তাঁহারও পূর্ব্ববৎ বিসর্জ্জন প্রভৃতি কার্য্য করিয়া শান্তিকলাতে বিদ্যাকলাকে নিবেশিত করত তাঁহার ব্যাপ্তি ও তদ্ব্যাপিকা বাগীশ্বরীকে "বালার্কসদৃশ আকারে দশদিক্ ভাসিত করিতে-ছেন"এইরূপ চিন্তা করিবেন। তাহার পর অন্যান্য কার্য্য পূর্ব্বমত করিয়া দেব মহেশ্বরকে আবাহন পূর্ব্বক পূজা হোম প্রভৃতিতে আরাধনা করত মনে মনে শিবাজ্ঞা জানাইবেন। তাহার পর মহেশ্বরকে বিসর্জ্জন করিয়া শান্তিতে পঞ্চমকলা শান্ত্যতীতাকে স্থাপিত করিয়া তদ্ব্যাপ্তি ও তাহার ব্যাপিকা বাগীশানীকে পূর্ণা নভোমণ্ডল-সদৃশী চিন্তা করত যথাবিধি পূর্ব্বমত শেষকার্য্য করিয়া সদাশিবকে আবাহন করিয়া অর্চ্চনা করিবেন। ৬৭—৮০। তাহার পর গুরু সেই সদাশিব-উদ্দেশে অমিতকর্ম্মা শম্ভুর ঐ আজ্ঞা জানাইবেন এবং সেই শিষ্যমস্তকে পূর্ব্বমত শিবকে অর্চ্চনা করিয়া বাগীশ্বরীকে প্রণাম করত বিসর্জ্জন করিবেন। তাহার পর পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় শিষ্যমস্তক প্রক্ষালন করিয়া শিবের সহিত শান্ত্যতীতা-কলার শক্তিতত্ত্বে বিলয় চিন্তা করিবেন। অনন্তর গুরু ষড়ধ্বের পরপারে অবস্থিতা ও সর্ব্বাধ্বব্যাপিনী কোটিসূর্য্য-সদৃশী পরমা শৈবী শক্তিকে চিন্তা করিবেন। এইরূপ চিন্তার পর বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল শিষ্যকে

প্রক্ষাল্য কর্ত্তরীং পশ্চাচ্ছিবশাস্ত্রোক্তমার্গতঃ।
কুর্য্যাৎ তস্য শিখাচ্ছেদং সহ সূত্রেণ দেশিকঃ ॥৮৫
ততস্তাং গোময়ে ন্যস্য শিবাগ্নৌ জুহুয়াচ্ছিখাম্।
বৌষড়ন্তেন মূলেন পুনঃ প্রক্ষাল্য কর্ত্তরীম্ ॥ ৮৬
হস্তৌ চ শিষ্যচৈতন্যং তদ্দেহে বিনিবেশয়েৎ।
ততঃ স্নাতং সমাচান্তং কৃতস্বস্ত্যয়নং শিশুম্ ॥৮৭
প্রবেশ্য মণ্ডলাভ্যাসং প্রণিপত্য চ দণ্ডবৎ।
পূজাং কৃত্বা যথান্যায়ং ক্রিয়াবৈকল্যশুদ্ধয়ে ॥ ৮৮
উপাংশূচ্চারযোগেন জুহুয়াদাহুতিত্রয়ম্।
পুনঃ সম্পূজ্য দেবেশং মন্ত্রবৈকল্যশুদ্ধয়ে ॥ ৮৯
মানসোচ্চারযোগেন জুহুয়াদাহুতিত্রয়ম্।
ততঃ শিবং সমারাধ্য মণ্ডলস্থং সহাম্বয়া ॥ ৯০
হুত্বাহুতিত্রয়ং পশ্চাৎ প্রার্থয়েৎ প্রাঞ্জলির্গুরুঃ।
ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদেন শুদ্ধিরস্য ষড়ধ্বনঃ ॥ ৯১
কৃতা তস্মাৎ পরমং ধাম গময়ৈনং তবাব্যয়ম্।
ইতি বিজ্ঞাপ্য দেবায় নাড়ীসন্ধানপূর্ব্বকম্ ॥ ৯২

পূর্ণান্তং পূর্ব্ববৎ কৃত্বা ততো ভূতানি শোধ
স্থিরাস্থিরে ততঃ শুদ্ধ্যৈ শীতোষ্ণে চ ততঃ
ধ্যায়েদ্ব্যাপ্ত্যৈক্যতাকারে ভূতশোধনকর্ম্মণি।
ভূতানাং গ্রন্থিবিচ্ছেদং কৃত্বা ত্যক্ত্বা সহাধি
ভূতানি স্থিতিযোগেন যোজয়েৎ পরমে শি
বিশোধ্যাস্য তনুং দগ্ধ্বা প্লাবয়িত্বা সুধাকণৈঃ।
স্থাপ্যাত্মানং ততঃ কুর্য্যাদ্বিশুদ্ধাধ্বময়ং বপুঃ
তত্রাদৌ শান্ত্যতীতাস্ত ব্যাপিকাং স্বাধ্বনঃ ক
শুদ্ধামেব শিশোর্মূর্দ্ধ্নি ন্যসেচ্ছান্তিমুখে তথা।
বিদ্যাং গলাদি-নাভ্যন্তং প্রতিষ্ঠাং তদধঃ ক্র
জান্বন্তং তদধো ন্যস্যেন্নিবৃত্তিঞ্চানুচিন্তয়েৎ।
স্ববীজৈঃ সূত্রমন্ত্রঞ্চ ন্যস্যাঙ্গৈস্তং শিবাত্মকম্।
বুদ্ধ্বা তং হৃদয়াম্ভোজে দেবমাবাহ্য পূজয়েৎ।
আশাস্য নিত্যসান্নিধ্যং শিবস্বাত্ম্যং শিশৌ
শিবতেজোময়স্যাস্য শিশোরাপাদয়েদ্গুণান্।

সম্মুখে আনিয়া কর্ত্তরী (অর্থাৎ কাঁচী) প্রক্ষালন করিয়া, পশ্চাৎ সেই কাঁচীতে শিবশাস্ত্রোক্ত-পদ্ধতি অনুসারে সূত্রের সহিত শিষ্যের শিখা ছেদন করিবেন। তাহার পর সেই কাঁচী গোময়ে নিক্ষেপ করিয়া শিবাগ্নিতে ঐ শিখার বৌষড়ন্ত মূলমন্ত্রে আহুতি করিবেন এবং পুনর্ব্বার কাঁচী ও হস্ত প্রক্ষালন করিয়া সেই শিষ্যদেহে শিষ্যের চৈতন্য নিবেশিত করিবেন। তাহার পর কৃতস্নানাচমন ও কৃতস্বস্ত্যয়ন শিষ্যকে মণ্ডল-সমীপে প্রবেশ করাইয়া গুরু দণ্ডবৎ প্রণাম করত কর্ম্মলোপাদির শুদ্ধিবাসনায় যথাবিধি পূজা করিবেন এবং উপাংশু উচ্চারণে আহুতি-ত্রয় দান করিবেন। আবার মন্ত্রলোপাদি শুদ্ধির নিমিত্ত পুনরায় পূজা করিয়া মনে মনে উচ্চারণ করত আহুতিত্রয় দান করিবেন। তাহার পর মণ্ডলস্থ শিবকে মাতা শর্ব্বাণীর সহিত পূজা করিয়া আহুতিত্রয় দান করত কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিবেন,—"হে ভগবন্! আপনার প্রসাদে ষড়ধ্বশুদ্ধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে; এক্ষণে এই শিষ্যকে আপনার অবিনশ্বর পরমধামে গমন করিতে সামর্থ্য দান করুন।" এই প্রকার নিবেদন করিয়া নাড়ীসন্ধানপূর্ব্বক পূর্ণাহুতি পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া তাহার ভূ করিবেন। প্রথমতঃ ভূতিশুদ্ধি করিবার স্থাবর, জঙ্গম ও শীত উষ্ণ প্রভৃতি প ব্যাপ্ত হইয়া এক হইয়াছে, এইরূপ চিন্ত বেন। তাহার পর ভূতগণের পরস্পর বিশ্লেষ করত স্ব স্ব অধিপতির সহিত দিগকে ত্যাগ করিয়া স্থিতিযোগসাহায্যে শিবে যোজিত করিবেন। অনন্তর শিষ্যে শোধনপূর্ব্বক দগ্ধ করিয়া, সুধাকণাবর্ষণে অভিষিক্ত করাতে বিশুদ্ধ অধ্বময় শরীর এই প্রকার চিন্তা করিবেন। তন্মধ্যে প্র স্বীয় পথের ব্যাপিকা বিশুদ্ধ শান্ত্যতীতা শিষ্যের মস্তকে ন্যস্ত করিবেন ও শান্তি মুখে, বিদ্যা-কলাকে গলাদি নাভিপর্য্যন্ত, কলাকে ক্রমশঃ তাহার অধোদেশ হইতে পর্য্যন্ত এবং তাহার অধোদেশে নিবৃত্তি বীজমন্ত্র ও অঙ্গমন্ত্রের সহিত সূত্রমন্ত্র করিয়া তাহাকে শিবময় জ্ঞান করত, দেবের আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিবেন শিষ্যেতে পরমাত্মা শিবের নিত্য সান্নিধ্য করিবেন। ৮১—৯১। তাহার পর ঐ

অণিমাদীন্ প্রসীদেতি প্রদদ্যাদাহুতিত্রয়ম্ ॥১০০
তথৈব তু গুণানেব পুনরস্যোপপাদয়েৎ।
সর্ব্বজ্ঞতাং তথা তৃপ্তিং বোধঞ্চাদ্যন্তবর্জ্জিতম্ ॥
অলুপ্তশক্তিং স্বাতন্ত্র্যমনন্তাং শক্তিমেব চ।
ততো দেবমনুজ্ঞাপ্য সদ্যাদিকলশৈস্তু তম্ ॥১০২
অভিষিঞ্চেত দেবেশং ধ্যায়মানো যথাক্রমম্।
অথোপবেশ্য তং শিষ্যং শিবমভ্যর্চ্চ্য পূর্ব্ববৎ ॥
নরানুজ্ঞঃ শিবাচ্ছৈবীং বিদ্যামস্মৈ সমাদিশেৎ।
ওঙ্কারপূর্ব্বিকাং তেন সম্পুটাস্তু নমোঽন্তগাম্ ॥
শিবশক্তিযুতাঞ্চৈব শক্তিবিদ্যাঞ্চ তাদৃশীম্।
ঋষিং ছন্দশ্চ দৈবঞ্চ শিবতাং শিবয়োস্তথা ॥ ১০৫
পূজাং সাবরণাং শম্ভোরাসনানি চ সন্দিশেৎ।
পুনঃ সম্পূজ্য দেবেশং যন্ময়া সমনুষ্ঠিতম্ ॥ ১০৬
সুকৃতং কুরু তং সর্ব্বমিতি বিজ্ঞাপয়েচ্ছিবম্।
সহশিষ্যো গুরুর্দেবং দণ্ডবৎ ক্ষিতিমণ্ডলে ॥১০৭
প্রণম্যোদ্বাসয়েৎ তস্মান্মণ্ডলাৎ পাবকাদপি।
ততঃ সদসিকাঃ সর্ব্বে পূজ্যাঃ পূজার্হকাঃ ক্রমাৎ
সেব্যা বিত্তানুসারেণ সদস্যাশ্চ সহর্ত্বিজঃ।
বিত্তশাঠ্যং ন কুর্ব্বীত যদীচ্ছেচ্ছিবমাত্মনঃ ॥ ১০৯

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়া-
মুত্তরভাগে ষড়ধ্বশুদ্ধ্যাদিকথনং নাম
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

তেজোময় শিষ্যের অণিমাদি গুণ উৎপাদন করিবেন ও "প্রসীদ" বলিয়া আহুতিত্রয় দান করিবেন। অনন্তর পূর্ব্বমত পুনরায় ঐ শিষ্যের সর্ব্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, নিত্যবোধ, অসীম অবিনশ্বরী শক্তি, স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি গুণ সম্পাদন করিবেন। পরে দেবসকাশে নিবেদনে অনুজ্ঞা লাভ করিয়া সেই সকল যথাক্রমে সদ্য অঘোরাদির কলশ দ্বারা মনে মনে শিবকে ধ্যান করত তাঁহাকে অভিষিক্ত করিবেন। অনন্তর শিষ্যকে উপবেশন করাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় দেবেশের পূজা করিয়া অনুজ্ঞা লাভ করত সেই শিবসকাশ হইতে ঐ বিদ্যা ওঙ্কারপূর্ব্বিকা ও ঐ ওঙ্কারে পুটিতা, আর অন্তে নমোযুক্তা এবং শিবশক্তি-সমন্বিতা শৈবী বিদ্যা-উপদেশ দান করিবেন এবং তাদৃশী শক্তিবিদ্যা ও ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, আর শিব শর্ব্বাণীর শিবত্ব, পরমাত্মা শম্ভুর সাধারণ পূজা ও আসন প্রভৃতি উপদেশ দান করিবেন। তাহার পর পুনরায় পরম-শিবকে পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবেন—"হে দেবেশ! আমা কর্তৃক যাহা যাহা অনুষ্ঠিত হইল, সে সকলকে সুকৃত করিয়া এ প্রার্থকের প্রার্থনা পূরণ করুন।" এইরূপ প্রার্থনার পর গুরু সশিষ্যে দেবকে ক্ষিতিতলে দণ্ডবৎ প্রণাম-পূর্ব্বক মণ্ডল ও পাবক হইতে বিসর্জ্জন করিবেন। তাহার পর দীক্ষিত ব্যক্তি পূজনীয় সদস্য সকলকে ক্রমে ক্রমে পূজা ও বিত্তানুসারে তাহাদিগের সেবা করিবে। এইরূপ ঋত্বিক্‌গণেরও করিবেন। ফলে যদি আপনার মঙ্গললাভে বাসনা থাকে, তাহা হইলে বিত্তশাঠ্য করিবে না। ১০০—১০৯।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

উপমন্যুরুবাচ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি সাধকং নাম নামতঃ।
সংস্কারমন্ত্রমাহাত্ম্য-কথনে সূচিতং ময়া ॥ ১
সম্পূজ্য মণ্ডলে দেবং স্থাপ্য কুম্ভঞ্চ পূর্ব্ববৎ।
হুত্বা শিষ্যমনুষ্ণীষং প্রাপয়েদ্ভূমিমণ্ডলম্ ॥ ২
পূর্ব্বান্তং পূর্ব্ববৎ কৃত্বা হুত্বাহুতিশতং তথা।
সন্তর্প্য মূলমঙ্গানি দশাংশৈর্দেশিকোত্তমঃ ॥ ৩

ষোড়শ অধ্যায়।

উপমন্যু কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! সাধক নামে যে সংস্কার, মন্ত্র-মাহাত্ম্য-কথন সময়ে সূচিত হইয়াছে, সম্প্রতি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আচার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় মণ্ডলে শিবকে পূজা ও কুম্ভস্থাপন পূর্ব্বক শিষ্যকে উষ্ণীষশূন্য করিয়া মণ্ডলে প্রবেশ করাইবেন। পরে পূর্ব্বমত পূর্ণহোম পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া, শত আহুতি দানে মূলদেবতার তর্পণ করিয়া, তাহার

সন্দীপ্য চ যথাপূর্ব্বং কৃত্বা পূর্ব্বোদিতং ক্রমাৎ।
অভিষিচ্য যথাপূর্ব্বং প্রপদ্যান্মন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ৪
তত্র বিদ্যোপদেশান্তং কৃত্বা বিস্তরশঃ ক্রমাৎ।
পুষ্পাম্বুনা শিশোঃ পাণৌ বিদ্যাং শৈবীং সমর্পয়েৎ
তবৈহিকামুষ্মিকয়োঃ সর্ব্বসিদ্ধিফলপ্রদঃ।
ভবত্বেষ মহামন্ত্রঃ প্রসাদাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৬
ইত্যুক্ত্বা দেবমভ্যর্চ্চ্য লব্ধানুজ্ঞঃ শিবাদ্গুরুঃ।
সাধনং বিনিয়োগঞ্চ সাধকায় সমাদিশেৎ ॥ ৭
তচ্ছ্রুত্বা গুরুসন্দেশং ক্রমশো মন্ত্রসাধকঃ।
পুরতো বিনিয়োগস্য মন্ত্রসাধনমাচরেৎ ॥ ৮
সাধনং মূলমন্ত্রস্য পুরশ্চরণমুচ্যতে।
পুরতশ্চরণীয়ত্বাদ্বিনিয়োগাখ্যকর্ম্মণঃ ॥ ৯
নাত্যন্তকরণীয়ন্তু মুমুক্ষোর্মন্ত্রসাধনম্;
কৃতন্তু তদিহাস্যত্র তস্যাপি শুভদং ভবেৎ ॥ ১০
শুভেঽহনি শুভে দেশে কালে বা দোষবর্জ্জিতে।
শুক্লদন্ত-নখঃ স্নাতঃ কৃতপূর্ব্বাহ্ণিকক্রিয়ঃ ॥ ১১

অলঙ্কৃত্য যথালব্ধৈর্গন্ধমাল্যবিভূষণৈঃ।
সোষ্ণীষঃ সোত্তরাসঙ্গঃ সর্ব্ব শুক্লঃ সমাহিতঃ।
দেবালয়ে গৃহেঽন্যস্মিন্ দেশে বা সুমনোহরে
সুখেনাভ্যস্তপূর্ব্বেণ ত্বাসনেন কৃতাসনঃ। ১১
তনুং কৃত্বাত্মনঃ শৈবীং শিবশাস্ত্রোক্তবর্ত্মনা।
সম্পূজ্য দেবদেবেশং নকুলীশ্বরমীশ্বরম্ ॥ ১৪
নিবেদ্য পায়সং তস্মৈ সমাপ্যারাধনক্রমম্'
প্রণিপত্য চ তং দেবং প্রাপ্তানুজ্ঞশ্চ তন্মুখাৎ
কোটিবারং তদর্দ্ধং বা তদর্দ্ধং বা জপেচ্ছিবম্
লক্ষবিংশতিকং বাপি দশলক্ষমথাপি বা। ১৬
অহিংসকঃ ক্ষমী শান্তো দান্তশ্চৈব সদা ভবেৎ
ততশ্চ পায়সাক্ষারালবণৈকমিতাশনঃ ॥ ১৭
অলাভে পায়সস্যাশ্নন্ ফলমূলাদিকানি বা।
বিহিতানি শিবেনৈব বিশিষ্টান্যুত্তরোত্তরম্।
চরুং ভক্ষ্যমথো শক্তুকণান্ যাবকমেব চ।

দশ ভাগের এক ভাগে অঙ্গদেবতার তর্পণ করিবেন এবং পূর্ব্ববৎ সন্দীপন প্রভৃতি কার্য্য ও পূর্ব্বোক্ত নিখিলকার্য্য ক্রমানুসারে করিয়া শিষ্যকে পূর্ব্বের ন্যায় অভিষিক্ত করিয়া উত্তম মন্ত্র প্রদান করিবেন। তাহার পর বিদ্যোপদেশ পর্য্যন্ত পূর্ব্বমত ক্রমে ক্রমে কার্য্য করিয়া শিষ্যের হস্তে পুষ্পযুক্ত জলদানে শৈববিদ্যা সমর্পণ করিয়া বলিবেন, যে, এই মহামন্ত্র পরমেষ্ঠীর প্রসাদে তোমার ইহলোক এবং পরলোকে সর্ব্বসিদ্ধিফলপ্রদ হউক; এই প্রকার বলিয়া শিবের অর্চ্চনাপূর্ব্বক অনুজ্ঞা লাভ করত শিষ্যকে সাধন ও বিনিয়োগ উপদেশ দিবেন। মন্ত্রসাধক শিষ্য তাদৃশ গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া বিনিয়োগ কর্ম্মের পূর্ব্বে মন্ত্রসাধন অনুষ্ঠান করিবে। ঐ মূলমন্ত্রের সাধন বিনিয়োগকর্ম্মের প্রথমে অনুষ্ঠেয় বলিয়া পুরশ্চরণ নামে কথিত হয়। মোক্ষাভিলাষীদিগের মন্ত্রসাধন অত্যন্তকরণীয় মধ্যে নহে; তবে ঐ মন্ত্রসাধন করিলে সেই মুমুক্ষু ব্যক্তিরও ইহজগতে ও পরলোকে শুভপ্রদ হইয়া থাকে। শুভদিনে শুভকালে দন্ত-

নখাদি প্রক্ষালনে শুভ্র করিয়া স্নান ও পূ[র্ব্বা]হ্ণিক কৃত্যাদি সমাপনানন্তর যথালব্ধ গন্ধ[মাল্য] বিভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া উষ্ণীষ-উত্তরাসঙ্গ[যুক্ত] ধারণ করত ফলতঃ সকল শুক্লদ্রব্যযুক্ত হ[ইয়া] দেবমন্দিরে, অন্য কোন গৃহে অথবা [অন্য] মনোহর দেশে অভ্যস্তপূর্ব্বক সুখসাধ্য [আসন] করিয়া উপবেশন করিবে। ১—১৩। [তাহার] পর শিবশাস্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে শৈবী তনু [নির্ম্মাণ] করিয়া দেবদেবেশ নকুলীশ্বর ঈশ্বরকে [পূজা] করত তদুদ্দেশে পায়স নিবেদন করিবে। [পরে] তাঁহাকে প্রণাম করত সাক্ষাৎ তাঁহার [মুখ] বিনির্গত অনুজ্ঞা লাভ করিয়া কোটিবার [কিংবা] তাহার অর্দ্ধ বা তাহারও অর্দ্ধ অথবা কুড়ি [লক্ষ] বা দশ লক্ষ শিবনাম জপ করিবে এবং সর্ব্বদা হিংসাশূন্য, শান্ত, দান্ত ও ক্ষমা[শীল] হইবে। তাহার পর পায়স, ক্রমে ক্ষার লবণ এবং ক্রমে ক্রমে অলবণ পর্য্যন্ত ১ বার ও পরিমিতরূপে ভক্ষণ করিবে। পায়সের অভাবে ফলমূলাদি ভক্ষণ থাকিবে। পরমাত্মা শিব এই প্রকার উত্ত[রোত্তর] বিশেষ করিয়া ভক্ষ্যদ্রব্য বিধান করি[য়াছেন।] পরে চরু এবং ক্রমশঃ ক্রমশঃ শক্তুকণা

শাকং পয়ো দধি ঘৃতং মূলং ফলমথোদকম্॥ ১৯
অভিমন্ত্র্য চ মন্ত্রেণ ভক্ষ্য-ভোজ্যাদিকানি চ।
সাধনেঽস্মিন্ বিশেষেণ নিত্যং ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ॥
মন্ত্রাষ্টশতপূতেন জলেন শুচিনা ব্রতী।
স্নায়ান্নদী-নদোত্থেন প্রোক্ষয়েদ্বাথ শক্তিতঃ॥২১
তর্পয়েচ্চ তথা নিত্যং জুহুয়াচ্চ শিবানলে।
সপ্তভিঃ পঞ্চভির্দ্রব্যৈস্ত্রিভির্বাথ ঘৃতেন বা॥ ২২
ইত্থং ভক্ত্যা শিবং শৈবে যঃ সাধয়তি সাধকঃ।
তস্যেহামুত্র দুষ্প্রাপং ন কিঞ্চিদিহ বিদ্যতে॥ ২৩
অথবাহরহর্মন্ত্রং জপেদেকাগ্রমানসঃ।
অনশ্নন্নেব সাহস্রং বিনা মন্ত্রস্য সাধনম্॥ ২৪
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিন্ন তস্যাস্ত্যশুভং কচিৎ।
ইহ বিদ্যাং শ্রিয়ং সৌখ্যংলব্ধ্বা মুক্তিঞ্চ বিন্দতি॥
সাধনে বিনিয়োগে চ নিত্যে নৈমিত্তিকে তথা।
জপেজ্জলৈর্ভস্মনা চ স্নাত্বা মন্ত্রেণ চ ক্রমাৎ॥২৬
শুচির্বদ্ধশিখঃ সূত্রী সপবিত্রকরস্তথা।
ধৃতত্রিপুণ্ড্র-রুদ্রাক্ষো বিদ্যাং পঞ্চাক্ষরীং জপেৎ॥

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়া-
মুত্তরভাগে মন্ত্রসাধনপ্রকারো নাম
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

শাক, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, ফল, মূল এবং ক্রমে ক্রমে মাত্র জল পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া থাকিতে হইবে। ঐ সাধনকার্য্যবিষয়ে ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া আর বিশেষরূপে মৌন-ব্রত অবলম্বন করত ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইবে। আর অষ্টাধিক-শত-মন্ত্রে পূত নদী-নদোত্থিত জলে স্নান করিবে, অথবা শক্তি অনুসারে প্রোক্ষণ করিবে। পরে তর্পণ করিয়া চরু, বিল্ব, তিলাদি সপ্ত দ্রব্য বা পঞ্চ দ্রব্য কিংবা তিন দ্রব্য অথবা মাত্র ঘৃত দ্বারা শিবকুণ্ডস্থ অগ্নিতে হোম করিবে। যে শৈব-সাধক ভক্তি-পূর্ব্বক এই প্রকারে শিবসাধনা করে, তাহার ইহ বা পরলোকে দুর্লভ কিছুই নাই। অথবা মন্ত্রসাধন ব্যতিরেকে মাত্র উপবাসী হইয়া যে প্রতিদিন একাগ্রমনে সহস্রমন্ত্র জপ করে, তাহার কিছুই দুর্লভ নাই বা কোনও স্থলে কিছুই অশুভ নাই এবং ইহলোকে বিদ্যা, লক্ষ্মী ও সুখ লাভ করত পরে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। সাধন-কার্য্যে বিনিয়োগে বা নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যে জলে ও ভস্মে স্নান করিয়া ক্রমে মন্ত্র জপ করিবে। ঐ পঞ্চাক্ষর জপ করিতে হইলে শুচি হইবে ও শিখা বাঁধিয়া হস্তে পবিত্র গ্রহণ করিবে এবং যজ্ঞোপবীত-সূত্র, রুদ্রাক্ষ ও ত্রিপুণ্ড্রকাদি ধারণ করিবে। এতাদৃশ না হইয়া করিলে, সে জপের ফল বিফলই হইয়া থাকে। ১৪—২৭।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

উপমন্যুরুবাচ।

অথৈবং সংস্কৃতং শিষ্যং কৃতপাশুপতব্রতম্।
আচার্য্যত্বেঽভিষিঞ্চেত তদ্‌যোগ্যত্বে ন চান্যথা॥১
মণ্ডলং পূর্ব্ববৎ কৃত্বা সম্পূজ্য পরমেশ্বরম্।
স্থাপয়েৎ পঞ্চ কলশান্ দিক্ষু মধ্যে চ পূর্ব্ববৎ॥২
নিবৃত্তিং পুরতো ন্যস্য প্রতিষ্ঠাং পশ্চিমে ঘটে।
বিদ্যাং দক্ষিণতঃ শান্তিমুত্তরে মধ্যতঃ পরম্॥ ৩
কৃত্বা দীক্ষাদিকং তত্র বদ্ধা মুদ্রাঞ্চ ধৈনবীম্।

সপ্তদশ অধ্যায়।

উপমন্যু কহিলেন,—গুরু এই প্রকারে সংস্কৃত হইয়া অনুষ্ঠিত পাশুপতব্রত শিষ্যের আচার্য্য-কার্য্যে যোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া, তাহাকে আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিবেন, অন্যথা নহে। গুরু পূর্ব্ববৎ মণ্ডল করিয়া, পরমেশ্বর শিবের পূজা সমাপনানন্তর চতুর্দ্দিকে ও মধ্যে পাঁচটী কলস স্থাপন করিবেন। পূর্ব্বদিকৃস্থ কলসে নিবৃত্তি-কলাকে, পশ্চিমস্থ কলসে প্রতিষ্ঠাকে, দক্ষিণস্থ কলসে বিদ্যাকে, উত্তরস্থে শান্তিকে ও মধ্যস্থ কলসে শান্ত্যতীতাকে বিন্যাস করিয়া দীক্ষাদি-কার্য্য অনুষ্ঠানের পর সেই কলসে

অভিমন্ত্র্য ঘটান্ হুত্বা পূর্ণান্তঞ্চ যথা পুরা ॥ ৪
প্রবেশ্য মণ্ডলং শিষ্যমনুষ্ণীষঞ্চ দেশিকঃ ।
তর্পণাদ্যন্তু মন্ত্রাণাং কুর্য্যাৎ পূর্ণাবসানকম্ ॥ ৫
ততঃ সম্পূজ্য দেবেশমনুজ্ঞাপ্য চ পূর্ব্ববৎ ।
অভিষেকায় তং শিষ্যমাসনন্ত্বধিরোহয়েৎ ॥ ৬
সকলীকৃত্য তং পশ্চাৎ কলাপঞ্চকরূপিণম্ ।
ন্যস্তমন্ত্রতনুং বুদ্ধা শিবং শিষ্যং সমর্পয়েৎ ॥ ৭
ততো নিবৃত্তিকুম্ভাদি সমুদ্ধৃত্য ঘটান্ ক্রমাৎ ।
মধ্যমান্তং শিবেনৈব শিষ্যং তমভিষেচয়েৎ ॥ ৮
শিবহস্তং সমর্প্যাথ শিশোঃ শিরসি দেশিকঃ ।
শিবভাবং সমাপন্নঃ শিবাচার্য্যং তমাদিশেৎ ॥ ৯
অথালঙ্কৃত্য তং দেবমারাধ্য শিবমণ্ডলে ।
শতমষ্টোত্তরং হুত্বা দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং ততঃ ॥ ১০
পুনঃ সম্পূজ্য দেবেশং প্রণম্য ভুবি দণ্ডবৎ ।
শিরস্যঞ্জলিমাধায় শিবং বিজ্ঞাপয়েদ্‌গুরুঃ ॥ ১১
ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদেন দেশিকোঽয়ং ময়া কৃতঃ
অনুগৃহ্য ত্বয়া দেব দিব্যাজ্ঞাস্মৈ প্রদীয়তাম্ ।
এবং বিজ্ঞাপ্য শিষ্যেণ সহ ভূয়ঃ প্রকল্প চ
শিবং শিবাগমং দিব্যং পূজয়েচ্ছিববদ্‌গুরুঃ ।
পুনঃ শিবমনুজ্ঞাপ্য শিবজ্ঞানস্য পুস্তকম্ ।
উভাভ্যামথ পাণিভ্যাং দদ্যাচ্ছিষ্যায় দেশিকঃ
স তাং মূর্দ্ধ্নি সমাধায় বিদ্যাং বিদ্যাসনোপরি
অধিরোপ্য যথান্যায়মভিবন্দ্য সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১
অথ তস্মৈ গুরুর্দদ্যাদ্রাজোপকরণান্যপি ।
আচার্য্যপদবীং প্রাপ্তো রাজ্যঞ্চাপি যতোঽর্হ
অথানুশাসনং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বৈরাচরিতং যথা ।
যথা চ শিবশাস্ত্রোক্তং যথা লোকেষু পূজ্যতে ।
শিষ্যান্ পরীক্ষ্য যত্নেন শিবশাস্ত্রোক্তলক্ষণৈঃ
সংস্কৃত্য চ শিবজ্ঞানং দাতুমর্হসি নান্যথা ॥ ১

ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া, ঘটসকল অভিমন্ত্রিত করিবেন। পরে পূর্ব্বমত পূর্ণহোম পর্য্যন্ত কার্য্য করিবেন। অনন্তর শিষ্যকে উষ্ণীষশূন্য করিয়া, মণ্ডলে প্রবেশ করাইয়া তর্পণাদি পূর্ণহোম পর্য্যন্ত কার্য্য সমাপন করাইবেন। তাহার পর দেবদেবের পূজা করিয়া শিষ্যের অভিষেক নিমিত্ত অনুজ্ঞা পূর্ব্বরীতিতে গ্রহণ করিয়া, শিষ্যকে আসনে উপবেশন করাইবেন। পরে সকলীকরণ করিয়া এবং শিষ্যের দেহে মন্ত্রন্যাস হইয়াছে জানিয়া, কলা-পঞ্চরূপী শিবমন্ত্র শিষ্যে সমর্পণ করিবেন। তাহার পর নিবৃত্তিকুম্ভাদি মধ্যকুম্ভ পর্য্যন্ত যথাক্রমে উত্তোলন করিয়া, শিব-মন্ত্র দ্বারা শিষ্যকে অভিষেক করিবেন। অনন্তর গুরু শিবভাব প্রাপ্ত হইয়া শিষ্যের মস্তকে শিবহস্ত প্রদান করত তাহাকে শিবাচার্য্য করিবেন। পরে শিবমণ্ডল সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া আরাধনাপূর্ব্বক অষ্টোত্তরশত হোমানন্তর পূর্ণাহুতি দান করিবেন। ১—১০। আবার পুনরায় সেই ভগবানের পূজা করিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করত মস্তকে অঞ্জলিবিধানপূর্ব্বক এই নিবেদন করিবেন,—"হে ভগবন্! আপনার প্রসাদে এই শিষ্যকে আমি আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিলাম; এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া, ইহাকে দিব্যাজ্ঞা প্রদান করুন।" এইরূপ নিবেদনের পর শিষ্যের সহিত পুনরায় প্রণাম করত শিববৎ শিবময় শিবাগমের পূজা করিবেন। পুনরায় আবার শিবের পূর্ব্বমত অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া, উভয় হস্তে গ্রহণ করত শিষ্যকে শিবজ্ঞানের পুস্তক প্রদান করিবেন। শিষ্য সেই গুরুদত্ত-পুস্তক গ্রহণ করত মস্তকে নিহিত করিয়া, বিদ্যাসনে স্থাপন করিবেন, এবং যথাবিধি নমস্কারপূর্ব্বক পূজা করিবে। তাহার পর গুরু শিষ্যকে রাজকীয় উপকরণ প্রদান করিবেন, যেহেতুক আচার্য্যপদবী লাভ করিলে রাজ্যের পর্য্যন্ত অধিকারী হইতে পারে। প্রাচীন কর্তৃক যেরূপ আচার অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে ও যেরূপ আচার শিবশাস্ত্রে উক্ত আছে এবং যে আচার লোকে পূজিত হইয়া থাকে, সেইরূপ আচার উপদেশ দিবে। তোমার যাহারা শিষ্য হইবে, তাহাদিগকে শাস্ত্রোক্ত লক্ষণে পরীক্ষা করিয়া, পরে তাহাদিগকে সংস্কৃত করিয়া, শিবজ্ঞান দান করিবে

প্রতিষ্ঠাঞ্চাপি দেবস্য বিধিবৎ কর্ত্তুমর্হসি।
পরার্থমপি দেবস্য পূজাহোমাদিকং কুরু ॥ ১৯
অকার্পণ্যমনায়াসং শৌচং ক্ষান্তিং দয়াং তথা।
অস্পৃহামপ্যসূয়াঞ্চ যত্নেন চ বিভাবয়েৎ ॥ ২০
ইত্থমাদিশ্য তং শিষ্যং শিবমুদ্বাস্য মণ্ডলাৎ।
শিবকুম্ভানলাদীংশ্চ সদস্যানপি পূজয়েৎ ॥ ২১
যুগপত্বাথ সংস্কারান্ কুর্ব্বীত গুণিনো গুরুঃ।
অত্র ত্রয়ং দ্বয়ং বাপি প্রয়োগস্যোপদিশ্যতে ॥ ২২
আদাবেব কলশান্ কল্পয়েদধ্বশুদ্ধিবৎ।
কৃত্বা সময়সংস্কারমভিষেকং বিনাখিলম্ ॥ ২৩
সমভ্যর্চ্চ্য শিবং ভূয়ঃ কৃত্বা চাধ্ববিশোধনম্।
তস্মিন্ পরিসমাপ্তে তু পুনর্দেবং প্রপূজয়েৎ ॥২৪
হুত্বা মন্ত্রস্তু সন্তর্প্য সন্দীপ্যাথাস্য চেশ্বরম্।
সমর্প্য মন্ত্রং শিষ্যস্য পাণৌ শেষং সমাপয়েৎ ॥২৫

অথবা মন্ত্রসংস্কারমনুচিন্ত্যাখিলং ক্রমাৎ।
অধ্বশুদ্ধিং গুরুঃ কুর্য্যাদভিষেকাবসানিকাম্ ॥ ২৬
তত্র যঃ শান্ত্যতীতাদিকলাসু বিহিতো বিধিঃ।
স সর্ব্বোঽপি বিধাতব্যস্তত্ত্বত্রয়বিশোধনে ॥ ২৭
শিববিদ্যাত্মতত্ত্বাখ্যং তত্ত্বত্রয়মুদাহৃতম্।
শক্তৌ শিবস্ততো বিদ্যা তস্যাত্মাত্মা সমুদ্ভবৌ ॥২৮
শিবেন শান্ত্যতীতাধ্বা ব্যাপ্তস্তদপরঃ পরঃ।
বিদ্যয়া পরিশিষ্টোঽধ্বা হ্যাত্মনা নিখিলঃ ক্রমাৎ ॥
দুর্লভং শাম্ভবং মত্বা মন্ত্রমূলং মনীষিণঃ।
শাক্তং শংসন্তি সংস্কারং শিবশাস্ত্রার্থপারগাঃ ॥৩০
ইতি তে সর্ব্বমাখ্যাতং সংস্কারাখ্যস্য কর্ম্মণঃ।
চাতুর্ব্বিধ্যমিদং কৃষ্ণ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৩১

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়া-
মুত্তরভাগেঽভিষেকাদিসংস্কৃতির্নাম
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

নচেৎ নহে। আর ঐ দেবের বিধিমত প্রতিষ্ঠা করিবে এবং পরের নিমিত্তও দেবদেবের পূজা হোমাদি করিতে পারিবে। কদাচ কার্পণ্য বা আয়াস করিবে না; সততই শুচিতা, ক্ষান্তি, দয়া, অস্পৃহা প্রভৃতি গুণে বিভূষিত থাকিবে এবং যত্নসহকারে অসূয়া পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ উপদেশ দান করিয়া, গুরুমণ্ডল হইতে শিবকে এবং শিবকুম্ভ শিবানল প্রভৃতিকে বিসর্জ্জন করিয়া, সদস্যগণের যথাবিধি পূজা করিবেন। অথবা গুরু এতাদৃশ অকার্পণ্যাদি গুণে অলঙ্কৃত শিষ্যের এককালেই সকল সংস্কার করিবেন। তাহাতে প্রয়োগত্রয় ও প্রয়োগদ্বয় এই দুই প্রকার উপদিষ্ট হইতেছে।১১—২২। সেই প্রয়োগের প্রথমে অধ্বশুদ্ধির ন্যায় কলস স্থাপন করিয়া, অভিষেক ভিন্ন অখিল সময় সংস্কার কার্য্য করিবেন; পরে পুনর্ব্বার শিবপূজা করিয়া অধ্বশুদ্ধি, করিবেন, অধ্বশুদ্ধি সমাপ্ত হইলে আবার পুনর্ব্বার দেবদেবের পূজা করিবেন। অনন্তর হোম, মন্ত্রসন্তর্পণ ও সন্দীপন কর্ম্ম করিয়া, ঈশ্বরসকাশে পূর্ব্বের ন্যায় প্রার্থনা করিবেন। তাহার পর শিষ্যহস্তে জপ সমর্পণ করিয়া, শেষ কার্য্য সকল সমাপন করিবেন। ইহা প্রয়োগত্রয়পক্ষে কথিত হইল।

অনন্তর প্রয়োগদ্বয়পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কথিত হইতেছে, শ্রবণ করুন। তাহার মধ্যে প্রথমতঃ অখিল মন্ত্র-সংস্কার চিন্তা করিয়া পরে অভিষেক পর্য্যন্ত অধ্বশুদ্ধি করিবেন। সেই ষড়ধ্বশুদ্ধিতে শান্ত্যতীতাদি কলাতে যে বিধি বিহিত আছে, অনন্তর-কর্ত্তব্য তত্ত্বত্রয়শুদ্ধিতে সেই সকল বিধি অনুষ্ঠান করিতে হইবে। শিব-তত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব এই তিন তত্ত্ব-ত্রয় বলিয়া কথিত। শক্তি হইতে শিব, শিব হইতে বিদ্যা এবং বিদ্যা হইতে আত্মা আবির্ভূত হইয়াছেন। শিবকর্তৃক শান্ত্যতীতাধ্ব পরিব্যাপ্ত, আর তদপর অধ্ব বিদ্যাকর্তৃক পরিব্যাপ্ত এবং আত্মা-কর্তৃক নিখিল অধ্ব পরিব্যাপ্ত আছে। শিব-শাস্ত্রার্থপারগ মনীষীরা শাম্ভব মূলমন্ত্র দুর্লভ বিবেচনা করিয়া শাক্তসংস্কার প্রচার করিয়া থাকেন। হে কৃষ্ণ! এই চারি প্রকার সংস্কারাখ্য কর্ম্ম কথিত হইল। এক্ষণে বলুন, কি আর আপনার শুনিতে বাসনা আছে? ২৩—৩১।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি শিবাশ্রমনিষেবণম্।
শিবশাস্ত্রোদিতং কর্ম্ম নিত্যং নৈমিত্তিকং তথা ॥১
উপমন্যুরুবাচ।
প্রাতরুত্থায় শয়নাদ্ধ্যাত্বা দেবং সহাম্বয়া।
বিচার্য্য কার্য্যং নির্গচ্ছেদ্গৃহাদভ্যুদিতেঽরুণে ॥২
অবাধে বিজনে দেশে কুর্য্যাদাবশ্যকং ততঃ।
কৃত্বা শৌচং বিধানেন দন্তধাবনমাচরেৎ ॥ ৩
অলাভে দন্তকাষ্ঠানামষ্টম্যাদিদিনেষু চ।
অপাং দ্বাদশগণ্ডূষৈঃ কুর্য্যাদাস্যবিশোধনম্ ॥ ৪
আচম্য বিধিবৎ পশ্চাদ্বারুণং স্নানমাচরেৎ।
নদ্যাং বা দেবখাতে বা হ্রদে বাথ গৃহেঽপি বা ॥৫
স্নানদ্রব্যাণি তত্তীরে স্থাপয়িত্বা বহির্মলম্।
ব্যপোহ্য মৃদমালিপ্য স্নাত্বা গোময়মালিপেৎ ॥ ৬
স্নাত্বা পুনঃ পুনর্বস্ত্রং ত্যক্ত্বা বাথ বিশোধ্য বা।
সুস্নাতো নৃপবদ্বয়ঃ শুদ্ধং বাসো বসেৎ তত
মলস্নানং সুগন্ধাদ্যৈঃ স্নানং দন্তবিশোধনম্।
ন কুর্য্যাদ্ব্রহ্মচারী চ তপস্বী বিধবা তথা ॥৭
সোপবীতঃ শিখাং বদ্ধা প্রবিশ্য চ জলান্তর
অবগাহ্য সমাচান্তো জলে ন্যস্যেৎ ত্রিমণ্ডল
সৌম্যে মগ্নঃ পুনর্মন্ত্রং জপেচ্ছক্ত্যা শিবং স
উত্থায়াচম্য তেনৈব স্বাত্মানমভিষেচয়েৎ ॥৯
গোশৃঙ্গেণ সদর্ভেণ পালাশেন দলেন বা।
পাদ্মেন বাথ পাণিভ্যাং পঞ্চকৃত্বস্ত্রিরেব বা ॥
উদ্যানাদৌ গৃহে চৈব বর্দ্ধন্যা কলশেন বা।
অবগাহনকালেঽদ্ভির্মন্ত্রিতৈরভিষেচয়েৎ ॥ ১
অথ চেদ্বারুণং কর্ত্তুমশক্তঃ শুদ্ধবাসসা।
আর্দ্রেণ শোধয়েদ্দেহমাপাদতল-মস্তকম্ ॥ ১
আগ্নেয়ং বাথবা মান্ত্রং কুর্য্যাৎ স্নানং শিবে
শিবচিন্তাপরং স্নানং যুক্তস্যাত্মীয়মুচ্যতে ॥ ১

অষ্টাদশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—ভগবন্! এক্ষণে শিবশাস্ত্রোক্ত শিবাশ্রমানিষেবণ ও নিত্য-নৈমিত্তক কর্ম্ম শুনিতে ইচ্ছা করি। উপমন্যু কহিলেন,—প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া জগৎপিতামাতা শিব-শর্ব্বাণীকে স্মরণ করিয়া, কার্য্য বিচার করত অরুণ উদিত হইলে, বহির্গত হইবে। পরে নিরুপদ্রব বিজনপ্রদেশে আবশ্যক কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক যথাবিধি শৌচাদি করিয়া, দন্তধাবন করিবে। যদি দন্তকাষ্ঠ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে দ্বাদশগণ্ডূষ জলে মুখশোধন করিবে এবং অষ্টম্যাদি তিথিতেও দন্তকাষ্ঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐ নিয়মে গণ্ডূষ দ্বারা মুখশোধন করিবে। তাহার পর বিধিমত আচমন করিয়া নদীতে কিংবা দেবখাতে অথবা হ্রদে বা গৃহে বারুণ নামক স্নান-বিশেষ করিবে। সেই নদ্যাদির তীরে স্নানদ্রব্যসকল স্থাপন করিয়া বহির্মল পরিষ্কার করিয়া পরে মৃত্তিকা লেপন করত স্নান করিয়া গাত্রে গোময় লেপন করিবে। পরে পুনর্ব্বার স্নান করিয়া, পুনরায় বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অথবা প্রক্ষালনাদিতে করত সুস্নাত হইয়া, নৃপসদৃশ পুনর্ব্বার ব পরিধান করিবে। মলস্নান, সুগন্ধিদ্র স্নান ও দন্তশোধন, এই সকল ব্রহ্মচারী, বা বিধবা, ইহারা করিবে না। উপবীতী শিখা বন্ধন করত জলে অবতীর্ণ অবগাহনপূর্ব্বক আচমন করত, ঐ জলে ত্রিকোণাকার মণ্ডল করিবে। দিয়া শিবস্মরণ করত মন্ত্রজপ করিবে। জল হইতে উত্থিত হইয়া সেই মন্ত্রে দ্বারা, সদর্ভ পলাশপত্র বা পদ্মপত্র দ্বারা হস্ত দ্বারা পাঁচবারই হউক কিংবা হউক, আপনাকে অভিষিক্ত করিবে। উদ্যানাদিতে বা গৃহে অবগাহন করিতে সেই সময় শরাব বা কলস দ্বারা পূ মন্ত্রিত জলে আপনাকে অভিষিক্ত ইহাই বারুণ-স্নান বলিয়া কথিত হয়। স্নানে অসমর্থ হইলে বিশুদ্ধ আর্দ্রবস্ত্রে হইতে পাদতল পর্য্যন্ত শুদ্ধ করি আগ্নেয়স্নান অথবা শিবমন্ত্র দ্বারা করিবে। আর যোগী ব্যক্তির শি পরম আত্মহিতকর-স্নান বলিয়া কথিত

স্বসূত্রোক্তবিধানেন মন্ত্রাচমনপূর্ব্বকম্।
আচরেদ্‌ব্রহ্মযজ্ঞান্তং কৃত্বা দেবাদিতর্পণম্ ॥ ১৫
মণ্ডলস্থং মহাদেবং ধ্যাত্বাভ্যর্চ্চ্য যথাবিধি।
দদ্যাদর্ঘ্যং ততস্তস্মৈ শিবায়াদিত্যরূপিণে ॥ ১৬
অথবৈতং স্বসূত্রোক্তং কৃত্বা হস্তৌ বিশোধয়েৎ।
করন্যাসং ততঃ কুর্য্যাৎ সকলীকৃতবিগ্রহঃ ॥ ১৭
বামহস্তগতাম্ভোভির্গন্ধসিদ্ধার্থকান্বিতৈঃ।
কুশপুঞ্জেন বাভ্যুক্ষ্য মূলমন্ত্রসমন্বিতৈঃ ॥ ১৮
আপোহি ষ্ঠাদিভির্মন্ত্রৈঃ শেষমাঘ্রায় বৈ জলম্।
বামনাসাপুটেনৈব দেহং সম্ভাবয়েৎ সিতম্ ॥ ১৯
অথযাদায় দেহস্থং সব্যনাসাপুটেন চ।
কৃষ্ণবর্ণেন বাহ্যস্থং ভাবয়েচ্চ শিলাগতম্ ॥ ২০
তর্পয়েদথ দেবেভ্য ঋষিভ্যশ্চ বিশেষতঃ।
ভূতেভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ দদ্যাদর্ঘ্যং যথাবিধি ॥ ২১
রক্তচন্দনতোয়েন হস্তমাত্রেণ মণ্ডলম্।
সুবৃত্তং কল্পয়েদ্ভূমৌ রত্নচূর্ণাদ্যলঙ্কৃতম্ ॥ ২২
তত্র সম্পূজয়েদ্ভানুং স্বকীয়াবরণৈঃ সহ।
খখোল্কায়েতি মন্ত্রেণ সাঙ্গতঃ সুখসিদ্ধয়ে ॥ ২৩
পুনশ্চ মণ্ডলং কৃত্বা তদঙ্গৈঃ পরিপূজ্য চ।
তত্রস্থং হেমপাত্রাদ্যং মাগধপ্রস্থসম্মিতম্ ॥ ২৪
পূরয়েদ্গন্ধতোয়েন রক্তচন্দনযোগিনা।
রক্তপুষ্পৈস্তিলৈশ্চৈব কুশাক্ষতসমন্বিতৈঃ ॥ ২৫
দুর্ব্বাপামার্গগব্যৈশ্চ কেবলেন জলেন বা।
জানুভ্যাং ধরণীং গত্বা নত্বা দেবঞ্চ মণ্ডলে ॥২৬
কৃত্বা শিরসি তং পাত্রং দদ্যাদর্ঘ্যং শিবায় তৎ।
অথবাঞ্জলিনা তোয়ং সদর্ভং মূলবিদ্যয়া ॥ ২৭
উৎক্ষিপেদম্বরস্থায় শিবায়াদিত্যমূর্ত্তয়ে।
কৃত্বা পুনঃ করন্যাসং করশোধনপূর্ব্বকম্ ॥ ২৮
বৃদ্ধেশানাদি-সদ্যান্তং পঞ্চব্রহ্মময়ং শিবম্।
গৃহীত্বা ভসিতং মন্ত্রৈর্বিসৃজ্যাঙ্গানি সংস্পৃশেৎ ॥
যাদিনান্তৈঃ শিরো বক্ত্র-হৃদ্‌গুহ্য-চরণক্রমাৎ।
ততো মূলেন সর্ব্বাঙ্গমালভ্য বসনান্তরম্ ॥ ৩০
পরিধায় দ্বিরাচম্য প্রৌক্ষ্যৈকাদশমন্ত্রিতৈঃ।

পরে মন্ত্রাচমনপূর্ব্বক দেবাদি তর্পণ করিয়া স্বসূত্রোক্তবিধিতে ব্রহ্মযজ্ঞ পর্য্যন্ত কার্য্য করিবে। অনন্তর মণ্ডলস্থ মহাদেবকে ধ্যান করত যথাবিধি পূজা করিয়া সেই আদিত্যরূপী শিব উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। অথবা স্বসূত্রোক্ত-বিধি অনুসারে এই সকল কার্য্য করিয়া হস্ত শুদ্ধি করিবে। তাহার পর করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। পরে গন্ধ-শ্বেতসর্ষপ-সমন্বিত বামহস্ত হইতে গলিত জলে মূলমন্ত্রের সহিত আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্রে কুশপুঞ্জ দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া অবশিষ্ট জল বামনাসাপুট দ্বারা আঘ্রাণ করিয়া দেহকে বিশুদ্ধ চিন্তা করিবে। পরে কৃষ্ণবর্ণ সব্য নাসাপুট দ্বারা দেহস্থ পাপকে গ্রহণ করত বহির্ভাগে শিলাস্থিত চিন্তা করিবে। তাহার পর তর্পণ করিয়া দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃলোক ও ভূতগণের উদ্দেশে যথাবিধি অর্ঘ্য দান করিবে। অনন্তর রক্তচন্দনে হস্ত দ্বারা ভূমিতে সুবৃত্তমণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া রত্নচূর্ণাদিতে অলঙ্কৃত করিবে। তাহাতে সুখে সিদ্ধির নিমিত্ত "খখোল্কায়" এই মন্ত্র দ্বারা অঙ্গ ও আবরণ দেবতার সহিত ভানুর পূজা করিবে। পুনরায় আবার মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া সেই সূর্য্যকে অঙ্গদেবতার সহিত পূজা করিবে। আর তত্রস্থ মগধদেশপ্রসিদ্ধ প্রস্থ-সদৃশ সুবর্ণময় পাত্রাদি রক্তচন্দনযুক্ত গন্ধজলে এবং রক্তপুষ্প, তিল, কুশ, অক্ষত, দূর্ব্বা, অপামার্গ ও গব্য দুগ্ধাদিতে পরিপূর্ণ করিবে। কিংবা কেবল জলপূর্ণ করিবে। পরে জানু দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া মণ্ডলে দেবকে নমস্কার করিয়া সেই পাত্র মস্তকে ধারণ করত সেই অর্ঘ্য আদিত্যরূপী-শিব-উদ্দেশে দান করিবে। কিংবা মূলমন্ত্র দ্বারা অঞ্জলি করিয়া সদর্ভজল গ্রহণ করত অম্বরস্থ আদিত্যরূপী-শিব-উদ্দেশে দান করিবে। পরে পুনরায় আবার করশোধন-পূর্ব্বক করন্যাস করিয়া পরাৎপর শিবকে ঈশানাদি সদ্য পর্য্যন্ত পঞ্চব্রহ্মময়রূপে ধ্যান করিয়া অঙ্গে ভস্মলেপন করত সেই অঙ্গ স্পর্শ করিবে এবং মন্ত্রের 'য়াদি নান্ত' রূপ বিপরীতক্রমে মস্তক, মুখ, হৃদয়, গুহ্য, চরণে ক্রমানুসারে ভস্মলেপন করিয়া মূলমন্ত্রে সর্ব্বাঙ্গে

জলৈরাচ্ছাদ্য বাসোঽন্যদ্দ্বিরাচম্য শিবং স্মরেৎ ॥
পুনর্ন্ন্যস্তকরো মন্ত্রী ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মনা লিখেৎ ।
অবক্রমায়তং ব্যক্তং ললাটে গন্ধবারিণা ॥ ৩২
বৃত্তং বা চতুরস্রং বা বিন্দুমর্দ্ধেন্দুমেব বা ।
ললাটে যাদৃশং পুণ্ড্রং লিখিতং ভস্মনা পুনঃ ॥ ৩২
তাদৃশং ভুজয়োর্মুর্দ্ধ্নি স্তনয়োরন্তরে লিখেৎ ।
সর্ব্বাঙ্গোদ্ধূলনঞ্চৈব ন সমানং ত্রিপুণ্ড্রকৈঃ ॥৩৪
তস্মাত্ত্রিপুণ্ড্রমেবৈকং লিখেদুদ্ধূলনং বিনা ।
রুদ্রাক্ষান্ ধারয়েন্মূর্দ্ধ্নি কণ্ঠে শ্রোত্রে করে তথা ॥৩৫
সুবর্ণবর্ণমচ্ছিন্নং শুভং নান্যধৃতং শুভম্ ।
বিপ্রাদীনাং ক্রমাচ্ছ্বেতং পীতং রক্তমথাসিতম্ ॥
তদলাভে যথালাভং ধারণীয়মদূষিতম্ ।
তত্রাপি নোত্তরং নীচৈর্দ্ধার্য্যং নীচমথোত্তরৈঃ ॥৩৭

লেপন করিবে। পরে অন্য বস্ত্র পরিধান করিয়া দুইবার আচমন করত একাদশবার অভিমন্ত্রিত-জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে ও অন্য এক উত্তরীয় বস্ত্রে গাত্র আচ্ছাদন করত পুনরায় দুইবার আচমনপূর্ব্বক শিব স্মরণ করিবে। ১২—৩১ পরে পুনর্ব্বার করন্যাস করিয়া ভস্মে ত্রিপুণ্ড্রক অঙ্কিত করিবে এবং ললাটে গন্ধজল দ্বারা অবক্র, আয়ত ও সুব্যক্ত ত্রিপুণ্ড্রক লিখিবে; ঐ ত্রিপুণ্ড্রক বৃত্তাকার হউক, অথবা চতুষ্কোণ হউক, বা বিন্দুসদৃশ হউক বা অর্দ্ধচন্দ্রাকার হউক, এই কয়েক আকারের মধ্যে এক আকারে অঙ্কিত করিবে; যাদৃশ ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক অঙ্কিত করিবে, সেইরূপ হস্তদ্বয় মস্তকে ও স্তনদ্বয়ের মধ্যেও অঙ্কিত করিবে। ভস্মধূলিতে সর্ব্বাঙ্গ লেপন করা ঐ ত্রিপুণ্ড্রকের সমতুল নহে। অতএব ভস্মলেপনাদি না করিয়াও ললাটাদিতে ঐ ত্রিপুণ্ড্রক লিখিবে। মস্তকে, কণ্ঠে, কর্ণে ও হস্তে রুদ্রাক্ষ ধারণ করিবে। ঐ রুদ্রাক্ষ সুবর্ণবর্ণ ও অচ্ছিন্ন-রুদ্রাক্ষের ধারণই শুভজনক, আর অন্যধৃত রুদ্রাক্ষের ধারণ শুভজনক নহে। ব্রাহ্মণাদি জাতি যথাক্রমে শ্বেতবর্ণ, পীতবর্ণ, রক্তবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ রুদ্রাক্ষ ধারণ করিবে। তাহার অলাভে যাহা পাইবে, তাহাই ধারণ করিবে, তাহাতে কোনও

নাশুচির্ধারয়েদক্ষং সদা কালেষু ধারয়েৎ ।
ইত্থং ত্রিসন্ধ্যমথবা দ্বিসন্ধ্যং সকৃদেব বা ॥ ৩৮
কৃত্বা স্নানাদিকং শক্ত্যা পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ ।
পূজাস্থানং সমাসাদ্য বদ্ধা রুচিরমাসনম্ ॥ ৩৯
ধ্যায়েদ্দেবঞ্চ দেবীঞ্চ প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ ।
শ্বেতাদীন্ নকুলীশান্তান্ সশিষ্যান্ প্রণমেদ্গুরূন্
স্বগুরুঞ্চ পুনর্দেবং ততো নামাষ্টকং জপেৎ ।
শিবো মহেশ্বরশ্চৈব রুদ্রো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ ॥
সংসারবৈদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পরমাত্মেতি চাষ্টকম্ ।
অথবা শিবমেবৈকং জপিত্বৈকাদশাধিকম্ ॥ ৪২
জিহ্বাগ্রে তেজসো রাশিং ধ্যাত্বা ব্যাধ্যাদিশান্তয়ে
প্রক্ষাল্য চ করৌ পশ্চাৎ কৃত্বা চন্দনচর্চ্চিতৌ ॥
প্রকুর্ব্বীত করন্যাসং করশোধনপূর্ব্বকম্ ।
ন্যাসস্তু ত্রিবিধঃ প্রোক্তঃ স্থিত্যুৎপত্তিলয়ক্রমাৎ ।
স্থিতিন্যাসো গৃহস্থানামুৎপত্তির্ব্রহ্মচারিণাম্ ।

দোষ হইবে না। তাহা হইলেও ব্রাহ্মণ উত্তমজাতি-ধার্য্য নীচ-জাতি ধারণ করি না। আর নীচজাতি-ধার্য্য উত্তম ধারণ করিবে না। অশুচি হইয়া রুদ্র ধারণ করিবে না, সর্ব্বদা পূজাদিকালে ধারণ করিবে। এই প্রকার ত্রিসন্ধ্যায় অথবা দ্বি সন্ধ্যায় কিংবা একবারও স্নানাদি কার্য্য সমাধা করিয়া যথাশক্তি পরমেশ্বরের পূজা করিবে পরে পূজাস্থানে গমন করিয়া রুচির আসন করিয়া পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া উপবেশন করত দেব ও দেবীকে ধ্যান করিবে। অনন্তর সশিষ্য শ্বেতাদি নকুলীশ্বর পর্য্যন্ত গুরুগণকে স্বগুরুকে এবং দেবদেবকে প্রণাম করত "শিব, মহেশ্বর, রুদ্র, বিষ্ণু, পিতামহ, সংসারবৈদ্য, সর্ব্বজ্ঞ, পরমাত্মা" এই নামাষ্টক জপ করিবে অথবা এক শিবনামই একাদশসংখ্যা অপেক্ষা অধিকবার জপ করিবে। ৩২—৪২। ব্যাধি প্রভৃতির শান্তির নিমিত্ত জিহ্বাগ্রে বিরাজিত তেজোরাশি চিন্তা করিয়া হস্তপ্রক্ষালন করিবে পরে হস্তদ্বয় চন্দনচর্চ্চিত করিয়া কর-শোধন করত করন্যাস করিবে; স্থিতি, উৎপত্তি, সংহৃতি ভেদে ন্যাস তিন প্রকার,—গৃহস্থ

যতীনাং সংহৃতিন্যাসো বনস্থানাং তথৈব চ ॥ ৪৫
স এব ভর্ত্তৃহীনায়াঃ কুটুম্বিন্যাঃ স্থিতির্ভবেৎ।
কন্যায়াঃ পুনরুৎপত্তির্বক্ষ্যে ন্যাসস্য লক্ষণম্ ॥ ৪৬
অঙ্গুষ্ঠাদি-কনিষ্ঠান্তং স্থিতিন্যাস উদাহৃতঃ।
দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠমারভ্য বামাঙ্গুষ্ঠান্তমেব চ ॥ ৪৭
উৎপত্তিন্যাস আখ্যাতো বিপরীতস্তু সংহৃতিঃ।
সবিন্দুকান্ নকারাদীন্ বর্ণান্ ন্যসেদনুক্রমাৎ ॥ ৪৮
অঙ্গুলীষু শিবং ন্যস্য তলয়োরপানাময়োঃ।
অস্ত্রন্যাসং ততঃ কৃত্বা দশদিক্ষ্বস্ত্রমন্ত্রতঃ ॥ ৪৯
নিবৃত্ত্যাদিকলাঃ পঞ্চ পঞ্চভূতস্বরূপিণীঃ।
পঞ্চভূতাধিপৈঃ সার্দ্ধং তত্তচ্চিহ্নসমন্বিতাঃ ॥ ৫০
হৃৎকণ্ঠ-তালু-ভ্রূমধ্য ব্রহ্মরন্ধ্রসমাশ্রয়াঃ।
তত্তদ্বীজেন সংগ্রন্থীস্তত্ত্বদ্বীজেষু ভাবয়েৎ ॥ ৫১
তাসাং বিশোধনার্থায় বিদ্যাং পঞ্চাক্ষরীং জপেৎ।
নিরুদ্ধবাক্প্রাণবায়ুর্গুণসংখ্যানুসারতঃ ॥ ৫২
ভূতগ্রন্থিং ততশ্ছিন্দ্যাদস্ত্রেণৈবাস্ত্রমুদ্রয়া।
নাড্যা সুষুম্নয়াত্মানং প্রেরিতং প্রাণবায়ুনা ॥ ৫৩
নির্গতং ব্রহ্মরন্ধ্রেণ যোজয়েচ্ছিবতেজসা।
বিশোষ্য বায়ুনা পশ্চাদ্দেহং কালাগ্নিনা দহেৎ ॥ ৫৪
ততশ্চোপরিভাবেণ কলাঃ সংহৃত্য বা ন বা।
দেহং সংহৃত্য বৈ দগ্ধং কলাঃ সৃষ্ট্বা সহাধিপম্ ॥
প্লাবয়িত্বামৃতৈর্দেহং যথাস্থানং নিবেশয়েৎ ॥ ৫৬
অথাসংহৃত্য বৈ দগ্ধঃ কলাসর্গং বিনৈব তু।
অমৃতপ্লাবনং কুর্য্যাদ্ভস্মীভূতস্য তস্য বৈ ॥ ৫৭
ততো বিদ্যাময়ে তস্মিন্ দেহে দীপশিখাকৃতিম্।
শিবাগ্নির্গতমাত্মানং ব্রহ্মরন্ধ্রেণ যোজয়েৎ ॥ ৫৮
দেহস্যান্তঃপ্রবিষ্টং তং ধ্যাত্বা হৃদয়পঙ্কজে।
পুনশ্চামৃতবর্ষেণ সিক্তেদ্বিদ্যাময়ং বপুঃ ॥ ৫৯
পুনঃ কুর্য্যাৎ করন্যাসং করশোধনপূর্ব্বকম্।
দেহন্যাসং ততঃ পশ্চান্মহত্যা মুদ্রয়াচরেৎ ॥ ৬০

স্থিতি-ন্যাস, ব্রহ্মচারীদিগের উৎপত্তিন্যাস, যতি ও বানপ্রস্থ-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সংহৃতিন্যাস, কর্ত্তব্যপথে বিহিত আছে এবং ঐ সংহৃতিন্যাস বিধাতারও কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত। আর কুটুম্বিনীদিগের কর্ত্তব্য স্থিতিন্যাস ও কন্যার কর্ত্তব্য উৎপত্তিন্যাস জানিবে। এক্ষণে ঐ ন্যাস-সকলের লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত যে ন্যাস করিতে হয়, তাহা স্থিতিন্যাস; দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ হইতে বাম অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত যে ন্যাস, তাহা উৎপত্তি ন্যাস এবং উৎপত্তিন্যাসের বিপরীত (অর্থাৎ বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত যে ন্যাস করিতে হয়, তাহা সংহৃতি বলিয়া কথিত) ঐ সকল অঙ্গুলিতে সবিন্দু নকারাদি ক্রমানুযায়ী ন্যাস করিবে। পরে অনামা অঙ্গুলির তলে শিবন্যাস করিয়া দশদিকে অস্ত্র (ফট্) মন্ত্রে অস্ত্রন্যাস করিবে। তাহার পর হৃদয়, কণ্ঠ, তালু, ভ্রূমধ্য ও ব্রহ্মরন্ধ্রের আশ্রিত পঞ্চভূতস্বরূপিণী নিবৃত্ত্যাদি পঞ্চকলাকে পঞ্চভূতাধিপের সহিত সেই সেই পঞ্চভূতাধিপতির চিহ্নসমন্বিত বলিয়া চিন্তা করিবে এবং সেই পঞ্চকলার বীজের ভূত বীজের সহিত অভিন্নয় সম্বন্ধ চিন্তা করিবে। সেই সকল নিবৃত্ত্যাদি কলার শুদ্ধিনিমিত্ত বাক্ ও প্রাণ বায়ু রোধ করিয়া তিনবার পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে। পরে অস্ত্রমুদ্রারূপ অস্ত্রে ভূতিগ্রন্থি ছেদন করিবে। অনন্তর প্রাণবায়ু-কর্ত্তৃক সুষুম্না-নাড়ীপথে প্রেরিত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা নির্গত আত্মাকে শিবতেজের সহিত যোজিত করিবে। পরে প্রাণবায়ুতে দেহ বিশুষ্ক করিয়া কালাগ্নিতে দগ্ধ করিবে। ৪৩—৫৪। অনন্তর শক্তি অনুসারে, যথাপ্রতিলোমে, কলাপঞ্চকের সংহার করিতেও পারে নাও পারে। কলা সংহার করে ত, দগ্ধদেহাদি সংহারান্তে কলাপঞ্চক সৃষ্টি করিয়া সাধিপতি দেহে অমৃতপ্লাবিত করিবে, অনন্তর তৎসমস্ত যথাস্থানে স্থাপন করিবে। আর কলাসংহার না করিলে, দগ্ধদেহ পুরুষ, কলাসৃষ্টি করিবে না, কেবল সেই ভস্মীভূত-দেহ অমৃতপ্লাবিত করিবে। তাহার পর বিদ্যাময় সেই দেহে শিবসকাশ হইতে নির্গত দীপশিখাকৃতি আত্মাকে ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা যোজনা করিবে। পরে হৃদয়পঙ্কজে শিবকে দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট ধ্যান করিয়া পুনরায় অমৃতবর্ষণে বিদ্যাময়-দেহ অভিষিক্ত করিবে। আবার করশোধনপূর্ব্বক করন্যাস

অঙ্গন্যাসং ততঃ কৃত্বা শিবোক্তেন তু বর্ত্মনা।
বর্ণন্যাসং ততঃ কুর্য্যাদ্ধস্তপাদাদিসন্ধিষু ॥ ৬১
ষড়ঙ্গানি ততো ন্যস্য জাতিষট্‌কযুতানি চ।
দিগ্বন্ধমাচরেৎ পশ্চাদাগ্নেয়াদি যথাক্রমম্ ॥ ৬২
যদ্বা মূর্দ্ধাদিপঞ্চাঙ্গং ন্যাসমেব সমাচরেৎ।
তথা ষড়ঙ্গন্যাসং বা ভূতশুদ্ধ্যাদিকং বিনা ॥ ৬৩
এবং সমাসরূপেণ কৃত্বা দেহাত্মশোধনম্।
শিবভাবমুপাগম্য পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥ ৬৪
অথ যস্যাস্ত্যবসরো নাস্তি বা মতিবিভ্রমঃ।
স বিস্তীর্ণেন কল্পেন ন্যাসকর্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ৬৫
তত্রাদ্যো মাতৃকান্যাসো ব্রহ্মন্যাসস্ততঃ পরঃ।
তৃতীয়ঃ প্রণবন্যাসো হংসন্যাসস্ততুত্তরঃ ॥ ৬৬
পঞ্চমঃ কথ্যতে সদ্ভির্ন্যাসঃ পঞ্চাক্ষরাত্মকঃ।
এতেষেকমনেকং বা কুর্য্যাৎ পূজাদিকর্ম্মসু ॥ ৬৭
অকারো মূর্দ্ধ্নি বিন্যস্য আকারোঽথ ললাটকে।
ই ঈ চ নেত্রয়োস্তদ্বদ্ উ ঊ শ্রবণয়োস্তথা ॥ ৬৮
ঋ ৠ কপোলয়োশ্চৈব ঌ ৡ নাসাপুটদ্বয়ে।
এ ঐ ওষ্ঠদ্বয়ে ও ঔ দন্তপঙ্ক্তিদ্বয়ে ক্রমাৎ ॥ ৬৯
অং জিহ্বায়ামথো তালুন্যঃ প্রযোজ্যো যথাক্রমম্।
কবর্গং দক্ষিণে হস্তে ন্যসেৎ পঞ্চসু সন্ধিষু ॥ ৭০
চবর্গঞ্চ তথা বামহস্তসন্ধিষু বিন্যসেৎ।
টবর্গঞ্চ তবর্গঞ্চ পাদয়োরুভয়োরপি ॥ ৭১
পফৌ তু পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠে নাভৌ চাপি বভৌ ক্রমাৎ।
ন্যসেন্মকারং হৃদয়ে ত্বগাদিষু যথাক্রমম্ ॥ ৭২
যকারাদি-সকারান্তান্ সপ্ত সপ্তসু ধাতুষু।
হকারং হৃদয়স্যান্তঃ ক্ষকারং ভ্রূযুগান্তরে ॥ ৭৩
এবং বর্ণান্ প্রবিন্যস্য পঞ্চাশদ্রুদ্রবর্ত্মনা।
অঙ্গ-বক্ত্র-কলাভেদাৎ পঞ্চ ব্রহ্মাণি বিন্যসেৎ।
করন্যাসাদ্যমপি তৈঃ কৃত্বা বাথ ন বা ক্রমাৎ।
শিরোবদন-হৃদ্গুহ্য-পাদেষেতানি কল্পয়েৎ।
ততশ্চোর্দ্ধাদিবক্ত্রাণি পশ্চিমান্তানি কল্পয়েৎ।
ঈশানস্য কলাঃ পঞ্চ পঞ্চস্বেতেষু চ ক্রমাৎ।
ততশ্চতুর্ষু বক্ত্রেষু পুরুষস্য কলা অপি।
চতস্রঃ প্রণিধাতব্যাঃ পূর্ব্বাদিক্রমযোগতঃ।

করিয়া পরে মহতী মুদ্রা দ্বারা দেহন্যাস করিবে। তাহার পর শিবোক্ত-পদ্ধতি অনুসারে অঙ্গন্যাস করিয়া হস্তপদাদি সন্ধিতে বর্ণন্যাস করিবে। পরে স্বজাতিযুক্ত ষড়ঙ্গ ন্যাস করিয়া আগ্নেয়াদি ক্রমে দিগ্বন্ধন করিবে। অথবা মূর্দ্ধাদি পঞ্চাঙ্গ-ন্যাস করিয়া, ভূতশুদ্ধ্যাদিভিন্ন ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। এইরূপ সংক্ষেপে দেহশুদ্ধি ও আত্মশুদ্ধি করিয়া শিবভাব প্রাপ্ত হইয়া পরমেশ্বরের পূজা করিবে আর যাহার মতিভ্রম নাই এবং অবসর আছে, সে বিস্তীর্ণ কল্পানুযায়ী ন্যাসকর্ম্ম করিবে। ৫৫—৬৫। তন্মধ্যে প্রথমে মাতৃকান্যাস, পরে ব্রহ্মন্যাস, তাহার পর প্রণবন্যাস হংসন্যাস ও শেষে পঞ্চাক্ষরন্যাস করিবে। পূজাদি কর্ম্মে এই সকল ন্যাস করিবে। অথবা ইহার মধ্যে একটী বা আরও ন্যাস করিবে। মস্তকে অকার, ললাটে আকার, নেত্রদ্বয়ে যথাক্রমে ইকার ঈকার; ঐরূপ কর্ণদ্বয়ে উকার ঊকার, কপোল, যুগলে ঋকার ৠকার, নাসাপুটদ্বয়ে ঌকার ৡকার, ওষ্ঠ অধরে একার ঐকার, দন্তপংক্তিদ্বয়ে (উর্দ্ধ অধঃক্রমে) ওকার ঔকার ন্যাস করিবে। জিহ্বায় অং, তালুতে অঃ ন্যাস করিবে। কবর্গাদি পঞ্চবর্ণ কবর্গকে দক্ষিণহস্তের পঞ্চ সন্ধিস্থলে যথাক্রমে ন্যাস করিবে। ঐরূপ চবর্গ বামহস্তসন্ধিতে, টবর্গ দক্ষিণপাদের সন্ধিতে তবর্গ বামপাদের সন্ধিস্থলে ন্যাস করিবে। পার্শ্বদ্বয়ে যথাক্রমে প ফ পৃষ্ঠে ব, নাভিতে ভ, হৃদয়ে ম এবং ত্বগাদি সপ্ত ধাতুতে যথাক্রমে যকারাদি সকারান্ত সপ্তবর্ণ-সকলকে ন্যাস করিবে। এবং হৃদয়ে হ ও ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে ক্ষকার ন্যাস করিবে। এই প্রকারে রুদ্রপদ্ধতি অনুসারে বর্ণ-সকল ন্যাস করিয়া অঙ্গ ও বক্ত্র কলার আশ্রয়স্থান, সুতরাং পঞ্চ কলা সকলের বীজ, তাহাদিগের স্ব স্ব স্থানে ন্যাস করিবে এবং সেই কলাবীজ দ্বারা করন্যাসাদিও করিয়া আপনার মুখ-হৃদয়-গুহ্য পাদদ্বয়ে সেই কলাবীজ বিন্যাস করিবে। ৬৬—৭৫। তাহার পর ঊর্দ্ধাদি পশ্চিমান্ত পঞ্চমুখ কল্পনা করিয়া, সেই পঞ্চ বদনে অনুক্রমে ঈশানের পঞ্চকলা ন্যাস করিবেন। আর পুরুষের পূর্ব্বাদি

হৃৎকণ্ঠাংসেষু নাভৌ চ কুক্ষৌ পৃষ্ঠে চ বক্ষসি।
অঘোরস্য কলাশ্চাষ্টৌ যোজনীয়া যথাক্রমম্ ॥৭৮
পশ্চাৎ ত্রয়োদশ কলাঃ পায়ুমেঢ্রোরু-জানুষু।
জঙ্ঘাস্ফিক্কটিপার্শ্বেষু বামদেবস্য ভাবয়েৎ ॥ ৭৯
সদ্যস্যাপি কলাশ্চাষ্টৌ পাদয়োরপি হস্তয়োঃ।
ঘ্রাণে শিরসি বাহ্বোশ্চ কল্পয়েৎ কল্পবিত্তমঃ ॥৮০
অষ্টত্রিংশৎ কলান্যাসমেবং কৃত্বানুপূর্ব্বশঃ।
পশ্চাৎ প্রণববিদ্ধীমান্ প্রণবন্যাসমাচরেৎ ॥ ৮১
বাহুদ্বয়ে কূর্পরয়োস্তথা চ মণিবন্ধয়োঃ।
পার্শ্বোদরোরুজঙ্ঘেষু পাদয়োঃ পৃষ্ঠয়োস্তথা ॥ ৮২
ইত্থং প্রণববিন্যাসং কৃত্বা ন্যাসবিচক্ষণঃ।
হংসন্যাসং প্রকুর্ব্বীত শিবশাস্ত্রে যথোদিতম্ ॥ ৮৩
বীজং বিভজ্য হংসস্য নেত্রয়োর্ঘ্রাণয়োরপি।
বিভজ্য বাহু-নেত্রাস্য-ললাটে ঘ্রাণয়োরপি ॥ ৮৪

বদনচতুষ্টয়ে কলাচতুষ্টয়ের যথাক্রমে ন্যাস ভাবনা করিবে। অঘোরের হৃদয়, কণ্ঠ, স্কন্ধদ্বয়, নাভি, উদর, পৃষ্ঠ এবং বক্ষে অষ্টকলার যথাক্রমে ন্যাস ভাবনা করিবে। বামদেবের পায়ু, মেঢ্র, উরুদ্বয়, জানুদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়, স্ফিক্-দ্বয়, কটিদ্বয় এবং পার্শ্বদ্বয়ে চতুর্দ্দশকলার যথা-ক্রমে ন্যাস ভাবনা করিবে *। পূজাকল্পাভিজ্ঞ প্রধান সাধক সদ্যোজাতের পদদ্বয়, হস্তদ্বয়, নাসিকা, মস্তক এবং বাহুদ্বয়ে অষ্টকলান্যাস কল্পনা করিবে। এইরূপে যথাক্রমে অষ্টত্রিংশৎ-কলান্যাস করিয়া পরে, প্রণববেত্তা বুদ্ধিমান্ প্রণবন্যাস করিবে। ন্যাসজ্ঞ-ব্যক্তি বাহুদ্বয়, কফোনিদ্বয়, মণিবন্ধদ্বয় পার্শ্বদ্বয়, উদর, উরুদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়, পাদদ্বয়, এবং পৃষ্ঠে প্রণবন্যাস করিয়া শিবশাস্ত্রবিধি অনুসারে হংসন্যাস করিবে। হংসবীজ বিভাগ করিয়া প্রথম নেত্রদ্বয় এবং নাসিকাদ্বয়ে ন্যাস করিবে; পশ্চাৎ পুনর্ব্বার বিভাগ করিয়া বাহুদ্বয়, নেত্রদ্বয়, মুখ, ললাট,

* মূলে ত্রয়োদশ কলাঃ পাঠ প্রামাদিক। অনেক স্থলেই মূলের প্রামাদিক পাঠ শোধন করিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে। পণ্ডিতগণ, উভয়াংশ দেখিয়া মিলাইয়া লইবেন।

কক্ষয়োঃ স্কন্ধয়োশ্চৈব পার্শ্বয়োঃ স্তনয়োস্তথা।
কট্যোঃ পাণ্যোর্গুল্ফয়োশ্চ যদ্বা পঞ্চাঙ্গবর্ত্মনা ॥ ৮৫
হংসন্যাসমিমং কৃত্বা ন্যসেৎ পঞ্চাক্ষরীং ততঃ।
যথাপূর্ব্বোক্তমার্গেণ শিবত্বং যেন জায়তে ॥ ৮৬
নাশিবঃ শিবমভ্যস্যেন্নাশিবঃ শিবমর্চ্চয়েৎ।
নাশিবস্তু শিবং ধ্যায়েন্নাশিবঃ শিবমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৭
তস্মাচ্ছৈবীং তনুং কৃত্বা ত্যক্ত্বা চ পশুভাবনাম্।
শিবোঽহমিতি সঞ্চিন্ত্য শৈবং কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥৮৮
কর্ম্মযজ্ঞস্তপোযজ্ঞো জপযজ্ঞস্তদুত্তরঃ।
ধ্যানযজ্ঞো জ্ঞানযজ্ঞঃ পঞ্চ যজ্ঞাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৮৯
কর্ম্মযজ্ঞরতাঃ কেচিৎ তপোযজ্ঞরতাঃ পরে।
জপযজ্ঞরতাশ্চান্যে ধ্যানযজ্ঞরতাস্তথা।
জ্ঞানযজ্ঞরতাশ্চান্যে বিশিষ্টাশ্চোত্তরোত্তরম্ ॥ ৯০
কর্ম্মযজ্ঞো দ্বিধা প্রোক্তঃ কামাকামবিভেদতঃ।
কামান্ কামী ততো ভুক্ত্বা কামাসক্তঃ পুনর্ভবেৎ
অকামো রুদ্রভবনে ভোগান্ ভুক্ত্বা ততশ্চ্যুতঃ।

নাসিকাদ্বয়, কক্ষদ্বয়, স্কন্ধদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়, স্তনদ্বয়, কটিদ্বয়, পাণিদ্বয় এবং গুল্ফদ্বয়ে ন্যাস করিবে। অথবা হৃদয়াদি পঞ্চাঙ্গেই হংসন্যাস করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পঞ্চাক্ষরী-ন্যাস করিবে। এই ন্যাসের ফল শিবরূপত্ব। শিবরূপী না হইয়া শিবের স্মরণ, পূজন বা ধ্যান করিবে না। আর শিবরূপী হইতে না পারিলে, শিবপ্রাপ্তিও ঘটে না। অতএব স্বশরীরকে শৈবী-তনু করিয়া জীবভাবনা পরিত্যাগপূর্ব্বক 'শিবোঽহং' (আমি শিব) এইরূপ চিন্তা করত শৈব-কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে। ৭৬—৮৮। কর্ম্ম-যজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, জপ-যজ্ঞ, ধ্যান-যজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞ এই পাঁচ প্রকার যজ্ঞ। কেহ কেহ বা কর্ম্ম-যজ্ঞপরায়ণ, কেহ বা তপোযজ্ঞনিষ্ঠ, কেহ বা জপযজ্ঞরত এবং কেহ কেহ বা ধ্যান-যজ্ঞে ও কেহ কেহ বা জ্ঞানযজ্ঞে আসক্ত হয়, তাহার উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ জানিবে। পূর্ব্বকথিত কর্ম্ম-যজ্ঞ দুই প্রকার,—সকাম, ও অকাম। যাহারা কামী হইয়া কর্ম্মযজ্ঞ-অনুষ্ঠান করে, তাহারা রুদ্রভবনে কামভোগ করিয়া পরে তাহা হইতে চ্যুত হইয়াও কামাসক্ত হয়। আর নিষ্কাম

তপোযজ্ঞরতো ভূত্বা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯২
তপস্বী চ পুনস্তস্মিন্ ভোগান্ ভুক্ত্বা ততশ্চ্যুতঃ ।
জপধ্যানরতো ভূত্বা জায়তে ভুবি মানবঃ ॥ ৯৩
জপধ্যানরতো মর্ত্ত্যস্তদ্বৈশিষ্ট্যবশাদিহ ।
জ্ঞানং লব্ধ্বাচিরাদেব শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯৪
তস্মান্মুক্তৌ শিবাজ্ঞপ্তঃ কর্ম্মযজ্ঞোঽপি দেহিনাম্ ।
অকামঃ কামসংযুক্তো বন্ধায়ৈব ভবিষ্যতি ॥ ৯৫
তস্মাৎ পঞ্চসু যজ্ঞেষু ধ্যানজ্ঞানপরো ভবেৎ ।
ধ্যানং জ্ঞানঞ্চ যস্যাস্তি তীর্ণস্তেন ভবার্ণবঃ ॥ ৯৬
হিংসাদিদোষনির্ম্মুক্তো বিশুদ্ধশ্চিত্তসাধনঃ ।
ধ্যানযজ্ঞঃ পরস্তস্মাদপবর্গফলপ্রদঃ ॥ ৯৭
বহিঃকর্ম্মকরা যদ্বন্নাতীব ফলভাগিনঃ ।
দৃষ্টা নরেন্দ্রভবনে তদ্বদত্রাপি কর্ম্মিণঃ ॥ ৯৮
ধ্যানিনাং হি বপুঃ সূক্ষ্মং ভবেৎ প্রত্যক্ষমৈশ্বরম্
তথেহ কর্ম্মিণাং স্থূলং মৃৎকাষ্ঠাদ্যৈঃ প্রকল্পিতম্ ॥
ধ্যানযজ্ঞরতাস্তস্মাদ্দেবান্ পাষাণমৃন্ময়ান্ ।
নাত্যন্তং প্রতিপদ্যন্তে শিবযাথাত্ম্যবেদনাৎ ॥ ১..
আত্মস্থং যঃ শিবং ত্যক্ত্বা বহিরভ্যর্চ্চয়েন্নরঃ ।
হস্তস্থং ফলমুৎসৃজ্য লিহেৎ কূর্পরমাত্মনঃ ॥ ১..
জ্ঞানাদ্ধ্যানং ভবেদ্ধ্যানাজ্‌জ্ঞানং ভূয়ঃ প্রবর্ত্ততে ।
তদুভাভ্যাং ভবেন্মুক্তিস্তস্মাদ্ধ্যানরতো ভবেৎ ॥ ১..
দ্বাদশান্তে তথা মূর্দ্ধ্নি ললাটে ভ্রূযুগান্তরে ।
নাসাগ্রে বা তথাস্যে বা কন্ধরে হৃদয়ে তথা ॥ ১..
নাভৌ বা শাশ্বতস্থানে শ্রদ্ধাবিদ্ধেন চেতসা ।
বহির্যাগোপচারেণ দেবং দেবীঞ্চ পূজয়েৎ ॥ ১..
অথবা পূজয়েন্নিত্যং লিঙ্গে বা কৃতকেঽপি বা ।
বহ্নৌ বা স্থণ্ডিলে বাথ ভক্ত্যা বিত্তানুসারতঃ ।
অথবান্তর্বহিশ্চৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ ।
অন্তর্যাগরতঃ পূজাং বহিঃ কুর্ব্বীত বা ন বা ॥ ..

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতা-
মুত্তরভাগে দীক্ষাবিধানাদিকথনং
নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

হইয়া করিলে রুদ্রভবনের ভোগ ভোগ করিয়া, পরে তাহা হইতে চ্যুত হইয়া, তপোযজ্ঞরত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে; তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আর তপস্বীরা সেই রুদ্র ভবনে ভোগ ভোগ করিয়া, পরে জপ-ধ্যানানুরক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে আর জপ-ধ্যানপরায়ণ মনুষ্যেরা সেই জপ ও ধ্যানের ঐ দুই যজ্ঞ অপেক্ষা বৈশিষ্ট্য থাকাতে পরে জ্ঞান-লাভ করিয়া, অচিরেই শিবসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং মনুষ্যগণের ঐ অকাম কর্ম্ম-যজ্ঞও মুক্তিদায়ক, ইহা শিব কর্তৃক উপদিষ্ট আছে। আর সকাম কর্ম্মযজ্ঞ কেবল বন্ধনের নিমিত্তই হইয়া থাকে। অতএব পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে ধ্যান ও জ্ঞানযজ্ঞেই পরায়ণ হইবে। যাহার ঐ ধ্যান ও জ্ঞান আছে, সেই ভবসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে জানিবে। হিংসাদি-দোষের অগোচর বিশুদ্ধ ও চিত্তসাধন বলিয়া ঐ অপবর্গফলপ্রদ ধ্যানযজ্ঞই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যেমন রাজভবনে বাহ্যিক কর্ম্মচারীরা অতিশয় ফলভাগী হয় না, এই জগতে সেরূপ কর্ম্মযজ্ঞ-রতেরাও অতিশয় ফলভাগী হয় না। ধ্যানী-দিগের ঈশ্বরদেহ প্রত্যক্ষগোচর, সূক্ষ্ম; আর কর্ম্মীদিগের ঈশ্বরদেহ স্থূল মৃৎকাষ্ঠাদিক... সেই জন্যই ধ্যানযজ্ঞরতেরা শিবযাথার্থ্য জা... পারিয়াছেন বলিয়া পাষাণ-মৃন্ময় দেব... অতিশয় বিশ্বাস করেন না। হৃদয়স্থ শি... পরিত্যাগ করিয়া, বাহিরে শিবকে পূজা ... আর হস্তস্থিত-ফল ত্যাগ করিয়া শেষে ... কূর্পর লেহন করা, উভয়ই সমান। ... হইতে ধ্যান উৎপন্ন হয় এবং ঐ ... হইতেও জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সে... জ্ঞান উভয় হইতেই মুক্তিলাভ ... থাকে। অতএব ধ্যান-যজ্ঞ কখনও প... করিবে না. ব্রহ্মরন্ধ্রে, মস্তকে, ... ভ্রূযুগলের মধ্যে, নাসিকায়, মুখে, ... হৃদয়ে, নাভিতে এই কয় স্থানের ... স্থানে অথবা কোনও শাশ্বতস্থানে শ্রদ্ধা... বাহ্যিক যোগোপচার দ্বারা দেবদেবী... করিবে। কিংবা স্বকীয় বিত্তানুসারে ... কৃত্রিম লিঙ্গে বহ্নিতে বা স্থণ্ডিলে ভক্তি... নিয়ত পূজা করিবে। অথবা অন্তরে ... উভয়স্থলে পরমেশ্বরের পূজা করিবে।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

উপমন্যুরুবাচ।
ব্যাখ্যাং পূজাবিধানস্য প্রবদামি সমাসতঃ।
শিবশাস্ত্রে শিবেনৈব শিবায়ৈ কথিতস্য তু ॥ ১
অঙ্গমভ্যন্তরং যাগমগ্নিকার্য্যাবসানকম্।
বিধায় বা ন বা পশ্চাদ্বহির্যাগং সমাচরেৎ ॥ ২
তত্র দ্রব্যাদি মনসা কল্পয়িত্বা বিশোধ্য চ।
ধ্যাত্বা বিনায়কং দেবং পূজয়িত্বা বিধানতঃ ॥ ৩
দক্ষিণে চোত্তরে চৈব নন্দীশং সুযশাং তথা।
আরাধ্য মনসা সম্যগাসনং কল্পয়েদ্বুধঃ ॥ ৪
আরাধনাদিকৈর্যুক্তঃ সিংহযোগাসনাদিকম্।
পদ্মাসনং বা বিমল-তত্ত্বত্রয়সমন্বিতম্ ॥ ৫
তস্যোপরি শিবং ধ্যায়েৎ সাম্বং সর্ব্বমনোহরম্।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং সর্ব্বাবয়বশোভনম্ ॥ ৬
সর্ব্বাতিশয়সংযুক্তং সর্ব্বাভরণভূষিতম্।

অন্তর্যাগপরায়ণেরা বাহিরে পূজা করুক বা নাই করুক, আন্তরিক পূজা কখনও পরিত্যাগ করিবে না। ৮৭—১০৬।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮

ঊনবিংশ অধ্যায়।

উপমন্যু কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! শিব শিব-শাস্ত্রে যাহা শিবাকে বলিয়াছিলেন, সেই পূজা-বিধানের ব্যাখ্যা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রথমে অগ্নিকার্য্যান্ত-অঙ্গ অন্তর্যাগ করিয়া পশ্চাৎ বহির্যাগ করিবে। অথবা প্রথমে অন্তর্যাগ না করিয়াও বহির্যাগ করিতে পারিবে। তাহার মধ্যে প্রথমতঃ পূজাদ্রব্য মনে কল্পনা করিয়া বিশোধনপূর্ব্বক বিনায়কের ধ্যান করত পূজা করিয়া, পরে দক্ষিণে নন্দীশ্বরকে ও উত্তরে নন্দীপত্নী সুযশাকে অর্চ্চনা করিবে। পরে মনে মনে সিংহাসন, যোগাসন-প্রভৃতি বা তত্ত্বত্রয়-সমন্বিত বিমল পদ্মাসন কল্পনা করিয়া, তদুপরি সর্ব্বমনোহর সর্ব্বাতিশায়ী সকল অবয়বে শোভমান সাম্ব শিবকে এই প্রকারে ধ্যান

রক্তাস্যপাণিচরণং কুন্দমন্দস্মিতাননম্ ॥ ৭
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং ফুল্লপদ্মবিলোচনম্।
চতুর্ভুজমুদারাঙ্গং চারুচন্দ্রকলাধরম্ ॥ ৮
বরদাভয়হস্তঞ্চ মৃগটঙ্কধরং হরম্।
ভুজঙ্গহারবলয়ং চারুনীলগলান্তরম্।
সর্ব্বোপমানরহিতং সানুগং সপরিচ্ছদম্ ॥ ৯
ততঃ সঞ্চিন্তয়েৎ তস্য বামভাগে মহেশ্বরীম্।
প্রফুল্লোৎপলপত্রাভাং বিস্তীর্ণায়তলোচনাম্ ॥ ১০
পূর্ণচন্দ্রাভবদনাং নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজাম্।
নীলোৎপলদলপ্রখ্যাং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরাম্ ॥ ১১
অতিবৃত্তঘনোত্তুঙ্গ-স্নিগ্ধপীনপয়োধরাম্।
তনুমধ্যাং পৃথুশ্রোণীং পীতসূক্ষ্মবরাম্বরাম্ ॥ ১২
সর্ব্বাভরণসম্পন্নাং ললাটতিলকোজ্জ্বলাম্।

করিবে। তাঁহার মুখহস্তপদাদি রক্তবর্ণ, তাঁহার বর্ণ শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায়, লোচন প্রফুল্লপদ্মসদৃশ, বদনমণ্ডল স্মিতহাস্যে কুন্দ-কুসুমের ন্যায় শোভ-মান, চারি হস্ত ভুজঙ্গবলয়ে বিভূষিত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সর্ব্বাভরণে বিভূষিত ও উদার এবং ভুজঙ্গই তাঁহার চারু নীলবর্ণকণ্ঠে হারলীলা ধারণ করিতেছে। আর তিনি চারি হস্তের মধ্যে এক হস্তে বর, অপর হস্তে অভয় দানে ভক্ত-গণকে আশ্বাসিত করিতেছেন ও অপর দুই হস্তে মৃগ ও টঙ্ক (অস্ত্র) ধারণ করিতেছেন। সুলক্ষণসকল তাঁহাতে নিয়ত অবস্থিত, সর্ব্বদা পরিচ্ছদে ও স্বীয় অনুচরগণে পরিবেষ্টিত ও উপমাবিহীন এবং তিনি চন্দ্রকলাকে চূড়ামণি করিয়া মস্তকে ধারণ করিতেছেন। ১—৯। এই ভাবে তাঁহাকে চিন্তা করিয়া, তাঁহার বামে মহে-শ্বরীকে চিন্তা করিবে। পূর্ণচন্দ্রবদনা, চন্দ্রার্দ্ধ-শেখরা, পীন-পয়োধরা, সর্ব্বাভরণভূষিতা, সাক্ষাৎ চিদানন্দময়ী পরমা দেবী দক্ষিণ হস্তে প্রফুল্ল সুবর্ণপদ্ম ও বামহস্ত দণ্ডবৎ করিয়া মহাসনে স্থাপন করত পাশবিচ্ছেদিকা হইয়া উপবিষ্টা আছেন, তাঁহার বিকসিত-উৎপলদলের ন্যায় বর্ণ, লোচন আকর্ণবিস্তৃত ও আয়ত, কেশকলাপ নীলবর্ণ কুঞ্চিত ও বিচিত্র কুসুমমালায় অতিশয় শোভমান, ললাট তিলকে উজ্জ্বল, মধ্যভাগ

স্বচিত্রপুষ্পসঙ্কীর্ণ-কেশপাশোপশোভিতাম্ ॥ ১৩
সর্ব্বতোঽনুগুণাকারাং কিঞ্চিল্লজ্জায়িতাননাম্।
হেমারবিন্দং বিকসদ্দধানাং দক্ষিণে করে ॥ ১৪
দণ্ডবচ্চাপরং হস্তং ন্যস্যাসীনাং মহাসনে।
পাশবিচ্ছেদিকাং সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥
এবং দেবঞ্চ দেবীঞ্চ ধ্যাত্বাসনবরে শুভে।
সর্ব্বোপচারবদ্ভক্ত্যা ভাবপুষ্পৈঃ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৬
অথবা পরিকল্প্যৈবং মূর্ত্তিমস্যতমাং বিভোঃ।
শৈবীং সদাশিবাখ্যাং বা তথা মাহেশ্বরীং পরাম্ ॥
ষড়্বিংশকাভিধানাং বা শ্রীকণ্ঠাখ্যামথাপি বা।
মন্ত্রন্যাসাদিকঞ্চাপি কৃত্বা স্বস্যাং তনৌ যথা ॥ ১৮
অস্যাং মূর্ত্তৌ মূর্ত্তিমন্তং শিবং সদসতঃ পরম্।
ধ্যাত্বা বাহ্যক্রমেণৈব পূজাং নির্ব্বর্ত্তয়েদ্ধিয়া ॥ ১৯
সমিদাজ্যাদিভিঃ পশ্চান্নাভৌ হোমঞ্চ ভাবয়েৎ।
ভ্রূমধ্যে চ শিবং ধ্যায়েচ্ছুদ্ধদীপশিখাকৃতিম্ ॥ ২০
ইত্থমঙ্গে স্বতন্ত্রে বা যোগে ধ্যানময়ে শুভে।
অগ্নিকার্য্যাবসানঞ্চ সর্ব্বং শৈষ সমো বিধিঃ ॥ ২১
অথ চিন্তাময়ং সর্ব্বং সমাপ্যারাধনক্রমম্।
লিঙ্গে চ পূজয়েদ্দেবং স্থণ্ডিলে বানলেঽপি বা ॥

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়ামুত্তরভাগে পূজাবিধানব্যাখ্যানং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

উপমন্যুরুবাচ।

প্রোক্ষয়েন্মূলমন্ত্রেণ পূজাস্থানং বিশুদ্ধয়ে।
গন্ধচন্দনতোয়েন পুষ্পং তত্র বিনিক্ষিপেৎ ॥ ১
অস্ত্রেণোৎসার্য্য বৈ বিঘ্নানবগুণ্ঠ্য চ বর্ম্মণা।
অস্ত্রং দিক্ষু প্রবিন্যস্য কল্পয়েদর্চ্চনাভুবম্ ॥ ২
তত্র দর্ভান্ পরিস্তীর্য্য ক্ষালয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ।
সংশোধ্য সর্ব্বপাত্রাণি দ্রব্যশুদ্ধিং সমাচরেৎ ॥
প্রোক্ষণীমর্ঘ্যপাত্রঞ্চ পাদ্যপাত্রমতঃ পরম্।
তথৈবাচমনীয়স্য পাত্রঞ্চেতি চতুষ্টয়ম্ ॥ ৪
প্রক্ষাল্য প্রোক্ষ্য বীক্ষ্যাথ ক্ষিপেৎ তেষু জলং
পুণ্যদ্রব্যাণি সর্ব্বাণি যথালাভং বিনিক্ষিপেৎ ॥

ক্ষীণ, শ্রোণীভাগ অতিশয় স্থূল, বদনমণ্ডল লজ্জায় ঈষৎ নত; এইরূপে সর্ব্বপ্রকারে সুন্দরী শিবের বামাঙ্গশোভিকাকে ধ্যান করিয়া সকল উপচারের ন্যায় ভক্তিপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। ১০—১৬। অথবা সেই দেবদেবের শিবমূর্ত্তি, মহেশ্বরমূর্ত্তি, সদাশিব নামক মূর্ত্তি এবং ষড়্‌বিংশক ও শ্রীকণ্ঠ নামক মূর্ত্তির মধ্যে এক মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া, স্বকীয় তনুর ন্যায় কল্পিত-মূর্ত্তিশরীরেও মন্ত্রন্যাসাদি করিয়া, সেই মূর্ত্তিতে মূর্ত্তিমান্ সদসতের ইতর শিবকে ধ্যান ও আবাহন করিয়া, মানসোপচারে পূজাদি সমাপ্ত করিবে; পরে নাভিতে সমিৎ-আজ্যাদি দ্বারা হোমানুষ্ঠান চিন্তা করিয়া, ভ্রূমধ্যে বিশুদ্ধ দীপ-শিখাকৃতি শিবকে চিন্তা করিবে। এই প্রকার মূর্ত্তিতে অথবা ধ্যানময় যোগমূর্ত্তিতে তাঁহার আরাধনা কর্ত্তব্য, পূজান্তে অগ্নিকার্য্য। বাহ্য এবং আন্তর এই দুই মাত্র ভেদ। কিন্তু ক্রম-ভেদ নাই। এইরূপে সকল চিন্তাময় আরাধনাক্রম সমাপন করিয়া, লিঙ্গে কিংবা স্থণ্ডিলে অথবা অনলে দেব ভূতপতির পূজা করিবে। ১৭—২২।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

উপমন্যু কহিলেন,—গন্ধচন্দনজলে মূল[illegible] দ্বারা পূজাস্থান প্রোক্ষণ করিয়া, পুষ্প নি[illegible] করিবে। পরে অস্ত্র (ফট্) দ্বারা বিঘ্ন উৎ[illegible] রণ করিয়া বর্ম্ম (হুং) দ্বারা অবগুণ্ঠন ক[illegible] দশদিকে অস্ত্রবিন্যাসপূর্ব্বক পূজাস্থল [illegible] করিবে। অনন্তর তাহাতে দর্ভ বিস্তীর্ণ ক[illegible] প্রোক্ষণাদিতে প্রক্ষালন করিবে। তাহার [illegible] পাত্র সকল শুদ্ধ করিয়া, দ্রব্যশুদ্ধি করি[illegible] প্রোক্ষণীপাত্র, অর্ঘ্যপাত্র, পাদ্যপাত্র ও আ[illegible] নীয় পাত্র এই পাত্র-চতুষ্টয়কে প্রক্ষা[illegible] করিয়া, অভ্যুক্ষণ করত দেখিবে, পরে শুদ্ধ[illegible]

রত্নানি রজতং হেম গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদয়ঃ।
ফল-পল্লব-দর্ভাংশ্চ পুণ্যদ্রব্যাণ্যনেকধা॥ ৬
স্নানোদকে সুগন্ধাদি পানীয়ে চ বিশেষতঃ।
শীতলানি মনোজ্ঞানি কুসুমাদীনি নিক্ষিপেৎ॥ ৭
উশীরং চন্দনঞ্চৈব পাদ্যে তু পরিকল্পয়েৎ।
জাতি-কঙ্কোল-কর্পূর-বহুমূল-তমালকান্॥ ৮
ক্ষিপেদাচমনীয়ে চ চূর্ণয়িত্বা বিশেষতঃ।
এলাং সর্ব্বেষু পাত্রেষু কর্পূরং চন্দনং তথা॥ ৯
কুশাগ্রাণ্যক্ষতাংশ্চৈব যব-ব্রীহি-তিলানপি।
আজ্য-সিদ্ধার্থ-পুষ্পাণি ভসিতঞ্চার্ঘ্যপাত্রকে॥ ১০
কুশ-পুষ্প-যব-ব্রীহি-বহুমূল-তমালকান্।
প্রক্ষিপেৎ প্রোক্ষণীপাত্রে ভসিতঞ্চ যথাক্রমম্॥ ১১
সর্ব্বত্র মন্ত্রং বিন্যস্য বর্ম্মণাবেষ্ট্য বাহ্যতঃ।
পশ্চাদস্ত্রেণ সংরক্ষ্য ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ॥ ১২
পূজাদ্রব্যাণি সর্ব্বাণি প্রোক্ষণীপাত্রবারিণা।
সংপ্রোক্ষ্য মূলমন্ত্রেণ শোধয়েদ্বিধিবৎ ততঃ॥ ১৩

তাহাতে নিক্ষেপ করিবে এবং যথালব্ধ রত্ন, সুবর্ণ, রজত, গন্ধ, পুষ্প অক্ষতাদি, ফল, পল্লব, দর্ভ এইরূপ অনেক প্রকার পুণ্যদ্রব্য-সকল সেই সকল পাত্রস্থ জলে নিক্ষেপ করিবে এবং স্নানীয়-জলে সুগন্ধাদি ও পানীয়-জলে বিশেষতঃ শীতল মনোজ্ঞ কুসুমপ্রভৃতি দ্রব্য নিক্ষেপ করিবে। আর পাদ্য-জলে উশীর চন্দন, আচমনীয়-জলে জাতি (জায়ফল), কাঙ্কোল, বহুমূল, তমালক এই সকল চূর্ণ করিয়া দিবে, আর সকল পাত্রে এলাফল (এলাইচ), কর্পূর ও চন্দন নিক্ষেপ করিবে। কুশাগ্র, অক্ষত, যব, ধান, তিল, শ্বেতসর্ষপ, ঘৃত, ভস্ম এই সকল অর্ঘ্যপাত্রে নিক্ষেপ করিবে। কুশ, পুষ্প, যব, ধান্য, বহুমূল, তমালক, ভস্ম এ সকল প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করিবে। ১—১১। অনন্তর সকল পাত্রে মন্ত্রবিন্যাস করিয়া, বাহিরে বর্ম্ম (হুং) দ্বারা বেষ্টন করিয়া, পরে অস্ত্র দ্বারা রক্ষা করিয়া ধেনুমুদ্রা দর্শন করাইবে। সকল-পূজাদ্রব্য প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জলে প্রোক্ষণ করিয়া যথাবিধি মূলমন্ত্রে শোধন করিবে। সকল কর্ম্মে সকল পাত্রের অভাব হইলে এক

পাত্রাণাং প্রোক্ষণীমেকামলাভে সর্ব্বকর্ম্মসু।
সাধয়েদর্ঘ্যমদ্ভিস্তং সামান্যং সাধকোত্তমঃ॥ ১৪
ততো বিনায়কং দেবং ভক্ষ্য-ভোজ্যাদিভিঃ ক্রমাৎ
পূজয়িত্বা বিধানেন দ্বারপার্শ্বেঽথ দক্ষিণে।
অন্তঃপুরাধিপং সাক্ষান্নন্দিনং সম্যগর্চ্চয়েৎ॥ ১৫
চামীকরাচলপ্রখ্যং সর্ব্বাভরণভূষিতম্।
বালেন্দুমুকুটং সৌম্যং ত্রিনেত্রঞ্চ চতুর্ভুজম্॥ ১৬
দীপ্তশূল-মৃগী-টঙ্ক-তিগ্মবেত্রধরং প্রভুম্।
চন্দ্রবিম্বাভবদনং হরিবক্ত্রমথাপি বা॥ ১৭
উত্তরে দ্বারপার্শ্বস্থ ভার্য্যাঞ্চ মরুতাং সুতাম্।
সুযশাং সুব্রতামম্বাপাদমণ্ডনতৎপরাম্॥ ১৮
পূজয়িত্বা প্রবিশ্যান্তর্ভবনং পরমেষ্ঠিনঃ।
সম্পূজ্য লিঙ্গং তৈর্দ্রব্যৈর্নির্ম্মাল্যমপনোদয়েৎ॥ ১৯
প্রক্ষাল্য পুষ্পং শিরসি ন্যসেৎ তস্য বিশুদ্ধয়ে।
পুষ্পহস্তো জপেচ্ছক্ত্যা মন্ত্রং মন্ত্রবিশুদ্ধয়ে॥ ২০
ঐশান্যাং চণ্ডমারাধ্য নির্ম্মাল্যং তস্য দাপয়েৎ।
কল্পয়েদাসনং পশ্চাদাধারাদি যথাক্রমম্॥ ২১
আধারশক্তিং কল্যাণীং শ্যামাং ধ্যায়েদথো ভুবি॥

প্রোক্ষণী পাত্রের জল দ্বারা সামান্যার্ঘ্য করিবে। তাহার পর দেব-গণপতিকে ভক্ষ্যভোজ্যাদি দ্বারা যথাবিধি পূজা করিয়া দক্ষিণদ্বার-পার্শ্বে বালেন্দুশেখর, ত্রিনয়ন, চতুর্হস্তে দীপ্যমান-শূল, মৃগী, টঙ্ক-তীক্ষ্ণবেত্রধারী, চন্দ্র-সদৃশবদন অথবা সিংহবদন, অন্তঃপুরাধিপ নন্দীকে ধ্যান করিয়া সম্যক্‌রূপে পূজা-করিয়া উত্তর-দ্বার-পার্শ্বে দেবীর পাদপ্রসাধন-পরায়ণা বায়ুনন্দিনী নন্দিজায়া সুব্রতা সুযশাকে পূজা করিয়া পরমেষ্ঠীর ভবনান্তরে প্রবেশ করিয়া সেই সকল দ্রব্যে লিঙ্গপূজা করিয়া নির্ম্মাল্য অপনোদন করিবে। পরে তাঁহার নির্ম্মাল্য-পুষ্প প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধির নিমিত্ত মস্তকে স্থাপন করিবে। তাহার পর মন্ত্রশুদ্ধির নিমিত্ত হস্তে পুষ্প গ্রহণ করিয়া যথাশক্তি মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর ঈশান কোণে চণ্ডকে পূজা করিয়া নির্ম্মাল্য দান করিবে। ১২—২১। পরে যথাক্রমে আধারাদি আসন কল্পনা করিবে। ভূমিতে প্রথমতঃ শ্যামবর্ণা কল্যাণী আধার-

তস্যাঃ পুরস্তাদুৎকণ্ঠমনন্তং কুণ্ডলাকৃতিম্।
ধবলং পঞ্চফণিনং লেলিহানমিবাম্বরম্ ॥ ২৩
তস্যোপর্য্যাসনং ভদ্রং কণ্ঠীরবচতুষ্পদম্।
ধর্ম্মো জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চ পদানি বৈ।
আগ্নেয়াদি-শ্বেত-রক্ত-পীত-শ্যামানি বর্ণতঃ ॥ ২৪
অধর্ম্মাদীনি পূর্ব্বাদীন্যুত্তরান্তান্যনুক্রমাৎ।
রাজাবর্ত্তমণিপ্রখ্যাণ্যস্য গাত্রাণি ভাবয়েৎ ॥ ২৫
অস্যোর্দ্ধচ্ছাদনং পদ্মমাসনং বিমলং সিতম্।
অষ্টপত্রাণি তস্যাহুরণিমাদিগুণাষ্টকম্ ॥ ২৬
কেশরাণি চ বামাদ্যা রুদ্রা বামাদিশক্তিভিঃ।
বীজান্যপি চ তা এব শক্তয়োঽন্তর্মনোন্মনী ॥ ২৭
কর্ণিকা পরবৈরাগ্যং নালং জ্ঞানং শিবাত্মকম্।
কন্দশ্চ শিবধর্ম্মাত্মা কর্ণিকান্তে ত্রিমণ্ডলে ॥ ২৮
ত্রিমণ্ডলোপর্য্যাত্মাদি-তত্ত্বত্রিতয়মাসনম্ ॥ ২৯
সর্ব্বাসনোপরি সুখং বিচিত্রাস্তরণাস্তৃতম্।
আসনং কল্পয়েদ্দিব্যং শুদ্ধবিদ্যাসমুজ্জ্বলম্ ॥ ৩
আবাহনং স্থাপনঞ্চ সন্নিরোধং নিরীক্ষণম্।
নমস্কারঞ্চ কুর্ব্বীত বদ্ধা মুদ্রাং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩
পাদ্যমাচমনঞ্চার্ঘ্যং গন্ধং পুষ্পং ততঃ পরম্।
ধূপং দীপঞ্চ তাম্বূলং দত্ত্বাথ স্নাপয়েচ্ছিবৌ ॥ ৩
অথবা পরিকল্প্যৈবমাসনং মূর্ত্তমেব চ।
সকলীকৃত্য মূলেন ব্রহ্মভিশ্চাপরৈস্তথা ॥ ৩৩
আবাহয়েৎ ততো দেব্যা শিবং পরমকারণম্।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং দেবং নিশ্চলমক্ষরম্ ॥ ৩
কারণং সর্ব্বলোকানাং সর্ব্বলোকময়ং পরম্।
অন্তর্ব্বহিঃস্থিতং ব্যাপ্য অণোরণু মহত্তরম্ ॥ ৩
ভক্তানামপ্রযত্নেন দৃশ্যমীশ্বরমব্যয়ম্।
ব্রহ্মেন্দ্র-বিষ্ণু-রুদ্রাদ্যৈরপি দেবৈরগোচরম্ ॥ ৩
বেদসারঞ্চ বিদ্বদ্ভিরগোচরমিতি শ্রুতম্।
আদিমধ্যান্তরহিতং ভেষজং ভবরোগিণাম্ ॥ ৩
শিবতত্ত্বমিতি খ্যাতং শিবার্থং জগতি স্থিতম্।

শক্তিকে ধ্যান করিয়া তাহার অগ্রে শ্বেতকায় অনন্তদেব উৎকণ্ঠ হইয়া পঞ্চফণায় যে আকাশ লেহন করিতেছেন, এই ভাবে অনন্তদেবকে ধ্যান করিয়া তাহার উপরে উত্তম এক আসন চিন্তা করিবে। সেই আসনের চারি কোণে শ্বেত, রক্ত, পীত ও শ্যামবর্ণ সিংহপাদাকৃতি চারি পাদ—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য যথাক্রমে ঐ পাদ-চতুষ্টয়-রূপ ধারণ করিয়াছেন এবং অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য অনৈশ্বর্য্য অনুক্রমে পূর্ব্বাদি-উত্তরান্ত চতুর্দ্দিক্‌স্থ পাদ-স্বরূপী হইয়াছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া ঐ আসনের গাত্র রাজাবর্ত্তমণির ন্যায় দেদীপ্যমান ও সুন্দর, এইরূপ চিন্তা করিবে। পরে ঐ আসনের উত্তরচ্ছদ শ্বেতবর্ণ বিমল পদ্মাসন এবং অণিমাদি গুণাষ্টকই সেই পদ্মের অষ্টদল; বামাদি শক্তি ও বামাদি শক্তিযুক্ত রুদ্রগণ তাহার কেশর এবং সেই সেই শক্তিরই বীজ, মনোন্মনী তাহার অভ্যন্তর-কোষ, পর-বৈরাগ্য কর্ণিকা, শিবাত্মক জ্ঞান নাল ও শিবধর্ম্মই কন্দ; এই চিন্তার পর কর্ণিকার অন্তে এক ত্রিমণ্ডল করিবে, সেই ত্রিমণ্ডলের উপরে আত্মাদি তত্ত্বত্রয়ময় আসন কল্পনা করিবে। পরে সকল আসনের উপর বি
আস্তরণযুক্ত শুদ্ধ-বিদ্যায় সমুজ্জ্বল সুখকর দি
আসন কল্পনা করিবে। ২২—৩০। ত
পর পৃথক্ পৃথক্ আবাহনাদি মুদ্রা দ্বারা দে
দেবীর আবাহন, স্থাপন, সন্নিরোধন ও নম
করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশে পাদ্য আচমনীয়, অ
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও তাম্বুল দান ক
তাঁহাদিকে স্নান করাইবে। অথবা এ
আসন ও মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া মূলমন্ত্র ও বে
মন্ত্র এবং অপরাপর মন্ত্রে সকলীকরণ ক
পরে দেবীকে ও পরম-নিদান ভবরোগীর ঔ
বেদসার অক্ষয় পরমেশ্বর শিবকে আ
করিবে। তিনি সর্ব্বলোকের কারণ,
অপেক্ষা অণীয়ান্ হইয়াও মহান্
মহীয়ান্, আদিমধ্যান্ত-রহিত ও সর্ব্বলো
এবং তিনিই সর্ব্বলোকের কারণ ও জ
কল্যাণ নিমিত্ত শিবতত্ত্ব বলিয়া প্রসি
আর তাঁহার শুদ্ধস্ফটিকের ন্যায় দীপ্তি
তাঁহারই এ জগতের অন্তরে বাহিরে বি
এবং পণ্ডিতবর্গের অধিক কি, ব্রহ্মা,
মহেশ্বরের পর্য্যন্ত অগোচর, ইহা হইলেও ভে

পঞ্চোপচারবদ্ভক্ত্যা পূজয়েল্লিঙ্গমূৰ্দ্ধনি ॥ ৩৮
লিঙ্গমূর্তির্মহেশস্য শিবস্য পরমাত্মনঃ।
স্নানকালে প্রকুর্ব্বীত জয়শব্দাদিমঙ্গলম্ ॥ ৩৯
পঞ্চগব্য-ঘৃত-ক্ষীর-দধি-মধ্বাদিপূর্ব্বকৈঃ।
ফলৈঃ ফলানাং সারৈশ্চ তিল-সর্ষপ-শক্তুভিঃ ॥৪০
বীজৈর্যবাদিভিঃ শস্তৈশ্চূর্ণৈর্মাষাদিসম্ভবৈঃ।
সংস্নাপ্যালিপ্য পিষ্টাদ্যৈঃ স্নাপদেদুষ্ণবারিভিঃ ॥৪১
ঘর্ষয়েদ্বিল্বপত্রাদ্যৈর্লেপগন্ধাপনুত্তয়ে।
পুনঃ সংস্নাপ্য সলিলৈশ্চক্রবর্ত্ত্যুপচারতঃ॥ ৪২
সুগন্ধ্যামলকং দদ্যাদ্ধরিদ্রাঞ্চ যথাক্রমম্।
ততঃ সংশোধ্য সলিলৈর্লিঙ্গং বেরমথাপি বা ॥৪৩
স্নাপয়েদ্গন্ধতোয়েন কুশপুষ্পোদকেন চ।
হিরণ্যরত্নতোয়ৈশ্চ মন্ত্রসিদ্ধৈর্যথাক্রমম্ ॥ ৪৪
অসম্ভবে তু দ্রব্যাণাং যথাসম্ভবসম্ভৃতৈঃ।
কেবলৈর্মন্ত্রতোয়ৈর্বা স্নাপয়েচ্ছ্রদ্ধয়া শিবম্ ॥ ৪৫
কলশেনাথ শঙ্খেন বৰ্দ্ধন্যা পানিনা তথা।
সকুশেন সপুষ্পেণ স্নাপয়েন্মন্ত্রপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৬
পবমানেন রুদ্রেণ নীলেন ত্বরিতেন চ।
লিঙ্গসূক্তাদিসূক্তৈশ্চ শিরসাথর্ব্বণেন চ ॥ ৪৭
ঋগ্‌ভিশ্চ সামভিঃ শৈবৈর্ব্রহ্মভিশ্চাপি পঞ্চভিঃ।
স্নাপয়েদ্দেবদেবেশং শিবেন প্রণবেন চ ॥ ৪৮
যথা দেবস্য দেব্যাশ্চ কুর্য্যাৎ স্নানাদিকং তথা।
ন তু কশ্চিদ্বিশেষোঽস্তি তত্র তৌ সদৃশৌ যতঃ ॥
প্রথমং দেবমুদ্দিশ্য কৃত্বা স্নানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
দেব্যৈ পশ্চাৎ প্রকুর্ব্বীত দেবদেবস্য শাসনাৎ ॥
অৰ্দ্ধনারীশ্বরে পূজ্যে পৌর্ব্বাপর্য্যঞ্চ বিদ্যতে।
তত্র তত্রোপচারাণাং লিঙ্গে বান্যত্র বা ক্বচিৎ ॥৫১
কৃতাভিষেকং লিঙ্গাদ্যং শুচিনা চ সুগন্ধিনা।
সম্মৃজ্য বাসসা দদ্যাদম্বরঞ্চোপবীতকম্ ॥ ৫২
পাদ্যমাচমনঞ্চার্ঘ্যং গন্ধপুষ্পঞ্চ ভূষণম্।
ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং পানীয়ং মুখশোধনম্ ॥৫৩

গণেরা তাঁহাকে অনায়াসে দেখিতে পায়। লিঙ্গই পরমেশ্বর শিবের মূর্ত্তি বলিয়া লিঙ্গ-মস্তকে পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। আর স্নানসময়ে জয়শব্দ প্রভৃতি মঙ্গলাচরণ করিবে। ৩১—৩৯। পঞ্চগব্য, ঘৃত, ক্ষীর, দধি, মধু প্রভৃতি; ফল ও ফলসার, তিল, সর্ষপ, শক্তু, বীজ, প্রশস্তযবাদি; আর মাষাদিচূর্ণে লিঙ্গ কিংবা মূর্ত্তিকে স্নান করাইয়া পরে পিষ্ট বস্তুতে উদ্বর্ত্তন করাইয়া উষ্ণ বারিতে স্নান করাইবে। অনন্তর উদ্বর্ত্তন-গন্ধ-অপনোদনের নিমিত্ত বিল্ব-পত্রাদি দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। তাহার পর আবার রাজ-উপচারে সলিল দ্বারা স্নান করাইয়া সুগন্ধি আমলকী ও হরিদ্রা দ্বারা সমালম্ভন করিবে। আবার সলিলে স্নান করাইয়া গন্ধজল ও কুশ-কুসুমোদকে, সুবর্ণ ও রত্নমিশ্রিত জলে এবং মন্ত্রিত জলে স্নান করাইবে। এই সমস্ত দ্রব্য না পাওয়া যাইলে, কেবল যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা দ্বারা কিংবা ভক্তিপূর্ব্বক কেবল মাত্র মন্ত্রিত জলে পরমাত্মা শিবকে স্নান করাইবে। কলশ কিংবা পবমানাখ্য মন্ত্র, রুদ্রমন্ত্র, নীল-নামক রুদ্রমন্ত্র, ত্বরিতনামক মন্ত্র, লিঙ্গসূক্তাদি সূক্ত, অথর্ব্ববেদের শিরঃস্থিত মন্ত্র, ঋক্, সাম, সদ্যোজাতমিত্যাদি পঞ্চ শৈবমন্ত্র, শিবমন্ত্র ও প্রণবে দেবদেবেশকে স্নান করাইবে। ঐ স্নান —কলশস্থ, শঙ্খস্থ ও শরাবস্থ কুশপুষ্পযুক্ত জলে এবং ঐ জল মাত্র হস্তে গ্রহণ করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করত স্নান করাইবে। যেরূপ ভাবে দেবকে স্নান করাইবে দেবীরও সেই প্রকার স্নপন কার্য্য সমাধা করিবে; কিছু-মাত্র ইতর-বিশেষ নাই, জানিবে; যেহেতু তাঁহাদের পরস্পরে অণুমাত্রও ভেদ নাই। প্রথম, দেবের উদ্দেশে স্নানাদি কার্য্য করিয়া পরে দেবী-উদ্দেশে করিবে; ইহাই দেব-দেবের শাসন এবং অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি বা লিঙ্গমূর্ত্তি অন্য কোনও মূর্ত্তিতে দেবদেবীর পূজা বিষয়ে উপচারের পৌর্ব্বাপর্য্য আছে। ৪০—৫১। প্রথমতঃ সুগন্ধি শুদ্ধ জলে অভি-ষিক্ত লিঙ্গমূর্ত্তি বস্ত্র দ্বারা সম্মার্জ্জন করিয়া তদু-দ্দেশে বস্ত্র ও উপবীত নিবেদন করিবে। তাহার পর পাদ্য, আচমনীয়, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প, ভূষণ, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পানীয়, মুখশোধন,

পুনশ্চাচমনীয়ঞ্চ মুখবাসং ততঃ পরম্।
মুকুটঞ্চ শুভং ভদ্রং সর্ব্বরত্নৈরলঙ্কৃতম্॥ ৫৪
ভূষণানি বিচিত্রাণি মাল্যানি বিবিধানি চ।
অঞ্জনং চামরং ছত্রং তালবৃন্তঞ্চ দর্পণম্॥ ৫৫
দত্ত্বা নীরাজনং কুর্য্যাৎ সর্ব্বমঙ্গলনিস্বনৈঃ।
গীতনৃত্যাদিভিশ্চৈব জয়শব্দসমন্বিতৈঃ॥ ৫৬
হেমে চ রাজতে তাম্রে পাত্রে বা মৃন্ময়ে শুভে।
পদ্মকৈঃ শোভিতৈঃ পুষ্পৈর্বীজৈর্দধ্যক্ষতাদিভিঃ॥
ত্রিশূল-শঙ্খযুগ্মাব্জ-নন্দ্যাবর্ত্তৈঃ করীষজৈঃ।
শ্রীবৎস-স্বস্তিকাদর্শ-বজ্রৈর্বহ্ন্যাদিচিহ্নিতৈঃ॥৫৮
অষ্টৌ প্রদীপান্ পরিতো বিধায়ৈকন্তু মধ্যতঃ।
তেষু বামাদিকাশ্চিন্ত্যাঃ পূজ্যাশ্চ নব শক্তয়ঃ॥৫৯
কবচেন সমাচ্ছাদ্য সংরক্ষ্যাস্ত্রেণ সর্ব্বতঃ।
ধেনুমুদ্রাঞ্চ সন্দর্শ্য পাণিভ্যাং পাত্রমুদ্ধরেৎ॥ ৬০
অথবারোপয়েৎ পাত্রে পঞ্চ দীপান্ যথাক্রমম্।
বিদিক্ষপি চ মধ্যে চ দীপমেকমথাপি বা॥ ৬১
ততস্তৎপাত্রমুদ্ধৃত্য লিঙ্গাদেরুপরি ক্রমাৎ।
ত্রিঃ প্রদক্ষিণযোগেন ভ্রাময়েন্মূলবিদ্যয়া॥ ৬২
দদ্যাদর্ঘ্যং ততো মূর্দ্ধ্নি ভসিতঞ্চ সুগন্ধিতম্।
কৃত্বা পুষ্পাঞ্জলিং পশ্চাদুপহারান্ নিবেদয়েৎ॥৬৩
পানীয়ঞ্চ ততো দদ্যাদ্দত্ত্বা চাচমনং পুনঃ।
পঞ্চসৌগন্ধিকোপেতং তাম্বূলঞ্চ নিবেদয়েৎ॥ ৬৪
প্রোক্ষয়েৎ প্রোক্ষণীয়ানি গাননাট্যাদি কারয়েৎ।
লিঙ্গাদৌ শিবয়োশ্চিন্তাং কৃত্বা শক্ত্যা জপেচ্ছিব
প্রদক্ষিণং প্রণামঞ্চ স্তবঞ্চাত্মসমর্পণম্।
বিজ্ঞাপনঞ্চ কার্য্যাণাং কুর্য্যাদ্বিনয়পূর্ব্বকম্॥ ৬৫
অর্ঘ্যং পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা বদ্ধা মুদ্রাং যথাবিধি।
পশ্চাৎ ক্ষমাপয়েদ্দেবমুদ্বাস্যাত্মনি চিন্তয়েৎ॥ ৬৬
পাদ্যাদি-মুখবাসান্তমর্ঘ্যাদ্যঞ্চাতিসঙ্কটে।
পুষ্পনিক্ষেপমাত্রং বা কুর্য্যাদ্ভাবপুরঃসরম্॥ ৬৭
তাবতৈব পরো ধর্ম্মো ভাবেন সুকৃতো ভবেৎ।
অসম্পূজ্য ন ভুঞ্জীত শিবমা প্রাণসঙ্করাৎ॥ ৬৮
যদি পাপস্তু ভুঞ্জীত স্বৈরং তস্য ন নিষ্কৃতিঃ।

পুনরাচমনীয় কর্পূরাদি মুখবাস, রত্নাদিভূষিত মুকুট, বিচিত্র-ভূষণ, বিবিধ প্রকার মাল্য, অঞ্জন, চামর, তালবৃন্ত ও দর্পণ নিবেদন করিয়া নিখিল মঙ্গলধ্বনি করত নীরাজন করিবে ও সেই সময় জয়শব্দ-সমন্বিত গীত-নৃত্যাদি অনুষ্ঠান করিবে। সুবর্ণময় পাত্রে কিংবা তাম্রপাত্রে, অথবা মৃন্ময় পাত্রে দধি-অক্ষতাদিতে পরিশোভিত কহ্লার-কুসুম ও অন্যান্য পুষ্প এবং বীজ, আর ত্রিশূল, শঙ্খযুগ্ম, পদ্ম, তগরপুষ্প ও রত্নাদিচিহ্নিত শ্রীবৎস, স্বস্তিক, দর্পণ এবং হীরক লইবে; তাহাতে অষ্টদিকে অষ্ট প্রদীপ ও মধ্যে এক প্রদীপ স্থাপন করিয়া সেই সকল প্রদীপে বামাদি নব শক্তিকে ধ্যান করত পূজা করিবে; অনন্তর কবচ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া অস্ত্র দ্বারা রক্ষা করত ধেনু-মুদ্রা দেখাইয়া দুই হস্তে পাত্র উত্তোলন করিবে। অথবা পাত্রে বিদিকে ও মধ্যে যথাক্রমে পঞ্চ প্রদীপ, কিংবা একটী মাত্র প্রদীপ স্থাপন করিয়া সেই পাত্র উদ্ধৃত করিবে। পরে পাত্র লিঙ্গাদি-মূর্ত্তির উপরে মূলমন্ত্রে প্রদক্ষিণ দ্বারা তিনবার ভ্রমণ করাইবে। ৫২—৬২। তাহার পর মস্তকে অর্ঘ্যদান, ভস্ম ও সুগন্ধি দ্রব্য লেপন করিবে। পরে পুষ্পাঞ্জলি দান করত উপহার নিবেদন করিবে; তাহার পর পানীয়, আচমনীয় ও পঞ্চ সুগন্ধিদ্রব্যযুক্ত তাম্বূল নিবেদন করি প্রোক্ষণীয় দ্রব্য প্রোক্ষণ করত নৃত্যগীত করিবে। অনন্তর সেই লিঙ্গাদি মূর্ত্তিতে দেব দেবীর চিন্তা করিয়া শিব নাম জপ করিবে জপের পর প্রদক্ষিণ, প্রণাম, স্তব, আত্মসম ও বিনয়পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত কার্য্য নিবেদন করিবে পুনরায় অর্ঘ্য ও পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া যথাবি মুদ্রাপ্রদর্শনপূর্ব্বক দেবসমীপে ক্ষমা প্রার্থ করিবে। তাহার পর বিসর্জ্জন করিয়া আত্মা তাঁহাকে চিন্তা করিবে। অতি-সঙ্কট উপস্থি হইলে পাদ্যাদি মুখবাসান্ত পর্য্যন্ত উপচার করিবে, কিংবা ভক্তিপূর্ব্বক মাত্র পুষ্প করিবে; মাত্র সেই ভক্তিতে পরম ধর্ম্ম পরম পুণ্য লাভ হয়। ফলে যত পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে, ততদিন শিব না করিয়া কিছুই ভক্ষণ করিবে না; যদি কে পাপী স্বেচ্ছাক্রমে ভক্ষণ করে, তাহার

প্রমাদেন তু ভুক্তঞ্চেৎ তদুদ্গীর্য্য প্রযত্নতঃ ॥ ৭০
স্নাত্বা দ্বিগুণমভ্যর্চ্চ্য দেবং দেবীমুপোষ্য চ।
শিবমন্ত্রাযুতমভ্যস্যেদ্ ব্রহ্মচর্য্যপুরঃসরম্ ॥ ৭১
পরেদ্যুঃ শক্তিতো দত্ত্বা সুবর্ণাদ্যং শিবায় চ।
শিবভক্তায় বা কৃত্বা মহাপূজাং শুচির্ভবেৎ ॥ ৭২
অনুক্তঞ্চাত্র পূজায়াঃ ক্রমলোপভয়াদিনা।
যৎ তদন্যৎ প্রবক্ষ্যামি সমাসান্ন তু বিস্তরাৎ ॥৭৩
হবির্নিবেদনাৎ পূর্ব্বং দীপদানাদনন্তরম্।
কুর্য্যাদাবরণাভ্যর্চ্চাং প্রাপ্তে নীরাজনেঽথবা ॥ ৭৪
তত্রেশানাদি-সদ্যান্তং হৃদাদ্যস্ত্রান্তমেব চ।
শিবস্য চ শিবায়াশ্চ প্রথমাবরণে যজেৎ ॥ ৭৫
ঈশান্যাং পূর্ব্বভাগে চ দক্ষিণে চোত্তরে তথা।
পশ্চিমে চ তথাগ্নেয্যামৈশান্যাং নির্ঋতৌ ততঃ ॥৭৬
বায়ব্যাং পুনরীশান্যাং চতুর্দ্দিক্ষু ততঃ পরম্।
গর্ভাবরণমাখ্যাতং মন্ত্রসংঘাতমেব বা।
হৃদয়াদ্যস্ত্রপর্য্যন্তমথবাপি সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৭৭

তদ্বহিঃ পূর্ব্বতঃ শক্রং যমং দক্ষিণতো যজেৎ।
বরুণং বারুণে ভাগে ধনদঞ্চোত্তরে বুধঃ ॥ ৭৮
ঈশমৈশেঽনলং স্বীয়ে নৈর্ঋতে নির্ঋতিং যজেৎ
মারুতে মারুতং বিষ্ণুং নৈর্ঋতে বিধিমৈশ্বরে ॥৭৯
বহিঃ পদ্মস্য বজ্রাদীন্যস্ত্রাণ্যায়ুধান্যপি।
প্রসিদ্ধরূপাণ্যাশাসু লোকেশানাং ক্রমাদ্ যজেৎ ॥
দেবং দেবীঞ্চ সংপ্রেক্ষ্য সর্ব্বাবরণদেবতাঃ।
বদ্ধাঞ্জলিপুটা ধ্যায়াঃ সমাসীনা যথাসুখম্ ॥ ৮১
সর্ব্বাবরণদেবানাং স্বাভিধানৈর্নমোযুতৈঃ।
পুষ্পৈঃ সম্পূজনং কুর্য্যান্নত্বা স্মৃত্বা যথাক্রমম্ ॥৮২
গর্ভাবরণমেবাপি যজেৎ স্বাবরণেন বা ॥ ৮৩
যোগে ধ্যানে জপে হোমে বাহ্যেবাভ্যন্তরেঽপি বা
হবিশ্চ ষড়্বিধং দেয়ং শুদ্ধং মুদ্গান্নমেব চ ॥ ৮৪
পায়সং দধিসম্মিশ্রং গৌড়ঞ্চ মধুনাপ্লুতম্।
এতেষ্বেকমনেকং বা নানাব্যঞ্জনসংযুতম্ ॥ ৮৫

নিষ্কৃতি নাই। আর অনবধানতাবশতঃ ভক্ষণ করিলে তাহা যত্নসহকারে উদ্গীরণ করিয়া স্নান করত উপবাসপূর্ব্বক দ্বিগুণ পরিমাণে দেব-দেবীকে পূজা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করত অযুত শিবমন্ত্র অভ্যাস করিবে। পরদিনে শক্তি অনুসারে শিব-উদ্দেশে সুবর্ণ নিবেদন করিয়া ও শিবভক্তকেও দান করিয়া মহা-পূজা করত শুদ্ধ হইবে। ক্রমলোপাদিভয়ে ঐ পূজাতে যাহা যাহা অনুক্ত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। হবির্নিবেদনের পূর্ব্বে কিংবা ধূপদীপদানের পর অথবা নীরাজন সময় উপস্থিত হইলে আবরণপূজা করিবে। ৬৩—৭৪। দেবদেবীর প্রথমাবরণ-পূজায় ঈশানকোণে পূর্ব্বদিকে দক্ষিণদিকে উত্তরে ও পশ্চিমদিকে ঈশানাদি সদ্য পর্য্যন্ত যথাক্রমে পূজা করিবে এবং অগ্নিকোণে ঈশানকোণে নৈর্ঋতকোণে ও বায়ুকোণে হৃদয়াদির পূজা করিয়া চতুর্দ্দিকে "অস্ত্রায় ফট্" ইহার পূজা করিবে। ইহাই গর্ভাবরণ বলিয়া খ্যাত, অথবা হৃদয়াদি অস্ত্র পর্য্যন্ত মন্ত্রসংঘাতের পূজা করিবে। অথবা হৃদয়াদি ষড়ঙ্গের পূজা করিবে। তাহার বাহিরে পূর্ব্বদিকে শক্রকে, দক্ষিণে যমকে, পশ্চিমে বরুণকে ও উত্তরদিকে কুবেরকে পূজা করিবে এবং ঈশানকোণে ঈশানকে, অগ্নিকোণে অগ্নিকে, নৈর্ঋতকোণে নির্ঋতিকে, বায়ুকোণে বায়ুকে এবং পুনরায় নৈর্ঋতকোণে বিষ্ণুকে ও ঈশান-কোণে ব্রহ্মাকে পূজা করিবে। তাহার পর পদ্মের বহির্ভাগে বজ্রাদি শস্ত্র পর্য্যন্ত অস্ত্র-পূজা করিবে। অনন্তর দিক্‌সমূহে যথাক্রমে লোকপালগণের প্রসিদ্ধরূপ পূজা করিবে। পরে দেবদেবীকে নিরীক্ষণ করিয়া 'আবরণ দেবতা সকল কৃতাঞ্জলিপুটে যথাসুখে উপবেশন করিয়া আছেন' এইরূপ ধ্যান করিবে। আবরণ-দেবতা-গণকে স্বীয় স্বীয় নামে "নমঃ" যুক্ত করিয়া যথাক্রমে নমস্কার ও স্মরণ করত পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর স্ব স্ব আবরণের সহিত গর্ভাবরণের পূজা করিবে। বাহ্যিক কিংবা আভ্যন্তরিক যোগ ধ্যান জপ ও হোম সময়ে ষড়্বিধ হবিঃ, শুদ্ধ মুদ্গান্ন, দধিমিশ্রিত পায়স ও মধুযুক্ত গুড়বিকার দ্রব্য দান করিবে। এই সকল কিংবা ইহার এক দ্রব্যকে নানাব্যঞ্জন-

গুড়খণ্ডান্বিতং দদ্যান্মথিতং দধি চোত্তমম্ ।
ভক্ষ্যাণ্যপূপমুখ্যানি স্বাদুমন্তি ফলানি চ ॥ ৮৬
এলা-চন্দন-পুষ্পাঢ্যং পানীয়ঞ্চাতিশীতলম্ ।
মৃদুতৈলরসাক্তঞ্চ খণ্ডং পূগফলস্য চ ॥ ৮৭
দলানি নাগবল্ল্যাশ্চ গৌরাণি চ শিবানি চ ।
শৈলমেব সিতং চূর্ণং নাতিরূক্ষং ন দূষিতম্ ॥ ৮৮
কর্পূরঞ্চাথ কঙ্কোলং জাত্যাদি চ নবং শুভম্ ।
আলেপনং চন্দনং স্যান্মূলকাষ্ঠরজোময়ম্ ॥ ৮৯
কস্তূরিকা কুঙ্কুমঞ্চ রসো মৃগমদাত্মকঃ ।
পুষ্পাণি সুরভীণ্যেব পবিত্রাণি শুভানি চ ॥ ৯০
নির্গন্ধান্যুগ্রগন্ধানি দূষিতান্যুষিতানি চ ।
স্বয়মেব বিশীর্ণানি নাদেয়ানি শিবার্চ্চনে ॥ ৯১
বাসাংসি চ মৃদূন্যেব নবানি চ শুভানি চ ।
দুকূলপট্টদেবাঙ্গময়ানি চ সিতানি চ ॥ ৯২
নবরত্নচিতান্যেব তপনীয়ময়ানি চ ।
বিদ্যুদ্বলয়কল্পানি ভূষণানি বিশেষতঃ ॥ ৯৩
সর্ব্বাণ্যেতানি কর্পূরনির্যাসাগুরুচন্দনৈঃ ।
প্রধূপিতানি পুষ্পৌঘৈর্বাসিতানি সমন্ততঃ ॥ ৯৪
চন্দনাগুরু-কর্পূর-কুষ্ঠ-গুগ্গুলুচূর্ণকৈঃ :

যুক্ত ও গুড়খণ্ড (খাঁড়) অন্বিত করিয়া দান করিবে এবং মথিত উত্তম দধি ও পিষ্টকাদি ভক্ষ্য দ্রব্য, সুস্বাদু ফল, এলা (এলাইচ), চন্দন পুষ্প সমন্বিত অতিশীতল পানীয়, তৈল-রসাক্ত মৃদু পুগফলখণ্ড, উত্তম গৌরবর্ণ তাম্বূল-দল, শ্বেতবর্ণ নাতিরুক্ষ দোষশূন্য প্রস্তরচূর্ণ, কর্পূর জাতী কঙ্কোল প্রভৃতি, চন্দনের মূল ও কাষ্ঠরজোময় আলেপন কস্তূরিকা কুঙ্কুম ও মৃগনাভি দান করিবে। আর পবিত্র সুরভি পুষ্প দান করিবে। যে সকল নির্গন্ধ বা উগ্রগন্ধ ও দূষিত বা পর্য্যুষিত কিংবা স্বয়ং-বিশীর্ণ পুষ্প, সেই সকল শিবপূজায় দান করিবে না এবং দেবাঙ্গময় নূতন মৃদু শুভ্র দুকূল পট্টবস্ত্র ও নবরত্নখচিত বিদ্যুন্মণ্ডল সদৃশ সুবর্ণময় ভূষণ দান করিবে। ৭৫—৯১। এই সকল উপচার কর্পূর নির্য্যাস অগুরু চন্দন ও পুষ্পে বাসিত এবং ধূপধূমে ধূপিত করিয়া নিবেদন করিবে। চন্দন অগুরু, কর্পূর, কুষ্ঠ,

ঘৃতেন মধুনা চৈব সিদ্ধো ধূপঃ প্রশস্যতে ॥ ৯৫
কপিলাসম্ভবেনৈব ঘৃতেনাপি সুগন্ধিনা ।
নিত্যং প্রদীপিতা দীপাঃ শস্তাঃ কর্পূরসংযুতাঃ ।
পঞ্চগব্যঞ্চ মধুরং পয়ো দধি ঘৃতং তথা ।
কপিলাসম্ভবং শম্ভোরিষ্টং স্নানে চ পানকে ॥ ৯৭
আসনানি চ ভদ্রাণি গজদন্তময়ানি চ ।
সুবর্ণরত্নচিত্রাণি চিত্রাণ্যাস্তরণানি চ ॥ ৯৮
মৃদূপধানযুক্তানি সূক্ষ্মতূলময়ানি চ ।
উচ্চাবচানি রম্যাণি শয়নানি সুখানি চ ॥ ৯৯
নদ্যাঃ সমুদ্রগামিণ্যা নদাদ্বাপ্তঃ সমাহৃতম্ ।
বস্ত্রপূতঞ্চ শীতঞ্চ বিশিষ্টং স্নান-পানয়োঃ ॥ ১০০
ছত্রং শশিনিভং চারু মুক্তাদামবিরাজিতম্ ।
নবরত্নচিতং দিব্যং হেমদণ্ডমনোহরম্ ॥ ১০১
চামরে চ সিতে সূক্ষ্মে চামীকরপরিষ্কৃতে ।
রাজহংসদ্বয়াকারে রত্নদণ্ডোপশোভিতে ॥ ১০২
দর্পণঞ্চাপি সুস্নিগ্ধং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।
সমন্তাদ্রত্নসঙ্ছন্নং স্রগ্বরৈশ্চাপি ভূষিতম্ ॥ ১০৩
গম্ভীরনিনদঃ শঙ্খো হংসকুন্দেন্দুসন্নিভঃ ।
আস্যপৃষ্ঠাদিদেশেষু রত্নচামীকরাঙ্কিতঃ ॥ ১০৪
কাহলানি চ রম্যাণি নানানাদকরাণি চ ।

গুগ্গুল চূর্ণ আর ঘৃত মধু দ্বারা নির্ম্মিত প্রশস্ত। পঞ্চগব্য ও কপিলা ধেনুসম্ভব দুগ্ধ দধি ও ঘৃত দেবের স্নানে ও পানে জানিবে। দেবদেবের সন্তোষ নিমিত্ত ও রত্নে চিত্রিত গজদন্তময় আসন ও বিচিত্র আস্তরণ, কোমল উপাধান যুক্ত তুলময় বন্ধুর সুখকর রম্য শয্যা, সমুদ্রগামি নদী বা নদ হইতে সমাহৃত বস্ত্রপূত পানোপযোগী শীতল জল, চারু মুক্তা শোভমান নরত্নখচিত সুবর্ণময় দণ্ড-সমন্বিত করসুন্দর শ্বেত ছত্র, সুবর্ণরঞ্জিত রত্নদণ্ডে হর যুগলরাজহংসাকৃতি সূক্ষ্ম শ্বেতবর্ণ চামর দিব্যগন্ধময় চতুর্দ্দিকে রত্নখচিত উত্তম বিভূষিত সুস্নিগ্ধ দর্পণ, হংস কুন্দপুষ্প ও সদৃশ সুন্দর, মুখে ও পৃষ্ঠে সুবর্ণ ও সমুজ্জ্বল, গম্ভীরনিনাদ শঙ্খ, নানা মুক্তামালায় অলঙ্কৃত, সুবর্ণনির্ম্মিত কাহল

সুবর্ণনির্ম্মিতান্যেব মৌক্তিকালঙ্কৃতানি চ ॥ ১০৫
ভেরী-মৃদঙ্গ-মুরজ-তিমিচ্ছা-পটহাদয়ঃ।
সমুদ্রকল্পসন্নাদাঃ কল্পনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥ ১০৬
ভাণ্ডান্যপি চ রম্যাণি পাত্রাণ্যপি চ কৃৎস্নশঃ।
তদাধারাণি সর্ব্বাণি সৌবর্ণান্যেব ধারয়েৎ ॥ ১০৭
আলয়ঞ্চ মহেশস্য শিবস্য পরমাত্মনঃ।
রাজাবসথবৎ কল্প্যং শিল্পশাস্ত্রোক্তলক্ষণম্ ॥১০৮
উচ্চপ্রাকারসম্ভিন্নং ভূধরাকারগোপুরম্।
অনেকরত্নসঞ্ছন্নং হেমদ্বারকপাটকম্ ॥ ১০৯
তপ্তজাম্বুনদময়ং রত্নস্তম্ভশতাবৃতম্।
মুক্তাদামবিতানাঢ্যং বিদ্রুমদ্বারতোরণম্ ১১০
চামীকরময়ৈর্দিব্যৈর্মুকুটৈঃ কুম্ভলক্ষণৈঃ।
অলঙ্কৃতশিরোভাগমস্ত্ররাজেন চিহ্নিতৈঃ ॥ ১১১
রাজন্যার্হনিবাসৈশ্চ রাজবীথ্যাদিশোভিতৈঃ।
প্রক্ষিপ্তপ্রাংশুশিখরৈঃ প্রাসাদৈশ্চ সমন্ততঃ ॥১১২
আস্থানস্থানবর্য্যৈশ্চ স্থিতৈর্দিক্ষু বিদিক্ষু চ।
অত্যন্তালঙ্কৃতপ্রান্তমন্তরাবরণৈরিব ॥ ১১৩
উত্তমস্ত্রীসহস্রৈশ্চ নৃত্যগেয়বিশারদৈঃ।
বেণুবীণাবিদগ্ধৈশ্চ পুরুষৈর্বহুভির্যুতম্ ॥ ১১৪

রক্ষিতং রক্ষিভির্বীরৈর্গজ-বাজি-রথান্বিতৈঃ।
অনেকপুষ্পবাটীভিরনেকৈশ্চ সরোবরৈঃ ॥ ১১৫
দীর্ঘিকাভিরনেকাভির্দিগ্বিদিক্ষু বিরাজিতম্।
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞৈঃ শিবশাস্ত্রপরায়ণৈঃ ॥ ১১৬
শিবাশ্রমরতৈর্ভক্তৈঃ শিবশাস্ত্রোক্তলক্ষণৈঃ।
শান্তৈঃ স্মিতমুখৈঃ স্ফীতৈঃ সদাচারপরায়ণৈঃ ॥
শৈবৈর্মাহেশ্বরৈশ্চৈব শ্রীমদ্ভিঃ সেবিতং দ্বিজৈঃ ॥
এবমন্তর্বহির্বাথ যথাশক্তি বিনির্ম্মিতে।
স্থানে শিলাময়ে দান্তে দারবে চেষ্টকাময়ে ॥ ১১৯
কেবলং মৃন্ময়ে বাপি পুণ্যারণ্যেঽপি বা গিরৌ।
নদ্যাং দেবালয়েঽন্যত্র দেশে বাথ গৃহে শুভে ॥
আঢ্যো বাথ দরিদ্রো বা স্বকাং শক্তিমবঞ্চয়ন্।
দ্রব্যৈর্ন্যায়ার্জ্জিতৈরেব ভক্ত্যা দেবং সমর্চ্চয়েৎ ॥
অথান্যায়ার্জ্জিতৈশ্চাপি ভক্ত্যা চেচ্ছিবমর্চ্চয়েৎ।
ন তস্য প্রত্যবায়োঽস্তি ভাববশ্যো যতঃ প্রভুঃ ॥
ন্যায়ার্জ্জিতৈরপি দ্রব্যৈরভক্ত্যা পূজয়েদ্যদি।

এবং সমুদ্রের ন্যায় গভীরধ্বনি ভেরী মৃদঙ্গ মুরজ তিমিচ্ছাদি বাদ্য বিশেষ যত্ন সহকারে প্রস্তুত করিবে। আর রম্য ভাণ্ড, নানাবিধ পাত্র এবং তাহাদের আধার সকল সুবর্ণময় রচনা করিবে। ১৪—১০৭। পরমাত্মা শিবের আলয়ও শিব-শাস্ত্রোক্ত লক্ষণসমন্বিত ও রাজকীয় সৌধসদৃশ নির্ম্মাণ করিবে। সেই আলয়ের উচ্চ প্রকার, ভূধরসদৃশ পুরদ্বার, নানাবিধ রত্নখচিত সুবর্ণময় দ্বারকপাট, তপ্ত সুবর্ণময় শত শত রত্নস্তম্ভ মুক্তামালা ও বিজ্ঞানসমন্বিত বিদ্রুমময় তোরণ, সদা শিরোভাগে অস্ত্ররাজ-চিহ্নিত সুবর্ণময় কুম্ভরূপ মুকুটে বিরাজমান ও চতুর্দ্দিকে রাজ-পথাদি পরিশোভিত উন্নতশিখর রাজন্যগণের নিবাসস্থানোপযোগী প্রাসাদ সকল শোভা বর্দ্ধন করিবে। তাহার প্রান্তভাগের দিক্ বিদিকে অন্তরাবরণ সদৃশ আস্থানমণ্ডপ থাকিবে; আর সেই আলয়ে নিয়ত উত্তম স্ত্রীসহায় নৃত্য-গীত-বিশারদ বেণুবীণা-বাদন-বিদগ্ধ বহুসংখ্যক পুরুষ গানাদি মঙ্গলাচরণে রত থাকিবে। গজ-বাজি-রথান্বিত বীর রক্ষীরা তাহার রক্ষক থাকিবে, অনেক অনেক পুষ্পবাটিকা ও অনেক অনেক সরোবর দীর্ঘিকা প্রভৃতি জলাশয়ে চতু-র্দ্দিক্ কেবল শোভাময়ই হইবে। আর বেদ-বেদান্ততত্ত্বজ্ঞ শিবশাস্ত্রপরায়ণ শিবশাস্ত্রোক্ত লক্ষণসম্পন্ন শিবাশ্রমরত ভক্ত শান্ত হাস্যবদন সদাচাররত শ্রীমান্ শৈব দ্বিজগণ নিরন্তর তাঁহার পূজাদিতে রত থাকিবে। এই প্রকার অন্তরে বাহিরে যথাশক্তি নির্ম্মিত শিলাময় ইষ্টকময় কিংবা কাষ্ঠময় অথবা দন্তময় স্থানে বা মৃন্ময়স্থানে কিংবা কোনও পুণ্য অরণ্য বা পর্ব্বতে অথবা নদীতে বা দেবালয়ে কিংবা গৃহে, ফলে যে কোন পবিত্র স্থানে ধনী হউক বা দরিদ্র হউক, নিজের সামর্থ্য গোপন না রাখিয়া অর্থাৎ যতদূর সামর্থ্য তদনুসারে ন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্যে ভক্তিপূর্ব্বক দেবের অর্চ্চনা করিবে। ১০৮-১২১। অথবা অন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্যেও ভক্তিপূর্ব্বক আমার পূজা করিবে, তাহাতে কোনও প্রত্যবায় নাই; যেহেতু প্রভু, মাত্র ভক্তিতেই বশ্য হইয়া থাকেন। বরং ন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্যে অভক্তিপূর্ব্বক

ন তৎফলমবাপ্নোতি ভক্তিরেবাত্র কারণম্॥ ১২২
ভক্ত্যা বিত্তানুসারেণ শিবমুদ্দিশ্য যৎ কৃতম্।
অল্পে মহতি বা তুল্যং ফলমাঢ্য-দরিদ্রয়োঃ ॥১২৩
ভক্ত্যা প্রচোদিতঃ কুর্য্যাদল্পবিত্তোঽপি মানবঃ।
মহাবিভবসারোঽপি ন কুর্য্যাদ্ভক্তিবর্জ্জিতঃ ॥১২৪
সর্ব্বস্বমপি যো দদ্যাচ্ছিবে ভক্তিবিবর্জ্জিতঃ।
ন তেন ফলভাক্ স স্যাদ্ভক্তিরেবাত্র কারণম্ ॥১২৫
ন তৎ তপোভিরত্যুগ্রৈর্ন চ সর্ব্বৈর্মহামখৈঃ।
গচ্ছেচ্ছিবপুরং দিব্যং মুক্ত্বা ভক্তিং শিবাত্মিকাম্॥
গুহ্যাদ্গুহ্যতরং কৃষ্ণ সর্ব্বত্র পরমেশ্বরে।
শিবে ভক্তির্ন সন্দেহস্তয়া যুক্তো বিমুচ্যতে॥ ১২৭
শিবমন্ত্রজপো ধ্যানং হোমো যজ্ঞস্তপঃ শ্রুতম্।
দানমধ্যয়নং সর্ব্বং ভাবার্থং নাত্র সংশয়ঃ॥ ১২৮
ভাবহীনো নরঃ সর্ব্বং কৃত্বাপি ন বিমুচ্যতে।

ভাবযুক্তঃ পুনঃ সর্ব্বমকৃত্বাপি বিমুচ্যতে॥ ১২৯
চান্দ্রায়ণসহস্রৈশ্চ প্রাজাপত্যশতৈস্তথা।
মাসোপবাসৈশ্চান্যৈশ্চ শিবভক্তস্য কিং ফলম্।
অভক্তা মানবাশ্চাস্মিন্ লোকে গিরিগুহাসু চ।
তপন্তি চাল্পভোগার্থে ভক্তো ভাবেন মুচ্যতে॥১৩১
সাত্ত্বিকং মুক্তিদং কর্ম্ম সত্ত্বে বৈ যোগিনঃ স্থিতঃ।
রাজসং সিদ্ধিদং কুর্য্যুঃ কর্ম্মিণো রজসাবৃতাঃ॥১৩২
অসুরা রাক্ষসাশ্চৈব তমোগুণসমন্বিতাঃ।
ঐহিকার্থং যজন্তীশং নরাশ্চান্যেঽপি তাদৃশাঃ।
তামসং রাজসং বাপি সাত্ত্বিকং ভাবমেব বা।
আশ্রিত্য ভক্ত্যা পূজাদ্যং কুর্ব্বন্ ভদ্রং সমশ্নুতে।
যতঃ পাপার্ণবাৎ ত্রাতুং ভক্তির্নৌরিব নির্ম্মিতা।
তস্মাদ্ভক্ত্যুপপন্নস্য রজসা তমসা চ কিম্॥ ১৩৫

পূজা করিলে কিছুমাত্রই তাহার ফল লাভ হয় না; যেহেতু কেবল ভক্তিই ফললাভের কারণ। স্বীয় বিত্তানুসারে ভক্তিপূর্ব্বক যাহা করিবে, তাহা অল্প হইলেও মহৎ কার্য্যের তুল্য ফল প্রসব করে। নিজে দরিদ্র হইলেও ঐ কার্য্যানুষ্ঠানে ধনী লোকের সমান ফলভাগী হয়। অতএব ভক্তি থাকিলে নির্দ্ধন ব্যক্তিও যথাশক্তি পূজা করিবে। কিন্তু অভক্ত মহাধনী হইয়াও কদাচ ঐ কার্য্য অনুষ্ঠান করিবে না। অভক্তেরা যদি সর্ব্বস্ব পর্য্যন্ত দান করে, তাহা হইলেও সে ফলভাগী হইতে পারে না; যেহেতু মাত্র ভক্তিই উহার পরম নিদান। সহস্র সহস্র উগ্র তপস্যা করিলেও এবং সহস্র সহস্র মহাযজ্ঞ করিলেও শিব-ভক্তিবিহনে কদাচ দিব্য শিবপুর-গমনে সামর্থ্য জন্মিবে না। হে কৃষ্ণ! পরম-কারণ শিবে ভক্তি যে গুহ্য অপেক্ষা গুহ্যতর, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই; সুতরাং যাহারা ভক্তিমান্, কেবল তাহারাই মুক্তি পাইয়া থাকে। শিবমন্ত্র জপ, ধ্যান, হোম, যজ্ঞ, তপস্যা, শাস্ত্র, দান, অধ্যয়ন সকলই যে চিত্তশুদ্ধির জন্য; ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ভক্তিবিহীন মনুষ্যেরা সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াও তাহার ফলভাগী

হয় না অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিতে পারে না। আর যাহারা ভক্তিমান্, তাহারা কোনও ভক্তিসাধন কার্য্য অনুষ্ঠান না করিয়াও মুক্তিলাভ করিয়া থাকে; অতএব যাহারা শিবভক্ত, তাহাদের সহস্র সহস্র চান্দ্রায়ণ, শত শত প্রাজাপত্য বা মাস ব্যাপিয়া নিয়ত উপবাস এবং অন্যান্য কার্য্যেই বা কি প্রয়োজন ?১২২-১৩০। ইহজগতে অভক্ত মানবেরা শত শত গিরিগুহাতে মাত্র স্বল্প ভোগের নিমিত্তই তপস্যা করিতেছে, কিন্তু যাহারা ভক্ত, তাহারা কেবল ভক্তিতেই মুক্ত হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক কর্ম্ম মুক্তিপ্রদ, যোগীরাই ঐ সাত্ত্বিক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন। রাজসিক কর্ম্ম সিদ্ধিপ্রদ, রজোগুণে আবৃত কর্ম্মীরাই সেই রাজসিক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; আর তমোগুণে অভিভূত অসুর রাক্ষস ও তাদৃশ অন্যান্য মনুষ্যেরা ঐহিক-ভোগ-বাসনায় ঈশ্বরের পূজাদি করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা ভক্তিমান, তাহারা ঐ সাত্ত্বিক ভাবে বা রাজসিক ভাবে অথবা তামসিক ভাবে, যে কোন ভাবেই হউক পূজাদি করিলেই কল্যাণভাজন হইয়া থাকে। যেহেতু এই অবনী মাঝারে পাপার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইতে ভক্তিই একমাত্র তরণী রূপে নির্ম্মিত আছে; অতএব ভক্তগণের রজোগুণে বা তমোগুণে কিছুই প্রয়োজন বা কি

অন্ত্যজো বাধমো বাপি মূর্খো বা পতিতোঽপি বা।
শিবং প্রপন্নশ্চেৎ কৃষ্ণ পূজ্যঃ সর্ব্বসুরাসুরৈঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ভক্ত্যৈব শিবমর্চ্চয়েৎ।
অভক্তানাং কচিদপি ফলং নাস্তি যতস্ততঃ॥১৩৭
রহস্যমতিরহস্যং তে শৃণু কৃষ্ণ বচো মম।
বেদৈঃ শাস্ত্রৈর্বেদবিদ্ভির্বিচার্য্য সুবিনিশ্চিতম্॥১৩৮
ব্রহ্মঘ্নো বা সুরাপো বা স্তেয়ী বা গুরুতল্পগঃ।
মাতৃহা পিতৃহা বাপি বীরহা ভ্রূণহাপি বা॥১৩৯
সম্পূজ্যামন্ত্রকং ভক্ত্যা শিবং পরমকারণম্।
তৈস্তৈঃ পাপৈর্বিমুচ্যেত বর্ষৈর্দ্বাদশভিঃ ক্রমাৎ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পতিতোঽপি যজেচ্ছিবম্।
ভক্তশ্চেন্নাপরঃ কশ্চিদ্ভিক্ষাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥১৪১
কৃত্বাপি সুমহৎ পাপং ভক্ত্যা পঞ্চাক্ষরেণ তু।
পূজয়েদ্‌যদি দেবেশং তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥
অব্‌ভক্ষা বায়ুভক্ষাশ্চ যে চান্যে ব্রতকর্শিতাঃ।
তেষামেতৈর্ব্রতৈর্নাস্তি শিবলোকসমাগমঃ॥১৪৩
ভক্ত্যা পঞ্চাক্ষরেণৈব যঃ শিবং সকৃদর্চ্চয়েৎ।
সোঽপি গচ্ছেচ্ছিবস্থানং শিবমন্ত্রস্য গৌরবাৎ॥
তস্মাৎ তপাংসি যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে সর্ব্বস্বদক্ষিণাঃ।
শিবমূর্ত্ত্যর্চ্চনস্যৈতে কোট্যংশেনাপি নো সমাঃ॥
বদ্ধো বাপ্যথ মুক্তো বা পাশাৎ পঞ্চাক্ষরেণ চেৎ
পূজয়েন্মুচ্যতে ভক্তো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥১৪৬
অরুদ্রো বা সরুদ্রো বা সূক্তেন শিবমর্চ্চয়েৎ।
যঃ সকৃৎ পতিতো বাপি মূঢ়ো বা মুচ্যতে নরঃ॥
ষড়ক্ষরেণ বা নিত্যং তথা পঞ্চাক্ষরেণ বা।
সব্রহ্মাঙ্গেণ বা তেন সহংসেন বিমুচ্যতে॥১৪৮
তস্মান্নিত্যং শিবং ভক্ত্যা সূক্তমন্ত্রেণ পূজয়েৎ।
শিবভক্তো জিতক্রোধো হ্যলব্ধো লব্ধ এব চ॥১৪৯
অলব্ধাল্লব্ধ এবাত্র বিশিষ্টো নাত্র সংশয়ঃ।

নাই। কোন নীচ জাতি, অধম, বা মূর্খ, অথবা পতিত ব্যক্তিও যদি শিবশরণ হয়, হে কৃষ্ণ! তাহা হইলে সে ব্যক্তি সকল সুরাসুরের পূজ্য হয়। অতএব অতি যত্নসহকারে ভক্তিপূর্ব্বক শিবার্চ্চনা করিবে। ইহ জগতে অভক্তগণের কোন স্থানে ফল নাই; সুতরাং হে কৃষ্ণ! আপনাকে বেদে শাস্ত্রে ও বেদবিৎকর্তৃক বিচার করিয়া নিশ্চিত অতি রহস্য বিষয় বলিতেছি,শ্রবণ করুন।১৩১-১৩৮। যদি কোনও ব্রহ্মহত্যাকারক, সুরাপায়ী, স্তেয়জীবী, গুরুতল্পগামী, মাতৃঘাতক, পিতৃঘাতক বা বীরঘাতক অথবা ভ্রূণহা ব্যক্তিও ভক্তিপূর্ব্বক পরম কারণ শিবকে অমন্ত্রকও পূজা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি দ্বাদশ বৎসরের পর পাপমুক্ত হয়, ইহা নিঃসন্দেহ। অতএব ভক্ত পতিত ব্যক্তিও শিবের অর্চ্চনা করিবে। আর অভক্ত সদাচারপরায়ণ হইলেও পূজাতে অধিকারী হইবে না। যদি কোনও ব্যক্তি অতিশয় পাপকর্ম্ম করিয়া ভিক্ষাহারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে দেবদেবের পূজা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি স্বীয় পাপ হইতে মুক্ত হয়, জানিবেন। আর যাহারা শিবভক্ত না হইয়া মাত্র জলপান বায়ুভক্ষণরূপ কঠোর ব্রত অবলম্বী হয় এবং অন্যান্য ব্রত করে, তাহাদিগের এই সকল ব্রতেও শিবলোকপ্রাপ্তি ঘটে না; আর যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে একবার মাত্র শিবের অর্চ্চনা করে, সে ব্যক্তিও শিবমন্ত্রের গৌরবে শিবপুরে গমন করিতে সমর্থ হয়। অতএব নিখিল কঠোর তপস্যা, আর সর্ব্বস্বদক্ষিণ পর্য্যন্ত যজ্ঞ, ঐ শিবমূর্ত্তিপূজনের কোটি অংশের একাংশেরও সমতুল হইতে পারে না। বদ্ধই হউক, আর মুক্তই হউক, যে ভক্ত পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে শিবপূজা করে, সে ব্যক্তি পাশ হইতে মুক্ত হয়, ইহা আর বিচার্য্য নহে। অরুদ্রই হউক আর সরুদ্রই হউক, যে ব্যক্তি সূক্ত মন্ত্রে একবার মাত্র শিবার্চ্চনা করে, সে জন পতিত বা মূঢ় হইলেও মুক্ত হইবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। নিয়ত ষড়ক্ষর মন্ত্রে বা পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে অথবা সদ্যোজাতাদি ব্রহ্মাঙ্গ মন্ত্রে ও পূর্ব্বোক্ত হংস মন্ত্র সহিত সূক্ত মন্ত্রে অর্চ্চনা করিলেই মুক্ত হইবে; ইহা নিঃসন্দেহ। ১৩৯—১৪৮। সুতরাং ভক্তগণ নিয়ত ভক্তিপূর্ব্বক সূক্তমন্ত্র দ্বারা শিবের অর্চ্চনা করিবে। জিতক্রোধ শিবভক্তেরা দীক্ষিত হউক, কি না হউক, ঐ নিয়মে শিবপূজা করিবে, কিন্তু তাহার

তস্মাল্লব্ধৈব দেবেশং সূক্তমন্ত্রেণ পূজয়েৎ ॥ ১৫০
এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং নিত্যমেব বা।
যেঽর্চ্চয়ন্তি মহাদেবং বিজ্ঞেয়াস্তে গণেশ্বরাঃ ॥ ১৫১
জ্ঞানেনাত্মসহায়েন নার্চ্চিতো ভগবান্ শিবঃ।
স চিরং সংসরত্যস্মিন্ সংসারে দুঃখসাগরে ॥ ১৫২
দুর্লভং প্রাপ্য মানুষ্যং মূঢ়ো নার্চ্চয়তে শিবম্।
নিস্ফলং তস্য তজ্জন্ম মোক্ষায় ন ভবেদ্‌যতঃ ॥ ১৫৩
দুর্লভং প্রাপ্য মানুষং যেঽর্চ্চয়ন্তি পিনাকিনম্।
তেষাং হি সফলং জন্ম কৃতার্থাস্তে নরোত্তমাঃ ॥
ভবভক্তিপরা যে চ ভবপ্রণতচেতসঃ।
ভবসংস্মরণোদ্‌যুক্তা ন তে দুঃখস্য ভাগিনঃ ॥ ১৫৫
ভবনানি মনোজ্ঞানি বিভ্রমাভরণাঃ স্ত্রিয়ঃ।
ধনঞ্চাতৃপ্তিপর্য্যন্তং শিবপূজাবিধেঃ ফলম্ ॥ ১৫৬
যে বাঞ্ছন্তি মহাভোগান্ রাজ্যঞ্চ ত্রিদশালয়ে।
তে বাঞ্ছন্তি সদাকালং হরস্য চরণাম্বুজম্ ॥ ১৫৭
সৌভাগ্যং কান্তিমদ্রূপং সত্ত্বং ত্যাগার্দ্রভাবতা।
শৌর্য্যঞ্চ জগতি খ্যাতিঃ শিবমর্চ্চয়তো ভবেৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য শিবৈকাহিতমানসঃ।
শিবপূজাবিধিং কুর্য্যাদ্‌যদীচ্ছেচ্ছিবমাত্মনঃ ॥ ১৫৯
ত্বরিতং জীবিতং যাতি ত্বরিতং যাতি যৌবনম্।
ত্বরিতং ব্যাধিরপ্যেতি তস্মাৎ পূজ্যঃ পিনাকধৃক্।
যাবন্নায়াতি মরণং যাবন্নাক্রমতে জরা।
যাবন্নেন্দ্রিয়বৈকল্যং তাবৎ পূজয় শঙ্করম্ ॥ ১৬১
ন শিবার্চ্চনতুল্যোঽস্তি ধর্ম্মোঽন্যো ভুবনত্রয়ে।
ইতি বিজ্ঞায় যত্নেন পূজনীয়ঃ সদাশিবঃ ॥ ১৬২
দ্বারযাগঞ্চ বনিকাং পরিবারবলিক্রিয়াম্।
নিত্যোৎসবঞ্চ কুর্ব্বীত প্রাসাদে যদি পূজয়েৎ।

মধ্যে দীক্ষিত ব্যক্তিই যে প্রশস্ততর, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অতএব গুরুসকাশে দীক্ষিত হইয়াই যে ব্যক্তি সূক্তমন্ত্র দ্বারা এক কাল বা দ্বিসন্ধ্যা অথবা ত্রিসন্ধ্যায় কিংবা নিয়তই মহাদেবকে পূজা করিয়া থাকে, তাহারা গণেশ্বর বলিয়া জ্ঞাতব্য। যে জন আত্মসহায় জ্ঞানযোগ দ্বারা ভগবান্ শিবের অর্চ্চনা না করে, সে ব্যক্তি চিরকাল এই দুঃখসাগর সংসারে কষ্ট পাইতে থাকে। যে জন এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াও শিবপূজা না করে, তাহার জন্ম নিস্ফল, যেহেতু এহেন মনুষ্যজন্মও তাহার মোক্ষের নিমিত্ত হইল না। আর যে জন এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়া পিনাকীর পূজায় রত থাকে, তাহাদিগের জন্ম সফল ও সেই নরোত্তমই ইহজগতে কৃতার্থ হইয়া থাকে, জানিবেন। এ জগতে যাহারা ভবভক্তিপরায়ণ ও ভবে প্রণতচেতাঃ হইয়া নিরন্তর ভবস্মরণে উদ্যুক্ত থাকে তাহারা এই ভবার্ণবে দুঃখের ভাগী হয় না। মনোজ্ঞ ভবন, বিলাসবিভূষিতা স্ত্রী ও তৃপ্তির সীমানাশক ধন, এ সকল, মাত্র শিব পূজারই ফল জানিবেন। যাহারা মহাভোগ বাঞ্ছা করে ও যাহারা ত্রিদশালয়ে রাজ্যভোগ বাসনা করে,

নিশ্চয় জানিবেন যে, তাহারা সদা সর্ব্বদা সেই ভবভূতির চরণকমলে লোভী হইয়া থাকে। শিবসেবীকেই শৌর্য্য, বল, জগতে খ্যাতি, কান্ত শরীর, লোকানন্দকর স্বভাব ও দয়ালুতা প্রভৃতি নিখিল সদ্‌গুণ আশ্রয় গ্রহণ করে; অতএব যদি আপনার মঙ্গল-লাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে মাত্র শিবে চিত্ত অর্পণ করিয়া সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবপূজা করিবেন।১৪৯--১৫৯ এই জীবন অচিরেই নাশ পাইবে, এই মনোহর যৌবন—যাহাকে চিরস্থায়ী মনে করিয়া পরিণাম না দেখিয়া আমোদে মদমত্ত রহিয়াছ, তাহাও আর কিছু দিন পরে নাশ পাইবে; ঐ দেখ ব্যাধিও আশ্রয়গ্রহণে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। অতএব এ সকল বিবেচনা করিয়া নিরত পিনাকীর পূজায় রত থাকিবে। যতদিন না মরণ হইতেছে, যে পর্য্যন্ত এ দেহকে জরা আসিয়া আক্রমণ না করিতেছে ও যতদিন না ইন্দ্রিয়বৈকল্য হইতেছে, সে পর্য্যন্ত শিবপূজায় কদাচ অলস হইবে না। এই ত্রিভুবনে শিবার্চ্চন তুল্য আর ধর্ম্ম নাই. ইহা জানিয়া নিরত যত্নসহকারে সদা শিবের পূজায় রত থাকিবে। যদি প্রাসাদে পূজা করা হয়, তাহা হইলে রম্য কোমল তরুসমূহ-সমীপে গমন করিয়া দ্বারযাগ ও পরিবারবলিক্রিয়া করিবে এবং নিয়ত উৎসব

হবির্নিবেদনাদূর্দ্ধং স্বয়ঞ্চানুচরোঽপি বা।
প্রাসাদপরিবারেভ্যো বলিং দদ্যাদ্‌যথাক্রমম্ ॥ ১৬৪
নির্গম্য সহ বাদিত্রৈস্তদাশাভিমুখঃ স্থিতঃ।
পুষ্পং ধূপঞ্চ দীপঞ্চ দদ্যাদন্নং জলৈঃ সহ ॥ ১৬৫
ততো দদ্যান্মহাপীঠে তিষ্ঠন্ বলিমুদঙ্মুখঃ ॥ ১৬৬
ততো নিবেদিতং দেবে যত্তদন্নাদিকং পুরা।
তং সর্ব্বং সাবশেষং বা চণ্ডায় বিনিবেদয়েৎ ॥
হুত্বা চ বিধিবৎ পশ্চাৎ পূজাশেষং সমাপয়েৎ।
কৃত্বা প্রয়োগং বিধিবদ্‌যাবমন্ত্রং জপং ততঃ।
নিত্যোৎসবং প্রকুর্ব্বীত যথোক্তং শিবশাসনে ॥
বিপুলে তৈজসে পাত্রে রত্নপদ্মোপশোভিতে।
অস্ত্রং পাশুপতং দিব্যং তত্রাবাহ্য সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৬৯
শিরস্যারোপ্য তৎ পাত্রং দ্বিজস্যালঙ্কৃতস্য চ।
হস্তাস্ত্রবপুষা তেন দীপ্তযষ্টিধরস্য চ ॥ ১৭০
প্রাসাদপরিবারেভ্যো বহির্মঙ্গলনিস্বনৈঃ।
নৃত্যগেয়াদিভিশ্চৈব সহ দ্বীপধ্বজাদিভিঃ ॥ ১৭১
প্রদক্ষিণত্রয়ং কৃত্বা ন দ্রুতং ন বিলম্বিতম্।
মহাপীঠং সমাবৃত্য ত্রিঃপ্রদক্ষিণযোগতঃ ॥ ১৭২
পুনঃ প্রবিষ্টে দ্বারস্থো যজমানঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
আদায়াভ্যন্তরং নীত্বা হ্যস্ত্রমুদ্বাসয়েৎ ততঃ ॥ ১৭৩
প্রদক্ষিণাদিকং কৃত্বা যথা পূর্ব্বোদিতং ক্রমাৎ।
প্রদায় চাষ্টপুষ্পাণি পূজামথ সমাপয়েৎ ॥ ১৭৪

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়া-
মুত্তরভাগে শিবপূজাবিধির্নাম
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

করিবে। হবিঃ-নিবেদনের পর স্বয়ং কর্ত্তাই হউক অথবা অনুচরই হউক প্রাসাদ-পরিবার-উদ্দেশে যথাক্রমে বলি নিবেদন করিবে। নানাবিধ বাদ্যের সহিত সেই তরুসমূহের দিকে গমন করিয়া জলের সহিত পুষ্প ধূপ দীপ অন্ন এই সকল নিবেদন করিবে। পরে উত্তরমুখ হইয়া মহাপীঠে বলি নিবেদন করিবে। তাহার পর দেব-উদ্দেশে যে অন্নাদি নিবেদিত হইয়াছে, সাবশিষ্ট সেই সকল চণ্ড উদ্দেশে দান করিবে। পরে যথাবিধি হোম করিয়া শেষে অবশিষ্ট পূজা সমাপন করিবে। মন্ত্রজপ পর্য্যন্ত যথাবিধি প্রয়োগ করিয়া নিয়ত শিবশাস্ত্রোক্ত উৎসব করিবে। রত্নপদ্মোপশোভিত বিপুল তৈজস পাত্রে দিব্য পাশুপত অস্ত্র আবাহন করিয়া তাহাতে আবাহন করত পূজা করিবে। পরে অলঙ্কৃত যষ্টিধারী দ্বিজের মস্তকে সেই পাত্র স্থাপন করিয়া বাহিরে গমন করত নৃত্যগীতাদি বহুবিধ মঙ্গল কার্য্য করিতে করিতে দীপ-ধ্বজাদি গ্রহণ করত সত্বরও নহে অথচ বিলম্বেও নহে এইরূপ ভাবে, মহাপীঠকে বেষ্টন করিয়া প্রসাদপরিবার উদ্দেশে তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে। অনন্তর যজমান কৃতাঞ্জলি হইয়া পুনর্ব্বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দ্বারে অবস্থান করত সেই পাশুপত অস্ত্রকে অভ্যন্তরে লইয়া তাহাতে আবাহন ও পূর্ব্বোক্ত পূজা-প্রদক্ষিণাদি যথাক্রমে করিয়া বিসর্জ্জন করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত অষ্ট পুষ্প দান করিয়া পূজা কর্ম্ম শেষ করিবে। ১৬০—১৭৪।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

উপমন্যুরুবাচ।

অথাগ্নিকার্য্যং বক্ষ্যামি কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলেঽপি বা
বেদ্যাং বা হ্যায়সে পাত্রে মৃন্ময়ে বা নবে শুভে ॥ ১
আধায়াগ্নিং বিধানেন সংস্কৃত্য চ ততঃ পরম্।
তত্রারাধ্য মহাদেবং হোমকর্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ২
কুণ্ডং দ্বিহস্তমানং বা হস্তমাত্রমথাপি বা।
বৃত্তং বা চতুরস্রং বা কুর্য্যাদ্বেদীং মণ্ডলম্ ॥ ৩

একবিংশ অধ্যায়।

উপমন্যু বলিলেন,—হে বাসুদেব! অনন্তর অগ্নিকার্য্য বলিতেছি শ্রবণ করুন। কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলে কিংবা বেদিতে অথবা লৌহময় বা নব মৃন্ময় পাত্রে অগ্নি স্থাপন করিয়া যথাবিধি সংস্কার করিবে। পরে সেই সংস্কৃত অগ্নিতে মহাদেবের আরাধনা করিয়া হোম

কুণ্ডং বিস্তারবন্নিম্নং তন্মধ্যেঽষ্টদলাম্বুজম্‌ ।
চতুরঙ্গুলমুৎসেধং তস্য দ্ব্যঙ্গুলমেব বা ॥ ৪
বিতস্তিদ্বিগুণোন্নত্যা নাভিমন্তঃ প্রচক্ষতে ।
মধ্যঞ্চ মধ্যমাঙ্গুল্যা মধ্যমোত্তমপর্ব্বণোঃ ॥ ৫
অঙ্গুলিঃ কথ্যতে সদ্ভিস্তচ্চতুর্ব্বিংশতিঃ করঃ ।
মেখলানাং ত্রয়ং বাপি দ্বয়মেকমথাপি বা ॥ ৬
যথাশোভং প্রকুর্ব্বীত শ্লক্ষ্ণমিষ্টং মৃদা স্থিরম্‌ ।
অশ্বত্থপত্রবদ্‌যোনিং গজাধরবদেব বা ॥ ৭
মেখলামধ্যতঃ কুর্য্যাৎ পশ্চিমে দক্ষিণেঽপি বা ।
শোভনামগ্রতঃ কিঞ্চিন্নিম্নামুন্নীলিকাং শনৈঃ ॥ ৮
অগ্রেণ কুণ্ডাভিমুখীং কিঞ্চিদুৎসৃজ্য মেখলাম্‌ ।
নোৎসেধনিয়মো বেদ্যাঃ সা মার্দ্দী বাথ সৈকতী ॥
মণ্ডলং গোশকৃত্তোয়ৈর্মানং পাত্রস্য নোদিতম্‌ ।
কুণ্ডঞ্চ মৃন্ময়ীং বেদীমালিপেদ্গোময়াম্বুনা ॥ ১০
প্রক্ষাল্য তাপয়েৎ পাত্রং প্রোক্ষয়েদন্যদম্ভসা ।
সম্বৃত্রোক্তপ্রকারেণ কুণ্ডাদৌ বিলিখেৎ ততঃ ।
সম্প্রোক্ষ্য কল্পয়েদ্দর্ভৈঃ পুষ্পৈর্ব্বা বহ্নিবিষ্টরম্‌ ।
অর্চ্চনার্থঞ্চ হোমার্থং সর্ব্বদ্রব্যাণি সাধয়েৎ ।
প্রক্ষাল্য ক্ষালনীয়ানি প্রোক্ষাণ্যাপ্রোক্ষ্য শোধয়েৎ
মণিজং কাষ্ঠজং বাথ শ্রোত্রিয়াগারসম্ভবম্‌ ।
অন্যং বা গর্হিতং বহ্নিং ততঃ সাধারমানয়েৎ ॥
ত্রিঃ প্রদক্ষিণমাবৃত্য কুণ্ডাদেরুপরি ক্রমাৎ ।
বহ্নিবীজং সমুচ্চার্য্য স্থাদধীতাগ্নিমাসনে ॥ ১৫
যোনিমার্গেণ বা তদ্বদাত্মনঃ সম্মুখেন বা ।
যোনিপ্রদেশগঃ সর্ব্বং কুণ্ডে কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ।
স্বনাভ্যন্তঃস্থিতং বহ্নিং তদ্রন্ধ্রাদ্বিস্ফুলিঙ্গবৎ ।
নির্গম্য পাবকে বাহ্যে লীনং বিম্বাকৃতিং স্মরেৎ ।
আজ্যসংস্কারপর্য্যন্তমন্বাধানপুরঃসরম্‌ ।
স্বসূত্রোক্তক্রমাৎ কুর্য্যান্মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ॥ ১৮
শিবমূর্ত্তিং সমভ্যর্চ্চ্য ততো দক্ষিণপার্শ্বতঃ ।

করিবে। কুণ্ড দ্বিহস্তপরিমিত অথবা একহস্ত-পরিমিত করিবে এবং বৃত্তাকার কিংবা চতুষ্কোণাকার করিবে। আর বেদী মণ্ডলাকার করিবে। কুণ্ড বিস্তীর্ণ ও নিম্ন হইবে, আর তাহার মধ্যে অষ্টদল পদ্ম থাকিবে, সেই পদ্ম চারি অঙ্গুল বা দুই অঙ্গুল উচ্চ হইবে। কুণ্ডের অভ্যন্তরে নাভি করিবে। কুণ্ডপরিমাণভেদে নাভি বিতস্তি বা তদ্দ্বিগুণ ঊর্দ্ধে কর্ত্তব্য। মধ্যমাঙ্গুলির মধ্য পর্ব্বের মধ্যস্থল উত্তম অঙ্গুলি বলিয়া কথিত আছে। সেইরূপ চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলিতে এক হাত হয়। মৃত্তিকা দ্বারা শোভাকর শ্লক্ষ্ণ মেখলাত্রয় অথবা মেখলাদ্বয় কিংবা একটী মেখলা (হোমকুণ্ডের মৃত্তিকা-নির্ম্মিত বেষ্টনবিশেষ) নির্ম্মাণ করিবে। মেখলার মধ্যে পশ্চিমদিকে বা দক্ষিণদিকেই হউক অশ্বত্থপত্রের ন্যায় কিংবা গজোষ্ঠসদৃশ ঐ যোনি শোভমান হইবে, অগ্রে কিছু নিম্ন হইবে ও তাহার প্রান্তদ্বয় মিলিত থাকিবে। বেদির কোনরূপ উচ্চতানিয়ম নাই, ঐ বেদী মৃন্ময়ী বা সিকতাময়ী করিবে। গোময় জল দ্বারা মণ্ডল করিবে। পাত্রের কোনরূপ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই। কুণ্ড ও মৃন্ময়ী বেদীকে গোময়-যুক্ত জলে লেপন করিবে। ১—১০। পাত্র প্রক্ষালন করিয়া তাপিত করিবে, আর অন্য পাত্র জলে প্রোক্ষিত করিবে; অথবা পুষ্পদ্বারা করিবে। পরে স্বীয় গৃহ্যসূত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে কুণ্ডাদিতে লিখিবে। দর্ভ সকল প্রোক্ষিত করিয়া তাহা দ্বারা বহ্নি স্থাপনের নিমিত্ত আসন নির্ম্মাণ করিবে। পূজা ও হোমের নিমিত্ত দ্রব্য সকল সম্পাদন করিয়া প্রক্ষালন করত প্রোক্ষণীজলে প্রোক্ষিত করিয়া শুদ্ধ করিবে। সূর্য্যকান্তমণিজাত বা কাষ্ঠজাত বা শ্রোত্রিয়াগারসম্ভূত অথবা অন্য কোন পবিত্র অগ্নি আনয়ন করিবে। পরে সেই অগ্নিকে তিনবার কুণ্ডাদির উপরে প্রদক্ষিণ করাইয়া বহ্নিবীজ উচ্চারণ করত সেই আসনোপরি যোনিমার্গ দ্বারা বা আত্মসম্মুখ করিয়া স্থাপন করিবে। বিচক্ষণ কর্ত্তা যোনিপ্রদেশের সমীপে থাকিয়া কুণ্ডেতে সকল কার্য্য করিবে, ইহাই বিধি। আপন নাভির অভ্যন্তরস্থিত বহ্নি সেই নাভিরন্ধ্র হইতে বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিম্বাকৃতি হইয়া বহিঃস্থিত অগ্নিতে লীয়মান হইল, এইরূপ চিন্তা করিবে। আজ্যসংস্কার পর্য্যন্ত অন্বাধান করত স্বসূত্রোক্ত পদ্ধতিতে মূলমন্ত্র

স্বস্ব মন্ত্রং ঘৃতে মুদ্রাং দর্শয়েদ্ধেনুসংজ্ঞিতাম্ ॥ ১৯
স্রুক্স্রুবৌ তৈজসৌ গ্রাহ্যৌ ন কাংস্যায়সসৈসকৌ
যজ্ঞদারুময়ৌ বাপি স্মার্ত্তৌ বা শিল্পসম্মতৌ ॥২০
পর্ণে বা ব্রহ্মবৃক্ষাদেরচ্ছিদ্রে মধ্য উত্থিতে।
সম্মৃজ্য দর্ভৈস্তৌ বহ্নৌ সন্তাপ্য প্রোক্ষয়েৎ পুনঃ
পরিষিচ্য স্বসূত্রোক্তক্রমেণ শিবপূর্ব্বকৈঃ।
সুমন্ত্রাদষ্টভির্বীজৈরগ্নিসংস্কারসিদ্ধয়ে ॥ ২২
ব্রুং স্রুং ব্রুং শ্লুংক্রমেণৈবপুং ড্রুং ক্রমিত্যতঃপরম্
বীজানি সপ্ত সপ্তানাং জিহ্বানামনুপূর্ব্বশঃ ॥ ২৩
ত্রিশিখা মধ্যমা জিহ্বা বহুরূপসমাহ্বয়া।
তস্যাঃ শিখৈকা দক্ষিণতো জ্বলন্তী বামতঃ পরা॥
হিরণ্যা প্রাগুদগ্জিহ্বা কনকা পূর্ব্বতঃ স্থিতা।
রক্তাগ্নেয়ী নৈঋ‍র্তী চ কৃষ্ণান্যা সুপ্রভা মতা।
অতিরক্তা মরুজ্জিহ্বা স্বনামানুগুণপ্রভা॥ ২৫
স্ববীজানন্তরং বাচ্যাঃ স্বাহান্তাশ্চ যথাক্রমম্।

জিহ্বামন্ত্রৈস্তু তৈর্হুত্বা জিহ্বাস্বেকৈকশঃক্রমাৎ
রুং বহ্নয়ে চ স্বাহেতি মধ্যে হুত্বাহুতিত্রয়ম্।
সর্পিষা বা সমিদ্ভির্বা পরিষেচনমাচরেৎ ॥ ২৭
এবং কৃতে শিবাগ্নিঃ স্যাৎ স্মরেৎ তত্র শিবাসনম্
তত্রাবাহ্য যজেদ্দেবমর্দ্ধনারীশ্বরং শিবম্।
দীপান্তং পরিষিচ্যাথ সমিদ্ধোমং সমাচরেৎ ॥২৮
তাঃ পালাশ্যপরা বাপি যজ্ঞিয়া দ্বাদশাঙ্গুলাঃ।
অবক্রা ন স্বয়ং শুষ্কাঃ সত্বচো নির্ব্রণাঃ সমাঃ ॥ ২৯
দশাঙ্গুলা বা বিহিতাঃ কনিষ্ঠাঙ্গুলিসম্মিতাঃ।
প্রাদেশমাত্রা বালাভে হোতব্যাঃ সকলা অপি ॥৩০
দূর্ব্বাপত্রসমাকারাং চতুরঙ্গুলমায়তাম্।
দদ্যাদাজ্যাহুতিং পশ্চাদন্নমক্ষপ্রমাণতঃ ॥ ৩১
লাজাংস্তথা সর্ষপাংশ্চ যবাংশ্চৈব তিলাংস্তথা।
সর্পিষাক্তানি ভক্ষ্যানি লেহ্য-চোষ্যাণি সম্ভবে ॥৩২

দ্বারা সকল কার্য্য করিবে। পরে দক্ষিণ পার্শ্বে শিবমূর্ত্তি অর্চ্চনা করিয়া ঘৃতে মন্ত্রন্যাস করত ধেনুমুদ্রা দেখাইবে। স্রুক্ স্রুব, কাংস্য লৌহ সীসা ব্যতিরিক্ত ধাতুনির্ম্মিত করিবে, অথবা স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত শিল্পসম্মত যজ্ঞদারু নির্ম্মিত করিবে। পলাশাদি বৃক্ষাদির পত্রদ্বয় মধ্য হইতে উত্থিত দর্ভ দ্বারা সম্মার্জ্জিত করিয়া বহ্নিতে তাপিত করিয়া পুনর্ব্বার প্রোক্ষিত করিবে; পরে স্বসূত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে সেচন করিয়া শিবমন্ত্রপূর্ব্বক অষ্টবীজ দ্বারা অগ্নিসংস্কার-সিদ্ধির নিমিত্ত হোম করিবে। ব্রুং স্রুং রুং শ্লুং পুং ড্রুং ক্রং, এই সাতটী অনুক্রমে সপ্ত জিহ্বার বীজ। বহুরূপাভিধানা মধ্যমা জিহ্বা ত্রিশিখা; তাহার দেদীপ্যমানা এক শিখা দক্ষিণে, অপর শিখা বামে। ঐশানী জিহ্বা হিরণ্যা, পূর্ব্বজিহ্বা কনকা, আগ্নেয়ী জিহ্বা রক্তা, নৈঋ‍র্তী জিহ্বা কৃষ্ণা, আর অন্য জিহ্বা-দ্বয়ের মধ্যে একটীর নাম সুপ্রভা ও অপর বায়ু জিহ্বা; সেই বায়ুজিহ্বা স্বনামসদৃশ গুণসম্পন্না (অর্থাৎ বায়ুর ন্যায় চঞ্চলা)। ঐ সকল জিহ্বার পূর্ব্বোক্ত স্ব-স্ব বীজের পর স্বাহান্ত জিহ্বানাম উল্লেখ করিলে জিহ্বামন্ত্র হইবে। (যথা,—ওঁ ব্রুং ত্রিশিখায়ৈ স্বাহা, এইরূপ।) ঐ সকল জিহ্বামন্ত্র দ্বারা যথা-ক্রমে প্রত্যেক জিহ্বাতে এক এক করিয়া হোম করিবে। "রুং বহ্নয়ে স্বাহা" এই মন্ত্র দ্বারা মধ্যে আহুতিত্রয় দান করিয়া ঘৃত বা সমিধ দ্বারা পরিষেচন করিবে। এইরূপ করিলে শিবাগ্নি হয়, তাহাতে শিবাসন ধ্যান করিয়া অর্দ্ধনারীশ্বর দেব শিবকে আবাহন করিয়া দীপ পর্য্যন্ত পরিষেচন করত পূজা করিবে। পরে সমিধ হোম করিবে, সেই সকল পলাশবৃক্ষের হউক অথবা অন্য কোন যজ্ঞীয় বৃক্ষের হউক, কিন্তু সরল হইবে, স্বয়ং শুষ্ক হইবে না, সত্বচ ও ব্রণশূন্য হইবে, কনিষ্ঠাঙ্গুলি-পরিমিত বা দ্বাদশাঙ্গুলি-পরিমিত হইবে, অথবা প্রাদেশপরিমিত হইবে, তাহার অলাভে যাহা পাইবে, তাহা দ্বারা হোম করিবে, তাহার কিছু বিশেষ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই। ১১—৩০। তাহার পর ঘৃত দ্বারা আহুতি দান করিবে, সেই আহবনীয় ঘৃতধারা দেখিতে যেন দূর্ব্বাপত্র সদৃশ ও চারি অঙ্গুল বিস্তীর্ণ হয়। পরে অক্ষপ্রমাণ (অর্থাৎ গ্রাস পরিমিত) অন্ন লাজ সর্ষপ যব তিল প্রভৃতি দান করিবে; সম্ভবে ভক্ষ্য চোষ্য ও লেহ্য দ্রব্য ঘৃতাক্ত করিয়া

দশৈবাহুতয়স্তত্র পঞ্চ বা তিস্র এব বা।
হোতব্যাঃ শক্তিতো দদ্যাদেকামেবাথবাহুতিম্ ॥৩৩
স্রুবেণাজ্যং সমিৎপাণ্যা স্রুচা শেষান্ করেণ বা।
তত্র দিব্যেন হোতব্যং তীর্থেনার্ষেণ বাপি চ ॥ ৩৪
দ্রব্যৈণৈকেন বালাভে জুহুয়াচ্ছ্রদ্ধয়া পুনঃ।
প্রায়শ্চিত্তায় জুহুয়ান্মন্ত্রয়িত্বাহুতিত্রয়ম্ ॥ ৩৫
ততো হোমাবশেষেণ ঘৃতেনাপূর্য্য বৈ স্রুচম্।
নিধায় পুষ্পং তস্যাগ্রে স্রুবেণাধোমুখেন তাম্ ॥৩৬
সদর্ভেণ সমাচ্ছাদ্য মূলেনাঞ্জলিনোত্থিতঃ।
বৌষড়ন্তেন জুহুয়াদ্ধারান্তু যবসম্মিতাম্ ॥ ৩৭
ইত্থং পূর্ণাহুতিং কৃত্বা পরিষিঞ্চেচ্চ পূর্ব্ববৎ।
তত উদ্বাস্য দেবেশং গোপয়েৎ তু হুতাশনম্ ॥ ৩৮
তমপ্যুদ্বাস্য বা নাভৌ যজেৎ সন্ধ্যায় নিত্যশঃ ॥৩৯
অথবা বহ্নিমানীয় শিবশাস্ত্রোক্তবর্ত্মনা।
বাগীশীগর্ভসম্ভূতং সংস্কৃত্য বিধিবদ্যজেৎ ॥ ৪০

অন্বাধানং পুরঃ কৃত্বা পরিধীন্ পরিধায় চ।
পাত্রাণি দ্বন্দ্বরূপেণ নিক্ষিপ্যেষ্ট্বা শিবং তথা ॥
সংশোধ্য প্রোক্ষণীপাত্রং প্রোক্ষ্যান্যানি তজ্জলৈঃ
প্রণীতাপাত্রমৈশান্যাং বিন্যস্যাপূরিতং জলৈঃ ॥
আজ্যসংস্কারপর্য্যন্তং কৃত্বা সংশোধ্য স্রুক্স্রুবৌ
গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং ততঃ।
কৃত্বা পৃথক্ পৃথগ্ হুত্বা জাতমগ্নিং বিচিন্তয়েৎ ॥
ত্রিপাদং সপ্তহস্তঞ্চ চতুঃশৃঙ্গং দ্বিশীর্ষকম্।
মধুপিঙ্গত্রিনয়নং সকপর্দ্দেন্দুশেখরম্ ॥ ৪৪
রক্তং রক্তাম্বরালেপ-মাল্যভূষণভূষিতম্।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং সোপবীতং ত্রিমেখলম্ ॥
শক্তিমন্নং স্রুক্স্রুবৌ চ দধানং দক্ষিণৈঃ করৈঃ
তোমরং তালবৃন্তঞ্চ ঘৃতপাত্রং তথেতরৈঃ ॥
জাতং ধ্যাত্বৈবমাকারং জাতকর্ম্ম সমাচরেৎ ॥
লালাপনয়নং কৃত্বা ততঃ সংশোধ্য সূতকম্।

দান বিধি। তৎপরে শক্তি অনুসারে দশাহুতি বা পঞ্চাহুতি বা আহুতিত্রয় অথবা একবার মাত্র আহুতি দান কর্ত্তব্য। ঘৃতাহুতি স্রুব দ্বারা, সমিধ্ হোম হস্তদ্বারা ও অবশিষ্ট হবনীয় সকল স্রুক্পাত্র বা হস্ত দ্বারা লইয়া হোম করিবে, ইহাই বিধি। ঐ সকল দ্রব্যের হোম দিব্য তীর্থ বা আর্ষ তীর্থ দ্বারা বিধেয়। সকল দ্রব্য না পাইলে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মাত্র এক দ্রব্যদ্বারাই হোম করিবে। প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত মন্ত্র উচ্চারণ করত আহুতিত্রয় দান করিবে। তাহার পর হোমাবশিষ্ট ঘৃত দ্বারা স্রুক্পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া তাহার অগ্রে পুষ্পনিক্ষেপ করত অধোমুখ দর্ভযুক্ত স্রুব দ্বারা আচ্ছাদন করিবে, পরে উত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক সেই পাত্র গ্রহণ করত বৌষড়ন্ত মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যবমিশ্রিত পূর্ণাহুতিধারা প্রদান করিবে। এইরূপ পূর্ণাহুতি দান করিয়া পূর্ব্ববৎ পরিষেচন করিবে। তাহার পর দেবদেবকে বিসর্জ্জন করিয়া অগ্নিকে রক্ষা করিবে, কিংবা অগ্নিকেও বিসর্জ্জন করিয়া নাভিতে সন্ধান করত পূজা করিবে, ইহাই বিধি। ৩১—৩৯। অথবা বাগীশ্বরীগর্ভসম্ভূত অগ্নি আনয়ন করিয়া শিবশাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে সেই অগ্নির সংস্কার

করত বিধিবৎ পূজা করিবে। পরে প্রথমে অন্বাধান করিয়া পরিধি বিধান করত পাত্র সকল দ্বন্দ্বভাবে (অর্থাৎ দুইটী দুইটী করিয়া) স্থাপন করিবে, তাহার পর শিবার্চ্চনা করিয়া প্রোক্ষণী পাত্র শোধন করত তাহার জলে অন্য পাত্র সকল প্রোক্ষিত করিবে এবং ঈশান কোণে প্রণীতাপাত্রকে জলপরিপূর্ণ করিয়া স্থাপন করিবে। তৎপরে স্রুক্ স্রুব শোধন করিয়া গর্ভাধান পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন প্রভৃতি কর্ম্ম করিবে ও পৃথক্ পৃথক্ হোম করিয়া জাত অগ্নিকে বক্ষ্যমাণ প্রকারে চিন্তা করিবে। সেই অগ্নির তিন পাদ, চারি হস্ত, চারি শৃঙ্গ, দুই মস্তক, মধুর ন্যায় পিঙ্গল নয়ন, মস্তকে জটা ও ইন্দুকলা বিরাজিত, দেহকান্তি রক্তবর্ণ, পরিধান রক্তবস্ত্র, আভরণও রক্তাভরণ ও রক্তমাল্য। সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন উপবীত ত্রিমেখলার দক্ষিণ হস্তে শক্তি অন্ন স্রুক্ স্রুব ও বাম হস্তে তোমর তালবৃন্ত ও ঘৃতপাত্র ধারণ করিয়াছেন। এইরূপ আকারবান্ হইয়া জাত অগ্নিকে চিন্তা করিয়া তাঁহার জাতকর্ম্ম করিবে। তাহার পর লালাপনয়ন করিয়া ঐ সূতকরূপী অগ্নিকে

বিয়ে রুচিনামাস্য কৃত্বাহুতিপুরঃসরম্ ॥ ৪৮
পিত্রোর্বিসর্জ্জনং কৃত্বা চৌলোপনয়নাদিকম্।
আপ্তোর্যামাবসানান্তং কৃত্বা সংস্কারমস্য তু ॥ ৪৯
ইধ্মাধারাদিহোমঞ্চ কৃত্বা স্বিষ্টকৃতং ততঃ।
র্ধ্মভানেন বীজেন পরিষিঞ্চেৎ ততঃ পরম্ ॥৫০
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবেশানাং লোকেশানাং তথৈব চ।
অস্ত্রাণাঞ্চ পরিতঃ কৃত্বা পূজাং যথাক্রমম্ ॥ ৫১
ধূপদীপাদিসিদ্ধার্থং বহ্নিমুদ্ধৃত্য কৃত্যবিৎ।
সার্দ্ধরিত্বাজ্যপূর্ব্বাণি দ্রব্যাণি পুনরেব চ ॥ ৫২
কল্পয়িত্বাসনং বহ্নৌ তত্রাবাহ্য যথা পুরা।
সম্পূজ্য দেবং দেবীঞ্চ ততঃ পূর্ণান্তমাচরেৎ ॥ ৫৩
অথবা স্বাশ্রমোক্তন্ত বহ্নিকর্ম্ম শিবার্পণম্।
কৃত্বা শিবাশ্রমী কুর্য্যান্ন চ তত্রাপরো বিধিঃ ॥ ৫৪
শিবাগ্নের্ভস্ম সংগ্রাহ্যমগ্নিহোত্রোদ্ভবন্ত বা।
বৈবাহাগ্নিভবঞ্চাপি পক্বং শুচি সুগন্ধি চ ॥ ৫৫
কপিলায়াঃ শকৃচ্ছস্তং গৃহীতং গগনে পতৎ।
ন ক্লিন্নং নাতিকঠিনং ন দুর্গন্ধং ন শোষিতম্ ॥ ৫৬
উপর্য্যধঃ পরিত্যজ্য গৃহ্নীয়াৎ পতিতং যদি।
পিণ্ডীকৃত্য শিবাগ্ন্যাদৌ তং ক্ষিপেন্মূলমন্ত্রতঃ ॥৫৭
অপক্কমতিপক্কঞ্চ সন্ত্যজ্য ভসিতং সিতম্।
আদায় বা সমালোড্য ভস্মাধারে বিনিক্ষিপেৎ ॥
সুকৃতে সুদৃঢ়ে শুদ্ধে ক্ষালিতে প্রোক্ষিতে শুভে।
বিন্যস্তমন্ত্রে মন্ত্রেণ পাত্রে ভস্ম বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৫৯
তৈজসং দারবং বাপি মৃন্ময়ং শৈলমেব চ।
অন্যদ্বা শোভনং শুদ্ধং ভস্মাধারং প্রকল্পয়েৎ ॥৬০
সমে দেশে শুভে শুদ্ধে ধনবদ্ভস্ম নিক্ষিপেৎ।
প্রস্থিতো ভস্ম গৃহ্নীয়াৎ স্বয়ঞ্চানুচরোঽপি বা ॥৬১
ন চাযুক্তকরে দদ্যান্নৈবাশুচিতলে ক্ষিপেৎ।
ন সংস্পৃশেচ্চ নীচাঙ্গৈর্নোপেক্ষেত ন লঙ্ঘয়েৎ ॥
তস্মাদ্ভসিতমাদায় বিনিযুঞ্জীত মন্ত্রতঃ।
কালেষূক্তেষু নান্যত্র নাযোগ্যেভ্যঃ প্রদাপয়েৎ ॥৬৩
ভস্মসংগ্রহণং কুর্য্যাদ্দেবেঽনুদ্বাসিতে সতি।

করিবে এবং ঐ শিবাগ্নির রুচি নাম করিয়া আহুতি দান করত বাগীশ্বরী শঙ্করের বিসর্জ্জন করিবে। পরে চূড়াকরণ উপনয়নাদি কার্য্য করিয়া ঐ অগ্নির আপ্তোর্যামান্ত সংস্কার করিবে ও ইধ্মাধারাদি হোম স্বিষ্টিকৃৎহোম সমাপনের পর "স্থং" এই বীজ দ্বারা পরিষেচন করিবে। ৪০—৫০। তাহার পর ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ও লোকেশগণের এবং তাঁহাদিগের অস্ত্রসমূহের চতুর্দ্দিকে পূজা করিয়া ধূপ দীপাদি প্রজ্বালনের নিমিত্ত বহ্নি উত্তোলন করিবে। আজ্যাদি পাত্র সংগ্রহ করিয়া বহ্নিতে আসন কল্পনা করত তাহাতে পূর্ব্বমত দেবদেবীকে পূজা করিয়া পূর্ণহোম পর্য্যন্ত কার্য্য করিবে, ইহাই বিধি। অথবা শিবাশ্রমী ব্যক্তি সকল কর্ম্মফল শিবার্পিত করিয়া স্বাশ্রমোক্ত বহ্নিকর্ম্ম করিবে, তাহার আর কোন বিধি নাই। শিবাগ্নির ভস্ম বা অগ্নিহোত্রোদ্ভূত বা বৈবাহিকাগ্নিসম্ভূত ভস্ম ও শুচিপক্ক সুগন্ধি ভস্ম গ্রাহ্য। কপিলা গোর মল গগনপতন সময়ে যদি গৃহীত হয়, তাহা হইলে সেই গোময় প্রশস্ত, ক্লিন্ন বা অতি কঠিন বা শুষ্ক কিংবা দুর্গন্ধ গোময় প্রশস্ত নহে। আর যদি ভূমিতে পতিত গোময় হয়, তাহা হইলে তাহার উপর ও অধোভাগ পরিত্যাগ করিয়া গ্রহণ করিবে। সেই গোময় একত্র করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা শিবাগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অপক্ক ও অতি পক্ক শ্বেতবর্ণ ভস্ম পরিত্যাগ করিবে, কিংবা তাহা গ্রহণ করিয়া বিলোড়ন করত ভস্মাধারে নিক্ষেপ করিবে। ঐ ভস্মপাত্র উত্তমরূপে নির্ম্মিত হইবে, দৃঢ় হইবে, প্রক্ষালিত ও প্রোক্ষিত হইবে এবং অভিমন্ত্রিত হইবে। তৈজস বা কাষ্ঠময় বা মৃন্ময় কিংবা প্রস্তরনির্ম্মিত ভস্মাধার করিবে, অথবা অন্য কোন সুন্দর পাত্র ভস্মাধার করিবে। ৫১—৬০। ধনের ন্যায় ভস্মকে পরিষ্কার বিশুদ্ধ অবিষম শুভ দেশে রাখিবে। কোন স্থলে যাইবার সময় নিজে কিংবা অনুচর দ্বারা ভস্ম গ্রহণ করিবে। কখন অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে বা অশুচি স্থলে রাখিবে না। নীচ অঙ্গ দ্বারা কদাচ স্পর্শ করিবে না, কখন ভস্মকে লঙ্ঘন করিবে না, ফলে কদাচ উপেক্ষা প্রকাশ করিবে না। অতএব যথোক্ত কালে ভস্ম গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে, কদাচ অনির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহা

উদ্বাসনে কৃতে যস্মাচ্চণ্ডভস্ম প্রজায়তে ॥ ৬৪
অগ্নিকার্য্যে কৃতে পশ্চাচ্ছিবশাস্ত্রোক্তমার্গতঃ।
স্বসূত্রোক্তপ্রকারাদ্বা বলিকর্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ৬৫
অথ বিদ্যাসনং ন্যস্য সুপ্রলিপ্তে তু মণ্ডলে।
বিদ্যাকোশং প্রতিষ্ঠাপ্য যজেৎ পুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ
বিদ্যায়াঃ পুরতঃ কৃত্বা গুরোরপি চ মণ্ডলম্।
তত্রাসনবরং কৃত্বা পুষ্পাদ্যৈর্গুরুমর্চ্চয়েৎ ॥ ৬৭
ততোঽনুপূজয়েৎ পূজ্যান্ ভোজয়েচ্চ বুভুক্ষিতান্
ততঃ স্বয়ঞ্চ ভুঞ্জীত শুদ্ধমন্নং যথাসুখম্ ॥ ৬৮
নিবেদিতঞ্চ বা দেবে তচ্ছেষঞ্চাত্মশুদ্ধয়ে।
শ্রদ্দধানো ন লোভেন ন চণ্ডায় সমর্পিতম্ ॥ ৬৯
গন্ধমাল্যাদি যচ্চান্যৎ তত্রাপ্যেষ সমো বিধিঃ।
তত্র তত্র শিবোঽস্মীতি বুদ্ধিং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥৭০
ভুক্ত্বাচম্য শিবং ধ্যাত্বা হৃদয়ে মূলমুচ্চরেৎ।
কালশেষং নয়েদ্‌যোগ্যৈঃ শিবশাস্ত্রকথাদিভিঃ ॥৭১

রাত্রৌ ব্যতীতে পূর্ব্বাংশে কৃত্বা পূজাং মনো[...]
শিবয়োঃ শয়নন্ত্বেকং কল্পয়েদতিশোভনম্ ॥ ৭[...]
ভক্ষ্যভোজ্যাম্বরালেপ-পুষ্পমালাদিকং তথা।
মনসা কর্ম্মণা বাপি কৃত্বা সর্ব্বং মনোহরম্ ॥৭৩
ততো দেবস্য দেব্যাশ্চ পাদমূলে শুচিঃ স্বপেৎ।
গৃহস্থো ভার্য্যয়া সার্দ্ধং তদন্যোঽপি তু কেবলঃ।
প্রত্যূষসময়ে বুদ্ধা মন্ত্রমাদ্যমুদীরয়েৎ।
প্রণম্য মনসা দেবং সাম্বং সগণমব্যয়ম্ ॥ ৭৫
দেশকালোচিতং কৃত্বা শৌচাদ্যমপি শক্তিতঃ।
শঙ্খাদিনিনদৈর্দিব্যৈর্দেবং দেবীঞ্চ বোধয়েৎ। [...]
ততস্তৎসময়োন্নিদ্রৈঃ পুষ্পৈরতিসুগন্ধিভিঃ।
নির্ব্বর্ত্ত্য শিবয়োঃ পূজাং প্রারভেত পুরোদি[...]

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতা[...]
মুত্তরভাগে হোমাদিবিধিকথনং নামৈক-
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

করিবে না এবং অযোগ্য ব্যক্তিকে কদাচ প্রদান করিবে না। দেবতার উদ্বাসনের পূর্ব্বে ভস্মসংগ্রহ কর্ত্তব্য, কেননা, উদ্বাসনের পর ভস্ম চণ্ডভাবাক্রান্ত হইয়া থাকে। পরে শিব-শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে অগ্নিকার্য্য সমাপন করিয়া স্বসূত্রোক্ত প্রকারে বলিকর্ম্ম করিবে। অনন্তর সুপ্রলিপ্ত মণ্ডলে বিদ্যাসন বিন্যস্ত করিয়া বিদ্যাকোশকে প্রতিষ্ঠিত করত পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। অগ্রে বিদ্যামণ্ডল ও গুরুমণ্ডল করিয়া তাহাতে উত্তম আসন বিন্যস্ত করত পুষ্পাদি দ্বারা গুরুকে অর্চ্চনা করিবে। তাহার পর অন্যান্য পূজনীয়গণকে পূজা করিয়া বুভুক্ষিতগণকে ভোজন করাইবে। তাহার পর স্বয়ং দেব-নিবেদিত অবশিষ্ট শুদ্ধ অন্ন আত্ম-শুদ্ধির নিমিত্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যথাসুখে ভোজন করিবে; কদাচ লোভী হইয়া ভোজন করিবে না এবং যে অন্ন চণ্ড-উদ্দেশে সমর্পিত হয় নাই, তাহা ভোজন করিবে না। অন্যান্য গন্ধ মাল্যাদি পক্ষেও এইরূপ বিধি; বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই সেই সময় "আমি শিব" এইরূপ জ্ঞান করিবে। ৬২-৭০। এইরূপে ভোজন করিয়া আচমন করত শিবকে ধ্যান ও হৃদয়ে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবে।

পরে অবশিষ্ট সময় যথাযোগ্য শিবশাস্ত্র ক[...] দ্বারাই অতিবাহিত করিবে। পরে রাত্রির প্র[...] প্রহর অতীত হইলে দেবদেবীর মনোহর [...] করিয়া এক অতি শোভমান শয্যা প্রস্তুত ক[...] ও ভক্ষ্য ভোজ্য বস্ত্র লেপন পুষ্পমাল্য প্র[...] মনোহর উপকরণ প্রস্তুত, এ সকল মান[...] কল্পনা করিবে, অথবা নির্ম্মাণ করিয়া দেব[...] উদ্দেশে নিবেদন করিবে। তাহার পর দে[...] দেবীর পাদমূলে স্বয়ং শয়ন করিবে। [...] গৃহস্থ হয় ত ভার্য্যার সহিত, আর অন্য [...] হইলে একাকী শয়ন করিবে, ইহাই [...] পরে প্রাতঃকাল হইলে গাত্রোত্থান করিয়া [...] মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। তদনন্তর মনে [...] উমাসহচর সগণ অব্যয় দেবকে নমস্কার ক[...] দেশকালোচিত যথাশক্তি শৌচাদি কার্য্য স[...] করত শঙ্খাদিধ্বনি দ্বারা দেবদেবীকে প্র[...] করিবে। পরে সেই সময়ে প্রস্ফুটিত সুগন্ধি পু[...] দ্বারা ভবভবানীর পূজা সমাপনপূর্ব্বক অন্[...] রানুষ্ঠেয় যথোক্ত কার্য্য সকল অনুষ্ঠান ক[...] থাকিবে। ৭১—৭৭।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

উপমন্যুরুবাচ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি শিবাশ্রমনিষেবিণাম্।
শিবশাস্ত্রোক্তমার্গেণ নৈমিত্তিকবিধিক্রমম্॥ ১
সর্ব্বেষ্বপি চ মাসেষু পক্ষয়োরুভয়োরপি।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং তথা পর্ব্বণি চ ক্রমাৎ॥ ২
অয়নে বিষুবে চৈব গ্রহণেষু বিশেষতঃ।
কর্ত্তব্যা মহতী পূজা হবিকা বাপি শক্তিতঃ॥ ৩
মাসি মাসি যথান্যায়ং ব্রহ্মকূর্চ্চং প্রসাধ্য তু।
স্নাপয়িত্বা শিবং তেন পিবেচ্ছেষমুপোষিতঃ॥ ৪
ব্রহ্মহত্যাদিদোষাণামতীব মহতামপি।
নিবর্ত্তির্ব্রহ্মকূর্চ্চস্য পানান্নান্যা বিশিষ্যতে॥ ৫
পৌষে তু পুষ্যনক্ষত্রে কুর্য্যান্নীরাজনং বিভোঃ।
মাঘে মঘাখ্যে নক্ষত্রে প্রদদ্যাদ্‌ঘৃতকম্বলম্॥ ৬
ফাল্গুনে চোত্তরান্তে বৈ প্রারভেত মহোৎসবম্।
চৈত্রে চিত্রাপৌর্ণমাস্যাং দোলাং কুর্য্যাদ্‌যথাবিধি॥
বৈশাখেঽপি চ বৈশাখ্যাং কুর্য্যাৎ পুষ্পমহালয়ম্।
জ্যৈষ্ঠে মূলাখ্যনক্ষত্রে শীতকুম্ভং প্রদাপয়েৎ॥ ৮
আষাঢ়ে চোত্তরাষাঢ়া পবিত্রারোপণং তথা।
শ্রাবণে প্রাকৃতান্যানি মণ্ডলানি প্রকল্পয়েৎ॥ ৯
শ্রবিষ্ঠাখ্যে তু নক্ষত্রে প্রোষ্ঠপদ্যাং ততঃ পরম্।
প্রোক্ষয়েচ্চ জলক্রীড়াং পূর্ব্বাষাঢ়াশ্রয়ে দিনে॥১০
আশ্বযুজ্যাং ততো দদ্যাৎ পায়সঞ্চ নবৌদনম্।
অগ্নিকার্য্যঞ্চ তেনৈব কুর্য্যাচ্ছতভিষাদিনে॥ ১১
কার্ত্তিক্যাং কৃত্তিকাযোগে দদ্যাদ্দীপসহস্রকম্।
মার্গশীর্ষে তথার্দ্রায়াং ঘৃতেন স্নাপয়েচ্ছিবম্॥ ১২
অশক্তস্তেষু কালেষু কুর্য্যাদুৎসবমেব বা।
আস্থানং বা মহাপূজামধিকং বা সমর্চ্চনম্॥ ১২
প্রবৃত্তেঽপি চ কল্যাণে প্রশস্তেষ্বপি কর্ম্মসু।
দৌর্ম্মনস্যে দুরাচারে দুঃস্বপ্নে দুষ্টদর্শনে॥ ১৩
উৎপাতে বা শুভেঽন্যস্মিন্ রোগে বা প্রবলেঽথবা
স্নান-পূজা-জপ-ধ্যান-হোম-দানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

উপমন্যু কহিলেন,—এখন শিবাশ্রম-নিষেবিগণের শিবশাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে নৈমিত্তিক বিধিক্রম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সকল মাসে উভয় পক্ষে অষ্টমীতে চতুর্দ্দশীতে পর্ব্বে অয়নে ও বিষুবে অর্থাৎ তুলামেষে এবং বিশেষত গ্রহণে শক্তির অধিক মহাপূজা করিবে। অথবা শক্তি অনুসারে করিবে। মাসে মাসে উপবাসী হইয়া যথাবিধি ব্রহ্মকূর্চ্চ (বৌধায়ন বিধিসংস্কৃত পঞ্চগব্য) সংস্কৃত করত তাহা দ্বারা শিবকে স্নান করাইয়া অবশিষ্ট ভোজন করিবে। ব্রহ্মকূর্চ্চ পান করিলে অতি মহৎ ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, ইহাই ঐ ব্রহ্মকূর্চ্চপানের সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ। পূর্ণিমাতে পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত পৌষ মাসে বিভু শিবের নীরাজন করিবে; মঘানক্ষত্রযুক্ত মাঘ মাসে ঘৃতকম্বল প্রদান করিবে; উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত ফাল্গুন মাসে মহোৎসব করিবে; চিত্রানক্ষত্রযুক্ত চৈত্র মাসে দোল করিবে; বিশাখা-নক্ষত্রযুক্ত বৈশাখ মাসে দেবের পুষ্পময় মন্দির নির্ম্মাণ করিবে; মূলানক্ষত্রযুক্ত জ্যৈষ্ঠ মাসে শীতকুম্ভ দান করিবে, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র-যুক্ত আষাঢ় মাসে পবিত্রারোহণ করিবে; শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত ও ধনিষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত শ্রাবণ মাসে প্রাকৃত ও অন্য মণ্ডল করিবে; প্রোষ্ঠপদানক্ষত্র-যুক্ত ভাদ্র মাসে প্রোক্ষণ করিবে; পূর্ব্বাষাঢ়া-যুক্ত দিবসে জলক্রীড়া করিবে; অশ্বিনীনক্ষত্র-যুক্ত আশ্বিন মাসে পায়স ও নবৌদন (নবান্ন) দান করিবে; শতভিষা-নক্ষত্রযুক্ত দিবসে সেই পায়স দ্বারা অগ্নিকার্য্য করিবে; কৃত্তিকানক্ষত্র-যুক্ত কার্ত্তিক মাসে সহস্র দীপ দান করিবে; মৃগশিরা নক্ষত্রযুক্ত অগ্রহায়ণ মাসেও আর্দ্রা-নক্ষত্রযুক্ত দিবসে ঘৃত দ্বারা শিবকে স্নান করাইবে। ১—১২। এই সকল কার্য্যে অশক্ত হইলে সেই সেই কালে কেবল উৎসব করিবে, অথবা মহাপূজা, কিংবা অধিকরূপে পূজা করিবে। কোন এক কল্যাণকর কার্য্য বা প্রশস্ত কর্ম্ম সকল প্রবৃত্ত হইলে, কিংবা দুরাচার, দৌর্ম্মনস্য, দুঃস্বপ্ন, দুষ্টদর্শন, উৎপাত, প্রবল রোগ অথবা অন্য কোন অশুভ প্রবৃত্ত হইলে

নিমিত্তানুগুণাঃ কার্য্যাঃ পুরশ্চরণপূর্ব্বিকাঃ।
শিবানলে চ বিহতে পুনঃ সন্ধানমাচরেৎ ॥ ১৬
য এবং শিবধর্ম্মিষ্ঠো বর্ত্ততে নিত্যমুদ্যতঃ।
তস্যৈকজন্মনা মুক্তিং প্রযচ্ছতি মহেশ্বরঃ ॥ ১৭
এতদ্‌যথোক্তবরং কুর্য্যান্নিত্যনৈমিত্তিকেষু যঃ।
দিব্যং শ্রীকণ্ঠনাথস্য স্থানমাদ্যং স গচ্ছতি ॥ ১৮
তত্র ভুক্ত্বা মহাভোগান্ কল্পকোটিশতং নরঃ।
কালান্তরে চ্যুতস্তস্মাদৌমং কৌমারমেব চ ॥ ১৯
সম্প্রাপ্য বৈষ্ণবং ব্রাহ্মং রুদ্রলোকং বিশেষতঃ।
তত্রোষিত্বা চিরং কালং ভুক্ত্বা ভোগান্‌যথেপ্সিতান্
পুনশ্চোর্দ্ধং গতস্তস্মাদতীত্য স্থানপঞ্চকম্।
শ্রীকণ্ঠাজ্‌জ্ঞানমাসাদ্য পরং শিবপুরং ব্রজেৎ ॥
অর্দ্ধচর্য্যারতশ্চাপি দ্বিরাবৃত্ত্যৈবমেব তু।
পশ্চাজ্‌জ্ঞানং সমাসাদ্য শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥২২
অর্দ্ধার্দ্ধচরিতো যস্তু দেহী দেহক্ষয়াৎ পরম্।
অণ্ডান্তং বৌদ্ধমব্যক্তমতীত্য ভুবনদ্বয়ম্ ॥ ২৩
সম্প্রাপ্য পৌরুষং রৌদ্রং স্থানমদ্রীন্দ্রজাপতেঃ
অনেকযুগসাহস্রং ভুক্ত্বা ভোগাননেকধা ॥ ২৪
পুণ্যক্ষয়ে ক্ষিতিং প্রাপ্য কুলে মহতি জায়তে ॥২৫
তত্রাপি পূর্ব্বসংস্কার-বশেন স মহাদ্যুতিঃ।
পশুধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য শিবধর্ম্মরতো ভবেৎ ॥ ২৬
তদ্ধর্ম্মগৌরবাদেব ধ্যাত্বা শিবপুরং ব্রজেৎ।
ভোগাংশ্চ বিবিধান্ ভুক্ত্বা বিদ্যেশ্বরপদং ব্রজেৎ।
তত্র বিদ্যেশ্বরৈঃ সার্দ্ধং ভুক্ত্বা ভোগান্ বহূন্ ক্রমাৎ
অণ্ডস্যান্তর্বহির্বাথ সকৃদাবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৮
ততো লব্ধা শিবজ্ঞানং পরাং শক্তিমবাপ্য চ।
শিবসাধর্ম্ম্যমাসাদ্য ন ভূয়ো বিনিবর্ত্ততে ॥ ২৯
যশ্চাতীব শিবাসক্তো বিষয়াসক্তচিত্তবৎ।
শিবধর্ম্মানসৌ কুর্ব্বন্নকুর্ব্বন্ বাপি মুচ্যতে ॥ ৩০
একাবৃত্তো দ্বিরাবৃত্তস্ত্রিরাবৃত্তো নিবর্ত্তকঃ।

নিমিত্তানুসারে পুরশ্চরণ-পূর্ব্বক স্নান, পূজা, জপ, ধ্যান, হোম, দানাদি কার্য্য করিবে। শিবাগ্নি নষ্ট হইলে পুনর্ব্বার অগ্নি সন্ধান করিবে। যে শিবধর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তি এইরূপ কার্য্যে উৎসাহী হইয়া প্রবৃত্ত হয়, মহেশ্বর তাহার এক জন্মেই মুক্তি দান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে এই সকল কার্য্য ক্রমানুসারে অনুষ্ঠান করে, সেই শ্রীকণ্ঠনাথের আদ্য দিব্য স্থানে গমন করিতে সক্ষম হয় এবং সেই শিবধামে শতকোটিকল্প ব্যাপিয়া মহাভোগ ভোগ করিয়া কালান্তরে সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া সেই শ্রীকণ্ঠনাথের ঔরসে উমাকুমার রূপে জন্মগ্রহণ করে এবং বিষ্ণুলোকে ব্রহ্মলোকে পরে রুদ্রলোকে গমন করিয়া সেখানে যথাভিলষিত ভোগ ভোগ করত পুনর্ব্বার তাহা হইতে ঊর্দ্ধে পঞ্চ স্থান অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করিয়া শ্রীকণ্ঠসকাশে জ্ঞান লাভ করত শিবপুরে গমন করিয়া থাকে। যে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের অর্দ্ধানুষ্ঠানে রত থাকে, সে এই প্রকার দুই জন্ম প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পরে জ্ঞান লাভ করত শিবসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে; আর যে ইহার অর্দ্ধেরও অর্দ্ধানুষ্ঠানে রত হয়, সেই দেহী দেহক্ষয়ের পর বুদ্ধিকৃত ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত ভুবনদ্বয় অতিক্রম করিয়া পার্ব্বতীপতির পৌরুষ রৌদ্র স্থান লাভ করিতে সমর্থ হয় ও সেখানে অনেক যুগসহস্র ব্যাপিয়া বহুবিধ ভোগ ভোগ করত পুণ্যক্ষয় হইলে পৃথিবীতে আসিয়া মহৎ কুলে জন্মগ্রহণ করে।১৩—২৫। সে সেই জন্মে মহাদ্যুতিশালী হইয়া পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ পশুধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবধর্ম্মে রত হয়; পরে সেই ধর্ম্মপ্রভাবে শিবকে ধ্যান করত শিবপুরে গমন করিতে সমর্থ হয়; সেই শিবপুরে বিবিধ ভোগ ভোগ করিয়া বিদ্যেশ্বর পদ লাভ করে, সেই স্থলে বিদ্যেশ্বরগণের সহিত বহু ভোগ ভোগ করে এবং ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বা বাহিরে একবার মাত্র প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই স্থানে শিবজ্ঞান ও পরম ভক্তি লাভ করত শিবসাধর্ম্ম্য লাভ করিতে সমর্থ হয়, আর কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করে না। যে ব্যক্তি বিষয়াসক্ত ব্যক্তির ন্যায় শিবাসক্তচেতাঃ হয়, সে ব্যক্তি শিবধর্ম্ম অনুষ্ঠান করুক আর নাই করুক মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, ইহা নিঃসন্দেহ। শিবধর্ম্মাধিকারী ব্যক্তি, একবার দুইবার বা তিনবার মাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াই মুক্তি লাভ

ন পুনশ্চক্রবৃক্তঃ স্যাচ্ছিবধর্ম্মাধিকারবান্ ॥ ৩১
তস্মাচ্ছিবাশ্রিতো ভূত্বা যেন কেনাপি হেতুনা।
শিবধর্ম্মে মতিং কুর্য্যাচ্ছ্রেয়সে চেৎ কৃতোদ্যমঃ॥
নাত্র নির্ব্বন্ধয়িষ্যামো বয়ং কঞ্চন কেনচিৎ।
নির্ব্বন্ধোঽপ্যত্র পাপেভ্যঃ প্রকৃত্যৈব ন রোচতে॥
রোচতে বা পরেভ্যস্তু পুণ্যসংস্কারগৌরবাৎ।
সংসারকারণং হ্যেষাং ন প্ররোঢ়মলং ভবেৎ ॥৩৪
প্রকৃত্যনুগুণং তস্মাদ্বিমৃশ্যৈতদশেষতঃ।
শিবধর্ম্মেঽধিকুর্ব্বীত যদীচ্ছেচ্ছিবমাত্মনঃ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়া-
মুত্তরভাগে নৈমিত্তিকবিধিকথনং নাম
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ভগবংস্ত্বন্মুখাদেব শ্রুতং শ্রুতিসমং ময়া।
স্বাশ্রিতানাং শিবপ্রোক্তং নিত্যং নৈমিত্তিকং তথা
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি শিবধর্ম্মাধিকারিণাম্।
কাম্যমপ্যস্তি চেৎ কর্ম্ম বক্তুমর্হসি সাম্প্রতম্ ॥ ২

উপমন্যুরুবাচ।

ঐহিকফলং কিঞ্চিদামুষ্মিকফলং তথা।
ঐহিকামুষ্মিকঞ্চাপি তচ্চ পঞ্চবিধং পুনঃ ॥ ৩
কিঞ্চিৎ ক্রিয়াময়ং কর্ম্ম কিঞ্চিৎ কর্ম্ম তপোময়ম্।
জপ-ধ্যানময়ং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সর্ব্বময়ং তথা ॥৪
ক্রিয়াময়ং তথা ভিন্নং হোমদানার্চ্চনক্রমাৎ।
সর্ব্বং শক্তিমতামেব নান্যেষাং সফলং ভবেৎ ॥৫
শক্তিশ্চাজ্ঞা মহেশস্য শিবস্য পরমাত্মনঃ।
তস্মাৎ কাম্যানি কর্ম্মাণি কুর্য্যাদাজ্ঞাধরো দ্বিজঃ ॥ ৬
অথ বক্ষ্যামি কাম্যানামিহামুত্র ফলপ্রদম্।
শৈবৈর্মাহেশ্বরৈশ্চৈব কার্য্যমন্তর্বহিঃক্রমাৎ ॥ ৭
শিবো মহেশ্বরশ্চেতি নাত্যন্তমিহ ভিদ্যতে।
যথা তথা ন ভিদ্যন্তে শৈবা মাহেশ্বরা অপি ॥ ৮
শিবাশ্রিতেষু তে শৈবা জ্ঞানযজ্ঞরতা নরাঃ।

হয়, পুনঃপুনঃ সংসারে গমনাগমন তাহাকে করিতে হয় না। অতএব যে কোন কারণে শিবাশ্রিত হইয়া শুভ লাভের নিমিত্ত উৎসাহপূর্ব্বক শিবধর্ম্মে মতি করিবে। এ বিষয় আমরা কাহাকে পীড়ন করিব না, বা কাহা দ্বারা করাইব না, আর নির্ব্বন্ধ করিলেও তাহা পাপিগণের রুচিজনক হইবে না। আর যাহাদের রুচিজনক হয়, কেবল তাহাদের পুণ্য-সংস্কার-গৌরবেই জানিবে। ঐ সকল পুণ্যবান্-গণের সংস্কারকারণ অবিদ্যাও আবির্ভূত হয় না, অতএব যদি আপনার মঙ্গল লাভে বাসনা থাকে, তাহা হইলে বিশেষরূপে প্রকৃতির অনুকূল বিবেচনা করিয়া শিবধর্ম্মে মতি করিবেন। ২৬—৩৫।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনার মুখবিনির্গত ভক্তগণের মুক্তির নিমিত্ত শিবকথিত শ্রুতিসম নিত্য-নৈমিত্তিক বিধি শ্রবণ করিয়াছি; এক্ষণে আমার এই শুশ্রূষা যে, শিব-ধর্ম্মাধিকারিগণের যদি কোন কাম্য কার্য্য থাকে, তাহা বর্ণনা করুন। উপমন্যু কহিলেন,—যাহা অনুষ্ঠানে, ইহলোকে ফল হয়, আর যাহা অনুষ্ঠানে পরলোকে ফল হয়, সেইরূপ কাম্য কার্য্য আছে এবং ঐহিক পারত্রিক উভয় ফল পাওয়া যায়, এরূপ কার্য্যও আছে। সে কার্য্য পাঁচ প্রকার,—কোন কার্য্য ক্রিয়াময়, কোন কার্য্য তপোময়, কোন কার্য্য জপময়, কোন কার্য্য ধ্যানময় ও কোন কার্য্য সর্ব্বময়। ক্রিয়াময় কার্য্য হোম-দানার্চ্চনাক্রমে ভিন্ন প্রকার। এই সকল কার্য্য শক্তিমান্ ব্যক্তিরই সফল হইয়া থাকে, অন্যের নহে। পরমাত্মা মহেশের আজ্ঞাই শক্তি বলিয়া কথিত, অতএব সকলের শিবশাসন-সম্পন্ন হইয়াই সকল কাম্য কার্য্য করা কর্ত্তব্য। এখন শৈব ও মাহেশ্বরগণের যথাক্রমে অন্তর বাহিরে কর্ত্তব্য ঐহিকপারত্রিক ফলপ্রদ কাম্য কার্য্য বলিতেছি। এ জগতে যেমন শিব ও মহেশ্বর বস্তুতঃ ভিন্ন নহেন, সেইরূপ শৈব ও মাহেশ্বরগণের কিছুই ভেদ নাই। তবে শিব-

মাহেশ্বরাঃ সমাখ্যাতাঃ কর্ম্মযজ্ঞরতা ভুবি ॥ ৯
তস্মাদভ্যন্তরে কুর্য্যুঃ শৈবা মাহেশ্বরা বহিঃ।
নাতিপ্রয়োগো ভিদ্যেত বক্ষ্যমাণস্য কর্ম্মণঃ ॥ ১০
পরীক্ষ্য ভূমিং বিধিবদ্গন্ধ বর্ণ-রসাদিভিঃ।
মনোঽভিলষিতে তত্র বিতানবিততাম্বরে ॥ ১১
সুপ্রলিপ্তে মহীপৃষ্ঠে দর্পণোদরসন্নিভে।
প্রাচীমুৎপাদয়েৎ পূর্ব্বং শাস্ত্রদৃষ্টেন বর্ত্মনা ॥ ১২
একহস্তং দ্বিহস্তং বা মণ্ডলং পরিকল্পয়েৎ।
আলিখেদ্বিমলং পদ্মমষ্টপত্রং সকর্ণিকম্ ॥ ১৩
রত্নহেমাদিভিশ্চূর্ণৈর্যথাসম্ভবসম্ভৃতৈঃ।
পঞ্চাবরণসংযুক্তং বহুশোভাসমন্বিতম্ ॥ ১৪
দলেষু সিদ্ধয়ঃ কল্প্যাঃ কেশরেষু সশক্তিকাঃ।
রুদ্রা বামাদয়স্ত্বষ্টৌ পূর্ব্বাদিদলতঃ ক্রমাৎ ॥ ১৫
কর্ণিকায়াঞ্চ বৈরাগ্যং বীজেষু নব শক্তয়ঃ।
কন্দে শিবাত্মকো ধর্ম্মো নালে জ্ঞানং শিবাত্মকম্
কর্ণিকোপরি বাহ্নেয়ং মণ্ডলং সৌরমৈন্দবম্।
শিববিদ্যাত্মতত্ত্বাখ্যং তত্ত্বত্রয়মতঃ পরম্ ॥ ১৭
সর্ব্বাসনোপরি সুখং বিচিত্রকুসুমান্বিতম্।
পঞ্চাবরণসংযুক্তং পূজয়েদম্বয়া সহ ॥ ১৮
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং জটামুকুটভূষিতম্।
শার্দ্দূলচর্ম্মবসনং কিঞ্চিৎস্মিতমুখাম্বুজম্ ॥ ১৯
রক্তপদ্মদলপ্রখ্য-পাদপাণিতলাধরম্।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং সর্ব্বাভরণভূষিতম্ ॥ ২০
দিব্যায়ুধবরৈর্যুক্তং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
পঞ্চবক্ত্রং দশভুজং চন্দ্রখণ্ডশিখামণিম্ ॥ ২১
অস্য পূর্ব্বমুখং সৌম্যং বালার্কসদৃশপ্রভম্।
ত্রিলোচনারবিন্দাঢ্যং কৃতবালেন্দুশেখরম্ ॥ ২২
দক্ষিণং নীলজীমূত-সমানরুচিরপ্রভম্।
ভ্রূকুটীকুটিলং ঘোরং রক্তবৃত্তেক্ষণত্রয়ম্ ॥ ২৩
দংষ্ট্রাকরালং দুর্দ্ধর্ষং স্ফুরিতাধরপল্লবম্।
উত্তরং বিদ্রুমপ্রখ্যং নীলালকবিভূষিতম্ ॥ ২৪
সবিলাসং ত্রিনয়নং চন্দ্রাভরণশেখরম্।

ভক্তের মধ্যে যাহারা জ্ঞান-যজ্ঞরত, তাহারা শৈব বলিয়া প্রসিদ্ধ; আর যাহারা কর্ম্মযজ্ঞরত, তাহারা মাহেশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতএব শৈবগণের অভ্যন্তরে কার্য্য করা বিধি, আর মাহেশ্বরগণের বাহ্যিক কার্য্য কর্ত্তব্য, ইহাই বিধি। বক্ষ্যমাণ ঐ উভয় কর্ম্মের প্রয়োগ তত বিভিন্ন নহে। ১—১০। যথাবিধি ভূমি পরীক্ষা করিয়া গন্ধবর্ণরসাদি দ্বারা মনোহর করিবে ও সেই মনোহর ভূমি বিতানাচ্ছাদিত করিয়া এই-রূপ ভাবে লেপনাদি দ্বারা পরিষ্কৃত কর্ত্তব্য, যেন দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল হয়। এইরূপ ভূমিতে শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে প্রথমেই পূর্ব্বাংশ রচনা করিবে। একহস্ত বা দ্বিহস্ত পরিমিত মণ্ডল রচনা করিবে। সেই মণ্ডলে যথাসম্ভব রত্ন-হেমাদিচূর্ণ দ্বারা পঞ্চাবরণ-সংযুক্ত বহু-শোভা-কর্ণিকা-বিভূষিত নানাবিধ শোভাসুন্দর বিমল অষ্টদল পদ্ম নির্ম্মাণ করিবে। সেই পদ্মের দলসমূহে সিদ্ধি কল্পনা করিবে। কেশরে শক্তিযুক্ত রুদ্র সকল কল্পনা করিবে; পূর্ব্বাদি অষ্টদলে যথাক্রমে বামাদি অষ্টশক্তি কল্পনা করিবে। আর কর্ণিকাতে বৈরাগ্য, বীজেতে নবশক্তি, কন্দে শিবাত্মক ধর্ম্ম, নালে শিবাত্মক জ্ঞান, কর্ণিকোপরি বাহ্নেয় সৌর ও চান্দ্র মণ্ডল ও তাহারও উপরে শিবতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব ও আত্ম-তত্ত্ব এই তত্ত্বত্রয় কল্পনা করিবে এবং সর্ব্ব আসনের উপরে পার্ব্বতীর সহিত সুখোপবিষ্ট বিচিত্রকুসুমালঙ্কৃত শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন সর্ব্বাভরণভূষিত দিব্যগন্ধানুলেপন দিব্যায়ুধধারী হংস শক্তিযুক্ত পঞ্চব্রহ্ম-পঞ্চাধ্বব্যাপী মাতৃকাত্মক হৃদয়াদি-ষড়ঙ্গ ও ষট্-জাতি-সমন্বিত তত্ত্বত্রয়ময় ওঙ্কাররূপী পঞ্চত্রিংশৎ কলাময় বিদ্যামূর্ত্তি সাক্ষাৎ সদাশিবকে ধ্যান করিবে;—তাঁহার জটামুকুট ভূষণ, ব্যাঘ্রচর্ম্ম বসন, করতল ও পাদতল রক্তপদ্মের ন্যায় সুন্দর ও কোমল, বদনকমলে মৃদু হাসি নিয়ত বিরাজ-মান। তাঁহার পাঁচ বক্ত্র ও দশ ভুজ। প্রথম পূর্ব্বমুখ বালার্ক-সদৃশকান্তি সুন্দর বালেন্দুভূষিত ও তিন নয়নকমলে সুশোভিত; দ্বিতীয় দক্ষিণ বদন নীলমেঘের ন্যায় মনোহরচ্ছবি, ভ্রূকুটী-কুটিল দংষ্ট্রাকরাল দুর্দ্ধর্ষ এবং ঘূর্ণায়মান রক্তবর্ণ নয়নত্রিতয়ে ও নিয়ত স্ফুরিত অধরপল্লবে বিভূ-ষিত; তৃতীয় উত্তর-বদন, বিদ্রুমের ন্যায় সুন্দর

পশ্চিমং পূর্ণচন্দ্রাভং লোচনত্রিতয়োজ্জ্বলম্ ॥ ২৫
চন্দ্ররেখাধরং সৌম্যং মন্দস্মিতমনোহরম্।
পঞ্চমং স্ফটিকপ্রখ্যমিন্দুরেখাসমুজ্জ্বলম্ ॥ ২৬
অতীব সৌম্যমুৎফুল্ল-লোচনত্রিতয়োজ্জ্বলম্।
দক্ষিণে শূল-পরশু-বজ্র-খড়্গানলোজ্জ্বলম্ ॥ ২৭
সব্যে চ নাগ-নারাচ-ঘণ্টা-পাশাঙ্কুশোজ্জ্বলম্।
নিবৃত্ত্যা জানুসম্বদ্ধমানাভেশ্চ প্রতিষ্ঠয়া ॥ ২৮
আকণ্ঠং বিদ্যয়া তদ্বদাললাটন্তু শান্তয়া।
তদূর্দ্ধং শান্ত্যতীতাখ্য-কলয়া পরয়া তথা ॥ ২৯
পঞ্চাধ্বব্যাপিনং তস্মাৎ কলাপঞ্চকবিগ্রহম্।
ঈশানমুকুটং দেবং পুরুষাস্যং পুরাতনম্ ॥ ৩০
অঘোরহৃদয়ং তদ্বদ্বামগুহ্যং মহেশ্বরম্।
সদ্যপাদঞ্চ তন্মূর্ত্তিমষ্টত্রিংশৎকলাময়ম্ ॥ ৩১
মাতৃকাময়মীশানং পঞ্চব্রহ্মময়ং তথা।
ওঙ্কারাখ্যময়ঞ্চৈব হংসশক্ত্যা সমন্বিতম্ ॥ ৩২
পঞ্চাক্ষরময়ং দেবং ষড়ক্ষরময়ন্তু বা।
অঙ্গষট্‌কময়ঞ্চৈব জাতিষট্‌কসমন্বিতম্ ॥ ৩৩
অথেচ্ছাখ্যিকয়া শক্ত্যা সমারূঢ়াঙ্কমণ্ডলম্।
জ্ঞানাখ্যয়া দক্ষিণতো বামতশ্চ ক্রিয়াখ্যয়া ॥ ৩৪
তত্ত্বত্রয়ময়ং সাক্ষাদ্বিদ্যামূর্ত্তিং সদাশিবম্।
মূর্ত্তিং মূলেন সঙ্কল্প্য সকলীকৃত্য চ ক্রমাৎ ॥ ৩৫
সম্পূজ্য চ যথান্যায়মর্ঘ্যান্তং মূলবিদ্যয়া।
মূর্ত্তিমন্তং শিবং সাক্ষাচ্ছক্ত্যা পরময়া সহ ॥৩৬
তত্রাবাহ্য মহাদেবং সদসদ্ব্যক্তিবর্জ্জিতম্।
পঞ্চোপকরণং কৃত্বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥ ৩৭
ব্রহ্মভিশ্চ ষড়ঙ্গৈশ্চ ততো মাতৃকয়া সহ।
প্রণবেন শিবেনৈব শক্তিযুক্তেন চ ক্রমাৎ ॥ ৩৮
শান্তেন চ তথান্যৈশ্চ বেদমন্ত্রৈশ্চ কৃৎস্নশঃ।
পূজয়েৎ পরমং দেবং কেবলেন শিবেন বা ॥ ৩৯
পাদ্যাদি-মুখবাসান্তং কৃত্বাথ স্নপনং বিনা।
পঞ্চাবরণপূজান্তু আরভেত যথাক্রমম্ ॥ ৪০
তত্রাদৌ শিবয়োঃ পার্শ্বে দক্ষিণে বামতঃ ক্রমাৎ।
গন্ধাদ্যৈরর্চ্চয়েৎ পূর্ব্বং দেবৌ হেরম্বষণ্মুখৌ ॥৪১
ততো ব্রহ্মাণি পরিত ঈশানাদি যথাক্রমম্।
সশক্তিকানি সদ্যান্তং প্রথমাবরণং যজেৎ ॥ ৪২

নীলচূর্ণকুন্তলে বিভূষিত সবিলাস নয়ন-ত্রিতয়ে মনোহর ও চন্দ্রকলাভরণে অলঙ্কৃত; চতুর্থ পশ্চিম মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর লোচনত্রয়ে উজ্জ্বল চন্দ্ররেখাশেখর ও মৃদু মৃদু হাসিতে সেই মুখ সাতিশয় মনোহর হইয়া বিরাজমান; পঞ্চম বদনকমল স্ফটিকের ন্যায় কান্তিমান, ইন্দুকলায় শোভমান ও বিকসিত অরবিন্দের ন্যায় লোচনত্রয়ে সমধিক সমুজ্জ্বল। তাঁহার দক্ষিণ পাঁচ হস্তে শূল, পরশু, বজ্র, খড়্গ, অনল শোভমান ও বাম পাঁচ হস্তে সর্প, নারাচ, ঘণ্টা, পাশ, অঙ্কুশ এই সকল বিদ্যমান; নিবৃত্তিকলাদ্বারা তাঁহার জানুদ্বয় বদ্ধ, প্রতিষ্ঠাকলা দ্বারা নাভিপর্য্যন্ত, বিদ্যা দ্বারা কণ্ঠ পর্য্যন্ত, শান্তা দ্বারা ললাটপর্য্যন্ত ও শান্ত্যতীতা কলা দ্বারা ললাটের উপরিভাগ আবদ্ধ।১১-২৯। তাঁহার পঞ্চকলা বিগ্রহ, ঈশান তাঁহার মুকুট, পুরুষ তাঁহার আস্য, অঘোর হৃদয়, বামদেব গুহ্য, সদ্য তাঁহার মূর্ত্তি এবং ইচ্ছাশক্তি তাঁহার ক্রোড়ে অধিষ্ঠিতা, জ্ঞানাখ্যা শক্তি দক্ষিণদিকে ও ক্রিয়া-শক্তি তাঁহার বামদিকে সমারূঢ়া রহিয়াছেন। এইরূপে সেই পরমেশান মহেশ্বরকে ধ্যান করত মূলমন্ত্র দ্বারা মূর্ত্তিকল্পনা করিয়া সকলীকরণ করিবে। পরে সেই মূর্ত্তিমান্ সাক্ষাৎ শিবকে পরমাশক্তির সহিত মূলমন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্য পর্য্যন্ত দানে পূজা করিবে এবং সেই কল্পিত মূর্ত্তিতে সদসদ্‌ব্যক্তিবর্জ্জিত পরমেশ্বরকে আবাহন করিয়া পঞ্চোপকরণ দ্বারা পূজা করিবে। ব্রহ্ম-মন্ত্র ষড়ঙ্গমন্ত্র মাতৃকামন্ত্র প্রণবপূর্ব্বক শিবমন্ত্র শক্তিযুক্তমন্ত্র শাস্ত্রমন্ত্র ও অন্যান্য মন্ত্র সকল দ্বারা কিংবা মাত্র শিবমন্ত্র দ্বারা পরম দেবকে পূজা করিবে। স্নপন ব্যতিরিক্ত পাদ্যাদি মুখবাস পর্য্যন্ত করিয়া যথাক্রমে গন্ধাদি দ্বারা পঞ্চাবরণ পূজা আরম্ভ করিবে।৩০—৪০। তাহার মধ্যে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের দক্ষিণ বাম পার্শ্বে যথাক্রমে গণেশ কার্ত্তিকেয়কে পূজা করিবে (অর্থাৎ দক্ষিণ পার্শ্বে গণেশকে বাম পার্শ্বে কার্ত্তিকেয়কে পূজা করিবে)। তাহার পর চতুর্দ্দিকে যথাক্রমে প্রথমাবরণ ঈশানাদি সদ্যান্ত

ষড়ঙ্গান্যপি তত্রৈব হৃদয়াদীন্যনুক্রমাৎ ।
শিবস্য চ শিবায়াশ্চ বাহ্নেয়াদি সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৪৩
তত্র বামাদিকান্ রুদ্রানষ্টৌ বামাদিশক্তিভিঃ ।
অর্চ্চয়েদ্বা ন বা পশ্চাৎ পূর্ব্বাদি পরিতঃ ক্রমাৎ ॥
প্রথমাবরণং প্রোক্তং দ্বিতীয়াবরণং শৃণু ।
অনন্তং পূর্ব্বদিক্‌পত্রে তচ্ছক্তিং তস্য বামতঃ ॥৪৫
সূক্ষ্মং দক্ষিণদিক্‌পত্রে শক্ত্যা সহ সমর্চ্চয়েৎ ।
ততঃ পশ্চিমদিক্‌পত্রে সহ শক্ত্যা শিবোত্তমম্ ॥৪৬
তথৈবোত্তরদিক্‌পত্রে একনেত্রং সমর্চ্চয়েৎ ।
একরুদ্রঞ্চ তচ্ছক্তিং পশ্চাদীশানদিগ্দলে ॥ ৪৭
ত্রিমূর্ত্তিং তস্য শক্তিঞ্চ পূজয়েদগ্নিদিগ্দলে ।
শ্রীকণ্ঠং নৈর্ঋতে পত্রে তচ্ছক্তিং তস্য বামতঃ ॥৪৮
তথৈব মারুতে পত্রে শিখণ্ডীশং সমর্চ্চয়েৎ ।
দ্বিতীয়াবরণে চেজ্যাঃ সর্ব্বতশ্চক্রবর্ত্তিনঃ ॥ ৪৯
তৃতীয়াবরণে পূজ্যাঃ শক্তিভিশ্চাষ্টমূর্ত্তয়ঃ ।
অষ্টাসু ক্রমশো দিক্ষু পূর্ব্বাদি পরিতঃ ক্রমাৎ ॥
ভবঃ শর্ব্বস্তথেশানো রুদ্রো পশুপতিস্ততঃ ।
উগ্রো ভীমো মহাদেব ইত্যষ্টৌ মূর্ত্তয়ঃ ক্রমাৎ ॥

অনন্তরং ততশ্চৈষাং মহাদেবাদয়ঃ ক্রমাৎ ।
শক্তিভিঃ সহ সম্পূজ্যাস্তত্রৈকাদশ মূর্ত্তয়ঃ ॥ ৫২
মহাদেবঃ শিবো রুদ্রঃ শঙ্করো নীললোহিতঃ ।
ঈশানো বিজয়ো ভীমো দেবদেবো ভবোদ্ভবঃ ॥৫৩
কপালীশশ্চ কথ্যন্তে তথৈকাদশ শক্তয়ঃ ।
তত্রাষ্টৌ প্রথমং পূজ্যা বাহ্নেয়াদি যথাক্রমম্ ॥৫৪
দেবদেবঃ পূর্ব্বপত্র ঈশাগ্ন্যামগ্নিগোচরে ।
ভবোদ্ভবস্তয়োর্মধ্যে কপালীশস্ততঃ পরঃ ॥ ৫৫
তস্মিন্নাবরণে ভূয়ো বৃষেন্দ্রং পুরতো যজেৎ ।
নন্দিনং দক্ষিণে তস্য মহাকালং তথোত্তরে ॥ ৫৬
শাস্তারং বহ্নিদিক্‌পত্রে মাতৃর্দক্ষিণদিগ্দলে ।
গজাস্যং নৈঋতে পত্রে ষণ্মুখং বারুণে পুনঃ ॥৫৭
জ্যেষ্ঠাং বায়ুদলে গৌরীমুত্তরে চণ্ডমৈশ্বরে ।
শাস্তৃ-নন্দীশয়োর্মধ্যে মুনীন্দ্রং বৃষভং যজেৎ ॥৫৮
মহাকালস্যোত্তরতঃ পিঙ্গলস্তু সমর্চ্চয়েৎ ।
শাস্তৃ-মাতৃসমূহস্য মধ্যে ভৃঙ্গীশ্বরং ততঃ ॥ ৫৯
মাতৃ-বিঘ্নেশমধ্যে তু বীরভদ্রং সমর্চ্চয়েৎ ।

সশক্তিক ব্রহ্মমন্ত্রের পূজা করিবে। অগ্ন্যাদি কোণে যথাক্রমে দেবদেবীর হৃদয়াদি ষড়ঙ্গের পূজা করিবে। পরে পূর্ব্বাদি দিকে যথাক্রমে বামাদি শক্তির সহিত অষ্ট বামাদি রুদ্রগণকে পূজা করিবে, অথবা না করিলেও ক্ষতি নাই। এই প্রথমাবরণ কথিত হইল, এক্ষণে দ্বিতীয়াবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বদলে অনন্তকে ও তাঁহার বামে তদীয় শক্তিকে পূজা করিবে। উত্তর দলে একনেত্রকে পূজা করিবে, ঈশানদলে একরুদ্রকে ও তদীয় শক্তিকে পূজা করিবে, অগ্নিদলে ত্রিমূর্ত্তিকে ও তদীয় শক্তিকে পূজা করিবে, নৈর্ঋতদলে শ্রীকণ্ঠকে ও তাঁহার বামে তদীয় শক্তিকে পূজা করিবে, বায়ু দলে শিখণ্ডীশ্বরকে পূজা করিবে। দ্বিতীয়াবরণ-পূজায় চতুর্দ্দিকে চক্রবর্ত্তিগণকে পূজা কর্ত্তব্য। তৃতীয়াবরণ পূজায় শক্তির সহিত অষ্ট মূর্ত্তির পূজা করিবে; এই অষ্ট মূর্ত্তির পূজা পূর্ব্বাদি অষ্ট দিকে যথাক্রমে করিবে।৪১—৫০। ভব, শর্ব্ব, ঈশান, রুদ্র, পশুপতি, উগ্র, ভীম, মহা-দেব; ইঁহারাই সেই অষ্টমূর্ত্তি। অনন্তর ইঁহাদিগের আবার মহাদেবাদি একাদশ মূর্ত্তি শক্তির সহিত পূজা করিবে; সেই একাদশ মূর্ত্তি যথা,—মহাদেব, শিব, রুদ্র, শঙ্কর, নীললোহিত, ঈশান, বিজয়, ভীম, দেবদেব, ভবোদ্যত, কপালীশ। এই একাদশ মূর্ত্তি মধ্যে প্রথমতঃ অগ্ন্যাদি দিক্‌সমূহে যথা-ক্রমে পূজা করিবে। পূর্ব্বপত্রে দেবদেবকে ঈশান ও অগ্নিকোণের মধ্যে ভবোদ্ভবকে ও তাহার মধ্যে কপালীশকে পূজা করিবে। সেই তৃতীয়াবরণের মধ্যে অগ্রে বৃষেন্দ্রকে, তাঁহার দক্ষিণে নন্দীকে, উত্তরে মহাকালকে পূজা করিবে। অগ্নিদলে শাস্তাকে, দক্ষিণদলে মাতৃগণকে, নৈঋতদলে গজাননকে, পশ্চিম-দলে কার্ত্তিকেয়কে, বায়ুদলে জ্যেষ্ঠাকে, উত্তরে গৌরীকে, ঈশানকোণে চণ্ডকে এবং শাস্তা ও নন্দীশ্বরের মধ্যে মুনীন্দ্র বৃষভকে পূজা করিবে। মহাকালের উত্তরে পিঙ্গলকে অর্চ্চনা করিবে, শাস্তা ও মাতৃসমূহের মধ্যে ভৃঙ্গীশ্বরকে, মাতৃ-গণ ও গণেশের মধ্যে বীরভদ্রকে, গণপতি ও

স্কন্দ-বিঘ্নেশয়োর্মধ্যে যজেদ্দেবীং সরস্বতীম্ ॥ ৬০
জ্যেষ্ঠা-কুমারয়োর্মধ্যে শ্রিয়ং শিবপদার্চ্চিকাম্।
জ্যেষ্ঠা-গণাম্বয়োর্মধ্যে মহামোটীং সমর্চ্চয়েৎ ॥৬১
গণাম্বা-চণ্ডয়োর্মধ্যে দেবীং দুর্গাং প্রপূজয়েৎ।
অত্রৈবাবরণে ভূয়ঃ শিবানুচরসংহতিম্ ॥ ৬২
রুদ্রপ্রমথভূতাখ্যাং বিবিধাঞ্চ সশক্তিকাম্।
শিবায়াশ্চ সখীবর্গং যজেদ্ধ্যাত্বা সমাহিতঃ ॥ ৬৩
এবং তৃতীয়াবরণে বিততে পূজিতে সতি।
চতুর্থাবরণং ধ্যাত্বা বহিস্তস্য সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৬৪
ভানুঃ পূর্ব্বদলে পূজ্যো দক্ষিণে চতুরাননঃ।
রুদ্রো বরুণদিক্‌পত্রে বিষ্ণুরুত্তরদিগ্‌দলে ॥ ৬৫
চতুর্ণামপি দেবানাং পৃথগাবরণান্যথ।
তদঙ্গানি ষড়েবাদৌ দীপ্তাদ্যাভিশ্চ শক্তিভিঃ ॥
দীপ্তা সূক্ষ্মা জয়া ভদ্রা বিভূতির্বিমলা ক্রমাৎ।
অমোঘা বিদ্যুতা চৈব পূর্ব্বাদি পরিতঃ স্থিতাঃ ॥
দ্বিতীয়াবরণে পূজ্যাশ্চতস্রো মূর্ত্তয়ঃ ক্রমাৎ।
পূর্ব্বাদ্যুত্তরপর্য্যন্তাঃ শক্তয়শ্চ ততঃ পরম্ ॥ ৬৮

ষড়াননের মধ্যে দেবী সরস্বতীকে, কার্ত্তিকেয় ও জ্যেষ্ঠার মধ্যে শিবপদপূজাপরায়ণা লক্ষ্মীকে, জ্যেষ্ঠা ও গণমাতার মধ্যে মহামোটীকে এবং গণাম্বা ও চণ্ডের মধ্যে দেবী দুর্গাকে পূজা করিবে। ঐ তৃতীয় আবরণ-পূজায় সশক্তিক রুদ্র প্রমথ ভূত প্রভৃতি শিবানুচর-সমূহের পূজা করিবে এবং দেবীর সখীবর্গকেও ধ্যান করত সমাহিতচিত্তে পূজা করিবে। ৫১—৬৩। এইরূপ বিস্তাররূপে তৃতীয়াবরণের পূজা হইলে, তাহার বাহিরে, চতুর্থাবরণের পূজা করিবে। পূর্ব্বদলে ভানুর পূজা করিবে। দক্ষিণদলে ব্রহ্মাকে, পশ্চিমদলে রুদ্রকে ও উত্তরদলে বিষ্ণুকে পূজা করিবে এবং এ চারি দেবতার পৃথক্ পৃথক্ আবরণ ও তাঁহাদিগের ষড়ঙ্গকে দীপ্তাদি শক্তির সহিত পূজা করিবে। দীপ্তা, সূক্ষ্মা, জয়া, ভদ্রা, বিভূতি, বিমলা, অমোঘা, বিদ্যুতা, এই সকল দীপ্তাদি শক্তি বলিয়া কথিত; ইহাঁরা পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে যথাক্রমে অবস্থিত। দ্বিতীয়াবরণপূজায় পূর্ব্বাদি উত্তরান্ত দিক্‌চতুষ্টয়ে পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের পূজা করিবে এবং

আদিত্যো ভাস্করো ভানু রবিশ্চেত্যানুপূর্ব্বশঃ।
অর্কো ব্রহ্মা তথা রুদ্রো বিষ্ণুশ্চেতি বিবস্বতঃ ॥
বিস্তারা পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে সুতারা দক্ষিণে স্থিতা।
বোধনী পশ্চিমে ভাগে আপ্যায়িন্যুত্তরে পুনঃ ॥৭০
উষাং প্রভাং তথা প্রজ্ঞাং সন্ধ্যামপি ততঃ পরম্।
ঐশানাদিষু কোণেষু দ্বিতীয়াবরণে যজেৎ ॥ ৭১
সোমমঙ্গারকঞ্চৈব বুধং বুদ্ধিমতাং বরম্।
বৃহস্পতিং বৃহদ্বুদ্ধিং ভার্গবং তেজসাং নিধিম্ ॥৭২
শনৈশ্চরং তথা রাহুং কেতুং ধূম্রং ভয়ঙ্করম্।
সমন্ততো যজেদেতাংস্তৃতীয়াবরণে ক্রমাৎ ॥ ৭৩
অথবা দ্বাদশাদিত্যান্ দ্বিতীয়াবরণে যজেৎ।
তৃতীয়াবরণে চৈব রাশীন্ দ্বাদশ পূজয়েৎ ॥ ৭৪
সপ্ত সপ্তগণাংশ্চৈব বহিস্তস্য সমন্ততঃ।
ঋষীন্ দেবাংশ্চ গন্ধর্ব্বান্ পন্নগানপ্সরোগণান ॥৭৫
গ্রামণ্যশ্চ তথা যক্ষান্ যাতুধানাংস্তথা হয়ান্।
সপ্তচ্ছন্দোময়াংশ্চৈব বালখিল্যাংশ্চ পূজয়েৎ ॥৭৬
এবং তৃতীয়াবরণে সমভ্যর্চ্চ্য দিবাকরম্।
ব্রহ্মাণমর্চ্চয়েৎ পশ্চাৎ ত্রিভিরাবরণৈঃ সহ ॥ ৭৭

শক্তিরও পূজা করিবে। আদিত্য, ভাস্কর, ভানু, রবি, অর্ক, ব্রহ্মা, রুদ্র ও বিষ্ণু ইহাঁরা সূর্য্যের শক্তি। পূর্ব্বদিকে বিস্তারাকে, দক্ষিণদিকে সুতারাকে, পশ্চিমদিকে বোধনীকে, উত্তরদিকে আপ্যায়িনীকে এবং ঐশান্যাদি-কোণে উষা প্রভা প্রজ্ঞা সন্ধ্যা ইহাদিগের যথাক্রমে পূজা করিবে, এই পূজা দ্বিতীয়াবরণ পূজায় কর্ত্তব্য। সোম, মঙ্গল, বুধ, মহাবুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি, তেজোনিধি শুক্র, শনি, রাহু ও ধূম্রবর্ণ ভয়ঙ্কর কেতু, তৃতীয়াবরণপূজায় চতুর্দ্দিকে ইহাঁদিগের পূজা করিতে হইবে। কিংবা দ্বিতীয়াবরণ পূজায় দ্বাদশাদিত্যের পূজা করিবে। তৃতীয়াবরণ মধ্যে দ্বাদশ রাশিরও পূজা কর্ত্তব্য। তাহার বাহিরে চতুর্দ্দিকে সপ্ত সপ্ত গণকে এবং ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, পন্নগগণ, অপ্সরোগণ, গ্রামণীনামক দেবযোনিবিশেষ, যক্ষ রাক্ষস ও হয়গণ, সপ্তচ্ছন্দোময় ও বালখিল্য মুনিগণকে পূজা করিবে; ৬৪—৭৬। এইরূপ তৃতীয়াবরণ মধ্যে দিবাকরকে অর্চ্চনা করিয়া পরে ব্রহ্মাকে আবরণত্রয়ের

হিরণ্যগর্ভং পূর্ব্বস্থাং বিরাজং দক্ষিণে ততঃ।
কালং পশ্চিমদিগ্ভাগে পুরুষঞ্চোত্তরে যজেৎ ॥ ৭৮
হিরণ্যগর্ভঃ প্রথমো ব্রহ্মা কমলসন্নিভঃ।
কালো জাত্যঞ্জনপ্রখ্যঃ পুরুষঃ স্ফটিকোপমঃ ॥ ৭৯
ত্রিগুণো রাজসশ্চৈব তামসঃ সাত্ত্বিকস্তথা।
চত্বার এতে ক্রমশঃ প্রথমাবরণে স্থিতাঃ ॥ ৮০
দ্বিতীয়াবরণে পূজ্যাঃ পূর্ব্বাদি পরিতঃ ক্রমাৎ।
সনৎকুমারঃ সনকঃ সনন্দশ্চ সনাতনঃ ॥ ৮১
তৃতীয়াবরণে পশ্চাদর্চ্চয়েচ্চ প্রজাপতীন্।
অষ্টৌ পূর্ব্বাংশ্চ পূর্ব্বাদৌ ত্রীন্প্রাক্পশ্চাদনুক্রমাৎ
দক্ষো রুচির্ভৃগুশ্চৈব মরীচিশ্চ তথাঙ্গিরাঃ।
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব ক্রতুরত্রিশ্চ কশ্যপঃ ॥ ৮২
বশিষ্ঠশ্চেতি বিখ্যাতাঃ প্রজানাং পতয়স্ত্বিমে।
তেষাং ভার্য্যাশ্চ তৈঃ সার্দ্ধং পূজনীয়া যথাক্রমম্ ॥
প্রসূতিশ্চ তথাকূতিঃ খ্যাতিঃ সম্ভূতিরেব চ।
স্মৃতিঃ প্রীতিঃ ক্ষমা চৈব সন্নতিশ্চানসূয়কা ॥ ৮৫
দেবমাতারুন্ধতী চ সর্ব্বাঃ খলু পতিব্রতাঃ।
শিবার্চ্চনরতা নিত্যং শ্রীমত্যঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ৮৬
প্রথমাবরণে বেদাংশ্চতুরো বা প্রপূজয়েৎ।
ইতিহাসপুরাণানি দ্বিতীয়াবরণে পুনঃ ॥ ৮৭
তৃতীয়াবরণে পশ্চাদ্ধর্ম্মশাস্ত্রপুরঃসরাঃ।
বৈদিক্যো নিখিলা বিদ্যাঃ পূজ্যা এব সমন্ততঃ।
পূর্ব্বাদি পুরতো বেদান্তদন্যে তু যথারুচি।
অষ্টধা বা চতুর্দ্ধা বা কৃত্বা পূজাং সমন্ততঃ ॥ ৮৯
এবং ব্রহ্মাণমভ্যর্চ্চ্য ত্রিভিরাবরণৈর্যুতম্।
দক্ষিণে পশ্চিমে পশ্চাদ্রুদ্রং সাবরণং যজেৎ ॥ ৯০
তস্য ব্রহ্মষড়ঙ্গানি প্রথমাবরণং স্মৃতম্।
দ্বিতীয়াবরণঞ্চৈব বিদ্যেশ্বরময়ং তথা ॥ ৯১
তৃতীয়াবরণে ভেদো বিদ্যতে স তু কথ্যতে।
চতস্রো মূর্ত্তয়স্তস্য পূজ্যাঃ পূর্ব্বাদিতঃ ক্রমাৎ ॥ ৯২
ত্রিগুণঃ সকলো দেবঃ পুরস্তাচ্ছিবসংজ্ঞকঃ।
রাজসো দক্ষিণে ব্রহ্মা সৃষ্টিকৃৎ পূজ্যতে ভবঃ ॥ ৯৩
তামসঃ পশ্চিমে চাগ্নিঃ পূজ্যঃ সংহারকো হরঃ।
সাত্ত্বিকঃ সুখকৃৎ সৌম্যে বিষ্ণুর্বিশ্বপতির্মৃড়ঃ ॥ ৯৪

সহিত পূজা করিবে। পূর্ব্বদিকে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে, দক্ষিণে বিরাট্কে, পশ্চিমে কালকে ও উত্তরে পুরুষকে অর্চ্চনা করিবে। প্রথম হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার পদ্মের ন্যায়, কালের স্বভাবত অঞ্জনসদৃশ এবং পুরুষের স্ফটিকের ন্যায় কান্তি; ইহাঁদিগের চারিজনের মধ্যে এক এক জন যথাক্রমে ত্রিগুণাবলম্বী, রজোগুণাবলম্বী, তমোগুণাবলম্বী, সত্ত্বগুণাবলম্বী জানিবেন। ও ইহাঁদিগকে প্রথমাবরণ মধ্যে পূজা করিতে হইবে। দ্বিতীয়াবরণ মধ্যে পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে সনৎকুমার, সনক, সনন্দ ও সনাতনকে পূজা করিবে। তৃতীয়াবরণ মধ্যে দক্ষাদি ক্রতু পর্য্যন্ত অষ্ট প্রজাপতিকে পূর্ব্বাদি দিক্সমূহে পূজা করিবে, আর প্রজাপতিত্রয়কে পশ্চিমদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া পূজা করিবে। সেই প্রজাপতিগণের নাম যথা—দক্ষ, রুচি, ভৃগু, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, কশ্যপ, বশিষ্ঠ। আর সেই প্রজাপতিগণের সহিত তাঁহাদিগের পত্নীরও পূজা করিবে। প্রসূতি, আকৃতি, খ্যাতি, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনসূয়া, দেবমাতা, অরুন্ধতী এই সকল শিবার্চ্চন-পরায়ণা প্রিয়দর্শনা শ্রীমতী পতিব্রতাগণ ঐ প্রজাপতিগণের যথাক্রমে পত্নী বলিয়া জানিবে। ৭৭—৮৬। প্রথমাবরণের মধ্যে বেদ-চতুষ্টয় পূজা করিবে, দ্বিতীয়াবরণের মধ্যে ইতিহাস ও পুরাণের পূজা করিবে, তৃতীয়াবরণ মধ্যে ধর্ম্ম-শাস্ত্রাদি নিখিল বৈদিকবিদ্যাকে চতুর্দ্দিকে পূজা করিবে। এইরূপ দক্ষিণদিকে আবরণত্রয়যুক্ত ব্রহ্মাকে পূজা করিয়া পশ্চিমদিকে সাবরণ রুদ্রের পূজা করিবে। রুদ্রের পঞ্চব্রহ্ম ও ষড়ঙ্গ প্রথমাবরণ ও বিদ্যেশ্বরময় দ্বিতীয়াবরণ জানিবে এবং তৃতীয়াবরণে যাহা ভেদ, তাহা বলিতেছি। পূর্ব্বাদি দিক্চতুষ্টয়ে যথাক্রমে মূর্ত্তি-চতুষ্টয়ের পূজা করিবে। পূর্ব্বদিকে ত্রিগুণময় কলাযুক্ত শিবনামক দেবকে অর্চ্চনা করিবে, দক্ষিণদিকে রজোগুণময় স্রষ্টা ভব ব্রহ্মাকে পূজা করিবে, পশ্চিমদিকে তমো-গুণময় সংহর্ত্তা হরকে পূজা করিতে হইবে এবং উত্তরে সত্ত্বময় সুখকর্ত্তা বিশ্বপতি মৃ

এবং পশ্চিমদিগ্‌ভাগে শম্ভোঃ ষড়্‌বিংশকং শিবম্।
সব্যাৰ্চ্চ্যোত্তরে পার্শ্বে ততো বৈকুণ্ঠমর্চ্চয়েৎ ॥ ৯৫
বাসুদেবং পুরস্তস্য প্রথমাবরণে যজেৎ।
অনিরুদ্ধং দক্ষিণতঃ প্রদ্যুম্নং পশ্চিমে ততঃ ॥ ৯৬
সৌম্যে সঙ্কর্ষণং পশ্চাদ্‌ব্যত্যস্তৌ বা যজেদিমৌ।
প্রথমাবরণং প্রোক্তং দ্বিতীয়াবরণং শৃণু ॥ ৯৭
মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নারসিংহোহথ বামনঃ।
রামত্রয়ং তথা কৃষ্ণো ভবানশ্বমুখোহপি চ ॥ ৯৮
তৃতীয়াবরণে চক্রং পূর্ব্বভাগে সমর্চ্চয়েৎ।
নারায়ণাখ্যং যাম্যেহস্ত্রং ক্বচিদব্যাহতং যজেৎ।
পশ্চিমে পাঞ্চজন্যঞ্চ শার্ঙ্গং ধনুরথোত্তরে ॥ ৯৯
এবং ত্র্যাবরণং সাক্ষাদ্বিষ্ণ্বাখ্যং পরমং হরিম্।
মহাবিষ্ণুং সদাবিষ্ণুং মূর্ত্তীকৃত্য সমর্চ্চয়েৎ ॥১০০
ইত্থং বিষ্ণোশ্চতুর্ব্যূহং ক্রমান্মূর্ত্তিচতুষ্টয়ম্।
পূজয়িত্বাথ তচ্ছক্তীশ্চতস্রঃ পূজয়েৎ ক্রমাৎ ॥১০১
প্রভামাগ্নেয়দিগ্‌ভাগে নৈঋতে তু সরস্বতীম্।
গণাম্বিকাঞ্চ বায়ব্যে লক্ষ্মীং রৌদ্রে সমর্চ্চয়েৎ ॥

এবং ভান্বাদিমূর্ত্তীনাং তচ্ছক্তীনামনন্তরম্।
পূজাং বিধায় লোকেশাংস্তত্রৈবাবরণে যজেৎ ॥
ইন্দ্রমগ্নিং যমঞ্চৈব নিঋতিং বরুণং তথা।
বায়ুং সোমং কুবেরঞ্চ পশ্চাদীশানমর্চ্চয়েৎ ॥১০৪
এবং চতুর্থাবরণং পূজয়িত্বা বিধানতঃ।
আয়ুধানি মহেশস্য পশ্চাদ্বাহ্যে সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১০৫
শ্রীমত্ত্রিশূলমৈশানে বজ্রং মাহেন্দ্রদিঙ্মুখে।
পরশুং বহ্নিদিগ্‌ভাগে যাম্যে সায়কমর্চ্চয়েৎ ॥১০৬
নৈঋতে তু যজেৎ খড়্গং পাশং বারুণগোচরে।
অঙ্কুশং মারুতে ভাগে পিনাকঞ্চোত্তরে যজেৎ ॥
পশ্চিমাভিমুখং রৌদ্রং ক্ষেত্রপালং সমর্চ্চয়েৎ।
পঞ্চমাবরণঞ্চৈব সম্পূজ্যানন্তরং বহিঃ।
সর্ব্বাবরণদেবানাং বহির্বা পঞ্চমেহথবা ॥ ১০৯
পঞ্চমে মাতৃভিঃ সার্দ্ধং মহোক্ষং পুরতো যজেৎ।
ততঃ সমন্ততঃ পূজ্যাঃ সর্ব্বা বৈ দেবযোনয়ঃ ॥১১০
খেচরা ঋষয়ঃ সিদ্ধা দৈত্যা যক্ষাশ্চ রাক্ষসাঃ।
অনন্তাদ্যাশ্চ নাগেন্দ্রা নাগৈস্তত্তৎকুলোদ্ভবৈঃ ॥
ডাকিনী-ভূত-বেতাল-প্রেত-ভৈরবনায়কাঃ।

শিবকে পূজা করিবে। এইরূপ শম্ভুর পশ্চিম পার্শ্বে ষড়্বিংশক শিবকে, উত্তর পার্শ্বে বৈকুণ্ঠকে ও পূর্ব্ব পার্শ্বে বাসুদেবকে পূজা করিবে, ইহা প্রথমাবরণ মধ্যে বিধি; আর অনিরুদ্ধকে দক্ষিণে, তাহার পর পশ্চিমে প্রদ্যুম্নকে, উত্তরে সঙ্কর্ষণকে পূজা করিবে কিংবা পশ্চিমে সঙ্কর্ষণকে ও উত্তরে প্রদ্যুম্নকে পূজা করিবে। ইহা প্রথমাবরণ কথিত হইল। এক্ষণে দ্বিতীয়াবরণ শ্রবণ করুন। মৎস্য, কূর্ম্ম,বরাহ, নরসিংহ, বামন, তিন রাম, আর আপনি কৃষ্ণ ও অশ্বমুখ ইহাদিগের পূজা দ্বিতীয়াবরণ মধ্যে জানিবেন। তৃতীয়াবরণ মধ্যে পূর্ব্বদিকে চক্রের, দক্ষিণে অব্যর্থ নারায়ণাখ্য অস্ত্রের, পশ্চিমদিকে পাঞ্চজন্যের ও উত্তরে শার্ঙ্গ চাপের পূজা করিবে এবং আবরণত্রয়যুক্ত বিষ্ণুনামক হরিকে, মহাবিষ্ণুকে ও সদাবিষ্ণুকে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া পূজা করিবে। ৯১—১০০। এইরূপ বিষ্ণুর চতুর্ব্যূহমূর্ত্তিচতুষ্টয়কে যথাক্রমে পূজা করিয়া তাঁহার শক্তি-চতুষ্টয়ের পূজা করিবে। অগ্নিকোণে প্রভাকে, নৈঋত কোণে সরস্বতীকে, বায়ুকোণে গণাম্বিকাকে ও ঈশানকোণে লক্ষ্মীকে পূজা করিবে। পরে ভানু প্রভৃতি মূর্ত্তির ও তদীয় শক্তির পূজা করিয়া সেই তৃতীয়াবরণ মধ্যে ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঋতি, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান এই সকল লোকপালগণের পূজা করিবে। এইরূপ যথাবিধি চতুর্থাবরণ পূজা করিয়া বাহিরে মহেশের আয়ুধগণের পূজা করিবে। যথা—ঈশানকোণে শ্রীমান্ ত্রিশূলের পূজা করিবে, পূর্ব্বদিকে বজ্রের, অগ্নিকোণে পরশুর, দক্ষিণে সায়কের, নৈঋতে খড়্গের, পশ্চিমে পাশের, বায়ুকোণে অঙ্কুশের ও উত্তরদিকে পিনাকের পূজা করিবে। পরে পশ্চিমাভিমুখ রৌদ্র ক্ষেত্রপালকে পূজা করিবে। পঞ্চমাবরণ পূজা করিয়া তদ্‌বহির্ভাগে, অথবা সর্ব্বাবরণ-বহির্ভাগে বা পঞ্চমাবরণেই পূজা করিবে। ১০১—১০৯। পঞ্চমাবরণ মধ্যে সম্মুখে মাতৃগণের সহিত মহোক্ষের পূজা করিয়া চতুর্দ্দিকে সকল দেবযোনিগণ, ঋষিগণ, খেচরগণ, সিদ্ধগণ, দৈত্যগণ, যক্ষ ও রাক্ষসগণ, সকল নাগগণের সহিত অনন্তাদি নাগগণ, নদী

পাতালবাসিনশ্চান্যে নানাযোনিষু সম্ভবাঃ ॥ ১১২
নদ্যঃ সমুদ্রা গিরয়ঃ কাননানি সরাংসি চ।
পশবঃ পক্ষিণো বৃক্ষাঃ কীটাদ্যাঃ ক্ষুদ্রযোনয়ঃ ॥
নরাশ্চ বিবিধাকারা মৃগাশ্চ ক্ষুদ্রযোনয়ঃ।
ভুবনান্যন্তরণ্ডস্য ততো ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ ॥ ১১৪
বহিরণ্ডাদসংখ্যানি ভুবনানি সহাধিপৈঃ।
ব্রহ্মাণ্ডধারকা রুদ্রা দশদিক্ষু ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১২৫
যদ্গৌণং যচ্চ মায়েয়ং যদ্বা শাক্তং ততঃ পরম্।
যৎ কিঞ্চিদস্তি শব্দস্য বাচ্যং চিদচিদাত্মকম্ ॥১১৬
তৎ সর্ব্বং শিবয়োঃ পার্শ্বে বুদ্ধা সামান্যতো যজেৎ
কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সর্ব্বে চিন্ত্যাঃ স্মিতমুখাস্তথা।
প্রীত্যা সম্প্রেক্ষমাণাশ্চ দেবং দেবীঞ্চ সর্ব্বদা ॥
ইত্থমাবরণাভ্যর্চ্চাং কৃত্বা ব্যাক্ষেপশান্তয়ে।
পুনরভ্যর্চ্চ্য দেবেশং পঞ্চাক্ষরমুদীরয়েৎ ॥ ১১৯
নিবেদয়েৎ ততঃ পশ্চাচ্ছিবয়োরমৃতোপমম্।
সুব্যঞ্জনসমাযুক্তং শুদ্ধং চারু মহাচরুম্ ॥ ১২০
দ্বাত্রিংশদাঢ়কৈর্মুখ্যমধমন্ত্বাঢ়কাবরম্।
সাধয়িত্বা যথাসম্পচ্ছ্রদ্ধয়া বিনিবেদয়েৎ ॥ ১২১

ততো নিবেদ্য পানীয়ং তাম্বুলঞ্চোপদংশকে
নীরাজনাদিকং কৃত্বা পূজাশেষং সমাচরেৎ।
যাগোপযোগদ্রব্যাণি বিশিষ্টান্যেব সাধয়েৎ।
বিত্তশাঠ্যং ন কুর্ব্বীত ভক্তিমান্ বিভবে সতি।
শঠস্যোপেক্ষকস্যাপি ব্যঙ্গস্যৈবানুতিষ্ঠতঃ।
ন ফলন্ত্যেব কর্ম্মাণি কাম্যানীতি সতাং কথা।
তস্মাচ্ছাঠ্যমুপেক্ষাঞ্চ ত্যক্ত্বা সর্ব্বাঙ্গযোগতঃ।
কুর্য্যাৎ কাম্যানি কর্ম্মাণি ফলসিদ্ধিং যদীচ্ছতি
ইত্থং পূজাং সমাপ্যাথ দেবং দেবীং প্রণম্য
ভক্ত্যা মনঃ সমাধায় পশ্চাৎ স্তোত্রমুদীরয়েৎ
ততঃ স্তোত্রজপস্যান্তে ত্বষ্টোত্তরশতাবরম্।
জপেৎ পঞ্চাক্ষরীং বিদ্যাং সহস্রোত্তরমুত্তমম্
বিদ্যাপূজাং গুরোঃ পূজাং কৃত্বা পশ্চাদ্যথা
যথোদয়ং যথাশ্রদ্ধং সদস্যানপি পূজয়েৎ।
তত উদ্বাস্য দেবেশং সর্ব্বৈরাবরণৈঃ সহ।
মণ্ডলং গুরবে দদ্যাদ্যাগোপকরণৈঃ সহ ॥

গিরি সমুদ্র কানন ও সরোবর সকল, বৃক্ষ পশু পক্ষী কীট ও ক্ষুদ্রযোনি সকল, মনুষ্যগণ, বিবিধাকার মৃগগণ, অন্তর্ব্রহ্মাণ্ডস্থিত ভুবন, ব্রহ্মাণ্ডকোটি এবং বহির্ব্রহ্মাণ্ড হইতে স্ব স্ব অধিপতির সহিত অসংখ্য ভুবন ও দশদিকে অবস্থিত ব্রহ্মাণ্ডধারক রুদ্রগণ, আর যাহা যাহা গৌণ মায়েয় ও শাক্ত বলিয়া বিখ্যাত, অধিক কি, জ্ঞানাজ্ঞানময় শব্দপ্রতিপাদ্য যাহা কিছু আছে, সমুদায় সেই সকলকে দেবদেবীর পার্শ্বে ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। তাহারা সকলে হাস্যবদনে কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া আনন্দে দেবদেবীকে সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিয়া আছে, এইরূপ চিন্তা করিবে। সকল বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত এই প্রকার আবরণ পূজা করিয়া পুনর্ব্বার দেবদেবকে অর্চ্চনা করত পঞ্চাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। তৎপরে ঐ দেবদেবীর উদ্দেশে অমৃতোপম উত্তম উত্তম ব্যঞ্জনযুক্ত শুদ্ধ মহাচরু নিবেদন করিবে। ঐ চরু দ্বাত্রিংশৎ আঢ়ক-পরিমিত হইলেই মুখ্যকল্প, আর আঢ়ক অপেক্ষা কম পরিমাণ পরিমিত অধমকল্প; সম্পত্তি অনুসারে উহা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদন করিবে।১১০—

তাহার পর পানীয় ও উপকরণ-সমন্বিত নিবেদন করিয়া নীরাজনাদি করত পূজা সমাপন করিবে। যাগোপযোগী দ্রব্য বিশিষ্ট করিয়া সাধন করিবে, থাকিলে ভক্তিমান্ ব্যক্তি কদাচ করিবে না। শঠ,উপেক্ষক ও ব্যঙ্গানুষ্ঠায়ী কাম্য কর্ম্ম সকল উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও সফল হয় না, ইহাই সৎলোকের অতএব যদি সিদ্ধিলাভে বাসনা থাকে, হইলে শাঠ্য, উপেক্ষা প্রভৃতি পরিত্যাগ নিখিল কর্ম্মাঙ্গ-সমন্বিত হইয়া কাম্য কর্ম্মা ষ্ঠান করিবে, ইহাই বিধি। এইরূপ সমাপন করিয়া দেবদেবীকে প্রণাম করত পূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে স্তব পাঠ করিবে। স্তবপাঠ শেষ হইলে উৎসুকচিত্তে বিদ্যা জপ করিবে। বিদ্যাপূজা ও গুরু করিয়া পরে যথোচিত দেয় প্রদানে শ্রদ্ধা সদস্যগণকে পূজা করিবে। তাহার পর আবরণের সহিত দেবদেবকে বিসর্জ্জন

শিবাশ্রিতেভ্যো বা দদ্যাৎ সর্ব্বমেবানুপূর্ব্বশঃ।
অথবা তচ্ছিবায়ৈব শিবক্ষেত্রে সমর্পয়েৎ ॥ ১৩০
শিবাগ্নৌ বা যজেদ্দেবং হোমদ্রব্যৈশ্চ শক্তুভিঃ।
সমভ্যর্চ্চ্য যথান্যায়ং সর্ব্বাবরণদেবতাঃ ॥ ১৩১
এষ যোগেশ্বরো নাম ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
ন তস্মাদধিকঃ কশ্চিদ্‌যোগোঽস্তি ভুবনে ক্বচিৎ ॥
ন তদস্তি জগত্যস্মিন্নসাধ্যং যদনেন তু।
ঐহিকং বা ফলং কিঞ্চিদামুষ্মিকফলন্তু বা ॥ ১৩৩
ইদমস্য ফলং নেদমিতি নৈব নিয়ম্যতে।
শ্রেয়োরূপস্য কৃৎস্নস্য তদিদং শ্রেষ্ঠসাধনম্ ॥১৩৪
ইদন্তু শক্যতে বক্তুং পুরুষেণ যদর্থ্যতে।
চিন্তামণেরিবৈতস্মাৎ তৎ তেন প্রাপ্যতে ফলম্ ॥
তথাপি ক্ষুদ্রমুদ্দিশ্য ফলং নৈতৎ প্রযোজয়েৎ।
লঘ্বর্থী মহতো যস্মাৎ স্বয়ং লঘুতরো ভবেৎ ॥১৩৬

মহদ্বা ফলমল্পং বা কৃতঞ্চেৎ কর্ম্ম সিধ্যতি।
মহাদেবং সমুদ্দিশ্য কৃতং কর্ম্ম প্রযুজ্যতাম্ ॥১৩৭
তস্মাদনন্যলভ্যেষু শত্রুমৃত্যুজয়াদিষু।
ফলেষু দৃষ্টাদৃষ্টেষু কুর্য্যাদেতদ্বিচক্ষণঃ ॥ ১৩৮
মহৎস্বপি চ পাতেষু মহারোগভয়াদিষু।
দুর্ভিক্ষাদিষু চাত্যর্থং শান্তিং কুর্য্যাদ-নেন তু ॥১৩৯
বহুনা কিং প্রলাপেন মহাব্যাপন্নিবারকম্।
আত্মীয়মস্ত্রং শৈবানামিদমাহ মহেশ্বরঃ ॥ ১৪০
তস্মাদিতঃ পরং নাস্তি পরিত্রাণমিহাত্মনঃ।
ইতি মত্বা প্রযুঞ্জানঃ কর্ম্মেদং শুভমশ্নুতে ॥ ১৪১
স্তোত্রমাত্রং শুচির্ভূত্বা যঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ।
সোঽপ্যভীষ্টতমাদর্থাদষ্টাংশফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪২
অর্থং তস্যানুসন্ধায় জপেদ্‌যদি সমাহিতঃ।
অর্দ্ধার্দ্ধং ফলমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥১৪৩
অথার্থমনুসন্ধায় পর্ব্বণ্যনশনঃ পঠেৎ।
অষ্টম্যাং বা চতুর্দ্দশ্যাং ফলমর্দ্ধং সমাপ্নুয়াৎ ॥১৪৪

গুরু উদ্দেশে সকল যাগোপকরণের সহিত মণ্ডল নিবেদন করিবে। অথবা ঐ দ্রব্য সকল কোন শিবভক্তকে দান করিবে। কিংবা শিবক্ষেত্রে শিব উদ্দেশেই নিবেদন করিবে। ১২২—১৩০। যথাবিধি আবরণ-দেবতার পূজা সমাপন করিয়া দেবকে শিবাগ্নিতে হোম দ্রব্য ও শক্তু দ্বারা হোম করিয়া পূজা করিবে, ইহাও আর এক বিধি। ত্রিলোক মধ্যে ইহাই সর্ব্বযোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ত্রিভুবনে উহা অপেক্ষা কোন যাগই শ্রেষ্ঠ নহে। এ জগৎ সংসারে এমন কিছুই নাই, যাহা উহা দ্বারা সিদ্ধ হয় না। ঐহিক ফল হউক বা পারত্রিক ফল হউক, এমন কিছুই নিয়ম নাই, যাহা "ইহা উহার ফল ও ইহা উহার ফল নহে" বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, ফলে, ইহা নিখিল মঙ্গলের সাধন জানিবেন। ইহা বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্যগণ যাহা কেন প্রার্থনা করুক না, চিন্তামণিমণির ন্যায় এই যোগেশ্বর সকাশে সেই সকল প্রার্থনার ফল লাভ করিতে সক্ষম হয়। তাহা হইলেও ক্ষুদ্র ফল উদ্দেশে ইহাকে প্রয়োগ করিবে না; কারণ ইহাই প্রসিদ্ধ যে, মহৎ হইতে লঘু ফল প্রার্থনা করিলে স্বয়ং লঘুতর হইতে হয়। কিন্তু কার্য্য করিলেই মহৎ ফলই হউক আর অল্প ফলই হউক সকলই সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কৃতকর্ম্মফল মহাদেবকে সমর্পণ করিবে। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তিরা অনন্যলভ্য শত্রু-মৃত্যুজয়াদিতে ও দৃষ্টাদৃষ্ট ফল উদ্দেশে এই কর্ম্ম করিবে এবং মহৎ পাপে মহারোগ ভয়াদিতে ও দুর্ভিক্ষাদিতে ঐ বিধি দ্বারা শান্তি করিবে। ১৩১—১৩৯। অধিক আর কি বলিব, পরমেশ্বর এই যাগকে শৈবগণের মহাবিপদ্-নিবারক আত্মীয় অস্ত্র বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। এতএব জগতে ইহা অপেক্ষা আত্ম-পরিত্রাণসাধন আর কিছুই নাই। এইরূপ বিবেচনা করিয়া এই কর্ম্ম প্রয়োগ করিলে শুভ-লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমাহিতচিত্তে মাত্র স্তবও পাঠ করে, সে ব্যক্তি আপন অভীষ্টতম অর্থের আট ভাগের এক ভাগ ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। সেই স্তবের অর্থ গ্রহণ করিয়া যদি সমাহিতচিত্তে পাঠ করে, সে চতুর্থ ভাগের এক ভাগ ফল লাভ করিয়া থাকে; যে অষ্টমীতে চতুর্দ্দশীতে ও প্রতি পর্ব্বদিনে উপ-বাসী হইয়া অর্থানুসন্ধান করত স্তব পাঠ করে,

ষস্ত্বর্থমনুসন্ধায় পর্ব্বাদিষু তথা ব্রতী।
মাসমেকং জপেৎ স্তোত্রং স কৃৎস্নং ফলমাপ্নুয়াৎ

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়া-
মুত্তরভাগে পূজা-ব্রতবিধিকথনং নাম
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

উপমন্যুরুবাচ ।

স্তোত্রং বক্ষ্যামি তে কৃষ্ণ পঞ্চাবরণমার্গতঃ ।
যোগেশ্বরমিদং পূর্ব্ব-কর্ম্ম যেন সমাপ্যতে ॥ ১
জয় জয় জগদেকনাথ শম্ভো।
প্রকৃতিমনোহর নিত্যচিৎস্বভাব।
অতিগতকলুষপ্রপঞ্চবাচা-
মপি মনসাং পদবীমতীততত্ত্ব ॥ ২
স্বভাবনির্ম্মলাভোগ জয় সুন্দরচেষ্টিত।
স্বাত্মতুল্য-মহাশক্তে জয় শুদ্ধগুণার্ণব ॥ ৩
অনন্তকান্তিসম্পন্ন জয়াসদৃশবিগ্রহ ।
অতর্ক্যমহিমাধার জয়ানাকুলমঙ্গল ॥ ৪
নিরঞ্জন নিরাধার জয় নিষ্কারণোদয় ।
নিরন্তরপরানন্দ জয় নির্বৃতিকারণ ॥ ৫
জয়াতিপরমৈশ্বর্য্য জয়াতিকরুণাস্পদ ।
জয় স্বতন্ত্র সর্ব্বস্ব জয়াসদৃশবৈভব ॥ ৬
জয়াবৃতমহাবিশ্ব জয়ানাবৃত কেনচিৎ ।
জয়োত্তর সমস্তস্য জয়াত্যন্তনিরুত্তর ॥ ৭
জয়াদ্ভুত জয়াক্ষুদ্র জয়াক্ষত জয়াব্যয় ।
জয়ামেয় জয়ামায় জয়াভয় জয়ামল ॥ ৮
মহাভুজ মহাসার মহাগুণ মহাকথ ।
মহাবল মহামায় মহারস মহারথ ॥ ৯
নমঃ পরমদেবায় নমঃ পরমহেতবে ।
নমঃ শিবায় শান্তায় নমঃ শিবতরায় তে ॥ ১০

সে অর্দ্ধভাগ ফললাভ করে, আর যে পর্ব্বদিনে ব্রতানুষ্ঠায়ী হইয়া এক মাস নিয়ত স্তব পাঠকরে, সে সমগ্র ফল লাভ করিয়া থাকে। ১৪০—১৪৫।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

উপমন্যু কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! যাহা দ্বারা এই যোগশ্রেষ্ঠ পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সমাপন হয়, সেই স্তব পঞ্চাবরণপদ্ধতি অনুসারে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে জগদেকনাথ! হে স্বভাব-সুন্দর চিৎস্বভাব-সম্পন্ন! আপনার জয় হউক। হে কলুষ-প্রপঞ্চশূন্য! হে অবাঙ্মনসগোচরতত্ত্ব! আপনার জয় হউক। হে স্বভাবনির্ম্মল! হে ভোগশূন্য! হে সুন্দরচেষ্টিত! আপনার জয় হউক। হে আত্মসদৃশ-মহাশক্তিমন্! হে শুদ্ধগুণার্ণব! আপনার জয় হউক। হে অনন্ত-কান্তিসম্পন্ন! হে অসাধারণ-বিগ্রহধারিন্! আপনার জয় হউক। হে অতর্কনীয়-মহিমাধার! হে স্থিরমঙ্গল! হে নিরঞ্জন! হে নিরাধার! হে নিষ্কারণোদয়! হে নিরন্তর-পরমানন্দময়! হে নির্ব্বৃতিকারণ! আপনার জয় হউক। হে সর্ব্বাতিশায়ি পরমৈশ্বর্য্যবন্! হে অতি করুণাস্পদ! আপনার সতত জয় হউক। হে স্বতন্ত্র! আপনার জয় হউক। হে সর্ব্বস্ব! আপনার জয় হউক। হে আবৃত-মহাবিশ্ব অথচ স্বয়ং অনাবৃত! (অর্থাৎ আপনি এই মহাবিশ্বের আবরক, কিন্তু আপনার কেহই আবরক নাই।) আপনার জয়। হে অতি-শ্রেষ্ঠ! আপনার জয়। আপনার জয়। হে অদ্ভুত! আপনার জয়। হে অক্ষুদ্র! আপনার জয়। হে অক্ষত! আপনার জয়। হে অব্যয়! আপনার জয় হউক। হে অমেয়! আপনার জয়। হে নির্ম্মায়! আপনার জয়। হে অভয়! আপনার জয়। হে অমল! আপনার জয় হউক। হে মহাভুজ! হে মহাসার! হে মহাগুণ! হে মহাকথ! হে মহাবল! হে মহামায়! হে মহারস! হে মহারথ! আপনার সর্ব্বদা মুহুর্ম্মুহুঃ জয় হউক। হে পরমদেব! আপনাকে নমস্কার। হে পরমহেতো! আপনাকে নমস্কার।

ত্বদধীনমিদং কৃৎস্নং জগদ্ধি সসুরাসুরম্।
অতস্ত্বদ্বিহিতামাজ্ঞাং ক্ষমতে কোঽতিবর্ত্তিতুম্ ॥ ১১
অয়ং পুনর্জনো নিত্যং ভবদেকসমাশ্রয়ঃ।
ভবানতোঽনুগৃহ্যাস্মৈ প্রার্থিতং সম্প্রযচ্ছতু ॥ ১২
জয়াম্বিকে জগন্মাতর্জয় সর্ব্বজগন্ময়ি।
জয়ানবধিকৈশ্বর্য্যে জয়ানুপমবিগ্রহে ॥ ১৩
জয় বাঙ্মনসাতীতে জয়াচিদ্ধান্তভঞ্জিকে।
জয় জন্মজরাহীনে জয় কালোত্তরোত্তরে ॥ ১৪
জয়ানেকবিধাবস্থে জয়ানেকসুখাত্মিকে।
জয়ানেকমহাসত্ত্বে জয়ানেকগুণোর্জ্জিতে ॥ ১৫
জয়ানেকগুণাত্মস্থে জয় লোকমহেশ্বরি।
জয় বিশ্বাধিকাত্মস্থে জয় বিশ্বেশ্বরপ্রিয়ে ॥ ১৬
জয় বিশ্বসুরারাধ্যে জয় বিশ্ববিজৃম্ভিণি।
জয় মঙ্গলদিব্যাঙ্গি জয়মঙ্গলদীপিকে।
জয় মঙ্গলচারিত্রে জয় মঙ্গলদায়িনি ॥ ১৭
নমঃ পরমকল্যাণি গুণসঞ্চয়মূর্ত্তয়ে।
নমঃ শিবায়ৈ বিশ্বস্যাৎ পরস্যৈ শিবশক্তয়ে ॥ ১৮
ত্বত্তঃ খলু সমুৎপন্নং জগৎ ত্বয্যেব লীয়তে।
ত্বদ্বিনাতঃ ফলং দাতুমীশ্বরোঽপি ন শক্নুয়াৎ ॥ ১৯
জন্মপ্রভৃতি দেবেশি জনোঽয়ং ত্বদুপাশ্রিতঃ।
অতোঽস্য তব ভক্তস্য নির্ব্বর্ত্তয় মনোরথম্ ॥ ২০
পঞ্চবক্ত্রো দশভুজঃ শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভঃ।
বর্ণব্রহ্মকলাদেহো দেবঃ সকলনিষ্কলঃ ॥ ২১
শিবমূর্ত্তিসমারূঢ়ঃ শান্ত্যতীতঃ সদা শিবঃ।
ভক্ত্যা ময়ার্চ্চিতো মহ্যং প্রার্থিতং সম্প্রযচ্ছতু ॥ ২২
সদাশিবাঙ্কমারূঢ়া শক্তিরিচ্ছা শিবাহ্বয়া।
জননী সর্ব্বলোকানাং প্রযচ্ছতু মনোরথম্ ॥ ২৩

আপনাকে নমস্কার করি। হে শান্ত! আপনাকে নমস্কার। হে শিবতর! আপনাকে নমস্কার। এই সসুরাসুর সমগ্র জগৎ আপনারই অধীন, অতএব আপনার বিহিত আজ্ঞাকে কে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়? হে ভগবন্! এই জন নিয়ত আপনারই আশ্রিত, অতএব অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে প্রার্থিত প্রদান করুন। ১—১২। হে জগন্মাতঃ অম্বিকে! আপনি জয়যুক্তা হউন। হে সর্ব্বজগন্ময়ি! আপনার জয় হউক। হে অসীমৈশ্বর্য্যে! আপনার জয় হউক। হে অনুপম-বিগ্রহে! আপনার জয় হউক। হে অবাঙ্মনসগোচরে! আপনার জয় হউক। হে অজ্ঞানান্ধকারনাশিনি! আপনার জয় হউক। হে জন্মজরাহীনে! আপনি জয়যুক্তা হউন। হে কালোত্তরোত্তরে! আপনার জয় হউক। হে অনেকবিধাবস্থে! আপনার জয় হউক। হে অনেকসুখাত্মকে! আপনার জয় হউক। হে অনেকমহাসত্ত্বে! আপনার জয় হউক। হে অনেকগুণোর্জ্জিতে! আপনার জয় হউক। হে অনেকগুণাত্মস্থে! আপনার জয় হউক। হে লোকমহেশ্বরি! আপনার জয় হউক। হে বিশ্বাধিকাত্মস্থে! আপনার জয় হউক। হে বিশ্বেশ্বর-প্রিয়ে! আপনার জয় হউক। হে বিশ্বসুরারাধ্যে! আপনার জয় হউক। হে বিশ্ববিজৃম্ভিণি! আপনার জয় হউক। হে মঙ্গলদিব্যাঙ্গি! আপনার জয় হউক। হে মঙ্গলদীপিকে! আপনার জয় হউক। হে মঙ্গল-চরিত্রে! আপনার জয় হউক। হে মঙ্গল-দায়িনি! আপনার জয় হউক। হে পরম-কল্যাণি! গুণময়মূর্ত্তিধারিণী আপনাকে নমস্কার করি। হে বিশ্বপরে! হে শিবে! শিবশক্তি আপনাকে নমস্কার করি। হে দেবি! আপনা হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, আবার ইহা বিলীন হইতে আপনাতেই বিলীন হইবে; অতএব হে পরমেশ্বরি! আপনার সহায়তা ব্যতিরিক্ত স্বয়ং ঈশ্বরও ফলদান করিতে সমর্থ নহেন। হে দেবেশি! এই জন জন্মাবধি আপনারই আশ্রিত। অতএব কৃপা-কটাক্ষদানে এই ভক্তের মনোরথ পূরণ করুন। যাঁহার প্রণবাদ্যন্তর্গত অকারাদি বর্ণ ঈশানাদি পঞ্চব্রহ্ম ও নিবৃত্ত্যাদি কলাত্মক দেহ, অতএব যিনি সকল হইয়াও নিষ্কল, সেই শিবমূর্ত্তিগত পঞ্চানন দশভুজ শান্ত্যতীত সদাশিব আমা কর্ত্তৃক ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চিত হইয়া প্রার্থিত প্রদান করুন। সর্ব্বলোকজননী সদা শিবাঙ্ক-স্থিতা শিবানাম্নী ইচ্ছাশক্তি আমার মনোরথ

শিবয়োর্দয়িতৌ পুত্রৌ দেবৌ হেরম্ব-ষণ্মুখৌ।
শিবানুভাবৌ চ শিবৌ শিবজ্ঞানামৃতাশিনৌ ॥২৪
তৃপ্তৌ পরস্পরং স্নিগ্ধৌ শিবাভ্যাং নিত্যসৎকৃতৌ
আরাধিতৌ সদা দেবৌ ব্রহ্মাদ্যৈস্ত্রিদশৈরপি ॥২৫
সর্ব্বলোকপরিত্রাণং কর্ত্তুমভ্যুদিতৌ সদা।
স্বেচ্ছাবতারং কুর্ব্বন্তৌ স্বাংশভেদৈরনেকশঃ ॥২৬
তাবিমৌ শিবয়োঃ পার্শ্বে নিত্যমিত্থং ময়ার্চ্চিতৌ।
তয়োরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য প্রার্থিতং মে প্রযচ্ছতাম্ ॥
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশমীশানাখ্যং সদাশিবম্।
মূর্দ্ধাভিমানিনী মূর্ত্তিঃ শিবস্য পরমাত্মনঃ ॥ ২৮
শিবার্চ্চনরতং শান্তং শান্ত্যতীতং খমাস্থিতম্।
পঞ্চাক্ষরান্তিমং বীজং কলাভিঃ পঞ্চভির্যুতম্ ॥২৯
প্রথমাবরণে পূর্ব্বং শক্ত্যা সহ সমর্চ্চিতম্।
পবিত্রং পরমং ব্রহ্ম প্রার্থিতং মে প্রযচ্ছতু ॥ ৩০
বালসূর্য্যপ্রতীকাশং পুরুষাখ্যং পুরাতনম্।
পূর্ব্ববক্ত্রাভিমানঞ্চ শিবস্য পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৩১
শান্ত্যাত্মকং মরুৎসংস্থং শম্ভোঃ পাদার্চ্চনে রতম্
তুরীয়ং শিববীজেষু কলাসু চ চতুষ্কলম্ ॥ ৩২
পূর্ব্বভাগে ময়া ভক্ত্যা শক্ত্যা সহ সমর্চ্চিতম্।
পবিত্রং পরমং ব্রহ্ম প্রার্থিতং মে প্রযচ্ছতু ॥ ৩৩
অঞ্জনাদ্রিপ্রতীকাশমঘোরং ঘোরবিগ্রহম্।
দেবস্য দক্ষিণং বক্ত্রং দেবদেবপদার্চ্চকম্ ॥ ৩৪
বিদ্যাপদং সমারূঢ়ং বহ্নিমণ্ডলমধ্যগম্।
তৃতীয়ং শিববীজেষু কলাস্বষ্টকলান্বিতম্ ॥ ৩৫
শম্ভোর্দক্ষিণদিগ্‌ভাগে শক্ত্যা সহ সমর্চ্চিতম্।
পবিত্রং পরমং ব্রহ্ম প্রার্থিতং মে প্রযচ্ছতু ॥ ৩৬
কুঙ্কুমক্ষোদসঙ্কাশং বামাখ্যং বরবেষধৃক্।
বক্ত্রমুত্তরমীশস্য প্রতিষ্ঠায়াং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩৭
বারিমণ্ডলমধ্যস্থং মহাদেবার্চ্চনে রতম্।
দ্বিতীয়ং শিববীজেষু ত্রয়োদশকলান্বিতম্ ॥ ৩৮
দেবেশোত্তরদিগ্‌ভাগে শক্ত্যা সহ সমর্চ্চিতম্।
পবিত্রং পরমং ব্রহ্ম প্রার্থিতং মে প্রযচ্ছতু ॥ ৩৯
শুদ্ধকুন্দেন্দুধবলং সদ্যাখ্যং সৌম্যলক্ষণম্।
শিবস্য পশ্চিমং বক্ত্রং শিবপাদার্চ্চনে রতম্ ॥ ৪০

প্রদান করুন। যাঁহাদিগকে ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত আরাধনা করেন, যে দুই ভ্রাতা সর্ব্বদা সর্ব্বলোকের পরিত্রাণ করিতে উদ্যুক্ত ও যাঁহারা আপন আপন অংশভেদে অনেকবার অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই পরস্পরে পরিতৃপ্তস্নিগ্ধ শিবানুভাবসম্পন্ন শিবজ্ঞানরূপ-অমৃতপায়ী ভব-ভবানীরও পূজ্য তাঁহাদের প্রিয়পুত্রযুগল গণেশ কার্ত্তিকেয় আমাকর্ত্তৃক সেই দেবদেবীর পার্শ্বে অর্চ্চিত হইয়া তাঁহাদিগের আজ্ঞা গ্রহণ করত আমার প্রার্থিত প্রদান করুন।১৩—২৭। পরমাত্মা শিবের মূর্দ্ধস্থিত, পঞ্চম-বক্ত্র-মূর্ত্তিধারী, শুদ্ধস্ফটিক-সঙ্কাশ, শিবার্চ্চনরত, পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের অন্তিম, পঞ্চম-বীজাত্মক, পঞ্চকলাযুক্ত, শান্ত্যতীত, ঈশানাখ্য সদাশিব,—যাঁহার পূর্ব্বে প্রথমাবরণ-পূজায় পূজা বিহিত হইয়াছে, সেই পরম পবিত্র পঞ্চমব্রহ্ম আমাকে প্রার্থিত প্রদান করুন। নবোদিত দিবাকর কান্তি,পরমেষ্ঠী, শিবের পূর্ব্ববক্ত্রাভিমানী,তৎপুরুষস্বরূপ,শিবপাদার্চ্চন-পরায়ণ,পঞ্চাক্ষর মন্ত্ররূপ শিববীজের মধ্যে চতুর্থ বীজভূত, কলা সকল মধ্যে কলাচতুষ্টয়-সম্পন্ন,যাঁহার পূর্ব্বে শক্তির সহিত পূর্ব্বদিকে অর্চ্চনা বিহিত হইয়াছে, সেই পুরুষ-নামক পরম পবিত্র চতুর্থ ব্রহ্ম আমাকে প্রার্থিত প্রদান করুন। দেবের দক্ষিণবক্ত্রভূত, বিদ্যাকলাধিষ্ঠাতা, বহ্নিমণ্ডল-মধ্যগ, শিববীজের মধ্যে তৃতীয় বীজস্বরূপ, কলাসমূহের মধ্যে অষ্টকলাত্মক, অঞ্জনগিরি সদৃশ-দ্যুতিমান্, যাঁহার শক্তির সহিত শিবের দক্ষিণ ভাগে অর্চ্চনা বিহিত হইয়াছে,সেই ঘোর-বিগ্রহ অঘোরনামক পরম পবিত্র তৃতীয় ব্রহ্ম আমার প্রার্থিত প্রদান করুন। যিনি পরমেশের উত্তর বদন, প্রতিষ্ঠা কলাধিষ্ঠাতা, শিববীজের দ্বিতীয় বীজস্বরূপ ও কলাসমূহের মধ্যে ত্রয়োদশ কলাসমন্বিত, যাঁহার কুঙ্কুমচূর্ণের ন্যায় কান্তি, যিনি বারিমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করেন ও যাঁহার শক্তির সহিত পূর্ব্বে দেবেশের উত্তর দিগ্‌ভাগে অর্চ্চনা বিহিত হইয়াছে, সেই উত্তম বেশধারী শিবার্চ্চন-পরায়ণ বামাখ্য পরম পবিত্র দ্বিতীয় ব্রহ্ম আমার প্রার্থিত প্রদান করুন; যিনি শিবের পশ্চিমবক্ত্র, যিনি শিব-

নিবৃত্তিপদনিষ্ঠঞ্চ পৃথিব্যাং সমবস্থিতম্।
প্রথমঃ শিববীজেষু কলাভিশ্চাষ্টভির্যুতম্ ॥ ৪১
দেবস্য পশ্চিমে ভাগে শক্ত্যা সহ সমর্চ্চিতম্।
পবিত্রং পরমং ব্রহ্ম প্রার্থিতং মে প্রযচ্ছতু ॥ ৪২
শিবশ্চ শিবায়াশ্চ হৃন্মূর্ত্তী শিবভাবিতে।
তয়োরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য তে মে কামং প্রযচ্ছতাম্ ॥
শিবশ্চ শিবায়াশ্চ শিরোমূর্ত্তী শিবাশ্রিতে।
তয়োরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য তে মে কামং প্রযচ্ছতাম্ ॥
শিবশ্চ শিবায়াশ্চ শিখামূর্ত্তী শিবাশ্রিতে।
সংকৃত্য শিবয়োরাজ্ঞাং তে মে কামং প্রযচ্ছতাম্
শিবশ্চ শিবায়াশ্চ নেত্রমূর্ত্তী শিবাশ্রিতে।
সংকৃত্য শিবয়োরাজ্ঞাং তে মে কামং প্রযচ্ছতাম্
শিবশ্চ শিবায়াশ্চ বর্ম্মণী শিবভাবিতে।
সংকৃত্য শিবয়োরাজ্ঞাং তে মে কামং প্রযচ্ছতাম্
অস্ত্রমূর্ত্তী চ শিবয়োনিত্যমর্চ্চনতৎপরে।
সংকৃত্য শিবয়োরাজ্ঞাং তে মে কামং প্রযচ্ছতাম্
বামো জ্যেষ্ঠস্তথা রুদ্রঃ কালো বিকরণস্তথা।
বলো বিকরণশ্চৈব বলপ্রমথনঃ পরঃ ॥ ৪৯
সর্ব্বভূতস্য দমনস্তাদৃশশ্চাষ্টশক্তয়ঃ।
প্রার্থিতং মে প্রযচ্ছন্তু পরমেশস্য শাসনাৎ ॥ ৫০
অথানন্তশ্চ সূক্ষ্মশ্চ শিবশ্চাপ্যেকনেত্রকঃ।
একরুদ্রস্ত্রিমূর্ত্তিশ্চ শ্রীকণ্ঠশ্চ শিখণ্ডকঃ ॥ ৫১
তথাষ্টৌ শক্তয়স্তেষাং দ্বিতীয়াবরণেঽর্চ্চিতাঃ।
তে মে কামং প্রযচ্ছন্তু শিবয়োরেব শাসনাৎ ॥৫২
ভবাদ্যা মূর্ত্তয়শ্চাষ্টৌ তেষামপি চ শক্তয়ঃ।
মহাদেবাদয়শ্চান্যে তথৈকাদশ মূর্ত্তয়ঃ ॥ ৫৩
শক্তিভিঃ সহিতাঃ সর্ব্বে তৃতীয়াবরণে স্থিতাঃ।
সংকৃত্য শিবয়োরাজ্ঞাং দিশন্তু ফলমীপ্সিতম্ ॥৫৪
বৃষরাজো মহাতেজা মহামেঘসমস্বনঃ।
মেরু-মন্দর-কৈলাস-হিমাদ্রিশিখরোপমঃ ॥ ৫৫
সিতাভ্রশিখরাকারঃ ককুদা পরিশোভিতঃ।
মহাভোগীন্দ্রকল্পেন বালেন চ বিরাজিতঃ ॥ ৫৬
রক্তাস্য-শৃঙ্গ-চরণো রক্তপ্রায়বিলোচনঃ।
পীবরোন্নতসর্ব্বাঙ্গঃ সুচারুগমনোজ্জ্বলঃ ॥ ৫৭
প্রশস্তলক্ষণঃ শ্রীমান্ প্রজ্জ্বলন্মণিভূষণঃ।

বীজের প্রথম বীজরূপী, যিনি অষ্টকলায় অলঙ্কৃত, যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন, যিনি নিবৃত্তিকলার অধিষ্ঠাতা এবং পূর্ব্বে যাঁহার স্বীয় শক্তির সহিত দেবের পশ্চিম ভাগে পূজা বিহিত হইয়াছে, সেই সৌম্যলক্ষণ শঙ্খকুন্দেন্দু-কান্তি শিবপাদার্চ্চনরত সদ্যাখ্য পরম পবিত্র প্রথম ব্রহ্ম আমাকে প্রার্থিত প্রদান করুন। শিবভাবযুক্ত, ভব-ভবানীর হৃন্মূর্ত্তিদ্বয়, সেই দেবদেবীর আজ্ঞা বহুমান করত গ্রহণ করিয়া আমার অভিলষিত প্রদান করুন। শিবাশ্রিত দেবদেবীর শিরোমূর্ত্তিদ্বয় এবং শিবাশ্রিত দেবদেবীর নেত্র-মূর্ত্তিদ্বয় সাদরে দেবদেবীর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া আমার অভিলষিত প্রদান করুন। শিবভাবসম্পন্ন দেবদেবীর কবচমূর্ত্তিদ্বয় তাঁহাদের আজ্ঞা সাদরে গ্রহণ করিয়া আমার অভিলষিত প্রদান করুন এবং সেই দেবদেবীর নিয়ত পূজা-পরায়ণা অস্ত্রমূর্ত্তিদ্বয় তাঁহাদের আজ্ঞা সাদরে গ্রহণ করিয়া আমার অভিলষিত প্রদান করুন। বাম, জ্যেষ্ঠ, কাল, বিকরণ, বল-বিকরণ, বল-প্রমথন, সর্ব্বভূতদমন ও তাঁহাদিগের তাদৃশী অষ্টশক্তি পরমেশের আজ্ঞা লাভ করিয়া আমার প্রার্থিত প্রদান করুন। যাঁহাদিগের দ্বিতীয়াবরণপূজায় পূজা বিহিত হইয়াছে, সেই অনন্ত, একনেত্র, একরুদ্র, ত্রিমূর্ত্তি, শ্রীকণ্ঠ, শিখণ্ডীশ্বর, আর তাঁহাদের অষ্টশক্তি দেব-দেবীর আজ্ঞা লাভ করিয়া আমার প্রার্থিত প্রদান করুন।২৮—৫২। তৃতীয়াবরণস্থিত ভবাদি অষ্টমূর্ত্তি ও তাঁহাদের অষ্টশক্তি আর মহাদেবাদি একাদশ মূর্ত্তি ও তাঁহাদিগের শক্তি সকল সাদরে সেই দেবদেবীর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া আমার ঈপ্সিত ফল প্রদান করুন। মহাদেবসদৃশ গম্ভীরনিনাদ, মেরু-মন্দর-কৈলাস-হিমাদ্রির ন্যায় ধবলকান্তি, শ্বেত-বর্ণমেঘ-শিখরের ন্যায় দ্যুতিমান্ সর্পরাজের ন্যায় পুচ্ছ দ্বারা পরিশোভিত, রক্ত বর্ণ-শৃঙ্গ-বদন-চরণ-ধারী, পীবরোন্নতাঙ্গ, সুচারু গমন, প্রশস্তলক্ষণোপেত দেদীপ্যমান, মণিবিভূষিত, আরক্তলোচন, শ্রীমান্, শোভমান, শূল-বরায়ুধধারী, দেবদেবীর চরণকমল-বিন্যাসে

শিবপ্রিয়ঃ শিবাসক্তঃ শিবয়োর্দ্ধ্বজবাহনঃ ॥ ৫৮
তথা তচ্চরণন্যাস-ভাবিতাপরবিগ্রহঃ।
গোরাজপুরুষঃ শ্রীমান্ শ্রীমচ্ছূলবরায়ুধঃ ॥ ৫৯
তয়োরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য স মে কামং প্রযচ্ছতু॥৬০
নন্দীশ্বরো মহাতেজা নগেন্দ্রতনয়াত্মজঃ।
স নারায়ণকৈর্দেবৈর্নিত্যমভ্যর্চ্চ্য বন্দিতঃ ॥ ৬১
শর্ব্বস্যান্তঃপুরদ্বারি সার্দ্ধং পরিজনৈঃ স্থিতঃ।
সর্ব্বেশ্বরসমপ্রখ্যঃ সর্ব্বাসুরবিমর্দ্দনঃ ॥ ৬২
সর্ব্বেষাং শিবধর্ম্মাণামধ্যক্ষত্বেঽভিষেচিতঃ।
শিবপ্রিয়ঃ শিবাসক্তঃ শ্রীমচ্ছূলবরায়ুধঃ ॥ ৬৩
শিবাশ্রিতেষু সংসক্তস্ত্বনুরক্তশ্চ তৈরপি।
সংকৃত্য শিবয়োরাজ্ঞাং স মে কামং প্রযচ্ছতু ॥৬৪
মহাকালো মহাবাহুর্মহাদেব ইবাপরঃ।
মহাদেবাশ্রিতানান্তু নিত্যমেবাভিরক্ষিতা ॥ ৬৫
শিবাপ্রিয়ঃ শিবাসক্তঃ শিবয়োরর্চ্চকঃ সদা।
সংকৃত্য শিবয়োরাজ্ঞাং স মে দিশতু কাঙ্ক্ষিতম্
সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ শাস্তা বিষ্ণোঃ পরা তনুঃ।
মহামোহাত্মতনয়ো মধুমাংসাসবপ্রিয়ঃ ॥ ৬৭
তয়োরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য স মে কামং প্রযচ্ছতু॥৬৮
ব্রহ্মাণী চৈব মাহেশী কৌমারী বৈষ্ণবী পরা।
বারাহী চৈব মাহেন্দ্রী চামুণ্ডা চণ্ডবিক্রমা ॥ ৬৯
এতা বৈ মাতরঃ সপ্ত সর্ব্বলোকস্য মাতরঃ।
প্রার্থিতং মে প্রযচ্ছন্তু পরমেশ্বরশাসনাৎ ॥৭০
মত্তমাতঙ্গবদনো গঙ্গোমাশঙ্করাত্মজঃ।
আকাশদেহো দিগ্বাহুঃ সোমসূর্য্যাগ্নিলোচনঃ।৭১
ঐরাবতাদিভির্দিব্যৈর্দিগ্গজৈর্নিত্যমর্চ্চিতঃ।
শিবজ্ঞানমদোদ্ভিন্নস্ত্রিদশানামবিঘ্নকৃৎ ॥ ৭২
বিঘ্নকৃচ্চাসুরাদীনাং বিঘ্নেশঃ শিবভাবিতঃ।
সংকৃত্য শিবয়োরাজ্ঞাং স মে দিশতু কাঙ্ক্ষিতম্
ষণ্মুখঃ শিবসম্ভূতঃ শক্তি বজ্রধরঃ প্রভুঃ।
অগ্নেশ্চ তনয়ো দেবো হ্যপর্ণাতনয়ঃ প্রভুঃ। ৭৪
গঙ্গায়াশ্চ গণাম্বায়াঃ কৃত্তিকায়াস্তথৈব চ।
বিশাখেন চ শাখেন নৈগমেয়েন চাবৃতঃ ॥৭৫
খেন্দ্রজিচ্চেন্দ্রসেনানীস্তারকাসুরজিত্তথা।
শৈলানাং মেরুমুখ্যাণাং বেধকশ্চ স্বতেজসা। ৭৬
তপ্তচামাকরপ্রখ্যঃ শতপত্রদলেক্ষণঃ।

পবিত্রীকৃতদেহ, শিবপ্রিয়, শিবাসক্ত, শিবধ্বজ, শিববাহন, গোরাজ, মহাতেজাঃ, ককুদ্মান্, বৃষবর দেবদেবীর আজ্ঞাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া আমার প্রার্থিত প্রদান করুন। ৫৩—৬০। যাঁহাকে নারায়ণ প্রভৃতি দেবগণ নিয়ত অভ্যর্চ্চনা ও বন্দনা করেন, যিনি পিনাকীর অন্তঃপুরের দ্বারে সপরিজনে অবস্থান করেন, যিনি অপর দেবদেবের স্বরূপ, যিনি সকল শিবধর্ম্মের অধ্যক্ষ পদে অভিষিক্ত, যিনি শিবাশ্রিতগণের পক্ষপাতী এবং সেই শিবভক্তগণও যাঁহার প্রতি সতত অনুরাগী, সেই মহাতেজা সর্ব্বাসুর-বিমর্দ্দন শিবপ্রিয় শিবাসক্ত গিরীন্দ্র-তনয়াত্মজ দেদীপ্যমান-শূলবরায়ুধপাণি নন্দীশ্বর দেবদেবীর, আজ্ঞা লাভ করিয়া আমার অভীষ্ট প্রদান করুন। নিয়ত মহাদেবাশ্রিতগণের রক্ষণে রত অপর মহাদেবসদৃশ, শিবপ্রিয়, শিবাসক্ত, শিবার্চ্চন-পরায়ণ, মহাবাহু মহাকাল দেবদেবীর আজ্ঞা সাদরে গ্রহণ করিয়া আমার অভীষ্ট প্রদান করুন। শিবপ্রিয় শিবাসক্তচেতাঃ শিবশিবার পূজা-পরায়ণ সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ মধুমাংসবপ্রিয় লোকশাস্তা বিষ্ণু দেবদেবীর আজ্ঞা বহুমান-পুরঃসর গ্রহণ করত আমার অভিলাষ প্রদান করুন। ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, মাহেন্দ্রী ও চণ্ড-বিক্রম চামুণ্ডা এই সকল মাতৃগণ পরমেশ্বরের আজ্ঞা পাইয়া আমার প্রার্থিত প্রদান করুন। যাঁহারে ঐরাবতাদি দিগ্‌গজগণ নিয়ত অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, যাঁহার আকাশ দেহ, দিক্‌নিচয় বাহু; চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি লোচন, যিনি দেবগণের বিঘ্ন দূর করেন এবং যিনি অসুরগণের বিঘ্নজননে নিয়ত ব্রতী থাকেন, উমাতনয়, শঙ্করের ঔরস[illegible] গঙ্গানন্দন, শিবজ্ঞানমদে উন্মত্ত, বিঘ্নরাজ, মত্ত মাতঙ্গবদন, গণপতি দেবদেবীর আজ্ঞায় আমার বাঞ্ছিত প্রদান করুন। যিনি অগ্নি উমা গঙ্গা কৃত্তিকা ও গণমাতার তনয়, যিনি আপন তেজোবলে সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বত সকলকে বিদ্ধ করেন, যাঁহার উত্তপ্ত সুবর্ণের ন্যায় বর্ণ; যিনি সর্ব্বদা বিশাখ শাখ নৈগমেয় প্রভৃতি গ[illegible]

কুমারঃ সুকুমারাণাং রূপোদাহরণং মহৎ ॥ ৭৭
শিবপ্রিয়ঃ শিবাসক্তঃ শিবপাদার্চ্চকঃ সদা।
সংকৃত্য শিবয়োরাজ্ঞাং স মে দিশতু কাঙ্ক্ষিতম্
জ্যেষ্ঠা বরিষ্ঠা বরদা শিবয়োঃ পূজনে রতা।
তয়োরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য সা মে দিশ তু কাঙ্ক্ষিতম্ ॥
ত্রৈলোক্যবন্দিতা সাক্ষাদুল্কাকারা গণাম্বিকা।
জগৎসৃষ্টিবিবৃদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মণাভ্যর্থিতা শিবাৎ ॥ ৮০
শিবায়াঃ প্রবিভক্তায়া ভ্রুবোরন্তরনিঃসৃতা।
দাক্ষায়ণী সতী মেনা তথা হৈমবতী হ্যুমা ॥ ৮১
কৌশিক্যাশ্চ জননী ভদ্রকাল্যাস্তথৈব চ।
অপর্ণায়াশ্চ জননী পাটলায়াস্তথৈব চ ॥ ৮২
শিবার্চ্চনরতা নিত্যং রুদ্রাণী রুদ্রবল্লভা।
সংকৃত্য শিবয়োরাজ্ঞাং সা মে দিশতু কাঙ্ক্ষিতম্
চণ্ডঃ সর্ব্বগণেশানঃ শম্ভোর্বদনসম্ভবঃ।
সংকৃত্য শিবয়োরাজ্ঞাং স মে দিশতু কাঙ্ক্ষিতম্
বৃষভো নাম গণপো বৃষবাহপদার্চ্চকঃ।
সংকৃত্য শিবয়োরাজ্ঞাং স মে দিশতু কাঙ্ক্ষিতম্

পিঙ্গলো গণপঃ শ্রীমান্ শিবাসক্তঃ শিবপ্রিয়ঃ।
আজ্ঞয়া শিবয়োরেব স মে কামং প্রযচ্ছতু ॥ ৮৬
ভৃঙ্গীশো নাম গণপঃ শিবারধনতৎপরঃ।
প্রযচ্ছতু স মে কামং পত্যুরাজ্ঞাপুরঃসরম্ ॥ ৮৭
বীরভদ্র মহাতেজা হিমকুন্দেন্দুসন্নিভঃ।
ভদ্রকালীপ্রিয়ো নিত্যং মাতৃণাঞ্চাতিরক্ষিতা ॥৮৮
যজ্ঞস্য চ শিরোহর্ত্তা দক্ষস্য চ দুরাত্মনঃ।
উপেন্দ্রেন্দ্রযমাদীনাং দেবানামঙ্গতক্ষকঃ ॥ ৮৯
শিবস্যানুচরঃ শ্রীমান্ শিবশাসনপালকঃ।
শিবয়োঃ শাসনাদেব স মে দিশতু কাঙ্ক্ষিতম্ ॥৯০
সরস্বতী মহেশস্য বাক্‌সরোজসমুদ্ভবা।
শিবয়োঃ পূজনে নিত্যং সা মে দিশতু কাঙ্ক্ষিতম্
বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মীঃ শিবয়োঃ পূজনে রতা।
শিবয়োঃ শাসনাদেব সা মে দিশতু কাঙ্ক্ষিতম্ ॥
মহামোটী মহাদেব্যাঃ পাদপূজ্যপরায়ণা।
তস্যা এব নিয়োগেন সা মে দিশতু কাঙ্ক্ষিতম্ ॥
কৌশিকী সিংহমারূঢ়া পার্ব্বত্যাঃ পরমা সুতা।
বিষ্ণোর্নিদ্রা মহামায়া মহামহিষমর্দ্দিনী ॥ ৯৪

পরিবৃত থাকেন, সেই তারকারি ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রসেনানী কমললোচন সুকুমার রূপের নিদর্শন শিবপ্রিয় শিবাসক্ত শিব-পদার্চ্চন-পরায়ণ ষড়ানন কুমার কার্ত্তিকেয় ভব-ভবানীর আজ্ঞা সাদরে গ্রহণ করিয়া আমার অভিলষিত প্রদান করুন।৬১—৭৮। শিব-পার্ব্বতীর অর্চ্চনপরায়ণা শ্রেষ্ঠতমা বরদা জ্যেষ্ঠা সেই দেবদেবীর আজ্ঞা লাভ করিয়া আমার অভিলষিত প্রদান করুন। যিনি দেবগণের প্রার্থনীয় ভবানী হইতে বিভক্তা হইয়া শিবের ভ্রূমধ্য হইতে নির্গতা হন, সেই ত্রিলোকবন্দিতা, সাক্ষাৎ উল্কাকারা, গণমাতা, দাক্ষায়ণী, সতী, হৈমবতী, উমা, কৌশিকীজননী, ভদ্রকালীজননী, অপর্ণজননী ও পাটলাজননী, রুদ্রবল্লভা রুদ্রাণী ইঁহারা শিবশিবার আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক আমার অভীষ্ট প্রদান করুন। শম্ভুবদনসম্ভূত সর্ব্বগণেশ্বর চণ্ড দেবদেবীর আজ্ঞা লাভ করিয়া আমার প্রার্থিত প্রদান করুন। শিব-পাদার্চ্চনপরায়ণ বৃষভনামক গণেশ্বর ভব-ভবানীর আজ্ঞা লাভ করিয়া আমার অভীষ্ট প্রদান করুন। শ্রীমান্ শিবাসক্ত শিব-পাদার্চ্চনপরায়ণ পিঙ্গল নামক গণপতি দেবদেবীর আজ্ঞা লাভ করিয়া আমার অভিলষিত প্রদান করুন। শিবারাধনাপরায়ণ ভৃঙ্গীশ নামক গণপতি দেবের আজ্ঞা লাভ করিয়া আমার অভিলষিত প্রদান করুন। যিনি দুরাত্মা দক্ষের ও যজ্ঞের শিরশ্ছেদ করেন এবং উপেন্দ্র ইন্দ্র যম প্রভৃতিকে ক্ষীণাঙ্গ করেন, সেই শিবানুচর শিবাজ্ঞাপ্রতিপালক শ্রীমান্ ভদ্রকালীপ্রিয় মাতৃগণের রক্ষক হিমকুন্দেন্দুকান্তি মহাতেজাঃ বীরভদ্র দেবদেবীর আজ্ঞা লাভ করিয়া আমাকে অভীষ্ট দান করুন। মহেশের মুখকমল-বিনির্গতা শিবভবানীর পূজাপরায়ণা দেবী সরস্বতী আমার বাঞ্ছিত প্রদান করুন। বিষ্ণুবক্ষঃস্থলাশ্রয়া উমামহেশ্বরের পূজাপরায়ণা দেবী লক্ষ্মী দেবদেবীর আজ্ঞা লাভ করিয়া আমাকে প্রার্থিত প্রদান করুন। মহাদেবীর পাদপূজানিরতা দেবী মহামোটী তাঁহার আজ্ঞা পাইয়া আমার কাঙ্ক্ষিত প্রদান করুন। পার্ব্বতীনন্দিনী সিংহাসনা মহা-

নিশুম্ভ-শুম্ভসংহর্ত্রী মধুমাংসাসবপ্রিয়া।
সংকৃত্য শাসনং মাতুঃ সা মে কামং প্রযচ্ছতু॥
রুদ্রা রুদ্রসমপ্রখ্যাঃ প্রমথাঃ প্রথিতৌজসঃ।
ভূতাখ্যাশ্চ মহাবীর্য্যা মহাদেবসমপ্রভাঃ॥ ৯৬
নিত্যমুক্তা নিরুপমা নির্দ্বন্দ্বা নিরুপপ্লবাঃ।
সশক্তয়ঃ সানুচরাঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতাঃ॥ ৯৭
সর্ব্বেষামেব লোকানাং সৃষ্টিসংহরণক্ষমাঃ।
পরস্পরানুরক্তাশ্চ পরস্পরমনুব্রতাঃ॥ ৯৮
পরস্পরমতিস্নিগ্ধাঃ পরস্পরনমস্কৃতাঃ।
শিবপ্রিয়তমা নিত্যং শিবলক্ষণলক্ষিতাঃ॥৯৯
সৌম্যা ঘোরাস্তথা মিশ্রাশ্চান্তরালদ্বয়াত্মকাঃ।
বিরূপাশ্চ সুরূপাশ্চ নানারূপধরাস্তথা।
সংকৃত্য শিবয়োরাজ্ঞাং তে মে কামং দিশন্তু বৈ
দেব্যাঃ প্রিয়সখীবর্গো দেবীলক্ষণলক্ষিতঃ।
সহিতো রুদ্রকন্যাভিঃ শক্তিভিশ্চাপ্যনেকশঃ॥১০১
তৃতীয়াবরণে শম্ভোর্ভক্ত্যা নিত্যং সমর্চ্চিতঃ।
সংকৃত্য শিবয়োরাজ্ঞাং স মে দিশতু মঙ্গলম্॥০২
দিবাকরো মহেশস্য মূর্ত্তির্দীপ্তসুমণ্ডলঃ।
নির্গুণো গুণসঙ্কীর্ণস্তথৈব গুণকেবলঃ॥ ১০৩
অবিকারাত্মকশ্চাদ্যস্ততঃ সামান্যবিক্রিয়ঃ।
অসাধারণকর্ম্মা চ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ক্রমাৎ॥১০৪
এবং ত্রিধা চতুর্দ্ধা চ বিভক্তঃ পঞ্চধা পুনঃ।
চতুর্থাবরণে শম্ভোঃ পূজিতশ্চানুগৈঃ সহ॥১০৫
শিবপ্রিয়ঃ শিবাসক্তঃ শিবপাদার্চ্চনে রতঃ।
সংকৃত্য শিবয়োরাজ্ঞাং স মে দিশতু মঙ্গলম্।
দিবাকরষড়ঙ্গানি আদিত্যাদ্যাশ্চ মূর্ত্তয়ঃ।
আদিত্যো ভাস্করো ভানু রবিশ্চেত্যানুপূর্ব্বশঃ।
অর্কো ব্রহ্মা তথা রুদ্রো বিষ্ণুশ্চাদিত্যমূর্ত্তয়ঃ॥১০
বিস্তরা সুতরা বোধিন্যাপ্যায়িন্যপরা পুনঃ।
উষা প্রভা তথা প্রজ্ঞা সন্ধ্যা চেত্যপি শক্তয়ঃ।
সোমাদিকেতুপর্য্যন্তা গ্রহাশ্চ শিবভাবিতাঃ।
শিবয়োরাজ্ঞয়া নুন্না মঙ্গলং প্রদিশন্তু মে॥১০৯
অথবা দ্বাদশাদিত্যাস্তথা দ্বাদশ রাশয়ঃ।

মহিষমর্দ্দিনী বিষ্ণুনিদ্রা নিশুম্ভশুম্ভঘাতিনী মধুমাংসাসবপ্রিয়া কৌশিকী জননীর আজ্ঞা সাদরে গ্রহণ করিয়া আমার অভিলষিত প্রদান করুন। পিনাকিসদৃশ রুদ্রগণ, যাহাদের মধ্যে কতক কতক সৌম্যমূর্ত্তি, কতক কতক বা ভীষণমূর্ত্তি ও কতক কতকের বা অভ্যন্তর সৌম্য বা ভীষণ এই উভয়াত্মক, আর কেহ কেহ বা কদাকার, কেহ কেহ বা সুরূপসম্পন্ন ও কেহ কেহ বা নানারূপধারী এবং যাহারা ইচ্ছা করিলেই সকল লোকের সৃষ্টি ও সংহার করিতে পারেন, এতাদৃশ সেই সকল মহাদেবসমপ্রভ, নিত্য উচ্ছৃঙ্খল, কলহশূন্য, নিরুপ্লব, পরস্পর পরস্পরে অনুরক্ত অতি-স্নিগ্ধ পরস্পরনমস্কৃত শিবলক্ষণ-লক্ষিত শিবপ্রিয়তম সর্ব্বলোকনমস্কৃত সানুচর সশক্তি ভূতাখ্য প্রমথগণ সাদরে দেবদেবীর আজ্ঞা গ্রহণ করত আমার অভিলষিত প্রদান করুন। ৭৯—১০০। তৃতীয়াবরণ পূজায় রুদ্র-কন্যা ও শক্তির সহিত যাঁহাদিগের পূজা বিহিত হইয়াছে, সেই সকল দেবী-লক্ষণসম্পন্ন রুদ্র-কন্যার সহিত সশক্তি দেবীর প্রিয়সখীবর্গ পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের আজ্ঞা বহুমানপুরঃসর গ্রহণ করিয়া আমাদিগের মঙ্গল করুন। যিনি সৃষ্টিস্থিতিলয় ক্রমে অসাধারণ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, যিনি সগুণ হইয়াও নির্গুণ, যিনি মাত্র গুণময়, যিনি অবিকারাত্মক হইয়াও সাধারণ জগৎ-প্রকাশরূপ বিকারযুক্ত, যিনি আবরণভেদে তিন চার ও পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন, চতুর্থাবরণ-পূজায় যাঁহার সানুচরে পূজা বিহিত হইয়াছে, সেই মহেশের মূর্ত্তিভেদ দেদীপ্যমান সুমণ্ডলাকার শিবপ্রিয় শিবাসক্ত শিবপাদার্চ্চন-পরায়ণ দিবাকর দেবদেবীর আজ্ঞা সাদরে গ্রহণ করিয়া আমার মঙ্গল করুন। আর দিবাকরের হৃদয়াদি ষড়ঙ্গ আদিত্য, ভাস্কর, ভানু, রবি, অর্ক, ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু, এই সকল দিবাকরের মূর্ত্তি এবং বিস্তারা, সুতরা, বোধিনী, আপ্যায়িনী, উষা, প্রভা, প্রাজ্ঞা সন্ধ্যা এই সকল শক্তি দেবদেবীর আজ্ঞা লাভ করিয়া আমার অভিলষিত প্রদান করুন। শিবভাবযুক্ত সোমাদি কেতু পর্য্যন্ত গ্রহগণ আমার মঙ্গল করুন। অথবা দ্বাদশ আদিত্য ও দ্বাদশ রাশি পরমেশ্বর পরমেশ্বরীর আজ্ঞায় আমার মঙ্গল করুন।

ঋষয়ো দেবগন্ধর্ব্বাঃ পন্নগাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ১১০
গ্রামণ্যশ্চ তথা যক্ষা রাক্ষসাশ্চাসুরাস্তথা।
সপ্ত সপ্তগণাশ্চৈতে সপ্তচ্ছন্দোময়া হয়াঃ ॥ ১১১
বালখিল্যগণাশ্চৈব সর্ব্বে শিবপদার্চ্চকাঃ।
সংকৃত্য শিবয়োরাজ্ঞাং মঙ্গলং প্রদিশন্তু মে ॥
ব্রহ্মাথ দেবদেবস্য মূর্ত্তির্ভূমণ্ডলাধিপঃ।
চতুঃষষ্টিগুণৈশ্বর্য্যো বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১১৩
নির্গুণো গুণসঙ্কীর্ণস্তথৈব গুণকেবলঃ ॥ ১১৪
অবিকারাত্মকো দেবস্ততঃ সাধারণঃ পরঃ।
অসাধারণকর্ম্মা চ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ক্রমাৎ ॥১১৫
এবং ত্রিধা চতুর্দ্ধা চ বিভক্তঃ পঞ্চধা পুনঃ।
চতুর্থাবরণে শম্ভোঃ পূজিতশ্চ সহানুগৈঃ ॥ ১১৬
শিবপ্রিয়ঃ শিবাসক্তঃ শিবপাদার্চ্চনে রতঃ।
সংকৃত্য শিবয়োরাজ্ঞাং স মে দিশতু মঙ্গলম্ ॥
হিরণ্যগর্ভো লোকেশো বিরাট্ কালশ্চ পূরুষঃ।
সনৎকুমারঃ সনকঃ সনন্দশ্চ সনাতনঃ ॥ ১১৮
প্রজানাং পতয়শ্চৈব দক্ষাদ্যা ব্রহ্মসূনবঃ।
একাদশ সপত্নীকা ধর্ম্মঃ সঙ্কল্প এব চ ॥ ১১৯
শিবার্চ্চনরতাশ্চৈতে শিবভক্তিপরায়ণাঃ।
শিবাজ্ঞাবশগাঃ সর্ব্বে দিশন্তু মম মঙ্গলম্ ॥ ১২০
চত্বারশ্চ তথা বেদাঃ সেতিহাসপুরাণকাঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রাদিবিদ্যাভির্বৈদিকীভিঃ সমন্বিতাঃ ॥১২১
পরস্পরাবিরুদ্ধার্থাঃ শিবৈকপ্রতিপাদকাঃ।
সংকৃত্য শিবয়োরাজ্ঞাং মঙ্গলং প্রদিশন্তিমে ॥১২২
অথ রুদ্রো মহাদেবঃ শম্ভোর্মূর্ত্তির্গরীয়সী।
বাহ্নেয়মণ্ডলাধীশঃ পৌরুষৈশ্বর্য্যবান্ প্রভুঃ ॥১২৩
শিবাভিমানসম্পন্নো নির্গুণস্ত্রিগুণাত্মকঃ।
কেবলং সাত্ত্বিকশ্চাপি রাজসশ্চৈব তামসঃ ॥১২৪
অবিকাররতঃ শর্ব্বে ততস্তু সমবিক্রিয়ঃ।
অসাধারণকর্ম্মা চ সৃষ্ট্যাদিকরণাৎ পৃথক্ ॥ ১২৫
ব্রহ্মণোঽপি শিরশ্ছেত্তা জনকস্তস্য তৎসুতঃ।
জনকস্তনয়শ্চাপি বিষ্ণোরপি নিয়ামকঃ ॥ ১২৬
বোধকশ্চ তয়োর্নিত্যমনুগ্রহকরঃ প্রভুঃ।
অণ্ডস্যান্তর্ব্বহির্ব্বর্ত্তী রুদ্রলোকদ্বয়াধিপঃ ॥ ১২৭
শিবপ্রিয়ঃ শিবাসক্তঃ শিবপাদার্চ্চনে রতঃ।
শিবস্যাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য স মে দিশতু মঙ্গলম্ ॥১২৮
তস্য ব্রহ্মষড়ঙ্গানি বিদ্যেশানাং তথাষ্টকম্।
চত্বারো মূর্ত্তিভেদাশ্চ শিবপূর্ব্বাঃ শিবার্চ্চকাঃ ॥১২৯

দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, পন্নগগণ, অপ্সরোগণ গ্রামণীগণ, যক্ষ, রাক্ষস ও অসুরগণ সপ্ত সপ্তগণ সপ্তচ্ছন্দোময় সূর্য্যের অশ্বগণ ও বালখিল্য মুনিগণ, এই শিবপাদার্চ্চন-পরায়ণ সকলে দেবদেবীর আজ্ঞা সাদরে গ্রহণ করিয়া আমার মঙ্গল করুন। ১১১—১১২। যিনি সগুণ হইয়াও নির্গুণ, যিনি কেবল গুণময় যিনি সৃষ্টিস্থিতিলয় ক্রমে অসাধারণ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, যিনি আবরণ-ভেদে তিন চার ও পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন, চতুর্থাবরণ-পূজায় যাঁহার অনুচরগণের সহিত পূজা বিহিত হইয়াছে, সেই অবিকারাত্মক বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত চতুঃষষ্টিগুণৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভূমণ্ডলাধিপতি দেবদেবের মূর্ত্তিভেদ শিবপ্রিয় শিবাসক্ত শিবপাদার্চ্চনপরায়ণ ব্রহ্মা, দেবদেবীর আজ্ঞা লাভ করিয়া আমার মঙ্গল করুন। হিরণ্যগর্ভ, লোকেশ, বিরাট্, কাল, পুরুষ, সনৎকুমার, সনক, সনন্দ, সনাতন, সপত্নীক ব্রহ্মপুত্র দক্ষাদি একাদশ প্রজাপতি, ধর্ম্ম, সঙ্কল্প, শিবার্চ্চনরত শিবভক্তিপরায়ণ ইহাঁরা শিবাজ্ঞাবশবর্ত্তী হইয়া আমার মঙ্গল করুন। পরস্পর-বিরুদ্ধার্থ শিবৈক-প্রতিপাদক বৈদিক ধর্ম্মশাস্ত্রাদি বিদ্যা, ইতিহাস ও পুরাণাদি-সমন্বিত বেদ-চতুষ্টয় শিবের আজ্ঞা সাদরে গ্রহণ করিয়া আমার মঙ্গল করুন। ১১৩—১২২। যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, যিনি ব্রহ্মার শিরশ্ছেদ করেন, যিনি সেই ব্রহ্মার ও বিষ্ণুর জনক ও তাঁহাদের পুত্র, যিনি বিষ্ণুর নিয়ন্তা এবং যিনি সেই ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বোধক ও অনুগ্রহকারী, সেই নির্গুণ হইয়াও ত্রিগুণময় কেবল সত্ত্ব, রজঃ, ও তমো গুণসম্পন্ন সৃষ্টি স্থিতি লয় ক্রমে অসাধারণ কর্ম্মানুষ্ঠায়ী শিবাভিমান-সম্পন্ন শিবপ্রিয় শিবাসক্ত শিবপাদার্চ্চন-পরায়ণ লোকদ্বয়াধিপতি মহাদেব রুদ্র শিবের আজ্ঞা সাদরে গ্রহণ করিয়া আমার মঙ্গল করুন। আর সেই রুদ্রের পঞ্চ ব্রহ্ম

শিবো ভবো হরশ্চৈব মৃড়শ্চৈব তথা পরঃ।
শিবস্যাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য মঙ্গলং প্রদিশন্তু মে ॥ ১৩০
অথ বিষ্ণুর্মহেশস্য শিবস্যৈবাপরা তনুঃ।
বারিতত্ত্বাধিপঃ সাক্ষাদব্যক্তপদসংস্থিতঃ ॥ ১৩১
নির্গুণঃ-সত্ত্ববহুলস্তথৈব গুণকেবলঃ।
অবিকারাভিমানী চ ত্রিসাধারণবিক্রিয়ঃ ॥ ১৩২
অসাধারণকর্ম্মা চ সৃষ্ট্যাদিকরণাৎ পৃথক্।
দক্ষিণাঙ্গভবেনাপি স্পর্দ্ধমানঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ১৩৩
আদ্যেন ব্রহ্মণা সাক্ষাৎ সৃষ্টঃ স্রষ্টা চ তস্য তু।
অণ্ডস্যান্তর্বহির্বর্ত্তী বিষ্ণুর্লোকদ্বয়াধিপঃ ॥ ১৩৪
অসুরান্তকরশ্চক্রী শক্রস্যাপি তথানুজঃ।
প্রাদুর্ভূতশ্চ দশধা ভৃগুশাপচ্ছলাদিহ ॥ ১৩৫
ভূভারনিগ্রহার্থায় স্বেচ্ছয়াবতরৎ ক্ষিতৌ।
অপ্রমেয়বলো মায়ী মায়য়া মোহয়ন্ জগৎ ॥ ১৩৬
মূর্ত্তীকৃত্য মহাবিষ্ণুং সদাবিষ্ণুমথাপি বা।
বৈষ্ণবৈঃ পূজিতো নিত্যং মূর্ত্তিত্রয়ময়াসনে ॥ ১৩৭
শিবপ্রিয়ঃ শিবাসক্তঃ শিবপাদার্চ্চনে রতঃ।
শিবস্যাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য স মে দিশতু মঙ্গলম্ ॥ ১৩৮

বাসুদেবোঽনিরুদ্ধশ্চ প্রদ্যুম্নশ্চ ততঃ পরঃ।
সঙ্কর্ষণঃ সমাখ্যাতশ্চতস্রো মূর্ত্তয়ো হরেঃ ॥ ১৩৯
মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নরসিংহশ্চ বামনঃ।
রামত্রয়ং তথা কৃষ্ণো বিষ্ণুস্তুরগবক্ত্রকঃ ॥ ১৪০
চক্রং নারায়ণস্যাস্ত্রং পাঞ্চজন্যঞ্চ শার্ঙ্গকম্।
সংকৃত্য শিবয়োরাজ্ঞাং মঙ্গলং প্রদিশন্তু মে ॥ ১৪১
প্রভা সরস্বতী গৌরী লক্ষ্মীশ্চ শিবভাবিতা।
শিবয়োঃ শাসনাদেতা মঙ্গলং প্রদিশন্তু মে ॥ ১৪২
ইন্দ্রোঽগ্নিশ্চ যমশ্চৈব নির্ঋতির্বরুণস্তথা।
বায়ুঃ সোমঃ কুবেরশ্চ তথেশানস্ত্রিশূলধৃক্ ॥ ১৪৩
সর্ব্বে শিবার্চ্চনরতাঃ শিবসদ্ভাবভাবিতাঃ।
সংকৃত্য শিবয়োরাজ্ঞাং মঙ্গলং প্রদিশন্তু মে ॥ ১৪৪
ত্রিশূলমথ বজ্রঞ্চ তথা পরশু-সায়কৌ।
খড়্গাপাশাঙ্কুশাশ্চৈব পিনাকশ্চায়ুধোত্তমঃ ॥ ১৪৫
দিব্যায়ুধানি দেবস্য দেব্যাশ্চৈতানি নিত্যশঃ।
সংকৃত্য শিবয়োরাজ্ঞাং রক্ষাং কুর্ব্বন্তু মে সদা ॥
বৃষরূপধরো ধর্ম্মঃ সৌরভেয়ো মহাবলঃ।
বাড়বাখ্যানলস্পর্দ্ধী পঞ্চগোমাতৃভির্বৃতঃ ॥ ১৪৭
বাহনত্বমনুপ্রাপ্তস্তপসা পরমেশয়োঃ।

হৃদয়াদি ষড়ঙ্গ, বিদ্যেশ্বরাষ্টক ও শিব, ভব, হর, মৃড়, এই মূর্ত্তিচতুষ্টয়, এই সকল শিবপাদার্চ্চন-পরায়ণগণ শিবের আজ্ঞা পাইয়া আমার মঙ্গল করুন। যাঁহার মায়াবলে এই ত্রিজগৎ মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, যিনি ভূভারহরণ-বাসনায় ভৃগুমুনির শাপচ্ছলে পৃথিবীতে দশবার অবতীর্ণ হইয়াছেন, বৈষ্ণবগণ মূর্ত্তিত্রয়-ময় আসনে মহাবিষ্ণু ও সদাবিষ্ণু মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া যাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন, যিনি ব্রহ্মার স্রষ্টা হইয়াও তৎকর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে ও বাহিরে বিরাজমান, যিনি শিবের দক্ষিণাঙ্গভব ব্রহ্মার সহিত নিয়ত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, যিনি নির্গুণ হইয়াও সত্ত্বগুণময়, যিনি অবিকারাভিমানী হইয়াও সৃষ্ট্যাদিবিকারসম্পন্ন, সেই বারিতত্ত্বাধিপতি অসুরান্তক অব্যক্ত মায়াবী অপরিমিত-বলধারী শিবপ্রিয় শিবাসক্ত শিবপাদার্চ্চন-পরায়ণ মহেশের মূর্ত্তিভেদ উপেন্দ্র চক্রপাণি বিষ্ণু তাঁহার আজ্ঞায় আমার মঙ্গল করুন। বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ হরির এই মূর্ত্তিচতুষ্টয় এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, বলরাম কৃষ্ণ, হয়গ্রীব ও ঐ নারায়ণের সুদর্শনচক্র, শার্ঙ্গধনু, পাঞ্চজন্য শঙ্খ, এই সকল শিবশিবার আজ্ঞায় আমার মঙ্গল করুন। প্রভা, সরস্বতী, গৌরী, লক্ষ্মী এই সকল শিবভাবসম্পন্না দেবীগণ আমার মঙ্গল করুন। ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, বায়ু, সোম, কুবের ও ত্রিশূলধারী ঈশান এই সকল শিবভাব-সম্পন্ন শিবার্চ্চন-পরায়ণ দিক্‌পতিগণ দেবদেবীর আজ্ঞা পালন করিয়া আমার মঙ্গল করুন। ত্রিশূল, বজ্র, পরশু, সায়ক, খড়্গ, পাশ, অঙ্কুশ ও আয়ুধোত্তম পিনাক, এই সকল দেবদেবীর দিব্যাস্ত্র তাঁহাদের আজ্ঞা সাদরে গ্রহণ করিয়া আমাকে রক্ষা করুন। যিনি তপোবলে দেবদেবীর বাহন হইয়াছেন, যিনি বাড়বানলের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, সেই গোমাতৃ-পরি-

শিবয়োরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য স মে কামং প্রযচ্ছতু॥১৪৮
নন্দা সুভদ্রা সুরভিঃ সুশীলা সুমনাস্তথা।
পঞ্চ গোমাতরস্ত্বেতাঃ শিবলোকে ব্যবস্থিতাঃ॥১৪৯
শিবভক্তিপরা নিত্যং শিবার্চ্চনপরায়ণাঃ।
শিবয়োঃ শাসনাদেব দিশন্তু মম বাঞ্ছিতম্॥ ১৫০
ক্ষেত্রপালো মহাতেজা নীলজীমূতসন্নিভঃ।
দংষ্ট্রাকরালবদনঃ স্ফুরদ্রক্তধরোজ্জ্বলঃ॥ ১৫১
রক্তোর্দ্ধমূর্দ্ধজঃ শ্রীমান্ ভৃকুটীকুটিলেক্ষণঃ।
রক্তবৃত্তত্রিনয়নঃ শশি-পন্নগভূষণঃ॥ ১৫২
নগ্নস্ত্রিশূল-পাশাসি-কপালোদ্যতপাণিকঃ।
ভৈরবো ভৈরবৈঃ সিদ্ধৈর্যোগিনীভিশ্চ সংবৃতঃ॥
ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সমাসীনঃ স্থিতো যো রক্ষকঃ সতাম্
শিবপ্রণামপরমঃ শিবসদ্ভাবভাবিতঃ॥ ১৫৪
শিবাশ্রিতান্ বিশেষেণ রক্ষন্ পুত্রানিবৌরসান্।
সংকৃত্য শিবয়োরাজ্ঞাং স মে দিশতু মঙ্গলম্॥
তালজঙ্ঘাদয়স্তস্য প্রথমাবরণেঽর্চ্চিতাঃ।
সংকৃত্য শিবয়োরাজ্ঞাং চত্বারঃ সমবন্তু মাম্॥১৫৬
ভৈরবাদ্যাশ্চ যে চান্যে সমন্তাৎ তস্য বেষ্টিতাঃ।
তেঽপি মামনুগৃহ্ণন্তু শিবশাসনগৌরবাৎ॥ ১৫৭
নারদাদ্যাশ্চ মুনয়ো দিব্যা দেবৈশ্চ পূজিতাঃ।
সাধ্যাশ্চৈব তু যে দেবা জনলোকনিবাসিনঃ॥১৫৮
বিনিবৃত্তাধিকারশ্চ মহর্লোকনিবাসিনঃ।
মহর্ষয়স্তথান্যে চ বৈমানিকগণৈঃ সহ॥ ১৫৯
সর্ব্বে শিবার্চ্চনরতাঃ শিবাজ্ঞাবশবর্ত্তিনঃ।
শিবয়োরাজ্ঞয়া মহ্যং দিশন্তু মম কাঙ্ক্ষিতম্॥১৬০
গন্ধর্ব্বাদ্যাঃ পিশাচান্তাশ্চতস্রো দেবযোনয়ঃ।
সিদ্ধা বিদ্যাধরাদ্যাশ্চ যেঽপি চান্যে নভশ্চরাঃ॥
অসুরা রাক্ষসাশ্চৈব পাতালতলবাসিনঃ।
অনন্তাদ্যাশ্চ নাগেন্দ্রা বৈনতেয়াদয়ো দ্বিজাঃ॥১৬২
কুষ্মাণ্ডাঃ প্রেতবেতালা গ্রহা ভূতগণাঃ পরে।
ডাকিন্যশ্চাপি যোগিন্যঃ শাকিন্যশ্চাপি তাদৃশঃ॥১৬৩
ক্ষেত্রারামগৃহাদীনি তীর্থান্যায়তনানি চ।
দ্বীপাঃ সমুদ্রা নদ্যশ্চ নদাশ্চান্যে সরাংসি চ॥১৬৪
গিরয়শ্চ সুমের্ব্বাদ্যাঃ কাননানি সমন্ততঃ।
পশবঃ পক্ষিণো বৃক্ষাঃ কৃমি-কীটাদয়ো মৃগাঃ॥১৬৫
ভুবনান্যপি সর্ব্বাণি ভুবনানামধীশ্বরাঃ।

সুরভিতনয় মহাবল বৃষরূপধর ধর্ম্ম পরমেশ-পরমেশানীর আজ্ঞা লাভ করিয়া আমাকে অভীষ্ট দান করুন। নন্দা, সুভদ্রা, সুশীলা, সুমনা, সুরভি, শিবলোকস্থিতা শিবার্চ্চনরতা শিবভক্তিপরায়ণা এই সকল গোমাতৃগণ দেব-দেবীর আজ্ঞায় আমার বাঞ্ছিত প্রদান করুন। ১২৩—১৫০। যিনি শিবাশ্রিতগণকে ঔরস পুত্রের ন্যায় অতিযত্নে রক্ষা করেন, যিনি সংলোকের রক্ষার নিমিত্ত প্রতি ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত থাকেন, যাঁহার কম্পমান-রক্তবর্ণ-অধরে উজ্জ্বল দংষ্ট্রাকরাল বদন, রক্তবর্ণ সুবৃত্ত ভ্রুকুটিকুটিল নয়ন, যাঁহার উদ্যত হস্তে ত্রিশূল পাশ অসি ও কপাল সকল বিরাজমান, যিনি ভৈরব ভৈরবী সিদ্ধ ও যোগিনীগণে পরিবৃত থাকেন, সেই ব্যোমকেশ নীলঘনকান্তি মহা-তেজাঃ শিব-প্রণামপরায়ণ শিবভাবসম্পন্ন ক্ষেত্রপাল, দেবদেবীর আজ্ঞা লাভ করিয়া আমার মঙ্গল করুন। প্রথমাবরণ-পূজায় পূজিত ক্ষেত্রপালের তালজঙ্ঘাদি অনুচরগণ দেব-দেবীর আজ্ঞা সাদরে গ্রহণ করিয়া আমার মঙ্গল করুন। আর সেই ক্ষেত্রপালের চতু-র্দ্দিকে বর্ত্তমান ভৈরবাদি গণও শিবাজ্ঞা-প্রভাবে আমার প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করুন। দেব-পূজিত নারদাদি মুনিগণ, সাধ্যগণ, জনলোক-নিবাসী দেবগণ, আর পরিত্যক্ত-সর্ব্বকর্ম্মাধিকার মহর্লোকনিবাসী মহর্ষিগণ এবং অন্যান্য বৈমানিকগণের সহিত অন্যান্য সকল এই সমস্ত শিবার্চ্চনপরায়ণ শিবাজ্ঞাবশবর্ত্তিগণ দেবদেবীর আজ্ঞায় আমার অভিলষিত প্রদান করুন। গন্ধর্ব্বাদি পিশাচ-পর্য্যন্ত দেবযোনিচতুষ্টয়, বিদ্যাধরাদি অন্যান্য নভশ্চরগণ, পাতালতল-নিবাসী অসুর ও রাক্ষসগণ অনন্তাদিনাগেন্দ্রগণ, গরুড়াদি পক্ষিগণ, কুষ্মাণ্ডগণ, প্রেত-বেতালগণ, গ্রহগণ, ভূতগণ ডাকিনীগণ, যোগিনীগণ, শাকিনীগণ, ক্ষেত্র উপবন গৃহাদি তীর্থ সকল, আয়তন-সমূহ, দ্বীপ, সমুদ্র, নদী, নদ, সরোবর, সুমেরু প্রভৃতি গিরি, কানন, পশু, পক্ষী, কৃমি, কীট, বৃক্ষ, মৃগ, সকল ভুবন ও ভুবনাধিপতিগণ,

অণ্ডাদ্যাবরণৈঃ সার্দ্ধমাশাশ্চ দশ দিগ্‌গজাঃ ॥১৬৬
বর্ণাঃ পদানি মন্ত্রাশ্চ তত্ত্বান্যপি সহাধিপৈঃ।
ব্রহ্মাণ্ডধারকা রুদ্রা রুদ্রাশ্চান্যে সশক্তিকাঃ ॥১৬৭
যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্ দৃষ্টঞ্চানুমিতং শ্রুতম্।
সর্ব্বে কামং প্রযচ্ছন্তু শিবয়োরেব শাসনাৎ ॥১৬৮
অথ বিদ্যা পরা শৈবী পশুপাশবিমোচনী।
পঞ্চার্থসংজ্ঞিতা দিব্যা পশু-বিদ্যাবহিস্কৃতা ॥১৬৯
শাস্ত্রঞ্চ শিবধর্ম্মাখ্যং ধর্ম্মাখ্যঞ্চ তদুত্তরম্।
শৈবাখ্যং শিবধর্ম্মাখ্যং পুরাণং শ্রুতিসম্মিতম্ ॥
শৈবাগমাশ্চ যে চান্যে কামিকাদ্যাশ্চতুর্ব্বিধাঃ।
শিবাভ্যামবিশেষেণ সংকৃত্যেহ সমর্চ্চিতাঃ ॥ ১৭১
তাভ্যামেব সমাজ্ঞাতা মমাভিপ্রেতসিদ্ধয়ে।
কর্ম্মেদমনুমন্যন্তাং সফলং সাধ্বনুষ্ঠিতম্ ॥ ১৭২
শৈবা মাহেশ্বরাশ্চৈব জ্ঞানকর্ম্মপরায়ণাঃ।
কর্ম্মেদমনুমন্যন্তাং সফলং সাধ্বনুষ্ঠিতম্ ॥১৭৩
লৌকিকা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে ক্ষত্রিয়াশ্চ বিশঃ ক্রমাৎ
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞাঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ১৭৪
সাংখ্যা বৈশেষিকাশ্চৈব যোগা নৈয়ায়িকা নরাঃ।
সৌরা ব্রাহ্মাস্তথা রৌদ্রা বৈষ্ণবাশ্চাপরে নরাঃ।
শিষ্টাঃ সর্ব্বে বিশিষ্টাশ্চ শিবশাসনযন্ত্রিতাঃ।
কর্ম্মেদমনুমন্যন্তাং মমাভিপ্রেতসাধকম্ ॥ ১৭৬
শৈবাঃ সিদ্ধান্তমার্গস্থাঃ শৈবাঃ পাশুপতাস্তথা।
শৈবা মহাব্রতধরাঃ শৈবাঃ কাপালিকাঃ পরে।
শিবাজ্ঞাপালকাঃ পূজ্যা মমাপি শিবশাসনাৎ।
সর্ব্বে মামনুগৃহ্ণন্তু শংসন্তু সফলক্রিয়াম্ ॥১৭৮
দক্ষিণজ্ঞাননিষ্ঠাশ্চ দক্ষিণোত্তরমার্গগাঃ।
অবিরোধেন বর্ত্তন্তাং মন্ত্রশ্রেয়োঽর্থিনো মম ॥১৭৯
নাস্তিকাশ্চ শঠাশ্চৈব কৃতঘ্নাশ্চৈব তামসাঃ।
পাষণ্ডাশ্চাতিপাপাশ্চ বর্ত্তন্তাং দূরতো মম ॥ ১৮০
বহুভিঃ কিং স্তুতৈরত্র যেঽপি কেঽপিচাস্তিকাঃ
সর্ব্বে মামনুগৃহ্ণন্তু সন্তঃ শংসন্তু মঙ্গলম্ ॥ ১৮১

আবরণের সহিত ব্রহ্মাণ্ডাদি, দিক্‌সমূহ, দিগ্‌গজগণ, বর্ণ, পদ, মন্ত্র, অধিপতির সহিত মহদাদি তত্ত্বসমূহ, ব্রহ্মাণ্ডধারক রুদ্রগণ ও অন্যান্য সশক্তিক রুদ্রগণ, অধিক কি, এ জগতে যাহা কিছু শোনা যায় দেখা যায়, বা অনুমিত হয়, সকলে দেব-দেবীর আজ্ঞায় আমাকে অভিলষিত প্রদান করুন। আর পশুপাশ-বিমোচনী পঞ্চব্রহ্ম-স্বরূপিণী বলিয়া পঞ্চার্থ-সংজ্ঞিতা পশুবিদ্যাশূন্যা শৈবী বিদ্যা, ধর্ম্ম-প্রকাশক শিবধর্ম্মনামক শাস্ত্র, শ্রুতি সমান শিবধর্ম্মসূচক শৈবপুরাণ এবং কামিকাদি চতুর্ব্বিধ অন্য শৈবাগম, দেবদেবী যাহাদিগকে বিশেষ যত্ন করিয়া আদর করেন, সেই সকল শাস্ত্রাদি তাঁহাদের আজ্ঞা পাইয়া আমার অভি-প্রেত-সিদ্ধির নিমিত্ত 'এই কর্ম্ম উত্তম রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং সফল হইবে' এইরূপ অনুমোদন করুন। জ্ঞানকর্ম্মপরায়ণ সকল শৈব ও মাহেশ্বরগণ আমার এই কর্ম্ম 'উত্তম-রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং সফল হইবে' এইরূপ অনুমতি করুন। বেদ-বেদান্ততত্ত্বজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ লৌকিক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ এবং সকল সাংখ্যাধ্যায়ী, বৈশেষিক পাতঞ্জল-যোগাধ্যায়ী ও নৈয়ায়িকগণ, আর সৌর ব্রাহ্ম রৌদ্র বৈষ্ণব ও অপরাপর মনুষ্যগণ এবং সকল শিষ্ট বিশিষ্টগণ এই সকল শিব-শাসন নিয়ন্ত্রিত মনুষ্য আমার অভিপ্রেত সাধক এই কর্ম্মে অনুমতি প্রদান করুন। সিদ্ধান্ত-মার্গাবলম্বী শৈবগণ, পাশুপতশৈবগণ, মহাব্রতানুষ্ঠায়ী শৈবগণ ও কাপালিক শৈবগণ, শিবাজ্ঞাপালক ইহাঁরা সকলে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন এবং 'এই ক্রিয়া সফল হউক' এইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। উদার জ্ঞানবান্ ও দক্ষিণোত্তরমার্গাবলম্বিগণ (১) ইহারা সকলে আমার শ্রেয়োর্থী হইয়া অবিরুদ্ধ-ভাবে থাকুন। আর নাস্তিক, শঠ, কৃতঘ্ন, পাষণ্ড, অতিপাপী ও তমোগুণময় গণ আমার নিকট হইতে দূরে থাকুক। অধিক স্তবে কি প্রয়োজন, এ ত্রিজগতে যেখানে যে কেহ আস্তিক আছেন, সেই সংলোকগণ আমার প্রতি কৃপাবিতরণ করুন ও আমার

---

(১) ইহার লক্ষণ যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে কথিত আছে।

নমঃ শিবায় সাম্বায় সসুতায়াদিহেতবে।
পঞ্চাবরণরূপেণ প্রপঞ্চেনাবৃতায় তে ॥ ১৮২
ইত্যুক্ত্বা দণ্ডবদ্ভূমৌ প্রণিপত্য শিবং শিবাম্।
জপেৎ পঞ্চাক্ষরীং বিদ্যামষ্টোত্তরশতাবরাম্ ॥১৮৩
তথৈব শক্তিবিদ্যাঞ্চ জপিত্বা তৎসমর্পণম্।
কৃত্বা ক্ষমাপয়িত্বেশং পূজাশেষং সমাপয়েৎ ॥১৮৪
এতৎ পুণ্যতমং স্তোত্রং শিবয়োর্হৃদয়ঙ্গমম্।
সর্ব্বাভীষ্টপ্রদং সাক্ষাদ্ভুক্তি-মুক্ত্যেকসাধনম্ ॥১৮৫
য ইদং কীর্ত্তয়েন্নিত্যং শৃণুয়াদ্বা সমাহিতঃ।
স বিধূয়াশু পাপানি শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৮৬
গোঘ্নশ্চৈব কৃতঘ্নশ্চ বীরহা ভ্রূণহাপি বা।
শরণাগতঘাতী চ মিত্রবিশ্রম্ভঘাতকঃ ॥ ১৮৭
দুষ্টঃ পাপসমাচারো মাতৃহা পিতৃহাপি বা।
স্তবেনোঽযুতজপ্তেন তত্তৎপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥১৮৮
দুঃস্বপ্নাদিমহানর্থ-সূচকেষু ভয়েষু চ।
যদি সঙ্কীর্ত্তয়েদেতন্ন ততোঽনর্থভাগ্ভবেৎ ॥১৮৯

আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং যচ্চান্যদপি বাঞ্ছিতম্।
স্তোত্রস্যাস্য জপে নিষ্ঠস্তৎ সর্ব্বং লভতে নরঃ ॥
অসম্পূজ্য শিবং স্তোত্র-জপাৎ ফলমুদাহৃতম্।
সম্পূজ্য চ জপে তস্য ফলং বক্তুং ন শক্যতে ॥
আস্তামিয়ং ফলাবাপ্তিরেতস্মিন্ কীর্ত্তিতে সতি।
সার্দ্ধমম্বিকয়া দেবঃ শ্রুত্বেদং দিবি তিষ্ঠতি ॥১৯২
তস্মান্নভসি সম্পূজ্য দেবদেবং সহোময়া।
কৃতাঞ্জলিপুটস্তিষ্ঠন্ স্তোত্রমেতদুদীরয়েৎ ॥ ১৯৩

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়া-
মুত্তরভাগে দেবদেবীস্তবর্ণনকথনং নাম
চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

যাহাতে মঙ্গল হয়, এইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। হে আদিকারণ উমাসহচর শিব! আপনি পঞ্চাবরণ রূপ প্রপঞ্চ দ্বারা এই জগৎ আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, সপুত্রক আপনাকে নমস্কার করি। এই কথা বলিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করত অষ্টোত্তরশতাধিক পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে এবং সেইরূপ শক্তিমন্ত্রও জপ করিয়া জপ সমর্পণ ও "ক্ষমস্ব" বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করত পূজাশেষ সমাপন করিবে। ১৫১—১৮৪। এই স্তব পুণ্যতম, সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ, সাক্ষাৎ ভুক্তিমুক্তিপ্রদ ও দেবদেবীর হৃদয়ঙ্গম। যে ব্যক্তি সমাহিত চিত্তে এই স্তব কীর্ত্তন করে বা শ্রবণ করে, সে আশু সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবসাযুজ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। গোহন্তা, পিতৃহন্তা, মাতৃহন্তা, বীরহন্তা, কৃতঘ্ন, ভ্রূণহা, শরণাগতঘাতী মিত্রঘাতী, বিশ্বাসঘাতক, দুষ্ট ও পাপাচারী ব্যক্তিগণ যদি অযুতবার এই স্তব পাঠ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিগণ আপন আপন পাপ হইতে মুক্ত হয়। দুঃস্বপ্ন প্রভৃতি মহা-অনর্থসূচক ভয়ে যদি কেহ এই স্তব পাঠ করে, তাহা হইলে, সে সেই অবধি আর অনর্থভাগী হয় না। আয়ুঃ আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য ও অন্যান্য যাহা কিছু অভীষ্ট থাকে, মনুষ্যগণ তৎপর হইয়া জপ করিলে সেই সকল লাভ করিয়া থাকে। যাহা ফল কথিত হইল, ইহা শিবপূজা না করিয়া স্তব পাঠ করিলে, তাহার ফল; আর শিবপূজা করিয়া স্তব পাঠ করিলে যাহা ফল হয়, তাহা বর্ণনাতীত। এই স্তব পাঠ করিলে যে কি ফল, তাহা দূরে থাকুক, এই স্তব শ্রবণ মাত্র দেবদেব অম্বিকার সহিত গগনে আসিয়া অবস্থান করেন, অতএব দেবদেবকে উমার সহিত আকাশে পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে অবস্থান করত এই স্তব পাঠ করিবে। ১৮৫—১৯৩।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

উপমন্যুরুবাচ।

এতৎ তে কথিতং কৃষ্ণ কর্ম্মেহামুত্র সিদ্ধিদম্।
ক্রিয়া-তপো-জপ-ধ্যানসমুচ্চয়ময়ং পরম্ ॥ ১

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

উপমন্যু কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! ঐহিক ও পারত্রিক সিদ্ধিপ্রদ ক্রিয়া, জপ, ধ্যান ও

অথ বক্ষ্যামি শৈবানামিহৈব ফলদং নৃণাম্।
পূজা-হোম-জপ-ধ্যান-তপো-দানময়ং মহৎ ॥ ২
তত্র সংসাধয়েৎ পূর্ব্বং মন্ত্রং মন্ত্রার্থবিত্তমঃ।
দৃষ্টসিদ্ধিকরং কর্ম্ম নান্যথা ফলদং যতঃ ॥ ৩
সিদ্ধমন্ত্রোঽপ্যদৃষ্টেন প্রবলেন তু কেনচিৎ।
প্রতিবদ্ধফলং কর্ম্ম ন কুর্য্যাৎ সহসা বুধঃ ॥ ৪
তস্য তু প্রতিবন্ধস্য কর্ত্তুং শক্যোহ নিষ্কৃতিঃ।
পরীক্ষ্য শকুনাদ্যৈস্তু তদা নিষ্কৃতিমাচরেৎ ॥ ৫
যোঽন্যথা কুরুতে মোহাৎ কর্ম্মৈহিকফলং নরঃ।
ন তেন ফলভাক্ স স্যাৎ প্রাপ্নুয়াচ্চোপহাস্যতাম্ ॥
অবিশ্রব্ধো ন কুর্ব্বীত কর্ম্ম দৃষ্টফলং ক্বচিৎ।
স খল্বশ্রদ্দধানঃ স্যান্নাশ্রদ্ধঃ ফলমৃচ্ছতি ॥ ৭
নাপরাধোঽস্তি দেবস্য কর্ম্মণ্যপি তু নিষ্ফলে।
যথোক্তকারিণাং পুংসামিহৈব ফলদর্শনাৎ ॥ ৮
সাধকঃ সিদ্ধমন্ত্রশ্চ নিরস্তপ্রতিবন্ধকঃ।
বিশ্বস্তঃ শ্রদ্দধানশ্চ কুর্ব্বন্নাপ্নোতি তৎফলম্ ॥ ৯
অথবা তৎফলাবাপ্ত্যৈ ব্রহ্মচর্য্যরতো ভবেৎ।
রাত্রৌ হবিষ্যমশ্নীয়াৎ পায়সং বা ফলানি বা ॥ ১০
হিংসাদি যন্নিষিদ্ধং স্যান্ন কুর্য্যান্মনসাপি তৎ।
সদা ভস্মানুলিপ্তাঙ্গঃ সুবেশশ্চ শুচির্ভবেৎ ॥ ১১
ইত্থমাচারবান্ ভূত্বা স্বানুকূলে শুভেঽহনি।
পূর্ব্বোক্তলক্ষণে দেশে পুষ্পদামাদ্যলঙ্কৃতে ॥ ১২
আলিপ্য শকৃতা ভূমিং হস্তমানাবরাং তথা।
বিলিখেৎ কমলং ভদ্রং দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥ ১৩
তপ্তজাম্বূনদময়মষ্টপত্রং সকেশরম্।
মধ্যে কর্ণিকয়া যুক্তং সর্ব্বরত্নৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ১৪
স্বাকারসদৃশেনৈব নালেন চ সমন্বিতম্।
তাদৃশে স্বর্ণনির্ম্মাণে কন্দে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫
তত্রাণিমাদিকং সর্ব্বং সঙ্কল্প্য মনসা পুনঃ।
রত্নজং বাথ সৌবর্ণং স্ফাটিকং বা সলক্ষণম্ ॥ ১৬
লিঙ্গং সবেদিকং তত্র স্থাপয়িত্বা বিধানতঃ।

তপোময় কর্ম্ম এই কথিত হইল। অনন্তর শৈবগণের যাহা ইহলোকেই ফলপ্রদ, সেই পূজা, হোম, জপ ও ধ্যান তপোময় মহৎ কর্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। তাহাতে প্রথমতঃ মন্ত্রবিত্তম কর্ত্তা দৃষ্ট ফলের সিদ্ধিকর মন্ত্র সিদ্ধ করিবে, কারণ তদ্ব্যতিরিক্ত দৃষ্ট ফলের সাধক আর কিছুই নাই। এইরূপে সিদ্ধমন্ত্র হইয়াও কর্ত্তা কোন এক প্রবল অদৃষ্টবলে যাহার ফল প্রতিবন্ধকাপন্ন, এরূপ কার্য্য সহসা করিবে না। যেহেতু সেই প্রতিবন্ধকের নিষ্কৃতির উপায় রহিয়াছে। অতএব শকুনাদি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া তাহার নিষ্কৃতি করিবে। যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ ইহার অন্যথাচরণ করিয়া এই ঐহিকফলপ্রদ কার্য্য করিবে, সে ব্যক্তি কদাচ সেই কর্ম্মের ফলভাগী হয় না, বরং শেষে উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি অবিশ্বাসী, সে কদাচ দৃষ্টফলপ্রদ কর্ম্ম করিবে না; কারণ সেই অবিশ্বাসী ব্যক্তির অশ্রদ্ধা জন্মে, অশ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি কদাচ ফললাভে সমর্থ হয় না। এইরূপ ব্যক্তির যদি কর্ম্ম নিষ্ফল হয়, তাহাতে দেবের কিছু অপরাধ নাই, কারণ যথোক্ত-কর্ম্মকারীদিগের ইহজগতেই ফলসিদ্ধি দেখা যায়। অতএব সাধক এইরূপে সিদ্ধমন্ত্র নিরস্ত-প্রতিবন্ধক, বিশ্বস্ত ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া কার্য্য করিবে, তাহা হইলেই তাহার ফলসিদ্ধি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিংবা তাদৃশ ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে। নিয়ত রাত্রিতে হবিষ্য, পায়স বা ফল ভক্ষণ করিয়া থাকিবে; আর হিংসাদি যে সকল নিষিদ্ধ কর্ম্ম, তাহা কদাচ করিবে না। সর্ব্বদা ভস্মোদ্ধূলিতকায়, সুবেশ ও শুচি হইয়া থাকিবে। ১—১১। এইরূপ আচারবান্ হইয়া প্রাজ্ঞব্যক্তি শুভ দিবসে পূর্ব্বোক্ত পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা অলঙ্কৃত দেশে এক হাতের অধিক ভূমিকে গোময় দ্বারা লিপ্ত করিয়া সকেশর মধ্যে কর্ণিকাযুক্ত, অনুরূপ নাল সমন্বিত, উত্তপ্ত সুবর্ণময়, নানা রত্নাদি-অলঙ্কৃত দেদীপ্যমান, সুন্দর পদ্ম নির্ম্মাণ করিবে এবং তাদৃশ সুবর্ণময় কন্দ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে অণিমাদির প্রতিষ্ঠা মনে মনে কল্পনা করতঃ রত্ননির্ম্মিত, সুবর্ণনির্ম্মিত বা স্ফটিক-নির্ম্মিতই হউক, সলক্ষণ, সবেদিক লিঙ্গমূর্ত্তিকে যথাবিধি

অত্রাবাহ্য যজেদ্দেবং সাম্বং সগণমব্যয়ম্ ॥ ১৭
তত্র মাহেশ্বরী কল্প্যা মূর্ত্তির্মূর্ত্তিমতঃ প্রভোঃ।
চতুর্ভুজা চতুর্ব্বক্ত্রা সর্ব্বাভরণভূষিতা ॥ ১৮
শার্দ্দূলচর্ম্মবসনা কিঞ্চিদ্বিহসিতাননা।
বরদাভয়হস্তা চ মৃগ-টঙ্কধরা তথা ॥ ১৯
অথবাষ্টভুজা চিন্ত্যা চিন্তকস্য যথারুচি।
তদা ত্রিশূল-পরশু-খড়্গাবজ্রাণি দক্ষিণে ॥ ২০
বামে পাশাঙ্কুশে তদ্বৎ খেটং নাগঞ্চ বিভ্রতী।
বালার্কসদৃশপ্রখ্যা প্রতিবক্ত্রং ত্রিলোচনা ॥ ২১
তস্যাঃ পূর্ব্বমুখং সৌম্যং স্বাকারসদৃশপ্রভম্।
দক্ষিণং নীলজীমূতসদৃশং ঘোরদর্শনম্ ॥ ২২
উত্তরং বিদ্রুমপ্রখ্যং নীলালকবিভূষিতম্।
পশ্চিমং পূর্ণচন্দ্রাভং সৌম্যমিন্দুকলাধরম্ ॥ ২৩
তস্যাঙ্কমণ্ডলারূঢ়া শক্তির্মাহেশ্বরী পরা।
মহালক্ষ্মীরিতি খ্যাতা শ্যামা সর্ব্বমনোহরা ॥ ২৪
মূর্ত্তিং কৃত্বৈবমাকারাং সকলীকৃত্য চ ক্রমাৎ।
মূর্ত্তিমন্তমথাবাহ্য যজেৎ পরমকারণম্ ॥ ২৫
স্নানার্থং কল্পয়েৎ তত্র পঞ্চগব্যন্তু কাপিলম্।
পঞ্চামৃতঞ্চ পূর্ণানি বীজানি চ বিশেষতঃ ॥ ২৬
পুরস্তান্মণ্ডলং কৃত্বা রত্নচূর্ণাদ্যলঙ্কৃতম্।
কর্ণিকায়াং প্রবিন্যস্য ঈশানকলশং পুনঃ ॥ ২৭
সদ্যাদিকলশান্ পশ্চাৎ পরিতস্তস্য কল্পয়েৎ।
ততো বিদ্যেশকলশানষ্টৌ পূর্ব্বাদিদিক্ ক্রমাৎ ॥
তীর্থাম্বুপূরিতান্ কৃত্বা সূত্রেণাবেষ্ট্য পূর্ব্ববৎ।
পুণ্যদ্রব্যাণি নিক্ষিপ্য সমন্ত্রং সবিধানকম্ * ॥ ২৯
দুকূলাদ্যেন বস্ত্রেণ সমাচ্ছাদ্য সমন্ততঃ।
সর্ব্বত্র মন্ত্রং বিন্যস্য তত্তন্মন্ত্রপুরঃসরম্ ॥ ৩০
স্নানকালে তু সম্প্রাপ্তে সর্ব্বমঙ্গলনিস্বনৈঃ।

স্থাপিত করিবে। সেই লিঙ্গমূর্ত্তিতে দেবীর সহিত সগণ অব্যয় দেবকে আবাহন করিয়া পূজা করিবে। সেই লিঙ্গে মূর্ত্তিমান্ প্রভুর সর্ব্বাভরণভূষিতা মাহেশ্বরী মূর্ত্তি কল্পনা করিবে। তাঁহার চার হাত; চার বদন, শার্দ্দূলচর্ম্ম বসন; সেই বদনকমলে নিয়ত স্মিত হাসি বিরাজমান; তিনি এক হাত উত্তোলন করিয়া ভক্তগণকে "ভয় নাই ভয় নাই" বলিয়া অভয় দান করিতেছেন, নিম্ন হস্ত অগ্রসর করিয়া "হে ভক্তগণ! প্রার্থনা কর; যাহা ইচ্ছা, তাহাই প্রার্থনা করিয়া লইতে পার" এইরূপে অভয় দান করিতেছেন; অপর দুই হস্তের এক হাতে মৃগ ও অপর হাতে টঙ্ক ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। অথবা তাঁহার অষ্ট ভুজ চিন্তা করিবে; ফলে চিন্তকের যাহা রুচি হয়, তাহাই করিবে। সেই অষ্টভুজের দক্ষিণ ভুজ-চতুষ্টয়ে ত্রিশূল, পরশু, খড়্গ ও বজ্র এবং বাম ভুজ চতুষ্টয়ে পাশ, অঙ্কুশ, খেট ও নাগ বিরাজমান রহিয়াছে; এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে। তাঁহার নবোদিত দিবাকরের ন্যায় কান্তি, তাঁহার প্রতি মুখে তিন তিন লোচন বর্ত্তমান, তাঁহার পূর্ব্বমুখ সৌম্য ও আপন আকার-সদৃশ প্রভাযুক্ত, দক্ষিণ বদন নীল-মেঘবর্ণ ও ঘোর দর্শন, উত্তর বদন বিদ্রুমকান্তি ও নীল অলকে বিভূষিত এবং পশ্চিম বদন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভমান ও ইন্দু-কলা-শেখর। তাঁহার ক্রোড়ে মাহেশ্বরী শক্তি ও শ্যামা সর্ব্বমনোহরা মহালক্ষ্মী অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। এবমাকারা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ক্রমে সকলীকরণ করিবে। অনন্তর মূর্ত্তিমান্ পরমকারণকে আবাহন করিয়া পূজা করিবে। ১২—২৫। তাহাতে স্নানের নিমিত্ত কপিলা-সম্ভব পঞ্চগব্য আনয়ন করিবে এবং পঞ্চামৃত ও পূর্ণ ধান্য আনয়ন করিবে। সম্মুখে রত্ন-চূর্ণাদি দ্বারা অলঙ্কৃত মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া কর্ণিকাতে ঈশান কলস স্থাপন করিবে। তদনন্তর তাহার চতুর্দ্দিকে সদ্যাদি কলস স্থাপন করিবে। তার পর বিদ্যেশ্বরগণের অষ্ট কলস পূর্ব্বাদি অষ্ট দিকে স্থাপন করিবে। পরে সেই কলস-সমূহে তীর্থজল ও পুণ্য দ্রব্য সকল নিক্ষেপ করিয়া সূত্র দ্বারা বেষ্টন করত যথাবিধি মন্ত্রপূত করিয়া দুকূলাদি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। আর সেই ঈশানাদি মন্ত্রপূর্ব্বক মন্ত্রবিন্যাস করিবে। তাহার পর স্নান কাল উপস্থিত

---

* সকূর্চ্চসপিধানকমিতিপাঠঃ ক্বাচিৎকঃ।

পঞ্চগব্যাদিভিশ্চৈব স্নাপয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥ ৩১
ততঃ কুশোদকাদ্যানি স্বর্ণরত্নোদকান্যপি।
গন্ধপুষ্পাদিসিদ্ধানি মন্ত্রসিদ্ধানি চ ক্রমাৎ ॥ ৩২
উদ্ধৃত্যোদ্ধৃত্য মন্ত্রেণ তৈস্তৈঃ স্নাপ্য মহেশ্বরম্।
গন্ধ-পুষ্পাদি-দীপাংশ্চ পূজাকর্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ৩৩
পলাবরঃ স্যাদালেপ একাদশপলোত্তরঃ।
সুবর্ণরত্নপুষ্পাণি শুভ্রাণি সুরভীণি চ ॥ ৩৪
নীলোৎপলান্যুৎপলানি বিল্বপত্রাণ্যনেকশঃ।
কমলানি চ রক্তানি শ্বেতান্যপি চ সম্ভবে ॥ ৩৫
কৃষ্ণাগুরুদ্ভবো ধূপঃ সকর্পূরাজ্যগুগ্গুলঃ।
কপিলাঘৃতসংসিদ্ধা দীপাঃ কর্পূরবর্ত্তিজাঃ ॥ ৩৬
পঞ্চ ব্রহ্মষড়ঙ্গানি পূজ্যান্যাবরণানি চ।
নিবেদ্যঃ পয়সা সিদ্ধঃ সগুড়াজ্যো মহাচরুঃ ॥৩৭
পাটলোৎপলপত্রাদ্যৈঃ পানীয়ঞ্চ সুগন্ধিতম্।
পঞ্চসৌগন্ধিকোপেতং তাম্বূলঞ্চ সুসংস্কৃতম্ ॥ ৩৮
সুবর্ণরত্নসিদ্ধানি ভূষণানি বিশেষতঃ।
বাসাংসি চ বিচিত্রাণি সূক্ষ্মাণি চ নবানি চ ॥৩৯
দর্শনীয়ানি দেয়ানি গান-বাদ্যাদিভিঃ সহ।
জপশ্চ মূলমন্ত্রস্য লক্ষঃ পরমসংখ্যয়া ॥ ৪০
একাবরা ত্র্যুত্তরা চ পূজাফলবশাদিহ।
দশসংখ্যাবরো হোমঃ প্রতিদ্রব্যং শতোত্তরঃ ॥
ঘোররূপঃ শিবশ্চিন্ত্যো মারণোচ্চাটনাদিষু।
শিবলিঙ্গে শিবাগ্নৌ চ শান্তঃ শান্তিক-পৌষ্টিকে।
আয়সৌ স্রুক্স্রুবৌ কার্য্যৌ মারণাদিষু কর্ম্মসু।
তদন্যত্র তু সৌবর্ণৌ শান্তিকাদ্যেষু কৃৎস্নশঃ ॥
দূর্ব্বয়া ঘৃত-গোক্ষীর-মিশ্রয়া মধুনা তথা।
চরুণা সঘৃতেনৈব কেবলং পয়সাপি বা।
জুহুয়ান্মৃত্যুবিজয়ে তিলৈ রোগোপশান্তয়ে ॥ ৪৪
ঘৃতেন পয়সা চৈব কমলৈর্বাথ কেবলৈঃ।
সমৃদ্ধিকামো জুহুয়ান্মহাদারিদ্র্যশান্তয়ে ॥ ৪৫
জাতিপুষ্পেণ বশ্যার্থী জুহুয়াৎ সঘৃতেন তু।
ঘৃতেন করবীরৈশ্চ কুর্য্যাদাকর্ষণং দ্বিজঃ ॥ ৪৬
তৈলেনোচ্চাটনং কুর্য্যাৎ স্তম্ভনং মধুনা পুনঃ।

হইলে, সকল মঙ্গলধ্বনি করত পঞ্চগব্যাদি দ্বারা পরমেশ্বরকে স্নান করাইবে এবং কুশোদকাদি স্বর্ণরত্নোদকাদি গন্ধপুষ্পাদিসিদ্ধ ও মন্ত্রসিদ্ধ জল গ্রহণ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণে সেই সেই দ্রব্য দ্বারা স্নান করাইয়া গন্ধপুষ্পাদি দীপ প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিবে। উদ্বর্ত্তন দ্রব্য একপল-পরিমিতের অধিক হইবে এবং একাদশ পল অপেক্ষা ন্যূন হইবে। পুষ্প সকল সুবর্ণনির্ম্মিত রত্ননির্ম্মিত হইবে, শুভ্র ও সুরভি পুষ্প হইবে। সম্ভবে নীলোৎপল উৎপল, রক্তকমল ও শ্বেতপদ্ম দান করিবে। কর্পূর ঘৃত ও গুগ্গুলু যুক্ত কৃষ্ণাগুরু নির্ম্মিত ধূপ দান করিবে এবং কপিলা গোর ঘৃত সিদ্ধ কর্পূরবর্ত্তিজাত দীপ দান করিতে হইবে। তাহার পর পঞ্চব্রহ্ম ও ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া অন্য আবরণের পূজা সমাপন করিবে। পরে অন্নদান, যথা—দুগ্ধসিদ্ধ গুড়-ঘৃতযুক্ত মহাচরু নিবেদন করিবে এবং পাটলোৎপল পত্রাদি দ্বারা সুগন্ধ পানীয় পঞ্চ সৌগন্ধিক দ্রব্যযুক্ত সুসংস্কৃত তাম্বূল, সুবর্ণরত্নাদি-নির্ম্মিত ভূষণ, বিচিত্র সূক্ষ্ম নূতন বসন ও দিব্য দর্পণ দান করিবে। নানা গীতবাদ্যাদি করত দান করিবে। পরে লক্ষ মূলমন্ত্র জপ করিবে। ফল বশতঃ একবারের অধিক ও তিন বারের কম পূজা কর্ত্তব্য। প্রতি দ্রব্যের হোম দশ সংখ্যার অধিক ও এক শতের ন্যূন করিবে। ২৬—৪১। মারণ উচ্চাটনাদি কার্য্যে শিবলিঙ্গে এবং শিবাগ্নিতে শিবের ঘোররূপ চিন্তা করিবে। আর শান্তিক-পৌষ্টিকাদিতে শান্তমূর্ত্তি শিবকে চিন্তা করিবে। মারণাদি কার্য্যে স্রুক্ স্রুব লৌহনির্ম্মিত করিবে। আর অন্য কার্য্যে সুবর্ণ নির্ম্মিত স্রুক্ স্রুব কর্ত্তব্য। মৃত্যুবিজয়-কামনায়-হোম করিতে হইলে ঘৃত ও গোক্ষীর-মিশ্রিত দূর্ব্বা, সঘৃত চরু এবং মধু দ্বারা কিংবা কেবল দুগ্ধ দ্বারা হোম করিবে। রোগোপশান্তির নিমিত্ত তিল দ্বারা হোম করিবে। সমৃদ্ধিকামী ব্যক্তি মহা-দারিদ্র্যনাশের নিমিত্ত ঘৃত ও দুগ্ধ দ্বারা কিংবা কেবল পদ্ম দ্বারা হোম করিবে। বশ্যকামী ব্যক্তি ঘৃতাক্ত জাতিপুষ্প দ্বারা হোম করিবে। আকর্ষণেচ্ছু ব্যক্তি ঘৃত ও করবীর পুষ্প দ্বারা হোম করিবে। আর স্তম্ভন করিতে ইচ্ছা

মধুনা সর্ষপেণাপি লশুনেন তু পাতনম্ ॥ ৪৭
উদ্রনং রুধিরেণ স্যাৎ খরস্যোষ্ট্রস্য চোভয়োঃ।
মারণোচ্চাটনে কুর্য্যাদ্রোহিবীজৈস্তিলান্বিতৈঃ ॥৪৮
বিদ্বেষণঞ্চ তৈলেন কুর্য্যাল্লাঙ্গলকস্য তু।
বন্ধনং রোহিবীজেন সেনাস্তম্ভনমেব চ ॥ ৪৯
রক্তসর্ষপসম্মিশ্রৈর্হোমদ্রব্যৈরশেষতঃ।
হস্তযন্ত্রোদ্ভবৈস্তৈলৈর্জুহুয়াদাভিচারিকে ॥ ৫০
কদ্রব * তুষসংযুক্তৈঃ কার্পাসাস্থিভিরেব চ।
সর্ষপৈস্তৈলসম্মিশ্রৈর্জুহুয়াদাভিচারিকে ॥৫১
জ্বরোপশান্তিদং ক্ষীরং সৌভাগ্যফলদং তথা।
সর্ব্বসিদ্ধিকরো হোমঃ ক্ষৌদ্রাজ্যদধিভির্যুতৈঃ ॥৫২
ক্ষীরেণ তণ্ডুলৈশ্চৈব চরুণা কেবলেন বা ॥ ৫৩
শান্তিকং পৌষ্টিকং বাপি সপ্তভিঃ সমিদাদিভিঃ।
দ্রব্যৈর্বিশেষতো হোমে বশ্যমাকর্ষণং তথা ॥ ৫৪
বশ্যমাকর্ষণঞ্চৈব শ্রীপ্রদঞ্চ বিশেষতঃ।
বিল্বপত্রৈস্তু হবনং শত্রোর্বিজয়দং তথা ॥ ৫৫

সমিধঃ শান্তিকার্য্যেষু পালাশ-খদিরাদিকাঃ।
করবীরার্কজাঃ ক্রূরাঃ কণ্টকিন্যস্তু নিগ্রহে ॥ ৫৬
প্রশান্তঃ শান্তিকং কুর্য্যাৎ পৌষ্টিকঞ্চ বিশেষতঃ।
নির্ঘৃণং ক্রুদ্ধচিত্তস্তু প্রকুর্য্যাদাভিচারিকম্ ॥ ৫৭
অতীব দুরবস্থায়াং প্রতীকারান্তরং ন চেৎ।
আততায়িনমুদ্দিশ্য প্রকুর্য্যাদাভিচারিকম্ ॥ ৫৮
স্বরাষ্ট্রপতিমুদ্দিশ্য ন কুর্য্যাদাভিচারিকম্ ॥ ৫৯
যদ্যাস্তিকঃসুধার্ম্মিষ্ঠোমান্যোবা যোঽপি কোঽপি বা
তমুদ্দিশ্যাপি নো কুর্য্যাদাততায়িনমপ্যুত ॥ ৬০
মনসা কর্ম্মণা বাচা যোঽপি কোঽপি শিবাশ্রিতঃ
স্বরাষ্ট্রপতিমুদ্দিশ্য শিবাশ্রিতমথাপি বা।
কৃত্বাভিচারিকং কর্ম্ম সদ্যো বিনিপতেন্নরঃ ॥ ৬১
স্বরাষ্ট্রপালকং তস্মাচ্ছিবভক্তঞ্চ কঞ্চন।
ন হিংস্যাদভিচারাদ্যৈর্যদীচ্ছেৎ সুখমাত্মনঃ ॥৬২
অন্যং কমপি চোদ্দিশ্য কৃত্বা বৈ মারণাদিকম্।
পশ্চাত্তাপেন সংযুক্তঃ প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥৬৩
বাণলিঙ্গেঽপি বা কুর্য্যান্নির্দ্ধনো ধনবানপি।

হইলে মধু দ্বারা বা সর্ষপ দ্বারা হোম করিবে এবং পাতন করিতে ইচ্ছা হইলে রশুন দ্বারা, উদ্রনে ইচ্ছা হইলে গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের রক্ত দ্বারা, মারণ উচ্চাটন করিতে ইচ্ছা হইলে তিলমিশ্রিত রোহিতক বৃক্ষের বীজ দ্বারা, বিদ্বেষ করিতে অভিলাষ হইলে নারিকেল তৈল দ্বারা, বন্ধন ও সেনাস্তম্ভন করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত রোহিতক বীজ দ্বারা ও অভিচার কর্ম্মে রক্তসর্ষপ মিশ্রিত অশেষ হোম-দ্রব্য দ্বারা ও হস্ত-যন্ত্রোদ্ভূত তৈল দ্বারা হোম করিবে। ঐ আভিচারিক কর্ম্মে কদ্রব নামক ধান্যবিশেষের তুষমিশ্রিত কার্পাসাস্থি দ্বারা ও তৈলমিশ্রিত সর্ষপ দ্বারা হোম করিবে। ক্ষীর দ্বারা হোম করিলে জ্বরশান্তি ও সৌভাগ্যফল লাভ হয়। দধি ঘৃত মধু দ্বারা হোম করিলে সর্ব্বসমৃদ্ধি লাভ হয়। শান্তিক পৌষ্টিক কর্ম্মে ক্ষীর ও তণ্ডুলদ্বারা কিংবা কেবল চরু দ্বারা হোম করিবে, অথবা সমিধ আদি সপ্ত দ্রব্য দ্বারা হোম করিবে। এই সকল দ্রব্য দ্বারা বিশেষ হোম করিলে বশীকরণ এবং আকর্ষণ হয়। বিল্বপত্র দ্বারা হোম বশীকরণ, আকর্ষণ, সম্পত্তি এবং শত্রুজয়ের হেতু। শান্তিকর্ম্মে পলাশ ও খদিরের সমিধ, ক্রূরকর্ম্মে করবীর এবং অর্কসমিধ, আর নিগ্রহকর্ম্মে কণ্টকিসমিধ বিহিত। শান্তিক এবং পৌষ্টিক কার্য্য প্রশান্তচিত্তে করিবে, নির্দ্দয় এবং ক্রুদ্ধ-চিত্তে আভিচারিক কর্ম্ম করিবে। অতি দুরবস্থা প্রতিকারের অন্য উপায় নাই, এরূপ হইলেই তবে, আততায়ী শত্রুর উদ্দেশে অভিচার কর্ম্ম করা উচিত। কিন্তু রাজা, ধার্ম্মিক, মানী এবং কায়মনোবাক্যে শিবপরায়ণ ব্যক্তি আততায়ী হইলেও তদুদ্দেশে অভিচার কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে। রাজা বা শিবপরায়ণ ব্যক্তির উদ্দেশে অভিচার-কর্ম্ম করিলে মানব সদ্য পতিত হয়। অতএব যদি আত্মসুখে অভিলাষ থাকে, ত নিজদেশাধি-পতি এবং শিবভক্তের উদ্দেশে অভিচারাদি দ্বারা হিংসা করিবে,না। ৪২—৬২। অন্য ব্যক্তির উদ্দেশেও মারণাদি অভিচার কর্ম্ম করিলে, অনু-তপ্ত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সেই প্রায়শ্চিত্ত ধনী ও নির্দ্ধন উভয়ের পক্ষেই বাণলিঙ্গ, অনাদি-

* কঙ্গজেতি পাঠান্তরং ক্বচিৎ।

স্বয়ম্ভুতেঽথবা লিঙ্গে আর্ষকে বৈদিকেঽপি বা ॥
অভাবে হেমরত্নানামশক্তৌ চ তদর্জ্জনে।
মনসৈবাচরেদেতদ্দ্রব্যৈর্বা প্রতিরূপকৈঃ ॥ ৬৫
ক্বচিদংশে তু যঃ শক্তস্ত্বশক্তঃ ক্বচিদংশকে।
সোঽপি শক্ত্যনুসারেণ কুর্ব্বংশ্চেৎ ফলমৃচ্ছতি ॥
কর্ম্মণ্যনুষ্ঠিতেঽপ্যস্মিন্ ফলং যত্র ন দৃশ্যতে।
দ্বিস্ত্রির্বাবর্ত্তয়েৎ তত্র সর্ব্বথা দৃশ্যতে ফলম্ ॥৬৭
পূজোপযুক্তং যদ্দ্রব্যং হেমরত্নাদ্যনুত্তমম্।
তৎ সর্ব্বং গুরবে দদ্যাদ্দক্ষিণাঞ্চ ততঃ পৃথক্ ॥৬৮
স চেন্নেচ্ছতি তৎ সর্ব্বং শিবায় বিনিবেদয়েৎ।
অথবা শিবভক্তেভ্যো নান্যেভ্যস্তু প্রদীয়তে ॥৬৯
যঃ স্বয়ং সাধয়েচ্ছক্ত্যা গুর্ব্বাদিনিরপেক্ষয়া।
সোঽপ্যেবমাচরেদত্র ন গৃহ্নীয়াৎ স্বয়ং পুনঃ ॥৭০
স্বয়ং গৃহ্নাতি যো লোভাৎ পূজাঙ্গং দ্রব্যমুত্তমম্
কাঙ্ক্ষিতং ন লভেন্মূঢ়ো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৭১
অর্চ্চিতং যৎ তু তল্লিঙ্গং গৃহ্নীয়াদ্বা ন বা স্বয়ম্।
গৃহ্নীয়াদ্যদি তন্নিত্যং স্বয়ং বান্যোঽপি বার্চ্চয়েৎ
যথোক্তমেব কর্ম্মৈতদাচরেদ্যোঽনপায়তঃ।
ফলং ব্যভিচরেন্নৈবমিত্যতঃ কি প্ররোচকম্ ॥ ৭
তথাপ্যুদ্দেশতো বক্ষ্যে কর্ম্মণঃ সিদ্ধিমুত্তমাম্ ॥৭
অপি শত্রুভিরাক্রান্তো ব্যাধিভির্বাপ্যনেকশঃ।
মৃত্যোরাস্যগতশ্চাপি মুচ্যতে নিরপায়তঃ ॥ ৭৫
রাজায়তেঽতিকৃপণো রিক্তো বৈশ্রবণায়তে।
কামায়তে বিরূপোঽপি বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে ॥
শত্রুর্মিত্রায়তে সদ্যো বিরোধী কিঙ্করায়তে।
বিষায়তে যদমৃতং বিষমপ্যমৃতায়তে ॥ ৭৭
স্থলায়তে সমুদ্রোঽপি স্থলমপ্যর্ণবায়তে।
মহীধরায়তে শ্বভ্রং স চ শ্বভ্রায়তে গিরিঃ ॥ ৭৮
পদ্মাকরায়তে বহ্নিঃ সরো বৈশ্বানরায়তে।
বনায়তে যদুদ্যানং তদুদ্যানায়তে বনম্ ॥৭৯
সিংহায়তে মৃগঃ ক্ষুদ্রঃ সিংহঃ ক্রীড়ামৃগায়তে।
স্ত্রিয়োঽভিসারিকায়ন্তে লক্ষ্মীঃ সুচরিতায়তে ॥৮

লিঙ্গ, ঋষিপ্রতিষ্ঠিত-লিঙ্গ বা বৈদিকলিঙ্গের পূজা। সুবর্ণ ও রত্নের অভাবে, আর তাদৃশ দ্রব্যের উপার্জ্জনে শক্তি না থাকিলে, মানস উপচারে বা তৎপ্রতিনিধিভূত উপচারে পূজা করিবে। যে ব্যক্তি পূজার কোন অংশসম্পাদনে সমর্থ এবং কোন অংশ সম্পাদনে অসমর্থ; সে ব্যক্তি শক্ত্যনুসারে সেইরূপ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলেও ফল লাভ করিবে। কর্ম্ম করিলেও যদি ফলপ্রাপ্তি না হয়, তবে সেই কর্ম্ম দুই বার কি তিন বার করিবে, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই ফল লাভ হইবে। পূজার উপযুক্ত সুবর্ণ ও রত্নাদি উৎকৃষ্ট দ্রব্য সমস্তই গুরুকে দিবে এবং দক্ষিণা পৃথক্ দিবে। গুরু যদি তাহা গ্রহণ করিতে অভিলাষী না হন, তবে শিবকে অর্পণ করিবে, অথবা অন্য শিবভক্তগণকে বিতরণ করিবে, অপর কাহাকেও দিবে না। যে ব্যক্তি এই সব কর্ম্ম গুরু প্রভৃতির সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং নির্ব্বাহ করে, তাহার পক্ষেও এই বিধি, স্বয়ং গ্রহণ করা তাহারও উচিত নহে। যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট পূজাদ্রব্য লোভ বশত স্বয়ং গ্রহণ করিবে, তাহার ইষ্ট-

সিদ্ধি হইবে না। আর সেই পূজিত লিঙ্গ গ্রহণ করা না করা তাহার ইচ্ছা। তবে লিঙ্গ যেই কেন গ্রহণ করুক না, নিত্য পূজা তাহার করিতে হইবে। যে ব্যক্তি নির্ব্বিঘ্নে এই কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে, তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী, ইহা অপেক্ষা প্ররোচক আর কি আছে। তথাপি কর্ম্মসিদ্ধির বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি, শত্রু-আক্রান্ত, ব্যাধি-পীড়িত, এমন কি মৃত্যুর মুখকুহর-প্রাপ্ত হইয়াও এই কর্ম্ম করিলে নির্ব্বিঘ্নে সেই সব বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। অতি কৃপণ ব্যক্তিও রাজতুল্য, দরিদ্রও কুবেরতুল্য, কুৎসিত পুরুষও কামদেবতুল্য এবং বৃদ্ধ তরুণবৎ হইয়া থাকে। শত্রু তাহার মিত্রবৎ, বিরোধী দাসবৎ হয়। আর যাহার পক্ষে অমৃতও বিষবৎ হইত, তাহার তখন বিষও অমৃতবৎ হয়। স্থলও যাহার পক্ষে সমুদ্র, তাহার তখন সমুদ্রও স্থলবৎ হয়। যাহার পক্ষে জল অগ্নিতুল্য, উদ্যান বনতুল্য, ক্ষুদ্রমৃগ সিংহতুল্য এবং স্ত্রী অভিসারিকাসদৃশী, এই কর্ম্মফলে, তাহার পক্ষেও অগ্নি জলতুল্য, ব

স্বৈরপ্রেষ্যায়তে বাণী কীর্ত্তিস্তু গণিকায়তে।
স্বৈরাচারায়তে মেধা বজ্রসূচীয়তে মনঃ ॥ ৮১
মহাবাতায়তে শক্তির্বলং মত্তগজায়তে।
স্তম্ভায়তে সহোদ্যোগৈঃ শত্রুপক্ষে স্থিতা ক্রিয়া ॥
শত্রুপক্ষায়তেঽরীণাং সর্ব্ব এব সুহৃজ্জনঃ।
শত্রবঃ কুণপায়ন্তে জীবন্তোঽপি সবান্ধবাঃ ॥ ৮৩
আপন্নোঽপি গতারিষ্টঃ স্বয়ং খল্বমৃতায়তে।
রসায়নায়তে নিত্যমপথ্যমপি সেবিতম্ ॥ ৮৪
অনিশং ক্রিয়মাণাপি রতিস্ত্বভিনবায়তে।
অনাগতাদিকং সর্ব্বং করস্থামলকায়তে।
যদৃচ্ছিকফলায়ন্তে সিদ্ধয়োঽপ্যণিমাদয়ঃ ॥ ৮৫
বহুনাত্র কিমুক্তেন সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিষু।
অস্মিন্ কর্ম্মণি নির্বৃত্তে ত্বনবাপ্যং ন বিদ্যতে ॥৮৬

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়া-
মুত্তরভাগে কাম্যপূজাদিকথনং নাম
পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

—

উদ্যানতুল্য, সিংহ মৃগতুল্য এবং লক্ষ্মী সতীর ন্যায় হইয়া থাকেন। বিদ্যা তাঁহার প্রেষ্যাসদৃশী কীর্ত্তি বেশ্যাসদৃশী, মেধা স্বৈরিণী-সদৃশী এবং মন বজ্রসূচিসদৃশ হয়। মহেশ্বরের ন্যায় শক্তি, মত্ত হস্তীর ন্যায় বল হয়। শত্রুপক্ষের উদ্যোগ ও কার্য্য বিফল হয়, শত্রুর মিত্রপক্ষও তখন মিত্র হয়। শত্রুগণ সবান্ধবে জীবন্মৃত হইয়া থাকে। স্বয়ং বিপন্ন হইলেও বিপন্মুক্ত এবং অমরবৎ হয়। তখন কুপথ্যসেবা করিলেও তাহা রসায়নের ন্যায় কার্য্যকর হয়। রতি সর্ব্বদা করিলেও নিত্য নূতন হয়। ভূত ভবিষ্যৎ সকল বস্তুই তখন করতলামলকবৎ হইয়া থাকে। অণিমাদি সিদ্ধি সাধারণ ফলের ন্যায় হয়। অধিক আর বলিব কি, এই কর্ম্ম করিলে যাহা অপ্রাপ্য থাকে, সর্ব্ববিধ কাম ও অর্থ-সিদ্ধির মধ্যে এমন কিছুই নাই।৩৬—৮৬।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

—

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

উপমন্যুরুবাচ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি কেবলামুষ্মিকং বিধিম্।
নৈতেন সদৃশং কিঞ্চিৎ কর্ম্মাস্তি ভুবনত্রয়ে ॥ ১
পুণ্যাতিশয়সংযুক্তঃ সর্ব্বদেবৈরনুষ্ঠিতঃ।
ব্রহ্মণা বিষ্ণুনা চৈব রুদ্রেণ চ বিশেষতঃ ॥ ২
ইন্দ্রাদিলোকপালৈশ্চ সূর্য্যাদ্যৈর্নবভিগ্রহৈঃ।
বিশ্বামিত্রবশিষ্ঠাদ্যৈর্ব্রহ্মবিদ্ভির্মহর্ষিভিঃ ॥ ৩
শ্বেতাগস্ত্যদধীচাদ্যৈরস্মাভিশ্চ শিবাশ্রিতৈঃ।
নন্দীশ্বর-মহাকাল-চণ্ডীশাদ্যৈর্গণেশ্বরৈঃ ॥ ৪
পাতালবাসিভির্দৈত্যৈঃ শেষাদ্যৈশ্চ মহোরগৈঃ।
সিদ্ধৈর্যক্ষৈশ্চ গন্ধর্ব্বৈ রক্ষো-ভূত-পিশাচকৈঃ ॥৫
স্বং স্বং পদমনুপ্রাপ্তং সর্ব্বৈরয়মনুষ্ঠিতঃ।
অনেন বিধিনা সর্ব্বে দেবা দেবত্বমাগতাঃ ॥ ৬
ব্রহ্মা ব্রহ্মত্বমাপন্নো বিষ্ণুর্বিষ্ণুত্বমাগতঃ।
রুদ্রো রুদ্রত্বমাপন্ন ইন্দ্রশ্চেন্দ্রত্বমাগতঃ।
গণেশশ্চ গণেশত্বমনেন বিধিনা গতঃ ॥ ৭

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

উপমন্যু কহিলেন, হে মহাভাগ! অতঃপর নিত্য আমুষ্মিক বিধি বর্ণন করিতেছি, ত্রিভুবনে ইহার তুল্য কর্ম্ম আর কিছুই নাই। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ, ইন্দ্রাদি অষ্টদিক্‌পাল সূর্য্যাদি নবগ্রহ, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষিগণ, শ্বেত অগস্ত্য ও দধীচ প্রভৃতি মুনিগণ ও আমরা সকলে এবং নন্দীশ্বর মহাকাল ও চণ্ডীশ প্রভৃতি গণাধিপগণ পাতালবাসী দৈত্যগণ ও শেষপ্রমুখ নাগগণ, সিদ্ধ, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব ভূত ও পিশাচগণ ইহারা সকলেই নিজ নিজ আধিপত্য লাভ করিবার জন্য বক্ষ্যমাণ রীতি অনুসারে এই অসীম পুণ্যজনক পারলৌকিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্ব স্ব পদ পাইয়াছেন; দেবতারা দেবত্ব, ব্রহ্মা ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণু বিষ্ণুত্ব, রুদ্র রুদ্রত্ব, পাইয়াছেন; ইন্দ্র দেবরাজ হইয়াছেন এবং গজানন ইহার অনুষ্ঠান

সিতচন্দনতোয়েন লিঙ্গং স্নাপ্য শিবং শিবাম্।
শ্বেতৈর্বিকসিতৈঃ পদ্মৈঃ সম্পূজ্য প্রণিপত্য চ ॥৮
তত্র পদ্মাসনং রম্যং কৃত্বা লক্ষণসংযুতম্।
বিভবে সতি হেমাদ্যৈ রত্নাদ্যৈর্ব্বা স্বশক্তিতঃ ॥৯
মধ্যে কেশরজালস্য স্থাপ্য লিঙ্গং কনীয়সম্।
অঙ্গুষ্ঠপ্রতিমং রম্যং সর্ব্বগন্ধময়ং শুভম্ ॥ ১০
দক্ষিণে স্থাপয়িত্বা তু বিল্বপত্রৈঃ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১১
অগুরুং দক্ষিণে পার্শ্বে পশ্চিমে তু মনঃশিলাম্।
উত্তরে চন্দনং দদ্যাদ্ধরিতালন্তু পূর্ব্বতঃ ॥ ১২
সুগন্ধৈঃ কুসুমৈ রম্যৈর্বিচিত্রৈশ্চাপি পূজয়েৎ।
ধূপং কৃষ্ণাগুরুং দদ্যাৎ সঘৃতঞ্চ সগুগ্গুলুম্ ॥১৩
বাসাংসি যানি সূক্ষ্মাণি বিকাশানি নিবেদয়েৎ।
পায়সং ঘৃতসম্মিশ্রং ঘৃতদীপাংশ্চ দাপয়েৎ ॥ ১৪
সর্ব্বং নিবেদ্য মন্ত্রেণ ততো গচ্ছেৎ প্রদক্ষিণম্।
প্রণম্য ভক্ত্যা দেবেশং স্তুত্বা চান্তে ক্ষমাপয়েৎ ॥
সর্ব্বোপহারসম্মিশ্রং তল্লিঙ্গঞ্চ নিবেদয়েৎ।
শিবায় শিবমন্ত্রেণ দক্ষিণাং মূর্ত্তিমাশ্রিতঃ ॥ ১৬
এবং যোঽর্চ্চয়তে নিত্যং পঞ্চগন্ধময়ং শুভম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥ ১৭
এতদ্‌ব্রতোত্তমং গুহ্যং শিবলিঙ্গমহাব্রতম্।
ভক্তস্য তে সমাখ্যাতং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
দেয়ঞ্চ শিবভক্তেভ্যঃ শিবেন কথিতং পুরা ॥ ১৮

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহি-
তায়ামুত্তরভাগে পূজাদিকথনং নাম
ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

উপমন্যুরুবাচ।

নিত্যান্নৈমিত্তিকাৎকাম্যাদ্‌যা সিদ্ধিরিহ কীর্ত্তি[illegible]
সা সর্ব্বা লভ্যতে সদ্যো লিঙ্গ-বেরপ্রতিষ্ঠয়া ॥ ১
সর্ব্বো লিঙ্গময়ো লোকঃ সর্ব্বং লিঙ্গে প্রতিষ্ঠি[illegible]
তস্মাৎ প্রতিষ্ঠিতে লিঙ্গে ভবেৎ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠি[illegible]

করিয়াই গণপতি হইয়াছেন। প্রথমত শুক্ল-চন্দনে সুগন্ধি সলিল দ্বারা শিবলিঙ্গটীকে ও শিবাপ্রতিমাকে স্নান করাইয়া বিকসিত শুভ্র কমল প্রদানে পূজা করত প্রণাম করিবে এবং অর্থশক্তি থাকিলে তথায় রত্ন বা কাঞ্চনাদি দ্বারা রমণীয় সুলক্ষণ পদ্মাসন প্রস্তুত করিয়া সেই পদ্মের কেশররাজির মধ্যে দক্ষিণাংশে একটী সুন্দর অঙ্গুষ্ঠপরিমিত লিঙ্গকে সর্ব্বগন্ধ-দ্রব্যে সুগন্ধি করিয়া স্থাপন করিয়া বিল্বপত্র দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে এবং পুনরায় ঐ লিঙ্গের দক্ষিণপার্শ্বে অগুরু, পশ্চিম পার্শ্বে মনঃশিলা, উত্তরে চন্দন ও পূর্ব্বাংশে হরিতাল প্রদান করিবে। বিবিধ সুগন্ধি কুসুম দ্বারা পূজা করিয়া ঘৃতাক্ত গুগ্গুলুসংযুক্ত কৃষ্ণাগুরুযুত ধূপ ও অতিসূক্ষ্ম সিত বস্ত্র প্রদান করিবে এবং সঘৃত পায়স ও ঘৃতদীপাদি নানাদ্রব্য মন্ত্র-প্রয়োগে নিবেদন করিয়া প্রদক্ষিণ করত ভক্তি-সহকারে প্রণত হইয়া স্তব পাঠ করত ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। তখন সাধক দক্ষিণামূর্ত্তির আশ্রয় লইয়া শিবমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সেই লিঙ্গটী শিবকে প্রদান করিবে। এইরূপ [illegible] প্রত্যহ পঞ্চগন্ধময় শুভ লিঙ্গের পূজা কর[illegible] তিনি নিষ্পাপ হইয়া শিবলোকে পূজিত হই[illegible] বাস করেন। এই অতি গোপনীয় ব্রতোত্তম লি[illegible] পূজারূপ মহাব্রত তুমি তদীয় ভক্ত ব[illegible] তোমাকে বলিলাম। তুমি যে কোন ব্যক্তি[illegible] কহিও না, কেবল শিবভক্তকেই দিবে, পু[illegible] মহাদেব স্বয়ং এ কথা বলিয়াছেন। ১—১৮

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়

উপমন্যু কহিলেন, হে মহাভাগ! সং[illegible] নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্ম হইতে যে [illegible] সিদ্ধিলাভ হয়, একমাত্র লিঙ্গ বা বের প্রতি[illegible] করিলে সেই সমুদয় সিদ্ধিই প্রাপ্ত হওয়া [illegible] এই সমস্ত সংসারই লিঙ্গময় এবং [illegible] লিঙ্গেতেই অবস্থিত আছে, সুতরাং লি[illegible] প্রতিষ্ঠা করিলে সকল সংসারই প্রতিষ্ঠিত [illegible]

ব্রহ্মণা বিষ্ণুনা বাপি রুদ্রেণান্যেন কেন বা।
লিঙ্গপ্রতিষ্ঠামুৎসৃজ্য ক্রিয়তে স্বপদস্থিতিঃ ॥ ৩
কিমন্যদিহ বক্তব্যং প্রতিষ্ঠাং প্রতি কারণম্।
প্রতিষ্ঠিতং শিবেনাপি লিঙ্গং বৈশ্বেশ্বরং যতঃ ॥ ৪
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পরত্রেহ চ শর্ম্মণে।
স্থাপয়েৎ পরমেশস্য লিঙ্গং বেরমথাপি বা ॥ ৫

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

কিমিদং লিঙ্গমাখ্যাতং কথং লিঙ্গী মহেশ্বরঃ।
কথঞ্চ লিঙ্গ-ভাবোঽস্য কস্মাদস্মিন্ শিবোঽর্চ্চ্যতে

উপমন্যুরুবাচ।

অব্যক্তং লিঙ্গমাখ্যাতং ত্রিগুণপ্রভবাপ্যয়ম্।
অনাদ্যনন্তঞ্চ বিশ্বস্য যদুপাদানকারণম্ ॥ ৭
তদেব মূলপ্রকৃতির্মায়া চ গগনাত্মিকা।
তত এব সমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৮
অশুদ্ধঞ্চৈব শুদ্ধঞ্চ শুদ্ধাশুদ্ধঞ্চ তৎ ত্রিধা।
ততঃ শিবো মহেশশ্চ রুদ্রো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ ॥৯
ভূতানি চেন্দ্রিয়ৈর্জ্জাতা লীয়ন্তেঽত্র শিবাজ্ঞয়া।
অত এব শিবো লিঙ্গী লিঙ্গমাজ্ঞাপয়েদ্‌যতঃ ॥ ১০
যতো ন তদনাজ্ঞাতং কার্য্যায় প্রভবেৎ স্বতঃ।
ততো জাতস্য বিশ্বস্য তত্রৈব বিলয়ো যতঃ।
অনেন লিঙ্গতা তস্য ভবেন্নান্যেন কেনচিৎ ॥ ১১
লিঙ্গঞ্চ শিবয়োর্দেহস্তাভ্যাং যস্মাদধিষ্ঠিতম্।
অতস্তত্র শিবঃ সাম্বো নিত্যমেব সমর্চ্চ্যতে ॥১২
লিঙ্গবেদী মহাদেবী লিঙ্গং সাক্ষান্মহেশ্বরঃ।
তয়োঃ সম্পূজনাদেব স চ সা চ সমর্চ্চিতৌ ॥১৩
ন তয়োর্লিঙ্গদেহত্বং বিদ্যতে পরমার্থতঃ।
যতঃ স্বতো বিশুদ্ধৌ তৌ দেহস্তদুপচারতঃ ॥ ১৪
তদেব পরমা শক্তিঃ শিবস্য পরমাত্মনঃ।
শক্তিরাজ্ঞা যদাজ্ঞাতং প্রসূতে তচ্চরাচরম্ ॥ ১৫
ন তস্য মহিমা শক্যো বক্তুং বর্ষশতৈরপি।
যেনাদৌ মোহিতৌ স্যাতাং ব্রহ্ম-নারায়ণাবপি ॥১৬
পুরা ত্রিভুবনস্যাস্য প্রলয়ে সমুপস্থিতে।
বারিশয্যাগতো বিষ্ণুঃ সুধাপানাকুলঃ সুখম্ ॥ ১৭

ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র বা অন্য যে কেহই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা না করিয়া স্বপদে অধিষ্ঠান করিতে পারেন না। এই প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অন্য কারণ কি নির্দ্দেশ করিব, মহাদেবও স্বয়ং এই বিশ্বেশ্বরে লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সুতরাং সাধক সর্ব্ব-প্রযত্নে ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের জন্য পরমেশ্বরের লিঙ্গ অথবা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবে। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, এই লিঙ্গ কাহার নাম, কেনই বা মহেশ্বর লিঙ্গী হইলেন এবং কি কারণেই বা শিবের লিঙ্গ হইল ও কি জন্যই বা মহাদেব লিঙ্গাধারেই পূজিত হন? উপমন্যু কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ঐ অব্যক্তলিঙ্গের গুণ-ত্রয় হইতে উৎপত্তি হইলেও উহার আদি বা অন্ত নাই; উহাই বিশ্ব-সংসারের মূল কারণ এবং আকাশরূপিণী মূল প্রকৃতি মায়ার আশ্রয়-স্বরূপ এবং যাহা শুদ্ধ, অশুদ্ধ ও শুদ্ধাশুদ্ধ এই ভাগত্রয়ে বিভক্ত আছে, সেই চরাচর জগৎ উহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং উহা শিব, মহেশ, রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ইহাদের সকলেরই উৎপত্তিস্থান ইন্দ্রিয়নিচয় পঞ্চভূতের সহিত মহাদেবের আদেশে ঐ লিঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং উহাতেই লয় পাইবে। শিব লিঙ্গকে আদেশ দেন বলিয়া লিঙ্গী হইয়াছেন, যেহেতু শিবের আদেশ ব্যতিরিকে কোন কর্ম্মেই প্রভু হন না এবং লিঙ্গসম্ভূত সংসার লিঙ্গেতেই লীন হয়, সেই কারণেই তাহার লিঙ্গতা হয়, উহার অন্য কোন কারণ নাই।১—১১ পার্ব্বতী পরমেশ্বরের লিঙ্গে অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়া লিঙ্গই উহাঁদের দেহ স্বরূপ, সুতরাং লিঙ্গেই মহাদেবকে নিত্য অর্চ্চনা করিবে। লিঙ্গই সাক্ষাৎ মহাদেবী ও মহেশ্বর; লিঙ্গদ্বয়ের পূজা করিলে শিব ও শিবাপূজিত হন, স্বরূপত তাঁহাদের অন্য লিঙ্গদেহ নাই; যেহেতু তাঁহারা স্বতই বিশুদ্ধ, কেবল উপচারাধীন দেহ কল্পনা হইয়াছে এবং ঐ লিঙ্গই পরমাত্মা শিবের পরমা-শক্তিরূপিণী ও ঐ শক্তিই আজ্ঞা-স্বরূপিণী, যেরূপ আজ্ঞা করেন, সেইমত সচরাচর বিশ্ব প্রসব হইয়া থাকে, সুতরাং শতবর্ষেও তাঁহার মহিমা বর্ণনা হয় না,—যে মহাদেব পুরাকালে বিষ্ণু ও ব্রহ্মাকে মোহিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এই সংসারের প্রলয়

যদৃচ্ছয়া গতস্তত্র ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
দদর্শ পুণ্ডরীকাক্ষং স্বপন্তং তমনাকুলম্ ॥ ১৮
মায়য়া মোহিতঃ শম্ভোর্বিষ্ণুমাহ পিতামহঃ।
কস্ত্বং বদেত্যমর্ষেণ প্রহৃত্যোত্থাপ্য মাধবম্ ॥ ১৯
স তু হস্তপ্রহারেণ তীব্রেণাভিহতঃ ক্ষণাৎ।
প্রবুধ্যোত্থায় শয়নাদ্দদর্শ পরমেষ্ঠিনম্ ॥ ২০
তমাহ চান্তঃ সংক্রুদ্ধঃ স্বস্থং ন ক্রুদ্ধবদ্ধরিঃ।
কুতস্ত্বমাগতো বৎস কস্মাৎ ত্বং ব্যাকুলো বদ ॥২১
ইতি বিষ্ণুবচঃ শ্রুত্বা প্রভুত্বগুণসূচকম্।
রজসা বদ্ধবৈরস্তং ব্রহ্মা পুনরভাষত ॥ ২২
বৎসেতি মাং কুতো ব্রূষে গুরুঃ শিষ্যমিবাত্মনঃ।
মাং ন জানাসি কিং নাথং প্রপঞ্চো যস্য মে কৃতিঃ
ত্রিধাত্মানং বিভজ্যেদং সৃষ্ট্বাথ পরিপাল্যতে।
সংহরামি ন মে কশ্চিৎ স্রষ্টা জগতি বিদ্যতে ॥২৪
ইত্যুক্তে সতি সোঽপ্যাহ ব্রহ্মাণং বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
অহমেবাদিকর্ত্তাস্য হর্ত্তা চ পরিপালকঃ ॥ ২৫

ভবানপি মমৈবাঙ্গাদবতীর্ণঃ পুরাব্যয়াৎ।
মন্নিয়োগাৎ ত্বমাত্মানং ত্রিধাকৃত্বা জগত্রয়ম্ ॥ ২৬
সৃজস্যবসি চান্তে তৎ পুনঃ প্রতিসৃজস্যপি।
বিস্মৃতোঽসি জগন্নাথং নারায়ণমনাময়ম্ ॥ ২৭
তথাপি জনকং সাক্ষান্মামেবমবমন্যসে।
তবাপরাধো নাস্ত্যত্র ভ্রান্তোঽসি মম মায়য়া ॥২৮
মৎপ্রসাদাদিয়ং ভ্রান্তিরপৈষ্যতি তবাচিরাৎ।
শৃণু সত্যং চতুর্বক্ত্র সর্ব্বদেবেশ্বরো হ্যহম্ ॥ ২৯
কর্ত্তা ভর্ত্তা চ হর্ত্তা চ ন মত্তাস্তি সমো বিভুঃ ॥৩০
এবমেব বিবাদোঽভূদ্ব্রহ্ম-বিষ্ণোঃ পরস্পরম্।
অভবচ্চ মহাযুদ্ধং ভৈরবং রোমহর্ষণম্।
মুষ্টিভির্নিঘ্নতোস্তীব্রং রজসা বদ্ধবৈরয়োঃ ॥ ৩১
তয়োর্দর্পাপহারায় প্রবোধায় চ দেবয়োঃ।
মধ্যে সমাবিরভবল্লিঙ্গমৈশ্বরমদ্ভুতম্ ॥ ৩২
জ্বালামালাসহস্রাঢ্যমপ্রমেয়মনৌপমম্।
ক্ষয়-বৃদ্ধিবিনির্ম্মুক্তমাদিমধ্যান্তবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৩

সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু জলশয্যায় নিরাকুলচিত্তে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে পিতামহ ব্রহ্মা যদৃচ্ছা ক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নারায়ণ নিরাকুলচিত্তে জল-শয়নে শয়ান আছেন। তখন ব্রহ্মা শিবমায়ায় মোহিত হইয়া বিষ্ণুকে কহিলেন, কে তুমি শীঘ্র বল। এই বলিয়াই মাধবকে প্রহার করিলেন। তখন বিষ্ণু তীব্র হস্তপ্রহারে আহত হইয়া জাগিয়া উঠিলেন ও সম্মুখে ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া অন্তরে কুপিত হইয়াও বাহিক ক্রোধভাব পরিহার করত কহিলেন, হে বৎস! তুমি এক্ষণে কোথা হইতে আসিতেছ এবং কি জন্যই বা তোমাকে ব্যাকুল দেখিতেছি? ব্রহ্মা এইরূপ বিষ্ণুর প্রভুত্বব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণ করিয়া রজোগুণের শক্তিতে কোপাকুল হইয়া কহিলেন, হে মহাভাগ! কেন তুমি শিষ্যের প্রতি গুরুর ব্যবহারের ন্যায় আমাকে বৎস বলিয়া সম্বোধন করিলে? তুমি কি জাননা যে, আমি এই বিশ্বের প্রভু, সংসার আমারই নির্ম্মাণ, আমিই ইহার আদিকর্ত্তা, সংহারক ও পরিপালক? তুমিও আমার এই অঙ্গ দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ; এবং আমার আদেশেই তুমি আপনাকে ভাগত্রয়ে বিভক্ত করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডকে এক ... সৃজন, পালন ও পুনঃসৃজন করিতেছ। তুমি কি সেই নিরাময় জগন্নাথ নারায়ণকে বিস্মৃত হইয়াছ? নচেৎ আমি তোমার জনক হইলেও আমাকেই কেন এইরূপ অবজ্ঞা করিতেছ। এবিষয়ে তোমার কোন দোষ নাই, তুমি আমার মায়াতেই ভ্রান্ত হইয়াছ; আমার অনুগ্রহে শীঘ্রই তোমার এ ভ্রান্তি দূর হইবে। তখন বিষ্ণু কহিলেন, হে চতুর্মুখ! শ্রবণ কর, আমি সর্ব্বদেবগণের প্রভু ইহাই সত্য। ... ভিন্ন সংসারের স্রষ্টা, পালক বা সংহারক আর কেহ নাই। ১২—৩০। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এইরূপ বিবাদসূত্রে পরস্পর অতি ... রোমহর্ষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। উভয়ে রজোগুণাশ্রয়ে কোপাক্রান্ত হইয়া পরস্পর মুষ্টি ঘাত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দেবতাদ্বয়ের অহঙ্কার নাশ করিতে ও প্রবোধ ... করিবার জন্য মধ্যস্থলে পরমেশ্বরের অনন্ত...

তস্য জ্বালাসহস্রেণ ব্রহ্ম-বিষ্ণূ বিমোহিতৌ।
বিসৃজ্য যুদ্ধং কিংন্বেতদিত্যচিন্তয়তাং তদা ॥ ৩৪
ন তয়োস্তস্য যাথাত্ম্যং প্রবুদ্ধমভবদ্‌যদা।
তদা সমুদ্যতৌ স্যাতাং তস্যাদ্যন্তং পরীক্ষিতুম্ ॥
তত্র হংসাকৃতির্ব্রহ্মা বিশ্বতঃ পক্ষসংযুতঃ।
মনোঽনিলজবো ভূত্বা গতস্ত্বূর্দ্ধং প্রযত্নতঃ ॥ ৩৬
নারায়ণোঽপি বিশ্বাত্মা নীলাঞ্জনচয়োপমম্।
বারাহমমিতং রূপমাস্থায় গতবানধঃ ॥ ৩৭
এবং বর্ষসহস্রন্তু ত্বরন্ বিষ্ণুরধো গতঃ।
নাপশ্যদল্পমপ্যস্য মূলং লিঙ্গস্য শূকরঃ ॥ ৩৮
তাবৎ কালং গতশ্চোর্দ্ধং তস্যান্তং জ্ঞাতুমিচ্ছয়া।
শ্রান্তোঽত্যন্তমদৃষ্ট্বান্তং পপাতাধঃ পিতামহঃ ॥৩৯
তথৈব ভগবান্ বিষ্ণুঃ শ্রান্তঃ সংবিগ্নলোচনঃ।
ক্লেশেন মহতা তূর্ণমধস্তাদূত্থিতোঽভবৎ ॥ ৪০
সমাগতাবথান্যোন্যং বিস্ময়স্মেরবীক্ষণৌ।
মায়য়া মোহিতৌ শম্ভোঃকৃত্যাকৃত্যং ন জগ্মতুঃ ॥
পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতস্তস্য চাগ্রতশ্চ স্থিতাবুভৌ।
প্রণিপত্য কিমাত্মেদমিত্যচিন্তয়তাং তদা ॥ ৪২
অথাবিরভবৎ তত্র সনাদং শব্দলক্ষণম্।
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদকম্ ॥ ৪৩
তদপ্যবিদিতং তাবদ্ ব্রহ্মণা বিষ্ণুনা তথা।
রজসা তমসা চিত্তং তয়োর্যস্মাৎ তিরস্কৃতম্ ॥ ৪৪
তদা বিভক্তমভবচ্চতুর্দ্ধৈকং তদক্ষরম্।
অ উ মেতি ত্রিমাত্রাভিঃ পরস্তাচ্চার্দ্ধমাত্রয়া ॥৪৫
তত্রাকারঃ শ্রিতো ভাগে তদা লিঙ্গস্য দক্ষিণে ॥৪৬
উকারশ্চোত্তরে তদ্বন্মকারস্তস্য মধ্যতঃ।
অর্দ্ধমাত্রাত্মকো নাদঃ শ্রূয়তে লিঙ্গমূর্দ্ধনি ॥ ৪৭
বিভক্তেঽপি তথা তস্মিন্ প্রণবে পরমাক্ষরে।
বিভাগার্থঞ্চ তৌ দেবৌ ন কিঞ্চিদবজগ্মতুঃ ॥ ৪৮
বেদাত্মনা তদাব্যক্তঃ প্রণবো বিকৃতিং গতঃ।
তত্রাকারো ঋগভবদুকারো যজুরব্যয়ঃ ॥ ৪৯

সমন্বিত, অনুপম, অবিজ্ঞেয়, ক্ষয়োদয়রহিত ও আদি-মধ্যান্তশূন্য অদ্ভুত লিঙ্গ আবির্ভূত হইলেন। ঐ সহস্র শিখাময় অদৃষ্টপূর্ব্ব লিঙ্গ সন্দর্শন করিয়া বিষ্ণু ও ব্রহ্মা উভয়েই মোহিত হইলেন এবং "ইহা কি" বলিয়া উভয়েই যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের অভিমান খণ্ডন হইলে উহার স্বরূপ হৃদয়মধ্যে অবগত হইলেন ও ঐ লিঙ্গের আদি ও অন্ত পরীক্ষার জন্য অভিলাষ করিলেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মা অনন্ত-পক্ষশালী হংসরূপ ধারণ করিয়া মনের ন্যায় গমনশীল হইয়া অতি-যত্নে উহার উর্দ্ধ পর্য্যবেক্ষণে অগ্রসর হইলেন এবং বিশ্বরূপ নারায়ণও নীলাঞ্জনের ন্যায় দীপ্যমান বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অধোভাগে অগ্রসর হইলেন। বরাহরূপী বিষ্ণু ক্রমাগত সহস্র বর্ষাকাল অধোভাগে যাইয়াও লিঙ্গের কোনরূপই অন্ত পাইলেন না। ওদিকে ব্রহ্মাও উর্দ্ধের শেষ জানিবার বাসনায় সহস্র বর্ষ কাল যাইয়াও কিছু দেখিলেন না, প্রত্যুত শ্রান্ত হইয়া অধোভাগে পতিত হইলেন। তথায় বিষ্ণুও সেইরূপ অত্যন্ত ক্লেশে শ্রান্ত হইয়া অর্দ্ধ নিমীলিতনয়নে বসিয়াছিলেন। তখন উভয়ে মিলিত হইলেন; কিন্তু শম্ভুমায়ায় মোহিত ছিলেন বলিয়া, বিস্ময়ে কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা করিতে পারিলেন না, কেবল সেই লিঙ্গের কখন পৃষ্ঠে, কখন পার্শ্বে, কখন বা সম্মুখে প্রণাম করিতে লাগিলেন ও 'ইহা কি' বলিয়া গাঢ়চিন্তায় আক্রান্ত হইলেন। ঐ সময়ে তথায় ব্রহ্মেরই বাচক বিন্দুযুক্ত "ওঁ" এই একাক্ষর শব্দরূপ ব্রহ্মের প্রকাশ হইল; কিন্তু ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর অন্তঃকরণ রজঃ ও তমোগুণে আক্রান্ত থাকায় তাঁহারা ঐ শব্দের যাথার্থ্য অবগত হইতে পারিলেন না। তখন ঐ একাক্ষর চতুরক্ষরে বিভক্ত হইলেন। অ উ ম এই ত্রিমাত্রা এবং বিন্দুটী অর্দ্ধমাত্রা। তন্মধ্যে অকারটী লিঙ্গের দক্ষিণভাগে, উকারটী উত্তরে ও মকার মধ্যভাগে এবং অর্দ্ধমাত্রাত্মক বিন্দুটী লিঙ্গের মস্তকে অধিষ্ঠিত রহিলেন। সেই পরমাক্ষর প্রণব চতুর্ভাগে বিভক্ত হইলেও ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বিভাগার্থ কিছুই বুঝিলেন না, কিন্তু ব্রহ্মা সেই প্রণবকে বিভাগ করিয়া বিকৃত করিয়া ফেলিলেন। তন্মধ্যে

মকারঃ সাম সঞ্জাতো নাদস্ত্বাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ।
ঋগুপস্থাপয়ামাস সমাসাৎ স্বর্থমাত্মনঃ॥ ৫০
রজোগুণেষু ব্রহ্মাণং মূর্ত্তিষ্বাদ্যং ক্রিয়াস্বপি।
সৃষ্টিং লোকেষু পৃথিবীং তত্ত্বেষ্বাত্মানমব্যয়ম্॥৫১
কলাধ্বনি নিবৃত্তিঞ্চ সদ্যং ব্রহ্মসু পঞ্চসু।
লিঙ্গভাগেষ্বধোভাগং বীজাখ্যং কারণত্রয়ে॥ ৫২
চতুঃষষ্টিগুণৈশ্বর্য্যং বৌদ্ধং যদণিমাদিষু।
তদিত্থমর্থৈর্দশভির্ব্ব্যাপ্তং বিশ্বমৃচা জগৎ॥ ৫৩
অথোপস্থাপয়ামাস স্বার্থং দশবিধং যজুঃ।
সত্ত্বং গুণেষু বিষ্ণুঞ্চ মূর্ত্তিষ্বাদ্যং ক্রিয়াস্বপি॥ ৫৪
স্থিতিং লোকেষ্বন্তরিক্ষং বিদ্যাং তত্ত্বেষু চ ত্রিষু।
কলাধ্বসু প্রতিষ্ঠাঞ্চ বামং ব্রহ্মসু পঞ্চসু॥ ৫৫
মধ্যন্ত লিঙ্গভাগেষু যোনিঞ্চ ত্রিষু হেতুষু।
প্রাকৃতঞ্চ তথৈশ্বর্য্যং তস্মাদ্বিশ্বং যজুর্ম্ময়দম্॥ ৫৬
অতোপস্থাপয়ামাস সামার্থং দশধাত্মনঃ।
তমোগুণেষথো রুদ্রং মূর্ত্তিমাদ্যং ক্রিয়াসু চ॥৫৭
সংহৃতিং ত্রিষু লোকেষু তত্ত্বেষু শিবমুত্তমম্।
বিদ্যাকলাস্বঘোরঞ্চ ব্রহ্ম ব্রহ্মসু পঞ্চসু॥ ৫৮
লিঙ্গভাগেষু পীঠোর্দ্ধং বীজিনং কারণত্রয়ে।
পৌরুষঞ্চ তথৈশ্বর্য্যমিত্থং সাম্না ততং জগৎ॥৫৯
অথাথর্ব্বাহ নৈর্গুণ্যমর্থং প্রথমমাত্মনঃ।
ততো মহেশ্বরং সাক্ষান্মূর্ত্তিষপি সদাশিবম্॥৬০
ক্রিয়াসু নিষ্ক্রিয়স্যাপি শিবস্য পরমাত্মনঃ।
ভূতানুগ্রহণঞ্চৈব মুচ্যন্তে যেন জন্তবঃ॥ ৬১
লোকেষ্বপি যতো বাচো নিবৃত্তা মনসা সহ।
তদূর্দ্ধমুন্মনালোকাৎ সোমলোকমলৌকিকম্॥৬২
সোমঃ সহোময়া যত্র নিত্যং নিবসতীশ্বরঃ।
তদূর্দ্ধমুন্মনালোকাদূয়ং প্রাপ্তো ন নিবর্ত্ততে॥৬৩
শান্তিঞ্চ শান্ত্যতীতাঞ্চ ব্যাপিকাং বৈ কলাস্বপি।
তৎপুরুষং তথেশানং ব্রহ্ম ব্রহ্মসু পঞ্চসু॥৬৪
মূর্দ্ধানমপি লিঙ্গস্য নাদভাগেষ্বনুত্তমম্।
যত্রাবাহ্য সমারাধ্যঃ কেবলো নিষ্কলঃ শিবঃ॥৬৫
তত্ত্বেষ্বপি তদা বিন্দোর্নাদাচ্ছক্তেস্ততঃ পরাং।
তত্ত্বাদপি পরং তত্ত্বমতত্ত্বং পরমার্থতঃ॥ ৬৬

অকারে ঋগ্বেদ, উকারে যজুর্ব্বেদ, মকারে সামবেদ ও বিন্দুটী অথর্ব্ববেদে পরিণত হইল। ঋগ্বেদ সংক্ষেপে নিজার্থ প্রকাশ করিলেন; গুণসমূহে রজোগুণকে, সংসারের আদি-মূর্ত্তিতে ব্রহ্মাকে, আদিকার্য্যে আদি পুরুষকে, লোকসমুদয়ে পৃথিবীকে, শিবসংজ্ঞক আত্মবিদ্যায় অবিনাশী পরমাত্মাকে, কলামার্গে নিবৃত্তিকে, ব্রহ্মপঞ্চকে সদ্যোদেবকে, লিঙ্গভাগে অধোমুখকে, সৃজনাদির কারণত্রয়ে বীজসংজ্ঞক ব্রহ্মকে ও অণিমাদি গুণসমূহে চতুঃষষ্টি গুণশালী বৌদ্ধকে গ্রহণ করিলেন,—এই দশবিধ অর্থে ঋগ্বেদ বিশ্বকে ব্যাপিয়া থাকিলেন।৩১—৫৩। এই রূপ যজুর্ব্বেদেরও দশবিধ অর্থ উপস্থিত হইল। তিনি গুণনিচয়ে সত্ত্বকে, আদি মূর্ত্তিতে বিষ্ণুকে, আদি কার্য্যে আদি পুরুষকে, লোকের পালন তত্ত্বসমূহে বিদ্যাকে, কলামার্গে প্রতিষ্ঠাকে, ব্রহ্ম-পঞ্চকে বামদেবকে, তুলিঙ্গভাগে মধ্যকে, হেতুত্রিতয়ে যোনিকে এবং প্রাকৃত ঐশ্বর্য্যকে গ্রহণ করিলেন বলিয়া সংসার যজুর্ব্বেদময় হইয়াছে; অতঃপর সামবেদও দশ প্রকারে নিজার্থ প্রকাশ করিলেন। গুণসমূহে তমো-গুণকে, আদিমূর্ত্তি সৃষ্টিতে রুদ্রকে, ত্রিলোকমধ্যে সংহারকে, কলাসমূহে বিদ্যাকে, ব্রহ্মপঞ্চকে অঘোরদেবকে, লিঙ্গভাগে উর্দ্ধপীঠকে, কারণত্রয়ে বীজিপুরুষকে এবং পৌরুষ ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্যকে গ্রহণ করিয়া সামবেদ ত্রিভুবন ব্যাপিয়া থাকিলেন। এইরূপ অথর্ব্ববেদও নিজার্থ মধ্যে প্রথমে নির্গুণত্ব পরে আদিমূর্ত্তি বিষয়ে সাক্ষাৎ মহেশ্বর সদাশিব এবং যাঁহার মনের সহিত বাক্য পরাঙ্মুখ আছে, সেই পরমাত্মা শিবের স্বতঃ সকল কার্য্যে অনাসক্তি থাকিলেও ভূতানুকম্পা যাহার প্রভাবে জীবগণ মুক্ত হইয়া থাকে, তদূর্দ্ধে উন্মনালোক ও লোকাতীত শান্তী সুন্দর সোমলোক শোভমান আছে, যথায় পরমেশ্বর সোমমূর্ত্তিতে উমার সহিত নিত্য বিরাজ করিতেছেন এবং ব্রহ্মপঞ্চকে তৎপুরুষ ঈশান ও লিঙ্গের শিরোদেশে অনুপম বিন্দু যথায় নিত্য চৈতন্য, শিবের আবাহন ও আরাধনা হইয়া থাকে এবং তত্ত্বসমূহে নাদবিন্দু ও পরা-শক্তি, উহা স্বরূপতঃ তত্ত্ব না হইলেও পরমতত্ত্ব

কারণেষু ত্রয়াতীতান্ মায়াবিক্ষোভকারণাৎ।
অনন্তাচ্ছুদ্ধবিদ্যায়াঃ পরস্তাচ্চ মহেশ্বরাৎ ॥ ৬৭
সর্ববিদ্যেশ্বরাধীশান্ন পরাচ্চ সদাশিবাৎ।
সর্বমন্ত্রতনোর্দেবাচ্ছক্তিত্রয়সমন্বিতাৎ ॥ ৬৮
পঞ্চবক্ত্রাদ্দশভুজাৎ সাক্ষাৎ সকল নিষ্কলাৎ।
তস্যাপি পরাদ্বিন্দোরর্দ্ধেন্দোশ্চ ততঃ পরাৎ ॥ ৬৯
ততঃ পরান্নিশাধীশান্নাদাখ্যাচ্চ ততঃ পরাৎ।
ততঃ পরাৎ সুষুম্নেশাদ্ ব্রহ্মরন্ধ্রেশ্বরাদপি ॥ ৭০
ততঃ পরস্তাৎ শক্তেশ্চ পরস্তাচ্ছিবতত্ত্বতঃ।
পরমং কারণং সাক্ষাৎ স্বয়ং নিষ্কারণং শিবম্ ॥ ৭১
কারণানাঞ্চ ধাতারং ধ্যাতারং ধ্যেয়মব্যয়ম্।
পরমাকাশমধ্যস্থং পরমাত্মোপরি স্থিতম্ ॥ ৭২
সর্বৈশ্বর্য্যেণ সম্পন্নং সর্ব্বেশ্বরমনীশ্বরম্।
ঐশ্বর্য্যাচ্চাপি মায়েয়াদশুদ্ধান্মানুষাদিকাৎ ॥ ৭৩
অপরাচ্চ পরাৎ ত্যাজ্যাদবিশুদ্ধাধ্বগোচরাৎ।
তৎপরাচ্ছুদ্ধবিদ্যাদ্যাদুন্মনান্তাৎ পরাৎ পরাৎ ॥ ৭৪
পরমং পরমৈশ্বর্য্যমুন্মনাদ্যমনাদি চ।
অপারমপরাধীনং নিঃসাম্যাতিশয়ং স্থিরম্ ॥ ৭৫
ইত্থমৈশ্বর্য্যদেশবিধেরিয়মাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ।
বদন্ত্যকারীয়সী তস্মাদ্বিশ্বং ব্যাপ্তমথর্ব্বণা ॥ ৭৬

ঋগ্বেদঃ পুনরাহেদং জাগ্রদ্রূপং ময়োচ্যতে।
যেনাহমাত্মতত্ত্বস্য নিত্যমস্যাভিধায়কঃ ॥ ৭৭
যজুর্ব্বেদোঽবদৎ তদ্বৎ স্বপ্নাবস্থা ময়োচ্যতে।
ভোগ্যাত্মনা পরিণতা বিদ্যা বেদ্যা যতো ময়ি ॥ ৭৮
সাম চাহ সুষুপ্ত্যাখ্যমেবং সর্ব্বং ময়োচ্যতে।
মমার্থেন শিবেনেদং তামসেনাপি ধীয়তে ॥ ৭৯
অথর্ব্বাহ তুরীয়াখ্যং তুরীয়াতীতমেব চ।
ময়াভিধীয়তে তস্মাদধ্বাতীতপদোঽস্ম্যহম্ ॥ ৮০
অধ্বাত্মকন্তু ত্রিমলং শিববিদ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
তত্ত্রৈগুণ্যাং ত্রয়ীসাধ্যং সংশোধ্যঞ্চ পদৈষিণাম্ ॥
অধ্বাতীতং তুরীয়াখ্যং নির্ব্বাণং পরমং পদম্।
তদতীতঞ্চ নৈর্গুণ্যাদধ্বনোঽস্য বিশোধকম্ ॥ ৮২
দ্বয়োঃ প্রমাপকো নাদো নাদান্তশ্চ মদাত্মকঃ।
তস্মান্মমার্থঃ স্বাতন্ত্র্যাৎ প্রধানঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৮৩
যদস্তি বস্তু তৎ সর্ব্বং গুণপ্রাধান্যযোগতঃ।

স্বরূপ আছেন। ৫৪—৬৬। কারণত্রয়াতীত ও মায়া-পরাভবকারী শুদ্ধ বিদ্যাতীত অনন্তদেব মহেশ্বর হইতে; সর্ব্ববিদ্যেশ্বরদিগের অধিনায়ক পরাৎপর সদাশিব হইতে; মন্ত্রসমুদায় যাঁহার অবয়ব ও যিনি সর্ব্বদা শক্তিত্রয়ে সংযুক্ত আছেন, সেই কলাতীত দশবাহু পঞ্চানন হইতে এবং তৎপরবর্ত্তী বিন্দু হইতে, তৎপরবর্ত্তী অর্দ্ধেন্দু হইতে ও তৎপরবর্ত্তী নাদাখ্য সোমমূর্ত্তি হইতে, সুষুম্নাধিপ হইতে, ব্রহ্মরন্ধ্রাধিপ হইতে, তৎপরা শক্তি হইতে ও শিবতত্ত্ব হইতে ও কারণের স্রষ্টা হইয়াও সেই বিশ্বের একমাত্র কারণ যিনি স্বয়ং কারণাতীত অব্যয় শিব ধ্যানের পাত্র, যে সর্ব্বপ্রভু পরমেশ্বর পরমাকাশ মধ্যে পরমাত্মার উপরি পরম ঐশ্বর্য্যে সম্পন্ন হইয়া অধিষ্ঠিত থাকেন এবং যিনি মনুষ্যাদি সাধারণ জীবে প্রচরিত মায়িক ঐশ্বর্য্যে অসংস্পৃষ্ট থাকেন ও যিনি নির্ম্মলপথে শুদ্ধবিদ্যার আশ্রয়ে

বিচরণ করেন—পুনরায় ঋগ্বেদ কহিলেন যে, আমি জাগ্রদ্রূপই বলিয়া থাকি, সুতরাং সর্ব্বদা আমিই আত্মতত্ত্বেরই বক্তা হইয়াছি। ঐ মত যজুর্ব্বেদ বলিলেন;—আমি স্বপ্নাবস্থা বলিয়া থাকি, যাহার কারণে আমাতেই লোকে ভোগ্য-স্বরূপিণী বিদ্যা অবগত হয়। সামবেদ কহিলেন, আমি সমুদায় সুষুপ্তিসংজ্ঞেরই উল্লেখ করি; তমোগুণাশ্রয়ী মহাদেব যে কিছু বলেন, সে সকল আমারই বাক্য। অথর্ব্ব কহিলেন, আমি তুরীয় সংজ্ঞককে ও তুরীয়াতীতকে বলি বলিয়া আমাকে অধ্বাতীতপদ বলে। শিব, বিদ্যা ও আত্মা এই ত্রিমলকে অধ্ব বলে এবং এই ত্রিগুণভাব ত্রয়ী ব্যতিরেকে সুসম্পন্ন হয় না এবং উক্ত পদাভিলাষীরাই ইহার শোধন অর্থাৎ সম্যক্‌জ্ঞান করেন। উক্তরূপ অধ্বকে অতিক্রম করে যে পরম পদ, তাহাকেই নির্ব্বাণ কহে। উহা অধ্ব ও নৈর্গুণ্যের বিশোধক ও উহাদের অতিক্রম করিয়া বিচরণ করেন। কেবল বিন্দুই এই দুইটীর প্রধান জ্ঞাপক এবং নাদান্ত সকলই মদায়, সুতরাং প্রধানত আমার অর্থ প্রধান পরমেশ্বরেই পর্য্যবসিত আছে;

সমস্তং ব্যস্তমপি চ প্রণবার্থং প্রচক্ষতে ॥ ৮৪
সর্ব্বার্থবাচকং তস্মাদেকং ব্রহ্মৈতদক্ষরম্।
তেনোমিতি জগৎ কৃৎস্নং কুরুতে প্রথমং শিবঃ ॥
শিবো বা প্রণবো হ্যেষ প্রণবো বা শিবঃ স্মৃতঃ।
বাচ্য-বাচকয়োর্ভেদো নাত্যন্তং বিদ্যতে যতঃ ॥৮৬
চিন্তয়া রহিতো রুদ্রো বাচো যং মনসা সহ।
অপ্রাপ্য চ নিবর্ত্তন্তে বাচ্যস্ত্বেকাক্ষরেণ সঃ ॥ ৮৭
একাক্ষরাদকারাখ্যাদাত্মা ব্রহ্মাভিধীয়তে।
একাক্ষরাদুকারাখ্যাদ্বিদ্যা বিষ্ণুরুদীর্য্যতে ॥ ৮৮
একাক্ষরান্মকারাখ্যাচ্ছিবো রুদ্র উদাহৃতঃ।
দক্ষিণাঙ্গান্মহেশস্য জাতো ব্রহ্মাত্মসংজ্ঞকঃ ॥ ৮৯
বামাঙ্গাদভবদ্বিষ্ণুস্ততো বিদ্যেতি সংজ্ঞিতঃ।
হৃদয়ান্নীলরুদ্রোঽভূচ্ছিবস্য শিবসংজ্ঞিতঃ ॥ ৯০
সৃষ্টেঃ প্রবর্ত্তকো ব্রহ্মা স্থিতের্বিষ্ণুর্বিমোহকঃ।
সংহারস্য তথা রুদ্রস্তয়োর্নিত্যং নিয়ামকঃ ॥ ৯১

তস্মাৎ ত্রয়স্তে কথ্যন্তে জগতঃ কারণত্রয়ম্।
কারণত্রয়হেতুশ্চ শিবঃ পরমকারণম্ ॥ ৯২
অর্থমেতমবিজ্ঞায় রজসা বদ্ধবৈরয়োঃ।
যুবয়োঃ প্রতিবোধায় মধ্যে লিঙ্গমুপস্থিতম্ ॥ ৯৩
এবমোমিতি মাং প্রাহুর্যদিহোক্তমথর্ব্বণা।
ঋচো যজূংসি সামানি শাখাশ্চান্যাঃ সহস্রশঃ ॥৯৪
বেদেষ্বেবং স্বয়ং বক্ত্রৈর্ব্যক্তমিত্থং বদংস্বপি।
স্বপ্নানুভূতমিব তৎতাভ্যাং নাধ্যবসীয়তে ॥ ৯৫
তয়োস্তত্র প্রবোধায় তমোঽপনয়নায় চ।
লিঙ্গেঽপি মুদ্রিতং সর্ব্বং যথা বেদৈরুদাহৃতম্।
তদ্দৃষ্ট্বা মুদ্রিতং লিঙ্গে প্রসাদাল্লিঙ্গিনস্তদা।
প্রশান্ততমসৌ দেবৌ প্রবুদ্ধৌ সম্বভূবতুঃ ॥ ৯৭
ততো লিঙ্গস্য লিঙ্গত্বং লিঙ্গিনোঽপি চ লিঙ্গিতাম্।
লিঙ্গে বিশ্বস্য জগতো বিশেষাৎ স্বাত্মনোরপি ॥৯৮
উৎপত্তিং বিলয়ঞ্চৈব যাথাত্ম্যঞ্চ ষড়ধ্বনাম্।

অপর যে কিছু বস্তু আছে, সে সকল গুণ ও প্রধানের সহযোগে প্রতিভাসিত হইয়াছে। পণ্ডিতেরা প্রণবার্থকে মিলিতরূপে ও পৃথক্‌ভাবে ব্যাখ্যা করেন; "ওঁ" এই একটী অক্ষর ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া সমুদয় বস্তুরই বাচক হইয়াছেন। মহাদেব প্রথমে ওঁ এই অক্ষরকে সমগ্র সংসাররূপে পরিণত করিয়াছেন বলিয়া শিবই প্রণব ও প্রণবই শিব; ইহাদের পরস্পর বাচ্য-বাচকের কিছুমাত্র ভেদ নাই। রুদ্র বাক্য ও মন ও ধ্যানের গোচর না হইলেও ওঁকার-মধ্যস্থ একটী মাত্র অক্ষরের দ্বারা তাঁহাকে বলা যায়। ওঁকার-ঘটক অকার দ্বারা আত্মরূপী ব্রহ্মাই কথিত হন, উকারসংজ্ঞক অক্ষরে বিদ্যাস্বরূপী বিষ্ণু গীত হন এবং মকারসংজ্ঞক অক্ষরের উচ্চারণে শিব রুদ্র নামে কীর্ত্তিত হন।৮৭—৯০ প্রথমে মহাদেবের দক্ষিণাঙ্গ হইতে আত্ম-সংজ্ঞক ব্রহ্মার উৎপত্তি, পরে বামাঙ্গ হইতে বিদ্যারূপী বিষ্ণুর উদ্ভব ও হৃদয়স্থল হইতে শিবসংজ্ঞক নীলরুদ্র প্রকাশ পাইয়াছেন। সৃষ্টির কারণ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পালনের কর্ত্তা এবং রুদ্র সংহারক ও ব্রহ্মা বিষ্ণুর পরিচালক শাস্তা। এইজন্যই ইহাঁদের

তিনজনকে জগতের মূল-কারণ বলিয়া থাকে; সেই পরম কারণ শিব এই কারণত্রয়েরই কারণস্বরূপ আছেন; হে বিষ্ণো! হে ব্রহ্মন্! তোমরা এই অর্থ না জানিয়া কেবল মাত্র রজোগুণের অনুসরণে ক্রোধশত্রুর অধীন হইয়া পরস্পর বিবাদ করিতেছ। তোমাদের জ্ঞানের জন্যই মধ্যে এই লিঙ্গ ও স্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছি। ঋক্, যজুঃ সাম, অথর্ব্ব ও অন্যান্য সহস্র সহস্র শাখানিচয় পূর্ব্বোক্ত অর্থযুক্ত ওঁ এই শব্দের দ্বারা আমাকেই ব্যক্ত করিয়া থাকেন। এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণু স্বপ্নদৃষ্টের ন্যায় কিছুই তথ্য স্থির করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহাদের সম্যক্‌জ্ঞান ও তমো-বিদূরণের জন্য ঐ সকল বেদোক্ত বাক্য লিঙ্গ-দেহে ক্ষোদিত হইল এবং উহাঁরা মহাদেবের অনুগ্রহে সেই লিঙ্গে ক্ষোদিত বেদ-বাক্য সমুদয় অবলোকন করিয়া প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিলেন ও তাঁহাদের তামস ভাব দূর হইল। অনন্তর ব্রহ্মা ও নারায়ণ উভয়ে লিঙ্গের লিঙ্গত্ব, লিঙ্গীর লিঙ্গিতা এবং লিঙ্গেতেই চরাচরের বিশেষত আপনাদের উৎপত্তি ও লয় জানিলেন

তত্ত্বঃ পরতত্ত্বং ধাম ধামবন্তঞ্চ পুরুষম্ ॥ ৯৯
নিরুত্তরতরং ব্রহ্ম নিষ্কলং শিবমীশ্বরম্।
পশুপাশময়স্যাস্য প্রপঞ্চস্য সদাপতিম্ ॥ ১০০
অনুত্তমমত্যন্তমবৃদ্ধিক্ষয়মব্যয়ম্।
বহির্ভাবান্তরং ব্যাপ্তং বাহ্যাভ্যন্তরবর্জ্জিতম্ ॥ ১০১
নিরস্তাতিশয়ং শশ্বদ্বিশ্বলোকবিলক্ষণম্।
অলক্ষণমনির্দ্দেশ্যমবাঙ্মনসগোচরম্ ॥ ১০২
প্রকাশৈকরসং শান্তং প্রসন্নং সততোদিতম্।
সর্বকল্যাণনিলয়ং শক্ত্যা তাদৃশয়ান্বিতম্ ॥ ১০৩
দৃষ্ট্বা দেবং বিরূপাক্ষং ব্রহ্ম-নারায়ণৌ তদা।
বদ্ধাঞ্জলিং মূর্দ্ধ্নি ভীতৌ তৌ বাচমূচতুঃ ॥ ১০৪

ব্রহ্মোবাচ।

অজ্ঞো বাহমভিজ্ঞো বা ত্বয়াদৌ দেব নির্ম্মিতঃ।
ঈদৃশীং ভ্রান্তিমাপন্ন ইতি কোঽত্রাপরাধ্যতি ॥ ১০৫
অস্তাং মমেদমজ্ঞানং ত্বয়ি সন্নিহিতে প্রভো।
নির্ভয়ঃ কোঽভিভাষেত কৃত্যং স্বস্য পরস্য বা ॥
আবয়োর্দেবদেবেশ বিবাদোঽপি হি শোভনঃ।

বিষ্ণুরুবাচ।

স্তোতুং দেব ন বাগস্তি মহিম্নঃ সদৃশী ভব।
প্রভোরগ্রে বিধেয়ানাং তূষ্ণীম্ভাবো ব্যতিক্রমঃ ॥
কিমত্র সঙ্কটে কৃত্যমিত্যেবাবসরোচিতম্।
অজানন্নপি যৎ কিঞ্চিৎ প্রলপ্য ত্বাং নতোঽস্ম্যহম্
কারণত্বং ত্বয়া দত্তং বিস্মৃতং তব মায়য়া।
মোহিতোঽহঙ্কৃতশ্চাহং পুনরেবাস্মি শাসিতঃ ॥১০৯
পাদপ্রণামফলদো নাথস্য ভবতো যতঃ ॥ ১১০
বিজ্ঞাপিতৈঃ কিং বহুভির্ভীতোঽস্মি ভৃশমীশ্বর।
যতোঽহমপরিচ্ছেদ্যং ত্বাং পরিচ্ছেত্তুমুদ্যতঃ ॥১১১
ত্বামুশন্তি মহাদেবং ভীতানামার্ত্তিনাশনম্।
অতো ব্যতিক্রমং মেঽদ্য ক্ষন্তুমর্হসি শঙ্কর ॥১১২
ইতি বিজ্ঞাপিতস্তাভ্যামীশ্বরাভ্যাং মহেশ্বরঃ।
প্রীতোঽনুগৃহ্য তৌ দেবৌ স্মিতপূর্ব্বমভাষত ॥১১৩

ঈশ্বর উবাচ।

বৎস বৎস বিধে বিষ্ণো মায়য়া মম মোহিতৌ।

এবং বিরূপাক্ষ দেবকে অবগত হইলেন যে,তিনি পরম ধামের পরম পুরুষ, কলাতীত পরাংপর পুরুষ, ঈশ্বর ও এই পশুপাশময় সংসারের একমাত্র অধীশ্বর, ক্ষয়বৃদ্ধি রহিত, অব্যয়, অত্যন্ত অনুত্তম এবং বাহে ও অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত থাকিলেও ব্যাহ্য ও আভ্যন্তর-ভাব শূন্য সংসারের যাবংলোক হইতে পৃথক্ বলিয়া সর্বাতিশায়ী এবং বাক্য ও মনের গোচর নহেন. কারণ যাহার লক্ষণ বা নির্দ্দেশের কিছুই নাই এবং তিনি সর্বদা প্রসন্নময় হইয়া স্বপ্রকাশ-রসে আসক্ত আছেন এবং যে সর্ব্বকল্যাণাস্পদ দেব সর্ব্বদা সর্ব্বমঙ্গলা শক্তির সহিত অবস্থিত আছেন, সেই দেবাভিমুখে তাঁহারা ভীত হইয়া মস্তকে অঞ্জলি রচনা করিয়া কহিতে লাগিলেন,—ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেব! আমি অজ্ঞ হই বা অনভিজ্ঞই হই, আপনিই সৃষ্টি করিয়া এরূপ ভ্রমে ফেলিয়াছেন; ইহাতে আমি কোন অপরাধী নহি। আমার এ অজ্ঞানের কথা দূরে থাকুক, হে প্রভো! আপনার সন্নিধানে কেহই নির্ভয়ে নিজের বা পরেরও কথা কিছু বলিতে পারে না, সুতরাং হে দেব-দেব! আমাদের অদ্যকার বাক্-কলহ আপনার নিকটে হইয়াছে বলিয়া প্রশংসনীয়ই হইয়াছে। যেহেতু হে নাথ! আপনাকে প্রণাম করাই এই বিবাদের চরম ফল রূপে পরিণত হইয়াছে। বিষ্ণু কহিলেন, হে প্রভো! আপনার মহিমার যোগ্য স্তব করিতে আমাদের বাক্শক্তি নাই, তথাপি প্রভুসন্নিধানে ভৃত্যদের মৌনভাব অনুচিত বলিয়া কিছু বলিতেছি। হে নাথ! এরূপ সঙ্কটে কি কর্ত্তব্য, তাহা অবধারণ করিতে না পারিয়াই যে কিছু বলিয়াছি, তজ্জন্য আপনার নিকট প্রণাম করিয়া ক্ষমা চাহিতেছি। আপনি কারণত্ব দিয়াও নিজ মায়াপ্রভাবে মোহিত রাখিয়া তাহা বিস্মৃত করিয়াছিলেন, এজন্য অদ্য বিশেষ শাসিত হইলাম। আর অধিক কথা কি বলিব, হে প্রভো! আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি, যেহেতু আপনি অপরিমেয় ইহা জানিয়াও আপনার পরিমাণ জানিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম। মহাদেব এইরূপে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া অতি সন্তোষ লাভ করত হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন,—হে বৎস বিধে! হে বৎস বিষ্ণো! তোমরা আমার

যুবাং প্রভুত্বেঽহঙ্কৃত্য বদ্ধবৈরৌ পরস্পরম্ ॥১১৪
বিবাদং যুদ্ধপর্য্যন্তং কৃত্বা নোপরতৌ কিল।
তেনোচ্ছিন্না প্রজাসৃষ্টির্জগৎকারণভূতয়োঃ ॥ ১১৫
অজ্ঞানমানপ্রভবাদ্বৈমত্যাদ্যুবয়োরপি।
তন্নিবর্ত্তয়িতুং যুষ্মদ্দর্প-মোহৌ ময়ৈব তু।
এবং নিবারিতাবদ্য লিঙ্গাবির্ভাবলীলয়া ॥ ১১৬
তস্মাদ্বয়ং বিষাদঞ্চ ব্রীড়াঞ্চোৎসৃজ্য কৃৎস্নশঃ।
যথাস্বং কর্ম্ম কুর্য্যাতাং ভবন্তৌ বীতমৎসরৌ ॥১১৭
পুরা মমাজ্ঞয়া সার্দ্ধং সমস্তা জ্ঞানসংহিতাঃ।
যুবাভ্যাং হি ময়া দত্তাঃ কারণত্বপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ১১৮
মন্ত্ররত্নঞ্চ সূত্রাখ্যং পঞ্চাক্ষরময়ং পরম্।
ময়োপদিষ্টং সর্ব্বং তদ্যুবয়োরদ্য বিস্মৃতম্ ॥ ১১৯
দদামি চ পুনঃ সর্ব্বং যথাপূর্ব্বং মমাজ্ঞয়া।
যতো যুবাং বিনা তেন ন ক্ষমৌ সৃষ্টিরক্ষণে ॥১২০
এবমুক্ত্বা মহাদেবো নারায়ণ-পিতামহৌ।
মন্ত্রেণাজ্ঞাং দদৌ তাভ্যাং জ্ঞানসংহিতয়া সহ ॥

মায়ায় মোহিত থাকিয়াই নিজ নিজ প্রভুত্ব বিষয়ে অভিমানী হইয়া পরস্পর ক্রোধে বিবাদ যুদ্ধ-পর্য্যন্ত করিয়াও নিবৃত্ত হও নাই। ৯১—১১৫। তোমরা জগতের কারণ হইয়াও অজ্ঞান অভিমান ও বুদ্ধিবিপর্য্যয়নিবন্ধন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব প্রজাসৃষ্টিরই নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ দেখিয়া আমিই তোমাদের অহঙ্কার ও অজ্ঞান দূর করিবার জন্য লিঙ্গ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া তোমাদিগকে শান্ত করিয়াছি। এক্ষণে তোমরা পরস্পর দ্বেষশূন্য হইয়া ভয়, বিষাদ ও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হও। পূর্ব্বে আমিই তোমাদিগকে কারণত্ব-সিদ্ধির জন্য আজ্ঞার সহিত সমস্ত জ্ঞানসংহিতা প্রদান করিয়া পঞ্চাক্ষর সূত্র-সংজ্ঞক মন্ত্ররত্ন উপদেশ দিয়াছিলাম, সে সমুদয় এক্ষণে বিস্মৃত হইয়াছ; পুনরায় পূর্ব্বমত সে সমুদয় আজ্ঞার সহিত প্রদান করিতেছি; যেহেতু তোমরা সে সকল ব্যতিরেকে সৃষ্টি রক্ষায় সমর্থ হইবে না। মহাদেব ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে এই কথা বলিয়া জ্ঞানসংহিতা ও মন্ত্রের সহিত আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

তৌ লব্ধ্বা মহতীং দিব্যামাজ্ঞাং মাহেশ্বরীং পরাম্
মহার্থং মন্ত্ররত্নঞ্চ তথৈব সকলাঃ কলাঃ ॥ ১২২
দণ্ডবৎ প্রণতিং কৃত্বা দেবদেবস্য পাদয়োঃ।
অতিষ্ঠতাং বীতভয়াবানন্দস্তিমিতৌ তদা ॥১২৩
এতস্মিন্নন্তরে চিত্রমিন্দ্রজালবদৈশ্বরম্।
লিঙ্গং ক্বাপি তিরোভূতং ন তাভ্যামুপলভ্যতে।
ততো বিলপ্য হা হেতি সদ্যঃ প্রণয়ভঙ্গতঃ।
কিমদ্ভুতমিদং বৃত্তমিতি চোক্ত্বা পরস্পরম্ ॥ ১২৫
অচিন্ত্যবৈভবং শম্ভোর্বিচিন্ত্য চ গতব্যথৌ।
অভ্যুপেত্য পরাং মৈত্রীমালিঙ্গ্য চ পরস্পরম্ ॥১২৬
জগদ্ব্যাপারমুদ্দিশ্য জগ্মতুর্দেবপুঙ্গবৌ।
ততঃপ্রভৃতি শক্রাদ্যাঃ সর্ব্বে এব সুরাসুরাঃ ॥১২৭
ঋষয়শ্চ নরা নাগা নার্য্যশ্চাপি বিধানতঃ।
লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাং কুর্ব্বন্তি লিঙ্গং তৎ পূজয়ন্তি চ ॥১২৮

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়া-
মুত্তরভাগে লিঙ্গাবির্ভাবকথনং নাম
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

তাঁহারা তখন সেই দিব্য মাহেশ্বরী আজ্ঞা, দিব্যার্থযুক্ত মন্ত্ররত্ন ও মাহেশ্বরী কলা লাভ করিয়া শিবপাদমূলে দণ্ডবৎ প্রণাম করত পরমানন্দে নিশ্চল ও নির্ভীক হইয়া অবস্থান করিলেন। এমন সময়ে সেই ঈশ্বরের আশ্চর্য লিঙ্গ ইন্দ্রজালের মত কোথায় অন্তর্হিত হইল, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না; তাহা দেখিয়া হঠাৎ ঈশ্বর-প্রণয়ের ভঙ্গ হইল বুঝিয়া হাহা শব্দে বিলাপ করত "একি আশ্চর্য্য ঘটনা হইল" ইহা পরস্পর বলিতে লাগিলেন এবং তখন দেবদ্বয় শম্ভুর অচিন্তনীয় সামর্থ্য অবগত হইয়া সুখিত মনে পরস্পর মিত্রতা স্থাপনপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া জগতের কার্য্যের জন্য প্রস্থান করিলেন। তদবধি ইন্দ্রাদি দেবগণ, অসুরগণ, ঋষিগণ এবং নরনারী ও নাগগণ শাস্ত্রবিধানানুসারে লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা ও পূজা করিয়া থাকেন। ১১৬—১২৮।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি প্রতিষ্ঠাবিধিমুত্তমম্।
লিঙ্গস্যাপি চ বেরস্য শিবেন বিহিতং তথা ॥ ১

উপমন্যুরুবাচ।

স্বনক্ষত্রপ্রতিকূলে তু দিবসে শুক্লপক্ষকে।
শিল্পশাস্ত্রোক্তমার্গেণ কুর্য্যাল্লিঙ্গং প্রমাণবৎ ॥ ২
পরীক্ষ্যাথ শুভং স্থানং ভূপরীক্ষাং বিধায় চ।
দশোপচারান্ কুর্ব্বীত লক্ষণোদ্ধারপূর্ব্বকান্ ॥ ৩
তেষাং দশোপচারাণাং পূর্ব্বং পূজ্য বিনায়কম্।
স্নানশুদ্ধ্যাদিকং কৃত্বা লিঙ্গং স্নানালয়ং নয়েৎ ॥৪
শলাকয়া কাঞ্চনয়া কুঙ্কুমাদিরসাক্তয়া।
অঙ্কিতং লক্ষণং শিল্প-শাস্ত্রেণ বিলিখেৎ ততঃ ॥৫
অষ্টমৃৎসলিলৈর্বাথ পঞ্চামৃতজলৈস্তথা।
লিঙ্গং পিণ্ডিকয়া সার্দ্ধং পঞ্চগব্যৈশ্চ শোধয়েৎ ॥৬
সবেদিকং সমভ্যর্চ্চ্য দিব্যাদ্যন্তু জলাশয়ম্।
নীত্বাধিবাসয়েৎ তত্র লিঙ্গং পিণ্ডিকয়া সহ ॥ ৭

অধিবাসালয়ে শুদ্ধে সর্ব্বশোভাসমন্বিতে
সতোরণে সাবরণে দর্ভমালাসমাবৃতে ॥ ৮
দিগ্গজাষ্টকসম্পন্নে দিক্পালাষ্টচটান্বিতে।
অষ্টমঙ্গলকৈর্যুক্তে কৃতদিক্পালকাচ্চিতে ॥ ৯
তৈজসং দারবং বাপি কৃত্বা পদ্মাসনাঙ্কিতম্।
বিন্যসেন্মধ্যতস্তত্র বিপুলং পীঠিকালয়ম্ ॥ ১০
দ্বারপালান্ সমভ্যর্চ্চ্য ভদ্রাদীংশ্চতুরঃ ক্রমাৎ।
সুভদ্রশ্চ বিভদ্রশ্চ সুনন্দশ্চ বিনন্দকঃ ॥ ১১
স্নাপয়িত্বা সমভ্যর্চ্চ্য লিঙ্গং বেদিকয়া সহ।
সকূর্চ্চাভ্যান্তু বস্ত্রাভ্যাং সমাবেষ্ট্য সমন্ততঃ ॥১২
প্রাপয্য শনকৈস্তোয়ং পীঠিকোপরি শায়য়েৎ।
প্রাক্শিরস্কমধঃসূত্রং পিণ্ডিকাঞ্চাস্য পশ্চিমে ॥১৩
সর্ব্বমঙ্গলসংযুক্তং লিঙ্গং তত্রাধিবাসয়েৎ।
পঞ্চরাত্রং ত্রিরাত্রং বাপ্যেকরাত্রমথাপি বা ॥ ১৪
বিসৃজ্য পূজিতাংস্তত্র লিঙ্গঞ্চোদ্ধৃত্য পূর্ব্ববৎ।
সম্পূজ্যোৎসবমার্গেণ শয়নালয়মানয়েৎ ॥ ১৫
তত্রাপি শয়নস্থানং কুর্য্যান্মণ্ডলমধ্যতঃ।

অষ্টবিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে প্রভো! পূর্ব্বে স্বয়ং মহাদেব লিঙ্গের ও মূর্ত্তির যে প্রণালীতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সর্ব্বোত্তম প্রতিষ্ঠাবিধিই শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি বলুন। উপমন্যু কহিলেন, হে মহাভাগ! শুভ শুক্লপক্ষে নিজের চন্দ্রতারানুকূল দিবসে শিল্পশাস্ত্রোক্ত বিধানে যথোক্ত পরিমাণে লিঙ্গ প্রস্তুত করিবে এবং পবিত্র স্থানে ভূমির পরীক্ষা করিয়া বক্ষ্যমাণ প্রকারে লক্ষণোদ্ধার করত দশোপচারে পূজা করিবে। প্রথমে গণেশ পূজা করিয়া স্নান-মার্জ্জনাদি করত লিঙ্গটীকে স্নান-গৃহে লইয়া রাখিবে। তখন কুঙ্কুমাদি রসে রঞ্জিত কাঞ্চন-শালাকা দ্বারা অঙ্কিত লক্ষণকে শিল্পশাস্ত্রানুসারে ক্ষোদিত করিবে। অষ্ট পূর্ণ-কুম্ভের বারি, পঞ্চামৃতজল ও পঞ্চগব্য দ্বারা পিণ্ডিকার বেদীর সহিত লিঙ্গটীকে শোধন করিয়া পূজা করিবে। পরে সেই সবেদিক লিঙ্গটীকে দিব্য জলাশয়ে লইয়া অধিবাস করিবে। যে পবিত্র ও মনোরম গৃহে লিঙ্গাধিবাস হইবে, তাহা তোরণাদি দর্ভমাল্যে ও আবরণ-পটে সমধিক শোভমান থাকিবে এবং তথায় অষ্ট দিগ্গজ ও অষ্টদিক্পলের প্রতিমূর্ত্তি ও অষ্ট পূর্ণকুম্ভ অষ্টমঙ্গলকলস থাকিবে এবং গৃহের মধ্যস্থলে একটী পদ্মাসন চিহ্নিত ধাতুময় বা দারুময় পীঠবেদী প্রস্তুত করিবে। প্রথমে সুভদ্র, বিভদ্র, সুনন্দ ও বিনন্দ এই চারিটী দ্বারপালকে যথাক্রমে পূজা করিয়া সবেদিক লিঙ্গকে স্নান করাইয়া বস্ত্রযুগ্ম দ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত করিবে ও শনৈঃ শনৈঃ জলসমীপে লইয়া যাইয়া পীঠিকার উপর পূর্ব্বশিরা করিয়া শয়ন করাইবে। উহার পশ্চিমে পিণ্ডিকা রাখিবে; সেই স্থানেই সর্ব্বমঙ্গলময় লিঙ্গের পঞ্চরাত্র বা ত্রিরাত্র অথবা একরাত্র অধিবাসন করিবে। পরে পূর্ব্বমত পূজিত দেবগণকে তথায় বিসর্জ্জন করিয়া একমাত্র লিঙ্গটীকে উঠাইয়া পূজা করত উৎসব-পথে শয়ন-গৃহে আনয়ন করিবে। ১—১৫। তথায় মণ্ডল মধ্যেই শয্যা

শুদ্ধৈর্জলৈঃ স্নাপয়িত্বা লিঙ্গমভ্যর্চ্চয়েৎ ক্রমাৎ ॥
ঐশান্যাং পদ্মমালিখ্য শুদ্ধলিপ্তে মহীতলে।
শিবকুণ্ডং সাধয়িত্বা তত্রাবাহ্য শিবং যজেৎ ॥ ১৭
বেদিমধ্যে সিতং পদ্মং পরিকল্প্য বিধানতঃ।
তস্য পশ্চিমতশ্চাপি পিণ্ডিকাপদ্মমালিখেৎ ॥ ১৮
ক্ষৌমাদ্যৈর্বাহতৈর্বস্ত্রৈঃ পুষ্পৈর্দর্ভৈরথাপি বা।
প্রকল্প্য শয়নং তস্মিন্ হেমপুষ্পং বিনিক্ষিপেৎ ॥
তত্র লিঙ্গং সমানীয় সর্ব্বমঙ্গলনিস্বনৈঃ।
রক্তেন বস্ত্রযুগ্মেন সকূর্চ্চেন সমন্ততঃ।
সহ পিণ্ডিকয়াবেষ্ট্য শায়য়েচ্চ যথা পুরা ॥২০
পুরস্তাৎ পদ্মমালিখ্য তদ্দলেষু যথাক্রমম্।
বিদ্যেশকলশান্ ন্যস্তেন্মধ্যে শৈবীঞ্চ বর্দ্ধনীম্ ॥ ২১
পরীত্য পদ্মত্রিতয়ং জুহুয়ুর্দ্বিজসত্তমাঃ।
তে চাষ্টমূর্ত্তয়ঃ কল্প্যাঃ পূর্ব্বাদি পরিতঃ স্থিতাঃ ॥২১
চত্বারশ্চাথবা দিক্ষু স্বধ্যেতারঃ সজাপকাঃ।
জুহুয়ুস্তে বিরঞ্চ্যাদ্যাশ্চতস্রো মূর্ত্তয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৩
দেশিকঃ প্রথমং তেষামৈশান্যাং পশ্চিমেঽথবা।
প্রধানহোমং কুর্ব্বীত সপ্তদ্রব্যৈর্যথাক্রমম্ ॥ ২৪
আচার্য্যাৎ পাদমর্দ্ধং বা জুহুয়ুশ্চাপরে দ্বি...।
প্রধানমেকমেবাত্র জুহুয়াদথবা গুরুঃ ॥২৫
পূর্ব্বং পূর্ণাহুতেহু্ত্বা ঘৃতেনাষ্টোত্তরং শতম্।
মূর্দ্ধ্নি মূলেন লিঙ্গস্য শিবহস্তং প্রবিন্যসেৎ ॥ ২৬
শতমর্দ্ধং তদর্দ্ধং বা ক্রমাদ্দ্রব্যৈশ্চ সপ্তভিঃ।
হুত্বা হুত্বা স্পৃশেল্লিঙ্গং বেদিকাঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥২৭
পূর্ণাহুতিং ততো হুত্বা ক্রমাদ্দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্।২৮
আচার্য্যাৎ পাদমর্দ্ধং বা হোতৄণাং স্থপতেরপি।
তদর্দ্ধং দেয়মন্যেভ্যঃ সদস্যেভ্যশ্চ শক্তিতঃ ॥ ২৯
ততঃ শ্বভ্রে বৃষং হৈমং কূর্চ্চং বা বিনিবেশ্য চ।
মৃদম্ভসা পঞ্চগব্যৈঃ পুনঃ শুদ্ধজলেন বা ॥ ৩০
শোধিতাং চন্দনালিপ্তাং শ্বভ্রে ব্রহ্মশিলাং ক্ষিপেৎ
করন্যাসং ততঃ কৃত্বা নবভিঃ শক্তিনামভিঃ ॥ ৩১
হরিতালাদিধাতূংশ্চ বীজগন্ধৌষধৈরপি।
শিবশাস্ত্রোক্তবিধিনা ক্ষিপেদ্ব্রহ্মশিলোপরি ॥৩২
প্রতিলিঙ্গস্ত সংস্থাপ্য ক্ষীরবৃক্ষসমুদ্ভবম্।

রচনা করিবে ও শুদ্ধ সলিলে স্নান করাইয়া লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে এবং উহার ঈশানকোণে গোময়োপলিপ্ত পবিত্র স্থানে শাস্ত্রবিধানে স্থাপিত শিবকুণ্ডে শিবের আবাহন করত পূজা করিবে। এবং বেদিমধ্যে যথাবিধানে শুক্লপদ্ম অঙ্কিত করিয়া তৎপশ্চিমে পীঠশক্তির পদ্ম লিখিবে ও তথায় ক্ষৌমাদি সুন্দর বস্ত্র বা পুষ্প কিংবা দর্ভ দ্বারা শয্যা রচনা করিয়া একটী স্বর্ণ-কুসুম রাখিবে। তথায় নানা মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি সহকারে লিঙ্গটীকে আনয়ন করিয়া রক্তবস্ত্রযুগ্মে ও পিণ্ডিকা দ্বারা বেষ্টন করিয়া পূর্ব্বের মত শয়ন করাইবে ও সম্মুখে পদ্ম লিখিয়া তাহার অষ্টদলে যথাক্রমে ব্রহ্ম-কলস স্থাপন করিবে ও মধ্যস্থলে শক্তি-কলস রাখিয়া ব্রাহ্মণেরা প্রদক্ষিণ করত আহুতি প্রদান করিবেন। পূর্ব্বাদি অষ্টদিগ্‌ভাগে অবস্থিত দ্বিজগণকে শিবেরই অষ্টমূর্ত্তি বলিয়া জানিবে অথবা চতুর্দ্দিকে চারিজনমাত্র জাপক ও অধ্যেতা ব্রাহ্মণ থাকিবেন। যথাক্রমে সপ্তদ্রব্য দ্বারা আচার্য্যই প্রধান হোম করিবেন; অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা ঋক্‌মন্ত্রের অর্দ্ধ বা পাদ মা... উচ্চারণ করত হোম করিবেন। অথবা গুরুই একটী প্রধান হোম করিবেন। পূর্ণাহুতির পূর্ব্বে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক লিঙ্গোপরি এক শত ... ঘৃতাহুতি প্রদান করিবেন। সাতটী ভিন্ন ভি... দ্রব্য দ্বারা শত বা শতার্দ্ধ বা তদর্দ্ধ হোম করি... বেন ও প্রতিবার লিঙ্গ ও বেদিকা স্পর্শ করি... বেন। পরে পূর্ণাহুতি দিয়া দক্ষিণা দিবে... আচার্য্যের অর্দ্ধেক বা চতুর্থাংশ হোতৃগণকে ... লিঙ্গনির্ম্মাতাকে এবং তদর্দ্ধ অপরাপর স... ব্রাহ্মণদিগকে নিজ শক্তি অনুসারে প্র... করিবে। ১৬—২৯। অনন্তর গর্ত্তমধ্যে এ... সুবর্ণবৃষ রাখিয়া মৃদ্বারি, পঞ্চগব্য ও শুদ্ধ স... বিশোধিতা চন্দনচর্চ্চিতা ব্রহ্মশিলা স্থাপন ক... নবশক্তির নামোচ্চারণে করন্যাস করত ... ব্রহ্মশিলাতে শিবশাস্ত্রোক্ত বিধানে হরি... প্রভৃতি ধাতু, নানা বীজ ও গন্ধৌষধ ... নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ প্রত্যেক ... সন্নিধানে রাখিয়া লিঙ্গকে ক্ষীরবৃক্ষ...

ষিত্বং বুদ্ধা তমুৎসৃজ্য লিঙ্গং ব্রহ্মশিলামপি ॥৩৩
প্রাগুত্তরপ্রবণং কিঞ্চিৎ স্থাপয়েন্মূলবিদ্যয়া।
পিণ্ডিকাঞ্চাথ সংযোজ্য শাক্তং মূলমনুস্মরন্ ॥৩৪
বন্ধং বন্ধকদ্রব্যৈঃ কৃত্বা স্থানং বিশোধ্য চ।
দত্ত্বার্ঘ্যঞ্চ পুষ্পাণি কুর্য্যুর্যবনিকাং পুনঃ ॥ ৩৫
যথাযোগ্যা নিষেকাদি লিঙ্গস্য পুরতস্তদা।
আনীয় শয়নস্থানাৎ কলশান্ বিন্যসেৎ ক্রমাৎ ॥৩৬
মহাপূজামথারভ্য সম্পূজ্য কলশান্ দশ।
শিবমন্ত্রমনুস্মৃত্য শিবকুম্ভজলান্তরে ॥ ৩৭
অঙ্গুষ্ঠানামিকাযোগাদাদায় তমুদীরয়েৎ।
ততঃ ঈশানভাগস্য মধ্যে লিঙ্গস্য মন্ত্রবিৎ ॥ ৩৮
শক্তিং ন্যসেৎ তথা বিদ্যাং বিদ্যেশাংশ্চ যথাক্রমম্
লিঙ্গমূলে শিবজলৈস্তথা লিঙ্গং নিষেচয়েৎ ॥ ৪০
কৃত্বা পিণ্ডিকাং লিঙ্গং বিদ্যেশকলশৈঃ পুনঃ।
বর্মবিদ্যাসনং পশ্চাদাধারাদ্যং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪০
কৃত্বা পঞ্চকলান্যাসং দীপ্তং লিঙ্গমনুস্মরন্।
আবাহয়েচ্ছিবৌ সাক্ষাৎ প্রাঞ্জলিঃ প্রাগুদঙ্মুখঃ ॥
বৃষবিরাজমারুহ্য বিমানং বা নভঃস্থলাৎ।
অবতরৎ সমায়ান্তং দেব্যা দেবমনুস্মরন্ ॥ ৪২
সর্ব্বাভরণশোভাঢ্যং সর্ব্বমঙ্গলনিস্বনৈঃ।

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশার্ক-শক্রাদ্যৈর্দেব-দানবৈঃ ॥ ৪৩
আনন্দক্লিন্নসর্ব্বাঙ্গৈর্বিন্যস্তাঞ্জলিমস্তকৈঃ।
স্তবদ্ভিরেব নৃত্যদ্ভির্নমদ্ভিরভিতো বৃতম্ ॥ ৪৪
ততঃ পঞ্চোপচারাণাং কৃত্বা পূজাং সমাপয়েৎ।
নাতঃ পরতরঃ কশ্চিদ্বিধিঃ পঞ্চোপচারকাৎ ॥ ৪৫
প্রতিষ্ঠাং লিঙ্গবৎ কুর্য্যাৎ প্রতিমাস্বপি সর্ব্বতঃ।
লক্ষণোদ্ধারসময়ে কার্য্যং নয়নমোচনম্ ॥ ৪৬
জলাধিবাসে শয়নে শায়য়েৎ তান্ত্বধোমুখীম্।
কুম্ভোদরগতং মন্ত্রং হৃদি তাসাং নিযোজয়েৎ ॥৪৭
কৃতালয়াং পরামাহুঃ প্রতিষ্ঠামকৃতালয়াৎ।
শক্তঃ কৃতালয়ং পশ্চাৎ প্রতিষ্ঠাবিধিমাচরেৎ ॥৪৮
অশক্তশ্চেৎ প্রতিষ্ঠাপ্য লিঙ্গং বেরমথাপি বা।
শক্তেরনুগুণং পশ্চাৎ প্রকুর্ব্বীত শিবালয়ম্ ॥ ৪৯
গৃহার্চ্চায়াং পুনর্বক্ষ্যে প্রতিষ্ঠাবিধিমুত্তমম্।
কৃত্বা কনীয়সং বেরং লিঙ্গং বা লক্ষণান্বিতম্ ॥৫০

বিবেচনা করিয়া মূলবিদ্যা উচ্চারণপূর্ব্বক ব্রহ্মশিলার সহিত কিঞ্চিদুত্তরশিরা করিয়া স্থাপন করিবে এবং ঐরূপ শক্তিবীজ উচ্চারণ করিয়া স্থান শোধন করিয়া বন্ধক দ্রব্যদ্বারা দেবীপীঠকে বন্ধন করত অর্ঘ্যপুষ্পাদি প্রদানপূর্ব্বক যবনিকান্তরালে লিঙ্গের সম্মুখে স্থাপন করিবে এবং শয়নাগার হইতে কুম্ভ আনিয়া ক্রমশঃ রাখিবে। অনন্তর কলস দশটীর পূজা করিয়া মহাপূজা আরম্ভ করিবে এবং অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার যোগে মন্ত্রবিদ্ সাধক লিঙ্গের ঈশানভাগে শক্তিকলস ও ব্রহ্মকলস সকল স্থাপন করিবে। পরে তজ্জলে আপনাকেও আসনাদি উপচার সকলের অভিষেক করিবেন এবং প্রজ্বলিত লিঙ্গ চিন্তা করত কলান্যাস করত উত্তরাস্য ও কৃতাঞ্জলি হইয়া শিব ও শিবাকে আবাহন করিবেন; —মহাদেব বৃষবাহনে অথবা বিমানারূঢ় থাকিয়া সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত হইয়া দেবীর সহিত গগনপথে আসিতেছেন; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, সূর্য্যাদি দেবতাগণ পরমানন্দে মস্তকে অঞ্জলি রচনা করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্তব করিতেছেন; কেহ বা প্রণাম, কেহ বা নৃত্য, কেহ বা দেবদুন্দুভির বাদ্য করিতেছেন। আবাহনের পর পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। এই পঞ্চোপচার-পূজাঅপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিধি কিছুই নাই। লিঙ্গের ন্যায় প্রতিমাতেও প্রতিষ্ঠা করিবে; কেবল বিশেষ এই যে, লক্ষণোদ্ধার কালে নয়নোন্মীলন করাইবে ও জলাধিবাসকালে অধোমুখী করিয়া শয্যোপরি শয়ন করাইবে এবং কুম্ভ মধ্যে পঠিত মন্ত্র সকল তাহাদের হৃদয়ে উচ্চারণ করিয়া সংযোগ করিবে। গৃহশূন্য কেবল দেবমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা দেবালয় সমেত মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠায় ফলাধিক্য আছে বলিয়া সমর্থ ব্যক্তি প্রথমে দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া পরে তথায় দেবতার প্রতিষ্ঠা করিবেন। যদি দেবালয় করিতে শক্তি না থাকে, তবে প্রথমে শিবলিঙ্গের বা শিবপ্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিয়া পরে সামর্থ্য হইলে শক্তির অনুরূপ শিবালয় প্রস্তুত করিয়া দিবেন। ৩০—৪৯। পুনরায় গৃহপূজার উত্তম প্রতিষ্ঠাবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমত ক্ষুদ্রকায় শিবমূর্ত্তি বা সুলক্ষণ শিবলিঙ্গ প্রস্তুত

অয়নে চোত্তরে প্রাপ্তে শুক্লপক্ষে শুভে দিনে।
বেদিং কৃত্বা শুভে দেশে তত্রাব্জং পূর্ব্ববল্লিখেৎ ॥
বিকীর্য্য পত্রপুষ্পাদি মধ্যে কুম্ভং নিধায় চ।
পরিতস্তস্য চতুরঃ কলশান্ দিক্ষু বিন্যসেৎ ॥ ৫২
পঞ্চ ব্রহ্মাণি তদ্বীজৈস্তেষু পঞ্চসু পঞ্চভিঃ।
ন্যস্য সম্পূজ্য মুদ্রাদি দর্শয়িত্বাভিরক্ষ্য চ ॥ ৫৩
বিশোধ্য লিঙ্গং বেরং বা মৃত্তোয়াদ্যৈর্যথা পুরা।
স্থাপয়েৎ পুষ্পসংস্থমুত্তরস্থে বরাসনে ॥ ৫৪
নিধায় পুষ্পং শিরসি প্রোক্ষয়েৎ প্রোক্ষণীজলৈঃ।
সমভ্যর্চ্চ্য পুনঃ পুষ্পৈর্জয়শব্দাদিপূর্ব্বকম্ ॥ ৫৫
কুম্ভৈরীশানবিদ্যান্তৈঃ স্নাপয়েন্মূলবিদ্যয়া।
ততঃ পঞ্চকলান্যাসং কৃত্বা পূজাঞ্চ পূর্ব্ববৎ।
নিত্যমারাধয়েৎ তত্র দেব্যা দেবং ত্রিলোচনম্ ॥৫৬
একমেবাথবা কুম্ভং মূর্ত্তিমন্ত্রসমন্বিতম্।
ন্যস্য পদ্মান্তরে সর্ব্বং শেষং পূর্ব্ববদাচরেৎ ॥ ৫৭
অত্যন্তোপহতং লিঙ্গং বিশোধ্য স্থাপয়েৎ পুনঃ।
সম্প্রোক্ষয়েদুপহতং মনাগুপহতং যজেৎ ॥ ৫৮
লিঙ্গানি বাণসংজ্ঞানি স্থাপনীয়ানি বা ন বা।

তানি পূর্ব্বং শিবেনৈব সংস্কৃতানি যতস্ততঃ ॥৫৯
লৌহানি স্থাপনীয়ানি যানি দৃষ্টানি বাণবৎ।
স্বয়মুদ্ভূতলিঙ্গে চ দিব্যে চার্ষে তথৈব চ ॥ ৬০
অপীঠে পীঠমাবেশ্য কৃত্বা সম্প্রোক্ষণং বিধিম্।
যজেৎ তত্র শিবং তেষাং প্রতিষ্ঠা ন বিধীয়তে ॥৬১
দগ্ধং শ্লথং ক্ষতাঙ্গঞ্চ ক্ষিপেল্লিঙ্গং জলাশয়ে।
সন্ধানযোগ্যং সন্ধায় প্রতিষ্ঠাবিধিমাচরেৎ ॥ ৬২
বেরাদ্বা বিকলাল্লিঙ্গাদ্দেবপূজাপুরঃসরম্।
উদ্বাস্য হৃদি সন্ধানং ত্যাগং বা যুক্তমাচরেৎ ॥৬৩
একাহপূজাবিহতৌ কুর্য্যাদ্দ্বিগুণমর্চ্চনম্।
দ্বিরাত্রে চ মহাপূজাং সম্প্রোক্ষণমতঃ পরম্ ॥৬৪
মাসাদূর্দ্ধমনেকাহং পূজা যদি বিহন্যতে।
প্রতিষ্ঠা চোচ্যতে কৈশ্চিৎ কৈশ্চিৎসম্প্রোক্ষণক্র
সম্প্রোক্ষণে তু লিঙ্গাদের্দেবমুদ্বাস্য পূর্ব্ববৎ।
অষ্টপঞ্চক্রমেণৈব স্নাপয়িত্বা মৃদম্ভসা ॥ ৬৬
গবাং রসৈশ্চ সংস্নাপ্য দর্ভতোয়ৈর্বিশোধ্য চ।

করিয়া উত্তরায়ণের শুক্লপক্ষের শুভ দিবসে পবিত্র স্থানে বেদি নির্ম্মাণ করত তদুপরি পূর্ব্ব-রীতি অনুসারে পদ্ম লিখিবে। তথায় পুষ্প ও পত্রাদি নিক্ষেপ করিয়া পূর্ণকুম্ভ স্থাপন করিবে ও তাহার চারিদিকে চারিটী কুম্ভ রাখিয়া সেই পাঁচটী ঘটে পূর্ব্বোক্ত বীজ দ্বারা পঞ্চব্রহ্মের পূজা করিবে ও মুদ্রাদি দেখাইয়া সেই সমুদয় ব্রহ্মকলসের জলে পূর্ব্বমত লিঙ্গটী শোধিত করিয়া পুষ্পপুটিত করত উত্তর-দিকস্থিত শ্রেষ্ঠ আসনে স্থাপন করিবে এবং মস্তকে পুষ্প দিয়া প্রোক্ষণী-পাত্রস্থ জলে উপচার সমুদয় প্রোক্ষণ করিয়া জয় শব্দাদি উচ্চারণে পূজা করিবে। পরে পঞ্চকলান্যাস করিয়া পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে। সাধক প্রত্যহ সেই স্থানে দেবীর সহিত দেব ত্রিনয়নকে পূজা করিবেন। অথবা একটী মাত্র কুম্ভ মন্ত্রযুত ও মূর্ত্তিযুক্ত করিয়া পদ্মোপরি স্থাপন করিয়া শেষকার্য্য সকল পূর্ব্বমত আচরণ করিবে। যে লিঙ্গ অশুচিস্পৃষ্ট বা কিঞ্চিদ্ভগ্ন হয়, তাহাকে পুনরায় শোধন করিয়া স্থাপন করিবে। বাণ-

সংজ্ঞক লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিতে হয় না; যেহেতু পূর্ব্বে স্বয়ং মহাদেবই তাহাদের সংস্কার করিয়াছিলেন। যে লিঙ্গ স্বয়ং প্রকাশিত দিব্য, আর্ষ অথবা পীঠবিরহিত লিঙ্গ, তাহাকে পীঠসংযোগে সংপ্রোক্ষণ কার্য্য করিয়া শিবের আরাধনা করিবে। সেই সকল লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিতে হয় না। দগ্ধ শীর্ণ বা লিঙ্গ জলাশয়ে নিক্ষেপ করিবে। সন্ধানযোগ্যতা অর্থাৎ দেবতার আবির্ভাব যোগ্যত্ব থাকিলেই প্রতিষ্ঠা করিবে। প্রতি লিঙ্গ বা প্রতিমার যদি এক দিনমাত্র পূজা হইয়া থাকে, তবে পরদিন দ্বিগুণ পূজা কর্ত্তব্য দিনদ্বয় পূজিত না হইলে একটী মহাপূজা করিয়া সংপ্রোক্ষণ করিবে। এক মাসের ঊর্দ্ধ বহুদিন যদি পূজা না হইয়া থাকে, তবে কেহ কেহ পুনঃপ্রতিষ্ঠা নির্দ্দেশ করেন, কেহ কেবল সংপ্রোক্ষণ করিতে বলেন। লিঙ্গাদি সংপ্রোক্ষণ করিতে হইলে প্রথমত সেই লিঙ্গ টীর পূর্ব্বের ন্যায় অধিবাস করিয়া অষ্ট ও পঞ্চ ক্রমে দিক্‌পাল-কলসের ও ব্রহ্মকলসের দ্বারা স্নান করাইয়া গোদুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইয়া

প্রোক্ষয়েৎ প্রোক্ষণীতোয়ৈর্মূলেনাষ্টোত্তরং শতম্॥
সপুষ্পং সকুশং পাণিং ন্যস্য লিঙ্গস্য মস্তকে।
পূজয়েৎ জপেন্মূলমষ্টোত্তরশতোত্তরম্॥ ৬৮
ততো মূলেন মূর্দ্ধাদি-পীঠান্তং সংস্পৃশেদপি।
পূজাঞ্চ মহতীং কুর্য্যাদ্দেবমাবাহ্য পূর্ব্ববৎ॥ ৬৯
অপহৃতে স্থাপিতে লিঙ্গে শিবস্থানে জলেঽথবা।
বহ্নৌ রবৌ তথা ব্যোম্নি ভগবন্তং শিবং যজেৎ॥

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়ামুত্তরভাগে লিঙ্গ-বেরপ্রতিষ্ঠা-সম্প্রোক্ষণাদি-বিধিকথনং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥২৮॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

জ্ঞানে ক্রিয়ায়াং চর্য্যায়াং সারমুদ্ধৃত্য সংগ্রহাৎ।
উক্তং ভগবতা সর্ব্বং শ্রুতং শ্রুতিসমং ময়া॥১
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি যোগং পরমদুর্লভম্।
সাধিকারঞ্চ সাঙ্গঞ্চ সবিধিং সপ্রয়োজনম্॥ ২
যদ্যস্তি মরণং বৈধং রোগাদ্যনুপমর্দ্দতঃ।
সদ্যঃ সাধয়িতুং শক্যং যেন স্যান্নাত্মহা নরঃ॥ ৩
তচ্চ তৎকারণঞ্চৈব তৎকাল-করণানি চ।
তদ্ভেদতারতম্যঞ্চ বক্তুমর্হসি তত্ত্বতঃ॥ ৪

উপমন্যুরুবাচ।

স্থানে পৃষ্টং ত্বয়া কৃষ্ণ সর্ব্বপ্রশ্নার্থবেদিনা।
ততঃ ক্রমেণ তৎ সর্ব্বং বক্ষ্যে শৃণু সমাহিতঃ॥৫
নিরুদ্ধবৃত্ত্যন্তরস্য শিবে চিত্তস্য নিশ্চলা।
যা বৃত্তিঃ সা সমাসেন যোগঃ স খলু পঞ্চধা॥ ৬
মন্ত্রযোগঃ স্পর্শযোগো ভাবযোগস্তথাপরঃ।
অভাবযোগঃ সর্ব্বেভ্যো মহাযোগঃ পরো মতঃ॥৭
মন্ত্রাভ্যাসবশেনৈব মন্ত্রবাচ্যার্থগোচরঃ।
অব্যাক্ষেপা মনোবৃত্তির্মন্ত্রযোগ উদাহৃতঃ॥ ৮
প্রাণায়ামসখা সৈব স্পর্শযোগোঽভিধীয়তে।

এবং কুশ-সলিলে সংশোধন করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণে প্রোক্ষণীজল দ্বারা অষ্টোত্তর শতবার প্রোক্ষণ করিবে। এবং পূজক পুষ্প ও কুশ সহিত নিজ পাণিতল লিঙ্গ-শিরোভাগে স্থাপন করিয়া একশত আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবেন এবং সেই মূল উচ্চারণে মস্তক প্রভৃতি পীঠ পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান স্পর্শ করিবেন এবং দেবতার আবাহন করিয়া পূর্ব্বমত মহতী পূজা করিবেন। যদি প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ অপহৃত হয় বা কোনরূপে না পাওয়া যায়, তবে শিবস্থানে, জলে, বহ্নিতে, আকাশে ভগবান্ শিবকে পূজা করিবে। ৫০—৭০।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৮॥

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি জ্ঞান, পূজাদি কার্য্য ও সেবাদি কর্ম্মের বিষয় সকলের সার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়া যাহা কহিলেন, সেই বেদস্থানীয় বাক্য সকল শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে বিধিবোধিত সাঙ্গ সহেতুক পরম দুর্লভ যোগের কথা শুনিতে বাসনা হইয়াছে। মৃত্যু বিধিকর্তৃক নির্দ্দিষ্ট আছে সত্য, কিন্তু যে যোগের অনুষ্ঠানে মানব নীরোগ হইয়া মৃত্যুকে জয় করত আত্মঘাতী হন না, সেই যোগ ও তাহার কারণ, অনুষ্ঠান কাল ও তাহার প্রকারভেদ আপনি আমাকে সম্যক্‌রূপে বলুন। উপমন্যু কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আপনি নিখিল প্রশ্নার্থ অবগত আছেন, এক্ষণে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা অতি উপযুক্ত হইয়াছে। এক্ষণে ত্বদীয় প্রশ্নের ক্রমিক উত্তর বলিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন। মহাত্মগণ চিত্তের যাবৎ বিষয় হইতে ব্যাপার নিরোধ করিয়া একমাত্র শিবের প্রতি স্থাপন করাকেই সংক্ষেপে যোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। উহা মন্ত্রযোগ, স্পর্শযোগ, ভাবযোগ, অভাবযোগ ও মহাযোগ এই পাঁচভাগে বিভক্ত আছে। সাধকের মন্ত্রের অভ্যাসবলে মন্ত্রবাক্যের যথার্থ্য অবগত হইবার জন্য যে মনোবৃত্তির নিশ্চলতা, তাহারই নাম মন্ত্রযোগ। এবং সেই মন্ত্রযোগই প্রাণায়ামের সহিত অনুষ্ঠিত হইলে স্পর্শযোগ নামে ও প্রাণায়াম-বিরহিত হইয়া আচরিত হইলে, ভাব-

সমন্ত্রঃ স্পর্শনির্ম্মুক্তো ভাবযোগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৯
বিলীনাবয়বং বিশ্বং রূপং সম্ভাব্যতে যতঃ ।
অভাবযোগঃ সম্প্রোক্তোঽনাভাসাদ্বস্তুনঃ সতঃ ॥১০
শিবস্বভাব এবৈকশ্চিন্ত্যতে নিরুপাধিকঃ ।
যথা সৈব মনোবৃত্তির্মহাযোগ ইহোচ্যতে ॥ ১১
দৃষ্টে তথানুশ্রবিকে বিরক্তং বিষয়ে মনঃ ।
যস্য তস্যাধিকারোঽস্তি যোগে নান্যস্য কস্যচিৎ ॥১২
বিষয়দ্বয়দোষাণাং গুণানামীশ্বরস্য চ ।
বিমর্শাদেব সততং বিরক্তং জায়তে মনঃ ॥ ১৩
অষ্টাঙ্গো বা ষড়ঙ্গো বা সর্ব্বযোগঃ সমাসতঃ ।
যমশ্চ নিয়মশ্চৈব স্বস্তিকাদ্যং তথাসনম্ ॥ ১৪
প্রাণায়ামঃ প্রত্যাহারো ধারণা ধ্যানমেব চ ।
সমাধিরিতি যোগাঙ্গান্যষ্টৌ চেতি প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥১৫
আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারোঽথ ধারণা ।
ধ্যানং সমাধির্যোগস্য ষড়ঙ্গানি সমাসতঃ ॥ ১৬
পৃথগ্লক্ষণমেতেষাং শিবশাস্ত্রে সমীরিতম্ ।
শিবাগমেষু চান্যেষু বিশেষাৎ কামিকাদিষু ॥ ১৭

যোগশাস্ত্রেষ্বপি তথা পুরাণেষ্বপি কেষুচিৎ ।
তস্মাৎ সমাসাৎ সামান্যাদ্বক্ষ্যে যোগাঙ্গলক্ষণম্ ।
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যা-পরিগ্রহৌ ।
যম ইত্যুচ্যতে সদ্ভিঃ পঞ্চাবয়বযোগতঃ ॥ ১৯
শৌচং তুষ্টিস্তপশ্চৈব জপঃ প্রণিধিরেব চ ।
ইতি পঞ্চপ্রভেদঃ স্যান্নিয়মঃ স্বাংশভেদতঃ ॥ ২০
স্বস্তিকং পদ্মমর্দ্ধেন্দু বীরং যোগং প্রসাধিতম্ ।
পর্য্যঙ্কঞ্চ যথেষ্টঞ্চ প্রোক্তমাসনমষ্টধা ॥ ২১
প্রাণঃ স্বদেহজো বায়ুস্তস্যায়ামো নিরোধনম্ ।
তদ্রেচকং পূরকঞ্চ কুম্ভকঞ্চ ত্রিধোচ্যতে ॥ ২২
নাসিকাপুটমঙ্গুল্যা পীড্যৈকমপরেণ তু ।
ঔদরং রেচয়েদ্বায়ুং তথায়ং রেচকঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩
বাহ্যেন মরুতা দেহং দৃতিবৎ পরিপূরয়েৎ ।
নাসাপুটেনাপরেণ পূরণাৎ পূরকং মতম্ ॥ ২৪
ন মুঞ্চতি ন গৃহ্লাতি বায়ুমন্তর্ব্বহিঃস্থিতম্ ।
সম্পূর্ণকুম্ভবৎ তিষ্ঠেদচলং স তু কুম্ভকঃ ॥ ২৫

যোগ নামে কথিত হয়। এবং যে যোগ হইতে সংসারকে নিরাকার বলিয়া বিবেচনা হয় ও যাহাতে বিদ্যমান বস্তুর ভান হয় না, তাহারই নাম ভাবযোগ এবং যে মনোবৃত্তিতে একমাত্র উপাধিশূন্য শিবস্বরূপের চিন্তা হয়, তাহাকেই সংসারে মহাযোগ বলে। যাঁহার মন সাংসারিক সুখদুঃখে ও বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপে একান্ত বিরক্ত হয়, তাঁহারই যোগে অধিকার আছে; অন্য কাহারও নাই। যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা ঐহিক ও পারত্রিক সুখসাধন কর্ম্মের দোষ দর্শন করত একমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিচার করে, তিনিই যোগের অধিকারী। যোগের আটটী অঙ্গ অথবা সংক্ষেপে ছয়টী অঙ্গেতেও অনুষ্ঠিত হয়। যম, নিয়ম, স্বস্তিকাদি-আসনাভ্যাস, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটী যোগের অঙ্গ। সংক্ষেপে আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ছয় অঙ্গও বটে। ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ সমুদয় শিবশাস্ত্রে, শিবতন্ত্রে, বিশেষত শিবোক্ত কামিকাদি গ্রন্থে, অন্যান্য যোগশাস্ত্রে ও পুরাণাদিতে কথিত আছে তাহা হইতেই আমি সংক্ষেপরূপে যোগের সমুদয়ের লক্ষণ বলিতেছি। হিংসাত্যাগ, সত্য পথে বিচরণ, চৌর্য্যত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, অপ্রতিগ্রহ এই পঞ্চাবয়বী অনুষ্ঠানকেই পণ্ডিতেরা যম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। শুদ্ধ ভাব, সন্তোষ, জপ, তপস্যা, কৃৎকর্ম্মের ঈশ্বরে সমর্পণ, এই পঞ্চাবয়বে নিয়ম হইয়া থাকে। স্বস্তিক, পদ্ম, অর্দ্ধচন্দ্র, বীর, যোগ, প্রসাধিত, পর্য্যঙ্ক ও যথেষ্ট এই অষ্ট প্রকার আসন হইয়া থাকে। নিজের দেহস্থ বায়ুর নাম প্রাণ, উহার নিরোধকেই প্রাণায়াম কহে। তাহা আবার রেচক, পূরক ও কুম্ভ করূপে এই তিন প্রকার হইয়া থাকে। অঙ্গুলি দ্বারা একটী নাসারন্ধ্র টিপিয়া অপরটী দ্বারা উদর মধ্যস্থ বায়ুর নিঃসারণ করার নাম রেচক। একটী নাসাপুট অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া ভস্ত্রার ন্যায় অপর নাসাপথ দ্বারা বাহ্য বায়ুকে অন্তরে পূরণ করার নাম পূরক এবং অন্তর ও বহিঃস্থিত বায়ুর গ্রহণ বা পরিত্যাগ না করিয়া পূর্ণ কুম্ভের মত নিশ্চল অবস্থানকে কুম্ভক কহে।

রেচকাদ্যং ত্রয়মিদং ন দ্রুতং ন বিলম্বিতম্।
উদ্যুক্তঃ ক্রমযোগেণ ত্বভ্যস্যেদ্‌যোগসাধকঃ ॥ ২৬
রেচকাদিত্রয়াভ্যাসো নাড়ীশোধনপূর্ব্বকঃ।
প্রেত্যোৎক্রমণপর্য্যন্তঃ প্রোক্তো যোগানুশাসনে ॥
কন্যাদিক্রমবশাৎ প্রাণায়ামনিরোধনম্।
চতুর্দ্ধোপদিষ্টং স্যান্মাত্রা-গুণবিভাগতঃ ॥ ২৮
কন্যঃ শক্দুদ্ঘাতঃ স চ দ্বাদশমাত্রকঃ।
মধ্যমস্ত দ্বিরুদ্ঘাতশ্চতুর্ব্বিংশতিমাত্রকঃ ॥ ২৯
উত্তমস্ত ত্রিরুদ্ঘাতঃ ষট্‌ত্রিংশন্মাত্রকঃ পরঃ।
স্বেদকম্পাদিজনকঃ প্রাণায়ামস্তদুত্তরঃ ॥ ৩০
আনন্দোদ্ভবরোমাঞ্চ-নেত্রাশ্রুণাং বিমোচনম্।
জল্প-ভ্রমণ-মূর্চ্ছাদ্যং জায়তে যোগিনঃ পরম্ ॥ ৩১
জানুং প্রদক্ষিণীকৃত্য ন দ্রুতং ন বিলম্বিতম্।
অঙ্গুলীস্ফোটনং কুর্য্যাৎ সা মাত্রেতি প্রকীর্ত্তিতা ॥
মাত্রা ক্রমেণ বিজ্ঞেয়া চোদ্ঘাতক্রমযোগতঃ।
নাড়ীবিশুদ্ধিপূর্ব্বস্তু প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥ ৩৩
অগর্ভশ্চ সগর্ভশ্চ প্রাণায়ামো দ্বিধা স্মৃতঃ।
জপ-ধ্যানং বিনা গর্ভঃ সগর্ভস্তৎসমন্বয়াৎ ॥ ৩৪
অগর্ভাদ্গর্ভসংযুক্তঃ প্রাণায়ামঃ শতাধিকঃ।
তস্মাৎ সগর্ভং কুর্ব্বন্তি যোগিনঃ প্রাণসংযমম্ ॥ ৩৫
প্রাণস্য বিজয়াদেব জীয়ন্তে দশ বায়বঃ।
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ ॥ ৩৬
নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ।
প্রয়াণং কুরুতে যস্মাৎ তস্মাৎ প্রাণোঽভিধীয়তে
অবাঙ্নয়ত্যপানাখ্যো যদাহারাদি ভুজ্যতে।
ব্যানো ব্যানশয়ত্যঙ্গান্যশেষাণি বিবর্দ্ধয়ন্ ॥ ৩৮
উদ্বেজয়তি মর্ম্মাণীত্যুদানো বায়ুরীরিতঃ।
সমং নয়তি সর্ব্বাঙ্গং সমানস্তেন গীয়তে ॥ ৩৯
উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্ম উন্মীলনে স্থিতঃ।
কৃকরঃ ক্ষবথৌ জ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভণে।
ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৪০
ক্রমেণাভ্যস্যমানোঽয়ং প্রাণায়ামঃ প্রমাণবান্।

এই রেচকাদি প্রণায়াম অঙ্গ শীঘ্র বা বিলম্বে অনুষ্ঠান করিবে না; উদ্যোগী সাধক ক্রমশ অভ্যাসযোগে শিক্ষা করিবে। ১—২৬। অগ্রে নাড়ী শোধন করিয়া রেচকাদির অভ্যাস করিবে, ইহাই যোগশাস্ত্রে কথিত আছে। কন্যাদি-ক্রমে মাত্রাগুণ বিভাগ অনুসারে ঐ প্রাণায়াম নিরোধের চারি প্রকারে উপদিষ্ট হইয়া থাকে। যাহাতে একবার মাত্র উদ্ঘাত অর্থাৎ প্রাণবায়ু দ্বারা অপানের আঘাত হয়, সেই দ্বাদশ মাত্রার নাম কন্যা। মধ্যমের নাম দ্বিরুদ্ঘাত, উহা চব্বিশ মাত্রায় হয়। অপরের নাম ত্রিরুদ্ঘাত, উহাই উত্তম ও ষট্‌ত্রিংশৎ মাত্রায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন চতুর্থ প্রাণায়ামে যোগীর স্বেদকম্পাদি হইয়া থাকে। যোগীর যোগ-ক্রিয়া সময়ে আনন্দজনিত রোমাঞ্চ, নেত্রাশ্রু-পতন, বাগ্‌বিহ্বলতা ও মূর্চ্ছাদি হইয়া থাকে। জানু প্রদক্ষিণ করিয়া অদ্রুত ও অবিলম্বে অঙ্গুলিস্ফোটনের নাম মাত্রা। উদ্ঘাতক্রমে মাত্রাক্রমও জানিবে। প্রাণায়াম করিবার অগ্রেই নাড়ীশুদ্ধি করিবে। প্রাণায়াম অগর্ভ ও সগর্ভ এই ভাগদ্বয়ে বিভক্ত আছে। জপ-ধ্যান-বিরহিত হইলে অগর্ভ ও তৎসমন্বিত হইলে সগর্ভ হয়। অগর্ভ হইতে সগর্ভ প্রাণা-য়াম শতাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই যোগীরা সগর্ভ প্রাণায়ামেরই অভ্যাস করিয়া থাকেন। একমাত্র প্রাণবায়ুর জয়ে দশটী বায়ুকেই জয় করা যায়। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশ বায়ু শরীরে অবস্থিত আছে। প্রয়াণ অর্থাৎ গমন করেন বলিয়া উঁহার নাম প্রাণ এবং ভুক্ত আহারাদিকে অধোভাগে প্রেরণ করেন বলিয়া অপান আখ্যা হইয়াছে। সমস্ত অবয়বের বৃদ্ধি করিয়া ব্যাপিয়া থাকেন বলিয়া ব্যান সংজ্ঞা হইয়াছে। মর্ম্মস্থান সমুদয় উদ্বেজিত করেন বলিয়া উদান নাম হইয়াছে এবং সর্ব্বাঙ্গের সমতা সম্পাদন করেন বলিয়া সমান নাম হইয়াছে এবং উদ্গারকালে ঐ বায়ুর নাম নাগ, গাত্র-বিকাসনকালে কূর্ম্ম, কাসকারক বায়ুর নাম কৃকর ও জৃম্ভণকারকের নাম দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয় বায়ু সর্ব্বব্যাপী বলিয়া বিগতপ্রাণকেও ত্যাগ করেন না। এই প্রাণায়াম ক্রমশ অভ্যাস করাই শাস্ত্রসম্মত

নির্দ্দহত্যখিলং দোষং কর্ত্তুর্দেহঞ্চ রক্ষতি ॥ ৪১
প্রাণে তু বিজিতে সম্যক্ তচ্চিহ্নান্যুপলক্ষয়েৎ।
বিণ্মূত্রশ্লেষ্মণাং তাবদল্পভাবঃ প্রজায়তে ॥ ৪২
বহুভোজনসামর্থ্যং চিরাদুচ্ছ্বসনং তথা।
লঘুত্বং শীঘ্রগামিত্বমুৎসাহঃ স্বরসৌষ্ঠবম্ ॥ ৪৩
সর্ব্বরোগক্ষয়শ্চৈব বলং তেজঃ সুরূপতা।
ধৃতির্মেধা যুবত্বঞ্চ স্থিরতা চ প্রসন্নতা ॥ ৪৪
তপাংসি পাপক্ষয়তা যজ্ঞদান-ব্রতাদয়ঃ।
প্রাণায়ামস্য তস্যৈতে কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৪৫
ইন্দ্রিয়াণি প্রসক্তানি যথাস্বং বিষয়েষ্বিহ।
আহৃত্য যন্নিগৃহ্লাতি স প্রত্যাহার উচ্যতে ॥ ৪৬
মনঃপূর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি স্বর্গং নরকমেব চ।
নিগৃহীতবিসৃষ্টানি স্বর্গায় নরকায় চ ॥ ৪৭
তস্মাৎ সুখার্থী মতিমান্ জ্ঞানবৈরাগ্যমাস্থিতঃ।
ইন্দ্রিয়াশ্বান্ নিগৃহ্যাশু স্বাত্মনাত্মানমুদ্ধরেৎ ॥ ৪৮
ধারণা নাম চিত্তস্য স্থানবন্ধঃ সমাসতঃ।
স্থানঞ্চ শিব এবৈকো নান্যদ্দোষাশ্রয়ং যতঃ ॥ ৪৯
কালং কঞ্চাবধীকৃত্য স্থানেঽবস্থাপিতং মনঃ।
ন তু প্রচ্যবতে লক্ষ্যাদ্ধারণা স্যান্ন চান্যথা ॥ ৫০
মনসঃ প্রথমং স্থৈর্য্যং ধারণাতঃ প্রজায়তে।
তস্মাদ্ধীরং মনঃ কুর্য্যাদ্ধারণাভ্যাসযোগতঃ ॥ ৫১
ধ্যৈ চিন্তায়াং স্মৃতো ধাতুঃ শিবচিন্তা মুহুর্ম্মুহুঃ।
অব্যাক্ষিপ্তেন মনসা ধ্যানং নাম তদুচ্যতে ॥ ৫২
ধ্যেয়াবস্থিতচিত্তস্য সদৃশপ্রত্যয়স্য যঃ।
প্রত্যয়ান্তরনির্ম্মুক্তপ্রবাহো ধ্যানমুচ্যতে ॥ ৫৩
সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য শিব এব শিবঙ্করঃ।
পরো ধ্যেয়োঽথর্ব্বেশেতি সমাপ্তাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ ॥
সর্ব্বপ্রভূ শিবৌ তস্মাৎ সর্ব্বগৌ সর্ব্বদোদিতৌ।
সর্ব্বজ্ঞৌ সততং ধ্যেয়ৌ নানারূপবিভেদতঃ ॥
বিমুক্তিপ্রত্যয়ঃ পূর্ব্বঃ প্রত্যয়শ্চাণিমাদিকম্।
ইত্যেতদ্দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং ধ্যানস্যাস্য প্রয়োজনম্ ॥
ধ্যাতা ধ্যানং তথা ধ্যেয়ং যচ্চ ধ্যানপ্রয়োজনম্।
এতচ্চতুষ্টয়ং জ্ঞাত্বা যোগং যুঞ্জীত যোগবিৎ ॥

উহা দেহের যাবৎ দোষ নষ্ট করিয়া দেহকে রক্ষা করে। প্রাণায়াম সুসিদ্ধ হইল কি না তাহার বক্ষ্যমাণ লক্ষণ সমুদায় দেখিয়া বুঝিবে। প্রাণায়ামীর বিষ্ঠা, মূত্র ও শ্লেষ্মা, অল্প পরিমাণে হইতে থাকিবে। বহুভোজনে শক্তি, বিলম্বে শ্বাসক্রিয়া, দেহের লঘুতা, শীঘ্রগামিতা, উৎসাহ, সুস্বরতা, নীরোগতা, রূপ, তেজ, বল, ধৈর্য্য, মেধা, দৃঢ়তা ও প্রসন্নতা হইয়া থাকে। তপস্যা, যজ্ঞ, দান, ব্রতাদি প্রাণায়ামের ষোড়শাংশের উপযুক্ত নহে। ২৭—৪৫। স্ব স্ব বিষয়ে বিচরমণে ইন্দ্রিয়গণকে আহরণ করত নিগ্রহ করার নাম প্রত্যাহার। মনঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণই স্বর্গ ও নরকের সাধক বলিয়া নিগ্রহে স্বর্গ ও অনিগ্রহে নরক নিশ্চিত আছে; সুতরাং সুখাভিলাষী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জ্ঞান ও বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করত ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বদিগকে অতি শীঘ্র নিগ্রহ করিয়া স্বয়ংই আপনাকে পতন হইতে রক্ষা করিবেন। চিত্তের যথাস্থানে স্থিরীকরণকেই সংক্ষেপে ধারণা বলে। অন্য স্থান সমুদয় দোষাশ্রিত বলিয়া একমাত্র মহাদেবই চিত্তের অবস্থান স্থান। কো[...] একটী সময়কে সীমা রাখিয়া চিত্তকে শিব[...] স্থানে স্থাপন করিবে। যদি ঐ লক্ষ্য হইতে চ্যুত না হয়, তবেই ধারণা সুসিদ্ধা হইল। ধারণা হইতেই চিত্তের প্রথমত স্থিরতা সম্পা[...] হয় বলিয়া ধারণারূপ যোগের অভ্যাস দ্বা[...] মনকে ধীর করিবে। ধ্যৈ ধাতুর অর্থ— চিন্তা। মুহুর্ম্মুহুঃ শিবচিন্তাতেই ঐ অর্থ নি[...] আছে বলিয়া অচঞ্চলচিত্তে শিবচিন্তাকেই [...] বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এবঞ্চ ধ্যেয় শিবে চি[...] রাখিয়া তাঁহার সহিত নিজের তুল্যজ্ঞান বু[...] অপর জ্ঞান সমুদয় পরিহার করিলেই ধ্যান সি[...] হয়। ৪৬—৫৩। সংসারে একমাত্র শিব[...] অর্থাৎ কল্যাণপ্রদ শিবই পরম ধ্যেয় [...] ঈশা—ঈশ্বরের শক্তি—ধ্যেয়া এই [...] আথর্ব্বণী শ্রুতির অভিপ্রায়। শিব ও শি[...] ইহাঁরাই সকলের প্রভু, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ব[...] এবং নানারূপে সর্ব্বদা চিন্তনীয়। সংস[...] বিমুক্তি-প্রত্যয় ও প্রত্যয় অণিমাদি [...] দ্বিবিধ জ্ঞেয়ই ধ্যানের প্রয়োজন। [...] চারিটী বিশেষ জানিয়া যোগী যোগাভ্যা[...]

জ্ঞান-বৈরাগ্যসম্পন্নঃ শ্রদ্দধানঃ ক্ষমান্বিতঃ।
নির্ম্মমশ্চ সদোৎসাহী ধ্যাতেত্থ্যং পুরুষঃ স্মৃতঃ॥
জপাচ্ছ্রান্তঃ পুনর্ধ্যায়েৎ ধ্যানাচ্ছ্রান্তঃ পুনর্জপেৎ।
জপ-ধ্যানাভিযুক্তস্য ক্ষিপ্রং যোগঃ প্রসিধ্যতি॥৫৯
ধারণা দ্বাদশায়ামা ধ্যানং দ্বাদশধারণম্।
ধ্যানদ্বাদশকং যাবৎ সমাধিরভিধীয়তে॥ ৬০
সমাধির্নাম যোগাঙ্গমন্তিমং পরিকীর্ত্তিতম্।
সমাধিনা চ সর্ব্বত্র প্রজ্ঞালোকঃ প্রবর্ত্ততে॥ ৬১
যদর্থমাত্রনির্ভাসং স্তিমিতোদধিবৎ স্থিতম্।
স্বরূপশূন্যবদ্ধ্যানং সমাধিরভিধীয়তে॥ ৬২
ধ্যেয়ে মনঃ সমাবেশ্য তিষ্ঠেদপি চ সুস্থিরম্।
নির্ব্বাণানলবদ্যোগী সমাধিস্থঃ প্রগীয়তে॥ ৬৩
ন শৃণোতি ন চাঘ্রাতি ন রস্যতি ন পশ্যতি।
ন চ স্পর্শং বিজানাতি ন সঙ্কল্পয়তে মনঃ॥ ৬৪
ন চাভিমন্যতে কিঞ্চিন্ন চ বুধ্যতি কাষ্ঠবৎ।
এবং শিবে বিলীনাত্মা সমাধিস্থ ইহোচ্যতে॥ ৬৫
যথা দীপো নিবাতস্থঃ স্পন্দতে ন কদাচন॥ ৬৬
তথা সমাধিনিষ্ঠোঽপি তস্মান্ন বিচলেৎ সুধীঃ।
এবমভ্যস্যতশ্চাব্দং যোগিনো যোগমুত্তমম্।
তদন্তরায়া নশ্যন্তি বিঘ্নাঃ সর্ব্বে শনৈঃ শনৈঃ॥৬৭
আলস্যং ব্যাধয়স্তীব্রাঃ প্রমাদস্থা ন সংশয়ঃ।
অনবস্থিতচিত্তত্বমশ্রদ্ধা ভ্রান্তিদর্শনম্॥ ৬৮
দুঃখানি দৌর্ম্মনস্যঞ্চ বিষয়েষু চ লোলতা।
দশৈতে যুঞ্জতাং পুংসামন্তরায়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥৬৯
আলস্যমলসত্বন্তু যোগিনাং দেহ-চেতসোঃ।
ধাতুবৈষম্যজা দোষা ব্যাধয়ঃ কর্ম্মদোষজাঃ॥ ৭০
প্রমাদো নাম যোগস্য সাধনানামভাবনা।
ইদং বেত্ত্যুভয়ালম্বি জ্ঞানং তৎস্থানসংশয়ঃ॥ ৭১
অপ্রতিষ্ঠা হি মনসস্ত্বনবস্থিতিরুচ্যতে।
অশ্রদ্ধা ভাবরহিতা বৃত্তির্বৈ যোগবর্ত্মনি॥ ৭২
বিপর্য্যস্তা মতির্যা সা ভ্রান্তিরিত্যভিধীয়তে।

যুক্ত হইবেন। যিনি জ্ঞানী, সংসারবিরাগী, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ক্ষমাশীল, মমতাশূন্য ও উৎসাহযুক্ত, এতাদৃশ পুরুষই ধ্যাতা হইবার পাত্র। সাধক জপে শ্রান্ত হইলে ধ্যানে বসিবেন ও ধ্যাতা ধ্যানে শ্রান্ত হইলে জপ করিতে থাকিবেন; এইরূপ জপ ও ধ্যানে নিরত ব্যক্তির যোগচর্য্যা অতি শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া থাকে। দ্বাদশ প্রাণায়ামে একবার ধারণা হয়। দ্বাদশ ধারণায় একবার ধ্যান সম্পন্ন হয়। দ্বাদশ ধ্যানে একটী বার সমাধি হইয়া থাকে। সমাধিকেই যোগের শেষ অঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সমাধিপ্রভাবে যোগীর অদৃষ্ট অশ্রুত বিষয়েও জ্ঞান প্রকাশ হইয়া থাকে। স্বরূপতঃ ধ্যানই সমাধি নামে অভিহিত হইয়াছে। সমাধিস্থ ব্যক্তি নিশ্চল সমুদ্রের ন্যায় স্বীয় ধ্যেয় বস্তুতে মনোনিবেশ করিয়া সুস্থির হইয়া অবস্থান করেন এবং স্থির প্রদীপের সহিত সমাধিস্থ যোগীর উপমা হইয়া থাকে। তিনি তৎকালে কিছুই শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন বা দর্শন করেন না এবং তাঁহার কোনরূপ স্পর্শানুভব হয় না; মানসিক সঙ্কল্প থাকে না; কিছুতেই সম্মত হয়েন; কাষ্ঠের মত কোনরূপ বোধশক্তি থাকে না। এইরূপ ভাবে একমাত্র পরমাত্মা শিবে আত্মায় সংযোগ রাখিলেই সমাধিস্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হন। যেমন নির্ব্বাতস্থানস্থিত দীপ কিছুতেই চঞ্চল হয় না, তদ্রূপ সমাধিস্থ যোগী কোনরূপেই সমাধি হইতে বিচলিত হন না। এইরূপে এক বর্ষ উত্তম যোগ অভ্যাস করিলে সেই যোগীর ক্রমশঃ অল্পে-অল্পে সমুদয় বাধা-বিপত্তি দূরীভূত হয়। আলস্য, দুঃসাধ্য রোগ, প্রমাদ, স্থানসংশয়, চিত্তচাঞ্চল্য, অশ্রদ্ধা, ভ্রম-দৃষ্টি, দুঃখানুভব ও তজ্জনিত দৌর্ম্মনস্য ও বিষয়ে একান্ত অনুরাগ, এই দশটী যোগীর যোগানুষ্ঠানের প্রধান বিঘ্ন জানিবে। তন্মধ্যে যোগীর দেহের ও চিত্তের অলসতাকেই আলস্য কহে এবং দেহস্থিত ধাতুর বিকৃতি হইতে ও কৃত-কর্ম্মের দোষে রোগের উৎপত্তি হয় ৫৪—৭০। যোগাঙ্গ যম নিয়মাদির অভ্যাসের নাম প্রমাদ। ইহাকেই "চিন্তিব" বা "ইহাই চিন্তনীয়" এইরূপ জ্ঞানের নাম স্থানসংশয়। চিত্তের একত্র অনবস্থানকে অপ্রতিষ্ঠা কহে। যোগপথে ভাবোপহত বৃত্তির নাম অশ্রদ্ধা। বুদ্ধির সত্যে

দুঃখমজ্ঞানজং পুংসাং চেতস্যাধ্যাত্মিকং বিদুঃ ॥৭৩
আধিভৌতিকমঙ্গোত্থং যচ্চ দুঃখং পুরাকৃতৈঃ।
আধিদৈবিকমাখ্যাতমশন্যস্ত্রবিষাদিজম্ ॥ ৭৪
ইচ্ছাবিঘাতজং ক্ষোভং দৌর্ম্মনস্যং প্রচক্ষতে।
বিষয়েষু বিচিত্রেষু বিভ্রমস্তত্র লোলতা ॥ ৭৫
শান্তেষেতেষু বিঘ্নেষু যোগাসক্তস্য যোগিনঃ।
উপসর্গাঃ প্রবর্ত্তন্তে দিব্যাস্তে সিদ্ধিসূচকাঃ ॥ ৭৬
প্রতিভা শ্রবণং বার্ত্তা দর্শনাস্বাদবেদনাঃ।
উপসর্গাঃ ষড়িত্যেতে ব্যয়ে যোগস্য সিদ্ধয়ঃ ॥ ৭৭
সূক্ষ্মে ব্যবহিতেঽতীতে বিপ্রকৃষ্টে ত্বনাগতে।
প্রতিভা কথ্যতে যোঽর্থে প্রতিভাসো যথাতথম্ ॥
শ্রবণং সর্ব্বশব্দানাং শ্রবণন্ত্বপ্রযত্নতঃ।
বার্ত্তা বার্ত্তাসু বিজ্ঞানং সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্ ॥৭৯
দর্শনং নাম দিব্যানাং দর্শনঞ্চাপ্রযত্নতঃ।
তথা স্বাদশ্চ দিব্যেষু রসেষাস্বাদ উচ্যতে ॥ ৮০
স্পর্শনাধিগমস্তদ্বদ্বেদনা নাম বিশ্রুতা ॥ ৮১

গন্ধাদীনাঞ্চ দিব্যানামাব্রহ্মভুবনাধিপাঃ।
সন্তিষ্ঠন্তে চ রত্নানি প্রযচ্ছন্তি বহূনি চ ॥ ৮২
স্বচ্ছন্দমধুরা বাণী বিবিধাস্যাৎ প্রবর্ত্ততে।
রসায়নানি সর্ব্বাণি দিব্যাশ্চৌষধয়স্তথা ॥ ৮৩
সিধ্যন্তি প্রণিপত্যৈনং দিশন্তি সুরযোষিতঃ।
যোগসিদ্ধ্যেকদেশেঽপি দৃষ্টে মোক্ষে ভবেন্মতিঃ।
দৃষ্টমেতন্ময়া যদ্বৎ তদ্বন্মোক্ষো ভবেদিতি।
কৃশতা স্থূলতা বাল্যং বার্দ্ধক্যঞ্চৈব যৌবনম্ ॥ ৮
নানাজাতিস্বরূপত্বং চতুর্ণাং দেহধারণম্।
পার্থিবাংশং বিনা নিত্যং সুরভির্গন্ধসংগ্রহঃ।
এবমষ্টগুণং প্রাহুঃ পৈশাচং পার্থিবং পদম্ ॥৮
জলে নিবসনঞ্চৈব ভূম্যামেব বিনির্গমঃ।
ইচ্ছেচ্ছক্তঃ স্বয়ং পাতুং সমুদ্রমপি চাতুরঃ ॥৮
যত্রেচ্ছতি জগত্যস্মিংস্তত্রৈব জলদর্শনম্।
বিনা কুম্ভাদিকং পাণৌ জলসঞ্চয়ধারণম্ ॥ ৮৮
যদ্বস্তু বিরসঞ্চাপি ভোক্তুমিচ্ছতি তৎক্ষণাৎ।
রসাদিকং ভবেচ্চান্যৎ ত্রয়াণাং দেহধারণম্ ॥৮
নির্ব্রণত্বং শরীরস্য পার্থিবৈশ্চ সমন্বিতম্।
তদিদং ষোড়শগুণমাপ্যমৈশ্বর্য্যমদ্ভুতম্ ॥ ৯০

মিথ্যাবোধের নাম ভ্রান্তি। দুঃখ ত্রিবিধ; তন্মধ্যে পুরুষের চিত্তে অজ্ঞানজ ভাবের নাম আধ্যাত্মিক, দৈহিক দুঃখের নাম আধিভৌতিক এবং বজ্র অস্ত্র ও বিষাদ হইতে ভয়ের নাম আধিদৈবিক। ইচ্ছার ব্যাঘাত হইতে যে মানসিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাহাকেই দৌর্ম্মনস্য কহে। বিচিত্র বিষয়ে চিত্তের বিলাসের নাম লোলতা। যোগারূঢ় যোগীর এই দশবিধ বিঘ্ন উপশান্ত হইলে বক্ষ্যমাণ সিদ্ধি-সূচক দিব্য উপসর্গ সকল উপস্থিত হইতে থাকে। প্রতিভা, শ্রবণ, বার্ত্তা, দর্শন, আস্বাদ ও বেদনা এই ষড়্বিধ উপসর্গ যোগসিদ্ধিসূচক রূপে কথিত আছে। যোগীর স্বচিত্তে সূক্ষ্ম, দূরবর্ত্তী, অতীত, ব্যবহিত ও অনাগত বস্তুর স্বরূপতঃ প্রতিভাসকে প্রতিভা কহে। অনায়াসে সকল শব্দের শ্রবণকেই শ্রবণ কহে। সর্ব্বপ্রাণীর বাক্যে অভিজ্ঞতার নাম বার্ত্তা। দিব্যবস্তুর অনায়াসে দর্শনেরই নাম দর্শন। দিব্যরসের আস্বাদনকেই আস্বাদ কহে এবং স্পর্শানুভবকেই বেদনা বলে। যোগীর যোগ সিদ্ধ হইলে মুখ হইতে মধুর-

বাক্য নিঃসৃত হয় এবং দিব্য রসায়ন বস্তু সক ও দিব্য ওষধি-নিচয় ইহার করস্থ হয় ও দি নারীগণ ইহার সুখ সম্পাদন করেন এবং প "যেরূপ আমি এই সকল দেখিতেছি, তদ্র আমার মুক্তি হউক" বলিয়া মোক্ষে বুদ্ধি অর্থ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। ৭১—৮৪। সাধার জীবের ক্ষিতি অপ্ তেজ ও মরুৎ চতুঃপদার্থ দেহসম্পাদক বলিয়া, কৃশতা, স্থূলতা, বা বার্দ্ধক্য, যৌবনাদি ঘটিয়া থাকে; কি যোগীর যোগসিদ্ধ হইলে পার্থিবাংশ প্রভাবে সর্ব্বদাই পুষ্পাদি ব্যতিরেকেও মনোজ্ঞ গন্ধের আঘ্রাণ হয়; জলে বাস, ভূমধ্যে প্রবে করিতে সমর্থ হন ও পীড়াবস্থায় একা সমুদ্রকেও পান করিতে সমর্থ বলিয়া বাসনা ক এবং সংসার মধ্যে যে কোন স্থানে ইচ্ছা কর বেন, তাহারই জল দর্শন করিতে পারিবেন এব জলের শক্তিতে শরীরের নির্ব্রণতা হইবে। এই পার্থিব ও বারি জন্য অদ্ভুত গুণ মিলিয়া যোগ

শরীরাদগ্নিনির্ম্মাণং তত্তাপভয়বর্জ্জনম্ ।
শক্তির্জগদিদং দগ্ধুং যদিচ্ছেদপ্রযত্নতঃ ॥ ৯১
স্থাপনং বানলস্থাপ্সু পাণৌ পাবকধারণম্ ।
সৃষ্টে সর্গে যথাপূর্ব্বং মুখে বান্নাদিপাচনম্ ॥ ৯২
বাত্যাং দেহবিনির্ম্মাণমাপ্যৈশ্বর্য্যসমন্বিতম্ ।
এতচ্চতুর্ব্বিংশতিধা তৈজসং পরিচক্ষতে ॥ ৯৩
মনোজবত্বং ভূতানাং ক্ষণাদন্তঃপ্রবেশনম্ ।
পর্ব্বতাদিমহাভার-ধারণঞ্চাপ্রযত্নতঃ ॥ ৯৪
গুরুত্বঞ্চ লঘুত্বঞ্চ পাণাবনিলধারণম্ ।
অঙ্গুল্যগ্রনিপাতাদ্যৈর্ভূমেরপি চ কম্পনম্ ॥ ৯৫
একেন দেহনিষ্পত্তির্যুক্তং ভোগৈশ্চ তৈজসৈঃ ।
ষট্ত্রিংশদ্গুণমৈশ্বর্য্যং মারুতং কবয়ো বিদুঃ ॥ ৯৬
ছায়াহীনবিনিষ্পত্তিরিন্দ্রিয়াণামদর্শনম্ ।
খেচরত্বং যথাকামমিন্দ্রিয়ার্থৈঃ সমন্বয়ঃ ॥ ৯৭
আকাশে লঙ্ঘনঞ্চৈব স্বদেশে তন্নিবেশনম্ ।
আকাশপিণ্ডীকরণমশরীরত্বমেব চ ॥ ৯৮
অনিলৈশ্বর্য্যসংযুক্তং চত্বারিংশদ্গুণং মহৎ ।
ঐন্দ্রমৈশ্বর্য্যমাখ্যাতমাম্বরং তৎ প্রচক্ষতে ॥ ৯৯
যথাকামোপলব্ধিশ্চ যথাকামবিনির্গমঃ ।
সর্ব্বস্যাভিভবশ্চৈব সর্ব্বগুহ্যার্থদর্শনম্ ॥ ১০০
কর্ম্মানুরূপনির্ম্মাণং বশিত্বং প্রিয়দর্শনম্ ।
সংসারদর্শনঞ্চৈব ভোগৈরৈন্দ্রৈঃ সমন্বিতম্ ॥১০১
এতচ্চান্দ্রমসৈশ্বর্য্যং মানসং গুণতোঽধিকম্ ॥১০২
ছেদনং তাড়নঞ্চৈব বন্ধনং মোচনং তথা ।
গ্রহণং সর্ব্বভূতানাং সংসারবশবর্ত্তিনাম্ ॥ ১০৩
প্রসাদশ্চাপি সর্ব্বেষাং মৃত্যুকালজয়স্তথা ।
আভিমানিকমৈশ্বর্য্যং প্রাজাপত্যং প্রচক্ষতে ॥১০৪
এতচ্চান্দ্রমসৈর্ভোগৈঃ ষট্পঞ্চাশদ্গুণং মহৎ ।
সর্গঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ ত্রাণং সংহরণং তথা ॥ ১০৫
স্বাধিকারশ্চ সর্ব্বেষাং ভূতচিত্তপ্রবর্ত্তনম্ ।
অসাদৃশ্যঞ্চ সর্ব্বস্য নির্ম্মাণং জগতঃ পৃথক্ ॥১০৬
শুভাশুভস্য করণং প্রাজাপত্যৈশ্চ সংযুতম্ ।
চতুঃষষ্টিগুণং ব্রাহ্মমৈশ্বর্য্যং তৎ প্রচক্ষতে ॥১০৭

স্থির হইয়াছে। এবং তেজোগুণে দেহ হইতে অগ্নির উৎপত্তি হয়, তথাচ সে অগ্নিতে স্ব দেহের কোন তাপাদি অনিষ্ট সম্ভব নাই; কিন্তু ইচ্ছা করিলে সে অগ্নি দ্বারা এ সংসারকে যোগী অনায়াসে দগ্ধ করিতে সমর্থ হন। জলে অগ্নিস্থাপন, হস্তে অনলধারণ করিতে পারেন এবং অগ্নিতাপ ব্যতিরেকেও নিজ মুখ দ্বারা অন্নপাকে সমর্থ হন। এই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার যোগীর তেজোগুণ কথিত হইল। যোগী পবনধাতুর গুণে মনের ন্যায় শীঘ্র গমন করিয়া সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে ও পর্ব্বতাদি অতি গুরুভার বস্তুকেও অনায়াসে ধারণ করিতে সমর্থ হন; সাময়িক গুরুত্ব ও লঘুত্ব হয়; হস্তমধ্যে বায়ুকে ধারণ করিতে পারেন; যোগীর একটী মাত্র অঙ্গুলির নিক্ষেপে পৃথিবীও কম্পিতা হন। যোগীর দেহরক্ষা একমাত্র বায়ু দ্বারা হইলেও তৈজস ঐশ্বর্য্য সমুদয় ভোগ করিয়া থাকেন। যোগীর এই ষট্‌ত্রিংশৎ প্রকার মারুত ঐশ্বর্য্যই হয়, ইহা পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন এবং যোগীর দেহের ছায়াপাতও ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যক্ষ হয় না। খেচরত্ব, ইচ্ছামত ইন্দ্রিয়-বিষয়ভোগ, আকাশলঙ্ঘন, স্বদেশে আকাশ-নিবেশন, আকাশপিণ্ডীকরণ, অশরী-রত্ব এবং অনলৈশ্বর্য্য এই চত্বারিংশৎ গুণ মহৎ ঐশ্বর্য্য ঐন্দ্র নামে খ্যাত, তাহা আম্বর নামেও কথিত হইয়া থাকে।৮৫—৯৯। ইচ্ছামত প্রাপ্তি, ইচ্ছামত নির্গমণ, সর্ব্বাভিভবনী শক্তি, সর্ব্ব-বিধ গুহ্যার্থ দর্শন, কর্ম্মানুরূপ নির্ম্মাণ, জিতে-ন্দ্রিয়তা, প্রিয়দর্শিতা, সংসারদর্শন এবং ঐন্দ্রৈশ্বর্য্য, এই অষ্টাচত্বারিংশৎ গুণ নানা-ময় চান্দ্র ঐশ্বর্য্য। সংসারস্থ সর্ব্বভূতের ছেদন, তাড়ন, বন্ধন, মোচন, গ্রহণ, সর্ব্ব-প্রসাদকতা, মৃত্যুজয়, কালজয় এবং চান্দ্র-ঐশ্বর্য্য এই ষট্‌পঞ্চাশৎ গুণ আভিমানিক ঐশ্বর্য্য প্রাজাপত্য নামেও কথিত। সঙ্কল্পমাত্রে সৃষ্টি, রক্ষণ, সংহরণ,সর্ব্বত্র-স্বাধিকার,ভূতচিত্ত-প্রবর্ত্তন, সর্ব্বত্র অতুলনীয়তা, পৃথগ্‌ভাবে জগন্নির্ম্মাণ, শুভাশুভ অনুষ্ঠান এবং প্রাজাপত্য ঐশ্বর্য্য, এই চতুঃষষ্টি গুণ ব্রাহ্ম-ঐশ্বর্য্য। এই ব্রাহ্ম বা

বৌদ্ধাদস্মাৎ পরং গৌণমৈশ্বর্য্যং প্রাকৃতং বিদুঃ।
বৈষ্ণবং তৎ সমাখ্যাতং তস্মৈব ভুবনে স্থিতম্॥
ব্রহ্মণৈতদ্‌গুণং সর্ব্বং বেত্তুমন্যৈর্ন শক্যতে।
তৎপৌরুষঞ্চ গৌণঞ্চ গাণেশং পদমৈশ্বরম্॥১০৯
বিষ্ণুনা তৎপদং কিঞ্চিজ্‌জ্ঞাতুমন্যৈর্ন শক্যতে।
বিজ্ঞানসিদ্ধয়শ্চৈব সর্ব্বা এবৌপসর্গিকাঃ।
নিরোদ্ধব্যাঃ প্রযত্নেন বৈরাগ্যেণ পরেণ তু॥ ১১০
প্রতিভাদিষশুদ্ধেষু গুণেষ্বাসক্তচেতসঃ।
ন সিধ্যেৎ পরমৈশ্বর্য্যমব্যয়ং সার্ব্বকামিকম্॥ ১১১
তস্মাদ্‌গুণাংশ্চ ভোগাংশ্চ দেবাসুরমহীভৃতাম্।
তৃণবদ্‌যস্ত্যজেৎ তস্য যোগসিদ্ধিঃ পরা ভবেৎ॥
অথাবানুগ্রহেচ্ছায়াং জগতো বিচরেন্মুনিঃ।
যথাকামং গুণান্ ভোগান্ ভুক্ত্বা মুক্তিং প্রযাস্যতি
অথ প্রয়োগং যোগস্য বক্ষ্যে শৃণু সমাহিতঃ॥১১৪
শুভে কালে শুভে দেশে শিবক্ষেত্রাদিকে পুনঃ।
বিজনে জন্তুরহিতে নিঃশব্দে বাধবর্জ্জিতে॥১১৫
সুপ্রলিপ্তে স্থলে সৌম্যে গন্ধধূপাদিবাসিতে।
মুক্তপুষ্পসমাকীর্ণে বিতানাদিবিচিত্রিতে॥ ১১৬
কুশ-পুষ্প-সমিত্তোয়-ফল-মূলসমন্বিতে।
নাগ্ন্যভ্যাসে জলাভ্যাসে শুষ্কপর্ণময়েঽপি বা॥১১৭
ন দংশ-মশকাকীর্ণে সর্প-শ্বাপদসঙ্কুলে।
ন চ দুষ্টমৃগাকীর্ণে সভয়ে দুর্জ্জনাবৃতে॥ ১১৮
শ্মশানে চৈত্যবল্মীকে জীর্ণাগারে চতুষ্পথে।
নদী-নদ-সমুদ্রাণাং তীরে রথ্যান্তরেঽপি বা॥১১৯
ন জীর্ণোদ্যানগোষ্ঠাদৌ নানিষ্টে ন চ নিন্দিতে।
নাজীর্ণাম্লরসোদ্গারে ন চ বিণ্মূত্রদূষিতে॥ ১২০
ন ছর্দ্দ্যাং নাতিসারে চ নাতিভুক্তঃ শ্রমান্বিতঃ।
ন চাতিচিন্তাকুলিতো ন চাতিক্ষুৎপিপাসিতঃ।
নাপি স্বগুরুকর্ম্মাদৌ প্রসক্তো যোগমাচরেৎ॥১২১
যুক্তাহার-বিহারশ্চ যুক্তচেষ্টশ্চ কর্ম্মসু।
যুক্তনিদ্রা চ বোধশ্চ সর্ব্বায়াসবিবর্জ্জিতঃ॥ ১২২
আসনং মৃদুলং রম্যং বিপুলং সুষমং শুচি।
মৃদুচর্ম্মপরীধানং মধ্বাদ্যক্তং শুভং সুখম্॥ ১২৩

বৌদ্ধ ঐশ্বর্য্য হইতে শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যের নাম গৌণ বা প্রাকৃত ঐশ্বর্য্য। এই ভুবনস্থ ঐশ্বর্য্য বৈষ্ণব নামেও খ্যাত। এই সমস্ত ঐশ্বর্য্যই ব্রহ্মার বিদিত, অন্যে ইহা জানিতে সমর্থ নহে। পৌরুষ ও গৌণ ঐশ্বর্য্যই—গাণেশ এবং ঐশ্বর পদ; ইহা বিষ্ণুর কিঞ্চিৎ বিদিত; অপরে ইহা জানিতে অসমর্থ। সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞানসিদ্ধিই উপসর্গের মধ্যে; পরম-বৈরাগ্য-সহযোগে যত্ন-পূর্ব্বক ইহা নিরোধনীয়। প্রতিভাদি অশুদ্ধ থাকিলে, চিত্ত গুণাসক্ত হয়। আর তাহা হইলে সার্ব্বকামিক অব্যয় ঐশ্বর্য্যের সিদ্ধি হয় না। অতএব যে ব্যক্তি,দেবতা,অসুর ও রাজাদিগের ভোগ ও গুণ তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তাহারই পরম যোগসিদ্ধি হয়। অনন্তর, সেই মুনি, জগতের অনুগ্রহাভিলাষে বিচরণ করিবেন। যথাভিমত ভোগগুণলাভের পর মুক্তি লাভ করিবেন। এক্ষণে যোগপ্রয়োগ কীর্ত্তন করিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। শুভকালে, নির্জ্জন জন্তুহীন নিঃশব্দ নির্ব্বোধ শিবক্ষেত্রাদি শুভদেশে, সৌম্য সুপ্রলিপ্ত গন্ধ-ধূপাদি-বাসিত মুক্তাপুষ্পসমাকীর্ণ বিতানাদি-বিচিত্রিত কুশ-পুষ্প-সমিধ্-জল-ফল-মূল-সমন্বিত স্থলে যোগ করিবে। অগ্নিসমীপে, জলসমীপে, শুষ্কপত্রময় স্থানে, দংশমশকাকীর্ণ স্থলে, সর্পশ্বাপদসঙ্কুল ক্ষেত্রে, দুষ্টমৃগাকীর্ণ দুর্জ্জনব্যাপ্ত বা ভয়সঙ্কুল স্থানে যোগ করিবে না। শ্মশান, চৈত্য, বল্মীক, জীর্ণাগার, চতুষ্পথ, নদীনদ-সমুদ্রতীর, রথ্যামধ্য, জীর্ণোদ্যান, গোষ্ঠ ইত্যাদি নিন্দিত এবং অনিষ্ট স্থানে যোগ করিবে না। অজীর্ণ, অম্লোদ্গার, বিণ্মূত্রদোষ, বমি বা অতিসারেও যোগ করা বিধেয় নহে। অতিভোজন, শ্রম, বিষয়-চিন্তাধিক্য, অতিক্ষুধা বা অতিতৃষ্ণা সমন্বিত হইলেও যোগ করিবে না। স্বীয় গুরু প্রভৃতির কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলেও যোগ করিবে না। উচিতাহারী, উচিতবিহারী, উপযুক্ত চেষ্টাশীল, নিদ্রাজাগরণে নিয়মসম্পন্ন এবং সর্ব্ববিধ আয়াসবর্জ্জিত পুরুষই যোগাধিকারী। বিস্তৃত, কোমল, রমণীয় সুষম এবং পবিত্র আসন হইবে। তাহার উপর কোমল চর্ম্ম থাকিবে, মধুপ্রভৃতি দ্বারা প্রোক্ষিত হইবে। এই

কল্পয়িত্বা সমারুহ্য সমং স্থিরসুখং যথা।
পদ্মক-স্বস্তিকাদীনামভ্যসেদাসনেষু চ ॥ ১২৪
অভিবন্দ্য স্বগুর্ব্বন্তানভিবাদ্যাননুক্রমাৎ।
ঋজুগ্রীব-শিরো-বক্ষা নাতিশ্লিষ্টৌষ্ঠলোচনঃ ॥ ১২৫
কিঞ্চিদুন্নমিতশিরা দন্তৈর্দন্তান্ ন সংস্পৃশেৎ ॥
দন্তাগ্রসংস্থিতাং জিহ্বামচলাং সন্নিবেশ্য চ।
পার্ষ্ণিভ্যাং বৃষণৌ রক্ষংস্তথা প্রজননং পুনঃ ॥১২৭
উর্ব্বোরুপরি সংস্থাপ্য বাহু তির্য্যগযত্নতঃ।
দক্ষিণং করপৃষ্ঠন্তু ন্যস্য বামতলোপরি ॥১২৮
উন্নম্য শনকৈঃ পৃষ্ঠমুরোঽবষ্টভ্য চাগ্রতঃ।
সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥
সংভৃতপ্রাণসঞ্চারঃ পাষাণ ইব নিশ্চলঃ।
স্বদেহায়তনস্যান্তর্বিচিন্ত্য শিবমম্বয়া ॥ ১৩০
হৃৎপদ্মপীঠিকামধ্যে ধ্যানযজ্ঞেন পূজয়েৎ।
মূলে নাসাগ্রতো নাভৌ কণ্ঠে বা তালুরন্ধ্রয়োঃ ॥
ভ্রূমধ্যে দ্বাদশান্তে বা ললাটে মূর্দ্ধ্নি বা স্মরেৎ।
পরিকল্প্য যথান্যায়ং শিবয়োঃ পরমাসনম্ ॥ ১৩২
তত্র সাবরণং বাপি নিরাবরণমেব বা।
দ্বিদলে ষোড়শারে বা দ্বাদশারে যথাবিধি ॥ ১৩৩
দশারে বা ষড়স্রে বা চতুরস্রে শিবং স্মরেৎ।
ভ্রুবোরন্তরতঃ পদ্মং দ্বিদলং তড়িদুজ্জ্বলম্ ॥ ১৩৪
ভ্রূমধ্যস্থারবিন্দস্য ক্রমাদ্বৈ দক্ষিণোত্তরে।
বিদ্যুৎসমানবর্ণে চ পর্ণে বর্ণাবসানকে ॥ ১৩৫
ষোড়শারস্য পত্রাণি স্বরাঃ ষোড়শ তানি বৈ।
পূর্ব্বাদীনি ক্রমাদেতৎ পদ্মকন্দস্য মূলতঃ।
ককারাদি-ঠকারান্তা বর্ণাঃ পর্ণান্যনুক্রমাৎ ॥ ১৩৬
ভানুবর্ণস্য পদ্মস্য ধ্যেয়ং তদ্ধৃদয়ান্তরে।
বর্ণাঃ পর্ণানি পদ্মস্য নাভেরুপরি পৃষ্ঠতঃ ॥ ১৩৭
গোক্ষীরধবলস্যোক্তা ডাদি-ফান্তা যথাক্রমম্।
অধোদলস্যাম্বুজস্য এতস্য চ দলানি ষট্ ॥১৩৮
বিধূমাঙ্গারবর্ণস্য বর্ণা বাদ্যাশ্চ লান্তিমাঃ ॥ ১৩৯
মূলাধারারবিন্দস্য হেমাভস্য যথাক্রমম্।
বকারাদি-সকারান্তা বর্ণাঃ পর্ণময়াঃ স্থিতাঃ ॥১৪০
এতেষথারবিন্দেষু যত্রৈবাভিরতং মনঃ।
তত্রৈব দেবং দেবীঞ্চ চিন্তয়েদ্ধীরয়া ধিয়া ॥ ১৪১

সুখ শুভ ও সুখকর আসন কল্পনা করিয়া স্থির-সুখে তাহাতে উপবেশন করিয়া পদ্মকস্বস্তিকাদি আসন অভ্যাস করিবে। নিজগুরু পর্য্যন্ত অভিবাদনীয়বর্গকে যথাক্রমে অভিবন্দন করিবার পর যোগে বসিতে হয়। যোগ করিবার সময়ে গ্রীবা, মস্তক এবং বক্ষ সরলভাবে থাকিবে; ওষ্ঠ এবং চক্ষু গাঢ় মুদ্রিত হইবে না। মস্তক কিঞ্চিৎ উন্নত রাখিবে; দন্তেদন্তে স্পর্শ হইবে না। ১২৪—১২৬জিহ্বাকে নিশ্চলভাবে দন্তাগ্রসমীপে স্থাপন করিবে। জননেন্দ্রিয় এবং মুষ্ক পাদ-পার্ষ্ণি দ্বারা চাপিয়া রাখিবে, অপ্রযত্নে বক্রভাবে, বাহুযুগল উরু দ্বারা পরিস্থাপন করিবে। দক্ষিণ করপৃষ্ঠ উত্তানভাবে বামকরতলে রাখিবে; পৃষ্ঠ অল্প উন্নত এবং বক্ষস্থল স্থিরভাবে রাখিবে। নিজ নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখিবে, কোনদিকে দৃষ্টি-পাত করিবে না। শ্বাসপ্রশ্বাস নিরোধপূর্ব্বক পাষাণসম নিশ্চলভাবে থাকিয়া নিজ শরীরায়-তন হৃৎপদ্মপীঠে, জগদম্বা-সমন্বিত শিবকে চিন্তা করত ধ্যানযজ্ঞ দ্বারা পূজা করিবে। হৃৎপদ্মপীঠের ন্যায় মূলাধার, নাসাগ্র, নাভি, কণ্ঠ, তালুরন্ধ্র, ভ্রূমধ্য, ব্রহ্মরন্ধ্র, ললাট বা মস্তকেও শিব-স্মরণ করিতে পারে। তথায় শিব-শিবার পরমাসন কল্পনা করিবে। তথায় দ্বিদলাদিপদ্মে সাবরণ বা নিরাবরণ ভাবে শিবের ধ্যান করিবে। ভ্রূমধ্যে দ্বিদলপদ্ম, পদ্মের বর্ণ বিদ্যুতের ন্যায়; ভ্রূমধ্যস্থ পদ্মের দক্ষিণ-উত্তরে দুইটী পত্র। পত্রের বর্ণ, বিদ্যুতের সমান, পত্রান্তে দুইটী বর্ণ। ষোড়শ-দল পদ্মের পত্র ষোড়শ স্বর; পদ্মমূল হইতে পূর্ব্বাদিক্রমে এই সব স্বর। দ্বাদশদল পদ্মে ককারাদি ঠকারান্ত বর্ণ জানিবে। এই দ্বাদশদল পদ্ম হৃদয়ের অভ্যন্তরে চিন্তা করিবে। নাভির উপরিভাগে অধোমুখ এবং দুগ্ধের ন্যায় শুক্লবর্ণ যে পদ্ম, তাহার পত্রে ডকারাদি ফকারান্ত দশ বর্ণ। স্বাধিষ্ঠান-পদ্ম অধোমুখ ধূমহীন-তপ্তাঙ্গার-সদৃশ উজ্জ্বল-বর্ণ; বকারাদি লকারান্ত ছয় বর্ণ তাহার পত্র। মূলাধার-পদ্ম সুবর্ণবর্ণ; বকারাদি সকার পর্য্যন্ত বর্ণ-চতুষ্টয় ইহার পত্র। এই সকল পদ্মের মধ্যে যাহাতে রুচি হয়,

অঙ্গুষ্ঠমাত্রমমলং দীপ্যমানং সমন্ততঃ।
শুদ্ধদীপশিখাকারং স্বশক্ত্যা পূর্ণমণ্ডিতম্॥ ১৪২
ইন্দুরেখাসমাকারং তারারূপমথাপি বা।
নীবারশূকসদৃশং বিসসূত্রাভমেব বা॥ ১৪৩
কদম্বগোলকাকারং তুষারকণিকোপমম্।
ক্ষিত্যাদিতত্ত্ববিজয়ং ধ্যাতা যদ্যভিবাঞ্ছতি।
তত্তত্তত্ত্বাধিপামেবং মূর্ত্তিং স্থূলাং বিচিন্তয়েৎ॥১৪৪
সদাশিবান্তা ব্রহ্মাদ্যা ভবাদ্যাশ্চাষ্টমূর্ত্তয়ঃ।
শিবস্য মূর্ত্তয়ঃ স্থূলাঃ শিবশাস্ত্রে বিনিশ্চিতাঃ॥ ১৪৫
ঘোরা মিশ্রাঃ প্রশান্তাশ্চ মূর্ত্তয়স্তা মুনীশ্বরৈঃ।
ফলাভিলাষসহিতৈশ্চিন্ত্যাশ্চিন্তাবিশারদৈঃ॥ ৪৬
ঘোরাশ্চেচ্চিন্তিতাঃ কুর্য্যুঃ পাপরোগপরিক্ষয়ম্।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা মিশ্রাঃ প্রশান্তাঃ শান্তিদায়কাঃ॥৪৭
সিধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ শীঘ্রং ঘোরে বপুষি চিন্তিতে।
চিরেণ মিশ্রে সৌম্যে তু ন সদ্যো ন চিরাদপি॥৪৮
সৌম্যে মুক্তির্বিশেষেণ শান্তিঃ প্রজ্ঞা প্রসিধ্যতি।
সিধ্যন্তি সিদ্ধয়-চাস্যাৎ ক্রমশো নাত্র সংশয়ঃ॥৪৯
শ্রীকণ্ঠনাথং স্মরতাং সদ্যঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ঃ।
প্রসিধ্যন্তীতি মত্বৈকে তং বৈ ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ।
স্থিত্যর্থং মনসঃ কেচিৎ স্থূলধ্যানং প্রকুর্ব্বতে।
স্থূলে তু নিশ্চলং চেতো ভবেৎ সূক্ষ্মে তু সুস্থিরম্
শিবে তু চিন্তিতে সাক্ষাৎ সর্ব্বাঃ সিধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ
মূর্ত্ত্যন্তরেষু ধ্যাতেষু শৈবী সিদ্ধির্ন সিধ্যতি॥ ১৫২
মূর্ত্ত্যন্তরেষু ধ্যানেষু শিবরূপং বিচিন্তয়েৎ।
রুচ্যভ্যাসাদিনা যদ্যচ্ছিবরূপং বিচিন্তয়েৎ॥ ১৫৩
লক্ষয়েন্মনসঃ স্থৈর্য্যং তৎ তদ্ধ্যায়েৎ পুনঃপুনঃ।
ধ্যানমাদৌ সবিষয়ং ততো নির্ব্বিষয়ং জগুঃ।
তত্র নির্ব্বিষয়ং ধ্যানং নাস্তীত্যেব সতাং মতম্।
বুদ্ধের্হি সন্ততিঃ কাচিদ্ধ্যানমিত্যভিধীয়তে।
তেন নির্ব্বিষয়া বুদ্ধিঃ কেবলেহ প্রবর্ত্ততে॥ ১৫৬
তস্মাৎ সবিষয়ং ধ্যানং বালার্ককিরণাশ্রয়ম্ *।

তাহাতেই ধীরবুদ্ধি-সহকারে শিব-শিবাকে চিন্তা করিবে। শিবকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমিত নির্ম্মল, সম্পূর্ণরূপে দীপ্তিসম্পন্ন, বিশুদ্ধ দীপশিখার ন্যায় উজ্জ্বল, স্বশক্তিপূর্ণ এবং চন্দ্রকলাসম কিংবা নক্ষত্ররূপী অথবা নীবার-শূকতুল্য, মৃণালসূত্রসদৃশ, কদম্ব-কুসুমের ন্যায় গোলাকৃতি অথবা হিমকণা-সদৃশ ভাবনা করিবে। যদি ক্ষিত্যাদি তত্ত্ব বিজয়ে বাসনা থাকে, তাহা হইলে সেই সেই তত্ত্বের অধিপতি স্বরূপ স্থূলমূর্ত্তি চিন্তা করিবে। ব্রহ্মা হইতে সদাশিব পর্য্যন্ত এবং ভবাদি অষ্টমূর্ত্তি শিবের স্থূলমূর্ত্তি, শিবশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ঘোর, মিশ্র এবং শান্ত এই সকল মূর্ত্তি ভোগাভিলাষী চিন্তা-পরায়ণ যোগিশ্রেষ্ঠগণের চিন্তনীয়। ১২৭—১৩৬ ঘোর মূর্ত্তি চিন্তা করিলে পাপক্ষয় এবং রোগক্ষয় হয়। মিশ্রচিন্তায় সর্ব্বসিদ্ধিপ্রাপ্তি হয়। শান্ত-মূর্ত্তি চিন্তা করিলে শান্তিলাভ হয়। ঘোরমূর্ত্তি-চিন্তায় শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হয়, মিশ্রমূর্ত্তিচিন্তায় সিদ্ধিলাভ বহুদিনে হয়। আর সৌম্যমূর্ত্তিচিন্তায় সিদ্ধিলাভ অনতিশীঘ্র এবং অনতিবিলম্বে হইয়া থাকে। সৌম্যচিন্তায় মুক্তি, শান্তি, এবং প্রজ্ঞালাভ বিশেষতঃ হইয়া থাকে। এইরূপ উপায়ে ক্রমশই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই। শ্রীকণ্ঠনাথকে স্মরণ করিলে সদ্যই সর্ব্ব প্রকার সিদ্ধিলাভ হয়। ইহা মনে করিয়াই অনেক যোগী তাঁহার ধ্যান করেন। কোন কোন যোগী মনের একাগ্রতা-সম্পাদনের জন্য স্থূলমূর্ত্তি ধ্যান করিয়া থাকেন। স্থূল পদার্থে চিত্ত স্থির হইলে সূক্ষ্ম পদার্থে স্থির হয়। শিবচিন্তায় সকল সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। অন্য মূর্ত্তি ধ্যানে শৈবী সিদ্ধি লাভ হয় না। অন্য মূর্ত্তি ধ্যান করিতে হইলেও তাহাই শিবস্বরূপ মনে করিবে। রুচি এবং অভ্যাস বিশেষ অনুসারে যে যে শিবমূর্ত্তি চিন্তা করিবে, মনের স্থিরতা সাধন উদ্দেশে করিয়া তাহাই পুনঃপুনঃ চিন্তা করিবে। প্রথমে সবিষয়ক ধ্যান, পশ্চাৎ নির্ব্বিষয়ক ধ্যান। নির্ব্বি-ষয়ক একেবারেই নাই, ইহা কিন্তু পণ্ডিতগণের অভিপ্রেত। বুদ্ধির পরিণাম-বিশেষই ধ্যান-পদবাচ্য। বিষয় না থাকিলে বুদ্ধির পরিণাম হয় না; অতএব নবোদিত সূর্য্য কিরণাশ্রয়

* স্থূলাকারসমাশ্রয়মিতি পাঠান্তরং কচিৎ।

সূক্ষ্মাশ্রয়ং নির্ব্বিষয়ং নাপরং পরমার্থতঃ ॥ ১৫৭
যদ্বা সবিষয়ং ধ্যানং তৎ সাকারসমাশ্রয়ম্।
নিরাকারাত্মসংবিত্তির্ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মতম্ ॥১৫৮
নির্বীজঞ্চ সবীজঞ্চ তদেব ধ্যানমুচ্যতে।
নিরাকারাশ্রয়ত্বেন সাকারাশ্রয়তস্তথা ॥ ১৫৯
তস্মাৎ সবিষয়ং ধ্যানমাদৌ কৃত্বা সবীজকম্।
অন্তে নির্ব্বিষয়ং কুর্য্যান্নির্ব্বীজং সর্ব্বসিদ্ধয়ে ॥১৬০
প্রাণায়ামেন সিধ্যন্তি দিব্যাঃ শান্ত্যাদয়ঃ ক্রমাৎ।
শান্তিঃ প্রশান্তির্দীপ্তিশ্চ প্রসাদশ্চ ততঃ পরম্ ॥
শমঃ সর্ব্বাপদাঞ্চৈব শান্তিরিত্যভিধীয়তে।
তমসোঽন্তর্বহির্নাশঃ প্রশান্তিঃ পরিগীয়তে ॥ ১৬২
বহিরন্তঃপ্রকাশো যো দীপ্তিরিত্যভিধীয়তে।
স্বস্থতা যা তু সা বুদ্ধেঃ প্রসাদঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
করণানি চ সর্ব্বাণি সবাহ্যাভ্যন্তরাণি চ।
বুদ্ধেঃ প্রসাদতঃ ক্ষিপ্রং প্রসন্নানি ভবন্ত্যত ॥১৬৪
ধ্যাতা ধ্যানং তথা ধ্যেয়ং যচ্চ ধ্যানপ্রয়োজনম্।
এতচ্চতুষ্টয়ং জ্ঞাত্বা ধ্যাতা ধ্যানং সমাচরেৎ ॥১৬৫
জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পন্নো নিত্যমুদ্‌যুক্তমানসঃ।
শ্রদ্দধানঃ প্রসন্নাত্মা ধ্যাতা সদ্ভিরুদাহৃতঃ ॥ ১৬৬
ধ্যৈ চিন্তায়াং স্মৃতো ধাতুঃ শিবচিন্তা মুহুর্ম্মুহুঃ।
অব্যাক্ষিপ্তেন মনসা ধ্যানমিত্যভিধীয়তে ॥ ১৬৭
বুদ্ধিপ্রবাহরূপস্য ধ্যানস্যাস্যাবলম্বনম্।
ধ্যেয়মিত্যুচ্যতে সদ্ভিস্তচ্চ সাম্বঃ স্বয়ং শিবঃ ॥১৬৮
বিমুক্তিপ্রত্যয়ঃ পূর্ণমৈশ্বর্য্যঞ্চাণিমাদিকম্।
শিবধ্যানস্য তস্যাস্য সাক্ষাদুক্তং প্রয়োজনম্ ॥১৬৯
যস্মাৎ সৌখ্যঞ্চ মোক্ষঞ্চ ধ্যানাদুভয়মাপ্নুয়াৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য ধ্যানযুক্তো ভবেন্নরঃ ॥১৭০
নাস্তি ধ্যানং বিনা জ্ঞানং নাস্তি ধ্যানমযোগিনঃ।
ধ্যানং জ্ঞানঞ্চ যস্যাস্তি তীর্ণস্তেন ভবার্ণবঃ ॥ ১৭১
জ্ঞানং প্রসন্নমেকাগ্রমশেষোপাধিবর্জ্জিতম্।
যোগাভ্যাসেন যুক্তস্য যোগিনস্ত্বেব সিধ্যতি ॥ ১৭২
প্রক্ষীণাশেষপাপানাং জ্ঞানে ধ্যানে ভবেন্মতিঃ।
পাপোপহতবুদ্ধীনাং তদ্বার্ত্তাপি সুদুর্লভা ॥ ১৭৩
যথা বহ্নির্মহাদীপ্তঃ শুষ্কমার্দ্রঞ্চ নির্দহেৎ।
তথা শুভাশুভং কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নির্দহতে ক্ষণাৎ ॥ ১৭৪

যে সবিষয়ক ধ্যান, সূক্ষ্মাশ্রয় বলিয়া তাহাই নির্ব্বিষয়ক; আর কিছু নির্ব্বিষয়ক ধ্যান নাই। অথবা সাকার-ধ্যানই সবিষয়ক, আর নিরাকার আত্মজ্ঞানই নির্ব্বিষয়ক ধ্যান। নিরাকার এবং সাকার ভেদে ধ্যান নির্ব্বীজ এবং সবীজ নামে অভিহিত। অতএব প্রথমে সবিষয়ক সবীজ ধ্যান করিয়া, শেষে সর্ব্বসিদ্ধি লাভের জন্য নির্ব্বিষয়ক নির্ব্বীজ ধ্যান করিবে। প্রাণায়াম দ্বারা শান্তি, প্রশান্তি, দীপ্তি এবং প্রসাদ এই চারি দিব্যসিদ্ধি ক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়।১৪৭--১৬১ সর্ব্ববিধ বিপত্তির উপশমই শান্তি। বাহ্য অভ্যন্তর তমোনাশই প্রশান্তি। বাহ্য এবং অভ্যন্তর প্রকাশই দীপ্তি নামে অভিহিত। বুদ্ধির স্বস্থতাই প্রসাদ। বুদ্ধি প্রসন্ন হইলে, বাহ্য আভ্যন্তর সমগ্র ইন্দ্রিয় শীঘ্রই প্রসন্নতা প্রাপ্ত হন ধ্যাতা, ধ্যান, ধ্যেয় এবং ধ্যান-প্রয়োজন এই চারিটী বিষয় অবগত হইয়া ধ্যাতা ধ্যান করিবে। জ্ঞানবৈরাগ্য-সম্পন্ন, নিত্য উদ্যোগী, শ্রদ্ধাবান্ এবং প্রসন্নাত্মা ব্যক্তিকেই পণ্ডিতেরা ধ্যাতা বলিয়াছেন। ধ্যৈ ধাতুর অর্থ চিন্তা, একাগ্রচিত্তে মুহুর্ম্মুহুঃ শিবচিন্তাই ধ্যান নামে কথিত। বুদ্ধি-পরিণামরূপ এই যে ধ্যান, ইহার অবলম্বন বস্তুই ধ্যেয়; সেই বস্তু উমাসমন্বিত স্বয়ং সদাশিব। অন্তে মোক্ষপ্রাপ্তি এবং প্রথমে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য শিবধ্যানের সাক্ষাৎ প্রয়োজন। ধ্যানফলে সুখ এবং মোক্ষ উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়, অতএব সকল ত্যাগ করিয়া মানব ধ্যানযুক্ত হইবে। ধ্যান ব্যতীত জ্ঞান হয় না, যোগহীন ব্যক্তি ধ্যানেও সমর্থ হয় না। ধ্যান জ্ঞান উভয়ই যাঁহার আছে, তিনিই ভবসমুদ্র পার হইবেন। যোগাভ্যাস-যুক্ত যোগী পুরুষেরই অশেষ বিষয়াসঙ্গ-বর্জ্জিত একাগ্র ও নির্ম্মল জ্ঞান হইয়া থাকে। নিষ্পাপ ব্যক্তিগণেরই ধ্যানে এবং জ্ঞানে মতি হয়; যাহাদের বুদ্ধি পাপ-মলীমস, তাহাদের পক্ষে ধ্যান ও জ্ঞানের বার্ত্তাও সুদুর্লভ। মহাদীপ্ত বহ্নি যেরূপ শুষ্ক আর্দ্র সকল প্রকার ইন্ধনই দগ্ধ করেন, তদ্রূপ, জ্ঞানাগ্নি ক্ষণমধ্যে শুভ

অত্যল্পোঽপি যথা দীপঃ সুমহন্নাশয়েৎ তমঃ ।
যোগাভ্যাসস্তথাল্পোঽপি মহাপাপং বিনাশয়েৎ ॥
ধ্যায়তঃ ক্ষণমাত্রং বা শ্রদ্ধয়া পরমেশ্বরম্ ।
যদ্ভবেৎ সুমহচ্ছ্রেয়স্তস্যান্তো নৈব বিদ্যতে ॥ ১৭৬
নাস্তি ধ্যানসমং তীর্থং নাস্তি ধ্যানসমং তপঃ ।
নাস্তি ধ্যানসমো যজ্ঞস্তস্মাদ্ধ্যানং সমাচরেৎ ॥ ১৭৭
তীর্থানি তোয়পূর্ণানি দেবান্ পাষাণমৃন্ময়ান্ ।
যোগিনো ন প্রপদ্যন্তে স্বাত্মপ্রত্যয়কারণাৎ ॥ ১৭৮
যোগিনাঞ্চ বপুঃ সূক্ষ্মং ভবেৎ প্রত্যক্ষমীশ্বরম্ ।
যথা স্থূলমযুক্তানাং মৃৎকাষ্ঠাদ্যৈঃ প্রকল্পিতম্ ॥ ১৭৯
যথেহান্তশ্চরা রাজ্ঞঃ প্রিয়াঃ স্যুর্ন বহিশ্চরাঃ ।
তথান্তর্ধ্যাননিরতাঃ প্রিয়াঃ শম্ভোর্ন কর্ম্মিণঃ ॥ ১৮০
বহিঃকরা যথা লোকে নাতীব ফলভাগিনঃ ।
দৃষ্টা নরেন্দ্রভবনে তদ্বদত্রাপি কর্ম্মিণঃ ॥ ১৮১
যদ্যন্তরা বিপদ্যেত জ্ঞানযোগার্থমুদ্যতঃ ।
যোগস্যোদ্যোগমাত্রেণ রুদ্রলোকং গমিষ্যতি ॥ ১৮২
অনুভূয় সুখং তত্র সঞ্জাতো যোগিনাং কুলে
জ্ঞানযোগং পুনর্লব্ধা সংসারমতিবর্ত্ততে ॥ ১৮৩
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য যাং গতিং লভতে নরঃ ।
ন তাং গতিমবাপ্নোতি সর্ব্বৈরপি মহামখৈঃ ॥ ১৮৪
দ্বিজানাং বেদবিদুষাং কোটিং সম্পূজ্য যৎ ফলম্
ভিক্ষামাত্রপ্রদানেন তৎ ফলং শিবযোগিনে ॥ ১৮৫
যজ্ঞাগ্নিহোত্রদানেষু তীর্থহোমেষু যৎ ফলম্ ।
যোগিনামন্নদানেন তৎ সমস্তং ফলং লভেৎ ॥ ১৮৬
যে চাপবাদং কুর্ব্বন্তি বিমূঢ়াঃ শিবযোগিনাম্ ।
শ্রোতৃভিস্তে প্রপদ্যন্তে নরকেষ্বা মহীক্ষয়াৎ ॥ ১৮৭
সতি শ্রোতরি বক্তা স্যাদপবাদস্য যোগিনাম্ ।
তস্মাচ্ছ্রোতা চ পাপীয়াংস্তদ্দণ্ডঃ সুমহানতঃ ॥ ১৮৮
যে পুনঃ সততং ভক্ত্যা ভজন্তি শিবযোগিনঃ ।
বিন্দন্তি তে মহাভোগানন্তে যোগঞ্চ শাঙ্করম্ ॥ ১৮৯
ভোগযোগার্থিভিস্তস্মাৎ সম্পূজ্যাঃ শিবযোগিনঃ ।
প্রতিশ্রয়ান্নপানাদ্যৈঃ শয্যা-প্রাবরণাদিভিঃ ॥ ১৯০

অশুভ সকল কর্ম্মই দগ্ধ করে। যেমন অতি অল্পাকার প্রদীপ, পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া থাকে, সেইরূপ অতি অল্প যোগাভ্যাসও সুমহৎ পাপ বিনাশ করিয়া থাকে। শ্রদ্ধা-সহকারে ক্ষণকাল মাত্র পরমেশ্বর-ধ্যানেই অসীম মঙ্গল সাধিত হয়। তীর্থ ধ্যানসম নহে, তপস্যা ধ্যানসম নহে এবং যজ্ঞও ধ্যানের সমান নহে। অতএব ধ্যানানুষ্ঠান সম্যক্ করিবে। যোগি-গণ আত্মপ্রত্যয়ের জন্য জলপূর্ণ তীর্থ বা পাষাণ মৃন্ময় দেবতার নিকট গমন করেন না। যাহারা যোগী নহে, মৃৎকাষ্ঠাদি-কল্পিত ঈশ্বরের স্থূলদেহ তাহাদের যেমন প্রত্যক্ষগম্য, সেইরূপ ঈশ্বরের যে সূক্ষ্ম দেহ, তাহা যোগিগণের প্রত্যক্ষগম্য। যেমন দেখা যায়,বাহ্য চর অপেক্ষা গূঢ় চর রাজ-গণের অধিকতর প্রিয়; তদ্রূপ কর্ম্মী অপেক্ষা যোগীরাই শম্ভুর বিশেষ প্রীতিভাজন।১৭২-১৮১। রাজবাড়ীতে বাহিরের কর্ম্মনির্ব্বাহক পুরুষেরা তাদৃশ ফলভাগী হয় না, ইহা জগতে দেখা যায়; তদ্রূপ কর্ম্মিগণের বিষয় জানিবে। যে ব্যক্তি, জ্ঞানযোগে উদ্যোগী মাত্র হইয়া মধ্যেই মৃত্যু-মুখে নিপতিত হয়, তাহার সেই যোগমাত্র-

ফলেই রুদ্রলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। সে ব্যক্তি রুদ্রলোকে সুখভোগ করিয়া যোগিগণের বংশে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় জ্ঞানযোগ লাভ করত সংসারমুক্ত হইয়া থাকে। যোগ-জিজ্ঞাসু পুরুষেরও যে সদ্গতি হয়, সমগ্র মহাযজ্ঞ দ্বারাও তাদৃশ সদ্গতি-প্রাপ্তি ঘটে না। কোটি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সম্যক্ পূজনে যে ফল হয়, শিবযোগীকে ভিক্ষা মাত্র দান করিলে তাদৃশ ফল লাভ করা যায়। যজ্ঞ, অগ্নিহোত্র, দান, তীর্থভ্রমণ এবং হোম করিলে যে ফল হয়, যোগিগণকে অন্নদান করিলে, সে সমস্ত ফলই পাওয়া যায়। যে মূঢ়গণ, শিবযোগিগণের নিন্দা করে, তাহারা নিন্দা-শ্রোতৃগণের সহিত আকল্প নরক-ভোগী হয়। শ্রোতা জুটিলেই শিবযোগীদিগের অপবাদ কীর্ত্তিত হইতে পরে, নতুবা নহে, এইজন্যই শ্রোতা পাপীয়ান্ এবং তাহার এইরূপ উৎকট দণ্ড। পক্ষান্তরে যাহারা ভক্তি সহকারে সতত শিবযোগিগণের ভজনা করে, তাহাদের প্রথমে মহাভোগ প্রাপ্তি এবং অন্তে শিবযোগ-প্রাপ্তি ঘটে। অতএব কি ভোগার্থী এবং কি যোগার্থী সক-

যোগবর্ম্মঃ সসারত্বাদভেদ্যঃ পাপমুদ্গরৈঃ।
বজ্রং তণ্ডুলবজ্জ্ঞেয়ং তথা পাপেন যোগিনঃ॥
ন লিপ্যন্তে চ তাপাদ্যৈঃ পদ্মপত্রং যথাম্ভসা॥১৯২
যস্মিন্ দেশে বসেন্নিত্যং শিবযোগরতো মুনিঃ।
সোঽপি দেশো ভবেৎ পূতঃ স পূত ইতি কিংপুনঃ
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য কৃত্যমন্যদ্বিচক্ষণঃ॥১৯৩
সর্ব্বদুঃখপ্রহাণায় শিবযোগং সমভ্যসেৎ।
সিদ্ধযোগফলো যোগী লোকানাং হিতকাম্যয়া॥
ভোগান্ ভুক্ত্বা যথাকামং বিহরেদ্বাত্র বর্ত্ততাম্।
অথবা ক্ষুদ্রমিত্যেব মত্বা বৈষয়িকং সুখম্ ॥ ১৯৫
ত্যক্ত্বা বিরাগযোগেণ স্বেচ্ছয়া কর্ম্ম * মুচ্যতাম্॥
যস্তাসন্নাং মৃতিং মর্ত্ত্যো দৃষ্ট্বারিষ্টঞ্চ ভূয়শঃ।
স যোগারম্ভনিরতঃ শিবক্ষেত্রং সমাশ্রয়েৎ॥১৯৭
স তত্র নিবসন্নেব যদি ধীরমনাতুরঃ।
প্রাণান্ বিনাপি রোগাদ্যৈঃ স্বয়মেব পরিত্যজেৎ
কৃত্বাপ্যনশনং বৈধং হুত্বা চাঙ্গং শিবানলে।
ক্ষিপ্ত্বা বা শিবতীর্থেষু স্বদেহমবগাহনাৎ॥১৯৯
শিবশাস্ত্রোক্তবিধিবৎ প্রাণান্ যস্তু পরিত্যজেৎ।
সদ্য এব বিমুচ্যেত ন চাসাবাত্মঘাতকঃ॥২০০
রোগাদ্যৈর্বাথ বিবশঃ শিবক্ষেত্রং সমাশ্রিতঃ।
ম্রিয়তে যদি সোঽপ্যেবং মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥
তথা বিশিষ্টং তত্রাপি মরণন্তূত্তরোত্তরম্।
নিবৃত্ত্যাদিবশাদ্দেহো ভূতেষু চ বিলীয়তে॥২০২
স্বেচ্ছয়োৎক্রম্য মরণং শিবক্ষেত্রে বিশেষতঃ।
উত্তমং সর্ব্বমরণাদুন্মনাপদযোগদম্॥২০৩
শিবনিন্দারতং হত্বা পীড়িতঃ স্বয়মেব বা।
যস্ত্যজেদ্দুস্ত্যজান্ প্রাণান্ ন স ভূয়ঃ প্রজায়তে॥
শিবনিন্দারতং হন্তুমশক্তো যঃ স্বয়ং মৃতঃ।
সদ্য এব বিমুচ্যেত ত্রিঃসপ্তকুলসংযুতঃ॥২০৫
শিবার্থং যস্ত্যজেৎ প্রাণান্ শিবভক্তার্থমেব বা।
শিবাচারার্থমথবা শিববিদ্যার্থমেব বা॥২০৬

সেই বাসস্থান,অন্ন-পান, শয্যা এবং বস্ত্রাদি দ্বারা শিবযোগীর পূজা করিবে। সারবত্তাহেতুক যোগবর্ম্ম পাপ-মুদ্গর দ্বারা ভেদ্য নহে; বজ্র যেমন তণ্ডুল দ্বারা বিদীর্ণ হয় না, সেইরূপ যোগী ব্যক্তির পাপ দ্বারা যোগনাশ হয় না; অর্থাৎ পদ্মপত্র যেমন জললিপ্ত হয় না, তদ্রূপ যোগীরাও পাপলিপ্তই হন না। শিবযোগী যে পবিত্র, এ কথা আর বলিব কি; যোগী যে দেশে থাকেন, সে দেশও পবিত্র। অতএব সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তি, সর্ব্ব দুঃখ নাশের জন্য শিবযোগ আশ্রয় করিবে। যোগসিদ্ধ যোগী লোকহিতের জন্য সমগ্র বিষয় ভোগ করত যথেচ্ছ বিহার করিতেও পারেন, এক স্থানে থাকিতেও পারেন। বিষয়সুখ তুচ্ছ মনে করিয়া বৈরাগ্য-যোগে সকল পরিত্যাগ করত কর্ম্মত্যাগও করিতে পারেন। যে ব্যক্তি লক্ষণ দ্বারা আসন্ন মৃত্যু বুঝিতে পারিয়া, যোগাভ্যাস আরম্ভ করত শিবক্ষেত্রে বাস করে, অনন্তর তথায় বাস করিতে করিতে রোগব্যতীতও অনশন, শিবাগ্নি-প্রবেশ বা শিবতীর্থজল-প্রবেশ দ্বারা ধীরভাবে শিব-শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে স্বকীয় প্রাণ ত্যাগ করে, তাহার সদ্যোমুক্তি হয়, তাহাকে আত্ম-হত্যা-দোষে লিপ্ত হইতে হয় না। যদি শিব-ক্ষেত্রবাসী হইবার পর বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া রোগাদিবশেও মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, তাহারও পূর্ব্ববৎ মুক্তি লাভ হয় সংশয় নাই। তন্মধ্যে পরপর উল্লিখিত মৃত্যু পূর্ব্বপূর্ব্ব হইতে প্রশস্ত। দেহ নিবৃত্ত্যাদি-কলামার্গানুসারে ভূতবর্গে বিলীন হয়। স্বেচ্ছাক্রমে যোগবিশেষ দ্বারা প্রাণবায়ু ঊর্দ্ধমুখে নিঃসৃত করিয়া যে মরণ, তাহা সর্ব্ববিধ মরণ অপেক্ষা উত্তম এবং উন্মনাশক্তি-পদ-প্রাপ্তির তাহাই মূল। ঐরূপ শিবক্ষেত্রে হইলে আরও বিশেষ ফল। যে ব্যক্তি শিব-নিন্দারত ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া বা বিনাশ করিতে গিয়া স্বয়ং আঘাত প্রাপ্ত হইয়া আঘাতপ্রাপ্ত দুস্ত্যজ প্রাণত্যাগ করে, তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। যে ব্যক্তি শিবনিন্দা-রত ব্যক্তিকে বধ করিতে অসমর্থ হইয়া স্বয়ং দেহ-ত্যাগ করে, একবিংশতি পুরুষের সহিত তাহারও সদ্যোমুক্তি হয়। যে ব্যক্তি শিব,

* স্বেচ্ছয়োৎক্রম্যেতি ক্বচিৎ পাঠান্তরম্।

ন তেন সদৃশঃ কশ্চিন্মুক্তিমার্গস্থিতো নরঃ।
তস্মাচ্ছীঘ্রতরা মুক্তিস্তস্য সংসারমণ্ডলাৎ ॥ ২০৭
এতেম্বন্যতমোপায়ং কথমপ্যবলম্ব্য বা।
ষড়ধ্বশুদ্ধিং বিধিবৎ প্রাপ্তো বা ম্রিয়তে যদি॥২০৮
পশূনামিব তস্যেহ ন কুর্য্যাদৌর্দ্ধদেহিকম্।
নৈবাশৌচং প্রসজ্যেত তৎপুত্রাদের্বিশেষতঃ ॥২০৯
খনেদ্বা ভুবি তদ্দেহং দহেদ্বা শুচিনাগ্নিনা।
ক্ষিপেদ্বাপ্সু শিবাস্বেব ত্যজেদ্বা কাষ্ঠলোষ্টবৎ ॥২১০
অথৈনমপি চোদ্দিশ্য কর্ম্ম চেৎ কর্ত্তুমীপ্সিতম্।
কল্যাণমেব কুর্ব্বীত শিবভক্তাংশ্চ তর্পয়েৎ ॥২১১
ধনং তস্য ভজেত্তৈবং শৈবী চেদস্তি সন্ততিঃ।
নাস্তি চেৎ তচ্ছিবেদ দ্যান্নাদদ্যাৎ পশুসন্ততিঃ॥

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়া-
মুত্তরভাগে সাঙ্গযোগনিরূপণং নামৈ-
কোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

শিবভক্ত, শিবাচার বা শিববিদ্যার জন্য প্রাণত্যাগ করে, মুক্তিমার্গস্থ কোন লোকই তাহার সদৃশ নহে; এইজন্য সংসারমণ্ডল হইতে শীঘ্রতর মুক্তি তাহার হয়। এতন্মধ্যে কোন কোন প্রকার উপায়ে অথবা যথাবিধি ষড়ধ্ব শুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যদি মৃত্যপ্রাপ্ত হয় ত, পশুগণের ন্যায় তাহার ঔর্দ্ধদৈহিক কর্ম্ম করিতে হয় না। তাহার পুত্রাদিরও অশৌচ হয়। তাহার দেহ ভূগর্ভে প্রোথিত করিবে বা পবিত্র অনলে দগ্ধ করিবে বা উত্তম জলে নিক্ষেপ করিবে, কিংবা কাষ্ঠ লোষ্টাদির ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। এইরূপে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশেও কর্ম্ম করিতে যদি ইচ্ছা হয় ত কল্যাণ কর্ম্মই করিবে; শিবভক্তগণের তৃপ্তিসাধন করিবে। সেই মৃত ব্যক্তির ধনবিভাগও করিবে, যদি তাহার শৈবী-সন্ততি থাকে। নতুবা শিবে অর্পণ করিবে; পশুসন্তানেরা সেই ধনভাগী হইবে না। ১৮২—২১২।

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৯॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

ইতি স বিজিতমন্যোর্যাদবেনোপমন্যো-
রধিগতমভিধায় জ্ঞানযোগং মুনিভ্যঃ।
প্রণতিমুপগতেভ্যস্তেভ্য উদ্ভাবিতাত্মা
সপদি বিয়তি বায়ুঃ সায়মন্তর্হিতোঽভূৎ ॥১
ততঃ প্রভাতসময়ে নৈমিষীয়াস্তপোধনাঃ।
সত্রান্তেঽবভৃথং কর্ত্তুং সর্ব্ব এব সমুদ্যযুঃ॥২
তদা ব্রহ্মসমাদেশাদ্দেবী সাক্ষাৎ সরস্বতী।
প্রসন্না স্বাদুসলিলা প্রাবর্ত্তত নদী শুভা॥৩
সরস্বতীং নদীং দৃষ্ট্বা মুনয়ো হৃষ্টমানসাঃ।
সমাপ্য সত্রং প্রারব্ধং চক্রুস্তত্রাবগাহনম্॥৪
অথ সন্তপ্য দেবাদীংস্তদীয়ৈঃ সলিলৈঃ শিবৈঃ।
স্মরন্তঃ পূর্ব্ববৃত্তান্তং যযুর্বারাণসীং প্রতি॥৫
তদা তে হিমবৎপাদাৎ পতন্তীং দক্ষিণামুখীম্।
দৃষ্ট্বা ভাগীরথীং তত্র স্নাত্বা তত্তীরতো যযুঃ।৬
ততো বারাণসীং প্রাপ্য মুদিতাঃ সর্ব্ব এব তে।

ত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, বায়ু কৃষ্ণের প্রতি উপমন্যু কথিতজ্ঞানযোগ প্রণামপরায়ণ মুনিগণকে উপদেশ দিয়া এবং আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া সায়ং সময়ে আকাশে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ সকলেই প্রভাতকালে যজ্ঞান্তে অবভৃথস্নানের জন্য সমুদ্যত হইলেন; তখন ব্রহ্মার আদেশে সাক্ষাৎ দেবী সরস্বতী প্রসন্ন স্বাদুসলিলা নদীরূপে তথায় প্রবাহিত হইলেন। মুনিগণ সরস্বতী নদী দর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া প্রারব্ধসত্র সমাপনপূর্ব্বক তথায় অবগাহন করিলেন। অনন্তর তদীয় সলিলে দেবাদির তর্পণ করিয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া কাশী অভিমুখে গমন করিলেন। তখন মুনিগণ, হিমালয়-নিঃসৃত দক্ষিণামুখী ভাগীরথীকে অবলোকন করত তথায় স্নান করিয়া তাঁহার তীর দিয়া যাইতে লাগিলেন। তারপর কাশীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা

উত্তরপ্রবাহায়াং গঙ্গায়ামবগাহ্য চ ॥ ৭
অবিমুক্তেশ্বরং লিঙ্গং দৃষ্ট্বাভ্যর্চ্চ্য বিধানতঃ।
প্রযাতুমুদ্যতাস্তত্র দদৃশুর্দিবি ভাস্বরম্ ॥ ৮
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং তেজো দিব্যং মহাদ্ভুতম্।
স্বপ্রভাবিতানেন ব্যাপ্তসর্ব্বদিগন্তরম্ ॥ ৯
অথ পাশুপতাঃ সিদ্ধা ভস্মসঞ্ছন্নবিগ্রহাঃ।
মুনয়োঽভ্যেত্য শতশো লীনাঃ স্যুস্তত্র তেজসি ॥
তথা বিলীয়মানেষু তপস্বিষু মহাত্মসু।
সদ্যস্তিরোদধে তেজস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ১১
দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং নৈমিষীয়া মহর্ষয়ঃ।
কিমেতদিত্যজানন্তো যযুর্ব্রহ্মবনং প্রতি ॥ ১২
প্রাগেবৈষান্তু গমনাৎ পবনো লোকপাবনঃ।
দর্শনং নৈমিষীয়াণাং সংবাদং তৈঃ সহাত্মনঃ ॥১৩
ভক্তিং বুদ্ধিং ততস্তেষাং সাম্বে সানুচরে শিবে।
সমাপ্তিঞ্চাপি সত্রস্য দীর্ঘপূর্ব্বস্য সত্রিণাম্ ॥ ১৪
বিজ্ঞাপ্য জগতাং ধাত্রে ব্রহ্মণে ব্রহ্মযোনয়ে।
স্বকার্য্যে তদনুজ্ঞাতো জগাম স্বপুরং প্রতি ॥ ১৫
স্বস্থানং গতো ব্রহ্মা তুম্বুরোর্নারদস্য চ।
পরস্পরং স্পর্দ্ধিতয়োর্গানে বিবদমানয়োঃ ॥ ১৬
তদুদ্ভাবিতগানোত্থরসে মাধ্যস্থ্যমাচরন্।
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ সুখমাস্তে নিষেবিতঃ ॥ ১৭
তদানবসরাদেব দ্বাঃস্থৈর্দ্বারি নিবারিতাঃ।
মুনয়ো ব্রহ্মভবনাদ্বহিঃপার্শ্বমুপাবিশন্ ॥ ১৮
অথ তুম্বুরুণা গানে সমতাং প্রাপ্য নারদঃ।
সাহচর্য্যেঽনুজ্ঞাতো ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা ॥ ১৯
ত্যক্ত্বা পরস্পরস্পর্দ্ধাং মৈত্রীঞ্চ পরমাং গতঃ।
সহ তেনাপ্সরোভিশ্চ গন্ধর্ব্বৈশ্চ সমাবৃতঃ ॥ ২০
উপবীণয়িতুং দেবং নকুলীশ্বরমীশ্বরম্।
ভবনান্নির্যযৌ ধাতুর্জলদাদংশুমানিব ॥ ২১
তং দৃষ্ট্বা ষট্‌কুলীয়াস্তে নারদং মুনিগোবৃষম্।
প্রণম্যাবসরং শম্ভোঃ পপ্রচ্ছুঃ পরমাদরাৎ ॥ ২২
স চাবসর এবায়মিতোঽন্তর্গম্যতামিতি।
বদন্ যথাবৎ পরত্বরয়া পরয়া যুতঃ ॥ ২৩
ততো দ্বারি স্থিতা যে বৈ ব্রহ্মণে তান্ ন্যবেদয়ন্
তত্রস্তে বিবিশুর্বেশ্ম পিণ্ডীভূয়াগুজন্মনঃ ॥ ২৪
প্রবিশ্য দূরতো দেবং প্রণম্য ভুবি দণ্ডবৎ।
সমীপে তদনুজ্ঞাতাঃ পরিবৃত্যোপতস্থিরে ॥ ২৫

সকলেই আনন্দিত হইলেন। তারপর সেখানে উত্তরবাহিনী গঙ্গায় স্নান এবং যথাবিধি অবিমুক্তেশ্বর শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া গমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে, আকাশে কোটিসূর্য্যপ্রকাশ দিব্য অদ্ভুততম তেজ দেখিতে পাইলেন। অনন্তর শত শত ভস্মাচ্ছাদিতদেহ সিদ্ধ পাশুপতগণ আসিয়া সেই তেজে লীন হইতে লাগিলেন। মহাত্মা তপস্বিগণ তাহাতে লীন হইলে, সেই তেজ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন, সে বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার হইল। নৈমিষীয় ঋষিগণ সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলেন, কিন্তু কি যে, তাহা জানিতে পারিলেন না। তাহাতে তাঁহারা ব্রহ্মবনের দিকে গমন করিলেন। ১—১২। ইতিপূর্ব্বে বায়ু নৈমিষীয় ঋষিগণের সহিত নিজের সাক্ষাৎকার, কথোপকথন, শক্তিযুক্ত শিবের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি এবং দীর্ঘসত্র-সমাপ্তির কথা ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন, আর ব্রহ্মার আদেশে স্বকর্ম্ম-নির্ব্বাহার্থ স্বস্থানে গমন করিয়াছেন। এদিকে ব্রহ্মা সভায় অবস্থিত, গানবিবাদে পরস্পর স্পর্দ্ধাযুক্ত নারদতুম্বুরুর গানরসে মধ্যস্থতা করত গন্ধর্ব্ব-অপ্সরোগণের সেবায় সুখে নিমগ্ন। অনন্তর ব্রহ্মার বিচারে নারদ তুম্বুরুর সমকক্ষ হইয়া সাহচর্য্য লাভে অনুমতি পাইয়া স্পর্দ্ধাত্যাগ করিয়াছেন, পরম মৈত্রী হইয়াছে; তখন সেই নৈমিষবাসী মুনিগণ নারদ অপ্সরোগণ, এবং গন্ধর্ব্ববর্গে পরিবৃত হইয়া নকুলীশ্বর শিবকে বীণাযোগে স্তব করিবার জন্য ব্রহ্মভবন হইতে, মেঘ হইতে সূর্য্যের ন্যায়, নির্গত হইতেছেন দেখিয়া, প্রণামপূর্ব্বক পরম সমাদরে ব্রহ্মার অবসরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৩—২২। "এই অবসর, ভিতরে যাও," এই বলিয়াই নারদ পরমত্বরাসহকারে চলিয়া গেলেন। তৎপরে দ্বারপালেরা ব্রহ্মার নিকট সেই মুনিগণের আগমন নিবেদন করিলেন। অনুমতিপ্রাপ্তির পর তাঁহারা একত্রই ব্রহ্মগৃহে প্রবেশ করিয়া দূর হইতে ব্রহ্মাকে ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম

তাংস্তত্রোপস্থিতান্ পৃষ্ট্বা কুশলং কমলাসনঃ।
বৃত্তান্তং বো ময়া জ্ঞাতং বায়ুরেবাহ পূর্ব্বতঃ।
ভবদ্ভিঃ কিং কৃতং পশ্চান্মারুতেহন্তর্হিতে সতি॥
ইত্যুক্তবতি দেবেশে মুনয়োহবভৃথাৎ পরম্।
গঙ্গাতীর্থস্য গমনং যাত্রাং বারাণসীং প্রতি॥ ২৭
দর্শনং তত্র লিঙ্গানাং স্থাপিতানাং সুরেশ্বরৈঃ।
অবিমুক্তেশ্বরস্যাপি লিঙ্গস্যাভ্যর্চ্চনং সকৃৎ *॥২৮
আকাশে মহতস্তস্য তেজোরাশেশ্চ দর্শনম্।
মুনীনাং বিলয়ং তত্র নিরোধং তেজসস্ততঃ॥ ২৯
যাথাত্ম্যাবেদনং তস্য চিন্তিতস্যাপি চাত্মভিঃ।
সর্ব্বং সবিস্তরং তস্মৈ প্রণম্যাহুর্মুহুর্মুহুঃ॥ ৩০
মুনিভিঃ কথিতং শ্রুত্বা বিশ্বকর্ম্মা চতুর্মুখঃ।
কম্পয়িত্বা শিরঃ কিঞ্চিৎ প্রাহ গম্ভীরয়া গিরা॥ ৩১
প্রত্যাসীদতি যুষ্মাকং সিদ্ধিরামুষ্মিকী পরা।
ভবদ্ভির্দীর্ঘসত্রেণ চিরমারাধিতঃ প্রভুঃ॥ ৩২
প্রসাদাভিমুখো ভূত ইতিভূতার্থসূচিতম্॥ ৩৩
বারাণস্যান্তু যুষ্মাভির্যদ্দৃষ্টং দিবি দীপ্তিমৎ।

তল্লিঙ্গসংজ্ঞিতং সাক্ষাৎ তেজো মাহেশ্বরং পরম্
তত্র লীনাশ্চ মুনয়ঃ শ্রৌত-পাশুপতব্রতাঃ।
মুক্তা বভূবুঃ স্বস্থাশ্চ নৈষ্ঠিকা দগ্ধকিল্বিষাঃ।৩৪
প্রাপ্যানেন পথা মুক্তিরচিরাদ্ভবতামপি।
স চায়মর্থঃ সূচ্যেত যুষ্মাদৃষ্টেন তেজসা।৩৫
তত্র বঃ কাল এবৈষ দৈবাদুপনতঃ স্বয়ম্।
প্রয়াস্ত দক্ষিণং মেরোঃ শিখরং দেবসেবিতম্।
সনৎকুমারো যত্রাস্তে মম পুত্রঃ পরো মুনিঃ।
প্রতীক্ষাগমনং সাক্ষাদ্ভূতনাথস্য নন্দিনঃ।৩৮
পুরা সনৎকুমারোহপি দৃষ্ট্বাপি পরমেশ্বরম্।
অজ্ঞানাৎ সর্ব্বযোগীন্দ্রমানী বিনয়দূষিতঃ।৩৯
অভ্যুত্থানাদিকং যুক্তমকুর্ব্বন্নাস্তনির্ভয়ঃ।
ততোহপরাধাৎ ক্রুদ্ধেন মহোষ্ট্রো নন্দিনা কৃতঃ।
অথ কালেন মহতা তদর্থে শোচতা ময়া।
উপাস্য দেবং দেবীঞ্চ নন্দিনঞ্চানুনীয় বৈ।৪১
কথঞ্চিদুষ্ট্রতা তস্য প্রযত্নেন নিবর্ত্তিতা।
প্রাপিতা চ যথাপূর্ব্বং সনৎপূর্ব্বা কুমারতা।৪২
তদাহ চ মহাদেবঃ স্বয়মেব গণাধিপম্।

করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মার অনুমতি পাইয়া তাঁহার সমীপে উপবেশন করিলেন। ব্রহ্মা, তথায় উপস্থিত মুনিগণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। বায়ু অগ্রেই আমাকে সব বলিয়াছেন। বায়ু অন্তর্হিত হইলে পর, তোমরা কি করিলে, তাহা বল। ব্রহ্মা এইকথা বলিলে, অবভৃথ-স্নানের পর, গঙ্গাতীর্থগমন, কাশীগমন, দেবস্থাপিত শিবলিঙ্গদর্শন, অবিমুক্তেশ্বর-পূজা, আকাশে মহাতেজোরাশির দর্শন, সেই তেজে মুনিগণের লয়, তেজের অন্তর্দ্ধান এবং চিন্তা করিয়াও তেজঃসম্বন্ধে প্রকৃত বৃত্তান্তের অজ্ঞান, এই সকল বৃত্তান্ত সবিস্তারে মুহুর্মুহুঃ প্রণাম-পূর্ব্বক বলিলেন। ২৩—৩০। ব্রহ্মা মুনিগণের কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ মাথা নাড়িয়া গম্ভীরবাক্যে বলিলেন, আমুষ্মিক পরম সিদ্ধি তোমাদের নিকটবর্ত্তিনী। তোমরা দীর্ঘসত্র দ্বারা বহুকাল প্রভুর আরাধনা করিয়াছ, এইজন্য তিনি তোমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন; এই সত্য বৃত্তান্তের সূচনা হইয়াছে। কাশীতে তোমরা যে দীপ্তিযুক্ত তেজ আকাশে দেখিয়াছ, তাহাই তেজোময় মহেশ্বর লিঙ্গ। নৈষ্ঠিক নিষ্পাপ পাশুপতব্রতী মুনিগণ তাঁহাতে লীন হইয়া মুক্তি লাভ করিয়াছেন। এই পথে তোমরাও মুক্তি পাইবে। তোমাদের দৃষ্ট তেজ এই ভবিষ্যৎ ঘটনার সূচক। তোমাদিগের কল্যাণপ্রাপ্তি-সময় দৈবযোগে উপস্থিত। এক্ষণে দেবসেবিত সুমেরুর দক্ষিণ-শিখরে গমন কর। তথায় আমার পুত্র সনৎকুমার নন্দীর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। "আমিই সকল যোগীর শ্রেষ্ঠ" এই অভিমানে পূর্ব্বে একদা সনৎকুমার পরমেশ্বর শিবকে দেখিয়াও প্রত্যুত্থানাদি করেন নাই, সেই অপরাধে নন্দী ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে মহা উষ্ট্রযোনিতে পাতিত করেন। ৩১—৪০। তাহার জন্য অনুতাপ বশতঃ বহুকাল শিবশিবার উপাসনা এবং নন্দীর অনুনয় করিয়া কোন রকমে তাঁহার উষ্ট্রভাব দূর করি এবং পূর্ব্ববৎ সনৎকুমারত্ব প্রাপ্ত করি। তখন "ব্রহ্মার প্রথম পুত্র যেন মূঢ় না হয়" এই মনে করিয়াই মহাদেব স্বয়ং

অবজ্ঞায় হি মামেব তথাহঙ্কৃতবান্ মুনিঃ ॥ ৪৩
অতস্ত্বমেব যাথাত্ম্যং মমাস্মৈ কথয়ানঘ।
ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বজঃ পুত্রো মা ভূম্মূঢ় ইতি স্মরন্ ॥৪৪
মমৈব শিষ্যস্তে দত্তো মম জ্ঞানপ্রবর্ত্তকঃ।
ধর্ম্মাধ্যক্ষাভিষেকঞ্চ তব নির্ব্বর্ত্তয়িষ্যতি ॥ ৪৫
স এবং ব্যাহৃতো নন্দী সর্ব্বভূতগণাগ্রণীঃ।
গুরোরাজ্ঞাপনং মূর্দ্ধ্না প্রীতঃ প্রতিগৃহীতবান্ ॥৪৬
অথা সনৎকুমারোঽপি মেরৌ মদনুশাসনাৎ।
প্রসাদার্থং গণেশস্য তপশ্চরতি দুশ্চরম্ ॥ ৪৭
দ্রক্ষ্যঞ্চ স যুষ্মাভিঃ প্রাগ্‌গণেশসমাগমাৎ।
তৎপ্রসাদার্থমচিরান্নন্দী তত্রাগমিষ্যতি ॥ ৪৮
ইতি সত্বরমাদিশ্য প্রেষিতা বিশ্বযোনিনা।
সুমেরুং শিখরং মেরোর্দক্ষিণং মুনয়ো যযুঃ ॥ ৪৯
তত্র স্কন্দসরো নাম সরঃ সাগরসন্নিভম্।
অগাধস্বাদুশিশির-স্বচ্ছাগাধলঘূদকম্ ॥ ৫০
সমন্ততঃ সংঘটিতং স্ফটিকোপলসঞ্চয়ৈঃ।
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমৈঃ ফুল্লৈশ্ছাদিতাখিলদিঙ্মুখম্ ॥ ৫১
সৌবর্ণৈরুৎপলৈঃ পদ্মৈঃ কুমুদৈস্তারকোপমৈঃ।
অভ্রৈরভ্রসঙ্কাশৈরাকাশমিব ভূমিগম্ ॥ ৫২
সুখাবতরণারোহৈঃ স্থূলনীলশিলাময়ৈঃ।
সোপানমার্গৈ রুচিরৈঃ শোভমানাষ্টদিঙ্মুখম্ ॥ ৫৩
তত্র তত্রাবতীর্ণৈশ্চ তত্রোত্তীর্ণৈশ্চ ভূয়শঃ।
স্নাতৈঃ সিতোপবীতৈশ্চ শুক্লকৌপীনবল্কলৈঃ ॥৫৪
জটাশিখাযুতৈর্মুণ্ডৈস্ত্রিপুণ্ড্রকৃতমণ্ডনৈঃ।
বিরাগবিশদস্মের-মুখৈর্মুনিকুমারকৈঃ ॥ ৫৫
ঘটৈঃ কমলিনীপত্র-পুটৈশ্চ কলশৈঃ শিবৈঃ।
কমণ্ডলুভিরন্যৈশ্চ তাদৃশৈঃ করকাদিভিঃ ॥ ৫৬
আত্মার্থে চ পরার্থে চ দেবতার্থে বিশেষতঃ।
আনীয়মানসলিলমাত্তপুষ্পঞ্চ নিত্যশঃ ॥ ৫৭
অন্তর্জ্জলশিলারূঢ়ৈর্নীচানাং স্পর্শশঙ্কয়া।
আচারবদ্ভির্মুনিভিঃ কৃতভস্মাঙ্গধূলনৈঃ ॥ ৫৮
ইতস্ততোঽপ্সু মজ্জদ্ভিরিষ্টশিষ্টৈঃ শিলাগতৈঃ।
তিলৈশ্চ সাক্ষতৈঃ পুষ্পৈস্ত্যক্তদর্ভপবিত্রকৈঃ ॥৫৯
দেবাদ্যমৃষিমধ্যঞ্চ নির্ব্বর্ত্ত্য পিতৃতর্পণম্।
নিবেদয়দভিজ্ঞেভ্যো নিত্যস্নানগতান্ দ্বিজান্ ॥৬০
স্থানে স্থানে কৃতানেক-বলিপুষ্পসমীরণৈঃ।
সৌরার্ঘ্যপূর্ব্বং কুর্ব্বদ্ভিঃ স্থণ্ডিলেঽভ্যর্চ্চনাদিকম্ ॥
ক্বচিন্নিমজ্জদুন্মজ্জৎপ্রশস্তগজযূথপম্।

হাস্য সহকারে নন্দীকে বলেন, সনৎকুমার আমাকে না জানাতেই অহঙ্কৃত হইয়াছিল, এখন তুমিই আমার প্রকৃত তত্ত্ব ইহাকে অবগত করাও। আমি তোমাকে এই শিষ্যটী দিলাম, তোমার এই শিষ্য মদীয়-জ্ঞান-প্রচারক হইবে এবং তোমার ধর্ম্মাধ্যক্ষাভিষেক সম্পাদন করিবে। নন্দী শিবের আদেশ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া মস্তকে লইলেন। সনৎকুমারও আমার অনুশাসনে নন্দীর অনুগ্রহার্থ সুমেরুতে কঠোর তপস্যা করিতেছেন। নন্দি-সমাগমের পূর্ব্বেই তোমরা তাঁহাকে দর্শন করিবে। নন্দী শীঘ্রই সনৎকুমারের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য তথায় যাইবেন। ব্রহ্মার আদেশে মুনিগণ সত্বরই সুমেরুর দক্ষিণ-শিখরে গেলেন। ৪১—৪৯। সেখানে স্কন্দ-সরোবর নামে অগাধ-স্বাদুশীতল-স্বচ্ছ-বারি সাগর-সন্নিভ এক জলাশয় আছে। স্ফটিক-মণি দ্বারা তাহার চতুর্দ্দিক্ নির্ম্মিত। সকল ঋতুর ফুল-কুসুমে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন। সুবর্ণময় পদ্ম, উৎপল, তারকাকৃতি কুমুদ, অভ্রসঙ্কাশ তরঙ্গ; দেখিলে বোধ হয়, আকাশ ভূতলে অবতীর্ণ। আটদিকেই সুন্দর নীলশিলাময় সোপান। জটিল, শিখাযুক্ত, মুণ্ডিত, ত্রিপুণ্ড্রী, বৈরাগ্যহৃষ্ট, শুক্লোপবীত-শুক্লকৌপীন-বল্কলধারী মুনিগণ তথায় স্নানের জন্য স্নান করিয়া নামিতে-ছেন, উঠিতেছেন। আপনার, পরের এবং বিশেষতঃ দেবতার জন্য জল লইয়া যাইতে-ছেন, পুষ্পচয়ন করিতেছেন। ভস্মাবৃত আচারবান্ মুনিগণ নীচজাতির স্পর্শশঙ্কায় জল-মধ্যস্থিত শিলার উপর দণ্ডায়মান। ইতস্ততঃ স্নানপরায়ণ শিষ্টপ্রিয় মানবগণ শিলায় বসিয়া তিলাদি দ্বারা দেবতর্পণ ঋষিতর্পণ এবং পিতৃ-তর্পণ করিতেছেন; এই সকল দ্বিজ যে নিত্য-স্নায়ী, অভিজ্ঞগণ সরোবর হইতে তাহা বুঝিতে পারেন। ৫০—৬০। অনেকে নানাস্থানে পুষ্পাদি বিবিধ উপকরণে সূর্য্যার্ঘ্য রচনাপূর্ব্বক স্থণ্ডিলে সূর্য্য পূজা করিতেছিলেন। কোথাও সরোবরে গজযূথপতি ডুবিতেছিল, উঠিতেছিল।

ক্বচিচ্চ তৃষয়ায়াত-মৃগী-মৃগ-তুরঙ্গমম্ ॥ ৬২
ক্বচিৎ পীতজলোত্তীর্ণ-ময়ূরবরবারণম্ ।
ক্বচিৎ কৃততটাঘাত-বৃষপ্রতিবৃষোজ্জ্বলম্ ॥ ৬৩
ক্বচিৎ কারণ্ডবরবৈঃ ক্বচিৎ সারসকূজিতৈঃ ।
ক্বচিচ্চ কোকনিনদৈঃ ক্বচিদ্ভ্রমরগীতিভিঃ ॥ ৬৪
স্নানপানাদিকরণৈঃ স্বসম্পদুপজীবিভিঃ ।
প্রণয়াৎ প্রাণিভিস্তৈস্তৈর্ভাষমাণমিবাসকৃৎ ॥৬৫
কূলশাখিশিখালীন-কোকিলাকুলকূজিতৈঃ ।
আতপোপহতানাম্ সর্ব্বানামন্ত্রয়দিবানিশম্ ॥ ৬৬
উত্তরে তস্য সরসস্তীরে কল্পতরোরধঃ ।
বেদ্যাং বজ্রশিলাময্যাং মৃদুলে মৃগচর্ম্মণি ॥ ৬৭
সনৎকুমারমাসীনং শশ্বদ্বালবপুর্দ্ধরম্ ।
তৎকালমাত্রোপরতং সমাধেরচলাত্মনঃ ॥ ৬৮
উপাস্যমানং মুনিভির্যোগীন্দ্রৈরপি পূজিতম্ ।
দদৃশুর্নৈমিষীয়াস্তে প্রণতাশ্চোপতস্থিরে ॥ ৬৯
যাবৎ পৃষ্টবতে তস্মৈ প্রোচুঃ স্বাগতকারণম্ ।
তুমুলঃ শুশ্রুবে তাবদ্দিবি দুন্দুভিনিস্বনঃ ॥ ৭০
দদৃশে তৎক্ষণে তস্মিন্ বিমানং ভানুসন্নিভম্ ।

কোথাও মৃগী মৃগ অশ্ব, তৃষ্ণায় তথায় সমাগত। কোথাও ময়ূর ও হস্তিগণ, জলপান করিয়া উঠিতেছিল, কোথাও তটাঘাতী বৃষদ্বয়ের রণ-রঙ্গিণী মূর্ত্তি। কারণ্ডব, সারস, চক্রবাক এবং ভ্রমরের রব নানাস্থানে; তাহাতে বোধ হইতেছিল, স্নানপানাদি দ্বারা তদীয় সম্পৎ-সলিল-উপজীবী প্রাণীরাই যেন প্রণয় বশতঃ বারংবার তাহার সম্ভাষণ করিতেছে। তীর-তরুপরি-আরূঢ়-কোকিলকুল-কূজনে সেই সরোবরই যেন আতপতপ্ত জনগণকে সতত আহ্বান করিতেছিল। সেই সরোবরের তীরে কল্পতরুর অধোভাগে হীরক মণিময়ী বেদীতে কোমল মৃগ-চর্ম্মে আসান,তৎক্ষণাৎ স্থিরসমাধি হইতে উত্থিত শিশুশরীর সনৎকুমারকে মুনিগণ উপাসনা করিতেছেন এবং যোগীন্দ্রগণ পূজা করিতেছেন, —নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ দেখিতে পাইলেন এবং প্রণামপূর্ব্বক নিকটস্থ হইলেন ।৬১—৬৯। সনৎকুমার জিজ্ঞাসা করিলে নৈমিষারণ্যবাসী-মুনিগণ স্বাগত-প্রয়োজন কীর্ত্তন করিতেছেন, ইত্যবসরে আকাশে তুমুল দুন্দুভিধ্বনি শ্রবণ-

গণেশ্বরৈরসংখ্যেয়ৈঃ সংবৃতঞ্চ সমন্ততঃ ॥ ৭১
অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণং রুদ্রকন্যাভিরাবৃতম্ ।
মৃদঙ্গমুরজোদ্‌ঘুষ্ট-বেণুবীণারবান্বিতম্ ।
চিত্ররত্নবিতানাঢ্যং মুক্তাদামবিরাজিতম্ ॥ ৭২
মুনিভিঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈর্যক্ষ-চারণ-কিন্নরৈঃ ।
নৃত্যদ্ভিশ্চৈব গায়দ্ভির্বাদয়দ্ভিশ্চ সংবৃতম্ ॥ ৭৩
বীরগোবৃষচিহ্নেন দিব্যবিক্রমযষ্টিনা ।
কৃতগোপুরসংস্কারং কেতুনা মাঙ্গহেতুনা ॥ ৭৪
তস্য মধ্যে বিমানস্য চামরদ্বিতয়ান্তরে ।
ছত্রস্য মণিদণ্ডস্য চন্দ্রস্যেব শুচেরধঃ ॥ ৭৫
দিব্যসিংহাসনারূঢ়ং দেব্যা সুযশসা * সহ ।
শ্রিয়া চ বপুষা চৈব ত্রিভিশ্চাপি বিলোচনৈঃ ॥
প্রকারৈরপি কৃত্যানাং প্রত্যভিজ্ঞাপকং প্রভো
অবিলঙ্ঘ্যং জগৎকর্ত্তুরাজ্ঞাপনমিবাগতম্ ॥ ৭৭
সর্ব্বানুগ্রহণং শম্ভোঃ সাক্ষাদিব পুরঃ স্থিতম্ ।
শিলাদতনয়ং সাক্ষাচ্ছ্রীমচ্ছূলবরায়ুধম্ ॥৭৮
বিশ্বেশ্বরগণাধ্যক্ষং বিশ্বেশ্বরমিবাপরম্ ।
বিশ্বস্যাপি বিধাতৄণাং নিগ্রহানুগ্রহক্ষমম্ ॥ ৭৯
চতুর্ব্বাহুমুদারাঙ্গং চন্দ্ররেখাবিভূষিতম্ ।
কণ্ঠমধ্যে চ কালেন কলঙ্কেনাপ্যলঙ্কৃতম্ ॥ ৮০
সবিগ্রহমিবৈশ্বর্য্যং সামর্থ্যমিব সৎক্রিয়ম্ ।
সমাপ্তমিব নির্ব্বাণং সার্ব্বজ্ঞমিব সঙ্গতম্ ॥ ৮১
দৃষ্ট্বা প্রহৃষ্টবদনো ব্রহ্মপুত্রঃ সহর্ষিভিঃ ।

গোচর হইল। তখন তথায় অসংখ্য গণেশ্বর পরিবৃত সূর্য্যসন্নিভ বিমান দৃষ্টিগোচর হই অপ্সরা, রুদ্রকন্যা, নৃত্যগীতপরায়ণ মুনি, সি গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, চারণ এবং কিন্নরগণে পরি মৃদঙ্গাদি-রবযুক্ত, বিচিত্র রত্নবিতান মুক্তা বীর-গোবৃষচিহ্নিত বিক্রমযষ্টি এবং মাঙ্গ কেতু দ্বারা সমলঙ্কৃত-উজ্জ্বল গোপুর বিমানের মধ্যে চামরদ্বয়ের অন্তরালে চন্দ্র শুক্লবর্ণ মণিদণ্ড ছত্রের অধোদেশে দিব্যসিং সনে দেবী সুযশার সহিত আসীন, ত্রয়াদিসম্পন্ন অগ্রস্থিত, শূলধারী, বিশ্বেশ্বর গণাধ্যক্ষ, বিশ্বেশ্বর তুল্য, নিগ্রহানুগ্রহ চতুর্ব্বাহু, চন্দ্রভূষিত, কালকলঙ্কে অলঙ্ কণ্ঠে মূর্ত্তিমান ঐশ্বর্য্যরূপী শিলাদতনয় নন্দী অবলোকন করিয়া সনৎকুমার ঋষিগণের সহি

ক্রমেণ প্রাঞ্জলিরুত্থায় তস্থাত্মানমিবার্পয়ন্ ॥ ৮২
অথাসন্নতরে তস্মিন্ বিমানে চাবনিং গতে।
প্রণম্য দণ্ডবদ্দেবং স্তুত্বা ব্যজ্ঞাপয়ন্মুনীন্ ॥ ৮৩
ষট্কুলীয়া ইমে দীর্ঘং নৈমিষে সত্রমাস্থিতাঃ।
আগতা ব্রহ্মণাদিষ্টা দেবসেবাভিকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৮৪
শ্রুত্বা বাক্যং ব্রহ্মপুত্রস্য নন্দী
ছিত্ত্বা পাশান্ দৃষ্টিপাতেন সদ্যঃ।
শৈবং ধর্ম্মৈশ্বৈশ্বরং জ্ঞানযোগং
দত্ত্বা ভূয়ো দেবপার্শ্বং জগাম ॥ ৮৫
সনৎকুমারেণ চ তৎ সমস্তং
ব্যাসায় সাক্ষাদ্গুরবে মমোক্তম্।
ব্যাসেন চোক্তং মহিতেন মহ্যং
ময়া চ তত্বঃ কথিতং সমাসাৎ ॥ ৮৬
নাবেদবিদ্ভ্যঃ কথনীয়মেতৎ
পুরাণরত্নং পুরশাসনস্য।
নাভক্তশিষ্যায় ন নাস্তিকেভ্যো
দত্তং হি মোহান্নিরয়ং দদাতি ॥ ৮৭
মার্গেণ বেদানুগতেন যৈস্তদ্-
দত্তং গৃহীতং পঠিতং শ্রুতং বা।
তেভ্যো মুখে ধর্ম্মমুখং ত্রিবর্গং
নির্ব্বাণমন্তে নিয়তং দদাতি ॥ ৮৮
পরস্পরস্যোপকৃতং ভবদ্ভি-
র্ময়া চ পৌরাণিকমার্গযোগাৎ।
অতো গমিষ্যেঽহমবাপ্তকামঃ
সমস্তমেবাস্তু শিবং সদা নঃ ॥ ৮৯
সূতে কৃতাশিষি গতে মুনয়ঃ সুবৃত্তা
যাগে চ পর্য্যবসিতে মহিতে প্রয়াগে।
কালে কলৌ চ বিষয়ৈঃ কলুষায়মাণে
বারাণসীপরিসরে বসতিং বিতেনুঃ ॥ ৯০
অথ চ তে পশুপাশমুমুক্ষয়া
স্বকৃতয়া কৃতপাশুপতব্রতাঃ।
অধিগতাখিলবোধসমাধয়ঃ
পরমনির্বৃতিমাপুরনিন্দিতাঃ ॥ ৯১

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়া-
মুত্তরভাগে শ্রীকৃষ্ণোপমন্যুসংবাদে
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

হৃষ্টমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বোধ হইল যেন সনৎকুমার আত্মার্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ৬০—৮২। বিমান আসন্নতর হইয়া ভূতল স্পৃষ্ট হইলে, নন্দীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া মুনিগণের পরিচয় দিতে লাগিলেন,—ষট্‌কুলে উৎপন্ন এই মুনিগণ নৈমিষারণ্যে দীর্ঘসত্র করিয়াছেন; ব্রহ্মার আদেশক্রমে আপনার সেবার্থ এখানে আসিয়াছেন। নন্দী সনৎকুমারের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ দৃষ্টিপাতে তাঁহাদের পাশ ছিন্ন করিয়া শৈবধর্ম্ম ও ঐশ্বরযোগ প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় শ্রীসদাশিব-পার্শ্বে গমন করিলেন। স্বয়ং সনৎকুমার মদীয়গুরু বেদব্যাসকে তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিয়াছেন; পূজ্য ব্যাসদেব আমাকে তাহা বলিয়াছেন, আমিও সংক্ষেপে তোমাদিগকে তাহা বলিয়াছি; এই শিবপুরাণ বেদানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট কীর্ত্তনীয় নহে। অভক্ত শিষ্য বা নাস্তিককেও ইহা প্রদেয় নহে; এরূপ স্থলে মোহ বশতঃ প্রদান করিলেও নরক হয়। যে ব্যক্তি বেদানুগত পথে এই পুরাণ প্রদান, গ্রহণ, পাঠ বা শ্রবণ করে, প্রথমে তাহা-দিগের ধর্ম্মাদি-ত্রিবর্গ এবং অন্তে নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয়। আপনারা এবং আমি পৌরাণিক মার্গ-যোগে পরস্পরের উপকার করিলাম; এক্ষণে কৃতকার্য্য হইয়া গমন করিতেছি, আমাদের সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ মঙ্গল হউক। সূত আশীর্ব্বাদ করিয়া গমন করিলে, সুবৃত্ত মুনিগণ প্রয়াগে যাগসমাপ্তি হইলে, বিষয়-কলুষিত কলিকালে কাশীধামে বাস করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পশুপাশ-মোক্ষাভিলাষে পাশুপতব্রত আচরণ-পূর্ব্বক অখিলজ্ঞান-সমাধি প্রাপ্ত হইয়া পরম নির্ব্বৃতি লাভ করিলেন। ৮৩—৯১।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

উত্তরভাগ সমাপ্ত।

বায়বীয়সংহিতা সমাপ্তা।

ধর্ম্মসংহিতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

জয়তি পরাশরসূনুঃ সত্যবতীহৃদয়নন্দনো ব্যাসঃ
যস্যাস্যকমলগলিতং বাঙ্ময়মমৃতং জগৎ পিবতি ॥১
যো ধত্তে ভুবনানি সত্ত্বগুণবান্ স্রষ্টা রজঃসংশ্রয়ঃ,
সংহর্ত্তা তমসান্বিতো গুণময়ীং মায়ামতীত্য স্থিতঃ
সত্যানন্তমনন্তবোধমমলং ব্রহ্মাদিসংজ্ঞাস্পদং,
নিত্যং তত্ত্বসমন্বয়াদধিগতং পূর্ণং শিবং ধীমহি ॥ ২

সূত উবাচ।

একদা দেবকীপুত্রশ্চিন্তয়ন্ রহসি স্থিতঃ।
পূজয়ামাস বিধিবদুপমন্যুং সমাগতম্ ॥ ৩
পপ্রচ্ছ সুখমাসীনং কং পূজয়সি নিত্যশঃ।
এবমুক্তো মুনিশ্রেষ্ঠ উবাচ পরিহর্ষিতঃ॥ ৪

চিরকালং ময়া তপ্তুং পূর্ব্বমেব মহৎ তপঃ।
শঙ্করঃ কৃপয়াবিষ্টো দেবীদর্শনমাগতঃ॥ ৫
ত্রিভিরংশৈঃ শোভমানমজস্রসুখমব্যয়ম্।
একপাদং মহাদংষ্ট্রং সজ্বালকবলৈর্মুখৈঃ॥ ৬
দ্বিসহস্রময়ূখাণাং জ্যোতিষাতিবিরাজিতম্।
সর্ব্বাস্ত্রপ্রবরঞ্চাদ্যমনেকাঙ্কং সহস্রপাং॥ ৭
যত্তৎ কল্পান্তসময়ে বিশ্বং সংহরতি ধ্রুবম্।
নাবধ্যো যস্য চ ভবেদৃতে দেবাজ্জনার্দ্দনাৎ॥৮
মহেশ্বরভুজোৎসৃষ্টং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
নির্দ্দহেচ্চ জগৎ কৃৎস্নং নিমেষার্দ্ধান্ন সংশয়ঃ॥৯
তপঃস্থো রুদ্রপার্শ্বস্থং দৃষ্টবানহমব্যয়ম্।
গুহ্যমস্ত্রং পরং নান্যৎ তত্তুল্যমধিকং হি বা॥১০

পরাশর-পুত্র ও সত্যবতীর হৃদয়ানন্দকর ব্যাসদেব জয়শালী হউন। যাহার মুখ-কমল-নির্গত বাঙ্ময় অমৃত পান করিয়া লোক সকল তৃপ্তিলাভ করে, যিনি সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া ভুবন সকল পালন করিতেছেন ও রজোগুণ অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি করিতেছেন এবং তমোগুণ অবলম্বন করিয়া সংহার করিতেছেন, আমরা সেই সত্যানন্দময়, অসীম, চৈতন্যস্বরূপ, অমল (অর্থাৎ মায়াজনিত প্রবৃত্ত্যাদি দোষ-রহিত) ব্রহ্মাদি-সংজ্ঞাভাজন (অর্থাৎ ব্রহ্ম হরি হর শব্দ-বাচ্য) নিত্য ও কার্য্যসমন্বয় নিবন্ধন অবগত (অর্থাৎ কার্য্যগত সত্তা দ্বারা অনুমিত) এবং পূর্ণকাম মহেশ্বরকে ধ্যান করি। সূত বলিলেন, একদা দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ 'কি উপায়ে পুত্র লাভ করিব' এইরূপ নির্জ্জনে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় উপমন্যু নামক মহর্ষিকে সহসা সমাগত দেখিয়া যথাবিধি তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। অনন্তর উপমন্যু সুখাসীন হইলে পর, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোন্ দেবতাকে প্রত্যহ পূজা করিয়া থাকেন? মুনিশ্রেষ্ঠ এইরূপ পৃষ্ট হইয়া হৃষ্টচিত্তে উত্তর করিলেন, আমি পূর্ব্বে বহুকাল ব্যাপিয়া দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলাম, যন্নিবন্ধন মহাদেব কৃপান্বিত হইয়া আমার দৃষ্টিপথের পথিক হইয়াছিলেন। যাহা অস্ত্রত্রয়-শোভিত, নিরন্তর ভক্ত দিগের সুখকর ও হস্তস্থিত হইয়াও (অর্থাৎ অবিক্ষিপ্ত হইয়াও) শত্রুনাশ করিতে সমর্থ, যাহার মূলাংশ একমাত্র, যাহার ক্রকচাবয়ব-তুল্য অগ্রি সকল অতি মহৎ, যাহার অগ্রভাগের গ্রাসসদৃশ [illegible] সমূহ জ্বালাযুক্ত, যাহার দীপ্তি সূর্য্যদীপ্তি অপেক্ষা অধিক, যাহা সকল অস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রধান, যাহার চিহ্ন বহুবিধ, যাহা শত্রু-সংহার নিপাতনে সমর্থ, যাহা প্রলয়-কালে বিশ্ব সংহার করে, জনার্দ্দন ভিন্ন যাহার অবধ্য নাই [illegible] যাহা মহেশ্বরকর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত হইলে নিমেষ-পরিমিত সময় মধ্যে সচরাচর ত্রৈলোক্য ও সমুদা[illegible] আত্মাকে অসংশয় দগ্ধ করিতে পারে; [illegible] তপশ্চরণ সময়ে রুদ্রদেবের পার্শ্বস্থিত ও [illegible] সেই আয়ুধকে দেখিয়াছিলাম; যাহা [illegible] গুহ্য ও যাহার তুল্য বা যদপেক্ষা অধিক [illegible]

যচ্চণ্ডুলমিতি খ্যাতং সর্ব্বলোকেষু শূলিনঃ।
দারয়েদ্যন্মহীং কৃৎস্নাং শোষয়েদ্যন্মহোদধিম্॥১১
যৌবনাশ্বো হতো যেন মান্ধাতা সবলঃ পুরা।
চক্রবর্ত্তী মহাতেজাস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী নৃপঃ॥ ১২
দর্পাবিষ্টশ্চ গেহে যন্নিক্ষিপ্য লবণাসুরঃ।
শত্রুঘ্নং নৃপতিং যুদ্ধে সমাহূয় ক্ষয়ং গতঃ॥ ১৩
তস্মিন্ দৈত্যে বিনষ্টে তু রুদ্রহস্তে গতস্তু যৎ।
তঙ্কুলমতিতীক্ষ্ণাগ্রং সন্ত্রাসজননং মহৎ॥ ১৪
ত্রিশিখাং ভ্রুকুটিং কৃত্বা তর্জ্জয়ন্তমিব স্থিতম্।
বিধূমানলসঙ্কাশং বালসূর্য্যমিবোদিতম্॥ ১৫
সর্পহস্তমনির্দেশ্যং পাশহস্তমিবান্তকম্।
পরশুং তীক্ষ্ণধারঞ্চ সর্পাদ্যৈশ্চ বিভূষিতম্।
কল্পান্তদহনাকারং তথা পুরুষবিগ্রহম্॥ ১৬
যত্তদ্ভার্গবরামায় ক্ষত্রিয়ান্তকরং রণে।
রামো যদ্বলমাশ্রিত্য পূর্ব্বং দত্তং কপর্দ্দিনা॥ ১৭
পরশুং তং গৃহীত্বাসৌ শিবদত্তং মহামনাঃ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো যঃ ক্ষত্রং দদাহ রুষিতো মুনিঃ॥ ১৮
সুদর্শনং তথা চক্রং সহস্রবদনং বিভুম্।
দ্বিসহস্রভুজং দেবং দদর্শ পুরুষাকৃতিম্॥ ১৯
দ্বিসহস্রেক্ষণং দেবং সহস্রচরণাকুলম্।
বজ্রং শক্তিঞ্চ তূণীরং খড়্গং পাশং যমঙ্কুশম্॥ ২০
গদাঞ্চ লোকপালানামস্ত্রাণ্যেতানি যানি চ।
দদর্শ তানি সর্ব্বাণি ভগবদ্রুদ্রপার্শ্বতঃ॥ ২১
সব্যদেশে তু দেবস্য ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
বিমানং দিব্যমাস্থায় হংসযুক্তং মনোময়ম্॥ ২২
বামপার্শ্বস্থিতশ্চৈব শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ।
বৈনতেয়ং সমাস্থায় তথা নারায়ণঃ স্থিতঃ॥ ২৩
স্কন্দঃ শক্তিং সমাদায় ময়ূরস্থঃ সঘণ্টকঃ।
দেব্যাঃ সমীপে সন্তস্থৌ দ্বিতীয় ইব পাবকঃ॥২৪
নন্দী শূলং সমাদায় ভবাগ্রে সমবস্থিতঃ।
সর্ব্বভূতগণাশ্চৈব মাতরো বিবিধাঃ স্থিতাঃ॥ ২৫
তে চ সর্ব্বে মহাত্মানং পরিবার্য্য সমন্ততঃ।
অস্তুবন্ বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্মহাদেবং তদা সুরাঃ॥

কোন অস্ত্র নাই, যাহা জগতে শূলরূপে প্রসিদ্ধ এবং যাহা সমস্ত পৃথিবী বিদারণ করিতে ও মহোদধিকেও শোষণ করিতে সমর্থ। ১—১১। পূর্ব্বকালে চক্রবর্ত্তী মহাতেজাঃ ও ত্রৈলোক্য-বিজেতা যুবনাশ্ব-পুত্র মান্ধাতা সৈন্যের সহিত যদ্দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন, লবণাসুর যাহাকে গৃহে নিক্ষেপ করিয়া দর্পাবেশনিবন্ধন শত্রুঘ্ন নৃপতিকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া বিনষ্ট হইয়াছে, সেই দৈত্য বিনষ্ট হইলে যাহা পুনর্ব্বার রুদ্র দেবের হস্তে গমন করিয়াছিল, যাহার অগ্র অতি তীক্ষ্ণ ও যাহা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, যে পরশু শিখাত্রয়শালিনী ভ্রূকুটী করিয়া যেন তর্জ্জন করিতেছিল ও যাহা ধূমশূন্য অগ্নি সদৃশ এবং বালসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী, যাহার হস্ত স্থানে সর্প সকল অবস্থিতি করিতেছিল, যাহার প্রভা-বের ইয়ত্তা নাই ও যাহা পাশহস্ত যমতুল্য, যাহার ধার অতি তীক্ষ্ণ এবং যাহা সর্প প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত এবং প্রলয়কালীন অগ্নিতুল্য ও পুরুষের ন্যায় বিগ্রহ-বিশিষ্ট; যুদ্ধে ক্ষত্রিয়-নাশক যে পরশু পরশুরামকে প্রদত্ত হইয়াছিল, পরশুরাম পিতৃ-বধ-নিবন্ধন ক্রুদ্ধ হইয়া শিবদত্ত যে পরশুর সাহায্যে একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন—উক্তরূপ পরশুর ন্যায় সুদর্শনচক্রও দেখিয়াছিলাম, যাহা সহস্র-বদন-যুক্ত ও সামর্থ্যাতিশয়ান্বিত, যাহার বাহু দ্বিসহস্র ও যাহা পুরুষতুল্য আকৃতিযুক্ত, যাহার নেত্র ও চরণ দ্বিসহস্র-সঙ্খ্যক বজ্র শক্তি তূণীর পাশ দণ্ড অঙ্কুশ গদা প্রভৃতি যে সকল লোকপালদিগের অস্ত্ররূপে পরিগণিত হইয়া থাকে, সেই অস্ত্র সকলকে রুদ্রদেবের পার্শ্বে বিরাজমান দেখিয়া-ছিলাম। পিতামহ ব্রহ্মা মনের ন্যায় বেগগামী হংসযুক্ত দিব্যবিমানে আরূঢ় হইয়া রুদ্রদেবের বাম পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শঙ্খচক্র-গদাধর নারায়ণও গরুড়ে আরূঢ় হইয়া বাম-পার্শ্বে বিরাজ করিতেছিলেন। ময়ূরারূঢ় ও ঘণ্টা-বাদ্যযুক্ত স্কন্দদেব শক্তিগ্রহণ করিয়া দ্বিতীয়পাব-কের ন্যায় দেবীসমীপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। নন্দী শূল গ্রহণ করিয়া মহাদেবের অভিমুখে অব-স্থিতি করিতেছিলেন এবং সর্ব্বপ্রকার ভূতগণ ও বিবিধ মাতৃগণ তাঁহার সম্মুখে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন।১২—২৫। তৎকালে সেই সকল সুরগণ

যৎ কিঞ্চিচ্চ জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽথবা।
তৎ সর্ব্বং ভগবৎপার্শ্বে নিরীক্ষ্যাহং সুবিস্মিতঃ॥
সুমহদ্ধৈর্য্যমালম্ব্য প্রাঞ্জলির্বিবিধৈঃ স্তবৈঃ।
স চ তং শঙ্করং দৃষ্ট্বা বাষ্পগদ্গদয়া গিরা॥ ২৮
পূজয়ামাস বিধিবদহং শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
ভগবানথ সুপ্রীতো মামাহ প্রহসন্নিব॥ ২৯
ন বিচালয়িতুং শক্যো ময়া বিপ্র পুনঃপুনঃ।
পরীক্ষিতোঽসি ভদ্রং তে ভবান্ ভক্ত্যা মদীয়য়া
তস্মাদ্বরয় ভদ্রং তে বরং দেবেষু দুর্লভম্।
স চ তং প্রাঞ্জলির্ভূত্বা প্রাহ ভক্ত্যানুকম্পিতম্।
ভগবন্ যদি তুষ্টোঽসি যদি ভক্তিঃ স্থিরা ময়ি॥৩১
তেন সত্যেন মে জ্ঞানং ত্রিকালবিষয়ং বিভো।
প্রযচ্ছ ভক্তিং বিপুলাং ত্বয়ি চাব্যভিচারিণীম্॥৩২
সান্বয়স্যাপি নিত্যঞ্চ ভূরি ক্ষীরোদনং বিভো।
মমাস্তু তব সান্নিধ্যং নিত্যঞ্চৈবাশ্রমে বিভো॥৩৩
এবমুক্তঃ স তং প্রাহ বর্জ্জিতস্ত্বং ভবিষ্যসি।
জরামরণজৈর্দোষৈঃ সর্ব্বকামপ্রদো হরঃ॥ ৩৪
মুনীনাং পূজনীয়শ্চ যশোধনসমন্বিতঃ।
শীলরূপগুণৈশ্বর্য্যং মৎপ্রসাদাৎ পদে পদে॥ ৩৫
ক্ষীরোদসাগরস্তৈব সান্নিধ্যং পয়সাং নিধেঃ।
তত্র তে ভবিতা নিত্যং যত্র যত্রেচ্ছসে মুনে॥৩৬
অমৃতাত্মা তু তৎ ক্ষীরং যাবৎ সংযাস্যতে ততঃ
ইমং বৈবস্বতং কল্পং পশ্যসে বন্ধুভিঃ সহ॥ ৩৭
তদ্গোত্রঞ্চাক্ষয়ন্ত্বস্তু প্রদাস্যামি সদৈব হি।
সান্নিধ্যমাশ্রমে তুভ্যং ময়ি ভক্তিশ্চ সুস্থিরা॥৩৮
দাস্যামি দর্শনং বৎস স্মৃতশ্চ ভবতা সুখম্।
তিষ্ঠ বৎস যথাকামং নোৎকণ্ঠাং কর্ত্তুমর্হতি॥৩৯
এবমুক্ত্বা স ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।

মহাত্মা মহাদেবকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া নানাবিধ স্তোত্র দ্বারা স্তব করিতেছিলেন। যে সকল বস্তু এই জগতে দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায়, সেই সকল বস্তুকে ভগবানের পার্শ্বস্থ দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম। অনন্তর আমি তাদৃশ শঙ্করদর্শনে বিস্মিত হইয়াও অত্যন্ত ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলাম ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বাষ্পগদ্গদ-বাক্যে বিবিধ স্তোত্র দ্বারা শ্রদ্ধা-সহকারে শঙ্করের আরাধনা করিয়াছিলাম। অনন্তর ভগবান্ শঙ্কর অত্যন্ত প্রীত হইয়া যেন হাস্য করত আমাকে বলিলেন;—আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার আশয়ে বহুবার ভয়প্রদর্শন করিলাম, কিন্তু কোনরূপে বিচালন করিতে পারিলাম না। আর পরীক্ষার প্রয়োজন নাই, তুমিই যথার্থ ভক্ত। অতএব দেবদুর্লভ বর প্রার্থনা কর। ঋষিও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পরম কারুণিক শঙ্করকে বলিলেন, হে ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি যথার্থ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন ও আমার প্রতি যদি আপনার দয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে ত্রিকালবিষয়জ্ঞান এবং ভবদ্বিষয়িণী বিপুলা ও অব্যভিচারিণী ভক্তি আমাকে প্রদান করুন। আমার বংশ কদাচ উচ্ছিন্ন না হয় ও প্রত্যহ প্রচুর ক্ষীরোদন লাভ করিতে পারি। হে বিভো! আমার আশ্রমে আপনার সান্নিধ্য যেন নিরন্তর বিরাজ করে। সর্ব্বকামদাতা শঙ্কর উপমন্যু কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুমি জরামরণশূন্য হইয়া মুনিদিগের মাননীয় ও যশস্বী হইবে। হে মুনে! তুমি আমার প্রসাদনিবন্ধন পদে পদে সদ্বৃত্তশালী, রূপশালী, গুণশালী ও ঐশ্বর্য্যশালী হইবে এবং ক্ষীরোদ সমুদ্র নিত্য তোমার সন্নিহিত হইবে। তুমি যে স্থানে যেই বস্তু অভিলাষ করিবে, তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে সেই বস্তু উপস্থিত হইবে। তোমার উপভোগ পর্য্যন্ত সেই বস্তু সকল তৎস্থান হইতে অপগত হইবে না। এমন কি ক্ষীরোদ সাগরের অমৃতময় সলিলও পানকাল পর্য্যন্ত তোমার নিকটে থাকিবে। পানান্তর বন্ধুর সহিত সমবেত হইয়া বর্ত্তমান বৈবস্বত কল্প দেখিতে পাইবে। তোমার বংশও অক্ষয় হইবে। আমি তোমার আশ্রমে নিরন্তর সন্নিহিত থাকিব ও তোমার মদ্বিষয়িণী ভক্তি কদাচ বিচলিত হইবে না এবং তুমি স্মরণ করিবামাত্র আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইব। হে বৎস! স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি

মহেশানো বরান্ দত্ত্বা সূর্য্যকোটিসমপ্রভঃ ॥ ৪০
এবং দৃষ্টো ময়া কৃষ্ণ যদুক্তং তেন ধীমতা।
তদবাপ্তঞ্চ মে সর্ব্বং দেবদেবসমাধিনা॥ ৪১
প্রত্যক্ষঞ্চৈব তে যাতা গন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তথা ॥ ৪২
ঋষীন্ বিদ্যাধরাংশ্চৈব পশ্য সিদ্ধান্ ব্যবস্থিতান্।
পশ্য বৃক্ষান্ মনোরম্যান্ স্নিগ্ধপত্রান্ সুগন্ধিনঃ ॥৪৩
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমৈর্যুক্তান্ সদা পুষ্পফলান্বিতান্ ॥ ৪৪
সর্ব্বমেতন্মহাবাহো ঈশ্বরস্য মহাত্মনঃ।
প্রসাদাদ্দেবদেবস্য বিশ্বভাবসমন্বিতম্ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং শিব-মাহাত্ম্যনিরূপণং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

কর, উৎকণ্ঠিত হইও না। কোটি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ভগবান্ শঙ্কর এইরূপ আমাকে বর দান করিয়া তৎকালে অন্তর্হিত হইলেন। হে কৃষ্ণ! তিনি আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহার সমাধিবলে আমি সে সকল প্রাপ্ত হইয়াছি। যে সকল দেবযোনি গন্ধর্ব্ব প্রভৃতিকে পূর্ব্বে দেখিতে পাইতাম না, তৎক্ষণে তাহাদিগকে অনায়াসে দেখিতে পাইলাম। আশ্রমও দিব্য-সমৃদ্ধি সমন্বিত হইয়া শোভার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইল; ঋষিগণ বিদ্যাধরগণ ও সিদ্ধগণের সন্নিধি-নিবন্ধন আশ্রমের শোভা পরিবর্দ্ধিত হইল। মনোরম স্নিগ্ধ পত্রযুক্ত ও সুগন্ধি বৃক্ষ সকল সর্ব্বর্ত্তু-কুসুম-সমন্বিত হইয়া অসাধারণ ফলবত্তা দ্বারা আশ্রমের অলৌকিক শোভা সম্পাদন করিল। হে মহাবাহো! সেই সকল দিব্যবিভূতি মহাত্মা দেবদেব মহাদেবের প্রসাদ-নিবন্ধন নানাবিধ-পদার্থ সমন্বিত হইল। ২৬—৪৫।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

উপমন্যুরুবাচ।

মমাস্তি ত্বখিলং জ্ঞানং প্রসাদাচ্ছূলপাণিনঃ।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বং জানামি তত্ত্বতঃ ॥ ১
তমহং দৃষ্টবান্ দেবমপি দেবাসুরেশ্বরম্।
যেন পশ্যন্ত্যনারাধ্যং কোঽন্যো ধন্যতরো ময়া ॥ ২
ষড়্বিংশকমিতি খ্যাতং পরং তত্ত্বং সনাতনম্।
এতদ্ধ্যায়ন্তি বিদ্বাংসো যত্তৎ পরমমক্ষরম্ ॥ ৩
সর্ব্বতত্ত্ববিধানজ্ঞঃ সর্ব্বতত্ত্বার্থদর্শনঃ।
স এব ভগবান্ দেবঃ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥ ৪
যোঽসৃজদ্দক্ষিণাৎ পার্শ্বাদ্‌ব্রহ্মাণং লোককারণম্।
বামপার্শ্বাৎ সৃজদ্বিষ্ণুং লোকরক্ষার্থমীশ্বরম্ ॥ ৫
কল্পান্তে চৈব সম্প্রাপ্তে রুদ্রমঙ্গাৎ সৃজৎপ্রভুঃ।
স তেন সংহরেৎ কৃৎস্নং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥৬

দ্বিতীয় অধ্যায়।

উপমন্যু বলিলেন, ভগবান্ শূলপাণির অনুগ্রহে আমি সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিলাম এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ হইয়া ত্রিকালজ্ঞরূপে পরিগণিত হইলাম। লোক সকল আরাধনা ব্যতিরেকে যাঁহাকে দেখিতে পায় না, আমি সেই সুরাসুরেশ্বর মহাদেবকে দেখিয়াছিলাম, সুতরাং ইহ-জগতে কোনও ব্যক্তি আমা অপেক্ষা ধন্য নাই। যাহা ষড়্-বিংশতত্ত্বরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছে ও সনাতন বুধগণ একমনে যাহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন এবং যাহা পরম ও অক্ষর; তত্ত্ব সকলের উৎপত্তিক্রমাভিজ্ঞ ও তাহাদিগের প্রয়োজন-দর্শনী প্রকৃতি ও জীবের ঈশ্বর ভগবান্ মহা-দেবই উক্ত ষড়্বিংশতত্ত্বের একমাত্র বাচ্য। যিনি লোকদিগের সৃষ্টির নিমিত্ত দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে ব্রহ্মাকে ও তাহাদিগের রক্ষার নিমিত্ত বামপার্শ্ব হইতে বিষ্ণুকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই প্রভু লোকদিগের সংহার নিমিত্ত অঙ্গ হইতে রুদ্রদেবের সৃষ্টি করিলেন, কল্পান্ত উপস্থিত হইলে যাঁহা দ্বারা স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই সকল

যুগান্তে সর্ব্বভূতানি সংবর্ত্তক ইবানলঃ।
কালো ভূত্বা মহাদেবো গ্রসমানঃ স তিষ্ঠতি ॥ ৭
সর্ব্বগঃ সর্ব্বভূতাত্মা সর্ব্বভূতোদ্ভবোদ্ভবঃ।
আস্তে সর্ব্বগতো দেবো অদৃশ্যঃ সর্ব্বদৈবতৈঃ ॥৮
অতস্ত্বং পুত্রলাভায় সমারাধয় শঙ্করম্।
যৈর্ভবারাধনাং প্রাপ্তং হৃৎকামং তচ্ছৃণুষ হ ॥ ৯
শর্ব্বাৎ সর্ব্বামরৈশ্বর্য্যং হিরণ্যকশিপুঃ পুরা।
বর্ষাণাং দশ লক্ষাণি সোঽলভচ্চন্দ্রশেখরাৎ ॥ ১০
তস্যাথ পুত্রপ্রবরো বর্ষাযুতমযোধয়ৎ।
স চ সর্ব্ববরাদিন্দ্রং নন্দনো নাম বিশ্রুতঃ ॥ ১১
বিষ্ণোশ্চক্রঞ্চ তদ্ঘোরং বজ্রমাখণ্ডলস্য চ।
শীর্ণং পুরাভবৎ কৃৎস্নং গ্রহস্যাঙ্গেষু মাধব ॥ ১২
ন শস্ত্রাণি বিহস্ত্যঙ্গে বরদস্তস্য ধীমতঃ।
গ্রহস্যাতিবলস্যাজৌ চক্রং বজ্রমুখাণ্যপি ॥ ১৩
অর্দ্যমানাশ্চ বিবুধা গ্রহেণ সুবলীয়সা।
দেবদত্তবরা জঘ্নুরসুরেন্দ্রাঃ সুরান্ ভৃশম্ ॥ ১৪
তুষ্টো বিদ্যুৎপ্রভস্যাপি ত্রৈলোক্যেশ্বরতামদাৎ।
শতবর্ষসহস্রাণি সর্ব্বলোকেশ্বরোঽভবৎ ॥ ১৫
তথা পুত্রসহস্রাণামযুতঞ্চ দদৌ শিবঃ।
মম চানুচরো নিত্যং ভবিতাসীতি চাব্রবীৎ।
কুশদ্বীপে শুভং রাজ্যমদদভগবানজঃ ॥ ১৬
ধাত্রা সৃষ্টঃ শতমখো দৈত্যো বর্ষশতং পুরা।
তপঃ কৃত্বা সহস্রস্তু পুত্রানমলভত্তবাৎ ॥ ১৭
যাজ্ঞবল্ক্য ইতি খ্যাতো গীতো বেদে পুরা [illegible]
আরাধ্য স মহাদেবং প্রাপ্তবান্ জ্ঞানমুত্তমম্ ॥ [illegible]
বেদব্যাসস্তু যো নাম্না প্রাপ্তবানতুলং যশঃ।
সোঽপি শঙ্করমারাধ্য ত্রিকালজ্ঞানমাপ্তবান্ ॥ [illegible]
ইন্দ্রেণ বালখিল্যাস্তু পরীভূতাস্তু শঙ্করাৎ।
লেভিরে সোমহর্ত্তারং গরুড়ং সর্ব্বদুর্জ্জয়ম্ ॥ [illegible]
আপঃ প্রনষ্টাঃ সর্ব্বাশ্চ পূর্ব্বং রোষাৎ কপর্দ্দি[illegible]

জগতের সংহার করিবেন। সেই ভগবান্ মহাদেব যুগাবসানে কালরূপী হইয়া সংবর্ত্তক অগ্নির ন্যায় জীব সকলকে গ্রাস করিয়া থাকেন। সর্ব্বানুপ্রবিষ্ট, সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বব্যাপী ও ভূত সকলের উদ্ভবহেতু হইলেও যাঁহাকে দেবগণও দেখিতে পায় না। অতএব আপনি পুত্রলাভের নিমিত্ত সেই মহাদেবের আরাধনা করুন; যাহারা মহাদেবের আরাধনা করিয়া অভীষ্টলাভ করিয়াছে, তাহাদিগের বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে হিরণ্যকশিপু নামক দৈত্যরাজ অযুতবর্ষ তপস্যা করিয়া ভগবান্ চন্দ্রশেখরের অনুগ্রহে সকল দেবতার উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহার পুত্রপ্রবর নন্দন নামক অসুর শঙ্করবরে গর্ব্বিত হইয়া অযুত বর্ষ ব্যাপিয়া ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১—১২। হে মাধব! ভীষণ বিষ্ণুচক্র ও আখণ্ডলের বজ্র প্রভৃতি অস্ত্র সকল নন্দনের অঙ্গে পতিত হইবামাত্র শীর্ণ হইয়াছিল। অস্ত্র সকল তাঁহার অঙ্গে আঘাত করিতে অসমর্থ হইয়াছিল, কারণ মহাদেব তাঁহার বরদাতা ছিলেন। দেবগণ গ্রহাপর নামক ও অত্যন্ত বলবান্ নন্দন কর্ত্তৃক অর্দ্দিত হইয়াছিলেন এবং অসুর সকল দেবতা[illegible] নিকট বরলাভ করিয়া অসুরগণকে [illegible] আঘাত করিয়াছিল এবং মহাদেব বিদ্যুৎপ্র[illegible] নামক অসুরশ্রেষ্ঠের উপর সন্তুষ্ট হই[illegible] তাঁহাকেও ত্রৈলোক্যাধিপত্য দান করিয়াছিলে[illegible] সেই বিদ্যুৎপ্রভ শত সহস্র বৎসর ব্যা[illegible] সকল লোকের উপর আধিপত্য করিয়াছিলে[illegible] এবং মহাদেবের প্রসাদে অযুত সহস্র [illegible] পুত্র লাভ করিয়াছিলেন ও শঙ্করের আদে[illegible] ক্রমে নিরন্তর তাঁহার অনুবৃত্তি করিতে[illegible] ভগবান্ অজ তাহাকে কুশদ্বীপে রাজ্যপ্র[illegible] করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে ধাতৃসৃষ্ট শতমুখ না[illegible] দৈত্য অযুতবর্ষ তপস্যা করিয়া ভবপ্রসাদে পু[illegible] লাভ করিয়াছিলেন। বেদপ্রসিদ্ধ যাজ্ঞব[illegible] নামক মুনিও যাহাকে আরাধনা করিয়া উত্ত[illegible] জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। যিনি বেদব্যা[illegible] নামে প্রসিদ্ধ ও অনুপম যশ লাভ করিয়াছে[illegible] তিনিও শঙ্করের আরাধনা করিয়া ত্রৈকালি[illegible] জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বালখিল্য না[illegible] ঋষিগণ ইন্দ্র কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া শঙ্ক[illegible] প্রসাদে সোমহর্ত্তা ও সর্ব্বদুর্জ্জয় গরুড়কে [illegible]

শর্ব্বং সপ্তকপালেন দেবৈরিষ্টা প্রবর্ত্তিতাঃ ॥ ২১
অত্রের্ভার্য্যা চানসূয়া ত্রীণি বর্ষশতানি চ।
মূষলেষু নিরাহারা সুপ্তা শর্ব্বাং ততঃ সুতান্ ॥ ২২
দত্তাত্রেয়ং মুনিং লেভে চন্দ্রং দুর্ব্বাসসং তথা ॥২৩
বিকর্ণশ্চ মহাদেবং তথা ভক্তসুখাবহম্।
প্রসাদ্য ভগবান্ সিদ্ধিং প্রাপ্তবান্ মধুসূদন ॥ ২৪
শাকল্যঃ সংশিতাত্মাসৌ নববর্ষশতান্যপি।
ত্বমারাধয়ামাস মনোযজ্ঞেন মাধব ॥ ২৫
তুষ্টোব ভগবানাহ গ্রন্থকর্ত্তা ভবিষ্যসি।
বৎসাক্ষয়া চ তে কীর্ত্তিস্ত্রৈলোক্যে প্রভবিষ্যতি ॥
অক্ষয্যঞ্চ কুলং তেঽস্তু মহর্ষিভিরলঙ্কৃতম্।
ভবিষ্যসি ঋষিশ্রেষ্ঠ সূত্রকর্ত্তা ততস্ততঃ ॥ ২৭
সাবর্ণিরিতি বিখ্যাত ঋষিরাসীৎ কৃতে যুগে।
ইহ তেন তপস্তপ্তং ষষ্টিবর্ষশতান্যথ ॥ ১৮
তমাহ ভগবান্ রুদ্রঃ সাক্ষাৎ তুষ্টোঽস্মি তেঽনঘ

করিয়াছিলেন। ১৩—২০। দেবগণ সপ্তকপাল-সংস্কৃত পুরোডাশ দ্বারা যাগ করিয়া যাহাকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, সেই জল সকল মহাদেবের রোষাগ্নিতাপে শুষ্ক হইয়া বিনষ্ট হইল। অত্রিপত্নী অনসূয়াও তিনশত বৎসর দুশ্চর তপস্যা করিয়া শঙ্করের অনুগ্রহে দত্তাত্রেয়, চন্দ্র ও দুর্ব্বাসা নামক তনয়ত্রয় লাভ করিয়াছিলেন। হে মধুসূদন! বিকর্ণনামক মুনিও ভক্তপ্রিয় মহাদেবের আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তপস্যা দ্বারা কুশকায় শাকল্য নামক ঋষিও মনোযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া নয়শত বৎসর মহাদেবের আরাধনা করেন। ভগবান্ তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া বলিলেন, হে বৎস! তুমি গ্রন্থকর্ত্তা হইবে এবং তোমার কীর্ত্তি অক্ষয় ও ত্রৈলোক্যব্যাপিনী হইবে। তোমার কুলও মহর্ষিগণালঙ্কৃত হইয়া অক্ষয় হইবে। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! তুমিও ক্রকু. নামক বেদশাখার সূত্রকর্ত্তা হইবে। সত্যযুগে সাবর্ণি নামক ঋষি ছিলেন, তিনি আমার আশ্রমে ছয় হাজার বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। ভগবান্ রুদ্রদেব প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে অনঘ! আমি তোমার উপর তুষ্ট হইয়াছি,

গ্রন্থকৃল্লোকবিখ্যাতো ভবিতাস্যজরামরঃ ॥ ২৯
উপমন্যুরুবাচ।
এবংবিধো মহাদেবঃ পুণ্যঃ পূর্ব্বতরৈঃ স্মৃতঃ।
সমর্চ্চিতঃ শুভান্ কামান্ প্রদদাতি যথেপ্সিতান্॥
একেনৈব মুখেনাহং বক্তুং ভগবতো গুণাঃ।
যে সন্তি তান্ ন শক্নোমি হ্যপি বর্ষশতৈরপি ॥৩১
সনৎকুমার উবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য সোঽব্রবীৎ তং মহামুনিম্।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা ঋষিং প্রযতমানসম্ ॥ ৩২
বাসুদেব উবাচ।
ধন্যস্ত্বমসি বিপ্রেন্দ্র কস্ত্বত্তোঽস্তীহ পুণ্যকৃৎ।
যস্য দেবাতিদেবস্তে সান্নিধ্যং কুরুতে শ্রমে ॥ ৩৩
দর্শনং মুনিশার্দ্দূল দদ্যাৎ স ভগবান্ শিবঃ।
অপি তাবন্মমাপ্যেবং প্রসাদং বা করোত্যসৌ ॥ ৩৪
উপমন্যুরুবাচ।
অচিরেণৈব কালেন মহাদেবং ন সংশয়ঃ।
তস্যৈব কৃপয়া ত্বং বৈ দ্রক্ষ্যসে পুরুষোত্তমম্॥৩৫
ষোড়শাষ্টৌ বরাংশ্চৈব প্রাপ্স্যসি ত্বং মহেশ্বরাৎ।
সপত্নীকাৎ কথং নাদাৎ ত্বং হি দেবো জনার্দ্দনঃ॥

তুমি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা ও জরামরণশূন্য হইবে। উপমন্যু বলিলেন,এইরূপ পবিত্র মহাদেব পূর্ব্বতর কর্ত্তৃক স্তুত ও অর্চ্চিত হইয়া যথেপ্সিত বস্তু সকল প্রদান করিয়া থাকেন। ভগবানের যে সকল পবিত্র গুণ আছে, আমি চেষ্টা করিলেও সহস্র বর্ষে এক মুখে তাহা বর্ণন করিতে পারিব না। ২১—৩১। সনৎকুমার বলিলেন, ভগবান্ এইরূপ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ও প্রযতচেতা মহামুনিকে বলিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! তুমিই ধন্য, এই জগতে কোন্ ব্যক্তি তোমা অপেক্ষা পুণ্যবান্ আছে? দেবদেবও যাঁহার আশ্রমে সন্নিহিত থাকেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই ভগবান্ শিব কি আমাকে দেখা দিবেন এবং আমার প্রতি এরূপ অনুগ্রহ করিবেন? উপমন্যু বলিলেন, আপনি অল্পকাল মধ্যেই সেই কৃপালু মহাদেবকে নিশ্চয় দেখিতে পাইবেন এবং সপত্নীক মহেশ্বরের নিকট হইতে চতু-

পূজ্যোঽসি দৈবতৈঃ সর্ব্বৈঃ শ্লাঘনীয়ঃ সদা গুণৈঃ
জপ্যঞ্চ তে প্রদাস্যামি শ্রদ্দধানায় চাচ্যুত ॥ ৩৭
ব্রহ্মণ্যঃ শ্রদ্দধানশ্চ সত্যং দ্রক্ষ্যসি শঙ্করম্।
আত্মতুল্যবলং পুত্রং লভিষ্যসি মহেশ্বরাৎ ॥ ৩৮
দেব জ্ঞাতোঽসি দৃষ্টোঽসি পুত্রকামো ভবানৃমম

ব্যাস উবাচ।

এবং কথয়তস্তস্য মহাদেবাশ্রিতাঃ কথাঃ।
দিনান্যষ্টৌ প্রযাতানি মুহূর্ত্তমিব তাপসাঃ ॥৪০
নবমে তু দিনে প্রাপ্তে মুনিনা স চ দীক্ষিতঃ।
মন্ত্রমধ্যাপিতঃ শার্ব্বমথর্ব্বশিরসং মহৎ ॥ ৪১
জটী মুণ্ডী চ শম্নী চ বভূব নিয়মান্বিতঃ।
মুনিনা দীক্ষিতঃ কৃষ্ণো যোগকক্ষী চ মেখলী ॥৪২
মাসমেকং নিরাহারো দ্বিতীয়ং জলমাত্রভুক্।
মাসত্রয়ং বায়ুভক্ষো বভূব সুসমাহিতঃ ॥ ৪৩
পদাঙ্গুষ্ঠস্থিততনুঃ ষষ্ঠে চোর্দ্ধ্বভুজস্তথা।
সম্প্রাপ্তে ষোড়শে মাসি সন্তুষ্টো দর্শনং দদৌ ॥৪৪
হরো মহেন্দ্রচাপাঢ্যে সর্ব্বলোকে পয়োধরে।
পার্ব্বত্যা সহিতং দেবং সহিতং চন্দ্রশেখরম্ ॥৪৫
ব্রহ্মাদ্যৈঃ স্তূয়মানস্তু পূজিতং সিদ্ধকোটিভিঃ।
দিব্যমাল্যাম্বরধরং ভক্তিনম্রৈঃ সুরাসুরৈঃ ॥৪৬
তং দৃষ্ট্বা প্রাঞ্জলিঃ কৃষ্ণো দেবং তমজমব্যয়ম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবং বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥ ৪৭
নানাবিধৈঃ স্তুতিপদৈর্ব্বাঙ্ময়েনার্চ্চয়ং তদা।
সহস্রনাম্না দেবেশঃ স্তুতঃ কৃষ্ণেন ধীমতা ॥ ৪৮
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা বিদ্যাধরমহোরগাঃ।
মুমুচুঃ পুষ্পবৃষ্টিস্তু সাধুরাবান্ মনোগতান্ ॥ ৪৯
নিক্ষিপ্তা পুষ্পবৃষ্টিস্তু বাসুদেবস্য মূর্দ্ধনি।
সিদ্ধৈঃ সমুনিভিশ্চৈব অপ্সরোভিঃ সমং তদা ॥ ৫০
পার্ব্বত্যাশ্চ মুখং প্রেক্ষ্য ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ।
উবাচ কেশবং তুষ্টো রুদ্রশ্চাথ বিড়ৌজসঃ ॥৫১
কৃষ্ণ জানামি ভক্তং ত্বাং ময়ি নিত্যং দৃঢ়ব্রতং।
বৃণীষ্বাষ্টৌ বরান্ মত্তঃ পুণ্যাংস্ত্রৈলোক্যদুর্ল্লভান্।

র্বিংশতি-সংখ্যক বর প্রাপ্ত হইবেন। তিনি কিরূপে বর দিবেন? যেহেতু আপনিও সাক্ষাৎ জনার্দ্দন। আপনি সর্ব্বদেবপূজনীয় ও সদাতন গুণহেতু শ্লাঘনীয়। হে অচ্যুত! আমি আপনাকে মন্ত্রদান করিব, আপনি শ্রদ্ধাসহকারে সেই মন্ত্র জপ করিয়া শীঘ্র শঙ্করকে দেখিতে পাইবেন এবং তাঁহার প্রসাদে আপনার ন্যায় পরাক্রমশালী পুত্র লাভ করিবেন। হে দেব! আমি আপনাকে দেখিবামাত্র পুত্রপ্রার্থী বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম। ব্যাস বলিলেন, হে তাপসগণ! তাঁহারা এইরূপ মহাদেব বিষয়ক কথা কহিতে কহিতে আট দিবস মুহূর্ত্তের ন্যায় অতীত হইল। নবম দিন উপস্থিত হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুনি কর্ত্তৃক শৈবমন্ত্র অধ্যাপিত হইয়া শিবারাধনে দীক্ষিত হইলেন এবং কালভেদে জটাশালী, মুণ্ডশালী ও প্রাতিলোম্যযুক্ত হইয়া নিয়ম অবলম্বন করিলেন। মুনি-দীক্ষিত ভগবান্ কৃষ্ণ যোগকক্ষা ও মেখলাশালী হইয়া প্রথম একমাস আহার করেন নাই, দ্বিতীয় মাসে কেবল জলপান করিতেন ও মাসত্রয় বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া চিত্তসমাধি লাভ করিলেন। ৩২—৪৩। এবং পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অবস্থিতিপূর্ব্বক উর্দ্ধবাহু হইয়া কঠোর তপস্যা করিলে ষোড়শ মাস উপস্থিত হইলে প্রাবৃট্‌কালে ভগবান্ শঙ্কর সন্তুষ্ট হইয়া বাসুদেবকে দর্শন প্রদান করিলেন। ভগবান্ বাসুদেব ব্রহ্মাদি স্তুত, সিদ্ধকোটিপূজিত, দিব্যমাল্য ও অম্বরধারী, পার্ব্বতীসহিত শঙ্কর দর্শনে বিস্ময়োৎফুল্ললোচন এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নানাবিধ স্তব দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। সহস্র নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবগণ গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর ও মহোরগের সহিত সমবেত হইয়া বাসুদেবের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সিদ্ধগণ মুনিগণ ও অপ্সরোগণও চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ শঙ্কর পার্ব্বতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কেশবকে বলিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি ইন্দ্র অপেক্ষা তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং তদপেক্ষা তোমাকে দৃঢ়ব্রত ও ভক্ত বলিয়া জানি। আমার নিকট হইতে পবিত্র ও ত্রৈলোক্য-দুর্লভ অষ্ট

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণঃ প্রাঞ্জলিমান্ বরম্ ।
প্রাহ ধর্ম্মে মতির্নিত্যং যশশ্চাগ্র্যং বলং মহৎ ॥ ৫৩
ত্বৎসামীপ্যং স্থিরা ভক্তিস্ত্বয়ি নিত্যং মমাস্ত্বিতি ।
পুত্রাণি চ দশাদ্যানাং পুত্রাণাং মম সন্তু বৈ ॥ ৪৫
বধ্যাশ্চ রিপবঃ সর্ব্বে সংগ্রামে বলদর্পিতাঃ ।
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং ভবেয়মতিবল্লভঃ ॥ ৫৫
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা তমাহ ভগবান্ ভবঃ ।
সর্ব্বং ভবিষ্যতীত্যেবং পুনঃ স প্রাহ শূলধৃক্ ॥৫৬
সাম্বো নাম মহাবীর্য্যঃ পুত্রস্তে ভবিতা বলী ।
ঘোরং সংবর্ত্তকাদিত্যঃ শপ্তো মুনিভিরেব চ ॥৫৭
মানুষো ভবিতাসীতি স তে পুত্রো ভবিষ্যতি ।
যদন্যৎ প্রার্থিতং কিঞ্চিৎ তৎ তৎ সর্ব্বং লভস্ব চ
স তু লব্ধবরঃ সর্ব্বান্ স্তুতিভিঃ সমতোষয়ৎ ।
নানাবিধাভির্বহ্বীভিস্তাং প্রণম্যাথ পার্ব্বতীম্ ॥ ৫৯
তমাহ পার্ব্বতী তুষ্টা মনোজ্ঞান্ ভুবি দুর্লভান্ ।
গৃহাণ মত্তশ্চ বরান্ কৃষ্ণ তুষ্টাস্মি তেঽনঘ ॥ ৬০
দেবি ত্বং যদি তুষ্টাসি বাসুদেবঃ কৃতাঞ্জলিঃ ।
তদ্বদেবাথ তাং প্রাহ চেদ্দদাসি জগন্ময়ে ॥ ৬১
তপসা তেন সত্যেন ব্রাহ্মণান্ প্রতি মাস্ম ভূৎ ।
দ্বেষঃ কদাচিদ্ভদ্রস্তু পূজয়েয়ং দ্বিজান্ সদা ॥ ৬২
তুষ্টৌ চ মাতা-পিতরৌ নিত্যং মম বভূবতুঃ ।
সর্ব্বভূতেষ্বানুকূল্যং ভজেয়ং যত্রতত্রগঃ ॥৬৩
কুলপ্রসূতিরুচিতা মমাস্তু তব দর্শনাৎ ।
তর্পয়েয়ং সুরেন্দ্রাদীন্ দেবান্ যজ্ঞশতেন তু ॥ ৬৪
যতীনামতিথীনাঞ্চ সহস্রাণ্যথ সপ্ত চ ।
ভোজয়েয়ং সদা গেহে শ্রদ্ধাপূতন্তু ভোজনম্ ॥ ৬৫
বান্ধবৈঃ সহ প্রীতিস্তু নিত্যমস্তু সুনির্বৃতিঃ ।
দেবি ভার্য্যাসহস্রাণাং ভবেয়ং প্রাণবল্লভঃ ॥ ৬৬
অক্ষীণরেতাঃ কাম্যঞ্চ তাস্তথাপাশ্রয়ং বপুঃ ।
অন্যাৎ প্রিয়তরো লোকে ভবেয়ং সত্যবাদিনি ॥৬৭

বর প্রার্থনা কর ।৪৪-৫২। বাসুদেব তাঁহার তদ্বাক্য শ্রবণে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বরপ্রার্থনা করিলেন,— আমার বুদ্ধি নিয়ত ধর্ম্মবিষয়িণী হউক, যশ ও বল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হউক এবং আমার ভক্তি আপনার প্রতি বিচলিত না হয় ও নিয়ত আপনার সান্নিধ্য লাভ করি। প্রথমজাত পুত্রগণের মধ্যে যেন কন্যা না জন্মে এবং যুদ্ধে বলদর্পিত রিপুগণ আমার বধ্য হউক। সকল যোগীদিগের যেন প্রিয় হইতে পারি। ভগবান্ মহাদেব তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তোমার অভীষ্ট সকল সিদ্ধ হইবে। যে সংবর্ত্তক নামক আদিত্য মুনি কর্ত্তৃক "মানুষ হইবে" বলিয়া অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, তিনিই শাম্ব-নামক বলশালী তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। অন্য যে সকল প্রার্থনা করিলে, তাহাও আমার প্রসাদে লাভ করিবে। সেই কৃষ্ণ এইরূপে বরলাভ করিয়া সকল শিবানুচর ও পার্ব্বতীকে নানাবিধ স্তব দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। পার্ব্বতী সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমার নিকট হইতে তুমি সুদুর্লভ বর সকল প্রার্থনা কর। অনন্তর বাসুদেব কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, হে দেবি। যদি আপনি শঙ্করের ন্যায় আমার উপর তুষ্ট হইয়া থাকেন ও বরদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের উপর আমার যেন কদাচ দ্বেষ না হয় ও নিরন্তর তাঁহাদিগকে পূজা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে এবং মাতা পিতা আমার উপর নিয়ত তুষ্ট থাকেন। আমি সর্ব্বত্রগ হইয়া যেন সকল ভূতবিষয়ে আনুকূল্য ভজনা করিতে পারি ও আপনার দর্শনহেতু আমার কুলসন্ততি যেন শৌর্য্যাদিগুণশালিনী হয়। যজ্ঞশত দ্বারা সুরেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে যেন তৃপ্ত করিতে পারি ও সপ্তসহস্র-সংখ্যক যতি ও অতিথিগণকে সর্ব্বদা পবিত্র ভোজন করাইতে পারি এবং বান্ধবদিগের সহবাস জন্য প্রীতি ও সুখলাভ করিতে পারি। হে দেবি! আমি যেন সহস্র ভার্য্যার প্রাণবল্লভ হই ও সর্ব্বদা উপভোগ করিতে সমর্থ হইতে পারি এবং ভার্য্যাগণ অত্যন্ত সৌন্দর্য্যনিবন্ধন কমনীয় দেহ লাভ করে। হে সত্যবাদিনি! আমি যেন জগতে অন্যাপেক্ষা জীবগণের প্রিয়তর হইতে

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দেবী তং প্রাহ বিস্মিতা।
এবমস্ত্বিতি ভদ্রং তে শাশ্বতী সর্ব্বকামদা ॥ ৬৮
তাস্মংস্তাংশ্চ বরান্ দত্ত্বা পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ।
তত্রৈবান্তর্দ্দধতুস্তৌ কৃষ্ণো বৈ স্বাশ্রমং যযৌ ॥ ৬৯
প্রণম্য শিরসা তত্র তং মুনিং কেশিহা ততঃ।
তথাবৃত্তঞ্চ তস্মৈ তং সমাচষ্টোপমন্যবে ॥ ৭০
স তু তং প্রাহ কোঽন্যঃ স্যাৎ শর্ব্বাদেবাজ্জনার্দ্দন
মহাদানপতির্লোকে ক্রোধেনাপি সুদুঃসহঃ ॥ ৭১
জ্ঞানে তপসি শৌর্য্যে বা স্থৈর্য্যে বাপদ্য এব চ।
শৃণু শম্ভোস্ত গোবিন্দ দেবাশ্চর্য্যং মহদ্‌যশঃ।
তচ্ছ্রুত্বা শ্রদ্ধয়া যুক্তোঽভবচ্ছম্ভোস্ত ভক্তিমান্ ॥ ৭২
ভগবান্ শঙ্করঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মলোকে মহাত্মনা।
স্তুতো নামসহস্রেণ তণ্ডিনা ব্রহ্মযোগিনা ॥ ৭৩
সাংখ্যাঃ পঠন্তি তং স্তোত্রং বিস্তীর্ণঞ্চ নিষণ্টুমং
দুর্জ্ঞানং মানুষাণান্তু স্তোত্রং কেচিৎ ক্বচিদ্ভুবি ॥ ৭৪
স্তোত্রেণারাধিতঃ শম্ভুঃ প্রাদাৎ তস্মৈ ত্রিলোচনঃ

পারি। দেবী তাঁহার সেই বাক্যশ্রবণে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" নিত্যা ও সর্ব্বকামদায়িনী পার্ব্বতী ও পরমেশ্বর এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে বরদান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। কেশিহন্তা কৃষ্ণও স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন এবং সেই আশ্রমে উপমন্যু নামক ঋষিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণনা করিলেন। ৫৩—৭০। অনন্তর উপমন্যু তাঁহাকে বলিলেন, হে জনার্দ্দন! ভগবান্ মহাদেব ভিন্ন কোন্ দেব ভক্তদিগকে অভীষ্ট দান করিয়া রক্ষা করেন। তিনিই একমাত্র জ্ঞান, তপস্যা, শৌর্য্য, স্থৈর্য্য ও বিপদমোচনে দক্ষ। হে গোবিন্দ! শম্ভুর অলৌকিক যশ শ্রবণ কর; যাহা শ্রবণ করিলে তাঁহার উপর তোমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি বর্দ্ধিত হইবে। পুরাকালে ব্রহ্মলোকনিবাসী মহাত্মা তণ্ডি নামক মুনি নামসহস্র দ্বারা ভগবানের স্তব করিয়াছিলেন। সাংখ্য-মতাবলম্বী বুধগণ পৃথিবীর কোন অংশে সেই সাধারণ-দুর্জ্ঞেয় ও বিস্তীর্ণ স্তোত্র পাঠ করিয়া থাকেন। ভগবান্ মহাদেব

বরান্ যথেপ্সিতান্ পূর্ব্বং নামভিরদ্ভুতোপমৈঃ
লভিষ্যস্যুত্তমান্ কামান্ গচ্ছ কৃষ্ণ গৃহং স্বকং
ইত্যুক্তস্তং নমস্কৃত্য কেশবো দ্বারকাং যযৌ
অন্যেষামপি যদ্‌বৃত্তং পার্ব্বত্যাশ্চ যথেপ্সিতম্।
শর্ব্বাদ্‌যো লব্ধবান্ কৃষ্ণ মুনীনাং তচ্ছৃণুষ্ব মে
অত্রির্গোকর্ণমাসাদ্য তপস্তপ্ত্বা শতং সমাঃ।
লেভে পুত্রশতং শর্ব্বাৎ কীর্ত্তিঞ্চৈব তু শাশ্বতীং
জরা-মৃত্যুবিহীনানাং ধর্ম্মজ্ঞানাং সুবর্চ্চসাম্।
অযোনিজানাং পুত্রাণাং শতং বর্ষসহস্রিণাম্ ॥
সৌম্নি হেতোর্বিবাদেন গৃহীতো ব্রহ্মহত্যয়া।
ব্রহ্মহা ত্বমিতি প্রোক্তো মুনিভিঃ পরিবর্জ্জিতঃ
মোক্ষিতঃ শঙ্করেণৈব তেজস্বী জগতঃ কৃতঃ।
বেদে চ পঠ্যতে নিত্যমধ্যাত্মনিরতঃ শুচিঃ ॥
তথা চ ভার্গবো রামো হ্যারাধ্য তপসা বিভুম্।
নিরীক্ষ্য দুঃখিতঃ শর্ব্বং পিতরং ক্ষত্রিয়ৈর্হতম্

তণ্ডিকর্ত্তৃক এইরূপে আরাধিত হইয়া তাঁহাকে যথেপ্সিত বর দান করিয়াছিলেন। হে কৃষ্ণ! তুমিও ইষ্টলাভ করিবে, নিরুদ্বেগ হইয়া গৃহে গমন কর। মুনি এইরূপ বলিলে কেশব তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। অন্যান্য মুনিগণের মধ্যে যে ব্যক্তি পার্ব্বতী ও মহাদেবের নিকট হইতে বরলাভ করিয়াছেন, আমি তাহার বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। অত্রি নামক মুনিশ্রেষ্ঠ গোকর্ণ নামক ক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক শত বৎসর ঘোর তপস্যা করিয়া শঙ্করের নিকট হইতে শত পুত্র ও শাশ্বতী কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। সেই পুত্র সকল অযোনিজ, সহস্রবর্ষায়ুঃ ধর্ম্মজ্ঞ ও তেজস্বী ছিল এবং তাহাদিগের জরা বা মৃত্যু ছিল না। সৌম্নিবিবাদ হেতু তিনি ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং মুনি সকল তাঁহাকে ব্রহ্মহা বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ভগবান্ শঙ্কর জানিতে পারিয়া তাঁহাকে উক্ত পাপ হইতে মুক্ত করিলেন; যাঁহার গুণ সকল বেদেও বর্ণিত আছে। ৭১—৮১। ভার্গব রাম তপস্যা দ্বারা বিভুর আরাধনা করিয়া মহেশ্বরের প্রসাদে ... করিয়াছিলেন ও

তাঞ্চং স পরশুং লেভে নির্দ্দদাহ চ তেন সঃ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ ক্ষত্রঞ্চ প্রসন্নাৎ স মহেশ্বরাৎ ॥ ৮৩
মহেন্দ্রপর্ব্বতে রামো ঘোরং কৃত্বোপপাতকম্।
অজেয়শ্চামরশ্চৈব সোঽদ্যাপি তপসাং নিধিঃ ॥৮৪
লিঙ্গার্চ্চনরতো নিত্যং দৃশ্যতে সিদ্ধচারণৈঃ।
কল্পান্তে পুনরেবাসাবৃষিঃ স্থানমবাপ্স্যতি ॥ ৮৫
অসিতস্যানুজঃ পূর্ব্বং পীড়য়া কৃতবাংস্তপঃ।
মৃত্যুগ্রহণ বিশ্বস্য দেবলো নাম তাপসঃ ॥ ৮৬
পুরন্দরেণ শপ্তস্তু যশশ্চায়ুশ্চ সুস্থিরম্।
অধর্ম্মং ধর্ম্মমলভল্লিঙ্গমারাধ্য কামদম্ ॥ ৮৭
চাক্ষুষশ্চ মনোঃ পুত্রঃ সামগানাঞ্চ সংসদি।
ক্রোধাদ্গৃৎসমদং নাম বশিষ্ঠঃ শপ্তবান্ মুনিম্ ॥৮৮
অযজ্ঞজনং সাম গৃণাসি গতচেতনঃ।
তস্মাৎ তিষ্ঠ মহাশাপং কিং গায়সি রথন্তরম্ ॥৮৯
একাদশ সহস্রাণি দশাথাষ্টৌ চ সংখ্যয়া।
বর্ষাণাং দণ্ডকারণ্যে মৃগশ্চৈকো বসিষ্যসি ॥ ৯০
নষ্টপানীয়যবসে সংবস ত্বং বনেচর।
প্রজ্ঞয়া রহিতো দুঃখী রুরুসত্ত্বনিবাসিতে ॥ ৯১
স চ শাপাভিভূতশ্চ দারুণে চ মরুস্থলে।
অযজ্ঞিয়দ্রুমে দেশে তৎক্ষণাদভবন্মৃগঃ ॥ ৯২
নমস্কারান্নসংযুক্তং মৃগো গৃৎসমদো গতঃ।
হৃদয়ে সংস্মরন্ ভক্ত্যা প্রণবেন যুতং শিবম্ ॥৯৩
তস্যাপ্যনুগমুখাকারো গণো মৃগমুখঃ কৃতঃ।
অজরামরতাং নীতস্তীর্ত্বা শাপং পুনশ্চ সঃ ॥৯৪
শঙ্করেণ মহাভাগো নিত্যং লম্বোদরানুগঃ।
লিঙ্গার্চ্চনরতো নিত্যং জৈগীষব্যো মহাতপাঃ ॥৯৫
বারাণস্যাং মুনিঃ পূর্ব্বং স্থিতো ভোগপরাঙ্মুখঃ।
বিহায় চ ফলং সর্ব্বং শুভাশুভস্য কর্ম্মণঃ।
দত্ত্বাষ্টগুণমৈশ্বর্য্যং শঙ্করেণ বিসর্জ্জিতঃ ॥ ৯৬
গার্গ্যায় প্রদদৌ শর্ব্বো যোক্তদান্ ভুবি দুর্লভান্।

দ্বারা একবিংশতি বার ক্ষত্রিয়দিগকে দাহ করিয়া ছিলেন। ইহার কারণ, কোন ক্ষত্রিয় নরপতি তাঁহার পিতৃহত্যা করিয়াছিলেন। অনন্তর ভার্গব ক্ষত্রিয়-বধ-রূপ ঘোর উপপাতক করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক তপস্যায় নিরত হইলেন ও অল্পকাল মধ্যেই তপঃপ্রভাবে অজেয় ও অমর হইয়া উঠিলেন। সিদ্ধ ও চারণগণ অদ্যাপি যাঁহাকে মহেন্দ্র পর্ব্বতে প্রত্যহ লিঙ্গ পূজা করিতে দেখিতে পান, সেই ঋষি প্রলয়-কালে পুনর্ব্বার বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন, কারণ তিনি বিষ্ণুর অবতার। পূর্ব্বকালে অসিত মুনির অনুজ দেবল মোহজন্য আগ্রহে অভিভূত হইয়া জগতের দুঃখের নিমিত্ত তপস্যা করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে অধর্ম্ম-প্রবৃত্ত জানিতে পারিয়া অভিসম্পাত দিয়াছিলেন, তাহা হইলেও দেবল মুনি লিঙ্গের আরাধনা করিয়া কামদ ধর্ম্ম লাভ করিয়াছিলেন। চাক্ষুষনামক-মনুপুত্র বশিষ্ঠ সামগসমাজে ক্রুদ্ধ হইয়া গৃৎসমদ নামক মুনিকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন,—যেহেতু তুমি চেতনারহিত হইয়া যজ্ঞাসঙ্গত সামগান করিতেছ ও কুৎসিতরূপে রথন্তর পাঠ করিতেছ, অতএব তুমি মহাশাপগ্রস্ত হইয়া দণ্ডকারণ্যে উনবিংশ সহস্র বৎসর মৃগরূপে বাস করিবে। মৃগসমূহাধিষ্ঠিত ও পানীয়-তৃণাদি-রহিত সেই অরণ্যে তুমি প্রজ্ঞা-রহিত হইয়া দুঃখিতচিত্তে অবস্থিতি কর এবং সর্ব্বদা বনবাসনিবন্ধন বন-চর সংজ্ঞার ভাজন হও। ৮২—৯১। সেই মুনি এইরূপে শাপগ্রস্ত হইবামাত্র দারুণ ও মরুময় এবং যজ্ঞার্হ-দ্রুমশূন্য প্রদেশে তৎ-ক্ষণাৎ মৃগরূপে উৎপন্ন হইলেন। গৃৎসমদ মুনি, মৃগরূপী হইয়াও আদিতে 'প্রণব' অন্তে 'নম' এইরূপ শিবমন্ত্র স্মরণ করত শিবপ্রপন্ন হইলেন; তৎপ্রভাবে শিব তাঁহাকে গণের অন্তর্গত করেন; কিন্তু মুখের আকার মৃগের ন্যায় থাকে। অনন্তর শাপোত্তীর্ণ হইলে, তাঁহাকে শঙ্কর, অজর অমর এবং নিত্যগণের সহচর করিয়া দেন; বহুভোগ-সম্পন্নতা সাধন করেন। পুরাকালে জৈগীষব্য নামক মহাতপা ঋষি বারাণসীতে বাস করিতেন ও নিরন্তর লিঙ্গার্চ্চনে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ-বাসনা ছিল না এবং তিনি ভোগপরাঙ্মুখ ছিলেন। ভগবান্ শঙ্কর তাঁহাকে অণিমাদি অষ্ট প্রকার ঐশ্বর্য্য দান করিয়া তপস্যা হইতে নিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন এবং ভক্তশীল

কামচারী মহাক্ষেত্রং কালজ্ঞানং মহর্দ্ধিমৎ ॥ ৯৭
চতুষ্পাদং সরস্বত্যাঃ পারগত্বঞ্চ শাশ্বতম্‌ ।
তত্তুল্যন্তু সহস্রন্তু পুত্রাণাং প্রদদৌ শিবঃ ॥ ৯৮
বেদব্যাসন্তু যোগীন্দ্রং পুত্রং তুষ্টঃ পিনাকধৃক্‌ ।
পরাশরায় চ দদৌ জরামৃত্যুবিবর্জ্জিতম্‌ ॥৯৯
মাণ্ডব্যঃ শঙ্করেণৈব জীবং দত্বা বিসর্জ্জিতঃ ।
বর্ষাণাং দশ লক্ষাণি শূলাগ্রাদবরোপিতঃ,॥ ১০০
আধিভির্ব্যাধিভিঃ শূলৈর্বর্জ্জিতশ্চ তথা কৃতঃ ।
ধ্যায়ন্‌ নমঃ শিবায়েতি শিবেন পরমাত্মনা ॥১০১
দরিদ্রো ব্রাহ্মণঃ কশ্চিন্নিক্ষিপ্য গুরুবেশ্মনি ।
পুত্রন্তু গালবং বাল্যে পূর্ব্বমাসীদ্‌গৃহাশ্রমে ॥১০২
গুপ্তায়ামগ্নিশালায়াং ভিক্ষুরায়াতি তদ্‌গৃহম্‌ ।
ভার্য্যামুবাচ যঃ কশ্চিদবশ্যং নির্দ্ধনো যতঃ ॥১০৩
স তু বাচো ভবত্যা চ ন দৃশ্যত ইতি প্রিয়ঃ ।
অতিথেরাগতস্যাপি কিং দাস্যামি গৃহে বসন্‌ ॥১০৪

কদাচিদতিথিঃ কশ্চিৎ ক্ষুত্তৃষাক্ষামকর্শিতঃ ।
তামুবাচ স ভর্ত্তা তে ক্ব গতশ্চেতি তঞ্চ সা ॥১০৫
প্রাহ ভর্ত্তা মদীশস্তু সাম্প্রতং ন চ দৃশ্যতে ॥১০৬
স ঋষিস্তামুবাচেদং জ্ঞাত্বা দিব্যেন চক্ষুষা ।
গৃহস্থশ্চাথ সঙ্গুপ্তস্তত্রৈব স মৃতো দ্বিজঃ ॥১০৭
বিশ্বামিত্রাভ্যনুজ্ঞাতস্তৎপুত্রো গালবস্তথা ।
গৃহমাগম্য মাতুঃ স শ্রুত্বা শাপং সুদারুণম্‌ ॥১০৮
আরাধ্য শঙ্করং দেবমিষ্টিং কৃত্বা তু শাম্ভবীম্‌ ।
গৃহাদসৌ বিনিষ্ক্রান্তঃ পিতা তং প্রাহ সাঞ্জলিম্‌ ।
মহাদেবপ্রসাদাচ্চ কৃতকৃত্যোঽস্মি তে কৃতঃ ।
ধনবান্‌ পুত্রবাংশ্চৈব মৃতোঽহং জীবিতঃ পুনঃ ।
ইতি বঃ কথিতমশেষান্নাহং শক্তঃসমাসতো বা
বক্তুং শম্ভোশ্চ গুণানশেষস্তেবেহ মে মুখানি স্যুঃ

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং
শঙ্করমাহাত্ম্যং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২

সেই দেব গার্গ্য মুনিকে মোক্ষ-প্রয়োজক ভূমি-দুর্লভ কাম সকল ও অনেকবিষয়ক চতুষ্কস্ক-শালী কালজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত ঋষি ভগবৎপ্রসাদে শাস্ত্র সকলের পারদর্শী হইয়াছিলেন এবং আত্মতুল্য পুত্রসহস্র লাভ করিয়াছিলেন। সেইরূপ ভগবান্‌ পিনাকী তুষ্ট হইয়া পরাশর ঋষিকে যোগিশ্রেষ্ঠ, জরা ও মৃত্যুশূন্য বেদব্যাস নামক পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ৯২—৯৯। তথা ভগবান্‌ মাণ্ডব্য ঋষিকে শূলাগ্র হইতে অবরোহণপূর্ব্বক জীবন দান করিয়া দশ লক্ষ বৎসর আধি ব্যাধি ও শূলশূন্য করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে কোনও দরিদ্র ব্রাহ্মণ "নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র ধ্যান করত গালব নামক পুত্রকে বাল্যাবস্থায় গুরু-গৃহে নিক্ষেপ করিয়া কেবল পত্নীর সহিত গৃহাশ্রমে থাকিতেন। তিনি একদা ভার্য্যাকে বলিলেন, যদি কোনও ভিক্ষুক ভিক্ষালিপ্সায় এই প্রচ্ছন্ন অগ্নিশালায় আগমন করে, তাহা হইলে তাহাকে বলিবে,—"আমার প্রিয়কে এক্ষণে দেখিতেছি না।" আমি গৃহে থাকিলেও তাহাকে কিছু দিতে পারিব না, সুতরাং আমার পক্ষে মিথ্যা বলাই শ্রেয়ঃ। কোনও কালে কোনও অতিথি ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া তাঁহার ভার্য্যার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে তোমার পতি কোথায়? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন এক্ষণে তাঁহাকে দেখিতেছি না ; বোধ করি, অপর স্থানে গিয়া থাকিবেন। সেই ঋষি দিব্য চক্ষু দ্বারা তাঁহার কাপট্য জানিতে পারিয়া বলিলেন, তোমার ভর্ত্তা যেস্থানে লুক্কায়িত আছেন, সেই স্থানেই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অনন্তর তাঁহার পুত্র গালব বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া গৃহে আগমনপূর্ব্বক মাতার নিকট হইতে সেই দারুণ শাপ শ্রবণ করিলেন এবং শঙ্করের আরাধনা ও যাগ করিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। তৎপরে পিতা প্রত্যক্ষ হইয়া গালবকে বলিলেন, তোমার তপস্যায় ও মহাদেবের প্রসাদে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। কারণ মৃত হইলেও পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া ধনীদিগের ও পুত্রবান্‌দিগের মধ্যে গণনীয় হইয়াছি। এইরূপে আমি তোমাদিগের নিকট ভগবদ্‌গুণের কিয়দংশ বলিলাম, যদি আমার অনন্তদেবের ন্যায় সহস্র

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।

সূত সূং ব্রূহি নো ভূয়ো যদুক্তমৃষিসংসদি।
ব্যাসেন ত্রিপুরঘ্নস্য ব্রুবতা তত্র বৈ গুণান্॥ ১
শ্রুত্বা হি তান্ প্রিয়ান্ ব্রূহি যৎ ফলং প্রাপ্যতে শিবে।
সমীচ্ছতে সমাসেন শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্॥ ২
সূতপুত্রাসুরাস্তে হি কস্যান্বয়সমুদ্ভবাঃ।
কথং দদাহ ভগবান্ নগরাণি সুরদ্বিষাম্।
একেনৈকেন চ বাণেন যুগপৎ তেন বীর্য্যবান্॥৩
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা সূতঃ প্রোবাচ তত্ত্ববিৎ।
ব্যাসেন কথিতং যদ্বৎ তদ্বদ্বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ॥৪

সূত উবাচ।

তারকাক্ষস্তু জ্যেষ্ঠো বিদ্যুন্মালী চ মধ্যমঃ।
কমলাক্ষঃ কনীয়াংশ্চ সর্ব্বে তুল্যবলাঃ সদা॥ ৫
জিতেন্দ্রিয়াঃ সুসন্নদ্ধাঃ সংযতাঃ সত্যবাদিনঃ॥ ৬
তে তু মেরুগুহাং গত্বা তপশ্চক্রুর্মহাদ্ভুতম্।
ত্রয়ঃ পুষ্পাণি ভোগাংশ্চ বিহায় সুমনোহরান্॥ ৭
বসন্তে সর্ব্বকামাংশ্চ গীতবাদিত্রনিস্বনম্।
গ্রীষ্মে সূর্য্যপ্রভাং জিত্বা দিক্ষু প্রজ্বাল্য পাবকম্॥
তন্মধ্যসংস্থাঃ সিদ্ধ্যর্থং জুহুবুর্হব্যমাদরাৎ।
মহাপ্রতাপপতি[illegible]ঃ সর্ব্বেঽপ্যাসন্ সমুত্থিতাঃ॥৯
বর্ষাসু গতসন্ত্রাসা নদীং মূর্দ্ধ্নি ন্যধারয়ন্।
শরৎকালে প্রভূতন্তু ভোজনন্তু বুভুক্ষিতাঃ॥ ১০
রম্যং স্নিগ্ধং স্থিরং হৃদ্যং ফলমূলমনুত্তমম্।
সংযমাৎ ক্ষুত্তৃষৌ জিত্বা পানান্যুচ্চাবচান্যপি॥১১
বুভুক্ষিতেভ্যো দত্ত্বা তু বভূবুরুপলা ইব।
সংস্থিতাস্তে মহাত্মানো নিরাধারাশ্চতুর্দ্দিশম্॥১২
হেমন্তে গিরিমাশ্রিত্য ধৈর্য্যেণ পরমেণ চ।
তুষারদেহসঞ্ছন্না জলক্লিন্নেন বাসসা॥ ১৩

বান হয়, তাহা হইলেও ভগবানের অশেষগুণ স্বরূপেও বলিতে পারিব না। ১০০—১১১।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

মুনি সকল বলিলেন, হে সূত! ব্যাসদেব ঋষি-সমাজে শঙ্করের যে সকল গুণ বর্ণন করিয়াছিলেন, তুমি আমাদিগের নিকট সেই সকল পুনর্ব্বার বর্ণন কর। ভক্তগণ কল্যাণকারী ও মনোহর গুণ সকল শ্রবণ করিয়া শঙ্করের যে অর্চ্চনা-ফল লাভ করে, আমরা সংক্ষেপে সেই ফল শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে সূতপুত্র! সেই অসুর সকল কাহার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং বীর্য্যশালী শঙ্কর এক বাণ দ্বারা কিরূপে সেই অসুরদিগের নগরত্রয় দগ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাও বর্ণন কর। তত্ত্বজ্ঞ সূত সেই মুনিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ব্যাসদেব ঋষি-সমাজে যেরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন, আমিও তোমাদিগের নিকট অবিকল সেইরূপ বর্ণন করিব। সূত বলিলেন, জ্যেষ্ঠ তারকাক্ষ, মধ্যম বিদ্যুন্মালী ও কনিষ্ঠ কমলাক্ষ; ইহারা সকলেই তুল্য-বলশালী, জিতেন্দ্রিয়, জিগীষু, সংযত ও সত্যবাদী ছিল। উক্ত অসুরত্রয় সুগন্ধি পুষ্প ও নানাবিধ মনোহর ভোগ্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া সুমেরুগুহায় গমনপূর্ব্বক অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিল। বসন্তকালে কামগীতধ্বনি ও বাদ্যধ্বনি তাহাদিগকে বিচালিত করিতে পারে নাই। তাহারা গ্রীষ্মকালে সূর্য্য-প্রভাকে জয় করিয়া, চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বালিয়াছিল এবং তাহার মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক হোম করিয়াছিল। ইহাতেও তাহাদের কোন অনিষ্ট ঘটে নাই। বর্ষাকালে ত্রাসশূন্য হইয়া নদী সকলকে, অত্যন্ত সবেগ হইলেও, মস্তকে ধারণ করিয়াছিল এবং শরৎকালে বুভুক্ষিত হইলেও সংযম নিবন্ধন ক্ষুধা তৃষ্ণা জয় করিয়া, রম্য, হৃদ্য ও সর্ব্বোত্তম ফলমূল ও নানাবিধ পানীয় সকল ক্ষুধিতদিগকে দান করিয়াছিল এবং স্বয়ং পাষাণের ন্যায় নিশ্চল ছিল। ১—১২। হেমন্তকালে পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া অত্যন্ত ধৈর্য্য নিবন্ধন হিম দ্বারা দেহ আবৃত করিয়াছিল ও তাহার উপর জলার্দ্র বস্ত্রের

আচ্ছাদ্য দেহং ক্ষৌমেণ শিশিরে তোয়মধ্যগাঃ।
অনির্ব্বিণ্ণাস্ততঃ সর্ব্বে ক্রমশো বর্দ্ধয়ংস্তপঃ॥ ১৪
এবং তে সংস্থিতা দৈত্যা দিবারাত্রমতন্দ্রিতাঃ।
মুহূর্ত্তেন সমস্তত্র দশবর্ষসহস্রকম্‌॥ ১৫
এবং তেষাং গতঃ কালো ধর্ম্মেণেতি মতির্মম।
প্রাদুরাসীৎ ততো ব্রহ্মা সুরাসুরগুরুর্মহান্‌॥ ১৬
তুষ্টঃ সন্দর্শনে তেষাং বরং দাতুং মহাযশাঃ।
মুনিদেবাসুরৈঃ সার্দ্ধং সান্ত্বপূর্ব্বমিদং বচঃ॥ ১৭
ততস্তানব্রবীৎ সর্ব্বান্‌ সর্ব্বভূতপিতামহঃ।
কিমর্থং বত দৈত্যেন্দ্রাঃ সর্ব্বং কর্ত্তাস্মি সর্ব্বদা।
সর্ব্বং দাস্যামি যুষ্মভ্যং কথয়ধ্বং যদীপ্সিতম্‌॥১৮
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা শনৈর্যদৃযন্মনোগতম্‌।
উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে প্রণিপত্য পিতামহম্‌॥ ১৯
ভগবন্‌ নাস্তি নো বেশ্ম পরাক্রমবতামপি।
অধৃষ্যাঃ শাত্রবাণাস্ত যত্র বৎস্যামহে সুখম্‌॥ ২০

তারকাক্ষস্ততঃ প্রাহ অভেদ্যং যৎ সুরৈরপি।
করোতু বিশ্বকর্ম্মা যন্মম হেমময়ং পুরম্‌॥ ২১
যযাচে কমলাক্ষস্তু রাজতং সুমহৎ পুরম্‌।
বিদ্যুন্মালী চ সংহৃষ্টো বজ্রায়সময়ং মহৎ॥২২
এতদুক্ত্বা ততো দৈত্যা জজল্প রমিতৌজসঃ।
হে দেব দিবি নান্যত্র বেশ্মান্যচ্চ বৃণীমহে॥ ২৩
যথাভিমতমেতেষাং বিশ্বকর্ম্মাণমুক্তবান্‌।
স তথ্যেত্যেব তং তেষাং পুরং কুরু পৃথক্‌ পৃথক্‌।
পুরাণি ত্রীণি রম্যাণি বিশ্বকর্ম্মা চকার হ।
এবং কুরুষেত্যুক্তোঽহসৌ কামচারীণি তৎক্ষণাৎ
কিমুক্তেনাপি বহুনা ফলমূলযুতানি চ।
উদ্যান-বনবৃক্ষান্ন স্বর্গাচ্ছতগুণানি চ॥ ২৬
নদী-নদ-সরিৎস্রোতঃ-পুষ্করৈঃ শোভিতান্যপি।
সর্ব্বকামফলা বৃক্ষাঃ সন্তি তত্র হ্যনেকশঃ॥ ২৭
কৃতৈঃ পুরৈঃ প্রাহ তুষ্টস্তদা দৈত্যান্‌ পিতামহঃ।

আচ্ছাদন করিয়াছিল। শিশির কালে জলমধ্যে নিমগ্ন থাকিত। ইহাতেও তাহাদের মনে কোন বিরক্তি জন্মে নাই। তাহারা এইরূপে ক্রমশ তপস্যার উন্নতি করিল। উক্ত দৈত্যত্রয় এইরূপে দিবারাত্র অনলস হইয়া তপস্যা করিতে লাগিল। দশ সহস্র বৎসর তাহাদিগের মুহূর্ত্তের ন্যায় বোধ হইয়াছিল। দশ সহস্র বৎসর অতীত হইলে সুরাসুর-গুরু ব্রহ্মা তাহাদিগের নিকটে, তপস্যা দ্বারা তুষ্ট হইয়া, বরদানের নিমিত্ত আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর পিতামহ তাহাদিগের অতি কঠোর তপশ্চরণ সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া মুনি, দেবতা ও অসুরের সহিত সান্ত্বনাপূর্ব্বক তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন,—হে দৈত্যেন্দ্র সকল! তোমরা কি নিমিত্ত ক্লেশ পাইতেছ? আমি সর্ব্বদা সকল বস্তু করিয়া থাকি, আমি তোমাদিগের সকল মনোরথ পূর্ণ করিব; ঈপ্সিত বস্তু প্রার্থনা কর। উক্ত দৈত্যত্রয় তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিল ও পিতামহকে নমস্কার করিয়া করযোড়ে মনোগত ব্যক্ত করিল,—হে ভগবন্‌! আমরা পরাক্রমশালী হইলেও অনুরূপ দুর্গ লাভে বঞ্চিত আছি, যে দুর্গে শত্রুদিগের অধৃষ্য হইয়া সুখে বাস করিতে পারি। ১৩—২০। অনন্তর তারকাক্ষ প্রার্থনা করিল,—বিশ্বকর্ম্মা আমার হেমময় পুর নির্ম্মাণ করুক, দেবগণও যাহার ভেদ করিতে পারিবে না। কমলাক্ষ রজতময় পুর প্রার্থনা করিল এবং বিদ্যুন্মালী বজ্রময় ও লৌহময় পুর প্রার্থনা করিল। অমিতৌজাঃ দৈত্য সকল এইরূপ প্রার্থনা করিয়া পুনর্ব্বার বলিল,—হে দেব! আমাদিগের প্রার্থনানুরূপ পুরত্রয় যেন স্বর্গেতেই নির্ম্মিত হয়, ইহা আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা। ভগবান্‌ পিতামহ "তথাস্তু" বলিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে তাহাদের পুরত্রয় নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর বিশ্বকর্ম্মা পিতামহ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কামচারী তিনটী পুর নির্ম্মাণ করিলেন; যাহারে ফল, মূল, উদ্যান, বন ও বৃক্ষ সকল বিরাজ করিত এবং যাহা নদী, নদ ও সরিৎ প্রভৃতির সলিলে শোভিত হইয়া স্বর্গাপেক্ষা শতগুণ উৎকর্ষশালী হইয়াছিল। কামফলপ্রদ কল্পবৃক্ষ সকলও তাহাতে সন্নিহিত ছিল। পিতামহ তৎকালে তাদৃশ অলৌকিক পুরত্রয় সন্দর্শনে তুষ্ট হইয়া দৈত্যদিগকে বলিলেন,—

পুরেষু চ দৈত্যেন্দ্রাঃ প্রবিশধ্বং যথাক্রমম্ ॥২৮
সর্ব্বকামসমৃদ্ধীনি দৃষ্ট্বা তানি পুরাণ্যপি।
পরিতুষ্টস্তু কং মত্বা জীবিতং বীক্ষ্য বাস্থিরম্ ॥২৯
তেঽস্তুচ্ছিদ্রবিধামানং জীবিতং বীক্ষ্য চঞ্চলম্।
অবদন্ কিং পুরৈরেভির্বাস্পগদ্গদয়া গিরা ॥ ৩০
স্থিরীকুরু জগন্নাথ পান্তু নঃ পরিপন্থিনঃ।
জরা রোগাদয়ঃ সর্ব্বে মাস্মান্ মৃত্যুরগাৎ ক্বচিৎ ॥
অজরামরাঃ সর্ব্বে ভবাম ইতি নো মতম্।
মৃতাঃ করিষ্যামঃ কিং কার্য্যং হি পুরোত্তমৈঃ ॥
লক্ষ্যা কিং বা বিপুলয়া স্থানৈশ্বর্য্যেণ বা পুনঃ।
যত্রৈ মৃত্যুনা গ্রস্তো নিয়তং পঞ্চভির্দিনৈঃ ॥ ৩৩
শ্রুত্বা বচনং প্রাহ ন স জাতো জনিষ্যতে।
অজরামরো লোকে ভবিষ্যতি মহীতলে ॥ ৩৪
ঋতে তু খণ্ডপরশোর্দেবান্নারায়ণাৎ ক্বচিৎ।
তৌ ধর্ম্মাধর্ম্মপরভাবব্যক্তৌ ব্যক্তরূপিণৌ ॥ ৩৫
সম্পীড়নায় জগতো যদি সংক্রিয়তে তপঃ।
সফলং তক্ষতং বিদ্যাৎ তস্মাৎ সুবিহিতং নয়ম্
তদ্বিচার্য্য স্বয়ং বুদ্ধ্যা ন শক্যং যৎ সুরাসুরৈঃ।
দুর্লভং বা সুদুঃসাধ্যং মৃত্যুং বঞ্চয়তানঘাঃ ॥৩৭
তৎ কিঞ্চিন্মরণে হেতুং বৃণীধ্বং সত্ত্বমাশ্রিতাঃ।
যেন মৃত্যুর্ন ভবতাং রক্ষন্তস্তং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৮
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং মুহূর্ত্তং ধ্যানমাস্থিতাঃ।
প্রোচুঃ সঞ্চিন্তয়িত্বাথ সর্ব্বলোকপিতামহম্ ॥৩৯
পুরেষু ত্রিষু চৈতেষু একস্থানস্থিতেষু চ।
মধ্যাহ্নাভিজিতে কালে শীতাংশৌ পুষ্যসংস্থিতে
বর্ষৎসু কালমেঘেষু পুষ্করাবর্ত্তনামসু।
সর্ব্বদেবময়ো দেবঃ সর্ব্বেষামেকহেলয়া ॥ ৪১
অসম্ভাব্যে রথে তিষ্ঠন্ সর্ব্বোপস্করণান্বিতে।
অসম্ভাব্যৈককাণ্ডেন ভিনত্তু নগরাণি নঃ ॥ ৪২

হে দৈত্যেন্দ্রগণ! তোমরা অলৌকিক সমৃদ্ধিশালী পুর সকল দর্শন করিয়া যথাক্রমে তাহাতে প্রবেশ কর। তাহারা ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট জানিতে পারিয়াও জীবনের ক্ষণনশ্বরত্ব বিবেচনা করিয়া, তাঁহার নিকট সবাষ্পনেত্রে জীবনের অনশ্বরত্ব প্রার্থনা করিল,—হে ভগবন্! যদি আমাদিগের জীবন অনশ্বর না হয়, তাহা হইলে আমরা এই পুর সকল লইয়া কি করিব? হে জগন্নাথ! শত্রু হইতে আমাদিগের অনিষ্ট না হয়; জরা, রোগ প্রভৃতি ব্যাধি সকল ও মৃত্যু আমাদিগের নিকট কদাচ আগমন না করে। আমরা জরা ও মরণশূন্য হইয়া সুখে কালযাপন করি, ইহাই আমাদিগের অভিপ্রেত। যদি আমরা অল্পকাল মধ্যেই কালকবলে পতিত হই, তাহা হইলে এত অধিক ঐশ্বর্য্য বিফল হইবে এবং বিপুল লক্ষ্মী ও এই অনুত্তম পুরত্রয় মৃত্যুকালে কেবল ক্লেশের কারণ হইয়া উঠিবে। ২১—৩৩। অনন্তর ব্রহ্মা তাহাদিগের বরপ্রার্থনা শ্রবণে সঙ্কটাপন্ন হইয়া বলিলেন, এই জগতে ভগবান্ শঙ্কর ও নারায়ণ ব্যতীত এমন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে নাই ও করিবে না, যাহাকে জরা ও মৃত্যু অভিভব করিতে পারে না। উক্ত দেবদ্বয় ধর্ম্মাধর্ম্মাতীত ও কারণরূপী হইলেও স্বেচ্ছাক্রমে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্ম জন্য জরা-মৃত্যু তাঁহাদিগকে অভিভব করিতে পারে না। যদি কোনও ব্যক্তি জগতের অনিষ্টের জন্য তপশ্চরণ করে, তাহা হইলে সেই তপস্যা সফল হইলেও বিনষ্ট হইবে, অতএব কল্যাণ নিমিত্তই তপশ্চরণ বিধেয়। হে অনঘ দৈত্যগণ! আমি সাক্ষাৎ অমরত্ব দানে অশক্ত, অতএব তোমরা বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করিয়া এরূপ বর প্রার্থনা কর, যাহাতে মৃত্যুমুখে পতিত না হও ও সাক্ষাৎ অমরত্ব প্রার্থনা না হয়। আমি বিনা আপত্তিতে তাহা দান করিব। কিন্তু মরণের হেতুও কিছু প্রার্থনা করিবে; সেই হেতু অলৌকিক হইলেও গ্রাহ্য হইবে। দৈত্যগণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, মুহূর্ত্তকাল ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিল ও কিয়ৎপরে বক্তব্য বিষয় চিন্তা করিয়া পিতামহকে বলিল, এই পুরত্রয় একত্র সমবেত হইলে অভিজিৎ মুহূর্ত্তে যখন চন্দ্রমা পুষ্যনক্ষত্রে অবস্থিতি করিবেন ও পুষ্কর আবর্ত্ত প্রভৃতি মেঘ সকল বৃষ্টি করিবে, সেই সময় সর্ব্বদেবময় মহাদেব সর্ব্ববিধ উপকরণযুক্ত ও অসম্ভাব্য

নির্ব্বৈরঃ কৃত্তিবাসাস্তু যোঽস্মাকমিতি নিত্যশঃ।
বন্দ্যঃ পূজ্যোঽভিবাদ্যশ্চ সোঽস্মাকং নির্দ্দহেৎ কথম্॥ ৪৩
ইতি চেতসি সন্ধায় তাদৃশো ভুবি দুর্লভঃ।
ব্রহ্মণা চ বরো দত্তো যাচিতৈস্তৈর্মহাবরঃ॥ ৪৪
ততো লব্ধবরাস্তে তু নিবসন্তি স্ম তত্র হ।
সর্ব্বং ত্রৈলোক্যমুৎসাদ্য প্রবিশ্য নগরাণি তে॥৪৫
ততো মহান্ গতঃ কালো বসতাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
যথাসুখং যথাজোষং তেষাং সংখ্যাবিবর্জ্জিতঃ॥৪৬
ততঃ কদাচিৎ ত্রৈলোক্যে দেবাঃ শরণমভ্যয়ুঃ।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিধ্বস্তে দৈত্যদানবৈঃ॥ ৪৭
মহাদেবং বিরূপাক্ষং পূজয়িত্বা বৃষধ্বজম্।
স্তোত্রৈর্নানাবিধৈর্দেবং শূলিনং কৃত্তিবাসসম্॥ ৪৮
উচুরপ্রতিমপ্রজ্ঞা ভ্রাতৃভ্যাং সহিতেন তু।
ভগবংস্তারকাক্ষেণ সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ॥ ৪৯
ত্রৈলোক্যং স্ববশে নীতং তথা চ মুনিসত্তমাঃ।
বিধ্বস্তাঃ সর্ব্বশঃ সিদ্ধাঃ সর্ব্বমুৎসাদিতং জগৎ॥
যজ্ঞকর্ম্ম সমগ্রস্তু স্বয়ং বুদ্ধ্যা চ দারুণঃ।
প্রবর্ত্তিতো হ্যধর্ম্মস্তৈশ্চ যিণাক্ষ নিবর্ত্তিতম্॥ ৫১
অবধ্যো সর্ব্বভূতানাং নীয়তাং বা সুরাসুরাঃ।
যাবন্ন বশগা দৈত্যৈর্ঘোরৈস্ত্রিপুরবাসিভিঃ॥ ৫২
তাবদ্বিধীয়তাং নীতির্যয়া সংরক্ষ্যতে জগৎ॥৫৩
তেষাং সম্ভাষমাণানাং প্রতিবাক্যমুবাচ সঃ।
জানামি দৈত্যান্ বিবুধা অশক্যাস্তু সুরাসুরৈঃ।
দুঃসাধ্যস্তু বধস্তেষাং সর্ব্বেষাং পুরবাসিনাম্॥ ৫৪
মিত্রদ্রোহং কথং জানন্ করোমি রণকর্কশঃ।
সুহৃদ্দ্রোহে মহৎ পাপং পূর্ব্বমুক্তং স্বয়ম্ভুবা॥ ৫৫
ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে চ স্তেয়ে ভগ্নব্রতে তথা।
নিষ্কৃতির্বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥ ৫৬
শম্ভোস্তু বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ।

রথে অবস্থিতি করিয়া, অসম্ভাব্য এক বাণ দ্বারা আমাদিগের নগর ভেদ করিলে, আমাদিগের মৃত্যু হইবে। "ভগবান্ শঙ্কর বৈরশূন্য ও সমদর্শী, সুতরাং আমাদিগের নমস্য ও পূজনীয়; তিনি আমাদিগের কদাচ অনিষ্ট করিবেন না" ইহা বিবেচনা করিয়া তাহারা এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, পিতামহ তাহা প্রদান করিলেন। ৩৪—৪৪। অনন্তর সেই দৈত্য সকল বরলাভ করিয়া জগতের উপদ্রব করিতে লাগিল এবং স্ব স্ব পুরে প্রবিষ্ট হইয়া নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা অসংখ্যকাল স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ব্বক তথায় বাস করিয়াছিল। অনন্তর দেবগণ, দৈত্যগণ কর্তৃক পীড়িত হইয়া, সাধুদিগের রক্ষা-নিমিত্ত মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন ও নানাবিধ স্তোত্র দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে ভগবন্! তারকাক্ষ নামক দৈত্যরাজ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়া বাসবের সহিত সমস্ত দেবগণ ও ত্রিজগৎকে বশীভূত করিয়াছে এবং মুনিগণ ও সিদ্ধগণের উপর অত্যন্ত উপদ্রব করিতেছে। তাহাদের অত্যাচারে জগৎ একবারে উৎসন্ন হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই দৈত্যগণ বরলাভে গর্ব্বিত হইয়া স্বয়ং বিবেচনাপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর অধর্ম্মের প্রচার করিয়াছে ও ঋষিগণের যজ্ঞকর্ম্মের একেবারে লোপ করিয়াছে। যৎকাল পর্য্যন্ত দেবগণ সম্পূর্ণরূপে ত্রিপুরবাসী দৈত্যগণের বশীভূত না হন, তাহার মধ্যে এমন কোনও নীতি উদ্ভাবিত করুন, যাহা দ্বারা জগতের রক্ষাকার্য্য ও তাহাদিগের বধকার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন হয়। ৪৫—৫৩। মহাদেব দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, হে দেবগণ! সেই দৈত্যগণ সুরাসুরের অবধ্য, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। তাহাদিগের বধকার্য্য অতি দুষ্কর এবং সকল প্রাণীই আমার মিত্রস্থানীয়; সুতরাং আমি জ্ঞানপূর্ব্বক কিরূপে মিত্রদ্রোহ করিব? মিত্রদ্রোহ করিলে মহাপাপ হয় ইহা পূর্ব্বেই স্বয়ম্ভূকর্তৃক কথিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করে, যে মদ্য পান করে, যে চৌর্য্য করে ও যে ব্রত অবলম্বন করিয়া পরিত্যাগ করে, সাধুগণ তাহাদিগেরও প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন, কিন্তু কৃতঘ্নের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন নাই। অনন্তর ব্রহ্মা মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া

...কিবিদ্যতে পাপং যস্মাৎ ত্বং যোগবিত্তমঃ ॥
...ৎ রক্ষণার্থায় হন্তব্যা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।
...স্তস্য ন তং পাপং বিদ্যতে ধর্ম্ম এব চ ॥ ৫৮
...ক্ষেদ্বিজান্ সাধূন্ কণ্টকান্ বৈ বিশোধয়েৎ
...ষ্ছেদিহামুত্র রাজা চেদ্রাজ্যমাত্মনঃ ॥ ৫৯
...ত্বং সর্ব্বমেকানাং তস্মাদ্রক্ষস্ব মা চিরম্।
...শাংস্তথা যজ্ঞান্ বেদান্ নায়াসি শঙ্করঃ ॥
...স্ত্বাহ তং নাস্তি রথঃ সারথিনা সহ।
...ধনুর্ব্বাণান্ নিহনিষ্যাম্যহং বরান্ ॥ ৬১
...চৈতদ্বচঃ শ্রুত্বানীপ্সোর্হস্তমুবাচ হ।
...গচ্ছতস্তভ্যং সারথ্যং করবাণ্যহম্ ॥ ৬২
...স্তং পৃথিবী প্রাহ রথং মাং কুরু মানদ।
...দ্বীপবতীং চতুর্জ্জলধিমেখলাম্ ॥ ৬৩
...চতুর্মাস্তৌ রথচক্রে তু নৌ কুরু।

ভগবন্ যোদ্ধুমাগচ্ছেস্তেষাং ত্রিপুরবাসিনাম্ ॥ ৬৪
আভাষেতাং মহাদেবং শম্ভুং কুলগিরী বচঃ।
গন্ধমাদন-বিন্ধ্যৌ চ বংশাবাবাং কুরু প্রভো ॥ ৬৬
অস্মিন্ দিব্যে রথে শম্ভো শঙ্করং প্রাহ বুদ্ধিমান্।
ততস্ত্বনন্তো নাগেন্দ্রো মামক্ষং কুরু সাম্প্রতম্ ॥ ৬৬
এলাপত্রো ভুজঙ্গস্তু পুষ্পদন্তশ্চ তাবুভৌ।
অগ্রে দ্বৌ ধ্রুবকাবাবাং ভবাবস্তব গৌরবাৎ ॥ ৬৭
পূর্ব্বং মাং কুরু দুর্ভেদ্যমুবাচ মলয়ো গিরিঃ।
দেবদেব জগন্নাথ ভগবংশ্চন্দ্রশেখর ॥ ৬৮
ততঃ সন্ধ্যাভ্রবর্ণস্তং তক্ষকঃ কর্ব্বুরোঽব্রবীৎ।
অবিনাহং মহাদেব কুরু মাং সুদৃঢ়ং রথে ॥ ৬৯
বেদব্রতানি চত্বারি পুণ্যান্যচুর্ধ্বজম্।
যোক্ত্রাণি কুরু নস্তত্র বেদাঙ্গসহিতান্যপি ॥ ৭০
বেদাঃ প্রাহুর্মহাদেবং তুরগান্ নঃ কুরু প্রভো।
স্বায়ম্ভুবান্ মহাবেগান্ দুর্ভেদ্যাংশ্চ কুতার্কিকৈঃ ॥
উপবেদাস্ততো দেবং জজল্পুরপরাজিতাঃ।
অস্মান্ খলীনান্ বক্ত্রেষু তত্র সংযমনে কুরু ॥ ৭২
সাবিত্রীসহিতা প্রাহ গায়ত্রী কৃত্তিবাসসম্।
প্রগ্রহস্ত্বনয়া সার্দ্ধং দুরাধর্ষং কুরুষ্ব মাম্ ॥ ৭৩

...কহিলেন, আপনার পাপ হওয়া অসঙ্গত, ...হেতু আপনি যোগীদিগের মধ্যে প্রধান এবং ...দিগের রক্ষার নিমিত্ত অসাধুবধ অবশ্য-...র্ত্তব্য। রাজা যদি দুষ্টদিগের বধ ও শিষ্ট-...দিগের রক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহার ...ধর্ম্মই বর্দ্ধিত হয়, পাপের লেশমাত্রও হয় ...না। রাজা যদি ইহলোকে ও পরলোকে ...কল্যাণ কামনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার ...ঐরূপ কার্য্য করাই উচিত। আপনিও ...সেইরূপ সকল লোকের প্রভুস্বরূপ, অতএব ...দুষ্টদিগের বধ করিয়া শিষ্টদিগের পালন করা ...আপনার একান্ত কর্ত্তব্য; তাহা না করিলে ...আপনার শঙ্কর নামের অন্বর্থতা লুপ্ত হইবে। ...মহাদেব ইহা শুনিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, ...আমার সারথি ও রথ নাই, যাহাতে আরোহণ ...করিয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক দুষ্টদিগকে বিনাশ ...করি। ৫৪—৬১। ব্রহ্মাও দৈত্যবধ করিতে ...ইচ্ছুক মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া ...বলিলেন, আপনি যুদ্ধ করিতে গমন ...করিলে আমি স্বয়ং আপনার সারথ্য করিব। ...অনন্তর পৃথিবী তাঁহাকে বলিলেন, হে মানদ! ...আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে রথ করুন। ...কাল-পরিমাপক চন্দ্র-সূর্য্যও রথের চক্র হইতে

স্বীকার করিয়াছিলেন এবং কুলগিরি বিন্ধ্য ও গন্ধমাদন পর্ব্বত শম্ভুর নিকট বংশ (রথের পৃষ্ঠাবয়ব) হইতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সুবুদ্ধি নাগরাজ অনন্তও অক্ষ (রথাঙ্গ) হইতে সম্মত হইলেন। এলাপত্র ও পুষ্পদন্ত নামক নাগদ্বয় ভগবানের গৌরব-নিবন্ধন ধ্রুবক নামক রথাবয়ব হইতে স্বীকার করিয়াছিলেন এবং মলয়াচল করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন, হে ভগবন্ চন্দ্রশেখর। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে রথের পূর্ব্বভাগ করুন। অনন্তর সায়ংকালীন মেঘের ন্যায় অরুণবর্ণ কর্ব্বুর নামক তক্ষক বলিলেন, হে ভগবন্! আপনি আমাকে সুদৃঢ় বন্ধন করুন। পবিত্রস্নাতক ব্রত সকল বেদাঙ্গের সহিত সমবেত হইয়া রজ্জু হইতে সম্মত হইলেন এবং বেদচতুষ্টয় মহাবেগশালী অশ্ব হইলেন ও উপবেদ সকল (অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি) খলীন হইলেন। ৬২—৭২। গায়ত্রীও সাবিত্রীর সহিত আগমন করিয়া আপ-

প্রণবস্তত্রবীচ্ছর্ব্বং প্রতোদং কুরু শাশ্বতম্।
যত্নেন ক্রিয়তাং মাঞ্চ শর্ব্ব সর্ব্বময়ো যতঃ ॥ ৭৪
ত্র্যম্বকং প্রহসন্ প্রাহ ধনুর্মাং কুরু শঙ্কর।
উদ্ধর্ত্তুং যদি শক্নোষি করস্থং মন্দরাচলম্ ॥ ৭৫
বাসুকিঃ প্রণতঃ প্রাহ দুর্ভেদ্যাং দেবদানবৈঃ।
গুণং মাং কুরু দেবেশ তৎকণ্ঠস্থোঽপি নাগরাট্ ॥
ততো নারায়ণো দেবো ভূত-ভব্য-ভবাত্মকঃ।
ভূতাদির্ভূতনিধনঃ পরমাত্মা জনার্দ্দনঃ ॥ ৭৭
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং প্রহসন্নাহ শঙ্করম্।
অস্মিন্ যুদ্ধে মহাদৈত্যৈঃ শরং মাং কুরু দারুণম্
ক্রুদ্ধঃ কামরিপুং প্রাহ চণ্ডদোর্দ্দণ্ডমণ্ডিতম্।
বৈশ্বানরোঽপি কালাগ্নিঃ শল্যং মাং নকরোষি কিম্
কালো বৈশ্বানরো রুদ্রো লেলিহানো ভয়ানকঃ।
এবমুক্ত্বা মহাঘোরং মহাহাসং চকার সঃ ॥ ৮০
হসতস্তস্য ঘোরস্য ঘোরা নিশ্চেরুরর্চ্চিষঃ।
বিদ্যুৎকুটিললোলাস্ত মুখদ্বারেষু সপ্তসু ॥ ৮১
সিতাসিতাঃ কৃষ্ণনীলা যাভিঃ সদসদাত্মকম্।
সংহরন্তীদমেবাসৌ জগৎ পূর্ব্বং চরাচরম্ ॥ ৮২
ততো ভূত-পিশাচাশ্চ রুবন্তি স্ম মহারবম্।
ব্যাধয়শ্চ যমং জিত্বা পুরানীতা হ্যনেকশঃ ॥ ৮৩
রাক্ষসা বিবিধাকারাঃ কর্ম্মজাশ্চাভিযোনিজাঃ।
রতিগ্রহাশ্চ বিবিধাস্তথা কুহকবৃত্তয়ঃ ॥ ৮৪
দৈত্যানাং বরলব্ধানাং তেষাং যে বাহ্যসংযুতাঃ।
সর্ব্বে নিমেষতো দগ্ধাস্তদা ত্রিপুরবাসিনাম্ ॥ ৮৫
দহ্যমানস্য তস্যাথ বিষ্ণুস্তং পুনরব্রবীৎ।
অলং যদস্তি তে কিঞ্চিৎ কারণং তৎ ত্বয়া কৃতম্
নির্দ্দহিষ্যসি তৎ সৈন্যং ভব কাণ্ডাগ্রতঃ স্থিতঃ।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং বিষ্ণোস্তূষ্ণীমাসীৎ স পাবকঃ ৮৭
ততো বায়ুর্মহাদেবমুবাচ চ তথা শশী।
পক্ষযোর্মাং তথা পুঙ্খে নিযোজয় শরে বিভো ৮৮

নাকে দুরাধর্ষ প্রগ্রহ (অর্থাৎ অশ্ববন্ধনরজ্জু) করিতে প্রার্থনা করিলেন। প্রণবও প্রতোদ হইবার নিমিত্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। মন্দরাচলও হাসিতে হাসিতে ভগবানের নিকট বলিলেন, হে দেব! যদি আমাকে হস্ত দ্বারা উত্তোলন করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাকে ধনু স্থানে নিযুক্ত করুন। বাসুকিও প্রণতিপূর্ব্বক বলিলেন, হে দেবেশ! আমাকে দুর্ভেদ্যমৌর্ব্বী করুন, কারণ আমি সর্ব্বদা আপনার কণ্ঠে অবস্থিতি করিয়া থাকি। অনন্তর ভূতদিগের আদি ও ত্রৈকালিক বস্তু স্বরূপ পরমাত্মা ভগবান্ নারায়ণ,' দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত সহাস্য-বদনে শঙ্করকে বলিলেন, এই মহাদৈত্যদিগের সহি যুদ্ধে আমাকে দারুণ শররূপে পরিগ্রহ করুন। বৈশ্বানর-নামা কালাগ্নিও ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ ভুজদণ্ডশালী কামরিপুকে বলিলেন, হে ভগবন্! আমাকে কেন শল্য করিতেছেন না? প্রলয়কর্ত্তা তমোগুণের আধিক্য-নিবন্ধন রুদ্রস্বরূপ জগদ্-:সনোদ্যত ও ভয়ানক সেই বৈশ্বানর এইরূপ বলিয়া অতি ভয়ানক বিকট-হাস্য করিলেন। তাঁহার হাস্যকালে মুখাদি সপ্তবিধ দ্বার হইতে বিদ্যুতের ন্যায় কুটিল ও চঞ্চল ভয়ানক শি[খা] সকল নির্গত হইয়াছিল,—পাবকাদি অগ্নি সক[ল] পাটল ধূম্র ও নীলবর্ণ শিখা-সমূহ দ্বারা প্রল[য়] কালে সৎ ও অসৎ স্বরূপ এই চরাচরাত্ম[ক] জগৎকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন। অনন্তর ভূ[ত] ও পিশাচগণ ভয়ানক শব্দ করিয়াছিল এ[বং] নানাপ্রকার ব্যাধি সকল যমরাজকে পরাজি[ত] করিয়া আনীত হইয়াছিল। ৭৩—৮৩

নানাবিধ আকৃতিশালী কর্ম্মজ ও যোনি[জ] রাক্ষসগণ এবং রতিপরায়ণ ও মায়া-বিমোহি[ত] যে সকল ব্যক্তি ত্রিপুরবাসী দৈত্যগণের স[হিত] বাহ্য-সম্বন্ধেও লিপ্ত ছিল, তৎকালে তাহা[রা] সকলেই নিমেষমধ্যে দগ্ধ হইল। ত্রিপুর[...] সম্পূর্ণরূপ দগ্ধ হইলে বিষ্ণুদেব সেই অগ্নি[...] পুনর্ব্বার বলিলেন, তোমার যাহা কর্ত্তব্য, তা[...] প্রায় সম্পন্ন হইয়াছে; এক্ষণে মহাদেবের বাণাগ্রে থাকিয়া তাহাদিগের সৈন্য দাহ কর[...] একমাত্র অবশিষ্ট; তাহাও তুমি অনায়া[সে] করিতে পারিবে। ভগবান্ পাবক বিষ্ণুর সে[ই] বাক্য শ্রবণ করিয়া, দাহ হইতে বিরত হই[য়া] ছিলেন। অনন্তর বায়ু ও চন্দ্রমা মহাদেবকে বলিলেন, হে বিভো! আমাদিগকে[...]

ব্যোম[illegible]কজ্জলশ্যামঃকুরুষ যদি মন্যসে।
[illegible]গ্রধারায়াং যমঃ প্রাহ মহেশ্বরম্ ॥ ৮৯
[illegible] তাসাং সংহস্য প্রধানা তু শতহ্রদা।
[illegible] বিদ্যুৎসহস্রাণাং কুরু শল্যবিশোধিনীম্ ॥৯০
[illegible] সংবর্ত্তকা মেঘাঃ প্রোচুঃ শম্ভো কুরুষ নঃ।
[illegible] মেরৌ শুভে স্তম্ভে দেবানামালয়ে বিভো
[illegible] তু সর্ব্বেষাং ততঃ সর্ব্বং চকার সঃ।
[illegible] দৈবতৈঃ সার্দ্ধং শরণ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥৯২
[illegible] কৃত্বা ততস্তুষ্টা সম্পাদয়ত ব্রহ্মণে।
[illegible]সৌ নিবেদ্যাথ রোপয়ামাস শূলিনম্ ॥৯৩
[illegible] রথে দিব্যে দিব্যগন্ধর্ব্বপন্নগৈঃ।
[illegible] মুনিগণৈঃ সমারূঢ়স্ত্রিশূলধৃক্ ॥ ৯৪
[illegible] স্থানকমাস্থায় সন্ধায় চ শরোত্তমম্।
[illegible] তং কার্ম্মুকং কৃত্বা প্রত্যালীঢ়ং মহাদ্ভুতম্

নিবেশ্য দৃষ্টিং মুষ্টৌ চ মুষ্টিং দৃষ্টৌ নিবেশ্য চ।
অতিষ্ঠন্নিশ্চলস্তত্র শতং বর্ষসহস্রকম্ ॥ ৯৬
ততোঽঙ্গুষ্ঠে গণাধ্যক্ষঃ স তুদন্নিশং স্থিতঃ।
ন লক্ষ্যং বিবিশুস্তানি পুরাণ্যস্য চ পূজিতঃ ॥ ৯৭
ততোঽন্তরিক্ষাদশৃণোদ্ধনুর্ব্বাণধরো হরঃ।
মুঞ্জকেশো বিরূপাক্ষো বাচং পরমশোভনাম্ ॥৯৮
ভো ভো ন যাবদ্ভগবানর্চ্চিতোঽসৌ দ্বিবিগ্রহঃ।
পুরাণ জগদীশেশ সাম্প্রতং ন দহিষ্যসি ॥ ৯৯
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং গজবক্ত্রমপূজয়ৎ।
ভদ্রকালীং সমাহূয় ততোঽন্ধকনিসূদনঃ ॥ ১০০
তস্মিন্ সম্পূজিতে হৃষ্টে পরিতুষ্টপুরঃসরে।
বিনায়কে ততো ব্যোম্নি দদর্শ ভগবান্ হরঃ ॥১০১
পুরাণি ত্রীণি দৈত্যানাং যুক্তানি চ যথাতথম্।
অভীলাখ্যে মুহূর্ত্তে তু ধনুর্নিষ্কৃষ্য সোঽদ্ভুতম্ ॥১০২
কৃত্বা জ্যাতলনির্ঘোষং নাদমত্যন্তদুস্তরম্।

[illegible] ও পুচ্ছদেশে যথাক্রমে নিয়োজিত করুন। ব্যোম অলি ও কজ্জলের স্যায় শ্যামবর্ণ যম মহেশ্বরকে বলিলেন, আপনি ইচ্ছা করিলে আমাকে শল্যাগ্রে নিযুক্ত করিতে পারেন। [illegible] বিদ্যুৎ সহস্রের মধ্যে প্রধানা শতহ্রদা [illegible] বিদ্যুৎ শঙ্করকে বলিলেন, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে শল্য-শোধন কার্য্যে নিযুক্ত করুন। সংবর্ত্তক প্রভৃতি মেঘগণও বলিলেন, হে বিভো! দেবতাদিগের আলয়ভূত সুমেরু-পর্ব্বতে আমাদিগকে স্থাপিত করুন। শরণ্য ও ভক্তবৎসল মহেশ্বর ইহা শ্রবণ করিয়া দেবতাদিগের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক সকলের [illegible] পূর্ণ করিলেন। অনন্তর বিশ্বকর্ম্মা [illegible] নির্ম্মাণ করিয়া, ব্রহ্মার নিকট লইয়া [illegible]লেন। ব্রহ্মাও রথ লইয়া শম্ভুর নিকট গমন-পূর্ব্বক তাঁহার অনুমতিক্রমে তাঁহাকে তাহাতে আরোহণ করাইলেন। ৮৪—৯৩। ত্রিশূলধারী [illegible] সেই দিব্য রথে আরূঢ় হইলেন, [illegible] গন্ধর্ব্ব, পন্নগ ও মুনিগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং তিনি প্রত্যালীঢ় নামক [illegible]বিশেষ অবলম্বন করিয়া, ধনুতে মৌর্ব্বী আরোপণপূর্ব্বক উত্তম শর যোজনা করিলেন

এবং তৎকালে তাঁহার দৃষ্টি মুষ্টিতে ও মুষ্টি দৃষ্টিতে নিবেশিত ছিল। তিনি এইরূপে শত সহস্র বৎসর নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ভগবান্ এইরূপ ক্লেশ করিলেও সেই পুরত্রয় তাঁহার লক্ষ্যস্থান প্রাপ্ত হয় নাই; কারণ তিনি গণেশের পূজা করেন নাই, যিনি অঙ্গুষ্ঠদেশে অবস্থিত হইয়া নিরন্তর প্রেরণ করিয়া থাকেন। অনন্তর ধনুর্ব্বাণধারী বিরূপাক্ষ ব্যোমকেশ অন্তরীক্ষ হইতে মনোহারিণী দৈববাণী শ্রবণ করিলেন, হে জগদীশ! আপনি যে পর্য্যন্ত নরকুঞ্জরদেহ গণেশের অর্চ্চনা না করিবেন, সে পর্য্যন্ত পুরত্রয় দহন করিতে পারিবেন না। অনন্তর মহেশ্বর সেই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া, ভদ্রকালীকে আহ্বানপূর্ব্বক তদ্দ্বারা গজবক্ত্রের পূজা করিয়াছিলেন; যুদ্ধোদ্যোগনিবন্ধন রথ হইতে স্বয়ং অবতরণ করেন নাই। ৯৪—১০০। বিনায়ক পূজিত হইয়া আবরণ-দেবতার সহিত তুষ্ট হইলে পর ভগবান্ হর বরদানানুসারে একত্রমিলিত দৈত্যদিগের পুরত্রয় দেখিতে পাইলেন ও অভিজিৎ মুহূর্ত্তে কার্ম্মুক আকর্ষণ করিলেন। তাহাতে অতি ভীষণ মৌর্ব্বীনিনাদ উদ্ভূত হইয়া

আত্মনো নাম বিশ্রাব্য সমাভাষ্য মহাসুরান্ ॥১০৩
মার্ত্তণ্ডকোটিবপুষং কাণ্ডমুগ্রো মুমোচ হ।
দদাহ ত্রিপুরস্থাংস্তাংস্ত্রীন্ দৈত্যান্ বিমলাপহা ॥
ততঃ পুরাণি ভগ্নানি চতুর্জ্জলধিমেখলাম্।
গতানি যুগপদ্ভূমিং ত্রীণি দগ্ধানি ভস্মশঃ ॥ ১০৫
দৈত্যাশ্চ শতশো দগ্ধাস্তস্য বাণাগ্রবহ্নিনা।
তারকাক্ষস্তু নির্দ্দগ্ধো ভ্রাতৃভ্যাং সহিতোঽভবৎ ॥
মহাদেবং সমুদ্দিশ্য তমুচুর্মনসা শনৈঃ।
ভক্ত্যা পরময়া যুক্তঃ প্রলপন্ বিবিধাং গিরম্ ॥
ভব জ্ঞাতোঽসি তুষ্টোঽসি যদস্মাকং মনোগতম্।
করণীয়ং কৃতন্ত্বদ্য দৃষ্টস্তব পরাক্রমঃ ॥ ১০৮
ভগবন্ যদি তুষ্টোঽসি যজ্ঞাস্মান্ সহ বন্ধুভিঃ।
তেন সত্যেন ভূয়োঽপি কদা ত্বং প্রদহিষ্যসি ॥
দুর্লভং লভ্যমস্মাভির্যদপ্রাপ্যং সুরাসুরৈঃ।
তদ্ভাবভাবিতা বুদ্ধির্জাতা জাতং ভবত্বিতি ॥ ১১০

ইত্যেবং বিব্রুবন্তস্তে দানবাস্তেন বহ্নিনা।
অন্যেঽপি বালবৃদ্ধাশ্চ নির্দ্দগ্ধা ভস্মসাৎকৃতাঃ ॥১১১
স্ত্রিয়ো বা পুরুষো বাপি বাহনানি চ তত্র যে।
সর্ব্বে তেনাগ্নিনা দগ্ধাঃ কল্পান্তে তু জগদ্যথা ॥১১২
ভর্তৃকণ্ঠগতাং কৃত্বা কাশ্চিদ্দগ্ধা বরস্ত্রিয়ঃ।
কাশ্চিৎ পুত্রানবচ্ছাদ্য বাহুভ্যাং পরিগৃহ্য চ ॥১১৩
দগ্ধাঃ পলায়মানাশ্চ নির্দ্দগ্ধাঃ শতশোঽপরাঃ।
কাশ্চিৎ সুপ্তাঃ প্রমত্তাশ্চ রতিশ্রান্তাশ্চ যোষিতঃ।
অর্দ্ধদগ্ধা বিবুদ্ধাশ্চ বভ্রমুর্মোহমূর্চ্ছিতাঃ।
তেন নাসীৎ সুসূক্ষ্মোঽপি ঘোরস্ত্রিপুরবহ্নিনা।
অবিদগ্ধো বিনির্ম্মুক্তঃ স্থাবরো জঙ্গমোঽপি বা।
বর্জ্জয়িত্বা ময়ং দৈত্যং বিশ্বকর্ম্মাণমব্যয়ম্ ॥ ১১৬
অবিরুদ্ধস্তু দেবানাং রক্ষিতং বিষ্ণুতেজসা।

ভুবন-বিবর পূর্ণ করিল। অনন্তর মহাসুরদিগকে আহ্বান করিয়া, স্বনামোচ্চাচরণপূর্ব্বক কোটি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী বাণ মোচন করিলেন, পাপনাশক সেই বাণ ত্রিপুরাবস্থিত দৈত্যত্রয়কে দগ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর পুর সকল ভগ্ন হইতে লাগিল ও দাহনিবন্ধন ভস্মীভূত হইয়া, জলধিরূপ মেখলাশালিনী ভূমিতে যুগপৎ বিলীন হইতে লাগিল। শত শত দৈত্যগণও তাঁহার বাণবহ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তারকাক্ষ ভ্রাতৃদ্বয় সহিত দগ্ধ হয় নাই। উক্ত ভ্রাতৃত্রয় অত্যন্ত ভক্তিযুক্ত হইয়া, নানাবিধ স্তব বাক্যোচ্চারণপূর্ব্বক সেই মহাদেবকে লক্ষ্য করিয়া, মনে মনে অনুচ্চরূপে বলিয়াছিল, হে ভব! আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি আমাদিগের উপর তুষ্ট হইয়াছেন, কারণ আপনি আমাদিগের মাহাত্ম্য-দর্শনরূপ অভিলাষ পূরণীয় বিবেচনা করিয়া সম্পূর্ণ করিয়াছেন। হে ভগবন্! যদি আপনি আমাদিগের উপর তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি কিরূপে আমাদিগকে সপরিবারে পুনর্ব্বার দগ্ধ করিবেন? যাহা সুরাসুরের অপ্রাপ্য, তাহা দুর্লভ হইলেও আমরা অনায়াসে লাভ করিয়াছি, কারণ আমাদিগের বুদ্ধি আপনার উপর ভক্তিমতী হওয়ায় শুদ্ধি লাভ করিয়াছে, ইহাই আমাদিগের একমাত্র মনোরথ ছিল। সেই দানবগণ এইরূপ বলিতে বলিতে উক্তরূপ বহ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া, ভস্মসাৎ হইল এবং অন্যান্য বালক ও বৃদ্ধ সকল ঐরূপে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। সেই অগ্নি প্রলয়কালে যেরূপ এই জগৎকে দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ তৎপুরস্থিত স্ত্রী, পুরুষ ও বাহন সকলকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। ১০১—১১২। পতিব্রতা স্ত্রী সকল সহমরণ বাসনা করিয়া, ভর্তৃগণের কণ্ঠালিঙ্গনপূর্ব্বক দগ্ধ হইয়াছিল ও পুত্রপ্রাণা স্ত্রী সকল দাহ-ভয়ে স্বীয় দেহ দ্বারা পুত্রদিগের দেহ আচ্ছাদিত করিয়াও বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া দগ্ধ হইয়াছিল। অপর শত শত স্ত্রী সকল পলায়ন করিতে করিতে দগ্ধ হইয়াছিল। কেহ নিদ্রাবস্থায়, কেহ প্রমত্তাবস্থায় ও কেহ রতিশ্রমাবস্থায় দগ্ধ হইয়াছিল। কেহ কেহ অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া জাগরিত হইয়াছিল ও দাহাতিশয়জাত মোহ-নিবন্ধন বিচেতন হইয়া ভ্রমণ করিয়াছিল। বিশ্বকর্ম্মা-দৈত্য ব্যতিরেকে অপর কোনও স্থাবর ও জঙ্গম ঘোর ও সূক্ষ্ম হইলেও সেই ত্রিপুর-বহ্নি কর্তৃক দগ্ধ না হইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই। কারণ বিশ্বকর্

...পাতো হি যেষাং নো বিদ্যতে নাশকারকঃ ॥
...বাং তদ্বৎ পদার্থানাং ভাবাভাবে কৃতাকৃতে।
...ন্মাদ্‌যন্নাম সম্ভাব্যং সদ্ভিঃ কর্ত্তব্যমেব তৎ ॥ ১১৮
...গর্হণা লক্ষ্যতে লোকে ন তৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥
ন সংযোগঃ কদা যেষাং ভূয়াৎ ত্রিপুরবাসিনাম্‌।
...মেতদ্ধি সর্ব্বেষাং দৈবাদ্‌যর্হি যতো ভবেৎ ॥
...তঃ স ভগবান্‌ রুদ্রো দগ্ধ্বা ত্রিপুরবাসিনঃ।
কৃতকৃত্যো মহাযোগী ব্রহ্মাদ্যৈরভিপূজিতঃ।
সধনুঃ সশরঃ সাশ্বস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১২১
...শ্চান্তর্হিতে দেবে মুনি-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরাঃ।
নাগাঃ সর্পাশ্চাপ্সরসঃ সংহৃষ্টাশ্চাথ মানুষাঃ ॥ ১২২
স্বং স্বং স্থানমনুপ্রাপ্য নির্বৃতিং পরমাং যযুঃ ॥
এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বং ধন্যং শত্রুক্ষয়ঙ্করম্‌।
স্বর্গপ্রদং মোক্ষদঞ্চ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছথ ॥ ১২৪

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং ত্রিপুর-
দাহবর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

মাহাত্ম্যমেতদ্‌বৃষভধ্বজস্য
শ্রুত্বা মুনের্গন্ধবতীসুতস্য।
বচো মহার্থং মুনয়শ্চ সর্ব্বে
পপ্রচ্ছুরুগ্রং প্রণিপত্য সূতম্‌ ॥ ১

মুনয় উচুঃ।

কিমন্ধকারির্ভগবান্‌ পিনাকী
কস্যান্বয়ে বীর্য্যবতঃ পৃথিব্যাম্‌।
জাতো মহাত্মা বলবান্‌ প্রধানে
কশ্চান্ধকঃ কস্য সুতঃ কথং বা ॥ ২
এতৎ সমগ্রং সরহস্যমদ্য
ব্রবীহি সূত ভগবৎপ্রসাদাৎ।
ব্যাসাৎ ত্বয়া বৈ বিদিতং হি সম্যগ্‌-
যুদ্ধং যথাভূদনয়োর্হতঃ সঃ ॥ ৩
তেষাং তদাসৌ বচনং নিশম্য
প্রোবাচ সূতস্তু মুনীংস্তদানীম্‌।

দেবতাদিগের বিরোধী ছিলেন না, সেই জন্য বিষ্ণুতেজ তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল। যাহাদিগের কুকর্ম্মাদি সম্বন্ধ নাই, যাহা একমাত্র নাশহেতু, তাহাদিগেরও দৈব বশতই বৃদ্ধি ও নাশ হইয়া থাকে, সুতরাং কর্ম্মীদিগের স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ শুভাশুভ ফলভোগ কেন না হইবে? যে কর্ম্ম করিলে সাধুগণ প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাহাই কর্ত্তব্য ও যাহা করিলে কেবল নিন্দাভাজন হইতে হয়, তাহা করা উচিত নহে। ত্রিপুরবাসী দৈত্য সকল অহঙ্কারনিবন্ধন কদাচ সে কর্ম্ম সকল আচরণ করেন নাই। যৎকালে যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন বা বিনষ্ট হয়, দৈবই তাহার একমাত্র কারণ, ইহা প্রায় সকল দার্শনিকের অভিমত। অনন্তর মহাযোগী ভগবান্‌ রুদ্র, ত্রিপুরবাসী সকলকে দগ্ধ করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন ও ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ধনু, বাণ ও অশ্বের সহিত সেইস্থানে অন্তর্হিত হইলেন। সেই রুদ্রদেব অন্তর্হিত হইলে, মুনি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নাগ, সর্প, অপ্সরা ও মনুষ্যগণ হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব স্থানে আগমন করিয়া, পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন; আমি তোমাদিগের নিকট এই ত্রিপুরদাহ বর্ণন করিলাম, যাহা ধন্য, শত্রুনাশক, স্বর্গপ্রদ ও মুক্তিপ্রদ। তোমরা পুনর্ব্বার আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ১১৩—১২৪।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

মুনিগণ মহার্থশালী ব্যাস-রচিত মহাদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া, রুদ্রদেবকে প্রণিপাতপূর্ব্বক সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্‌! পিনাকী কি নিমিত্ত অন্ধকের শত্রু হইয়াছিলেন ও মাহাত্মা বলবান্‌ অন্ধকই বা কে ও কাহার পুত্র? পৃথিবীতে বীর্য্যশালী কোন্‌ ব্যক্তির বংশে জন্মিয়াছিল? হে সূত! এই সকল বিষয় গোপনীয় হইলেও অদ্য আমাদিগের নিকট বর্ণন করুন। ইহাঁদিগের যেরূপে যুদ্ধ হইয়াছিল ও অন্ধক যেরূপে হত হইয়াছে, আপনি সে সকল ভগবৎপ্রসাদে ব্যাসের প্রমুখাৎ সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন। সেই সূত তৎকালে মুনিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া

পূর্ব্বং দ্বিজা মন্দরশৈলসংস্থা
কপর্দ্দিনশ্চণ্ডপরাক্রমস্য ॥ ৪
চক্রে ততো নেত্রনিমীলনন্তু
সা পার্ব্বতী নর্ম্মযুতং সলীলম্।
প্রবালহেমাজবৃতপ্রভাভ্যাং
করাম্বুজাভ্যাং নিমিমীল নেত্রে ॥ ৫
হরস্য নেত্রেষু নিমীলিতেষু
ক্ষণেন জাতঃ সুমহান্ধকারঃ।
তৎস্পর্শযোগাচ্চ মহেশ্বরস্য
করাচ্চ তস্যাঃ স্খলিতং মদাম্ভঃ ॥ ৬
শম্ভোর্ললাটেক্ষণবহ্নিতপ্তো
বিনির্গতো ভূরিজলস্য বিন্দুঃ।
গর্ভো বভূবাথ করাননস্য
ভয়ঙ্করঃ ক্রোধপরঃ কৃতঘ্নঃ ॥ ৭
অন্ধো বিরূপী জটিলঃ শ্মশ্রুলশ্চ
কৃষ্ণো নরো বৈ বিকৃতঃ সুরোমা।
গায়ন্ হসন্ প্ররুদন্ নৃত্যমানো
বিলেলিহানো ঘনঘোরঘোষঃ ॥ ৮

জাতেন তেনাদ্ভুতদর্শনেন
গৌরীং ভবোঽসৌ স্মিতপূর্ব্বমাহ।
নিমীল্য নেত্রাণি কৃতঞ্চ নর্ম্ম
বিভেষসে মাং দয়িতে কথং ত্বম্ ॥ ৯
গৌরী হরাৎ তদ্বচনং নিশম্য
বিহস্যমানা প্রমুমোচ নেত্রে।
জাতে প্রকাশে সতি ঘোররূপো
জাতোঽন্ধকারাদপি নেত্রহীনঃ ॥ ১০
পপ্রচ্ছ কোঽয়ং ভগবন্ বিরূপ-
স্তাদৃগ্বিধং তচ্চ নিরীক্ষ্য ভূতম্।
বদস্ব সত্যং মম কিং নিমিত্তং
সৃষ্টোঽথবা কেন চ কস্য পুত্রঃ ॥ ১১
শ্রুত্বা হরস্তদ্বচনং প্রিয়ায়া
উৎপন্ন এষোঽদ্ভুতচণ্ডবীর্য্যঃ।
নিমীলিতে চক্ষুষী মে ভবত্যা
স স্বেদজশ্চান্ধকনামধেয়ঃ ॥ ১২

তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে দ্বিজগণ! পূর্ব্বকালে মন্দরপর্ব্বতাবস্থিতা পার্ব্বতী পরিহাস করিবার মানসে পৃষ্ঠভাগে অজ্ঞাতরূপে আগমন করিয়া, পল্লব ও সুবর্ণ-পদ্ম সদৃশ করদ্বয় দ্বারা মহাদেবের নেত্রদ্বয় আচ্ছাদিত করিলেন। মহাদেবের নেত্র সকল নিমীলিত হইবামাত্র প্রগাঢ় অন্ধকার উৎপন্ন হইয়া দর্শনশক্তি রুদ্ধ করিল এবং মহেশ্বরের তাদৃশ স্পর্শ-নিবন্ধন পার্ব্বতীর কর হইতে স্বেদজল বিগলিত হইল। সেই প্রভূত স্বেদজলবিন্দু নির্গত হইবামাত্র শম্ভুর ললাট-নেত্রাগ্নি দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া গজাননেরও ভয়ঙ্কর ক্রোধপর ও কৃতঘ্ন গর্ভস্বরূপ ধারণ করিয়াছিল। (কিংবা করাগ্রভাগের গর্ভস্বরূপ হইয়াছিল, যাহা ভয়ঙ্কর ক্রোধী ও কৃতঘ্নরূপে বিবেচিত হইয়াছিল।) কিয়ৎক্ষণ পরে সেই গর্ভ হইতে বিরূপী, জটিল, শ্মশ্রুল, কৃষ্ণবর্ণ, বিকৃত-রোমশালী, ক্ষুধার্ত্ত ও মেঘের ন্যায় ভয়ঙ্কর নাদশালী অদৃষ্টচর অলৌকিক মনুষ্য গান করিতে করিতে, হাস্য করিতে করিতে, রোদন করিতে করিতে নির্গত হইল। সেই অদ্ভুতরূপী মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিলে পর মহাদেব গৌরীকে সহাস্য-বদনে বলিলেন, হে দয়িতে! তুমি পরিহাসবাসনায় নেত্র নিমীলিত করিয়া কি নিমিত্ত আমাকে ভয় দেখাইতেছ! তাদৃশ ভূতবিশেষ সন্দর্শন করিয়া গৌরী হরির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে নেত্রদ্বয় মোচন করিলেন। মহাদেব নেত্র উন্মীলন করিলে অন্ধকার দূর হইল এবং সেই পুরুষ অন্ধকার হইতে উৎপত্তি-নিবন্ধন ঘোররূপী ও নেত্রবিহীন হইল। অনন্তর গৌরী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! বিরূপী এ ব্যক্তি কে? কোন্ ব্যক্তি কি নিমিত্ত ইহার সৃষ্টি করিল ও এ ব্যক্তি কাহার পুত্র! আপনি ইহা সত্য করিয়া বলুন। ১—১১। হর প্রিয়ার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, তুমি আমার চক্ষু মুদ্রিত করিলে এই ব্যক্তি আমাদিগের স্বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার বীর্য্য অদ্ভুত ও প্রচণ্ড এবং ইহার নাম অন্ধক, কারণ এ ব্যক্তি অন্ধকারে উৎপন্ন হইয়াছে।

অতোহস্য কর্ত্তাস্মি যথাস্বরূপং
ত্বয়া সসখ্যা সদয়ং গণেভ্যঃ।
স রক্ষিতব্যস্ত্বয়নং হি চৈকং
বিচার্য্য বুদ্ধ্যা করণীয়মার্য্যে ॥ ১৩
গৌরী ততো ভর্ত্তৃবচো নিশম্য
কারুণ্যভাবাৎ সহিতা সখীভিঃ।
নানাপ্রকারৈর্ব্বহুভির্হ্যুপায়ৈ-
শ্চকার রক্ষাং স্বসুতস্য যদ্বৎ ॥ ১৪
কালেঽথ যস্মিন্ ভুবি চান্ধকস্য
হিরণ্যনেত্রস্ত্বথ পুত্রকামঃ।
অরণ্যমাশ্রিত্য তপশ্চকার
জাতস্তদা কশ্যপজঃ সুতার্থম্ ॥ ১৫
কাষ্ঠোপমোঽসৌ জিতরোষদোষঃ
সন্দর্শনার্থস্তু মহেশ্বরস্য।
তুষ্টঃ পিনাকী তপসাস্য সম্যগ্-
বরপ্রদানায় যযৌ দ্বিজেন্দ্রাঃ ॥ ১৬
তুষ্টস্তমাহাকুলিতেন্দ্রিয়ং তং
কিমর্থমেতদ্ব্রতমাশ্রিতং তে।
প্রব্রূহি কামং বরদো ভবোঽহং
যদিচ্ছসি ত্বং সকলং দদামি ॥ ১৭
পুত্রস্তু মে চন্দ্রললাট নাস্তি
সুবীর্য্যবান্ দৈত্যকুলানুরূপী।
তদর্থমেতদ্ব্রতমাস্থিতোঽহং
তং দেহি দেবেশ সুবীর্য্যবন্তম্ ॥ ১৮
যস্মাচ্চ মদ্ভ্রাতুরনন্তবীর্য্যাঃ
প্রহ্লাদপূর্ব্বা অপি পঞ্চপুত্রাঃ।
মমেহ নাস্তীতি নিরন্বয়োঽহং
যো মামকং রাজ্যমিদং বুভূষেৎ ॥ ১৯
রাষ্ট্রং পরস্য স্ববলেন হৃত্বা
ভুঙ্ক্তেঽথবা স্বং পিতুরেব দিষ্টম্।
স প্রোচ্যতে পুত্র ইহাপ্যমুত্র
পুত্রী স তেনাপি ভবেৎ পিতাসৌ ॥ ২০
ঊর্দ্ধং গতিঃ পুত্রবতাং নিরুক্তা
মনীষিভির্ধর্ম্মবতাং বরিষ্ঠৈঃ।

অতএব আমি ইহাকে অনুরূপ ঐশ্বর্য্যশালী করিব। তুমিও সখীর সহিত সদয় হইয়া ইহাকে নন্দ্যাদির নিকট হইতে রক্ষা করিবে। হে আর্য্যে! ভবিষ্যতে এ ব্যক্তি পরাক্রমের একমাত্র আশ্রয় হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবে। অনন্তর গৌরী ভর্ত্তৃবাক্য শ্রবণে সদয় হইয়া সখীর সহিত নানাপ্রকার উপায়সমূহ দ্বারা স্বকীয় পুত্রের ন্যায় তাহার রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! যে সময় অন্ধক জন্মগ্রহণ করিল, সেই সময় কশ্যপাত্মজ হিরণ্যনেত্রনামা অসুর পুত্রার্থী হইয়া অরণ্যে গমনপূর্ব্বক তপস্যা করিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ রোষদোষ জয় করিয়া মহেশ্বরের সন্দর্শন নিমিত্ত কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইল। অনন্তর মহাদেব তাহার তপশ্চরণে সন্তুষ্ট হইয়া বরদানের নিমিত্ত সেই স্থানে আগমনপূর্ব্বক আকুলেন্দ্রিয়শালী সেই দৈত্যরাজকে বলিলেন, তুমি কি নিমিত্ত এই কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছ? মনোরথ ব্যক্ত কর। আমি বরদাতা মহেশ্বর, তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই প্রদান করিব। মহেশ্বর এইরূপ বলিলে পর, দৈত্যরাজ বলিল, হে চন্দ্রশেখর! আমার কুলানুরূপ সুবীর্য্যশালী পুত্র নাই, তজ্জন্য আমি এই ব্রত করিতেছি; হে দেবেশ! তাদৃশ সুবীর্য্যশালী পুত্র আমাকে প্রদান করুন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব। যেহেতু আমার ভ্রাতার প্রহ্লাদপ্রমুখ অনন্তবীর্য্যশালী পাঁচটী পুত্র আছে ও আমার একটীও পুত্র নাই, যে আমার এই বিশাল রাজ্য ভোগ করিতে পারে। সুতরাং সেই আমি বংশহীন হইয়াছি। যে পুত্র স্বীয় বল দ্বারা পরের রাজ্য হরণপূর্ব্বক আয়ত্ত করিয়া ভোগ করে, সে-ই প্রধান। কিংবা যে পিতৃদত্ত রাজ্য ভোগ করে, তাহাকেও পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; পিতাও সেই পুত্র দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে পুত্রবান্দিগের মধ্যে গণনীয় হইতে পারেন। ১২—২০। পুত্রীদিগের স্বর্গগমন ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ মনীষিগণকর্ত্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে, অতএব সকল

সর্ব্বাণি ভূতানি তদর্থমেব-
মৃতৌ প্রবর্ত্তন্তি হঠাৎ স্বভাবতঃ॥ ২১
নিরন্বয়স্যাপি ন সন্তি লোকা-
স্তদর্থমিচ্ছন্তি সুতান্ স্বভূম্নে।
ক্রীতাদয়ঃ সন্তি সুতাস্তথাষ্টৌ
ইচ্ছামি তস্মাৎ সুতমেকমেব॥ ২২
এতদ্ভবস্তদ্বচনং নিশম্য
কৃপাকরো দৈত্যনৃপস্য তুষ্টঃ।
তমাহ দৈত্যাধিপ নাস্তি পুত্র-
স্ত্বদ্বীর্য্যজঃ কিন্তু দদামি পুত্রম্॥ ২৩
মমাত্মজন্ত্বন্ধকনামধেয়ং
ত্বত্তুল্যবীর্য্যং হ্যপরাজিতঞ্চ।
বৃণীষ্ব পুত্রং সকলং বিহায়
দুঃখং প্রতীচ্ছস্ব সুখং হি চেমম্॥ ২৪
ইত্যেবমুক্ত্বা প্রদদৌ স তস্মৈ
হিরণ্যনেত্রায় সুতং প্রসন্নঃ।
হরস্ত গৌর্য্যা সহিতো মহাত্মা
ভূতাধিনাথস্ত্রিপুরারিরুগ্রঃ॥ ২৫
অতো হরাৎ প্রাপ্য সুতং স দৈত্যঃ
প্রদক্ষিণীকৃত্য যথাক্রমেণ।
স্তোত্রৈরনেকৈরভিপূজ্য রুদ্রং
হৃষ্টঃ স্বরাজ্যং গতবান্ মহাত্মা॥ ২৬
ততস্তু পুত্রং গিরিশাদবাপ্য
রসাতলং চণ্ডপরাক্রমস্তু।
ইমাং ধরিত্রীমনয়ং স্বদেশং
দৈত্যো বিজিত্য ত্রিদশানশেষান্॥ ২৭
ততস্তু দেবৈর্মুনিভিশ্চ সর্ব্বৈঃ
সর্ব্বাত্মকং যজ্ঞময়ং করালম্।
বারাহমাশ্রিত্য বপুঃ প্রধান-
মারাধিতো বিষ্ণুরনন্তবীর্য্যঃ॥ ২৮
ঘোণাপ্রহারৈর্বিবিধৈর্ধরিত্রীং
বিদার্য্য পাতালতলং প্রবিশ্য।
তুণ্ডেন দৈত্যান্ শতশো বিচূর্ণ্য
দংষ্ট্রাভিরগ্র্যাভিরখণ্ডিতাভিঃ॥ ২৯
পাদপ্রহারৈরশনিপ্রকাশৈ-
রুন্মথ্য সৈন্যানি নিশাচরাণাম্।
মার্ত্তণ্ডকোটিপ্রতিমেন পশ্চাৎ
সুদর্শনেনাদ্ভুতচণ্ডতেজাঃ॥ ৩০
হিরণ্যনেত্রস্য শিরো জ্বলন্তং
চিচ্ছেদ দৈত্যাংশ্চ দদাহ দুষ্টান্।

ব্যক্তি পুত্রের নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে হঠাৎ প্রবৃত্ত হয়। পুত্রহীন ব্যক্তির লোক নাই (অর্থাৎ সে ব্যক্তি কোনও লোকে যাইতে পারে না), সেই নিমিত্ত সকল ব্যক্তিই আপনার মঙ্গল বাসনায় পুত্র ইচ্ছা করেন। ক্রীত প্রভৃতি যে আট প্রকার পুত্র আছে, তাহারা সকলেই গৌণ, ঔরস পুত্রই একমাত্র প্রধান; অতএব আমি সেই প্রধান পুত্র ইচ্ছা করি। মহাদেব দৈত্যরাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সদয়চিত্তে তাহাকে বলিলেন, হে দৈত্যাধিপ! দৈবব্যাঘাত নিবন্ধন তোমার ঔরসপুত্র হইবে না, কিন্তু আমি তোমার সদৃশ বীর্য্যশালী অপরাজিত অন্ধক নামক স্বকীয় পুত্রকে দান করিতেছি, তুমি সকল দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে গ্রহণ কর। ইহা দ্বারাই তুমি সুখী হইবে। মহাত্মা ভূতনাথ ও ত্রিপুরারি হর এইরূপ বলিয়া গৌরীর সহিত প্রসন্নচিত্তে সেই হিরণ্যনেত্রকে পুত্র প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই দৈত্যরাজ মহাদেবের নিকট হইতে পুত্র লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার প্রদক্ষিণ করিলেন ও নানাবিধ স্তব দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া আপনার রাজ্যে গমন করিলেন। অনন্তর প্রচণ্ডপরাক্রমশালী দৈত্যরাজ গিরিশের নিকট হইতে পুত্র লাভ করিয়া দেবতা সকলকে জয় করিলেন ও এই পৃথিবীকে রসাতলে লইয়া গিয়াছিলেন। অনন্তর অনন্তবীর্য্যশালী ও সর্ব্বময় বিষ্ণু দেবগণ ও মুনিগণকর্তৃক আরাধিত হইয়া বরাহদেহ অবলম্বন করিলেন এবং বিবিধ ঘোণা-প্রহার দ্বারা ধরিত্রীকে বিদারণ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিবামাত্র মুখ ও অখণ্ডিত দংষ্ট্রা দ্বারা শত শত দৈত্যগণকে চূর্ণিত করিলেন ও অশনি-সন্নিভ পাদাঘাত দ্বারা দানবগণের সৈন্যদিগকে বিনষ্ট করিয়া সূর্য্যকোটি-সন্নিভ সুদর্শন চক্র দ্বারা হিরণ্যনেত্রের মস্তক ছেদন করিলেন ও

ততঃ প্রহৃষ্টো দিতিজেন্দ্ররাজ্যে
তমন্ধকং তত্র স চাভ্যষিঞ্চৎ ॥ ৩১
স্বস্থানমাসাদ্য ততো ধরিত্রীং
দংষ্ট্রাঙ্কুরেণোদধরৎ প্রহৃষ্টঃ।
ভূমিঞ্চ পাতালতলাম্মহাত্মা
পুপোষ ভাগন্তথ পূর্ব্বকস্তু ॥ ৩২
প্রতাপ্য লোকানখিলাংস্ততোহসৌ
সমাগতঃ পদ্মযোনিং দদর্শ।
বরং প্রদাতুং প্রবদন্তমেব
বরং বৃণীষেতি স মূঢ়বুদ্ধিঃ ॥ ৩৩
মৃত্যোর্ভয়ং মে ভগবন্ সদৈব
পিতামহাভূন্ন কদাচিদেবম্।
শস্ত্রাস্ত্রপাশাশনিশুষ্কবৃক্ষ-
গিরীন্দ্রতোয়াগ্নিরিপুপ্রহারৈঃ ॥ ৩৪
স্বর্গে ধরণ্যাং দিবসে নিশায়াং
দৈবাহতঃ প্রাহ ন সোহপি সদ্মৌ।
তস্তেতদীদৃগ্বচনং নিশম্য
দৈত্যেন্দ্র তুষ্টোহস্মি লভস্ব সর্ব্বম্ ॥ ৩৫
প্রণম্য বিষ্ণুং মনসা তমাহ
ভয়ান্বিতোহসাবপি পদ্মযোনিঃ।
ততঃ স দৈত্যঃ পরিপূর্ণকাম-
স্ত্বমষ্টকোট্যস্ত্বথ ষণ্ণবত্যঃ ॥ ৩৬
উত্তিষ্ঠ রাজ্যং কুরু দানবানাং
শ্রুত্বা গিরং তাং স সুখী বভূব।
রাজ্যেহভিষিক্তঃ প্রপিতামহেন
ত্রৈলোক্যনাশায় মতিং চকার ॥ ৩৭
উৎসাদ্য ধর্ম্মান্ সকলান্ প্রমত্তো
জিত্বাহবে সোহপি সুরান্ সমস্তান্।
ততো ভয়াদিন্দ্রমুখাশ্চ দেবাঃ
ক্ষীরোদধৌ যত্র হরিস্তু শেতে ॥ ৩৮
আরাধয়ামাসুরতীব গত্বা
ততস্তু হৃষ্টঃ প্রদদৌ বরাংস্তু।
উত্থায় তস্মাচ্ছয়নাদুপেন্দ্রো
যথানুরূপৈর্বিবিধৈর্বচোভিঃ ॥ ৩৯
আশ্বাস্য দেবানখিলান্ মুনীন্দ্রা
রবীন্দুবৈশ্বানরতুল্যতেজাঃ।

দুষ্টদৈত্যগণকে দগ্ধ করিলেন। অনন্তর হৃষ্ট হইয়া সেই দৈত্যরাজের রাজ্যে অন্ধককে অভিষিক্ত করিলেন। ২১—৩১। অনন্তর বরাহরূপী ভগবান্ বিষ্ণু স্বকীয় স্থানে আগমন করিয়া হৃষ্টচিত্তে সেই ধরিত্রীকে দন্তাঙ্কুর দ্বারা রসাতল হইতে উত্তোলিত করিলেন। অন্ধকও পিতৃদত্ত পাতালরাজ্য সুনিয়মে পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মূঢ়বুদ্ধি সেই অন্ধক লোক সকলকে সন্তাপিত করিয়া স্বীয় রাজ্যে আগত হইবামাত্র বরদানোদ্যত পদ্মযোনিকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে প্রসন্ন দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! আমি নিরন্তর মৃত্যুভয়ে আকুল, অতএব প্রার্থনা করি, স্বর্গে, ধরণীতে, দিবসে, নিশাতে ও শস্ত্র অস্ত্র পাশ অশনি শুষ্কবৃক্ষ পর্ব্বত জল অগ্নি ও রিপুপ্রহার দ্বারা আমার যেরূপে দৈব প্রাপ্ত মৃত্যু না ঘটে, তাহার বিধান করুন। ভগবান্ পদ্মযোনিও তাহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে ভীত হইয়া মন দ্বারা প্রণামপূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন, হে দৈত্যেন্দ্র! আমি তোমার উপর তুষ্ট হইয়াছি। তুমি অভীষ্ট সকল লাভ কর এবং অষ্ট কোটি ও ষণ্ণবতি বৎসর দানবদিগের উপর আধিপত্য কর ও উত্থিত হও। ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই দৈত্য আপনাকে পূর্ণকাম ও সুখী বলিয়া বিবেচনা করিলেন। অনন্তর প্রপিতামহ কর্তৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইবামাত্র ত্রৈলোক্য বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সকল ধর্ম্মের উচ্ছেদ করিয়া, দেবগণকে যুদ্ধে জয় করিলেন। তৎকালে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ অন্ধক হইতে ভীত হইয়া, ক্ষীরোদ সমুদ্রে গমনপূর্ব্বক নানাবিধ স্তব দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। ৩২—৩৮। অনন্তর ভগবান্ উপেন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ও বরপ্রদানে সম্মত হইলেন এবং নানাবিধ সান্ত্বনাবাক্যে দেবগণকে আশ্বাসিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে মুনীন্দ্রগণ! আমি সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী হইয়া, সিংহমূর্ত্তি

আশ্রিত্য রূপং জটিলং করালং
দংষ্ট্রায়ুধং তীক্ষ্ণনখং সুনাসম্ ॥ ৪০
মৃগেন্দ্রতুল্যঞ্চ বিদারিতাস্যং
মার্ত্তণ্ডকোটিপ্রতিমং সুঘোরম্।
যুগান্তকালাগ্নিসমপ্রভাবং
জগন্ময়ং কিং বহুভির্ব্বচোভিঃ ॥ ৪১
অস্তং রবৌ সোঽপি হি গচ্ছমানে
গতোঽসুরাণাং নগরীং মহাত্মা।
কৃত্বা চ যুদ্ধং প্রবলৈঃ সহায়ৈ-
র্হত্বাথ তান্ দৈত্যগণান্ গ্রহীতুম্ ॥ ৪২
বভ্রাম তত্রাদ্ভুতবিক্রমশ্চ
ভঞ্জন্ বনং তানসুরাংশ্চ সিংহঃ।
দৃষ্টঃ স দৈত্যৈরতুলপ্রভাব-
স্তং মেনিরে তে হি তথৈব সর্ব্বে ॥ ৪৩
সিংহঞ্চ তং সর্ব্বময়ং নিরীক্ষ্য
প্রহ্লাদনামা দিতিজেন্দ্রপুত্রঃ।
উবাচ রাজানময়ং মৃগেন্দ্রো
জগন্ময়ঃ কিঞ্চিদলং রণেন ॥ ৪৪
প্রবিষ্ট এষো ভগবাননন্তো
নৃসিংহমাত্রো নগরস্ত্বিদং তে।
নিবর্ত্ত্য যুদ্ধাচ্ছরণং প্রয়াহি
পশ্যামি সিংহস্য করালমূর্ত্তিম্ ॥ ৪৫
যস্মান্ন যোদ্ধা ভুবনত্রয়েঽপি
কুরুষ্ব রাজ্যন্তু নমন্ মৃগেন্দ্রম্।
শ্রুত্বা স পুত্রস্য বচো দুরাত্মা
সংগৃহ্যতাং সিংহমিমং ভবদ্ভিঃ ॥ ৪৬
তমাহ ভীতোঽসি কিমত্র চক্রে
বীরৈর্ব্বিরূপং ভ্রুকুটীমুখস্তু।
তস্যাজ্ঞয়া দৈত্যবরাস্ততস্তে
গ্রহীতুকামা বিবিশুর্ম্মৃগেন্দ্রম্ ॥ ৪৭
ক্ষণেন দগ্ধাঃ শলভা ইবাগ্নিং
রূপাভিলাষাৎ প্রবিবিক্ষবো বৈ।
দৈত্যেষু দগ্ধেষ্বপি দৈত্যরাজ-
শ্চকার যুদ্ধং স মৃগাধিপেন ॥ ৪৮

অবলম্বন করিব, যাহা জটাশালী, ভীষণ, তীক্ষ্ণ-নখযুক্ত, তীক্ষ্ণ-দংষ্ট্রান্বিত ও সূর্য্যকোটিসন্নিভ। অনন্তর সূর্য্যদেব অস্তগত হইলে, তাদৃশ রূপেই অসুরদিগের নগরীতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা-দিগকে বধ করিব। এইরূপ বলিতে বলিতে ভগবান্ সিংহরূপী হইয়া, দৈত্যদিগের নগরীতে প্রবিষ্ট হইলেন এবং প্রবল দৈত্যগণের সহিত কিছু কাল যুদ্ধ করিয়া, তাহাদিগকে নিহত করিলেন। অনন্তর প্রধানতম দৈত্যগণের গ্রহণ বাসনায় অনুপম বিক্রম প্রকাশ করিয়া, সেই স্থানেই ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দৈত্য সকল তাঁহাকে দেখিয়া সিংহ বলিয়াই বিবে-চনা করিল। কিন্তু প্রহ্লাদ নামক দৈত্য রাজপুত্র সেই সিংহকে বিষ্ণুরূপী জানিতে পারিয়া, রাজাকে বলিলেন, ইহা সাধারণ সিংহ নহে, ভগবান্ বিষ্ণুই সিংহরূপ অবলম্বন করিয়াছেন। অতএব ইহাঁর সহিত যুদ্ধ করিবেন না। সেই ভগবান্ অনন্তই নৃসিংহ-রূপী হইয়া আপনার নগরে প্রবেশ করিয়া-ছেন। যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া, ইহাঁর শরণা-পন্ন হউন, নচেৎ সর্ব্বনাশ হইবে। এই সিংহকে সাধারণ সিংহ অপেক্ষা অত্যন্ত ভীষণ বলিয়া বোধ হইতেছে। এই ত্রিভুবনে এতা-দৃশ কোনও ব্যক্তি নাই, যে ব্যক্তি ইহাঁর সহিত ক্ষণকাল যুদ্ধ করিতে পারে। অতএব প্রণাম করিয়া ইহাঁকে প্রসন্ন করুন, তাহা হইলে চিরকাল নিরুপদ্রবে রাজ্য করিতে পারিবেন। দুরাত্মা দৈত্যরাজ পুত্রের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভ্রুকুটীপূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন, তুমি কি ভীত হইয়াছ? বীরগণের ভীত হওয়া উচিত নহে। পুত্রকে এইরূপ বলিয়া প্রধান প্রধান দৈত্য সকলকে আদেশ করিলেন, তোমরা এই সিংহকে বন্ধন করিয়া গ্রহণ কর। অনন্তর দৈত্যগণ প্রভুর আদেশানুসারে সিংহ ধরিতে ইচ্ছুক হইয়া, তাঁহার সন্নিকৃষ্ট হইবা-মাত্র, অগ্নিপ্রবিষ্ট শলভের ন্যায়, ক্ষণকাল মধ্যেই দগ্ধ হইয়াছিল। দৈত্য সকল দগ্ধ হইলে পর দৈত্যরাজ মৃগাধিপের সহিত যুদ্ধ

শস্ত্রৈঃ সমগ্রৈরখিলৈস্তথাস্ত্রৈঃ
শক্ত্যৃষ্টিপাশাঙ্কুশপাবকাদ্যৈঃ।
সংযুধ্যতোরেব তয়োর্জগাম
ব্রাহ্মং দিনং শস্ত্রনখাস্ত্রপাণ্যোঃ ॥ ৪৯
ততঃ স দৈত্যঃ সহসা বহূংশ্চ
কৃত্বা ভুজান্ শস্ত্রযুতান্ নিরীক্ষ্য।
নৃসিংহরূপং প্রযযৌ মৃগেন্দ্রং
সংযুধ্যমানন্ত্বহরং সমন্তাৎ ॥ ৫০
ততঃ স যুদ্ধস্ত্বভিদুঃসহস্ত
শস্ত্রৈঃ সমস্তৈশ্চ তথা মহাস্ত্রৈঃ।
ক্ষয়ং গতৈঃ শূলধরোঽপ্যুপায়াৎ
ততো গৃহীতঃ স মৃগাধিপেন ॥ ৫১
ভুজৈরনেকৈর্গিরিসারবদ্ভি
র্নিবায় কণ্ঠং স ভুজান্তরেষু।
নখাঙ্কুরৈর্দারণমর্ম্মবিদ্ভি-
র্নখাস্ত্রহৃৎপদ্মমসৃগ্বিমিশ্রম্ ॥ ৫২
উৎপাট্য জীবাদ্বিগতঃ ক্ষণেন
ত্যক্তস্তদানীং স তু কাষ্ঠভূতঃ।
পাদপ্রহারৈরতিতাড়িতোঽসৌ
পুনঃপুনশ্চূর্ণিতসর্ব্বগাত্রঃ ॥ ৫৩

তস্মিন্ হতে দেবরিপৌ প্রসন্নঃ
প্রহ্লাদমামন্ত্র্য কৃতপ্রণামম্।
রাজ্যেঽভিষিচ্যাদ্ভুতবীর্য্যবিষ্ণু-
স্ততঃ প্রয়াতো গতিমপ্রতর্ক্যাম্ ॥ ৫৪
ততো হিরণ্যাক্ষসুতঃ কদাচিৎ
সংশ্রাবিতো নর্ম্মযুতং কদাচিৎ।
তৈর্ভ্রাতৃভিঃ সম্প্রযুতো বিহারে
কিমন্ধ রাজ্যেন তবাদ্য কার্য্যম্ ॥ ৫৫
হিরণ্যনেত্রস্তু বভূব মূঢ়ঃ
কলিপ্রিয়ং নেত্রবিহীনমেব।
যো লব্ধবাংস্ত্বাং বিকৃতং বিরূপং
ঘোরৈস্তপোভির্গিরিশং প্রসাদ্য ॥ ৫৬
স ত্বং ন ভাগী দিতিরাজরাজ্ঞঃ
কিমন্যজাতোঽপি লভেত রাজ্যম্।
তেষান্তু বাক্যানি নিশম্য তানি
নিবার্য্য বুদ্ধ্যা স্বয়মেব দীনঃ ॥ ৫৭
তাংশ্চান্তয়িত্বা বিবিধৈর্বচোভি-
র্গতস্ত্বরণ্যং নিশি নির্জ্জনন্তু।

করিলেন। দৈত্যরাজ শস্ত্রপাণি হইয়া, নখাস্ত্র-পাণি মৃগেন্দ্রের সহিত শক্তি, ঋষ্টি, পাশ, অঙ্কুশ ও আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিতে করিতে ব্রাহ্ম-দিন অতীত হইয়াছিল। অনন্তর দৈত্যরাজ নৃসিংহরূপী মৃগেন্দ্রকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া, শস্ত্রযুক্ত অসংখ্য বাহু সহসা নির্ম্মাণ করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রসারিত করিলেন। তথাপি কিছু প্রতীকার করিতে পারিলেন না। অধিককাল যুদ্ধ করাও তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। শস্ত্র ও অস্ত্র সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেও তিনি শূলমাত্র. সহায় হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে মৃগেন্দ্র কর্ত্তৃক পর্ব্বতের ন্যায় সারশালী বাহু-সমূহ দ্বারা গৃহীত হইলেন। ৩৯—৪৯। অনন্তর নৃসিংহরূপী ভগবান্ বাহুমধ্যে কণ্ঠ নিহিত করিয়া, বিদারণসমর্থ নখাস্ত্র দ্বারা রক্ত-মিশ্রিত হৃৎপদ্ম উৎপাটিত করিবামাত্র দৈত্য-রাজ জীবনশূন্য হইয়া, কাষ্ঠবৎ নিশ্চেষ্ট হই-লেন ও পাদপ্রহার নিবন্ধন তাঁহার গাত্র সকল চূর্ণিত হইল। সেই দেবরিপু নিহত হইলে পর ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া, প্রণত প্রহ্লা-দকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ও আমন্ত্রণ করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। অনন্তর হিরণ্যাক্ষপুত্র অন্ধক কোনও সময় ভ্রাতৃগণের সহিত সমবেত হইয়া বিহার করিতেছিলেন, এমন সময় ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে বলিতে লাগিল, হে অন্ধক! তুমি রাজ্য লইয়া কি করিবে, কারণ তুমি রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী নহ। হিরণ্যনেত্র অত্যন্ত মূঢ় ছিলেন, কারণ তিনি কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কলহপ্রিয়, নেত্রবিহীন ও বিকৃতরূপশালী তোমাকে লাভ করিয়াছেন; সুতরাং তুমি দৈত্যরাজের রাজ্যাধিকারী নহ। অন্যজাত ব্যক্তি কিরূপে রাজ্যলাভ করিবে? অন্ধক তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, কোনও কথা বলিলেন না। কেবল দুঃখিতচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ও বহুবিধ

বর্ষাযুতং তত্র তপশ্চকার
জজাপ জাপ্যং বিধৃতৈকপাদঃ ॥ ৫৮
আহারহীনো নিয়তোর্দ্ধবাহুঃ
কর্ত্তুং ন শক্যং হি সুরাসুরৈর্যৎ।
প্রজ্বাল্য বহ্নিং প্রজুহোতি গাত্রং
স মাংসরক্তস্য চ কর্ষমাত্রম্ ॥ ৫৯
তীক্ষ্ণেন শস্ত্রেণ নিকৃত্তদেহাৎ
সমন্ত্রকং প্রত্যহমেব হুত্বা।
স্নায়্বস্থিশেষং কুণপং তদাসৌ
ক্ষয়ং গতং শোণিতমেব সর্ব্বম্ ॥ ৬০
যদাস্য মাংসানি ন সন্তি দেহে
প্রক্ষেপ্তুকামস্তু হুতাশনায়।
ততঃ স দৃষ্টস্ত্রিদশালয়ৈর্জনৈ-
র্নিবারিতো বাক্যশতৈর্নয়োক্তৈঃ ॥ ৬১
নিবারয়িত্বা প্রপিতামহস্তং
প্রোবাচ হৃদ্যং প্রবরং বৃণীষ।

যচ্ছামি কামাংস্তব সর্ব্বলোকে
সুদুর্লভান্ দানব তান্ গৃহাণ ॥ ৬২
স পদ্মযোনেস্তু বচো নিশম্য
প্রোবাচ দীনঃ প্রণতস্তু দৈত্যঃ।
যৈর্নির্জ্জিতৈর্মেঽপহৃতস্তু রাজ্যং
প্রহ্লাদমুখ্যা মম সন্তু ভৃত্যাঃ ॥ ৬৩
অন্ধস্য দিব্যং হি তথাস্তু চক্ষু-
রিন্দ্রাদয়স্তে করদা ভবন্তু।
মৃত্যুস্তু মা ভূন্মম দেব-দৈত্য-
গন্ধর্ব্ব-যক্ষোরগ-মানুষেভ্যঃ ॥ ৬৪
নারায়ণাদ্বা দিতিজেন্দ্রশত্রোঃ
সর্ব্বাত্মকাৎ সর্ব্বময়াচ্চ সর্ব্বঃ।
শ্রুত্বা বচস্তস্য সুদারুণং তৎ
সুশঙ্কিতঃ পদ্মভবস্তমাহ ॥ ৬৫
দৈত্যেন্দ্র সর্ব্বং ভবিতা তদেতদ্-
বিনাশহেতুঞ্চ গৃহাণ কিঞ্চিৎ।
যস্মান্ন জাতো ন জনিষ্যতে বা
যো ন প্রবিষ্টো মুখমন্তকস্য ॥ ৬৬
অত্যন্তদীর্ঘং খলু জীবিতস্তু
ভবাদৃশাঃ সৎপুরুষাস্ত্যজন্তি।

বাক্য দ্বারা জননীকে সেই স্থানেই সান্ত্বনা করিয়া, নিশীথ সময়ে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন এবং নির্জ্জন অরণ্যে গমন করিয়া সেই স্থানেই অযুত বৎসর কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। এক পাদে দণ্ডায়মান হইয়া ও নিরন্তর উর্দ্ধ-বাহু হইয়া মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন, যাহা দেবতা ও অসুরগণও করিতে পারেন না। তৎকালে তিনি আহার করেন নাই এবং অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া স্বকীয় মাংস ও রক্তের কিয়-দংশ দ্বারা হোম করিতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া, মাংস শোণিত নির্গত করিতেন ও তাহা দ্বারা প্রত্যহ মন্ত্রপূর্ব্বক হোম করাতে তাঁহার দেহ স্নায়ু ও অস্থি-শেষ হইয়া পড়িল। শোণিতও বিন্দুমাত্র রহিল না। যখন তাঁহার দেহে কিছুমাত্র মাংস ছিল না, তখন তিনি অস্থিশেষ ও কুণপভূত দেহকে অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। দেবগণও তাঁহার তাদৃশ সাহস দেখিয়া নীতি-পূর্ব্বক বাক্য দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। ৫০—৬১। প্রপিতামহও নিবারণ করিয়া বলিলেন, হে দানব! হৃদ্য বর প্রার্থনা কর,

আমি তোমাকে সর্ব্বলোক-দুর্লভ কাম প্রদান করিতেছি, তাহা গ্রহণ কর। দৈন্যশালী সেই দৈত্য পদ্মযোনির বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রণতভাবে বলিলেন যে, প্রহ্লাদ প্রভৃতি দানবগণ নির্দ্দয় হইয়া আমার রাজ্য অপহরণ করিয়াছে। তাহারা সকলে আমার নিকট দাসত্ব-পাশে আবদ্ধ হউক। দিব্যচক্ষুঃ আমার অন্ধত্ব দূর করুক। সেই সকল ইন্দ্রাদি দেব আমাকে কর প্রদান করুন ও দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও মানুষ হইতে যেন আমার মৃত্যু না হয়। দৈত্য-শত্রু সর্ব্বময় নারায়ণও যেন আমাকে বধ করিতে না পারেন। ভগবান্ পদ্মযোনি তাঁহার সেই দারুণ বাক্য শ্রবণে শঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে দৈত্যেন্দ্র! তোমার সকল অভী-ষ্টই সিদ্ধ হইবে, কিন্তু কিছু বিনাশহেতু প্রার্থনা কর। কারণ এতাদৃশ কোনও ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে নাই ও করিবে না, যে ব্যক্তি অন্তকের

এতদ্বচঃ সানুনয়ং নিশম্য
পিতামহাং প্রাহ পুনঃ স দৈত্যঃ ॥ ৬৭
কালত্রয়ে যাশ্চ ভবন্তি নার্য্যঃ
শ্রেষ্ঠাশ্চ মধ্যাশ্চ তথা কনীয়াঃ।
তাসাং মধ্যে রত্নভূতা তু যা স্যা-
ন্মমাপি নিত্যং জননীব কাচিৎ ॥ ৬৮
কায়েন বাচা মনসাপ্যগম্যা
নারী নৃলোকস্য চ দুর্লভা চ।
তাং কাময়ানস্য মমাস্তু নাশো
দৈত্যেন্দ্রভাবাদ্ভগবন্ স্বয়ম্ভূঃ ॥ ৬৯
বাক্যং তদাকর্ণ্য স পদ্মযোনিঃ
সুবিস্মিতঃ প্রাহ ততোঽন্ধকস্য।
যং কাঙ্ক্ষসে দৈত্যবরাস্তু তে বৈ
সর্ব্বং ভবত্বেষ বচঃ সকামঃ ॥ ৭০
উত্তিষ্ঠ দৈত্যেন্দ্র লভস্ব কামং
সদৈব বীরস্তু কুরুষ্ব যুদ্ধম্।
শ্রুত্বা তদেদৃগ্বচনং স দৈত্যঃ
স্নায়ুস্থিশেষস্তু তমাহ দেবম্ ॥ ৭১

কথং বিভো বৈরিবলং প্রবিশ্য
হ্যনেন দেহেন করোমি যুদ্ধম্।
স্নায়ুস্থিশেষং কুণপং সুপুষ্টং
করেণ পুণ্যেন ভবেদ্‌যথা মে ॥ ৭২
শ্রুত্বা বচস্তস্য চ পদ্মযোনিঃ
করেণ সংস্পৃশ্য চ তচ্ছরীরম্।
গতঃ সুরেন্দ্রৈঃ সহিতঃ স্বধাম
সম্পূজ্যমানো মুনিসিদ্ধসঙ্ঘৈঃ ॥ ৭৩
সংস্পৃষ্টমাত্রঃ স চ দৈত্যরাজঃ
সম্পূর্ণদেহো বলবান্ বভূব।
সঞ্জাতনেত্রঃ সভগো বভূব
হৃষ্টঃ স্বমেবং নগরং বিবেশ ॥ ৭৪
উৎসৃজ্য রাজ্যং সকলঞ্চ তস্মৈ
প্রহ্লাদমুখ্যাস্তথ দানবেন্দ্রাঃ।
তমাগতং লব্ধবরঞ্চ মত্বা
ভৃত্যা বভূবুর্বশগাশ্চ তস্য ॥৭৫
ততোঽন্ধকঃ স্বর্গমগাদ্বিজেতুং
সমাধিযুক্তঃ সহ ভৃত্যবর্গৈঃ।

ভূত নহে। কিন্তু ভবাদৃশ সৎপুরুষগণ স্ত্রীজনকে দুঃখহেতু বিবেচনায় পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অনন্তর সেই দৈত্য, পিতামহের তাদৃশ অনুনয়যুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালে যে নারী সকল শ্রেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যে যে নারী রত্নভূত (অর্থাৎ সেই সকল নারী অপেক্ষা যে নারী উৎকৃষ্ট) ও আমার জননী-সদৃশ এবং যে নারী কায় বাক্য ও মন দ্বারা অগম্য ও নৃলোক-দুর্লভ,তাহাকে কামনা করিলে আমার যেন দৈত্যভাব হইতে মুক্তি হয়, ইহাই আমার একান্ত মনোরথ। ৬২—৬৯। পদ্মযোনি অন্ধকের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, হে দৈত্যবর! তুমি যে সকল প্রার্থনা করিলে, সে সকল মনোরথ সিদ্ধ হইবে। হে দৈত্যেন্দ্র! গাত্রোত্থান কর, অভীষ্ট সকল লাভ কর ও সর্ব্বদা পরাক্রমশালী হইয়া যুদ্ধ কর। ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই দৈত্য স্নায়ু ও অস্থি-মাত্রাবশিষ্ট হইলেও পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, হে বিভো! শত্রুসৈন্যে প্রবেশ করিয়া, এতাদৃশ দেহে কিপ্রকারে যুদ্ধ করিব? অতএব প্রার্থনা করি, আপনি পবিত্র কর দ্বারা স্পর্শ করিয়া আমার এই দেহকে পুষ্ট ও বলশালী করুন। পদ্মযোনিও তাঁহার বাক্য শ্রবণানন্তর কর দ্বারা তাঁহার শরীর স্পর্শ করিয়া, দেবগণের সহিত স্বস্থানে গমন করিলেন। মুনি ও সিদ্ধগণ তৎকালে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। দৈত্যরাজও স্পৃষ্ট হইবামাত্র পুষ্ট-দেহ ও বলশালী হইলেন এবং জাতনেত্র ও সৌভাগ্যশালী হইয়া, হৃষ্টচিত্তে স্ব-নগরে প্রবেশ করিলেন। প্রহ্লাদ প্রভৃতি দানবগণ তাঁহাকে আগত দেখিয়া ও তিনি বরলাভ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে সমস্ত রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার ভৃত্য ও বশীভূত হইলেন; অনন্তর অন্ধক অনুরূপ সামগ্রী-সমবেত হইয়া, স্বর্গ জয় করিবার নিমিত্ত গমন

যত্রাখিলে তত্র সুরান্‌ সমস্তান্‌
করপ্রদং বজ্রধরং চকার ॥ ৭৬
নাগান্‌ সুপর্ণান্‌ বররাক্ষসাংশ্চ
গন্ধর্ব্ব-যক্ষানপি মানুষাংস্ত ।
গিরীন্দ্র-বৃক্ষাংস্তৃণজাতিসর্ব্বাং-
শ্চতুষ্পদান্‌ সিংহমুখান্‌ বিজিত্য ॥ ৭৭
ত্রৈলোক্যমেতদ্ধি চরাচরং বৈ
বশ্যং চকারাত্মনি সন্নিযোজ্য ।
ততোঽনুকূলানি সুদর্শনানি
নারীসহস্রাণি বহূনি হৃত্বা ॥ ৭৮
রসাতলাদ্ভূত্য তথা ধরায়া-
স্ত্রিবিষ্টপাদ্‌যাঃ সুবশাঃ সুরূপাঃ ।
তাভির্যুতোঽগ্র্যেষু স পর্ব্বতেষু
ররাম রম্যেষু নদীতটেষু ॥ ৭৯
ক্রীড়ায়মানঃ স তু মধ্যবর্ত্তী
তাসাং প্রহর্ষাদথ দানবেন্দ্রঃ ।
তৎপীতশিষ্টানি পিবন্‌ প্রমত্তো
দিব্যানি পেয়ানি সুমানুষাণি ॥ ৮০
অন্যানি দিব্যানি তু ষড়্‌রসানি
ফলানি মূলানি সুগন্ধবন্তি ।
সম্প্রাপ্য যানানি সুবাহনানি
ময়েন সৃষ্টানি গৃহোত্তমানি ॥ ৮১

পুষ্পার্ঘ্যধূপান্নবিলেপনৈশ্চ
সুশোভিতান্যদ্ভুতদর্শনৈশ্চ ।
সংক্রীড়মানস্য গতানি তস্য
বর্ষাযুতানীহ তথান্ধকস্য ॥ ৮২
জানাতি কিঞ্চিন্ন শুভং পরত্র
যদাত্মনঃ সৌখ্যকরং ভবেদ্ধি ।
ততঃ প্রমত্তস্য সুতান্‌ প্রধানান্‌
কুতর্কবাদৈরভিভূয় সর্ব্বান্‌ ॥ ৮৩
চচার দৈত্যৈঃ সহিতো মহাত্মা
বিনাশয়ন্‌ বৈদিকসর্ব্বধর্ম্মান্‌ ।
বেদদ্বিজান্‌ বিত্তমদাভিভূতো
ন মন্যতে সোঽপ্যমরান্‌ গুরূংশ্চ ॥ ৮৪
ন মন্যতে দৈবহতো গতায়ুঃ
স্বল্পৈরহোভির্গময়ন্‌ বয়শ্চ ।
ততঃ কদাচিদ্গতবান্‌ সসৈন্যো
বহুপ্রয়াতাঃ পৃথিবীতলেঽস্মিন্‌ ॥ ৮৫
অনেকসংখ্যা অপি বর্ষকোট্যঃ
প্রহর্ষিতো মন্দরপর্ব্বতস্ত ।
স্বর্গোপমাং তত্র নিরীক্ষ্য শোভাং
বভ্রাম সৈন্যৈঃ সহ পানমত্তঃ ॥ ৮৬

করিলেন ও তথায় দেবগণকে পরাজয় করিয়া ইন্দ্রকে করপ্রদ করিলেন। নাগ, সুপর্ণ, শ্রেষ্ঠ রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মনুষ্য, গিরীন্দ্র, বৃক্ষ সকল, তৃণজাতি ও সিংহপ্রমুখ শ্রেষ্ঠ চতুষ্পদগণকে পরাজয় করিয়া সচরাচর এই ত্রৈলোক্যকে বশী-ভূত ও আজ্ঞাকর করিয়াছিলেন। অনন্তর অনুকূল ও সুদৃশ্য নারীগণকে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল হইতে আহরণ করিয়া, তাহাদিগের সহিত উৎকৃষ্ট ও রমণীয় পর্ব্বত ও নদীতটে বিহার করিতে লাগিলেন। সেই দানবেন্দ্র সেই মহিলাগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া, ক্রীড়া করত তাহা-দিগের পীতাবশিষ্ট দিব্য ও ভূমিজ পেয় সকল পান করিয়া মত্ত হইতেন। দিব্য ষড়্‌রসশালী ও সুগন্ধি ফল-মূলও ইচ্ছানুসারে প্রাপ্ত হইতেন এবং অদ্ভুতদর্শন পুষ্প, অর্ঘ্য, ধূপ, অন্ন ও বিলেপন দ্বারা সুশোভিত, উৎকৃষ্ট বাহনশালী ও উত্তম গৃহযুক্ত ময়দানব-নির্ম্মিত যান সকল প্রাপ্ত হইয়া ক্রীড়া করিতেন। এইরূপে তাঁহার অযুত বৎসর অতীত হইল। ৭০—৮২ সেই দৈত্যরাজ কোনও পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই, যাহা পরলোকে আপনার সুখো-পাদন করে ও মত্ততানিবন্ধন প্রধান প্রধান পুত্র সকলকে কুতর্কবাদে অভিভূত করিয়া, বেদ-বিহিত ধর্ম্ম সকল বিনষ্ট করত বিচরণ করিতেন এবং বেদ, ব্রাহ্মণ, দেব ও গুরুদিগকে সম্মান করিতেন না। হতভাগ্য ও গতায়ুঃ দৈত্যরাজ আপনার সুদীর্ঘ বয়ঃক্রম স্বল্পদিন মধ্যেই অতিবাহিত করত কোনও সময় সসৈন্য হইয়া হৃষ্টচিত্তে মন্দরপর্ব্বতে গমন করিলেন। তখন তাঁহার অনেক কোটি বৎসর অতীত হইয়াছে। তথায় স্বর্গতুল্য শোভা সন্দর্শনে পানমত্ত

ক্রীড়ার্থমাসাদ্য চ তং গিরীন্দ্রং
মতিং স বাসায় চকার মোহাৎ।
দুর্গং দৃঢ়ং তত্র পুরং স কৃত্বা
তত্র স্থিতো দৈত্যপতিঃ কদাচিৎ ॥ ৮৭
নিবেশয়ামাস পুনঃ ক্রমেণ
অত্যদ্ভুতে মন্দরশৈলসানৌ।
দুর্য্যোধনো বৈবস-হস্তিসংজ্ঞৌ
তন্মন্ত্রিণৌ দানবসত্তমস্য ॥ ৮৮
নারীং সুরূপাং দদৃশুস্ত্রয়োঽপি
তে শীঘ্রগা দৈত্যবরং সমেত্য।
উচুর্যথাদৃষ্টমতীব সর্ব্বং
গুহান্তরে ধ্যাননিমীলিতাক্ষঃ ॥ ৮৯
দৈত্যেন্দ্র কশ্চিন্মুনিরত্র দৃষ্টো
রূপান্বিতশ্চন্দ্রকলার্দ্ধজূটঃ।
কটিস্থলব্যাঘ্রকৃত্তির্যুবাসৌ
নাগেন্দ্রভোগাবৃতসর্ব্বগাত্রঃ ॥ ৯০
কপালমালাভরণো জটালঃ
স শূলহস্তঃ শরতুণধারী।
মহাধনুষ্মান্ বিবৃতাক্ষসূত্রঃ
খড়্গী ত্রিশূলী লকুটী কপর্দ্দী ॥ ৯১
তস্যাপি দূরে পুরুষশ্চ দৃষ্টঃ
স বানরো ঘোরমুখঃ করালঃ।
সর্ব্বায়ুধঃ সূক্ষ্মকরশ্চ রক্ষন্
স্থিতো জরদ্গোবৃষভস্য শুক্লঃ ॥ ৯২
তস্যোপবিষ্টস্য তপস্বিনোঽপি
সুচারুরূপা তরুণী মনোজ্ঞা।
নারী শুভা পার্শ্বগতা হি তস্য
দৃষ্টা চ কাচিদ্ভুবি-রত্নভূতা ॥ ৯৩
প্রবাল-মুক্তা-মণি-হেম-রত্ন-
বস্ত্রাবৃতা মাল্যশুভোপগূঢ়া।
সা যেন দৃষ্টা স চ দৃষ্টিমান্ স্যা-
দ্দৃষ্টেন চান্যেন কিমত্র কার্য্যম্ ॥ ৯৪
মন্যামহে তস্য চ দিব্যনারী
ভার্য্যা মুনেঃ পুণ্যমনঃপ্রিয়া চ।
এতানি শ্রুত্বা তু বচাংসি তেষাং
কামজ্বরাবর্ণিতসর্ব্বগাত্রঃ ॥ ৯৫
বিসর্জ্জয়ামাস মুনেঃ সকাশং
দুর্য্যোধনাদীন্ সহসা জজল্প্ ঃ।

হইয়া, সৈন্যের সহিত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং বিহার নিমিত্ত সেই গিরীন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া, মোহনিবন্ধন তথায় বাসের নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়াছিলেন ও তথায় দৃঢ় ও দুর্জ্জয় পুর নির্ম্মাণ করিয়া, বাস করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন, বিঘস ও হস্তী নামক সেই দানবরাজের তিনটী মন্ত্রী ছিলেন; তাঁহারা কোনও সময় অদ্ভুত মন্দরসানুতে ভ্রমণ করত অলৌকিক-রূপশালিনী কোনও নারীকে দর্শন করিয়া, অতি সত্বর দানবরাজের নিকট আগমন করিলেন ও যাহা দেখিয়াছেন, তাহা আদ্যোপান্ত অবিকলরূপে বর্ণন করিতে লাগিলেন,—হে দৈত্যরাজ! আমরা কোনও গুহামধ্যে সুরূপশালী ও নিমীলিত-নেত্র কোনও মুনিকে দেখিয়াছি, যাঁহার মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজ করিতেছে, যাঁহার কটিদেশ ব্যাঘ্রচর্ম্ম-শোভিত, যাঁহার যৌবন পূর্ণভাবে দীপ্তি পাইতেছে, যাঁহার সকল অবয়ব নাগেন্দ্রভোগে আবৃত, যাঁহার কপালমালাই আভরণ-স্বরূপ, যিনি প্রশস্ত জটাশালী শূলহস্ত শরতুণধারী মহাধনুষ্মান্ খড়্গী ত্রিশূলী কপর্দ্দী ও অক্ষসূত্রধারী। ৮৩—৯১। সেই মুনির দূরদেশে কোনও পুরুষকেও দেখিয়াছি, যিনি বানর সহিত ঘোরমুখ, করাল, সূক্ষ্মকরযুক্ত ও সর্ব্বায়ুধশালী। শুক্লবর্ণ জীর্ণ বৃষভও তথায় বিরাজ করিতেছে। চারুরূপা কোনও রমণীকেও তাঁহার পার্শ্বে দেখিয়াছি, যাঁহাকে পৃথিবীর রত্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যাঁহার অবয়ব প্রবাল মুক্তা মণি হেমরত্ন ও বস্ত্র দ্বারা আবৃত এবং যিনি মাল্যধারিণী ও শুভলক্ষণান্বিতা। যে ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিয়াছে, তাহারই নেত্র ধন্য; এই জগতে অন্য বস্তু সকল দেখার কোনও প্রয়োজন নাই। আমরা বিবেচনা করি, সেই দিব্য রমণী সেই মুনিরই ভার্য্যা হইবে। সেই দৈত্যরাজ তাহাদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কামবাণে বিদ্ধ হইলেন ও দুর্য্যোধন

আসাদ্য তে তং মুনিমপ্রমেয়ং
যদ্বৈ বৃতং তস্য চ দৈত্যরাজঃ ॥ ৯৬
হিরণ্যনেত্রস্য সুতো মহাত্মা
তমাহ কস্যাসি ইহোপবিষ্টঃ।
কস্যেয়মীদৃক্ তরুণী সুরূপা
নারী শুভা দৈত্যপতিং মুনীন্দ্র ॥ ৯৭
কেনেদং শরীরং তব ভস্মদিগ্ধং
কপালমালাভরণং বিরূপম্।
তূণীর-সংকার্ম্মুক-বাণ-খড়্গ-
ভুশুণ্ডি-শূলাশনিতোমরাণি ॥ ৯৮
ক্ক জাহ্নবী পুণ্যতমা জটাগ্রে
ক্কায়ং শশী বা কুণপাস্থিখণ্ডম্।
বিষানলোদীর্ণমুখঃ ক্ক সর্পঃ
ক্ক সঙ্গমঃ পীনপয়োধরায়াঃ ॥ ৯৯
জরদ্গবারোহণমপ্রশস্তং
ক্ষণে ক্ষণে তস্য ন দর্শনঞ্চ।
সন্ধ্যাপ্রণামঃ ক্কচিদেষ ধর্ম্মঃ
ক্ক ভোজনং লোকবিরুদ্ধমেতৎ ॥ ১০০

প্রযচ্ছ নারীং মম সান্ত্বপূর্ব্বং
সর্ব্বং বিরুদ্ধং কুরুষে বিমূঢ়।
অযুক্তমেতং ত্বয়ি নানুরূপং
যস্মাদহং রত্নপতিস্ত্রিলোকে ॥ ১০১
বিমুঞ্চ শস্ত্রাণি ময়াদ্য চোক্তঃ
কুরুষ্ব পশ্চাৎ তপ এব শুদ্ধম্।
উল্লঙ্ঘ্য মচ্ছাসনমপ্রধৃষ্যং
বিমোক্ষ্যসে সর্ব্বমিদং শরীরম্ ॥ ১০২
গণ্ধাক্ষকং ক্রুদ্ধমিতি প্রধানঃ
প্রোবাচ দৈত্যং স্মিতপূর্ব্বমেব।
আকর্ণ্য সর্ব্বন্তুথ দূতবাক্যং
যদ্যস্তি রুদ্রস্ত্বথ কিং ময়া স্যাৎ ॥ ১০৩
নাহং ক্কচিৎ স্বং পিতরং স্মরামি
গুহান্তরে ঘোরমনন্যচীর্ণম্।
এতদ্ব্রতং পাশুপতং চরামি
ন মাতরন্ত্বজ্ঞতমো বিরূপঃ ॥ ১০৪

প্রভৃতি অমাত্যত্রয়কে মুনির নিকটে প্রেরণ করিলেন। উক্ত অমাত্যত্রয় সেই অপ্রমেয় মুনির নিকট গমন করিয়া দৈত্যরাজের প্রার্থনা-বাক্য বলিতে লাগিলেন,—হে মুনে! তুমি কাহার পুত্র, কি নিমিত্তই বা এস্থানে অবস্থিতি করিতেছ ও এই সুরূপা রমণী কাহার পত্নী? দৈত্যরাজ আমাদিগকে এই সকল বিষয় অবগত হইতে প্রেরণ করিয়াছেন, অতএব তুমি তাহা অবিকলরূপে বর্ণন কর। তোমার এই দেহ ভস্মলিপ্ত, বিরূপ ও কপালমালালঙ্কৃত, সুতরাং ইহাতে তূণীর, কার্ম্মুক, বাণ ও খড়্গাধারণ প্রভৃতি করা সঙ্গত নহে। পুণ্যতমা জাহ্নবীও জটাগ্রে বিরাজ করিতেছেন, চন্দ্রতুল্য অস্থিখণ্ডও ললাটদেশে বিরাজ করিতেছে, বিষানলযুক্ত সর্পপ মুখ বিস্তার করিয়া কটিদেশে অবস্থিতি করিতেছে, সুতরাং পীনপয়োধরা নারীর সঙ্গম তোমার পক্ষে কোনরূপে সঙ্গত নহে। ৯২—৯৯। জীর্ণ বৃষভে আরোহণ ও প্রতিক্ষণ তাহার দর্শন প্রশস্ত নহে ও ঈদৃশ সন্ধ্যাপ্রণাম ধর্ম্ম নহে। এতাদৃশ ভোজনও লৌকিক-বিরুদ্ধ। রে মূঢ়! তুই সকল কার্য্যই বিরুদ্ধরূপে আচরণ করিস্, সুতরাং তোর পত্নীকে গ্রহণ করা আমার পক্ষে অযুক্ত নহে। কারণ সকল লোকেই আমাকে রত্নপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করে, অতএব বিনা আপত্তিতে আমাকে রত্নস্বরূপ পত্নীকে সান্ত্বপূর্ব্বক প্রদান কর্ এবং আমার আজ্ঞানুসারে শস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া, বিশুদ্ধ তপস্যা আচরণ কর্; আমার অলঙ্ঘ্য শাসন লঙ্ঘন করিলে কোনরূপে রক্ষা পাইবি না। অনন্তর মহাদেব দূতগণের বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া, কিঞ্চিৎ হাস্যপূর্ব্বক তাহা-দিগকে বলিলেন, তোমরা অন্ধকের নিকট গমন করিয়া তাহাকে বলিবে, যদি অপর কেহ রুদ্র থাকেন, তাহা হইলে আমা দ্বারা কোন্ প্রয়োজন সম্পাদিত হইবে? (আমার প্রয়ো-জন নাই)। পিতা-মাতাকে আমার স্মরণ হয় না। আমি এই গুহামধ্যে ঘোর ও অন্যানাচরিত এই পাশুপাত-ব্রত আচরণ করিতেছি। আমি অত্যন্ত অজ্ঞ ও বিরূপ

অমূলমেতন্ময়ি সুপ্রসিদ্ধং
সুদুস্ত্যজং সর্ব্বমিদং মমাস্তি।
ভার্য্যা মমেয়ং তরুণী সুরূপা
সর্ব্বংসহা সর্ব্বগতস্য সিদ্ধিঃ॥ ১০৫
এবং হি যদ্‌যদ্ধুচিতং তবাস্তি
গৃহাণ তদ্বৈ খলু রাক্ষস ত্বম্।
গম্ভীরমেতদ্বচনং নিশম্য
তে দানবাস্তং প্রণিপত্য মূর্দ্ধ্না॥ ১০৬
জগ্মুস্ততো দৈত্যবরস্য শূনুং
ত্রৈলোক্যনাশায় কৃতপ্রতিজ্ঞম্।
বভাষিরে দৈত্যপতিং প্রমত্তং
প্রণম্য রাজানমদীনসত্ত্বাঃ॥ ১০৭
তে তত্র সর্ব্বে জয়শব্দপূর্ব্বং
রুদ্রেণ যৎ তৎ স্মিতপূর্ব্বমুক্তম্।
নিশাচরশ্চঞ্চলশৌর্য্যধৈর্য্যঃ
ক্ব দানবঃ কৃপণঃ সত্ত্বহীনঃ॥ ১০৮
রাজংস্ত্বমুক্তো মুনিনা বিহস্য
ক্রূরঃ কৃতঘ্নশ্চ সদৈব পাপী।
ক্ব দানবঃ সূর্য্যসুতাদ্বিভেতি
ক্ব মে ভুজাঃ পর্ব্বতরাজসারাঃ॥ ১০৯

ক্বাহঞ্চ শস্ত্রাণি চ দারুণানি
মৃত্যোশ্চ সন্ত্রাসকরং ক্ব যুদ্ধম্।
ক্ব বীরকো বানরবক্ত্রতুল্যো
নিশাচরো জরসা জর্জ্জরাঙ্গঃ॥ ১১০
কেয়ং সুরূপা ক্ব চ মন্দভাগ্যো
বলং ত্বদীয়ং ক্ব চ বীবধো বা।
শক্নোষি চেৎ ত্বং প্রযতস্ব যুদ্ধং
কর্ত্তুং তদা হেহি কুরুষ কিঞ্চিৎ॥ ১১১
বজ্রাশনেস্তুল্যমিহাস্তি শস্ত্রং
ক্ব তে শরীরং মৃদুপদ্মতুল্যম্।
ইত্যেবমাদীনি বচাংসি ভদ্র
তপস্বিনা দানব সংযতেন॥ ১১২
যুক্তং ন তে তেন সহাত্র যুদ্ধং
ত্বামাহ রাজন্ স্ময়মান এব।
কিং বস্তুশূন্যৈর্বহুভিঃ প্রলাপৈ-
রস্মাভিরুক্তৈর্যদি বুধ্যসে ত্বম্॥ ১১৩

আমার এই সকল বস্তু যে দুস্ত্যজ তাহার কোনও প্রসিদ্ধ কারণ নাই। তরুণী সুরূপা ও সর্ব্বংসহা এই ভার্য্যা আমার সিদ্ধিস্বরূপ, ইহার প্রভাবেই আমি সর্ব্বত্র অব্যাহত-রূপে গমন করিতে পারি। অতএব তুমি যে সকল বস্তু আপনার অনুরূপ বিবেচনা কর, সে সকল গ্রহণ কর; কারণ তুমি রাক্ষস। উক্ত রূপত্র এইরূপ গম্ভীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন ও মুনিকে নমস্কার করিয়া, দৈত্যরাজের নিকট গমন করিলেন (যিনি ত্রৈলোক্য নষ্ট করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন) এবং প্রমত্ত দৈত্যপতিকে প্রণাম করিয়া, সকল বিবরণ অবিকল বর্ণন করিলেন; কারণ তাঁহারা ভীরুস্বভাব ছিলেন না;—হে রাজন্! মুনি হাসিতে হাসিতে আপনাকে বলিলেন, আপনার শৌর্য্য ও ধৈর্য্য অচঞ্চল নহে; আপনি কৃপণ, ক্রূর, কৃতঘ্ন, পাপী, সত্ত্বশূন্য ও রাক্ষস। যম-ভীত দানবের সহিত হিমালয়বৎ সারশালী মদীয় বাহুর তুলনা কিরূপে হইতে পারে? আমি ও দারুণ শস্ত্র সকল, মৃত্যুজনকত্বনিবন্ধন ত্রাসকর যুদ্ধ, বানরসদৃশ বক্ত্রশালী নন্দী, জরা-জীর্ণদেহ নিশাচর, এই সুরূপা রমণী, হতভাগ্য দানব ও ত্বদীয় বলাদির মধ্যে অত্যন্ত তারতম্য আছে অর্থাৎ তুমি কোনরূপে আমার প্রতি-স্পর্দ্ধী হইতে পার না। যদি আপনাকে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ বোধ কর, তাহা হইলে আগমন কর ও যুদ্ধ করিয়া পরাক্রম প্রকাশ কর। ১০০—১১১। আমার শস্ত্র অশনিসদৃশ ও তোমার দেহ কোমল পদ্মসদৃশ, অতএব তুমি বিবেচনা করিয়া যুদ্ধ করিবে। হে দানবেন্দ্র! সেই ধ্যানশীল তপস্বী এইরূপ বাক্য বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন। আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহার সহিত আপনার যুদ্ধ করা উচিত নহে। কারণ, তাঁহার কথা দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইয়াছিল যে, তিনি আপনাকে একেবারে গ্রাহ্য করেন নাই। আপনি জ্ঞানী ও বিচক্ষণ, আপনাকে উপদেশ দেওয়া আমাদিগের উচিত নহে; তথাপি প্রভু-ভক্তি-প্রেরিত হইয়া যাহা বলিলাম, তাহা নিজ-

তপোহভিযুক্তেন তপস্বিনা বৈ
স্মর্ত্তাসি পশ্চান্মুনিবাক্যমেতৎ ।
ততঃ স তেষাং বচনং নিশম্য
জজ্বাল রোষেণ স মন্দবুদ্ধিঃ ॥ ১১৪
আজ্যাবসিক্ত ইব কৃষ্ণবর্ত্মা
সত্যং হিতে তৎ কুটিলং সতীক্ষ্ম্ ।
গৃহীতখড়্গো বরদানমত্তঃ
প্রচণ্ডবাতানুকৃতীশ্চ কুর্ব্বন্ ॥ ১১৫
গতস্ততো মত্তগজেন্দ্রগামী
পীত্বা সুরাং ঘূর্ণিতলোচনশ্চ ।
গুহামুখং প্রাপ্য দদর্শ দৈত্যো
গৌরীং ত্রিলোকস্য চ সারভূতাম্ ॥ ১১৬
শস্ত্রাণি হর্ত্তুর্বৃষভধ্বজস্য
তৌ দম্পতী গোবৃষবীরকঞ্চ ।
তাং হর্ত্তুকামঃ প্রবিবিক্ষুরগ্রে
ততোহন্ধকঃ ক্রোধসরাগনেত্রঃ ॥ ১১৭
নিরীক্ষ্য গৌরীং স্মরবাণবিদ্ধো
গুহাং ততো বীরকরুদ্ধমার্গাম্ ।
স্নিগ্ধাং যথা দীপশিখাং নিরীক্ষ্য
পতঙ্গসংজ্ঞঃ কৃমিরভ্যুপেত্য ॥ ১১৮
তথা দধাবাশু পুনঃপুনশ্চ
সম্পীড্যমানোহপি স বীরকেণ ।
পাষাণ-বৃক্ষাশনি-তোয়-বহ্নি-
ভুজঙ্গ-শস্ত্রাস্ত্রবিভীষিকাভিঃ ॥ ১১৯
সম্পীড়িতোহসৌ তু পুনঃ প্রপীড্য
পৃষ্টশ্চ কস্ত্বং কিমিহাগতোহসি ।
নিশম্য তদ্বাক্যং স্বমতং স তস্মৈ
চকার যুদ্ধং সহ বীরকেণ ॥ ১২০
মুহূর্ত্তমাশ্চর্য্যবদপ্রমেয়ং
সংখ্যে জিতো বীরতরেণ দৈত্যঃ ।
তস্মিংস্তু সংগ্রামশিরো বিহায়
ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠস্তৃষিতো গতোহভূৎ ॥ ১২১
চূর্ণীকৃতে খড়্গবরে চ খিন্নে
পলায়মানে বিঘসাদয়স্তে ।
চক্রুঃ সুযুদ্ধং সহ বীরকেণ
প্রহ্লাদমুখ্যা দিতিজপ্রধানাঃ ॥ ১২২

গুণে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু যুদ্ধকালে এই মুনিবাক্য আপনার স্মৃতিপথে পতিত হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। অনন্তর মূঢ়বুদ্ধি দৈত্যরাজ তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া আজ্যসিক্ত অগ্নির ন্যায়, ক্রোধে প্রজ্বলিত হইলেন; কারণ আসন্নমৃত্যুদিগের সত্যবাক্যও কুটিল ও তীক্ষ্ণ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। তিনি বরলাভে মত্ত হইয়া খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক কম্পিত-কলেবরে প্রমত্ত গজরাজের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সুরাপান-নিবন্ধন তাঁহার নেত্রদ্বয় ঘূর্ণিত হইতেছিল। গুহামুখ প্রাপ্ত হইয়া, ত্রৈলোক্যের সারস্বরূপ গৌরীকে তন্মধ্যে দেখিতে পাইলেন। ইহার পূর্ব্বে মহাদেবের শস্ত্র সকল হরণ করিয়া তাঁহাকে পরাজয় করাই অন্ধকের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, এক্ষণে গৌরী-হরণবাসনাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া পড়িল। আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাকে হরণ করিবার নিমিত্ত বারংবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহা ফলবতী হইল না। পতঙ্গগণ, যেরূপ স্নিগ্ধ দীপশিখাসন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া, তাহার প্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ দৈত্যরাজও গৌরীসন্দর্শনে বিমোহিত ও কামবাণবিদ্ধ হইয়া, তাঁহার অপহরণ-বাসনায় গুহাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই; কারণ নন্দী তাহার প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। তিনি প্রস্তর, বৃক্ষ, অশনি, তোয়, বহ্নি, ভুজঙ্গ ও শস্ত্রাদি দ্বারা বারংবার নন্দী কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইলেও নিবৃত্ত হন নাই। অনন্তর নন্দিকেশ্বর নাম ও আগমন-প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে, দৈত্যরাজ তাঁহার নিকট সকল বিষয় বর্ণন করিলেন ও আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যেই বীরশ্রেষ্ঠ নন্দী কর্ত্তৃক ছিন্নখড়্গ হইয়া পরাজিত হইলেন। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া পড়িল, সুতরাং তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। অনন্তর বিঘস প্রভৃতি অমাত্যত্রয় ও প্রহ্লাদ-

লজ্জাঙ্কুশাকৃষ্টধিয়ো বভূবুঃ
সুদারুণং শস্ত্রশতৈরনেকৈঃ।
বিরোচনস্তত্র চকার যুদ্ধং
বলিশ্চ বাণশ্চ সহস্রবাহুঃ॥ ১২৩
ভঞ্জঃ সুভঞ্জস্ত্বথ শম্বরশ্চ
বৃত্রাদয়শ্চাপ্যথ বীর্য্যবন্তঃ।
তে যুধ্যমানা বিজিতাঃ সমন্তাৎ
ক্ষিপ্রং হতা বৈ গণবীরকেণ॥ ১২৪
সংখ্যে হতানাং বহুদানবানা-
মুক্তং জয়েত্যেব হি সিদ্ধসঙ্ঘৈঃ।
ভেরুণ্ডনৃত্যাভিনয়প্রবৃত্তে
মেদো-বসা-মাংসসুপূতিমধ্যে॥ ১২৫
ক্রব্যাদসঙ্ঘাতসমাকুলে তু
ভয়ঙ্করে শোণিতকর্দ্দমে তু।
ভগ্নেস্তু দৈত্যৈর্ভগবান্ পিনাকী
ব্রতং মহাপাশুপতং সুঘোরম্॥ ১২৬
প্রিয়ে ময়া যৎ কৃতপূর্ব্বমাসী-
দ্দাক্ষায়ণীং প্রাহ সুসান্ত্বয়িত্বা।
তস্মাৎ ফলং যন্মম তৎ প্রনষ্টং
মর্ত্ত্যৈরমর্ত্ত্যাস্তু যতঃ প্রঘাতঃ॥ ১২৭

পুণ্যক্ষয়াদ্বিগ্রহ এব জাতো
দিবানিশং দেবি তব প্রসঙ্গাৎ।
উৎপাদ্য দিব্যং পরমাদ্ভুতন্তু
পুনর্ব্বনং ঘোরতরঞ্চ গত্বা॥ ১১৮
তস্মাদ্‌ব্রতং ঘোরতরং চরামি
মহাব্রতং নাম সুদারুণং যৎ।
সংরক্ষিতা ত্বং সুতবীরকেণ
গুহান্তরে তিষ্ঠ সুসংযতাথ॥ ১২৯
যাবৎ ত্বিহায়ামি ব্রতং সুচীর্ত্বা
সুনির্ভয়া সুন্দরি বৈ বিশোকা।
এতাবদুক্ত্বা বচনং মহাত্মা
উৎপাদ্য ঘোষং শনকৈশ্চচার॥ ১৩০
স তত্র গত্বা ব্রতমুগ্রদীপ্তি-
র্গতো বনং পুণ্যতমং সুঘোরম্।
চর্ত্তুং হ্যশক্যন্তু সুরাসুরৈর্যৎ
তৎ তাদৃশং বর্ষসহস্রমাত্রম্॥ ১৩১
সা পার্ব্বতী মন্দরপর্ব্বতস্থা
প্রতীক্ষমাণাগমনং ভবস্য।

প্রমুখ দৈত্যগণ নন্দিকেশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ও ক্ষণকাল মধ্যেই পরাজিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পালায়ন করিলেন। অনন্তর বিরোচন বলি, সহস্রবাহু বাণাসুর, ভঞ্জ, সুভঞ্জ, শম্বর ও বীর্য্যশালী বৃত্র প্রভৃতি দানবগণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ও ক্ষণকাল মধ্যেই নন্দীকর্ত্তৃক পরাজিত হইলে, সিদ্ধগণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সেই রণভূমি মেদ বসা ও মাংস দ্বারা দুর্গন্ধ হইয়া উঠিল। রক্ত সকল কর্দ্দমস্বরূপ হইল, মাংসভোজী জন্তু সকল রণভূমিতে নিরন্তর বিচরণ করিতে লাগিল ও ভেরুণ্ড নামক প্রমথগণ নৃত্য করিতে লাগিল; সুতরাং সেই রণভূমি অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। ১১২—১২৬। অনন্তর ভগবান্ পিনাকী দাক্ষায়ণীকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, আমি পূর্ব্বে যে ভয়ঙ্কর মহা পাশুপতব্রত আচরণ করিয়া ফললাভ করিয়াছিলাম, তাহা দানবদিগের পরাজয়ে বিনষ্ট হইয়াছে, যেহেতু অমর্ত্ত্যগণ মর্ত্ত্য-কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়াছে। হে দেবি! আমার পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্য সকল দিবা-রাত্র তোমার সঙ্গদোষে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তন্নিবন্ধনই এই ঘোর বিগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আমি পুনর্ব্বার কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিয়া, ঘোরতর অরণ্যে গমন করিব ও তথায় ঘোরতর মহাপাশুপত ব্রত আচরণ করিব ও তুমি পুত্রতুল্য বীরককর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সংযত-ভাবে গুহামধ্যে অবস্থিতি কর। হে সুন্দরি! আমি পাশুপত ব্রত আচরণ করিয়া যে পর্য্যন্ত এ স্থানে আগমন না করিব, সে পর্য্যন্ত তুমি শোকশূন্য হইয়া নির্ভয়চিত্তে এই স্থানেই অবস্থিতি কর, স্থানান্তরে গমন করিও না। উগ্রদীপ্তিশালী ভগবান্ পিনাকী এই কথা বলিয়া পাশুপত ব্রত অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত ঘোরতর অরণ্যে গমন করিলেন ও তথায় সুর ও অসুরগণ যাহা আচরণ করিতে পারে না, তাদৃশ সেই মহাপাশুপত ব্রত সহস্র বৎসর

পতিব্রতা শীলগুণোপপন্না
একাকিনী নিত্যমথাপি ভীতা ॥ ১৩২
গুহান্তরে দুঃখপরা বভূব
সংরক্ষিতা সা সুতবীরকেণ।
ততঃ স দৈত্যো বরদানমত্ত-
স্তৈর্যোধমুখ্যৈঃ সহিতো গুহান্তম্ ॥ ১৩৩
নির্ভিন্নধৈর্য্যঃ পুনরাজগাম
শিলীমুখৈর্ভারসমুদ্ভবৈশ্চ ।
অত্যদ্ভুতং তত্র চকার যুদ্ধং
তেষামৃতে ভোজন-পানবেলাম্ ॥ ১৩৪
রাত্রিন্দিবং বর্ষশতানি পঞ্চ
ক্রুদ্ধঃ সসৈন্যঃ সহ বীরকেণ।
খড়্গৈঃ শকুন্তৈঃ সহ ভিন্দিপালৈ-
র্গদা-ভুশুণ্ডীভিরথেষুকাণ্ডৈঃ ॥ ১৩৫
শিলীমুখৈরর্দ্ধশশীভিরুগ্রৈ-
বিতস্তিভিঃ কূর্ম্মমুখৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
নারাচমুখ্যৈর্নিশিতৈশ্চ শূলৈঃ
পরশ্বধৈস্তোমরমুদ্গরৈশ্চ ॥ ১৩৬
খুরৈর্গুড়ৈঃ পর্ব্বতপাদপৈশ্চ
দিব্যৈরথাস্ত্রৈরপি দৈত্যসঙ্ঘৈঃ ।
নন্দী বিনির্ভিন্নতনুঃ পপাত
দ্বারং গুহায়াঃ পিহিতং সমগ্রম্ ॥ ১৩৭

তৈরায়ুধৈর্দৈত্যভুজপ্রযুক্তৈ-
র্গুহামুখে মূর্চ্ছিত এব পশ্চাৎ।
আচ্ছাদিতং বীরকশস্ত্রজালৈ-
র্দৈত্যেষু সর্ব্বেষু মুহূর্ত্তমাত্রম্ ॥ ১৩৮
অপাবৃতং কর্ত্তুমশক্যমাসী-
ন্নিরীক্ষ্য দেবী দিতিজান্ সুঘোরান্ ।
ভয়েন সস্মার পিতামহস্ত
দেবী সখীভিঃ সহিতা চ বিষ্ণুম্ ॥ ১৩৯
সৈন্যঞ্চ তদ্বীরবরস্য সর্ব্বং
সংস্মারয়ামাস গুহান্তরস্থা।
ব্রহ্মা তথা সংস্মৃতমাত্র এব
স্ত্রীরূপধারী ভগবাংশ্চ বিষ্ণুঃ ॥ ১৪০
ইন্দ্রশ্চ সর্ব্বৈঃ সহ সৈনিকৈশ্চ
স্ত্রীরূপমাস্থায় সমাগতাস্তে ।
ভূত্বা স্ত্রিয়স্তে বিবিশুস্তদানীং
মুনীন্দ্রসঙ্ঘাশ্চ মহানুভাবাঃ ॥ ১৪১
সিদ্ধাশ্চ নাগাস্ত্বথ গুহ্যকাশ্চ
গুহান্তরং পর্ব্বতরাজপুত্র্যাঃ ।
যস্মাৎ সুরাজ্ঞামনবস্থিতানা-
মন্তঃপুরে সঙ্গমনং বিরুদ্ধম্ ॥ ১৪২

ব্যাপিয়া আচরণ করিতে লাগিলেন। এদিকে পতিব্রতা শীলগুণশালিনী একাকিনী পার্ব্বতী মন্দরপর্ব্বতে অবস্থিতি করিয়া দৈত্যরাজের পুনরাগমন-শঙ্কায় সভয়চিত্তে শঙ্করের আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং পুত্রতুল্য বীরককর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াও দুঃখিতচিত্তে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বরদান-গর্ব্বিত সেই দৈত্য কামবাণপাতে অধীর হইয়া প্রধান প্রধান যোদ্ধার সহিত গুহাসমীপে আগমন করিলেন ও তথায় নন্দীর সহিত পঞ্চ-শত বৎসর ভোজন-পান বেলা ব্যতীত দিবারাত্র অদ্ভুত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দানবপ্রযুক্ত খড়্গ, কুন্ত, গদা, ভুষণ্ডী, অর্দ্ধচন্দ্র, নারাচ, শূল, তোমর, ভিন্দিপাল প্রভৃতি অস্ত্র সকল ও পর্ব্বত বৃক্ষ প্রভৃতি দ্বারা গুহামুখ আচ্ছাদিত হইলে নন্দিকেশ্বর দানব-বাণপাতে ভিন্নদেহ হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। কোনও ব্যক্তি গুহাদ্বার উদ্ঘাটিত করিতে পারিত না, তজ্জন্য দানবগণ গুহামধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। পার্ব্বতী ভয়ঙ্কর দৈত্যগণকে সম্মুখে দেখিয়া অত্যন্ত ভীতা হইলেন ও সখীদিগের সহিত ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে স্মরণ করিতে লাগিলেন ও গুহামধ্যে থাকিয়া বীরবরের সৈন্য সকলকে স্মরণ করাইয়াছিলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু স্মরণ করিবামাত্র স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া তথায় সমাগত হইলেন। ইন্দ্রও সৈন্যগণের সহিত স্ত্রীবেশে তথায় আগমন করিলেন। তৎকালে উক্ত দেবত্রয় মহানুভাব মুনীন্দ্রগণ, সিদ্ধ নাগ ও গুহ্যকগণ সকলেই স্ত্রীবেশে পার্ব্বতীর গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন; যেহেতু পুরুষদিগের অনবস্থিত রাজগণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করা সমুচিত

ততঃ সহস্রাণি নিতম্বিনীনা-
মনন্তসংখ্যান্যপি দর্শয়েয়ুঃ ।
রূপাণি দিব্যানি মহাদ্ভুতানি
গৌর্য্যৈ গুহায়ান্তু সবীরকায়ৈ ॥ ১৪৩
স্থিরোত্থ দৃষ্ট্বা গিরিরাজকন্যা
গুহান্তরং পূরিতপূর্ব্বমাসীৎ ।
স্ত্রীভিঃ শতৈর্নাদশতৈরনেকৈ-
র্নাদ কল্পান্তসমেঘঘোষা ॥ ১৪৪
ভের্য্যশ্চ সংগ্রামজয়প্রদাস্তু
ধ্মাতাসু শঙ্খাসু নিতম্বিনীভিঃ ।
মূর্চ্ছাং বিহায়াদ্ভুতচণ্ডবীর্য্যঃ
স বীরকো বৈ পুনরুত্থিতস্তু ॥ ১৪৫
প্রগৃহ্য শস্ত্রাণি মহারথানাং
তৈরেব শস্ত্রৈর্দিতিজান্ জঘান ।
ব্রাহ্মী ততো দণ্ডহস্তা বিরুদ্ধা
গুহান্তরা ক্রোধপরীতচেতাঃ ॥ ১৪৬
নারায়ণী শঙ্খ-গদাব্জ-চক্র-
ধনুর্দ্ধরা পূরিতবাহুদণ্ডা ।
বিনির্যযৌ লাঙ্গলখড়্গহস্তা
ব্যোমালিকা-কাঞ্চনতুল্যবর্ণা ॥ ১৪৭

ধারাসহস্রাকুলমুগ্রবেগং
বৈড়ৌজসী গৃহ্য করেণ বজ্রম্ ।
সহস্রনেত্রা যুধি সুস্থিরা চ
সুদুর্জ্জয়া দৈত্যশতৈরধৃষ্যা ॥ ১৪৮
বৈশ্বানরী শক্তিকরা সুবক্ত্রা
যাম্যা চ দণ্ডোদ্ধতপাণিরগ্র্যা ।
সুতীক্ষ্ণখড়্গোদ্যতপাণিরগ্র্যা-
নৈশাচরী নৈর্ঋতচাপঘোরা ॥ ১৪৯
তোয়ালিকা বারুণচাপহস্তা
বিনির্গতা যুদ্ধমভীপ্সমানা ।
প্রচণ্ডবাতপ্রভবা চ দেবী
ক্ষুব্ধা ততস্ত্বঙ্কুশপাণিরেব ॥ ১৫০
কল্পান্তবহ্নিপ্রতিমাং গদাঞ্চ
পাণৌ গৃহীত্বা ধনদোদ্ভবা চ ।
যাক্ষেশ্বরী তীক্ষ্ণমুখা বিরূপা
নখায়ুধা নাগভয়ঙ্করী চ ॥ ১৫১
এতাস্তথান্যাঃ শতশো হি দেব্যঃ
সুনির্গতাঃ সঙ্কুলযুদ্ধভূমিম্ ।
দৃষ্ট্বা চ তৎ সৈন্যমনন্তপারং
বিবর্ণবর্ণাশ্চ সুবিস্মিতাশ্চ ॥ ১৫২
সমাকুলাঃ সঙ্কিতা ভয়াদ্বৈ
সেনাপতিং বীরকং ঘোরবীর্য্যম্ ।

অহ। ১২৭—১৪২। অনন্তর অসংখ্য নিত-ম্বিনীসহস্র গুহাস্থিত ও বীরকমাত্রসহায় গৌরীকে অদ্ভুত দিব্যরূপ দর্শন করাইলেন এবং স্বীয় লাবণ্য ও বহুবিধ নিনাদ দ্বারা গুহামধ্য পূর্ণ করিলেন। প্রলয়কালীন মেঘের ন্যায় নিনাদযুক্ত ভেরী ও শঙ্খ সকল নিতম্বিনী-গণকর্ত্তৃক প্রধ্মাত হইলে, প্রচণ্ড-বীর্য্যশালী নন্দিকেশ্বর মূর্চ্ছা পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার উত্থিত হইলেন এবং মহারথদিগের অস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারা দানবগণকে আঘাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মীশক্তি অবিরুদ্ধ হইলেও ক্রোধান্বিত হইয়া দণ্ডহস্তে গুহামধ্য হইতে নির্গত হইলেন; বৈষ্ণবী ও সাঙ্কর্ষণী শক্তি শঙ্খ, গদা, পদ্ম, চক্র, ধনুঃ ও লাঙ্গল হস্তে নির্গত হইলেন। তাঁহাদিগের বর্ণ আকাশ, ভ্রমরী ও কাঞ্চনের ন্যায় ছিল। নেত্রসহস্রশালিনী অধৃষ্যা ও দুর্জ্জয়া ঐন্দ্রী শক্তি ধারাসহস্রশালী উগ্রবেগযুক্ত বজ্র হস্তে করিয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত গুহামধ্য হইতে বহির্গত হইলেন; তথা আগ্নেয়ী শক্তি, যম-শক্তি দণ্ড হস্তে, নির্ঋতিশক্তি চাপ ও খড়্গ হস্তে, বারুণী শক্তি চাপ হস্তে, বায়বী শক্তি অঙ্কুশ হস্তে, কৌবেরী শক্তি প্রলয়কালীন-বহ্নিজন্য গদা হস্তে, গারুড়ী শক্তি নখ হস্তে ও অন্যান্য শত শত দেবীগণ স্ব স্ব আয়ুধ হস্তে করিয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সঙ্কুল রণভূমিতে সমাগত হইলেন এবং অপার সেই দানব-সৈন্য দেখিয়া বিস্মিত ও বিবর্ণ হইলেন। ১৪৩—১৫২। দানব-সৈন্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রচণ্ড বীর্য্যশালী সেনা-পতি বীরককে দেখিয়া আকুল ও চকিত হই-

চক্রুর্মহাযুদ্ধমভূতপূর্ব্বং
নিধায় বুদ্ধৌ দিতিজাঃ প্রধানাঃ ॥ ১৫৩
নিবর্ত্তনং মৃত্যুমথাত্মনশ্চ
নারীভিরন্তর্ব্বরদীনসত্ত্বাঃ।
অত্যদ্ভুতং তত্র চকার যুদ্ধং
গৌরী তদানীং সহিতা সখীভিঃ ॥ ১৫৪
কৃত্বা রণে চাদ্ভুতবুদ্ধিশৌণ্ডং
সেনাপতিং বীরকং ঘোরবীর্য্যম্।
হিরণ্যনেত্রাত্মজ এব ভূয়-
শ্চক্রে মহাব্যূহমুদারকর্ম্মা ॥ ১৫৫
সন্তাবয়িষ্ণুঞ্চ নিরীক্ষ্য যাম্যাং
সুদারুণং তদ্গিলনামধেয়ম্।
মুখং করালং বিষমেব যস্ত
তস্মিন্ কৃতে ভগবানাজগাম ॥ ১৫৬
কল্পান্তঘোরার্কসহস্রকান্তি-
শ্চীর্ণে ব্রতে কুপিতঃ কৃত্তিবাসাঃ।
গতে ততো বর্ষসহস্রমাত্রে
তমাগতং প্রেক্ষ্য মহেশ্বরঞ্চ ॥ ১৫৭
চক্রুর্মহাযুদ্ধমতীবমাত্রং
নার্য্যঃ প্রহৃষ্টাঃ সহ বীরকেণ।
প্রণম্য গৌরীং গিরিশঞ্চ মূর্দ্ধ্না
সন্দর্শয়ন্ ভর্ত্তুরতীব শৌর্য্যম্ ॥ ১৫৮

গৌরী চ যুদ্ধঞ্চ চকার হৃষ্টা
হরস্ততঃ পর্ব্বতরাজপুত্রীম্।
কণ্ঠে গৃহীত্বা তু গুহাং প্রবিষ্টো
রামাসহস্রাণি বিসর্জ্জিতানি ॥ ১৫৯
গৌরীঞ্চ সম্মানশতৈঃ প্রপূজ্য
গুহামুখে বীরক এব তস্থৌ।
ততঃ প্রহারৈরপি জর্জ্জরাঙ্গ-
স্তস্মিন্ রণে দৈত্যবরেণ দূতঃ ॥ ১৬০
জগাদ বাক্যন্তু সগর্ভমুগ্রং
প্রবিশ্য শম্ভুং প্রণিপত্য মূর্দ্ধ্না।
সম্প্রেষিতস্তাং বিষসো গুহান্ত
এষোঽন্ধকস্ত্বামপি চাদ্য বাক্যম্ ॥ ১৬১
নার্য্যা চ কার্য্যং তব কিঞ্চিদস্তি
বিমুঞ্চ নারীং তরুণীং সুরূপাম্।
প্রয়োক্তবাংস্তাপস তজ্জ্যষস্য
ক্রান্তং ময়া যং কমনীয়মাত্রম্ ॥ ১৬২
মুনির্বিরোদ্ধব্য ইতি প্রচিন্ত্য
ন ত্বং মুনিস্তাপস কিন্তু শত্রুঃ।
অতীব দৈত্যেষু মহাবিরোধী
যুধ্যস্ব বধ্যোঽসি ময়া প্রমথ্য ॥ ১৬৩

লেন। কিন্তু প্রধান প্রধান দানবগণ নারীগণের সহিত অভূতপূর্ব্ব যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কারণ তাঁহারা যুদ্ধ হইতে পলায়নকে আপনার মৃত্যুস্বরূপ বোধ করিতে লাগিলেন। গৌরীও প্রচণ্ডবীর্য্যশালী বীরককে সৈনাপত্যে বরণ করিয়া সখীগণের সহিত অত্যদ্ভুত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হিরণ্যাক্ষ-পুত্রও মহাব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে নন্দিকেশ্বর তদ্গিল নামক দারুণ দানবকে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সমাগত দেখিয়া মুখব্যাদান করিলে, প্রলয়কালীন সূর্য্যসহস্র তুল্য কান্তি-শালী ভগবান্ পিনাকী সহস্র বৎসর পাশুপত-ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া কুপিতভাবে তথায় আগমন করিলেন। নারীগণ মহেশ্বরকে সমাগত দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ও গৌরীর সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, মহাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের শৌর্য্য দানব-পরাজয়ে তৎকালে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইল। অনন্তর ভগবান্ পিনাকী পার্ব্বতীকে আলিঙ্গন করিয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। নারীগণও শঙ্কর কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। বীরকও নন্দীও গৌরীকে সম্মানপূর্ব্বক পূজা করিয়া গুহাদ্বারে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ সেই যুদ্ধে বাণ-প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। অনন্তর বিষস নামক দূত দানবরাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, গুহামধ্যে উগ্রভাবে প্রবিষ্ট হইলেন ও শম্ভুকে প্রণিপাত করিয়া অন্ধকের আদেশবাক্য বলিতে লাগিলেন। রে তাপস! তুই এই নারী লইয়া কি করিবি? অতএব সুরূপা এই রমণীকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার অনুরূপ কুৎসিত বস্তু সকল ভোগ কর। ত্রিভুবনে যে সকল রমণীয় বস্তু আছে,

নেষ্যা ময়া তে ললনানুরূপা
এতদ্বচো দূতমুখান্নিশম্য।
কপালমালী তমুবাচ কোপা-
জ্জ্বলন্ বিষাদেন মহাংস্ত্রিনেত্রঃ॥ ১৬৪
ব্যক্তং বচস্তত্ত্ববতা সমগ্রং
প্রোক্তং হি তং তে ত্বরিতঃ প্রযাহি।
যঃ স্বাদশক্তো ভুবি তস্য কোঽর্থো
দারৈর্ধনৈর্বা সুমনোহরৈশ্চ॥ ১৬৫
আয়ান্তু দৈত্যাশ্চ বলেন মত্তা
বিচার্য্যমেবন্তু কৃতং ময়ৈতং।
শরীরযাত্রাপি কুতস্ত্বশক্তৈঃ
কুর্ব্বন্তু যদ্যদ্বিহিতন্তু তেষাম্॥ ১৬৬
যদ্যপি যদ্যৎ করণীয়মস্তি
তত্তং করিষ্যামি ন সংশয়োঽত্র।
এতদ্বচস্তদ্বিবসোঽপি যস্মা-
চ্ছুত্বা হরান্নির্গত এব হৃষ্টঃ॥ ১৬৭

আগান্নদন্ গর্জ্জিতহুঙ্কৃতানি
কুর্ব্বন্ গতো দৈত্যপতেঃ সকাশম্।
তস্যেঙ্গিতজ্ঞশ্চ স দৈত্যরাজো
গদাং গৃহীত্বা ত্বরিতঃ সসৈন্যঃ॥ ১৬৮
কৃত্বার্দ্ধসৈংহং গিলনামধেয়ং
সুদারুণং দেববরৈরভেদ্যম্।
গুহামুখং প্রাপ্য মহেশ্বরস্য
বিভেদ শস্ত্রৈরশনিপ্রকাশৈঃ॥ ১৬৯
অন্যে ততো বীরকমেব শস্ত্রৈ-
রবাকিরন্নদ্রিসুতামথান্যে।
দ্বারং হি কেচিদ্রুচিরং বভঞ্জুঃ
পুষ্পাণি সর্ব্বাণি চ নাশয়েয়ুঃ॥ ১৭০
ফলানি মূলানি জলঞ্চ হৃদ্য-
মুদ্যানমার্গানপি খণ্ডয়েয়ুঃ।
বিলোড়য়েয়ুর্মুদিতাশ্চ কেচি-
চ্ছৃঙ্গাণি শৈলস্য চ ভানুমন্তি॥ ১৭১
ততো হরঃ সংস্মৃতবান্ স্বসৈন্যং
সমাহ্বয়ং কুপিতঃ শূলপাণিঃ।
ভূতানি চাঙ্গানি সুদারুণানি
দেবান্ সসৈন্যান্ সহবিষ্ণুমুখ্যান্॥ ১৭২

তাহা আমার মাত্র উপভোগ্য। মুনির সহিত বিরোধ করা উচিত নহে, কিন্তু তুমি তাদৃশ মুনি নহ; তুমি কপটী ও দানবগণের পরম শত্রু, তোমাকে বধ করাও পাপকর নহে। অতএব আমি তোমাকে বধ করিয়া তোমার রমণীকে অপহরণ করিব। কপালমালী ত্রিলোচন দূত-মুখ হইতে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপে প্রজ্বলিত হইলেন ও অলৌকিক ধৈর্য্য দ্বারা স্বীয় ক্রোধ বাহিক প্রকাশ না করিয়া, সেই দূতকে বলিতে লাগিলেন,—হে দূত! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য; যে ব্যক্তি রক্ষা করিতে শক্ত নহে, তাহার মনোহর দারা ও ধনে প্রয়োজন কি? অতএব তুমি শীঘ্র প্রভুর নিকট গমন করিয়া, আমার প্রতিসন্দেশ বর্ণন কর,—সমস্ত দৈত্যগণ যুদ্ধার্থে আগমন করুক ও যাহা তাহাদিগের অভিপ্রেত, তাহা অনুষ্ঠান করুক। অশক্তদিগের দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করাই কঠিন, এই বিবেচনায় এইরূপ বলিলাম। যদিও আমার কর্ত্তব্য কার্য্য সকল করিতে ত্রুটী করিব না, ইহা নিশ্চয় জানিবে। অনন্তর দূত এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, হৃষ্টচিত্তে হরের নিকট হইতে নির্গত হইলেন ও অবিলম্বেই সিংহনাদ হুঙ্কার করিতে করিতে দৈত্যরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইঙ্গিতজ্ঞ দানবরাজ তাঁহার বাক্য না শুনিয়াও ইঙ্গিত দ্বারা সমস্ত অবগত হইলেন ও সৈন্যের সহিত গদা গ্রহণ করিয়া, অভেদ্য গুহাদ্বারে উপস্থিত হইলেন (সে সময় তিনি অর্দ্ধ সিংহের আকার ধারণ করিয়াছিলেন) এবং অশনিসদৃশ শর দ্বারা গুহাদ্বার ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৫৩—১৬৯। অনন্তর দানবগণ কেহ কেহ বীরকের উপর ও কেহ কেহ পার্ব্বতীর উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন; কেহ কেহ চারুতর দ্বার ভাঙ্গিতে লাগিলেন; কেহ কেহ পুষ্প, ফল, মূল, জল, উদ্যান ও মার্গ সকল খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কেহ কেহ সুচারু শৈলশৃঙ্গভঙ্গে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর শূলপাণি কুপিত হইয়া, স্বকীয়

আহূতমাত্রাস্ত গণাঃ সসৈন্যা
রথৈধ্ব জৈর্বাজিবৃষৈশ্চ গোভিঃ।
উষ্ট্রৈঃ খরৈঃ পক্ষিবরৈশ্চ সিংহৈঃ
সর্ব্বে চ দেবাঃ সহ-ভূতসজ্ঘৈঃ ॥ ১৭৩
ব্যাঘ্রৈর্ম্মৃগৈঃ শূকর-শারভৈশ্চ
সমীন-মৎস্যৈঃ শিশুমারমুখ্যৈঃ।
অন্যৈশ্চ নানাবিধজীবসজ্ঘৈ-
গ্রহৈর্বিশীর্ণস্ফুটিতৈঃ শ্মশানৈঃ ॥ ১৭৪
ভুজঙ্গমৈঃ প্রেতশতৈঃ পিশাচৈ-
র্দিব্যৈর্বিমানৈঃ কমলাকরৈশ্চ।
নদীনদৈঃ পর্ব্বতবাহনৈশ্চ
সমাগতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ প্রণম্য ॥ ১৭৫
কপর্দ্দিনং তস্থুরদীনসত্ত্বাঃ
সেনাপতিং বীরকমেব কৃত্বা
বিসর্জ্জয়ামাস রণায় দেবান্
বিশ্রান্তবাহানথ তং পিনাকী ॥ ১৭৬
যুদ্ধং স্থিরং লব্ধজয়ং প্রধানং
সম্প্রেষিতাস্তে তু মহেশ্বরেণ।
চক্রুর্যুগান্তপ্রতিমঞ্চ যুদ্ধং
মর্য্যাদহীনং ত্বরিতং গিলেন ॥ ১৭৭
দৈত্যেন্দ্রসৈন্যেন সহৈব ঘোরং
ক্রোধাগ্নিনির্গীর্ণাস্ত্রিদশাস্ত্বসংখ্যাঃ।

তস্মিন্ ক্ষণে যুধ্যমানাশ্চ সর্ব্বে
ব্রহ্মেন্দ্রবিষ্ণ্বর্কশশাঙ্কমুখ্যাঃ ॥ ১৭৮
তথৈব ভূতানি গণৈশ্চ সার্দ্ধং
ক্ষুধান্বিতেনাদ্ভুতবিক্রমেণ।
দৈত্যেন্দ্রবাক্যাদ্বিষসেন তেন
সৈন্যে নিগীর্ণে সতি বীরকস্তু ॥ ১৭৯
বিহায় সংগ্রামশিরো গুহাং তাং
প্রবিশ্য সর্ব্বং প্রণিপত্য মূর্দ্ধা।
প্রোবাচ দুঃখাভিহতঃ স্মরারিং
সবীরভদ্রো বিহিতাঞ্জলিঃ সন্ ॥ ১৮০
নিগীর্ণং মে সৈন্যং বিষসদিতিজেনাদ্য ভগবন্,
নিগীর্ণোঽসৌ বিষ্ণুস্ত্রিভুবনগুরুর্দৈত্যদলনঃ।
নিগীর্ণৌ চন্দ্রার্কৌ কমলজ-মঘোনৌ চ বরদৌ,
নিগীর্ণাস্তে সর্ব্বে যম-বরুণ-বাতাশ্চ ধনদঃ। ১৮১
স্থিতোঽস্ম্যেকঃ প্রহ্বঃ কিমিহ করণীয়ঃ ভবতি মে
অজেয়ো দৈত্যেন্দ্রঃ প্রমুদিতমনা দৈত্যসহিতঃ।
অজেয়ং ত্বামায়াং প্রতিজবমনো-মারুতগতিং,
স্বয়ং বুদ্ধ্যা দৃষ্ট্বা যদিহ করণীয়ং কুরু বিভো ॥ ১৮২

সৈন্য, অন্যান্য সুদারুণ ভূত সকল ও সসৈন্য দেবগণকে বিষ্ণুর সহিত স্মরণ করিলেন। প্রমথগণ আহূত হইবামাত্র সৈন্য, রথ, ধ্বজ, বাজী, গো, বৃষ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, প্রধান প্রধান পক্ষী, সিংহ, দেব, ভূত, ব্যাঘ্র, মৃগ, শূকর, শরভ, মীন, মৎস্য, শিশুমার, অন্যান্য নানাবিধ জীবগণ, গ্রহ, বিশীর্ণ ও স্ফুটিত শ্মশান, ভুজঙ্গম, প্রেত, পিশাচ, দিব্য বিমান, কমলাকর, নদী, নদ, পর্ব্বত ও বাহনের সহিত কপর্দ্দীর নিকট সমাগত হইলেন ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিনীতভাবে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর পিনাকী বীরককে সৈনাপত্যে অভি-ষিক্ত করিয়া, তাঁহাদিগকে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। সেই প্রমথগণ মহেশ্বর কর্ত্তৃক যুদ্ধার্থে প্রেরিত হইয়া জয়লাভ বাসনায় ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, তৎকালে তাঁহাদিগের মর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টি ছিল না, যেন সকল প্রলয় হইবে বলিয়া বিবেচনা করি- ছিল। সেই সময় ক্ষুধান্বিত ও অদ্ভুত-বিক্রম- শালী বিষস, দানবরাজের আদেশক্রমে, প্রমথ- সেনার সহিত যুদ্ধকারী ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিষ্ণু, অর্ক ও শশাঙ্ক প্রভৃতি অসংখ্য দেবগণ ও অন্যান্য ভূত সকলকে গণের সহিত গ্রাস করিল। অনন্তর বীরক রণভূমি পরিত্যাগ করিয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন ও বীরভদ্রের সহিত শঙ্করকে প্রণাম করিয়া দুঃখিতচিত্তে বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! বিষস-দৈত্য আমাদিগের সকল সৈন্য, বিষ্ণু, চন্দ্র, অর্ক, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম, বরুণ, বায়ু ও কুবেরকে গিলিয়া ফেলিয়াছে; আমি একমাত্র অবশিষ্ট আছি, আর সকলে তাহার উদরমধ্যে বিরাজ করিতেছেন; এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। দানবরাজ আপনাকে অজেয় বিবেচনা করিয়া দৈত্যগণের সহিত

ন সামান্যো দৈত্যো বিষসদিতিজস্তপ্যয়মসৌ,
স্বয়ং বিষ্ণুর্দেবঃ কনককশিপুং কশ্যপসুতম্।
নখৈস্তীক্ষ্ণৈর্ভঙ্‌ক্ত্বা তদপি ভগবান্ রোষবশগঃ,
প্রবৃত্তো বৈ বিশ্বং বিষসিতুমলং ব্যাত্তবদনঃ ॥১৮৩
বশিষ্ঠাদ্যৈঃ শপ্তো ভুবনপতিভিঃ সপ্তমুনিভি,-
স্তথাভূতো ভূয়স্ত্বমিতি সুচিরং দৈত্যসহিতঃ।
ততস্তেনোক্তাস্তে প্রণয়বচনৈরাত্মনিহিতৈঃ,
কদা শাপাং তস্মাদ্ভবতি মম মোক্ষো মুনিবরাঃ ॥
যদা ক্রোধৈরুক্তো বিষস হরণাদ্‌যুদ্ধসময়ে,
তদা ঘোরৈর্বাণৈর্বিদলিতমুখো মুষ্টিভিরলম্।
বদর্য্যাখ্যারণ্যে নরহরিমহাপুণ্যবসতৌ,
নিরস্তাভ্যাং তাভ্যাং বিগতকলুষো যাস্যসি পরম্ ॥
ততস্তেষাং বাক্যাং প্রতিদিনমসৌ দৈত্যগিলনঃ,
দুর্ধার্ষঃ সংগ্রামে ভ্রমতি পুনরামোদমুদিতঃ।

তমশ্চেদং ঘোরং জগতি হিতয়োঃ সূর্য্য-শশিনো-
স্তথা শুক্রস্তভ্যং পরমরিপুরত্যন্তবিধুরঃ ॥১৮৬
হতান্ দেবৈর্দৈত্যান্ পুনরমরবিদ্যাস্তুতিপদৈঃ,
সবীর্য্যান্ সংহৃষ্টান্ ব্রণশতবিযুক্তান্ প্রকুরুতে।
বরং প্রাণাস্ত্যাজ্যাস্তব তমনু সংগ্রামসময়ে,
ভবান্যাং নীতায়াং ক্ষণমপি বৃতঃ কার্য্যকরণঃ ॥১৮৭
ইদানীং সংপুত্রাং প্রমথপতিরাকর্ণ্য কুপিত,-
শ্চিরং ধ্যাত্বা চক্রে ত্রিভুবনমিতি প্রাগনুপমম্।
অগায়ং সোমাখ্যং দিনকরকরাকারবপুষং,
প্রহাসাং তন্নাম্না তদনু নিহতং তেন চ তমঃ ॥১৮৮
প্রকাশোঽস্মিন্ লোকে পুনরপি মহাযুদ্ধমকরোদ্-
রণে দৈত্যৈঃ সার্দ্ধং বিকৃতবদনৈর্বীরকমুনিঃ।
শিলাচূর্ণং ভুক্ত্বা প্রবরমুনিনা যস্ত জনিতঃ,
তপঃ কৃত্বা তোয়ে যমমপি পুরা যশ্চ জিতবান্ ॥
ততো রুদ্রঃ সদ্যঃ স খলু দিতিজেনাতিবলিনা,
নিগীর্ণোঽসৌ নন্দী নিশিতশরশূলাসিসহিতঃ।

সানন্দিতচিত্তে অবস্থিতি করিতেছে। প্রতি-কূল-বেগশালী সেই অন্ধক ইচ্ছা করিলে, মানস ও বায়ুর ন্যায় গমন করিতে পারে। হে বিভো! আপনিও অজেয়; এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বিধান করুন। বিষস-দৈত্যও সামান্য নহে; কারণ যিনি হিরণ্যকশিপুকেও তীক্ষ্ণ নখ দ্বারা নিহত করিয়াছেন, সেই বিষ্ণুদেবও যাহার বশীভূত হইয়াছেন। ইহাতেও তাহার সন্তোষ নাই; এক্ষণে সেই দৈত্য এই বিশ্ব ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত মুখব্যাদান করিয়া আছে। ১৭০—১৮৩। পুরাকালে বসিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষি সকল ইহাকে অভিসম্পাত দিয়াছিলেন যে, তুমি দানব প্রভৃতি প্রাণিবর্গ ভক্ষণ করিয়া বহুকাল জীবনধারণ করিবে। অনন্তর এই দৈত্য বিনীতবচনে বলিয়াছিল, হে মুনিগণ! কোন্ সময় আমি এই শাপ হইতে মুক্তি লাভ করিব? ঋষিগণ তাহার বিনয়-সন্দর্শনে তুষ্ট হইয়া বলিলেন, যখন বদরিকাশ্রমে নর-নারায়ণ তোমার নিকট পরাজিত হইয়া ঘোরতর মুষ্টি ও বাণাঘাতে তোমার মুখ বিদলিত করিবেন, সেই সময় তুমি নিষ্পাপ হইয়া, পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। সেই অবধি সেই দৈত্য ঋষিগণের বাক্যানুসারে দেব ও দানবদিগকে প্রত্যহ ভক্ষণ করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করে এবং সূর্য্য ও শশীকে অপহরণ করিয়া, এই জগতে ঘোরতর অন্ধকার সৃষ্টি করিয়াছে। দৈত্যগুরু শুক্রও আপনার অত্যন্ত বিরোধী হইয়া উঠিয়াছেন; কারণ, যখন দেবগণ দানবদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত করেন, তখন তিনি সঞ্জীবনী মন্ত্র দ্বারা তাহাদিগকে পুনর্ব্বার উজ্জীবিত করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় বীর্য্যশালী ও ব্রণবিযুক্ত করেন। তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে যদ্যপি প্রাণনাশ ঘটে, তাহাও, সহস্রগুণে শ্রেয়, কিন্তু ভবানী নীত হইলে আমরা ক্ষণকাল ধৈর্য্যশালী হইয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারিব না; ইহা বিবেচনা করিয়া সমুচিত প্রতিবিধান করুন। অনন্তর প্রমথ-পতি সংপুত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কুপিত হইলেন ও ধ্যানবলে অনুপম ত্রিভুবন নির্ম্মাণ করিয়া সূর্য্যকর-সন্নিভ সোমাখ্য সাম গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে নিবিড় অন্ধকার সকল তাঁহার দন্তালোকে অপ-গত হইল। মুনিপ্রবর শিলাচূর্ণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করত তোয়মধ্যে তপস্যা করিয়া যাহাকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন ও যে ব্যক্তি পূর্ব্বে

প্রধানো যোধানাং মুনিবরশতানামপি মহান্,
নিবাসো বিদ্যানাং শম-দম-মহাধৈর্য্যসহিতঃ ॥১৯০
নিরীক্ষ্যৈবং পশ্চাজ্জরদ্বৃষভমারুহ্য ভগবান্,
কপর্দ্দী যুদ্ধার্থী বিঘসদিতিজং সম্মুখমুখঃ।
জপন্ দিব্যং মন্ত্রং নিগিলনবিঘাতোদ্গিলনকং,
স্থিতঃ সজ্জং কৃত্বা ধনুরশনিকল্পানপি শরান্ ॥১৯১
ততো নিষ্ক্রান্তোঽসৌ বিঘসবদনাদ্বীরকমুনি-
র্গৃহীত্বা তং সর্ব্বং স্ববলমতুলং বিষ্ণুসহিতঃ।
তমুদ্গীর্ণাঃ সর্ব্বে কমলজ-মঘোনেন্দু-দিনপাঃ,
প্রহৃষ্টং তং সৈন্যং পুনরপি মহাযুদ্ধমকরোৎ ॥ ১৯২
জিতে তস্মিন্ শুক্রস্তদনু দিতিজান্ যুদ্ধনিহতান্,
যদা বিদ্যাশৌর্য্যাৎ পুনরপি সজীবান্ প্রকুরুতে।
তদা বদ্ধা দণ্ডঃ পশুমিব গণৈর্ভূতপতয়ে,
নিগীর্ণস্তেনাসৌ ত্রিপুররিপুণা দানবগুরুঃ ॥ ১৯৩
বিনষ্টে শুক্রাখ্যে সুররিপুবলং তত্তদখিলং,
জিতং ধ্বস্তং ভগ্নং মৃতমপি সুরৈশ্চাপি দলিতম্।

প্রভূতৈর্ভূতৌঘৈর্দিতিজকুণপগ্রাসরসিকৈঃ,
সরুণ্ডৈর্নৃত্যদ্ভির্নিশিতশরশক্ত্যুদ্ধতকরৈঃ। ১৯
প্রমত্তৈর্ব্বেতালৈঃ সুদৃঢ়করতুণ্ডৈরপি খগৈ-,
র্বৃকৈর্নানাভেদৈঃ শবকুণপপূর্ণস্থ কবলৈঃ।
বিকীর্ণে সংগ্রামে কনককশিপোর্বংশজনক,
শ্চিরং যুদ্ধং কৃত্বা হরিহর-মঘোনৈশ্চ বিজিতঃ।
প্রবিষ্টঃ পাতালে গিরিজলধিরন্ধ্রাণ্যপি ভয়াৎ,
ততঃ সৈন্যে ক্ষীণে দিতিজবৃষভস্ত্বন্ধকবরঃ।
প্রকোপে দেবানাং কদনমকরোদ্বীরকবলে,
গদাঘাতৈর্ঘোরৈর্বিদলিততনুশ্চাপি হরিণা। ১৯
ন ধৈর্য্যাৎ সংগ্রামং ত্যজতি বরলব্ধঃ কিল যঃ,
স্তদা কাণ্ডৈর্ঘোরৈস্ত্রিদশপতিনা পীড়িততনুঃ।
ততঃ শস্ত্রাস্ত্রৌঘৈস্তরুগিরিজলৈস্তাংশ্চ বিবুধান্,
জিগায়োচ্চৈর্গর্জ্জন্ প্রমথপতিমাহূয় শনকৈঃ। ১৯

যমকেও জয় করিয়াছিলেন, সেই বীরবর নন্দী এই লোক সকল অন্ধকার বিগতে অলোকময় হইলে, বিকৃত রদনশালী দানবদিগের সহিত পুনর্ব্বার মহাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই দানব অনতিবিলম্বেই যোদ্ধপ্রধান এবং বিদ্যা ও শম-দমাদি গুণশালী নন্দীকে শর, শূল ও খড়্গের সহিত গ্রাস করিয়া ফেলিল। ১৮৪—১৯০। ভগবান্ কপর্দ্দী এইরূপ সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন ও জীর্ণবৃষে আরোহণ করিয়া, যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বিঘস-দৈত্যের সম্মুখীন হইলেন। তৎকালে তাঁহার ধনুতে মৌর্ব্বী ও বজ্রকল্প শর সকল যোজিত ছিল এবং তিনি গিলন-বিঘাতক ও উদ্গিলনক দিব্য মন্ত্র জপ করিতেছিলেন। অনন্তর বীরবর নন্দী আপনার সৈন্য সকল লইয়া, বিষ্ণুর সহিত বিঘসের মুখ হইতে নির্গত হইলেন, এবং ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণও কিয়ৎ-পরেই নির্গত হইলেন। সেই সৈন্য সকল অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যে সময় ভগবান্ শুক্র যুদ্ধ-নিহত দানবগণকে বিদ্যাবলে পুনর্ব্বার উজ্জীবিত করিতে লাগিলেন, সেই সময় গ সকল পশুর ন্যায় বন্ধন করিয়া, তাঁহাকে ভূতপতির নিকট অর্পণ করিলে তিনি তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। দানব-গুরু শুক্র বিনষ্ট হইলে পর সেই সমস্ত দানব-সৈ দেবগণ-কর্ত্তৃক জিত, ধ্বস্ত ও দলিত হইয়া ছিল। সেই রণভূমিও তৎকালে দানব-শবলোলুপ প্রভূত ভূতগণ, নৃত্যশীল ও নিশি শরশালী কবন্ধগণ, প্রমত্ত বেতালগণ, সু কর-তুণ্ডশালী পক্ষিসমূহ ও নানাবিধ বৃক দ্বা সমাকীর্ণ হইয়া ভয়ানক রূপ ধারণ করিল। প্রহ্লাদ প্রভৃতি দানবগণ বহুকাল যুদ্ধ করি হরি, হর ও ইন্দ্র কর্ত্তৃক পরাজিত হই সুতরাং দেবভয়ে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য পরিত্যাগ করি পাতাল, গিরিরন্ধ্র ও জলধি মধ্যে প্রবে করিল। সৈন্য সকল এইরূপে ক্ষয়প্রা হইলে, দানবশ্রেষ্ঠ অন্ধক দেবগণের উপ কুপিত হইয়া, বীরক-সৈন্যের উপর অত্যাচা করিতে লাগিল। ভগবান হরিও তৎকা ভয়ঙ্কর গদাঘাতে তাহার দেহ চূর্ণ করি লাগিলেন। ধৈর্য্যশালী দানবরাজ তথা রণভূমি পরিত্যাগ করিল না। ত্রিদশপ তদ্দর্শনে সাতিশয় কুপিত হইয়া, নিশি

হিতো যুদ্ধং কুর্ব্বন্ রণপতিতশস্ত্রৈর্বহুবিধৈঃ,
পরিক্ষীণৈঃ সর্ব্বৈস্তদনু গিরিজাং রুদ্রমহনং।
তথা বৃক্ষৈঃ সর্পৈরশনিনিবহৈরগ্নিজলদৈ,-
র্বিবিধৈর্মায়াভিঃ কপটরচনাশম্বরশতৈঃ ॥ ১৯৮
বিজিত্য শৈলেন্দ্রং কুহকমপরং তত্র কৃতবান্
মহাসত্ত্বো বীরস্ত্রিপুররিপুতুল্যশ্চ মতিমান্।
অবধ্যো দেবানাং বরশতমহোন্মাদবিবশঃ,
প্রভূতৈঃ শস্ত্রাস্ত্রৈঃ সপদি দিতিজো জর্জ্জরতনুঃ ॥
শরাঘাতৈস্পন্দৈঃ ক্ষিতিতলগতৈরন্ধকগণৈ,-
রসংখ্যাতং ঘোরং বিকৃতবদনং স্বাত্মসদৃশম্।
কৃতং কল্পান্তাগ্নিপ্রতিমবপুষা ভূতপতিনা,
ত্রিশূলেনোচ্ছিন্নস্ত্রিপুররিপুণা দারুণতরম্ ॥ ২০০
দ্যা সৈন্যং সৈন্যং পশুপতিহতাদন্যদভবদ্,-
ব্রণোত্থৈরত্যুষ্ণৈঃ পিশিতনিসৃতৈর্বিন্দুভিরলম্।
তদা বিষ্ণোর্যোগাৎ প্রমথপতিমাহূয় মতিমান্,
চকারোগ্রং রূপং বিকৃতবদনং স্ত্রৈণমজিতম্ ॥ ১০২
করালং সংশুষ্কং বহুভুজলতাক্রান্তককুভং,
দ্বিনেত্রন্ত্বাকীর্ণং ভুজগবদনৈর্লোমনিবহৈঃ।
স তাভ্যাং সর্পাভ্যাং বিষদহনপুঞ্জৌঘমসৃজ,-
চ্ছরদ্ব্যোমাকারং তদনু কুপিতো দক্ষিণভবাং ॥
বিনিষ্ক্রান্তা কর্ণাদ্রণশিরসি শম্ভোর্ভগবতঃ,
সংগ্রামস্থা দেবী চরণযুগলালঙ্কৃতমহী।
স্তুতা দেবৈঃ সর্ব্বৈস্তদনু ভগবৎপ্রেরিতগতিঃ,
ক্ষুধার্ত্তা তৎসৈন্যং দিতিজনিসৃতং তচ্চ রুধিরম্ ॥
জঘাসানুন্নং তদ্রণশিরসি সংকর্দমমলং,
ততস্ত্বেকো দৈত্যস্তদপি যুযুধে শুষ্করুধিরঃ।
তলাঘাতৈর্ঘোরৈরশনিসদৃশৈর্জানু-চরণৈ,-
র্নখৈর্বজ্রাকারৈর্মুখভুজশিরোভিশ্চ গিরিশম্ ॥ ১০৪

বাণ দ্বারা তাহার দেহকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, তথাপি তাহার যুদ্ধোৎসাহ বিনষ্ট করিতে পারিলেন না। অনন্তর দানবরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, শস্ত্র, অস্ত্র, পর্ব্বত ও বৃক্ষ দ্বারা দেবগণকে প্রহার করিয়া পরাজয় করিল ও মহাদেবকে উচ্চ স্বরে আহ্বান করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। এইরূপ যুদ্ধ করিতে করিতে তাহার শস্ত্র ও অস্ত্র সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইল, সুতরাং সে মায়াযুদ্ধ করিতে বাধ্য হইল, আর তাহার কোনও বস্তুর অভাব রহিল না—সকল বস্তুই মায়াবলে উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। অনন্তর দানবরাজ মায়া-কল্পিত বৃক্ষ, সর্প, বজ্র, অগ্নি ও মেঘ দ্বারা ভগবান্ রুদ্র ও পার্ব্বতীকে প্রহার করিতে লাগিল। দেবগণের অবধ্য বরলাভ-গর্ব্বিত মহাসত্ত্বশালী মতিমান্ ও বীরবর সেই দানব এইরূপে নন্দীকে পরাজয় করিয়া, অন্যান্য মায়াজালও বিস্তার করিতে লাগিল। দেবগণ তদ্দর্শনে ভীত হইয়া, তাহাকে বিনষ্ট করিবার জন্য প্রভৃত শস্ত্র ও অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে অন্ধকের দেহ হইতে শোণিত-স্রোত সহস্রধারে নির্গত হইতে লাগিল। অসংখ্য অন্ধকগণ সেই রক্তবিন্দু হইতে উৎপন্ন হইয়া, সেই দানব-সৈন্যকে এরূপ বর্দ্ধিত করিল যে, তাহাদিগের এই ভূমণ্ডলে স্থান হওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। যখন পশুপতি কর্ত্তৃক নিহত সৈন্য হইতে ক্ষতজন্য মাংস নির্গত ও অত্যুষ্ণ রক্তবিন্দু দ্বারা অপর সৈন্য সকল উৎপন্ন হইতে লাগিল, তখন পিনাকী বিষ্ণুর সহিত যোগ করিয়া, নন্দীকে আহ্বান করিলেন ও তাঁহা-দিগের সহিত পরামর্শ করিয়া বিকৃত-বদনশালী, ভয়ানক ও অজিত স্ত্রীরূপ ধারণ করিলেন। তৎ-কালে তাঁহার ভুজলতা দ্বারা দিঙ্মণ্ডল আক্রান্ত হইল; ভুজগতুল্য বদনশালী লোমসমূহও নির্গত হইয়া, সেইরূপ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিল। অনন্তর তিনি কুপিত হইয়া, দক্ষিণাঙ্গ হইতে সর্পদ্বয় সৃষ্টি করিলেন এবং তাহা হইতে বিষ ও দহনপুঞ্জ নির্ম্মাণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবান্ শম্ভুর কর্ণদেশ হইতে দেবী নির্গতা হইলেন; তাঁহার চরণযুগল দ্বারা পৃথিবী অলঙ্কৃত হইল। দেবগণও সমবেত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্ষুধার্ত্তা দেবী ভগ-বান্ শঙ্করকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সেই দানব-সৈন্য ও তাহাদিগের শোণিত সকল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। দানবরাজ একমাত্র অবশিষ্ট রহিল; তাহার দেহে শোণিতের বিন্দুমাত্র

স্মরন্ ক্ষাত্রং ধর্ম্মং স্বকুলবিহিতং শাশ্বতমজং,
রণে শান্তঃ পশ্চাৎ প্রমথপতিনা ভিন্নহৃদয়ঃ।
ত্রিশূলে সম্প্রোতো নভসি বিধৃতশ্ছত্রসদৃশ,
অধঃকায়ঃ শুষ্কস্তপনকিরণৈর্জ্জীর্ণতনুমান্ ॥ ২০৫
জলাসারৈর্মেঘৈঃ পবনসহিতৈঃ ক্লেদিতবপু,-
র্বিশীর্ণস্ত্বগ্মাংসশুস্ক্হিনসকলাকারশকলঃ।
তথাভূতঃ প্রাণাংস্তদপি ন জহৌ দৈত্যবৃষভঃ,
ততো যুদ্ধস্যান্তে ভুবনপতয়ো জগ্মুরমরাঃ ॥ ২০৬
স্তবৈর্নানাভেদৈঃ প্রমথপতিমভ্যর্চ্চ্য বিধিবদ্,-
গতাঃ স্বং স্বং ধাম ত্রিদশপতয়ঃ প্রীতমনসঃ।
হরঃ স্বীয়ৈঃ সার্দ্ধং গিরিবরগুহায়াং প্রমুদিতো,
বিস্থজ্যৈকো বংশান্ বিবিধবলিভিঃ পূজ্যসুভগঃ॥
চকারাগ্র্যাং ক্রীড়াং গিরিবরসুতাং প্রাপ্য মুদিতাং
তথা পুত্রং ঘোরাদ্বিষসবদনান্মুক্তমনঘম্ ॥ ২০৮
ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়ামন্ধক-
বধো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

রহিল না, তথাপি সে কৌলিক ক্ষাত্রধর্ম্ম স্মরণ করিয়া, যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হয় নাই। অশনি-সদৃশ তলাঘাত, জানু, চরণ, নখ, মুখ, বাহু ও মস্তক দ্বারা গিরিশকে আঘাত করিতে লাগিল। অনন্তর প্রমথপতি কর্তৃক ত্রিশূল দ্বারা বিদ্ধ হইয়া, বিদীর্ণ-হৃদয় হইল ও ত্রিশূলপ্রোত হইয়া, ছত্রের ন্যায়, আকাশমার্গে অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাহার দেহ সূর্য্য-কিরণে শুষ্ক হইয়া জীর্ণ হইতে লাগিল, তথাপি দানবরাজ প্রাণত্যাগ করে নাই, তদবস্থাতেই অবস্থিতি করিতে লাগিল। যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে, দেবগণ প্রীত হইয়া মহাদেবকে যথাবিধি পূজা করিলেন ও নানাবিধ স্তব করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। মহাদেবও সম্মানপূর্ব্বক দেবগণকে বিদায় দান করিয়া আত্মীয়ের সহিত হৃষ্টচিত্তে গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পার্ব্বতীকে আনন্দিত ও বীরককে ভয়ঙ্কর বিষস-দানবের বদন হইতে মুক্ত দেখিয়া, অত্যন্ত আনন্দ-সহকারে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।১৯১—২০৮।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ইতিহাসমিতি শ্রুত্বা পুনস্তে পরমর্ষয়ঃ।
ব্যাসং পরমসংহৃষ্টাঃ প্রপচ্ছুর্মুনিসত্তমম্॥ ১

মুনয় উচুঃ।

তস্মিন্ মহতি সংগ্রামে দারুণে লোমহর্ষণে।
শুক্রো দৈত্যপতির্বিদ্বান্ ভক্ষিতস্ত্রিপুরারিণা॥ ২
কল্পান্তদহনঃ কালো জঠরস্থঃ পিনাকিনঃ।
কিং চকার মহাযোগী রুদ্রস্য জঠরানলঃ॥ ৩
তপস্যন্তস্তু তং ভূয়ো ভার্গবং দীপ্ততেজসম্।
ন দদাহ কথং শুক্রং শম্ভোর্জঠরপঞ্জরাৎ॥ ৪
বিনিষ্ক্রান্তঃ পুনর্ধীমান্ ভগবন্তমুমাপতিম্।
কথমারাধয়ামাস কিয়ৎকালং স ভার্গবঃ॥ ৫
লেভেঽন্ধকো গাণপত্যং কথং শূলাগ্রনির্গতঃ।
এতৎ সর্ব্বমশেষেণ শৃণ্বতাং কথয়স্ব নঃ॥ ৬

সূত উবাচ।

ভগবান্ কালিকাপুত্রো যাথাতথ্যমুবাচ সঃ।

পঞ্চম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—সেই মহর্ষিগণ উক্ত ইতিহাস শ্রবণ করিয়া, হৃষ্টচিত্তে মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাসকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—সেই ভয়ঙ্কর ও লোমহর্ষণ যুদ্ধে দৈত্যপতি শুক্র ত্রিপুরারি কর্তৃক ভক্ষিত হইয়াও, কিরূপে রক্ষা পাইয়াছিলেন? মহাদেবের জঠরানল প্রলয়কালে প্রলয়াগ্নি স্বরূপ হইয়া সকল জগৎ দগ্ধ করিয়া থাকে; সেই অনল কিহেতু শুক্রকে উদর মধ্যে প্রাপ্ত হইলেও দগ্ধ করে নাই? ধীমান্ ভার্গব কিরূপে শম্ভুর জঠর-পঞ্জর হইতে নির্গত হইলেন ও কিরূপে তাঁহাকে আরাধনা করিয়া, তাঁহার প্রসাদপাত্র হইলেন এবং অন্ধক শূল হইতে নির্গত হইয়া কিরূপে গাণপত্য লাভ করিলেন?—এই সকল বিষয় শ্রবণ করিতে আমাদিগের নিতান্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে; আপনি আমাদিগের নিকট এই সকল বিষয় বিস্তার করিয়া বর্ণন করুন। অনন্তর বেদ-ভগবান্ কালিকাপুত্র জনমেজয়-যজ্ঞে মুনিগণ

তেষামেতদ্বচঃ শ্রুত্বা সত্রে পারীক্ষিতস্য তু॥ ৭
ব্যাস উবাচ।
অস্মিন্ মহতি সংগ্রামে তুষারশশিশীতলাম্।
ভার্গবো বারুণীং বিদ্যাং ভক্ষিতস্ত্রিপুরারিণা॥ ৮
মহামৃত্যুপ্রশমনীং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাং শিবাম্।
শৃণু মৃত্যুঞ্জয়াং বিদ্যাং পারম্পর্য্যক্রমাগতাম্॥ ৯
ওঁ নমস্তে দেবেশায় সুরাসুরনমস্কৃতায় ভূতভব্যমহাদেবায় হরিপিঙ্গললোচনায় বলায় বুদ্ধিরূপিণে বৈয়াঘ্রবসনচ্ছদায়ারণেয়ায় ত্রৈলোক্যপ্রভব ঈশ্বরায় হরায় হরিনেত্রায় যুগান্তকরণানলায় গণেশায় লোকশম্ভবে লোকপালায় মহাভুজায় মহাহস্তায় শূলিনে মহাদংষ্ট্রিণে মহেশ্বরায় কালায় কালরূপিণে নীলগ্রীবায় মহোদরায় গণাধ্যক্ষায় সর্ব্বাত্মনে সর্ব্বভাবনায় সর্ব্বগায় মৃত্যবে মৃত্যুদূতায় * পারিযাত্রসুব্রতায় ব্রহ্মচারিণে বেদান্তগায় পশুপতয়েঽব্যয়ায় শূলপাণিনে বৃষকেতবে হরয়ে জটিনে মুণ্ডিনে শিখণ্ডিনে লকুটিনে মহাযশসে ভূতেশ্বরায় গুহাবাসিনে বীণাপণবতূণবতেঽমরায় দর্শনীয়ায় বালসূর্য্যনিভায় শ্মশানচারিণে ভগবতে উমাপতয়ে অরিন্দমায় ভগস্যাক্ষিপাতিনে পূষ্ণোদশননাশনায় ক্রূরকর্ত্রে পাশহস্তায় প্রলয়কালাযোজ্যামুখায়াগ্নিকেতবে মুনয়ে দীপ্তায় বিশাম্পতয়ে উন্নায় বেপনকায় চতুর্থকায় লোকসত্তমায় বামনায় বামদেবায় বাগ্দাক্ষিণ্যায় বামতোভিক্ষবে ভিক্ষুরূপিণে জটিনে স্বয়ংজটিলায় শক্রহস্তপ্রতিষ্টম্ভকায় বসূনাং স্তম্ভকায় ঋতবে ঋতুকারায় কালায় মেধাবিনে মধুকরায়াচলায় বানস্পত্যায় বাজসনে নিত্যমাশ্রমপূজিতায় জগদ্ধাত্রে জগৎকর্ত্রে পুরুষায় শাশ্বতায় ধ্রুবায় ধর্ম্মাধ্যক্ষায় ত্রিবর্ত্মনে ভূতভাবনায় ত্রিনেত্রায় বহুরূপায় সূর্য্যাযুতসমপ্রভায় দেবায় দেবাতিদেবায় চন্দ্রাঙ্কিতজটায় নর্ত্তকায় লাসকায় পূর্ণেন্দুসদৃশাননায় ব্রহ্মণ্যায় শরণ্যায় সর্ব্বদেবময়ায় সর্ব্বতূর্য্যনিনাদিনে সর্ব্ববন্ধমোচনায় বন্ধনায় সর্ব্বধারিণে ধর্ম্মোত্তমায় পুষ্পদন্তায় পিভাগায় মুখ্যায় সর্ব্বহরায় হিরণ্যশ্রবসে দ্বারিণে ভীমায় ভীমপরাক্রমায় ওঁ নমো নমঃ॥ ১০
ব্যাস উবাচ।
ইমং মন্ত্রবরং জপ্ত্বা শুকো জঠরপঞ্জরাৎ।
নিষ্ক্রান্তো লিঙ্গমার্গেণ শম্ভোঃ শুক্রমিবোৎকটম্
গৌর্য্যা গৃহীতঃ পুত্রার্থং ততো বিদ্যেশ্বরঃ কৃতঃ।
অক্ষরশ্চামরঃ শ্রীমান্ দ্বিতীয় ইব শঙ্করঃ॥ ১২
ত্রিভির্বর্ষসহস্রৈস্তু সমতীতৈর্মহীতলে।
মহেশ্বরাৎ পুনর্জাতঃ শুক্রো বেদনিধির্মুনিঃ॥ ১৩
ব্যাস উবাচ।
দদর্শ শূলে সংশুষ্কং ধ্যায়ন্তং পরমেশ্বরম্।

* মৃত্যু হরায়েতি ক্বচিৎ পাঠান্তরম্।

এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, জিজ্ঞাসিত বিষয় সকল অবিকলরূপে বর্ণন করিতে লাগিলেন। ব্যাস বলিলেন,—সেই মহাযুদ্ধে ত্রিপুরারি যখন ভার্গবকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন, তখন ভার্গব তুষার ও শশীর ন্যায় শীতল, তাপনিবারিণী ও মৃত্যুঞ্জয়া বিদ্যা জপ করিতেছিলেন। তজ্জন্য তৎকালে জঠর মধ্যে তাঁহার বিনাশ ঘটে নাই। ভার্গব তৎকালে যে বিদ্যাবলে রক্ষা পাইয়াছিলেন, আমি মহামৃত্যু-প্রশমনী ও সিদ্ধিদায়িনী সেই মৃত্যুঞ্জয়া বিদ্যাকে পারম্পর্য্যক্রমে অবগত হইয়া তোমাদের নিকটে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। * দৈত্য-গুরু শুক্র এই মন্ত্র জপ করিয়া শম্ভুর জঠর-পঞ্জর হইতে, উৎকট রেতের ন্যায় লিঙ্গমার্গ দ্বারা নির্গত হইলেন। ১—১১। গৌরী তাঁহাকে পুত্রার্থে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি গৌরীর প্রসাদে অবিলম্বেই মৃতসঞ্জীবনী প্রভৃতি সকল বিদ্যায় অভিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। এইরূপে বহুদিন অতীত হইল। তিন সহস্র বৎসর অতীত হইলে, সেই বেদনিধি শুক্র পুনর্ব্বার মহেশ্বর হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং ক্ষয়রহিত ও অমর হইয়া দ্বিতীয় শঙ্করের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। ব্যাস বলিলেন,

* মন্ত্র বা তদর্থ প্রকাশ করা অনুচিত, অতএব মূলে দ্রষ্টব্য। অনুবাদক।

অন্ধকং ধৈর্য্যসম্পন্নং দানবং তং তপস্বিনম্‌ ॥১৪
মহাদেবং বিরূপাক্ষং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরম্‌।
অমৃতং শাশ্বতং স্থাণুং নীলকণ্ঠং পিনাকিনম্‌ ॥১৫
বৃষভাক্ষং মহাজ্ঞেয়ং পুরুষং সর্ব্বকামদম্‌।
কামারিং কামদহনং কামরূপং কপর্দ্দিনম্‌ ॥ ১৬
বিরূপং গিরিশং ভীমং স্রগ্বিণং রক্তবাসসম্‌।
যোগিনং কালদহনং ত্রিপুরঘ্নং কপালিনম্‌ ॥ ১৭
গূঢ়ব্রতং গুপ্তমন্ত্রং গম্ভীরং ভাবগোচরম্‌।
অণিমাদিগুণাধারং ত্রিলোকৈশ্বর্য্যদায়কম্‌ ॥ ১৮
বীরং বীরহণং ঘোরং বিরূপং মাংসলং পটুম্‌।
মহামাংসং রসোন্মত্তং ভৈরবং পরমেশ্বরম্‌ ॥১৯
ত্রৈলোক্যডামরং লুব্ধং লুব্ধকং যজ্ঞসূদনম্‌।
কৃত্তিকানাং সুতে রক্তমুন্মত্তং কৃত্তিবাসসম্‌ ॥ ২০
গজকৃত্তিপরীধানং ক্ষুব্ধং ভুজগভূষণম্‌।
দত্তালম্বঞ্চ বেতালং ঘোরশাকিনিপূজিতম্‌ ॥ ২১
অঘোরং ঘোরদৈত্যঘ্নং ঘোরঘোষং বনস্পতিম্‌।
ভস্মাঙ্গং জটিলং শুদ্ধং ভেরুণ্ডশতসেবিতম্‌ ॥ ২২
ভূতেশ্বরং ভূতনাথং পঞ্চভূতাশ্রিতং খগম্‌।
ক্রোধিনং নিষ্ঠুরং চণ্ডং চণ্ডীশং চণ্ডিকাপ্রিয়ম্‌ ॥
চণ্ডতুণ্ডং গরুত্মন্তং নিস্ত্রিংশং শবভোজনম্‌।
লেলিহানং মহারৌদ্রং মৃত্যুং মৃত্যোরগোচরম্‌ ॥২৪
মৃত্যোর্মৃত্যুং মহাসেনং শ্মশানারণ্যবাসিনম্‌।
রাগং বিরাগং রাগান্ধং বীতরাগং শতার্চ্চিষম্‌ ॥২৫
সত্ত্বং রজস্তমো ধর্ম্মমধর্ম্মং বাসবানুজম্‌।
সত্যন্ত্বসত্যং সদ্রূপমসদ্রূপমহেতুকম্‌ ॥ ২৬
অর্দ্ধনারীশ্বরং ভানুং ভানুকোটিশতপ্রভম্‌।
যজ্ঞং যজ্ঞপতিং রুদ্রমীশানং বরদং শিবম্‌ ॥ ২৭
অষ্টোত্তরশতন্ত্বেতন্মূর্ত্তীনাং পরমাত্মনঃ।
শিবস্য দানবো ধ্যায়ন্‌ মুক্তস্তস্মান্মহাভয়াৎ ॥ ২৮
দিব্যেনামৃতবর্ষেণ সিক্তিতশ্চ কপর্দ্দিনা।
তুষ্টেন মোক্ষিতস্তস্মাচ্ছূলাগ্রাদবরোপিতঃ ॥ ২৯
উক্তশ্চ সান্ত্বপূর্ব্বং যৎ কৃতং সর্ব্বং মহাত্মনা ॥৩০

ঈশ্বর উবাচ।

ভো ভো তুষ্টোঽস্মি দৈত্যেন্দ্র দমেন নিয়মেন চ
শৌর্য্যেণ তব ধৈর্য্যেণ বরং বরয় সুব্রত ॥ ৩১
আরাধিতস্ত্বয়া নিত্যং সর্ব্বনির্দ্ধূতকিল্বিষঃ।

একদা মহেশ্বর ভ্রমণ করিতে করিতে দানবরাজ অন্ধককে দেখিতে পাইলেন। তিনি তখন শূলপ্রোত ও শীর্ণকায় হইলেও ধৈর্য্য সহকারে মহেশ্বরের ধ্যান করিতেছিলেন। দানবরাজ এইরূপে মহেশ্বরের "মহাদেব, বিরূপাক্ষ, চন্দ্রার্দ্ধশেখর, অমৃত, শাশ্বত, স্থাণু, নীলকণ্ঠ, পিনাকী, বৃষভাক্ষ, মহাজ্ঞেয়, পুরুষ, সর্ব্বকামদ, কামারি, কামদহন, কামরূপ, কপর্দ্দী, বিরূপ, গিরিশ, ভীম, স্রগ্বী, রক্তবাসাঃ, যোগী, কালদহন, ত্রিপুরঘ্ন, কপালী, গূঢ়ব্রত, গুপ্তমন্ত্র, গভীর, ভাবগোচর অণিমাদি গুণশালী, ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্য-দায়ক, বীর, বীরহা, ঘোর, বিরূপ, মাংসল, পটু, মহামাংস, রসোন্মত্ত, ভৈরব, পরমেশ্বর, ত্রৈলোক্য-ডামর, লুব্ধ, লুব্ধক, যজ্ঞসূদন, ষন্মুখানুরক্ত, উন্মত্ত, কৃত্তিবাসাঃ, গজচর্ম্মবসন, ক্ষুব্ধ, সর্পভূষণ, আলম্বনদাতা, বেতাল, শাকনীপূজিত, অঘোর, দৈত্যঘ্ন, ঘোরঘোষশালী, বনস্পতি, ভস্মাঙ্গ, জটিল, শুদ্ধ, ভেরুণ্ডসেবিত, ভূতেশ্বর, ভূতনাথ, পঞ্চভূতাশ্রিত, খগ, ক্রোধী, নিষ্ঠুর, চণ্ড, চণ্ডীশ, চণ্ডিকাপ্রিয়, চণ্ডতুণ্ড, গরুত্মান্‌, নিস্ত্রিংশ, শবভোজন, লেলিহান, মহারৌদ্র, মৃত্যু, মৃত্যু-গোচর, মৃত্যুর মৃত্যুস্বরূপ, শ্মশানারণ্যবাসী, রাগস্বরূপ, বিরাগ, রাগান্ধ, বীতরাগ, শতার্চ্চি, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, বাসবানুজ, সত্য, অসত্য, সদ্রূপ, অসদ্রূপ, অহেতুক, অর্দ্ধনারীশ্বর, ভানুকোটিসদৃশ-প্রভাশালী, যজ্ঞ, যজ্ঞপতি, রুদ্র, ঈশান, বরদ ও শিব" অষ্টোত্তর শতমূর্ত্তি একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিয়া সেই মহাসঙ্কট হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। ১২—২৮। ভগবান্‌ কপর্দ্দী দানবরাজের অলৌকিক তপস্যা সন্দর্শনে তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে শূলাগ্র হইতে অবরোপিত করিলেন ও তাঁহার দেহে অমৃতবর্ষণ করিয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, হে দৈত্যেন্দ্র! আমি তোমার দম, নিয়ম, শৌর্য্য ও ধৈর্য্য সন্দর্শন করিয়া অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি। হে সুব্রত! বর প্রার্থনা কর; আমি এইরূপে আরাধিত হইয়া লোক সকলকে নিষ্পাপ করি ও তাহার

বরোঽহং বরার্হস্ত্বং মহাদৈত্যেন্দ্রসত্তম ॥ ৩২
প্রাণসন্ধারণাদস্তি যচ্চ পুণ্যফলং তব।
ত্রিভির্বর্ষসহস্রৈস্তু তেনাস্তু তব নির্বৃতিঃ ॥ ৩৩
এতচ্ছ্রুত্বান্ধকঃ প্রাহ বেপমানঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
ভূমৌ জানুদ্বয়ং কৃত্বা ভগবন্তমুমাপতিম্ ॥ ৩৪
ভগবন্ যদ্যদুক্তোঽহসি দীনো দীনপদাক্ষরঃ।
হর্ষগদ্গদয়া বাচা ময়া পূর্ব্বং রণাজিরে ॥ ৩৫
যদ্যৎ কৃতং বিমূঢ়ত্বাৎ কর্ম্ম লোকেষু গর্হিতম্।
অজানতা ত্বাং তৎ সর্ব্বং কামদোষাৎ কৃতং ময়া
পার্ব্বতীং প্রতি দুষ্টং যৎ তৎ ত্বমনসি মা কৃথাঃ
দুঃখিতস্য দয়া কার্য্যা কৃপণস্য বিশেষতঃ।
দীনস্য ভক্তিযুক্তস্য ভবিতা নিত্যমেব হি ॥ ৩৭
ক্ষম্যতাং মে মহাদেব কৃপণো দুঃখিতো ভৃশম্।
সোঽহং দীনো ভক্তিযুক্তো রচিতোঽয়ং মমাঞ্জলিঃ

ইয়ং দেবী জগন্মাতা পরিতুষ্টা মমোপরি।
ক্রোধং বিহায় সকলং প্রসন্না মাং নিরীক্ষতু ॥৩৯
ক্বাস্যাঃ ক্রোধঃ ক্ব কৃপণো দৈত্যোঽহং চন্দ্রশেখর
ক্ব ভবান্ পরমোদারঃ কামেন বিবশীকৃতঃ।
কাম-ক্রোধাদিভির্দোষৈর্জরসা মৃত্যুনা তথা ॥ ৪০
অয়ং তে বীরকঃ পুত্রো যুদ্ধশৌণ্ডো মহাবলঃ।
কৃপণং মাং সমালক্ষ্য মা মন্যুবশমন্বগাঃ ॥ ৪১
ভবেয়ং মা পুনর্দেবি নির্লজ্জো ধর্ম্মবর্জ্জিতঃ।
স্যামহং বীরকেণাপি তুল্যস্তে বল্লভঃ সুতঃ ॥ ৪২
তুষারহারশীতাংশু-শঙ্খকুন্দেন্দুবর্ণভাক্।
পশ্যেয়ং পার্ব্বতীং নিত্যং মাতরং গুরুগৌরবাৎ ॥
নিত্যং ভবদ্ভ্যাং ভক্তস্তু নির্ব্বৈরো দৈবতৈঃ সহ।
নিবসেয়ং গণৈঃ সার্দ্ধং শান্তাত্মা যোগচিন্তকঃ ॥৪৪

দিগের মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকি। আমার বিবেচনায় তুমিই বরদানের উপযুক্ত পাত্র, কারণ এ পর্য্যন্ত কোনও ব্যক্তি এরূপ কঠোর তপস্যা আচরণ করে নাই; অতএব তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহাই দান করিব। হে দৈত্যেন্দ্র! তুমি এইরূপ অবস্থাপন্ন হইলেও তিন সহস্র বৎসর প্রাণ ধারণ করিয়া যে পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছ, তদ্দ্বারাই তুমি চিরসুখী হইবে। দানবরাজ, মহেশ্বরের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া জানুদ্বয় ভূমিতে সংস্থাপিত করিল ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, কম্পমান-কলেবরে তাঁহাকে বলিতে লাগিল,—হে ভগবন্! আমি পূর্ব্বে মোহনিবন্ধন হইয়া আপনাকে জানিতে না পারিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে লোকগর্হিত যে সকল কটু-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি ও কাম-দোষে দূষিত হইয়া পার্ব্বতীর প্রতি যে সকল দুষ্ট-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম, সে সকল মনে করিবেন না; সাধুগণ দুঃখিত ব্যক্তির উপর দয়া করিয়া থাকেন; কৃপণ দীন ও মহা-ভক্তব্যক্তি বিশেষতঃ দয়ার পাত্র। হে দেব! আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন, কারণ আমি অত্যন্ত কৃপণ, দুঃখিত ও আপনার ভক্ত; আমাকে উদ্ধার না করিলে আপন নাম কলঙ্কিত হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন। ২৯—৩৮। জগতের মাতৃ-স্বরূপা পার্ব্বতী দেবীও আমার উপর ক্রোধ পরিত্যাগ করুন এবং প্রসন্ন হইয়া, কৃপা-কটাক্ষে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আমি আপনাদিগের ক্রোধের উপযুক্ত পাত্র নহি, সমকক্ষ ব্যক্তির উপরই ক্রোধ করা বিধেয়। আমি অতি নিকৃষ্ট, আপনি অত্যন্ত উদার ও কামবর্জ্জিত। দেবীও সর্ব্বগুণালঙ্কৃত। সুতরাং আপনাদিগের সহিত আমার তুলনা কোনরূপে হইতে পারে না। আমার উপর মন্যুবশ হইবেন না, আমি কদাচ পুনর্ব্বার এরূপ গর্হিত কার্য্য করিব না। কাম-ক্রোধাদি-বর্জ্জিত, জরা-মৃত্যু-রহিত, সংগ্রামদক্ষ, মহাবলশালী বীরক যেরূপ আপনাদিগের প্রিয়পুত্র-স্থানীয়, আমিও সেইরূপ আপনাদিগের পুত্রস্থানীয় হইতে ইচ্ছা করি। আমার শরীরও তুষার, মুক্তাহার, শীতাংশু, শঙ্খ ও কুন্দের ন্যায় শ্বেতত্ব লাভ করুক; নেত্রদ্বয়ও প্রত্যহ পার্ব্বতী দেবীর চরণাম্বুজ সন্দর্শন করিয়া আপনার জন্ম সফল করুক। মাতৃ-স্বরূপা পার্ব্বতীকেও যেন গুরুর ন্যায় গৌরবসহকারে প্রত্যহ সন্দ-র্শন করিতে পারি। আমার আত্মা শান্তি-গুণশালী হইয়া যোগচিন্তায় নিরত হউক;

মা স্মরেয়ং পুনর্জাতিং বিরুদ্ধাং দানবোদ্ভবাম্॥৪৫
এতাবদুক্ত্বা বচনং দৈত্যেন্দ্রো মৌনমাস্থিতঃ।
ধ্যায়ংস্ত্রিলোচনং দেবং পার্ব্বতীং প্রেক্ষ্য মাতরম্
ততো দৃষ্টস্তু রুদ্রেণ প্রসন্নেনৈব চক্ষুষা।
স্মৃতবান্ পূর্ব্ববৃত্তান্তমাত্মনো জন্ম চাদ্ভুতম্॥ ৪৭
তস্মিন স্মৃতে চ বৃত্তান্তে ততঃ পূর্ণমনোরথঃ।
প্রণম্য মাতাপিতরৌ কৃতকৃত্যোঽভবৎ ততঃ॥৪৮
পার্ব্বত্যা মূর্দ্ধ্যুপাঘ্রাতঃ শঙ্করেণ চ ধীমতা।
যথাভিলষিতং লেভে তুষ্টাদ্বালেন্দুশেখরাৎ॥ ৪৯
এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতমন্ধকস্য পুরাতনম্।
মৃত্যুঞ্জয়ঞ্চ কথিতং মন্ত্রং মৃত্যুবিনাশনম্।
পঠিতব্যং প্রযত্নেন সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥ ৫০

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়ামন্ধক-
সিদ্ধির্নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫

এবং আপনাদিগের, দেবতাদিগের ও প্রমথদিগের সহিত যেন নির্ব্বৈরচিত্তে প্রত্যহ বাস করিতে পারি। বিরুদ্ধ দানবজাতি আর যেন স্মৃতিপথে আবির্ভূত না হয়। দানবরাজ এই পর্য্যন্ত বলিয়া মৌনাবলম্বন করিল এবং পার্ব্বতী ও মহাদেবকে একমনে ধ্যান করিতে লাগিল। অনন্তর রুদ্রদেব দানবরাজকে প্রসন্ননেত্র দ্বারা সন্দর্শন করিবামাত্র পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল ও আপনার অদ্ভুত জন্ম তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। অনন্তর সেই সকল বৃত্তান্ত স্মৃত হইলে পর, দানবরাজের মনোরথ পূর্ণ হইল। তিনি মাতৃ ও পিতৃস্বরূপ পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া, কৃতার্থতা লাভ করিলেন এবং পার্ব্বতী ও ধীমান্ শঙ্কর কর্তৃক মস্তকদেশে আঘ্রাত হইয়া, সন্তুষ্ট চন্দ্রশেখরের প্রসাদে অভীষ্টসকল লাভ করিলেন। তোমাদিগের নিকট অন্ধকাসুরের পুরাতন বৃত্তান্ত সকল বর্ণন করিলাম। মৃত্যুবিনাশক মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রও বর্ণিত হইল, যাহা যত্নপূর্ব্বক পঠিত হইলে, কামফল সকল প্রদান করিয়া থাকে। ৩১—৫০।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উবাচ।

পতিব্রতা নিত্যমশেষধাত্রী
সত্যব্রতা সাপি তপোঽন্বিতা চ।
কিমাত্মনো রক্ষয়িতুং হ্যশক্তা
গৌরীং পরং পালয়তি স্বয়ম্ভূঃ॥ ১
আচক্ষ সর্ব্বং স্বমনোমতং তৎ
কালী সতী গৌরবতাং প্রপন্না।
প্রভাবমস্যাঃ শ্রুত এব যত্না-
ল্লিঙ্গং যথা পূজ্যতমং হি শম্ভোঃ॥ ২
সূত উবাচ।
যস্মাচ্চ যেন চ যদা চ যথা চ যচ্চ
যাবচ্চ যত্র চ শুভাশুভমাত্মকর্ম্ম।
তস্মাচ্চ তেন চ তদা চ তথা চ তচ্চ
তাবচ্চ তত্র চ কৃতান্তবশাদুপৈতি॥ ৩
সুচারুরূপাং স্তনভারনম্রাং
সুরূপিণীং মত্তগজেন্দ্রযানাম্।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মুনি সকল বলিলেন,—পতিব্রতা, অশেষ জীবের ধাত্রীস্বরূপা, সত্যব্রতশালিনী ও তপস্বিতা সেই ভগবতী পার্ব্বতী দেবী, কি নিমিত্ত আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই, কি নিমিত্তই বা ভগবান্ স্বয়ম্ভু তৎকালে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন? এই সকল বিষয় আপনি যেরূপ জানেন, তাহা আমাদিগের নিকট বর্ণন করুন। সতীকুলশিরোমণি ও গৌরবশালিনী কালীর প্রভাব সাধারণ নহে, তাহা শিবলিঙ্গের ন্যায় পূজ্যতম, ইহা লোকপরম্পরায় আমরা শ্রবণ করিয়াছি। সূত বলিলেন,—যৎকারণে যৎপরিমিত শুভ ও অশুভাত্মক কর্ম্ম সকল যাহা হইতে, যদ্দ্বারা ও যে প্রকারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তৎকালে, তৎপরিমিত সেই সকল কর্ম্ম, তাহা হইতে, তদ্দ্বারা ও সেই প্রকারে কৃতান্তের (দৈবের) বশীভূত হইয়া তদনুসারে প্রবৃত্ত হয়, ইহা প্রাণী মাত্রের বিদিত

দাক্ষায়ণীং চন্দ্রমুখীং নিরীক্ষ্য
রুরুঃ কদাচিন্মলয়ে কৃতঘ্নঃ ॥ ৪
দৈত্যস্ততো মারশিলীমুখৈস্ত
প্রতপ্তগাত্রোঽভিহতান্তরাত্মা।
বর্ষাযুতং সূর্য্যমরীচিকোটি-
নির্ভিন্নমর্ম্মা তপ এব চক্রে ॥ ৫
পাষাণভূতশ্চ সুনিশ্চয়েন
আহারহীনো মমতাবিহীনঃ।
ততঃ কদাচিৎ তমুবাচ দেবঃ
পদ্মোদ্ভবঃ পদ্মপলাশকান্তিঃ ॥ ৬
কিমর্থমেতৎ তপ আশ্রিতং তে
দৈত্যেন্দ্র ঘোরং কথয়স্ব সর্ব্বম্।
নিশম্য তৎ তদ্বচনং হি তস্য
দৈত্যোঽব্রবীদ্ধ্যাননিমীলিতাক্ষঃ ॥ ৭
দাক্ষায়ণী মে ভবতু প্রহৃষ্টা
ভার্য্যা ভবো বৈ হি মমাস্তু বশ্যঃ।

মা মেঽস্তু মৃত্যু রুষিতাৎ তু দেবাৎ
স্ত্রীণাং সকাশাদ্বিভিয়াং ন জাতু ॥ ৮
মুগ্ধাঃ স্ত্রিয়স্ত্ববলাঃ স্থৈর্য্যধৈর্য্যাঃ
পরাক্রমে শৌর্য্যসুবীর্য্যহীনাঃ।
এবং রুরোর্বাচমিমাং নিশম্য
স জাতহাসো ভগবানুবাচ ॥ ৯
নৈতৎ সত্যং ত্রিষু লোকেষু দৈত্য
সুদুর্লভা শঙ্করেণাপি নিত্যম্।
জগন্মাতা পার্ব্বতী লোকপূজ্যা
কালত্রয়ে কুত্রচিদপ্যনার্য্য ॥ ১০
সুসম্প্রাপ্যা চেৎ সা ভবিষ্যৎসুশম্ভো-
র্ন শঙ্করোঽন্যাং ললনাং গমিষ্যন্।
ন জাহ্নবীং শিরসা ধারয়িষ্যন্-
ন চেন্দুলেখামথবাপি সন্ধ্যাম্ ॥ ১১
নানাস্ত্রিয়শ্চাটুশতৈরনেকৈ-
র্নারাধয়িষ্যন্ বিবিধৈরুপায়ৈঃ।

রতি নাই। কোনও সময়ে কৃতঘ্ন রুরুনামা দানব মলয়াচলে অবস্থিত হইয়া, চারুরূপা, ..নতার-নম্রা, মত্ত গজরাজের ন্যায় গতিশীলা ও চন্দ্রমুখী দাক্ষায়ণীকে দর্শন করিয়াছিল। ইঁহাকে দর্শন করিবামাত্র তাহার হৃদয় কাম-বাণে বিদ্ধ হইল; আর সে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিল না। কি উপায়ে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে,এই চিন্তাই তাহার বলবতী হইয়া উঠিল। অনন্তর হতচেতাঃ সেই দানব সূর্য্য-মরীচি দ্বারা ভিন্নমর্ম্মা হইলেও দাক্ষায়ণীর লাভ-কাম-নায় অযুত বৎসর তপস্যা করিয়াছিল। তৎ-কালে কোনও বস্তুতে তাহার মমতা ছিল না এবং সে অনাহার নিবন্ধন পাষাণের ন্যায় জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনন্তর কোনও সময় পদ্মপলাশের ন্যায় কান্তিশালী ভগবান্ পদ্মযোনি প্রত্যক্ষ হইয়া তাহাকে বলিলেন,—হে দৈত্যেন্দ্র! তুমি কি নিমিত্ত এইরূপ ঘোর তপস্যা আচরণ করিতেছ, সে সকল আমার নিকট প্রকাশ কর, সঙ্কোচ করিও না। দৈত্য-রাজ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিল, সে সময় তাহার নেত্রদ্বয়ও ধ্যান বশত নিমীলিত হইয়াছিল! দাক্ষায়ণী হৃষ্টচিত্তে আমার ভার্য্যাত্ব স্বীকার করুন। মহাদেব যেন চিরদিনের জন্য আমার বশ্য থাকেন। দেবগণ রুষ্ট হইলেও যেন আমার কোনরূপ অনিষ্ট করিতে না পারেন এবং স্ত্রীদিগের নিকট কদাচ ভীত না হই। স্ত্রী সকল অত্যন্ত মুগ্ধ ও বলহীন, ইহাদিগের ধৈর্য্যের স্থিরতা নাই ও পরাক্রম প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই। ইহারা একবারে বীর্য্যহীন, ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পদ্মযোনি রুরুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন,—রে অনার্য্য দানব! তোমার প্রার্থনা কখনও ফলবতী হইবে না। কারণ পার্ব্বতী দেবী জগতের মাতৃস্বরূপা এবং লোকত্রয় ও কাল-ত্রয়ে পূজ্যা। ভগবান্ শঙ্করও অনায়াসে তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন নাই। ১—১০। ভগবান্ শম্ভু যদি অনায়াসে পার্ব্বতীকে লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি কি অপর স্ত্রীতে উপগত হইতেন না এবং জাহ্নবী, ইন্দুলেখা ও সন্ধ্যা দেবীকে মস্তক দ্বারা ধারণ করিতেন না। পার্ব্বতীর দুর্লভত্বনিবন্ধনই তিনি সর্ব্বদা তাঁহার

তস্মাদলং গচ্ছ বরাপ্সরোভিঃ
ক্রীড়াং স চেজ্জীবিতুং তে মনোজ্ঞম্ ॥১২
গচ্ছাথবা পার্ব্বতীং পশ্য দেবীং
তাং প্রার্থয়ানস্তু যথেহ কশ্চিৎ।
তত্রৈব বা স্থীয়তাং কালরাত্রিং
কপর্দ্দিনং বা ত্রিপুরারিমুগ্রম্ ॥ ১৩
এতাবদুক্ত্বা বচনং মহাত্মা
প্রজাপতির্ব্যোমচরো বভূব।
স দানবেন্দ্রোঽপি গতোঽথ শম্ভৌ
চক্রে রুরুস্তত্র তপঃ সুরৌদ্রম্ ॥ ১৪
তপোঽগ্নিনা তন্মলয়ং দদাহ
দন্দহ্যমানো ভগবান্ পিনাকী।
গতোঽন্যদেশং তরসা সদারো
ভয়াৎ তপোঽগ্নেঃ পরতঃ পরস্ত ॥ ১৫

গৌরী পতিং প্রাহ পলায়সে কিং
নিবার্য্যতাং বহ্নিরয়ং প্রভুত্বাৎ।
অগাদগং যাসি ভয়াৎ কিমর্থং
প্রব্রূহি সত্যং বচনং তথোক্তঃ ॥ ১৬
নিশম্য গামীদৃশমিন্দুমৌলি-
স্তস্যাঃ স তামাহ,শৃণু প্রিয়ে বৈ।
ত্বাং প্রার্থয়ানো রুরু ় ষ দৈত্য-
স্তপশ্চচারোগ্রমতিস্তু তেন ॥ ১৭
ত্রৈলোক্যমেতৎ সচরাচরং বৈ
নির্দ্দগ্ধমীষ্টে তপসা পরেণ।
নাহং সমর্থস্ত্বয়ি তৎ কুরুষ
যচ্ছক্যসে যত্নমতোঽদ্য কিঞ্চিৎ ॥ ১৮
এষোঽঞ্জলিঃ শীলধনে ময়া তে
ত্রৈলোক্যমেতৎ সচরাচরঞ্চ।
রক্ষ স্বমাত্মানমিহোপয়স্য
ক্ষমস্ব মন্যুং ময়ি মা কৃথাস্ত্বম্ ॥ ১৯

মাত্র কেবল অনুসরণ করিয়া থাকেন এবং তিনি (মহেশ্বর) নানাবিধ স্ত্রী সকলকে বিবিধ উপায় সকল অবলম্বন করিয়া প্রিয়-বাক্য দ্বারা রঞ্জিত করিতেন না। অতএব উক্তরূপ বর-প্রার্থনা হইতে বিরত হইয়া গমন কর। যদি তোমার মূঢ় চিত্তে বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে অপ্সরাদিগের সহিত ক্রীড়া কর; উক্তরূপ বাক্য আর মুখে আনিও না। কিংবা দরিদ্র ব্যক্তি যেরূপ ধনলাভ-লোভে আকৃষ্ট হইয়া, একমনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করত অত্যন্ত দুঃখসহকারে কালযাপন করে, তুমিও সেইরূপ পার্ব্বতী-লোভে আকৃষ্ট হইয়া তথায় গমন করত একমনে তাহাকে সন্দর্শন কর এবং ভয়ঙ্কর মহেশ্বরকে তথায় দর্শন করিয়া কালরাত্রি-স্বরূপা পার্ব্বতীদেবীর লাভ-প্রত্যাশায় বিরত হও। মহাত্মা প্রজাপতি উক্তরূপ বাক্য বলিয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ প্রজাপতি গমন করিলে পর, দানবেন্দ্র রুরুও সেই স্থানে ভয়ঙ্কর তপস্যা করিতে লাগিল। তৎকালে মলয়পর্ব্বত দানব-রাজের তপোগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইতে লাগিল। ভগবান্ পিনাকীও সেই তপোগ্নিদগ্ধ হইয়া, পার্ব্বতীর সহিত ভয়ক্রমে তথা হইতে ঝটিতি দেশান্তরে পলায়ন করিলেন। অনন্তর গৌরী দেবী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি নিমিত্ত পলায়ন করিতেছেন? এই বহ্নিকে প্রভাব দ্বারা নিরস্ত করুন এবং কি নিমিত্ত এই স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতেছেন, ইহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করুন। ভগবান্ চন্দ্র-শেখর পার্ব্বতীদেবীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে প্রিয়ে! শ্রবণ কর। এই রুরু নামক দানব তোমাকে প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করিয়া এইরূপ কঠোর তপস্যা আচরণ করিতেছে ও তন্নিবন্ধনই এই সচরাচর বিশ্বকে তপস্যা দ্বারা দগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমি এই বিষয়ের জন্য তোমাকে অনুরোধ করিতে পারিব না; তুমি যদি ইহার কোন প্রতিবিধান করিতে পার, তবে তদ্বিষয়ে যত্ন করিতে অতি শীঘ্র প্রবৃত্ত হও। হে সুশীলে! আমি তোমার নিকট করযোড় করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই চরাচর বিশ্ব,আমাকে ও আত্মাকে রক্ষা কর ও এইরূপ অনুচিত প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া আমার উপর

তং তাপসং গচ্ছ রুরুং বনস্থং
বিমোহয়ন্তী ত্বমপীহ শক্ত্যা।
তং তাদৃশং সা বচনং নিশম্য
শম্ভোস্তু গৌরী চকিতা তদাভূৎ ॥ ২০
ক্রুদ্ধা ততঃ সাপি বনং জগাম
বিন্ধ্যাচলে নাগমহেন্দ্রকল্পম্।
সংযুধ্যমানং গুরুমুষ্টিঘাতৈ-
স্তচ্চর্ম্মণা বেষ্টিতগাত্রযষ্টিম্ ॥ ২১
গজেন্দ্ররক্তেন তু লিপ্তগাত্রং
দদর্শ সিংহং সুবিদারিতাস্যম্।
সা লীলয়া তং নিজঘান ঘোরং
তচ্চর্ম্মণাচ্ছন্নকটিস্থলা চ ॥ ২২
রক্তেন সিংহস্য চ সিক্তকেশী
লম্বোদরী বৈকৃতিকা বভূব।
প্রচণ্ডহুঙ্কারশতানি কৃত্বা
প্রাপ্তা গুহাং দানবসত্তমস্য ॥ ২৩

পাদপ্রহারৈরথ মুষ্টিঘাতৈ-
র্হত্বা কপাটার্গলমেব তস্য।
কৃত্বাট্টহাসং প্রলয়াভ্রঘোষা
উবাচ তং মীলিতলোচনন্তু ॥ ২৪
প্রাপ্তাস্মি যদ্দৃষং করণীয়মস্তি
এবাস্মি গৌরী তব কিং করোমি।
অলং মহাদৈত্য তব শ্রমেণ
আচক্ষ সর্ব্বং মনসেপ্সিতং তে ॥ ২৫
দৈতেন্দ্র কিং ত্বং তপসা কৃতেন
তং তং কুরুষ্বাদ্য মনোরথন্তু।
দংষ্ট্রাকরালামথ তাং স দৃষ্ট্বা
সংহৃষ্টরোমা পতিতো ধরণ্যাম্ ॥ ২৬
ধৈর্য্যং গৃহীত্বাপ্যথ তামুবাচ
গৌরী চ ন ত্বং ব্রজ কালরাত্রি।

কোপ করিও না। অরণ্যস্থিত সেই তাপসের নিকট গমন করিয়া অসাধারণ সৌন্দর্য্য দ্বারা তাহাকে বিমোহিত করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে তাহার নিয়ম ভঙ্গ হইবে, তপঃপ্রভাবও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে ন্যন হইয়া পড়িবে। সেই গৌরী তৎকালে স্বামীর সেইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অসামর্থ্য-শঙ্কায় কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন। ১১—২০। অনন্তর দেবী ক্রুদ্ধ চিত্তে বিন্ধ্যাচলে যাইয়া দেখিলেন,—ঐরাবত সদৃশ কোনও হস্তীর সহিত একটা প্রকাণ্ড সিংহ মুষ্টিপ্রহারাদি দ্বারা ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে;—ক্ষণে ক্ষণে সেই গজেন্দ্রের গাত্র মধ্যেই আত্মগোপন করিতেছে। দেবী তাহা দেখিয়া অবলীলাক্রমে সেই সিংহকে সংহার করিলেন। সেই সিংহের গাত্র গজেন্দ্র-রক্ত-বিলিপ্ত ও আস্য অত্যন্ত বিদারিত ছিল; পার্ব্বতী তাহার চর্ম্ম দ্বারা কটিস্থল আবৃত করিলেন; তখন তাঁহার কেশপাশ সিংহরক্তে সিক্ত হইয়াছিল। উদরের লম্বতা জন্য আকারের বিকৃতিও অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। সেই দেবী তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড শত শত হুঙ্কার করিয়া দানবরাজের গুহাসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং পাদপ্রহার ও মুষ্টিঘাত দ্বারা তাহার কপাটার্গল ভগ্ন করিয়া, প্রলয়-কালীন মেঘের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে হাস্য করিতে লাগিলেন এবং দানবরাজের নেত্রদ্বয় তাহা দর্শন করিবামাত্র মুদ্রিত হইলে পর, তাহাকে বলিতে লাগিলেন, হে দৈত্যেন্দ্র! তুমি এতকাল যাহার প্রাপ্তি কামনায় কঠোর তপস্যা আচরণ করিতেছিলে, আমি সেই গৌরী তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, তোমার যে সকল কর্ত্তব্য কার্য্য আছে, তাহা আদেশ কর, আমি তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করিব। তোমার আর পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন নাই, অভিলষিত সকল ব্যক্ত কর, সঙ্কোচ করিও না। হে দানবেন্দ্র! তুমি আর অধিক তপস্যা করিয়া কি করিবে? শ্রেষ্ঠ মনোরথের সফলতা সম্পাদন কর। অনন্তর দৈত্যরাজ এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিল ও তাদৃশী দেবীকে দর্শন করিবামাত্র সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল। কিয়ৎপরে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া দেবীকে বলিতে লাগিল,—হে কালরাত্রিস্বরূপিণি! তোমার আকার যেরূপ কদর্য্য দেখি-

গৌরী মৃগাত্রা শশিপূর্ণবক্ত্রা
সুচারুরূপা স্তনভারনম্রা ॥ ২৭
তপোঽগ্নিনা হন্ত পরস্পরেণ
ত্রৈলোক্যমেতৎ প্রদহামি গচ্ছ।
ন গচ্ছসে বা নিহতো ময়া ত্বং
গমিষ্যসে প্রেতপতেঃ সকাশম্ ॥ ২৮
এতাবদুক্ত্বা গদয়া জঘান
তাং যোগসিদ্ধাং গিরিরাজপুত্রীম্।
তয়া চ মুষ্ট্যা নিহতঃ স দৈত্যঃ
শস্ত্রাস্ত্রসঙ্ঘৈরপি সা চ তেন ॥ ২৯
পাষাণবর্ষৈশ্চ তয়া স দৈত্যো
বৃক্ষৈরনেকৈর্গিরিভিস্তথৈব।
জলাগ্নিবর্ষৈর্বিবিধৈরনেকৈঃ
সর্পৈর্মহাঘোরবিষং বমদ্ভিঃ ॥ ৩০
দন্তৈর্নখৈর্ভক্ষিতক্রূরকর্ম্মা
মায়াং চকারাথ সুদুর্নিবার্য্যাম্।
সুশোণিতস্রাবসমুদ্ভবাংশ্চ
শ্রীবীর্য্যতুল্যাংস্তু রুরুন্ সসর্জ্জ ॥ ৩১
অনন্তরূপান্ মলিনো বিরূপান্
করালদংষ্ট্রানতুলপ্রভাবান্।
ততো মহাসৈন্যমনন্তসংখ্যং
দৃষ্ট্বাপ্যুমা স্বাং তনুতশ্চকার ॥ ৩২
স্ত্রীসৈন্যমুগ্রং বিকৃতং হি ঘোরাং
সন্তক্ষণার্থং হি রিপোর্বলস্য।
দৈত্যেন্দ্রসৈন্যন্তথ চণ্ডিকাভিঃ
সন্তক্ষিতং তৎক্ষণচণ্ডিকায়াঃ ॥ ৩৩
সন্তক্ষিতং সকলং শোণিতঞ্চ
সর্ব্বং নিপীতং ক্ষতজং রুরূণাম্।
পীত্বা প্রমত্তা দিতিজস্য মায়াং
গৌরী চ তেষাং রুধিরঞ্চ ভূরি ॥ ৩৪
একাকিনী ঘোররূপা করালা
পুনঃ সমগ্রং হৃদয়ে নিধায়।

তেছি, তাহাতে বোধ হয়, তুমি কদাচ গৌরী নহ; কারণ গৌরী অতিশয় চারুরূপা ও স্তন-ভারনম্রা। তাঁহার মুখ চন্দ্রের ন্যায়, বর্ণ কাঞ্চনের ন্যায় ও বাহুদ্বয় মৃণালের ন্যায়, সুতরাং তাঁহার সহিত তোমার তুলনা কোনরূপে হইতে পারে না, তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ; অতএব যথেচ্ছ গমন কর, আমি তোমাকে আহ্বান করি নাই। আমি তপোগ্নি দ্বারা ত্রিজগৎ দগ্ধ করিতেছি, ইহাতে তোমার ক্ষতি কি? তুমি স্ব স্থানে গমন কর। অথবা আমা কর্ত্তৃক সেবিত না হইয়া যাইতে পারিবে না, আমি তোমাকে অবিলম্বেই প্রেতপতি-সমীপে প্রেরণ করিব। অনন্তর সেই দানব-রাজ উক্তরূপ বাক্য বলিয়া, যোগসিদ্ধা সেই গিরিরাজ-পুত্রীকে গদা দ্বারা আঘাত করিল; দেবীও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দানব-রাজকে মুষ্টি দ্বারা আহত করিলেন। এইরূপে পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ পরে দানবরাজ পাষাণ-বৃষ্টি, উৎপাটিত বৃক্ষ ও পর্ব্বতসমূহ এবং জলবৃষ্টি, অগ্নিবৃষ্টি ও ঘোরতর বিষ-বমনশীল বিবিধ সর্পসমূহ দ্বারা দেবীকে আঘাত করিতে লাগিল। অনন্তর ক্রূরকর্ম্মশীল সিংহ প্রভৃতি জন্তুর ভক্ষণকারী সেই দানবরাজ পার্ব্বতী কর্ত্তৃক দন্ত ও নখ দ্বারা বিদারিত হইয়া দুর্নিবার্য্য মায়াজাল বিস্তার করিল এবং স্বকীয় রুধিরপ্রবাহ-সম্ভূত আত্মানুরূপ অসঙ্খ্য দানবগণকে সৃষ্টি করিল; তাহাদিগের রূপের ইয়ত্তা ছিল না; দংষ্ট্রাসকল অতিশয় ভীষণ ছিল, রূপগত বিকৃতিও যত হইতে পারে, তদপেক্ষা ন্যূন ছিল না; প্রভাব অনুপম ছিল। অনন্তর উমাদেবী সেই অনন্ত সৈন্যসাগর দর্শন করিয়া স্বকীয় দেহ হইতে অসংখ্য বিকৃতরূপশালী ও ভীষণ স্ত্রী-সৈন্য সৃষ্টি করিলেন; তাহারা সৃষ্ট হইবামাত্র শত্রু-সৈন্যভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল। রিপুসৈন্য সকল চণ্ডিকা কর্ত্তৃক অভিনব সৃষ্ট স্ত্রীসৈন্য দ্বারা ভক্ষিত হইয়া, ক্ষণকাল মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া পড়িল। দানবগণের রুধির সকল নিঃশেষরূপে পীত হইলে পর আর নূতন দানব দেহ উৎপন্ন হয় নাই। অনন্তর প্রমত্তা গৌরী তাহাদিগের প্রভূত রুধির ও দৈত্যরাজের মায়া পান করিয়া সকল বিষয় হৃদয়ে সংস্থাপন-

বিনাশয়িত্বা প্রবিভূতমায়া
প্রচণ্ডদোর্দ্দণ্ডশতৈরনেকৈঃ ॥ ৩৫
যুদ্ধং চকারাদ্ভুতদর্শনেন
একেন মায়াশতগৃহিতেন।
ততঃ স মায়ী কুপিতশ্চ কুর্ব্বন্
প্রচণ্ডবাতানুকৃতিং স দৈত্যঃ ॥ ৩৬
ততশ্চচারাশু গতস্ত্রিলোকী-
মাব্রহ্মলোকাদি সমস্তমেতৎ।
পুনর্নভঃ স্বর্গমগাৎ ক্ষণেন
ততঃ স পাতালতলং সমগ্রম্ ॥ ৩৭
কালানলাস্তং জগদপ্রমেয়ো
বভ্রাম তস্যাস্তথ বঞ্চনার্থম্।
দৈত্যস্ত খিন্না গিরিরাজকন্যা
চক্রে ততঃ স্থূলমতীব রূপম্ ॥ ৩৮
কালানলার্কদ্যুতিমপ্রমাণং
রূপস্য যস্যাদ্ভুতবিক্রমস্য।
প্রমাণমুক্তস্ত্বপি চণ্ডিকায়াঃ
কিন্ত্বস্য রন্ধ্রস্য পিতামহেন ॥ ৩৯
চক্রে ন জাতো ন জনিষ্যতে বা
সমগ্ররূপস্য প্রমাণবক্তা।
ব্রহ্মাণ্ডমেতদ্বদরাণ্ডকল্পং
যত্রান্তরস্থং কণবদ্বিভাতি ॥ ৪০
অনন্ত-রুদ্রাদি-শিবাদিসংখ্যে
জগত্রয়ে বদনান্তর্নিলীনে।
স্থিত্বা গতিং দৈত্যবরস্য তস্য
পদাৎ পদং গন্তুমশক্ত আসীৎ ॥ ৪১
গৌর্য্যা ততো দৈত্যবরো বিমূঢ়ো
ভুজৈর্গৃহীত্বা শির উচ্চকর্ত্ত।
নখাঙ্কুরৈর্বজ্রময়ৈস্ত্র লব্ধিঃ
স্বদেহমত্যদ্ভুতচণ্ডবীর্য্যঃ ॥ ৪২
আচ্ছাদয়ামাস রিপোশ্চ কৃত্বা
বর্ম্মাস্য কৃৎস্নঞ্চ নিকৃত্য দেবী।
দৈত্যেন রক্তেন সবুদ্বুদেন
ব্যাপ্তং শিরাজালশতৈস্তু যত্তৎ ॥ ৪৩
সবুদ্বুদং সোষ্ণমতীব হৃদ্যং
সম্ভক্ষ্য মাংসানি চ তানি গৌরী।

পূর্ব্বক মায়াশতাচ্ছন্ন ও অদ্ভুত-দর্শনশালী এক দানবের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; অনন্তর মায়াবী সেই দানব তদ্দর্শনে অত্যন্ত কুপিত হইল ও প্রচণ্ড বায়ুর অনুকরণ করিয়া, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত ত্রিলোকীতে অতি সত্বর বিচরণ করিতে লাগিল; পুনর্ব্বার আকাশ ও স্বর্গে গমন করিল এবং ক্ষণকাল মধ্যেই পুনর্ব্বার পাতালতলে গমন করিল। অনন্তর অপ্রমেয় সেই দানব, গৌরীর বঞ্চনা নিমিত্ত কালানলনাশ্য এই জগতের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। পার্ব্বতীও অত্যন্ত খিন্ন হইয়া তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত অতিশয় স্থূলরূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার বিক্রম অত্যন্ত অদ্ভুত এবং দীপ্তিপুঞ্জ প্রকালয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় ছিল, কোনও ব্যক্তি তাঁহার প্রমাণের ইয়ত্তা করিতে পারে নাই; ভগবান্ পিতামহও তাঁহার রোমকূপের পরিমাণ করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। ২১—৩৯। যে ব্যক্তি সেই সমগ্র-রূপের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে পারে, তাদৃশ ব্যক্তি ইহ জগতে জন্মগ্রহণ করে নাই ও করিবে না। এই ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার মধ্যে বদর, অণ্ড ও কণের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে, এই জগৎত্রয় যাঁহার বদন মধ্যে নিলীন হইলে পর সংহারক রুদ্রাদি ও পালক শিবাদিও যাঁহার মধ্যে কণের ন্যায় দীপ্তি পাইয়া থাকেন, দানবেন্দ্র তাঁহার সমীপে অবস্থিত হইয়া পদ হইতে পদান্তরও গমন করিতে সমর্থ হয় নাই। অদ্ভুত ও প্রচণ্ড-বীর্য্যশালী দানবরাজ গৌরী কর্ত্তৃক ভুজ দ্বারা গৃহীত হইবামাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল; গৌরীও অবসর পাইয়া বজ্রসন্নিভ নখাঙ্কুশ দ্বারা তাহার মস্তকচ্ছেদ করিলেন। অনন্তর দেবী, দানবরাজের সকল শরীর কৃত্তি (চর্ম্ম) দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। তাহার দেহ তৎকালে বুদ্বুদযুক্ত দানবীয় রুধির ও শত শত শিরা দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। গৌরীও বুদ্বুদযুক্ত উষ্ণ ও অত্যন্ত হৃদ্য দানবীয় রুধির ও মাংস সকল ভক্ষণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান

গতা প্রহৃষ্টা তু কৃপাণহস্তা
দৃষ্ট্বা চ তং তাদৃশরূপধারী ॥ ৪৪
গণৈরসংখ্যৈরধিগম্যমানো
যত্র স্থিতোঽসৌ ভগবান্ পিনাকী।
কপালমালী ভগবান্ প্রহৃষ্ট
উত্থায় চালিঙ্গনমেব চক্রে ॥ ৪৫
অঙ্কে চ কৃত্বা শনকৈরনন্তং
পপৌ মহারক্তমপি প্রকামম্।
নিবেদিতং যদ্গিরাজপুত্র্যা
তাং পায়য়ামাস চ পানমত্তঃ ॥ ৪৬
তং পীতশিষ্টং সুতরাং পপৌ চ
গাত্রাণি গাত্রেষু নিধায় তস্যাঃ।
গজেন্দ্রসিংহোদ্ধতদৈত্যরক্তৈ
তদ্গাত্ররক্তৈরনুলিপ্তগাত্রঃ ॥ ৪৭
রুরোশ্চ তত্রাপি চ কৃত্তিবাসা
হিমাচলঃ কিংশুকপুষ্পকুঞ্জঃ।
ততো দদৌ পর্ব্বতরাজপুত্রী
সিংহস্য চর্ম্মাদ্ভুতখেলনায় ॥ ৪৮

মাতঙ্গকৃত্তিঞ্চ মহাবিশালাং
বিশাললোলায়তচারুনেত্রা।
মৃগেন্দ্রচর্ম্মাপ্যথ তদ্গৃহীত্বা
চকার কট্যাং ভগবান্ পিনাকী ॥ ৪৯
মাতঙ্গকৃত্তিঞ্চ করৈর্গৃহীত্বা
জুগোপ গাত্রাণি ততঃ স্মরারিঃ।
দেবী রুরোশ্চর্ম্মবিগূহিতাঙ্গী
প্রমোদমানা সহিতা সখীভিঃ ॥ ৫০
তত্র স্তুতা বৈ ঋষিভিঃ সসিদ্ধৈঃ
সুরাসুরৈর্ম্মানুষ-কিন্নরৈশ্চ।
সম্প্রার্থিতা পূজিতা ব্রহ্মণা চ
ত্রৈলোক্যরক্ষার্থমতীবঘোরম্ ॥ ৫১
রূপন্তু তচ্চাণ্ডিকং গোপয়িত্বা
পুনঃ শরচ্চান্দ্রমসং সুরূপম্।
কৃত্বা ররামাথ হরেণ দেবী
হরোঽপি তদ্বৎ প্রমুমোদ রাময়া ॥ ৫২

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং
রুরুবধবর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

করিলেন; তৎকালে তাঁহার হস্তে নর-কপাল-মাত্র ছিল। অসংখ্য-গণ-বেষ্টিত ভগবান্ পিনাকী তাদৃশ রূপ ধারণ করিয়া, তাঁহার প্রতীক্ষায় যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, ভগবতী গৌরী হৃষ্টচিত্তে তথায় আগমন করিলেন। ভগবান্ পিনাকীও তাঁহাকে দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে উত্থিত হইয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং পার্ব্বতী কর্ত্তৃক নিবেদিত সেই দানবীয় রুধির সকল অঙ্কেতে সংস্থাপিত করিয়া ইচ্ছানুসারে পান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রুধিরপানে মত্ত হইয়া পার্ব্বতীকেও সেই রুধির আকণ্ঠ পান করাইলেন। আপনিও তাহার দেহে নিহিত করিয়া তাঁহার পীতাবশিষ্ট রুধির পুনর্ব্বার পান করিতে লাগিলেন। তৎকালে পিনাকীর দেহ পূর্ব্বনিহত গজেন্দ্র, সিংহ ও দানবরাজের রুধির দ্বারা অনুলিপ্ত হইলে পর, তিনি কিংশুক-পুষ্পময় কুঞ্জবিশিষ্ট হিমাচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর বিশাল, লোল ও আয়তনেত্রশালিনী পর্ব্বত-রাজপুত্রী অদ্ভুত খেলার নিমিত্ত সিংহ-চর্ম্ম ও অতি বিশাল গজচর্ম্ম মহাদেবকে প্রদান করিলেন। ভগবান্ পিনাকীও সেই মৃগেন্দ্র-চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কটিদেশে সংস্থাপিত করিলেন। অনন্তর ভগবান্ স্মরারি সেই গজেন্দ্র-চর্ম্ম কর দ্বারা গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা স্বকীয় শরীর আচ্ছাদিত করিলেন, দেবীও দানবীয় রু- দ্বারা আপনার দেহ আবৃত করিয়া সখী- সহিত আনন্দসহকারে অবস্থিতি করিতে লাগি-লেন। তৎকালে ঋষি, সিদ্ধ, সুর, অসুর, মানুষ ও কিন্নরগণ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন; ব্রহ্মাও দেবীকে পূজা করিয়া ত্রৈলোক্য রক্ষার নিমিত্ত তাঁহার নি- প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবী তাদৃশ ভীষণ রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক শারদ চন্দ্রের ন্যায় মনোহর রূপ ধারণ করিয়া হরের সহিত সানন্দচিত্তে বিহার করিতে লাগিলেন; হরও সেইরূপ দেবীর সহিত বিহার ক-

স্ত্রীভাবেণ চ পুম্ভাবঃ স্ত্রীপুংসোঃ সঙ্গমে তথা।
নিত্যমাচ্ছাদ্যতে লোকে তস্মাদভ্যধিকাঃ স্ত্রিয়ঃ॥৬
ইতিহাসমিমং পুণ্যং স্ত্রীণাং মায়াবিজৃম্ভিতম্।
অত্রানুরূপং শৃণু মে পুণ্যং শ্রোত্রসুখাবহম্॥ ৭
বাণাসুরপুরে পূর্ব্বং চক্রে দেবাসুরৈঃ সহ।
নদীতীরে হরঃ ক্রীড়াং রম্যে শোণসমাহ্বয়ে॥ ৮
ননৃতুর্জহসুশ্চাপি গন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তথা।
জেপুঃ প্রণেমুরানর্চ্চুস্তুষ্টুবুর্মুনয়শ্চ তম্॥ ৯
ববল্গুঃ প্রমথাঃ সর্ব্বে ঋষয়ো জুহুবুস্তথা।
আযযুঃ সিদ্ধসঙ্ঘাশ্চ দদৃশুঃ শাঙ্করীং রতিম্॥ ১০
কুতার্কিকা বিনেশুশ্চ মম্লুশ্চ পরিপন্থিনঃ।
মাতরোঽভিমুখাস্তস্থুর্বিনেশুশ্চ বিভীষকাঃ॥ ১১

মায়া দ্বারা অধিক নহে এবং যখন স্ত্রী ও পুরুষের সঙ্গম হইতেই সকলের উৎপত্তি হয়, তখন উভয়-নিষ্ঠতা নিবন্ধন সঞ্জাত সন্তানে স্ত্রী-পুরুষ ভাবের একত্র সমাবেশ থাকে না; অথচ লোকে স্ত্রীলোকেরা নিত্য পুরুষগণ কর্তৃক আচ্ছাদিত হয়, সুতরাং তাহারাই প্রধান। অতএব এ বিষয়ে একটী ইতিহাস কহিতেছি, শ্রবণ করুন। এই ইতিহাসটী স্ত্রীলোকের মায়াবিজৃম্ভিত, অনুরূপ, পবিত্র ও শ্রোত্রসুখাবহ। পূর্ব্বকালে ভগবান্ হর বাণাসুর-নগরে দেবতা ও অসুরগণের সহিত সমবেত হইয়া, রমণীয় শোণ নামক নদের তীরদেশে ক্রীড়া করিয়াছিলেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তৎকালে তথায় আগমন করিয়া নৃত্য ও হাস্য করিতে লাগিলেন; মুনিগণও তাঁহাকে প্রণাম ও অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার ধ্যান ও স্তব করিতে লাগিলেন। প্রমথ সকল আপনার অবয়ব কম্পিত করিতে লাগিলেন। ঋষি সকল হোম করিতে লাগিলেন। সিদ্ধগণ তথায় সমাগত হইয়া, শঙ্কর-সম্বন্ধিনী রতিকে সন্দর্শন করিলেন। নাস্তিক সকল বিনষ্ট হইল; শত্রু সকল ম্লান হইল; ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণ ভগবানের অভিমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন; বিভীষক সকল বিনষ্ট হইতে

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।
শিবশক্ত্যাত্মকে লোকে মূলসর্গাদিতো মুনে।
কোঽনয়োর্হ্যধিকঃ সূত মায়য়া সাধ্বসেন তু॥ ১
গুণেনাভ্যধিকঃ কশ্চিদ্দোষেণ সূতনন্দন।
এতন্নে সংশয়ং হৃৎস্থং প্রব্রূহি বদতাং বর॥ ২
সূত উবাচ।
প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে লোকে স্ত্রীণামত্যধিকাঃ সদা।
গুণ-দোষৌ তথা মায়া যদ্রহস্যং শৃণুষ্ব তৎ॥ ৩
দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি স্ত্রীণাং পুংসামথাপি বা।
সর্ব্বেষামেব ভূতানাং নাড়ীনামিতি সংখ্যয়া।
তাসাং জঘন্যা নাড়ী স্যাদ্বর্দ্ধতে গর্ভসংস্থিতা॥ ৪
তদন্তরে নরো যস্মাৎ বিখ্যাতা গর্ভধারিণী।
নৈবং তস্যা গুণৈর্দোষৈর্মায়য়া বা পুমান্ নরঃ॥ ৫

অত্যন্ত অনন্দসহকারে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ৪০—৫২।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬॥

সপ্তম অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন,—হে মুনে! এই যে সংসার, ইহা ত প্রথম সৃষ্টি হইতেই শিবাত্মক ও শক্ত্যাত্মক অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষময়। হে সূত! মায়া ও সাধ্বস হেতু কিংবা গুণ ও দোষ হেতু এতদুভয়ের মধ্যে প্রধান কে? হে বাগ্মিশারদ! এই আমাদের হৃদয়স্থ সংশয় ছেদন কর। সূত কহিলেন, লোকে স্ত্রীলেকেরই যে গুণ, দোষ ও মায়া অত্যধিক, তাহা প্রত্যক্ষতই দৃষ্টিগোচর হয়, ইহার যে রহস্য, তাহা ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ করুন। সমস্ত প্রাণীর মধ্যে যাবতীয় স্ত্রী ও পুরুষ আছে, সকলের অঙ্গেই দ্বাসপ্ততি সহস্র নাড়ী আছে। তন্মধ্যে যে নাড়ী জঘন্যা, তাহাই গর্ভসংস্থিতা নাড়ী, তাহার মধ্যেই পুরুষ জন্মগ্রহণ করে। সেই নাড়ী থাকাতেই স্ত্রীলোকেরা গর্ভধারিণী বলিয়া কথিত হয়। তথাপি পুংচিহ্নধারী মানবগণ তাহার গুণ দোষ বা

রুদ্রসদ্ভাবভক্তানাং ভবদোষাশ্চ পুপ্লুবুঃ।
তস্মিন্ দৃষ্টে প্রজাঃ সর্ব্বাঃ পরমাং নির্বৃতিং যযুঃ॥
চস্খলুর্মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ স্ত্রীণাং দৃষ্ট্বা বিচেষ্টিতম্।
পুপুষুশ্চাপি ক্রতবঃ স্বং স্বং ভাবন্তু তত্র চ॥ ১৩
ববুর্বাতাশ্চ মৃদবঃ পুষ্পকেশরধূসরাঃ।
চুকূজুর্ভৃঙ্গসঙ্ঘাশ্চ শাখিনাং মৃদুলং পয়ঃ॥ ১৪
পুষ্পভারাবনদ্ধানাং রারটীযুশ্চ কোকিলাঃ।
মধুরং কামজননং বনেষূপবনেষু চ॥ ১৫
ততঃ ক্রীড়াবিহারে তু মত্তো বালেন্দুশেখরঃ।
অনির্জ্জিতেন কামেন হৃষ্টঃ প্রোবাচ নন্দিনম্॥১৬
শীঘ্রং মদ্বচনাদ্গত্বা কৃতস্নানামিহানয়।
বানরানন গৌরীং মে কৈলাসাৎ কৃতমণ্ডনাম্॥১৭
স তথেতি প্রতিজ্ঞায় গত্বা তত্রাহ পার্ব্বতীম্।
দ্রষ্টুমিচ্ছতি দেবি ত্বাং দেবো রূপকৃতং শুভম্।
ততস্তদ্বচনাদ্গৌরী মণ্ডনং কর্ত্তুমারভৎ॥ ১৯
আজগাম ততো নন্দী রুদ্রান্তিকং মনোগতিঃ।
পুনরাহ ততো রুদ্রঃ ক্ষিপ্রমানয় পার্ব্বতীম্॥২০
বাঢ়মুক্ত্বৈব তাং গত্বা গৌরীমাহ সুলোচনাম্।
দ্রষ্টুমিচ্ছতি তে ভর্ত্তা কৃতবেশাং মনোরমাম্॥২১
তদ্বাচস্তমথাপ্যন্যদ্গাতং যোষাগ্র্যপঙ্ককম্।
এবং পতৌ স্বকামার্ত্তে গম্যমানেঽথ নন্দিনি॥২২
অপ্সরোভিঃ সমগ্রাভিরন্যোঽন্যমভিমন্ত্রিতম্।

লাগিল; মহাদেবের উপর ভক্তিশালী লোকদিগের সংসার-দোষ বিনষ্ট হইল; প্রজা সকল তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া অতিশয় নির্ব্বৃতি লাভ করিলেন। মুনি ও সিদ্ধগণ স্ত্রীদিগের বিচেষ্টিত (নৃত্যাদি) সন্দর্শন করিয়া ধৈর্য্য হইতে প্রচ্যুত হইলেন। ঋতুগণ সমবেত হইয়া স্ব স্ব কালোচিত পুষ্পসমৃদ্ধি বর্দ্ধিত করত সেই স্থানের অধিকতর রমণীয়তা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। মৃদুল বায়ু সকলও পুষ্পসমূহের কেশরসংসর্গে ধূসরবর্ণ হইয়া বহিতে লাগিল। মৃগ-সমূহও ইতস্ততঃ বিচরণ করত শব্দ করিতে লাগিল। কোকিলগণও শাখার উপর নিষণ্ন হইয়া, পুষ্পভার-নিবন্ধন অবনত বৃক্ষদিগের পরাগ সকল পান করিতে লাগিল এবং অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিল; সেই গানধ্বনি তৎকালে বন ও উপবনস্থিত লোকদিগের অত্যন্ত মধুর ও কামোদ্দীপক হইয়াছিল। ১—১৫। অনন্তর ভগবান্ চন্দ্রশেখর ক্রীড়া করিতে করিতে অনির্জ্জিত কামদেব কর্তৃক উন্মাদিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে নন্দীকে আদেশ করিলেন,—হে বানরানন! তুমি আমার আদেশানুসারে কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিয়া, কৃতমণ্ডনা গৌরীকে আমার নিকট শীঘ্র আনয়ন কর। নন্দী মহাদেব কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার করিলেন ও কৈলাসে গমন করিয়া পার্ব্বতীর নিকট প্রভুর আদেশবাক্য বলিতে লাগিলেন,—হে দেবি! ভগবান্ ত্রিলোচন আপনাকে সুসজ্জিতাবস্থায় দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; অতএব আপনি সুসজ্জিত হইয়া অবিলম্বে তাঁহার নিকট গমন করুন; বিলম্ব হইলে তিনি আমাকে অকর্ম্মণ্য ও মিথ্যাবাদী বিবেচনা করিবেন। অনন্তর ভগবতী গৌরী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র সজ্জিত হইতে আরম্ভ করিলেন। নন্দিকেশ্বরও দেবীর নিকট এই কথা বলিয়া মনের ন্যায় অতি বেগে প্রভুর নিকট আগমন করিলেন। অনন্তর ভগবান্ রুদ্র তাঁহাকে একাকী প্রত্যাগত দেখিয়া পুনর্ব্বার আদেশ করিলেন, পার্ব্বতীকে অতি শীঘ্র আনয়ন কর। নন্দিকেশ্বর "তাহাই করিব" বলিয়া স্বীকার করিলেন ও সুলোচনা গৌরীর নিকট গমন করিয়া, প্রভুর আদেশ অবিকলরূপে বর্ণন করিতে লাগিলেন,—হে দেবি! আপনার ভর্ত্তা কৃতবেশা ও মনোহারিণী আপনাকে অতি শীঘ্র সন্দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। নন্দী এই কথা বলিয়া প্রস্থিত হইলে পর, অপর স্ত্রী-পঙ্কও তাঁহার বাক্যানুসারে ভগবানের নিকট গমন করিলেন। তৎকালে তাঁহার কামপীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৬—২২। অপ্সরোগণও সমবেত হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিতে

নন্দভাবো যথা সদ্যঃ পার্ব্বত্যা দর্শনোৎসুকঃ ॥২৩
অয়ং পিনাকী কামারিঃ ক্রিয়তে সা নিতম্বিনী।
সর্ব্বাসাং দিব্যনারীণাং রাজ্ঞী ভবতি চোত্তমা ॥২৪
মাতৃণাং গৌরীরূপেণ ক্রীড়য়া মাম্মথৈর্গুণৈঃ।
রূপেণায়ং হন্তি কামারিমুচুরন্যোঽন্যমাদৃতাঃ ॥২৫
স্পষ্টুং শক্নোতি যা কাচিদৃতে দাক্ষায়ণীং স্ত্রিয়ম্।
কুষ্মাণ্ডদুহিতা তত্র শঙ্করং স্প্রষ্টুমুৎসহে।
অহং গৌরীস্বরূপেণ চিত্রলেখা বচোঽব্রবীৎ ॥২৬
চিত্রলেখোবাচ।
যদি নান্দীশ্বরং রূপং কাচিৎ কর্ত্তুং ক্ষমা ভবেৎ।
দেব্যাঃ সখীনাং রূপন্তু সুখসাধ্যং করিষ্যথ ॥২৭
অতো নান্দীশ্বরং রূপং কেশবোরুসমুত্থয়া।
কৃতং তদ্বৈষ্ণবং যোগমাশ্রিত্য পরমার্থতঃ ॥ ২৮
উর্ব্বশ্যাশ্চ ততো দৃষ্ট্বা রূপস্য পরিবর্ত্তনম্।
কালীরূপং ঘৃতাচী তু বিশ্বাচী চাণ্ডিকং বপুঃ ॥২৯
সাবিত্রীরূপং প্রম্লোচা গায়ত্রং মেনকা তথা।
সহজন্যা জয়ারূপং বৈজয়ং পুঞ্জিকস্থলী ॥ ৩০
বৈনায়কং সহারূপং চক্রে সা তু ক্রতুস্থলী।
মাতৃণামপ্যনুক্তানামনুক্তাশ্চাপ্সরোঽপি চ ॥৩১
ততস্তাসান্তু রূপাণি দৃষ্ট্বা কুষ্মাণ্ডনন্দিনী।
বৈষ্ণবাদাত্মযোগাচ্চ বিজ্ঞানাচ্চ বিড়ম্বনাৎ ॥ ৩২
চকার রূপং পার্ব্বত্যা দিব্যমত্যদ্ভুতং শুভম্।
মহারক্তাব্জসঙ্কাশং চরণং ললিতাকৃতি ॥ ৩৩
মৃদু সুস্নিগ্ধসম্পূর্ণং দিব্যপাদোপশোভিতম্।
ক্রমোপচিতসৌভাগ্য-গুল্‌ফাঙ্গুলিবিরাজিতম্ ॥৩৪
নখেন্দুকিরণজাত-বিড়ম্বিতশশিপ্রভম্।
দিব্যনূপুররণৎকার-পূরিতাশেষদিঙ্মুখম্ ॥ ৩৫

লাগিলেন,—এই ভগবান্ পিনাকী কামারি হইলেও কামকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া, অনুরাগ-নিবন্ধন যাঁহার দর্শন নিমিত্ত উৎসুক হইয়া ছেন, সেই নিতম্বিনী পার্ব্বতী, মাতৃ-প্রমুখ দিব্য নারীগণের রাজ্ঞী-স্বরূপা, কোনও স্বর্গীয় রমণীর তাঁহার সহিত তুলনা হইতে পারে না; কারণ তাঁহার রূপ ও বিলাসাদি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তন্নিবন্ধন কামদেব তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া, মহাদেবকে বিদ্ধ করিতেছেন; নচেৎ তিনি ইহাঁর কোনরূপ অনিষ্টাচরণ করিতে সমর্থ হইতেন না। অপ্সরোগণ আদরের সহিত পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিলেন,—দাক্ষায়ণী ব্যতিরেকে কোন্ স্ত্রী ইহাঁকে স্পর্শ করিতে পারে? কুষ্মাণ্ড-দুহিতা চিত্রলেখা অপ্সরোগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্থিত হইলেন ও "আমি গৌরীর রূপ ধারণ করিয়া ভগবান্‌কে স্পর্শ করিতে পারি, যদি তোমাদিগের মধ্যে কেহ নন্দিকেশ্বরের রূপ ধারণ করিতে পারে। দেবীর সখীগণের রূপ ধারণ করা কঠিন নহে" এইরূপ বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন। অনন্তর নারায়ণের উরু-সমুত্থা উর্ব্বশী বৈষ্ণবযোগ অবলম্বন করিয়া নন্দিকেশ্বরের রূপ ধারণ করিলেন। অনন্তর অন্যান্য অপ্সরোগণ উর্ব্বশীর রূপ পরিবর্ত্তন সন্দর্শন করিয়া, স্ব স্ব রূপ পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঘৃতাচী কালীরূপ ধারণ করিলেন; বিশ্বাচী চণ্ডিকারূপ ধারণ করিলেন; প্রম্লোচা সাবিত্রীরূপ ধারণ করিলেন; মেনকা গায়ত্রীরূপ ধারণ করিলেন ও সহজন্যা জয়ারূপ, পুঞ্জিকস্থলী বিজয়ারূপ এবং ক্রতুস্থলী বিনায়করূপ যথাক্রমে ধারণ করিলেন। তাঁহাদিগের রূপ সকল তৎকালে এরূপ অবিকলভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল যে, কোনও ব্যক্তি তাঁহাদিগের কৃত্রিমতা অনুমান করিতে পারেন নাই। অনুক্ত অপ্সরোগণও অনুক্ত মাতৃগণের রূপ ধারণ করিলেন। অনন্তর কুষ্মাণ্ডদুহিতা চিত্রলেখা তাঁহাদিগের রূপরাশি সন্দর্শন করিয়া, বৈষ্ণবআত্মযোগ, শিল্প-কৌশল ও অনুকরণ-নৈপুণ্য নিবন্ধন দিব্য ও অত্যদ্ভুত পার্ব্বতীর রূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার চরণদ্বয় তৎকালে রক্তাব্জসন্নিভ হইয়া সাতিশয় লালিত্য ধারণ করিল এবং মৃদুতা ও স্নিগ্ধতা দ্বারা সম্পূর্ণ হইয়া দিব্যত্ব ও অসাধারণত্ব প্রাপ্ত হইল। ক্রমিক সৌভাগ্যশালী গুল্‌ফ ও অঙ্গুলি সকল আবার তাহাতে বিরাজ করত তাহার দ্বিগুণতর শোভা সম্পাদন করিল। নখচন্দ্রের কিরণজাল সমুত্থিত হইয়া, ইন্দুপ্রভার অনুকরণ করিতে

হ্রস্ববর্তুলসংশ্লক্ষ-দিব্যজঙ্ঘোপশোভিতম্ ।
জাতরূপসুবর্ণাভং সংহতাঙ্গুলিভূষিতম্ ॥ ৩৬
বর্ত্তুলোন্নতসম্পূর্ণ-দিব্যস্ফিগুপশোভিতম্ ।
কনকাদ্রিপ্রতীকাশ-কটিমণ্ডনমণ্ডিতম্ ॥ ৩৭
কিঞ্চিৎকুঞ্চিতসুস্নিগ্ধ-সূক্ষ্মরোমাবলীযুতম্ ।
গম্ভীরসাগরাকার-বরাহশুভলক্ষণম্ ॥ ৩৮
মত্তভ্রমরনির্ণাদ-মেখলাদামভূষিতম্ ।
নানাবর্ণমহাবস্ত্র-রম্যচন্দ্রাম্বিকাঙ্কিতম্ ॥ ৩৯
ঈষল্লজ্জাসুশোভাঢ্যং শনকৈর্দর্শিতান্তরম্ ।
বজ্রকল্পিতবেদ্যাস্ত মধ্যস্থং সুন্দরপ্রভম্ ॥ ৪০
কনকদ্রোণিসঙ্কাশ-দিব্যনাভিবিরাজিতম্ ।
হেমাব্জদামতুল্যাভ-পূর্ণত্রিবলিশোভিতম্ ॥ ৪১
শুদ্ধজাম্বূনদপ্রখ্যং কুক্ষোদরসুপীবরম্ ।
জাতরূপনিভাকার-বক্ষঃস্থলমহর্দ্ধিমৎ ॥ ৪২
অতিলাবণ্যশোভাঢ্যং পূর্ণস্কন্ধোপশোভিতম্ ।
শশিকোটিনিভাকারং মুক্তাদামুবিরাজিতম্ ॥ ৪৩
সম্পূর্ণমৃদুসুশ্লক্ষ-দিব্যদোর্দ্দণ্ডমণ্ডিতম্ ।
দিব্যকেয়ূরকটকৈর্ভূষিতঞ্চাঙ্গুলীয়কৈঃ ॥ ৪৪
স্রগ্দামদর্পণোপেত-সুশোভিতকরাম্বুজম্ ।
প্রবালহেমরক্তাব্জ-তুল্যপাণিতলং শুভম্ ॥ ৪৫
দিব্যলাবণ্যশোভাঢ্যং রেখাত্রিতয়শোভিতম্ ।
ক্রমোপচিতসুশ্লক্ষ-দীর্ঘাঙ্গুলিমনোহরম্ ॥ ৪৬
পুষ্পোপচিতভদ্রাভ-সুরম্যনখচন্দ্রিকম্ ।
প্রশস্তদক্ষিণাবর্ত্ত-কম্বুগ্রীবোপশোভিতম্ ॥ ৪৭
নানাবিধমহারত্ন-গ্রৈবেয়কশতাবৃতম্ ।
সম্পূর্ণবর্ত্তুলাকার-দিব্যোষ্ঠপুটসূচিতম্ ॥ ৪৮
বিদ্রুমাঙ্কুরসঙ্কাশ-মৃদুশ্লক্ষবরোদ্ধতম্ ।
সৎপদ্মরাগরক্তাভ-কোমলৌষ্ঠবিভাসিতম্ ॥ ৪৯
বালেন্দুলেখাসঙ্ঘাত-তুল্যদন্তাবলীযুতম্ ।
রক্তাব্জকর্ণিকাকার-হ্রস্বজিহ্বোপশোভিতম্ ॥ ৫০
অত্যন্তহেমশুদ্ধাভ-সুস্পষ্টঘ্রাণমণ্ডিতম্ ।
বিকাররহিতস্নিগ্ধ-নাসাপুটবিলোভবৎ ॥ ৫১
চন্দ্রমণ্ডলসঙ্কাশ-স্ফুরৎপাণ্ডুকপোলকম্ ।
পূর্ণাবিকারহেমাভ-রমণীয়মহাহনু ॥ ৫২
নিম্নস্নিগ্ধোন্নতাভোগ-বিকারোজ্ঝিতকর্ণবৎ ।
হেমমুক্তামহারত্ন-দিব্যসংযুক্তকুণ্ডলম্ ॥ ৫৩
সিতাসিতমনাগ্রক্ত-লোললোচনমণ্ডিতম্ ।
সভ্রাজবর্ত্তলেখাভ-ভ্রূলতালঙ্কৃতাননম্ ॥ ৫৪
গৌরীশলিঙ্গসঙ্কাশ-ললাটতটমণ্ডিতম্ ।
বিকাররহিতং স্নিগ্ধং রাগসংরক্তলোচনম্ ॥ ৫৫
ললাটনয়নাভোগ-সবিলাসবিলোকিতম্ ।
চলৎকুঞ্চিতসুস্নিগ্ধ-সূক্ষ্মকৃষ্ণালকাবৃতম্ ॥ ৫৬
কুঙ্কুমাদিমহামাল্য-তিলকাদিবিভূষিতম্ ।
অলকাপ্রান্তসংলগ্ন-সুবর্ণমণিবিভ্রমম্ ॥ ৫৭
নানারত্নসুবর্ণাঢ্য-কিরীটোদ্দ্যোতিতাননম্ ।
কোকিলাঞ্জনপুঞ্জাভ-দীর্ঘবেণীসুশোভিতম্ ॥ ৫৮
পঞ্চবর্ণমহাপুষ্প-স্রগ্দামচ্ছন্নবেণিমৎ ।
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যস্রগ্দামশোভিতম্ ।
বিশ্বকর্ম্মকৃতৈর্দিব্যৈরতিপ্রায়ৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৫৯
এবং কৃতে তদা নন্দী পুনস্ত সগণো গতঃ ।
গৌরীমানয়িতুং হৃষ্টঃ কৈলাসাৎ তু পুনঃ শনৈঃ ।
ততঃ সাবসরং প্রাপ্য হরিরূপসমুদ্ভবা ।
দৃষ্ট্বা দেবমুবাচাথ দেব শৈলাদিহাগতা ॥ ৬১
অহং গৌরী চ সম্প্রাপ্তা মাতরঃ সগণাস্তব ॥

লাগিল। স্বর্গীয় নূপুর-মণির রণৎকারে দিগন্ত-রাল সকল পূর্ণ হইল। হ্রস্ব, বর্ত্তুল ও সূক্ষ্ম জঙ্ঘাদ্বয়ও তাহার শোভা-সম্পাদন করিতে লাগিল। জাতরূপ ও সুবর্ণ ব্যতিরেকে কোনও বস্তু তৎকালে তাহার উপমান ছিল না। অত্যন্ত সংহত অঙ্গুলি সকল এবং বর্ত্তুল, উন্নত ও সম্পূর্ণ স্ফিক্‌ভাগ তাহার শোভা সংবর্দ্ধিত করিতে লাগিল। কনকাচলসন্নিভ কটিদেশও ঈষৎ কুঞ্চিত; সু স্নিগ্ধ ও সূক্ষ্মতম রোমাবলী অসাধারণত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহার ভূষণ স্বরূপ হইয়া

উঠিল। চিত্রলেখা ইত্যাদি অপূর্ব্ব ... ধারণ করিলেন। পরে নন্দিকেশ্বর কৈলাস হইতে গৌরীকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত প্রমথগণের সহিত পুনর্ব্বার প্রস্থান করিলেন। অনন্তর হরির উরুসমুদ্ভূত সেই ... অবসর প্রাপ্ত হইয়া মহাদেবকে কটাক্ষ বাণে বিদ্ধ করত বলিতে লাগিলেন,— দেবেশ! গৌরী ও গণের সহিত মাতৃগণ ও ... আপনার নিকট আগমন করিয়াছি; আপনি কৃপাকটাক্ষপাতে আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন।

এবমুক্তস্তয়া রুদ্রস্ত্যক্ত্বা শয্যান্তু হৃষ্টবৎ।
পুরস্তান্নির্যযৌ গৌর্য্যাঃ শনৈঃ সপ্ত পদানি তু ॥৬৩
দেবা ব্রহ্মাদয়শ্চাপি দৈত্য-দানব-রাক্ষসাঃ।
ঋষয়ো মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ পার্ব্বত্যা অগ্রতো যযুঃ।
নানাবিধমহাস্তোত্রৈঃ স্তুবন্তো মুদিতাস্তথা ॥ ৬৪
ততঃ পাণৌ গৃহীত্বা তাং রুদ্রঃ শয্যামথারুহৎ।
চক্রে নানাবিধাং ক্রীড়াং তয়া সার্দ্ধং পিনাকধৃক্
রুদ্রং গায়ন্তি নৃত্যন্তি সর্ব্বাঃ কপটমাতরঃ।
কাশ্চিদ্গায়ন্তি নৃত্যন্তি রময়ন্তি হসন্তি চ ॥ ৬৬
সুস্বনাদসহস্রাণি কুর্ব্বন্ত্যন্যাঃ সহস্রশঃ।
শিবা চ রুদ্রসহিতা রাবাংশ্চক্রে মহাদ্ভুতান্ ॥৬৭
অথ কিং বহুনোক্তেন ছিদ্রং তাসাং ন বিদ্যতে
যেন বিজ্ঞায়তে কিঞ্চিৎ স্ত্রীণাং ব্যাজবিজৃম্ভিতম্ ॥

কেচিদ্গায়ন্তি নৃত্যন্তি হসন্তি চ রুদন্তি চ।
শঙ্করারাধনে সক্তা গণা নন্দীশ্বরাদয়ঃ ॥ ৬৯
কৈলাসান্মাতৃভিঃ সার্দ্ধং গণৈঃ পরিবৃতাশনৈঃ।
এতস্মিন্নন্তরে গৌরী আজগাম মহাদ্ভুতা ॥ ৭০
ভৃঙ্গি-নন্দি-মহাকাল-দণ্ডি-লম্বোদরাদিভিঃ।
স্তূয়মানা তু গগনাৎ সম্প্রাপ্তা ভর্ত্তুরন্তিকম্ ॥ ৭১
কিমিয়ং পার্ব্বতী দেবী কিমিয়মিত্যচিন্তয়ন্।
তাং দৃষ্ট্বা চকিতাঃ সর্ব্বে কিমিয়ং বা সুশোভনা ॥
নৈতয়োর্দৃশ্যতে ভেদো নানয়োর্নন্দিনোরপি।
ন মাতৃণাং গণানাঞ্চ কোঽপ্যয়ং স্যাদ্ব্যতিক্রমঃ ॥
ততো হরস্য পার্শ্বস্থা গৌরী জ্ঞাত্বা ব্যতিক্রমম্।
ক্রীড়িতং দিব্যনারীণাং প্রহাসং মুমুচে তদা ॥৭৪
তাশ্চৈবাপ্সরসঃ সর্ব্বাশ্চক্রুঃ কিলিকিলারবান্।
ভূত-প্রেত-পিশাচাশ্চ যক্ষরক্ষাংসি চাসকৃৎ ॥ ৭৫

রুদ্রদেব তৎকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দসহকারে শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক গৌরীর পুরোভাগে নির্গত হইলেন। ইহাতে তাঁহার সাতবার পদনিক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। তৎকালে ব্রহ্মাদি দেবগণ, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, ঋষি, মুনি ও সিদ্ধ সকল নানাবিধ স্তোত্র দ্বারা স্তব করিতে করিতে আনন্দিতচিত্তে পার্ব্বতীর অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ পিনাকধৃক্ পার্ব্বতীর হস্ত গ্রহণ করিয়া শয়নাগারে প্রবেশপূর্ব্বক শয্যাতে সমারূঢ় হইলেন ও তথায় তাঁহার সহিত নানাবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কপটরূপী মাতৃগণও রুদ্রদেবের চতুর্দ্দিকে গান ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ নৃত্য ও সঙ্গীত দ্বারা তাঁহাদিগের উভয়ের অনুরাগ সম্বর্দ্ধিত করত হাসজ্যোৎস্না বিস্তার করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সহস্র সহস্র মাতৃগণ অতি মধুর শব্দ করিতে লাগিলেন। সেই সময় তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতিশয় তৃপ্তিকর হইয়াছিল। শিবাও রুদ্রের সহিত অত্যন্ত অদ্ভুত শব্দ করিতে লাগিলেন। অধিক কি বর্ণন করিব, তাঁহাদিগের কোনও বিষয়ে বিন্দুমাত্রও ছিদ্র ছিল না, যাহা দ্বারা তাঁহাদিগের কোনরূপ কপটত্ব বিজ্ঞাত হইতে পারে। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ গান, নৃত্য, হাস্য ও রোদন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে শঙ্করারাধনাসক্ত নন্দীশ্বর প্রভৃতি গণ সকল মাতৃগণের সহিত কৈলাসপর্ব্বত হইতে সেই স্থানে সমাগত হইলেন। অদ্ভুতবেশা গৌরীও অনুচরবর্গপরিবৃত হইয়া আকাশ হইতে ভর্ত্তার নিকট আগমন করিলেন। ভৃঙ্গী, নন্দী, মহাকাল, দণ্ডী ও লম্বোদর প্রভৃতিও দেবীর স্তব করিতে করিতে তথায় সমাগত হইলেন এবং সকলেই উভয়ের একরূপ আকৃতি সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন ও তাঁহাদিগের মধ্যে প্রকৃত পার্ব্বতী কে, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। কারণ তাঁহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্রও ভেদ দৃষ্ট হয় নাই। উভয় পক্ষীয় নন্দিদ্বয়, মাতৃগণ ও প্রমথগণের মধ্যেও কোনরূপ ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় নাই। অনন্তর মহাদেবের পার্শ্বস্থিতা পার্ব্বতী দিব্যনারীগণের ক্রীড়িতরূপ ভর্তৃব্যতিক্রম জানিতে পারিয়া তৎকালে হাস্য করিতে লাগিলেন। সেই সকল অপ্সরোগণও আনন্দে মত্ত হইয়া কিলকিলা রব করিতে লাগিলেন। ভূত, প্রেত, পিশাচ, যক্ষ ও রাক্ষসগণও তাহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দসহকারে সেইরূপ শব্দ করিতে লাগিল।

তচ্ছ্রুত্বা তচ্চ সংবীক্ষ্য ততো বালেন্দুশেখরঃ।
প্রহর্ষমতুলং লেভে স্ত্রীণাং কর্ম্মানুভূয় চ ॥ ৭৬
উর্ব্বশ্যাদ্যা হ্যপ্সরসশ্চিত্রলেখা চকার হ।
ততো রতান্তে স্বং রূপং চক্রুঃ স্বং স্বং বিচেষ্টিতম্
এবং স্ত্রীভির্ম্মহাদেবঃ পূর্ব্বং ব্যাজেন তোষিতঃ।
ততঃ সদ্ভাবগৌরী তু পতিনা সহ সঙ্গতা ॥ ৭৮
অত্যদ্ভুতাং মহাক্রীড়াং চক্রে দেবী নদীতটে ॥৭৯
তত্রোষা বাণদুহিতা ক্রীড়মানাস্ত পার্ব্বতীম্।
দৃষ্ট্বা মনসি সন্দধ্যৌ ভর্ত্তসঙ্গমকাঙ্ক্ষিণী ॥ ৮০
অনেন ভর্ত্রা সহিতা যথেয়মপি পার্ব্বতী।
ক্রীড়ন্তে যাঃ স্ত্রিয়ো ধন্যা রমন্ত্যেব সমাগতাঃ ॥৭১
এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা সোষা সুনিয়মে স্থিতা।
উমামারাধয়ামাস সোপবাসা জিতেন্দ্রিয়া ॥ ৮২
বিজ্ঞায় তমভিপ্রায়ং তস্যা বাণসুতাং প্রতি।
উবাচ পরমপ্রীতা নগরাজস্য নন্দিনী ॥ ৮৩
যথানেন নদীতীরে রমাম্যহমনিন্দিতে।
ত্বমপি ভর্ত্তৃসহিতা রমিষ্যস্যচিরাদিহ ॥ ৮৪
সা কন্যা বচনং শ্রুত্বা শ্রদ্দধত্যাত্মনো হৃদি।
চকার মন্দপুণ্যাহং ভর্ত্রা রংস্যে কদা ত্বিতি ॥৮৫
তথাপি তস্যাঃ সঙ্কল্পং বিজ্ঞায় গিরিজা ততঃ।
উবাচ সপ্তমে মাসি সম্প্রাপ্তে সতি মানিনি ॥৮৬
অস্মিংস্তু কার্ত্তিকে মাসি অতোর্দ্ধং মাসি মাধবে।
দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষে তু যস্তু ঘোরে নিশাগমে ॥৮৭
কৃতোপবাসাং ত্বাং ভোক্তা সুপ্তামন্তঃপুরে নরঃ।
স তে ভর্ত্তা কৃতো দেবৈস্তেন সার্দ্ধং গমিষ্যসি।

অনন্তর বালেন্দুশেখর সেই সকল শ্রবণ ও সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। অপ্সরোগণের ক্রিয়াকলাপও সেইরূপ তাঁহার প্রীতিকর হইয়াছিল। অনন্তর উর্ব্বশী ও চিত্রলেখা প্রভৃতি অপ্সরা সকল স্ব স্ব রূপ ধারণ করিয়া স্ব স্ব চেষ্টা সকল অবলম্বন করিলেন। মহাদেব ইতিপূর্ব্বে রমণীগণকর্ত্তৃক উক্তরূপে প্রতারণা করিয়া কিয়ৎক্ষণ মাত্র তোষিত হইয়াছিলেন; দেবীকে সমাগত দেখিবামাত্র তাঁহারা কপট হইতে একেবারে নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সদ্ভাবশালিনী গৌরীদেবী পতির সহিত সঙ্গত হইয়া নদীতটে গমন করিলেন ও তথায় ভগবানের সহিত অত্যদ্ভুত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বাণাসুর-দুহিতা উষা কার্য্যান্তর-প্রসঙ্গে তথায় তৎকালে সমাগত হইলেন ও পার্ব্বতীকে ভর্ত্তার সহিত ক্রীড়া করিতে দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং ভর্ত্তৃসমাগম-বাসনা তৎকালে তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছিল। ২৩—৮০। যে সকল স্ত্রীলোক এই পার্ব্বতীর ন্যায় ভর্ত্তার সহিত সঙ্গত হইয়া সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন, তাঁহারাই ধন্য, তাঁহাদিগেরই জন্ম সফল। সুনিয়মাসক্তা সেই বাণসুতা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া উপবাস দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করত পার্ব্বতীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। নগরাজনন্দিনী তাঁহার সেই অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইলেন ও আদরের সহিত সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—এই অনিন্দিত নদীতটে আমি যেরূপ ভর্ত্তার সহিত ক্রীড়া করিতেছি, তুমিও এই স্থানে সেইরূপ ভর্ত্তৃসমবেত হইয়া অবিলম্বেই ক্রীড়া করিবে। অনন্তর সেই কন্যা দেবী-বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার তাদৃশ সৌভাগ্যে অবিশ্বাস-নিবন্ধন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমি অত্যন্ত মন্দপুণ্যা, এই হতভাগ্যে তাদৃশ সুখ কদাচ ঘটিবে বলিয়া বোধ হয় না। ভগবতী গিরিসুতা তাঁহার তাদৃশ সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন,—হে ভামিনি! এই কার্ত্তিক মাস হইতে সপ্তম মাসে (বৈশাখ মাসে) শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীর দিবস ভয়ঙ্কর নিশাগম হইলে পর যে পুরুষ উপোষিতা ও অন্তঃপুরে সুপ্তা তোমাকে স্বপ্নাবস্থায় উপভোগ করিবে, সেই ব্যক্তিই তোমার ভর্ত্তৃরূপে দেবগণকর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছেন। তুমি তাঁহার সহিত গমন করিও। তুমি বাল্যাবধি অতন্দ্রিতভাবে বিষ্ণুর আরাধনা করিতেছ, সেই পুণ্যেই তোমার মনোরথ অবিলম্বেই সফল হইবে। সেই কন্যা তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জা-নিবন্ধন মৌখিক কোনও বাক্য

যা বন্যাদ্বিষ্ণুভক্তাসি যতো নিত্যমতন্দ্রিতা ।
এবমস্তিতি সা প্রাহ মনসা লজ্জিতাননা ॥ ৮৯
ততো রতান্তে ভগবান্ রুদ্রশ্চাদর্শনং যযৌ ।
সুরাঃ সগণশ্চাপি সহিতো দেবদানবৈঃ ॥ ৯০
মোদমানাঃ স্ত্রিয়শ্চাথ ক্রীড়াং তামনুভূয় চ ।
যযুঃ স্বং স্বং গৃহং হৃষ্টাস্তুরগৈর্বারণৈ রথৈঃ ॥
অন্যাশ্চ সিদ্ধযোগিন্যো জগ্মুরাকাশমেব হি ।
কিঞ্চিৎ ত্বথ কালস্য বাণো রুদ্রান্তিকং যযৌ ॥৯২
ভগবন্তমুমাকান্তং পূজয়িত্বা কৃতাঞ্জলিঃ ।
উবাচ দুঃখসন্তপ্তো দৈবদোষাচ্চ গর্ব্বিতঃ ॥ ৯৩
হে দেব কিমনেনাপি সহস্রেণ করোম্যহম্ ।
বাহূনাং গিরিতুল্যানাং বিনা যুদ্ধং বৃষধ্বজ ॥ ৯৪
ময়া যমঃ কৃতো যোদ্ধা বহ্নিশ্চ কৃতকো মহান্ ।
বরুণশ্চাপি গোপালো গবাং পালয়িতা তথা ॥৯৫
গজাধ্যক্ষঃ কুবেরস্ত সৈরন্ধ্রী চাপি নির্ঋতিঃ ।
জিতশ্চাখণ্ডলো যুদ্ধে করদায়ী সদা কৃতঃ ॥ ৯৬
যুদ্ধস্যাগমনং ব্রূহি যত্রেমে বাহবো মম ।
শক্রহস্তপ্রমুক্তৈশ্চ শস্ত্রাস্ত্রৈর্জর্জ্জরীকৃতাঃ ।
পতন্তি শক্রহস্তাদ্বা পাতয়ন্তি সহস্রধা ॥ ৯৭
তচ্ছ্রুত্বা কুপিতো রুদ্রস্ত্বট্টহাসং মহাদ্ভুতম্ ।
কৃত্বাব্রবীন্মহামন্যুর্ধিগ্ধিগ্দৈত্যাধমাস্তু তে ॥ ৯৮
দর্পস্যাস্য মহাযুদ্ধং লভিষ্যসি সুদারুণম্ ॥ ৯৯
তত্র তে গিরিবর্ষ্মাণো বাহবোঽনলকাষ্ঠবৎ ।
ছিন্না ভূমৌ পতিষ্যন্তি শস্ত্রাস্ত্রৈঃ কদলীকৃতাঃ ॥১০০
যদেতন্মানুষশিরো ময়ূরসহিতং ধ্বজে ।
বিদ্যতে তব দুষ্টাত্মংস্তস্য স্যাৎ পতনং যদা ॥১০১
স্থাপিতস্যায়ুধাগারে বিনা বাতকৃতং ভয়ম্ ।
তদা যুদ্ধং মহাঘোরং সম্প্রাপ্তমিতি চেতসি ।

বলিতে পারিলেন না; কিন্তু মনে মনে "তাহাই হউক" বলিয়া বারংবার অভীষ্ট-দেবের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ রুদ্র ক্রীড়াবসান হইলে তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন এবং গৌরী, প্রমথগণ ও অন্যান্য দেবগণও তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। স্ত্রী সকলও তাদৃশ ক্রীড়া অনুভব করিয়া আনন্দিত-চিত্তে অশ্ব, গজ ও রথ দ্বারা স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য সিদ্ধযোগিনী সকলও আকাশমার্গে গমন করিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে বাণাসুর রুদ্রদেবের নিকট গমন করিলেন ও ভগবান্ উমাকান্তকে পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! আমি দৈবদোষে গর্ব্বকর্তৃক পরাভূত হইয়া অত্যন্ত দুঃখ পাইতেছি, হে বৃষভধ্বজ! যুদ্ধ ব্যতিরেকে পর্ব্বতের ন্যায় সারশালী এই বাহু-সহস্র লইয়া কি করিব? এক্ষণে ইহা নিষ্প্রয়োজন। ইতঃপূর্ব্বে ইহার বলেই যমকেও ভট-মধ্যে পরিগণিত করিয়াছিলাম; বহ্নিও ইহার বলে আমার বশ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; বরুণও ইহার বলে গোগণের রক্ষকত্ব ও পালকত্ব অবলম্বন করিয়াছিলেন; কুবের গজাধ্যক্ষতা, নির্ঋতি সৈরিন্ধ্রীতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আখণ্ডলও যুদ্ধে পরাজিত হইয়া করদত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক কোন্ স্থানে ঘোরতর যুদ্ধের সম্ভাবনা আছে, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন,—আপনার নিকট কিছুই অবিদিত নাই; কারণ আপনি সর্ব্বজ্ঞ,—যে যুদ্ধে আমার এই বাহু সকল শক্রহস্ত-মুক্ত শস্ত্র ও অস্ত্রসমূহ দ্বারা জর্জ্জরীকৃত হইয়া শত্রুদিগের হস্ত হইতে আয়ুধ সকল ভূমিতে পাতিত করিবে বা স্বয়ং পতিত হইবে। রুদ্রদেব তাহার সেই বাক্য শ্রবণে অতিশয় কুপিত হইলেন ও কিয়ৎক্ষণ পরে মহাদ্ভুত অট্টহাস্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, রে দানবাধম! তুই অত্যন্ত উদ্ধত হইয়াছিস্। তোর গর্ব্বকে ধিক্! তুই অবিলম্বেই ঘোরতর মহাযুদ্ধ লাভ করিবি, তাহাতেই তোর দর্পের শান্তি হইবে এবং সেই যুদ্ধেই পর্ব্বতবৎ সুদৃঢ় তোর এই বাহু সকল শত্রুগণের শস্ত্র দ্বারা নল-কাষ্ঠের ন্যায় ছিন্ন হইয়া ভূমিতে পতিত হইবে। রে দুষ্টাত্মন্! তোমার ধ্বজোপরি ময়ূর সহিত এই যে মানুষশিরঃ অবস্থিতি করিতেছে, আয়ুধাগারস্থাপিত সেই মস্তকের যৎকালে বায়ুভয় ব্যতিরেকে পতন হইবে, তৎকালে সুদারুণ সংগ্রাম সমাগত হইয়াছে

বিধায় ঘোরং সংগ্রামং গচ্ছেথাঃ সর্ব্বসৈন্যবান্ ॥
সাম্প্রতং গচ্ছ অদ্বেশ্ম যত্র ভবিদ্যতে শিরঃ।
তথান্যাংস্ত মহোৎপাতাংস্তত্র দ্রষ্টাসি দুর্ম্মতে ॥১০৩
তচ্ছ্রুত্বা রুদ্রমভ্যর্চ্চ্য দিব্যৈরঞ্জলিকুট্মলৈঃ।
প্রণম্য চ মহাদেবং ততঃ শস্ত্রগৃহং গতঃ ॥ ১০৪
কুণ্ডলায় যথাবৃত্তং পৃষ্টঃ প্রোবাচ হর্ষতঃ ॥ ১০৫
স্বরং ভগ্নধ্বজং দৃষ্ট্বা তত্র যুদ্ধায় নির্য্যযৌ।
সৈন্যং সমগ্রমাহূয় সংযুক্তঃ স্বাষ্টভির্গুণৈঃ ॥ ১০৬
ইষ্টিং সাংগ্রামিকীং কৃত্বা দৃষ্ট্বা সাংগ্রামিকং মধু।
ককুভাং মণ্ডলং সর্ব্বং সংপ্রেক্ষ্য সংস্থিতোঽভবৎ
ইতি হৃৎকমলে কৃত্বা কঃ কস্মাদাগমিষ্যতি।
যোদ্ধা রণপ্রিয়ো যস্ত নানাশস্ত্রাস্ত্রপারগঃ ॥ ১০৮
যস্ত বাহুসহস্রং মে ছিন্নন্তি নলকাষ্ঠবৎ।
তথা শস্ত্রৈর্মহাতীক্ষ্ণৈশ্ছিনদ্মি তচ্ছিরস্ত্বিহ ॥ ১০৯
এতস্মিন্নন্তরে কালঃ সম্প্রাপ্তঃ স ক্রমেণ হি।
যত্র সা বাণদুহিতা সুস্নাতা কৃতমঙ্গলা ॥ ১১০
মাধবং মাধবে মাসি পূজয়িত্বা মহানিশি।
সুপ্তা চান্তঃপুরে গুপ্তে স্ত্রীভাবমুপলম্ভিতা ॥ ১১১
গৌর্য্যা সংপ্রেক্ষিতেনাপি ব্যাকৃষ্টা দিব্যমায়য়া।
কৃষ্ণাত্মজাত্মজেনাথ রোদমানামনাথবৎ ॥ ১১২
স চাপি তাং বলাদ্ভুক্ত্বা পার্ব্বত্যাঃ সখিভিঃ পুনঃ।
নীতস্ত দিব্যযোগেন দ্বারকাং নিমিষান্তরাৎ ॥ ১১৩
মুদিতা সা ততোত্থায় রুদতী বিবিধা গিরঃ।
সখীভ্যঃ কথয়িত্বা তু দেহত্যাগে কৃতক্ষণা ॥ ১১৪

বোধ করিয়া সৈন্যগণের সহিত সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত গমন করিবে। এক্ষণে সেই গৃহে গমন কর, যে স্থানে সেই শিরঃ বিদ্যমান আছে। রে দুর্ম্মতে! অন্যান্য মহোৎপাত সকলও তৎকালে তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে। ৮১—১০৩। বাণরাজ রুদ্রদেবের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বর্গীয় পুষ্পদ্বারা কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্বকীয় রাজধানীতে আগমনপূর্ব্বক প্রথমেই আয়ুধাগারে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় কুণ্ডল নামক অমাত্য-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট আনন্দসহকারে বর্ণন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগ্নধ্বজ তাঁহার নেত্রপথের পথিক হইল; মহাদেবের বাক্য স্মৃতিপথে পতিত হওয়ায় আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না,—যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন,—অষ্টগুণ-সংযুক্ত সৈন্যগণ সাকল্যে আহূত হইল। সাংগ্রামিক যাগ সম্পন্ন হইলে পর, পানার্থ মদ্য-পূর্ণ চষক অভিমুখে আনীত হইল; দিঙ্মণ্ডল সর্ব্বতোভাবে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। "কোন্ ব্যক্তি কোথা হইতে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিবে? যিনি ভটশ্রেষ্ঠ রণপ্রিয় এবং নানা শস্ত্র ও অস্ত্রের পারদর্শী, তিনিই আমার এই বাহুসহস্র নলকাষ্ঠের ন্যায় ছেদন করিতে সমর্থ হইবেন, আমিও মহাতীক্ষ্ণ অস্ত্রসমূহ দ্বারা তাহার মস্তকচ্ছেদ করিব" এই-রূপ চিন্তা তৎকালে তাঁহার মনোমধ্যে বারংবার উদিত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে তাঁহার কালস্বরূপ বৈশাখ মাস কালক্রমে সমাগত হইল; সেই সময় তাঁহার আত্মজা স্নানপূত হইয়া, মাঙ্গল্য কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক আন্তরিক শ্রদ্ধাসহকারে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। এক দিবস মহারাজনীতে সুরক্ষিত অন্তঃপুর মধ্যে স্বপ্নাবস্থায় তাঁহার কামোদ্রেক হইবামাত্র সর্ব্বজ্ঞা গৌরী, দিব্য মায়াবলে কৃষ্ণের পৌত্র মদনের পুত্র অনিরুদ্ধকে স্বকীয় সখী দ্বারা তথায় আনয়ন করাইলেন। অনিরুদ্ধ তাঁহার তাদৃশ অলৌকিক রূপরাশি দর্শন করিবামাত্র মোহিত ও অধীর হইয়া, উপভোগ-বাসনায় তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরে যখন জানিতে পারিলেন তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি সহজ নহে, তখন ভীতা ও রোদনশীলা সেই কন্যাকে বলপ্রয়োগপূর্ব্বক অনাথার ন্যায় উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তৎ-ক্ষণাৎ পার্ব্বতীর সখী, দিব্য যোগবলে নিমেষ-কাল মধ্যেই তাঁহাকে পুনর্ব্বার দ্বারকায় রাখিয়া আসিল। এদিকে অনিরুদ্ধ কর্ত্তৃক নির্দ্দয়রূপে উপভুক্তা সেই বাণসুতা রোদন করিতে করিতে শয্যা হইতে উত্থান করিয়া, সখীগণের নিকট

[illegible]নাদোষশোভা চ সখ্যা সংস্মারিতা পুনঃ।
সর্ব্বং তং পূর্ব্ববৃত্তান্তং ততো হৃষ্টা চ সাভবৎ।
সহচরীং চিত্রলেখাঞ্চ ততো মধুরয়া গিরা ॥ ১১৫
সখি যদ্যেষ মে ভর্ত্তা পার্ব্বত্যা বিহিতঃ পুরা।
কেনোপায়েন তে গুপ্তঃ প্রাপ্যতে বিধিবন্ময়া ॥১১৬
কস্মিন্ কুলে বা জাতোঽসৌ মম যেন হৃতং মনঃ
তচ্চোক্তা ত্বয়া স্বপ্নে যো দৃষ্টো দেবি তং কথম্
অহং সমানয়িষ্যামি ন বিজ্ঞাতস্তু যো মম ॥ ১১৮
দৈত্যকন্যা তদুক্তে তু রাগান্ধা মরণোৎসুকা।

রক্ষিতা চ তয়া সখ্যা সপ্তমে দিবসে ততঃ ॥১১৯
রাজ্ঞো বস্ত্রপুটে কৃত্বা দেবান্ দৈত্যাংশ্চ রাক্ষসান্
ক্ষত্রিয়াংশ্চ তথাপ্যস্য সানিরুদ্ধং দদর্শ হ ॥ ১২০
হৃষ্টা প্রোবাচ চৌরোঽসৌ ময়া প্রাপ্তস্তু যেন মে
চেতোরত্নং হৃতং সদ্যঃ সংস্পর্শাদেব ভামিনি ॥
কস্যান্বয়ে জাতো নাম কিঞ্চাস্য বিদ্যতে।
প্রোক্তং তস্যাস্তয়া সর্ব্বং সান্বয়ং তস্য ধীমতঃ ॥
সর্ব্বমাকর্ণ্য সা ভূয়ো বভাষে মত্তকাশিনী।
উপায়ং তস্য মে পশ্য নোপায়েন তৎক্ষণাৎ।
লভামি যং বিনা নাহং ক্ষণং জীবিতুমুৎসহে ॥১২৩
ততঃ সখীং সমাভাষ্য চিত্রলেখা মনোজবা।
জ্যৈষ্ঠকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং তৃতীয়েন গতে সতি ॥১২৪
আ প্রভাতামুহূর্ত্তে তু সম্প্রাপ্তা দ্বারকাং পুরীম্ ॥

আদ্যোপান্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। ১০৪—১১৪। "তোমার পতিসঙ্গে কোনও দোষের আশঙ্কা নাই; কারণ পার্ব্বতীই তোমার তাদৃশ ভর্ত্তা ও সঙ্গমের এইরূপ বিধি করিয়াছেন। তুমি সেই সকল পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ কর, তাহা স্মৃত হইবামাত্র তোমার সকল আশঙ্কা অপগত হইবে।" অনন্তর বাণসুতা পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া, চিত্রলেখা নাম্নী সহচরীকে মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, হে সখি! যদি পার্ব্বতী দেবী পুরাকালে ইহাকেই আমার পতিরূপে কল্পনা করিয়াছেন, তাহা হইলে আমি কোন্ উপায়ে তাঁহাকে গুপ্তভাবে লাভ করিতে পারি, আমাকে তদ্বিষয়ে সৎপরামর্শ প্রদান কর। তুমি চতুরাগ্রগণ্যা, তোমার নিকট কোনও কৌশল অবিদিত নাই; যে ব্যক্তি আমার মন হরণ করিয়াছেন, তিনি কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিয়া আমার উৎকণ্ঠা দূর কর। চিত্রলেখা তৎকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে সখি! তুমি যাঁহাকে স্বপ্নাবস্থায় মাত্র দেখিয়াছ ও আমি যাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র অবগত নহি, তাঁহাকে কি প্রকারে এ স্থানে আনয়ন করিব? চিত্রলেখা এইরূপ বলিলে পর, দানবনন্দিনী হতাশ হইয়া মরণের নিমিত্ত উদ্যুক্ত হইলেন; তৎকালে তাঁহার রাগাধিক্য-নিবন্ধন কিঞ্চিন্মাত্র কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান ছিল না। চিত্রলেখা তাঁহার তাদৃশ আগ্রহাতিশয় সন্দর্শনে ভীত হইয়া নানাপ্রকার প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। অনন্তর সপ্তম দিবসে রাজবস্ত্রপুটে ত্রিভুবন চিত্রিত করিয়া সেই পটখানি উষার সম্মুখে সংস্থাপনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—দেখ সখি! ইহার মধ্যে কি কোনও ব্যক্তিকে তোমার চিত্তচোর বলিয়া বোধ হয়? দানবসুতা তাদৃশ অলৌকিক চিত্র-সন্দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া একাগ্রচিত্তে একে একে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহুক্ষণ পরে আনন্দিত-চিত্তে বলিলেন,—চিত্রলেখে! যে ব্যক্তি দর্শনমাত্র আমার চিত্ত হরণ করিয়া আমাকে সন্তাপ-সাগরে মগ্ন করিয়াছেন, তিনিই এই। এইরূপ বলিয়া অজ্ঞাত-নামান্বয় অনিরুদ্ধকে হস্ত দ্বারা নির্দ্দেশ করিলেন। চিত্রলেখা উষাকর্ত্তৃক তাঁহার অন্বয় ও নাম বর্ণনে নিযুক্ত হইয়া তত্ত্বিষয় আদ্যোপান্ত অবিকলরূপে তাঁহার নিকট বর্ণন করিলেন। দানব-সুতা তচ্ছ্রবণে নিতান্ত অনুরাগিণী হইয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, আমি যাঁহার বিরহে জীবিত থাকিব বলিয়া বোধ হয় না, তাঁহাকে যে উপায়ে এইক্ষণেই লাভ করিতে পারি, তাদৃশ উপায় নির্ণয় কর। অনন্তর মনের ন্যায় বেগবতী দিব্যযোগিনী চিত্রলেখা সখীকে আমন্ত্রণ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যেই দ্বারকায়

একেন ক্ষণমাত্রেণ নভসা দিব্যযোগিনী ।
ততশ্চান্তঃপুরোদ্যানে প্রাদ্যুম্নিং দদৃশে স্থিতম্‌ ।
ক্রীড়ন্তং স্ত্রীজনৈঃ সার্দ্ধং পিবন্তং মধু মাধবীম্‌ ॥
ততঃ খট্টাসমারূঢ়মন্ধকারপটেন সা ।
আচ্ছাদয়িত্বা যোগেন তামসেন চ মাধবম্‌ ॥ ১২৭
আনয়ন্মূর্দ্ধ্নি তাং খট্টাং গৃহীত্বা নিমিষান্তরাৎ ॥১২৮
সম্প্রাপ্তা শোণিতপুরং যত্র সা বাণনন্দিনী ।
কামার্ত্তা বিবিধান্‌ ভাবাংশ্চকারোন্মত্তবৎ ক্ষণাৎ ॥
আনীতমথ তং দৃষ্ট্বা তদা ভীতা চ সাভবৎ ।
অন্তঃপুরে সুগুপ্তে চ নবে তস্মিন্‌ সমাগমে ।
যাবৎ ক্রীড়িতুমারব্ধং তাবজ্‌জ্ঞাতঞ্চ তৎক্ষণাৎ ॥
অন্তঃপুরদ্বারগতৈর্বেত্রজর্জ্জরপাণিভিঃ ।
ইঙ্গিতৈরনুমানৈশ্চ কন্যাদৌঃশীল্যমেব তৎ ॥১৩১
স চাপি দৃষ্টস্তৈস্তত্র নরো দিব্যবপুর্দ্ধরঃ ।
তরুণো দর্শনীয়স্তু সাহসী সমরপ্রিয়ঃ ॥ ১৩২
তং দৃষ্ট্বা সর্ব্বমাচখ্যুর্বাণায় বলিসূনবে ॥ ১৩৩
দেব কশ্চিন্নরস্তুভ্যং গুপ্তমন্তঃপুরে বলাৎ ।
শক্তস্য তব কন্যাস্তু স্বয়ংগ্রাহাদধর্ষয়ৎ ॥ ১৩৪
দানবেন্দ্র মহাবাহো পশ্য পশ্যৈনমত্র চ ॥ ১৩৫
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা দানবেন্দ্রো দদর্শ তম্‌ ।
দিব্যনীলাব্জবপুষং প্রথমে বয়সি স্থিতম্‌ ॥ ১৩৬
তং দৃষ্ট্বা বিস্মিতো বাক্যং কিঙ্করানপ্যথাব্রবীৎ ।
বাণঃ ক্রোধপরীতাত্মা যুদ্ধশৌণ্ডো হসন্নিব ॥ ১৩৭
অহো মনুষ্যো রূপাঢ্যঃ সাহসী ধৈর্য্যবানিতি ।
যেন মে কুলচারিত্রং দূষিতং দুহিতা হৃতা ।
তং মারয়ধ্বং কুপিতাঃ শীঘ্রং শস্ত্রৈঃ সুদারুণৈঃ ।
দুরাচারঞ্চ তং বদ্ধা ঘোরে কারাগৃহে ততঃ ।
রক্ষধ্বং কালসময়ং কচিদ্ঘোরপরাক্রমাঃ ॥ ১৩৯
ততো দৈত্যেন সৈন্যস্তু দশসাহস্রকং শনৈঃ ।
বধার্থং তস্য বীরস্য ব্যাদিষ্টং পাপবুদ্ধিনা ॥ ১৪০

উপস্থিত হইলেন। তথায় কিয়ৎকাল অন্বেষণ করিয়া অন্তঃপুরোদ্যানে গমনপূর্ব্বক অনিরুদ্ধকে সন্দর্শন করিলেন। তিনি তৎকালে স্ত্রীজনের সহিত ক্রীড়া ও মদ্যপান করিতেছিলেন। চিত্রলেখা দিব্যযোগপ্রভাবে অন্ধকার-পট দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া মস্তকে তদধিষ্ঠিত খট্টা সংস্থাপনপূর্ব্বক নিমেষ মধ্যেই শোণিতপুরে সমাগত হইলেন। যে স্থানে বাণনন্দিনী উন্মত্তার ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে নব-নব নানাবিধ অভিলাষ করিতেছিলেন, তথায় সহসা সখীকর্তৃক সমানীত চিত্তচোরকে সন্দর্শন করিয়া, অন্তঃপুর সুরক্ষিত হইলেও, নব-সমাগমে অত্যন্ত ভীত হইলেন। কিয়ৎপরে তাঁহারা ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইবামাত্র অন্তঃপুরাধিকৃত লোক সকল জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ দৌবারিকদিগকে জানাইল। তাহারা সকলে কন্যাগৃহে গমনপূর্ব্বক দিব্যদেহ, তরুণ, সাহসী ও সমরপ্রিয় কোনও পুরুষকে রাজকন্যার সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিতে পাইল। তাহা দর্শন করিবামাত্র কোপ-জ্বলিত হইয়া দানবরাজের নিকট অবিলম্বে গমন করিয়া সমস্ত বিষয় অবিকলরূপে বর্ণন করিতে লাগিল,—হে দেব! কোনও তরুণবয়স্ক পুরুষ, আপনি শক্তিশালী হইলেও, গূঢ়ভাবে আপনার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজকন্যাকে বলপ্রয়োগ দ্বারা উপভোগ করিতেছে। হে দানবেন্দ্র! আপনি স্বয়ং আসিয়া তাহার ঔদ্ধত্য দর্শন করুন। দানবেন্দ্র তাহাদিগের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় বিস্মিতচিত্তে তথায় গমনপূর্ব্বক নীলাম্বুজনিভদেহশালী এক যুবককে আপনার কন্যার সহিত ক্রীড়া করিতে দর্শন করিয়া বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইলেন। তৎকালে ক্রোধাধিক্য-নিবন্ধন কিয়ৎক্ষণ তাঁহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হয় নাই। কিয়ৎপরে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া কিঙ্করদিগকে আদেশ করিলেন;— তাদৃশাবস্থায়ও তাঁহার মুখ যেন হাস্যযুক্ত বলিয়া বোধ হইয়াছিল ;—এই যুবকের রূপ, সাহস ও ধৈর্য্য অলৌকিক। এই নরাধম আমার কন্যাকে হরণ করিয়া কুলাচার দূষিত করিয়াছে, অতএব ইহাকে শীঘ্র সুদারুণ অস্ত্র দ্বারা বিনাশ কর। হে ঘোরপরাক্রম দানবগণ! এই দুরাচার পামরকে বন্ধন করিয়া কিয়ৎকাল ভয়ঙ্কর কারাগৃহে রক্ষা কর। অনন্তর পাপবুদ্ধি দানবরাজ সেই বীরের বধের নিমিত্ত দশ সহস্র দানব-সৈন্য

শত্রুসৈন্যং ততো দৃষ্ট্বা গর্জ্জমানং স যাদবঃ।
অন্তঃপুরদ্বারগতং পরিঘং গৃহ্য চাতুলম্ ॥ ১৪১
নিষ্ক্রান্তো ভবনাৎ তস্মাদ্বজ্রহস্ত ইবান্তকঃ।
তেন তান্ কিঙ্করান্ হত্বা পুনশ্চান্তঃপুরং যযৌ ॥
এবং দশ সহস্রাণি সৈন্যানি মুনিসত্তমাঃ।
জঘান রোষরক্তাক্ষো দিব্যরক্তাভ্রলোচনঃ ॥ ১৪৩
লক্ষে হতেঽথ যোধানাং ততো বাণাসুরো রুষা।
দৃষ্ট্বাণ্ডসংগৃহীতাশ্বো যুদ্ধশৌণ্ডঃ সমাহ্বয়ৎ।
অনিরুদ্ধং মহাবাহুং দ্বন্দ্বযুদ্ধং মহাহবে ॥ ১৪৪
ততো দশ সহস্রাণি তুরঙ্গাংশ্চ রথোত্তমান্।
যুদ্ধপ্রাপ্তেন খড়্গেন দৈত্যেন্দ্রস্য জঘান সঃ ॥ ১৪৫
তস্মায় ততঃ শক্তিঃ কালবৈশ্বানরোপমা।
ক্ষিপ্তা বাণেন সভূয়ঃ শত্রুসম্প্রেরিতাং রুষা ॥১৪৬
অনিরুদ্ধো গৃহীত্বা তাং তয়া তং নিজঘান সঃ ॥

রথোপস্থে ততো বাণস্তেন শক্ত্যা হতো দৃঢ়ম্।
পতিতো মন্ত্রিণা তত্র হেতুভিঃ প্রতিবোধিতঃ ॥১৪৮
সমাশ্বস্তঃ ক্ষণে তস্মিংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥১৪৯
তস্মিংস্তদ্দর্শনং প্রাপ্তে প্রাদ্যুম্নিরপরাজিতঃ।
আলোক্য ককুভঃ সর্ব্বাস্তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥১৫০
অদৃশ্যমানস্ত তদা কূটযোধী স দানবঃ।
নানাশস্ত্রমহস্ত্রৈশ্চ তাড়য়িত্বা পুনঃপুনঃ ॥ ১৫১
ছদ্মনা নাগপাশৈস্তং ববন্ধ সুমহাবলঃ।
তং বদ্ধা পঞ্জরান্তঃস্থং কৃত্বা যুদ্ধাদুপারমৎ ॥১৫২
সূতপুত্র শিরশ্ছিন্ধি যেন মে দূষিতং কুলম্।
ছিত্ত্বা তু সর্ব্বগাত্রাণি রাক্ষসেভ্যঃ প্রযচ্ছ ভোঃ ॥
অথবা নাস্য মাংসানি ক্রব্যাদা অপি ভুঞ্জতে।
অগাধে তৃণসঙ্কীর্ণকূপে পাতকিনং জহি ॥ ১৫৪
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ধর্ম্মবুদ্ধির্নিশাচরঃ।
কুম্ভাণ্ডস্তমব্রবীদ্বাক্যং দেব নৈতৎক্ষমো ভবেৎ ॥

আদেশ করিলেন। ১১৫—১৪০। অন্তঃপুরগত দানবেন্দ্র দ্বারদেশাগত ও গর্জ্জনশীল শত্রুসৈন্য সকল সন্দর্শন করিয়া, অনুপম মুদ্গর গ্রহণ করিয়া বজ্রহস্ত অন্তকের ন্যায় সেই ভবন হইতে নির্গত হইলেন ও মুদ্গর দ্বারা দানব-সৈন্য সকল বিনষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে দশ সহস্র সৈন্য নিহত হইলে পর, দানবরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, অর্ব্বুদ অপর লক্ষ সৈন্যকে তাঁহার বধে নিযুক্ত করিলেন; মহাবীর অনিরুদ্ধ তাহাদিগকেও পূর্ব্বের মত বিনাশ করিলেন। বাণাসুর আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ অভিমুখে গমনপূর্ব্বক মহাবাহু অনিরুদ্ধকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ মহোৎসবের নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। অনন্তর সেই মহাবীর যুদ্ধপ্রাপ্ত খড়্গ দ্বারা দানবরাজের দশ সহস্র অশ্ব, রথ ও সৈন্য বিনষ্ট করিলেন। দানবরাজ তদ্দর্শনে অত্যন্ত কুপিত হইয়া, কালাগ্নিসদৃশী শক্তি তাহার বধের নিমিত্ত তদুপরি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর অনিরুদ্ধ শত্রু-ক্ষিপ্ত সেই শক্তি অর্দ্ধপথে গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারা বাণাসুরকে আঘাত করিলেন।

দানবরাজ সেই শক্তি কর্ত্তৃক দৃঢ়ভাবে আহত হইয়া, রথোপরি মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। মন্ত্রী তদ্দর্শনে কাতর হইয়া অত্যন্ত যত্নসহকারে বীজনাদি দ্বারা তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিলেন। দানবরাজ কিঞ্চিৎ সমাশ্বস্ত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন। বাণরাজ অদৃশ্য হইলে, অপরাজিত কামসুত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু কপটযোধী সেই দানবরাজ অদৃশ্যতা প্রাপ্ত হইয়া, নানাবিধ শস্ত্র দ্বারা অনিরুদ্ধকে প্রহার করিয়া, অবশেষে নাগপাশ দ্বারা বন্ধন করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে লৌহ-পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া, যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। হে সূতপুত্র! যে ব্যক্তি আমার কুলাচার দূষিত করিয়াছে, শীঘ্র তাহার মস্তকচ্ছেদ কর ও অন্যান্য অবয়ব সকল ছেদন করিয়া রাক্ষসদিগকে প্রদান কর। অথবা ক্রব্যাদ্‌গণও ইহার মাংস ভক্ষণ করিবে না, কারণ এ ব্যক্তি ঘোর নারকী; অতএব এই পাপিষ্ঠকে অগাধ ও তৃণ-সঙ্কীর্ণ কূপমধ্যে নিক্ষেপ কর, ইহাই ইহার উচিত প্রায়শ্চিত্ত। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ কুম্ভাণ্ড-নামা রাক্ষস দানবরাজের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ

অস্মিন্ হতে হতো হ্যাস্মা ভবেদিতি মতির্মম ।
অয়ন্তু দৃশ্যতে দেব তুল্যো বিষ্ণোঃ পরাক্রমৈঃ ।
অথ চন্দ্রললাটস্য সাহসেন সমস্তয়ম্ ॥ ১৫৬
ইমামবস্থাং প্রাপ্তোঽপি পৌরুষে স্বে ব্যবস্থিতঃ ।
অস্মাংস্তৃণোপমান্ বেত্তি দষ্টোঽপি ভুজগৈর্বলাৎ
এতদ্বাক্যন্তু বাণস্য কথয়িত্বা স দানবঃ।
অনিরুদ্ধমুবাচেদং কোঽসি কস্যাসি ভোরিতি ॥১৫৮
কেন বা ত্বমিহানীতো দুরাচার নরাধম ।
দৈত্যেন্দ্রং স্তুহি বীর ত্বং নমস্কুরু কৃতাঞ্জলিঃ ॥১৫৯
জিতোঽস্মীতি বচো দীনং কথয়িত্বা পুনঃপুনঃ ।
এবং কৃতে তু মোক্ষঃ স্যাদ্বন্ধনাৎ তব নান্যথা ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য প্রতিবাক্যমুবাচ সঃ ।
রে রে দৈত্যাধমসখে পরপিণ্ডোপজীবক ।
নিশাচর দুরাচার ক্ষত্রধর্ম্মং ন বেৎসি ভোঃ ॥১৬১
দৈন্যং পলায়নং বাথ শূরস্য মরণাদপি ।
বিরুদ্ধঞ্চাযশস্যঞ্চ ভবেদিতি মতির্মম ॥ ১৬২
ক্ষত্রিয়স্য রণে শ্রেয়ো মরণং সম্মুখস্য চ।
ন তু প্রাপ্য তু ভূমিস্ত দীনশ্চৈব কৃতাঞ্জলিঃ ॥১৬৩
কৃতেঽপি দৈন্যে মরণং ন বিচালয়িতুং ক্ষমঃ।
শত্রুর্ভবসি মন্দাত্মন্ জোষমাস্স্বাথ মূকবৎ। ৬৪
দানবানাং সহস্রাণি ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
নিত্যং কৃতাঞ্জলির্যস্য সোঽহন্যস্যাঞ্জলিমান্ কথম্।
স্বয়ন্তু বেৎস্যসে যোঽহং ছিন্নে বাহুবনে বনে।
এতদ্বাক্যন্তু তস্যোক্ত্বা যাদবো মৌনমাশ্রিতঃ ॥১৬৬
বাণঃ কুষ্মাণ্ডবচনাদনিরুদ্ধং ন জঘ্নিবান্।
কিন্তু স্বান্তঃপুরং গত্বা পপৌ পানমনুত্তমম্ ॥১৬৭
ততোঽনিরুদ্ধো বদ্ধস্তু নাগভোগৈর্বিষোল্বণৈঃ।

করিয়া বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন, হে দেব! ইহা উচিত নহে, ইহাকে নিহত করিলে আমরা সকলে নিশ্চয় নিহত হইব, এইরূপ আমার বিবেচনা হইতেছে। ইনি সামান্য নহেন। ইনি পরাক্রমে বিষ্ণুসদৃশ ও সাহসে রুদ্র-সদৃশ; ঈদৃশী দশা প্রাপ্ত হইলেও ইনি স্বীয় পৌরুষ হইতে বিচলিত হন নাই এবং ভুজগদষ্ট হইলেও আমাদিগকে তৃণের ন্যায় বোধ করিতেছেন। সেই মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ, দানবরাজকে এইরূপ বলিয়া, অনিরুদ্ধকে বলিতে লাগিলেন—রে দুরাচার! তোর নাম কি? তুই কাহার পুত্র? কোন্ ব্যক্তি তোকে এ স্থানে আনয়ন করিয়াছে?—এই সকল আমার নিকট বর্ণন কর। হে বীরশ্রেষ্ঠ! কৃতাঞ্জলিপুটে দানবরাজকে নমস্কার করিয়া স্তব কর ও "আমি আপনার নিকট পরাজিত হইয়াছি" এইরূপ পুনঃপুনঃ বলিয়া ক্ষমা-প্রার্থনা কর, ইহাই তোর মোচনের একমাত্র উপায় দেখিতেছি। অনিরুদ্ধ তাঁহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—রে পর-পিণ্ডোপজীবিন্, দুরাচার দানবাধম! তুই ক্ষত্রিয়গণের আচার সম্বন্ধে কিছুই জানিস্ না, তজ্জন্য আমাকে এইরূপ উপদেশ দিতেছিস্! বীরগণের শত্রু নিকট দৈন্য-প্রকাশ বা তাহার নিকট হইতে পলায়ন অযুক্ত, অকীর্ত্তিকর ও মরণ অপেক্ষা ঘৃণিত—আমি এইরূপ বিবেচনা করি। ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখভাবে মরণও জীবন অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়, শত্রুর নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে দৈন্য প্রকাশ করা কদাচ সঙ্গত নহে এবং দৈন্য প্রকাশ করিলেও তাহার মৃত্যু অন্যথা হয় না, কারণ দৈববশতই মৃত্যু হইয়া থাকে। কোনও ব্যক্তি দৈবের বিরুদ্ধে কাহারও অনিষ্ট করিতে পারে না। হে মন্দাত্মন্! তুমি আমার পরমশত্রু, এ বিষয়ে আমাকে উপদেশ দেওয়া উচিত নহে; তুমি মৌনাবলম্বন করিয়া মূকের ন্যায় অবস্থিতি কর। দানব-সহস্র, এমন কি, সচরাচর ত্রৈলোক্য পর্য্যন্তও যাহার দর্শন-লালসায় উৎসুক চিত্তে বহির্দ্বারে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতি করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি কিরূপে অপরের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে পরাভব স্বীকার করিবে? তোমার বাহুবন ছিন্ন হইলে পর, তুমি স্বয়ং আমার পরিচয় বিশেষরূপে জানিতে পারিবে। যাদবেন্দ্র এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।১৪১-১২৬ বাণরাজ কুষ্মাণ্ডের অনুরোধ বশতঃ অনিরুদ্ধকে বিনষ্ট করিলেন না; কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে গমন

প্রিয়া হৃতচেতাস্ত দুর্গাং সস্মার তৎক্ষণাৎ ॥১৬৮
উবাচ দেবি বদ্ধোঽস্মি দহ্যমানস্ত পন্নগৈঃ।
আগচ্ছ মে কুরু ত্রাণং যশোদে চণ্ডরোষিণি॥ ১৬৯
তেন সা তোষিতা তত্র কালী ভিন্নাঞ্জনপ্রভা।
জ্যৈষ্ঠকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং সম্প্রাপ্তা সুমহানিশি ॥ ১৭০
মুষ্টিভির্মুষ্টিভির্ঘাতৈর্দ্দারয়ামাস পঞ্জরম্।
শরাংস্তান্ ভস্মসাৎকৃত্বা সর্পরূপান্ ভয়ানকান্ ॥
মোচয়িত্বানিরুদ্ধস্ত ততশ্চান্তঃপুরং ততঃ।
প্রবেশয়িত্বা দুর্গা তু তত্রৈবাদর্শনং গতা ॥ ১৭২
স তু নরজয়ো ভূত্বা প্রিয়াং প্রাপ্য মুমোদ চ ॥
অতো গতেঽনিরুদ্ধে তু তৎস্ত্রীণাং রোদনস্বনম্।
শ্রুত্বা চ ত্বরিতঃ কৃষ্ণো যুদ্ধং শ্রুত্বা চ নারদাৎ ॥

করিয়া, অত্যন্ত অধিকরূপে মদ্যপান করিতে লাগিলেন। অনন্তর অনিরুদ্ধ তীক্ষ্ণ-বিষশালী নাগপাশে বদ্ধ হইয়াও প্রাণেশ্বরীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। প্রিয়া-বিরহ নাগ-পাশে বন্ধন অপেক্ষা তাঁহার পক্ষে অধিক কষ্টকর হইয়া উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, একমনে দুর্গাদেবীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—হে দেবি! আমি নাগপাশে বদ্ধ হইয়া যৎ-পরোনাস্তি ক্লেশ পাইতেছি; অতএব এ স্থানে আগমন করিয়া এ শরণাগত অধমকে এই ঘোরতর বিপদ্ হইতে রক্ষা করুন। অনন্তর ভিন্নাঞ্জন-সন্নিভা কালী অনিরুদ্ধের স্তবে তুষ্ট হইয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর দিবস নিশীথ সময়ে তথায় অলক্ষিতরূপে আগমন করিলেন এবং দারুণ মুষ্টি ও পাদঘাত দ্বারা সেই লৌহপঞ্জর ভগ্নপূর্ব্বক সেই ভয়ানক সর্পরূপী শর সকল ভস্মসাৎ করিয়া তাদৃশ ভীষণ বিপদ্ হইতে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করিলেন ও তাঁহাকে কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করা-ইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। অনিরুদ্ধও তাদৃশ বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া প্রিয়া-সমাগমে আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন। এদিকে অন্তঃপুরবর্ত্তি-স্ত্রীগণের রোদনধ্বনি শ্রীকৃষ্ণের কর্ণগোচর হইল। ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ

জগাম শোণিতপুরং তার্ক্ষ্যমাহূয় তৎক্ষণাৎ।
ভ্রাত্রা রামেণ সহিতঃ প্রদ্যুম্নেন চ ধীমতা ॥ ১৭৫
তত্রাগ্নিনাভবদ্যুদ্ধং যমেন চ হরেণ চ।
ত্রিমুখেণ ত্রিপাদেন জ্বরেণ চ গুহেন চ ॥ ১৭৬
প্রমথৈর্বিবিধাকারৈস্তেষামত্যন্তদারুণম্।
বিভীষিকাভির্বহ্বীভিঃ কোটবীভিঃ পদে পদে ॥
নির্লজ্জাভিশ্চ নারীভির্ভগ্নাভিরপি সর্ব্বশঃ।
বীর্য্যং সংস্তম্ভয়ন্তীভির্বরাঙ্গস্য চ দর্শনাৎ ॥ ১৭৮
তেষাং চতুর্ণাং সংগ্রামঃ পশ্চাদ্বাণেন চাভবৎ॥১৭৯
মাহেশ্বরাশ্চ যে কেচিদ্বাণস্যাসন্ জ্বরাদয়ঃ।
তাংস্তান্ জঘান গোবিন্দো ঘোরৈঃ স্বৈঃ
স্বৈর্জ্বরাদিভিঃ ॥ ১৮০
কৃত্বা সহস্রং কায়ানাং পীত্বা তোয়ং মহার্ণবাৎ।
গরুড়োঽনাশয়দ্বহ্নিং বাতৈর্মেঘার্ণবাম্বুভিঃ।
কুমারস্য ময়ূরস্ত তুণ্ডঘাতৈর্ব্যপাটয়ৎ ॥ ১৮১
বিষ্ণুনা নির্জ্জিতে রুদ্রে সপুত্রে সগণে সতি।

তথায় আগমন করিয়া সকল বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। ভগবান্ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ গরুড়কে আহ্বান করি-লেন এবং বলদেব ও প্রদ্যুম্নের সহিত তাহাতে আরূঢ় হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যেই শোণিতপুরে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে, অগ্নি, যম, হর, ত্রিমুখ ও ত্রিপাদ জ্বর, গুহ ও বিবিধ আকারশালী প্রমথগণ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং ভীষণ অসংখ্য নগ্না স্ত্রী ও অন্যান্য নির্লজ্জ নারীগণ সকল প্রকারে পরা-জিত হইলেও বরাঙ্গ দর্শন দ্বারা বীর্য্যস্তম্ভন করিতে লাগিল। অনন্তর বাণাসুরের সহিত সেই ব্যক্তিচতুষ্টয়ের ভয়ানক সংগ্রাম হইতে আরম্ভ হইল। যে সকল মাহেশ্বর-জ্বর যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতে লাগিল, গোবিন্দদেব ঘোরতম স্বীয় জ্বর দ্বারা তাহা-দিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন। গরুড়ও কায়সহস্র নির্ম্মাণ করিয়া মহার্ণব হইতে তোয়-রাশি পানপূর্ব্বক বায়ু ও অম্বু দ্বারা বহ্নিকে বিনষ্ট করিলেন এবং তীক্ষ্ণ চঞ্চু দ্বারা কুমারের ময়ূরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। রুদ্র-

বাণো বিনির্গতো যুদ্ধে দ্বন্দ্বযুদ্ধেন বিষ্ণুনা ॥ ১৮২
কুম্ভাণ্ডসংগৃহীতাশ্বো বৃত্তে সৈন্যক্ষয়ে সতি ॥১৮৩
ততঃ সুদর্শনেনাথ বিষ্ণুর্বাণভুজান্ বহূন্।
ছিত্ত্বা শিরশ্চ শত্রোস্তু যদা ছেত্তুং সমুদ্যতঃ ॥১৮৪
স্তোত্রৈস্তুতস্তনেকৈশ্চ শঙ্করেণ স তোষিতঃ।
উক্তশ্চোর্দ্ধকরেণাথ হরেণাগিত্রঘাতিনা ॥ ১৮৫
ভগবন্ দেবকীপুত্র কৃতং যং ক্রিয়তে ত্বয়া।
মা বাণস্য শিরশ্ছিন্ধি সংহরস্ব সুদর্শনম্ ॥১৮৬
দত্তং ময়া পুরা তুভ্যমতিবীর্য্যং রণে তব।
চক্রং জয়শ্চ গোবিন্দ নিবর্ত্তস্ব রণাদতঃ ॥ ১৮৭
ত্বন্তু যোগীশ্বরঃ সাক্ষাৎ পরমাত্মা জনার্দ্দনঃ।
ভক্তানুকম্পী ভগবান্ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ ॥১৮৮
বরমস্য ময়া দত্তং ন মৃত্যুভয়মস্তি তে।
অস্মে সত্যং বচশ্চাস্তু যদি তুষ্টোঽসি মে প্রভো ॥

দেবগণও পুত্রের সহিত বিষ্ণুকর্তৃক পরাজিত হইলে পর, বাণরাজ বিষ্ণুর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবার মানসে অমাত্যকর্তৃক গৃহীতাশ্ব হইয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন। ১৬৭—১৮৩। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা বাণ-রাজের বাহুসহস্র নলকাষ্ঠের ন্যায় একে একে ছেদন করিয়া যখন শিরশ্ছেদে উদ্যুক্ত হইলেন, তখন মহাদেব নানাবিধ স্তব দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বাহুদ্বয় উত্তোলন-পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন্ দেবকী-নন্দন! আপনি যাহা ইচ্ছা করিতেছেন, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। বাণাসুরের মস্তক ছেদ করিবেন না, সুদর্শন সংহার করুন। পূর্ব্বে আমি তোমাকে বল, চক্র ও জয় প্রভৃতি অনেক দান করিয়াছিলাম, বোধ করি, তাহা অদ্যাপি স্মৃতিপথে বিরাজ করিতেছে; অতএব আমার অনুরোধে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হউন। হে যোগীশ্বর! আপনি ভক্তানুকম্পী ও সাক্ষাৎ পরমাত্ম-স্বরূপ; সর্ব্বভূতহিতৈষিতা আপনার ব্রতস্বরূপ। আমি ইহাকে অমরত্ব-বর প্রদান করিয়াছি; হে প্রভো! যদি আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট থাকেন, তাহা হইলে আমার বাক্যের সত্যত্ব সম্পাদন করুন। বিষ্ণু শঙ্করের

শঙ্করস্য বচঃ শ্রুত্বা সংহৃত্য চ সুদর্শনম্।
অক্ষতাঙ্গস্তু বিজয়ী বিষ্ণুরন্তঃপুরং যযৌ ॥ ১৯০
অনিরুদ্ধং সমাশ্বাস্য সহিতং ভার্য্যয়া পুনঃ।
গৃহীত্বা রত্নসংঘাতং চিত্রলেখাঞ্চ তৎসখীম্।
পুনঃ স্বভবনং প্রাপ্তো জিত্বা চ বরুণং পথি ॥১৯১
বিসর্জ্জয়িত্বা গরুড়ং সখিবচ্চোপহস্য চ।
দ্বারকায়াং ততো হৃষ্টঃ কামচারী চচার হ ॥১৯২
বিষ্ণৌ গতে ততো নন্দী বাণং প্রোবাচ দুঃখিতম্
দৈত্যং শোণিতদিগ্ধাঙ্গং কুরু নৃত্যমহোৎসবম্।
ভক্তানুকম্পিনশ্চাগ্রে রুদ্রস্যেতি পুনঃপুনঃ ॥১৯৩
নন্দিবাক্যাৎ ততো বাণো দ্বিপাচ্ছৌর্যৈকমাত্রকঃ।
ননর্ত্ত তাণ্ডবং মুখ্যং প্রত্যালীঢ়াদিশোভিতম্ ॥১৯৪
স্থানকৈর্বিবিধাকারৈরালীঢ়প্রমুখৈরপি।
মুখবাদসহস্রাণি ভ্রূক্ষেপসহিতান্যপি ॥ ১৯৫
শিরঃকম্পসহস্রাণি প্রত্যানীকান্ সহস্রশঃ।
চারীশ্চ বিবিধাকারা দর্শয়িত্বা শনৈঃ শনৈঃ ॥১৯৬

এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুদর্শন-চক্র সংহার করিলেন ও অন্তঃপুরে গমন করিয়া, অনিরুদ্ধকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে চিত্রলেখা, উষা ও রত্নরাশির সহিত তথা হইতে গ্রহণ করিয়া, পথিমধ্যে বরুণকে পরাজয়পূর্ব্বক কিয়ৎকাল মধ্যে দ্বারকায় সমাগত হইলেন। ভগবান্ বিষ্ণু গমন করিলে পর নন্দিকেশ্বর বাণরাজকে বলিতে লাগিলেন,—যদিও তুমি অত্যন্ত দুঃখিত ও শোণিত-দিগ্ধ-দেহ হইয়াছ, তথাপি ভক্তানু-কম্পী ভগবান্ শঙ্করের সম্মুখে এইরূপ অবস্থায় নৃত্য কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে; কারণ ভগবান্ অত্যন্ত নৃত্য-প্রিয়। বাণরাজ তৎকালে পাদদ্বয় ও একটী মাত্র হইলেও নন্দীর আদেশানুসারে ভগ-বানের সম্মুখে অদ্ভুত নৃত্য করিতে লাগিলেন। আলীঢ়প্রমুখ বিবিধাকারশালী স্থানপঙক্তি দর্শিত হইতে লাগিল; মুখবাদ্য-নিনাদে দিগ-ন্তর পূরিত হইয়া উঠিল; ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মস্তক ভ্রূক্ষেপ-সহকারে ভয়ানকরূপে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল; নানাবিধ গতি সকল প্রদর্শিত হইয়া দর্শকবৃন্দকে বিস্ময়সাগরে মগ্ন করিল।

সা শোণিতধারাভিঃ সিঞ্চয়িত্বা মহীতলম্।
পুনঃ প্রসাদয়ামাস শূলিনং চন্দ্রশেখরম্ ॥১৯৭
তত্তো নৃত্যং মহদ্দৃষ্ট্বা ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ ॥১৯৮
দৈত্য বাণং সন্তুষ্টো নৃত্যগীতপ্রিয়ো হরঃ।
বরং গৃহাণ দৈত্যেন্দ্র যৎ তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ১৯৯
বাণেন চ গৃহীতোঽভূদ্বরস্ত ব্রণরোপণে।
যদ্যুদ্ধে চোংপত্তির্গাণপত্যমথাক্ষয়ম্ ॥ ২০০
উষায়াঃ পুত্ররাজ্যন্ত তস্মিন্ শোণিতকাহ্বয়ে।
নির্বৈরতা চ বিবুধৈর্বিষ্ণৌ ভক্তিরনুত্তমা ॥ ২০১
বাসুদেবাৎ তু মরণং কল্পান্তে কুপিতাদ্বরঃ।
ন পুনর্দৈত্যতা দুষ্টা তামসী রজসা যুতা ॥ ২০২
হরেণ্যাভিযোগস্ত দিবারাত্রঞ্চ মিত্রতা।
সর্ব্বং ভবিষ্যসীত্যুক্ত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ২০৩
শঙ্করানুচরো বাণো মহাকালত্বমাগতঃ।
ততঃ কদাচিৎ পুত্রস্ত তস্যাং জাতো যদাভবৎ ॥

তথা কুম্ভাণ্ডমুখ্যৈশ্চ বিশ্বজিদ্রাজসত্তমঃ।
দৈত্যরাজ্যেঽভিষিক্তস্ত মন্ত্রিভিঃ কেশবাজ্ঞয়া ॥
তস্যান্বয়ে যে কেচিদাকল্পান্তাস্ত ভূভুজঃ।
জায়মানা জনিষ্যা বা তেঽনিরুদ্ধস্য সূনবঃ ॥২০৬
উষা চ চিত্রলেখা চ স চ রাজা চ বিশ্বজিৎ।
তস্মিন কল্পে পরিক্ষীণে গন্তারঃ শঙ্করং পদম্ ॥
ইতি ত্রিনয়ননাম্নঃ শঙ্করস্যাপি বৃত্তং
সকলগুরুজনানাং সদ্গুরোঃ শূলপাণেঃ।
কথিতমিহ ময়া তে শ্রোত্ররম্যৈর্বচোভি-
র্মদনশরবণাগ্নের্মন্মথক্ষোভিতস্য ॥ ২০৮

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসং-
হিতায়াং বাণপরাজয়ো নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।
কোঽয়ং কামো হি যেনেশো ব্যাপ্তপূর্ব্বমতির্ভবঃ
নভো বায়ুগ্নিরাপো বৈ পূর্ব্ববুদ্ধির্মনোঽপ্যহম্ ॥ ১

তখন ভূতলও শোণিতসিক্ত হইয়া ভস্ম-রাশি প্রাপ্ত হইল। অনন্তর ভক্তবৎসল ভগবান্ তাদৃশ অলৌকিক নৃত্য সন্দর্শনে মোহিত হইয়া বাণরাজকে বলিতে লাগিলেন, হে দৈত্য-রাজ! আমি তোমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব বর প্রার্থনা কর ; তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহাই প্রদান করিব। বাণরাজ শঙ্করকর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, আমার ব্রণ সকল যেন শীঘ্রই শুষ্কতা প্রাপ্ত হয় ও বাহুযুদ্ধ দ্বারা প্রাণবিয়োগ হইলে আমি যেন অক্ষয় গাণপত্য লাভ করিতে পারি। উষা-পুত্র এই শোণিতপুরের অধীশ্বর হয়েন। দেবগণের সহিত যেন কোনরূপ শত্রুতা না জন্মে। বিষ্ণুর উপর অচলা ভক্তি হউক ; কুপিত বাসুদেবের হস্তেই যেন মৃত্যু ঘটে, আর যেন রজঃ ও তমোযুক্ত দানবত্ব ভোগ করিতে না হয় এবং নিরন্তর বিষ্ণুমন্ত্র জপে আসক্তি থাকে। ভগবান্ "তোমার সকল মনোরথ সিদ্ধ হইবে" এইমাত্র বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর বাণরাজ পাঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অক্ষয় গাণপত্য লাভ করিয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কাল-ক্রমে উষার গর্ভে বিশ্বজিৎ নামক পুত্র জন্মিলে পর, কুম্ভাণ্ডপ্রমুখ প্রধান প্রধান অমাত্যগণ কেশবের অনুমতি ক্রমে তাঁহাকে শোণিতপুরে দৈত্যরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তাঁহার বংশে যে সকল রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও করিবে, তাহাদিগকে অনিরুদ্ধসূনু শব্দে নির্দ্দেশ করাই উচিত। উষা, চিত্রলেখা, অনিরুদ্ধ ও বিশ্বজিৎ সেই কল্পের অবসানে শঙ্করের পদ প্রাপ্ত হইলেন। আমি গুরুগণেরও গুরুস্বরূপ ভগবান্ ত্রিলোচনের ঈদৃশ চরিত্র তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, যিনি কামরূপ অরণ্যের দাবাগ্নি স্বরূপ হইলেও কামকর্তৃক ক্ষোভিত হইয়াছিলেন। ১৮৪—২০৮।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

মুনি সকল মহাদেবের কামব্যথা শ্রবণে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবান্

প্রকৃতিঃ পুরুষো হৃৎস্থঃ পুরুষোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রকঃ।
এবং নঃ সংশয়ং কৃৎস্নং ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ ॥ ২

সূত উবাচ।

প্রবক্ষ্যামি মতং কৃৎস্নং ব্যাসস্যামিততেজসঃ।
কামস্যৈষা তু যা মূর্ত্তির্ব্রহ্ম-বিষ্ণীশ্বরাত্মিকা ॥ ৩
সর্ব্বভূতাত্মভূতাখ্যা ত্রিলিঙ্গা বিশ্বরূপিণী।
ক্বচিৎ কামঃ ক্বচিৎ কামঃ ক্বচিৎ তু কাম এব হি
স্নানং ধ্যানঞ্চ যোগশ্চ যমশ্চ নিয়মো জপঃ।
নো শম্ভুর্নৈব বা বিষ্ণুর্নো ব্রহ্মা নেন্দু-ভাস্করৌ ॥৫
কর্ত্তুমিচ্ছন্তি যং মুক্ত্বা কামঃ সঙ্কল্প এব হি।
যজ্ঞশ্চ শিক্ষা স্বাধ্যায়ো জ্ঞান-দানে শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ
অশুদ্ধিঃ পরপীড়া চ স্বর্গমোক্ষপরিগ্রহঃ।
স্নেহবৈরাণি যেনেহ ভবন্তি স মনোভবঃ॥ ৭
দেবানাং যোনয়শ্চাষ্টৌ মানুষী নবমী চ যা।
তিরশ্চাং যোনয়ঃ পঞ্চ ভবন্ত্যেবং চতুর্দ্দশ ॥ ৮
ভূতা বা বর্ত্তমানা বা জনিষ্যাপি চ সর্ব্বশঃ।
কামাৎ সর্ব্বে প্রবর্ত্তন্তে লীয়ন্তে বৃদ্ধিমাগতাঃ।
সর্ব্বাসামথ যোনীনাং মিথুনানাং ক্রমেণ তু।
অন্যোন্যাসক্তবুদ্ধীনাং কামোঽনেন বিভাগশঃ।
স্থিতো জিতজগজ্জন্মধাম্নি সংসারবর্ত্মনি।
শব্দাদ্যৈর্বিষয়ৈ রম্যৈর্নিঃসারৈঃ কুসুমোপমৈঃ।
ব্রহ্মেন্দ্রোপেন্দ্ররুদ্রাণাং দেব-দানব-ভোগিনাম্
গন্ধর্ব্বাণামনুক্তানাং মনুষ্যাণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ১২
বন্ধুর্মিত্রমথাচার্য্যো রক্ষা নেতার্থদো গুরুঃ।
কল্পদ্রুমোঽথবা ভ্রাতা পিতা মাতা যমস্তথা।
বৈতরণ্যাং জলং নষ্টং নরকো নন্দনং বনম্।
কামঃ সর্ব্বময়ং পুংসাং স্বয়ং কল্পসমুদ্ভবঃ। ১

মহাদেব আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মায়া, মনঃ, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও হৃদয়স্থ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ-রূপী হইলেও যৎকর্ত্তৃক মোহিত হইয়াছিলেন, তাঁহার স্বরূপ কি প্রকার? এই বিষয়ে আমাদিগের অত্যন্ত সংশয় হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের উক্ত সংশয় দূর করুন। সূত বলিলেন, হে মুনি-গণ! আমি তোমাদিগের নিকট কামসম্বন্ধে অমিততেজাঃ ব্যাসদেবের মত সকল বর্ণন করিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ কর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ঈশ্বরাত্মিকা যে মূর্ত্তি সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে, তাহাই কামমূর্ত্তি; ইহাই ভূতগণের সমষ্টি-স্বরূপ বলিয়া বিশ্বরূপিণীশব্দে উক্ত হইয়া থাকে ও ইহা গুণত্রয়শালিনী। কোনস্থলে কামই কেবল অবস্থিতি করে, তদুত্তর প্রবৃত্তি জন্মে না। কোনস্থলে কাম হইতে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে ও কোনস্থলে কামাভাবেও প্রকৃতি-ক্ষোভরূপ কার্য্য হইয়া থাকে। সকল কর্ম্মই কামজন্য। দেখ, স্নান ও সন্ধ্যা প্রভৃতি কার্য্যকলাপ প্রত্যবায়-পরিহাররূপ ফল-কামনায় অনুষ্ঠিত হয় ও যোগাদি কার্য্যকলাপ আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকাররূপ ফল-কামনায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই জগতে তাদৃশ কোন কার্য্য নাই, যাহা কামের কারণে অনুষ্ঠিত হয়। সেই কাম সঙ্কল্পস্বরূপই; ইহা না থাকিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দু ও ভাস্কর প্রভৃতি দেবগণ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। যজ্ঞ, শিক্ষা, স্বাধ্যায়, জ্ঞান, দান, শ্রুতি, স্মৃতি, অশুদ্ধি, পর-পীড়া, স্বর্গ, মুক্তি, পরিগ্রহ, স্নেহ ও বৈর প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল যাঁহার প্রভাবে উদ্ভূত হয়, তিনিই মনোভব। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান অষ্টবিধ দেবযোনি, নববিধ মানবযোনি, পঞ্চবিধ তির্য্যক্‌যোনি সকল কামবশতই সৃষ্ট, পালিত ও সংহৃত হইয়া থাকে। ইনিই, চতুর্দ্দশ প্রকার যোনিসম্বন্ধী মিথুন সকল পরস্পর আসক্ত হইলে, তাহাদিগের মনোমধ্যে বিভক্তরূপে স্থিতি করিয়া থাকেন। ১—১০। এই অনাদি সংসার-মার্গে রমণীয় নিঃসার কুসুমোপমবিষয়াভিলাষে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, দানবভোগী অসুর গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্য প্রভৃতি জীবগণের উপর ইহাঁর প্রভুত্ব অব্যাহতভাবে বিরাজ করিতেছে। ইনি কাহারও অধীন নহেন; ইনি ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। আমরা যাহাদিগকে বন্ধু, আচার্য্য, রক্ষক; নায়ক, অর্থদাতা, গুরু, কল্পবৃক্ষ, ভ্রাতা, মাতা, পিতা, যম, বৈতরণী, স্বাদুজল, নরক ও নন্দনকানন বলিয়া বোধ করিয়া থাকি, সে সকল কাম ভিন্ন নহে; কামই সকল

...ন শক্যতে যচ্চ পরষ্ণানুপরঞ্চ যৎ।
...বুদ্ধিগম্যঞ্চ সংস্পর্শং প্রান্তসংস্থিতম্ ॥১৫
...দিব্যং পরংব্রহ্ম তদুচ্যতে। ·
...প্রভবং যেনেহ ছিদ্যতে তমঃ ॥ ১৬
...সূর্য্যেন্দু-বহ্ন্যনিলধরাত্মমী।
...মনুজাঃ কৃময়ঃ পশবো মৃগাঃ ॥১৭
...তথা ব্রহ্ম দিব্যমানন্দমব্যয়ম্।
...চাপ্যুক্তং বিকারাঃ কামসংজ্ঞিতাঃ ॥
...জাগ্রতাং বাথ সর্ব্বেষাং যো হৃদি স্থিতঃ
...কর্ম্মাণি কুরুতে ব্রহ্ম তন্মহৎ ॥ ১৯
...ভবেৎ তেষাং তৎকৃতানাস্ত কর্ম্মণাম্
...সংসারচক্রস্ত শক্তি-শক্তিমতোরিদম্ ॥ ২০
...প্রিয়াপ্রিয়ৌ যস্ত তথা স্পর্শৌ প্রিয়াপ্রিয়ৌ
...প্রিয়াণি রূপাণি রসান্ গন্ধান্ প্রিয়াপ্রিয়ান্।
...স তু বিজ্ঞেয়ঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥২১

...স্বরূপ ও স্বকীয় কল্পনাবলে উৎপন্ন হইয়াছেন। কেহ ইহাঁর স্বরূপ বর্ণন করিতে পারে না, কেবল বুদ্ধি দ্বারাই ইহাঁর প্রতীতি হইয়া থাকে ও ইনিই সকল প্রকার আনন্দের পরাকাষ্ঠারূপে অবস্থিতি করিতেছেন এবং যাহা এতদ্ভিন্ন, অনশ্বর-জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, তাঁহাকেই তত্ত্ববেত্তারা ব্রহ্মশব্দে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কাল্পনিক সূর্য্যাদিরূপ অজ্ঞানবিহিত অমোরাশি তাঁহা দ্বারাই বিদূরিত হইয়া থাকে। সূর্য্য ইন্দু অগ্নি ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মনুষ্য, কৃমি, পশু ও মৃগ সকল যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তিনিই ব্রহ্ম ও পরমাত্মা। ইনি অব্যয় ও আনন্দস্বরূপ। অতএব যে সকল পদার্থ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহারাই বিকার ও কামশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। যিনি সুপ্ত ও জাগরিত প্রাণিগণের মনোমধ্যে অবস্থিত হইয়া তাহাদিগকে নানাবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, তিনিই ব্রহ্ম এবং তৎকৃত কর্ম্ম সকল কামশব্দ-বাচ্য; অতএব সংসারচক্র ব্রহ্মের বিবর্ত্তস্বরূপ ও মায়াই ইহার উপাদান।১১—২০ যিনি প্রিয়াপ্রিয় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ

বিরূপঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ কর্ত্তা কর্ম্ম চ যোগিভিঃ।
তয়োর্বিনশ্বরং কর্ম্ম কর্ত্তা তু ন বিনশ্যতি ॥ ২২
যথা চিত্রসহস্রাণি কুরুতে চিত্রকর্ম্মকৃৎ।
তথা কর্ম্মসহস্রাণি কুরুতে পরমেশ্বরঃ ॥ ২৩
একৈব পরমাত্মা তু দ্বিধাভিন্নস্তু দৃশ্যতে।
ভোক্তা ভোজ্যঞ্চ লোকেঽস্মিন্ ন বিনা জ্ঞানচক্ষুষা ॥ ২৪
ভোক্তৈব সংস্থিতো দেবঃ স্বেচ্ছয়া পরমো বিভুঃ ॥
যে যে বিকারা দৃশ্যন্তে ব্যবহারাশ্চ ভূতলে।
ন তেষাং সংশয়ঃ কার্য্যঃ সর্ব্বত্র পরমেশ্বরঃ ॥ ২৬
নিরাকারং মহাব্যোমং স্বসংবেদ্যং পরং ধ্রুবম্।
ত্রিবৃদ্‌ব্রহ্ম ততো বিশ্বং কামশ্চেচ্ছাত্রয়ং কৃতম্ ॥
স্থূলশ্চাকারবান্ কামো বিদ্যতে ব্রহ্মসম্ভবঃ।

ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা অনুভব করেন, তিনিই সনাতন ও পরমাত্ম-শব্দবাচ্য। ইনি বিরুদ্ধ-রূপশালী; যোগিগণ ইহাঁকে কর্ত্তা (স্বতন্ত্র বা ঈশ্বর) ও কর্ম্ম অর্থাৎ জীবশব্দে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহাঁদিগের মধ্যে কর্ম্মই বিনষ্ট হইয়া থাকে; কর্ত্তা কদাচ বিনষ্ট হন না। যেমন চিত্রকর্ম্মকারী সহস্র সহস্র চিত্র সকল স্বহস্তে নির্ম্মাণ করেন, সেইরূপ পরমেশ্বরও সহস্র সহস্র জীবগণকে স্বকীয় হস্তে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি একবিধ হইলেও জ্ঞাননেত্রবিহীন জীবগণের পক্ষে ভোক্তা ও ভোজ্যরূপে দুইপ্রকার প্রতীয়মান হন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞগণ সেই পরম-বিভুকে কেবল ভোক্তৃরূপেই সন্দর্শন করিয়া থাকেন। এই বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডলে যে সকল বিকার ও ব্যবহার সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাদিগের উপর বৌদ্ধমতানুসারে সংশয় করা উচিত নহে; কারণ পরমেশ্বর সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সমভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহার আকার নাই, তিনি আকাশের ন্যায় মহৎ, স্ব-সংবেদ্য, পর, ধ্রুব ও ত্রিবৃত্ত, তাঁহাকেই পণ্ডিতগণ ব্রহ্মশব্দে নির্দ্দেশ করেন। তাঁহা হইতেই এই চরাচর বিশ্ব ও ইচ্ছাত্রয়াত্মক (ইচ্ছা, জ্ঞান ও কৃতিস্বরূপ) কাম উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু এই কাম অতি সূক্ষ্ম, সুতরাং অতীন্দ্রিয়।

শুক্লশ্চতুর্ভুজো হৃদ্যঃ শঙ্খ-চক্র-গদাজধৃক্ ॥ ২৮
চতুর্ব্বক্ত্রো মহারত্ন-সুবর্ণকুসুমাবৃতঃ।
যুক্তো লক্ষ্ম্যা সরস্বত্যা রত্যা প্রীত্যা চ সর্ব্বশঃ।
কীর্ত্ত্যা শান্ত্যা তথা পুষ্ট্যা তুষ্ট্যা পক্ষীশ্বরেণ তু ॥
আসীদ্দেবযুগে দেবঃ প্রদ্যুম্নো ভগবান্ হরিঃ।
কামঃ কৃতযুগে চাথ বভূব জগতাং প্রিয়ঃ ॥৩০
পূর্ণেন্দুবদনঃ শ্যামো দিব্যলাবণ্যলোচনঃ।
কুঞ্চিতাসিতকেশশ্চ মণিহেমবিভূষিতঃ ॥ ৩১
পাশাঙ্কুশধনুর্বাণো রক্তাক্ষঃ ক্ষীরসাগরে।
স্থিতো লক্ষ্ম্যা সুভদ্রাদ্যা রুক্মিণ্যা ভদ্রয়া তথা ॥৩২
রক্তো রত্যা সহায়স্তু কদাচিন্মন্মথো গতঃ।
সংপ্রেষিতস্তু বিবুধৈঃ পুরীং চন্দ্রপ্রভাং কিলঃ ॥৩৩
তপশ্চন্দ্রললাটস্য প্রধর্ষয়িতুমেব হি।

কখন কখন ইনিই স্থূলরূপ ধারণ করেন। যখন ইনি ব্রহ্মার আত্মজরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তখন ইহাঁর মূর্ত্তি অতি আশ্চর্য্য হইয়াছিল। ভুজচতুষ্ট। শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়া, ইহাঁর দেহের অতিশয় শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। বক্ত্রচতুষ্টয়শালী ও রত্ন, সুবর্ণ ও কুসুম দ্বারা অলঙ্কৃত সেই কামদেবের চতুর্দ্দিকে লক্ষ্মী, সরস্বতী, রতি, প্রীতি, কীর্ত্তি, শান্তি, পুষ্টি, তুষ্টি ও পক্ষীশ্বর বিরাজ করিতেন; তৎকালে তাঁহার বর্ণ শুক্ল ছিল এবং কৃতযুগের পূর্ব্বকালে ইনিই প্রদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত ছিলেন; তৎকালে তাঁহার বর্ণ শ্যাম, মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ও লোচনদ্বয়ের লাবণ্য অনুপম ছিল। অসিত ও কুঞ্চিত কেশ-কলাপ তাঁহার মস্তককে এবং মণি ও হেমভূষণ তাঁহার দেহকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। ২১—৩১। পাশ, অঙ্কুশ, ধনু ও বাণ সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিত। তাঁহার নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ ছিল। তিনি লক্ষ্মী, ভদ্রা, সুভদ্রা, রুক্মিণী ও রতির সহিত সমবেত হইয়া নিরন্তর ক্ষীরোদ সমুদ্রে অবস্থিতি করিতেন। একদা দেবগণ চন্দ্রশেখরের তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য তাঁহাকে চন্দ্রপ্রভানাম্নী নগরীতে প্রেরণ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ অস্ত্রশস্ত্র-সমবেত হইয়া

দিব্যৈঃ শব্দাদিভির্ঘোরৈর্ব্বাণৈঃ পুষ্পময়ৈঃ তত্র
উন্মীল্য নেত্রে দৃষ্টশ্চ কৈলাসনিলয়েন তু।
পৃষ্টশ্চকোঽহসিকেনাপি স চোক্তো বেৎস্যসে
কামোঽহসীতি হরেণোক্তো ব্রহ্মণোক্তঃ পুনঃ
রুদ্র মাং বেৎস্যসে দিষ্ট্যা তেন পৃষ্টঃ পুনঃ
কিমাগমনকৃত্যং তে তেনোক্তস্ত্বাং বিমোহিতুং
কথমিত্যেব তেনোক্তস্তেনোক্তোঽসৌ বলাদিতি
কিং তে বলঞ্চ তেনোক্তঃ পশ্য মে কুসুমানি
ইত্যুক্ত্বা পুষ্পবাণৈস্তু হৃদয়ং ভেত্তুমুদ্যতঃ।
কামশ্চন্দ্রললাটস্থ ততঃ ক্রুদ্ধঃ স দারুণঃ। ৩৯
ললাটনয়নাদগ্নির্নিষ্ক্রান্তো যেন মন্মথঃ।
মহারত্নারুণো দগ্ধঃ সর্ব্বভূতমনোহরঃ। ৪০
তস্মিন্ দগ্ধে মহাদেবং স্তুত্বা কামান্তকং রতিঃ।
প্রজাপতিসুতা লেভে বরং বালেন্দুশেখরাৎ।

মহাদেবের সন্নিহিত হইবামাত্র অন্তর্য্যামী ভগবান্ নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে দর্শন-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? কোন্ ব্যক্তি তোমাকে এই স্থানে প্রেরণ করিয়াছে? কামদেব শঙ্কর কর্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়া উত্তর করিলেন, আমি কে, তাহা ক্ষণকাল মধ্যেই জানিতে পারিবেন। ভগবান্ পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, তুমি কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছ? কাম বলিলেন, আমি আপনাকে মোহিত করিবার নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছি। তুমি কি প্রকারে আমাকে মোহিত করিবে, ভগবান্ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর, কাম বলিলেন, বল দ্বারা মোহিত করিব। অনন্তর "তোমার বল কিরূপ?" ভগবান্ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর, কামদেব "এই পুষ্পবাণের শক্তি সন্দর্শন করুন" এই কথা বলিয়া, পুষ্পবাণ দ্বারা চন্দ্রশেখরের হৃদয় ভেদ করিতে উদ্যত হইলেন। ভগবান্ তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহার তৃতীয় নেত্র ধারণ করিলেন; তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিমেষ মধ্যে হইতে অগ্নিরাশি নির্গত হইয়া, কামদেবকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

...স্য চ গৃহে জন্ম বঞ্চনং শম্বরস্য চ।
...স্ত্রী সমাগমো ভূয়ো দ্বাপরস্য বিপর্য্যয়ে ॥ ৪২
...ন্দ্রেণ যা পরা দগ্ধা ললাটনয়নাগ্নিনা।
কামস্য মূর্ত্তিরাদ্যা সা পুনর্জাতা হরেগৃহে ॥ ৪৩
...লোক্যজয়িনো বিষ্ণোঃ প্রাদ্যুম্নী তৈজসী শুভা
...রতিঃ শ্যামবর্ণা চ সর্ব্বভূতমনোহরা ॥ ৪৪
...ক্মিণ্যাং জাতমাত্রস্তু শম্বরেণ হৃতঃ পুরা।
...মসৎ স্তানমাশ্রিত্য মায়াবত্যৈ সমর্পিতঃ ॥ ৪৫
...সা সংবর্দ্ধিতো ভূয়ঃ পূর্ব্ববত্যা পতিশ্চ সঃ।
...বেদিতস্তু ততস্তেন শম্বরো নিহতো যুধি ॥ ৪৬
সা চ কামস্য ভার্য্যা স্যাদ্রতির্লব্ধা বরং হরাৎ।
শম্বরং বঞ্চয়িত্বা তু ভূয়ো লেভে পতিঞ্চ তম্ ॥ ৪৭
স চাপি কামস্তাং ভার্য্যাং লব্ধা ভূয়োঽভবৎসুধাঃ
শম্বরস্য ধনং দারান্ গৃহীত্বা দ্বারকাং গতঃ ॥ ৪৮

ভূয়ো নারায়ণগৃহং প্রাপ্য সংহৃষ্টমানসঃ।
রাজ্যন্তু শম্বরপুরেঽকরোদ্বিষ্ণুবলাশ্রয়াৎ ॥ ৪৯
ক্রীড়ন্তং দ্বারকোদ্যানে কদাচিচ্ছুম্ভদানবঃ।
নীত্বা ভ্রাত্রে দদৌ প্রীত্যা ভক্ষয়েমং পশুস্থিতি ॥
তস্মাৎ সংগৃহ্য তং দূরং নভো নীত্বা জহৌ ততঃ
নিশুম্ভো বিবুধস্থানাদ্দশমাদ্বাতবর্ত্মনঃ ॥ ৫১
ততঃ সংবিধ্য শৈলাগ্রে শুম্ভস্য নগরে শনৈঃ।
পতিতো লব্ধসংজ্ঞস্তু প্রদ্যুম্নো ধন্বিনাং বরঃ ॥ ৫২
উদ্যানে দৈত্যকন্যাঞ্চ লব্ধা লক্ষ্মীং জহার চ।
ক্ষীরোদকন্যাং সন্নাম্নীং ক্ষত্রধর্ম্মেণ ধর্ম্মবিৎ ॥ ৫৩
নাগপাশৈস্ততো বদ্ধা সভার্য্যো বিন্ধ্যপর্ব্বতাৎ।
বিনির্জ্জিত্য মহাবুদ্ধির্নীত্বা সংস্থাপিতো গিরৌ ॥৫৪
হিমাচলস্য শৃঙ্গে তু বিতস্তাতীরজে ততঃ।

...এইরূপে দগ্ধ হইলে পর, প্রজাপতি-সুতা রতি, ...কামান্তক মহাদেবকে স্তব করিলে, ভগবান্ ...সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে বরপ্রদান করিলেন। ...মদনদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, শম্বরাসুরকে ...বঞ্চনাপূর্ব্বক দ্বাপরযুগের চরমাবস্থায় পুনর্ব্বার ...পতি-সমাগম লাভ করিবে। রতিও এইরূপ ...বরলাভ করিয়া, আত্মহত্যা হইতে নিবৃত্ত হই-লেন। কামদেবের যে মূর্ত্তি রুদ্রদেব কর্ত্তৃক ...দগ্ধ হইয়াছিল, তাহাই পুনর্ব্বার বিষ্ণুর গৃহে জন্মগ্রহণ করিল। ৩২—৪৪। কামদেব রুক্মি-ণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবামাত্র শম্বরাসুর মায়া-বলে তাঁহাকে হরণ করিয়া, মায়াবতীর নিকট অর্পণ করিল। অপুত্রা মায়াবতী তাদৃশ সুকুমার কুমারকে প্রাপ্ত হইয়া, পুত্রের ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন। কামদেব মায়াবতীর যত্নে অল্পকাল মধ্যেই বর্দ্ধিত হইয়া, যৌবনদশায় পদার্পণ করিলেন। অনন্তর শম্বর তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি তাহাকে নিহত করিলেন। কামদেবের জন্মান্তরীণ ভার্য্যা রতিও মহাদেবের বাক্যানুসারে শঙ্করকে বঞ্চনা করিয়া, পূর্ব্ব পতিকে পুনর্ব্বার লাভ করিয়া, আনন্দিতচিত্তে শম্বরাসুরের সম্পত্তি সকল গ্রহণপূর্ব্বক দ্বারকায় সমাগত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে শম্বরপুরেই রাজ্য করিতে লাগিলেন। কদাচিৎ শুম্ভ-দানব তাঁহাকে দ্বারকার উদ্যানে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া, মায়াবলে তাঁহাকে অপহরণপূর্ব্বক ভ্রাতার নিকট লইয়া যাইল এবং "এই পশুকে তোমার আহারের জন্য আনয়ন করিয়াছি; অতএব ইহাকে শীঘ্র ভক্ষণ কর" এই বলিয়া তাহার হস্তে সমর্পণ করিল। অনন্তর নিশুম্ভ তাহার হস্ত হইতে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া, আকাশমার্গে নিক্ষেপ করিল। বীরশ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্ন সেইরূপে ক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যেই বায়ুপথ হইতে শৈলাগ্র-সংস্থিত নিশুম্ভনগরে পতিত হইলেন, তথাপি তাঁহার চৈতন্য বিনষ্ট হয় নাই এবং তথায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে লক্ষ্মীনাম্নী দানব-কন্যাকে সন্দর্শন করিয়া, কামবাণপাতের পথবর্ত্তী হইলেন; তাহার সমাগম-চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিল; তদ্বিষয়েই একমনে চিন্তা করিতে লাগি-লেন। অল্পক্ষণমধ্যেই তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইল। তিনি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে তাহাকে বিবাহ করিয়া, তাহার সহিত বিন্ধ্যপর্ব্বতে পলায়ন করিলেন। অনন্তর দানবরাজ তাহা জানিতে পারিয়া তথায় গমন করিল ও মহাবুদ্ধিশালী সেই প্রদ্যুম্নকে জয় করিয়া, তথা হইতে

বজ্রপঞ্জরমধ্যস্থো রক্ষ্যমাণস্তু দানবৈঃ॥ ৫৫
বিষমৈর্নাগভোগৈস্তু দহ্যমানো বিষোল্বণৈঃ।
দুর্গাং সংস্মৃতবান্ ভক্ত্যা বিষ্ণুশক্তিং মহাবলাম্॥
স্মৃতমাত্রাপি সাপশ্যদ্রক্ষ্যমাণঞ্চ তং তদা।
নানাবিধৈরুপায়ৈস্তং পঞ্জরং ন শশাক সা॥ ৫৭
যদা প্রবেষ্টুং শস্ত্রাস্ত্রৈঃ সন্নদ্ধঞ্চ তদা তু সা।
সারিকারূপমকরোদ্ধদ্যঞ্চ মধুরস্বরম্॥ ৫৮
সারিকাং বাশতীং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মী শুম্ভাসুরাত্মজা।
কচিদন্তঃপুরপতিং বভাষে মত্তকাসিনী॥ ৫৯
ভর্তুর্বিনোদনার্থন্তু মমাপি চ মহামতে।
দীয়তাং সারিকাং বদ্ধা যদি জানাসি সৌহৃদম্॥
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা গৃহীত্বা সারিকাঞ্চ তাম্।
ক্রীড়ার্থন্তু দদৌ তস্যৈ নিঃশঙ্কো দানবশ্চ সঃ॥৬১

গবাক্ষকোটরেণৈব কেনাপি বিবরেণ তু।
বজ্রপঞ্জরমধ্যন্তু প্রাপ্য সা সারিকা পুনঃ।
ঘোরং তদ্রূপমাশ্রিত্য বিদদারাথ পঞ্জরম্॥৬
তস্মিন্ সঞ্চূর্ণিতে ঘোরে দুর্ভেদ্যে দেবদানবৈঃ
দেব্যা নীলাব্জবপুষা মহালাবণ্যযুক্তয়া॥৬৩
শ্রীমৎপ্রত্যগ্রতারুণ্যযুক্তয়া গোপকন্যয়া॥৬
ততঃ শুম্ভগদাং প্রাপ্য পঞ্জরদ্বারসংস্থিতাম্।
প্রদ্যুম্নো দৈত্যসঙ্ঘাতং নির্জ্জঘান মহাবলঃ॥৬
ততঃ শুম্ভ-নিশুম্ভৌ তু দৃষ্ট্বা সৈন্যক্ষয়ং মহৎ।
প্রদ্যুম্নং পাশনির্ম্মুক্তং চূর্ণিতং পঞ্জরং মহৎ॥৬
বাসুদেবস্য ভগিনীং দৃষ্ট্বা কামবশং গতৌ।
পরস্পরমথাক্রন্তাং ভ্রাতরৌ যুদ্ধলালসৌ॥৬৭

ভার্য্যার সহিত আনয়নপূর্ব্বক বিতস্তানদীর তীরসন্নিহিত হিমালয়শৃঙ্গে বজ্রপঞ্জর মধ্যে সংস্থাপিত করিল; বলিষ্ঠ দানবগণ তাঁহার রক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত হইল। বিষমবিষশালী নাগপাশ সকল তাঁহার পক্ষে অতিশয় ক্লেশকর হইয়াছিল। তৎকালে তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া, মহাবলা ও বিষ্ণুশক্তিরূপিণী দুর্গাদেবীকে একাগ্রচিত্তে স্মরণ করিতে লাগিলেন।৪৫—৫৬। ভক্তপ্রাণা পার্ব্বতী, স্মরণ করিবামাত্র তথায় সমাগত হইয়া তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিবার জন্য পঞ্জর-মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হইল না; কারণ সেই পঞ্জর শস্ত্র ও অস্ত্রাদি দ্বারা দৃঢ়রূপে সন্নদ্ধ ছিল। যখন দেবী জানিতে পারিলেন যে, পঞ্জরের মধ্যে প্রবেশ করা সহজ নহে, তখন তিনি মধুর-স্বরশালী ও মনোহর সারিকারূপ ধারণ করিলেন। অনন্তর শুম্ভাসুরাত্মজা লক্ষ্মী সেই মায়াবিনী সারিকার মধুরশব্দ শ্রবণে মোহিত হইয়া, অন্তঃপুরাধিকৃত কোনও দানবকে আদেশ করিল,—হে মহামতে! যদি তুমি আমাদিগকে যথার্থ ভালবাস, তাহা হইলে প্রভু ও আমার বিনোদার্থ এই সারিকাকে বন্ধন করিয়া প্রদান কর। সেই দানব তাহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ধারণপূর্ব্বক তাহাকে ক্রীড়ার নিমিত্ত প্রদান করিল। সারিকা সুযোগ পাইয়া, গবাক্ষ-কোটর-সন্নিহিত ছিদ্র দ্বারা সেই বজ্র-পঞ্জর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরেই ভয়ানক স্বকীয় রূপ ধারণ করিয়া, দুর্ভেদ্য সেই বজ্রপঞ্জর অবলীলাক্রমে বিদীর্ণ করিলেন। দেব-দানব কর্তৃক দুর্ভেদ্য ভয়ঙ্কর সেই বজ্রপঞ্জর চূর্ণিত হইলে পর দেবী গোপকন্যা-বেশে প্রতিচিকীর্ষু দানবগণকে বিদলিত করিতে লাগিলেন; তৎকালে তাঁহার আকৃতি ইন্দীবরসন্নিভ ও অত্যন্ত লাবণ্যময়ী হইয়াছিল। প্রত্যগ্রতারুণ্য লক্ষ্মীও তাঁহাতে অপ্রতিহতভাবে বিরাজ করিয়াছিলেন। এদিকে মহাবল কামদেবও পঞ্জরদ্বার-সংস্থিতা শুম্ভাসুরের গদাকে প্রাপ্ত হইয়া, তাহা দ্বারা দানবগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। অনন্তর শুম্ভ ও নিশুম্ভ তাদৃশ দুর্ভেদ্য বজ্রপঞ্জরকে সঞ্চূর্ণিত প্রদ্যুম্নকে পাশমুক্ত ও তাদৃশ অসঙ্খ্য সৈন্যগণের ক্ষয় সন্দর্শনে বিস্ময়সাগরে নিপতিত হইল।৫৭— কিয়ৎপরেই বাসুদেব-স্বসার তাদৃশ অলৌকিক রূপরাশি তাহাদিগের নেত্রগোচর হইল, তাহারা এরূপ কামদেবের বশীভূত হইয়া উঠিল যে, তাহাদিগের হিতাহিত জ্ঞান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল। অনন্তর ভ্রাতৃদ্বয় যুদ্ধ করিবার মানসে পরস্পর বলিতে লাগিল—

ময়েয়ং তব নেয়ং স্যাদহমেনাং হরামি ভোঃ।
শত্রোরিয়ং ত্রাণভূতা মম যেন হৃতা সুতা ॥ ৬৮
এবং বদমানৌ তু প্রোক্তো গোপেন্দ্রকন্যয়া।
মনেন ক্ষত্রধর্ম্মেণ হৃতেয়ং দুহিতা তব ॥ ৬৯
তথা হ্যহমনেনৈব বিধিনা দানবর্ষভৌ।
পরাক্রমং ভবন্তাস্তু পশ্যেয়মিতি মে মনঃ ॥ ৭০
শুত্বাস্তবচনং শ্রুত্বা ততো যুদ্ধং প্রচক্রতুঃ।
পশ্যতামথ সর্ব্বেষাং প্রদ্যুম্ননিকটে মহৎ ॥ ৭১
ততো মহাগদাঘাতৈরন্যোন্যেন নিপাতিতৈঃ।
অনেনোপায়েন তৌ হত্বা মোচয়িত্বা তু যাদবম্ ॥৭২
সভর্ত্তৃং দ্বারকাং নীত্বা দেবী চান্তর্দ্দধে পুনঃ ॥৭৩
তস্যাং পুত্রস্তু যো জাতঃ স শুম্ভনগরেঽভবৎ।
রাজা পরমধর্ম্মাত্মা বিষকৃসেন ইতি শ্রুতঃ ॥ ৭৪

মায়াবত্যাস্তু যঃ পুত্রো ময়ো নাম্না নৃকেশরী।
স শম্বরপুরে রাজা বভূব রিপুমর্দ্দনঃ ॥ ৭৫
ইতি তব কুসুমেষোর্দিব্যমাহাত্ম্যযুক্তং
ললিতপদবচোভিঃ শ্রোত্রপেয়ৈর্মনোজ্ঞৈঃ।
তদনু শৃণু রহস্যং মন্মথস্য প্রভাবং
সকলজনমনাংসি ক্ষোভিতুং যস্তু জাতঃ ॥ ৭৬

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং
কামতত্ত্বাদিনিরূপণং নামা-
ষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥৮॥

এই কামিনী আমারই ভোগ্যা, তোমার ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র অধিকার নাই; অতএব আমিই ইহাকে গ্রহণ করিব। ইনিই আমার কন্যা-হরণহেতু পরমশত্রু প্রদ্যুম্নের পরিত্রাণ করিয়াছেন। গোপ-কন্যারূপিণী দেবী দানবদ্বয়ের এইরূপ পরস্পরালাপ শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন,—হে দানবেন্দ্রদ্বয়! এই প্রদ্যুম্ন ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে তোমাদিগের কন্যাকে লাভ করিয়াছেন, তোমাদিগের একতরও উক্ত ধর্ম্মানুসারে আমার পাণিগ্রহণ করুন; তাহা হইলে আমি আপনাকে কৃতার্থজ্ঞান করিব; কিন্তু পূর্ব্বে তোমাদিগের কিঞ্চিৎ পরাক্রম সন্দর্শন করি, ইহা আমার একান্ত মনস। দানবদ্বয় তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রদ্যুম্ন-সমীপে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল; দর্শকবৃন্দ একদৃষ্টে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবী সেই উপায়ে, অন্যোন্য-নিপাতিত গদাঘাত দ্বারা উক্ত দুর্দ্দান্ত দানবদ্বয়কে নিহত করিয়া প্রদ্যুম্নকে মুক্ত করিলেন ও তাঁহাকে ভার্য্যার সহিত দ্বারকায় আনয়ন করিয়া, অন্তর্হিত হইলেন। সেই শুম্ভাত্মজার গর্ভে প্রদ্যুম্নের ঔরসে যে পুত্র হইয়াছিল, বিষকৃসেন নামক সেই ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ শুম্ভনগরের রাজা হইয়া বহুকাল তত্রত্য দানবগণকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন। কিন্তু মায়াবতীর গর্ভে ময় নামক যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, লোকসমূহ যাঁহাকে দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ থাকায় নৃসিংহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিত, রিপুগণ রণাঙ্গনে কখনও তাঁহার সম্মুখীন হয় নাই, তিনি শম্বরাসুরের নগরীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ভগবান্ কুসুমায়ুধের দিব্য মাহাত্ম্যযুক্ত চরিত্র সকল শ্রোত্রপেয়, মনোজ্ঞ ও সুললিত পদযুক্ত বাক্য দ্বারা তোমার নিকট উক্তরূপে বর্ণন করিলাম, এক্ষণে তাঁহার রহস্য-প্রভাব বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি (কেবল) মানবগণের চিত্ত সকল বিকৃত করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ৬৭—৭৬।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নারসিংহশ্চ বামনঃ।
রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী হরির্দশ ॥ ১
যোগেন্দ্রাণাং প্রধানশ্চ সংসারভয়নাশনঃ।

নবম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—যিনি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথি, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কী ও কপিলরূপে অবতীর্ণ হন, সংসার-ভয়

দুষ্টনির্হরণঃ শ্রীমান্ ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবাম্ ।
লক্ষ্মীমুরসি সন্ধত্তে মন্মথেন বশীকৃতঃ ॥ ২
পুরা দেবাসুরাঃ সর্ব্বে জরা-মৃত্যুভয়ার্দ্দিতাঃ ।
মমন্থুরমৃতং দিব্যং ক্ষীরোদে সাগরোত্তমে ॥ ৩
অমৃতে মথ্যমানে তু শ্রীশ্চ লোকমহেশ্বরী ।
ধন্বন্তরি-শশাঙ্কৌ চ পারিজাতো মহাদ্রুমঃ ॥ ৪
উচ্চৈঃশ্রবাশ্চ তুরগো গাবঃ পীযূষমেব চ ॥৫
পুনশ্চ মথ্যমানে চ কালকূটং মহাবিষম্ ।
যুগান্তানলসঙ্কাশং সুরাসুরভয়াবহম্ ॥ ৬
পীযূষজন্মকালে তু বিন্দবো যে বহির্গতাঃ ।
তেভ্যঃ কন্যাঃ সমুদ্ভূতা অনেকাদ্ভুতদর্শনাঃ ॥ ৭
শরৎপূর্ণেন্দুবদনাস্তড়িৎসূর্য্যানলপ্রভাঃ ।
কাশ্চিদুৎপলসঙ্কাশাঃ কাশ্চিৎ পুলকসন্নিভাঃ ॥ ৮
কাশ্চিৎ কনকসঙ্কাশাঃ কাশ্চিদ্বিদ্রুমসন্নিভাঃ ।
মসারসদৃশাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিদ্রজতসন্নিভাঃ ॥ ৯
সুপ্রভাঃ পদ্মগর্ভাভাঃ ফুল্লনীলাব্জলোচনাঃ ।
লাবণ্যামৃততোয়েন সিঞ্চয়ন্ত্যো দিশো দশ ॥ ১০
দুঃখ-শোক-জরা-মৃত্যু-রোগাণামমৃতপ্রভাঃ ।
হার-কেয়ূর-কটকৈর্দিব্যরত্নৈরলঙ্কৃতাঃ ॥ ১১
ভিন্দন্তি হৃদয়ানীব রসাঢ্যমধুরস্বনৈঃ ।
জগদুন্মাদয়ন্ত্যেব ভ্রূভঙ্গাপাঙ্গবীক্ষণৈঃ ॥ ১২
কোটিশস্তাঃ সমুৎপন্নাস্ত্বমৃতাঃ কামমিশ্রিতাঃ ।
ততোঽমৃতং সমুৎপন্নং জরা-মৃত্যুনিবারণম্ ॥ ১৩
কালকূটং শশাঙ্কঞ্চ শরীরে ধৃতবান্ হরঃ ।
জগ্রাহার্কস্তুরঙ্গন্তু পারিজাতং শচীপতিঃ ।
কৌস্তুভঞ্চাগ্রহীদ্বিষ্ণুঃ সর্ব্বে ধন্বন্তরিং জনাঃ ॥ ১৪
অমৃতার্থং কৃতং যুদ্ধং দেবৈর্দৈত্যৈঃ পরস্পর
যুগান্তমিব সংক্রুদ্ধৈরনলার্কসমপ্রভৈঃ ॥ ১৫

নাশক ও দুষ্টদিগের শাসিতা সেই ভগবান্ও কামদেবের বশীভূত হইয়া অদ্যাপি ক্ষীরোদ-সম্ভূতা লক্ষ্মীদেবীকে বক্ষোপরি ধারণ করিতে-ছেন। পুরাকালে সকল দেব ও অসুরগণ জরামৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া সাগরশ্রেষ্ঠ ক্ষীরোদ সমুদ্রে দিব্য অমৃত মন্থন করিয়াছিলেন। তৎ-কালে লোকমহেশ্বরী শ্রীদেবী, ধন্বন্তরি, চন্দ্র, পারিজাত নামক বৃক্ষ, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, কামধেনু ও পীযূষ প্রভৃতি অলৌকিক বস্তু সকল ক্ষীরোদ-সাগরের অভ্যন্তর হইতে নির্গত হইল ; তথাপি তাঁহারা মন্থন হইতে নিবৃত্ত হইলেন না, পুন-র্ব্বার পূর্ব্ববৎ মন্থন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ-ক্ষণ পরেই কল্পান্তানল-সন্নিভ ও সুরাসুরগণের ভয়াবহ কালকূট নামক মহাবিষ উত্থিত হইল। অমৃতোৎপত্তিকালে যে সকল সুধাবিন্দু বহির্গত হইয়াছিল, তাহা হইতে অদ্ভুতদর্শনা অনেক কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে কাহারও বদন শারদীয়-পূর্ণেন্দুর ন্যায় ; কাহারও প্রভা বিদ্যুৎ, সূর্য্য ও অনলসন্নিভ ; কেহ কেহ উৎপলসন্নিভ ; কেহ কেহ পুলকসন্নিভ ; কাহারও কান্তি কনকসন্নিভ ও কেহ কেহ বিদ্রুমসন্নিভ ; কেহ কেহ মসার- (ইন্দ্রনীল-মণিখণ্ড)-সন্নিভ। কাহারও দীপ্তি র[illegible] ন্যায় ও লোচন ফুল্লেন্দীবর-সন্নিভ। প[illegible] সন্নিভ সেই কন্যা সকল লাবণ্যামৃত ব[illegible] দশ দিক্ আর্দ্র করিতেছিল। ১—১০। [illegible] যেরূপ জরা ও মৃত্যু প্রভৃতি বিনষ্ট ক[illegible] কন্যকাগণও তাহাদিগকে বিনষ্ট করি[illegible] দিব্যরত্ননির্ম্মিত হার, কেয়ূর ও কট[illegible] তাহারা সকলেই অলংকৃত ছিল ; তাহা[illegible] মধুর শব্দ কামীদিগের যেন হৃদয়-বিদারক [illegible] উঠিয়াছিল। তাহাদিগের ভ্রূভঙ্গ ও [illegible] বীক্ষণ জগৎকে যেন উন্মত্ত করিয়া তুলি[illegible] তৎকালে লোক সকল তাহাদিগকে [illegible] অমৃতের ন্যায় বোধ করিতে [illegible] অনন্তর জরা ও মৃত্যুবিনাশক অমৃত [illegible] হইল, তখন মন্থনকারীরা মন্থন [illegible] নিবৃত্ত হইলেন। সকলেই উদ্ভূত-ব[illegible] গ্রহণ করিতে তৎপর হইলেন। [illegible] মহাদেব সর্ব্বাগ্রেই কালকূট ও শশাঙ্কে[illegible] করিলেন ; তৎপরে দিবাকর তুরঙ্গ, [illegible] পারিজাত, বিষ্ণু কৌস্তুভ ও সকলে [illegible] গ্রহণ করিলেন। দেব ও দানবগণ [illegible] নিমিত্ত পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ করিতে-লেন ; তাহাতে সকলেই প্রলয়কাল [illegible]

হৃতঃ সোমশ্চ দৈতেয়ৈর্বলাদ্বিষ্ণুশ্চ মায়য়া ॥ ১৬
স্ত্রিয়া বিলাসরূপিণ্যা পুনর্বৈ বিষ্ণুনা হৃতম্।
দৃষ্ট্বানন্দোহভবৎ স্বর্গে পান-স্ত্রী-ভোজনাদিষু ॥১৭
প্রত্যক্ষমিহ সর্ব্বেষু দৃশ্যতে লোকসাক্ষিকম্।
ইত্যুক্ত্বা প্রদদুস্তস্মৈ বিষ্ণবে ছদ্মরূপিণে ॥ ১৮
এতস্মিন্নন্তরে দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ো দানবপুঙ্গবাঃ।
অমৃতোদ্ভূতা যথাস্থানং যথাসুখম্ ॥ ১৯
পুরাণি দিব্যানি স্বর্গাচ্ছতগুণান্যপি।
ঘোরৈস্তৈঃ সুগুপ্তানি ময়মায়াকৃতানি চ।
সুরক্ষিতানি সর্ব্বাণি কৃত্বা যুদ্ধায় নির্যযুঃ ॥ ২০
দৃষ্ট্বৈব স্ত্রিয়ো দৈত্যাঃ কৃত্বা সময়মেব হি।
এতাঃ স্ত্রিয়ো ন স্পৃশামো যদি দেবৈর্বিনির্জ্জিতাঃ॥
সিংহনাদাংস্তদা চক্রুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্
পূরয়ন্ত ইবাকাশং তর্জ্জয়ন্তো বলাহকান্ ॥ ২২
ততঃ সমাগতা দেবা যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়াঃ।
আয়ুধৈর্বিবিধৈস্ত্রৈর্জিঘাংসন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ২৩
ততো দৈত্যা হতা দেবৈর্বিষ্ণুনা চ মহাত্মনা।
হতাবশিষ্টাঃ পাতালং বিবিশুর্বিবরাণি চ ॥ ২৪
অনুবব্রাজ তান্ বিষ্ণুশ্চক্রপাণির্মহাবলঃ।
পাতালং পরমং গত্বা সংস্থিতা ভীতভীতবৎ ॥২৫
এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুর্দদৃশেঽমৃতসম্ভবাঃ।
কান্তপূর্ণেন্দুবদনা দিব্যলাবণ্যগর্ব্বিতাঃ ॥ ২৬
স মোহিতঃ কামবাণৈর্লেভে তত্রৈব নির্বৃতিম্।

বলিয়া বোধ করিয়াছিল। অনল ও অর্কসদৃশ প্রভাশালী দৈত্যগণ ক্ষুব্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক সোমদেবকে অপহরণ করিবামাত্র ভগবান্ বিষ্ণু মায়াপ্রভাবে মোহিনীমূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে দানবগণের নিকট হইতে প্রত্যানয়ন করিলেন। তদ্দর্শনে দেবগণ হৃষ্টচিত্তে পান-ভোজনাদি-কার্য্যে পুনর্ব্বার ব্যাপৃত হইলেন. ভগবানের মোহিনীমূর্ত্তি সকলের মনকে এরূপ আকৃষ্ট করিয়াছিল যে, সকলেই একবাক্যে "আপনিই আমাদিগকে বণ্টন করিয়া প্রদান করুন" এই বলিয়া ছদ্মরূপী সেই বিষ্ণুর হস্তে অমৃতভাণ্ড সমর্পণ করিলেন। ইত্যবকাশে দানবগণ সেই কন্যকা সকল সন্দর্শন করিয়া তাহাদিগকে স্বায়ত্তীকরণ-বাসনায় ময়দানব-নির্ম্মিত দিব্যপুরীতে সংস্থাপিত করিলেন। সেই পুর সকল স্বর্গাপেক্ষা অধিক সুখকর ও ঘোরতর দুর্গ দ্বারা রক্ষিত; তাহাতে অধিষ্ঠিত লোকদিগের কোনরূপ ক্লেশের সম্ভাবনা ছিল না। দানবগণ এইরূপে সকল বস্তু সুরক্ষিত করিয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত নির্গত হইল। ১১—২০। তৎকালে তাহাদিগের যুযুৎসা এরূপ বলবতী হইয়াছিল যে, নির্গমকালে কন্যকাগণের সহিত দর্শন করিতে অবসর লাভ করিতে পারে নাই; কিন্তু তৎকালে তাহারা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, যদি আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে দেবগণকর্ত্তৃক পরাজিত হই, তাহা হইলে এই কন্যাগণকে স্পর্শ করিব না। অনন্তর সকলেই সিংহনাদ করিতে লাগিল ও প্রত্যেকে শঙ্খবাদনে প্রবৃত্ত হইল। সেই শব্দে আকাশ যেন পূরিত ও মেঘ সকল যেন তর্জ্জিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর দেবগণ বিবিধ আয়ুধ দ্বারা শত্রুপক্ষ নিহত করিবার মানসে যুদ্ধের নিমিত্ত রণভূমিতে সমাগত হইলেন। শলভ যেমন বহ্নিকর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ দানবগণ দেবগণ ও মহাত্মা বিষ্ণুর বীর্য্য-বহ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। হতাবশিষ্ট দানবগণ প্রাণভয়ে পাতাল ও বিবর মধ্যে প্রবেশ করিল। মহাবল বিষ্ণুও সুদর্শন গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অনন্তর ভগবান্ পাতালে গমন করিয়া তথায় অমৃতসম্ভূত কন্যাগণকে দেখিতে পাইলেন। তাহাদিগের মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কমনীয় ও অবয়ব লাবণ্যপূর্ণ। তাহারা ভগবান্‌কে দেখিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইল। ভগবান্ তাহাদিগের তাদৃশ অলৌকিক রূপরাশি সন্দর্শন করিয়া কামবাণপাতে অধীর হইলেন; তাহারাও ভগবানের তাদৃশ ভুবনমোহন রূপ সন্দর্শন করিয়া তাঁহার একান্ত পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিল। অনন্তর তাঁহাদিগের পরস্পর সম্মতিক্রমে গান্ধর্ব্ব-বিবাহ সম্পন্ন হইলে পর, ভগবান্ তাহাদিগের সহিত বিহার করিয়া পরম-

তাভিশ্চ বরনারীভিঃ ক্রীড়মানো বভূব হ ॥ ২৭
তাভ্যঃ পুত্রানজনয়ন্মহাবলপরাক্রমান্।
কম্পয়ন্তো মহীং সর্ব্বাং নানাযুদ্ধবিশারদান্ ॥২৮
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা দেবদেবং ব্যসর্জ্জয়ৎ।
স্বর্গস্য রক্ষণার্থায় বিষ্ণোরানয়নায় চ ॥ ২৯
ততো বৃষভরূপেণ গর্জ্জমানঃ পিনাকধৃক্।
প্রবিষ্টো বিবরং তত্র বিনদন্ ভৈরবান্ রবান্ ॥৩০
নিপেতুস্তস্য নিনদৈঃ পুরাণ্যন্তঃপুরাণি চ।
ততঃ ক্রুদ্ধা হরেঃ পুত্রাঃ সংগ্রামায় ব্যনোদয়ন্ ॥৩১
তান্ রুদ্রো দন্তরূপেণ খুরৈঃ শৃঙ্গৈর্ব্যদারয়ৎ।
হতেষু তেষু নিষ্ক্রম্য যযৌ বিষ্ণুর্হরান্তিকম্ ॥৩২
শরৈঃ সন্তাড়য়ামাস দিব্যৈরস্ত্রৈশ্চ কেশবঃ।
অস্ত্রাণি তানি বিষ্ণোশ্চ জগ্রাস গিরিগোচরঃ ॥৩৩
হরির্বিজ্ঞায় গৌরীশমাগতং তং জগৎপতিম্।
প্রাহ গম্ভীরয়া বাচা ভগবন্ ক্ষম্যতামিতি ॥৩
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ভগবানাহ শঙ্করঃ।
আত্মানং কিং ন জানীষে ত্বং হি বিশ্বস্য কারণম্
ত্বয়া নাত্র রতিঃ কার্য্যা নিবর্ত্তস্ব মমাজ্ঞয়া।
তচ্ছ্রুত্বা ব্রীড়মানস্তু বিষ্ণুঃ প্রাহ মহেশ্বরম্ ॥৩
মমাত্র বিদ্যতে চক্রং তদ্গ্রহীষ্যামি সত্বরঃ।
তমুবাচ মহাদেবশ্চক্রমত্রৈব তিষ্ঠতাম্ ॥ ৩৭
দুষ্টানাং দৈত্যসঙ্ঘানাং ছিনত্তু বদনান্যপি।
অহং ঘোরতমং তস্মাচ্চক্রমন্যদ্দদামি তে ॥৩
এতদুক্ত্বা হরো লিখ্য দিব্যং কালানলপ্রভম্।
বিষ্ণবে প্রদদৌ চক্রং ঘোরার্কাযুতসুপ্রভম্ ॥৩
লব্ধা সুদর্শনাখ্যন্তং কেশিহা বিবুধাংস্ততঃ।
উবাচ নার্য্যঃ পাতালে বিদ্যন্তে যৌবনং গতাঃ ॥
তাভিঃ সার্দ্ধং মহাক্রীড়াং যঃ করোতি করোতু

সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ভগবানের ঔরসে তাহাদিগের গর্ভে মহাবল পরাক্রান্ত বহুসংখ্যক পুত্র উৎপন্ন হইল। তাহাদিগের বিক্রমে মহীতল কম্পমান হইতে লাগিল ও তাহারা সকল প্রকার যুদ্ধে বিশারদ হইয়া উঠিল। ইত্যবকাশে ভগবান্ পদ্মযোনি স্বর্গের রক্ষা ও বিষ্ণুর আনয়ন নিমিত্ত মহাদেবকে তথায় প্রেরণ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ পিনাকী বৃষভরূপ ধারণ করিয়া ভয়ানক গর্জ্জন করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। ১১—৩০। তাদৃশ ভীষণ শব্দে পুর ও অন্তঃপুর সকল বিশীর্ণ হইতে লাগিল। ভগবানের পুত্র সকল তচ্ছ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পরিভব করিবার মানসে যুদ্ধ করিবার জন্য সজ্জিত হইল। ভগবান্ রুদ্রও অবলীলাক্রমে দন্ত, খুর ও শৃঙ্গ দ্বারা তাহাদিগকে বিদারিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর পুত্রগণ বৃষরূপী রুদ্রকর্ত্তৃক নিহত হইলে পর, ভগবান্ বিষ্ণু যুদ্ধার্থ তাঁহার নিকট আগমন করিলেন এবং দিব্যশর ও অস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। মহাদেবও অবলীলাক্রমে বিষ্ণুপ্রযুক্ত সেই অস্ত্র সকল গ্রাস করিতে লাগিলেন। হরি সেই অলৌকিক কর্ম্ম সন্দর্শনে তাঁহাকে মহাদেব বলিয়া জানিতে পারিলেন ও গম্ভীরস্বরে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন,—হে ভগবন্! আপনি কি আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন? আপনিই জগতের একমাত্র কারণ। আমার আদেশানুসারে এ স্থানের প্রতি মমতা পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করুন। বিষ্ণু তাঁহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সলজ্জভাবে তাঁহাকে বলিলেন, এ স্থানে আমার চক্র আছে, তাহাকে শীঘ্রই গ্রহণ করি। অনন্তর মহাদেব তাঁহাকে বলিলেন, আপনার চক্র এই স্থানেই থাকিয়া দুষ্টতম দানবগণের বদন-চ্ছেদকার্য্যে দীক্ষিত হউক; আমি ইহা অপেক্ষা ঘোরতর অপর চক্র আপনাকে প্রদান করিতেছি। ভগবান্ হর এই কথা বলিয়া কালানল ও অযুত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় প্রভাশালী অপর চক্র মানসিক কল্পনা দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া বিষ্ণুকে প্রদান করিলেন। অনন্তর কেশিহা তাদৃশ অলৌকিক সুদর্শন লাভে সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণকে বলিলেন, এই পাতালে অক্ষয়যৌবনা যে সকল নারী আছে, যে ব্যক্তি তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করেন, তিনিই তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করুন

তচ্ছ্রুত্বা কেশবাদ্বাক্যং সর্ব্বাস্ত্রিদশযোনয়ঃ।
প্রবেষ্টুকামাঃ পাতালং বিষ্ণুনা সহিতাস্ততঃ॥ ৪২
এতস্মিন্নন্তরে কালে বিজ্ঞায় ভগবান্ হরঃ।
ক্রোধাচ্ছাপং দদৌ ঘোরং দেবযোন্যষ্টকস্য চ॥৪৩
বর্জ্জয়িত্বা মুনিং শান্তং দানবং বা মদংশজম্।
ইদং যঃ প্রবিশেৎ স্থানং স যাতু নিধনং ক্ষণাৎ॥
শ্রুত্বা বাক্যমিদং ঘোরং মনুষ্যাহিতবর্দ্ধনম্।
প্রত্যাখ্যাতাস্ত রুদ্রেণ দেবাঃ স্বগৃহমভ্যয়ুঃ॥৪৫
কস্মিংশ্চিৎ ত্বথ কালস্য চিন্তাবিষ্টং মহেশ্বরম্।
উবাচ পার্ব্বতী দেবী কিং চিন্তয়সি শঙ্কর॥ ৪৬
স্রষ্টাসি সর্ব্বভূতানাং জগতঃ কারণং পরম্।
এবং সম্বোধিতো দেব্যা প্রাহ বাক্যং ত্রিলোচনঃ॥
বৈবরাণাঞ্চ স্ত্রীণাঞ্চ রূপং সঞ্চিন্তয়াম্যহম্।
ত্রৈলোক্যে তাদৃশী নারী যতোঽদ্যাপি ন বিদ্যতে॥

দেবগণ কেশবের নিকট হইতে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুর সহিত পাতালে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিল। ইত্যবসরে ভগবান্ হর তাহাদিগের তাদৃশ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রোধে অধীর হইলেন ও তাহাদিগকে এইরূপ ভয়ঙ্কর অভিসম্পাত প্রদান করিলেন, শান্তি-গুণান্বিত মুনি ও আমার অংশজ দানব ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি এ স্থানে প্রবেশ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ নিধন প্রাপ্ত হইবে। দেবগণও তাদৃশ ঘোরতর বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিষণ্ণ হইলেন এবং রুদ্রকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে পার্ব্বতীদেবী মহেশ্বরকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া বলিতে লাগিলেন? হে শঙ্কর! আপনি কি চিন্তা করিতেছেন। আপনা হইতেই এই বিশাল-জগৎ ও ভূতসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। ভগবান্ রুদ্রদেব পার্ব্বতীকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে দেবি! আমি পাতালবাসিনী কামিনীগণের অলৌকিক রূপরাশি চিন্তা করিতেছি; কারণ তাদৃশ রূপরাশি এ পর্য্যন্ত কোথাও আমার নয়নপথে পতিত হয় নাই। পার্ব্বতী পতির তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া

এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং পুনঃ প্রাহ পতিঞ্চ সা।
অহোবত মহদ্দুঃখং যত্র ত্বমসি বিস্মিতঃ।
গন্তুমিচ্ছাম্যহং দ্রষ্টুং যদ্যনুজ্ঞা ভবেন্মম॥ ৪৯
এবং কুরুষ্বেত্যুক্ত্বা তু শিবেন পরমাত্মনা।
প্রবিবেশ বিলং তূর্ণং বক্ত্রচ্ছায়েব দর্পণম্॥ ৫০
তামভ্যেত্যাঙ্গনাঃ সর্ব্বাঃ সূর্য্যমিত্যেব চিন্তয়ন্।
ভাস্করোঽয়ং সমুদিতঃ কিংস্বিৎ পাতালগহ্বরে॥
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ত্যশ্চ কন্যা রূপমদালসাঃ।
পার্ব্বতী তু ততো দৃষ্টা নার্চ্চয়তীর্ব্বিমোহিতাঃ॥৫২
তাসাং রূপং সমালোক্য সংহৃষ্টা প্রাহ পার্ব্বতী।
যূয়ং বিষলতাকারা বৃথা রূপাণি বিভ্রথ।
শ্বভ্রে পুষ্পফলানীব দুর্ব্বোধকমলানি চ॥ ৫৪
যুষ্মদীয়ং তথা রূপমভোগ্যং সর্ব্বদেহিনাম্।

তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—তাহাদিগের সৌন্দর্য্যের অলৌকিকতা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, যেহেতু আপনার চিত্তও তদ্দর্শনে এরূপ বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। যদি আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এ দাসীর প্রতি অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে এ দাসীও তথায় গমন করিয়া তাহাদিগের তাদৃশ সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে নয়নেন্দ্রিয় চরিতার্থ করে। অনন্তর গৌরী মহেশ্বরকর্ত্তৃক তথায় গমনের নিমিত্ত অনুজ্ঞাত হইয়া বক্ত্রচ্ছায়া যেরূপ দর্পণাভ্যন্তরে প্রবেশ করে,সেইরূপ বিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন।৪১—৫০। পাতালবাসিনী অঙ্গনা সকল তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া "সূর্য্যদেব কি অকাণ্ডে পাতালগহ্বরে সমুদিত হইলেন!" এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল। তৎকালে তাহাদিগের সেই চিন্তা এত প্রবল হইয়াছিল যে, তাহারা একবারে তাঁহার সমুচিত সম্মাননা করিতে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। অনন্তর পার্ব্বতী তাহাদিগের তাদৃশ ভাব সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে অঙ্গনাগণ! তোমরা বিষলতার ন্যায় লোকদিগকে মুগ্ধ করিতেছ। কিন্তু তোমাদিগের এই অলৌকিক রূপরাশি শ্বভ্র-পতিত পুষ্প ও মুকুলিত পদ্মের ন্যায় বিফলতা ধারণ করি-

স্ত্রিয়ঃ পুংসোপভোগার্থং প্রজাপতিরথাসৃজৎ ॥৫৫
কন্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা কেয়ং স্যাদিত্যচিন্তয়ন্।
জ্ঞাত্বা তু পার্ব্বতীং তাস্তু ততো ভূমৌ নিপত্য চ
স্তোত্রৈর্নানাবিধাকারৈরম্বিকাং সমতোষয়ন্ ॥৫৬
ততস্তুষ্টা চ সা তাভ্যো বরং দত্তবতী পুনঃ।
যুষ্মাকং পতয়ঃ শপ্তাঃ প্রবিশন্তশ্চ শম্ভুনা ॥৫৭
ইদানীং মম পুত্রাশ্চ মনুষ্যাঃ শাঙ্করা গণাঃ।
জ্ঞান-বিজ্ঞানপূতাশ্চ মন্ত্রপূতাশ্চ তাপসাঃ॥ ৫৮
যুষ্মাকং পতয়ঃ সন্তু রূপ-যৌবনগর্ব্বিতাঃ।
রমধ্বং তৈর্নরৈঃ সার্দ্ধমিত্যুক্তান্তরধীয়ত ॥ ৫৯
এবং স্ত্রীলম্পটো বিষ্ণুঃ পূর্ব্বমাসীৎ প্রজাপতিঃ ॥

তেছে। কারণ ইহা কাহারও ভোগ্য নহে। ভগবান্ প্রজাপতি কেবল পুরুষদিগের উপ-ভোগের জন্যই কামিনীদিগকে অলৌকিক সৌন্দর্য্য দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কন্যাগণ তাঁহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিল। অনন্তর তাঁহাকে পর্ব্বতী বলিয়া জানিতে পারিবামাত্র ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইল ও নানাবিধ স্তবাদি দ্বারা তাঁহার সন্তোষসম্পাদন করিল। অনন্তর পার্ব্বতী তাহাদিগের স্তবে তুষ্ট হইয়া, তাহা-দিগকে বরপ্রদান করিলেন। পূর্ব্বে যে সকল দেবগণ তোমাদিগকে পত্নীরূপে লাভ করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, তাঁহারা শম্ভুকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া স্বকীয় মনোরথ পূরণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু এক্ষণে আমার পুত্রস্থানীয় ও শঙ্করের অনুচর যে সকল গণ বিশেষ কারণ বশত মনুষ্যরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা সকলেই জ্ঞান ও বিজ্ঞানশালী, মন্ত্রজ্ঞ এবং তপস্বী; তাহাদিগের রূপ ও যৌবন অত্যন্ত গর্ব্বের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। সেই পুরুষ-দিগের সহিত বিহার করিয়া ঈদৃশ অলৌকিক রূপের সার্থকতা সম্পাদন কর। এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে স্ত্রী-লম্পট

ভ্রাতৄণাং দৈত্যমুখ্যানাং হতানাং দারুণে যুধি।
স্ত্রিয়ো হৃত্বা তু পাতালে চিক্রীড় চ মুমোদ চ।
ত্রেতাযুগে রামরূপী বিষ্ণুঃ সম্প্রাপ্য জানকীম্।
নো তৃপ্তঃ স্ত্রীবিলাসানাং বিত্তস্য চ সুতস্য চ ॥
রেতঃসংপ্রেষণঞ্চাপি প্রেষিতস্য স্ত্রিয়ামপি।
তস্মাৎ কলিযুগে ভূয়ো গৃহীত্বা জন্ম কেশবঃ।
বসুদেবস্য দেবক্যাং মথুরায়াং মহাবলঃ।৬৩
বালস্তু গোপকন্যাভির্বনে ক্রীড়াং চকার সঃ।
দশ লক্ষাণি পুত্রাণাং গোপালানাং সসর্জ্জ হ।
ততস্তু যৌবনাক্রান্তো রুক্মিণীং প্রদদর্শ হ।
বিবাহয়িত্বা পুত্রাংশ্চ প্রদ্যুম্নাদ্যাংশ্চ নির্ম্মমে।
তথাপি নরকং দৈত্যং প্রাগ্জ্যোতিষপতিং রণে
হত্বা স্ত্রীণাং সহস্রাণি ষোড়শৈব জহার সঃ।৬৬
তাসাং রতিফলং ভুক্ত্বা পুত্রাণাং নবতিং তথা।

ভগবান্ বিষ্ণু পুরাকালে প্রজাপতি ছিলেন।৫১—৬০। তিনি দারুণ যুদ্ধে দৈত্যপ্রধান ভ্রাতৃগণকে নিহত করিয়া তাহাদিগের স্ত্রী সকল অপহরণ পূর্ব্বক পাতালে গমন করিয়াছিলেন ও তথা তাহাদিগের সহিত বিহার করিয়া নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর ইনিই ত্রেতাযুগে রামরূপ ধারণ করিয়া জানকীকে ভার্য্যারূপে পরিগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অধিক কাল সহবাস না হওয়ায়, ইঁহার ইন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই. স্বয়ংও ধন সম্পত্তি ও পুত্র-সম্পত্তিতে তৃপ্তি লাভ করেন নাই; সেই কারণে কলিযুগে মথুরানগরে বসু-দেবের ঔরসে ও দেবকীর গর্ভে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া বাল্যাবস্থাতেই গোপকন্যাগণের সহিত বনমধ্যে বিহার করত তাহাদিগের গর্ভে দশ লক্ষ পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। তৎ-পর যৌবনকালে রুক্মিণীকে বিবাহ করিয়া তাঁহার গর্ভে প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি পুত্রগণকে উৎ-পাদিত করেন। তথাপি তাঁহার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয় নাই; কারণ তিনি প্রাগ্জ্যোতিষে-শ্বর নরকাসুরকে বলপূর্ব্বক নিহত করিয়া তাহার ষোড়শ সহস্র পত্নী হরণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের সহিত রমণ করিয়া তাহাদিগের

সহস্রাণি সমর্জ্জাণ্ড মৎস্যে চাণ্ডং মহাদ্ভুতম্ ॥৬৭
স্ত্রীষু তথাপি নো তৃপ্তো দিব্যানান্ত রতের্যদা।
তদা রাধাং স্ত্রিয়ং কাঞ্চিন্নিশি ধৈর্য্যাদধর্ষয়ৎ ॥ ৬৮
তথাপি পরনারীণাং লম্পটো নিত্যমেব হি।
সকামা চানুরক্তা চ যতো নারী সুদুর্ল্লভা ॥ ৬৯
বিচিত্রং হি সুখং মুক্তাবিত্যাহুর্যে মতং ন তৎ।
ভবতি মহেশ্বরদীশো বা ততঃ প্রকৃতিমাস্থিতঃ ॥৭০
যদান্যোন্যহৃতং চেতো যূনোঃ সমুপজায়তে।
ন তদা দৃশ্যতে ধর্ম্মো দৃশ্যতে ন চ বা কুলম্ ॥ ৭১
ব্রহ্মা পদ্মোদ্ভবঃ শান্তো যোগধ্যানপরায়ণঃ।
চতুর্ম্মুখশ্চ রক্তাঙ্গো গুরূণাং সদ্গুরুর্ম্মহান্ ॥৭২
বেদানুর্জনকঃ প্রাজ্ঞো বেদ-বেদাঙ্গপারগঃ।
গৌর্য্যা বিবাহে তৎপাদৌ দৃষ্ট্বা প্রস্খলিতোঽভবৎ
যত্র তে বালখিল্যাস্তু জাতাঃ সব্রহ্মচারিণঃ ॥ ৭৪

ইতি কথিতমশেষং দিব্যনীলাব্জকান্তেঃ
র্মধুরিপুরিতি নাম্না শুদ্ধনীলাব্জবর্ণম্।
চরিতমতিরহস্যং দিব্যলাবণ্যযুক্তং
মদনবিজিতবুদ্ধেঃ পদ্মযোনেশ্চ বিপ্রাঃ ॥৭৫

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং
বিষ্ণুচরিতবর্ণনং নাম নবমো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

শ্বেতো রক্তো মহানীলো ভিন্নাঞ্জনচয়োপমঃ।
সর্ব্বরূপধরো রুদ্রো দংষ্ট্রালো দারিতাননঃ ॥ ১
শান্তো দান্তো জিতক্রোধঃ সংযমী বিগতস্পৃহঃ।
নারায়ণস্ততো জাতঃ সৃষ্ট্যর্থং তেন যোজিতঃ ॥ ২

অর্ভ নবতি সহস্র পুত্র উৎপাদিত করিয়াছিলেন। যৎকালে এইরূপ স্ত্রীসম্ভোগেও তাঁহার বিহারবাসনা নিবৃত্ত হইল না, তৎকালে রাধানাম্নী কোনও কামিনীকে সাহসপূর্ব্বক বলাৎকার করিয়াছিলেন; তথাপি তাঁহার পরস্ত্রী-লাম্পট্য নিবৃত্ত হইল না, বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; কারণ সকামা ও অনুরক্তা স্ত্রী নিতান্ত দুর্লভ। যে সকল ব্যক্তিরা 'মুক্তিতেই বিচিত্র সুখ হইয়া থাকে' এইরূপ নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদিগের সেইমত সমীচীন নহে; আমার মতে মুক্তিতে কিছুমাত্র সুখ নাই, ইহা উপলাবস্থার ন্যায় সর্ব্বজ্ঞান-বিবর্জ্জিত। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, পুরুষ তৎকালে স্বকীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হন। যে সময় যুবক ও যুবতির চিত্ত পরস্পর-কর্তৃক অপহৃত হইয়া থাকে, তৎকালে তাহারা ধর্ম্ম ও কুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। যোগ ধ্যান ও শান্তিপরায়ণ পদ্মযোনি, যিনি গুরু-গণেরও গুরুস্বরূপ, যাঁহার দেহ রক্তবর্ণ ও মুখ-চতুষ্টয়ালঙ্কৃত সেই ব্রহ্মা এবং বেদবেদাঙ্গপারগ বেদার্থের জনক ইহাঁরাও পার্ব্বতীর পরিণয়কালে পাদদ্বয় সন্দর্শন করিয়া স্বভাব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন; সে সময় সব্রহ্মচারী সেই সকল বালখিল্য-মুনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। হে ব্রাহ্মণগণ! ইন্দীবর-সন্নিভ ও মধুরিপু নামে বিখ্যাত ভগবান্ বিষ্ণু ও পদ্মযোনি কামকর্তৃক অভিভূত হইয়া যে যে কার্য্য সকল করিয়াছিলেন, আমি তাহা অশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম, ইহা অত্যন্ত রহস্য ও দিব্য লাবণ্যযুক্ত। ৬৭—৭৫।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, সর্ব্বপ্রথম রুদ্রদেব একমাত্র ছিলেন। তাঁহার দৈহিকবর্ণ শ্বেত, রক্ত ও নীল ছিল; কিন্তু নীলতার আধিক্যহেতু তাঁহাকে ভিন্ন অঞ্জনচয়ের ন্যায় বোধ হইত। তাঁহার দংষ্ট্রা সকল অতিশয় প্রশস্ত ছিল, মুখমণ্ডলও নিয়ত বিস্তীর্ণ থাকিত; তাঁহার কোনও বিষয়ে স্পৃহা ছিল না। তিনি শান্ত, দান্ত ও সংযমীদিগের অগ্রগণ্য ছিলেন। অনন্তর নারায়ণ উৎপন্ন হইবামাত্র ভগবান্ রুদ্রকর্তৃক সৃষ্টির নিমিত্ত নিয়োজিত হইলেন।

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ প্রোক্তাস্তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥৩
তপসোঽহন্তে করিষ্যামি সৃষ্টিমিত্যেব চিন্ত্য সঃ।
তপসা সুপরিশ্রান্তঃ কদাচিৎ ক্ষীরসাগরে ॥ ৪
সুষ্বাপ সুচিরং কালং দুর্লক্ষ্যস্তু হরো যদা।
তদাপি রজসা বিষ্ণুঃ সত্ত্বেন চ চতুর্ম্মুখঃ ॥ ৫
প্রসাদজঃ পুনঃ স্রষ্টা নিযুক্তো বিধিবৎ কৃতঃ।
প্রথমং তামসং সর্গং পঞ্চভেদমথাসৃজৎ ॥ ৬
ততস্তু মানুষং সর্গমসৃজদ্রাজসং শনৈঃ।
দৈবমষ্টপ্রকারন্তু সাত্ত্বিকঞ্চাসৃজৎ ক্রমাৎ ॥ ৭
ততঃ স্থানানি ধর্ম্মাংশ্চ জীবিতং পরিপালনম্।
আহারমপি সর্ব্বেষাং তথা চান্যোন্যভক্ষণাৎ ॥ ৮
কৃত্বা সর্ব্বগতো দেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
এবং কৃতে ততো রুদ্রস্ত্যক্ত্বা নিদ্রাং সমুত্থিতঃ ॥৯
সংসরন্ সৃষ্টিকামশ্চ দদৃশে পূরিতং জগৎ।
ভূতৈর্নানাপ্রকারৈস্তু জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ১০
ঊর্দ্ধং মধ্যেঽথ পাতালে তাদৃক্‌স্থানং ন বিদ্যতে।
যন্ন ভূতগণৈর্ব্যাপ্তং মিথুনৈর্যুগ্মচারিভিঃ ॥ ১১
মোদমানং জগদ্দৃষ্ট্বা সৃষ্টিহেতুর্মহাদ্ভুতম্।
চিচ্ছেদ কুপিতো লিঙ্গং কিমনেনেতি চিন্ত্য সঃ।
মহাজ্বালাময়ং ঘোরং স্তম্ভভূতং জগত্রয়ে।
যস্য নান্তং ন মধ্যঞ্চ নো মূলমিহ দৃশ্যতে। ১৩
নোপমানং প্রমাণং বা তেজসো বা স্ববীর্য্যঃ।
প্রশান্তরোষস্তং কৃত্বা রুদ্রশ্চান্তর্দ্দধে পুনঃ। ১৪
ততো বহুতিথে কালে গতে দর্পসমন্বিতৌ।
ব্রহ্ম-বিষ্ণু প্রকুপিতৌ লিঙ্গং পরমপশ্যতাম্। ১৫
জ্বালালিঙ্গং সমুদ্রান্তে জ্বলন্তং স্বেন তেজসা।
কস্যেদমিতি সঞ্চিন্ত্য সর্ব্বাকারং সুলক্ষণম্। ১৬

জল সকলই নার ও নরসূনু শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। পুরাকালে সেই জল সকলই ইহাঁর একমাত্র আশ্রয় থাকায়, ইনি নারায়ণ-শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। কদাচিৎ তপস্যাবসানে "সৃষ্টি করিব" এইরূপ স্থির করিয়া, ভগবান্ বিষ্ণু তপস্যা দ্বারা পরিশ্রান্ত হইয়া, বহুকাল যোগনিদ্রায় অভিভূত হইলেন; কিন্তু ভগবান্ হর যৎকালে দুর্লক্ষ্যরূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন; তৎকালে বিষ্ণু সত্ত্বগুণে ও ব্রহ্মা রজোগুণে আবৃত হইয়া, সৃষ্টিকার্য্যে নিয়োজিত হইলেন। ইহাঁরাও রুদ্রকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিলেন। অনন্তর প্রথমে পঞ্চপ্রকার (পশু পক্ষী প্রভৃতি) তামস-সর্গ সৃষ্টি করিয়া, রাজস (রজোগুণময়) মানুষ-সর্গ সৃষ্টি করিলেন, পরে বিদ্যাধরাদি অষ্ট-প্রকার সাত্ত্বিক (সত্ত্বগুণময়) দৈবসর্গ সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ ইহা-দিগের স্থান, ধর্ম্ম, জীবন, পালন ও অন্যোন্য-ভক্ষণে আহার কল্পনা করিয়া অন্তর্হিত হই-লেন। উক্ত ক্রিয়া-কলাপ এইরূপে অনুষ্ঠিত হইলে পর, ভগবান্ রুদ্রদেব নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, গাত্রোত্থান করিলেন। অনন্তর প্রপঞ্চচিকীর্ষু হইয়া, সৃষ্টিকামনায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র এই বিশাল চরাচর জগৎ তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইল। নানাপ্রকার ভূতসমূহ ইহাকে এরূপভাবে ব্যাপিয়াছিল যে, ইহার ঊর্দ্ধে, মধ্যে ও অধোদেশে সর্ব্বত্র স্থানও দুর্লভ হইয়াছিল; ইহার এমন কোনও স্থান ছিল না, যাহা ভূতগণ ও যুগ্মচারী মিথুন কর্ত্তৃক নীরন্ধ্রভাবে ব্যাপ্ত হয় নাই। ১—১১। ইহা তৎকালে আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ভগবান্ তদ্দর্শনে অত্যন্ত কুপিত হইয়া, "ইহা নিষ্প্রয়োজন" এই বিবেচনায় স্বকীয় লিঙ্গ ছেদন করিলেন। তখন ইহা হইতে অতি উগ্র শিখা সকল নির্গত হইতে লাগিল; তাহাকে ত্রিজগতের স্তম্ভ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং তাহার অন্ত, মধ্য ও মূল কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই বিশাল জগতে সেই তেজোময় স্থূলতম লিঙ্গের উপমান বা ইয়ত্তা ছিল না। অনন্তর ভগবান্ বীতক্রোধ হইয়া পুনর্ব্বার অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপেই সেই লিঙ্গ বহুকাল তথায় বিরাজ করিতে লাগিল। একদা দর্পান্বিত ভগবান্ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ভ্রমণ করিতে করিতে তাদৃশ লিঙ্গ সন্দর্শন করিয়া, তাহার তত্ত্ব জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। অনন্তর

দৃষ্ট্বা দর্শনশনং তয়োরন্যোন্যদর্শনাৎ।
শঙ্করপৌ ততস্তৌ তু পিতা-পুত্রৌ চ সৌহৃদাৎ
পরস্পরং সমালিঙ্গ্য কার্য্যমেতৎ প্রচক্রতুঃ।
ইদং জ্বালাময়ং লিঙ্গং কস্য স্যাদিতি চিন্ত্য তৌ॥
জ্বালালিঙ্গসহস্রাণি নির্গচ্ছন্তি বিশন্তি চ।
ময়ূরোবোঽস্য যন্মূলং যদূর্দ্ধ্বঞ্চেহ দৃশ্যতে॥ ১৯
বিষ্ণুনা চ ততো মূলমন্বেষ্টুং ব্রহ্মণা তথা।
মনসাগৃক্ষ যুগপদ্যাবদন্তো ন বিদ্যতে॥ ২০
ততস্তেনৈব মার্গেণ নিষ্ক্রম্য জলধেস্তটে।
পরস্পরং সমালিঙ্গ্য শ্রান্তৌ বিবিশতুশ্চ তৌ ॥২১
অশ্রৌষতাং ততো বাচং নভসঃ কস্যচিৎ তু হ।
ইদং চন্দ্রললাটস্য লিঙ্গং জ্বালাময়ং সুরৌ॥ ২২
কুপিতেন তু যচ্ছিত্ত্বা ভূমৌ ত্যক্তং কপর্দ্দিনা।
এতৎ সম্পূজ্য সিদ্ধির্বাং ভবিষ্যত্ত্বতোপমা॥ ২৩

এতদ্ধি শাঙ্করং লিঙ্গং পূজয়িষ্যন্তি যে ভুবি।
বলিপুষ্পোপহারৈশ্চ তেষাং প্রীতঃ পিনাকধৃক্।
প্রদাস্যত্যুত্তমান্ কামান্ স দেবো ভক্তবৎসলঃ॥২৪
তচ্ছ্রুত্বা চক্রতুঃ স্তোত্রং তস্মৈ দেবায় রংহসা।
তৌ পূজয়িত্বা বিধিবৎ সম্প্রাপ্তৌ সিদ্ধিমুত্তমাম্॥
ততোঽন্যস্মিন্ মহাকল্পে দেবৈর্দৃষ্টস্তু শঙ্করঃ।
অর্দ্ধনারীশরীরস্তু কামশত্রুঃ পিনাকধৃক্॥ ২৬
অন্যস্মিন্ কল্পসময়ে গৃহস্থাশ্রমবানপি।
হিমবন্তগুহায়াস্তু ভূতনৃত্যৈঃ সমাবৃতঃ॥ ২৭
কদাচিৎ পার্ব্বতী তত্র কালী গৌরত্বলব্ধয়ে।
ব্রহ্মাণমর্চ্চয়িত্বা তু তপস্তপ্তুং গতা বনম্॥ ২৮
দিব্যং সতীসরশ্চাপি জয়ন্তীন্তু মহাগুহাম্।
রাজবাসগুহাঞ্চাপি তত্র দৃষ্ট্বা পিতামহম্॥ ২৯

"এই লিঙ্গ কাহার? ইহার সুলক্ষণ দর্শনে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ইহা সাধারণ ব্যক্তির নহে; বোধ করি ইহা আমাদিগের দর্পনাশের নিমিত্তই আবির্ভূত হইয়াছে। সে যাহা হউক, ইহার আদ্যন্ত অবশ্য দ্রষ্টব্য; তাহা না করিতে পারিলে, আমাদিগের মহত্ত্বের হানি হইবে" এইরূপ স্থির করিয়া, বিষ্ণু ইহার মূল অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত পাতালে গমন করিলেন; ব্রহ্মাও ইহার অন্ত দর্শন করিবার নিমিত্ত ঊর্দ্ধদিকে গমন করিলেন। উভয়েরই আশা বিফল হইল, কেহ আদি বা অন্ত দর্শন করিতে পারিলেন না; সর্ব্বত্রই একরূপ দেখিতে পাইলেন। ১২—২১। বহুকাল ভ্রমণ করায় উভয়ের শরীর শ্রমে অবসন্ন হইল, আর অধিক যাইতে পারিলেন না। তথা হইতে বহুকষ্টে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, জলধিতীরে (পূর্ব্বে যথা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন) আগমন করিলেন এবং বহুকাল পরে পরস্পর মিলনে সুখী হইয়া, পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন। সেই সময় এইরূপ দৈববাণী আবির্ভূত হইল যে, হে দেবদ্বয়! ইহা জ্বালাময় চন্দ্রশেখরের লিঙ্গ; ভগবান্ কপর্দ্দী কুপিত হইয়া, উহাকে ছিন্ন করিয়া ভূমিতে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাকে পূজা করিলে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। এই ভূমণ্ডলে যাহারা এই শিবলিঙ্গকে বলি ও পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে, পিনাকী সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে অভিমত ফল প্রদান করিবেন; কারণ তিনি অত্যন্ত ভক্তবৎসল। ভগবান্ বিষ্ণু ও ব্রহ্মা তাহা শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত ভক্তি সহকারে লিঙ্গের পূজা করিলেন ও নানাবিধ স্তোত্র পাঠ করিয়া, প্রভুকে প্রীত করিলেন; ইহাতেই তাঁহারা অসাধারণী সিদ্ধি লাভ করিলেন। অন্য মহাকল্পে দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন; তৎকালে ভগবান্ কামান্তক হরগৌরী-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহের অর্দ্ধ নারীময় ও অর্দ্ধ পুরুষময় ছিল। কল্পান্তরেও ইনিই গৃহস্থাশ্রমী হইয়া হিমালয়গুহায় বাস করিয়াছিলেন; তৎকালে ভূতসমূহ ইহাঁর চারিদিকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতেছিল। তথায় কৃষ্ণবর্ণা পার্ব্বতী গৌরত্ব লাভ করিবার আশয়ে ব্রহ্মাকে অর্চ্চনা করিয়া তপস্যা করিবার নিমিত্ত অটবী মধ্যে গমন করিয়াছিলেন। তথায় সতী নামক সরোবরতীরে জয়ন্তী নাম্নী মহাগুহাতে ও রাজবাস নামক গহ্বরে গমন করিয়া তথায় ভগবান্ ব্রহ্মাকে সন্দর্শন করিলেন। অনন্তর তথায়

হরিগাত্রৈঃ সমগ্রৈশ্চ সংস্পৃশ্য চ মহামতিঃ।
শুদ্ধজাম্বুনদপ্রখ্যা প্রসাদাদ্‌ব্রহ্মণোঽভবৎ ॥ ৩০
তপোবনস্তু গচ্ছন্ত্যা উদ্দামকুসুমা সখী।
ভর্ত্তুঃ স্ত্রীলম্পটস্যাপি রক্ষার্থং বিনিবেশিতা ॥ ৩১
একস্মিন্ দ্বারদেশে তু দ্বিতীয়ো বীরকঃ সুতঃ।
ঈর্ষাদোষেণ তাবুক্তৌ ভবদ্ভ্যাং নিত্যমেব হি ॥৩২
রক্ষিতব্যো লম্পটোঽয়ং যথান্যাং মদ্‌গৃহে স্ত্রিয়ম্
প্রবেশ্য নোপভোক্তা স্যাৎ পতির্মে জাহ্নবীপ্রিয়ঃ
সন্ধ্যারাগী কামশত্রুঃ সন্ধ্যারাগসমপ্রভঃ ॥ ৩৪
বাঢ়ং বাঢ়মিতীত্যুক্ত্বা তাবিদানীং প্রণম্য তাম্।
গৌরীদ্বারগতৌ নিত্যং দিবারাত্রস্তু তস্থতুঃ ॥ ৩৫
আড়ী নাম ততো দৈত্যস্তস্মিন্ কালে পিতামহম্।
আরাধ্য তপসা দেবমমরত্বমযাচত ॥ ৩৬
ততঃ স তেন দুর্ম্মেধা ন কিঞ্চিদমরস্ত্বিতি।
অমরত্বে মহাদৈত্য হেতুমাত্রং গৃহাণ ভোঃ ॥ ৩৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দৈত্যো হেতুং তমুক্তবান্।
দেব রৌদ্রে মুহূর্ত্তে তু ঋক্ষে চান্দ্রেতিসংজ্ঞিতে।
যদা রূপত্রয়ং দেব কুর্ম্মি মর্ম্মি তদা ত্বহম্ ॥ ৩৮
আখণ্ডলো মহাবৃষ্টিং পুষ্করাবর্ত্তকৈর্ঘনৈঃ।
বল্লাপায়ে নিরুক্ চন্দ্রঃ সরীসর্ত্ত্যনিলো মহান্ ॥ ৩৯
শিখণ্ডী চ নরীনর্ত্তি দৃষ্ট্বা পূর্ণং পয়োধরম্।
যদা তদা মে ভগবন্ প্রদানাদস্তু মে মৃতিঃ ॥ ৪০
এবমস্ত্বিতি তেনোক্তঃ স দৈত্যো মুদিতোঽভবৎ
মত্তঃ কাদম্বরীং পীত্বা তুষারশিখরং যযৌ ॥ ৪১
যত্র সা শঙ্করগুহা দাক্ষায়ণ্যা গৃহং মহৎ।
উদ্দামকুসুমাং তত্র বীরকঞ্চ দদর্শ সঃ ॥ ৪২
পপ্রচ্ছ তৌ স তাভ্যাঞ্চ যথাবৃত্তমথাশৃণোৎ ॥ ৪৩

প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমূর্ত্তি সমগ্ররূপে স্পর্শ করিয়া ব্রহ্মার অনুগ্রহে সুবর্ণ সন্নিভ বর্ণ লাভ করিয়া গৌরীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন ।২২—৩০। এই সময় উদ্দামকুসুমালঙ্কৃতা বা তন্নাম্নী তাঁহার সখী ভর্ত্তার লাম্পট্য সত্ত্বেও তাঁহার রক্ষার্থে নিয়োজিত হইলেন। তৎকালে বীরক নামক রুদ্রানুচর সুত-দ্বিতীয় হইয়া এক দ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত সখী তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা এই লম্পটকে সেইরূপে রক্ষা করিবে, যাহাতে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া অন্য স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক উপভোগ করিতে না পারেন। ইহাঁর উপর কোনরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না; কারণ ইনি জাহ্নবীর উপর একান্ত অনুরক্ত। ইহাঁর অনুরাগ সন্ধ্যারাগের ন্যায় ক্ষণিক যে, কামের আমার সহিত ইহাঁর যোজন ভিন্ন অপর কোন উদ্দেশ্য ছিল না, তাহাকেও ইনি নিহত করিয়াছেন। ইহাঁর প্রভাও সন্ধ্যারাগ-সন্নিভ। তাঁহারা উভয়ে তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন এবং গৌরীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া দিবারাত্র অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তৎকালে আড়ী নামক দৈত্য কঠোর তপস্যা দ্বারা পিতামহকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট অমরত্ব বর প্রার্থনা করিল। পিতামহ তচ্ছ্রবণে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, হে দানবশ্রেষ্ঠ! সাক্ষাৎ অমরত্ব দুর্লভ ও অদেয়, তবে অমরত্বের কারণ সকল প্রার্থনা কর, আমি তাহা প্রদান করিব, তাহাতেই তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। দানবরাজ তাঁহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অমরত্বের হেতু সকল প্রার্থনা করিলেন;—হে দেব! যে সময় চন্দ্রদেবতাক নক্ষত্র উদিত হইবে, দেবরাজ পুষ্কর প্রভৃতি মেঘ দ্বারা ভয়ানক বৃষ্টি করিবেন, প্রচণ্ড বায়ু ভীষণবেগে প্রবাহিত হইবে, ময়ূর সকল তাদৃশ মেঘসন্দর্শনে আনন্দিত হইয়া নৃত্য করিবে, আমিও রূপত্রয় ধারণ করিব, তাদৃশ ভীষণ প্রলয়কালে যেন আমার মৃত্যু হয়। হে ভগবন্! ইহা আমার একান্ত অভিলাষ। ৩১—৪০। প্রজাপতি তাহাতেই সম্মত হইলেন। তখন আর দানবরাজের আনন্দের পরিসীমা রহিল না; তিনি তৎক্ষণাৎ মদ্যপানে মত্ত হইয়া হিমালয়ে গমন করিলেন। যে স্থানে শঙ্করগুহা ও পার্ব্বতীর গৃহ বিরাজ করিতেছিল, তিনি তথায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে উদ্দামকুসুমানাম্নী সখী ও বীরককে দেখিতে পাইলেন; তাঁহারা দানবরাজকর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া যথাবৃত্ত

স্ত্রৈণ্যস্ত্রীলম্পটং রুদ্রং সংবিজ্ঞায় তয়োর্মুখাৎ।
প্রবেষ্টুকামস্তু গুহাং পৌরুষং রূপমত্যজৎ ॥ ৪৪
আশ্রিত্য সর্পরূপস্তু প্রবিশ্য চ গুহান্তরম্।
তেনোপায়েন তৌ মূঢ়ৌ মোহয়িত্বা চ মূঢ়ধীঃ ॥৪৫
গৌরীরূপং ক্ষণাৎ কৃত্বা তৃতীয়মপি চাদ্ভুতম্।
মহেশ্বরমুবাচেদং বিরহোৎকণ্ঠমানসম্ ॥ ৪৬
ভো ভো চন্দ্রললাটাহং পার্ব্বতী গিরিগোচরা।
সম্প্রাপ্তোৎকণ্ঠিতা তুভ্যং ব্রহ্মদস্তবরা সতী।
পশ্য জাম্বুনদপ্রখ্যাং মাং ক্রীড়স্ব চ মে প্রিয় ॥৪
অথাকোন্মীলিতাক্ষস্তু বিরূপাক্ষঃ স্ফুটাক্ষরম্।
প্রিয়ামিব ভুজাভ্যাস্তু পর্য্যম্বজত হৃষ্টবৎ ॥ ৪৮
কৃত্রিমাস্তু রতিং কৃত্বা ততো বাহ্যরতিং পুনঃ।
অন্তরে চ গতে লিঙ্গং স দদর্শ মহাদ্ভুতম্ ॥ ৪৯

বিশ্বকর্ম্মকৃতং তস্যাং কনকাভং মহর্দ্ধিমৎ ॥ ৫০
পশ্চাৎ ত্রিশূলমধ্যে তু যথা সম্ভাবজাং রতিম্।
স্নেহসম্ভাবলিঙ্গং তৎ তচ্চ গাত্রং মহামৃদু ॥ ৫১
তথাপি শঙ্কিতঃ কিঞ্চিজ্জাতঃ কামাতুরশ্চ সঃ।
চকার সুরতক্রীড়াং তাবদ্বজ্রময়ো ভগঃ ॥ ৫২
উৎপাদ্য দণ্ডমুষলে তস্য লিঙ্গবিকর্ত্তনম্।
কর্ত্তুং সমুদ্যতো ঘোরো দানবঃ স্ত্রীবপুর্দ্ধরঃ ॥ ৫৩
হরোঽপি তাং মহামায়াং বিজ্ঞায় ত্বন্যথাসৃজৎ।
শূলপাশুপতাদীনি লিঙ্গাগ্রান্নিঃসৃতান্যপি ॥ ৫৪
ততো রতান্তে রুদ্রস্য দৈত্যো রূপং জহৌ স্ত্রিয়াঃ
পরিচ্ছিন্নসুহৃদ্বন্ধু-বিষয়াণীন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৫৫
হত্বা দৈত্যং মহাদেবো বীরকায়াপ্যদর্শয়ৎ।
ততঃ স শঙ্কিতঃ স্ত্রীণাং বিশ্বাসং নাকরোৎ ক্বচিৎ
অত্র দৈত্যেন পততা পৃষ্টেনোক্তো মহেশ্বরঃ।
হে ভদ্র দানববর ত্বয়া যুদ্ধে পরাজিতঃ ॥ ৫৭

করিলেন। দানবরাজ তাঁহাদিগের প্রমুখাৎ রুদ্রদেবের স্ত্রীলাম্পট্য শ্রবণ করিয়া, গুহা-মধ্যে প্রবেশ করিবার আশয়ে পুরুষরূপ পরিত্যাগ করিলেন ও সর্পরূপ ধারণ করিয়া, গুহা-মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় তাঁহা-দিগকে মায়া দ্বারা মোহিত করিয়া, নিমেষ-মধ্যে গৌরীরূপ ধারণ করিলেন। অনন্তর মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগি-লেন,—হে চন্দ্রশেখর! আমি পর্ব্বতবাসিনী গৌরী, কামশরে পীড়িত হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন। আপনি ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি কামকে পরাজয় করিতে পারে? আর আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না, শীঘ্রই ইহার প্রতি-বিধান করুন। হে প্রাণেশ্বর! এ অধিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। হে প্রিয়! আমার বর্ণ সুবর্ণ-সন্নিভ, তন্নিবন্ধন আমি গৌরী নামে বিখ্যাত হইয়াছি; আমার সহিত বিহার করুন। ভগবান্ বিরূপাক্ষ তাঁহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে অক্ষিদ্বয় উন্মীলন করিয়া, তাহাকে প্রিয়ার ন্যায় হৃষ্টচিত্তে আলি-ঙ্গন করিলেন। অনন্তর কৃত্রিম রতি সম্পন্ন করিয়া আলিঙ্গনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। আভ্যন্তর রতিকালে ভগবানের সেই অত্যদ্ভুত লিঙ্গ সেই মায়াবিনী গৌরীতে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর বিশ্বকর্ম্মকৃত মহোজ্জ্বল ত্রিশূল মধ্যে দৃষ্ট হইল। যদিও তাহার প্রণয় সদ্‌ভাব লিঙ্গ দ্বারা স্পষ্টরূপে অনুমিত হইয়াছিল এবং কামিনীগণের ন্যায় তাহার অবয়ব সকল অত্যন্ত কোমল ছিল, তথাপি ভগবান্ কামাতুর হইলেও তাহার সহিত বিহার করিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন। সেই মায়াবী দানব তৎকালে মায়াবলে স্বকীয় যোনিকে বজ্রময়ের ন্যায় সুদৃঢ় করিয়া দণ্ড ও মুষল উৎপাদন করিল এবং তদ্দ্বারা ভগবানের লিঙ্গ-কর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইল ।৪১—৫৩। মহাদেবও তাহার সেই মায়া জানিতে পারিয়া শূল ও পাশুপত প্রভৃতি অস্ত্র সকল উৎপাদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুরতাবসানে সেই মায়াবী দানব স্ত্রীরূপ পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পশুরাজ যেমন গজরাজকে নিহত করে, সেইরূপ ভগবান্ সেই মায়াবী দানবরাজকে অবলীলাক্রমে নিহত করিয়া, বীরককে দর্শন করাইলেন; সেই পর্য্যন্ত বীরক অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া, স্ত্রী-জাতির উপর বিশ্বাস করিতেন না। সেই সময় দানবরাজ মহেশ্বরকর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া

অহং মৃতো মম ভ্রাতা বিদ্যতে সুমহাবলঃ ।
ত্বাং হন্তুং স ইহাগন্তা পুনর্গৌরীবপুর্দ্ধরঃ ॥ ৫৮
ত্বাং মারয়িষ্যত্যথবা মম মার্গং গমিষ্যতি ।
শত্রোরুক্ত্বা বচস্ত্বেতৎ পপাত চ মমার চ ॥ ৫৯
ইতি হৃৎকমলে কৃত্বা যদীয়ং ন তু পার্ব্বতী ।
স্বয়মেব প্রিয়া ভার্য্যা মহানাধ্বী মনাগসা ।
প্রবিষ্টা স্ত্রীতি সঞ্চিন্ত্য রুদ্রঃ ক্রোধবশানুগঃ ॥ ৬০
তস্মিন্ কালে মহাদৈত্যং দৃষ্ট্বা নারীবপুর্দ্ধরম্ ।
উদ্দামকুসুমা গত্বা গৌর্য্যৈ সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ ॥ ৬১
দেবি নাহং সমর্থাস্মি পতিং সংরক্ষিতুং তব ।
বীরকেণ মহাধন্যা কাচিন্নারী প্রবেশিতা ॥ ৬২
তয়া সহ মহাক্রীড়াং চক্রে বালেন্দুশেখরঃ ।
অহন্তু ব্রীড়িতা আসং দৃষ্ট্বা তৎক্রীড়িতং বপুঃ ॥ ৬৩
তচ্ছ্রুত্বা কুপিতা পুত্রমশপদ্বীরকঞ্চ সা ।
গৌরী লব্ধবরা ভূত্বা স্বগৃহং গন্তুমুদ্যতা ॥ ৬৪
প্রাঙ্মুখী চাব্রবীদ্বাক্যং তোয়েনাচম্য সত্বরা ॥ ৬৫
মনুষ্যো ভবিতা বিপ্রো জন্ম-মৃত্যু-জরাশ্রয়ী ।
বীরকো যেন মে নারী গৃহে কাচিৎ প্রবেশিতা ।
প্রমাদিনা বীরকেণ স্ত্রিয়ো রুদ্রো ন রক্ষিতঃ ।
ইত্যুক্ত্বা কুপিতাহৃষ্টা সোৎকণ্ঠা জাতবিস্ময়া ॥ ৬৭
সকামা সঙ্কিতা দীনা রৌদ্রবীরভয়ানকান্ ।
করুণাং বাথ বীভৎসাং কেলিং কিঞ্চিত্তু কারিণী
দদর্শ স্বগৃহে পুত্রং পতিঞ্চানাগসং তথা ।
এবম্ভূতাং সুতো দৃষ্ট্বা পাদয়োঃ পতিতোঽব্রবীৎ ।
দেবি ধন্যাসি ভদ্রং তে দিষ্ট্যা জীবতি তে পতিঃ

তাঁহাকে বলিলেন,—হে দেবশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমার নিকট পরাজিত হইয়া, কাল-কবলে পতিত হইলাম ; কিন্তু আমার একটী ভ্রাতা আছে,সে আমা অপেক্ষা অধিক বলশালী, সে গৌরীরূপ ধারণ করিয়া তোমাকে বধ করিবার জন্য এই স্থানে আগমন করিবে ও তোমাকে নিহত করিয়া, বৈরনির্য্যাতন করিবে অথবা আমার মার্গের অনুবর্ত্তী হইবে। দানবরাজ মহাদেবের নিকট এইরূপ বলিয়া, ভূতলে পতিত হইল ও তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই সেই দানব, গৌরীরূপ ধারণ করিয়া, মহাদেবের নিকট আগমন করিল। মহাদেব তদ্দর্শনে ক্রোধপরবশ হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন,—যদিও ইহার পার্ব্বতী হইতে কোনরূপ প্রভেদ দেখা যাইতেছে না, তথাপি এই কামিনী প্রকৃত পার্ব্বতী নহে ; ইহার ভাবাদি দর্শনে ইহাকে স্পষ্টই কোন মায়াবিনী বলিয়া বোধ হইতেছে। সে যাহা হউক, ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করা একান্ত বিধেয়। তৎকালে উদ্দামকুসুমা নাম্নী সহচরী, পার্ব্বতীর নিকট গমন করিয়া, সকল নিবেদন করিল,—হে দেবি ! আমি আর তোমার পতিকে রক্ষা করিতে পারি না। কারণ বীরক পুনর্ব্বার অলৌকিক লাবণ্যশালিনী কোনও কামিনীকে তোমার পতির সমীপে আনয়ন করিয়াছে, আপনার পতিও তাহার লাবণ্য সন্দর্শনে নিতান্ত অধীর হইয়া, তাহার সহিত বিহার করিতেছেন। আমি তাঁহাদিগের তাদৃশ বিহার সন্দর্শনে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া, আপনার নিকট আগমন করিলাম,এক্ষণে আপনি ইহার প্রতিবিধান করুন। ৫৪—৬৩। পার্ব্বতী,সখীর নিকট হইতে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সত্বর পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশন করিয়া,সলিল দ্বারা আচমনপূর্ব্বক বীরককে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন,—“রে বীরক ! তুই আমার অজ্ঞাতে আমার পতির নিকট কোন্ রমণীকে আনয়ন করিয়াছিস্ ও অনবধান-নিবন্ধন তাহার নিকট হইতে আমার পতিকে রক্ষা করিস্ নাই, এই অপরাধে জন্ম, মৃত্যু ও জরাগ্রস্ত হইয়া ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিবি।” এই কথা বলিবামাত্র তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। উৎকণ্ঠা, বিস্ময়, দৈন্য ও শঙ্কা প্রভৃতি ব্যভিচারি ভাব সকল এবং রৌদ্র, বীর ও ভয়ানক প্রভৃতি রস সকল তাঁহাকে আশ্রয় করিল। অনন্তর তিনি গৃহমধ্যে আগমন করিয়া, বিনীত বীরক ও নিরপরাধী পতিকে সন্দর্শন করিলেন। পুত্রস্থানীয় বীরক পার্ব্বতীর তাদৃশ অবস্থা সন্দর্শনে পাদদ্বয়ে নিপতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে দেবি ! আপনি অত্যন্ত ভাগ্যবতী, আপনার

আড়িনা দানবেন্দ্রেণ ন হতো দৈত্যমায়য়া ॥ ৭০
তচ্ছ্রুত্বা দুঃখিতা গৌরী শপ্ত্বা তং বীরকং রুষা।
উবাচ পুত্র শপ্তোঽসি মহামোহেন মানবঃ ॥ ৭১
ভবিষ্যসি শিলাদস্য পুত্র পুত্রো মহীতলে।
তত্র দ্বাদশভির্বর্ষৈঃ শাপান্তো ভবিতা তব ॥ ৭২
পুনস্তেনৈব দেহেন মম পুত্রো ভবিষ্যসি।
তদ্বাক্যাদ্বীরকো নন্দী শৈলাদিরভবৎ পুনঃ ॥ ৭৩
তত্র কালস্তু তপসা জিত্বা ভূয়োঽনুগোঽভবৎ।
গৌর্য্যাঃ সকাশং মতিমান্ ভগবান্ বানরাননঃ ॥৭৪
অথ রুদ্রো মহাগৌরীং দৃষ্ট্বা তু শঙ্কিতস্তদা।
দ্বিধাংস্থৰ্দৈত্যবাক্যেন ভৈরবং কৃতবান্ বপুঃ ॥৭৫
তস্য রূপসহস্রাণি জগ্রাস গিরিগোচরা ॥ ৭৬

অদৃষ্টবলেই আপনার পতির প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই। আড়ী নামক দানবরাজ আপনার পতিকে বধ করিবার জন্য বহুবিধ মায়াজাল বিস্তার করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। গৌরী, বীরকের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তাহাকে বিনা দোষে অভিসম্পাত প্রদান করা নিতান্ত গর্হিত হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং বহুক্ষণ পরে তাহাকে বলিলেন, হে পুত্র! আমি অজ্ঞান বশতঃ তোমাকে অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছি, তুমি ভূমণ্ডলে শিলাদ নামক ব্রাহ্মণের পুত্র হইবে; তথায় দ্বাদশ বৎসর অবস্থিতি করিলে তোমার শাপাবসান হইবে। ৬৪—৭২। পুনর্ব্বার সেই দেহেই আমার পুত্রত্ব লাভ করিবে। বীরক নন্দী তাঁহার বাক্যানুসারে শিলাদ নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেন ও তথায় কঠোর তপস্যা করিয়া দ্বাদশ বৎসর পরে পুনর্ব্বার শিবলোকে গমন করিলেন। এবং তথায় পূর্ব্বের ন্যায় পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ রুদ্র গৌরীকে সন্দর্শন করিয়া শঙ্কিত হইলেন ও দৈত্যের বাক্যানুসারে তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মূর্ত্তি নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

গ্রস্তে সহস্রে রূপাণাং তারারূপে প্রদর্শিতে।
পার্ব্বত্যা চাথ নিঃশঙ্কঃ কপর্দী চাভবৎ ততঃ ॥ ৭৭
দৃষ্ট্বা জগন্ময়ীং তাস্তু ররাম সুরতপ্রিয়ঃ।
বিরহোৎকণ্ঠিতাং ভার্য্যাং প্রাপ্য ভূয়ো হিমাচলে
সতীং গৌরীং রাজকন্যাং প্রাপ্য বালেন্দুশেখরঃ
যদা ন সুরতে তৃপ্তো দেবদারুবনং তদা ॥ ৭৯
বিবেশোন্মত্তবেশশ্চ স্তব্ধলিঙ্গো দিগম্বরঃ।
মুনিদাররতিপ্রেপ্সুর্মন্মথাবিষ্টচেতনঃ ॥ ৮০
তুষার-হার-শীতাংশু-শঙ্খতুল্যেন ভস্মনা।
কৃতস্নানশ্চ শুশুভে কর্পূরেণেব ধূসরঃ ॥ ৮১
ময়ূরচন্দ্রিকাপুঞ্জ-পিচ্ছিকাং ধারয়ন্ করে।
দণ্ডোপরি দৃঢ়ৈঃ পাশৈর্বদ্ধা খট্টাঙ্গকাদিকম্।
পূর্ণেন্দুশকলাকারং কপালমপি ধারয়ন্ ॥ ৮২

এইরূপে তিনি সহস্র সহস্র মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিলেন, পার্ব্বতীও অবলীলাক্রমে তাঁহার মূর্ত্তি সকল গ্রাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্বকীয় তারারূপ দর্শন করাইলে কপর্দ্দীর শঙ্কা অপগত হইল। জগন্মাতার তাদৃশ অলৌকিক রূপরাশি সন্দর্শনে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত রমণ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন; কারণ তিনি অত্যন্ত সুরতপ্রিয় ছিলেন। অনন্তর চন্দ্রশেখর হিমালয়ে বিরহ-বিধুরা ভার্য্যাকে প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত রমণ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন তাঁহার তাদৃশ রমণেও তৃপ্তি বোধ হইল না, তখন তিনি উন্মত্তবেশে দিগম্বর হইয়া তাঁহার সহিত দেবদারুবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর কামাবিষ্ট হইয়া মুনিপত্নীগণের সহিত বিহার করিবার অভিপ্রায়ে তুষার হার শীতাংশু ও শঙ্খসদৃশ ভস্ম দ্বারা অনুলিপ্ত হইয়া কর্পূররঞ্জিতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৭৩—৮১। তখন ময়ূরগণের চন্দ্রকসমূহরূপ পিচ্ছিকা সকল তাঁহার হস্তে বিরাজ করিতেছিল এবং দণ্ডের উপরিভাগে খট্টাঙ্গ প্রভৃতি আয়ুধ সকল সুদৃঢ় রজ্জু দ্বারা সনদ্ধ ছিল। পূর্ণেন্দু-শকল-সন্নিভ কপাল ও তাঁহার হস্তে বিরাজ করিতেছিল এবং

স্ত্রীমৎপ্রত্যগ্রতারুণ্য-গর্ব্বেণোন্মাদয়ন্ স্ত্রিয়ঃ।
লাবণ্য-স্মিতসৌভাগ্য-বিলাসানপি দর্শয়ন্ ॥ ৮৩
ব্যোমালিকজ্জলাকারৈঃ স্নিগ্ধৈর্হ্রদৈ্যঃ সুকুঞ্চিতৈঃ
শিরোরুহৈস্তথা ভাতি সূক্ষ্মৈরষ্টাঙ্গুলৈঃ শুভৈঃ ॥
ললাটস্থৈশ্চলদ্ভিস্ত শ্বেতাব্জমিব ষট্পদৈঃ।
সুস্নিগ্ধসূক্ষ্মকৃষ্ণেন ভ্রূযুগেণ চ শঙ্করঃ ॥ ৮৫
লোলাভ্যাং কৃষ্ণতারাভ্যাং বিশালাভ্যাঞ্চ দৈত্যহা
কপর্দ্দী ভাতি নেত্রাভ্যাং সরাগৈঃ প্রেক্ষণৈশ্চলৈঃ
বহূনাং মুনিদারাণাং দর্শনীয়োঽভবৎ তদা।
সংসক্তদৃষ্টিরভবন্নবে তস্মিন্ সমাগমে ॥ ৮৭
দিব্যাঙ্গুলিপরীমাণ-দিব্যাংসশ্মশ্রুশোভিতঃ।
পীনাঙ্গো দর্শনীয়াঙ্গো দ্বিভুজশ্চারুকুণ্ডলঃ ॥ ৮৮
দক্ষিণাবর্ত্তিভিঃ কৃষ্ণৈর্লোমভির্ভূষিতো হরঃ।
প্রশস্তমত্তমাতঙ্গ-গতির্মোক্ষগতিপ্রদঃ ॥ ৮৯
অতিদিব্যমহারক্ত-পাণিপাদোষ্ঠভূষিতঃ।
সিদ্ধপ্রযুক্তৈঃ স্রগ্দামৈঃ সুসুগন্ধৈরকণ্টকৈঃ ॥ ৯০
আচ্ছন্নাঙ্গস্তনঙ্গারির্ভাতি ঋতুসম্ভবৈঃ।
যযৌ বনং পরিবৃতো গণৈর্ভস্মাঙ্গরূপিভিঃ ॥ ৯১
গায়ন্ বাণৈশ্চ সংযুক্তো দশভির্মন্ত্রাদিভিঃ।
দোষৈর্বিরহিতৈস্তৈশ্চতুর্দ্দশভিরেব চ ॥ ৯২
যতিভিস্তিসৃভির্যুক্তং লয়কল্পয়সংযুতম্।
অষ্টাঙ্গমেকবিংশত্যা মূর্চ্ছনাভিশ্চ মূর্চ্ছিতম্ ॥ ৯৩
পঞ্চাশতা চৈকহীনৈস্তানৈরপি চ সংযুতম্।
কণ্ঠতানৈরনেকৈশ্চ নানাভেদৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৯৪
সপ্তস্বরাঙ্কিতং রম্যং তথা গ্রামত্রয়ান্বিতম্।
দ্বাত্রিংশতা মহারাগৈর্দিব্যৈর্জাতিসমুদ্ভবৈঃ ॥ ৯৫
ছায়াভির্মিশ্রিতাভিশ্চ দেশজাতিবিভূষিতম্।
সঙ্কীর্ণং রত্নজালৈশ্চ ভাষাভিরথ ভাষিতম্ ॥ ৯৬
চতুঃষষ্টিপ্রধানাভিরনন্তাভিরনন্তকম্।
তথা চান্তরভাষাভির্দ্বিরব্দাভিশ্চ সংযুতম্।

স্ত্রী সকল তাঁহার অভিনব-যৌবন-লক্ষ্মী-সন্দর্শনে একবারে উন্মত্ত হইয়াছিল। লাবণ্য ও স্মিত প্রভৃতি-জনিত বিলাসরাশিও সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হইতেছিল। তৎকালে তাঁহার বদনমণ্ডল স্নিগ্ধ, কুঞ্চিত ও কজ্জল-সন্নিভ কেশ দ্বারা আবৃত হইয়া ভ্রমরাবৃত শ্বেতাব্জের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। তৎকালে ভগবান্ শঙ্কর অতিশয় স্নিগ্ধ, সূক্ষ্ম ও কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূযুগ, চঞ্চল ও নীলবর্ণ-তারকাশালী নেত্রদ্বয় ও সানুরাগ চঞ্চল দৃষ্টি দ্বারা মুনি-পত্নীগণের অত্যন্ত দর্শনীয় হইয়াছিলেন এবং নব-সমাগমকালে তাঁহার দৃষ্টি অত্যন্ত সংসক্ত হইয়া উঠিল। তৎকালে দিব্যাঙ্গুলির ন্যায় পরিমাণশালী অংস ও শ্মশ্রুরাজি তাঁহার অসাধারণী শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। তাঁহার অঙ্গ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও দর্শনীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন তিনি ভুজদ্বয়শালিনী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। চারুতম কুণ্ডলদ্বয় কর্ণদ্বয়ের অসাধারণী শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। দক্ষিণাবর্ত্তী কৃষ্ণবর্ণ লোমসমূহ তাঁহার দেহকে অলঙ্কৃত করিল। তখন তাঁহার পাণি ও পাদদ্বয় জবাকুসুম অপেক্ষা অধিক রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিও পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার আয়ত্ত ছিল। ঋতুসম্ভূত, সিদ্ধপ্রযুক্ত, সুগন্ধ ও কণ্টকরহিত স্রগ্দাম দ্বারা অঙ্গ সকল আচ্ছন্ন হওয়াতে কামবিজেতার কমনীয় কান্তি সমুদ্ভূত হইল। অনন্তর তিনি ভস্মানুলিপ্ত প্রমথগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া বনমধ্যে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। ৮২—৯১ তখন তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন। সেই দোষবিরহিত, মন্ত্রাদি দশবিধ গীতিবিশেষ মন্ত্র ও তারভেদে চতুর্দ্দশবিধ স্বর, ত্রিবিধ যতি, লয় সমূহ. অষ্টবিধ রসাঙ্গ, একবিংশতিবিধ মূর্চ্ছনা, ঊনপঞ্চাশৎ প্রকার তাল ও নানাপ্রকার কণ্ঠতান এইরূপ নানাভেদে অলঙ্কৃত হওয়ায় মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তাহা শ্রবণ করিয়া কামিনীগণ একেবারে অধীর হইয়া উঠিল। তাহাতে সপ্তবিধ স্বর, ত্রিবিধ গ্রাম এবং জাতিসমুদ্ভূত ও দিব্য দ্বাত্রিংশৎ প্রকার মহারাগ সকল সম্পূর্ণরূপে অধিত ছিল। মিশ্রিত ছায়া সকল, দেশ ও জাতি দ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে বিভূষিত ছিল; রত্নজাল সঙ্কীর্ণ, চতুঃষষ্টিবর্ণপ্রধান অনন্ত-ভাষা এবং

চতুর্ব্বিধেন বাদ্যেন তদ্‌গুণেন গুণীকৃতম্ ॥ ৯৭
ক্বচিন্নৃত্যন্ ক্বচিদ্গায়ন্ ক্বচিদ্বল্গন্ ক্বচিদ্ধসন্।
বন্যানি ফলমূলানি ক্বচিৎ খাদন্ গণৈঃ সহ ॥ ৯৮
নদীতীরেষু রম্যেষু নেপথ্যাদ্যুপশোভিতঃ।
দর্শয়ন্তাণ্ডবং লাস্যং স্থানকানি সহস্রশঃ ॥ ৯৯
ষট্‌ত্রিংশদ্ভেদভিন্নাস্তু দৃষ্টিমেকাঞ্চ শঙ্করঃ।
যৌ করৌ নাম্বাচ্চাপি ষট্‌ত্রিংশচ্ছতসংখ্যয়া ॥
শৃঙ্গার-বীর-বীভৎস-রৌদ্র-হাস্য-ভয়ানকান্।
করুণাদ্ভুত-শান্তাংশ্চ নব নাট্যে রসাস্তু যে ॥ ১০১
স্বরেণদর্শয়চ্ছান্তরসং তানস্য কস্যচিৎ ॥ ১০২
যতো ন স্যাৎ সুশান্তস্য রসস্য ভুবনত্রয়ে।
বাচঃ প্রযোক্তা দ্রষ্টা বা ঋতে নারায়ণাদপি ॥১০৩
সা চ পূর্ণেন্দুবদনা পার্ব্বতী শাঙ্করং বপুঃ।
আস্থায় তরুণী হৃদ্যা পীনশ্রোণিপয়োধরা ॥ ১০৪
কৃষ্ণৈস্তু সূক্ষ্মৈর্মৃদুভির্বস্ত্রৈঃ সঞ্ছন্নবিগ্রহা।
রক্তবস্ত্রকৃতোষ্ণীষা পুষ্পস্রগ্দামমণ্ডিতা ॥ ১০৫
অশোকপুষ্পসম্পূর্ণা মালাং বিভ্রৎ করাম্বুজৈঃ।
ভর্ত্তারমনুগচ্ছন্তী শুশুভে চারুসঙ্গতিঃ।
বিদ্যুন্নীলাভ্রনক্ষত্রৈর্নভসীব নিশাকরঃ ॥ ১০৬
গোপীরূপাণি বিভ্রদ্ভির্মাতৃভিঃ পরিশোভিতা।
কৌতূহলাদ্যযৌ গৌরী দেবদারুবনং শনৈঃ ॥১০৭
ভর্ত্তুঃ স্ত্রীলম্পটস্যাথ পরদারসমাগমম্।
দ্রষ্টুং স্ত্রীণাঞ্চ দৌঃশীল্যং সাধ্বীনাঞ্চ তথা ধৃতিম্
রক্তান্ বিরক্তাংশ্চ মুনীন্ ত্যক্ত্বা ভর্ত্তুরনুজ্ঞয়া।
পতিনা সহ সম্মন্ত্র্য শর্ব্বং দ্রষ্টুং সমুদ্যতা ॥ ১০৯
ততস্তপস্যংস্তাঃ সর্ব্বাস্তপস্বিন্যোঽথ নির্জ্জনে ॥১১০
অদৃষ্টপূর্ব্বং পুরুষং মন্মথোপমদর্শনম্।
নির্লজ্জং ভিক্ষমাণন্তু মুনীনামাশ্রমেষ্বপি ॥ ১১১

দ্বিপ্রকার কালবিশেষোপযুক্ত গীতিসংযুক্ত মিশ্র-ভাষা দ্বারা সংযুক্ত হওয়ায় তাহার মাধুর্য্য সংপরোনাস্তি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল; চতুর্ব্বিধ বীণাদি-বাদ্যও তাহার সাতিশয় মাধুর্য্য সম্পাদন করিয়াছিল। ভগবান্ বিরূপাক্ষ এইরূপে গান করিতে করিতে কোন স্থানে নৃত্য করিতে লাগিলেন; কোথাও অত্যন্ত হাস্য করিয়া, লম্ফপ্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন; কোন-স্থানে প্রমথদিগের সহিত বন্য ফল-মূল ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর বন্য-প্রসাধনে ভূষিত হইয়া, অসাধারণ তাণ্ডব দ্বারা দর্শকমণ্ডলীকে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন করত রমণীয় নদীতীরে সমাগত হইলেন; সেই স্থানেও সহস্রপ্রকার আসন সকল প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার দৃষ্টি ষট্‌ত্রিংশৎ-প্রকার ভেদে বিভিন্ন হইলেও অভিন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শৃঙ্গার প্রভৃতি নাট্যশাস্ত্রোক্ত নয়প্রকার রস সকলও বিষ্ণুর নিকট সুচারুরূপে প্রদর্শিত হইতে লাগিল; কারণ নারায়ণ ব্যতীত কোনও ব্যক্তি সেই সকল রসকে সুচারুরূপে অভিনীত ও আস্বাদন করিতে সমর্থ নহেন।৯১—১০৩। যাঁহার নিতম্ব এবং পয়োধর অতি স্থূল; যাঁহার শরীর কৃষ্ণবর্ণ, সূক্ষ্ম এবং কোমল বস্ত্র দ্বারা আচ্ছন্ন; যিনি রক্তবর্ণ বস্ত্রদ্বারা উষ্ণীষ ধারণ করিতেছেন; যিনি পুষ্পমালাদাম দ্বারা আপনাকে ভূষিত করিয়াছেন; যিনি করাম্বুজ দ্বারা অশোকপুষ্প পূর্ণ মালা ধারণ করিতেছেন; সেই পূর্ণেন্দুবদনা যুবতী হৃদয়গ্রাহিণী পার্ব্বতী, শঙ্করের শরীর অবলম্বনপূর্ব্বক ভর্ত্তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত বিদ্যুৎ, নীলমেঘ ও নক্ষত্র দ্বারা পরি-শোভিত আকাশস্থ নিশাকরের ন্যায় সুন্দর-সংযোগে শোভা পাইয়াছিলেন। গোপিকা-রূপধারিণী মাতৃগণের সহিত পরিশোভিতা গৌরী সকৌতূহলে স্ত্রীলম্পট ভর্ত্তার পরস্ত্রীসমাগম, মুনিপত্নীদিগের দুঃশীলতা এবং সাধ্বী-স্ত্রীদিগের ধৈর্য্যদর্শনের নিমিত্ত অল্পে অল্পে দেবদারুবনে গমন করিলেন। সেই সকল দুঃশীলা স্ত্রীর মধ্যে কেহ বা অনুরক্ত মুনিদিগকে, কেহ বা বিরক্ত মুনিদিগকে ত্যাগপূর্ব্বক, কেহ বা ভর্ত্তার অনুজ্ঞাক্রমে, কেহ বা পতির সহিত মন্ত্রণা করিয়া শিব-দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। তাহার পর সেই সকল তপস্বিনীগণ, পার্ব্বতীর সহিত সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব, মন্মথের ন্যায় সুদৃশ্য, নির্লজ্জ, মুনিদিগের আশ্রমেও ভিক্ষাকারী,

হ্লাদিভির্মধুরৈঃ স্পষ্টৈর্মন্মথোদ্দীপনৈঃ সমৈঃ।
ভিক্ষাঞ্চৈব তু যাচন্তং দেহীতি চ পুনঃপুনঃ ॥১১২
শরীরসহিতং রম্যং ততঃ কামবশং যযুঃ।
বভ্রমুর্জহসুঃ পেতুর্জজৃম্ভুর্বিবিশুর্ভয়াৎ ॥ ১১৩
শেপুর্নেদুশ্চ রুরুদুর্জজল্পুর্মধুরং বচঃ।
নিশ্বসুশ্চুক্রুশুশ্চৈব বিকারান্ জুগুপুঃ স্বকান্ ॥১১৪
ঈষৎ সন্দর্শয়েয়ুশ্চ গোপ্যান্যঙ্গানি তস্য তাঃ।
ন কিঞ্চিজ্জল্পিতুং শেকুর্দহেয়ুর্মদনাগ্নিনা ॥ ১১৫
অরুন্ধতীমৃতে সাধ্বীং বশিষ্ঠমহিষীং শুভাম্।
বালাস্তরুণ্যো বৃদ্ধাশ্চ সর্ব্বাঃ স্যুর্মদনাতুরাঃ ॥ ১১৬
নিমন্ত্রয়েয়ুরাকারৈরিঙ্গিতৈর্গতিভিশ্চ তম্।
অনঙ্গশরভিন্নাস্ত ততো বাসাংসি তত্যজুঃ ॥১১৭
আভাষ্য তাপসং তত্র ব্যাহরেয়ুঃ কচিচ্ছনৈঃ।
কিময়ং তাপসং ধত্তে কিমেতদ্ব্রতমেব বা ॥১১৮

আনন্দজনক, মধুর, সুস্পষ্ট, কামোদ্দীপক এবং সমবাক্যযুক্ত ও পুনঃপুনর্ব্বার দেহি দেহি এই বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক ভিক্ষা-যাচ্ঞাকারী, পরম সুন্দর পুরুষকে দর্শন করিয়া অতিশয় কামাসক্তা হইয়াছিল। তাহারা কখন ভ্রমণ করিতে লাগিল, কখন হাসিতে লাগিল, কখন পড়িতে লাগিল, কখন হাই তুলিতে লাগিল, কখন ভয়ে প্রবেশ করিতে লাগিল, কখন শাপ দিতে লাগিল; কখন শব্দ, কখন রোদন করিতে লাগিল; কোন সময়ে মধুরবাক্য কহিতে লাগিল, কোন সময়ে নিশ্বাসত্যাগ করিতে লাগিল; কোন সময়ে আক্রোশ প্রকাশ, কোন সময়ে স্বীয় মনোবিকার গোপন করিতে লাগিল; কোন সময়ে মহাদেবকে স্বকীয় গুহ্যদেশ অল্প দর্শন করাইল, কোন সময়ে বা কথা কহিতে সমর্থ হইল না; কোন সময়ে মদনাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইতে লাগিল। শুভা সাধ্বী বসিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী ব্যতিরেকে বালিকা, যুবতী এবং বৃদ্ধা সকলেই কামাতুরা হইয়াছিল। ৯২—১১৬। তাহারা আকার, ইঙ্গিত এবং গতি দ্বারা মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। পরে কামবাণে বিদ্ধ হইয়া বস্ত্রত্যাগ করিয়াছিল। কোন স্থানে সেই তাপসকে সম্বোধন করিয়া, অল্প অল্প কথা

কিমনেনাথ ঘোরেণ কৃতেন কৃতিনাং বর।
তপো হি ভোগসিদ্ধ্যর্থং জনাঃ কুর্ব্বন্তি ভূতলে।
অত্র যদ্বিহিতং কিঞ্চিৎ তৎ স্ববুদ্ধ্যা বিচার্য্যতাম্।
যূনাস্তু পরদারাণামভিপ্রেতঃ সমাগমঃ॥ ১২০
সকামানামকামানাং কিমু প্রাপ্তমুপেক্ষসে।
ন পুণ্যহীনং পুরুষং প্রার্থয়ন্তি পরস্ত্রিয়ঃ॥১২১
ভোগার্থং বাপি যৎ কর্ম্ম তৎ তৎ কর্ম্ম মহীতলে
নরাঃ কুর্ব্বন্তি সততং নৈষ্কর্ম্ম্যাদিদমুত্তমম্॥ ১২২
পুণ্যৈরুপাকৃতং মৌঢ্যাৎ কথং ত্যাজ্যং লভস্ব তৎ
ত্বাং দৃষ্ট্বা সুকুমারাঙ্গমস্মাকং জায়তে কৃপা॥১২৩
যদ্যয়ং মাধবে মাসি কথং গন্তুং বনং ক্ষমঃ।
ইয়ং নির্লজ্জতা কেন ক্ষেমা নারীঃ সুশোভনাঃ।
কাময়ানা বরং কাম্যাঃ পীনশ্রোণিপয়োধরাঃ।
সাত্ত্বিকৈঃ কামজৈর্ভাবৈরভিভূতা রহোগতাঃ॥১২৪

কহিতে লাগিল,—এই তাপস কোন্ ব্রত ধারণ করিতেছেন? কি জন্যই বা এই ব্রত? তুমি কৃতীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তোমার এই ঘোর ব্রতানুষ্ঠানে কি হইবে? জনগণ ভোগসিদ্ধি নিমিত্তই পৃথিবীতে তপস্যা করিয়া থাকে; এ সময়ে যাহা কিছু উচিত, তাহা স্বকীয় বুদ্ধি দ্বারা বিচার কর। সকাম বা নিষ্কাম যুবাদিগের পরস্ত্রী-সমাগমই অভিপ্রেত। ওহে! তুমি কিজন্য উপস্থিত পরিত্যাগ করিতেছ? পরস্ত্রীগণ পুণ্যহীন পুরুষকে কখনই প্রার্থনা করে না, ভোগের নিমিত্ত যে যে কর্ম্ম, মনুষ্যগণ পৃথিবীতে নিরন্তর সেই কর্ম্মই করিয়া থাকে; ঐ সকল কর্ম নৈষ্কর্ম্ম্য হইতে উত্তম। তোমার পুণ্যেই ইহা উপস্থিত হইয়াছে; মূঢ়তাপ্রযুক্ত কি জন্য ত্যাগ করিতেছ? তুমি ইহা গ্রহণ কর। তুমি অতি সুন্দর, অতএব তোমাকে দর্শন করিয়া, আমাদিগের দয়া হইয়াছে। এই পরম পুরুষ যদি বৈশাখ মাসে কষ্ট স্বীকার করিয়া বনে আসিতে পারিলেন, তবে আমাদিগের নির্লজ্জতা কিজন্য না হইবে? এই সকল অতি পরমরূপবতী অন্যের প্রার্থিতা হইয়াও অভি- লাষযুক্তা, স্থূলনিতম্বিনী, পীনস্তনী, সাত্ত্বিক- কামজভাবে অভিভূতা এবং নির্জ্জনগতা

ন তৃষ্মাকং ত্বয়া কার্য্যং তপস্বিন্যো বয়ং মুনে।
যথেপ্সোষচারিণ্যো নগ্না বস্ত্রাবৃতাথবা ॥ ১২৬
নিমীল্য নেত্রে ভিক্ষাং মা গৃহাণ চপলেন্দ্রিয়ঃ।
অস্মাকং পশ্য লাবণ্যং শরীরেষু স্তনেষু চ ॥১২৭
বয়ং বৈ পরদারাস্তু জরাগ্রস্তেষু সাধুষু।
মন্ত্র্যস্থিশেষভূতেষু ব্রাহ্মণেষু পরিগ্রহঃ ॥ ১২৮
যে ন দণ্ডয়িতুং শক্তাঃ কথং তাড়য়িতুং বচঃ।
অরাজকে বনে চাস্মিন্ কিং প্রবিষ্টোঽসি বালিশ
যস্য দণ্ডভয়াল্লোকঃ সন্মার্গস্থো ভবেদিহ ॥ ১৩০
পশ্যেদং বৃক্ষগহনং বনং নির্ঝরসানুমৎ।
পশ্যেমাংস্তাপসান্ দূরে নিত্যমধ্যয়নে রতান্।
বালকান্ পাঠয়ন্তি স্ম ক্ষুৎপিপাসাসমন্বিতাঃ ॥১৩১
অহোবত মহাযজ্ঞঃ সামবেদে ন তে শ্রুতঃ।
গৌতমস্য প্রসন্নেন গুরুণা কথিতস্তু যঃ ॥ ১৩২
অগ্নির্যোষা সমিৎ তত্র স্বাদুপস্থঞ্চ নিত্যশঃ।
উপমন্ত্রয়তে যৎ সা স ধূমো যোষিদর্চ্চিষঃ ॥১৩৩
যদন্তঃ কুরুতে সা তু তেঽপ্যঙ্গারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অভিনন্দাস্তু যে তত্র বিস্ফুলিঙ্গাস্ত এব হি ॥১৩৪
তস্মিন্ বৈশ্বানরে রেতো জুহ্বতে বিবুধাঃ সদা।
তস্মাৎ কুরু কৃপাঞ্চৈব তত্র বেদ্ম্যতুলং ফলম্ ॥
এতৎ স্থানমশুদ্ধঞ্চেৎ তত্রাপি শৃণু মে বচঃ।
সাম্নাং বাক্যং দ্বিতীয়ন্তু মুখমেতৎ প্রজাপতেঃ।
ঋষিভির্বহুধা গীতং গর্ভাধানাদিকর্ম্মসু ॥ ৩৬
এবংবিধাভির্বহ্বীভিঃ স্ত্রীভির্বাগ্ভিঃ প্রণোদিতঃ।
স্ত্রীণাং নিত্যপ্রসন্নশ্চ তপস্বী বাক্যমুক্তবান্ ॥ ৩৬
যদেতদ্দক্ষিণং নেত্রং বিষ্ণোরাভাতি দীপ্তিমৎ।
এষৈব গুরুরস্মাকং গুরুরাহ রতে স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৮
চতুর্দ্দশবিধস্যাথ ভূতসর্গস্য দৈশিকঃ ॥ ১৩৯
দিবাচরাণাং ভূতানাময়ং পালয়িতা দিবা।
নিশাচরাণাং ভূতানাময়মেব নিশাগমে ॥ ১৪০
পিতা পালয়িতা নিত্যং প্রবিশ্য শশিমণ্ডলম্।

বাসিনী স্ত্রীদিগকে ইনিই বা আর কোথায় পাইবেন? হে মুনে! আমাদিগের আর তোমাকে প্রয়োজন নাই। যথেচ্ছচারিণী হই, বিবস্ত্রা হই অথবা সবস্ত্রাই হই, আমরা তপস্বিনী। হে চপলেন্দ্রিয়! তুমি ভিক্ষা করিও না, চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলন করত আমাদিগের শরীরের ও স্তনের লাবণ্য দর্শন কর। আমরা পরস্ত্রী, আমাদিগের স্বামী অতি বৃদ্ধ, পরমসাধু, অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট এবং ব্রাহ্মণ; যে সকল ব্যক্তি দণ্ড করিতে অক্ষম, তাহারা বাক্য দ্বারা কিরূপে তাড়না করিবে? রে মূর্খ! লোক সকল যে রাজার দণ্ডভয়ে সৎপথ অবলম্বন করে, সেই রাজশূন্য এই বনে কিজন্য প্রবেশ করিয়াছ?১১৭—১৩০। তুমি এই বৃক্ষ দ্বারা নিবিড়, নির্ঝর ও সানুযুক্ত বন অবলোকন কর। যাহারা ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতর হইয়াও বালকদিগকে অধ্যয়ন করাইয়াছে, সেই সকল নিত্য বেদাধ্যয়ন-রত তাপসদিগকে দূরে দর্শন কর। ইহা অতি আশ্চর্য্য এবং দুঃখের বিষয়। গুরু প্রসন্ন হইয়া, গৌতমের নিকট যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তুমি কি সেই সামবেদোক্ত মহাযজ্ঞ শ্রবণ কর নাই? ঐ মহাযজ্ঞে স্ত্রী—অগ্নি এবং উপস্থই তাহাতে সমিৎ। সেই স্ত্রী ঐ সময়ে যে বাক্য কহে, সেইটীই যোষিদগ্নির ধূম; যাহা শরীরে ধারণ করে, সেই বস্তুই অঙ্গার বলিয়া কথিত হয় এবং ঐ সময়ে যে আনন্দ, তাহাই স্ফুলিঙ্গ। বিবুধগণ সর্ব্বদাই ঐ যোষিদগ্নিতে রেতঃক্ষেপ করিয়া থাকে। অতএব আপনি কৃপা করুন, আমি তাহাতেই অতুল ফল জানিতেছি। যদি বলেন, এস্থান অপবিত্র, তাহা হইলে আমার বাক্য শ্রবণ করুন। এইটীই সামবেদের দ্বিতীয় বাক্য, প্রজাপতি ইহাকেই প্রধান বলিয়াছেন। ঋষিগণ গর্ভাধানাদি-কর্ম্মে এই বাক্যই বারংবার কহিয়াছেন। স্ত্রীগণ এইরূপ বহুতর বাক্য দ্বারা প্রার্থনা করিলে, তপস্বী শিব স্ত্রীদিগের উপর প্রসন্ন হইয়া, এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর এই যে উজ্জ্বল দক্ষিণ-নেত্র প্রকাশ পাইতেছে, ইনিই আমাদিগের গুরু, স্ত্রীদিগের রতির উপদেষ্টা, চতুর্দ্দশপ্রকার ভূতসর্গের গুরু; ইনিই দিবাচর প্রাণীদিগের দিবাতে, নিশাচরদিগের রাত্রিকালে পালনকর্ত্তা। ১৩১—১৪০। ইনিই পিতা, ইনিই

জলমাত্রং স্বকিরণৈঃ পাতালতলমাশ্রিতঃ ॥১৪১
অনেন মে ব্রতং দত্তমিদং ত্রিদশপূজিতম্।
আবয়োর্নৈব ভেদোঽস্তি যোঽয়ং সোঽহমিতিশ্রুতিঃ
যাবদেষ স্থিতো ব্যোম্নি তাবন্মে ভোজনক্রিয়া।
বিহিতা প্রাঙ্মুখস্থাপি মাংস-ক্ষার-মধূজ্ঝিতা ॥১৪৩
অভক্ষ্যাপেয়পানৈশ্চ সর্ব্বদোষৈশ্চ বর্জ্জিতা।
উষিতস্য চ মে নিত্যং গ্রাসো বৈ দীয়তাং পৃথক্
আচান্তস্য জলেনাথ দ্বিতীয়ো দেয় ইত্যপি।
ঘৃতক্ষীরান্নশাকৈশ্চ ফলমূলৈশ্চ নিঃসৃতম্ ॥১৪৫
একা দদাতি কবলং কেশ-কীটবিবর্জ্জিতম্।
দ্বিতীয়া বস্ত্রাচ্ছাদনং পানীয়মুপসেচনম্ ॥ ১৪৬
অনেন বিধিনা তৃপ্তিং করোমি সততং স্ত্রিয়ঃ।
অয়ং মে দক্ষিণঃ পাণির্ভোজনে পাত্রমেব হি ॥১৪৭
সম্ভাষণং মে ভগবন্ নমোঽস্ত্বিতি কৃতাঞ্জলিঃ।
ভূমৌ জানুদ্বয়ং কৃত্বা করোতি মম বন্দনম্ ॥১৪৮
অনাদরৈরসম্মানৈস্তুষ্টির্মে জায়তে সদা।
শয়নং জাঙ্গলে দেশে বৃক্ষকোটরবেশ্মসু ॥ ১৪৯
ইয়ং তপস্বিনী মহ্যং সুসমিদ্ধো হুতাশনঃ।
অস্মিন্ বিভাবসৌ বীর্য্যং জুহোমি সৃষ্টিসিদ্ধয়ে।
ময়া তু সর্ব্বভূতেভ্যো দানং দেয়ং প্রকল্পিতম্।
এতস্মাদ্‌যস্য যস্য স্যাদভিপ্রীতির্যথাত্মনঃ ॥ ১৫১
তং বৈ নয়তু স ক্ষিপ্রং যেন স্যাং পূর্ণমানসঃ।
নিবৃত্তঃ পরিতুষ্টশ্চ সুখী পূর্ণমনোরথঃ ॥ ১৫২
তচ্ছ্রুত্বা পরিতুষ্টাস্তাঃ সাবহাসাঃ স্ত্রিয়স্তু বৈ।
তমবষ্টভ্য চিক্রীড়ুর্জজল্পুরিতি তাপসম্ ॥ ১৫৩
উন্মত্তক বৃথাশাস্ত্রং স্ত্রীণামগ্রে ব্রবীষি কিম্।
স্ত্রিয়ঃ কামুকমিচ্ছন্তি কামিতং স্ত্রীজনৈঃ পরৈঃ ॥১৫৪
যদি ন ত্বং বৃথাশাস্ত্রঃ কথং তে শবরী স্থিতা।

আমাদিগকে সর্ব্বদা পালন করিয়া থাকেন; ইনিই চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া মাত্র জলরূপে অবস্থান করেন; ইনিই স্বকীয় কিরণ দ্বারা পাতালতলকে আশ্রয় করিয়া থাকেন; ইনিই আমাদিগকে এই ত্রিদশ-পূজিত ব্রত দান করিয়াছেন। আমাদিগের উভয়ের কিছুমাত্র ভেদ নাই। ইনিও যে, আমিও সে, বেদে এইরূপই কথিত আছে। ইনি যে পর্য্যন্ত আকাশে অবস্থান করেন, সেইকাল পর্য্যন্ত আমি ভোজন করিয়া থাকি। আমি পূর্ব্বমুখ হইলেও মাংস, ক্ষার, মধু এবং অভক্ষ্য ভোজন করি না, অপেয় পান করি না; আমার ভোজন সমস্ত দোষবিবর্জ্জিত। আমি উপবেশন করিলে, আমাকে নিত্যই পৃথক্‌রূপে গ্রাসদান করিবে এবং আচমন করিলে দ্বিতীয়বার পানীয় জল প্রদান করিবে। এক মুনিপত্নী আমাকে কেশকীট-বর্জ্জিত ঘৃত, অন্ন, ক্ষীর, শাক, ফল, মূল ইহার সহিত ভোজ্য প্রদান করিবে। আর এক জন বস্ত্র, আচ্ছাদন, পানীয় এবং স্নানীয় দ্রব্য প্রদান করিবে। হে স্ত্রীগণ! আমি এইরূপ বিধানে সতত তৃপ্তি-লাভ করিব। এই আমার দক্ষিণহস্ত, ভোজন বিষয়ে পাত্র। কৃতাঞ্জলি হইয়া "ভগবন্নমোঽস্তু"

এই বাক্যই আমার সম্ভাষণ। ভূমিতে জানু-দ্বয় স্পর্শ করাইয়া আমাকে নমস্কার করিবে। অনাদর এবং অসম্মান দ্বারাই আমার সর্ব্বদা সন্তোষ হয়। অরণ্যমধ্যে বৃক্ষ-কোটররূপ গৃহে আমার শয়ন। এই শবরীরূপধারিণী তপস্বিনী গৌরী আমার নিকটে প্রদীপ্ত হুতাশন। আমি সৃষ্টি সাধনের নিমিত্ত এই অগ্নিতে বীর্য্যক্ষেপ করিয়া থাকি। ১৪১--১৫০। আমিই সমস্ত প্রাণীকে কল্পনা করিয়া, দেয় বস্তু প্রদান করি। অতএব তোমরা আপনার ন্যায় যাহাকে যাহাকে পরমসুন্দর বিবেচনা কর, শীঘ্র তাহার নিকট গমন কর; তাহা হইলেই সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণ-মানসে নির্বৃতি লাভ করত পরিতুষ্টভাবে সুখী হইবে এবং তাহাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবে। সেই সকল ঋষিপত্নীগণ, সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, পরম-পরিতোষ লাভ করিলেন এবং পরিহাসপূর্ব্বক সেই তাপসকে অবরুদ্ধ করিয়া, ক্রীড়া করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হে উন্মত্ত! তুমি স্ত্রীলোকদিগের নিকট কিজন্য বৃথা শাস্ত্র কহি-তেছ? পুরুষ অন্য স্ত্রীকে ইচ্ছা করিলেও স্ত্রীলো-কেরা সেই কামুক পুরুষকেই ইচ্ছা করে! তুমি আমাদিগের নিকট যে সকল শাস্ত্র বলিলে,

গ্রামলেব সততং স্ত্রীরত্নং ভুবি দুর্লভম্ ॥ ১৫৫
একো মহেশ্বরো ধন্যো যস্য তুষ্টা চ পার্ব্বতী।
ন লোকস্য বৃথাবাদস্ত্বং ধন্যঃ সত্যমেব হি ॥ ১৫৬
যস্যেয়ং শবরী বালা ভার্য্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরী।
সংস্পর্শস্য তবার্থিন্যো বয়ন্তু বদতাং বর ॥ ১৫৭
এবং বক্রোক্তিভিঃ স্ত্রীভিঃ প্রার্থ্যমানঃ স তাপসঃ
মেহয়ানো যযৌ হৃষ্টঃ কামচারী গৃহং গৃহম্ ॥
ত্যক্ত্বা গৃহাণি নার্য্যোঽপি ততস্তু মদনাতুরাঃ।
গচ্ছন্তমনুগচ্ছন্ত্যো লপন্ত্যো বিবিধা গিরঃ ॥১৫৯
ততঃ কোলাহলং শ্রুত্বা তাপসাস্তং সমভ্যয়ুঃ।
নগ্নং তপস্বিনং দ্রষ্টুং নির্লজ্জং কামচারিণম্ ॥১৬০
যত্নবান্ জগৃহুর্যত্নাৎ কাম-ক্রোধবিবর্জ্জিতাঃ।
প্রযত্নাদ্রক্ষ্যমাণাস্তৈর্নার্য্যো ভর্তৄংশ্চ তত্যজুঃ ॥

তাহা সমস্তই বৃথা; তাহা না হইলে, তোমার নিকটে কিজন্য ছায়ার ন্যায় এই শবরী অবস্থান করিতেছে? অতএব তুমি জানিবে, পৃথিবীতে স্ত্রীরত্ন অতি দুর্লভ। পার্ব্বতী যাহার উপর সন্তুষ্টা, সেই এক মহেশ্বরই ধন্য। তুমি লোক-সমীপে আর বৃথা বাক্য-প্রয়োগ করিও না। সত্য সত্যই তুমি ধন্য! যে হেতুক ত্রৈলোক্য-সুন্দরী এই বালিকা শবরী তোমার ভার্য্যা। হে বক্তৃবর! আমরাও তোমার সংস্পর্শ প্রার্থনা করিতেছি। ঋষি-পত্নীরা এইরূপ কাকূক্তি দ্বারা প্রার্থনা করিলে, সেই তাপস পরম আনন্দ লাভ করত হৃষ্ট হইয়া, স্বীয় ইচ্ছানুসারে সকলের গৃহেই গমন করিলেন। তৎপরে ঐ সমস্ত স্ত্রী কামাতুরা হইয়া, স্বীয় আবাস পরি-ত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত নানাপ্রকার বাক্য কহিতে লাগিলেন। তৎপরে তাপসগণ স্ত্রীদিগের কোলাহল শ্রবণ করিয়া, সেই উলঙ্গ নির্লজ্জ কামচারী তপস্বীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতে লাগিলেন এবং কাম ক্রোধ পরিত্যাগ করত যত্নপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় পত্নীগণকে ধারণ করিতে লাগিলেন। ১৫১—১৬০। তাপসগণ যত্নপূর্ব্বক তাহা-দিগকে রক্ষা করিলেও তাহারা আপন আপন ভর্তৃকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল। পরে

ততোঽমর্ষবশং প্রাপ্তা না জানীয়ুর্মহেশ্বরম্।
তাপসাস্তাপসং জঘ্নুর্গর্হয়ন্তশ্চ মোহিতাঃ ॥ ১৬২
দণ্ডৈর্দ্রুমৈশ্চ পাষাণৈঃ কমণ্ডলুভিরেব চ।
তলেন বহ্নিনা সর্পৈঃ কণ্টকৈরায়ুধৈস্তথা।
ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠাঃ পেতুশ্চ ন শেকুশ্চ বিচেষ্টিতুম্ ॥
চর্ম্মবল্কলবাসোভিরবষ্টভ্য বরস্ত্রিয়ঃ।
শ্রান্তা নিপেতুর্ধরণীং ততস্তেষু যতংস্বপি ॥ ১৬৪
চর্ম্ম-বল্কল-বাসাংসি লাঘবাদবমুচ্য তাঃ।
নগ্নাঃ প্রবব্রজুর্নার্য্যো বরনারীশ্বরং প্রতি ॥ ১৬৫
ততো বশিষ্ঠস্য মুনেগৃহদ্বারগতো মুনিঃ।
জগাদ শনকৈর্বাক্যং রুধিরৌঘপরিপ্লুতঃ ॥ ১৬৬
হে হে ভবতি ভিক্ষাং মে দেহি দেহীতি শঙ্করঃ
অতিথিস্তব বামোরু সম্প্রাপ্তোঽহং সুশোভনে ॥
অনর্গলং বনে চৈব তাড়িতো মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥১৬৮
পশ্য গাত্রাণি মে দেবি মৃদূনি ললিতং মম।
রূপং পশ্য বরারোহে মুনিভির্জর্জ্জরীকৃতম্ ॥১৬৯

তাপসগণ ক্রোধের বশতাপন্ন হইয়া, মহেশ্বরকে জানিতে পারিলেন না এবং মোহিত হইয়া তাঁহাকে নিন্দা করত কেহ দণ্ড, কেহ বৃক্ষ, কেহ প্রস্তর, কেহ কমণ্ডলু, কেহ হস্ততল, কেহ অগ্নি, কেহ সর্প, কেহ কণ্টক, কেহ বা আয়ুধ দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। সেই শ্রেষ্ঠা স্ত্রী সকল ক্ষুধায় ক্ষীণকণ্ঠ হইয়া পড়িতে লাগিল; আর কোন চেষ্টা করিতে পারিল না। মৃগচর্ম্ম, বল্কল এবং বস্ত্র দ্বারা শরীরকে আবৃত করত শ্রান্ত হইয়া ভূমিতে পড়িতে লাগিল। পরে ঐ নারীগণ স্বামীদিগের যত্নসত্ত্বেও লাঘব-হেতু চর্ম্ম, বল্কল ও বস্ত্র ত্যাগপূর্ব্বক উলঙ্গ হইয়া, সেই শবরীপতির নিকট গমন করিল। পরে সেই রুধিরাক্ত-কলেবর মুনি, বসিষ্ঠ মুনির গৃহদ্বারে গমন করত অল্প অল্প করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ভবতি! আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর, আমি শঙ্কর। হে বামোরু! হে সুশোভনে! আমি তোমার অতিথি আসিয়াছি; আমি এই বনে মুনিসমূহকর্তৃক অনবরত তাড়িত হইয়াছি। হে দেবি! আমার এই কোমল গাত্র অবলোকন কর। হে বরারোহে! মুনিগণকর্তৃক জর্জ্জরীকৃত

ইতি বক্রোক্তিভির্দণ্ডী দক্ষকন্যামরুন্ধতীম্।
লোভয়ন্ দর্শয়ামাস গাত্রাণি চ শনৈঃ শনৈঃ ॥১৭০
সা চ রুদ্রস্য গাত্রাণি শক্তেরিব সুতস্য তু।
প্রক্ষাল্য শীতলৈস্তোয়ৈঃ কামধেনুভবৈর্ঘৃতৈঃ ॥
সমালভ্য পুনস্তোয়ৈঃ প্রক্ষাল্য বিবিধৈরথ।
দিব্যাঙ্গরাগৈরালিপ্য পুষ্পৈর্গন্ধৈর্বিভূষ্য চ ॥ ১৭২
আসনেন মহার্হেণ ধূপেন চ সুগন্ধিনা।
পাদ্যেন মন্ত্রপূতেন চামরব্যজনৈঃ শুভৈঃ ॥ ১৭৩
হেমপাত্রৈরনেকৈশ্চ ভোজনৈশ্চ চিকিৎসকৈঃ।
পায়সস্য সুখোষ্ণস্য রাশিভিঃ পর্ব্বতোপমৈঃ ॥১৭৪
ভক্ষ্যৈর্নানাপ্রকারৈশ্চ হৃদ্যৈঃ পুণ্যৈশ্চ পানকৈঃ
ঘৃতেন দধিনা চৈব ক্ষীরেণ চ তথা ফলৈঃ।
মূলৈর্নানাবিধৈঃ পুণ্যৈর্মাংসৈরুচ্চাবচৈরপি ॥১৭৫
সস্নৌ তোয়েন সহিতঃ পরিচারেণ শঙ্করঃ।
তর্পিতশ্চ তয়া দেব্যা পার্ব্বতীসহিতো হরঃ ॥১৭৬
ততস্তোয়েন পুণ্যেন আচান্তো ভগবাংস্তদা।
তয়া প্রোক্তস্তপস্বিন্যা নমোঽস্তু ভগবন্নিতি ॥ ১৭৭
দেশে চ তত্র তে পুত্র গম্যতাং যত্র রোচতে।
বাঢ়মিত্যেব সুপ্রীতস্ত্বতিথিস্তামুবাচ হ ॥ ১৭৮
দেবি ধর্ম্মস্ত্বয়া প্রোক্তো বয়মর্হাশ্চ তাপসাঃ।
নগ্নক্ষপণকাস্তুষ্টাস্ত্বঞ্চ সৌভাগ্যমাপ্নুহি ॥ ১৭৯
অয়ং বৃদ্ধশ্চ তে ভর্ত্তা ক্ষমাবাংস্তরুণঃ পুনঃ।
অজরশ্চামরৈস্তুল্যো দিব্যদেহো ভবিষ্যতি। ১৮০
এতাবদ্বচনং তস্যামুক্ত্বা গেহাদ্বিনির্গতঃ।
সম্পূজিতো বশিষ্ঠেন চচার বনমঞ্জসা ॥ ১৮১
ভ্রমরৈরিব নারীভিরুন্মত্তাভির্নিষেবিতঃ।
ঈর্ষাভিভূতৈশ্চ পুনঃ সমন্তাদপি তাড়িতঃ। ১৮২
ন বিব্যথে স ভূতাত্মা প্রহারৈর্জর্জ্জরীকৃতঃ।
হসন্ ক্রীড়ন্ যযৌ হৃষ্টস্তাপসীভিরহর্নিশম্। ১৮৩
যদা যদা স্মিতং চক্রে প্রসন্নবদনস্ত সঃ।
তদা তদা মহাক্রোধং চক্রুঃ ক্রোধবশং গতাঃ।

আমার মনোহর রূপ দর্শন কর। দণ্ডী, এই প্রকার বক্রোক্তি দ্বারা দক্ষকন্যা অরুন্ধতীকে লোভ দেখাইয়া, অল্প অল্প করিয়া, আপনার সমস্ত অঙ্গ দর্শন করাইলেন। ১৬১—১৭০। তৎকালে সেই অরুন্ধতী, তাঁহাকে শক্তিনামক আপনার পুত্রসদৃশ জ্ঞান করিয়া, শীতল জল দ্বারা রুদ্রদেবের সমস্ত গাত্র প্রক্ষালন করিয়া, কাম-ধেনুর ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন করিয়া দিলেন এবং পুনর্ব্বার জল দ্বারা প্রক্ষালন করত নানাপ্রকার দিব্য অঙ্গরাগ দ্বারা তাঁহাকে অনুলিপ্ত করিয়া, পুষ্প এবং গন্ধ দ্বারা ভূষিত করিলেন। পরে মহামূল্য আসন, সুগন্ধ ধূপ, মন্ত্রপূত পাদ্য,সুন্দর চামরব্যজন, বহুতর সুবর্ণপাত্র, ব্যাধিনাশক আহার, উষ্ণ পায়সরাশি, নানাপ্রকার মনোহর পর্ব্বত-পরিমিত ভক্ষ্যবস্তু, পবিত্র পানীয় জল, ঘৃত, দধি, ক্ষীর, নানাপ্রকার ফলমূল এবং পবিত্র বহুতর মাংস দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। পরে শঙ্কর, অনুচরের সহিত ঐ জলে স্নান করিলেন এবং ভগবান্ হর, পার্ব্বতীর সহিত দেবী-অরুন্ধতীকর্ত্তৃক তর্পিত হইয়া, পবিত্র জল দ্বারা আচমন করিলেন। পরে তপস্বিনী অরুন্ধতী তাঁহাকে বলিলেন, হে ভগবন্! আপনাকে নমস্কার। হে পুত্র! এক্ষণে তোমার যে দেশে রুচি হয়, সেই দেশে গমন কর। পরে অতিথি, অরুন্ধতীর বাক্যে সম্মত হইয়া, প্রীতি লাভ করত তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে দেবি! তুমি ধর্ম্ম কথা বলিয়াছ, আমরা সকলে পূজ্য; তাপস ক্ষপণক সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, তুমি সৌভাগ্য লাভ কর; তোমার এই ক্ষমাশীল বৃদ্ধপতি পুনর্ব্বার ,যুবা দেবতার ন্যায় অজর এবং সুন্দরাকৃতি হউন ১৭১—১৮০। তাপস তাঁহাকে এই কথা বলিয়া, গৃহ হইতে নির্গত হইলেন এবং বশিষ্ঠকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বনমধ্যে গমন করিলেন। তৎকালে নারীগণ উন্মত্তা হইয়া, ভ্রমরের ন্যায় তাঁহার সেবা করিতে লাগিল; তাহাদিগের স্বামী সকল ঈর্ষাপরবশ হইয়া, পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রহার করিতে লাগিল। সেই সর্ব্বভূতাত্মা প্রহার দ্বারা জর্জ্জরীকৃত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথা পাইলেন না; হাস্যের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে সন্তুষ্ট হইয়া গমন করিলেন। সেই প্রসন্নবদন তাপস, যে যে সময়ে তাপসীদিগের সহিত একত্রিত হইয়া হাস্য করিয়াছিলেন, তাপসীগণ

অতো দ্বাদশভির্বর্ষৈর্গতৈর্দেবো মহেশ্বরঃ।
ন কিঞ্চিৎ পরুষং ব্রূতে কস্যচিদ্বা প্রতিক্রিয়াম্ ॥
স্বরাতি তাড্যমানস্তু তদা সর্ব্বায়ুধক্ষয়ে।
জাতে সতি তদা শপ্তো ভৃগুমুখ্যৈস্তপস্বিভিঃ ॥
মিথ্যাতাপস লিঙ্গং তে পততামত্র ভূতলে ॥ ১৮৭
অস্মিংশ্চৈব তু নো রাজা নাস্তি কশ্চিন্মহাবনে।
যস্তু ছিনত্তি লিঙ্গং বৈ পরদাররতস্য তু ॥ ১৮৮
পরদাররতস্যাপি নির্লজ্জস্য দুরাত্মনঃ।
শিশ্নস্তোৎকর্ত্তনং কার্য্যং নান্যো দণ্ডঃ কদাচন ॥
ছিত্ত্বা সবৃষণং লিঙ্গং গুরুদাররতঃ স্বয়ম্।
গৃহীত্বাঞ্জলিনা মর্ত্তুং স গচ্ছেন্নৈঋতীং দিশম্ ॥
অয়ং পুনর্নির্ব্বিবেকো দুরাচারোঽথ দুর্ম্মতিঃ।
অয়ং দণ্ড্যস্ততোঽস্মাভিঃ ক্ষেত্রদারহরো যতঃ ॥
আততায়ী ভবেদ্বধ্যো দ্বিজো বাপ্যথবা মুনিঃ।
নিঘ্নন্তু শস্ত্রবাণৈস্তু নাস্তি অত্র বিচারণা ॥ ১৯২

মুনীনাং তত্র শাপেন পপাত গহনে বনে।
বহুযোজনবিস্তীর্ণং লিঙ্গং পরমশোভনম্ ॥ ১৯৩
তত্রাটব্যাং সতীদেহে বিজয়ং নাম নামতঃ।
তস্মিন্ নিমগ্নে ভূম্যান্তু দিব্যতেজসি ভাস্বরে।
তমোভূতং জগচ্চাসীন্মুনীনাং হৃদয়ানি চ ॥ ১৯৪
ততস্ত্বরুন্ধতী তত্র বশিষ্ঠমিদমব্রবীৎ।
স্বামিন্ শঙ্কে মহাদেবো নগ্নক্ষপণকস্তু সঃ ॥১৯৫
যঃ প্রহারশতৈস্তৈস্তৈস্তাড়িতোঽপি ন বিব্যথে।
ন চ ক্রোধন্তু কৃতবান্ প্রতিঘাতঞ্চ বা ক্বচিৎ ॥
অয়ং মহেশ্বরো দেবো নিশ্চয়ং চন্দ্রশেখরঃ ॥১৯৭
ইমাং মে ভগিনীং মন্যে শবরীরূপধারিণীম্।
ইমাস্তাঃ মাতরঃ সত্যমেতে প্রমথপুঙ্গবাঃ ॥ ১৯৮
গৃহস্থাশ্রমমাশ্রিত্য যদাবাভ্যাং সমর্জ্জিতম্।
পুণ্যং তেনাস্তু ভগবানক্ষতাঙ্গস্তু তাদৃশঃ ॥ ১৯৯
অন্ধকারমিদং সর্ব্বং ত্বৎপ্রভাভির্বিনশ্যতু।

সেই সেই সময়ে ক্রোধের বশীভূত হইয়া, যাহা ক্রোধ করিয়াছিল। এইরূপে দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইল, কিন্তু দেবাদিদেব পরমেশ্বর তাড়িত হইয়াও কাহাকেও কটূক্তি বা কাহারও প্রতিবিধান করিলেন না। এইরূপে মুনিদিগের সমস্ত অস্ত্র ক্ষয় হইলে, ভৃগু প্রভৃতি তাপসগণ "রে মিথ্যা-তাপস! তোমার লিঙ্গ এই ভূতলে পতিত হউক।" এই বলিয়া তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। আমাদিগের এই মহারণ্যে কোন রাজা নাই যে, তুমি পর-স্ত্রীরত, তোমার লিঙ্গচ্ছেদন করে। পর-দাররত নির্লজ্জ দুরাত্মা ব্যক্তির লিঙ্গচ্ছেদনই কর্ত্তব্য, তদ্ভিন্ন তাহার আর কোন দণ্ড নাই। যে ব্যক্তি গুরু-দার-রত, সে স্বয়ং বৃষণের সহিত লিঙ্গচ্ছেদন করত অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করিয়া, মরিবার নিমিত্ত দক্ষিণদিকে গমন করিবে। এই মূর্খ, দুরাচার, দুর্মতি, আমাদিগের ক্ষেত্র-দারাপহারী; অতএব আমরা স্বয়ংই ইহাকে দণ্ড করিব। দ্বিজ হউক বা মুনি হউক, আততায়ী হইলে তাহাকে বধ করিবে; অতএব তোমরা শস্ত্র, বাণ, যাহা দ্বারা হউক, ইহাকে বধ কর, এ বিষয়ে কোন বিচার করিও না। ১৮১—১৯২। বহুযোজন বিস্তীর্ণ পরম সুন্দর তাঁহার সেই লিঙ্গ মুনি-দিগের শাপপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ সেই মহারণ্য মধ্যে সতীদেহে পতিত হইল; ঐ লিঙ্গের নাম বিজয়। মহাদেবের সেই ভাস্বর দিব্য-তেজ ভূমিতে পতিত হইলে, জগৎ অন্ধকার-ময় হইল এবং মুনিদিগের হৃদয় অজ্ঞানে আবৃত হইল। তৎকালে অরুন্ধতী বসিষ্ঠকে এই কথা বলিলেন, স্বামিন্! আমি এই আশঙ্কা করিতেছি যে, যিনি শত শত আঘাত দ্বারা আহত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথা পাইলেন না, সেই নগ্ন-ক্ষপণক—মহাদেব; যিনি কোন ক্রোধ করিলেন না বা আঘাত কর্ত্তার প্রতি প্রতিঘাত করিলেন না, তিনিই সেই দেবদেব চন্দ্রশেখর, মহেশ্বর, তাহাতে সন্দেহ নাই। যিনি শবরী-রূপ ধারণ করিয়াছেন, ইহাঁকে আমার ভগিনী বলিয়া বিবেচনা করি-তেছি। তাঁহার সহিত যে সকল স্ত্রীলোক, তাঁহারা মাতৃগণ এবং ঐ সকল পুরুষ প্রমথগণ। অতএব আমরা উভয়ে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া যে পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহা দ্বারা ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ভগবান্ অক্ষতাঙ্গ হউন এবং

তচ্ছ্রুত্বা ধ্যানযোগেন বশিষ্ঠোঽপি প্রজাপতিঃ॥
দৃষ্ট্বা মহেশ্বরং প্রাহ সুভগে শঙ্করং প্রতি।
যদ্যদিচ্ছসি ধর্ম্মজ্ঞে তৎ তদস্তু বচস্তব॥ ২০১
ততো বাক্যান্মুনীন্দ্রস্য দেবো বালেন্দুশেখরঃ।
তাদৃশস্তচ্চ লিঙ্গস্তু কাননে বিচচার হ।
প্রনষ্টং তৎ তমো ঘোরং দেবদারুবনাদপি॥২০২
শান্তে ক্রোধে মুনীন্দ্রেস্তু বিজ্ঞাতে বৃষভধ্বজে।
সংস্তুতো বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্বাগুবাচাশরীরিণী॥২০৩
ভো ভো মুনীন্দ্রা রুদ্রস্য যুষ্মাভিঃ পাতিতঞ্চ যৎ।
লিঙ্গং তদর্চ্চ্যতামস্য সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং প্রভোঃ॥২০৪
মন্ত্রৈর্বেদাদিভিঃ পুণ্যৈর্ম্মনোবাক্কায়সংযুতম্।
শঙ্করপ্রতিমায়াস্তু লিঙ্গপূজা গরীয়সী॥ ২০৫
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মুনয়ো মানবর্জ্জিতাঃ।
চক্রুরষ্টাদশাঙ্গাস্তু পূজাং লিঙ্গায় শম্ভবে॥ ২০৬

এবং লিঙ্গং নিপাত্যাস্য ঋষয়ঃ পূজয়ন্তি চ।
ন জানন্তি যতো ব্রহ্ম চিন্মাত্রং স্বে হৃদি স্থিতম্।
অঙ্গলিঙ্গঞ্চ লিঙ্গাঙ্কং পরমাত্মানমব্যয়ম্।
লিঙ্গাচ্ছতগুণং পুণ্যং হৃদয়স্থসমর্চ্চনাৎ॥২০৯
অগ্নিস্থস্তু দ্বিজাতীনাং হৃদয়স্থস্তু যোগিনাম্।
পাষাণেন তু মূর্খাণাং জ্ঞানিনাং সর্ব্বগঃ শিবঃ।
পাষাণে চার্চ্চনাৎ স্বর্গং প্রাপ্নোতি রাজ্যমেব হি
স্বদেহস্থাৎ সদা রাজ্যং স্বর্গং মোক্ষং ক্রমেণ তু
সর্ব্বত্র দর্শনান্মোক্ষং শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥২১১
হৃদয়ে ধ্যায়মানশ্চেদেকাহাদ্বা বিপদ্যতে।
ভুক্ত্বাসৌ দুর্লভাল্লোঁকানমর্ত্ত্যো মোক্ষং ব্রজেত্তু স
ততঃ ক্রীড়াং মহাদেবঃ কৃত্বা দ্বাদশবার্ষিকম্।
সকামানাং মুনীনাঞ্চ চাপল্যং স্ত্রীজনস্য চ॥২১৩
পতিব্রতানাং ধৈর্য্যন্তু গৃহস্থাশ্রমিণাঞ্চ সঃ।

তোমার তেজ দ্বারা এই সমস্ত অন্ধকার নষ্ট হউক। প্রজাপতি বসিষ্ঠ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করত ধ্যানযোগ দ্বারা মহেশ্বরকে দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে সুভগে! হে ধর্ম্মজ্ঞে! তুমি মহাদেব বিষয়ে যাহা ইচ্ছা করিয়াছ, তোমার বাক্য দ্বারা তাহাই হইবে। ১৯৩—২০১। পরে বালেন্দুশেখর মহাদেব এবং সেই লিঙ্গ, মুনীন্দ্র বসিষ্ঠের বাক্যানুসারে অক্ষতাঙ্গ হইয়া, বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে দেবদারুবন হইতেও সেই ঘোর অন্ধকার দূরীভূত হইল; মুনীন্দ্র-দিগেরও সমস্ত ক্রোধ বিনষ্ট হইল। তখন মুনীন্দ্রগণ, বৃষভধ্বজকে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে নানাপ্রকার স্তব করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে আকাশবাণী হইল,—ওহে মুনীন্দ্রগণ! তোমরা রুদ্রদেবের যে লিঙ্গকে ভূতলে পাতিত করিলে, প্রভুর ঐ লিঙ্গ, সমস্ত সিদ্ধিপ্রদানে সক্ষম; অতএব পবিত্র বেদমন্ত্র দ্বারা কায়মনো-বাক্যে ঐ লিঙ্গকে অর্চ্চনা কর; শঙ্করের প্রতিমাপূজা অপেক্ষা লিঙ্গপূজা অতিশয় গরী-য়সী। মুনীন্দ্রগণ সেই বাক্য শ্রবণ করত অভিমানবর্জ্জিত হইয়া, মৃদাহরণ সঙ্ঘটন এবং আসনাদি ষোড়শোপচার এই অষ্টাদশোপচারে মহেশ্বর-লিঙ্গের পূজা করিলেন। ঋষিগণও মহাদেবের লিঙ্গকে পাতিত করিয়া, ঐরূপ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। যিনি হস্ত প্রভৃতি বাহ্য অবয়বের আধারভূত, সপ্তদশাঙ্গ লিঙ্গ যাঁহার চিহ্ন, সেই অবিনাশী পরমাত্ম স্বরূপ স্বকীয় হৃদয়স্থিত চিৎস্বরূপ ব্রহ্মকে মুনিগণ জানিতে পারেন নাই; এই জন্য ঐ লিঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন। হৃদয়স্থকে পূজা করিলে, লিঙ্গপূজা অপেক্ষা শতগুণ পুণ্য। দ্বিজাতিগণ অগ্নিতে পূজা করিবে; যোগিগণ মানসপূজা করিবে। মূর্খেরা পাষাণে এবং জ্ঞানীরা সর্ব্বত্রই শিবের পূজা করিবে। যাহারা পাষাণময়-শিবের অর্চ্চনা করে, তাহারা স্বর্গ পরে রাজ্য প্রাপ্ত হয়। যাহারা স্বদেহস্থকে পূজা করে, তাহারা যথাক্রমে রাজ্য, স্বর্গ এবং মোক্ষ লাভ করে। যে ব্যক্তি সকল বস্তুতে তাঁহাকে দর্শন করে, সে শিবসাযুজ্য রূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। যদি তাঁহাকে হৃদয় মধ্যে ধ্যান করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে সেই মনুষ্য একদিন পরেই শরীর ত্যাগ করিয়া দুর্লভলোক ভোগ পূর্ব্বক মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। ২০২—২১২। মহা-দেব এইরূপে দ্বাদশবর্ষ ক্রীড়া করত সকাম মুনিদিগের ও স্ত্রীলোকদিগের চাঞ্চল্য, অকামী

হাস্যং নক্তব্রতানাস্তু দর্শয়িত্বা মহীতলে।
সদারঃ সগণঃ পশ্চাৎ তত্রৈবান্তর্দ্দধে হরঃ ॥ ২১৪
সকামতায়াং কো দোষো যতঃ কামময়ং জগৎ।
চাপল্যস্ত তু দোষোঽস্তি ন তৎ স্যাৎ পরমাত্মনঃ
তৎস্থাঃ শব্দাদয়ো ভোগাস্তন্ময়াস্তল্লয়া অপি।
পতিব্রতাসু কিং চিত্রং তৃপ্তিমাত্রপ্রয়োজনাঃ ॥২১৬
পূরয়েৎ ভবেৎ স্ত্রীণাং যস্মাদল্পাশিনামপি।
বহ্বাশিনঃ পর্য্যটন্তে ভোজনপ্রাপ্তয়ে সদা ॥ ২১৭
গৃহস্থস্ত কথং ভুঙ্ক্তে ভিক্ষূণাং সন্নিধাবপি।
যস্মা সংবিভাগস্তু ভয়মর্থবতাং যতঃ ॥ ২১৮
অজ্ঞানাং স্তব্ধলিঙ্গানাং নির্লজ্জানাং বিচেতসাম্
দুংসিতং তনয়ং পূর্ণৈর্হি দুষ্টৈর্দ্বাদশভির্মলৈঃ ॥২১৯
রোগৈর্নানাবিধৈরন্যৈর্ব্যাধিং দর্শয়তামপি।
কামক্রোধাদিভির্দোষৈস্তথা শীতাতপৈঃ সদা ॥২২০

পতিতানামথাজ্ঞানাং শোচ্যানামুপহন্যতে।
ন তু শঙ্করবীর্য্যস্য ব্রতাচাররতস্য চ ॥ ২২১
ঋতে বসিষ্ঠাৎ কো ভিক্ষাং দাতুংশক্নোতি শূলিনে
মজ্জাশনায় চণ্ডায় পরিবারযুতায় চ।
অব্দানাং দ্বাদশানাস্তু শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ ॥ ২২৩
অরুন্ধতীং বর্জ্জয়িত্বা মহাসাধ্বীং পতিব্রতাম্।
কা রুদ্রমদনস্পর্শে কামেন ন খলীকৃতা ॥ ২২৪
যস্যা বিবাহে গুরবো নাম গৃহ্নন্তি সংসদি।
কুমারি পশ্য পশ্যেমাং বশিষ্ঠমহিষীমপি ॥ ২২৫
পতিব্রতামাহাত্ম্যাৎ ত্বং কুরু মাতর্যদিচ্ছসি।
যদি পশ্যসি সাধ্বী স্যাদসাধ্ব্যদর্শনাদ্ভবেৎ ॥ ২২৬
নক্ষত্রাণি ন দৃশ্যন্তে দিবা সূর্য্যোদয়ে সতি।
মুগ্ধস্ত্বান্নৈব জানাতি নিশি কন্যাং পতিব্রতাম্।
যদা তদা তু সংখ্যাতুং নোদিতা বক্তি সংযতা ॥
ভগবান্ বালভাবে তু গতে জ্ঞাত্বা পতিব্রতাম্।
পশ্যাম্যরুন্ধতীং দেবীং মানং তস্যাঃ করোমি বা ॥

এবং বসিষ্ঠের ধৈর্য্য, নক্তব্রতধারী ক্ষপণকদিগের হাস্য, পৃথিবীতলে দর্শন করাইয়া, পত্নী ও প্রমথগণের সহিত সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। জগৎ কামময়, এজন্য সকাম হইলেও কিছুমাত্র দোষ হয় না। যদিও চাঞ্চল্যের দোষ থাকে, কিন্তু পরমাত্মার তজ্জন্য কোন দোষ হইবে না; কারণ শব্দাদি ও ভোগাদি ঈশ্বরে অবস্থিত, ঈশ্বর-স্বরূপ এবং ঈশ্বরেই লয়প্রাপ্ত হয়। পতিব্রতা স্ত্রীর কোন কর্ম্মই আশ্চর্য্য নহে; যেহেতুক স্ত্রীদিগের মধ্যে তাহারাই কেবল স্বীয় স্বীয় পতির সহিত তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে। যাহারা বহ্বাশী, তাহারা অল্পভোজী ব্যক্তিদিগের গৃহেই ভোজনপ্রাপ্তি নিমিত্ত সর্ব্বদা পর্য্যটন করে। যে ব্যক্তি গৃহস্থ, সে কিরূপে ভিক্ষুক সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে, তাহাকে উপযুক্ত ভাগ প্রদান না করিয়া, ভোজন করে! কারণ অর্থবান্‌দিগের সর্ব্বদাই ভয়। যাহারা অজ্ঞ, বর্ণাশ্রমরহিত, নির্লজ্জ, চৈতন্যরহিত, যাহারা নিন্দিত-তনয় এবং পূর্ণ, অতিশয় দুষ্ট, দ্বাদশবিধ মল দ্বারা নানা ব্যাধির উৎপাদক ও অন্যান্য নানাবিধ রোগযুক্ত এবং যাহারা কামক্রোধাদি দোষে দুষ্ট; যাহারা সর্ব্বদা শীত ও উত্তাপ ভোগ করে, সেই পতিত, অজ্ঞ এবং শোকযুক্ত ব্যক্তিরাই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। শঙ্করের তেজ ও ব্রতাচার রত ব্যক্তির কখনই নাশ নাই। বসিষ্ঠ ব্যতিরিক্ত কোন্ ব্যক্তি অবৈধভোজী, প্রচণ্ড, স্ত্রীপুত্রাদির সহিত বর্ত্তমান মহাদেবকে ভিক্ষাদানে সক্ষম হয়? সেই বসিষ্ঠই শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সহিত দ্বাদশ বৎসরকাল মহাদেবকে ভিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। ২১৩—২২৩। মহাসাধ্বী পতিব্রতা অরুন্ধতী ব্যতিরিক্ত কোন্ স্ত্রী মহাদেবের কামস্পর্শে কামকর্ত্তৃক পীড়িতা না হইয়াছে? গুরুজনেরা বিবাহ সময়ে সভাস্থলে যাঁহার নামকীর্ত্তন করেন, "হে কুমারি! এই সেই বসিষ্ঠমহিষীকে দর্শন কর, দর্শন কর এবং হে মাতঃ! তুমি পতিব্রতার মাহাত্ম্যে যাহা ইচ্ছা কর, তাহাই করিতে পারিবে। যদি তুমি পতিব্রতাকে দর্শন কর, তাহা হইলে সাধ্বী হইবে; দর্শন না করিলে অসাধ্বী হইবে।" কোন ব্যক্তিই সূর্য্যোদয় হইলে, দিবাতে নক্ষত্র-দর্শনে সমর্থ হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি অতিশয় মুগ্ধ, সেই রাত্রিকালে পতিব্রতা অরুন্ধতীকে জানিতে পারে না। কুমারীগণ

যদি মে সংযতো ভর্ত্তা ভবেৎ পোষয়িতা ভৃশম্ ।
বিদ্বাংসং তর্পয়েৎ পত্নী তৃপ্তা সা তৎ কিল প্রিয়া
রেতো দদাতি নিয়তা তস্মাৎ সঞ্জায়তে প্রজা ।
সাম্প্রতন্তু নমস্তস্যৈ ভগবত্যৈ করোম্যহম্ ॥২৩০
অথ কিং বহুনোক্তেন সংক্ষিপ্তমিদমুচ্যতে ॥২৩১
ঋতে মহেশ্বরাদ্দেবাৎ কৃষ্ণাদ্বা দেবকীসুতাৎ ।
একো বহূনাং নারীণাং কো ভবেদ্বল্লভঃ পুমান্ ॥
ইতি কথিতমশেষং দেবদেবস্য শম্ভো-
র্মদনবিজিতবুদ্ধেঃ পার্ব্বতীবল্লভস্য ।
সকলসুরমুনীনাং সদ্গুরোর্যচ্চ বৃত্তং
পুনরপি কথয়িষ্যে তচ্ছৃণুধ্বং দ্বিজেন্দ্রাঃ ॥২৩৩

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং লিঙ্গ-
পাতোপাখ্যানে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

যে সময়ে সন্ধ্যা নিমিত্ত গুরুজনকর্ত্তৃক প্রেরিত হয়, সেই সময়ে তাহারা বলে যে, হে ভগবন্ ! আমাদিগের বালত্ব নষ্ট হইলে, যদি আমাদিগের স্বামী ব্রতাচরণপূর্ব্বক আমাদিগকে প্রতিপালন করেন এবং বিদ্বান্ ব্যক্তির পূজা করেন, তাহা হইলে আমরা পতিব্রতাকে অবগত হইয়া, অরুন্ধতী দেবীকে দর্শন করিব এবং তাঁহার সম্মান করিব। সেই পত্নীই তৃপ্তিপূর্ব্বক পতির প্রিয়া হইয়া সেই বিদ্বান্ পতিকে প্রীত করে ও সংযত হইয়া রেত ধারণ করে এবং সেই রেত হইতে সন্তান উৎপন্ন হয়। এক্ষণে আমি সেই ভগবতী অরুন্ধতীকে নমস্কার করি। ইহার পর আর কি অনেক প্রকার বলিব, সংক্ষেপে সমস্তই বলিয়াছি। দেবদেব মহেশ্বর এবং দেবকীসুত কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত অন্য কোন্ পুরুষ বহু স্ত্রীর বল্লভ হইতে পারে ? দেবাদিদেব মদন-বিজিত-বুদ্ধি পার্ব্বতী-বল্লভ শম্ভু সম্বন্ধে এবং সমস্ত দেবতা ও মুনিগণের সদ্গুরু সম্বন্ধে সমস্তই বলিলাম। হে দ্বিজেন্দ্রগণ ! পুনর্ব্বার কহিতেছি শ্রবণ কর। ২২৪—২৩৩।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ।

ইন্দ্রস্ত্রৈলোক্যরাজ্যস্তু ভোক্তুকামঃ সুখান্যপি।
যক্ষ-রক্ষাংসি জিত্বা তু লব্ধা দেবাসুরোরগান্ ॥১
পৌলোম্যাদ্যাদ্যপ্সরসঃ প্রাপ্য কামেন মোহিতঃ
রূপং চকার লোভেন গৌতমস্য মুনেস্তদা ॥২
স্নায়ুস্থিশেষবৃদ্ধস্য মুনিদারাংস্তু বজ্রভৃৎ।
অহল্যাং পর্ণশালায়াং ভুক্ত্বা চৈকাকিনীং স্থিত্ব
তাস্তু ত্যক্তুং ন শক্নোতি শক্রো মূলফলান্যপি।
সংগৃহীত্বা মুনির্বেশ্ম সমায়াতোঽথ গৌতমঃ ॥
ক্রীড়মানস্তয়া সার্দ্ধং মঘবা তত্র সংস্থিতঃ।
দ্বিতীয়মথ চাত্মানং সা তত্র দদৃশে পতিম্ ॥৫
কিমেতদিতি সঞ্চিন্ত্য শঙ্কিতা গতচেতনা।
অহল্যা বিস্মিতা ভীতা শিলাখণ্ডেব নিশ্চলা ॥

একাদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—ইন্দ্র ত্রৈলোক্য-রাজ্য এব সমস্ত সুখভোগ-কামনায় যক্ষ, রাক্ষস, দে অসুর, উরগ ইহাদিগকে জয় করত সম আধিপত্য লাভ করিয়া, শচী প্রভৃতি অপ্সর-গণকে প্রাপ্ত হইয়াও কামে মুগ্ধ হইলে পরে বজ্রধারী লোভের বশীভূত হইয়া, অস্থি-চর্ম্মাবশিষ্ট বৃদ্ধ গৌতমমুনির রূপ ধারণ কর পর্ণকুটীরস্থিতা নিঃসহায়া মুনিপত্নী অহল্যাকে উপভোগ করিয়া, তাঁহাকে ত্যাগ করিতে সক্ষ হইলেন না। এই সময়ে গৌতমমুনি ফল সংগ্রহ করিয়া, গৃহে আগমন করিলেন। ইন্দ্র ঐ কুটীর মধ্যে অহল্যার সহিত ক্রীড়া কর অবস্থান করিতেছিলেন। পরে গৃহমধ্যে অ নার আর একজন পতিকে দর্শন করিয়া, কি হইল!” এইরূপ চিন্তা করত অ অতিশয় শঙ্কিতা হইলেন এবং কিছুই স্থি করিতে পারিলেন না। পরে অহল্যা বিস্মি এবং ভীতা হইয়া, প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় স্থি হইয়া রহিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ গৌতম বিস্মি শঙ্কিত এবং অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন।

বিস্মিতঃ শঙ্কিতঃ ক্রুদ্ধো মুনিশ্রেষ্ঠো বভূব সঃ।
ইন্দ্রস্তু লজ্জিতো ভীতোঽগচ্ছৎ সংস্পর্শলোভিতঃ
মুনের্দৃষ্ট্বাশিবং রূপং কালস্যেব যুগক্ষয়ে।
চক্রে সঙ্কুচিতাং তস্য শাপাদ্ভীতঃ স্বকাং তনুম্ ॥ ৮
পরিজ্ঞাতস্তু মুনিনা কোপাচ্ছপ্তঃ শচীপতিঃ।
যস্মাচ্ছলেন মে পত্নীং ভুক্তবানসি যদ্রহঃ।
পততাং বৃষণৌ তস্মাৎ কামমোহিতচেতসঃ ॥ ৯
ব্রহ্মদণ্ডপ্রহারেণ ঘূর্ণিতাঙ্গস্ততোঽভবৎ।
ততো বৃষণনাশেন নির্ব্বীর্য্যস্তু পুরন্দরঃ ॥ ১০
সবীর্য্যস্তু কৃতো দেবৈঃ কৃত্বা মেষস্য পীবরৌ।
বৃষণৌ যোজিতৌ তস্য ততোমেষবৃষণোঽভবৎ ॥ ১১
সারমেয়োপমশিরাঃ কৃশো বৃদ্ধশ্রবাস্ততঃ।
পরদারোপভোগী তু সহস্রভগবানভূৎ ॥ ১২
লঙ্কায়াং রাক্ষসৈর্বদ্ধো বর্ষাণাং কোটয়স্ত্রয়ঃ।
ঐন্দ্রং স্থানং অথেন্দ্রাশ্চ ততঃ প্রভৃতি চাস্থিতাঃ ॥

সা চ রূপবতী দগ্ধা ভদ্রা। ক্রুদ্ধেন তৎক্ষণাৎ।
তত্রৈব সংস্থিতা দেবী শিলারূপা বিচেতনা ॥ ১৪
স্পৃষ্টা নারায়ণেনাপি ভূয়ো লেভে স্বকং বপুঃ।
কদাচিদ্রামরূপেণ পৌলস্ত্যকুলবহ্নিনা ॥ ১৫
ইন্দ্রো বিষ্ণোঃ প্রসাদেন সুন্দরাঙ্গোঽভবৎ ততঃ।
নেত্রৈরিব মহাদেবস্ত্রিভিঃ সর্ব্বজগত্ত্রয়ে ॥ ১৬
তথাপি কালে কস্মিংস্তু রাজ্ঞঃ পারিক্ষিতস্য তু।
ভার্য্যাং বপুষ্টমাং দৃষ্ট্বা রূপযৌবনশালিনীম্ ॥ ১৭
তৎস্পর্শলোভান্মানুষ্যং স চকার বপুঃ ক্ষণাৎ।
যদা ন লব্ধবান্ স্পৃষ্টুং তদা তুরগমাবিশৎ ॥ ১৮
অশ্বমেধে মহারাজ্ঞস্তদা মৃতকলেবরম্ ॥ ১৯
ততো বৃষস্য মহিষীং যথাকামং সমার্চ্চয়ৎ।
আর্জ্জুনেয়ঃ সুখাং মোহান্নাশয়ন্ যজ্ঞমুত্তমম্ ॥ ২০
সংসারান্মোক্ষকামস্তু কামারিরপি সংযতঃ।
হাব-ভাব-কটাক্ষৈশ্চ বিলাস-রতি-বিভ্রমৈঃ ॥ ২১
স্ত্রিভিঃ ক্ষোভিতুমারব্ধস্তৈস্তৈস্ত্রাসৈস্তু দৈবতৈঃ।

অহল্যা-সংস্পর্শ-লুব্ধ ইন্দ্র লজ্জিত ও ভীত হইয়া গমন করত, যুগক্ষয়কালীন কালের ন্যায়, মুনির রূপ দর্শন করিয়া, তাঁহার শাপহত ও ভীত হইয়া, আপনার শরীরকে অতিশয় সঙ্কুচিত করিলেন। তৎকালে গৌতমমুনি সমস্ত অবগত হইয়া, ক্রোধে শচীপতি ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করিলেন, "যেহেতু তুমি ছলপূর্ব্বক নির্জ্জনে আমায় পত্নীকে উপভোগ করিয়াছ, অতএব তুমি অতি কামুক; তোমার বৃষণদ্বয় পতিত হউক।" ১—১১। পরে ইন্দ্র ব্রহ্মদণ্ডের প্রহারে ঘূর্ণিতাঙ্গ হইলেন। পরে পুরন্দর, বৃষণনাশে নির্ব্বীর্য্য হইলে, দেবগণ তাঁহাকে সবীর্য্য করিয়া, মেষের স্থূল বৃষণদ্বয় লইয়া, ইন্দ্রের বৃষণস্থানে যোগ করিয়া দিলেন; এইজন্য ইন্দ্র মেষবৃষণ হইলেন। তাঁহার মস্তক, সারমেয়-মস্তকের ন্যায় হইল এবং তিনি অতিশয় কৃশ হইলেন। পরে পরদারোপভোক্তা বৃদ্ধশ্রবা ইন্দ্র সহস্র-ভগশালী হইলেন এবং তাঁহারই অভিশাপে লঙ্কাতে রাবণাদি রাক্ষসকর্ত্তৃক তিনকোটি বৎসর আবদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই অবধি ইন্দ্রের স্থানের এবং ইন্দ্রের স্থিরতা নাই এবং সেই রূপবতী অহল্যাদেবী স্বামীর ক্রোধে দগ্ধ হইয়া, সেই স্থানেই চৈতন্যশূন্য শিলারূপে অবস্থান করিতে লগিলেন। সেই অহল্যা কোন সময়ে পৌলস্ত্য-কুলের অগ্নিস্বরূপ রামরূপী নারায়ণের সংস্পর্শে পুনর্ব্বার স্বীয় শরীর পাইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে ইন্দ্র ত্রিনেত্র মহাদেবর ন্যায় ত্রিজগৎ মধ্যে অতিশয় সুন্দরাঙ্গ হইয়াছিলেন। ইন্দ্র এইরূপ হইয়াও কোন সময়ে পরীক্ষিৎ-পুত্র রাজা জনমেজয়ের রূপযৌবনসম্পন্না বপুষ্টমানাম্নী ভার্য্যাকে দর্শন করত তাহার স্পর্শলোভে তৎক্ষণাৎ মনুষ্য-শরীর ধারণ করিলেন। যখন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিলেন না, তখন মহারাজের অশ্বমেধযজ্ঞে যে মৃত অশ্ব ছিল, তাহাতেই প্রবেশ করিয়া মূঢ়তাপ্রযুক্ত তাঁহার যজ্ঞ নষ্ট করত অভিমন্যু-পৌত্রবধূ জনমেজয়-মহিষীকে উপভোগ করিবার নিমিত্ত নানা-প্রকারে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। ১০—২০। এক সময় বহুসংখ্য স্ত্রী হাবভাব, কটাক্ষ, বিলাস এবং রতিবিভ্রম দ্বারা সংসারবিমুক্তিকামী ব্রতধারী কামারি মহাদেবকে ক্ষোভিত করিতে

রত্নৈর্ম্মাল্যৈর্ব্বিভূত্যা চ নিধিভিঃ পর্ব্বতোপমৈঃ ॥২২
নৈবেদ্যৈঃ সর্ব্বতোভোজ্যৈস্তথাপি চ ন শক্যতে
সনাথৈর্নির্ব্বিকল্পাৎ তু চালিতুং পর্ব্বতোপমঃ ।
ততো লেভে মহাপানং সদ্বজ্রং ভূমিমব্যয়াম্ ॥২৩
তস্মিন্ জিতবরে প্রোক্তে সমাধৌ মন্মথঃ পুরা ।
আসীদেকমহোরাত্রং তৎপ্রভাবাদিদং জগৎ ॥ ২৪
আত্মসাৎ সকলং কৃত্বা জয়ত্যেকো জগত্রয়ে ॥২৫
ভাবয়েৎ সর্ব্বধর্ম্মাংশ্চ চিন্মাত্রান্ গগনোপমান্ ।
যত্র বিশ্বমিদং সর্ব্বমসদ্রূপমহেতুকম্ ॥ ২৬

ইতি কথিতমশেষং লজ্জনীয়ং নৃলোকে
বরশিখরিশতানাং পক্ষবিচ্ছেদকর্ত্তুঃ ।
সকলবিজিতশত্রোর্ব্বজ্রপাণেস্তু বৃত্তং
সকলবিবুধভর্ত্তুঃ শূলপাণেস্তথৈব ॥ ২৭

উদ্যোগ করিলে, ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবগণ ভীত হইয়া রত্ন, মাল্য, বিভূতি, পর্ব্বতপরিমিত নিধি, নৈবেদ্য এবং সকল প্রকার ভোজ্য দ্বারা মহাদেবের পূজা করিতে লাগিলেন ; তথাপি কেহই সেই অচঞ্চল মহাদেবকে নির্ব্বিকল্প-সমাধি হইতে চালিত করিতে সক্ষম হইলেন না। পরে, মহাদেবের কৃপায় অমৃত পান, অত্যুত্তম বজ্র এবং নিয়মিত স্থান লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে কামদেব পূর্ব্বোক্ত সমাধি-সময়ে এক অহোরাত্রকাল সেই ক্ষোভ-বিজেতা মহাদেবকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহারই প্রভাবে এই জগৎ। সেই কাম অন্যের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া সকলকে আপনার অধীন করত ত্রিজগৎমধ্যে জয় লাভ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সেই দুর্জ্জয় কামকে জয় করিতে ইচ্ছা করে, সে কেবলমাত্র মায়া-উপাদানহেতুক অসৎরূপ এই সমস্ত বিশ্ব যাঁহাতে অবস্থিত, সেই সর্ব্বধর্ম্মময় চিৎস্বরূপ অপরিমেয় ঈশ্বরকেই ভজনা করিবে। যিনি বৃহৎ বৃহৎ শতসহস্র পর্ব্বতের পক্ষচ্ছেদন করিয়াছেন ও সমস্ত শত্রুকে জয় করিয়াছেন আমি সেই বজ্রপাণি ইন্দ্রের মনুষ্যলোকে অতি লজ্জাকর সমস্ত চরিত্র এবং সকলের ঈশ্বর শূলপাণি

অগ্নেশ্চৈব তথা বৃত্তং সপ্তর্ষীণাং গৃহেষ্বপি।
শিবাদ্যাস্তু স্ত্রিয়ো দৃষ্ট্বা ধৈর্য্যনাশাদ্বনং গতঃ।২৮
স্ত্রিভিস্তু রক্ষিতঃ শাপাৎ ততস্তু গহনে বনে।
তাসাং রূপাণি কৃত্বা তু কামিতশ্চ শনৈঃ শনৈঃ।
তদ্রেতঃ কাঞ্চনে কুম্ভে ক্ষিপ্তা গরুড়রূপয়া।
শ্বেতাচলস্থ শিখরে ততশ্চোৎপাদিতঃ সুতঃ।
ষণ্মুখঃ কার্ত্তিকেয়স্তু যোঽসৌ ষট্‌কৃত্তিকাসুতঃ।
তথা রূপমরুন্ধত্যা ন কৃতঞ্চ সমর্থয়া।
যতো বশিষ্ঠমহিষী তপোনিষ্ঠা পতিব্রতা ॥ ৩১
সেনাপতিস্তু দেবানাং ক্রৌঞ্চ-তারকদর্পহা।
কুমারো বহুলাপুত্রঃ পার্ব্বত্যাঃ পুত্রতাং গতঃ।
স্বাহাং ভুক্ত্বা তু নো প্রীতস্তথা কপটকৃত্তিকাঃ।
ততোঽগ্নির্ব্রাহ্মণো ভূত্বা পুরীং মাহিষ্মতীং গতঃ।
দাক্ষিণাত্যাঃ স্ত্রিয়ো ভোক্তুং রম্যাঃ কর্ণাটিকাঙ্গনাঃ

মহাদেবের চরিত্র অশেষরূপে বর্ণনা করিলাম ; এক্ষণে অগ্নির চরিত্র কহিতেছি। এক সময় অগ্নি সপ্তর্ষিদিগের গৃহে শিবাপ্রভৃতি তাঁহাদিগের পত্নীকে দর্শন করত অধৈর্য্য হইয়া বনে গমন করিয়াছিলেন। ঐ নিবিড় অরণ্যমধ্যে কৃত্তিকা নামে ছয় জন স্ত্রী শাপ হইতে অগ্নিকে রক্ষা করিয়া সপ্তর্ষি-পত্নীদিগের রূপ ধারণ করত ক্রমে ক্রমে অগ্নিকে কামাসক্ত করিয়াছিলেন। পরে গরুড়রূপা কৃত্তিকা শ্বেতাচল পর্ব্বতের শিখরদেশে সুবর্ণময় কুম্ভমধ্যে সেই রেতঃক্ষেপ করত সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন। এই যে ষট্‌কৃত্তিকা-পুত্র, ইনিই ষড়ানন কার্ত্তিকেয়। ২১—৩০। রূপান্তর ধারণে সমর্থা হইলেও অরুন্ধতীর রূপ ধারণ করিতে পারেন নাই ; কারণ বসিষ্ঠমহিষী অতিশয় তপস্বিনী এবং পতিব্রতা। ৩১। কৃত্তিকাপুত্র কুমার, পার্ব্বতীর পুত্র হইয়া দেবতাদিগের সেনাপতিত্ব লাভ করত ক্রৌঞ্চ এবং তারকাসুরের দর্প নষ্ট করিয়াছিলেন। অগ্নি স্বীয় পত্নী স্বাহাকে এবং কপট-কৃত্তিকাদিগকে উপভোগ করত প্রীত হইলেন না ; এজন্য ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া কর্ণাটদেশীয় পরমসুন্দরী দাক্ষিণাত্য স্ত্রীদিগকে উপভোগ

রাজা নীলেন বদ্ধোঽভূদ্রাজ্ঞা তু ভৃতকঃ কৃতঃ।
প্রাকারাচ্চ্যাবিতঃ সোঽপি নগর্য্যাং প্রজ্বলন্নিব ॥৩৫
এক ভগবান্ বায়ুর্জগদায়ুর্মহাবলঃ।
সংস্থিতো দেহে স্থাবরেষু চরেষু চ ॥ ৩৬
জগৎ সমগ্রস্ত দিব্যৈর্ভাবৈস্ত সপ্তভিঃ।
একোনপঞ্চাশৎ কৃত্বা দিতিসুতোঽনিলঃ ॥৩৭
অমরনাথস্য চক্রে নিষ্কণ্টকঞ্চ সঃ।
যোগিভির্ধ্যেয়ঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ৩৮
জ্যেষ্ঠোঽপি ভূত্বাদৌ ততঃ কামেন নির্জ্জিতঃ
দৃষ্ট্বা তু কন্যানাং কুশনাভমহীপতেঃ ॥ ৩৯
রূপ-যৌবন-লাবণ্য-কুল-সৌভাগ্যসংযুতম্।
স্পর্শার্থী ততস্তাসামঙ্গানাং সঙ্গমেন বৈ ॥ ৪০
মুগ্ধানাং সলজ্জানাং সভয়ানাং রহোগতঃ।
নানাবিধানুপায়াংশ্চ স্বয়ম্ভূঃ কৃতবাংস্ততঃ ॥ ৪১
তৈস্তৈরুপায়ৈস্ত যদা বায়ুর্নো লব্ধবান্ রহঃ।
তদা সপ্রণয়ং বাক্যমুক্তবান্ স্ত্রীশতং শনৈঃ ॥ ৪২
হে স্ত্রীশতং বায়ুরহং দেবৈস্ত্রৈলোক্যপূজিতঃ।
পরমাত্মা জগজ্জ্যেষ্ঠো জরা-মৃত্যুবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪৩
ভোক্তা সকলবস্তূনাং স্রষ্টা সর্ব্বেষু জন্তুষু।
সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং জীবশ্চামৃতস্য চ সম্ভবঃ ॥৪৪
যাচে ত্বাং প্রার্থয়ে ত্বাঞ্চ স্বশরীরং প্রযচ্ছ ভোঃ।
সকামায় প্রপন্নায় দেব্যো মেঽর্পয়তাচিরাৎ ॥ ৪৫
নারীশতন্তু তচ্ছ্রুত্বা তমুবাচ শনৈর্হসৎ।
যাদৃশস্তাদৃশো বাপি সোঽসি যোঽসি বয়ঞ্চ তাঃ ॥
যেন তেন বিসৃষ্টোঽসি যস্মৈ তস্মৈ যতস্ততঃ।
যস্য তস্য নিমিত্তন্তু যস্মিংস্তস্মিংশ্চ কর্ম্মণি ॥ ৪৭
অলং সর্ব্বত্র তে বৃদ্ধ যস্মাদ্বশ্যা বয়ং পিতুঃ।
স্বয়মাত্মপ্রদানন্তু কন্যানাং নেহ বিদ্যতে ॥ ৪৮

...করিবার নিমিত্ত মাহিষ্মতী পুরীতে গমন করিলেন। মাহিষ্মতীপতি নীল রাজা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে আবদ্ধ করত ভৃত্য করিয়া রাখিলেন। পরে অগ্নি প্রাচীর হইতে নিক্ষিপ্ত হইলে নগরীমধ্যে যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন। এই মহাবল-পরাক্রান্ত জগতের প্রাণ ভগবান্ বায়ু পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া স্থাবর ও জঙ্গমের দেহে অবস্থান করত প্রবহ প্রভৃতি সপ্তবিধ দিব্য ভাব দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিতেছেন। অদিতিপুত্র বায়ু উনপঞ্চাশৎ প্রকার রূপ ধারণ করিয়া নিষ্কণ্টকে অমরনাথ ইন্দ্রের রাজত্ব ভোগ করিয়াছিলেন। যোগিগণের আরাধ্য পরমাত্মস্বরূপ সনাতন বায়ু জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও কুশনাভ রাজার রূপযৌবনসম্পন্না, লাবণ্যবতী, কুল এবং সৌভাগ্যসংযুক্তা এক শত কন্যা অবলোকন করত কামকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া তাহাদিগের অঙ্গস্পর্শ ইচ্ছা করিলেন। পরে স্বয়ম্ভূ বায়ু সেই মুগ্ধা, সলজ্জা এবং ভয়াক্রান্তা কন্যাদিগের অঙ্গস্পর্শ কামনা করত নির্জ্জনে গমন করিয়া নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। ৩১—৪১। বায়ু সেই সেই উপায় দ্বারা যৎকালে তাহাদিগকে লাভ করিতে পারিলেন না, তৎকালে ঐ কন্যা-শতকে অল্প করিয়া প্রণয়-মিশ্রিত বাক্য কহিতে লাগিলেন, হে স্ত্রীশত আমি বায়ু, ত্রিলোকবাসীরা আমাকে দেবতারূপে পূজা করে। আমি পরমাত্মা, জগতের মধ্যে আমিই জ্যেষ্ঠ। আমার জরামৃত্যু কিছুই নাই। আমি সকল বস্তুর ভোক্তা। আমিই সমস্ত প্রাণীকে সৃজন করিয়াছি। আমিই সকল প্রাণীর জীবাত্মা। আমা হইতে অমৃত উৎপন্ন হইয়াছে। আমি তোমাদিগের নিকট যাচ্ঞা করিতেছি, তোমাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, ওহে তোমরা আমাকে স্বীয় শরীর প্রদান কর। হে দেবীগণ! তোমাদিগের উপর আমার অত্যন্ত অভিলাষ হইয়াছে, আমি তোমাদিগের শরণাগত, শীঘ্র আমাকে শরীর অর্পণ কর। নারীগণ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অল্পে অল্পে তাঁহাকে কহিতে লাগিল, তুমি যেপ্রকার-সেপ্রকার হও, আমরা স্ত্রীলোক। হে বৃদ্ধ! তুমি যে কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক যে সে কর্ম্মের উদ্দেশে, যেস্থান-সেস্থান হইতে, যাহার তাহার নিমিত্ত, যে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হও, তোমার এ সকল বাক্যে প্রয়োজন নাই; যেহেতুক আমরা পিতার অধীন। এ সময়ে কন্যারা আপনি আপনাকে দান করিতে

পদ্মযোনেঃ সুতো যস্মাৎ কুশো মম পিতামহঃ।
কুশনাভস্তু তৎপুত্রঃ ক্ষত্রিয়ো জনিতা পুনঃ॥ ৪৯
তচ্ছ্রুত্বা স্ত্রীশতং বায়ুঃ কুব্জং চক্রে বিরূপিণম্।
নানারোগশতোপেতং দেবো মাৎসর্য্যসংযুতঃ॥ ৫০
দত্তন্তু ব্রহ্মপুত্রায় কদাচিৎ স্ত্রীশতন্তু তৎ।
কুশেন মুনিনা স্পৃষ্টং পুনঃ স্বাস্থ্যঞ্চ লব্ধবান্॥ ৫১
কুশনাভকৃতা তত্র পূর্ব্বদেশে মহাপুরী।
তেনৈব নাম্না দিব্যা তু কন্যাকুব্জেতি বিশ্রুতা॥ ৫২
চণ্ডরশ্মিস্তু মার্ত্তণ্ডঃ কল্পান্তাগ্নিশিখোপমৈঃ।
রোমভির্ভূষিতো ভীমৈর্বহ্নিকুণ্ডাকৃতীক্ষণঃ॥ ৫৩
বিদ্যুৎকুটিলসংশ্মশ্রুর্নিত্যং ব্যোমচরো রবিঃ।
যোগিনাং ধ্যানগম্যশ্চ ব্রহ্মাদ্যৈঃ পূজিতঃ সদা॥ ৫৪
ত্বষ্টুর্দুহিতরং সংজ্ঞাং প্রাপ্য ভার্য্যাং সুরূপিণীম্।
সংস্পর্শার্থী প্রার্থয়ানো নানাচাটুশতৈশ্চ তাম্॥ ৫৫
সা তং দৃষ্ট্বা তথারূপং সংস্পৃষ্টুং ন শশাক চ।

পারে না। যেহেতুক ব্রহ্মার পুত্র কুশ আমার পিতামহ, তাঁহার পুত্র ক্ষত্রিয়কুলোৎপন্ন কুশনাভ আমার জনক। বায়ুদেব তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধপূর্ব্বক সেই কন্যা-শতকে কুব্জ, বিরূপ এবং নানাপ্রকার শত শত রোগযুক্ত করিলেন। ৪২—৫০। কুশ-মুনি কোন সময়ে ঐ কন্যাশতকে ব্রহ্মার পুত্রকে দান করেন এবং তাহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করেন, পরে ব্রহ্মপুত্র তাহাদিগকে লাভ করিয়াছিলেন। কুশনাভ পূর্ব্বদেশে এক মহাপুরী নির্ম্মাণ করেন, ঐ দিব্য মহাপুরী তাহাদিগের নামে কন্যাকুব্জা বলিয়া বিখ্যাত। যিনি কল্পান্তকালের অগ্নি-শিখার ন্যায় ভয়ানক রোম দ্বারা বিভূষিত, যাঁহার চক্ষুর্দ্বয় অগ্নিকুণ্ডসদৃশ, যাঁহার শ্মশ্রু বিদ্যুতের ন্যায় কুটিল, যোগিগণ যাঁহাকে ধ্যান দ্বারা লাভ করিয়া থাকেন, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ যাঁহাকে সর্ব্বদা পূজা করেন, সেই প্রচণ্ডকিরণ মার্ত্তণ্ড ব্যোমচর রবি ব্রহ্মার কন্যা সুরূপিণী স্বীয় ভার্য্যা সংজ্ঞাকে লাভ করিয়া তাহার স্পর্শকামনায় নানাপ্রকার প্রিয়বাক্য দ্বারা তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেন। সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা সূর্য্যের সেইরূপ দর্শন করিয়া তাঁহাকে স্পর্শ

ততঃ সূর্য্যোঽব্রবীদেনাং যদ্ব্রবীষি করোমি ত...
ত্বয়া হসন্ত্যা প্রোক্তোঽসৌ ঘোরং তেজো বিহা...
আরোহস্ব ভ্রমিং তীক্ষ্ণং মৎপিত্রা তক্ষিতস্ত্বয়া।
শোধিতো লঘুতাং প্রাপ্তঃ প্রিয়ো মম ভবিষ্যসি।
তথেতি চ প্রতিজ্ঞায় সূর্য্যো ভ্রমিমথারুহৎ।৫...
ততস্তু শোধিতস্তেন ত্বষ্ট্রা দেবাসুরৈঃ সহ।
ততঃ শতগুণীভূতস্তেজসা দারুণো রবিঃ॥ ৫৯
মার্ত্তণ্ডচূর্ণমাদায় সহস্রারং সুদর্শনম্।
নির্ম্মিতং বিবুধৈঃ সর্ব্বৈর্বিষ্ণোরায়ুধমুত্তমম্।
হরস্য বিবুধানাঞ্চ শস্ত্রাণি চ তথাভবন্॥ ৬০
ভূয়ো ঘোরতরং দৃষ্ট্বা বড়বারূপধারিণী।
সংজ্ঞা পলায়নপরা পতিং ত্যক্ত্বা সুদারুণম্॥...
সোঽপ্যশ্বরূপমাশ্রিত্য বলাৎ তাং স্প্রষ্টুমুদ্যতঃ...
গোপ্য সা তু প্রজাদ্বারং কামার্ত্তা সম্মুখীভব...

করিতে সক্ষম হইলেন না। তাহার পর সূ... তাঁহাকে কহিলেন, তুমি যাহা বলিবে, আ... তাহাই করিব। সংজ্ঞা হাস্য করিয়া কহিলে... তুমি তোমার এই তীক্ষ্ণ তেজ নষ্ট কর এ... তীক্ষ্ণ-শাণে আরোহণ কর, তাহা হইলে আম... পিতা তোমাকে তক্ষণ করিবেন। পরে তুমি শোধিত হইবে এবং তোমার তেজের হ্রা... হইলে তুমি আমার প্রিয় হইবে। সূ... "তাহাই করিব" এইরূপ স্বীকার করিয়া শা... আরোহণ করিলেন। ব্রহ্মা দেবতা এ... অসুরের সহিত মিলিত হইয়া রবিকে শোধি... করিলেন; কিন্তু তাঁহার তেজের হ্রাস না হই... বরং শতগুণ বৃদ্ধি হইল। সমস্ত দেবতা... ঐ মার্ত্তণ্ডচূর্ণ গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুর সুদ... নামক সহস্রধার উত্তম আয়ুধ নির্ম্মাণ করি... লেন এবং সেই সূর্য্যের গুঁড়া হ... মহাদেব ও দেবতাদিগের বহুতর অস্ত্র-শ... নির্ম্মিত হইল। ৫১—৬০। সূর্য্যপত্নী সং... পতির সেই সুদারুণ ঘোরতর রূপ দর্শন কর... অশ্বিনীরূপ ধারণ করিয়া, পতি ত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন, সূর্য্যও অশ্বরূপ ধারণ করি... বলপূর্ব্বক তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্য... হইলেন। তৎকালে বড়বারূপধারিণী কামা...

বৃষ্ট্বা স্বয়ং প্রকৃষ্টঞ্চ রেতস্তস্যা মুখেঽপতৎ ॥ ৬৩
নাসাপুটাভ্যাং তৎ সর্ব্বং গৃহীতঞ্চ তয়া তদা।
রেবন্ত ততস্তস্যাঃ পুত্রো জাতো ভিষগ্বরঃ ॥ ৬৪
পুনর্নিমন্ত্রিতা ভর্ত্রা সংজ্ঞা সংসর্গকর্ম্মণি।
ততঃ কপটতশ্ছায়াং সংজ্ঞা কৃত্বা তু যোগিনী ॥৬৫
সূর্য্যং বিমোহয়িত্বা তু সাভবৎ কামচারিণী।
সংজ্ঞামেব চ তাং প্রাপ্য ররাম ভগবান্ রবিঃ ॥
ততঃ রতিফলং লেভে পুত্রং ভিন্নাঞ্জনপ্রভম্।
যমং নীলাব্জপূর্ণাঞ্চ যমুনাং পুণ্যবাহিনীম্ ॥ ৬৭
তথৈব কন্যয়াহূতঃ কুন্ত্যা তাঞ্চাপ্যধর্ষয়ৎ।
সকুণ্ডলং সকবচং পুত্রং তস্মৈ দদৌ তদা ॥৬৮
অমৃতে মথ্যমানেঽপি ক্ষীরোদাদুত্থিতস্তু যঃ।
শশী পুনঃ সমুদ্ভূতস্ত্বনসূয়াত্মজোঽপি বা ॥ ৬৯
অত্রেঃ পুত্রো মহাসৌম্যো জগদাপ্যায়নক্ষমঃ।
গ্রহাণামোষধীনাঞ্চ নারীণাং ব্রাহ্মণেষু চ ॥ ৭০

রাজ্যং প্রাপ্য মহাসত্ত্বো রাজসূয়ং চকার সঃ।
সপ্তবিংশতিঋক্ষাণি দারান্ প্রাপ্য মুমোদ চ ॥৭১
ততঃ কামবশো ভূত্বা রোহিণ্যাসক্তমানসঃ।
দক্ষশাপেন দুর্ব্বুদ্ধিঃ সম্প্রাপ্তো রাজযক্ষ্মণা ॥৭২
কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয়ী নিত্যং তথাপি সুরতপ্রিয়ঃ।
তারাং বৃহস্পতের্ভার্য্যাং হৃত্বা লোভান্ন চাতৃপৎ ॥
কৃত্বা যুদ্ধং তদর্থন্তু পশ্চাৎ তাং ত্যক্তবান্ শশী।
স্ববীর্য্যসম্ভবং পুত্রং বুধঞ্চ কুপিতঃ পুনঃ ॥ ৭৪
পূর্ব্বন্তু মিত্রাবরুণৌ ঘোরে তপসি সংস্থিতৌ ॥৭৫
নারায়ণোরুসম্ভূতামিন্দ্রযজ্ঞানুবর্ত্তিনীম্।
উর্ব্বশীং তরুণীং দৃষ্ট্বা প্রস্কন্নৌ তৌ বভূবতুঃ ॥৭৬
মিত্রঃ কুম্ভে জহৌ রেতো বরুণোঽপি তথা জলে
ততঃ কুম্ভাৎ সমুৎপন্নো বশিষ্ঠো মিত্রনন্দনঃ ॥ ৭৭
অগস্ত্যো বরুণাজ্জাতো বড়বাগ্নিসমদ্যুতিঃ।
যেন তৎ সাগরং তোয়ং সর্ব্বং পীতন্তু লীলয়া ॥৭৮

সংজ্ঞা আপনার সন্তান-দ্বার গোপন করত অশ্বী হইয়া দাঁড়াইলেন। ভর্ত্তার বহুতর রেতঃ স্খলিত হইয়া তাঁহার মুখে পতিত হইল। সংজ্ঞা নাসাপুট দ্বারা সেই সমস্ত রেতঃ গ্রহণ করিলেন। সেই রেতঃ হইতে তাঁহার রেবন্ত নামে বৈদ্যপ্রধান পুত্র জন্মিল। সূর্য্য পুনর্ব্বার সংজ্ঞাকে আহ্বান করিলে যোগিনী সংজ্ঞা কপটপূর্ব্বক রমণ নিমিত্ত স্বীয় ছায়া নির্ম্মাণ করিয়া সূর্য্যকে মোহিত করত অন্তর্হিতা হইলেন। ভগবান্ রবি সেই ছায়া-সংজ্ঞাকে প্রাপ্ত হইয়া রমণ করিতে লগিলেন এবং ঐ ছায়াতে রতিফলস্বরূপ অঞ্জনপিণ্ডের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন যম নামে এক পুত্র ও নীলপদ্মের ন্যায় কমনীয়া পুণ্যবাহিনী যমুনা-নাম্নী এক কন্যা প্রাপ্ত করিলেন। সূর্য্য কুন্তীনাম্নী কন্যাকর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাহাতে উপগত হইলেন এবং সেই সময়ে ঐ কুন্তীকে কবচ-কুণ্ডলধারী পুত্র প্রদান করিলেন। ৬১—৬৮। যিনি অমৃত-মন্থন সময়ে ক্ষীরোদ-সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছেন, যিনি পুনর্ব্বার অনসূয়ার আত্মজরূপে সমুদ্ভূত, সেই অত্রিপুত্র পরম সৌম্য ত্রিভুবন-তর্পণক্ষম মহাবলশালী শশী

নর, ওষধী, নারী এবং ব্রাহ্মণগণের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া, রাজসূয় নামক যজ্ঞ সমাপন করত অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রকে পত্নীস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। পরে কামের বশীভূত হইয়া রোহিণীতে অতিশয় আসক্ত হইলে, দুর্ব্বুদ্ধি বশত দক্ষের অভিশাপে রাজযক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত হইলেন এবং কৃষ্ণপক্ষে অনবরত ক্ষীণ হইতে লাগিলেন; তথাপি সুরতপ্রিয় শশী লোভ বশত বৃহস্পতি-ভার্য্যা তারাকে হরণ করিয়া, তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। শশী তাহার নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়া, পরে তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন; পরে পুনর্ব্বার কুপিত হইয়া, স্ববীর্য্য-সম্ভব পুত্র বুধকে গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বকালে নারায়ণের উরু-সম্ভূতা, ইন্দ্রের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী যুবতী উর্ব্বশীকে দর্শন করিয়া, উগ্রতপাঃ মিত্রা· বরুণ উভয়ের রেতঃক্ষরণ হইল। পরে মিত্র ও বরুণ সজল কুম্ভমধ্যে রেতঃক্ষেপ করিলেন। মিত্রনন্দন বসিষ্ঠ এবং বাড়বানল- সদৃশ তেজস্বী বরুণ-তনয় অগস্ত্য ঐ উভয়ের বীর্য্য হইতে কুম্ভমধ্যে জন্মগ্রহণ করিলেন। ঐ অগস্ত্য সমস্ত সাগরজল অবলীলাক্রমে পান করিয়া-

ইতি বিপুলমতীনাং তেজসা বামবৃত্তি-
র্মদন-শরহতানামুক্তমেতন্ময়াত্র।
দহন-পবন-সূর্য্যানন্ততারাধিপানাং
বরুণপরমমিত্রাচার্য্যয়োশ্চাপি সম্যক্ ॥ ৭৯
ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহি-
তায়াং ইন্দ্রশাপাদ্যুপাখ্যানে নামৈকা-
দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

দক্ষো দাক্ষিণ্য-শৌর্য্যাভ্যাং যুক্তঃ স্মৃত্যা চ নিত্যশঃ
তুষ্ট্যা বিরক্ত্যা প্রীত্যা চ শান্ত্যা ধৃত্যা ত্রিবিদ্যয়া
স্বাধ্যায়-স্নান-দানৈশ্চ ব্রহ্মচর্য্যার্জ্জবৈঃ পুনঃ।
বিদ্যুৎপর্ণাং স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মলোকে চ নারদঃ ॥ ২
মোহিতঃ পদ্মযোনিস্তামনাসক্তামনিচ্ছতীম্।

ছিলেন। অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, অনন্ত, তারাপতি চন্দ্র এবং আচার্য্য মিত্রাবরুণ ইহাঁরা স্বীয় তেজঃপ্রভাবে বিপুলবুদ্ধি হইলেও, অত্যন্ত কামাসক্ত; আমি এস্থানে ইহাঁদিগের অনুচিত ব্যাপার সম্যক্‌রূপে বর্ণন করিলাম। ৬৯—৭৯।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, যিনি উদারতা ও শৌর্য্যাদি গুণের আধার; যিনি সর্ব্বদা মনু প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের অনুগামী, যিনি সন্তোষ, বৈরাগ্য, প্রীতি, শান্তি, ধৈর্য্য এবং দণ্ডনীতি প্রভৃতি ত্রিবিধ বিদ্যাযুক্ত; যিনি বেদাধ্যয়ন, স্নান, দান ও ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠাতা, সেই সরলতাপূর্ণ দক্ষ, নারদ এবং ব্রহ্মা ইহাঁরা অনাসক্তা অকামুকী বিদ্যুৎপর্ণা-নাম্নী স্ত্রীকে দর্শন করিয়া মোহিত হইলেন। তৎকালে বিদ্যুৎপর্ণা কপিলা গোর রূপ ধারণ করিয়া, তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিলেন। পদ্মযোনি ব্রহ্মা বিদ্যুৎপর্ণার অভিশাপে বৃদ্ধা এবং বন্ধ্যা এক

কপিলায়াঃ স্বরূপং গোঃ কৃত্বা চ স তয়া তদা।
বঞ্চিতঃ সোঽপি তচ্ছাপাজ্জরদশ্ববশানুগঃ।
তথাপি স্বাং দুহিতরং সমাশ্রিত্যাসৃজৎ প্রজাঃ।
ক্বচিৎ তু মানসী সৃষ্টির্বাচিকী চ শরীরজা।
গাত্রৈকমাত্রসংস্পর্শ-সম্ভবা চ ক্বচিন্ন্বভূৎ।
মারীচঃ কশ্যপশ্চাপি কামস্য বশমাগতঃ।
লোকস্য পূরণার্থায় দক্ষাৎ প্রাপ্য ত্রয়োদশ।
মোদমানস্ততঃ পুত্রান্ দেবাদ্যানসৃজৎপ্রভুঃ।
যৈরিদং পূরিতং সর্ব্বং জগৎ সদসদাত্মকম্।
অগস্ত্যোঽপি মহাযোগী কল্পান্তদহনোপমঃ।
পীত্বা সমুদ্রং বিন্ধ্যঞ্চ দর্পণোদরসন্নিভম্। ৮
কৃত্বা দৈত্যং ভক্ষয়িত্বা বাতাপিং ঘোররূপিণম্
লোপামুদ্রাস্ত্রিয়া সোঽপি ততো ভৃত্যবৎ কৃতঃ।
শমীকো ব্রহ্মচারী চ তপস্বী নভসস্তলাৎ।
শুশ্রাব মধুরাং বাণীং মানসোন্মাদিনীং স্ফুটম্।

অশ্বার অনুগামী হইলেন। তথাপি স্বীয় দুহিতা সরস্বতীকে আশ্রয় করিয়া, সমস্ত প্রজা সৃজন করিতে লাগিলেন। কোন স্থানে মন দ্বারা, কোন স্থানে বাক্য দ্বারা, কোন স্থানে বা স্ত্রী সংসর্গ না করিয়া কেবল শরীর হইতে সৃজন করিতে লাগিলেন। কোন স্থলে কেবল মাত্র গাত্র স্পর্শ করিয়া সৃজন করিতে লাগিলেন। মরীচিপুত্র কশ্যপ কামের বশীভূত হইয়া, লোকপূরণ নিমিত্ত দক্ষের নিকট হইতে ত্রয়োদশ পত্নী লাভ করত সেই সকল স্ত্রীতে প্রজা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। যে সকল পুত্রকর্ত্তৃক এই সমস্ত সদসদাত্মক জগৎ পূরিত হইয়াছে, ব্রহ্মা আনন্দের সহিত সেই সকল দেবতা প্রভৃতি পুত্রদিগকে সৃজন করিলেন। যিনি সমুদ্র পান করিয়াছেন, যিনি বিন্ধ্যপর্ব্বতকে দর্পণ মধ্যের ন্যায় সমতল করিয়াছেন, যিনি ঘোররূপী বাতাপি দৈত্যকে ভক্ষণ করিয়াছেন, সেই কল্পান্তকালের অগ্নি সদৃশ মহাযোগী অগস্ত্যকেও তৎপত্নী লোপামুদ্রা ভৃত্যের ন্যায় করিয়াছিলেন। ১—৯। ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠায়ী তপস্বী শমীক মুনি নভস্তল হইতে "তুমি আমার প্রিয়, তুমি আমাকে প্রাণ

রোৎপদি মে প্রিয়ান্ প্রাণান্দেহি গৃহ্লীষ মাগিতি।
যাবিতি মধানো রেতঃ কক্ষে জহৌ ততঃ ॥
বৃষভবক্রশ্চ শৃঙ্গী পরমরোষণঃ।
কুরুপতির্যেন পরীক্ষিভস্মসাৎ কৃতঃ ॥১২
ভৃগুকুলে ব্যোম্নিপূর্ণেন্দুস্তাপসাগ্রণীঃ।
প্রমদ্বরাং কন্যাং প্রাপ্য সর্পবিষাহতাম্ ॥১৩
সমুৎপন্নে গত্বা ঘোরে বনে তনুম্।
কামদোষাৎ ততো দেবৈশ্চ রক্ষিতঃ ॥
ষোহর্দ্ধং দদাস্যস্মৈ যদি প্রভো।
জীবতি বালেয়ং মৃতা নান্যেন হেতুনা ॥ ১৫
চাত্রবীদ্ধষ্টো দত্তমর্দ্ধং ময়েতি চ।
সমুত্থিতাং তাঞ্চ প্রাপ্য বিপ্রো মুমোদ সঃ ॥
প্রান্তাগ্রদৃষ্টিস্তু চ্যবনো ধ্যানযোগবান্।
প্রাবৃড়্জলৌঘনির্ভিন্ন-মৃত্তিকাচ্ছন্নবিগ্রহঃ ॥ ১৭
সুকন্যয়া কুমার্য্যা চ মুগ্ধয়োৎপাদিতেক্ষণঃ।
শর্য্যাতিপুত্র্যা ক্রীড়ন্ত্যা বৈদূর্য্যমণিলুব্ধয়া ॥ ১৮
হৃষ্টো বল্মীকমধ্যাৎ তু নিষ্ক্রম্যাগ্রে স্থিতস্তু তাম্।
রাজ্ঞঃ প্রাপ্তস্ততোঽশ্বিভ্যাং প্রসাদাজ্জাতলোচনঃ
তারুণ্যং প্রাপ্য দুষ্প্রাপং তয়া সার্দ্ধং মুমোদ চ ॥
কূর্ম্মগ্রীবো বৈনতেয়ো যোগী পক্ষীশ্বরো মুনিঃ।
জ্ঞানতৃপ্তঃ প্রশান্তস্তু স্নায়ুস্থিশকলাকৃতিঃ ॥ ২১
ক্ষীরোদার্ণবমধ্যস্থঃ ক্ষপিতঃ ক্ষীরজৈর্জলৈঃ।
পক্ষী নাড়ীব্রণারূঢ়-মূলশৈবলবিদ্রুতঃ ॥ ২২
স কদাচিৎ সমুদ্রান্তে দৃষ্ট্বা যাদোগণান্ বহূন্।
মৎস্যাদীন্ সহ মৎসীভিঃ স্বাভিঃ স্ত্রীভির্বিমোদতঃ
প্রত্যগ্রনারীসংস্পর্শমিচ্ছংস্তোয়াৎ সমুত্থিতঃ।
প্রজাপতিং সুধবানমগচ্ছদ্যাচিতুং স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৪

করিয়া গ্রহণ কর" এইরূপ চিত্তচাঞ্চল্যকারী অতি মধুর পরিস্ফুট বাক্য শ্রবণ করিয়া, "ইহা স্ত্রীলোকের ধ্বনি" এইরূপ জ্ঞান করিয়া, বৃক্ষের উপরিভাগে রেতঃ ত্যাগ করিলেন। সেই রেতঃ হইতে ঐ স্ত্রীতে বৃষভের ন্যায় অতিক্রোধী, শৃঙ্গযুক্ত এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। ঐ পুত্র কুরুপতি পরীক্ষিৎকে ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন। ভৃগুকুলরূপ আকাশে পূর্ণ-চন্দ্রস্বরূপ তাপসাগ্রগণ্য রুরু সর্প-বিষে আহতা প্রমদ্বরা নামে ভার্য্যাকে প্রাপ্ত হইয়া, তাহাতে রমণ করিতে পারিলেন না। রুরু কামদোষে শরীর-পরিত্যাগ কামনায় ঘোর অরণ্য মধ্যে গমন করিলেন। কিন্তু দেবতারা তাঁহাকে রক্ষা করিয়া কহিলেন, হে প্রভো! যদি তুমি ইহাকে আপনার পরমায়ুর অর্দ্ধ দান করিতে পার, তাহা হইলে এই বালা জীবিত হইবে; অন্য কারণে ইহার মৃত্যু হয় নাই। আপনার পরমায়ুর অর্দ্ধদানে সাহসী সেই রুরু এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আমি ইহাকে স্বীয় পরমায়ুর অর্দ্ধেক দান করিলাম। পরে রুরু নামক সেই বিপ্র, জীবিতা প্রমদ্বরাকে প্রাপ্ত হইয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। যিনি নাসিকার প্রান্ত-ভাগে দৃষ্টিক্ষেপপূর্ব্বক ধ্যান ও যোগে আসক্ত,

যাঁহার বল্মীকাচ্ছন্ন শরীরে বর্ষার জলসমূহ দ্বারা ঐ সকল মৃত্তিকা গলিত হইতেছে, যাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ক্রীড়াসক্তা মুগ্ধা কুমারী শর্য্যাতি-কন্যা সুকন্যাকর্তৃক বৈদূর্য্য মণিলোভে উৎপাটিত হইয়াছে, ঐ চ্যবন সন্তোষের সহিত বল্মীক হইতে নির্গত হইয়া, ঐ সুকন্যার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং রাজাও সেই স্থানে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন। পরে অশ্বিনীকুমারের প্রসাদে পুনর্ব্বার চক্ষু লাভ করত দুষ্প্রাপ্য যৌবন প্রাপ্ত হইয়া, ঐ সুকন্যার সহিত আমোদ করিতে লাগিলেন। ১০—১৯। যাঁহার গ্রীবা কূর্ম্মের ন্যায় সঙ্কোচ ও বিকাশশালিনী, যাঁহার শরীর কেবল মাত্র স্নায়ু এবং অস্থিখণ্ডে পরিপূর্ণ, যিনি ক্ষীরোদসমুদ্রের মধ্যে অবস্থান করত ক্ষীরোদ-জল দ্বারা আপনাকে কৃশ করিয়াছেন, যাঁহার নাড়ীর মধ্যস্থিত মর্ম্ম পরস্পর সম্বদ্ধ, সমূল শৈবাল দ্বারা জড়িত, সেই পরমযোগী, পক্ষিশ্রেষ্ঠ, পরম জ্ঞানী, প্রশান্তমূর্ত্তি, মুনিশ্রেষ্ঠ বিনতানন্দন, কোন সময়ে সমুদ্রতীরে, স্বকীয় পত্নী মৎসীর সহিত হর্ষযুক্ত মৎস্য প্রভৃতি বহুতর জলজন্তুদিগকে দর্শন করিয়া, নবীনা নারীদিগের সংস্পর্শ-মানসে জল হইতে গাত্রোত্থান করত স্ত্রীদিগকে যাচ্ঞা করিবার নিমিত্ত

স চাপি তমৃষিং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা চ শাস্ত্রতঃ।
ততঃ সুখোপবিষ্টং তমপৃচ্ছদ্বিনয়ান্বিতঃ॥ ২৫
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি তবাগমনকারণম্।
প্রতিবাক্যং মুনিঃ প্রাহ সুধন্বানং প্রহৃষ্টবৎ॥ ২৬
কাশ্যপো বৈনতেয়োঽহং কন্যাভিক্ষার্থমাগতঃ।
যদি তে বিদ্যতে কাচিৎ সুতা তান্তু প্রযচ্ছ মে॥
তদ্বাক্যস্যাবসানে তু পক্ষিণোঽঙ্গং বিলোক্য সঃ।
ততঃ শাপভয়াদ্ভীতো মুনিং প্রোবাচ বুদ্ধিমান্॥২৮
সন্তি কন্যা মম বিভো পঞ্চাশদমরপ্রভাঃ।
তাসাং চেতাংসি নো মহ্যং স্বাধীনানি তপোধন॥
তাভির্যস্তু বৃতো ভর্ত্তা তস্মৈ দেয়া ময়া চ তাঃ।
ইতি মত্বা মহাবুদ্ধে মম ক্ষন্তুমতোঽর্হসি॥ ৩০
মম কন্যাপুরং বিপ্র মন্নিয়োগাৎ প্রবিশ্যতাম্।
তত্র যা কাচিদেব ত্বাং বরয়িষ্যতি মামকী।
কন্যা তাং তে প্রদাস্যামি সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে।
ততো বিসর্জ্জিতস্তেন মুনিঃ কন্যাপুরং যযৌ।
আত্মযোগান্মহাযোগী রূপং কৃত্বা মনোহরম্।
রূপ-যৌবন-লাবণ্য-সৌভাগ্যানামিবাস্পদম্।
ততো মুনিবরং দৃষ্ট্বা কুমার্য্যস্তাঃ সুবিস্মিতাঃ।
আত্মানং প্রদদুস্তস্মৈ মন্মথোপমতেজসে।
ততঃ সুধন্বনা তস্মৈ দত্তাঃ সর্ব্বাস্তু কন্যকাঃ।
তস্মিন্ দিব্যে বিবাহে তু শুক্রাদ্যাঃ সুমহাগ্রহাঃ
স্বক্ষেত্রোচ্চত্রিকোণস্থাঃ কেন্দ্রোপচয়সপ্তমাঃ।
বৈনতেয়ভয়াৎ সর্ব্বে শুভ-সৌভাগ্য-পুত্রদাঃ।
আসন্ স চাপি তাঃ সর্ব্বাঃ কুমারীঃ প্রাপ্যদুর্লভাঃ
প্রাপ্য তাং রাজ্যলক্ষ্মীন্তু চিক্রীড় চ মুমোদ চ।
তাসাং রতিফলং লব্ধা পুত্রান্ প্রাপ্য চ ভূয়সঃ
কৃতকৃত্যস্ততঃ স্বর্গং জগাম বিবুধৈঃ সহ। ৩

প্রজাপতি সুধন্বার নিকট গমন করিলেন। সুধন্বা সেই ঋষিকে দর্শন করত শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে পূজা করিলেন। পরে ঋষি সুখে উপবেশন করিলে, সুধন্বা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! আপনি কিজন্য আগমন করিয়াছেন, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। মুনি তাঁহার বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া, সুধন্বাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন, আমি কশ্যপের পুত্র, বিনতা-গর্ভজাত; কন্যা-ভিক্ষা নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। যদি তোমার কোন কন্যা থাকে, তাহা হইলে আমাকে ঐ কন্যা দান কর। সুবুদ্ধি সুধন্বা তাঁহার বাক্যের শেষ হইলে পক্ষীর সমস্ত অঙ্গ দর্শন করিলেন। পরে শাপ হইতে ভীত হইয়া মুনিকে কহিলেন, হে বিভো! আমার দেবতাসদৃশী পরম সুন্দরী পঞ্চাশটী কন্যা আছে, কিন্তু তাহাদিগের চিত্ত আমার অধীন নহে,- স্বাধীন। হে তপোধন! তাহারা যাহাকে ভর্তৃস্বরূপে বরণ করিবে, আমি তাহাকেই কন্যা দান করিব। অতএব হে মহাবুদ্ধে! ইহা বিবেচনা করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন। হে বিপ্র! আপনি আমার আদেশানুসারে আমার কন্যার পুরমধ্যে প্রবেশ করুন। ঐ কন্যার মধ্যে আমার যে কন্যা আপনাকে বরণ করিবে, আমি সেই ক আপনাকে দান করিব; আপনার নিকট ই সত্য করিয়া বলিলাম। ২০—৩১। পরে ম যোগী মুনি, সুধন্বার নিকট হইতে বিদায় গ্র করিয়া, আপনার যোগপ্রভাবে রূপ, যৌ লাবণ্য এবং সৌভাগ্যের স্থানস্বরূপ মনো রূপ ধারণ করিয়া, কন্যাপুরে গমন করিলে পরে ঐ সকল কুমারী মুনিশ্রেষ্ঠকে দর্শন ক বিস্মিত হইয়া, মন্মথের ন্যায় তেজস্বী সে মুনিকে আত্মসমর্পণ করিলেন। পরে সু সেই সমস্ত কন্যাকে তদুদ্দেশে দান করিলে শুক্র প্রভৃতি সমস্ত মহাগ্রহ সেই বিবাহের সময়ে বৈনতেয়-ভয়ে স্বীয় স্বীয় ক্ষেত্র, উচ্চ এবং ত্রিকোণে অবস্থানপূর্ব্বক লগ্ন, কেন্দ্র চতুর্থ, সপ্তম, দশম এবং একাদশ স্থা শুভ হইয়া, তাহাদিগের শুভ সৌভাগ্য এ পুত্রদানে সক্ষম হইয়াছিলেন। সে বিনতানন্দনও ঐ দুর্লভ কুমারীদি এবং রাজলক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দে সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। বিনতানন্দন সমস্ত স্ত্রীতে রমণ করত বহুতর পুত্র ল করিয়াছিলেন। পরে কর্ত্তব্য পালন ক দেবতার সহিত স্বর্গে গমন করিলেন।

শাণ্ডিলীং তরুণীং কন্যামপশ্যদ্গরুড়ো বনে।
হিমাচলগুহাসংস্থাং সুরূপাং চারুহাসিনীম্ ॥ ৩৮
...নরসুতাং ভক্ত্যা নেতুকামস্ত্রিবিষ্টপে।
...তস্ত তয়া সদ্যো দগ্ধপক্ষো বভূব হ ॥ ৩৯
...ধ্যাতস্তয়া ভূয়ঃ কৃপয়া দয়য়া তথা।
...রেবং তথাবিষ্টো হেমপক্ষঃ ক্ষণাৎ কৃতঃ ॥৪০
দীর্ঘশ্মশ্রুজটালশ্চ ক্ষুৎক্ষামাঙ্গো বিভাণ্ডকঃ।
দীর্ঘতীক্ষ্ণনখো নদ্যাং কদাচিৎ স্নাতুমুদ্যতঃ ॥ ৪১
...তস্তিবাং নারীং দৃষ্ট্বা প্রস্খলিতোঽভবৎ ॥ ৪২
...তো জলসংপৃক্তং মৃগ্যা পীতং বিধের্বশাৎ।
তস্যাস্তু পুত্রোঽপি একশৃঙ্গো মৃগোঽভবৎ ॥৪৩
বিভাণ্ডকেন মুনিনা রক্ষিতো বর্দ্ধিতস্তথা।
...নিং সংস্কৃতঃ পশ্চাদ্বেদমধ্যাপিতস্ততঃ ॥ ৪৪
ঋষ্যশৃঙ্গস্ততো বালঃ শান্তো দান্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শুদ্ধঃ স ব্রহ্মচারী চ নিত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫
শাক-পিণ্যাকভোজী চ পিতুর্ভীতস্তু সংযতঃ।
...চারী নিত্যজাপী চ স্ত্রীবিলাসেষ্বকোবিদঃ ॥৪৬

অথাঙ্গরাজসিংহেন লোমপাদেন মায়য়া।
শমনার্থমনাবৃষ্টের্নীতঃ স্ববিষয়ং প্রতি ॥ ৪৭
নানাবিধৈর্ব্যাজশতৈঃ পুংশ্চলীভিঃ প্রলোভিতঃ।
বিধ্বস্তপুণ্যো নিঃশঙ্কঃ সম্মুখো ভাবসংযুতঃ ॥ ৪৮
মুনীনামিব বেশ্যানাং পূজকো বিধিবৎ কিল ॥ ৪৯
অধীতবান্ ভরদ্বাজঃ সপুত্রঃ সুস্বরং হঠাৎ।
ততঃ পরাবসোর্ভার্য্যাং তরুণীং গহনে বনে ॥ ৫০
যবক্রীতেন রুদতীং স্ত্রীভাবমুপলম্ভিতাম্।
জ্ঞাত্বা রৈভ্যঃ খলো মানী ছিত্ত্বা ক্রোধবশং গতঃ
হুত্বা বহ্নেস্ততঃ কৃত্যামকরোদ্রাক্ষসান্বিতাম্।
যবক্রীতং গ্রসস্বেতি প্রেষয়াস তাং তদা ॥ ৫২
ততঃ সা ঋষিপত্ন্যাশ্চ রূপং কৃত্বা মনোহরম্।
যবক্রীতমুবাচেদমেহি ক্রীড়স্ব মে পুনঃ ॥ ৫৩
সংস্থিতঞ্চাগ্নিশালায়ামুপায়ৈশ্চ বিকৃষ্য তম্।

...শ্বর-কন্যা শাণ্ডিলী-নাম্নী চারুহাসিনী তরুণী-...কে হিমালয়-গুহাসংস্থিতা দেখিয়া, স্বর্গে ...বার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সেই কন্যা ...য় জানিতে পারায়, তাঁহার পক্ষ দগ্ধ হইয়া-ছিল। অনন্তর উক্ত কন্যা, দয়াপরবশ হইয়া, ...ক্ষণের মধ্যে তাঁহাকে হেমপক্ষ বিশিষ্ট করিয়াছিলেন। ৩৮—৪০। কোন সময়ে দীর্ঘ-শ্মশ্রু-জটাধারী ক্ষুৎপীড়িতাঙ্গ তীক্ষ্ণনখ বিভাণ্ডক ...মক মুনি, নদীতে স্নান করিতে যাইয়া দূর ...হইতে কোন তরুণী কামিনীকে দেখিয়াছিলেন, ...তে তাঁহার রেতঃ স্খলন হয়। সেই রেতঃ জলে পতিত হইলে, দৈববশতঃ এক মৃগী তাহা পান করিয়াছিল। তাহাতে ঐ মৃগীর গর্ভে বিভাণ্ডকের এক শৃঙ্গবিশিষ্ট মৃগপুত্র জন্মিয়া-ছিল। বিভাণ্ডক-মুনি তাঁহাকে রক্ষিত, বর্দ্ধিত ও মুনির ন্যায় সংস্কৃত করিয়া পরে বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। ঐ ঋষ্যশৃঙ্গ নামক মুনি-কুমার সর্ব্বদা শান্ত, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, শুদ্ধ ও ব্রহ্মচারী ছিলেন এবং শাক ও পিণ্যাকভোজী, পিতা হইতে ভীত সংযমশীল, বেদাধ্যয়ন-শীল, নিত্যজপকারী এবং স্ত্রীবিলাসে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। অনন্তর একদা রাজশ্রেষ্ঠ লোমপাদ নৃপতি অনাবৃষ্টি-উপশমের নিমিত্ত গণিকাগণ কর্ত্তৃক নানাবিধ ছল ও মায়া দ্বারা প্রলোভিত করিয়া নিজরাজ্যে ঋষ্য-শৃঙ্গকে আনয়ন করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি ঐ ঋষ্যশৃঙ্গমুনি বিধ্বস্তপুণ্য নিঃশঙ্ক ও ভাব-সংযুক্ত হইয়া মুনির ন্যায় যথাবিধানে ঐ বারাঙ্গনাদিগকে পূজা করিয়াছিলেন। ৪১—৪৯। মহামুনি ভরদ্বাজ পুত্রের সহিত সুস্বরে বেদ-অধ্যয়ন করিতেছিলেন। এমন সময়ে যব-ক্রীত নামক এক ব্যক্তি পরাবসুর তরুণী-ভার্য্যাকে গহনবনে স্ত্রীভাবে প্রার্থনা করিয়াছিল। অনন্তর ক্রূর ও মানী রৈভ্যঋষি তাহা জানিতে পারিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া আপনার জটা ছেদন-পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতে রাক্ষসান্বিত এক কৃত্যা উৎপন্ন হয়। তিনি তাহাকে "যবক্রীতকে গ্রাস কর" বলিয়া প্রেরণ করেন। তদনন্তর সেই কৃত্যা পরা-বসুর পত্নীর সদৃশ মনোহর রূপ ধারণ করিয়া যবক্রীতকে বলিল, এস আমার সহিত পুনর্ব্বার ক্রীড়া কর। অগ্নিশালায় অবস্থিত যবক্রীতকে

বনে জঘান কুপিতঃ শূলহস্তশ্চ রাক্ষসঃ
ততো বৃদ্ধঃ পিতা তস্য সম্প্রাপ্তস্তমপশ্যত ॥ ৫৪
মৃতং পুত্রং ততঃ ক্রোধাদ্দর্শয়ন্ মিত্রমেব হি।
রৈভ্যস্ত্বং মিত্রপুত্রঘ্নং স্বপুত্রো মারয়িষ্যতি ॥ ৫৫
এতাবদুক্ত্বা স মুনির্বহ্নিং প্রজ্বাল্য কাননে।
দদাহ দেহং পুত্রস্য স্বশরীরঞ্চ দুঃখিতঃ ॥ ৫৬
ততস্তু নৃপতিং যজ্ঞে যাজয়িত্বা পরাবসুঃ।
কৃতাহারো যযৌ রুষ্টঃ স্বগৃহন্তু নিশামুখে ॥ ৫৭
এতস্মিন্নন্তরে রৈভ্যঃ সন্ধ্যাং মত্বা সমাগতঃ।
বৃক্ষগুল্মলতামধ্যাদ্ঘোররূপাদ্গিরেস্তটাৎ ॥ ৫৮
ততোঽন্ধকারে রৈভ্যন্তু কৃষ্ণসারস্য চর্ম্মণা।
গৃহীতাঙ্গং ততো দৃষ্ট্বা কাণ্ডৈর্বিব্যাধ দারুণৈঃ ॥ ৫৯
মৃগভ্রান্ত্যা চ তং হত্বা রাত্র্যাং দগ্ধ্বা পরাবসুঃ।
প্রভাতে যজ্ঞভূমিন্তু গত্বা ভ্রাত্রে ন্যবেদয়ৎ ॥ ৬০
ভো ভ্রাতস্তাত নিহতো ময়া ভ্রান্তেন কাননে।
প্রায়শ্চিত্তং করিষ্যামি যদি মাং প্রেষয়িষ্যসি।
নিশম্য পরাবসুনা ভ্রাত্রা চোক্তস্তু যত্র চ।
অহং বনং গমিষ্যামি ত্বদর্থং ত্বমিতো ব্রজ ॥ ৬
এতাবদুক্ত্বা বচনং গত্বা তপ্ত্বা মহৎ তপঃ।
ব্রহ্মহত্যাকৃতং পাপং নাশয়িত্বা ততঃ পুনঃ।
কদাচিদাগতো দৃষ্টো ভ্রাত্রা তেন মহাযশাঃ ॥
সম্প্রাপ্তে দক্ষিণাকালে দৃষ্টমাত্রস্তু ধিক্কৃতঃ।
রে রে দুর্জ্জান ভ্রাতঘ্ন কিংপ্রবিষ্টোঽসি গচ্ছ
ভ্রাতুস্তদ্বচনং শ্রুত্বা স তু মোহবশং গতঃ।
শ্রান্তো রাজজনৈর্ঘোরৈর্গৃহীতো জনসংসদি।
হন্যমানস্তু শুদ্ধাত্মা ন চ ক্রোধমুপেয়িবান্।
বদ্ধাঞ্জলিমুবাচেদমগ্নিমিন্দ্রং যমং তথা ॥ ৬
হতো যদি ময়া তাতো ভবন্তস্তর্হ্যনাগসঃ।
মাং দহধ্বমধর্ম্মজ্ঞং কৃতঘ্নং পাপপূরুষম্ ॥ ৬

এইরূপ কৌশলে বনে লইয়া যাইয়া সেই শূল-হস্ত কুপিত রাক্ষস তাহাকে বধ করিয়াছিল। তৎপরে যবক্রীতের বৃদ্ধ পিতা তাহাকে মৃতাবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তিনি কুপিত হইয়া স্বীয় মিত্র ও মিত্র-পুত্র-নাশক রৈভ্যকে স্বপুত্র যবক্রীতের মৃতদেহ দর্শন করাইয়া বলিলেন, তুমি তোমার নিজ পুত্র কর্ত্তৃক নিহত হইবে। এই কথা বলিয়া সেই মুনি দুঃখিত হইয়া বনমধ্যে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া নিজ দেহ ও পুত্রদেহ উভয়ই ভস্ম করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর পরাবসু নৃপতির যজ্ঞকার্য্য করিয়া আহারান্তে সন্ধ্যাকালে কুপিত হইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। এই সময়ে রৈভ্যমুনি, সন্ধ্যা সমাগত জানিয়া বৃক্ষ-গুল্ম-লতাকীর্ণ ঘোররূপ গিরিতট হইতে স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। পরাবসু কৃষ্ণসার-চর্ম্মে আচ্ছাদিতদেহ রৈভ্য মুনিকে অন্ধকারে দেখিয়া মৃগ ভ্রমে দারুণ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ৫০—৬০। তাঁহাকে বধ করিয়া পরাবসু রাত্রিতে দগ্ধ করিলেন। পর দিন প্রভাতকালে যজ্ঞ-ভূমিতে গমন করিয়া স্বীয় ভ্রাতাকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! আমি ভ্রমবশতঃ বন মধ্যে পিতাকে বধ করিয়াছি। অতএব যদি তুমি আ প্রেরণ কর, তবে আমি প্রায়শ্চিত্ত ক পরাবসু এইরূপ কহিলে পর, তাঁহার ভ্রা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, তোমার প্রায়শ্চি নিমিত্ত আমি বনে গমন করিব। তুমি এ যজ্ঞকার্য্য কর। এই কথা বলিয়া, তিনি ব গমনপূর্ব্বক উত্তম তপস্যা করিয়া ব্রহ্মহত্যাজ পাপ নাশ করত পুনর্ব্বার ভ্রাতৃসমীপে আ করিলেন। সেই সময়ে দক্ষিণাকাল উপ হইয়াছিল। ভ্রাতা পরাবসু সেই মহাত্ম দেখিবামাত্র ধিক্কার-সহকারে বলিলেন, পিতৃহন্তা! তুই কি নিমিত্ত এই যজ্ঞভূমি প্রবেশ করিয়াছিস্, শীঘ্র এখান হইতে প্র কর্। ভ্রাতার এই বাক্য শ্রবণমাত্র, সেই প বসুর ভ্রাতা মোহপ্রাপ্ত হইলেন। পরে সে রাজপুরুষেরা সেই সভামধ্যে শ্রান্ত মুনি-পু গ্রহণ করিয়া হনন করিতে প্রবৃত্ত হইল সেই বিশুদ্ধাত্মা কুপিত হন নাই। তখন সে মুনিপুত্র অগ্নি, ইন্দ্র ও যমের উদ্দেশে, কৃ এই কথা বলিতে লাগিলেন, আমি যদি আ পিতাকে বধ করিয়া থাকি, তবে আপনারা অধর্ম্মাচারী, কৃতঘ্ন এবং পাপাত্মা দগ্ধ করুন। তাহাতে আপনারা

লো চেৎ পীযূষধারাভিঃ প্লাবয়ধ্বঞ্চ তৎক্ষণাৎ ॥৬৮
র্দি দত্তং যদি হুতং গুরবস্তোষিতা যদি।
তেন সত্যেন তে সর্ব্বে পুনর্জীবন্তু মামকাঃ ॥ ৬৯
ততো দেবৈঃ প্রসন্নৈশ্চ পুণ্যৈরমৃতবিন্দুভিঃ।
ভরদ্বাজো যবক্রীতো রৈভ্যশ্চোত্থাপিতাঃ পুনঃ।
ততস্তে তাপসাঃ সর্ব্বে শঙ্কিতাশ্চাভবংস্তদা ॥ ৭০
গৌতমো ব্রহ্মচারী চ যোগধ্যানপরায়ণঃ।
ক্ষীণসংসারদোষশ্চ বনবাসী সুসংযতঃ ॥ ৭১
ততঃ কদাচিদিন্দ্রস্তু ভয়াচ্ছারদ্বতীসুতম্।
প্রেরয়ামাসাপ্সরসং তত্তশ্চালয়িতুং তপঃ ॥ ৭২
দৃষ্ট্বা তান্তু মুনেশ্চেতঃ প্রবিষ্টং কামজব্যথাম্।
বর্দ্ধিতাণি চোদ্ধূয় মুনেরগ্রে ববৌ মৃদু ॥ ৭৩
বসন্তঃ পুষ্পসঙ্ঘান্ ক্রমাংশ্চক্রে তদাশ্রমে।
নারী বস্ত্রাণি চাহর্ত্তুং মুনেরভিমুখং যযৌ ॥ ৭৪
নগ্নামপ্সরসং প্রেক্ষ্য তাঞ্চ দৃষ্ট্বা স তাপসঃ।

ররাম ক্ষুভিতো রেতঃ স্কন্নং দ্রোণ্যাং দধার চ ॥ ৭৫
তস্মাচ্চ কলশাজ্জাতো দ্রোণঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥৭৬
কদাচিদ্‌ব্রহ্মণো-বাক্যান্মার্ত্তণ্ডো ভগবান্ পুনঃ।
জজ্ঞে দেবেশ্বরো রাজা পৃথিব্যাং খেচরো বসুঃ ॥
চতুরাশ্রমরক্ষার্থং চচার পৃথিবীতলে।
মৃগয়াধর্ম্মশীলশ্চ সিংহ-ব্যাঘ্রাংশ্চ তস্করান্ ॥ ৭৮
মারয়ংশ্চাপি দুষ্টাংশ্চ রাজ্যস্য পরিপন্থিনঃ।
শ্যেনহস্তঃ শরী ধন্বী রথে ব্যোমচরে স্থিতঃ ॥৭৯
বসন্তে কামসন্তপ্তো দারেভ্যো দূরগো গৃহাৎ।
পালাশপুটগর্ভে তু রেতঃ স্কন্নমধারয়ৎ ॥ ৮০
পুটিকাং প্রদদৌ চাথ শ্যেনায় প্রতিকামিনে।
দারেভ্যো নেতুমাঘ্রাতুমযোধ্যাং পুত্রকামুকঃ ॥ ৮১
রাজাজ্ঞয়া ততঃ শ্যেনো জগাম নৃপতের্গৃহম্।
তাং চঞ্চুপুটগর্ভস্থাং পুটিকাং ধারয়ন্ খগঃ ॥ ৮২
অন্যেন পক্ষিণা দৃষ্টস্ততশ্চামিষগৃদ্ধিনা।
সমাহূতস্ততো যুদ্ধে পুটিকা যামুনে জলে ॥ ৮৩

হইবেন না। আর যদি আমি বধ না করিয়া থাকি, তাহা হইলে অবিলম্বে অমৃতধারা দ্বারা আপনারা প্লাবিত করুন। আমি যদি দান, হোম ও গুরুশুশ্রূষা যথাবিধানে করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই সত্য দ্বারা আমার এই সকল আত্মীয় পুনর্জ্জীবিত হউন। তদনন্তর দেবগণ প্রসন্ন হইয়া পবিত্র অমৃতবিন্দু দ্বারা ভরদ্বাজ, ভরদ্বাজপুত্র যবক্রীত ও রৈভ্য মুনিকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। তাহা দেখিয়া তাপস সমূহ তখন শঙ্কিত হইয়াছিলেন। ৬১—৭০। ব্রহ্মচারী এবং যোগ ও ধ্যানে নিষ্ঠাবান্ গৌতম মুনি, সংসারের যাবতীয় দোষ ক্ষয় করিয়া সুসংযত-চিত্তে বনবাসী হইয়াছিলেন। তাহার পর কোন সময়ে ইন্দ্র অত্যন্ত ভীত হইয়া, তাঁহার তপোভ্রংশের জন্য শারদ্বতী-পুত্রের নিকট এক অপ্সরাকে পাঠাইয়াছিলেন। সেই অপ্সরাকে দেখিয়া মুনির মন কামজ-ব্যথায় ব্যথিত হয়। এদিকে বসন্ত-প্রাদুর্ভাবে আশ্রমস্থ বৃক্ষ সকল পুষ্পিত হইল এবং মন্দ মন্দ বসন্ত-বায়ু সঞ্চারিত হইয়া অপ্সরার বস্ত্র সকল উড়াইয়া সেই মুনির সম্মুখে ফেলিল; অপ্সরাও নগ্নাবস্থাতেই সসম্ভ্রমে বস্ত্র সকল আহরণ করিতে মুনির সম্মুখে ধাবিত হইল। মুনিও সেই অপ্সরাকে নগ্না দেখিয়া ক্ষুভিতেন্দ্রিয় হইয়া তাহার সহিত সুরতক্রিয়া করিলেন। তাহাতে তাঁহার যে রেতঃ স্খলিত হইল, তাহা দ্রোণীতে ধারণ করিলেন। সেই শুক্রে কলস হইতে যে বালক জন্মিল, তিনিই সর্ব্বধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ দ্রোণ। কোন সময়ে ব্রহ্মার বাক্যে ভগবান্ দেবেশ্বর মার্ত্তণ্ড আবার পৃথিবীতলে আকাশচর (উপরিচর) বসু রাজা হইয়াছিলেন। সেই রাজা চতুরাশ্রম-রক্ষার্থ মৃগয়াধর্ম্মশীল হইয়া সিংহ, ব্যাঘ্র, তস্কর ও রাজ্যের পরিপন্থী দুষ্টদিগকে বিনাশ করত ধনুঃশর ধারণপূর্ব্বক শ্যেনপক্ষী হস্তে করিয়া আকাশগামী রথে বিচরণ করিতেন। এইরূপে অত্যন্ত দূরদেশে অবস্থান করাতে, স্ত্রী সকল নিকটে না থাকায়, বসন্তকালে একদা তিনি অত্যন্ত কামসন্তপ্ত হইয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার রেতঃস্খলন হয়। তিনি সেই রেতঃ পলাশপত্রপুটে ধারণ করেন। পরে পুত্রকামুক সেই রাজা সেই শুক্রটুকু পত্রপুটিকায় ধারণ করিয়া, স্ত্রীগণের আঘ্রাণের

পতিতং তচ্চ তদ্রেতঃ পীতং গিরিকয়া তদা।
দিব্যনার্য্যা মহামৎস্যা ব্রহ্মশাপাভিভূতয়া ॥ ৮৪
পশ্যতস্তস্য সা মৎসী তদা গর্ভভরালসা।
গৃহীতা জালবন্ধেন দাশরাজ্ঞ্যা সুপীবরা।
বিদারিতাপতদ্গর্ভাল্লেভে নৃমিথুনং নৃপঃ ॥ ৮৫
ততঃ করার্থং বসবে মৎস্যোদরবিনির্গতম্।
কুমারং প্রদদৌ দাশো মহারত্বং মহর্দ্ধিমৎ ॥ ৮৬
ততঃ স্ববীর্য্যসম্ভূতং রাজোপরিচরো বসুঃ।
দাশাৎ প্রাপ্য চ সংস্কৃত্য স্বীয়রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ
দাশরাজ্ঞ্যা ততঃ কন্যা দুহিতা বর্দ্ধিতা গৃহে ॥ ৮৮
পিতৃকন্যা তু মার্ত্তণ্ডী যমুনা যোগিনী নদী।
কলিন্দগিরিজা দেবী দিব্যনীলাব্জসন্নিভা ॥ ৮৯
বিভ্রতী মানুষং রূপং শাক্ত্রেয়স্য মুনেঃ কৃতে।

নিমিত্ত দূতস্বরূপ শ্যেনের মুখে অযোধ্যায় স্ত্রীগণের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। শ্যেন পক্ষীও রাজার আদেশে সেই পুটিকা চঞ্চুপুটে ধারণ করত রাজার গৃহাভিমুখে ধাবিত হয়। হে মুনে! পথিমধ্যে অন্য এক শ্যেন পক্ষী রেতঃ-পুটিকাকে মাংস বিবেচনা করিয়া সেই শ্যেনকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করে; তাহাতেই সেই পুটিকা হইতে রেতঃ বিগলিত হইয়া জলে পতিত হয়। ব্রহ্মশাপাভিভূতা মহামৎস্যরূপিণী গিরিকা নাম্নী কোন এক স্বর্গীয় রমণী সেই রেতঃ পান করে; তাহাতে তাহার গর্ভ হয়। মৎসী জালে ধৃত হইয়া পীবরা দাশরাজ-মহিষী কর্ত্তৃক ছেদিতা হইলে, তাহার গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা হয়। দাশরাজ করস্বরূপে সেই মৎস্যোদরজাত বালককে উপরিচর বসুকে প্রদান করে; তাহাতেই বসু রাজা মহাসমৃদ্ধিশালী মহারত্নস্বরূপ স্ববীর্য্যজাত পুত্রকে প্রাপ্ত হন। তিনি দাশ-রাজের নিকট সেই বালককে প্রাপ্ত হইয়া সংস্কার করত স্বীয় রাজ্যে তাহাকে অভিষিক্ত করেন। ওদিকে সেই কন্যা দাশরাজের গৃহে প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সেই কন্যা কিন্তু কলিন্দপর্ব্বতজা নীলপদ্মনিভবর্ণা যোগিনী মার্ত্তণ্ড-কন্যা যমুনা নদী; শক্ত্রিপুত্র পরাশরের

কৃতনামা তু দাশেন সত্যা সত্যবতীতি চ ॥ ৯০
পরাশরস্তু শাক্ত্রেয়স্তাং দৃষ্ট্বাথ পুনঃ ক্ষমী।
নীলোৎপলনিভাং দৃষ্ট্বা যমুনাং পুণ্যবাহিনীম্ ॥ ৯১
চক্রে মনসি ভাবন্তু তরুণী স্যাদ্যদীদৃশী।
কাময়ানা সমাং ক্রীড়াং করোমি সকৃদেব হি ॥ ৯২
ইন্দ্রস্তন্মতমাজ্ঞায় কালিন্দীমব্রবীদ্বচঃ।
মুনেস্তু যদভিপ্রেতং তৎ কুরুষ মহানদি ॥ ৯৩
তথেতি সা প্রতিজ্ঞায় প্রবিষ্টা যোগমায়য়া।
মৎসীগর্ভস্ততো জাতো ভ্রাত্রা মৎস্যেন সংযুতা।
মৎস্যদেশেঽভবন্মৎস্যো রাজা রাজ্ঞো বসোঃ সু[illegible]
যমুনা দাশকন্যা তু পিতুর্বচনকারিণী।
তস্মিংস্তু যামুনে তোয়ে নাবং বাহয়তে সদা ॥ ৯[illegible]
ততঃ কদাচিন্মুনিনা সা দৃষ্টা প্রার্থিতা সতী।
দত্ত্বা বরাণাস্তু শতং দুর্লভং যৎ সুরৈরপি ॥ ৯[illegible]
শরীরে দিব্যসৌরভ্যং কন্যাত্বং পুনরেব হি।
যথেচ্ছয়া তথা ভুক্তা সৃষ্ট্বা নীহারমন্দিরম্ ॥ ৯[illegible]

জন্য মানুষরূপ ধারণ করিয়া দাসগৃহে সত্যব[illegible] নামে প্রথিত হইয়াছিলেন। ৭১—৯০। [illegible] সময়ে ক্ষমাশীল শক্ত্রিপুত্র পরাশর নীলো[illegible] পলনিভা পুণ্যবাহিনী যমুনা নদীকে [illegible] করিয়া, মনে করিয়াছিলেন যে, যদি ই[illegible] ন্যায় অথচ অনুরাগবতী যুবতী হয়, [illegible] তাহার সহিত একবার ক্রীড়া করি। [illegible] মুনির অভিলাষ জানিতে পারিয়া; [illegible] নদীকে বলেন, হে মহানদি! তুমি মুনির ম[illegible] মত কার্য্য কর। যমুনাও "যে আজ্ঞা" [illegible] প্রতিজ্ঞা করত যোগমায়া অবলম্বন-পূর্ব[illegible] মৎসীর গর্ভে প্রবেশ করেন, তাহাতেই [illegible] মৎস্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া উভয়ে জন্ম[illegible] করেন। সেই বালক উপরিচর বসুর [illegible] মৎস্যদেশে রাজা হন, আর সেই দাশ[illegible] সত্যবতী পিতার আদেশে সেই দেশেই [illegible] নাতে নৌকা বাহিত করেন। তারপর [illegible] সময়ে পরাশর তাঁহাকে দেখিয়া প্রার্থনা ক[illegible] এবং শরীরে দিব্য সৌরভ ও চিরক[illegible] প্রভৃতি দেবদুর্লভ শত শত বর দেন। [illegible] সেই সময়ে নীহারমন্দির সৃজন করিয়া [illegible]

ব্যাসঃ সংপাদিতঃ পুত্রো যোগী তেন মহাত্মনা।
তথা চ ভগবান্ ব্যাসো দেবানাঞ্চ হিতায় চ ॥ ৯৮
ক্ষত্রিয়স্য মৃতস্যাপি ভ্রাতৃদারেষু সঙ্গতঃ।
ত্রীন্ পুত্রান্ জনয়ামাস ধৃতরাষ্ট্রমুখাংস্ততঃ ॥ ৯৯
শুকং পুত্রমরণ্যাঞ্চ নির্ম্মথ্য চাগ্নিনা সহ।
উৎপাদয়ামাস মুনির্যোগিনাং প্রভুরব্যয়ঃ ॥ ১০০
শুকশ্চ চতুরঃ পুত্রান্ জনয়ামাস যোগিনঃ ॥ ১০১
গৌরবং কপিলং কৃষ্ণং তথা নীলঞ্চ তাপসম্।
যোগাচার্য্যা মহাত্মানস্ত্বেকা কন্যা চ ভামিনী ॥ ১০২
কপালমালানদ্ধাঙ্গঃ পূর্ব্বং বামশিরা মুনিঃ।
নাগলোকং জগামাশু খড়্গং হর্ত্তুং কৃতোদ্যমঃ।
সর্ব্ববিদ্যাধরাণাঞ্চ যেন স্যাদ্রাজসত্তমঃ ॥ ১০৩
নাগস্য ভবনং শোষ্য হোম-জাপ্য-সমাধিভিঃ।
যন্ত্রৈঃ শঙ্কুভিঃ সূত্রৈঃ পঞ্চরঙ্গৈঃ শরৈস্তথা ॥
মন্ত্রশক্ত্যা পাতালে দহ্যমানে তু পন্নগৈঃ।
দীয়মানে ভয়াৎ খড়্গো বেশ্যয়া বঞ্চিতোঽপি সঃ
অপরাজিতমন্ত্রস্তু দর্শয়িত্বা মনোহরম্ ॥ ১০৬
নগ্নাং তাং তরুণীং দৃষ্ট্বা পীনশ্রোণিপয়োধরাম্।
কিং খড়্গেনেতি সঞ্চিন্ত্য ঘৃতপূর্ণাং স্রুচং জহৌ ॥
পূর্ণাহুতিমদত্ত্বা তু ব্যুত্থিতঃ ক্ষুভিতেন্দ্রিয়ঃ।
নাগদাসীং ততঃ প্রাপ্য চিক্রীড় চ জহাস চ ॥ ১০৮
ততো রতান্তে নির্দ্দগ্ধঃ শত্রুভিঃ পন্নগৈঃ ক্ষণাৎ।
তুষ্টৈর্বিগতসন্ত্রাসৈর্নার্য্যা সংরক্ষিতৈরপি ॥ ১০৯
ইতি পরমমৃষীণাং মন্মথক্ষোভিতানাং
চরিতমিদমশেষং বর্ণিতং বো ময়াদ্য।
প্রথমকথিতকীর্ত্তির্যত্র দগ্ধো মহাত্মা
তদনু কথিতশিষ্টো বর্ণিতো বামদেবঃ ॥ ১১০

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং
মদনমাহাত্ম্যবর্ণনে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
ক্ষত্রিয়ো গাধিপুত্রস্তু বিশ্বামিত্রো মহামনাঃ।
বশিষ্ঠস্য মুনের্লক্ষ্মীং দৃষ্ট্বা সন্তপ্তমানসঃ ॥ ১

স্ত্রীকে যথেচ্ছ উপভোগ করেন; তাহাতেই যোগী পুত্র ব্যাসদেব উৎপন্ন হন। সেই ব্যাসও আবার মৃত ক্ষত্রিয়-ভ্রাতার পত্নীতে ধৃতরাষ্ট্র-প্রমুখ তিন পুত্র সেইরূপে উৎপাদন করেন। আবার তিনি অগ্নির সহিত অরণী মন্থন করিয়া অরণীতে শুকনামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। শুকদেব যোগী, প্রভু ও অব্যয়। গৌরব, কপিল, কৃষ্ণ ও নীল নামে শুকদেবের চারি পুত্র হয়, তাঁহারা সকলেই যোগী, যোগাচার্য্য ও মহাত্মা। শুকের এক কন্যাও হইয়াছিল, তাহার নাম ভামিনী। পূর্ব্বকালে বামশিরা নামক মুনি কপালমালা পরিধানপূর্ব্বক উদ্যম করত খড়্গ হরণ করিতে পাতালে গমন করেন। সেই খড়্গ লাভ করিলে সমস্ত বিদ্যাধরের রাজা হওয়া যায়। তিনি হোম, জপ, সমাধি, পঞ্চরঙ্গ সূত্র, যন্ত্র, শঙ্কু, শর ও তন্ত্র-মন্ত্রে পাতাল শোষণ করিলেন; এইরূপে পাতাল দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে নাগগণ তাঁহাকে খড়্গ দিলেও তিনি বেশ্যা দ্বারা মনোহর অপরাজিত মন্ত্রে বঞ্চিত হইলেন। সেই পীনশ্রোণিপয়োধরা তরুণীকে নগ্না দেখিয়া, "খড়্গে আর আবশ্যক কি?" মনে করিয়া, অত্যন্ত ক্ষুভিতেন্দ্রিয় হওয়ায় পূর্ণাহুতি না দিয়াই ঘৃতপূর্ণ স্রুচহোম করিলেন আর সেই নাগ-দাসীকে লাভ করিয়া, অত্যন্ত ক্রীড়া করিলেন এবং হাস্য করিতে লাগিলেন। পরে রতিক্রিয়ার পর ত্রাসহীন তুষ্ট সর্পরূপ শত্রু সকল, তাহাদের স্ত্রীগণ নিবারণ করিলেও, তাঁহাকে দগ্ধ করিল। হে ঋষিগণ! কামবাণ-ব্যথিত ঋষিদিগের এই পরমচরিত আপনাদিগের নিকট অদ্য নিঃশেষরূপে আমি বর্ণন করিলাম। এই চরিত্রবর্ণন-প্রসঙ্গে সর্ব্ব প্রথমেই মহাত্মা কামদেবের ভস্ম হওয়ার বিষয় বর্ণন করা হইয়াছে। যাহা হউক, এই বর্ণনা-প্রসঙ্গও একমাত্র মহাদেবের মহাত্ম্য-কথন মাত্র ।৯১—১১০

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—উন্নতমনা ক্ষত্রিয় কুলোৎপন্ন গাধিরাজতনয় বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ-মুনির

দীক্ষিতো ব্রাহ্মণত্বায় ত্রৈলোক্যক্ষোভণায় চ।
সংশুষ্কাঙ্গস্তপস্বী চ দৃষ্ট্বা দেবৈশ্চ বঞ্চিতঃ॥ ২
বিজনে মেনকাং নারীং তয়া স কিল মোহিতঃ।
জড়োন্মত্তস্বরূপোঽভূৎ কামরাগবশীকৃতঃ॥ ৩
তথা শুম্ভ-নিশুম্ভৌ চ দুর্জ্জয়ৌ দেব-দানবৈঃ।
অন্যোন্যেন হতৌ মোহাদ্দৃষ্ট্বা গোপেন্দ্রকন্যকাম্॥
তৎপুত্রাবসুরৌ ঘোরৌ তথা সুন্দোপসুন্দকৌ।
অবধ্যৌ সর্ব্বভূতানাং দৃষ্ট্বা নারীং তিলোত্তমাম্॥
মমেয়ং ন তবৈবৈষা ইত্যুক্ত্বা যুদ্ধলালসৌ।
অন্যোন্যেন হতৌ মোহাৎ কামরাগবশানুগৌ॥
ইন্দ্রলোকোপমং রাজ্যমৈক্ষ্বাকঃ প্রাপ্য দণ্ডকে।
সূর্য্যপ্রভাঞ্চ শুক্রস্য বশয়িত্বা সুতাং প্রিয়াম্॥ ৭
সরাষ্ট্রঃ সপুরো দগ্ধো দণ্ড্যঃ শুক্রেণ দুর্জ্জয়ঃ।
ঘোরেণ পাংশুবর্ষেণ দিনৈঃ সপ্তভিরেব চ॥ ৮

ঐশ্বর্য্য দর্শন করত মনে মনে অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভের নিমিত্ত ত্রৈলোক্য ক্ষুব্ধ করত ঘোরতর তপস্যায় দীক্ষিত হইয়াও, ঐ অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট তপস্বী দেবতাগণ-কর্তৃক বঞ্চিত হইয়া, নির্জ্জন বন মধ্যে মেনকানাম্নী স্ত্রীকে অবলোকন করত তৎকর্তৃক মোহিত হইয়া জড় এবং উন্মত্তের ন্যায় হইলেন ও অতিশয় কামের বশীভূত হইলেন। এই প্রকার দেবতা এবং দানবগণ-কর্তৃক দুর্জ্জেয় শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই জন অসুর গোপরাজতনয়া চণ্ডিকাকে দর্শন করিয়া, মোহপ্রযুক্ত পরস্পরে যুদ্ধ করত দুই জনেই নষ্ট হইলেন। সেইরূপ সকল ভূতের অবধ্য শুম্ভ-নিশুম্ভ-পুত্র অতি বলবান্ সুন্দ উপসুন্দ নামে দুই অসুর তিলোত্তমা স্ত্রীকে অবলোকন করিয়া, "এই স্ত্রী আমার তোমার নহে" এই বলিয়া, পরস্পরে যুদ্ধ করত কামাসক্ত হইয়া দুই জনেই বিনষ্ট হইলেন। ঐক্ষ্বাক নামক এক রাজা দণ্ডকারণ্য মধ্যে ইন্দ্রলোক-সদৃশ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া, শুক্রাচার্য্যের প্রিয়-কন্যা সূর্য্যপ্রভাকে বশীভূত করত, অন্যের অজেয় হইলেও দণ্ডার্হ হইয়া শুক্রাচার্য্য কর্তৃক রাজ্য ও পুরের সহিত দগ্ধ হইলেন, এবং সাত দিন ব্যাপিয়া ঐ স্থানে পাংশু বর্ষণ

অদ্যাপি দণ্ডকারণ্যং নির্বৃক্ষতৃণমানুষং॥ ৯
ইতি কঠিনমতীনাং ধার্ম্মিকাণামৃষীণাং
চরিতমিহ পুরাণে বর্ণিতং তে ময়াদ্য।
সকলনৃপতিমুখ্যো যত্র গাধিঃ সপুত্র-
স্তদনু দিতিজপুত্রো কীর্ত্তিতো কীর্ত্তিমন্তৌ।
রাবণশ্চাঞ্জনশ্যামো দশবক্ত্রো ভয়ানকঃ।
বিংশত্যা চ ভুজৈর্যুক্তশ্চতুষ্পাচ্চ জগজ্জয়ী।
পুষ্পোৎকটায়াঃ পুত্রস্তু মুনের্বিশ্রবসঃ সুতঃ॥ ১১
ইন্দ্রং জিত্বা চ বদ্ধা চ ক্ষিপ্তবান্ দুর্গপঞ্জরে।
মেঘনাদস্য শক্ত্যা তু শ্যেনং শাকুনিকো যথা॥ ১২
লব্ধা ত্রৈলোক্যরাজ্যন্তু দিব্যাশ্চ বিবুধস্ত্রিয়ঃ।
তারুণ্য-গর্ব্বসৌভাগ্য-লাবণ্যৈশ্চ সমন্বিতাঃ॥ ১৩
ময়স্য তনয়াং প্রাপ্য ভার্য্যাং মন্দোদরীমপি।
তথা চ পরনারীণাং লম্পটঃ কামমোহিতঃ॥ ১৪
মন্মথে তু গতে নাশং প্রজাপতিসুতা রতিঃ।

হইতে লাগিল। অদ্যাপি ঐ দণ্ডকারণ্যের সমস্ত স্থান বৃক্ষ এবং তৃণরহিত হইয়া রহিয়াছে। আমি আজ তোমার নিকট অতি সুবুদ্ধি ধার্ম্মিক ঋষিদিগের চরিত্র এই পুরাণে বর্ণন করিলাম; যে পুরাণে সকল রাজার শ্রেষ্ঠ সপুত্র গাধি, তাহার পর, অতি কীর্ত্তিমত্ত দুইজন অসুর-পুত্রের কীর্ত্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে।১—১০। যাহার দশটী বক্ত্র, বিংশতি হস্ত, চারিটী চরণ, যিনি সমস্ত জগৎ জয় করিয়াছিলেন, সেই পুষ্পোৎকটা-পুত্র, বিশ্রবা মুনির সুত, উৎকৃতি, অঞ্জনের ন্যায় শ্যামবর্ণ রাবণ ইন্দ্রকে জয় করিয়া বদ্ধ করত স্বীয় দুর্গরূপ পঞ্জর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। যেরূপ পক্ষি-ধারী ব্যাধ শ্যেন-পক্ষীকে আশ্রয় করিয়া, পক্ষী সকলকে লাভ করে, সেইরূপ রাবণ স্বকীয় পুত্র মেঘনাদের বলে ত্রৈলোক্য-রাজ্য এবং যুবতী, গর্ব্বান্বিতা, সৌভাগ্যশালিনী ও লাবণ্যযুক্তা, পরম রূপবতী দেবতাদিগের স্ত্রীগণ লাভ করিয়াছিলেন। সেই রাবণ, ময়দানব-তনয়া মন্দোদরী নাম্নী ভার্য্যাকে লাভ করিয়াছিলেন। তথাপি কামমোহিত হইয়া পরস্ত্রীর কামুক হইতেন। প্রজাপতি-সুতা রতি, কামদেব

ভূয়ো ময়স্য গেহে তু জাতা জগতি সুন্দরী ॥ ১৫
হৃতা সা শম্বরেণাথ তয়া স কিল বঞ্চিতঃ ॥ ১৬
নারীং দারুময়ীং কৃত্বা দিব্যালঙ্কারভূষিতাম্।
আত্মনঃ সদৃশীং যোগান্নির্জীবাং জীবয়ন্নিব ॥ ১৭
তত্র সা ব্রহ্মবাদিন্যা রত্যা সম্প্রেষিতা সতী।
পাঞ্চালিকা ততো দৈত্যং শম্বরং কামমোহিতম্ ॥
প্রক্রীড়য়ামাস শনৈর্নিশাসু দিবসেষু চ।
মায়াবতীং তাদৃশীঞ্চ ততো হর্ত্তুং দশাননঃ ॥ ১৯
জগাম বিবরং ভূমের্বিদার্য্য সুমহাবলঃ।
শম্বরস্য গৃহং যত্র নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ২০
পাতালে দিব্যরত্নাঢ্যং স্বর্গাদষ্টগুণং মহৎ।
প্রবিষ্টমাত্রস্তত্রাসৌ ময়মায়াসমুদ্ভবৈঃ ॥ ২১
বদ্ধশ্চ বিবিধৈঃ পাশৈস্তত্র মেষৈশ্চ পীড়িতঃ।
বজ্রলেপপ্রলিপ্তে তু মার্গে মগ্নস্তু দারুণে ॥ ২২
পুনঃ কৃতে মহামন্ত্রৈর্ব রৈর্লব্ধৈর্ময়েন বৈ।
সৈন্যৈ অত্র প্রহস্তাদ্যা নিমগ্না বজ্রকর্দ্দমে ॥ ২৩
নানাশস্ত্রৈর্বিভিন্নোঽসৌ দিব্যৈর্লৌহময়ৈর্নরৈঃ।
দণ্ডিভির্দ্বারপালৈশ্চ তথা গিরিময়ৈর্হতঃ ॥ ২৪
তচ্ছ্রুত্বা দুঃখশোকার্ত্তা ততো মন্দোদরী ভয়াৎ।
পিতরং শ্রাবয়ামাস ভর্ত্তুর্দৌঃশীল্যচাপলম্ ॥ ২৫
ততো ময়েন তুষ্টেন মায়া কাচিদ্বিনির্ম্মিতা।
তয়া লেপৈর্বিনির্ম্মুক্তঃ সসৈন্যো রাবণস্তদা ॥ ২৬
সমাশ্বস্তোঽথ সব্রীড়স্তৃষিতস্তু বুভুক্ষিতঃ।
উক্তস্তয়া সাবহাসং সমাভাষ্যাথ মন্দধীঃ ॥ ২৭
রাবণেন্দ্রমুখং কিং তে দশপন্নগসন্নিভম্।
চত্বারশ্চরণাস্তে বৈ পশুকল্প পশোরিব ॥ ২৮
কিমিদং রূপ-সৌন্দর্য্যং তব কুৎস্নং পিশাচবৎ।
কথং দেবৈরলভ্যাং মামপহর্ত্তুং ত্বমাগতঃ ॥ ২৯
যস্যাস্তি নারী স্বগৃহে স কিমর্থং নিশাচর।

বিনষ্ট হইলে, পুনর্ব্বার ময়দানবগৃহে ত্রিজগৎ মধ্যে পরম রূপবতীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে শম্বরাসুর তাঁহাকে হরণ করিল; কিন্তু তিনি আপনার অনুরূপ এক দারুময়ী নারী প্রস্তুত করিয়া, তাহাকে দিব্যালঙ্কারে বিভূষিত করত ঐ নির্জ্জীব দারুময়ী কন্যাকে যোগবলে যেন সজীব করিয়া, তাহাকে বঞ্চনা করিলেন। পরে ব্রহ্মবাদিনী রতি সেই দারুময়ী স্ত্রীকে প্রেরণ করিলে, মায়ারূপিণী পঞ্চালরাজতনয়া কামমোহিত শম্বরাসুরকে অল্পে অল্পে দিবারাত্র ক্রীড়া করাইতে লাগিলেন। পরে মহাবলপরাক্রান্ত দশানন, ঐ নারীকে মায়াবতী বিবেচনা করিয়া, তাহাকে হরণ করিবার নিমিত্ত, যে পাতাল মধ্যে বিশ্বকর্ম্মা দিব্য রত্নযুক্ত, স্বর্গ হইতে অষ্টগুণ সুখজনক, শম্বরাসুরের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ঐ পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাবণ, সেই স্থানে প্রবেশ করিবামাত্র ময়মায়াসম্ভব বিবিধ পাশে বদ্ধ হইয়া, মায়া-সমুৎপন্ন মেষ দ্বারা পীড়িত হইতে লাগিলেন। পরে বজ্রলেপ-প্রলিপ্ত মার্গ মধ্যে মগ্ন হইয়া, ময়দানব-লব্ধ শ্রেষ্ঠ মহামন্ত্র দ্বারা বিদারিত হইলেন এবং প্রহস্ত প্রভৃতি রাবণের সৈনিকগণ সেই বজ্র-কর্দ্দম মধ্যে নিমগ্ন হইল। পরে লৌহময় দিব্য নর সকল নানাপ্রকার শস্ত্র দ্বারা রাবণকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল এবং পাষাণময় দণ্ডধারী দ্বারপালগণ আঘাত করিতে লাগিল। পরে মন্দোদরী এই সকল বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, দুঃখ এবং শোকে পীড়িত হইয়া ভর্ত্তার দুঃশীলতা ও চাঞ্চল্য সভয়ে পিতাকে শ্রবণ করাইলেন। পরে ময়দানব, কন্যার উপর তুষ্ট হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় মায়া সৃজন করিলেন। সসৈন্য রাবণ ঐ মায়া দ্বারা বজ্রলেপ হইতে তৎকালে মুক্তিলাভ করিলেন। ১১—২৬। ময়দানব, রাবণকে আশ্বাস প্রদান করিলে, রাবণ অতিশয় লজ্জিত হইলেন। পরে মায়াবতী তৃষ্ণায় ও ক্ষুধায় কাতর মন্দবুদ্ধি রাবণকে উপহাসপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—ওহে রাবণ! তুমি রাজা, কিজন্য তোমার দশ প্রকার সর্পের ন্যায় দশটী বদন! ওহে পশুকল্প! কিজন্যই বা তোমার পশুর ন্যায় চারিটী চরণ! কিজন্যই বা পিশাচের ন্যায় তোমার এইরূপ সৌন্দর্য্য! দেবতারাও আমাকে লাভ করিতে সমর্থ নহে, অতএব কিজন্য তুমি আমাকে হরণ করিবার নিমিত্ত আগমন

লুব্ধঃ স্যাৎ পরনারীষু পাপবুদ্ধিরচেতনঃ ॥ ৩০
ক্বাপি বা পরনারীষু কো বিশেষস্তু বিদ্যতে।
পরনারীষনায়ুষ্যং গমনে পাপচেতসাম্ ॥ ৩১
শরীরাবয়বানাস্তু যেষাং সঞ্জায়তে স্পৃহা।
ছিন্নাস্ত এব সন্ত্রাসং কুর্ব্বন্তি রুধিরোক্ষিতাঃ ॥৩২
যেনেহ চায়ুষঃ শেষো জীবিতস্য চ নান্যথা।
রজসা চাভিভূতানাং স্ত্রীণাস্তু মনসঃ প্রিয়ম্ ॥৩৩
যচ্ছরীরস্তু নারীণাং তরুণীনাং মনোরমম্।
তদেব দৃষ্ট্বা কুণপং ত্রাসাৎ সঞ্জায়তে মতিঃ ॥ ৩৪
দর্দ্দূরস্য ভবে ব্যাপ্তে বিনিষ্ক্রান্তস্য কুৎসিতম্।
উত্তানোচ্ছুনদেহস্য তাদৃশস্য কৃতে হি কিম্ ॥ ৩৫
নরাঃ কুর্ব্বন্তি পাপস্তু দোষাংশ্চৈব তথাত্মনঃ।
অণুমাত্রং সুখং পুংসাং পরদারসমাগমে ॥ ৩৬
তদেব পরিণামেন দুঃখং পর্ব্বতসন্নিভম্।
অহোবত ন জানন্তি নরা নার্য্যশ্চ দারুণম্ ॥ ৩৭
পরিণামে মহদ্দুঃখং তদাত্বে চ সুখং লঘু।
তৎ কর্ত্তব্যং প্রযত্নেন নরৈর্দুঃখং মহাত্মভিঃ ॥৩৮
পশ্চাত্তাপো ন যেন স্যান্ম্রিয়মাণস্য দেহিনঃ।
গচ্ছ মা সাহসং কার্ষীঃ শঙ্কিতব্যাঃ স্ত্রিয়ঃ সদা ॥
যেষান্তকাগ্নিপাতাল-বিষসর্পাসিসন্নিভাঃ।
স্ত্রিয়ো মায়াসহস্রাণি জানন্তি জড়চেতনাঃ ॥ ৪০
গুরবঃ কিতবা নার্য্যো নরাশ্চ পিশিতপ্রিয়াঃ।
মায়োপজীবনা নিত্যং এতাঃ কো বঞ্চিতুং ক্ষমঃ
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বিবরান্নির্যযৌ ততঃ।
রাবণো মন্দবুদ্ধিস্তু বিচরন্ পৃথিবীতলে ॥ ৪২
কন্যামাঙ্গিরসস্যাথ পুনর্বেদমতীং ততঃ।
চর্ম্মচীরধরাং দৃষ্ট্বা কেশবার্পিতমানসাম্ ॥ ৪৩
হৃদ্যাং রূপবতীং রম্যাং নিয়তাং ব্রহ্মচারিণীম্।
অনিচ্ছমানাং রুদতীং স্বয়ংগ্রাহাদধর্ষয়ং ॥ ৪৪

করিলে? হে নিশাচর! যে ব্যক্তির স্বীয় সদনে স্ত্রী বর্ত্তমান থাকে, সেই পাপবুদ্ধি অচেতন হইয়া কিজন্য পরনারীতে লোভ করে? স্বীয় স্ত্রী অপেক্ষা পরনারীতে কোথাও বিশেষ নাই। পাপচিত্ত ব্যক্তিদিগের পরনারী গমনে কেবল আয়ুঃক্ষয়ই হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তির শরীর বা অবয়ব সতত কাম বিষয়ে অবস্থান করে, তাহারা ছিন্ন এবং রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া, কেবলমাত্র ভয়কেই উৎপাদন করিয়া থাকে; যেহেতুক শুক্রই আয়ুঃ ও জীবন, তাহা না থাকিলে, আয়ুর শেষ এবং জীবনের ক্ষয় হইয়া থাকে। রজোগুণাভিভূত স্ত্রীদিগের ইহাই মনের অভিলাষ। যুবতী স্ত্রীদিগের যে মনোহর শরীর কোন সময়ে তাহাকে নির্জ্জীবাবস্থায় দর্শন করিলেই ভয় উৎপন্ন হয় ও তাহা হইতে মৃত্যু হয়। কৃমি প্রভৃতির উৎপত্তিস্থান এই সংসার মধ্যে বিনিষ্ক্রান্ত, ঊর্দ্ধমুখ সশোথ-দেহযুক্ত মণ্ডূকের দেহের ন্যায় কুৎসিত যোনিতে ফল কি? মনুষ্য সকল পাপ করিয়া থাকে, তজ্জন্য আপনার বহুতর দোষ জন্মায়। পুরুষদিগের পরস্ত্রী সমাগমে অণুমাত্র সুখ হয়, কিন্তু তাহাতেই পরিণামে পর্ব্বতোপম দুঃখ উৎপন্ন হয়। নর ও নারী সকল ইহা জানিতে পারে না, ইহাই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। পরিণামে যে দুঃখ, তদপেক্ষা ইহকালের সুখ অতি অল্প, অতএব মহাত্মা ব্যক্তি কর্ত্তৃক তপঃপ্রভৃতি দুঃখজনক কর্ম্মই কর্ত্তব্য। যেহেতু পরে মরণ সময়ে দেহীদিগের কিছুমাত্র সন্তাপ জন্মায় না। এক্ষণে তুমি গমন কর, আর সাহস করিও না। সর্ব্বদা স্ত্রীলোককে শঙ্কা করিও। হে রক্ষঃ! স্ত্রীলোকেরা অতিশয় বুদ্ধিমতী; ইহারা যেন অন্তকাগ্নি, পাতাল, বিষ, সর্প এবং অসির তুল্য সহস্র সহস্র মায়া জানে। ২৭—৪০। নারী সকল অতিশয় ধূর্ত্ত, নরেরা পিশিত-প্রিয়, অত এব কোন্ ব্যক্তি, এই মায়াজীবিনী স্ত্রীদিগকে বঞ্চনা করিতে সক্ষম হয়? দুর্ব্বুদ্ধি রাবণ তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করত পাতাল হইতে নির্গত হইয়া পৃথিবীতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর রাবণ, চর্ম্মচীরধারিণী, আঙ্গিরস-কন্যা বেদবতীকে দর্শন করিয়া, যিনি কেশবে মন অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই হৃদয়গ্রাহিণী, পরমরূপবতী, রমণীয়া, সংযতা, ব্রহ্মচারিণী, অনিচ্ছুকা এবং রোরুদ্যমানা বেদবতীকে স্বয়ং আক্রমণ করিলেন। বে-

ত্বেং বিধ্বংসিতা সা তু দদাহ স্বকলেবরম্।
রাবণস্য বধার্থায় সাভূদ্ভার্য্যা সুশোভনা॥ ৪৫
ভূমৌ সমুত্থিতা যজ্ঞে মিথিলাধিপতেরপি।
রাবণস্য বধার্থায় রামপত্নী যথাভবৎ ॥ ৪৬
একা এব সপত্নীভির্বির্জ্জিতা নিত্যলালিতা।
বিসৃজ্য ত্রিণী ততশ্চান্তে প্রাবিশন্মেদিনীতলম্॥ ৪৭
পুনঃ ক্ষীরোদশয়নে ভর্ত্রা সহ সমাগমম্।
লভেয়মিতি সঞ্চিন্ত্য প্রবিষ্টা মেদিনীতলম্॥ ৪৮
বিষ্ণুস্তস্যা বিয়োগাচ্চ কামাসক্তমনা ভৃশম্।
মৃত্যুলোকং ন সা যাতি তস্মাদ্বহুপতিস্ত্বভূৎ॥ ৪৯
ততঃ কদাচিৎ কৈলাসে রাবণস্তু নিশামুখে।
সুরাপানেন সম্মূঢ়ো দদর্শ জলজেক্ষণাম্॥ ৫০
হৃদ্যাং রূপবতীং রম্ভাং মত্তদ্বিরদগামিনীম্।
বলাদনিচ্ছমানাং তাং স্নুষাং মোহাৎ পরামৃশৎ॥
তন্নিমিত্তন্তু শপ্তোঽসৌ ধনাধ্যক্ষসুতেন চ।
ন জাতু রাবণো গচ্ছেদন্যাসক্তাস্তু কামিনীম্॥৫২
গতঃ প্রসাদাৎ তৎকালে ভস্মীভূতো ভবিষ্যতি।
ততঃ কদাচিৎ পাতালং গতো জেতুং দশাননঃ॥
কস্মিংশ্চিৎ তত্র ভুবনে দদর্শাদ্ভুতদর্শনম্।
ব্যোমালিকজ্জলশ্যামং পুরুষং রক্তলোচনম্॥ ৫৪
কল্পান্তদহনজ্বালা-তুল্যরোমালিমণ্ডিতম্।
মহাবিদ্যুল্লতাকার-জটাকারবিভূষিতম্॥ ৫৫
দিবাকরসহস্রাভং কেশশ্মশ্রুবিভূষণম্।
নাগেন্দ্রমুখসম্ভূত-বিষানলপটাবৃতম্ ॥ ৫৬
তস্যাভ্যাসগতাং লক্ষ্মীং দৃষ্ট্বা ক্ষীরোদকন্যকাম্।
কামমোহিতচৈতন্যস্তচ্চ হর্ত্তুং সমুদ্যতঃ॥ ৫৭
ঘোণাশ্বাসৈস্তথা ঘোরৈর্যোজনানাং শতং ততঃ।
আসীনশ্চ তথা নীতস্তেন কালাত্মনা তদা॥ ৫৮
ক্ষণান্নিশ্চেষ্টতাং নীতো বরং যাচিতবাংস্ততঃ।
ত্বদ্ধস্তাদ্ভগবন্ মৃত্যুর্মমাস্ত্বিতি পুনঃ পুনঃ॥ ৫৯
অবশ্যমিতি তেনোক্তো বলিং মোচয়িতুং গতঃ।

স্তী রাবণ কর্ত্তৃক আক্রান্তা হইয়া, স্বীয় শরীরকে দগ্ধ করিলেন। পরে সেই সুশোভনা বেদবতী, রাবণ-বধের নিমিত্ত মিথিলাধিপতি জনকের যজ্ঞভূমিতে উত্থিতা হইলেন এবং রাবণ-বধের নিমিত্ত শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী হইলেন। তিনিই তাঁহার পত্নী ছিলেন, আর সপত্নী ছিল না; শ্রীরাম তাঁহাকেই প্রতিপালন করিতেন। পরে দুই পুত্র প্রসব করিয়া, শেষে পৃথিবীতলে প্রবেশ করিলেন। ঐ বেদবতী, "পুনর্ব্বার ক্ষীরোদ-শয্যায় ভর্ত্তার সহিত সমাগম লাভ করিব" এই চিন্তা করিয়াই পৃথিবীতলে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিরহে বিষ্ণুর মনও অতিশয় কামাসক্ত হইয়াছিল। অনন্তর রাবণ, কোন সময়ে কৈলাস পর্ব্বতে সন্ধ্যা সময়ে সুরাপানে মত্ত হইয়া পদ্মপলাশনেত্রা হৃদয়গ্রাহিনী, রূপবতী স্বীয় ভ্রাতৃপুত্র-বধূ রম্ভাকে দর্শন করিয়া, ঐ ভ্রাতৃপুত্র-বধূর ইচ্ছা না থাকিলেও, মোহ বশত তাহাকে বলাৎকার করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত কুবেরপুত্র নলকূবর রাবণকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, রাবণ কখনই অন্যাসক্ত স্ত্রীতে গমন করিতে পারিবে না; যদি কোন সময়ে অজ্ঞান বশত গমন করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইবে। তাহার পর দশানন রাবণ কোন সময়ে দিগ্বিজয়ের নিমিত্ত পাতালে গমন করেন এবং ঐ পাতালভুবন মধ্যে, যিনি আকাশ, ভ্রমর এবং কজ্জলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, যাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ, যাঁহার শরীর প্রলয়কালের অগ্নিশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত রোমশ্রেণী দ্বারা সুশোভিত, যিনি মহাবিদ্যুল্লতাসদৃশ জটা দ্বারা বিভূষিত, যাঁহার শরীরের আভা সহস্র দিবাকরের তুল্য, নাগেন্দ্রমুখ-সমুদ্ভূত বিষরূপ অগ্নিই যাঁহার বস্ত্র, সেই অদ্ভুতদর্শন পুরুষকে দর্শন করিলেন।৪১—৫৬। রাবণ, ঐ মহাপুরুষের পার্শ্ববর্ত্তিনী ক্ষীরোদকন্যা লক্ষ্মীকে দর্শন করত কামে মুগ্ধ-চৈতন্য হইয়া, তাঁহাকে হরণ করিতে উদ্যত হইলেন। রাবণ, লক্ষ্মীকে হরণ করিতে উদ্যত হইলে, মহাকালরূপী পুরুষ, রাবণকে ঘোর নাসাবায়ু দ্বারা শত যোজন অন্তরে উপবিষ্ট করিয়া দিলেন। তৎপরে রাবণ, ক্ষণকাল মাত্র নিশ্চেষ্ট থাকিয়া, "হে ভগবন্! পুনঃপুনর্ব্বার তোমার হস্তে আমার মৃত্যু হইবে" এই বর প্রার্থনা করিলেন। ভগবান্ "অবশ্যই তাহা হইবে" এই কথা

তত্র কালং বর্বধরং দ্বিভুজং মুষলায়ুধম্ ॥ ৬০
তদ্রূপং দারুণং দৃষ্ট্বা শঙ্খচক্র-গদাধরম্ ।
বিষণ্ণঃ শঙ্কিতো দীনঃ পাতালাগ্নির্যযৌ ক্ষণাৎ ॥ ৬১
পশ্চান্মানুষমাত্রস্য ক্ষত্রিয়স্য নিতম্বিনীম্ ।
অথ রামস্য ভার্য্যাস্তু চীরবল্কলধারণীম্ ॥ ৬২
পিণ্যাক-শাকপানীয়-মাংস-মূলফলাশিনীম্ ।
বল্মীকধূলি-সিকতা-কণ্টকৈঃ কৃতবিক্ষতাম্ ॥ ৬৩
ভ্রষ্টরাজ্যস্য দীনস্য ত্যক্তস্য পিতৃমাতৃভিঃ ।
অত্যন্তভক্তাং রক্তাঞ্চ দৃষ্ট্বা কামবশং যযৌ ॥ ৬৪
সৌবর্ণং হরিণং কৃত্বা মারীচং রাক্ষসাধমম্ ।
বিদ্রুমাঙ্কুরশৃঙ্গন্তু বৈদূর্য্যমণিলোচনম্ ॥ ৬৫
শ্রীমন্মরকতব্রাত-সঞ্ছন্নপৃষ্ঠমণ্ডলম্ ।
পূর্ণেন্দুসদৃশাকারং মুক্তামালাবিভূষিতম্ ॥ ৬৬
সুশুদ্ধপদ্মরাগৈশ্চ চতুশ্চরণশোভিতম্ ।
বিসর্জ্জয়িত্বা রামস্য পর্ণশালাং শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৬৭
স্বয়ঞ্চ যতিরূপং বৈ কৃতবান্ কৃতিনাং বরঃ ।

মৃগং সা মানুষী দৃষ্ট্বা পতিং লোভাদ্যসর্জ্জয়ৎ ॥ ৬৮
তস্মিন্ গতে মৃগং হন্তুং বনে রামশরৈর্মৃগঃ ।
বিদ্ধো দশাননং প্রাহ ভো ভ্রাতর্নিহতোঽস্ম্যহম্ ।
তচ্ছ্রুত্বা ভ্রাতরিত্যেবং বাক্যং সীতা ব্যসর্জ্জয়ৎ ।
ভর্ত্তুরন্বেষণার্থায় দেবরং বিজনে স্থিতা ॥ ৭০
রাবণেন হৃতা সীতা মোহং নীতা ক্ষণাদিব ।
তাং প্রার্থ্যমানো রামেণ নিহতো রাক্ষসৈঃ সহ ।
দক্ষিণং জলধিং তীর্ত্বা কাণ্ডৈর্ঘোরাগ্নিসন্নিভৈঃ ।
ততো লব্ধজয়স্তাস্তু লব্ধা স্ববিষয়ং যযৌ ॥ ৭২
সূর্য্যবংশসমুদ্ভূতো রামো দাশরথির্হরিঃ ।
নানা মাংসানি মদ্যঞ্চ পীত্বা ভুক্ত্বা চ রাক্ষসঃ ॥ ৭৩
মত্তঃ সুপ্তো দারিতাস্যঃ কুম্ভকর্ণো ভয়ানকঃ ।
কল্পান্তদহনজ্বালা-লোলজিহ্বঃ পুরা গৃহে ॥ ৭৪
ততঃ সংগ্রামসময়ে রাবণাদ্যৈঃ প্রবোধিতঃ ।
ততো রথৈর্মহানাদৈরশ্বৈঃ কাষ্ঠাসিমুদ্গরৈঃ ॥ ৭৫

বলিলে, রাবণ বলিকে মোচন করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। পরে রাবণ সেই স্থানে নীলবর্ণ, দ্বিভুজ, মুষল-হস্ত, শঙ্খচক্রগদাধারী, পুররক্ষক-স্বরূপ, ভয়ানক বিষ্ণুরূপ দর্শন করিয়া বিষণ্ণ ও শঙ্কিত-মনে অতি দীনভাবে ক্ষণকাল মধ্যেই পাতাল হইতে বহির্গত হইলেন। পরে রাবণ, যিনি তিলকল্ক, শাক, জল, মাংস এবং মূল মাত্র ভোজন করিয়া থাকেন, বল্মীক-ধূলি বালুকা এবং কণ্টক ইহারা যাঁহাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে, রাজ্যভ্রষ্ট, অতি দরিদ্র, পিতৃমাতৃকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি যাহার অত্যন্ত ভক্তি, মনুষ্যরূপী ক্ষত্রিয়কুলোৎপন্ন শ্রীরামচন্দ্রের চীরবল্কলধারিণী সেই নিতম্বিনী ভার্য্যাকে দর্শন করিয়া অতিশয় কামের বশতাপন্ন হইয়াছিলেন। পরে কৃতিশ্রেষ্ঠ রাবণ, রাক্ষসাধম মারীচকে, যাহার শৃঙ্গ প্রবালাঙ্কুর দ্বারা নির্ম্মিত, বৈদূর্য্যমণি যাহার লোচন, যাহার চারিটী চরণ বিশুদ্ধ পদ্মরাগ-মণি দ্বারা পরিশোভিত, এইরূপ সুবর্ণময় হরিণ করিয়া, শ্রীরামচন্দ্রের পর্ণশালার নিকট অল্পে অল্পে পরিত্যাগ করত আপনি যতিরূপ ধারণ করিলেন। পরে মানুষরূপিণী রাম-ভার্য্যা, ঐ মৃগকে দর্শন করিয়া, মৃগের লোভে স্বকীয় স্বামীকে প্রেরণ করিলেন। শ্রীরাম মৃগবধের নিমিত্ত বনমধ্যে গমন করিলে, মৃগ রামবাণে বিদ্ধ হইয়া, "হে ভ্রাতঃ! আমি নিহত হইলাম" রাবণকে এই কথা বলিল। নির্জ্জন-বনবাসিনী সীতা "রে ভ্রাতঃ!" এই প্রকার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভর্ত্তার অন্বেষণ নিমিত্ত স্বীয় দেবরকে প্রেরণ করিলেন। ৫৭—৭০। রাবণ, সীতাকে হরণ করিলে, ক্ষণাৎ সীতার মোহ হইল। পরে রাবণ, সীতাকে প্রার্থনা করিলে, শ্রীরাম দক্ষিণসমুদ্র পার হইয়া প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য শরসমূহ দ্বারা রাক্ষসগণের সহিত রাবণকে বধ করিলেন। পরে সূর্য্যবংশে সম্ভূত দশরথতনয় ভগবান্ রাম জয়লাভ করিয়া সীতাকে লইয়া স্বদেশে গমন করিলেন। [illegible] নানাবিধ মাংসভোজন ও মদ্যপান করত সর্ব্বদা উন্মত্ত থাকিত, যাহার জিহ্বা প্রলয়কালের অগ্নিশিখার ন্যায় চঞ্চল এবং যাহার মুখ [illegible] বিস্তৃত, সেই ভয়ানক কুম্ভকর্ণ পূর্ব্বে [illegible] গৃহমধ্যে নিদ্রিত ছিল; পরে রাবণ, যুদ্ধ সময়ে তাহার নিদ্রাভঙ্গ করাইয়াছিলেন। [illegible] কুম্ভকর্ণ রথ, ঘোরতর অশ্বশব্দ, কাষ্ঠ, [illegible]

জলাগ্নি-গিরি-বৃক্ষৈশ্চ তাড্যমানোঽপি রাক্ষসৈঃ
ন বুবোধ যতস্তত্র তদা স্ত্রীভিঃ প্রবোধিতঃ ॥ ৭৬
বৃহ্যৈঃ পয়োধরোত্তানৈরুরোভিঃ পীড়িতঃ স চ ॥৭৭
ইতি দশমুখনাম্নো রাবণস্যাপি বৃত্তং
বরগিরিগুরুধাম্নোদ্ভূতসত্ত্বস্য পূর্ব্বম্।
বিকৃতভুজগদংষ্ট্রাতুল্যখড়্গোগ্রধারা-
বরমুখবরপদ্মোৎকৃত্তনাশং গতস্য ॥ ৭৮
মদনবিষমবাণাসারনির্ভিন্নবুদ্ধে-
র্মনুজনৃপতিদারস্পর্শসংলোভিতস্য।
বরনরশতমাংসৈঃ শোণিতৈশ্চাপি সম্যক্
কৃতিতজঠরবহ্নেঃ কুম্ভকর্ণস্য চাপি ॥৭৯
ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং
সীতাহরণং নাম ত্রয়োদশো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

মুদ্গর, জল, অগ্নি, পর্ব্বত এবং বৃক্ষ এই সকল দ্বারা রাক্ষস কর্তৃক তাড়িত হইয়াও চৈতন্যলাভ করিল না, তৎকালে স্ত্রীলোকেরা সুন্দর উন্নত স্তন এবং হস্তসমূহ দ্বারা তাহার শরীরে আঘাত করত কুম্ভকর্ণকে জাগ্রত করাইল। যিনি পূর্ব্বকালে গিরিশ্রেষ্ঠ কৈলাস-পর্ব্বতের অধীশ্বর মহাদেবের তেজে বরলাভ করিয়াছিলেন, যিনি বিষযুক্ত সর্পদন্তের ন্যায় খড়্গের তীক্ষ্ণধার দ্বারা আপনার মুখপদ্ম ছেদন করত বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাঁহার বুদ্ধি কামদেবের বিষম শরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল, যিনি মনুষ্য-নৃপতিদিগের স্ত্রীকে স্পর্শ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা লুব্ধ ছিলেন, সেই দশমুখ রাবণের ও যাহার জঠরাগ্নি শত শত শ্রেষ্ঠ মনুষ্যের মাংস-শোণিতে সম্যক্ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত না, সেই কুম্ভকর্ণের চরিত্র বর্ণন করিলাম ॥ ৭১—৭৯।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

সূর্য্যবংশে সমুৎপন্নো রাজা দশরথোঽপি চ।
মানুষেণ শরীরেণ স্বর্গাদায়াতি যাতি চ ॥ ১
অবতার্য্য তিলান্ স্বর্গাৎ পিতৃণাং তৃপ্তয়ে তদা।
দশবর্ষসহস্রাণি কৃত্বা রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ২
কৈকেয্যাস্ত স দোষেণ রাজ্যংপ্রাণান্সুতান্ জহৌ
রামো দাশরথির্বীরো যুদ্ধশৌণ্ডো মহামুনিঃ ॥ ৩
রাজা রাজান্বয়ে জাতো ধর্ম্মনিত্যো মহামতিঃ।
মানী রামাভিরামস্তু সর্ব্বভূতসুহৃৎ প্রিয়ঃ ॥ ৪
ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভূত্বা ততঃ কামেন মোহিতঃ।
অন্যেন যুদ্ধমানস্তু ভূমিদারহরেণ তু ॥ ৫
সুগ্রীবেণ বিরুদ্ধেন ভ্রাত্রা পরমশত্রুণা।
বৃদ্ধং স্নায়ুস্থিশেষঞ্চ বালিনং নিজঘান চ॥ ৬
কল্পান্তদহনপ্রখ্যৈঃ শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ॥ ৭

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, যিনি মনুষ্যশরীরে স্বর্গ পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে সক্ষম ছিলেন, যিনি পিতৃলোকের তৃপ্তি নিমিত্ত স্বর্গ হইতে তিল আনয়ন করিতেন, সেই রাজা দশরথও সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে সেই দশরথ ষষ্টি সহস্র বর্ষ নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করত স্বীয় পত্নী কৈকেয়ীর দোষে রাজ্য, প্রাণ এবং পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যিনি সকল প্রাণীর বন্ধু ও প্রিয়, যিনি স্ত্রীলোকদিগের অতিশয় প্রিয়, সেই রাজবংশসম্ভূত মহামান্য মহামতি, যুদ্ধবিশারদ, ধর্ম্মরূপী, নিত্যস্বরূপ দশরথ-তনয় মহাবীর রাজর্ষি শ্রীরামচন্দ্র ত্রিলোক বিজয় করিয়া পরে কামমোহিত হইয়া রাজ্য এবং পত্নীর অপহরণহেতু, পরম শত্রু অতিবিরুদ্ধ স্বীয় ভ্রাতা সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে আসক্ত অতিবৃদ্ধ অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট বালীকে কল্পান্তকালের অগ্নিতুল্য সন্নতপর্ব্ব বাণসমূহ দ্বারা বধ করিয়াছিলেন। রঘুপতি

রঘুপতিকুলচন্দ্রে বৃত্তমেতদ্বিরুদ্ধং
দশরথ ইতি নাম্নি স্ত্রীবিলাসাভিলাষাৎ।
সকল বিবুধমুখ্যানন্তকীর্ত্তেশ্চ বিষ্ণো-
স্ত্রিভুবনভয়ভেত্তুস্তৎসুতস্যাপি বৃত্তম্ ॥ ৮
বসতি হৃদয়দেশে হৃচ্ছয়ঃ কামদেবঃ
সকলসুরগণানামাদিদেবঃ স্বয়ম্ভূঃ।
অজিত ইতি বিদিত্বা লিঙ্গসংস্থঃ স্মরারিঃ
স্বমভিমতমশেষং দর্শয়ঁল্লোকহেতোঃ ॥ ৯
মুনি-সুরবর-দৈত্যাঃ পূজয়ধ্বং সুভক্ত্যা
বদতি নভসি বাণী দেবদেবৈর্বিমুক্তা।
কমলজ-হরিমুখ্যা নিত্যমেবং হি লিঙ্গং
সকলহৃদয়কামপ্রাপ্তয়ে তদ্যজন্তে ॥ ১০

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং
বালিবধো নাম চতুর্দ্দশো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

কুলের চন্দ্রস্বরূপ রাজা দশরথের চরিত্রে স্ত্রীতে বিলাসাভিলাষ নিমিত্ত এই দোষ এবং সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ, অনন্তকীর্ত্তি, বিষ্ণুস্বরূপ, ত্রিভুবনের ভয়াপহারী, দশরথপুত্র শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রে এই দোষ। হৃদয়শায়ী, কামদেব, সমস্ত দেবগণের হৃদয়দেশে বাস করিয়া থাকেন, তিনি সকলের অজেয় এবং আমারও অজেয়, আদিদেব স্মরারি স্বয়ম্ভূ মহাদেব ইহা জানিয়া লোক-রক্ষার নিমিত্ত সমস্ত স্বকীয় মনোভাব প্রকাশ করত লিঙ্গসংস্থ হইয়াছিলেন। "কমলোদ্ভব ব্রহ্মা এবং হরি প্রভৃতি দেবগণ, সমস্ত হৃদয়ের অভিলষিত প্রাপ্তি নিমিত্ত নিয়তই এই লিঙ্গকে পূজা করিয়া থাকেন; অতএব হে মুনে! হে সুরশ্রেষ্ঠ! দৈত্যগণ! তোমারা ভক্তিপূর্ব্বক এই লিঙ্গকে পূজা কর" এইরূপ আকাশে দৈববাণী হইতে লাগিল। ১—১০।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

সূতপুত্র পুরাস্মাভিঃ সর্ব্বধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।
শ্রুত্বা বহুষু শাস্ত্রেষু যথোদ্দিষ্টা মনীষিভিঃ॥ ১
ন শ্রুতাশ্চেশ্বরা ধর্ম্মা ইহামুত্র ফলপ্রদাঃ।
ত্বয়েদানীং যতঃ শম্ভোঃ কীর্ত্তিতং গুণকীর্ত্তনম্॥
তস্মাৎ ত্বং নঃ সমাখ্যাহি যৎ পুণ্যং হ্যর্চ্চনাদ্ভবেৎ
লিঙ্গস্যেহ পরত্রৈব সমাসাৎ সূতনন্দন॥ ৩
ধর্ম্মা বহুবিধাঃ প্রোক্তা যে দেবেন শ্রুতাস্ত্বয়া।
তান্ বয়ং শ্রোতুমিচ্ছামো লোকানাং হিতকাম্যয়া
অতঃ সদা কথ্যমিহৈব ধর্ম্মং
ক্রয়াদমুং যো মনসাচলেন।
তল্লিঙ্গহেতো * রিহ কীর্ত্তিরেব
স যজ্ঞদানস্য ফলং লভেত॥ ৫
লোকে বদন্তীহ হিতাহিতঞ্চ
মনীষয়া যে বসুমাদদন্তে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূতপুত্র! পূর্ব্বক[illegible] মনীষিগণ-কর্ত্তৃক বহুতর শাস্ত্রে যে সকল [illegible] কথিত হইয়াছে, আমরা সেই সমস্ত [illegible] ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু ইহকালে ও পরকা[illegible] ফল-দানে সক্ষম ঈশ্বরবিষয়ক কোন ধর্ম্ম শ্র[illegible] করি নাই। তুমি এক্ষণে শম্ভুর গুণকী[illegible] করিলে, অতএব হে সূতনন্দন! শি[illegible] পূজা করিলে ইহকাল ও পরকালের [illegible] জনক যে পুণ্য হয়, তাহা আমাদিগের [illegible] সংক্ষেপে কীর্ত্তন কর। ভগবান্ [illegible] লোকের হিতের নিমিত্ত যে বহুপ্রকার [illegible] কহিয়াছেন, তুমি সেই সমস্ত ধর্ম্ম শ্রবণ ক[illegible]য়াছ; আমরা সেই সকল ধর্ম্ম শ্রবণ করি[illegible] ইচ্ছা করিতেছি। ইহার পর যে ব্যক্তি ই[illegible] লোকে নিশ্চলচিত্তে শিবলিঙ্গ পূজা [illegible] নিমিত্ত সর্ব্বদা কথনীয় এই শিবধর্ম্ম [illegible] করিবে, সে ইহলোকে কীর্ত্তি এবং [illegible]

* অলিঙ্গহেতোরিতি পাঠে তু মোক্ষ[illegible]

...ং চতুর্ণাং হি সুধাপ্রদিষ্টং
কেতুর্ব্বথা তৎসকলং প্রচক্রুঃ ॥ ৬
...প্রধানাশ্চ তে ধর্ম্মা হরবাক্যন্ত কীদৃশম্।
...সংচিতঃ শিবঃ কেন বিধিনা সম্প্রসীদতি ॥ ৭
...দানং কথং জ্ঞেয়ং শিবযজ্ঞঃ কথং ভবেৎ।
...শ্রুতৌ দ্বিজেন্দ্রাণাং নান্যেষাং সমুদাহৃতম্ ॥৮
...পুণ্যং সর্ব্বপুণ্যানাং জায়তে কেন কর্ম্মণা।
...কর্ম্মাণি কৃত্বেহ গৃহস্থঃ স্বর্গভাগ্ভবেৎ ॥ ৯
...মর্ত্যোঽত্র সম্ভূতো যোগং বিন্দতি শাঙ্করম্
...যজ্ঞস্তপোযজ্ঞঃ স্বাধ্যায়ো ধ্যানমাশ্রিতঃ ॥ ১০
...যজ্ঞশ্চ পঞ্চৈতে মহাযজ্ঞাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
...তেষাং পঞ্চযজ্ঞানামুত্তমঃ কঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১১
...জ্ঞঃ কতিধা তেষাং পরতঃ কীদৃশং ফলম্।
...ধর্ম্মপ্রভেদাশ্চ কিয়ন্তশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১২

কানি চিহ্নানি জায়ন্তে ভুক্তশেষেণ কর্ম্মণা।
সংসারসাগরাদ্‌ঘোরাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মোর্ম্মিসঙ্কুলাৎ ॥ ১৩
কর্ম্মাদিদুঃখফেনাঢ্যান্মুচ্যন্তে হি জনাঃ কথম্।

সূত উবাচ।

ইতি পৃষ্টঃ পুরা ব্যাসো মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৪
যথাহং কিল যুষ্মাভিঃ স তান্ পুনরথাব্রবীৎ।

ব্যাস উবাচ।

এবমুক্তো ময়া সর্ব্বং কুমারো মে সনৎপ্রভুঃ ॥১৫
প্রত্যুবাচ স মাং ভূয়ো নমস্কৃত্বা মহেশ্বরম্।
স্বর্গাপবর্গফলদং নরকার্ণবতারকম্ ॥ ১৬
শিবধর্ম্মং প্রবক্ষ্যামি যথা চেশ্বরভাষিতম্।

সনৎকুমার উবাচ।

শ্রদ্ধাপূর্ব্বা ইমে ধর্ম্মাঃ শ্রদ্ধামধ্যান্তসংস্থিতাঃ ॥ ১৭

...দানের ফল লাভ করিবে। যে ব্যক্তি ...লোকে স্বকীয় বুদ্ধি দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ করে, কেতু নামক ঋষিগণ কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যের উপদেশ করিয়া যেরূপ ফললাভ করিয়াছিলেন, সে তাহার ন্যায় অমৃততুল্য ...প্রশস্ত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুবর্গের ...ল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই ধর্ম্মের মধ্যে কোন্ ...ধর্ম্ম প্রধান? এ বিষয়ে মহাদেবের বাক্যই বা ...প্রকার? কিরূপ বিধিতে শিবকে পূজা ...করিলে তিনি প্রসন্ন হন? কিরূপে শিবকে ...ন করিবে? কিরূপেই বা শিবযজ্ঞ হইবে? ...ঐ শিবযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম ব্রাহ্মণদিগেরই কর্ত্তব্য, ...অন্য বর্ণের নহে, ইহাই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। ...কোন্ কর্ম্ম দ্বারা ঐ সকল পুণ্যের ফল প্রাপ্ত ...হয়? গৃহস্থ কোন্ কর্ম্ম করিলে স্বর্গলাভ ...করে? মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে ইহ-...লোকে শিবযোগ লাভ করে? কর্ম্মযজ্ঞ, তপো-...যজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ, ধ্যানযজ্ঞ এবং জ্ঞানযজ্ঞ এই ...পঞ্চ প্রকার যজ্ঞ মহাযজ্ঞরূপে কথিত হইয়াছে। ...এই পঞ্চ প্রকার মহাযজ্ঞের মধ্যে কোন্ ...যজ্ঞ উত্তম বলিয়া কথিত হইয়াছে? এই পঞ্চ ...প্রকার মহাযজ্ঞের গতি কত প্রকার এবং পরে ...ফলই বা কিরূপ? ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের ভেদ কি? তাহার সংখ্যাই বা কত? নরকাদি ভোগের পর অবশিষ্ট কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যের কি কি চিহ্ন হইয়া থাকে? মনুষ্যেরা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ উর্ম্মীপরিপ্লুত, অকার্য্যনিবন্ধন দুঃখ-রূপ ফেনমিশ্রিত ঘোর সংসারসমুদ্র হইতে কিরূপেই বা মুক্তিলাভ করে? ১—১৩। সূত কহিলেন, তোমরা আমাকে যেরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তত্ত্বদর্শী মুনিগণ, পূর্ব্বকালে ব্যাসকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, ব্যাস তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, আমি এইরূপে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু সনৎকুমার পুনঃ পুনর্ব্বার মহে-শ্বরকে নমস্কার করিয়া আমাকে কহিলেন, আমি, ঈশ্বর যেরূপ বলিয়াছেন, সেইরূপ স্বর্গ ও মোক্ষরূপ ফলদানে সক্ষম, নরকার্ণব হইতে উদ্ধারকর্ত্তা শিবধর্ম্ম কহিতেছি, শ্রবণ কর। সনৎকুমার কহিলেন, এই শিবধর্ম্ম, ইহার অগ্র, মধ্য এবং অন্তে শ্রদ্ধা থাকিবে; শ্রদ্ধাতেই ইহার সমাপ্তি এবং প্রতিষ্ঠা। ইহাই শ্রদ্ধাধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই ধর্ম্ম শ্রবণমাত্রে আনন্দ জন্মে। এই ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম। প্রধান পুরুষ, এই ধর্ম্মের ঈশ্বর। শ্রদ্ধা থাকিলেই এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়; হস্ত বা চক্ষু দ্বারা ইহা গ্রহণ করা যায় না। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাহীন, সে দেবতা হইলেও শারীরিক

শ্রদ্ধা নিষ্ঠাঃ প্রতিষ্ঠাশ্চ শ্রদ্ধা ধর্ম্মাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
শ্রুতিমাত্ররসাঃ সূক্ষ্মাঃ প্রধানপুরুষেশ্বরাঃ ॥ ১৭
শ্রদ্ধামাত্রেণ গৃহ্যন্তে ন করেণ ন চক্ষুষা।
কায়ক্লেশৈর্বহুবিধৈর্ন চৈবার্থস্থ রাশিভিঃ ॥ ১৯
ধর্ম্মঃ সম্প্রাপ্যতে সূক্ষ্মঃ শ্রদ্ধাহীনৈঃ সুরৈরপি।
শ্রদ্ধাধর্ম্মঃ পরঃ সূক্ষ্মঃ শ্রদ্ধাদানং পরং তপঃ ॥ ২০
শ্রদ্ধাস্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ শ্রদ্ধা সর্ব্বমিদং জগৎ।
সর্ব্বস্বং জীবিতং বাপি দদ্যাদশ্রদ্ধয়া যদি ॥ ২১
প্রাপ্নুয়ান্ন ফলং কিঞ্চিচ্ছ্রদ্ধা তস্মাৎ পরং পদম্।
এবং শ্রদ্ধাময়াঃ সর্ব্বে শিবধর্ম্মাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥২২
শিবশ্চ শ্রদ্ধয়া গম্যঃ পূজ্যো ধ্যেয়শ্চ সর্ব্বদা।
তথাহং তে প্রবক্ষ্যামি মহাসারং বিমুক্তিদম্ ॥ ২৩
আজ্ঞাসিদ্ধমিদং দিব্যবাক্যমেতচ্ছিবাত্মকম্।
নানাসিদ্ধিকরং দিব্যং লোকচিত্তানুরঞ্জকম্ ॥ ২৪
মন্ত্রং সুখমুখোচ্চার্য্যমশেষার্থপ্রদায়কম্।
শৃণ্বন্নমঃ শিবায়েতি মূলমন্ত্রং হি শৈবকম্ ॥ ২৫
যদ্বীজং সর্ব্ববিদ্যানাং মন্ত্রমাদ্যং ষড়ক্ষরম্।
অতি সূক্ষ্মং মহার্থঞ্চ বিজ্ঞেয়ং বটবীজবৎ ॥ ২৬
দেবো গুণত্রয়াতীতঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকৃৎ প্রভুঃ।
ওমেত্যেকাক্ষরে মন্ত্রে স্থিতঃ সর্ব্বগতঃ শিবঃ ॥ ২৭
যানি মন্ত্রাণি সূক্ষ্মাণি মালামন্ত্রাণ্যশেষতঃ।
ওঁ নমঃ শিবায়েতি সংস্থিতানি যথাক্রমম্ ॥ ২৮
মন্ত্রে ষড়ক্ষরে সূক্ষ্মে পঞ্চব্রহ্মতনুঃ শিবঃ।
বাচ্যবাচকভাবেন স্থিতঃ সাক্ষাৎ স্বভাবতঃ ॥ ২৯
বাচ্যঃ শিবঃ প্রমেয়ত্বান্মন্ত্রস্তদ্বাচকঃ স্মৃতঃ।
বাচ্যবাচকভাবোঽয়মনাদিঃ সংস্থিতস্তয়োঃ ॥ ৩০
যথানাদিপ্রবৃত্তোঽয়ং ঘোরঃ সংসারসাগরঃ।
শিবোঽপি হি তথানাদিঃ সংসারান্মোচকঃ স্থিতঃ ॥
ব্যাধীনাং ভেষজং যদ্বৎ প্রতিপক্ষঃ স্বভাবতঃ।
তদ্বৎ সংসারদোষাণাং প্রতিপক্ষঃ শিবঃ স্থিতঃ ॥ ৩
অসত্যস্মিন্ জগন্নাথে তমোভূতমিদং ভবেৎ।
আদিত্যেন বিহীনং হি নিরালোকং জগদ্যথা ॥ ৩

ক্লেশ, নানাবিধ ধন বা অর্থরাশি দ্বারা এই সূক্ষ্ম ধর্ম্ম লাভ করিতে সক্ষম হয় না। শ্রদ্ধাধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম; শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দানই পরম তপস্যা। শ্রদ্ধাই স্বর্গ এবং মোক্ষ; শ্রদ্ধাতেই এই সমস্ত জগৎ চালিত। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাহীন, সে সর্ব্বস্ব বা জীবন দান করিলেও কিঞ্চিৎ মাত্র ফললাভ করিতে পারে না; অতএব শ্রদ্ধাই উৎকৃষ্ট পদ। এইরূপ শ্রদ্ধাময় সমস্ত শিবধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। শ্রদ্ধা দ্বারা শিবকে লাভ করিতে সক্ষম হয়, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শিবকে পূজা ও ধ্যান করা কর্ত্তব্য। ১৪—২২। ইহার পর আমি তোমার নিকট সারগর্ভ, মুক্তিপ্রদ, প্রমাণান্তরানপেক্ষ, শিবই যাহার প্রতিপাদ্য, নানাপ্রকার সিদ্ধির কারণ, লোকদিগের চিত্তের অনুরঞ্জনকারী, সুখে উচ্চারণযোগ্য, সমস্ত অর্থপ্রদানে সক্ষম; "ওঁ নমঃ শিবায়" এই মন্ত্ররূপ দিব্য সুন্দর বাক্য কহিতেছি, শ্রবণ কর; ইহাই শিবের মূলমন্ত্র। বটবীজ যেরূপ অতি সূক্ষ্ম হইয়াও অতি বৃহৎ বৃক্ষের কারণ হয়, তাহার ন্যায় এই ষড়ক্ষর মন্ত্র সমস্ত বিদ্যার প্রধান কারণ এবং অতি সূক্ষ্ম হইলেও মহান্ অর্থযুক্ত জানিবে। সত্ত্ব, রজ, তম এই গুণত্রয়ের অতীত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব জগৎকর্ত্তা, সর্ব্বত্রগামী, পরম দেবতা শিব, "ওঁ" এই একাক্ষর মন্ত্রে অবস্থান করেন। অতি সূক্ষ্ম একাক্ষর হইতে শতাক্ষর প্রভৃতি যে সকল অশেষবিধ মালামন্ত্র, সেই সমস্ত মালামন্ত্রেই "ওঁ নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র যথাক্রমে অবস্থান করে। সদ্যোজাত প্রভৃতি পঞ্চব্রহ্ম-শরীরময় শিব বাচ্যবাচকভাবে সূক্ষ্ম ষড়ক্ষর মন্ত্রে স্বভাবতই প্রত্যক্ষরূপে অবস্থিত। শিব প্রমেয় এই নিমিত্ত তিনি বাচ্য; "ওঁ নমঃ শিবায়" এই ষড়ক্ষর তাঁহার বাচক। শিব ও ষড়ক্ষর মন্ত্র এই উভয়ের বাচ্য-বাচকভাব অনাদিরূপে অবস্থিত। যেরূপ এই ঘোর সংসারসাগর অনাদি-প্রবৃত্ত, সেইরূপ শিবও অনাদিরূপে সংসার হইতে বিমুক্তিকারী। ঔষধ যেরূপ ব্যাধিসমূহের স্বাভাবিক শত্রু, সেই প্রকার শিব সংসার-দোষের পরম শত্রুরূপে অবস্থিত। যেরূপ এই জগৎ সূর্য্যের অভাবে অন্ধকারময় হয়, তাহার ন্যায় জগদীশ্বরের অভাবে সমস্তই

ওম্মাদনাদিঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পরিপূর্ণঃ স্বভাবতঃ।
মুক্তিহেতুঃ শিবঃ সিদ্ধঃ সর্ব্বজ্ঞো জ্ঞানভাসকঃ॥
অস্যাভিধানং মন্ত্রোহয়মভিধেয়শ্চ স স্মৃতঃ।
অভিধানাভিধেয়ত্বান্মন্ত্রসিদ্ধঃ পরঃ শিবঃ॥ ৩৫
বেদে শিবাগমে বাযুভয়ত্র ষড়ক্ষরঃ।
মন্ত্রঃ স্থিতঃ সদা মুক্ত্যৈ মন্ত্রঃ ষড়ক্ষরঃ স্মৃতঃ॥৩৬
কিং তস্য বহুভির্মন্ত্রৈঃ শাস্ত্রৈর্বা বহুবিস্তরৈঃ।
যস্যোং নমঃ শিবায়েতি মন্ত্রোহয়ং হৃদি সংস্থিতঃ
তেনাধীতং শ্রুতং তেন তেন সর্ব্বমনুষ্ঠিতম্।
যেনোং নমঃ শিবায়েতি মন্ত্রাভ্যাসঃ স্থিরঃ কৃতঃ॥
শিবজ্ঞানানি যাবন্তি বিদ্যাস্থানানি যানি চ।
ষড়ক্ষরস্য মন্ত্রস্য কলাং নার্হন্তি শোড়শীম্॥ ৩৯
এতাবৎ তচ্ছিবজ্ঞানমেতাবৎ তৎ পরং পদম্।
যদোং নমঃ শিবায়েতি শিববাক্যং ষড়ক্ষরম্॥ ৪০

বিধিবাক্যমিদঞ্চৈব নার্থবাদং শিবাত্মকম্।
লোকানুগ্রহকর্ত্তা যঃ স মৃষার্থং কথং বদেৎ॥৪১
সর্ব্বজ্ঞঃ পরিপূর্ণত্বাং সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতঃ।
ব্রূয়াদ্বাক্যং শিবঃ স্বান্তস্তন্যথা কেন হেতুনা॥ ৪২
যদ্‌যথাবস্থিতং বস্তু সর্ব্বজ্ঞশ্চ তথা বদেৎ।
যাবৎ ফলঞ্চ যৎ পুণ্যং গুণদোষৈঃ স্বভাবতঃ॥৪৩
রাগদ্বেষাদিভির্দোষৈর্গ্রস্তঃ স কথমন্যথা।
তে চেশ্বরে ন বিদ্যন্তে গ্রস্তো যৈরনৃতং বদেৎ॥
প্রণীতমমলজ্ঞানং সর্ব্বং তেন শিবেন যৎ।
অতীতাশেষদোষেণ তৎপ্রমাণং ন সংশয়ঃ॥ ৪৫
যথার্থং পুণ্যপাপেষু শ্রদ্ধেয়ানি বিপশ্চিতা।
তত্তদীশ্বরবাক্যাণি তদশ্রদ্ধো ব্রজত্যধঃ॥ ৪৬
ধর্ম্মজ্ঞানপ্রবক্তারং শিববৎ পূজয়েৎ সদা।
তস্মাদ্ধর্ম্মঞ্চ জ্ঞানঞ্চ মোক্ষঞ্চ প্রাপ্যতে যতঃ॥৪৭
জগদ্ধিতায় নৃপতিরাত্মনশ্চ বিভূতয়ে।

অন্ধকারময় হয়। অতএব শিবই অনাদি, সমষ্টিরূপে সমস্ত বস্তুর পরিজ্ঞাতা, স্বভাবত পরিপূর্ণ, মুক্তির কারণ, ঈশ্বররূপে নির্ণীত, পৃথক্ পৃথক্ রূপে সকল বস্তুর পরিজ্ঞাতা, জড়-বুদ্ধির চৈতন্য-সম্পাদক, "ওঁ নমঃ শিবায়" এই ষড়ক্ষর মন্ত্র ইহার অভিধান, সেই শিবই ষড়ক্ষর মন্ত্রের অভিধেয়। ষড়ক্ষর মন্ত্রের অভিধেয় এই জন্যই শিব তুরীয়, ইহাই মন্ত্র দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। বেদ ও শিবাগম উভয়েতেই "ওঁ নমঃ শিবায়" এই ষড়ক্ষর মন্ত্ররূপে অবস্থিত, এই ষড়ক্ষর মন্ত্র মুক্তির কারণ। ২৩—৩৬। "ওঁ নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র, যে ব্যক্তির হৃদয়ে অবস্থান করে, তাহার অন্য মন্ত্র বা বহুতর শাস্ত্রে কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। যে ব্যক্তি "ওঁ নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র অভ্যাস দ্বারা স্থির করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই বেদের অধ্যয়ন, শ্রবণ এবং বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান সমস্ত করিয়াছে। সে সকল শিবজ্ঞান বা বিদ্যাস্থান, ইহার পূর্ব্বোক্ত ষড়ক্ষর মন্ত্রের ষোড়শ ভাগের এক ভাগেরও যোগ্য নহে। যেহেতু "ওঁ নমঃ শিবায়" এই ষড়ক্ষর শিববাক্য, অতএব ইহাই সেই শিবজ্ঞান, ইহাই সেই উৎকৃষ্ট-পদ।

পূর্ব্বোক্ত সকল বাক্যই বিধিবাক্য ও শিবাত্মক, অর্থবাদ নহে; যেহেতু যিনি ব্যক্তি সকলের অনুগ্রহকর্ত্তা, তিনি কিজন্য মিথ্যা বলিবেন? পরিপূর্ণ অতএব সর্ব্বজ্ঞ, স্বান্ত এবং সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত শিব, কিজন্য অন্য প্রকার বাক্য কহি-বেন? যে ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি যে বস্তু যে ভাবে অবস্থান করে এবং গুণ ও দোষ দ্বারা যে সকল সুখ দুঃখাদিরূপ ফল হয় অথবা পুণ্যাদি হয়, স্বভাবত তাহাই বলিয়া থাকেন। যিনি ঈশ্বর, তিনি রাগ বা দ্বেষে কিজন্য অন্য প্রকার কহিবেন? ঈশ্বরে রাগদ্বেষাদি কিছুই নাই; যাহার শরীরে রাগদ্বেষাদি বর্ত্তমান, তাহারাই মিথ্যা কহিয়া থাকে। অশেষ-দোষ-বিবর্জ্জিত শিব সমস্ত নির্ম্মল জ্ঞান প্রণয়ন করিয়াছেন; অতএব তাহা প্রমাণ,ইহাতে সংশয় নাই। যাহারা রাগদ্বেষাদিযুক্ত, তাহারাই পুণ্য বা পাপে বিশ্বাস করে না। অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি অবশ্যই ঈশ্বর-বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা না করেন, তিনি নরকে গমন করেন। যে ব্যক্তি ধর্ম্মোপদেশ বা জ্ঞানোপদেশ করেন, তাঁহাকে শিবের ন্যায় পূজা করিবে। যেহেতু তাহা হইতে ধর্ম্মজ্ঞান এবং মোক্ষ লাভ

নরং পরোপকারায় শুভধর্ম্মে নিযোজয়েৎ ॥ ৪৮
যং যং ধর্ম্মং নরশ্রেষ্ঠঃ প্রব্রূয়াদ্ধর্ম্মতৎপরঃ।
তন্নিয়োগাদয়ং লোকঃ সমাচরতি ভক্তিতঃ ॥ ৪৯
ধর্ম্মনিষ্ঠঃ কৃতো রাজা তৎপ্রামাণ্যাদ্ভয়েন বা।
তত্তৎ সমাচরেল্লোকস্তস্মাদ্ধর্ম্মে নিযোজয়েৎ ॥৫০
ধর্ম্মতঃ সততং রাজা প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়েৎ ।
ন্যায়েন পাল্যমানাস্ত রাজ্ঞো ধ্যায়ন্তি বৈ শুভম্ ॥
ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ যৎ প্রজানামভীপ্সতি।
তত্তদাপ্নোত্যসন্দেহঃ প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্ ॥ ৫২
প্রজাসু ধর্ম্মযুক্তাসু তথাধর্ম্মযুতাসু চ।
ষষ্ঠমংশং লভেদ্রাজা উভয়োঃ পুণ্য-পাপয়োঃ ॥৫৩
কৃতে যুগে ভবেদ্রাজা ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ।
চতুর্যুগে স বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মপাদানুভাসকঃ ॥ ৫৪
তস্মাদধর্ম্মে মজ্জন্তমুভয়ার্থে চ পণ্ডিতঃ।
ধর্ম্মে নিয়োজয়েন্নিত্যং যদীচ্ছেদ্ধর্ম্মমাত্মনঃ ॥ ৫৫

প্রজাপীড়নসন্তাপাৎ সমুদ্ভূতো হুতাশনঃ।
রাজ্যং শ্রিয়ং কুলং প্রাণানদগ্ধ্বা ন নিবর্ত্ততে ॥ ৫৬
নৃপতিং বোধয়েৎ তস্মাৎ প্রজাঃ স্বার্থধর্ম্মতৎপরাঃ
ধর্ম্মশীলে নৃপে যস্মাৎ সর্ব্বলোকানুকম্পয়া ॥৫৭
মন্ত্রৌষধি-নিধি-ক্ষেত্র-বীজ-মূল-রসৈর্দ্ধনম্।
ধর্ম্মমার্গাবতারায় বেদোঽষ্টাঙ্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫৮
প্রকৃত্যা শাস্ত্রবাদেন কামার্থাভিরতান্ নৃপান্।
শনৈর্ধর্ম্মে নিযুঞ্জীত জ্ঞাত্বা যোগং পুনঃ ক্রমাৎ ॥৫৯
জগদ্গুরুঃ স বিজ্ঞেয়ো রাজানং যো নিবোধয়েৎ
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সর্ব্বলোকানুকম্পয়া ॥ ৬০
শিবং জ্ঞাত্বাত্মতত্ত্বেন যঃ সমুদ্ধরতে জনম্।
সংসারপঙ্কনির্ম্মগ্নং কস্তেন সদৃশঃ পিতা ॥ ৬১
জ্ঞানামৃতেন নৃপতিং নির্ব্বাপয়তি যঃ শনৈঃ।
অজ্ঞানবহ্নিসন্তপ্তং কস্তং ন প্রতিপূজয়েৎ ॥৬২
প্রাপ্যতে ন শ্রমৈর্যজ্ঞৈস্তথৈবার্থস্য রাশিভিঃ।

করা যায়। ৩৭—৪৭। রাজা জগতের হিত, আপনার ঐশ্বর্য্য ও পরের উপকার নিমিত্ত মনুষ্যকে উত্তম ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়োগ করিবেন। ধর্ম্মপরায়ণ নরশ্রেষ্ঠ রাজা যে যে ধর্ম্ম বলিবেন, সকল ব্যক্তিই তাঁহার আজ্ঞানুসারে ভক্তি-পূর্ব্বক সেই সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। রাজা যদ্যপি ধর্ম্মনিষ্ঠ হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রামাণ্য বা ভয়ে সমস্ত লোকই সেই সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। অতএব রাজা সকলকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত করিবেন। রাজা যদ্যপি ধর্ম্মানুসারে প্রজাদিগকে প্রজাধর্ম্মে প্রতিপালন করেন, তাহা হইলেও প্রজারা রাজাকর্তৃক ন্যায়ানুসারে প্রতিপালিত হইয়া রাজার শুভ চিন্তা করেন। রাজা প্রজাদিগকে প্রজাধর্ম্মে প্রতিপালন করত, প্রজার উদ্দেশে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম যে কিছু অভিলাষ করেন, আপনি তাহা প্রাপ্ত হন। প্রজারা, ধর্ম্মিষ্ঠ বা অধর্ম্মনিষ্ঠ হইলে রাজা পুণ্য এবং পাপ উভয়েরই ছয় ভাগের একভাগ লাভ করেন। রাজা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগেই অহিংসাদি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক জানিবে। অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি, যদ্যপি আপনার ধর্ম্ম ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অর্থ ও কামের নিমিত্ত অধর্ম্মে প্রবৃত্ত পুরুষকে ধর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। প্রজাপীড়া-সন্তাপ হইতে সমুদ্ভূত অগ্নি রাজ্য, শ্রী, কুল এবং প্রাণ ইহাদিগকে দগ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না। রাজা সমস্ত লোকের প্রতি অনুকম্পা বশত ধর্ম্ম-শীল হইলে প্রজারাও ধর্ম্মপরায়ণ হয়; অতএব সর্ব্বদাই নৃপতিকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে উপদেশ করিবে। মন্ত্র, ওষধি, নিধি, ক্ষেত্র, বীজ, মূল, রস, ধন এবং অষ্টাঙ্গ বেদ ইহারা সকলেই ধর্ম্মপ্রবৃত্তির নিমিত্ত; ঋষিরা ইহাই কহিয়াছেন। যে রাজা স্বাভাবিক কামাসক্ত ও সতত অর্থোপার্জ্জনে আসক্ত, তাহাকে শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মে নিযুক্ত করিবে। পরে তাহাকে যোগী জানিয়া ক্রমে যোগোপদেশ করিবে। যে ব্যক্তি রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ করে, সেই ব্যক্তি জগতের গুরু। অতএব যে ব্যক্তি সকল লোকের প্রতি অনুগ্রহপূর্ব্বক ঈশ্বরতত্ত্ব দ্বারা শিবকে অবগত হইয়া সমস্ত প্রযত্ন সহকারে সংসার-পঙ্কনিমগ্ন মনুষ্যকে উদ্ধার করে, তাহার সদৃশ পিতা কেহই নাই। ৪৮—৬১। যে ব্যক্তি অজ্ঞান-রূপ বহ্নি দ্বারা সন্তপ্ত রাজাকে জ্ঞানরূপ অমৃত দ্বারা নির্ব্বাপিত করে, সকলেই তাহাকে পূজা

নৈব রাজ্যেন মহতা পরলোকসুভাষিতম্ ॥ ৬৩
বাক্যং মুনিবরৈঃ শান্তৈর্ভাষিতং তৎ সুশোভনম্।
স্বর্গাপবর্গসিদ্ধ্যর্থং তদ্বিজ্ঞেয়ং সুভাষিতম্ ॥ ৬৪
বাক্যং নিরয়হেতুর্বৈ কামকৃষ্ণানুসারি যৎ।
রাগদ্বেষানৃতক্রোধৈর্ন তদ্ভাষিতমুচ্যতে ॥ ৬৫
অবিদ্যারাগবাক্যেন মৃদুনা ললিতেন চ।
সংস্কৃতেনাপি কিং তেন সংসারগতিহেতুনা ॥ ৬৬
যচ্ছ্রুত্বা জায়তে পুণ্যং রাগাদীনাঞ্চ সংক্ষয়ঃ।
বিরে চ জায়তে ভক্তির্জ্ঞানং যত্তদহেতুকম্।
বিরূপমপি তদ্বাক্যং বিজ্ঞেয়মপি শোভনম্ ॥ ৬৭
পুরাণং ভারতং বেদাঃ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
মুনিভিঃ সুপ্রণীতানি শ্রূয়ন্তে ধর্ম্মহেতুনা ॥ ৬৮
পুত্রদারাদিসংসারঃ পুংসামুক্তস্ত বন্ধনম্।
ঋষিভিঃ শাস্ত্রসম্ভারঃ সদ্‌যোগাভ্যাসকারণম্ ॥৬৯
ইদং জ্ঞেয়মিদং জ্ঞেয়ং যঃ সর্ব্বং জ্ঞাতুমিচ্ছতি।
অপি বর্ষসহস্রায়ুঃ শাস্ত্রান্তং নাধিগচ্ছতি ॥ ৭০
বিহায় শাস্ত্রজালানি জ্ঞাত্বা স্বং জীবিতং লঘু।
বিজ্ঞায়াক্ষরতন্মাত্রং পারলৌকিকমাচরেৎ ॥ ৭১
পণ্ডিতেনাপি কিং তেন সুসমর্থেন দেহিনা।
যঃ পুণ্যভারমুদ্বোঢ়ুমশক্তঃ পারলৌকিকম্ ॥ ৭২
পণ্ডিতোঽপি স মূর্খঃ স্যাচ্ছক্তিযুক্তোঽপ্যশক্তিকঃ
সংসারস্থং স্বমাত্মানমুত্তারয়িতুমক্ষমঃ ॥ ৭৩
স পণ্ডিতঃ স শক্তঃ স্যাৎ স তপস্বী জিতেন্দ্রিয়ঃ
যঃ শিবজ্ঞানসদ্ভাবমালোচয়িতুমুদ্যতঃ ॥ ৭৪
যঃ প্রদদ্যান্মহীং কৃৎস্নাং মহামেরুঞ্চ কাঞ্চনম্।
স চেদন্যায়তঃ পৃচ্ছেন্ন তস্যোপদিশেদ্‌গুরুঃ ॥ ৭৫
যঃ শৃণোতি শিবজ্ঞানং ন্যায়তস্তদ্‌ব্রবীতি চ।

করিয়া থাকে। এই ব্যক্তি অত্যন্ত পরিশ্রমী, এই ব্যক্তি বহুতর যজ্ঞ করিয়াছে, এই ব্যক্তির বহুতর অর্থ আছে এবং এই ব্যক্তি সসাগরা পৃথিবীর রাজা, অতএব ইহাদের বাক্যই সুষ্ঠু বাক্য, তাহা বলা যায় না। কিন্তু শান্ত মুনি-শ্রেষ্ঠ সকল স্বর্গ ও মুক্তি সিদ্ধির নিমিত্ত যে সমস্ত সুন্দর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা-কেই উত্তম বাক্য বলিয়া জানিবে। যে বাক্য রজোগুণ বা তমোগুণের অনুগামী তাহা নর-কের কারণ; যে বাক্য রাগদ্বেষাদিযুক্ত, যে বাক্য মিথ্যা এবং যে বাক্য ক্রোধমিশ্রিত, ঋষিরা তাহাকে বাক্যের মধ্যে বলেন নাই। যে সকল বাক্য অবিদ্যামূলক প্রবৃত্তির বাধক ও সংসার-প্রাপ্তির হেতু, তাহা সুন্দর, কোমল এবং আপ্ত-বাক্য হইলেও তাহাতে কিছুমাত্র ফল নাই। যে বাক্য শ্রবণ করিলে মুক্তি-প্রয়োজক পুণ্য জন্মে, রাগাদির সম্যক্ ক্ষয় হয় ও শিবভক্তি জন্মে আপাতত বিরুদ্ধরূপে প্রতীয়মান হইলেও সেই বাক্য জ্ঞানযোগ্যতাকালে শুভফলপ্রদ এবং অতি সুন্দর। যে জ্ঞান কারণ ব্যতিরেকে স্বভাবত উৎপন্ন হয়, তাহাই পরমজ্ঞান। সকল মনুষ্যই ধর্ম্মের নিমিত্ত পুরাণ, মহাভারত, বেদ এবং মুনিগণ-প্রণীত বিবিধ শাস্ত্র শ্রবণ করে। স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি সমস্ত সংসারকে বন্ধনের হেতু এবং সমস্ত শাস্ত্রকে সদ্‌যোগাভ্যাসের নিদান বলিয়া ঋষিগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি "এই শাস্ত্র জানা আবশ্যক, এই শাস্ত্র জানা আবশ্যক" এইরূপ বিবেচনা করিয়া সমস্ত শাস্ত্র জানিতে ইচ্ছা করে, সে সহস্র বৎসর জীবিত থাকিলেও সমস্ত শাস্ত্র জানিতে সক্ষম হয় না। সকল ব্যক্তিই সমস্ত শাস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার জীবনকে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বিবে-চনা করত সমস্ত জগৎসংসারকে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত মনে করিয়া পারলৌকিক কর্ম্মের আচরণ করিবে। সমস্ত কর্ম্মক্ষম সুপণ্ডিত দেহধারী পুরুষে কোন প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তি পর-লোকসাধন পুণ্যসমূহের উপার্জ্জনে অশক্ত, সে পণ্ডিত হইলেও মূর্খ, শক্তি থাকিতেও অশক্ত এবং সংসারে অবস্থিত স্বকীয় আত্মাকে উদ্ধার করিতে অক্ষম। ৬২—৭৩। যে ব্যক্তি শিবজ্ঞানস্বরূপ সদ্ভাবকে মন দ্বারা নিশ্চয় করিতে উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তিই পণ্ডিত, সর্ব্বকর্ম্ম-ক্ষম, তপস্বী এবং জিতেন্দ্রিয়। যে ব্যক্তি সমস্ত পৃথিবী কিংবা কাঞ্চনময় মহা সুমেরু-পর্ব্বত দান করে, সেও যদি অন্যায়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে গুরু তাহাকে কোন উপদেশ প্রদান করিবেন না। যে ব্যক্তি

তৌ গচ্ছতঃ শিবস্থানং নিরয়ং তদ্বিপর্য্যয়ে ॥ ৭৬
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং লিঙ্গপূজনম্।
অতোঽহং সংপ্রবক্ষ্যামি শিবতুষ্টিকরং পরম্ ॥ ৭৭
অথ গোদেহসম্ভূতৈঃ * ষড়ঙ্গবিধিনা শিবঃ।
নিত্যং সম্পূজিতঃ শীঘ্রং নরাণাং সম্প্রসীদতি ॥ ৭৮
সুরাসুরৈর্মথ্যমানে ক্ষীরোদাৎ সাগরোত্তমাৎ।
পঞ্চ গাবঃ সমুৎপন্নাঃ সর্ব্বলোকস্য মাতরঃ ॥ ৭৯
নন্দা ভদ্রা সুশীলা চ সুরভিঃ সুমনাস্তথা।
পঞ্চ গাবো মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সুরভির্ভূমিমাগতা ॥ ৮০
সর্ব্বলোকোপকারায় দেবানাং তর্পণায় চ।
সুরভিঃ সংস্থিতা ভূমৌ স্নানার্থং শঙ্করস্য চ ॥ ৮১
গোময়ং রোচনা মূত্রং ক্ষীরং দধি ঘৃতং গবাম্।
ষড়ঙ্গানি পবিত্রাণি সর্ব্বসিদ্ধিকরাণি চ ॥ ৮২
গোময়াদুত্থিতঃ শ্রীমান্ বিল্ববৃক্ষঃ শিবপ্রিয়ঃ।
তত্রাস্তে পদ্মহস্তা শ্রীঃ শ্রীবৃক্ষস্তেন স স্মৃতঃ ॥ ৮৩
বীজান্যুৎপলপদ্মানাং পুনর্জাতানি গোময়াৎ।
প্রীতা গোরোচনা জাতা পবিত্রা সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ৮৪
গোমূত্রাদ্গুগ্গুলুর্জাতো দেবতানাং সুতৃপ্তয়ে।
ক্ষীরাদ্বীর্য্যন্তু সর্ব্বেষাং জাতং দধি সুমঙ্গলম্ ॥ ৮৫
ঘৃতামৃতন্তু সম্ভূতমমরাণাং সুতৃপ্তয়ে।
তস্মাদ্ঘৃতেন পয়সা দধ্না চ স্নাপয়েচ্ছিবম্ ॥ ৮৬
সুগন্ধিনোষ্ণতোয়েন সুগন্ধৈশ্চ বিশোধয়েৎ।
স্নাপ্য শীতাম্বুনা পশ্চাচ্চন্দনেন বিলেপয়েৎ ॥ ৮৭
অর্চ্চয়েদ্বিল্বপত্রৈশ্চ পদ্মনীলোৎপলৈস্তথা ॥ ৮৮
এবং পূজ্য দদেৎ পশ্চাদ্ঘৃতযুক্তং সুগুগ্গুলুম্।
পায়সং সুজলাঢ্যন্তু দধিযুক্তং ঘৃতপ্লুতম্ ॥ ৮৯
নিবেদয়েচ্ছিবায়ৈব সুভক্ষ্যং ঘৃতপাচিতম্।
কৃত্বা প্রদক্ষিণং পশ্চাৎ প্রণিপত্য ক্ষমাপয়েৎ ॥ ৯০
অনেন বিধিনা দেবঃ ষড়ঙ্গেণ প্রসীদতি।

শিবজ্ঞান শ্রবণ করে, অথবা শিবজ্ঞানের উপদেশ করে, তাহারা উভয়েই শিবলোকে গমন করে; ইহার বিপরীত আচরণ করিলে নরকে গমন করে। নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য এই তিন প্রকার শিব-লিঙ্গ পূজা; ইহা তোমাদিগকে কহিতেছি। এই পূজা শিবের অতিশয় সন্তোষজনক। যে নর বিল্বপত্র দ্বারা এবং স্নান অনুলেপন প্রভৃতি ষড়ঙ্গ বিধানানুসারে প্রতিদিন শিবকে পূজা করে, শিব তাহার প্রতি সত্বর প্রসন্ন হন। দেবতা এবং অসুরগণ সাগরশ্রেষ্ঠ ক্ষীরোদ সমুদ্রকে মন্থন করিলে, তাহা হইতে সকল লোকের জননীস্বরূপ নন্দা, ভদ্রা, সুশীলা, সুরভি ও সুমনা নামে পাঁচটী গো সমুত্থিত হয়। হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ! এই গো পাঁচটীর মধ্যে সুরভি, পৃথিবীতে আগমন করেন এবং সমস্ত লোকের উপকার, দেবতাদিগের তৃপ্তি ও শঙ্করের স্নানের নিমিত্ত পৃথিবীতেই অবস্থান করেন। গোময়, গোমূত্র, গোরোচনা, ক্ষীর, দধি এবং ঘৃত গোর এই ছয়টী অঙ্গ অতি পবিত্র এবং সকল সিদ্ধির কারণ। ৭৯—৮২। শিবের অতি প্রিয় সুন্দর বিল্ববৃক্ষ গোময় হইতে জন্মগ্রহণ করে; লক্ষ্মী; ঐ বিল্ববৃক্ষে পদ্মহস্তে অবস্থান করেন, এই নিমিত্ত বিল্ববৃক্ষের নাম শ্রীবৃক্ষ। উৎপল ও পদ্মের বীজ সমস্ত গোময় হইতে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে। পরম পবিত্রা, পীতবর্ণা. সর্ব্বমঙ্গলা গোরোচনা গো হইতে উৎপন্ন হয়। দেবতাদিগের তৃপ্তি নিমিত্ত গোমূত্র হইতে গুগ্গুলু জন্মিয়াছে। দুগ্ধ হইতে সমস্ত লোকের বীর্য্য, দধি হইতে মঙ্গল এবং দেবগণের তৃপ্তি নিমিত্ত ঘৃত হইতে অমৃত উৎপন্ন হয়। অতএব ঘৃত, দুগ্ধ, দধি ইহা দ্বারা শিবকে স্নান করাইবে। পরে সুগন্ধি উষ্ণজল দ্বারা স্নান করাইয়া উত্তম গন্ধ দ্বারা পরিশুদ্ধ করিবে; তাহার পর শীতল জল দ্বারা স্নান করাইয়া চন্দন দ্বারা শিবের সর্ব্বাঙ্গে বিলেপন করিবে। বিলেপনের অনন্তর বিল্বপত্র, পদ্ম এবং নীলোৎপল দ্বারা পূজা করিয়া ঘৃতসংযুক্ত গুগ্গুল প্রদান করিবে। তাহার পর শিবের উদ্দেশে পায়স, উত্তম জল, দধি, ঘৃত এবং ঘৃতপক্ক উত্তম ভক্ষ্যদ্রব্য নিবেদন করিবে। পরে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বিসর্জ্জন করিবে। মহাদেব এই ষড়ঙ্গবিধি দ্বারা পূজিত হইলে প্রসন্ন হন এবং

---

* গোঃ পৃথিব্যা দেহাজ্জাতৈর্বিল্বপত্রৈরিত্যর্থঃ।

ইহ লোকে পরে চৈব সর্ব্বান্ কামান্ প্রযচ্ছতি ॥
ভাবান্বিতমভাবাচ্চ চতুর্দ্দশ্যষ্টমীষু চ।
ষড়নেন বিধিনা লিঙ্গং যঃ কশ্চিৎ পূজয়েৎ সদা ॥
শিবভক্তঃ সমুত্তার্য্য কুলানামেকবিংশতিম্।
লীলয়া দিবি সংস্থাপ্য স গচ্ছতি পরং পদম্ ॥৯৩
দেবকার্য্যনিযুক্তা যে ক্রয়ক্রীতাশ্চ বৃত্তিতঃ।
ভক্তিতঃ পূজয়ন্তীহ তেঽপি যান্তি শিবালয়ম্ ॥ ৯৪
মালাকারঃ শিবস্যৈবং মহদ্ভক্ত্যা সুপূজনাৎ।
পৃথিব্যামেকরাড়্ভূত্বা স গচ্ছেচ্ছিবমন্দিরম্ ॥ ৯৫
তস্মাৎ সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা বিধিনা যেন কেনচিৎ।
ষড়ক্ষরেণ মন্ত্রেণ শিবমেকাগ্রমানসঃ ॥ ৯৬
শিবভক্তঃ সমুত্তার্য্য কুলানামেকবিংশতিম্।
নিরয়াদ্দিবি সংস্থাপ্য স গচ্ছেদৈশ্বরং পদম্ ॥৯৭
ভক্ত্যা যেঽপি প্রপশ্যন্তি দেবকার্য্যনিয়োজিতাঃ।
প্রয়ান্তি স্বামিনা সার্দ্ধং শ্রীমচ্ছিবপুরং মহৎ ॥ ৯৮
কালাৎ পুনরিহায়াতো ভৃত্যবর্গসমন্বিতঃ।
ভুক্ত্বা ভোগান্ সুবিপুলান্ পৃথিব্যামেকরাড়্ভবেৎ
যেষাং পত্রাণি পুষ্পাণি লিঙ্গস্যৈবার্চ্চনে সদা।
শিবগায়াশ্চ গচ্ছন্তি রুদ্রলোকং ন সংশয়ঃ ॥১০০
পূজ্যমানঞ্চ বিধিনা যঃ পশ্যেচ্ছ্রদ্ধয়া শিবম্।
সোঽপি যাগফলং কৃৎস্নং প্রাপ্তবান্ নাত্র সংশয়ঃ
শ্রুত্বানুমোদয়েৎ পুণ্যমীশ্বরং যে সমাধিনা।
তৎসমং ফলমাপ্নোতি শিবস্য বচনং যথা ॥ ১০২
ভক্ত্যানুমোদয়েদীশং স্নানার্চ্চনকৃতে তু যৎ।
যতোঽশেষং শিবে ভক্তস্তৎসমং প্রাপ্নুয়াৎ ফলম্
মনসা চার্চ্চয়েন্নিত্যং ভক্তিযুক্তোঽপি মানবঃ।
সোঽপি তৎ ফলমাপ্নোতি শিবস্যাস্য প্রভাবতঃ ॥
সকৃদুচ্চরিতং যেন শিব ইত্যক্ষরদ্বয়ম্।
রুদ্রং বাপি হরং বাপি স গচ্ছেদ্রুদ্রলোকতাম্ ॥
শিবপুণ্যামশেষাঢ্যামশেষজনসেবিতাম্ ॥ ১০৬

ইহলোকে ও পরলোকে সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রদান করেন। শিবভক্ত ব্যক্তি প্রতিদিন পূজা করিতে পারুক বা নাই পারুক, যদ্যপি প্রতি চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে পূর্ব্বোক্ত ষড়ঙ্গবিধি দ্বারা শিবলিঙ্গের পূজা করে, তাহা হইলে সে একবিংশতি পুরুষকে নরক হইতে উদ্ধার করত অবলীলাক্রমে স্বর্গে বাস করাইয়া স্বয়ং পরমপদ প্রাপ্ত হয়। যাহারা বেতন গ্রহণপূর্ব্বক দেবকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক শিবলিঙ্গের পূজা করে, তাহারাও শিবলোকে গমন করে। ৮৩—৯৪। মালাকারও যদি ঈশ্বরে ভক্তিপূর্ব্বক শিবলিঙ্গের পূজা করে, তাহা হইলে সেও পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজা হইয়া, পরে শিবমন্দিরে গমন করে। অতএব শিবভক্ত ব্যক্তি, যে কোন বিধানানুসারে ভক্তিপূর্ব্বক একাগ্রমানসে "ওঁ নম শিবায়" এই ষড়ক্ষর মন্ত্র দ্বারা যদি শিবলিঙ্গের পূজা করে, তাহা হইলে সে একবিংশতি পুরুষকে নরক হইতে উত্তোলন করত স্বর্গে বাস করাইয়া আপনি শিবপদ প্রাপ্ত হয়। যে সকল ব্যক্তি দেবকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক সমস্ত দেবকার্য্য সম্যক্‌রূপে অবলোকন করে, তাহারা নিযুক্তকারী প্রভুর সহিত শিবপুরে গমন করে এবং কালক্রমে পুনর্ব্বার এই পৃথিবীতে আগমন করত ভৃত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত বিপুল ঐশ্বর্য্য ভোগপূর্ব্বক পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজা হয়। যাহারা সর্ব্বদা শিবলিঙ্গের পূজার নিমিত্ত পত্র বা পুষ্প প্রদান করে এবং সর্ব্বদা শিবের স্তব করে, তাহারা রুদ্রলোকে গমন করে, ইহাতে সংশয় নাই। যে ব্যক্তি, যথাবিধি পূজা সময়ে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শিবকে দর্শন করে, সে সমস্ত যাগফল প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। শিব, বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে শ্রবণ করিয়া অনুমোদন করে, সে, ঈশ্বরকে যোগ দ্বারা অবগত হইলে যেরূপ পুণ্যফল প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পুণ্যফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি শিবের স্নান ও পূজার নিমিত্ত অনুমোদন করে, সে শিবভক্ত যেরূপ অশেষ ফল প্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায় অশেষ ফল প্রাপ্ত হয়। যে মানব, ভক্তিপূর্ব্বক মন দ্বারাও প্রতিদিন শিবের অর্চ্চনা করে, সে শিবের প্রভাবে সম্যক্ পূজাফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি শিব, রুদ্র, কিম্বা হর এই দুইটী অক্ষর একবার উচ্চারণ করে, সে শিবের ন্যায় পবিত্র, অণিমাদি ঐশ্বর্য্যযুক্ত এবং সকল জনসেবিত

শিবধর্ম্মাঃ শিবেনোক্তাঃ সুসূক্ষ্মাঃ সুমহাফলাঃ।
কীর্ত্তিতাস্তে সমাসেন নিত্যপূজাসমাশ্রিতাঃ॥ ১০৭

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং
নিত্য-নৈমিত্তিকপূজাবিধির্নাম
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।

শঙ্করস্য ক্রিয়াযোগং শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্‌।
প্রোক্তং সনৎকুমারেণ যদ্‌ব্যাসস্থেহ তদ্বদ॥ ১

সূত উবাচ।

প্রোক্তং সনৎকুমারেণ যদ্‌ব্যাসায় কপর্দ্দিনঃ।
ক্রিয়াযোগং সমাসেন তচ্ছৃণুধ্বং জিতক্লমাঃ॥ ২

ব্যাস উবাচ।

ক্রিয়াযোগস্ত্বয়া পূর্ব্বং মমোক্তো যো মহামুনে।
তমহং শ্রোতুমিচ্ছামি ফলঞ্চাস্য যথাতথম্‌॥ ৩

লিঙ্গার্চ্চাং দেবতান্যাসং তন্ময়ত্বঞ্চ পূজনম্‌।
যথাবচ্চেতসো বৃত্তিং কুরুতে নিয়তাত্মনা॥ ৪
মনসা ব্রহ্মচর্য্যেণ পুণ্যৈর্বাক্কায়সম্ভবৈঃ।
ক্রিয়াযোগো হি বিদ্বদ্ভির্যোগিনাং সমুদাহৃতঃ॥ ৫
তত্রাহং শ্রোতুমিচ্ছামি ক্রিয়াযোগস্থিতো নরঃ।
যৎ ফলং সমবাপ্নোতি স্থাণোঃ স্থানং হি কারয়ন্‌॥
হরার্চ্চাং লিঙ্গমেবং বা কারয়িত্বা যদশ্নুতে।
সম্পূজয়িত্বা বিধিবদনুলিপ্য চ যৎ ফলম্‌॥ ৭
কানি মাল্যানি চোক্তানি কানি নার্হন্তি শঙ্করে।
কে ধূপা বল্লভাঃ কে চ কে চ বর্জ্জ্যাঃ সদৈব হি॥
উপহারফলং কিং স্যাৎ কিং ফলং গীতবাদনে।
ঘৃতক্ষীরাদিনা যচ্চ স্নাপিতে শঙ্করে ফলম্‌॥ ৯
যচ্চোপলেপনাদৌ তু ফলমভ্যুক্ষিতে চ যৎ।
শঙ্করস্য হিতঞ্চাপি তদশেষং বদস্ব মে॥ ১০

সনৎকুমার উবাচ।

কালিকেয় যদেতৎ ত্বং শঙ্করস্য চ পৃচ্ছসি।

রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। আমি, শিব যেরূপ বলিয়াছেন, সেইরূপ তোমাদিগের নিকট অতিসূক্ষ্ম মহাফলজনক শিবধর্ম্ম এবং প্রতিদিন যেরূপে শিবের পূজা করিতে হয়, ইহা সমস্ত সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। ৯৫—১০৭।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫॥

ষোড়শ অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন, আমরা শঙ্করের ক্রিয়াযোগ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি; সনৎকুমার ব্যাসের নিকট যেরূপ বলিয়াছেন, তুমি সেইরূপ বল। সূত কহিলেন, সনৎকুমার ব্যাসের নিকট কপর্দ্দী মহাদেবের যে ক্রিয়াযোগ বলিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, তোমরা অনায়াসে তাহা শ্রবণ কর। ব্যাস কহিলেন, হে মহামুনে! তুমি পূর্ব্বে আমার নিকট যে ক্রিয়াযোগ বলিয়াছ, আমি তাহা এবং সেই ক্রিয়াযোগের যে যে ফল, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। মনুষ্য সংযতচিত্তে লিঙ্গের মূর্ত্তি গঠন, দেবতান্যাস, স্বকীয় আত্মাকে রুদ্ররূপে ধ্যান এবং চিত্তবৃত্তিকে নিশ্চল করিয়া পূজা করিবে। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, যোগীদিগের মানসিক ক্রিয়াযোগ (ধ্যানাদি) ব্রহ্মচর্য্য এবং বাচিক ও শারীরিক পুণ্য দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ক্রিয়াযোগপরায়ণ নর মহাদেবের গৃহ নির্ম্মাণ করিলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, শিবের মূর্ত্তি, অথবা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিলে এবং যথাবিধি পূজা ও চন্দনাদি দ্বারা অনুলেপন করিলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। কোন্‌ মাল্য প্রদান করিবে, কোন্‌ মাল্য সকলই বা নিষিদ্ধ, কোন্‌ ধূপ শিবের প্রিয়, কোন্‌ ধূপ বা ত্যাজ্য, উপহার প্রদান করিলে কি ফল, শিবসমীপে গীত ও বাদ্য করিলে কি ফল, ঘৃত এবং দুগ্ধাদি দ্বারা শিবকে স্নান করাইলে কি ফল, উপলেপনাদি প্রদানে যে ফল, অভ্যুক্ষণ করিলে যে ফল এবং শিবের কোন্‌ বস্তু প্রিয় এই সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর। ১—১০। সনৎকুমার কহিলেন, হে সত্যবতীনন্দন! তুমি যে শিবের

শুশ্রূষুর্বিবিধং পুণ্যং তদিহৈকমনাঃ শৃণু ॥ ১১
জ্ঞানযোগস্তু সংযোগশ্চিত্তস্যৈবাত্মনা তু যঃ।
যস্তু বাহ্যার্থসংযোগঃ ক্রিয়াযোগ স উচ্যতে ॥ ১২
প্রধানং কারণং যোগো বিমুক্তের্মুনিসত্তম।
ক্রিয়াযোগস্তু যোগস্য পরমং ধ্যেয়সাধনম্ ॥ ১৩
যত্ত্বয়া পৃষ্টং ফলমন্বিচ্ছতাং ফলম্।
দেবালয়াদিকরণে তদিহৈকমনাঃ শৃণু ॥ ১৪
যস্তু দেবালয়ং শম্ভোঃ শৈলং দার্ব্বমথাপি বা।
কারয়েন্মৃন্ময়ং বাপি শৃণু তস্য মুনে ফলম্ ॥ ১৫
অহন্যহনি যোগেন যজতো যন্মহাফলম্।
প্রাপ্নোতি তৎ ফলং শম্ভোর্যঃ কারয়তি মন্দিরম্ ॥
কুলানাং শতমাগামি অতীতঞ্চ তথা শতম্।
কারয়ন্ শূলিনো ধাম নয়ত্যক্ষয়লোকতাম্ ॥ ১৭
সপ্তজন্মকৃতং পাপং স্বল্পং বা যদি বা বহু।

শম্ভোরালয়বিন্যাস-প্রারম্ভাদেব নশ্যতি ॥ ১৮
সর্ব্বদেবমুখো রুদ্রো যস্তস্য কুরুতে গৃহম্।
প্রতিষ্ঠাং সমবাপ্নোতি স নরঃ সার্ব্বলৌকিকীম্ ॥
প্রশস্তদেশভূভাগে শিবস্যায়তনন্তু যঃ।
কারয়েদখিলান্ লোকান্ স নরঃ প্রতিপদ্যতে ॥২০
ইষ্টকানান্তু বিন্যাসো যাবদ্বর্ষাণি তিষ্ঠতি।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি শিবলোকে মহীয়তে ॥ ২১
প্রতিমাঃ কারয়েচ্ছম্ভোর্লিঙ্গং বা লক্ষণান্বিতম্।
শঙ্করস্য পরং লোকমক্ষয়ং প্রতিপদ্যতে ॥ ২২
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণাং সহস্রাণি যথাক্রমম্।
প্রত্যেকশঃ সমস্তানাং দেবানাং প্রতিপদ্যতে ॥২৩
শম্ভোর্লিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্য সুপ্রশস্তে নিবেশনে।
পুরুষঃ কৃতকৃত্যঃ স্যান্নৈতৎ স্বং মরণং নয়েৎ ॥২৪
যে ভবিষ্যন্তি যেঽতীতা আকল্পাৎ পুরুষাঃ কুলে।
তাংস্তাংস্তারয়তে স্থাপ্য লিঙ্গং সর্ব্বগুণান্বিতম্ ॥
মনসা যে চিকীর্ষন্তি লিঙ্গস্থাপনমুত্তমম্।
তেঽপি যান্তি শিবং শান্তং সমুদ্ধৃত্য কুলাষ্টকম্ ॥

সম্বন্ধে এই সকল জিজ্ঞাসা করিলে, তজ্জন্য বোধ হইল যে, তুমি অতি পবিত্র কথাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, অতএব আমি বলিতেছি, নিশ্চলচিত্তে শ্রবণ কর। আত্মার সহিত মনের সংযোগের নাম জ্ঞানযোগ, মূর্ত্তি-গঠনপূর্ব্বক পূজাদির যে আচরণ, তাহাকেই ক্রিয়াযোগ বলিয়াছেন। হে মুনিসত্তম! জ্ঞানযোগই মুক্তির প্রধান কারণ; ক্রিয়াযোগ, ধ্যানাদির সাধন, এই নিমিত্ত পরম্পরায় ব্রহ্মের সাধন। ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির দেবতার মন্দিরাদি প্রস্তুত করিলে কি ফল হয়, তুমি যে এই সকল জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা কহিতেছি, এক্ষণে একমনে শ্রবণ কর। হে মুনে! যে ব্যক্তি প্রস্তর, কাষ্ঠ, অথবা মৃত্তিকা দ্বারা মহাদেব-গৃহ নির্ম্মাণ করায়, তাহার যে ফল হয়, তাহা শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি মহাদেব-মন্দিরমাত্র নির্ম্মাণ করায়, সে, প্রতিদিন ক্রিয়াযোগ দ্বারা পূজা করিলে যে ফল হয়, সেই ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি মহাদেবের বাটী নির্ম্মাণ করায়, সে অধস্তন একশত পুরুষ ঊর্দ্ধতন একশত পুরুষকে অক্ষয়লোকে গমন করায়। মহাদেবের গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিবামাত্র, অল্পই হউক আর অধিকই হউক, সপ্তজন্মকৃত পাপ বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি, সমস্ত দেবতার প্রধান রুদ্রদেবের গৃহ নির্ম্মাণ করায়, সে সমস্ত লোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যে নর কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে মৃত্তিকার উপর শিবের আয়তন নির্ম্মাণ করায়, সে সমস্ত লোক প্রাপ্ত হয় এবং যত বৎসর পর্য্যন্ত ইষ্টকাদির বিন্যাস থাকে, তাবৎ সহস্র বর্ষ কাল পর্য্যন্ত শিবলোকে পূজিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শম্ভুর প্রতিমা কিংবা লক্ষণাক্রান্ত লিঙ্গ নির্ম্মাণ করায়, সে মহাদেবের শ্রেষ্ঠ অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হয় এবং ষষ্টি লক্ষ বর্ষকাল যথাক্রমে সকল দেবতার লোকে বাস করে। ১১—২৩। যে পুরুষ প্রশস্ত গৃহের মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করায়, সে কৃতকৃত্য হয় এবং আপনার মৃত্যুকে লাভ করে না। যে ব্যক্তি সর্ব্বগুণান্বিত শিব-লিঙ্গ স্থাপন করায়, সে, আপনার বংশে কল্প-পর্য্যন্ত যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে বা যাহারা জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে উদ্ধার করে। যে সকল ব্যক্তি মন দ্বারা শম্ভুর উত্তম লিঙ্গ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা আট পুরুষ

ক্রিয়মাণন্তু যঃ প্রেক্ষ্য চেতসা যোঽনুচিন্তয়েৎ।
কারয়িষ্যাম্যহং কিন্তু সম্পদা মে ভবিষ্যতি।
এবং তস্য কুলং সদ্যো যাতি স্বর্গং ন সংশয়ঃ॥
প্রজাপতির্যমং স্থাপ্য তমাহ তব কিঙ্করাঃ।
পাশদণ্ডধরা নিত্যং বিচরিষ্যন্তি ভূতলে॥ ২৮
ধর্ম্মাধর্ম্মানুশাস্তারো মম বাক্যং নিশম্যতাম্॥ ২৯
কেবলং যে জগন্নাথং শঙ্করং সমুপাশ্রিতাঃ।
ত্বয়া তে পরিহর্ত্তব্যাস্তেষাং নাস্ত্যত্র সংস্থিতিঃ॥৩০
যে চ মাহেশ্বরা লোকে তচ্চিত্তাস্তৎপরায়ণাঃ।
তে তু রুদ্রগণা জ্ঞেয়াঃ সদা ত্যাজ্যাঃ সুদূরতঃ॥৩১
যে তিষ্ঠন্তঃ স্বপন্তশ্চ গচ্ছন্তো বৈ দিবানিশম্।
কীর্ত্তয়ন্তি শিবং শান্তং তেঽপি ত্যাজ্যাঃ সুদূরতঃ
নিত্যে নৈমিত্তিকে দেবং যে যজন্তি মহেশ্বরম্।
নাবলোক্যা ভবদ্ভিস্তে ন তে চার্হন্তি বো গতিম্॥

যে পুষ্প-ধূপ-বাসোভির্ভূষণৈশ্চাত্মবল্লভৈঃ।
অর্চ্চয়ন্তি ন তে গ্রাহ্যা নরা হরসমাশ্রয়াঃ॥৩২
উপলেপনকর্ত্তারঃ সম্মার্জ্জনপরাশ্চ যে।
হরালয়ে পরিত্যাজ্যাস্তেষাং ত্রিপুরুষং কুলম্॥৩৩
যেন বায়তনং শম্ভোঃ কারিতং তৎকুলোদ্ভবম্।
পুংসাং শতং নাবলোক্যং ভবদ্ভির্দুষ্টচেতসা॥৩৪
যেন লিঙ্গং ভগবতো মহেশ্বরস্য কারিতম্।
নরাযুতং তৎকুলজং ভবতাং শাসনাতিগম্॥৩৫
পুনর্বৈবস্বতো গাথা এতা বৈ পরমেষ্ঠিনা।
হিতায় জ্ঞাপয়ামাস দূতান্ প্রতি যথাতথম্॥৩৬
স্থাপয়িত্বা শুভং লিঙ্গং সম্যক্ সম্পূজ্য মানবঃ।
যং যং প্রার্থয়তে কামং তং তং প্রাপ্নোত্যসংশয়
যঃ স্নাপয়তি ভীমস্য লিঙ্গং ত্রিদশপূজিতম্।
ঘৃতেন মধুযুক্তেন তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥ ৪০

উদ্ধার করিয়া প্রশান্তমূর্ত্তি শিবকে লাভ করে। যে ব্যক্তি মূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক দর্শন করিয়া চিন্তা করে, অথবা মন দ্বারা চিন্তা করে এবং "যদ্যপি আমার সম্পদ্ হয়, তাহা হইলে আমি শিবস্থাপন করিব" এরূপ চিন্তা করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার কুল স্বর্গে গমন করে, ইহাতে সংশয় নাই। প্রজাপতি ব্রহ্মা যমকে স্থাপন করিয়া কহিয়াছিলেন যে, তোমার কিঙ্করেরা পাশ এবং দণ্ড ধারণপূর্ব্বক নিয়ত পৃথিবীতে বিচরণ করিবে এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অনুসারে শাসন করিবে। তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর, কেবল যে ব্যক্তি জগদীশ্বর শঙ্করের উপাসনা করিবে, তুমি তাহাকে পরিত্যাগ করিবে; যেহেতু তাহাদিগের যমলোকে বাস হইবে না। যাহারা তদ্গতচিত্তে কেবল তাঁহারই কর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক মহাদেবের উপাসনা করে, তুমি তাহাদিগকে রুদ্রগণরূপে অবগত হইয়া সর্ব্বদা দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। যাহারা অবস্থানকালে, নিদ্রাসময়ে এবং গমনকালে দিবারাত্র শান্ত শিবনাম কীর্ত্তন করে তাহাদিগকেও সুদূরে পরিত্যাগ করিবে। যাহারা নিত্য-নৈমিত্তিককার্য্যে দেবদেব শঙ্করের পূজা করে, তোমরা তাহাদিগকে দর্শন পর্য্যন্ত করিবে না এবং তাহারা তোমাদিগের স্থান পাইবে না। যাহারা মহাদেবকে আশ্রয় করিয়া পুষ্প, ধূপ, বস্ত্র এবং আপনার অভিমত অলঙ্কার দ্বারা শিবের পূজা করে, সে সকল মনুষ্যকে তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না। ২৪—৩৪। যাহারা মহাদেবের মন্দিরে গোময়াদি দ্বারা উপলেপন এবং সম্মার্জ্জনী প্রদান করে, তোমরা তাহাদিগকে এবং তাহার কুলের তিন পুরুষকে পরিত্যাগ করিবে। যাহারা শম্ভুর আয়তন নির্ম্মাণ করায়, তোমরা তাহাদিগের বংশের একশত পুরুষকে দুষ্ট-বুদ্ধিতে অবলোকন করিতে পারিবে না। যাহারা ভগবান্ মহেশ্বরের লিঙ্গ নির্ম্মাণ করাইবে, তাহাদের বংশের অযুত পুরুষ পর্য্যন্ত তোমাদিগের শাসনাতীত জানিবে। পিতামহ ব্রহ্মা যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, সূর্য্যপুত্র যম লোকের হিতের নিমিত্ত দূতদিগকে পুনর্ব্বার সেইরূপ জানাইয়া দিতে লাগিলেন। মনুষ্য শিবলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে তাঁহাকে পূজা করিয়া যে যে বস্তু প্রার্থনা করে, নিশ্চয়ই তাহা প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি সকল দেবগণের পূজনীয় মহাদেবের লিঙ্গকে ঘৃত ও মধু দ্বারা স্নান করায়, তাহার পুণ্য কীর্ত্তন করিতেছি

...সাহস্রপ্রস্থস্য যৎ ফলং লভতে নরঃ।
বিপ্রেভ্যো বেদপূর্ণেভ্যো ঘৃতপ্রস্থেন তৎফলম্॥
পৃথ্বী চ সুসম্প্রাপ্তা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
...ঢ়কেন সংস্নাপ্য লিঙ্গং ত্রিভুবনেশ্বরম্॥ ৪২
...ৎ কৃষ্ণচতুর্দশ্যাং ঘৃতেন জগতঃ পতেঃ।
...য়িত্বা সমভ্যর্চ্চ্য পাপানাং বিপ্র মুচ্যতে॥৪৩
...মাবাস্যাং লিঙ্গং সংস্নাপ্য যত্নতঃ।
...ক্তমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৪৪
...নতোঽজ্ঞানতো বাপি যৎ পাপং কুরুতে নরঃ
...ক্ষালয়তি সন্ধ্যায়াং ঘৃতেন স্নানকৃন্নরঃ॥ ৪৫
...বানাং পরমো রুদ্রো হব্যানাং পরমং ঘৃতম্।
...শেষপাপানাং ক্ষালকঃ সঙ্গমো মুনে॥৪৬
...ক্ষীরবহা নদ্যো হ্রদাঃ পায়সকর্দ্দমাঃ।
...র্লোকাৎ তাংস্ততো যান্তি ক্ষীরস্নাপনকা নরাঃ॥

আহ্লাদং নির্বৃতিং স্বাস্থ্যমারোগ্যং চারুরূপতাম্
সপ্তজন্মান্যবাপ্নোতি ক্ষীরস্নানকরো বিভোঃ॥ ৪৮
দধ্যাদীনাং বিকারাণাং ক্ষীরতঃ সম্ভবো যথা।
তথৈবাশেষকামানাং ক্ষীরস্নপনমুত্তমম্॥ ৪৯
যথা চ বিমলং ক্ষীরং যথা পুষ্টিকরং সদা।
তথাস্য নির্ম্মলং জ্ঞানং ভবেৎ স্নানকৃতঃ শিবে॥৫০
গ্রহানুকূলতাং পুষ্টিং প্রিয়ত্বঞ্চাখিলে জনে।
করোতি শঙ্করো নিত্যং ক্ষীরস্নপনতোষিতঃ॥৫১
ঘৃতক্ষীরেণ দেবেশো দৃষ্টমাত্রঃ প্রসীদতি।
সর্ব্বস্য স্নিগ্ধতামেতি স্নাপিতে শঙ্করে সদা॥ ৫২
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্॥ ৫৩
দৃষ্ট্বা পুষ্ণঃ শুভাং ভার্য্যাং সুমতিং পতিনা সহ।
ক্রীড়ন্তীং গৌতমী স্বর্গে তামাহ বিস্ময়ান্বিতা॥ ৫৪

গৌতম্যুবাচ।

সুমত্যনেকশঃ সন্তি স্বর্গে দেবাঃ সবাসবাঃ।
ন চৈষামীদৃশী শোভা বিদ্যতে তে যথা শুভে॥৫৫
ন চৈষামীদৃশো গন্ধো ন কান্তির্ন সুরূপতা।
ন বাসসাঞ্চ শোভেয়ং যথা তে পতিনা সহ॥ ৫৬

...লাভ করে। যে ব্যক্তি প্রস্থপরিমিত ঘৃত দ্বারা শিবকে স্নান করায়, সে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র গোদান করিলে যে ফল হয়, সেই ফল লাভ করে। যে ব্যক্তি ত্রিজগতের ঈশ্বর মহাদেবকে আঢ়ক-পরিমিত ঘৃত দ্বারা স্নান করায়, সে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়। যে ব্যক্তি কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে জগদীশ্বর শিবের লিঙ্গকে ঘৃত দ্বারা স্নান করায় ও পূজা করে, সে বহুতর পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যা তিথিতে যত্নপূর্ব্বক ঘৃত দ্বারা শিবলিঙ্গকে স্নান করাইয়া সেইদিনে একবার আহার করে, সে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। মনুষ্য, জ্ঞানপূর্ব্বক হউক বা অজ্ঞান পূর্ব্বক হউক, যে পাপ করে, সন্ধ্যা সময়ে ঘৃত দ্বারা শিবকে স্নান করাইলে শিব তাহার সেই পাপ প্রক্ষালন করিয়া দেন। হে মুনে! রুদ্র সমস্ত দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ঘৃত সমস্ত হব্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট; অতএব এই উভয়ের সংযোগ সকল পাপকে বিনষ্ট করে; যে ব্যক্তি ক্ষীর দ্বারা মহাদেবের স্নান করায়, সে, যে স্থানে নদী সকল দুগ্ধে পরিপূর্ণ ও হ্রদ পায়সের কর্দ্দমযুক্ত, ভূর্লোক হইতে সেই স্থান প্রাপ্ত হয়। ৩৫—৪৭। যে ব্যক্তি দুগ্ধ দ্বারা শম্ভুর স্নানকার্য্য নির্ব্বাহ করে, সে সাতজন্মে আহ্লাদ, সন্তোষ, স্বাস্থ্য, আরোগ্য এবং সুন্দর রূপ প্রাপ্ত হয়। যেরূপ দুগ্ধ হইতে দধি প্রভৃতির উৎপত্তি, সেইরূপ ক্ষীর দ্বারা স্নান করাইলে, যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই হইতে পারে। যে ব্যক্তি দুগ্ধ দ্বারা শিবকে স্নান করায়, সে দুগ্ধের ন্যায় নির্ম্মল ও পুষ্টিকর জ্ঞান লাভ করে; যে ব্যক্তি ক্ষীর দ্বারা স্নান করায়, সে মহাদেবের অনুগ্রহে গ্রহগণের আনুকূল্য ও পুষ্টি লাভ করে এবং সমস্ত লোকের প্রিয় হয়। ঋষিগণ এই বিষয়ে একটী পুরাতন ইতিহাস কহিয়াছেন। এক সময়ে গৌতমী স্বর্গে ক্রীড়া করিতে করিতে পতির সহিত পরম রূপবতী সূর্য্যপত্নী সুমতিকে দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে সুমতি! এই স্বর্গ মধ্যে ইন্দ্র প্রভৃতি অনেক দেবতা অবস্থান করেন। কিন্তু হে শুভে! ইহাঁদিগের মধ্যে কাহারও তোমার সদৃশ শোভা, গন্ধ, কান্তি, উত্তম

শক্রাদ্যানামপীশানাং যুবয়োরতিরিচ্যতে।
স্বস্থতা চেতসশ্চেয়ং সুমতে পতিনা সহ ॥ ৫৭
তপঃপ্রভাবো দানং বা কিং কর্ম্ম হোমসংজ্ঞিতম্
যুবয়োস্তন্মমাচক্ষ ত্বং সর্ব্বং বরবর্ণিনি ॥ ৫৮

সুমতিরুবাচ।

ভর্ত্তুর্মে কুলপূর্ব্বেণ সমারাধ্য মহেশ্বরম্।
যজ্ঞৈর্দেবং সুতা রাজ্যমেতদাপ্তং ততো বৃতঃ ॥৫৯
রুদ্রো যজ্ঞেষু যজ্ঞেশঃ শঙ্করস্তোষিতো ময়া।
স্বর্গপ্রাপ্তিরিয়ং তস্মান্মমেদং কর্ম্মণঃ ফলম্ ॥ ৬০
তীর্থোদকৈস্তথা হৃদ্যৈঃ স্নানৈঃ সন্তোষিতঃ শিবঃ।
তেন কান্তিরিয়ং জাতা দেবেভ্যস্ত্বধিকা মম ॥ ৬১
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং শরীরস্য চ নির্বৃতিঃ।
যৎ প্রিয়ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য তদ্ঘৃতস্নানজং ফলম্ ॥ ৬২
যান্যভীষ্টানি বাসাংসি যচ্চাভীষ্টং বিভূষণম্।
রত্নানি যান্যভীষ্টানি যৎ প্রিয়ঞ্চানুলেপনম্। ৬৩
যান্যভীষ্টানি মাল্যানি স্বর্গে সন্তি মমানিশম্।
ভর্ত্তুর্মমোপতিষ্ঠন্তি শোভাযুক্তানি গৌতমি।
তানি মে শিবদত্তানি তস্মাদ্ভূষাত্মকো গুণঃ। ৬৪
আহারা দয়িতা যে চ লিঙ্গস্যাগ্রে নিবেদিতাঃ।
তস্মান্মে সর্ব্বদা তৃপ্তিরাসীদত্রৈব গৌতমি। ৬৫
স্বর্গকামেণ ভর্ত্রা মে ময়া চ শুভদর্শনে।
ভক্ত্যা সমর্চ্চিতো নিত্যং তস্মাদ্বৃষ্টির্মমোত্তমা।
যং যং কামমভিধ্যায় মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ।
লিঙ্গং সম্পূজয়েন্নিত্যং তং তং প্রাপ্নোতি মা[নবঃ]

সনৎকুমার উবাচ।

এবমভ্যর্চ্চ্য দেবেশং সর্ব্বভূতেশ্বরেশ্বরম্।
প্রাপ্নোত্যভিমতান্ কামান্ দেবানামপি দুর্লভান্।
চন্দনাগুরুকর্পূরৈঃ কুঙ্কুমোশীরপদ্মকৈঃ।
অনুলিপ্তঃ শিবঃ সদ্যো বরান্ ভোগান্ প্রযচ্ছ[তি]

রূপ এবং পতির সহিত তোমার বস্ত্রের ন্যায় শোভা নাই। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ প্রধান হইলেও তাঁহাদিগের শোভা হইতে তোমাদের স্ত্রীপুরুষের শোভা অতিরিক্ত। হে সুমতে! তোমাদিগের স্ত্রীপুরুষের মনের এই সুস্থতা অতি উত্তম। অতএব হে বরবর্ণিনি! তোমাদিগের উভয়ের ইহা কি তপস্যার প্রভাব, কি দানের ফল, কিংবা হোমাদি কর্ম্মের ফল, তুমি তাহা বল। ৪৮—৫৭। সুমতি কহিলেন, আমার স্বামীর পূর্ব্বপুরুষ যজ্ঞ দ্বারা মহেশ্বরের আরাধনা করিয়া এই কন্যারাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ যজ্ঞে রুদ্রকে বরণকালে আমি যজ্ঞেশ্বর শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলাম। এই নিমিত্ত স্বর্গে বাস করিতেছি। আমার সেই কর্ম্মের এই ফল। আমি তীর্থোদক প্রভৃতি নানা দ্রব্য এবং স্নান দ্বারা শিবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলাম। এই জন্যই সমস্ত দেবগণের অপেক্ষা এই অতিরিক্ত কান্তি লাভ করিয়াছি! আমি ঘৃত দ্বারা শিবকে স্নান করাইয়াছিলাম, তাহার ফলে আমার মন প্রসন্ন থাকে, শরীর অতি সুন্দর হইয়াছে, কোন অনির্ব্বৃতি নাই এবং সকল লোকের প্রিয় হইয়াছি। আমার এই যে সকল ইচ্ছানুরূপ বস্ত্র, ভূষণ, রত্ন, অনুলেপন দ্রব্য এবং ইচ্ছা[নু]রূপ মাল্য স্বর্গে বিদ্যমান আছে, হে গৌতমি! আমার স্বামীরও এই যে সকল উত্তম কান্তি[যুক্ত] বস্ত্রাদি বিদ্যমান আছে, শিবই আমাকে [এ] সমস্ত প্রদান করিয়াছেন। শিবের প্রসা[দে] আমার ভূষা-রূপগুণ। হে গৌতমি! আমি শি[ব]লিঙ্গের সম্মুখে অতি মনোহর আহারের [দ্রব্য] নিবেদন করিয়াছিলাম, এই জন্য আমার স্ব[র্গ] স্থানে সর্ব্বদা তৃপ্তি জানিবে। হে শুভদর্শ[নে]! আমার স্বামী স্বর্গ কামনা করিয়া, [আমার] সহিত ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিদিন শিবকে [অর্চ্চনা] করিতেন, এই নিমিত্ত আমাদিগের উত্তম স্ব[র্গে] বাস হইয়াছে। মনুষ্য যে যে বস্তু [কামনা] করিয়া মন, বাক্য, শরীর এবং কর্ম্ম দ্বারা [শিব]লিঙ্গ পূজা করে, তাহাই প্রাপ্ত হয়। ৫৮—[৬৭]। সনৎকুমার কহিলেন,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, [রুদ্র] ইহাঁদিগের ঈশ্বর ও সমস্ত দেবতাদিগের ঈ[শ্বর] মহাদেবকে এইরূপে পূজা করিলে দেব[তা]দিগেরও দুর্লভ সমস্ত অভিমত দ্রব্য প্রাপ্ত হ[য়]। যে ব্যক্তি চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কুঙ্কুম, উ[শীর] এবং পদ্মকাষ্ঠ দ্বারা শিবের অনুলেপন প্র[দান] করে, শিব তৎক্ষণাৎ তাহাকে বর ও ভো[গ]

[illegible] সম্ভবে ধূপং কালেয়ং রক্তচন্দনম্।
[illegible] ভবতি রোগায় ন দদ্যাৎ তং কপর্দ্দিনে ॥৭০
[illegible] প্রাণাগনির্ম্মুক্তং সুগন্ধং প্রিয়মুত্তমম্।
[illegible] তুষ্টিকরং সদ্যো গুগ্‌গুলং ঘৃতসংযুতম্ ॥ ৭১
[illegible] শর্করা কৃতং ধূপং দদ্যাদাসবসংযুতম্।
[illegible] নিষ্টানি তানি পুষ্পাণি বর্জ্জয়েৎ ॥ ৭২
[illegible] সর্ব্বদেষ্টানি দদ্যাদাত্মহিতেচ্ছয়া।
[illegible] মৃদুগন্ধীনি সর্ব্বাণীষ্টানি শূলিনঃ ॥ ৭৩
[illegible] পত্রাণি শ্রীবৃক্ষস্য সদৈব হি।
[illegible] সুমুত্থানি রক্তনীলে তথোৎপলে ॥ ৭৪
[illegible] মল্লিকা চৈব যূথিকা বাতিমুক্তকঃ।
[illegible] করবীরঞ্চ কর্ণিকারঞ্চ বর্ব্বরী ॥ ৭৫
[illegible] কিরাতিক্তঃ কুব্জকঃ শতপত্রিকা।
[illegible] পুষ্পাণি গুরুকুন্দং সকুন্দকম্ ॥ ৭৬
[illegible] কিংশুকশ্চৈব শস্তাঃ শঙ্করপূজনে।
[illegible] শুভগন্ধীনি সর্ব্বাণীষ্টানি শঙ্করে ॥ ৭৭

দেহে সতীহ গৃহ্ণাতি তস্মাৎ তৈরর্চ্চয়েচ্ছিবম্।
রক্তানি নীলকৃষ্ণানি ভূষার্থং তানি যোজয়েৎ ॥৭৮
এবমভ্যর্চ্চয়েদীশমেভিরুক্তৈস্তু সর্ব্বদা।
যো নরঃ স তু স্বর্গী স্যাৎ সর্ব্বসৌভাগ্যসংযুতঃ ॥
সিদ্ধবিদ্যাধরাণাঞ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণৈঃ।
যাবৎ কল্পস্য পর্য্যায়ঃ পূজ্যমানঃ স তিষ্ঠতি ॥৮০
কণ্টকৈরুগ্রগন্ধৈশ্চ সবিষৈশ্চ বিষাদিনম্।
যোঽর্চ্চয়েৎ স ভবেন্মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বভূতগণপ্রিয়ঃ ॥৮১
পুষ্পাভাবাচ্ছিবঃ পূজ্যো ভৃঙ্গৈদূর্ব্বাঙ্কুরৈঃ শুভৈঃ
শমী-তমালপত্রৈশ্চ স দদাত্যৈশ্বরান্ গুণান্ ॥৮২
এবং যঃ পূজয়েন্নিত্যং শিবং পরমকারণম্।
স প্রয়াত্যক্ষয়াঁল্লোকান্ পূজ্যমানোঽপ্সরোগণৈঃ
যদা কালাদিহায়াতি রাজা রাজ্যেশ্বরো মহান্।
পৃথিব্যামেকরাড়্ভূত্বা ক্রমান্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৪

প্রদান করেন। যাহারা মহাদেবকে কালাগুরু-[illegible] ধূপ বা রক্তচন্দন প্রদান করে, সেই [illegible] মনুষ্যের রোগ হয়। এই নিমিত্ত [illegible] শিবকে তাহা দান করিবে না। যে [illegible] গুগ্‌গুলমিশ্রিত, শিবকে তাহা প্রদান [illegible] না। কিন্তু যে ধূপ উত্তম গন্ধযুক্ত, [illegible] প্রিয় ও তৎক্ষণাৎ সন্তোষজনক, তাহা [illegible] ঘৃতমিশ্রিত গুগ্‌গুলু প্রদান করিবে। [illegible] শর্করা-নির্ম্মিত ও আসবসংযুক্ত ধূপ [illegible] করিবে না এবং যে সমস্ত পুষ্প আপনার [illegible] অনিষ্টজনক, তাহাও বর্জ্জন করিবে। মনুষ্য [illegible] আপনার হিত ইচ্ছা করত যাহা সর্ব্বদা ইষ্ট-[illegible] তাহা দান করিবে। কোমল গন্ধযুক্ত [illegible] প্রকার পত্র এবং বিল্বপত্র, শুষ্ক হইলেও, [illegible] শিবের সর্ব্বদা প্রিয়। কুবলয় প্রভৃতি [illegible] প্রকার জলজ পুষ্প, রক্তোৎপল, নীলোৎ-পল, মালতী, মল্লিকা, যূথিকা, অতিমুক্তক, [illegible], করবীর, কর্ণিকার, বর্ব্বরী, চম্পক, কিরাতিক্ত, কুব্জক, শতপত্রিকা, তুলসী এবং [illegible]পুষ্প, কুন্দ, গুরুকুন্দ, অশোক ও কিংশুক এই সমস্ত পুষ্প মহাদেবের পূজায় অতি

প্রশস্ত। এই প্রকার যে সমস্ত পুষ্প উত্তম গন্ধযুক্ত, তাহাও শঙ্করের প্রিয়। মনুষ্য যে পুষ্প দেহে থাকিলে উত্তম গন্ধ হইবে, এই বলিয়া ইহলোকে ধারণ করে, এই নিমিত্ত সেই সকল পুষ্প দ্বারাই শিবকে পূজা করিবে; যে সমস্ত পুষ্প রক্ত, নীল ও কৃষ্ণবর্ণ, তাহাদিগকে ভূষণের নিমিত্ত যোজনা করিবে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত এই সকল পুষ্প দ্বারা ঈশ্বরের পূজা করে, সে সমস্ত সৌভাগ্যশালী হইয়া এবং সিদ্ধ, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণকর্তৃক পূজিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কল্পে অবতাররূপে অবস্থান করে। ৬৮—৮০। যে মানব বিষ-ভোজনকারী শিবকে কণ্টক, উগ্র গন্ধ এবং মৃণাল দ্বারা অর্চ্চনা করে, সে সমস্ত ভূতগণের প্রিয় হয়। যদ্যপি পুষ্পের অভাব হয়, তাহা হইলে ভৃঙ্গরাজপত্র সুন্দর দূর্ব্বাঙ্কুর, শমীপত্র ও তমালপত্র দ্বারা শিবের পূজা করিবে; তাহা হইলেই সে ব্যক্তির ঈশ্বরকে সমস্ত উপচার দান করা হইল। যে ব্যক্তি এইরূপে প্রতিদিন পরমকারণ মহাদেবের পূজা করে; সে অপ্সরোগণকর্তৃক পূজিত হইয়া অক্ষয়লোক প্রাপ্ত হয় এবং যে সময় কালক্রমে এই পৃথিবীতে আগমন করে, তৎ-

কেতকী চ সদা ত্যাজ্যা জপাপুষ্পাণি চৈব হি।
গৃঞ্জনৈঃ শ্রীপদৈরিষ্ট্বা নরো ম্লেচ্ছাধিপো ভবেৎ॥
সুগন্ধৈশ্চ মুরামাংসী-কর্পূরাগুরু-চন্দনৈঃ।
মুস্তাদিযুক্ততোয়েন স্নাপয়েদীশ্বরং সদা॥ ৮৬
দুকূলপট্টকৌশেয়সূক্ষ্মৈঃ কার্পাসিকৈঃ সদা।
বাসোভিঃ পূজয়েদীশমন্যৈশ্চৈবাত্মনঃ প্রিয়ৈঃ॥ ৮৭
শুভানি যানি ভক্ষ্যাণি ভোজ্যান্যভিমতানি চ।
ফলঞ্চ বল্লভং সর্ব্বং তৎ তদ্দেয়ং কপর্দ্দিনে॥ ৮৮
সুবর্ণ-মণি-মুক্তাদি যচ্চান্যদপি বল্লভম্।
তৎ তদেবাতিদেবায় শঙ্করায় নিবেদয়েৎ॥ ৮৯
যোগিনং শঙ্করং মত্বা শুভাচারং দ্বিজোত্তমম্।
শর্ব্বায়াব্যক্তরূপায় নাম্না তস্মৈ নিবেদয়েৎ॥ ৯০
সংক্রান্তির্বিষুবদ্‌যোগো ব্যতীপাতোঽয়নদ্বয়ম্।
গ্রহণং পর্ব্বণী দ্বে তু চতুর্দ্দশ্যষ্টমী তথা॥ ৯১
তথান্যে তু শুভাঃ কালাঃ প্রোক্তা নৈমিত্তিকাঃ সদা
সহস্রগুণিতং নিত্যাৎ ফলং বিদ্যাচ্ছিবার্চ্চনে॥
ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং ক্রি[illegible] যোগকীর্ত্তনে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

শঙ্করস্য তু যে ভক্তাঃ শুভাচারা হি যোগিনঃ।
পূজনে যৎ ফলং তেষাং সমাসাৎ কথয়স্ব নঃ॥
সনৎকুমার উবাচ।
শৃণু যে সততং ভক্ত্যা ভজন্তি শিবযোগিনঃ।
প্রাপ্নুবন্তি মহাভোগানন্তে যোগঞ্চ শাঙ্করম্॥ ২
ভোগ্যভোগার্থিভিস্তস্মাৎ সম্পূজ্যাঃ শিবযোগি[illegible]
প্রতিশ্রয়ান্নপানেন শয্যাবস্ত্রাদিভিঃ সদা॥ ৩
যঃ করোতি হি শুশ্রূষাং বিধিবচ্ছিবযোগিনঃ।
ঈশ্বরো বা দরিদ্রো বা ভক্ত্যা তস্য ফলং শৃ[illegible]
সূর্য্যদীপ্তিপ্রতীকাশৈর্বিমানৈঃ সার্ব্বকামিকৈঃ।

কালে পৃথিবী মধ্যে প্রবল-পরাক্রমশালী এক-চ্ছত্র রাজ্যেশ্বর হইয়া ক্রমে মুক্তিলাভ করে। কেতকীপুষ্প এবং জবাপুষ্প সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি গৃঞ্জন ও শ্রীপদ দ্বারা শিবের পূজা করে, সে ম্লেচ্ছদেশের অধিপতি হয়। সুগন্ধ মুরা, জটামাংসী, কর্পূর, অগুরু-চন্দন এবং মুস্তা মিশ্রিত জল দ্বারা পরমেশ্বর শিবকে স্নান করাইবে। ভক্তগণ পট্টবস্ত্র, কৌশেয়বস্ত্র, সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র এবং অন্যান্য যে সমস্ত আপনার প্রিয় সেই বস্ত্র দ্বারা ঈশ্বরকে পূজা করিবে। উত্তম ভক্ষ্য, আপনার অভি-মত ভোজ্য এবং যে সমস্ত ফল আপনার প্রিয়, সেই সমস্ত বস্তু মহাদেবকে দান করিবে। সুবর্ণ, মণি, মুক্তা এবং অন্য যে সকল আপনার প্রিয়, তাহা দেবাতিদেব শঙ্করের উদ্দেশে নিবে-দন করিবে। শিবকে পরম যোগী শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণ জ্ঞান করিয়া অব্যক্তরূপী মহাদেবের উদ্দেশে শিবের নাম গ্রহণ করত সমস্ত বস্তু নিবেদন করিবে। বিষুব-সংক্রান্তি, ব্যতীপাত, দুই অয়ন-সংক্রান্তি, গ্রহণ চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী এই দুই পর্ব্ব এবং অন্যান্য, ইহারা নৈমিত্তিক পুণ্যজনক কালরূপে কথিত হইয়াছে। এই সমস্ত নৈমিত্তিক কালে শিবের পূজা করি[illegible] নিত্য পূজা হইতে সহস্রগুণ ফল [illegible] জানিবে। ৮১—৯২।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

বেদব্যাস কহিলেন, যাহারা শঙ্করের [illegible] শুভাচারসম্পন্ন ও যোগাভ্যাস-পরায়ণ, [illegible] দিগকে পূজা করিলে কি ফল হয়, [illegible] সংক্ষেপে বিবৃত করুন। সনৎকুমার কহিলেন, শ্রবণ কর। যাঁহারা সর্ব্বদা শিবযোগি[illegible] ভজনা করেন, তাঁহারা অতুলভোগ ও [illegible] যোগের অধিকারী হন। সেই হেতু ভো[illegible] গণ শিবযোগিগণকে আশ্রয়, অন্ন, পানীয়, [illegible] ও বস্ত্রাদি ভোগ্যবস্তু দ্বারা সর্ব্বদা পূজা ক[illegible] বেন। ধনসম্পন্নই হউন বা দরিদ্রই [illegible] যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক যথাশাস্ত্র শিবযো[illegible] শুশ্রূষা করেন, তাঁহার যে ফল হয়, তাহা শ্র[illegible] কর। তিনি মৃত্যুর পর সূর্য্যকিরণ [illegible]

তঃ শিবপুরং গচ্ছেৎ স সপ্তকুলসংযুতঃ ॥ ৫
তত্র দিব্যৈর্মহাভোগৈঃ স্ত্রীসহস্রৈর্মনোহরৈঃ।
কল্পকোটিশতং দিব্যং সেব্যমানঃ স তিষ্ঠতি ॥ ৬
ততো বিষ্ণুভবনে তাবৎ কালং বসেৎ পুনঃ।
বৈষ্ণবৈর্বিবিধৈর্ভোগৈঃ স্ত্রীসহস্রৈস্তু সেবিতঃ ॥ ৭
বিষ্ণুলোকাদ্‌ব্রহ্মলোকং সম্প্রাপ্য মোদতে পুনঃ।
ভোগৈঃ সুবিপুলৈস্তত্র তাবৎ কালং মনোহরৈঃ ॥৮
প্রজাপতীন্দ্রগন্ধর্ব্ব-যক্ষলোকমনুক্রমাৎ।
ভোগান্ নানাবিধান্ ভুক্ত্বা পৃথিব্যাং জায়তে পুনঃ
কুলে মহতি বিপ্রাণাং প্রজ্ঞা-শীল-গুণান্বিতঃ।
ততঃ স পূর্ব্বভাবেণ যোগীন্দ্রং সমুপাসতে ॥ ১০
তৎসম্পর্কাচ্ছিবজ্ঞানং প্রাপ্য যোগন্তু সেবতে।
যোগাদ্বিরক্তঃ সংসারাৎ প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥
অর্থপূজাগ্নিকার্য্যাদ্যৈর্ভেদৈর্বহুবিধৈঃ স্থিতঃ।
কর্ম্মযজ্ঞঃ সমাখ্যাতস্ততশ্চান্দ্রায়ণাদিকঃ ॥ ১২
স্বাধ্যায়শ্চ জপঃ প্রোক্তঃ শিবমন্ত্রস্য স ত্রিধা।

অনন্তর সর্ব্বকামপ্রদ বিমানে আরোহণ করিয়া সপ্তকুলের সহিত শিবপুরে গমন করে। সেই শিবপুরে দেবভোগ্য বিপুলভোগ ও মনোহর কামিনী-সহস্র কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া দেবপরিমিত শত কল্পকোটি কাল অবস্থান করেন। অনন্তর বিবিধ বৈষ্ণবভোগে ও স্ত্রী-সহস্রে সেবিত হইয়া তাবৎকাল বিষ্ণুপুরে বাস করেন; বিষ্ণুলোকে নানাভোগ অনুভব করিয়া, ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া মনোরম নানাভোগ অনুভব করত তাবৎকাল যাপন করেন। তৎপরে অনুক্রমে প্রজাপতিলোক, ইন্দ্রলোক, গন্ধর্ব্বলোক, ও যক্ষলোকে বিপুল সুখ ভোগ করিয়া পৃথিবীতে পবিত্র ব্রাহ্মণ-কুলে প্রজ্ঞা ও গুণবান্ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর তিনি পূর্ব্বের ন্যায় শিবযোগীর উপাসনা করেন। শিবযোগীর সংসর্গে শিবজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে যোগসেবা করেন। সেই যোগ হইতে সংসারবিরক্ত হইয়া মুক্তিলাভ করেন। অর্থ সদ্ভাব নিবন্ধন বহুপ্রকার পূজা, অগ্নিকার্য্য, চান্দ্রায়ণাদি-ব্রতের নাম কর্ম্মযজ্ঞ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। গুরুমুখ হইতে

ধ্যানযজ্ঞঃ সমাখ্যাতঃ শিবচিন্তা মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ১৩
অধ্যাপনমধ্যয়নং ব্যাখ্যা শ্রবণ-চিন্তনে।
ইতি পঞ্চপ্রকারোঽয়ং জ্ঞানযজ্ঞঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১৪
উত্তরোত্তরবৈশিষ্ট্যং সর্ব্বেষাং পরিকীর্ত্তিতম্।
পঞ্চানামপি যজ্ঞানাং জ্ঞানং ধ্যানং বিমুক্তিদম্ ॥১৫
নাস্তি জ্ঞানং বিনা ধ্যানং নাস্তি জ্ঞানমযোগিনঃ।
জ্ঞানং ধ্যানঞ্চ যস্যাস্তি তীর্ণস্তেন ভবার্ণবঃ ॥ ১৬
জ্ঞানং প্রসন্নমেকাগ্রমশেষাপায়বর্জ্জিতম্।
যোগাভ্যাসেন সততং বিরক্তস্যোপজায়তে ॥ ১৭
শ্রুতিচিন্তাময়ং জ্ঞানং বিকল্পবহুলং যতঃ।
তস্মাৎ তদপ্রসন্নত্বাচ্চঞ্চলং ন বিমুক্তিদম্ ॥ ১৮
শ্রুত্বা বিবর্দ্ধয়েজ্‌জ্ঞানং প্রাজ্ঞস্তচ্চিন্তয়েৎ সদা।
বিমলং তৎ প্রসন্নঞ্চ চিন্ত্যমানং ভবেচ্ছনৈঃ ॥১৯
আরম্ভকালে শ্রবণং ক্রিয়াকালে চ চিন্তনম্।

শিবমন্ত্রের অধ্যয়ন, স্বাধ্যায়, তন্মন্ত্রের উপাংশু-জপ এবং বারংবার শিবচিন্তাই ধ্যানযজ্ঞ। অধ্যাপন, অধ্যয়ন, ব্যাখ্যা, শ্রবণ এবং চিন্তা এই পাঁচ প্রকার জ্ঞানযজ্ঞ; এই পাঁচটীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে উত্তরোত্তরই প্রশস্ত। পঞ্চযজ্ঞ মধ্যে জ্ঞান ও ধ্যানই মুক্তিপ্রদ। ১—১৫। জ্ঞান ব্যতীত কখনই ধ্যান হয় না এবং ধ্যানতৎপরতা ব্যতীত কেহই জ্ঞানাধিকারী নহে। যে ব্যক্তি জ্ঞান ও ধ্যান উভয়কেই অবলম্বন করিয়াছেন, তিনিই ভবসমুদ্রের পরপারে গমন করিয়াছেন। সংসার হইতে বিরক্ত হইলে সতত যোগভ্যাসবলে তামসবৃত্তিশূন্য, ঐকান্তিক, অপায়বর্জ্জিত জ্ঞান লাভ হয়। বেদচিন্তায় যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাতেও বাদী প্রতিবাদিগণের নানামত, অতএব তাহা অপ্রসন্ন ও চঞ্চল; তাহা হইতে মুক্তিলাভ হয় না। প্রাজ্ঞ মানব গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া, তদ্বাক্যের শব্দ নিরূপণ করিবে; অনন্তর ঐ বাক্যের চিন্তা করিবে। সর্ব্বদা চিন্তা করিলে ক্রমশ সেই বাক্যের প্রতিপাদ্য বিমল ও প্রসন্ন হয়। আরম্ভকালে শ্রুতিবাক্য হইতে শ্রবণ করিতে হইবে; ক্রিয়াকালে তাহার

নিশ্চয়াদ্ভাবনং তস্য নিষ্ঠাকালে প্রসন্নতা ॥ ২০
জ্ঞানং বিকলা বহুলং রাগাদ্যৈঃ কলুষীকৃতম্ ।
তচ্চ জ্ঞানং বিশুদ্ধ্যর্থং কলুষোদকবদ্ভবেৎ ॥ ২১
নিঃসারমতিকষ্টঞ্চ ভবং ভাবয়তঃ শনৈঃ ।
নভসীব রজঃ কালে তৎ প্রসন্নং ক্রমাদ্ভবেৎ ॥২২
যদা প্রসন্নমেকাগ্রং স্তিমিতোদধিসংস্থিতম্ ।
তত্তজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানমিতরৎ পুনঃ ॥ ২৩
ইতি প্রসন্নং যজ্জ্ঞানং ভাবনাময়মুত্তমম্ ।
রাগাদ্যৈরপরামৃষ্টং তদ্বিজ্ঞেয়ং বিমুক্তিদম্ ॥ ২৪
অজ্ঞানপাশবদ্ধত্বাদমুক্তঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ ।
তস্মাজ্জ্ঞানেন মুক্তঃ স্যাদজ্ঞানস্য পরিক্ষয়াৎ ॥২৫
সংসারবীজমজ্ঞানং সংসার্য্যজ্ঞঃ পুমান্ যতঃ ।
জ্ঞানাৎ তস্য নিবৃত্তিঃ স্যাৎপ্রকাশাৎ তমসো যথা ॥
অজ্ঞানে সতি রাগাদ্যা ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ তদ্বশৌ ।
ধর্ম্মাধর্ম্মবশাৎ পুংসাং শরীরমুপজায়তে ॥ ২৭

শরীরে সতি সংক্লেশৈঃ সর্ব্বৈঃ সংযুজ্যতে য়ঃ
ততঃ ক্লেশব্যপোহার্থং পুনর্দ্দেহং ন কাময়েৎ ॥
জগতস্তত্ত্বসম্বোধাদজ্ঞানং বিনিবর্ত্তয়েৎ ।
অজ্ঞানবিনিবৃত্তৌ চ রাগাদীনামসম্ভবঃ ॥ ২৯
রাগাদ্যুপশমাৎ পুংসাং পুণ্য-পাপপরিক্ষয়ঃ ।
তৎক্ষয়াচ্চ শরীরেণ পুনঃ সংযুজ্যতে ন হি ।
অশরীরশ্চ সংক্লেশৈঃ সর্ব্বৈদেব ন বাধ্যতে ।
ক্লেশমুক্তঃ প্রসন্নাত্মা মুক্ত ইত্যভিধীয়তে । ৩১
তস্মাদজ্ঞানমূলানি সর্ব্বদুঃখানি দেহিনাম্ ।
জ্ঞানেন চ তদজ্ঞানং নিবর্ত্তেত ন কর্ম্মভিঃ ।
নাস্তি জ্ঞানাদৃতে পুংসাং পুণ্যপাপপরিক্ষয়ঃ ।
মোক্ষার্থী পুরুষস্তস্মাজ্জ্ঞানমেব সদাভ্যসেৎ ॥
মৃদ্যমানং সদা যদ্বদ্দর্পণং নির্ম্মলং ভবেৎ ।
জ্ঞানাভ্যাসাৎ তথা পুংসাং বুদ্ধির্ভবতি নির্ম্মলা ।
জ্ঞানামৃতরসো যেন সকৃদাস্বাদিতো ভবেৎ ।

চিন্তা করিবে। যখন শ্রুতিবাক্যেপ্রতিপাদ্যের নিশ্চয় হইবে, তখন ভাবনা করিবে। এইরূপে সমাপ্তিকালে সেই জ্ঞানের প্রসন্নতা হয়। জলপরিষ্কারক-চূর্ণযুক্ত জল যেমন পঙ্কিল জল শোধন করে, সেইরূপ পক্ষপ্রতিপক্ষ পরিগ্রহজনিত রাগাস্মিতাদি-দূষিত জ্ঞান শিব-জ্ঞান শুদ্ধির নিমিত্ত হয়। যে ব্যক্তি সংসারকে নিঃসার ও অতি কষ্টকর বোধ করে, ধূলিময়ে আকাশ যেমন ক্রমশ প্রসন্নতা লাভ করে, তাহার জ্ঞান তদ্রূপ ক্রমশ প্রসন্ন হয়। যখন জ্ঞান, নির্ব্বাত নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় প্রসন্ন ও একাগ্র হয়, তখন সেই জ্ঞানকেই প্রকৃত জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; অন্য সকল প্রকার জ্ঞানই অজ্ঞান। এইরূপ ভাবনাময়, সুতরাং প্রসন্ন ও রাগাদি-পরামর্শশূন্য জ্ঞানই মুক্তিপ্রদ। যে পুরুষ জ্ঞানভাজন নহেন, তিনি পাশবদ্ধ; অতএব জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান (পাশ) পরিক্ষীণ হইলে পুরুষ মুক্ত হয়। সংসারই অজ্ঞানের বীজ; যেহেতু সংসারী পুরুষমাত্রেই অজ্ঞান। সূর্য্যালোকে যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয়, সেইরূপ জ্ঞানোদয় হইলে অজ্ঞাননাশ হয়। অজ্ঞান হইলেই রাগাস্মি-তাদি এবং তজ্জন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম উপজাত হয়; ধর্ম্মাধর্ম্মবলেই পুরুষের শরীর উৎপন্ন হয়; শরীর হইলেই বিবিধ ক্লেশ উপস্থিত হয়; অতএব ক্লেশহানির জন্য কেহই শরীর কাম[illegible] করিবে না। জগত্তত্ত্বজ্ঞান নিমিত্ত অজ্ঞানে[illegible] নিবৃত্তি করিবে; অজ্ঞান-নিবৃত্তি হইলেই রাগ-[illegible]স্মিতাদি অন্তর্হিত হয়। রাগাদি তিরো-হিত হইলে আত্মার পুণ্য-পাপ বিনষ্ট হ[illegible] পুণ্য-পাপ বিনষ্ট হইলে আর কখনই শরীর[illegible] সহিত যোগ হয় না। ১৬—৩০। [illegible] শরীরশূন্য হইলে, সর্ব্বদা ক্লেশ-বিবর্জ্জি[illegible] থাকেন; ক্লেশমুক্ত ও প্রসন্ন হইলে[illegible] তাঁহাকে মুক্ত বলা যায়। অজ্ঞান [illegible] আত্মার সর্ব্বপ্রকার দুঃখ উপস্থিত হয়; জ্ঞা[illegible] দ্বারা সেই অজ্ঞান-নিবৃত্তি হয়, কর্ম্ম [illegible] হয় না। জ্ঞান ব্যতীত পুরুষের পুণ্য-পা[illegible] পরিক্ষয় হয় না, অতএব মোক্ষার্থী পুরুষ সর্ব্ব[illegible] জ্ঞানাভ্যাস করিবেন। বারংবার মুছিলে দ[illegible] যেমন নির্ম্মল হয়, সেইরূপ বারংবার জ্ঞানা-ভ্যাস করিলে, পুরুষের বুদ্ধি নির্ম্মল হয়। [illegible] ব্যক্তি এবম্ভূত জ্ঞানামৃত-রস পান করিয়াছে[illegible]

স সর্ব্বকার্য্যাণ্যুৎসৃজ্য তত্রৈব পরিধাবতি ॥ ৩৫
জ্ঞানামৃতরসঃ প্রায়ো যেন নাস্বাদিতো ভবেৎ।
স চান্যত্রৈব রমতে তদ্বিহায়ৈব দুর্ম্মতিঃ ॥ ৩৬
জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ।
নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তি চেন্ন স তত্ত্ববিৎ ॥৩৭
লোকদ্বয়েঽপি কর্ত্তব্যং কিঞ্চিদস্য ন বিদ্যতে।
ইহৈব স বিমুক্তঃ স্যাৎ সম্পূর্ণঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ৩৮
নাস্তি জ্ঞানাৎ পরং কিঞ্চিৎ পবিত্রং পাপনাশনম্
তং সদাভ্যাসযোগেন শনৈরাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৯
ব্রতানি দানানি তপাংসি যজ্ঞাঃ
সন্ন্যাস-তীর্থাশ্রম কর্ম্ম-যোগাঃ।
স্বর্গার্থমেতৎ পুনরেতি মর্ত্ত্যো
জ্ঞানং ধ্রুবং শান্তিকরং মহার্থম্ ॥ ৪০
নিত্যং পঠেদ্‌যো নিয়তো মহাত্মা
তথৈকচিত্তঃ সততং শৃণোতি।
পৌরাণধর্ম্মং মুনিভিঃ প্রণীতং
পাপক্ষয়াৎ তস্য ভবেদ্বিমুক্তিঃ ॥ ৪১
যজ্ঞৈর্দেবত্বমাপ্নোতি তপোভির্ব্রহ্মণঃ পদম্।
দানেন বিবিধান্ ভোগান্ জ্ঞানান্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥
ধর্ম্মরজ্জ্বা ব্রজেদূর্দ্ধং পাপরজ্জ্বা ব্রজত্যধঃ।
দ্বয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা বিদেহঃ শিবমৃচ্ছতি ॥৪৩
জ্ঞানিনাং যদ্যধর্ম্মেণ ভবেদ্বন্ধঃ শুভেন বা।
ধ্রুবং মুক্তিঃ কথং তেষাং নিবদ্ধানাং শুভাশুভৈঃ
ন হি দেহভৃতা শক্যং কর্ম্ম ত্যক্তুং শুভাশুভম্।
গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাপি তদবশ্যং ভবেদ্‌যতঃ ॥ ৪৫
অধর্ম্মবিনিবৃত্ত্যৈব ভবেৎ পুণ্যমকুর্ব্বতঃ।
ধর্ম্মত্যাগাদধর্ম্মশ্চ স তিষ্ঠেন্নিশ্চলঃ কথম্ ॥ ৪৬
তস্মাজ্‌জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা অশেষং কর্ম্মবন্ধনম্।
কামাকামকৃতং ছিত্ত্বা শুদ্ধস্ত্বাত্মনি তিষ্ঠতি ॥ ৪৭
তথা বহ্নির্মহাদীপ্তঃ শুষ্কমার্দ্রঞ্চ নির্দ্দহেৎ।
তথা শুভাশুভং কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নির্দহতে ক্ষণাৎ ॥৪৮
যদ্বন্মন্ত্রবলোপেতঃ ক্রীড়ন্ সর্পৈর্ন দশ্যতে।

তিনি সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই মধুর রসপানে ব্যস্ত হন। যে দুর্ম্মতি জ্ঞানামৃত-রসপানে বঞ্চিত, সে এই মধুর রসপানে বিমুখ হইয়া, অন্যান্য বিষয়ে আসক্ত হয়। যে যোগী জ্ঞানামৃত-রসপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার আর কোন কার্য্যই নাই; যদি অপর কার্য্যেও আসক্ত হন, তবে তিনি প্রকৃত যোগী নহেন। যিনি প্রকৃত জ্ঞানী, তিনি সর্ব্বসম্পৎ পূর্ণ ও প্রিয়দর্শন; তাঁহার ইহলোকে ও পরলোকে কোন কর্ত্তব্য নাই। জ্ঞান হইতে পবিত্র ও পাপনাশন কোন বস্তুই নাই; সর্ব্বদা অভ্যাস করিলে সেই জ্ঞানরত্ন লাভ করা যায়। ব্রত, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, সন্ন্যাস, তীর্থবাস এবং কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিলে, স্বর্গপ্রাপ্তি হয় বটে, কিন্তু পুনর্ব্বার স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া, ইহলোকে আগমন করিতে হয়। জ্ঞান অনপায়ী শান্তিপ্রদ এবং অমূল্য। যে মহাত্মা সংযত ও একাগ্রচিত্ত হইয়া, মুনিপ্রণীত পুরাণধর্ম্ম পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার সকল পাপ বিনাশ ও মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানে দেবত্ব-প্রাপ্তি হয়, তপস্যা করিলে ব্রহ্মলোকে গমন করে, দানবলে বিবিধ ভোগ প্রাপ্তি হয়, একমাত্র জ্ঞানই মুক্তিপ্রদ। মানব ধর্ম্মরূপ রজ্জু অবলম্বন করিয়া স্বর্গগামী হয় ও পাপরূপ রজ্জু দ্বারা নিরয়ে গমন করে; জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা এই উভয় রজ্জু ছেদন করিতে পারিলে, অশরীরী হইয়া মোক্ষের অধিকারী হয়। যদি জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পাপ বা পুণ্য কর্ম্মে বদ্ধ হয়, তবে তাহার কিরূপে মুক্তি হয়? এমন দেহীই দৃষ্টিগোচর হয় না, যে শুভাশুভ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে। গমনকালে বা অবস্থানকালে তাহা অবশ্যই সঙ্ঘটিত হয়। ৩১—৪৫। অপর পুণ্য না করিলেও পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলেই পুণ্যভাজন হয় ও অন্য পাপ না করিলেও, নিত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি ত্যাগ করিলেই পাপভাগী হয়। অতএব দেহী কিরূপে ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিবে? অতএব জ্ঞানরূপ কৃপাণ দ্বারা জ্ঞানাজ্ঞানকৃত অশেষ শুভাশুভ-কর্ম্মরূপ বন্ধন ছিন্ন করিয়া, পরিশুদ্ধ-ভাবে পরমাত্মায় আসক্ত থাকিবে। যেমন প্রদীপ্ত পাবক শুষ্ক ও আর্দ্র ইন্ধনকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ জ্ঞান শুভাশুভ উভয় কর্ম্মকেই ক্ষণ-

ক্রীড়ন্ ন লিপ্যতে জ্ঞানী তদ্বদিন্দ্রিয়পন্নগৈঃ ॥ ৪৯
মন্ত্রৌষধিবলৈর্যদ্বজ্জীর্য্যতে ভক্ষিতং বিষম্।
তদ্বৎ সর্ব্বাণি পাপানি জীর্য্যন্তে জ্ঞানিনাং ক্ষণাৎ
যথা জ্ঞানং তথা ধ্যানং জ্ঞানং ধ্যানং সমং স্মৃতম্
জ্ঞানধ্যানরতঃ সৌখ্যং মুনির্মোক্ষঞ্চ বিন্দতি ॥৫১
ধ্যানাদৈশ্বর্য্যমতুলমৈশ্বর্য্যাৎ সৌখ্যমুত্তমম্।
জ্ঞানেন তৎ পরিত্যজ্য বিতনুর্মুক্তিমাপ্নুয়াৎ ॥৫২
সর্ব্বেষামেব যজ্ঞানাং ধ্যানযজ্ঞঃ পরঃ স্মৃতঃ।
নিত্যঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নশ্চ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতঃ ॥৫৩
শুক্লঃ কৃষ্ণঃ পরঃ সূক্ষ্মঃ শুচিঃ শুদ্ধঃ সমাধিজঃ।
ধ্যানযজ্ঞঃ পরো যজ্ঞঃ স্থূলঃ শুদ্ধশ্চ কর্ম্মণাম্ ॥৫৪
অন্তর্যাগোপচারেণ যঃ পূজয়তি শঙ্করম্।
ধ্যানযজ্ঞেন সততং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৫৫
যমাদিনিয়মৈঃ পুষ্পৈরাত্মৈকাদশভিঃ পরৈঃ।
দশদিক্ষু তথা মধ্যে যজেত পরমেশ্বরম্।৫
কর্ম্মযজ্ঞাৎ তপোযজ্ঞো বিশিষ্টো দশভির্গুণৈঃ
জপযজ্ঞস্তপোযজ্ঞাজ্ জ্ঞেয়ঃ শতগুণোত্তরঃ।
জ্ঞানধ্যানাত্মকঃ সূক্ষ্মঃ শিবযোগো মহামখঃ।
পূজয়া বিপুলং রাজ্যমগ্নিকার্য্যেণ সম্পদঃ।৫
জপেন পাপসংশুদ্ধির্জ্ঞান-ধ্যানেন মুচ্যতে।
প্রক্ষীণাশেষপাপস্য জ্ঞানধ্যানে ভবেন্মতিঃ।৫
ধনুষাং কোটিভির্যোগস্তদর্দ্ধেন হুতাশনঃ।
গঙ্গা চ ষষ্টিভিশ্চাপৈর্ধর্ম্মক্ষেত্রং তদর্দ্ধতঃ।৬
অগ্নৌ ক্রিয়াবতো দেবো হৃদি দেবো মনীষিণাং
প্রতিমাস্বল্পবুদ্ধীনাং জ্ঞানিনাং সর্ব্বতঃ শিবঃ।৬১
শিবমাত্মনি পশ্যন্তি প্রতিমাসু ন যোগিনঃ।
তদ্রূপভাবনায়ৈব প্রতিমা পরিকল্পিতা।৬২
যঃ স্মরেৎ স র্ব্বগং শান্তং তস্যাত্মস্থঃ শিবঃ স

কাল মধ্যে নাশ করে। মন্ত্র-বলসম্পন্ন আহিতুণ্ডিক যেমন সর্পের সহিত ক্রীড়া করিলেও, সর্প তাহাকে দংশন করিতে পারে না, সেইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মগণ ইন্দ্রিয়রূপ সর্পের সহিত ক্রীড়া করিলেও তাহাতে লিপ্ত হন না। ভক্ষিত বিষ যেমন মন্ত্রৌষধি-বলে জীর্ণ হয়, সেইরূপ জ্ঞানবলে সকল পাপ ক্ষণকাল মধ্যে জীর্ণ হয়। মোক্ষপ্রাপ্তি বিষয়ে জ্ঞান যেমন উপযোগী, ধ্যানও সেইরূপ; জ্ঞান ও ধ্যানে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। মননশীল মহাত্মারা ধ্যান-নিরত হইয়া মোক্ষ লাভে সমর্থ হন। ধ্যান হইতে অতুল ঐশ্বর্য্য, ঐশ্বর্য্য হইতে অপরিসীম সুখ লাভ হয়। জ্ঞান দ্বারা ঐ সুখ ত্যাগ করিয়া, অশরীরী হইয়া মুক্তিলাভ করে। সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞ হইতে ধ্যানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ; ঐ ধ্যানযজ্ঞ নিত্য শুদ্ধ, প্রসন্ন এবং দোষবিবর্জ্জিত। উদ্গীথাদির উপাসনাদি হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ধ্যানযজ্ঞ, শুক্ল, কৃষ্ণ, অত্যন্ত সূক্ষ্ম, শুচি ও শুদ্ধ। সমাধিজ ধ্যানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠযজ্ঞ; কর্ম্মানুসারে স্থূল ও শুদ্ধ। যে নর অন্তর্যজ্ঞোপচারে ধ্যানযজ্ঞ দ্বারা সর্ব্বদা ভগবান্ মহেশ্বরের পূজা করে, তাহার পরমগতি লাভ হয়। যে মানব যম-নিয়মাদি দশ ও আত্মা এই একাদশ পুষ্প দ্বারা দশদিক্ ও ম শঙ্করের পূজা করে, তাহারও মুক্তিলাভ হ। শাস্ত্রোক্ত বাহ্যযোগ হইতে তপস্যারূপ যজ্ঞ দ গুণ শ্রেষ্ঠ, তপোযজ্ঞ হইতে জপযজ্ঞ শত প্রশস্ত; জ্ঞান-ধ্যানাত্মক সূক্ষ্ম শিবযজ্ঞ মহা সেই যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। পূজা করিলে বিপুল রা লাভ হয়, অগ্নিকার্য্যে অপরিসীম সম্পৎ হয়; জপবলে পাপসমূহ তিরোধান কর ধ্যান হইতে মানব মুক্ত হয়। যাহার স পাপ প্রক্ষীণ হইয়াছে, সেই মহাত্মার বুদ্ধি জ্ঞা ও ধ্যানে আসক্ত হয়। যোগোপদেষ্টা কে ধনুপরিমিত দেশে অবস্থান করিলেও তাঁ অনুসরণ করিবে। অগ্নিকার্য্যোপদেষ্টা ত পরিমিত দূরস্থ হইলেও তাঁহার নিকট গ করিবে। গঙ্গা ষষ্টিধনু-পরিমিত দূরস্থ হইলে স্নানজন্য তথায় যাইবে। আর ধর্ম্মক্ষে ত্রিংশৎধনু-পরিমিত দূরদেশ-ব্যবহিত হইলে তথায় যাইবে। ৪৯—৬০। যাহারা ক্রিয়া নিরত, অগ্নিতেই তাহাদের দেববুদ্ধি হয়। মনীষিগণ হৃদয়েতেই সেই বুদ্ধি করেন। অল্পবুদ্ধিগণ প্রতিমাতে দেববু স্থাপন করে, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন মহা সর্ব্বস্থানেই শিবময় বোধ করেন। যোগিগ

...যে ন পশ্যন্তি তীর্থে মার্গন্তি তে শিবম্ ॥
...দিবসার্দ্ধং বা যত্র তিষ্ঠন্তি যোগিনঃ।
...পবিত্রঞ্চ তং তীর্থং তং তপোবনম্ ॥
...রপি যোগস্থ যাং গতিং লভতে মুনিঃ।
ন তং গতিমবাপ্নোতি সর্ব্বৈরপি মহামখৈঃ ॥৬৫
...ক্লেশেন মহতা ভবেৎ পুণ্যং মহাফলম্।
...বাহিভ্যো ন তৎ স্যাদ্রত্নবাহিনাম্ ॥৬৬
...গতি বিনাশো বা নিত্যং পাষাণবাহিনাম্।
...তার্থসম্প্রাপ্তির্ভবেদ্বৈ রত্নবাহিনাম্ ॥ ৬৭
...ষ্টেঃ সুখৈর্জ্ঞেশ্চ তপোভিরুগ্রৈ-
...ং প্রাপ্যতে ধর্ম্মমনন্তসংখ্যম্।
...শুদ্ধভাবেন শিবং ক্ষণার্দ্ধং
...ধ্যাত্বা পরং মুক্তিকরং বিশুদ্ধম্ ॥ ৬৮
...হাস্তশ্চরা রাজ্ঞঃ প্রিয়াঃ স্যুর্নঃ বহিশ্চরাঃ।
তথান্তর্ধ্যাননিরতাঃ প্রিয়াঃ শম্ভোর্ন কর্ম্মিণঃ ॥ ৬৯
যথান্তর্দন্তিনো দন্তাঃ সুখিনো ন বহিঃস্থিতাঃ।
তথান্তর্ধ্যাননিরতাঃ সংফলা ন বহিশ্চরাঃ ॥ ৭০
সদান্তর্ধ্যানযোগেন শিবমভ্যর্চ্চয়েৎ ততঃ।
যেন সম্প্রাপ্যতে জ্ঞানং মহার্থং গূঢ়গোচরম্ ॥৭১
কর্ম্মযোগো ভবেন্নো চেচ্ছিবো বিজ্ঞায়তে কৃতঃ।
বৈর্ব্যাপ্তা চ সহায়ত্বাৎ সুহৃদৈশ্চ যথা গজঃ ॥ ৭২
নৈকেন হি মরুদ্বর্ত্ম গচ্ছতীহ যথাণ্ডজঃ।
কর্ম্ম জ্ঞানমথো দ্বাভ্যামাপ্যতে পরমং পদম্ ॥৭৩
সমভ্যর্চ্চ্য মুহূর্ত্তার্দ্ধং ধ্যায়েত পরমেশ্বরম্।
যদ্ভবেৎ সুমহৎ পুণ্যং ন চান্তস্তস্য বিদ্যতে ॥ ৭৪
যদ্যন্তরা বিপদ্যেত জ্ঞানযোগার্থমুদ্যতঃ।
শ্রদ্ধয়া গুরুভক্ত্যা চ রৌদ্রং লোকং স গচ্ছতি ॥
অনুভূয় সুখং তত্র কুলে জায়েত যোগিনাম্।

...াত্মাতে শিবদর্শন করেন, প্রতিমাতে দর্শন করেন না। শিবরূপ ভাবনার জন্যই প্রতিমা ...কল্পিত হইয়াছে। যে মানব সর্ব্বব্যাপী ...ময় শঙ্করের স্মরণ করেন, ভগবান্ শিব ...র্ব্বদা তাঁহার আত্মাতে অবস্থান করেন। ...রা আত্মস্থ মহাদেবকে দর্শন করিতে সমর্থ ...ন, তাহারাই তীর্থস্থানে শিবের অন্বেষণ ...রে। যে স্থানে যোগিগণ একদিন বা অর্দ্ধ-...দিন বাস করেন, সে স্থান মঙ্গলময়, পবিত্র, ...র্থ এবং তপোবন-স্বরূপ। মননশীল মহাত্মা ...জ্ঞানে ইচ্ছা করিলেও যে গতি লাভ করেন, ...ত যাবতীয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও ...সে গতি প্রাপ্ত হয় না। রত্নলাভ করিতে না ...লে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহজন্য যেমন মহা-...পাষাণ বহন করে, সেইরূপ যোগরত্ন লাভ না ...হইলে মহা ক্লেশের সহিত পারত্রিক শুভকাম-...নায় পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। কষ্টকর যজ্ঞ-...সমূহ ও উগ্র তপস্যা করিলে যে অসঙ্খ্যধর্ম্ম ...উপার্জিত হয়, ক্ষণার্দ্ধ কালমাত্র শুদ্ধভাবে ...বিশুদ্ধ মুক্তিপ্রদ শঙ্করের ধ্যান করিলে তাহা লাভ করা যায়। গূঢ়চারী চরগণ যেমন রাজার প্রিয়, প্রকাশ্যচারী চর তেমন প্রিয় নহে; সেইরূপ ধ্যানতৎপর সাধক শঙ্করের যেমন অদ্বিতীয় প্রিয়, কর্ম্মকাণ্ড নিরত সাধক তেমন নহে। হস্তীর বদন-মধ্যস্থ দন্তসমূহ যেমন প্রিয়, বহিঃস্থিত দন্ত তাদৃশ নহে; সেইরূপ অন্তর্ধ্যান নিরত মানবসমূহ মহাদেবের যেমন অতিমাত্র প্রীতিভাজন, কর্ম্মিগণ তেমন নহে। অতএব সর্ব্বদা মানস-ধ্যানযোগে শঙ্করের অর্চ্চনা করিবে, যে অর্চ্চনার প্রভাবে অন্তরিন্দ্রিয়-গোচর মহামূল্য জ্ঞান লাভ করা যায়। কর্ম্ম-যোগও জ্ঞানযোগের সাধন; যেমন প্রতিপক্ষ গজের সম্মুখবর্ত্তী গজ, অপর মিত্রগজের সাহায্যে বিজয় লাভ করে, সেইরূপ কর্ম্মযোগ সাহায্যে মানব শিবপ্রাপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। পক্ষী যেমন এক পক্ষ দ্বারা আকাশ-মার্গে বিচরণ করিতে পারে না, কিন্তু পক্ষদ্বয়-সাহায্যে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারে, সেই-রূপ কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয় সাহায্যে পরমপদ লাভ হয়। ৬১—৭৩। পরমেশ্বরের পূজা করিয়া মুহূর্ত্তার্দ্ধকাল ধ্যান করিলে যে সুমহৎ পুণ্য লাভ হয়, তাহা অনন্ত। জ্ঞানযোগ-শিক্ষার্থ উদ্যত হইয়া অশিক্ষিত অবস্থায় যদি কালকবলে পতিত হয়, তবে সে শ্রদ্ধা ও ভক্তিপ্রভাবে রুদ্রলোকে গমন করে এবং সেই রুদ্রলোকে সুখানুভব করিয়া যোগী-

জ্ঞানযোগং ততঃ প্রাপ্য সংসারমতিবর্ত্ততে ॥৭৬
মৃদ্বমধ্যোত্তমা চৈব শ্রদ্ধা পুংসাং ত্রিধা মতা।
জন্মত্রয়াজ্ জ্ঞানযোগমশ্রদ্ধোঽপীহ বিন্দতি ॥৭৭
ব্রতৈশ্চ সুতপোভিশ্চ যদ্‌যং কামং সমীহতে।
ভক্ত্যা শিবাত্তমাপ্নোতি তজ্জ্ঞানাৎ পরমংপদম্
ইত্যেবং জ্ঞানযোগস্য মাহাত্ম্যং সমুদাহৃতম্।
তদভ্যাসরতানাঞ্চ মুনীনাং শান্তচেতসাম্ ॥ ৭৯
দশজান্মনিকং দানং কর্ম্মযোগরতাত্মনাম্।
শতজন্মভবং দানং তপোনিষ্ঠায় দীয়তে ॥ ৮০
তপোযজ্ঞাভিযুক্তেভ্যঃ সহস্রগুণিতং স্মৃতম্।
তথা লক্ষগুণং দানং প্রধানং শিবযোগিনাম্ ॥৮১
অত্যল্পমপি যদ্দানং শিবজ্ঞানার্থবাদিনাম্।
তন্মহাপ্রলয়ং যাবদ্দাতুর্ভোগায় কল্পতে ॥ ৮২
ন দানমল্পং বহু বা কিঞ্চিদস্তি বিজানতঃ।

দেশ-কাল-বিধি-শ্রদ্ধা-পাত্রদত্তং তদক্ষয়ম্ ॥ ৮৩
পাত্রে দেশে চ কালে চ বিধিনা শ্রদ্ধয়া চ যৎ।
দত্তং কৃতং হুতং শ্রেষ্ঠং তদনন্তফলং ভবেৎ ॥
তিলার্দ্ধমাত্রকেণাপি পরিমাণেন দীয়তে।
সংপাত্রে শ্রদ্ধয়া কিঞ্চিৎ তত্তবেৎ সার্ব্বকামিকম্
যদ্ধৌতং জ্ঞানসলিলৈঃ শীতভস্মপ্রমার্জ্জিতম্।
তৎ পাত্রং সর্ব্বপাত্রাণামুত্তমং সার্ব্বকামিকম্ ॥
জ্ঞানোডুপেন যঃ পুংসাং ত্রাতা সংসারসাগরাৎ
অজ্ঞানফেনিলং ত্রাতা তৎ পাত্রং পরমং স্মৃতম্।
জ্ঞানপ্লববলোপেতো যাতি পাপমহার্ণবাৎ।
নাজ্ঞানী তারয়েদন্যং কিং শিলা তারয়েচ্ছিলাম্।
শিবযোগী গৃহে যস্য ভিক্ষাং গৃহ্লাতি সংকৃতম্
কুলমুত্তারয়েৎ তস্য নরকার্ণবসংস্থিতম্ ॥ ৮৯
যজ্ঞাগ্নিহোত্রতীর্থেষু যৎ ফলং পরিকল্পিতম্।
যোগিনামন্নদানেন তৎ সমগ্রং ফলং লভেৎ ॥
জ্ঞানিনে শান্তচিত্তায় শিবধ্যানরতায় চ।

দিগের কুলে জন্মলাভ করত জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত হইয়া সংসার অতিক্রম করে। যে শ্রদ্ধা কিছুকাল থাকিয়া, ফলাভাব বশত বিলয় প্রাপ্ত হয়, তাহা মৃদ্বী শ্রদ্ধা। ঐহিক ফল দর্শনে কৃতকার্য্য হইয়া যে শ্রদ্ধাকে ত্যাগ করা হয়, তাহা মধ্যমা এবং কোন মতে যাহার অপায় হয় না, সেই শ্রদ্ধা উত্তমা; এই তিন প্রকার শ্রদ্ধা উক্ত হইয়াছে। এই ত্রিবিধ-শ্রদ্ধা-সম্পন্ন মানবও তিন জন্মে জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত হয়। ব্রত ও উত্তম তপস্যা দ্বারা যে কাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, মহাদেবে ভক্তি করিলে, তাহা লব্ধ হয় এবং শিবস্বরূপ জ্ঞান করিলে মোক্ষ লাভ হয়। জ্ঞানাভ্যাসপরায়ণ শান্তচিত্ত মুনিগণের জ্ঞানযোগের এই সকল মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। কর্ম্মকাণ্ড-তৎপর ব্রাহ্মণকে দান করিলে দশ জন্মের শ্রেয় হয়, তপোনিষ্ঠ ব্যক্তি উদ্দেশে প্রদত্ত শত জন্মের উপকার করে, তপস্যা ও যজ্ঞ উভয়-সম্পন্ন ব্যক্তিকে দান করিলে সহস্রগুণ ফল হয় এবং যোগীকে দান করিলে লক্ষগুণ ফল হয়। শিব-জ্ঞানী উদ্দেশে অতি অল্প পরিমিত দানও প্রলয় পর্য্যন্ত দাতার ভোগ বিতরণ করে। অল্পত্ব বা বহুত্ব নিবন্ধন দানের কোন বিশেষ নাই, কিন্তু পবিত্র দেশ-কালে শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক পাত্রে দান করিলে, তাহা অক্ষয় হয়। ব্রাহ্মণাদি পাত্রে, কাশ্যাদি দেশে, সংক্রান্ত্যাদি কালে, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যথাবিধি দান ও হোমকর্ম্ম, শ্রেষ্ঠ ও অনন্ত ফলদায়ী। সৎ-পাত্রে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তিলার্দ্ধপরিমিত কোন বস্তু দান করিলে, তাহা সকল কামনা সিদ্ধ করে। যে পাত্র জ্ঞানরূপ জল দ্বারা বিধৌত; শীতল ভস্ম দ্বারা পরিমার্জ্জিত, সেই পাত্রই সকল পাত্র হইতে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বকামপ্রদায়ী। যে ব্যক্তি জ্ঞানরূপ উডুপ দ্বারা কাহাকেও সংসার-সাগর হইতে পরিত্রাণ করেন, তিনি পরম পাত্র। যাহার গৃহে শিবযোগী সংকারের সহিত ভিক্ষা গ্রহণ করেন; তাহার বংশ নরকার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হয়। যজ্ঞ, অগ্নিহোত্র এবং তীর্থ-সেবায় যে ফল কল্পিত হইয়াছে, শিবযোগীকে অন্নদান করিলে সেই সমগ্র ফললাভ হয়। জ্ঞানশালী, শান্তচিত্ত, শিবধ্যান-নিরত যোগীকে শ্রদ্ধা সহিত একবার অন্নদান করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ৭৪—৯০। শঙ্কর-সক্তচিত্ত, শান্তপ্রকৃতি এক মহামুনিকে ভক্তি

ব্রহ্মাণং সকৃদ্দত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৯১
এবং মুনিবরং শান্তমীশানার্পিতমানসম্।
ভোজয়িত্বা সকৃদ্ভক্ত্যা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥৯২
পিতৃনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে ভোজয়েচ্ছিবযোগিনঃ।
স গচ্ছেদৈশ্বরং স্থানমেকবিংশকুলান্বিতঃ॥৯৩
ধ্যায়মানঃ শিবং যোগী ভুঙ্ক্তেহন্নং সততং যতঃ।
অতঃ সাক্ষাচ্ছিবেনৈতৎ সুভুক্তমশনং ভবেৎ॥৯৪
শিবং সর্ব্বপাকান্নং নিবেদ্যাগ্নৌ চ হোময়েৎ।
কল্পয়েদ্ গুরোর্ভাগমিত্যয়ং সততং বিধিঃ॥ ৯৫
শিবাগ্নি-গুরু-বিপ্রেভ্যঃ সর্ব্বপাকাগ্রমন্বহম্।
যো নিবেদ্যাত্মনা ভুঙ্ক্তে স রুদ্রো নাত্র সংশয়ঃ
অনিবেদ্য চ যো ভুঙ্ক্তে স ভুঙ্ক্তে কিল্বিষং নরঃ
কৃষি-বৃদ্ধ্যাদি-বাণিজ্য-ক্রোধ-সম্মার্জ্জনাদিভিঃ।
পুংসাং পাপানি বর্দ্ধন্তে সূনাদোষৈস্তু পঞ্চভিঃ॥
সম্মার্জ্জনাঞ্জনং তোয়মগ্নিকুণ্ডনিপেষণম্।
সূনাপঞ্চ গৃহস্থানাং নিত্যং পাপাভিবৃদ্ধয়ে।
শিবাগ্নিগুরুপূজাভিঃ পাপৈরেতৈর্ন লিপ্যতে॥৯৭

অন্যৈশ্চ পাতকৈর্ঘোরৈস্তস্মাৎ সম্পূজয়েৎ ত্রয়ম্।
শিবাগ্নিগুরুনৈবেদ্যৈর্যাবৎ সিক্থাস্তু সংখ্যয়া॥
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি দাতা শিবপুরে বসেৎ।
ঘৃতাপূপান্নসিক্থৈশ্চ পুণ্যং দশগুণোত্তরম্।
ষাষ্টিকৌদননৈবেদ্যে সহস্রগুণিতং ফলম্॥১০১
সুগন্ধিশালিনৈবেদ্যে বিজ্ঞেয়ং তদ্দশাধিকম্।
রক্তশালিসুনৈবেদ্যে ফলং দশগুণং হি তৎ॥১০২
কলমাশালিনৈবেদ্যে তস্য লক্ষাধিকম্ ফলম্।
এবং শালিবিশেষেণ ফলং স্যাদুত্তরোত্তরম্॥১০৩
সদ্ব্যঞ্জনঘৃতৈর্ভূয়স্তৎ পুণ্যমতিবর্দ্ধতে।
ক্ষীরভক্তেন নৈবেদ্যে তস্য পুণ্যং দশাধিকম্॥১০৪
দধি-শর্করয়া যুক্তে তৎ পুণ্যং স্যাদ্দশাধিকম্॥১০৫
রসান্নং সুরসং শীতং কর্পূরসুরভীকৃতম্।
নিবেদ্য পুণ্যমাপ্নোতি দশকোটিগুণাধিকম্॥১০৬
গুড়খণ্ডকৃতৈর্ভক্ষ্যৈর্ঘৃতেন পরিপাচিতৈঃ।
কোট্যুত্তরস্তু নৈবেদ্যৈঃ শিবাগ্নিগুরুবন্ধুষু॥ ১০৭
যথা যথা চ স্বাদূনি স্নিগ্ধানি সুরভীণি চ।

সহিত ভোজন করাইলে, সকল কাম লাভ করা যায়। যে মানব পিতৃগণ উদ্দেশে শ্রাদ্ধে শিব-যোগীকে ভোজন করায়, সে একবিংশতি কুলের সহিত ঈশ্বর লোকে গমন করে। শিবযোগী ভগবান মহেশ্বরের ধ্যান করিতে করিতে অন্ন-গ্রহণ করেন, অতএব সাক্ষাৎ শিবই সেই অন্নের ভোক্তা। শিব উদ্দেশে সর্ব্ব প্রকার পক্বান্ন বা অগ্নিতে হোম এবং গুরুর ভাগ কল্পনা করিবে, ইহা শাস্ত্রোক্ত বিধি। শিব, অগ্নি, গুরু ও ব্রাহ্মণ উদ্দেশে প্রতিদিন সর্ব্বপ্রকার পক্বান্ন নিবেদন করিয়া যিনি ভোজন করেন, তিনি নিঃসংশয় সাক্ষাৎ রুদ্র। যে ইহাঁদিগকে নিবেদন না করিয়া ভোজন করে, সে কৃষি, বৃদ্ধি, বাণিজ্য, ক্রোধ ও কীটাদি-সম্মার্জ্জন-জনিত পাপসমূহ ভোজন করে। গৃহস্থের অপরিহার্য্য পঞ্চসূনা অর্থাৎ হিংসাস্থান-জন্য দোষে পাপ পরিবর্দ্ধিত হয়। চুল্লী, সম্মার্জ্জনী, পেষণী, জলকুম্ভ ও উদূখল-মূষল এই পঞ্চসূনা গৃহস্থের পাপ বৃদ্ধি করে। কিন্তু শিব, অগ্নি ও গুরুপূজা করিলে, সূনা জন্য পাপে এবং অন্য ঘোর পাপে লিপ্ত হয় না। অতএব এই তিনের পূজা করা বিধেয়। শিব-নৈবেদ্য, গুরু-নৈবেদ্য বা অগ্নি-নৈবেদ্যে যতগুলি অন্ন থাকে, দাতা তত সহস্রবৎসর শিবপুরে বাস করেন। ঘৃত-পিষ্টক এবং ঘৃতান্নের অন্ন হইলে, দশগুণ অধিক পুণ্য হয়, অর্থাৎ তাদৃশ এক একটী অন্নদানে দশসহস্র বৎসর শিবলোকে বাস হয়। ষষ্টিক ওদনের যে নৈবেদ্য, তাহাতে সহস্রগুণ ফল; সুগন্ধি শালি-নৈবেদ্যে তাহারও দশগুণ অধিক ফল। রক্তশালি-নৈবেদ্যেও তদপেক্ষা দশ গুণ অধিক ফল; আর কামশালি-নৈবেদ্যে লক্ষ গুণ ফল। এইরূপ শালিধান্য-বিশেষে উত্তরোত্তর ফলবৃদ্ধি হয়। উত্তম ব্যঞ্জন এবং ঘৃতযোগে বিশেষপ্রকার পুণ্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ক্ষীর-ভক্ত নৈবেদ্যে দশগুণ, দধি-শর্করাযুক্ত নৈবেদ্যে দ্বাদশগুণ, সুরস, শীতল, কর্পূরবাসিত রসান্ন নিবেদনে, দশকোটি-গুণাধিক পুণ্যলাভ হয়। গুড়খণ্ড-সম্পাদিত ঘৃতপক্ব ভক্ষ্য-নৈবেদ্য শিব, অগ্নি, গুরু এবং বন্ধুগণকে প্রদান করিলে, কোটিগুণ পুণ্য হয়। অন্যান্য যে

ভক্ত্যা নিবেদ্য ভুঞ্জানঃ ফলমক্ষয্যমাপ্নুয়াৎ ॥১০৮
এবং যঃ কুরুতে শ্রাদ্ধং ভক্তিতঃ শিবযোগিনাম্ ।
স পিতৄন্ সর্ব্বপাপেভ্যঃ সমুদ্ধৃত্য দিবং নয়েৎ ॥
বস্ত্রান্নপানৈর্ভক্ত্যা চ পূজয়েচ্ছিবযোগিনঃ।
যুগপৎ পূজিতাস্তেন ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ ॥ ১১০
যঃ সম্পূজ্য শিবং শ্রাদ্ধে পূজয়েচ্ছিবযোগিনঃ।
নৃত্যন্তি পিতরস্তৃপ্তা গায়ন্তি চ পিতামহাঃ ॥ ১১১
শিবধ্যানিনমায়ান্তং ভস্মাঙ্গং গৃহসংস্থিতম্।
ক্রীড়ন্ত্যোষধয়ঃ সর্ব্বা যাস্যন্ত্যঃ স্বর্গমুত্তমম্ ॥১১২
তস্মাদতিথিবেলায়ামধিগচ্ছেৎ কৃতাঞ্জলিঃ।
শক্ত্যা সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা স্বয়ং পানান্নভোজনৈঃ ॥
রূপান্বিতং বিরূপঞ্চ মলিনং মলিনাম্বরম্ ।
যোগীন্দ্রশঙ্কয়া নিত্যমতিথিং ন বিচারয়েৎ ॥১১৪
যে দ্বিষন্তি শিবং দেবান্ বেদান্ যজ্ঞানথাগমান্।
অধোমুখোর্দ্ধপাদাস্তে পচ্যন্তে নরকাদিষু ॥ ১১৫

কোন সুস্বাদু স্নিগ্ধ, সুগন্ধি ভক্ষ্য ভক্তি-সহকারে নিবেদন করিলে অক্ষয় ফলপ্রাপ্তি হয়। যে, এইরূপে ভক্তিসহকারে, শিব যোগিগণের শ্রাদ্ধ করে, সে ব্যক্তি, পিতৃগণকে সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্ত করিয়া স্বর্গধামে নীত করে। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে, বস্ত্র, অন্ন এবং পানীয় বস্তু দ্বারা শিবযোগীদিগকে পূজা করে, যুগপৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পূজাফল তাহার ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে শিবপূজা করিয়া শিবযোগিগণের পূজা করে, তাহার পিতৃ-পিতামহগণ তৃপ্ত হইয়া নৃত্যগীত করিয়া থাকেন। ভস্মাবৃত-দেহ শিবযোগীকে গৃহস্থ-সমীপে আসিতে দেখিয়া অন্নাদি ওষধি সকল, উত্তম স্বর্গলাভ হইবে বলিয়া আনন্দিত হইয়া থাকে। অতএব, অতিথি-আগমন সময়ে কৃতা-ঞ্জলিপুটে অতিথিকে গ্রহণ করিবে; ভক্তিসহ-কারে যথাশক্তি, অন্নজল-দান দ্বারা স্বয়ং তাঁহার পূজা করিবে। সুন্দর, কুৎসিত, মলিন এবং মলিন-বস্ত্রধারী—অতিথি যেরূপই হউন না, তাঁহার বিচার করিবে না। সকলের প্রতিই যোগিশ্রেষ্ঠ বলিয়া শঙ্কা করিবে। যাহারা শিব, দেবতা, বেদ,যজ্ঞ বা আগমে দ্বেষসম্পন্ন, তাহারা

ক্রিমিভির্ভিন্নবদনাস্তপ্যমানাশ্চ বহ্নিনা।
তে পীড্যন্তে মহাঘোরৈর্যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥
যেঽপবাদং হি শৃণ্বন্তি সাধূনাং যোগিনামপি।
তে বিশেষেণ পচ্যন্তে নরকেবা মহীক্ষয়াৎ ॥
শ্রোতরি সতি বক্তারো ভবন্তি শ্রূয়তে ন তু।
তস্মাচ্ছ্রোতা তু পাপীয়ান্ শ্রোতুস্তদ্দ্বিগুণং
বক্তা শ্রোতানুমন্তা চ প্রয়োক্তা দূষণস্য চ।
এতৈস্তু যঃ সুসম্পর্কী পঞ্চৈতে নারকাঃ স্মৃতাঃ।
অজ্ঞানপঙ্কনির্ম্মগ্নমাত্মত্রাণবিবর্জ্জিতম্।
অপুণ্যগিরিণাক্রান্তমপাত্রং গুণবর্জ্জিতম্ ॥
আমপাত্রে রসো যদ্বন্নশ্যতে দ্রাক্ সভাজনঃ।
দানমজ্ঞে তথা ন্যস্তং সহ পাত্রেণ নশ্যতি।
যদ্বীজমূষরে ন্যস্তং সর্ব্বং নিস্ফলতাং ব্রজেৎ।
দানং ভস্বদপাত্রে তু বিন্যস্তং নিস্ফলং ভবেৎ।
ভস্মনীব হুতং দ্রব্যং যথা হোতুশ্চ নিস্ফলম্।
জ্ঞানাগ্নিরহিতে বিপ্রে তথা দানং নিরর্থকম্।
যথা ষণ্ঢো বরস্ত্রীষু যথা গৌর্গবি নিস্ফলা।

অধোমুখ এবং উর্দ্ধপাদ হইয়া নরকভোগ করে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত তাহারা বদনে কৃমিকুলে দংশন ও অগ্নিতাপাদি ভোগ করত মহাঘোর যমকিঙ্করগণের উৎপীড়ন প্রাপ্ত হয়। যাহারা সাধু এবং যোগিগণের অপবাদ শ্রবণ করে, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত তাহারাও বিশেষরূপে নরক ভোগ করে। শ্রোতা থাকিলে বক্তা হয় এবং বক্তা থাকিলেও শ্রবণ-বারণ অনেক প্রকারে করা যায়, সুতরাং শ্রোতা অধিক পাপী; ভোগও দ্বিগুণ। নিন্দার শ্রোতা, বক্তা, মন্তা, প্রযোজক এবং ইহাদের সংসর্গী এই পঞ্চবিধ ব্যক্তিই নারকী। অজ্ঞানপঙ্কমগ্ন আত্মত্রাণে অক্ষম, পাপগিরি আক্রান্ত নির্গুণ ব্যক্তিই অপাত্র। জল রাখিলে, তাহা যেমন পাত্রসমেত হয়, সেইরূপ অযোগ্য পাত্রে দান করিলে, পাত্রসহ বিনষ্ট হয়। উষরে বীজবপনের অপাত্রে দানও নিস্ফল। জ্ঞানাগ্নিহীন দান, ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিরর্থক। কের নিকট ক্লীবের ন্যায়, বৃষসঙ্গী গাভীর

বৃথা জন্ম তথা জন্ম জ্ঞানহীনস্য নিষ্ফলম্ ॥ ১২৪
লোহোড়ুপেন প্রতরন্ নিমজ্জত্যুদকে যথা।
তথা দাতা গ্রহীতা চ পতত্যন্ধে তমস্যতঃ ॥ ১২৫
অনুকম্পাৎ সর্ব্বভূতেভ্যঃ শ্রদ্ধয়া যৎ প্রদীয়তে।
দানং তদপি বিজ্ঞেয়ং সার্ব্বকামিকমুত্তমম্ ॥ ১২৬
দীনান্ধ-কৃপাণানাথ-বাল-বৃদ্ধ-কৃশাতুরান্।
এতান্ সম্পূজয়েন্নিত্যমর্থী গৃহ্লাতি নিত্যশঃ ॥১২৭
অর্থগ্রহ্ জ্ঞানিনঃ পাত্রং সম্পৃহত্বান্ন তেঽর্থিনঃ।
তর্হিকাপি হি তৎপূজা পর্য্যাপ্তং জন্মনঃ ফলম্ ॥
ন হি স্বার্থং সমুদ্দিশ্য প্রতিগৃহ্লন্তি সাধবঃ।
দাতুরেবোপকারায় গৃহ্লন্তি মুনয়ো মনাক্ ॥১২৯
দরিদ্রঃ সাধুভির্বিত্তাৎ প্রার্থনীয়োঽনুকম্পয়া।
অদানাৎ তস্য দারিদ্র্যং দানাদৈশ্বর্য্যমাপ্নুয়াৎ ॥১৩০
দাতুরেবোপকারায় বদত্যর্থী দদস্ব মে।
দাতা ব্রজেদূর্দ্ধমধস্তিষ্ঠেৎ প্রতিগ্রহী ॥ ১৩১
দেহীত্যেবং বদত্যর্থী জনং বোধয়তীব সঃ।

যদিদং কষ্টমর্থিত্বং প্রাগদানফলং হি তৎ ॥ ১৩২
বোধয়ন্তি ন যাচন্তে দেহীতি কৃপণং জনাঃ।
অবস্থেয়মদানস্য মা ভূদেবং ভবানিতি ॥১৩৩
ইতি কল্যাণমায়ান্তমর্থিনং কো ন পূজয়েৎ।
দানাৎ স্বর্গমবাপ্নোতি কো নু বন্ধুরিহার্থিনঃ ॥১৩৪
ইহামুত্র ফলেনাপি দাতারমনুযোজয়েৎ।
আয়াত্যর্থী গৃহং দাতুঃ কস্তং ন প্রতিপূজয়েৎ ॥
নার্থিনঃ স্যুঃ কথং পূজ্যা যাচমানা দিনে দিনে।
যে বলাদপ্যনিচ্ছন্তো বীজয়ন্তি শ্রিয়া সহ ॥ ১৩৬
অহন্যহনি মার্গন্তং কো ন বিদ্যাদ্গুরুং যথা।
মার্জ্জনং দর্পণস্যেব যঃ করোতি দিনে দিনে ॥১৩৭
করমুত্তারকং কৃত্বা দানং গৃহ্লাতি যো দ্বিজঃ।
দানাদূর্দ্ধগতিস্তেন দাতুর্দর্শয়তীব সঃ ॥ ১৩৮
একেন তিষ্ঠতাধস্তাদন্যেনোপরি তিষ্ঠতা।
দাতৃ-যাচকয়োর্ভেদঃ করাভ্যামেব সূচিতঃ ॥ ১৩৯
যঃ প্রাপ্তেঽর্থিনি দীনে তু ত্যক্ত্বা পাত্রং প্রতীক্ষতে

বৃথার ন্যায়, জ্ঞানহীন বিপ্রের জন্ম নিরর্থক। লৌহ-ভেলায় পার হইতে গেলে যেমন জলমগ্ন হইতে হয়, তদ্রূপ অপাত্রে দান করিলে, দাতা গ্রহীতা উভয়কেই নরকে নিপতিত হইতে হয়। দয়া বশত সর্ব্বভূত উদ্দেশে যে দান করা হয়, তাহা সার্ব্বকামিক উত্তম দান। দরিদ্র, অন্ধ, দীনহীন, অনাথ, বালক, বৃদ্ধ, কৃশ এবং আতুর ব্যক্তিদিগকে নিত্য দান করা কর্ত্তব্য; কেননা যে অর্থী, তাহারই নিত্য প্রতিগ্রহ ঘটা উচিত। অর্থ বলিয়াই জ্ঞানিগণ পাত্র; লোভ বশত তাঁহারা যে প্রার্থী হন, এরূপ নহে। তাঁহাদের যে পূজাতেও সম্পূর্ণরূপে জন্ম সার্থক হয়। সাধুগণ, স্বার্থ উদ্দেশে প্রতিগ্রহ করেন না; কিন্তু দাতার উপকারার্থ ই কোনরূপে প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন। সাধুগণ, অনুকম্পা বশত অহংকারে দরিদ্রগণের নিকট প্রার্থনা করিবে; দান না করিলে দারিদ্র্যই থাকিবে; দান করিলে ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে। অর্থী দাতার উপকারার্থ ই বলেন, 'আমাকে দান কর,' তাহা হইতেই দাতা ঊর্দ্ধগামী এবং প্রতিগ্রহীতা অধঃস্থানাবস্থিত হয়। অর্থী 'দেহি' (দেও) বলিয়া যেন ইহাই বুঝাইয়া দেয়, কষ্টজনক যাচকত্ব পূর্ব্বজন্মে দান না করার ফল! লোকে কৃপণের নিকট যে 'দেহি' বলে, তাহা যাচ্ঞা নহে; কিন্তু 'দান না করিলে মাদৃশ অবস্থাপন্ন হইতে হয়, আপনি এরূপ হইবেন না' এই কথা বুঝান মাত্র। এই প্রকার মূর্ত্তিমান্ কল্যাণ স্বরূপ সমাগত যাচককে পূজা না করিবে কে? দানের ফল স্বর্গলাভ, অতএব ইহলোকে যাচক অপেক্ষা বন্ধু আর কে আছে? দাতৃগৃহে সমাগত অর্থী, দাতার ইহকালের ও পরকালের ফল প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহাকে পূজা না করিবে কে? যাঁহারা প্রত্যহ যাচ্ঞা করিয়া, অনিচ্ছুক দাতাকেও বলপূর্ব্বক শ্রীমান্ করিয়া থাকেন, সেই মহর্ষিগণ যে পূজ্য, তদ্বিষয়ে আর কথা কি আছে? যিনি প্রত্যহ দর্পণের মার্জ্জনের ন্যায় মার্জ্জন সম্পাদন করেন, তাদৃশ যাচক ব্যক্তিকে গুরুবৎ জ্ঞান না করিবে কে? উত্তান-হস্তে দানগ্রহণ বুঝি দাতার ভাবী ঊর্দ্ধগতির সাঙ্কেতিক চিহ্ন। এক হস্ত অধোভাগে, আর এক হস্ত ঊর্দ্ধভাগে; এই প্রকার দুই হস্তই যাচক এবং দাতার তারতম্য বুঝাইয়া দেয়।

স বণিগ্ধর্ম্মযুক্তস্থান্ন দাতা পরমার্থতঃ॥ ১৪০
যদ্যর্থিনো নরা ন স্যুর্দাতুর্ধর্ম্মঃ কথং ভবেৎ।
সৎস্বর্থিষু ভবেদ্দানং সতি দানে চ তৎ ফলম্॥
যদি লুব্ধাঃ সদা দীনা ন স্যুরপ্রিয়বাদিনঃ।
কুত্র দানং দয়া ক্ষান্তির্ভাব্যন্তে সাধুভিস্তথা॥১৪২
যদি নাম ন দেয়ং স্যাৎ স্বং সম্প্রাপ্তার্থিনে গৃহে।
কিং বাক্যান্যপি নষ্টানি প্রিয়াণ্যনুগতানি চ॥১৪৩
অভ্যুত্থানাভিগমনং স্বাগতং স্বাসনং প্রিয়ম্।
পাদোদকমনুব্রজ্যা স্বর্গসোপানসপ্তকম্॥ ১৪৪
চিত্তং বিত্তানুসারেণ কদা কস্য ভবিষ্যতি।
যদি দাস্যতি ভূতং হি সোঽর্থিনে গৃহমাগতে॥
ন মৈত্রী ধর্ম্মরাজেন সার্দ্ধমস্ত কেনচিৎ ক্বচিৎ।
মর্ত্ত্যস্তদ্দত্তদানং যন্ন নয়িষ্যতি সাম্প্রতম্॥ ১৪৬
স্বভাবাদ্দানকামো যঃ স স্বর্গী নাত্র সংশয়ঃ।
দানং প্রিয়বিনির্ম্মুক্তং নষ্টমাহুর্মনীষিণঃ॥ ১৪৭
সকৃদপীহ দাতব্যং প্রিয়েণাক্ষয়মিচ্ছতা॥ ১৪৮
প্রত্যাখ্যানমপি শ্রেয়ঃ প্রিয়ানুনয়পেশলম্।
ন তু দানমসংকারপারুষ্যমলিনীকৃতম্।
বরং ন দত্তমর্থিভ্যঃ সংক্রুদ্ধেনান্তরাত্মনা॥ ১৫[illegible]
দানং ব্রতানি নিয়মা যজ্ঞা ধ্যানং হুতং তপঃ।
যত্নেনাপি কৃতং সর্ব্বং ক্রোধেনৈব বৃথা ভবেৎ।
যঃ শ্রদ্ধয়ার্থিনে দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্ণন্তি চার্থিনঃ।
তাবুভৌ গচ্ছতঃ স্বর্গং নরকস্তু বিপর্য্যয়ে॥ ১[illegible]
ঔদার্য্যং সঙ্গতং মৈত্রীমনুকম্পামমৎসরম্।
গুণানেব হি তান্ পঞ্চ দাতুর্দানং মহাফলম্॥[illegible]
বারাণসী কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগং পুষ্করাণি চ।
গঙ্গা সমুদ্রতীরঞ্চ নৈমিষামরকণ্টকম্॥ ১৫৩
শ্রীপর্ব্বতো মহাপুণ্যো গোকর্ণো জ্ঞানপর্ব্বতঃ।
ইত্যাদি কীর্ত্তিতা দেশাঃ সুর-সিদ্ধনিষেবিতাঃ।
সর্ব্বং শিবাশ্রমং পুণ্যং সর্ব্বা নদ্যঃ সপর্ব্বতাঃ
গো-সিদ্ধ-মুনিবাসশ্চ পুণ্যদেশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
শিবায়তনসংস্থানে যদল্পমপি দীয়তে।

যে ব্যক্তি দরিদ্র-যাচক প্রাপ্ত হইয়াও তাহা ত্যাগ করিয়া পাত্রান্তরের প্রতীক্ষা করে, ধর্ম্ম-বাণিজ্যানুষ্ঠান নিবন্ধন তাহাকে প্রকৃত দাতা বলা যায় না। ১২০—১৪০। যাচক না থাকিলে, দাতার ধর্ম্ম কিরূপে হয়? যাচক থাকিলেই দান এবং দান করিলে তবে তাহার ফল হয়। লুব্ধ দরিদ্র এবং অপ্রিয়বাদী ব্যক্তি না থাকিলে সাধুরা দান, দয়া এবং ক্ষমা করিতেন কোথায়? গৃহাগত যাচককে একান্তই যদি ধনদান না করিতে পারা যায়, তবু বিনয়-মধুর প্রিয়বাক্য বলা যায় ত! প্রত্যুত্থান, অভিগমন (অগ্রে গিয়া লইয়া আসা), স্বাগতপ্রশ্ন, উত্তমাসন, দান, প্রিয়বাক্য, পাদপ্রক্ষালন জলদান এবং অনুগমন, অতিথির প্রতি প্রযুক্ত এই সপ্তবিধ কার্য্য স্বর্গ-সোপান স্বরূপ। ধনানুসারে দানে মন কাহার হইবে? যে, গৃহাগত যাচককে প্রভূত দান করিবে। যমের সহিত কিছু বন্ধুতা কাহারও নাই, যে দান না করিলেও তাহাকে তিনি নরকে রাখিবেন না। যে ব্যক্তি স্বভাবত দানাভিলাষী, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গের লোক। পণ্ডিতেরা বলেন, প্রিয়বাক্যবিহীন যে দান, তাহা নিরর্থক। অক্ষয়-ফলাভিলাষী [illegible] প্রিয়বাক্য সহকারে ইহজীবনে একবারও [illegible] করিবে। প্রিয়বাক্য এবং অনুনয়যোগে [illegible] ভাবে প্রত্যাখ্যানও কটুবাক্যসহকৃত দানের [illegible] প্রশস্ত। অসৎকার পরুষতা-মলিনীকৃত [illegible] ভাল নহে, ক্রুদ্ধভাবে দান করা [illegible] দান না করা বরং ভাল। দান, ধ্যান, [illegible] নিয়ম, যজ্ঞ, হোম এবং তপস্যা যত্নসহ[illegible] অনুষ্ঠিত হইলেও ক্রোধ দ্বারা তৎসমস্তই [illegible] হয়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দানপ্রতিগ্রহে, দাতা [illegible] গ্রহীতা উভয়েরই স্বর্গ হয়; অশ্রদ্ধায় [illegible] করিলে নরক হয়। ঔদার্য্য, সঙ্গতি, মৈত্রী, [illegible] কম্পা এবং অমৎসর, এই পঞ্চগুণে দাতার [illegible] মহাফলজনক হয়। কাশী, কুরুক্ষেত্র, [illegible] পুষ্কর, গঙ্গা, সমুদ্রতীর, নৈমিষারণ্য, অমরক[illegible] শ্রীপর্ব্বত, গোকর্ণ এবং জ্ঞানপর্ব্বত ই[illegible] সুরসিদ্ধ-সেবিত দেশ মহাপুণ্যজনক। [illegible] শিবাশ্রম, নদী, পর্ব্বত, গোষ্ঠ, সিদ্ধায়তন [illegible] তপোবন সকল পুণ্যদেশ নামে অভিহি[illegible] শিবায়তন স্থানে অল্প দানও মহাফল[illegible]

অনন্তফলং জ্ঞেয়ং শিবক্ষেত্রানুভাবতঃ ॥ ১৫৬
গ্রহণং চন্দ্রসূর্য্যাভ্যামুত্তরায়ণদক্ষিণম্।
বিষুবং সব্যতীপাতং ষড়শীতিমুখং তথা ॥ ১৫৭
বিষ্ণুপ্রাণি সংক্রান্তির্যুগান্তাশ্চ যুগাদয়ঃ।
এতে কালাঃ সমাখ্যাতাঃ পুংসাং পুণ্যবিবর্দ্ধনাঃ ॥
ভক্তিভাবযুতং কালে দানং দত্তং সদাক্ষয়ম্ ॥ ১৫৯
শ্রদ্ধা যতেব জননী জ্ঞানস্য সুকৃতস্য চ।
তস্মাচ্ছ্রদ্ধাং সমুৎপাদ্য দেয়মক্ষয্যমিচ্ছতা।
দানং শ্রদ্ধয়া পাত্রে বিধিবৎ প্রতিপাদিতম্ ॥১৬০
অনন্তফলং তেষামপিং গ্রাসার্দ্ধমাত্রকম্ ॥ ১৬১
আর্ত্তেষু দীনেষু গুণান্বিতেষু
শ্রদ্ধা বহু স্বল্পমপি প্রদত্তম্।
তৎ সর্ব্বকামান্ সমুপৈতি লোকে
শ্রদ্ধৈব লোকে প্রবদন্তি তজ্‌জ্ঞাঃ ॥ ১৬২
ইতি শ্রীশৈবে ধর্ম্মসংহিতায়াং বিবিধক্রিয়াফল-
কীর্ত্তনে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

এই মহাফলের কারণ শিবক্ষেত্রপ্রভাব। চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ, অয়ন, বিষুব ও ষড়শীতি প্রভৃতি সংক্রান্তি, ব্যতীপাত, ত্র্যহস্পর্শ, যুগান্ত এবং যুগাদিতিথি এই সব কাল পুণ্যবৃদ্ধির হেতু। দেশকাল-পাত্র-বিশেষে ভক্তিভাবে যে দান, তাহা অক্ষয়। শ্রদ্ধা—জ্ঞান এবং পুণ্যের জননীতুল্যা। অতএব, অক্ষয়-ফলাভিলাষী ব্যক্তির শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া দান করা কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাসহকারে যথাবিধি সৎপাত্রে যে দান করা যায়, তাহা অর্দ্ধগ্রাস মাত্র হইলেও তাহার অনন্তফল। আর্ত্ত, দরিদ্র বা গুণান্বিত পাত্রে শ্রদ্ধাসহকৃত বহু বা অল্প দানও সর্ব্ব অভীষ্টের সাধক, অভিজ্ঞগণ ইহা বলিয়া থাকেন। ১৪১—১৬২।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
তত্র যে পাপনিলয়াঃ স্থূলা নরকহেতবঃ।
তে সমাসেন কথ্যন্তে বাঙ্মনঃকায়সংস্থিতাঃ ॥ ১
পরস্ত্রীদ্রব্যসঙ্কল্পং চেতসানিষ্টচিন্তনম্।
অকার্য্যাভিনিবেশশ্চ চতুর্দ্ধা কর্ম্ম মানসম্ ॥ ২
অনিবদ্ধপ্রলাপিত্বমসত্যঞ্চাপ্রিয়ঞ্চ যৎ।
পরোক্ষতশ্চ পৈশুন্যং চতুর্দ্ধা কর্ম্ম বাচিকম্ ॥ ৩
অভক্ষ্যভক্ষণং হিংসা মিথ্যাকার্য্যনিবেশনম্।
পরস্বানামুপাদানং চতুর্দ্ধা কর্ম্ম কায়িকম্ ॥ ৪
ইত্যেতদ্দ্বাদশবিধং কর্ম্ম প্রোক্তং নৃসাধনম্।
অস্য ভেদান্ পুনর্বক্ষ্যে যেষাং ফলমনন্তকম্ ॥ ৫
যে দ্বিষন্তি মহাদেবং সংসারার্ণবতারকম্।
সুমহৎপাতকোপেতাস্তে যান্তি নিরয়ং নরাঃ ॥ ৬
দূষয়ন্তি শিবং শাস্ত্রং জ্ঞানং সর্ব্বার্থসাধকম্।
সুমহৎপাতকং তেষাং নিরয়ার্ণবগামিনাম্ ॥ ৭
যে শিবজ্ঞানবক্তারং নিন্দন্তি চ তপস্বিনম্।
গুরূন্ পিতৄনথোপেতাস্তে যান্তি নিরয়ার্ণবম্ ॥৮

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—বাক্য, মন এবং দেহের যে সব স্থূলকার্য্য, পাপের মূল এবং নরকের হেতু, সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি। পরদার-চিন্তা, পরদ্রব্যাভিলাষ, মনে পরকীয় অনিষ্ট-চিন্তা এবং অকার্য্যে অভিনিবেশ এই চতুর্ব্বিধ মানসকর্ম্ম পাপজনক। অসম্বদ্ধ প্রলাপ, অসত্য বাক্য, অপ্রিয়-বাক্য এবং পরোক্ষে পৈশুন্য, বাচিক পাপ এই চতুর্ব্বিধ। অভক্ষ্য ভক্ষণ, হিংসা, মিথ্যাকার্য্যে চেষ্টা এবং পরস্বগ্রহণ কায়িক পাপ এই চতুর্ব্বিধ। এই দ্বাদশবিধ কর্ম্ম নরকের সাধন। এই দ্বাদশবিধ কর্ম্মের প্রকারভেদ বহুতর, তাহাদের ফলও অনন্ত; সেই সব কথা বলিতেছি;—সংসার-সমুদ্র-তারক মহাদেবকে যাহারা বিদ্বেষ করে, সেই মহাপাপীরা নরকে গমন করে। সর্ব্বার্থসাধক শিব, শাস্ত্র এবং জ্ঞানের নিন্দা

শিবনিন্দা গুরোর্নিন্দা শিবজ্ঞানস্য দূষণম্ ।
দেবদ্রব্যাপহরণং দ্বিজদ্রব্যবিনাশনম্ ॥ ৯
হরন্তি যে চ সম্মূঢ়াঃ শিবজ্ঞানস্য পুস্তকম্ ।
মহান্তি পাতকান্যাহুরনন্তফলদানি ষট্ ॥ ১০
নাভিনন্দন্তি যে দৃষ্ট্বা শিবপূজাং প্রকল্পিতাম্ ।
ন নমস্যর্চ্চিতং দৃষ্ট্বা পূজিতং ন স্তবন্তি চ ॥ ১১
যথেষ্টচেষ্টা নিঃশঙ্কাঃ সন্তিষ্ঠন্তে রমন্তি চ ।
উপচারবিনির্ম্মুক্তাঃ শিবাগ্নিগুরুসন্নিধৌ ॥ ১২
স্থানসংস্কারপূজাঞ্চ যে ন কুর্ব্বন্তি পর্ব্বসু ।
বিধিবদ্বা গুরূণাঞ্চ কর্ম্মযোগব্যবস্থিতাঃ ॥ ১৩
যে ত্যজন্তি শিবাচারং শিবভক্তান্ দ্বিষন্তি চ ।
অসম্পূজ্য শিবজ্ঞানং যেঽধীয়ন্তে লিখন্তি চ ॥ ১৪
অন্যায়তঃ প্রযচ্ছন্তি শৃণ্বন্ত্যচ্চারয়ন্তি চ ।
বিক্রীণন্তি চ লোভেন কুজ্ঞাননিয়মেন বা ॥ ১৫
অসংস্কৃতপ্রদেশেষু যথেষ্টং স্থাপয়ন্তি চ ।
শিবজ্ঞানকথাক্ষেপং যঃ কৃত্বান্যৎ প্রভাষতে ॥ ১৬
ন ব্রবীতি চ যঃ সত্যং ন প্রদানং করোতি চ ।
অশুচির্ব্বা শুচিস্থানে যঃ প্রবক্তি শৃণোতি চ ॥
গুরুপূজাদি কৃত্বৈব যঃ শাস্ত্রং শ্রোতুমিচ্ছতি ।
ন করোতি চ শুশ্রূষামাজ্ঞাং ভক্তিঞ্চ ভাবতঃ ॥
নাভিনন্দতি তদ্বাক্যমুত্তরঞ্চ প্রযচ্ছতি ।
গুরুকর্ম্মণি শাঠ্যঞ্চ তদুপেক্ষাং করোতি চ ॥ ১৯
গুরুমার্ত্তমশক্তং বা বিদেশপ্রস্থিতং তথা ।
বৈরিভিঃ পরিভূতং বা যঃ সন্ত্যজতি পাপকৃৎ ।
তদ্ভার্য্যা-পুত্র-মিত্রেষু যশ্চাবজ্ঞাং করোতি চ ॥
এবং সুবাচকস্যাপি গুরোর্ধর্ম্মানুদর্শিনঃ ।
সুমহৎপাতকান্যাহুঃ শিবনিন্দাসমানি চ ॥ ২১
ব্রহ্মঘ্নশ্চ সুরাপশ্চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ ।
মহাপাতকিনস্ত্বেতে তৎসংযোগী চ পঞ্চমঃ ॥ ২২
ক্রোধাল্লোভাদ্ভয়াদ্দ্বেষাদ্‌ব্রাহ্মণস্য বধে তু যঃ ।
মর্ম্মান্তকং মহাদোষমুক্ত্বা স ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥ ২৩
ব্রাহ্মণং যঃ সমাহূয় উক্ত্বা পশ্চাদ্দদাতি ন ।
নির্দ্দোষং দূষয়েদ্‌যস্তু স নরো ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥ ২৪

যাহারা করে, সেই নরকগামী মানবগণ মহাপাপী। যাহারা শিবজ্ঞান-বক্তা, তপস্বী, গুরুজন এবং পিতৃপুরুষদিগকে নিন্দা করে, সেই পাপীরা নরকসাগরে গমন করে। শিবনিন্দা, গুরুনিন্দা, শিবজ্ঞান-নিন্দা, দেবদ্রব্যহরণ, দ্বিজদ্রব্য-বিনাশন এবং শিবজ্ঞানজনক পুস্তকের অপহরণ এই ছয়টী মহাপাতক; ইহার ফল অনন্ত। অনুষ্ঠীয়মান শিবপূজা অবলোকন করিয়াও অভিনন্দন না করা পূজাকালীন শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়াও নমস্কার বা স্তব না করা, যথেচ্ছাচার ও নিঃশঙ্কভাবে ক্রীড়া ও অবস্থান, শিব, অগ্নি এবং গুরুসমীপে বিনয়াদি-হীনতা, পর্ব্বে পর্ব্বে যথাবিধি শিবালয় মার্জ্জন, শিবপূজা বা গুরুপূজা না করা, শিবাচার-পরিত্যাগ, শিবভক্তবিদ্বেষ, শিবজ্ঞানের পূজা ব্যতিরেকে অধ্যয়ন এবং লেখন, অন্যায়তঃ শিবজ্ঞানদান, শিবজ্ঞান-শাস্ত্র-শ্রবণ এবং তদুচ্চারণ, লোভ বশতঃ শিবজ্ঞান-বিক্রয়, কুজ্ঞান-বিনিময়ে শিবজ্ঞান দান, অসংস্কৃত স্থানে যথেচ্ছভাবে শিবজ্ঞান পুস্তক-স্থাপন, শিবজ্ঞান কথায় আক্ষেপ করিয়া অন্য কথা বলা, সত্যভাষণাদি দান না করা, অশুচি স্থানে শাস্ত্র কথন ও শ্রবণ, গুরুপূজাদি না করিয়াই শাস্ত্রশ্রবণে প্রবৃত্তি, গুরুশুশ্রূষার অকরণ, গুরু-আজ্ঞাপালনে বিমুখতা, গুরুভক্তিহীনতা, গুরুবাক্যের অভিনন্দন না করা, গুরুবাক্যে উত্তর না দেওয়া, গুরুকার্য্যে শাঠ্য, গুরুকার্য্যে উপেক্ষা, আর্ত্ত, অশক্ত বিদেশগত এবং রিপুপরিভূত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করা, গুরুর ভার্য্যা পুত্র এবং আত্মীয়ের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন, হিতোপদেশক বা ধর্ম্মানুদর্শী প্রভৃতি গুরুস্থানীয় ব্যক্তির প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শনাদি শিবনিন্দা সদৃশ মহাপাপ। ১—২১। ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, স্বর্ণস্তেয়ী এবং গুর্ব্বঙ্গনাগামী ইহারা সকলেই মহাপাতকী। ইহাদিগের সংসর্গী পঞ্চম মহাপাতকী। যে ব্যক্তি ক্রোধ, লোভ, ভয়, এবং দ্বেষ বশতঃ বধের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণের মর্ম্মান্তক মহাদোষ ঘোষণা করে, তাহারও ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণকে দিব বলিয়া আহ্বান করিয়া যে ব্যক্তি দান না করে এবং নির্দ্দোষ ব্যক্তির দোষ

...ং বিদ্যাভিমানেন নিস্তেজয়তি সুদ্বিজম্।
...দাসীনং সভামধ্যে ব্রহ্মহা স প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২৫
...মিথ্যাগুণৈর্থ আত্মানং নয়ত্যুৎকর্ষতাং বলাৎ।
...শ্রবণাপি নিরুন্ধ্যাদ্যঃ স চ বৈ ব্রহ্মহা ভবেৎ॥ ২৬
...তৃষ্ণার্ত্তপ্রদেহানাং গৃহত্যাগী সতাস্তু যঃ।
...উদ্বেগজননঃ ক্রূরঃ স চ বৈ ব্রহ্মহা ভবেৎ॥ ২৭
...পরদোষান্ পরিজ্ঞায় নৃপকর্ণে জপেৎ তু যঃ।
...পাপীয়ান্ পিশুনঃ ক্ষুদ্রঃ স চ বৈ ব্রহ্মহা ভবেৎ॥
...বৃষাভিভূতানাং দ্বিজানাং গুরুপূর্ব্বকম্।
...সমাচরতে বিঘ্নং তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্॥ ২৯
দেব-দ্বিজ-গবাং ভূমিং প্রদত্তাং হরতে তু যঃ।
প্রনষ্টামপি কালেন তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্॥ ৩০
দেব-দ্বিজস্বহরণং ন্যায়েনৈবোপপাদিতম্।
ব্রহ্মহত্যাসমং জ্ঞেয়ং পানকং নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩১
...ধীত্য যো দ্বিজো বেদং ব্রতজ্ঞানং শিবাত্মকম্।
পরিত্যজতি যো মূঢ়ঃ সুরাপানস্য তৎ সমম্॥ ৩২
...ং কিঞ্চিদ্ধি ব্রতং গৃহ্য নিয়মং যজনং তথা।

সন্ত্যাগী পঞ্চযজ্ঞানাং সুরাপানেন তৎসমম্॥ ৩৩
পিতৃমাতৃপরিত্যাগী কূটসাক্ষী দ্বিজেহনৃতে।
অপ্রিয়ং শিবভক্তানামভক্ষ্যস্য চ ভক্ষণম্॥ ৩৪
বনে নিরপরাধানাং প্রাণিনাঞ্চোপঘাতনম্।
দ্বিজার্থং প্রতি যৎ সাধূন্ ধর্ম্মার্থস্তু নিয়োজয়েৎ॥
গবাং মার্গে বনে গ্রামে যচ্চৈবাগ্নিঃ প্রদীয়তে।
ইতি পাপানি ঘোরাণি ব্রহ্মহত্যাসমানি তু॥ ৩৬
দীনে সর্ব্বস্বহরণং নর-স্ত্রী-গজ-বাজিনাম্।
গো-ভূ-রজত-বস্ত্রাণামোষধীনাং রসস্য চ॥ ৩৭
চন্দনাগুরু-কর্পূর-কস্তূরী-পটবাসসাম্।
হস্তন্যাসাপহরণং রুক্মস্তেয়সমং স্মৃতম্॥ ৩৮
কন্যানাং বরযোগ্যানামদানাং সদৃশে বরে।
পুত্র-মিত্র-কলত্রেষু গমনং ভগিনীষু চ॥ ৩৯
কুমারীসাহসং ঘোরমন্ত্যজস্ত্রীনিষেবণম্।
সবর্ণায়াশ্চ গমনং গুরুভার্য্যাসমং স্মৃতম্॥ ৪০
মহাপাতকতুল্যানি শৃণুধ্বমুপপাতকম্॥ ৪১

...ব্যাপন করে, সে মানব ব্রহ্মঘাতী। যে ব্যক্তি ...দাসীন সুব্রাহ্মণকে বিদ্যাভিমানে সভামধ্যে ...নিস্তেজ করে, সে ব্যক্তিও ব্রহ্মঘাতী বলিয়া ...য। অসত্য গুণখ্যাপন করিয়া বলপূর্ব্বক ...আত্মোৎকর্ষ সম্পাদন যে করে এবং পরকীয় ...গুণের অপলাপ করে, সে ব্যক্তিও ব্রহ্মঘাতী। ...তৃষ্ণার্ত্ত তৃষার্ত্ত সজ্জনগণকে গৃহ হইতে, যে ...নিষ্কাশিত করিয়া দেয় এবং যে পরের উদ্বেগ-...জনক ও ক্রূর, সে ব্যক্তিও ব্রহ্মঘাতী। পরের ...দোষ অবগত হইয়া রাজার কর্ণে তাহা যে ...তুলিয়া দেয়, সেই পাপিষ্ঠ ক্ষুদ্রাশয় ক্রূর ও ...ব্রহ্মঘাতী বলিয়া গণ্য। তৃষ্ণার্ত্ত গুরু, গো ...এবং ব্রাহ্মণের জলপানে যে বিঘ্ন করে, ...তাহাকেও লোকে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া থাকে। ...দেব, দ্বিজ ও গো উদ্দেশে প্রদত্ত ভূমি, কালে ...বিনষ্ট হইলেও, তাহা হরণ করিলে ব্রহ্মহত্যা-...পাপ হয়। ন্যায়প্রদত্ত দেবস্ব বা দ্বিজস্বের অপ-...হরণ ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাতক। যে মূঢ় দ্বিজ, ...শিবাত্মক ব্রতজ্ঞান বেদ অধ্যয়ন করিয়া পরি-...ত্যাগ করে, তাহার পাপ সুরাপানের তুল্য। যে

কোন ব্রত-নিয়ম বা যজ্ঞ গ্রহণ করিয়া তাহার পরিত্যাগ আর পঞ্চযজ্ঞ পরিত্যাগ সুরাপানের তুল্য। পিতৃমাতৃ-পরিত্যাগ, কূটসাক্ষ্য, ব্রাহ্মণ-বিষয়ে মিথ্যা কথা, শিবভক্তের অপ্রিয়াচরণ, অভক্ষ্য-ভক্ষণ, বনে নিরপরাধ প্রাণীদিগের বিনাশ, ধর্ম্মব্যপদেশে সাধুগণ দ্বারা আত্মকার্য্য সম্পাদন এবং গোমার্গ, বন অথবা গ্রামে অগ্নি-দান, এই সব ঘোরপাতক ব্রহ্মহত্যাসদৃশ। দরিদ্রের সর্ব্বস্ব-হরণ, নর, স্ত্রী, গজ, বাজী, গো, ভূমি, রজত, বস্ত্র, ওষধি, রস, চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কস্তূরী ও পটবাস নামক গন্ধ-দ্রব্য, এই সব বস্তু অপহরণ এবং গচ্ছিত ধনের অপহরণ সুবর্ণস্তেয়ের তুল্য। বিবাহ-যোগ্যা কন্যার সদৃশ বরে অপ্রদান, পুত্রবধূ, মিত্রবধূ ও ভগিনীতে উপগত হওয়া, কুমারীর প্রতি বলাৎকার, অন্ত্যজ-স্ত্রীসম্ভোগ এবং সবর্ণা-পরস্ত্রীতে গমন, গুর্ব্বঙ্গনা-গমনের তুল্য, * অতএব উক্ত পাপ সকল মহাপাতক

* এ সব স্থলের মীমাংসা স্মৃতি হইতে কর্ত্তব্য। সম্পাদক।

দ্বিজায়ার্থং প্রতিজ্ঞায় দ্বিজেভ্যো ন দদাতি চেৎ
ন চ স্মারয়তে যস্তু তয়োঃ স্যাদুপপাতকম্ ॥ ৩২
দ্বিজদ্রব্যাপহরণং মর্য্যাদায়া ব্যতিক্রমঃ।
অতিমানোঽতিকোপশ্চ দাম্ভিকত্বং কৃতঘ্নতা ॥৪৩
অত্যন্তবিষয়াসক্তিঃ কার্পণ্যং শাঠ্যমৎসরম্।
পরদারাভিগমনং সাধুকন্যাসু দূষণম্ ॥ ৪৪
পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা যয়া চ পরিবিন্দতি।
তয়োর্দানঞ্চ কন্যায়াস্তয়োরেব চ বঞ্চনম্ ॥ ৪৫
পুত্র-মিত্র-কলত্রাণামভাবে স্বামিনস্তথা।
কার্য্যাণাঞ্চ পরিত্যাগঃ সাধু-বন্ধুতপস্বিনাম্ ॥ ৪৬
গবাং ক্ষত্রিয়-বৈশ্যানাং স্ত্রী শূদ্রাণাং তথা বধঃ।
শিবাশ্রমতরূণাঞ্চ পুষ্পারামবিনাশনম্ ॥ ৪৭
যঃ পীড়ামাশ্রমস্থানামাচরেদল্পিকামপি।
সভৃত্যপরিবারস্য পশু-ধান্য-ধনস্য বা ॥ ৪৮
কুপ্য-ধান্য-পশুস্তেয়মপাঠ্যানাঞ্চ পাঠনম্।
যজ্ঞারামতড়াগানাং দারাপত্যস্য বিক্রয়ঃ ॥ ৪৯
তীর্থযাত্রোপবাসানাং ব্রতায়তনকর্ম্মিণাম্।
স্ত্রীধনান্যুপজীবন্তি স্ত্রীভিরত্যন্তনির্জ্জিতাঃ। ৫
অরক্ষণঞ্চ নারীণাং মদ্যপস্ত্রীনিষেবণম্।
কালাগতাপ্রদানঞ্চ ধান্যবৃদ্ধ্যুপসেবনম্ ॥ ৫১
নিন্দিতস্য ধনাদানং পণ্যানাং কূটবিক্রয়ঃ।
বিষমারণ্যযন্ত্রাণাং সততং বৃষবাহনম্ ॥ ৫২
উচ্চাটনাভিচারৌ চ বৃত্ত্যাদানভিষক্‌ক্রিয়াঃ।
জিহ্বাকামোপভোগার্থং যস্যারম্ভঃ সুকর্ম্মসু।
মূল্যেনাধ্যাপকো নিত্যং বেদজ্ঞানাদিকঞ্চ যঃ।
ব্রাত্যত্বং ব্রতসন্ত্যাগ অন্যাচারনিষেবণম্। ৫
অসচ্ছাস্ত্রাধিগমনং শুষ্কতর্কাবলম্বনম্।
দেবাগ্নিগুরুসাধূনাং নিন্দাং গো-ব্রাহ্মণস্য চ ।
প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা রাজ্ঞাং মণ্ডলিনাম
উৎসন্নপিতৃদেবেজ্যাঃ স্বকর্ম্মত্যাগিনশ্চ যে।
দুঃশীলা নাস্তিকাঃ পাপাঃ সদা চাসত্যবাদিনঃ।
পর্ব্বকালে দিবা চাপ্সু বিযোনৌ পশুযোনিষু।
রজস্বলায়া যোনৌ চ মৈথুনং যঃ সমাচরেৎ।
স্ত্রী-পুত্র-মিত্রসম্প্রাপ্তৌ আশাচ্ছেদকরাশ্চ যে।
জনস্যাপ্রিয়বক্তারঃ ক্রূরাঃ সময়ভেদিনঃ।
ভেত্তা তড়াগকূপানাং সংক্রমাণাং রসস্য চ।

তুল্য। এক্ষণে উপপাতকের বিষয় শ্রবণ কর। ২২—৪১। ব্রাহ্মণকে অর্থদান প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাঁহাকে তাহা যে না দেয় এবং যে সেই প্রতিজ্ঞার কথা দাতাকে স্মরণ করাইয়া না দেয়, তদুভয়ের উপপাতক হইবে; দ্বিজস্ব-অপহরণ, মর্য্যাদালঙ্ঘন, অতি মান, অতি কোপ, দাম্ভিকতা, কৃতঘ্নতা, অত্যন্ত বিষয়াসক্তি, কার্পণ্য, শাঠ্য, মৎসর, পরদার গমন, সাধুকন্যা-দূষণ, পরিবিত্তিতা, পরিবেত্তৃতা, পরিবেদন-সাধনত্ব, পরিবিত্তি ও পরিবেত্তাকে কন্যাদান, তদুভয়ের যাজন, ধনাভাবাদি বশতঃ পুত্র, মিত্র, কলত্র, স্বামী, সাধু, বন্ধু, তপস্বী এবং নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের পরিত্যাগ, গো-বধ, ক্ষত্রিয়বধ, বৈশ্যবধ, স্ত্রীবধ, শূদ্রবধ, শিবালয়-বৃক্ষনাশন, পুষ্পোদ্যান-বিনাশন, আশ্রমস্থ ব্যক্তিগণ, ভৃত্য, পরিবার এবং পশু, ধান্য বা ধনের অল্পমাত্রও পীড়াসম্পাদন, সুবর্ণ রজত ভিন্ন তৈজসাদি দ্রব্য, ধান্য এবং পশু ইহাদিগের অপহরণ, অপাঠ্য-পাঠন, যজ্ঞ, উদ্যান, তড়াগ, স্ত্রী, পুত্র, তীর্থযাত্রা, উপবাস, ব্রত এবং শিবমন্দিরাদির বিক্রয়, স্ত্রীধনোপজীব অতিস্ত্রৈণতা, রমণী রক্ষা না করা, স্বীয় পত্নীতে গমন, যথাকালে অতিথির সেবা না ধান্যবৃদ্ধি-সেবা, নিন্দিতের ধনগ্রহণ, বস্তুর কূট-বিক্রয়, দুর্ব্বহ আয়স যন্ত্রে বৃষযোজন, উচ্চাটন, অভিচার, বৃত্তির চিকিৎসকতা, স্বীয় রসনা-তৃপ্তির জন্য বেতন গ্রহণপূর্ব্বক অধ্যাপনা করা, ব্রহ্মচর্য্যত্যাগ, অন্যাচার-সেবা, অসচ্ছাস্ত্র কূটতর্কাবলম্বন, দেবতা, অগ্নি, গুরু, সাধু গো, ব্রাহ্মণ, রাজা এবং মণ্ডলীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে নিন্দা করা, পিতৃযজ্ঞ-দেবযজ্ঞ ত্যাগ, স্বকর্ম্ম-ত্যাগ, দুঃশীলতা, নাস্তিক্য, অসত্য-ভাষণ, পর্ব্বমৈথুন, দিবামৈথুন, মৈথুন, পশুমৈথুন, রজস্বলাগমন, স্ত্রীপুত্র-লাভের আশা ভঙ্গ করা, অপ্রিয়ভাষণ, শপথ-ভঙ্গ, তড়াগ, কূপ, সংক্রম এবং

…পংক্তিস্থিতানাঞ্চ পাকভেদং করোতি যঃ।
…স্তৈঃ স্ত্রী-নরাঃ পাপৈরুপপাতকিনঃ স্মৃতাঃ॥
…এভিস্তথান্যানি শৃণু তানি ব্রবীমি তে।
…গো-ব্রাহ্মণ-কন্যানাং স্বামি-মিত্র-তপস্বিনাম্॥
…শয়ন্তি কার্য্যাণি তে নরা নারকা মতাঃ।
…ভিতপ্যন্তে যে পরদ্রব্যস্থচকাঃ॥ ৬২
…হরা নিত্যং তৌল্যমিথ্যানুকারকাঃ।
…করা যে তু প্রহারঞ্চোদ্ধরন্তি যে॥ ৬৩
…য়তে দ্বিজঃ শূদ্রং সুরাঞ্চাঘ্রাতি কামতঃ।
…পাভিরতাঃ ক্রূরা যেঽপি হিংসাপ্রিয়া নরাঃ
…ার্থং যেঽপি কুর্ব্বন্তি দানযজ্ঞাদিকাং ক্রিয়াম্
…গ্নি-জল-রথ্যাসু তরুচ্ছায়ানগেষু চ॥ ৬৫
…ন্তি যে পুরীষাদ্যমারামায়তনেষু চ।
…প্রসাদেষু মদ্যপানরতা নরাঃ॥ ৬৬
…ভুজঙ্গাশ্চ রন্ধ্রান্বেষণতৎপরাঃ।
…ষ্টকাশিলাকাষ্ঠৈঃ শৃঙ্গৈঃ শঙ্কুভিরেব চ॥৬৭
…মার্গমনুরুন্ধন্তি পরসীমাং হরন্তি যে।
…শাসনকর্ত্তারঃ কূটকর্ম্মক্রিয়ারতাঃ॥ ৬৮
…বস্ত্রাণি কূটসংব্যবহারিণঃ।

ধনুষাং শস্ত্রশল্যানাং কর্ত্তা যঃ ক্রয়বিক্রয়ী॥ ৬৯
নির্দ্দয়োঽতীব ভৃত্যেষু পশূনাং দমনশ্চ যঃ।
মিথ্যাপ্রবাদতো বাচ আকর্ণয়তি যঃ শনৈঃ॥ ৭০
স্বামি-মিত্র-গুরুদ্রোহী মায়াবী চপলঃ শঠঃ।
ভার্য্যাপুত্রাপ্তমিত্রাণি বাল-বৃদ্ধ-কৃশাতুরান্॥ ৭১
ভৃত্যানতিথিবন্ধূংশ্চ ত্যক্ত্বাশ্নাতি বুভুক্ষিতান্।
যঃ স্বয়ং মিষ্টমশ্নাতি বিপ্রেভ্যো ন প্রযচ্ছতি॥৭২
বৃথাপাকী স বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মবাদিষু গর্হিতঃ।
নিয়মান্ স্বয়মাদায় যে ত্যজন্ত্যজিতেন্দ্রিয়াঃ॥৭৩
প্রব্রজ্যাবসিতা যে চ রহস্যস্য প্রভেদকাঃ।
যে তাড়য়ন্তি গাঃ ক্রূরাঃ শপন্তে চ মুহুর্ম্মুহুঃ॥৭৪
দুর্ব্বলান্ যে ন পুষ্ণন্তি সততং যে ত্যজন্তি চ।
পীড়য়ন্তি চ ভারেণ সততং বাহয়ন্তি চ॥ ৭৫
যোঽর্দ্ধযামাৎ প্রহরাদ্বা সংযতান্ ন বিমুঞ্চতি।
যো ভারাক্রান্তরোগার্ত্তান্ গোবৃষাংশ্চ ক্ষুধাতুরান্॥

…, আর একপংক্তিস্থ ব্যক্তিগণের পাক-…এই সকল পাপযুক্ত নর-নারীরা উপ-…হইয়া থাকে। ৪২—৬০। অন্য পাপের …বলিতেছি শ্রবণ কর;—গো, ব্রাহ্মণ, …, স্বামী, মিত্র এবং তপস্বীদিগের কার্য্য-…যাহারা করে, তাহারা ন্যারকী। পরস্ত্রী-…তা, পরদ্রব্য সূচতকা, পরদ্রব্য-হরণ, …পুরুষের সহিত স্বীয় সাম্য-খ্যাপনের …মিথ্যা-ব্যবহার, দ্বিজ-দুঃখোৎপাদন, দ্বিজের …সেবা, কামতঃ সুরাঘ্রাণ, পাপাভিরতি, …-প্রিয়তা, জাতিতে উঠিবার জন্য দান-…-ক্রিয়া-অনুষ্ঠান, গোষ্ঠ. অগ্নি, জল, …, বৃক্ষচ্ছায়া, পর্ব্বত, উদ্যান, দেবায়তন, …এবং প্রাসাদে শৌচ-প্রস্রাবাদি-ত্যাগ, …-সর্পক্রীড়ন, পরচ্ছিদ্রান্বেষণ, বংশ, ইষ্টক, …, কাষ্ঠ, শৃঙ্গ এবং শঙ্কু দ্বারা মার্গাব-…, পরসীমা হরণ, কূট-শাসন-নির্ম্মাণ, কূট-…, কূট-মুদ্রাদি, কূট-বাণিজ্য এবং শরাসন-

শস্ত্র-শল্য-নির্ম্মাণ যাহারা করে, যে ব্যক্তি ভৃত্য-বর্গে নিতান্ত নির্দ্দয় ও পশুদমনকারী, যে মিথ্যা-বাদীর বাক্য আদরপূর্ব্বক শ্রবণ করে, স্বামী, মিত্র ও গুরুগণের দ্রোহপরায়ণ হয়, মায়াবী, চপল-স্বভাব ও শঠ-প্রকৃতি, যে নর ক্ষুধার্ত্ত ভার্য্যা, পুত্র, মিত্র, বালক, বৃদ্ধ, আতুর, ভৃত্য, অতিথি এবং বন্ধুবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, যে ব্রাহ্মণকে মিষ্টান্ন দান করে না, কেবল স্বয়ং তাহা ভোজন করে, সেই বৃথা-পাকশীল নর বেদবিৎ-সমাজে নিন্দিত। যে অজিতেন্দ্রিয় স্বয়ং নিয়ম গ্রহণ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করে, যে সন্ন্যাস অব-লম্বন করিয়া পুনর্ব্বার গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে, যে রহস্যের ভেদ করে, যে ক্রূর গো-কে প্রহার এবং বারংবার তিরস্কার করে; যাহারা দুর্ব্বল পশুকে পোষণ করে না, সর্ব্বদা ত্যাগ করে, অধিক ভার দিয়া তাহাদিগকে পীড়িত করে এবং সর্ব্বদা বহন করায়; যে হল-শক-টাদিতে পশু-যোজন করিয়া, অর্দ্ধ প্রহার মধ্যে মোচন করে না এবং প্রহার করে; যাহারা ভারাক্রান্ত ও রোগাক্রান্ত ও ক্ষুধাতুর গোবৃষকে সযত্নে পালন করে না, সেই নিরয়গামী ব্যক্তি-

ন পালয়ন্তি যত্নেন গোঘ্নাস্তে নারকাঃ স্মৃতাঃ।
বৃষাণাং বৃষণান্ যে চ পাপিষ্ঠা গালয়ন্তি চ ॥৭৭
বাহয়ন্তি চ গাং বন্ধ্যাং মহানারকিণো নরাঃ।
আশয়া সমনুপ্রাপ্তান্ ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং শ্রমকর্শিতান্ ॥
অতিথীংশ্চ তথা শ্রেষ্ঠান্ স্বশক্ত্যা গৃহমাগতান্।
অনাথান্ বিকলান্ দীনান্ বাল-বৃদ্ধ-কৃশাতুরান্ ॥
নানুকম্পন্তি যে মূঢ়াস্তে যান্তি নরকার্ণবম্।
গৃহেষর্থা নিবর্ত্তন্তে শ্মশানাদপি বান্ধবাঃ ॥ ৮০
সুকৃতং দুষ্কৃতঞ্চৈব গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি।
আজাবিকো মাহিষিকঃ সামুদ্রো বৃষলীপতিঃ ॥৮১
শূদ্রবৎ ক্ষত্রবৃত্তিশ্চ নারকাঃ স্যুর্দ্বিজাধমাঃ।
শিল্পিনঃ কারবো বৈদ্যা হেমকারনৃপধ্বজাঃ ॥৮২
ভৃতকাঃ কূটসংযুক্তাঃ সর্ব্বে তে নারকাঃ স্মৃতাঃ।
যশ্চোচিতমতিক্রম্য স্বেচ্ছয়ৈব হরেৎ করম্ ॥৮৩
নরকে পচ্যতে সোঽপি যোঽপি দণ্ডরুচির্নরঃ।
উৎকোচকৈ রুচিক্রীতৈস্তস্করৈশ্চ প্রপীড্যতে ॥
যস্য রাজ্ঞঃ প্রজা রাষ্ট্রে পচ্যতে নরকেষু চ।

যে দ্বিজাঃ প্রতিগৃহ্নন্তি নৃপস্যান্যায়বর্ত্তিনঃ।৮৫
প্রয়ান্তি তে তু ঘোরেষু নরকেষু ন সংশয়ঃ।
অন্যায়াৎ সমুপাদায় দ্বিজেভ্যো যঃ প্রযচ্ছতি।
প্রজাভ্যঃ পচ্যতে সোঽপি নরকেষু নৃপো যঃ
পারদারিকচোরাণাং চণ্ডানাং বিদ্যতে যদঘং চ
যৎ তদরক্ষকস্যাপি রাজ্ঞো ভবতি নিত্যশঃ।
অচোরং চোরবৎ পশ্যেচ্চোরং বাচৌরর্পিণম্।
অবিচার্য্য নৃপস্তং বৈ ঘাতয়েন্নরকং ব্রজেৎ।
ঘৃত-তৈলান্ন-পানাদি-মধু-মাংস-সুরাসবম্।৮৮
গুড়েক্ষুশর্করান্নানি দধি-মূল-ফলানি চ।
তৃণং কাষ্ঠং পত্রপুষ্পমৌষধং বা সভাজনম্।
উপানচ্ছত্রশকটমাসনঞ্চ কমণ্ডলুম্।
ত্রপুতাম্ররসীসানি শঙ্খাদ্যঞ্চ জলোদ্ভবম্।৯১
বাদ্যঞ্চ বৈণবঞ্চান্যদ্‌গৃহোপকরণানি চ।
উর্ণাকার্পাসকৌশেয়-পট্টসূত্রোদ্ভবানি চ।৯২
স্থূলসূক্ষ্মাণি বস্ত্রাণি যে লোভাদ্বিহরন্তি চ।

গণ গোঘ্ন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৬১—৭৬। যে মহানারকী নরগণ বৃষদিগের অণ্ডচ্ছেদ করে এবং বন্ধ্যা গাভী দ্বারা বহন করায়, আশা করিয়া গৃহে উপস্থিত ক্ষুধাতৃষ্ণা সমন্বিত অতিথিশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, অনাথ, বিকলাঙ্গ, দরিদ্র, বালক, বৃদ্ধ, কৃশ, আতুর ব্যক্তির প্রতি যে মূঢ় মানব দয়া করে না, তাহারা সকলেই নিরয়গামী হয়। মরণ কালে ধন গৃহেই থাকে, বান্ধবগণ শ্মশান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কেবল সুকৃত ও দুষ্কৃতই মৃত ব্যক্তির অনুগমন করে। ছাগ-মেষোপজীবী, মহিষ-জীবী, সমুদ্রযানে বাণিজ্যকারী, শূদ্রাতে সমাসক্ত এবং ক্ষত্রবৃত্তি দ্বিজগণ নরক-গামী হয় এবং তাহাদিগের সহিত শূদ্র-বৎ ব্যবহার করা শাস্ত্রসিদ্ধ। শিল্পোপ-জীবী, কারুকার্য্যকারী, বৈদ্য, হেমকার, রাজ-চিহ্নধারী, বেতনগ্রাহী, কূটকারী ব্রাহ্মণগণ নরকগামী হয়। যে ভূস্বামী শাস্ত্রোক্ত করের অতিরিক্ত গ্রহণ করে এবং তীব্রদণ্ড প্রয়োগ করে, সেই রাজা এবং যে রাজার প্রজাবর্গ

উৎকোচক, যথেচ্ছক্রেতা ও তস্কর কর্তৃক উৎপীড়িত হয়, সেই নরক ভোগ করে। ব্রাহ্মণ অন্যায়বর্ত্তী রাজার ধন প্রতিগ্রহ করে নিঃসংশয় তাহারা ঘোর নরকে গমন করে। যে রাজা অন্যায়পূর্ব্বক প্রজা হইতে গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করে, সে ভূপতিও নামক রাজার ন্যায় নরকে ক্লেশ ভোগ করে। পরদার-নিরত, চৌর এবং কো... দিগের যে পাপ হয়, প্রজারক্ষণ-পরাঙ্মুখ ভূ-পতির প্রতিদিন তদপেক্ষা অধিক পাপ হয়। অতস্করকে তস্করবৎ দর্শন করিলে এবং তস্ক-রকে অতস্কর তুল্য উপেক্ষা করিলে এবং বিচারপূর্ব্বক অতস্করকে দণ্ডপ্রদান করিলে রাজা নিরয়গামী হয়। ৭৭—৮৮। ঘৃত, তৈল, অন্ন, পানীয়, মধু, মাংস, সুরা, আসব, গুড়, ইক্ষু, শর্করান্ন, দধি, মূল, ফল, তৃণ, কাষ্ঠ, পত্র, পুষ্প, ঔষধ, বাস, ভাজন, পাদুকা, ছত্র, শকট, আসন, কমণ্ডলু, ত্রপু, তাম্র, পিত্তল, সীসক, শঙ্খাদি জল-প্রভব বস্তু, বেণু-নির্ম্মিত বাদ্য, অন্যান্য গৃহোপকরণ, মেষলোম, কার্পাস-কোশজাত এবং পট্টসূত্রসম্ভূত

এবম্বিধানি চান্যানি দ্রব্যাণি বিবিধানি চ ॥ ৯৩
নরকেষু ধ্রুবং গচ্ছেদপহৃত্যালকান্যপি।
যো বা তথা পরদ্রব্যমপি সর্ষপমাত্রকম্ ॥ ৯৪
অপহৃত্য নরো যাতি নরকং নাত্র সংশয়ঃ।
এবমাদ্যৈর্নরঃ পাপৈরুৎক্রান্তেঃ সমনন্তরম্ ॥ ৯৫
শরীরযাতনার্থায় পূর্ব্বাকারমবাপ্নুয়াৎ।
যমলোকং ব্রজন্ত্যেতে শরীরেণ যমাজ্ঞয়া ॥ ৯৬
যমদূতৈর্মহাঘোরৈর্নীয়মানাঃ সুদুঃখিতাঃ।
দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাণামধর্ম্মনিরতাত্মনাম্ ॥ ৯৭
ধর্ম্মরাজঃ স্মৃতঃ শাস্তা সুঘোরৈর্ব্বিবিধৈর্ব্বধৈঃ।
নিয়মাচারযুক্তানাং প্রমাদাৎ স্খলিতাত্মনাম্ ॥ ৯৮
প্রায়শ্চিত্তৈর্গুরুঃ শাস্তা ন বুদ্ধেরিষ্যতে যমঃ।
পারদারিকচৌরাণামন্যায়ব্যবহারিণাম্ ॥ ৯৯
নৃপতিঃ শাসকঃ প্রোক্তঃ প্রচ্ছন্নানাঞ্চ ধর্ম্মরাট্।
তস্মাৎ কৃতস্য পাপস্য প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥১০০
নাভুক্তস্যান্যথা নাশঃ কল্পকোটিশতৈরপি।
যঃ করোতি স্বয়ং কর্ম্ম কারয়েচ্চানুমোদয়েৎ ॥১০১
কায়েন মনসা বাচা তস্য পাপগতিঃ ফলম্ ॥ ১০২

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং পাপভেদাদিকথনং নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

এবম্বিধ ও এবম্ভূত অন্যান্য বস্তু যাহারা হরণ করে, তাহারা নিশ্চয়ই ঘোর নরকে বাস করে। গো-কেশাদি অপহরণেও এই পাপ উক্ত হইয়াছে। সর্ষপমাত্র-পরিমিত যে কোন পর-দ্রব্য হরণ করিলেই নর নিশ্চয়ই নরকগামী হয়। মানব পূর্ব্বোক্ত পাপ সকল অনুষ্ঠান করিলে মৃত্যুর পর যাতনাভোগ নিমিত্ত পূর্ব্ব-শরীর প্রাপ্ত হয় এবং যমরাজের আজ্ঞাক্রমে ঘোররূপী যমদূতগণ শরীরের সহিত তাহা-দিগকে যমলোকে লইয়া যায়। তখন তাহা-দিগের দুঃখের সীমা থাকে না। যমরাজ, অধর্ম্মনিরত দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্যের শাসন-কর্ত্তা। তিনি বিবিধ তীক্ষ্ণ দণ্ড দ্বারা পাপি-গণের শাসন করেন। নিয়ম ও আচারযুক্ত ব্যক্তিগণ প্রমাদ বশত স্খলিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত পাপসমূহের মধ্যে যে গুলি অপরিহার্য্য, তাহার আচরণ করিলে প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে তাহার শান্তি হয়। যম তাঁহাদিগের প্রতি প্রভুত্ব করিতে সক্ষম হন না। যাহারা প্রকাশ্যভাবে পরদারাস্কন্দন, চৌর্য্য ও অন্যায় ব্যবহার করে, রাজা তাহাদিগের শাসনকর্ত্তা। যাহারা প্রচ্ছন্ন-ভাবে এই সকল পাপানুষ্ঠান করে, ধর্ম্মরাজ যমই তাহাদের দণ্ডবিধাতা, অতএব পাপ করিলে, প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। শত কল্প-কোটি অতীত হইলেও ভোগ না করিলে পাপনাশ হয় না। যে ব্যক্তি শরীর, মন এবং বাক্য দ্বারা পাপকর্ম্ম করে বা তাহার প্রয়োজকতা করে বা তাহার অনুমোদন করে, পাপগতিই তাহার ফল। ৮৯—১০২।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ

অথ পাপৈর্নরা যান্তি যমলোকং চতুর্ব্বিধৈঃ।
সন্ত্রাসজননং ঘোরং বিবশাঃ সর্ব্বদেহিনঃ ॥ ১
গর্ভস্থৈর্জায়মানৈশ্চ বালৈস্তরুণমধ্যমৈঃ।
স্ত্রীপুংনপুংসকৈর্জীর্বৈর্জাতব্যং সর্ব্বজন্তুষু ॥ ২
শুভাশুভফলং তত্র দেহিনাং সংবিচার্য্যতে।
চিত্রগুপ্তাদিভিঃ সর্ব্বৈর্বশিষ্ঠপ্রমুখৈস্তথা ॥ ৩
ন কেচিৎ প্রাণিনঃ সন্তি যে ন যান্তি যমক্ষয়ম্।

একোনবিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন,—মানবগণ চতুর্ব্বিধ পাপের অনুষ্ঠান করিলে স্বাধীনতা-শূন্য হইয়া, ত্রাসজনক ঘোর নরকে গমন করে এবং এই নরকে গর্ভস্থ, সদ্যোজাত, বালক, যুবা, প্রৌঢ়-বয়স্ক, স্ত্রী, পুরুষ এবং নপুংসক জীব মাত্রেরই অবশ্য উৎপন্ন শুভাশুভ কর্ম্মের চিত্রগুপ্ত এবং বসিষ্ঠপ্রমুখ মহর্ষি কর্ত্তৃক বিচার হয়। এমন কোন প্রাণীই দৃষ্টিগোচর হয় না, যাহারা যম-

অবশ্যং হি কৃতং কর্ম্ম ভোক্তব্যং তদ্বিচার্য্যতে ॥৪
তত্র যে শুভকর্ম্মাণঃ সৌম্যচিত্তা দয়ান্বিতাঃ।
তে নরা যান্তি সৌম্যেন পূর্ব্বেং যমনিকেতনম্‌ ॥৫
যে পুনঃ পাপকর্ম্মাণঃ পাপদানবিবর্জ্জিতাঃ।
তে ঘোরেণ পথা যান্তি দক্ষিণেন যমালয়ম্‌ ॥ ৬
ষড়শীতিসহস্রাণি যোজনানামতীত্য সঃ।
বৈবস্বতপুরং যান্তি নানারূপমবস্থিতম্‌ ॥ ৭
সমীপস্থমিবাভাতি নরাণাং শুভকর্ম্মণাম্‌।
প্রাপিনামপি দূরস্থং পথা রৌদ্রেণ গচ্ছতাম্‌ ॥ ৮
তীক্ষ্ণকণ্টকযুক্তেন শর্করানিচিতেন চ।
ক্ষুরধারানিভৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পাষাণৈর্নিচিতেন চ ॥ ৯
কেচিৎ পঙ্কেন মহতা তুরুত্তারৈশ্চ পাতকৈঃ।
লোহসূচিমুখৈর্দর্ভৈঃ সঞ্ছন্নেন পথা ক্বচিৎ ॥ ১০
তটপ্রপাতবিষমৈঃ পর্ব্বতৈর্বৃক্ষসঙ্কুলৈঃ।
প্রতপ্তাঙ্গারযুক্তেন যাতি মার্গেণ দুঃখিতঃ ॥ ১১

ক্বচিদ্বিষমগর্ত্তাদ্যৈঃ ক্ব চ লোষ্টৈঃ সুপুষ্কলৈঃ।
সন্তপ্তবালুকাভিশ্চ তথা তীক্ষ্ণৈশ্চ শঙ্কুভিঃ ॥ ১২
অনেকশাখাবিতভৈর্ব্যাপ্তং বংশবনৈঃ ক্বচিৎ।
কষ্টেন তমসা মার্গে অনালম্বেন কুত্রচিৎ ॥ ১৩
অয়ঃশৃঙ্গাটকৈস্তীক্ষ্ণৈঃ ক্বচিদ্দাবাগ্নিনা বৃতঃ।
ক্বচিৎ তপ্তশিলাভিশ্চ ক্বচিচ্চাপ্তং হিমেন বা ॥ ১৪
ক্বচিদ্বালুকয়া ব্যাপ্তমাকণ্ঠান্তং প্রবেশিতঃ।
ক্বচিদ্দুষ্টাম্বুনা ব্যাপ্তং ক্বচিচ্চ করিষাগ্নিনা ॥ ১৫
ক্বচিৎ সিংহৈর্বৃকৈর্ব্যাঘ্রৈর্মশকৈশ্চ সুদারুণৈঃ।
ক্বচিন্মহাজলৌকাভিঃ ক্বচিদাজগরৈস্তথা ॥ ১৬
মক্ষিকাভিশ্চ রৌদ্রাভিঃ ক্বচিৎ সর্পৈর্বিষোল্বণৈঃ।
মত্তমাতঙ্গযূথৈশ্চ বলোন্মত্তৈঃ প্রমাথিভিঃ ॥ ১৭
পন্থানমুল্লিখদ্ভিশ্চ শূকরৈস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রিভিঃ।
তীক্ষ্ণশৃঙ্গৈশ্চ মহিষৈরুষ্ট্রৈর্মত্তৈশ্চ খাদকৈঃ ॥ ১৮
ডাকিনীভিশ্চ রৌদ্রাভির্বিকরালৈশ্চ রাক্ষসৈঃ।
ব্যাধিভিশ্চ মহাঘোরৈঃ পীড্যমানা ব্রজন্তি চ ॥ ১৯
সদা ধূলিবিমিশ্রেণ মহাচণ্ডেন বায়ুনা।
মহাপাষাণবর্ষেণ হন্যমানা নিরাশ্রয়াঃ ॥ ২০
ক্বচিদ্বিদ্যুৎপ্রপাতেন দার্য্যমাণা ব্রজন্তি বা।

ভবনে গমন করিবে না। যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। যমভবনে সেই সেই কর্ম্মের সুবিচার হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে যাঁহারা সুকৃতানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারা শুভমার্গ দ্বারা যমনিকেতনের পূর্ব্বভাগে গমন করেন। আর যাহারা পাপকর্ম্মা, পাপাত্মা এবং দানবর্জ্জিত, তাহারা ঘোর দক্ষিণ-মার্গ দ্বারা যমালয়ে গমন করে। ষড়শীতি সহস্র যোজন অতিক্রম করিয়া কর্ম্মানুসারে সুখদুঃখদায়ী, অতএব নানারূপে অবস্থিত বৈবস্বতপুরে গমন করে। সুকৃতিসম্পন্ন লোকের পক্ষে ঐ পুরী সমীপ বলিয়া প্রতীত হয় এবং যাহারা ভয়ানক পথে গমন করে, তাহাদিগের পক্ষে উহা দূরস্থ হয়। কোন দুষ্কৃতকারী তীক্ষ্ণকণ্টকযুক্ত, ভিন্ন-কর্পর-পরিব্যাপ্ত এবং ক্ষুরধারা-সদৃশ-তীক্ষ্ণাগ্র-প্রস্তর-খণ্ড-নিচিত পথে, কেহ বা অতি ভয়ানক পঙ্করাশিযুক্ত এবং দুরুত্তার পতনস্থান-বহুল লৌহসূচীবৎ তীক্ষ্ণাগ্র-দর্ভনিচয়-সংছন্ন এবং তট হইতে পতন হওয়ায় নিতান্ত দুঃখদ, পর্ব্বত ও বৃক্ষবহুল, প্রতপ্ত অঙ্গারপূর্ণ পথ দ্বারা অতি

দুঃখে নীত হয়। কোন পথ বিষম গর্ত্ত, প্র...
লোষ্ট্র, সন্তপ্ত বালুকা ও তীক্ষ্ণ শঙ্কুসমূহ-প...
বৃত। কোন মার্গ বিতত-শাখাযুক্ত বংশবন...
অন্ধকার থাকায়, অতি ভয়ানক। সে ...
অবলম্বন-শূন্য হইয়া গমন করিতে হয়। কো...
পথ-লৌহসঙ্কটক এবং দাবাগ্নি-সঙ্কুল। ...
তপ্তশিলা, কোথাও হিমানী, কোন স্থানে ...
বালুকা, কদর্য্য জল এবং প্রভূত কর...
১—১৫। কোন পথ সিংহ, বৃক, ব্যাঘ্র, ...
অতিবৃহৎ জলৌকা ও অজগর থাকায় ভয়া...
কোন পথে রৌদ্রমক্ষিকা, তীব্র-বি...
সর্প, প্রমত্ত মাতঙ্গযূথ মার্গবিদারী তী...
দংষ্ট্র বরাহসমূহ, তীক্ষ্ণশৃঙ্গ মহিষ, প্রমত্ত ...
এবং অতি বৃহৎপাদপ অবস্থান করিতে...
কোন পথে রৌদ্রপ্রকৃতি ডাকিনী বিক...
রাক্ষস এবং ঘোর ব্যাধিকর্তৃক পীড্যমান হই...
গমন করিতে হয়। কোন মার্গে নিরাশ্রয় ...
ধূলিবিমিশ্র প্রচণ্ড বায়ু ও পাষাণ-বর্ষ...

মহতা বাণবর্ষেণ হন্যমানাশ্চ সর্ব্বতঃ ॥ ২১
পর্বতৈর্বজ্রপাতৈশ্চ উল্কাপাতৈশ্চ দারুণৈঃ।
প্রদীপ্তাঙ্গারবর্ষেণ দহ্যমানাঃ শ্বসন্তি চ ॥ ২২
মহতা পাংশুবর্ষেণ পূর্য্যমাণা রুদন্তি চ।
মহামেঘরবৈর্ঘোরৈস্ত্রস্যন্তে চ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ২৩
নিশিতাস্ত্রবর্ষেণ ভিদ্যমানাশ্চ সর্ব্বতঃ।
মহাক্ষারাম্বুধারাভিঃ সিচ্যমানা ব্রজন্তি তে ॥ ২৪
মহাশীতেন মরুতা রুক্ষেণ পরুষেণ বা।
সমন্তাদ্ব্যাপ্যমানাশ্চ শুষ্যন্তে সঙ্কুচন্তি চ ॥ ২৫
ইত্থং মার্গেণ রৌদ্রেণ পাথেয়রহিতেন চ।
নিরালম্বেন দুর্গেণ নির্জ্জলেন সমন্ততঃ ॥ ২৬
বিষমেণৈব মহতা নির্জ্জনাপাশ্রমেণ চ।
অন্ধকারেণ কষ্টেন সর্ব্বদুঃখাশ্রয়েণ চ ॥ ২৭
নীয়ন্তে দেহিনঃ সর্ব্বে যে মূঢ়াঃ পাপকর্ম্মিণঃ।
যমদূতৈর্মহাঘোরৈস্তদাজ্ঞাকারিভির্বলাৎ ॥ ২৮
একাকিনং পরাধীনং মিত্র-বন্ধুবিবর্জ্জিতম্।
শোচন্তঃ স্বানি কর্ম্মাণি রুদন্তশ্চ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ২৯
প্রেতীভূতা বিবস্ত্রাশ্চ শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকাঃ।
কৃশাঙ্গা ভয়ভীতাশ্চ দহ্যমানাঃ ক্ষুধাগ্নিনা ॥ ৩০
বদ্ধশৃঙ্খলয়া কেচিদুত্তানপাদয়োর্নরাঃ।
কৃষ্যন্তে কৃষ্যমাণাশ্চ যমদূতৈর্বলোৎকটৈঃ ॥ ৩১
উরসাধোমুখাশ্চান্যে ঘৃষ্যমাণাঃ সুদুঃখিতাঃ।
কেশপাশনিবন্ধেন সমাকৃষ্যন্তি রজ্জুভিঃ ॥ ৩২
ললাটে চাঙ্কুশেনান্যে ভিন্নাঃ কৃষ্যন্তি দেহিনঃ।
উত্তানাঃ কণ্টকপথা কচিদঙ্গারবর্ত্মনা ॥ ৩৩
পশ্চাদ্বাহুকবদ্ধাশ্চ জঠরে চ প্রপীড়িতাঃ।
পূরিতাঃ শৃঙ্খলাভিশ্চ হস্তয়োশ্চ সুকীলিতাঃ ॥৩৪
গ্রীবাপাশেন কৃষ্যন্তি প্রয়ান্ত্যন্যে সুদুঃখিতাঃ।
জিহ্বাঙ্কুশপ্রবেশেন সমাকৃষ্যন্তি রজ্জুনা ॥ ৩৫
নাসাভেদেন রজ্জ্বা চ সমাকৃষ্যন্তি চাপরে।
ভিন্নাঃ কপলয়ো রজ্জ্বা কৃষ্যন্ত্যন্যে তথৌষ্ঠয়োঃ ॥৩৬

আঘাত সহ্য করিতে হয়। কোন স্থানে বিদ্যুৎ-পাতে বিদীর্ণ হইয়া, কোথাও চতুর্দ্দিকে দারুণ শরবর্ষে হন্যমান হইয়া, কুত্রাপি বজ্রপাত, দারুণ উল্কাপাত ও প্রদীপ্ত অঙ্গারবর্ষণে দহ্যমান হইয়া, নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে গমন করিতে হয়। কোথাও ভয়ঙ্কর ধূলিবর্ষণে শরীর পরিপূর্ণ হওয়ায় রোদন করিতে থাকে। কোথাও মহামেঘসমূহের ভয়ঙ্কর শব্দে শরীর ত্রস্ত হয় ও চতুর্দ্দিক্ হইতে নিশিত আয়ুধবর্ষণে দেহ ভিন্ন হইয়া পড়ে। কখন ক্ষারযুক্ত বারিধারায় সিক্তকলেবর হইয়া, তাহারা অতি দুঃখে গমন করে। কুত্রাপি শীতল, রূক্ষ বা পরুষ সমীরণে বীজিত হইয়া, বিশুষ্ক শরীর হয়; তৎকালে তাহারা নানা প্রকার করুণ পরিবেদন করিতে করিতে গমন করে। এই প্রকার বিকরাল যমদূত এবং তাহাদিগের আজ্ঞাকারিগণ মূঢ় পাপকারী মানবগণকে ভয়জনক, পাথেয়-রহিত, অবলম্বন-শূন্য, দুর্গম, জলহীন, নির্জ্জন বালস্থানযুক্ত, অন্ধকারময়, কষ্টকর এবং সর্ব্বদুঃখের আকর সেইরূপ মার্গদ্বারা লইয়া যায়। ১৬—২৬। উৎকট বলশালী যমদূতগণ একাকী, পরাধীন, সুহৃদ্বন্ধু-বিবর্জ্জিত, পাপকারী মানবগণকে আকর্ষণাদি করিয়া বিবিধ কষ্টপ্রদান করে। তখন তাহারা আপনাদিগের দুষ্কৃত কর্ম্মের নিন্দা করে ও মুহুর্ম্মুহু রোদন করিতে থাকে। তাহাদিগের শরীর মৃত, বিবস্ত্র, কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া পড়ে। অঙ্গ কৃশ, ভয়ে নিতান্ত ভীত এবং ক্ষুধাগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকে। যমদূতগণ কাহার পাদ উত্তান করিয়া, তাহাতে শৃঙ্খল বন্ধনপূর্ব্বক নিদারুণ ভাবে আকর্ষণ করে। অধোমুখ করিয়া বক্ষোদেশে ঘর্ষণ করে, রজ্জু দ্বারা কেশপাশ বন্ধন করিয়া আকর্ষণ করে। কেহ কেহ অঙ্কুশাঘাতে বিভিন্ন-ললাট হইয়া, ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে। কাহাকেও বা উত্তান করিয়া, কণ্টক ও অঙ্গার-পথ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া, পশ্চাদ্ভাগে বাহু বন্ধনপূর্ব্বক জঠরদেশে নিপীড়ন করে। কাহার শৃঙ্খলা-দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ বন্ধন করিয়া, হস্তদ্বয়ে শল্য বিদ্ধ করে। গ্রীবাদেশে পাশ বন্ধনপূর্ব্বক কাহাকে আকর্ষণ করে, কেহ বা অতিমাত্র দুঃখের সহিত গমন করে। কাহারও জিহ্বায় অঙ্কুশ প্রবেশ করাইয়া, রজ্জু দ্বারা আকর্ষণ করে। কাহারও নাসিকা বিদ্ধ করিয়া, রজ্জু বন্ধনপূর্ব্বক আকর্ষণ

বিভিন্নাশ্চোদরে চান্যে ততঃ শৃঙ্খলয়া নরাঃ
ধৃষ্যন্তে কর্ণয়োশ্চান্যে ভিন্নাশ্চ চিবুকেঽপরে ॥৩৭
ছিন্নাগ্রপাদহস্তাশ্চ ছিন্নকর্ণোষ্ঠনাসিকাঃ।
সম্ভিন্নশিশ্ন-বৃষণাশ্ছিন্নভিন্নাঙ্গসন্ধয়ঃ ॥ ৩৮
প্রভিদ্যমানাঃ কুন্তৈশ্চ ভিদ্যমানাশ্চ শায়কৈঃ।
ইতশ্চেতশ্চ ধাবন্তি ক্রন্দমানা নিরাশ্রয়াঃ ॥ ৩৯
মুদ্গরৈর্লোহদণ্ডৈশ্চ হন্যমানা মুহুর্ম্মুহুঃ।
কণ্টকৈর্বিবিধৈর্ঘোরৈর্জ্জ্বলনার্কসমপ্রভৈঃ ॥ ৪০
ভিন্দিপালৈর্বিভিদ্যন্তে ভ্রমন্তঃ পূয-শোণিতম্।
শর্করাক্রিমিদষ্টাশ্চ নীয়ন্তে বিবশা নরাঃ ॥ ৪১
যাচমানাশ্চ সলিলমন্নং বাপি বুভুক্ষিতাঃ।
ছায়াং প্রার্থয়মানাশ্চ শীতার্ত্তাশ্চানলং পুনঃ ॥৪২
দানহীনাঃ প্রয়ান্ত্যেবং প্রার্থয়ন্তঃ সুখং নরাঃ।
গৃহীতদানপাথেয়াঃ সুখং যান্তি যমালয়ম্ ॥ ৪৩
এবং ন্যায়েন কষ্টেন প্রাপ্তাঃ প্রেতপুরং যদা।

করে। কোন পাপীর কপোল ও ওষ্ঠদেশ ভেদ করিয়া, কাহারও উদর ভেদ করিয়া আকর্ষণ করে। কাহারও কর্ণ ঘর্ষণ, কাহার বা চিবুক, অগ্রপাদ, হস্ত, কর্ণ, ওষ্ঠ, নাসিকা, শিশ্ন, বৃষণ ও অন্যান্য অঙ্গসন্ধি ছিন্ন এবং ভিন্ন করিয়া দেয়। কোন কোন মহাপাতকী সায়কসমূহে ভিদ্যমান হইয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে ইতস্ততঃ বিচরণ করে; কিন্তু কুত্রাপি আশ্রয় প্রাপ্ত হয় না। মুদ্গর, লৌহদণ্ড ও সূর্য্যের ন্যায় ভয়ানক দর্শন বিবিধ কণ্টক ও ভিন্দিপাল সমূহে হন্যমান হইয়া, পূয়-শোণিত বমন করিতে করিতে শর্করা ও কৃমি দ্বারা পীড়িত হইয়া, অবশভাবে নীত হয়। তখন তাহারা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া, অন্ন ও জল প্রার্থনা করে। ঘর্ম্মাক্ত হইয়া ছায়া, শীতার্ত্ত হইয়া অনল যাচ্ঞা করে। দানপরাঙ্মুখ দুরাত্মগণ এইরূপে কথঞ্চিৎ সুখ প্রার্থনা করিতে করিতে যমনিকেতনে নীত হয়। যাহারা দান করিয়া তৎফলরূপ পাথেয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা সুখের সহিত যমভবনে গমন করে। এইরূপ ন্যায়যুক্ত সুখ ও দুঃখের সহিত যখন প্রেতপুরে গমন করে, তখন যম-

প্রজ্ঞাপিতাস্তদা দূতৈর্নিবেদ্যন্তি যমাগ্রতঃ ॥ ৪৪
তত্র যে শুভকর্ম্মাণস্তাংস্তু সম্মানয়েদ্‌যমঃ।
স্বাগতাসনদানেন পাদ্যার্ঘেণ প্রিয়েণ বা ॥ ৪৫
ধন্যা যূয়ং মহাত্মান আত্মনো হিতকারিণঃ।
যেন দিব্যসুখার্থায় ভবদ্ভিঃ সুকৃতং কৃতম্ ॥ ৪৬
ইদং বিমানমারুহ্য দিব্যস্ত্রীভোগভূষিতম্।
স্বর্গং গচ্ছন্তু অমলং সর্ব্বকামান্বিতং সদা ॥ ৪৭
তত্র ভুক্ত্বা মহাভোগানন্তে পুণ্যস্য সংক্ষয়াৎ।
যৎকিঞ্চিদল্পমশুভং পুনস্তদিহ ভোক্ষ্যথ ॥ ৪৮
ধর্ম্মাত্মানো নরা যে চ মিত্রভূতমিবাত্মনঃ।
সৌম্যং সুখং প্রপশ্যন্তি ধর্ম্মরাজানমেব বা ॥ ৪৯
যে পুনঃ ক্রূরকর্ম্মাণস্তে পশ্যন্তি ভয়ানকম্।
দংষ্ট্রাকরালবদনং ভ্রূকুটীকুটিলেক্ষণম্ ॥ ৫০
ঊর্দ্ধকেশং মহাশ্মশ্রুমূর্দ্ধবিস্ফুরিতাধরম্।
অষ্টাদশভুজং ক্রূরং নীলাঞ্জনচয়োপমম্ ॥ ৫১
সর্ব্বায়ুধোদ্যতকরং সর্ব্বদণ্ডসমন্বিতম্।
মহামহিষমারূঢ়ং দীপ্তাগ্নিসমলোচনম্ ॥ ৫২

দূতগণ যমরাজের আজ্ঞাক্রমে তাঁহার সমীপে নিবেশিত হয়। তাহার মধ্যে যাহারা কৃতপুণ্য, ধর্ম্মরাজ স্বাগতপ্রশ্ন, আসনদান, পাদ্য, অর্ঘ্য ও প্রিয়বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে সম্মানিত করিয়া কহেন,—"হে মহাত্মগণ! আপনারা হিত করিয়াছেন, দিব্য সুখের নিমিত্ত সুকৃতানুষ্ঠান করিয়াছেন, অতএব আপনারা ধন্য। এক্ষণে দিব্য স্ত্রী-ভোগযুক্ত এই বিমানে আরোহণ করিয়া, সর্ব্বকাম-সমন্বিত অমল স্বর্গে গমন করুন। ২৭—৪৭। সেই স্থানে বিপুল ভোগ অনুভব করিয়া, পুণ্যক্ষয় হইলে, যৎকিঞ্চিৎ অল্প দুষ্কৃত করিয়াছেন, এই স্থানে আসিয়া তাহার ফলভোগ করিবেন।" যাঁহারা ধর্ম্মাত্মা, তাঁহারা সুখে যমরাজকে নিজ মিত্রের ন্যায় সৌম্য দর্শন করেন। যাহারা দুষ্কর্ম্মকারী, তাহারা ধর্ম্মরাজের বদন, দংষ্ট্রাসমূহে বিকরাল, চক্ষু ভ্রূকুটী-কুটিল, ঊর্দ্ধকেশ, নিবিড়শ্মশ্রু, ঊর্দ্ধদিকে অধর বিস্ফুরিত, অষ্টাদশবাহু-সমন্বিত, ক্রূরপ্রকৃতি, নীল অঞ্জনবর্ণ, সকল হস্তে সর্ব্বপ্রকার আয়ুধ ও দণ্ড উদ্যত প্রকাণ্ড মহিষে

রক্তমাল্যাম্বরধরং মহামেরুমিবোচ্ছ্রিতম্।
প্রলয়াম্বুদনির্ঘোষং পিবন্নিব মহোদধিম্ ॥ ৫৩
গ্রসন্তমিব শৈলেন্দ্রমুদ্গিরন্তমিবানলম্।
মৃত্যুশ্চৈব সমীপস্থঃ কালানলসমপ্রভঃ ॥ ৫৪
নীলাঞ্জনসঙ্কাশঃ কৃতান্তশ্চ ভয়ানকঃ।
মারী চোগ্রমহামারী কালরাত্রী চ দারুণা ॥ ৫৫
বিবিধা ব্যাধয়ঃ কষ্টা নানারূপভয়াবহাঃ।
শক্তিশূলাঙ্কুশধরাঃ পাশচক্রাসিপাণয়ঃ ॥ ৫৬
বজ্রতুণ্ডধরা রৌদ্রাঃ ক্ষুর-তূণ-ধনুর্দ্ধরাঃ।
অসংখ্যাতা মহাবীরাঃ ক্রূরাঞ্জনমহাপ্রভাঃ ॥ ৫৭
সর্ব্বায়ুধোদ্যতকরা যমদূতা ভয়ানকাঃ।
অনেন পরিবারেণ বৃতং সুঘোরদর্শনম্ ॥ ৫৮
যমং পশ্যন্তি পাপিষ্ঠাশ্চিত্রগুপ্তঞ্চ ভীষণম্।
জীবাঃ দুষ্কৃতকর্ম্মাণঃ পরদ্রব্যাপহারকাঃ ॥ ৫৯
গর্ব্বিতা রূপবীর্য্যেণ পরদারাবমর্দ্দকাঃ।
যৎ স্বয়ং ক্রিয়তে কর্ম্ম তৎ স্বয়ং ভুজ্যতে পুনঃ ॥
তৎ কিমাত্মোপঘাতার্থং ভবদ্ভিহ্ দুষ্কৃতং কৃতম্।

[..]বি আরূঢ়, নেত্র অগ্নিতুল্য ভাস্বর, রক্তমাল্য এবং রক্ত-বস্ত্রধারী, সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় উন্নত, প্রলয়কালীন মেঘবৎ গম্ভীর শব্দকারী, অতএব অতি ভয়ানক দর্শন করে। দেখিলেই বোধ হয় যেন সমুদ্রকে পান করিতেছেন, সুমেরুকে গ্রাস করিতেছেন এবং অগ্নিকে উদ্গিরণ করিতেছেন। তাঁহার সমীপে কালানলতুল্য প্রভাসম্পন্ন মৃত্যু, অঞ্জনসঙ্কাশ ভয়ানক কাল এবং নিদারুণ কালরাত্রি, বিবিধ প্রকার দ্বারা ভয়প্রদানশীল নানা ব্যাধি, শক্তি-শূল-অঙ্কুশধারী, পাশ, চক্র, অসি, বজ্র, তুণ্ড-বিদারক ক্রকচাদি, ক্ষুর, তূণ, ধনুর্দ্ধারী ক্রূর প্রকৃতি, অঞ্জনপর্ব্বত তুল্য প্রভাসম্পন্ন, মহাবীর সর্ব্বশস্ত্রযুক্ত বাহুশালী ভয়প্রদ অসঙ্খ্য যমদূতগণ অবস্থান করিতেছে। দুষ্কৃতকর্ম্মা, পরদ্রব্যাপহারক, রূপ ও বীর্য্যমদে গর্ব্বিত, পরদারমর্দ্দনশীল, পাপিষ্ঠ জীবগণ ইত্যাদি-পরিবার-বেষ্টিত ঘোরদর্শন যমরাজ ও ভীষণ চিত্রগুপ্তকে দর্শন করে। ধর্ম্মরাজ তাহাদিগকে তিরস্কারের সহিত বলেন, "তোমরা যেমন কর্ম্ম করিয়াছ, তাহারই ফলভোগ করিতেছ; আপনাকে ক্লেশদান নিমিত্ত কেন দুষ্কৃত করিয়াছ? এখন আত্মকর্ম্মফল বশত পীড্যমান হইয়া কেনই বা সন্তাপ করিতেছ? অস্ম-কর্ম্মোপচিত ফল ভোগ কর, এবিষয়ে অন্য কাহারও অপরাধ নাই।" এইরূপ দুষ্কর্ম্ম-বল-দর্পিত পাপিষ্ঠরাজগণ যমসমীপে নীত হইয়া স্বকীয় ঘোর কুকর্ম্মের ফলভোগ করে। যমরাজ তিরস্কারের সহিত তাহাদিগকে বলেন, "ওহে দুরাচার প্রজাবিধ্বংসকারী রাজগণ! রাজ্য অল্পকালস্থায়ী, তাহার নিমিত্ত কেন দুষ্কৃতানুষ্ঠান করিলে? রাজ্যভোগ-মোহে মত্ত হইয়া বলপূর্ব্বক প্রজাবর্গকে যে অন্যায় দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছ, এখন তাহার ফলভোগ কর। তোমাদিগের সেই রাজ্য ও কলত্র এখন কোথায়, যাহার নিমিত্ত এই ঘোর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ? এখন সেই সকল পরিত্যাগ করিয়া একাকী অবস্থান করিতে হইতেছে। যে বলের সাহায্যে প্রজাদিগের প্রতি অন্যায় করিয়াছিলে, সে বল আর দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, এখন যমদূত কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া কি ভয়ানক অবস্থাপন্ন হইয়াছ, তাহাই চিন্তা কর"। ৪৮—৬৭।
এইরূপে যমকর্ত্তৃক বহুপ্রকার তিরস্কৃত হইয়া

ইদানীং কিং প্রতপ্যধ্বং পীড্যমানাঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥
ভুজ্যধ্বং স্বানি কর্ম্মাণি নাস্তি দোষোঽত্র কস্যচিৎ
এবং তে পৃথিবীপালাঃ সম্প্রাপ্তাস্তৎসমীপতঃ ॥ ৬২
স্বকীয়ৈঃ কর্ম্মভির্ঘোরৈর্দুষ্কর্ম্মবলদর্পিতাঃ ॥ ৬৩
ভো ভো নৃপা দুরাচারা প্রজাবিধ্বংসকারিণঃ।
অল্পকালস্য রাজ্যস্য কিং ত্বয়া দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥ ৬৪
রাজ্যভোগেন মোহেন বলাদন্যায়তঃ প্রজাঃ।
যদ্দণ্ডিতাঃ ফলং তস্য ভুজ্যধ্বমধুনা নৃপাঃ ॥ ৬৫
ক্ব তদ্রাজ্যং কলত্রঞ্চ যদর্থমশুভং কৃতম্।
তৎ সর্ব্বং সংপরিত্যজ্য যূয়মেকাকিনঃ স্থিতাঃ ॥
পশ্যামি তদ্বলং নষ্টং যেন বিধ্বংসিতাঃ প্রজাঃ।
যমদূতৈর্গৃহ্যমাণা অধুনা কীদৃশং ভবেৎ ॥ ৬৭
এবং বহুবিধৈর্বাক্যৈরুপলব্ধা যমেন তে।
স্বামিকর্ম্মাণি শোচন্তি তুষ্ণীংতিষ্ঠন্তিপার্থিবাঃ ॥৬৮

ইতি ধর্ম্মং সমুদ্দিশ্য নৃপাণাং ধর্ম্মরাড়্যমঃ।
তৎপাপপঙ্কশুদ্ধ্যর্থমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৬৯
ভো ভো চণ্ড মহাচণ্ড গৃহীত্বা নৃপতীন্ বলাৎ।
নিয়মেন বিশোধধ্বং ক্রমেণ নরকাগ্নিষু ॥ ৭০
ততঃ শীঘ্রং সমাদায় নৃপং সংগৃহ্য পাদয়োঃ।
ভ্রাময়িত্বা তু বেগেন নিক্ষিপ্যোর্দ্ধং প্রগৃহ্য চ ॥৭১
সর্ব্বপ্রাণেন মহতা প্রতপ্তে তু শিলাতলে।
আস্ফালয়ন্তি তরসা বজ্রেণেব মহাদ্রুমাঃ ॥ ৭২
ততঃ স রক্তং স্রোতোভিঃ স্রবতে জর্জ্জরীকৃতঃ।
নিঃসংজ্ঞঃ স তদা দেহী নিশ্চেষ্টঃ সংপ্রজায়তে ॥
ততঃ স বায়ুভিঃ স্পৃষ্টঃ স তৈরুজ্জীব্যতে পুনঃ।
ততঃ পাপবিশুদ্ধ্যর্থং ক্ষিপন্তি নরকার্ণবে ॥ ৭৪
অষ্টাবিংশতিরেবাদ্যাঃ ক্ষিত্যধস্তত্র কোটয়ঃ।
সপ্তমস্য তলস্যান্তে ঘোরে তমসি সংস্থিতাঃ ॥ ৭৫
ঘোরাখ্যা প্রথমা কোটিঃ সুঘোরা তদধঃ স্থিতা।
অতিঘোরা মহাঘোরা ঘোররূপা চ পঞ্চমী ॥৭৬
ষষ্ঠী তলাতলাখ্যা চ সপ্তমী চ ভয়ানকা।
অষ্টমী কালরাত্রিশ্চ নবমী চ ভয়োৎকটা ॥ ৭৭
দশমী তদধশ্চণ্ডা মহাচণ্ডা ততোঽপ্যধঃ।
চণ্ডকোলাহলা চান্যা প্রচণ্ডতরনায়কা ॥ ৭৮
পদ্মা পদ্মাবতী ভীষ্টা ভীমা ভীমপ্রণায়কা।
করালা বিকরালা চ বজ্রা বিংশতিমা স্মৃতা ॥ ৭৯
ত্রিকোণা পঞ্চকোণা চ সুদীর্ঘা পরিবর্ত্তুলা।
সপ্তভৌমাষ্টভৌমা চ দীপ্তা মায়েতি চাষ্টমী ॥ ৮০
ইতি তে নামতঃ প্রোক্তা ঘোরা নরককোটয়ঃ।
অষ্টাবিংশতিরেবৈতাঃ পাপানাং যাতনাত্মিকাঃ ॥ ৮১
তাসাং ক্রমেণ বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চ পঞ্চৈব নায়কাঃ।
প্রত্যেকং সর্ব্বকোটীনাং নামতস্তান্ নিবোধত।
রৌরবঃ প্রথমস্তেষাং রুদন্তে সর্ব্বদেহিনঃ।
মহারৌরবপীড়াভির্মহান্তোঽপি রুদন্তি চ ॥ ৮৩
তমঃ শীতং তথা চোষ্ণং পঞ্চাদ্যা নায়কাঃ স্মৃ
সুঘোরঃ সুমহাতীক্ষ্ণঃ পদ্মসঞ্জীবনঃ শিবঃ ॥ ৮৪
মহাতমবিলোপশ্চ সুলোমশ্চাপি কণ্টকঃ।
তীব্রবেগকরালশ্চ বিকরালঃ প্রকম্পনঃ ॥ ৮৫
মহাবক্রশ্চ বক্রশ্চ কালসূত্র প্রগর্জ্জনঃ।
সূচীমুখঃ সুনেমিশ্চ খাদকঃ সুপ্রপীড়নঃ ॥ ৮৬

আপনাদিগের দুষ্কৃত কার্য্যের অনুশোচনপূর্ব্বক নীরবে অবস্থান করে। ধর্ম্মরাজ যম ধর্ম্ম উদ্দেশে নৃপতিগণকে এবম্প্রকার তিরস্কার করিয়া সেই পাপ-পরিশুদ্ধির নিমিত্ত যমদূতগণকে ইহা বলেন, "ওহে মহাচণ্ড! রাজগণকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া অবশ্য নরকাগ্নিতে ইহাদিগকে শোধন কর।" অনন্তর যমদূতগণ অতি শীঘ্র রাজগণের পাদদেশে ধারণ করিয়া বেগের সহিত ভ্রমণ করাইয়া উর্দ্ধে প্রক্ষেপপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধারণ করিয়া, মহাপাদপ যেমন বজ্র দ্বারা আস্ফালিত হয়, সেইরূপ আপনাদিগের সমুদয় সামর্থ্য দ্বারা প্রতপ্ত শিলাতলে প্রক্ষেপ করে। তখন তাহারা জর্জ্জরীকৃত হইয়া রক্তস্রোতে আর্দ্র, জ্ঞানশূন্য ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। অনন্তর বায়ুস্পর্শে উজ্জীবিত হইলে পাপশোধন নিমিত্ত নিরয় সমুদ্রে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করে। পৃথিবীর অধঃ সপ্তম তলের নীচে ঘোর অন্ধকারময় অষ্টাবিংশতি কোটি নরক আছে। ইহাদিগের প্রথম কোটীর নাম ঘোরা, তাহার অধোদেশে সুঘোরা, এইরূপ অতিঘোরা, মহাঘোরা, ঘোররূপা, তলা-তলা, ভয়ানকা, কালরাত্রি, ভয়োৎকটা, চণ্ডা, মহাচণ্ডা, চণ্ডকোলাহলা, প্রচণ্ডতরনায়কা, পদ্মা, পদ্মাবতী, অভীষ্টা, ভীমা, ভীমপ্রণায়কা, করালা, বিকরালা, বজ্রা, ত্রিকোণা, পঞ্চকোণা, সুদীর্ঘা, পরিবর্ত্তুলা, সপ্তভৌমা, অষ্টভৌমা, দীপ্তা ও মায়া। পাপীদিগের যাতনাময় এই অষ্টাবিংশতি কোটি নরকের নাম নির্দ্দেশ করিলাম। ৬৮—৮১। এই অষ্টাবিংশতি কোটির প্রত্যেকের পঞ্চ পঞ্চ প্রধান স্থানের নাম নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঘোরা-কোটির প্রথম যাতনা-স্থান রৌরব, যে স্থানে সকল প্রাণীই রোদন করিয়া থাকে। মহারৌরব, তথায় পীড়াবশে মহাত্মারাও রোদন করেন। তমঃ, শীত, উষ্ণ প্রকার সুঘোর, সুমহাতীক্ষ্ণ, পদ্মসঞ্জীবন, শিব, মহাতমবিলোপ, সুলোম, কণ্টক, তীব্রবেগ, করাল, বিকরাল, প্রকম্পন, মহাবক্র, বক্র, কাল

কুষ্টীপাকঃ সুপাকশ্চ ক্রকচশ্চাপি দারুণঃ ।
অঙ্গাররাশিভবনং মেদোঽসৃক্‌প্রহিতস্ততঃ ॥ ৮৭
তীক্ষ্ণতুণ্ডশ্চ শকুনির্মহাসংবর্ত্তকঃ ক্রতুঃ ।
তপ্তজন্তুঃ পঙ্কলেপঃ প্রতিমাসস্ত্রপূত্তবঃ ॥ ৮৮
উচ্ছ্বাসো হ্যনিরুচ্ছ্বাসঃ সুদীর্ঘঃ কূটশাল্মলিঃ ।
প্রদীপ্তঃ সুমহানাদঃ প্রবাহঃ সুপ্রবাহণঃ ॥ ৮৯
তপ্তো মেষো বৃষঃ শল্যঃ সিংহ-ব্যাঘ্র-গজাননাঃ ।
শ্ব-শূকরাজ-মহিষা অবিকারবৃকাননাঃ ॥ ৯০
গ্রাহাস্য-মীনবক্ত্রাখ্যাঃ সর্পকূর্ম্মাখ্যবায়সাঃ ।
গৃধ্রোলূকজলৌকাখ্যাঃ শার্দ্দূলক-বিকর্কটাঃ ॥ ৯১
মণ্ডুকঃ পূতিবক্ত্রশ্চ রজতঃ পূতিমৃত্তিকঃ ।
কণধূমস্তথাগ্নিশ্চ ক্রিমীণাং নিচয়স্তথা ॥ ৯২
অগ্নিবাসোঽপ্রতিষ্ঠশ্চ রুধিরান্তশ্চ ভোজনঃ ।
নানাভক্ষাত্মভক্ষাশ্চ সর্ব্বভক্ষঃ সুদারুণঃ ॥ ৯৩
সঙ্কটঃ সুবিশালশ্চ বিকটঃ কটপূতনঃ ।
অম্বরীষঃ কটাহশ্চ কষ্টা বৈতরণী নদী ॥ ৯৪
সুতপ্তলোহশয়নমেকপাদঃ প্রপূরণঃ ।
অসিতালবনং ঘোরমস্থিভঙ্গং সুপূরণম্ ॥ ৯৫
তিলাতসী সুযন্ত্রাণি কূটপাশঃ প্রমর্দ্দনঃ ।
মহাচূর্ণী সুচূর্ণী চ তপ্তলোহময়স্তথা ॥ ৯৬
পর্ব্বতেরম্বুধারা চ তথা যমলপর্ব্বতঃ ।
মূত্র-বিষ্ঠাশুক্রপশ্চ তারকূপাশ্চ শীতলাঃ ॥ ৯৭
মুষলোদূখলং যন্ত্র-শিলা-শকট-লাঙ্গলম্ ।
তালপত্রাণি গহনং মহাশকটমণ্ডলম্ ॥ ৯৮
সম্মোহো হ্যস্থিভঙ্গশ্চ তপ্তশ্চ মলয়ো গুড়ঃ ।
বহুদুঃখং মহাদুঃখং কশ্মলং শমলং মলম্ ॥ ৯৯
হালাহালো বিরূপশ্চ স্বরূপশ্চ যমানুগঃ ।
একপাদস্ত্রিপাদশ্চ তীব্রশ্চাব্বী চ রস্তিমঃ ॥ ১০০
অষ্টাবিংশতিরিত্যেতে ক্রমশঃ পঞ্চপঞ্চকম্ ।
কোটীনামানুপূর্ব্বেণ পঞ্চ পঞ্চৈব নায়কাঃ ॥ ১০১
রৌরবাদ্যমবীচ্যন্তং নরকাণাং শতং স্মৃতম্ ।
চত্বারিংশচ্ছতং প্রোক্তং মহানরকমণ্ডলম্ ॥ ১০২
এষু পাপাঃ প্রপচ্যন্তে শোষ্যন্তে নরকাগ্নিষু ।
যাতনাভির্বিচিত্রাভিঃ স্বকর্ম্মপ্রক্ষয়াদ্ভৃশম্ ॥ ১০৩
স্বমলপ্রক্ষয়াদ্‌যদ্বদগ্নৌ ধাম্যন্তি ধাতবঃ ।
তত্র পাপক্ষয়াৎ পাপা নরাঃ কর্ম্মানুরূপতঃ ॥ ১০৪
সুগাঢ়ং হস্তয়োর্বদ্ধাস্তপ্তশৃঙ্খলয়া নরাঃ ।
মহাবৃক্ষাগ্রশাখাসু লম্ব্যন্তে যমকিঙ্করৈঃ ॥ ১০৫
ততস্তে সর্ব্বযত্নেন ক্ষিপ্তা দোলন্তি কিঙ্করৈঃ ।
দোলন্তশ্চাপি বেগেন বিসংজ্ঞা যান্তি যোজনম্ ॥

প্রগর্জ্জন, সূচীমুখ, সুনেমি খাদক, সুপ্রপীড়ন, কুষ্টীপাক, সুপাক, ক্রকচ, অঙ্গাররাশি, ভবন, মেদোঽসৃক-প্রহিত, সুদীর্ঘ, কূটশাল্মলি, প্রদীপ্ত, সুমহানাদ, প্রবাহ, সুপ্রবাহন, মেষ, বৃষ, শলা, সিংহমুখ, ব্যাঘ্রমুখ, গজমুখ, কুক্কুরানন, শূকরানন, অজানন, মহিষানন, বৃকানন, গ্রাহাস্য, মীনাস্য, সর্পাস্য, কূর্ম্মাস্য, বায়সাস্য, মণ্ডুকাস্য, পূতিবক্ত্র, রজত, পূতিমৃত্তিক, কণধূম, অগ্নি, ক্রিমিনিচয়, অগ্নিবাস, অপ্রতিষ্ঠ, রুধিরান্তঃ, ভোজন, নানাভক্ষ, আত্মভক্ষ, সর্ব্বভক্ষ, সুদারুণ, সঙ্কট, সুবিশাল, বিকট, কটপূতন, অম্বরীষ, কটাহ, বৈতরণীনদী, সুতপ্ত-লোহশয়ন, একপাদ, প্রপূরণ, অসি-তাল-বন, অস্থিভঙ্গ, সুপূরণ, তিলযন্ত্র, অতসী-(মসিনা)-যন্ত্র, কূটপাশ, প্রমর্দ্দন, মহাচূর্ণী, সুচূর্ণী, তপ্তলোহময়, পর্ব্বত, অম্বুধারা, যমলপর্ব্বত, মূত্রবিষ্ঠাপ, শুক্রপ, তারকূপ, শীতল, উদূখল-মুষল-যন্ত্র, শিলা-শকট, লাঙ্গল, তালপত্র, গহন, মহাশকটমণ্ডপ, সম্মোহ, অস্থিভঙ্গ, মলয়, গুড়, বহুদুঃখ, মহাদুঃখ, কশ্মল, মল, হালাহল, বিরূপ, স্বরূপ, যমানুগ, একপাদ, ত্রিপাদ, তীব্র এবং অবীচি ;—এই এই নরকগণকে পঞ্চ পঞ্চভাগে বিভাগ করিলে, অষ্টাবিংশতি হয়। আনুপূর্ব্বক্রমে প্রতি কোটিতে পাঁচটী করিয়া রৌরব হইতে অবীচি পর্য্যন্ত এক শত নরক ; মহানরকমণ্ডল চত্তারিংশৎ শত। পাপিষ্ঠগণ এই সব নরক ভোগ করে। নরকানলে বিচিত্র যাতনা দ্বারা শুদ্ধ হয়। যেমন ধাতু সকল মলপ্রক্ষয়ের জন্য অনলে উত্তপ্ত হয়, সেইরূপ পাপিষ্ঠ জীবগণ পাপক্ষয়ার্থ নরকানলে দগ্ধ হয়। তপ্ত শৃঙ্খলা দ্বারা পাপিষ্ঠ জীবগণকে হস্তবন্ধনপূর্ব্বক মহাবৃক্ষের অগ্রশাখায় যমকিঙ্করেরা লম্বিত করে ; তৎপরে যমদূতেরা সর্ব্বপ্রযত্নে তথা হইতে তাহাদিগকে ছুড়িয়া দেয়, তাহাতে পাপীরা দোদুল্যমান

অন্তরিক্ষস্থিতানাঞ্চ লোহভারশতং পুনঃ।
পাদয়োর্বধ্যতে তেষাং যমদূতৈর্মহাবলৈঃ॥ ১০৭
তেন ভারেণ মহতা সুভৃশং তাড়িতা নরাঃ।
ধ্যায়ন্তি স্বানি কর্ম্মাণি তূষ্ণীং ধ্যায়ন্তি নিশ্চলাঃ॥
ততোঽঙ্কুশৈরগ্নিবর্ণৈর্লোহদণ্ডৈশ্চ কণ্টকৈঃ।
হন্যন্তে কিঙ্করৈর্ঘোরৈঃ সমন্তাৎ পাপকর্ম্মিণঃ॥১০৯
ততঃ ক্ষারেণ দীপ্তেন বহ্নেরপি বিশেষতঃ
সমন্ততঃ প্রলিপ্যন্তি তীব্রেণ চ পুনঃ পুনঃ॥১১০
হুতেনাত্যন্তলিপ্তেন কৃত্তাঙ্গা জর্জ্জরীকৃতাঃ।
পুনর্বিদার্য্য চাঙ্গানি শিরসঃ প্রভৃতি ক্রমাৎ॥১১১
বৃন্তাকবৎ প্রপচ্যন্তে তপ্তলোহকটাহকৈঃ।
বিষ্ঠাকূপে তথা কূপে ক্রিমীণাং নিচয়ে পুনঃ॥১১২
মেদোঽসৃক্পূয়পূর্ণায়াং বাপ্যাং ক্ষিপ্যন্তি তে পুনঃ
ভক্ষ্যন্তে ক্রিমিভিস্তীক্ষ্ণৈর্লোহতুণ্ডৈশ্চ বায়সৈঃ॥
শ্বভির্দংশৈর্বৃকৈর্ব্যাঘ্রৈ রৌদ্রৈশ্চ বিকৃতাননৈঃ।
পচ্যন্তে মৎস্যবচ্চাপি প্রদীপ্তাঙ্গাররাশিষু॥ ১১৪
ভিত্ত্বা শূলৈঃ সুতীক্ষ্ণৈশ্চ নরাঃ পাপেন কর্ম্মণা।
তৈলপিণ্ডৈরিবাক্রম্য ঘোরৈঃ কর্ম্মভিরাত্মনঃ॥১১৫
তিলবৎ সম্প্রপীড্যন্তে চক্রাখ্যে জনপীড়কাঃ।
ভুজ্যন্তে চাতপে তপ্তে লোহভাণ্ডেষনেকধা॥১১৬
তৈলপূর্ণকটাহেষু সুতপ্তেষু পুনঃপুনঃ।
বহুধা পাট্যতে জিহ্বা যেঽসত্যপ্রিয়বাদিনঃ॥১১৭
সুদংশেন সুতপ্তেন প্রপীড্যোরসি পাদয়োঃ।
মিথ্যাগমপ্রবৃত্তস্য দ্বিজিহ্বস্যেব নির্গতা॥ ১১৮
জিহ্বার্দ্ধক্রোশবিস্তীর্ণা হলৈস্তীক্ষ্ণৈঃ প্রপীড্যতে।
নির্ভর্ৎসয়ন্তি যে ক্রূরা মাতরং পিতরং গুরুম্।
বজ্রতুণ্ডজলৌকাভির্মুখমাপূর্য্য সিচ্যতে।
ততঃ ক্ষারেণ দীপ্তেন তাম্রেণ চ পুনঃ পুনঃ॥১২০
দ্রুতেনাত্যন্ততপ্তেন তপ্তৈতেলেন তন্মুখম্।
ইতস্ততঃ পুনর্বক্ত্রং ভৃশমাপূর্য্য হন্যতে॥ ১২১
বিষ্ঠাভিঃ কৃমিভিশ্চাপি পূর্য্যমাণাঃ কচিৎ কচিৎ।
পরিষজন্তি চাত্যুগ্রাং প্রদীপ্তাং লোহশাল্মলীম্।
হন্যন্তে পৃষ্ঠদেশে চ পুনর্দীপ্তৈর্মহাঘনৈঃ।
দন্তুরেণাতিকুণ্ঠেন ক্রকচেন বলীয়সা॥ ১২৩
শিরঃপ্রভৃতি পীড্যন্তে ঘোরৈঃ কর্ম্মভিরাত্মনঃ।

হইয়া, বিসংজ্ঞ অবস্থায় শত যোজন গমন করে। ৮২—১০৬। তখন মহাবল যমকিঙ্কর-গণ অন্তরিক্ষস্থিত সেই পাপীদিগের পাদদেশে শতলৌহ-ভার বদ্ধ করিয়া দেয়। তাহারা সেই মহাভারে আক্রান্ত ও অত্যন্ত তাড়িত হইয়া, নীরব ও নিশ্চলভাবে অবস্থানপূর্ব্বক আপনাদিগের দুষ্কৃত কর্ম্মের স্মরণ করে। অনন্তর ঘোররূপী যমকিঙ্করগণ অগ্নিবর্ণ অঙ্কুশ, লৌহদণ্ড এবং কণ্টক দ্বারা চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রহারপূর্ব্বক অগ্নি হইতে বিশেষ প্রদীপ্ত তীব্র ক্ষার বিলেপন করে। অতিশয় অগ্নিদান করিয়া, শরীর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও জর্জ্জরীকৃত করে। পুনর্ব্বার মস্তক হইতে সমস্ত শরীর বিদীর্ণ করিয়া লৌহ-কটাহে বৃন্তাকতুল্য পাক করিতে থাকে। অনন্তর বিষ্ঠাকূপ, কৃমিনিচয়যুক্ত কূপ, মেদো-রক্ত-পূযপূর্ণ বাপীতে প্রক্ষেপ করে; তীক্ষ্ণকৃমি, লৌহতুণ্ড বায়স, ভয়জনক বিকৃতানন কুক্কুর, দংশ, বৃক ও ব্যাঘ্রগণ তাহাদিগকে ভোজন করিতে থাকে। প্রদীপ্ত অঙ্গাররাশিতে মৎস্যের ন্যায়

ভেদ করিয়া যেমন মৎস্য পাক করে, সেইরূপ তাহাদিগকে পাক করে। যাঁহারা পরপীড়ক, তাহাদিগকে, তৈলযন্ত্রে তিলের ন্যায়, চক্রে পীড়ন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তপ্ত লৌহভাণ্ডে ভুক্ত করিয়া দেয়। অসত্য-প্রিয়বাদিগণের বৃক্ষ এবং পাদদেশ নিপীড়িত করিয়া, তপ্ত ... (সাঁড়াশী) দ্বারা বারংবার জিহ্বাখণ্ড বিদীর্ণ করে, দ্বিজিহ্বের ন্যায় মিথ্যা-আগম প্রবৃত্ত ব্যক্তির জিহ্বা নির্গত হইয়া, অর্দ্ধক্রোশ বিস্তীর্ণ হয়, যমদূতেরা সেই জিহ্বায় তীক্ষ্ণ হল দ্বার আঘাত করে। যাহারা মাতা, পিতা ও অপর গুরুজনকে ভর্ৎসনা করে, বজ্রতুল্য তীক্ষ্ণ মুখ জলৌকায় তাহাদিগের মুখ পূর্ণ করিয়া, তাহাতে ক্ষারজল সেচন করে এবং দ্রবীভূত অত্যন্ত প্রতপ্ত তাম্র ও তপ্ত তৈলে মুখ পূর্ণ করিয়া, প্রহার করিতে থাকে। পাপিগণ বিষ্ঠা ও কৃমিপূর্ণ হইয়া প্রতপ্ত উগ্র লৌহ-শাল্মলীকে আলিঙ্গন করে, প্রদীপ্ত লোহনির্ম্মিত মুদ্গর দ্বারা পুনর্ব্বার আহত হয়, কণ্টকযুক্ত বিশাল

খাদ্যন্তে চ স্বমাংসানি পায্যন্তে শোণিতং স্বকম্
অন্নপানং ন দত্তং যৈঃ সর্ব্বদা স্বাত্মপোষণৈঃ।
ইক্ষুবৎ সম্প্রপীড্যন্তে জর্জ্জরীকৃত্য মুদ্গরৈঃ ॥১২৫
অসিতালবনৈর্ঘোরৈশ্ছিদ্যন্তে খণ্ডখণ্ডশঃ।
সূচীনির্ভিন্নসর্ব্বাঙ্গাস্তপ্তশূলপ্ররোপিতাঃ ॥ ১২৬
সঞ্চাল্যমানা বহুশঃ ক্লিশ্যন্তে ন ম্রিয়ন্তি চ।
যথা স্বপ্নশরীরাণি সুখ-দুঃখসহানি চ ॥ ১২৭
দেহাদুৎপাট্য মাংসানি ভিদ্যন্তেঽস্থীনি মুদ্গরৈঃ।
পুনরাক্ষিপ্যতে তূর্ণং যমদূতৈর্বলোৎকটৈঃ ॥১২৮
নিরুচ্ছ্বাসে নিরুচ্ছ্বাসাস্তিষ্ঠন্তি নরকে চিরম্।
উচ্ছ্বসন্তি ততোচ্ছ্বাস্য বালুকা বদনে নরাঃ ॥ ১২৯
রৌরবে রোদমানাশ্চ পীড্যন্তে বিবিধৈর্বধৈঃ।
মহারৌরবপীড়াভির্মহান্তোঽপি রুদন্তি চ ॥১৩০
পদ্ভ্যামাস্যে গুদে গণ্ডে চাক্ষ্ণোশ্চোরসি মস্তকে।
বিধ্যন্তে ঘনৈস্তীক্ষ্ণৈঃ সুতপ্তৈর্লোহশঙ্কুভিঃ ॥১৩১

সুতপ্তবালুকায়াঞ্চ প্রযোজ্যন্তে মুহুর্ম্মুহুঃ।
জন্তুপঙ্কে ভৃশং তপ্তে ক্ষিপ্তা ক্রন্দন্তি বিস্বরম্ ॥
তেন তেনৈব রূপেণ শাস্যন্তে পারদারিকাঃ।
গাঢ়মালিঙ্গতে নারীং জ্বলন্তীং লোহনির্ম্মিতাম্ ॥
পূর্ব্বাকারাশ্চ পুরুষাঃ প্রজ্বলন্তি সমন্ততঃ।
দুশ্চারিণীং স্ত্রিয়ং গাঢ়মালিঙ্গন্তি হসন্তি চ ॥ ১৩৪
কিং প্রধাবসি বেগেন ন তে মোক্ষোঽস্তিসাম্প্রতম্
লঙ্ঘিতস্তে যথা ভর্ত্তা পাপং ভুঙ্‌ক্ষ তথাধুনা ॥
লোহকুম্ভে বিনিক্ষিপ্তা সাপিধানে শনৈঃ শনৈঃ।
মৃদ্বগ্নিনা প্রপচ্যন্তে স্বপাপৈরেব মানবাঃ ॥ ১৩৬
ক্ষিপন্ত্যুদূখলেঽপ্যেনং প্রপীড্যন্তে শিলাসু চ।
ক্ষিপ্যন্তে চান্ধকূপেষু দশ্যন্তে ভ্রমরৈর্ভৃশম্ ॥ ১৩৭
ক্রিমিনির্ভিন্নসর্ব্বাঙ্গাঃ শতশো জর্জ্জরীকৃতাঃ।
সুতীক্ষ্ণক্ষারকূপেষু ক্ষিপ্যন্তে তদনন্তরম্ ॥ ১৩৮
মহাজ্বালে তু নরকে পাপাঃ ক্রন্দন্তি দুঃখিতাঃ।
ইতশ্চেতশ্চ ধাবন্তি দহ্যমানাস্তদর্চ্চিষা ॥ ১৩৯

বিধার ভয়ানক করপত্র দ্বারা মস্তক হইতে সর্ব্বাঙ্গ বিদীর্ণ করে; এইরূপ স্বকৃত দুষ্কৃতের পরিণাম ভোগ করে। যাহারা সর্ব্বদাই আত্ম-পোষণ করিয়াছে, কখন কাহাকেও অন্নপান দান করে নাই, তাহারা আপনার মাংস ভোজন ও শোণিত পান করে। মুদ্গরাঘাতে অঙ্গ জর্জ্জর করিয়া, ইক্ষুর ন্যায় প্রপীড়িত করে; ঘোর অসি-তাল-বন দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করে; সূচী দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ভেদ করিয়া শূলে আরোপণপূর্ব্বক বারংবার চালিত করিয়া ক্লেশ দেয়; কিন্তু সুখদুঃখ-সহিষ্ণু স্বপ্ন-শরীর যেমন ঘোর ক্লেশেও মৃত হয় না। সেইরূপ এত কষ্টেও তাহারা মরে না। দেহ হইতে মাংস উৎপাটন করিয়া মুদ্গর দ্বারা অস্থি ভেদ করিয়া দেয় ও পুনর্ব্বার শীঘ্র আক্ষিপ্ত হইয়া নিরুচ্ছ্বাস নামক নরকে উচ্ছ্বাসশূন্য হইয়া অবস্থান করে। অনন্তর বালুকাবদন নরকে নীত হইয়া উচ্ছ্বাস প্রাপ্ত হয়। ১০৭—১২৯। রৌরব-নরকে রোদন করিতে করিতে বিবিধ দণ্ডে প্রপীড়িত হয়। মহারৌরব নরকে পীড়া অনুভব করিতে করিতে অতি সহিষ্ণু ও রোদনপরায়ণ হয়। সেস্থানে পাপিগণও কঠিন, তীক্ষ্ণ, প্রতপ্ত লৌহময় শঙ্কু দ্বারা মুখ, অপান, গণ্ড, চক্ষু, বক্ষ ও মস্তক-দেশে আঘাত করে, জন্তুপঙ্ক-নরকে অতি তপ্ত স্থানে প্রক্ষিপ্ত হইয়া রোদন করিতে থাকে। পরদারগামী নরাধমগণ, লৌহনির্ম্মিত স্বোপভুক্ত রমণীর প্রজ্বলিত প্রতিকৃতি গাঢ় আলিঙ্গন করে। পূর্ব্বাকারবিশিষ্ট জারগণের লৌহময় প্রতিকৃতি দুশ্চারিণীগণকে চতুর্দ্দিক্ হইতে আলিঙ্গন করে। সেই সময় যমকিঙ্কর তাহা-দিগকে উপহাস করিয়া বলে, "কেন পলায়ন করিতেছ? অধুনা তোমাদিগের মোচন হইবে না। যেমন স্বামীকে লঙ্ঘন করিয়া জারনিরত হইয়াছিলে, সম্প্রতি তাহার ফল ভোগ কর।" অনন্তর মুখাবরণযুক্ত লৌহকুম্ভে নিক্ষেপপূর্ব্বক মৃদু অগ্নি দ্বারা পাক করিয়া, উদূখলে নিক্ষেপ, শিলাতে পীড়ন ও অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে। ভ্রমর দ্বারা অতিশয় দংশন করায়; কৃমিসমূহ সর্ব্বাঙ্গ শতভাগে ভেদ করিয়া জর্জ্জরিত করে; অনন্তর সুতীক্ষ্ণ ক্ষারকূপে ক্ষেপ করে। মহা-জ্বাল নরকে নিপতিত হইয়া, দুঃখিতচিত্তে ক্রন্দন করে। মহাজ্বাল নরকের তেজে দহ্য-

পৃষ্ঠে চানীয় জঙ্ঘাভ্যাং বিন্যস্তাঃ স্কন্ধযোজিতে ।
তয়োর্মধ্যেন বাহ্বোশ্চ বাহুপৃষ্ঠেন গাঢ়তঃ ॥ ১৪০
বদ্ধা পরস্পরং সর্ব্বাঃ সুভৃশং পাপরজ্জুভিঃ ।
পীড্য বদ্ধাঃ সুদৃশ্যন্তে ভ্রমরৈস্তীক্ষ্ণলোহজৈঃ ॥১৪১
মানিনাং ক্রোধিনাঞ্চৈব তস্করাণাঞ্চ দারুণাঃ ।
পিণ্ডবদ্ধাস্ততো যাম্যৈর্মহাজ্বালেন যাতনাঃ ॥১৪২
রজ্জুভির্বেষ্ট্যমানাশ্চ প্রলিপ্তাঃ কর্দমেন চ ।
করীষ-তুষবহ্নৌ চ পচ্যন্তে ন ম্রিয়ন্তি চ ॥ ১৪৩
সুতীক্ষ্ণক্ষারতোয়েন কর্কশাসু শিলাসু চ ।
আস্ফাল্য প্রক্ষয়াৎ পাপা ঘৃষ্যন্তে চন্দনং যথা ॥
শরীরাভ্যন্তরগতৈঃ প্রভূতৈঃ ক্রিমিভির্নরাঃ ।
ভক্ষ্যন্তে তীক্ষ্ণবদনৈরাদেহপ্রক্ষয়াদ্ভৃশম্ ॥ ১৪৫
কৃমীণাং নিচয়ে ক্ষিপ্তাঃ পূয়-মাংসস্য রাশিষু ।
তিষ্ঠন্ত্যুদ্বিগ্নহৃদয়াঃ পর্ব্বতাভ্যাং নিপীড়িতাঃ ॥১৪৬
তপ্তেন বজ্রলেপেন শরীরমনুলিপ্যতে ।
অধোমুখোর্দ্ধপাদাশ্চ ধ্রুতাস্তাপ্যন্তি বহ্নিনা ॥ ১৪৭
বদনান্তঃ প্রবিন্যস্তং সুপ্রতপ্তময়োগুড়ম্ ।
তে খাদন্তি পরাধীনাস্তাড্যন্তে তু সুমুদ্গরৈঃ ॥১৪
যে শিবাশ্রতনারাম-বাপী-কূপ-তড়াগকম্ ।
বিদ্রবন্তি দ্বিজস্থানং নরাস্তত্র রমন্তি চ ॥ ১৪৯
কামায়োদ্বর্ত্তনাভ্যঙ্গং স্নান-পানাম্বুভোজনম্ ।
ক্রীড়নং মৈথুনং দ্যূতমাচরন্তি মদোদ্ধতাঃ ॥১৫
তে চ তে বিবিধৈর্ঘোরৈরিক্ষুযন্ত্রাদিপীড়নৈঃ ।
নিরয়াগ্নিষু পচ্যন্তে যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ১৫১
যে শৃণ্বন্তি সতাং নিন্দাং তেষাং কর্ণঃ প্রপূর্য্যতে
অগ্নিবর্ণৈরয়ঃকীলৈস্তস্তাম্রাদিভিশ্চ তৈঃ ॥১৫
ত্রপু-সীসারকূটাভিঃ ক্ষারেণ চ পুনঃ পুনঃ ।
সুতপ্ততীক্ষ্ণতৈলেন বজ্রলেপেন বা পুনঃ ॥ ১৫
ক্রমাদাপূর্য্যতে কর্ণৈর্নরকেষু চ যাতনাঃ ।
অনুক্রমেণ সর্ব্বেষু ভবন্ত্যেতে সমন্ততঃ ॥ ১৫
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামপ্যেবং ক্রমাৎ পাপেন যাতনাঃ
ভবন্তি ঘোরাঃ প্রত্যেকং শরীরে তৎকৃতেন চ ।
স্পর্শলোভেন যে মূঢ়াঃ স্পৃশন্তি চ পরস্ত্রিয়ম্ ।
তেষাং করোঽগ্নিবর্ণাভিঃ পাংশুভিঃ পূর্য্যতে
ততঃ ক্ষারাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ শরীরমনুলিপ্যতে ।

মান হইয়া রোদন করিতে করিতে ইতস্ততঃ ধাবিত হয় । তাহাদিগের স্কন্ধ ও পৃষ্ঠে যোজন করিয়া জঙ্ঘার সহিত একত্র করিয়া তাহার মধ্যে বাহুযুগলের পৃষ্ঠদেশে পাপরজ্জু দ্বারা পরস্পর সকলকে বন্ধনপূর্ব্বক লৌহময় তীক্ষ্ণ ভ্রমর দ্বারা দংশন করায়। মানী, ক্রোধী ও তস্করগণকে যমদূতগণ পিণ্ডবদ্ধ করিয়া, ভয়ানক অগ্নিজ্বালার দারুণ যাতনা দেয়, রজ্জু দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক কর্দ্দমলেপ দিয়া, করীষ ও তুষ-বহ্নিতে পাক করে ; ইহাতেও তাহাদের মৃত্যু হয় না এবং পাপক্ষয় পর্য্যন্ত কর্কশ শিলাতলে আস্ফালন করিয়া, সুতীক্ষ্ণ ক্ষারজল দ্বারা চন্দ-নের ন্যায় ঘর্ষণ করে। ১৩০—১৪৪। দেহক্ষয় পর্য্যন্ত শরীরাভ্যন্তরগত প্রভূত কীটগণ তাহা-দিগকে ভক্ষণ করে। পর্ব্বতদ্বয় দ্বারা নিপী-ড়িত হইয়া কৃমিনিচয় ও পূয-মাংসরাশিতে উদ্বিগ্নচিত্তে অবস্থান করে। তপ্তবজ্রলেপ দ্বারা শরীর অনুলিপ্ত করিয়া দেয় ; অধোমুখ ও উর্দ্ধপাদরূপে ধারণ করিয়া অগ্নির তাপ দেয়। তাহাদের মুখমধ্যে লৌহ গলাইয়া তাহা গুড়া-কার হইলে প্রবেশ করাইয়া দেয়, পাপিগণ পরাধীনভাবে তাহা ভক্ষণ করে এবং তাহার মুদ্গর-প্রহারে পীড়িত হয়। যাহারা শিবাশ্র আরাম, বাপী, কূপ ও তড়াগে উপদ্রব ও তাহাতে উপভোগ নিমিত্ত উদ্বর্ত্তন, অভ্য স্নান, অম্বুপান, ক্রীড়া, মৈথুন এবং দ্যূতক্রী আচরণ করে, সেই মদোদ্ধত ব্যক্তিগণ প্রল কাল পর্য্যন্ত নানাপ্রকার ভয়ানক ইক্ষু পীড়ন ও নরকাগ্নিতে পক্ক হয়। যাহা সাধুদিগের নিন্দা শ্রবণ করে, যমকিঙ্কর অগ্নিবর্ণ লৌহশঙ্কু, তাম্রাদি, রঙ্গ, সীস, পি ও ক্ষার দ্বারা তাহাদিগের কর্ণ পুনঃপুনঃ পরি করিয়া সুতপ্ত তৈল, বজ্রলেপ ও অগ্নিবর্ণ লৌ শঙ্কু দ্বারা কর্ণদ্বয় পূর্ণ করিয়া দেয় এবং তাহা আনুপূর্ব্বে সমস্ত নরকে যাতনা ভোগ করি থাকে। আত্মকৃত পাপে শরীরের, সক ইন্দ্রিয়ের এইরূপ ঘোর যাতনা হয়। যাহা স্পর্শলোভে পরস্ত্রী স্পর্শ করে, তাহাদিগের ক অগ্নিবর্ণ পাংশুতে পূর্ণ করে ; তৎপরে ক্ষা

যাতনাশ্চ মহাকষ্টাঃ সর্ব্বেষু নরকেষু চ ॥ ১৫৭
পিত্রোঃ কুর্ব্বন্তি ভ্রূকুটিং কর-নেত্রাংশ্চ যে নরাঃ।
পরদারাংশ্চ পশ্যন্তি লুব্ধাস্তব্ধেন চক্ষুষা ॥ ১৫৮
সূচীভিরগ্নিবর্ণাভিস্তেষাং নেত্রং প্রপূর্য্যতে।
ক্ষারাদ্যৈশ্চ ক্রমাৎ সর্ব্বদেহে সর্ব্বাশ্চ যাতনাঃ ॥
দেবাগ্নি-গুরু-বিপ্রাণামনিবেদ্য প্রভুঞ্জতে।
লোহকীলশতৈস্তপ্তৈস্তজ্জিহ্বাস্যং প্রপূর্য্যতে ॥১৬০
যে দেবারামপুষ্পাণি লোভাৎ সংগৃহ্য পাণিনা।
জিঘ্রন্তি চ নরা মূঢ়াঃ শিরসা ধারয়ন্তি চ ॥ ১৬১
প্রপূর্য্যতে শিরস্তেষাং সন্তপ্তৈর্লোহশঙ্কুভিঃ।
নাসিকা চাপি বহুশস্ততঃ ক্ষারাদিভির্ভৃশম্ ॥ ১৬২
যে নিন্দন্তি মহাত্মানং বাচকং ধর্ম্মদেশকম্।
দেবাগ্নিগুরুভক্তাংশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ শাশ্বতম্ ॥ ১৬৩
তেষামুরসি কণ্ঠে চ জিহ্বায়াং দন্তসন্ধিষু।
তালুন্যোষ্ঠে চ জিহ্বায়াং মূর্দ্ধ্নি সর্ব্বাঙ্গসন্ধিষু ॥১৬৪
অগ্নিবর্ণাঃ সুতপ্তাশ্চ ত্রিশিখা লৌহশঙ্কবঃ।
প্রবিধ্যন্তে চ বহুশঃ স্থানেষ্বেতেষু মুদ্গরৈঃ ॥১৬৫

ততঃ ক্ষারেণ দীপ্তেন প্রপূর্য্যন্তে সমন্ততঃ।
যাতনাশ্চ মহাচিত্রাঃ শরীরস্যাপি সর্ব্বতঃ ॥ ১৬৬
নিঃশেষং নরকে ত্বেবং ভ্রমন্তি ক্রমশঃ পুনঃ।
যে গৃহ্ণন্তি পরদ্রব্যং পদ্ভ্যাং বিপ্রং স্পৃশন্তি চ ॥
শিবোপকরণাঙ্গঞ্চ জ্ঞানাদি লিখিতঞ্চ যৎ।
হস্তপাদা ঘনৈস্তেষামাপূর্য্যন্তে সমন্ততঃ ॥ ১৬৮
নরকেষু চ সর্ব্বেষু বিচিত্রা দেহযাতনাঃ।
ভবন্তি বহুশঃ কষ্টাঃ পাণি-পাদসমুদ্ভবাঃ ॥ ১৬৯
শিবায়তনপর্য্যন্তে দেবারামেষু কুত্রচিৎ।
সমুৎসৃজন্তি যে পাপাঃ পুরীষং মূত্রমেব চ ॥১৭০
তেষাং শিশ্নং সবৃষণং চূর্ণ্যতে লৌহমুদ্গরৈঃ।
সূচীভিরগ্নিবর্ণাভিস্তথা চাপূর্য্যতে পুনঃ॥ ১৭১
ততঃ ক্ষারেণ মহতা তীব্রেণ চ পুনঃ পুনঃ।
তৈলেনাপূর্য্যতে গাঢ়ং গুদং শিশ্নঞ্চ দেহিনঃ ॥১৭২
মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাঞ্চ যস্মাদ্দুঃখঞ্চ জায়তে।
ধনে সত্যপি যে দানং ন প্রযচ্ছন্তি তৃষ্ণয়া ॥১৭৩
অতিথিঞ্চাবমন্যন্তে কালে প্রাপ্তং গৃহাশ্রমে।
তস্য তে দুষ্কৃতং প্রাপ্য গচ্ছন্তি নিরয়েঽশুচৌ ॥

নরকে ক্ষারাদি দ্বারা শরীরের অনুলেপন করে এবং সকল নরকেই কষ্টকর যাতনা দান করে। যাহারা পিতামাতার প্রতি ভ্রূকুটী, হস্তবিকার এবং চক্ষুর্বিকার ও নির্নিমেষনেত্রে পরস্ত্রী দর্শন করে, যমদূতগণ অগ্নিবর্ণ সূচী দিয়া তাহাদের চক্ষু বিদ্ধ করিয়া ক্ষারাদি দ্বারা ক্রমে সর্ব্বদেহে সর্ব্বযাতনা প্রদান করে। ১৪৫—১৫৯ যাহারা দেবতা, অগ্নি, গুরু বা ব্রাহ্মণকে নিবেদন না করিয়া ভোজন করে, একশত তপ্ত লৌহ-শঙ্কু দ্বারা তাহাদের জিহ্বা ও মুখ বিদ্ধ করিয়া দেয়। যে মূঢ়গণ, দেবতা ও আরামের পুষ্প লোভবশত গ্রহণ করে, আঘ্রাণ ও মস্তকে ধারণ করে; যমদূতেরা সন্তপ্ত লৌহশঙ্কু দ্বারা তাহাদিগের মস্তক ও ক্ষারাদি দ্বারা নাসিকা পূর্ণ করিয়া দেয়। মহাত্মা ব্যক্তি, পুরাণপাঠক, ধর্ম্মশাস্ত্রোপদেশক, দেবতা, অগ্নি, গুরু, দেবাগ্নি-গুরুভক্ত ও বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দা যাহারা করে যমকিঙ্করগণ তাহাদের বক্ষ, কণ্ঠ, জিহ্বা, দন্তসন্ধি, তালু, ওষ্ঠ, মস্তক এবং সর্ব্বাঙ্গসন্ধিতে অগ্নিবর্ণ ত্রিশিখ লৌহশঙ্কু মুদ্গর দ্বারা বারংবার বিদ্ধ করিয়া প্রদীপ্ত ক্ষার দ্বারা চতুর্দ্দিক্ পূর্ণ করে ও শরীরে বিচিত্র যাতনা প্রদান করে। অনন্তর এই পাপিগণ ক্রমশ সকল নরকে ভ্রমণ করে। যাহারা পরদ্রব্য গ্রহণ ও পদ দ্বারা ব্রাহ্মণ, শিবোপকরণাঙ্গ ও জ্ঞানাদিলিপি স্পর্শ করে, তাহাদিগের হস্তপাদ লৌহমুদ্গর দ্বারা নিপীড়িত হয় ও তাহারা সমস্ত নরকে বিচিত্র দেহযাতনা ভোগ করে এবং তাহাদের হস্তপাদে নানা যাতনা উপস্থিত হয়। শিবায়-তনের সীমায় ও দেবারামে যে পাপাত্মা মূত্র-পুরীষোৎসর্গ করে, যমদূতগণ তাহাদিগের শিশ্ন ও বৃষণ লৌহ-মুদ্গর দ্বারা চূর্ণ করিয়া, তাহাতে অগ্নিবর্ণ সূচী বিদ্ধ করে; অনন্তর তীব্র ক্ষার ও তপ্ত তৈল দ্বারা অপান ও শিশ্ন পূর্ণ করে, যাহাতে মন ও সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দুঃখ উপজাত হয়। যাহারা ধন থাকিলেও তৃষ্ণা বশত দান করে না এবং যথাকালে গৃহাগত অতিথির অব-মাননা করে, তাহারা সেই অতিথির পাপ প্রাপ্ত হইয়া অশুচি নরকে গমন করে। যাহারা

যে ন দত্ত্বা তু ভুঞ্জন্তি গ্রাসং শ্বভ্যশ্চ বায়সৈঃ।
তেষাঞ্চ বিবৃতং বক্ত্রং কীলকদ্বয়তাড়িতম্ ॥ ১৭৫
কৃমিভিঃ প্রাণিভিশ্চোগ্রৈর্লোহতুণ্ডৈশ্চ বায়সৈঃ।
উপদ্রবৈর্বহুবিধৈর্মুখমন্তঃ প্রপীড্যতে ॥ ১৭৬
শ্যামশ্চ শবলশ্চৈব যমমার্গানুরোধকৌ।
যৌ স্বস্তাভ্যাং প্রযচ্ছামি তৌ গৃহ্নীতমিমং বলিম্
ঐন্দ্র-বারুণ-বায়ব্যা যাম্যা নৈঋর্তবায়সাঃ।
বায়সাঃ পুণ্যকর্ম্মাণস্তে মে গৃহ্নন্ত্বিমং বলিম্ ॥১৭৮
শিবমভ্যর্চ্চ্য যত্নেন হুত্বাসৌ বিধিপূর্ব্বকম্।
শৈবৈর্মন্ত্রৈর্বলিং পশ্চাদ্দদন্তি যে ন তে যমম্ ॥১৭৯
পশ্যন্তি ত্রিদিবং যান্তি তস্মাদ্দদ্যাদ্দিনে দিনে।
মণ্ডলং চতুরস্রঞ্চ কৃত্বা গন্ধাধিবাসিতম্ ॥ ১৮০
ধন্বন্তরয় ঈশান্যাং প্রাচ্যামিন্দ্রায় নিক্ষিপেৎ।
যাম্যাং যমায় বারুণ্যাং সুদক্ষোমায় দক্ষিণে ॥১৮১
পিতৃভ্যশ্চ বিনিক্ষিপ্য প্রাচ্যামর্য্যমণে ততঃ।
ধাতুশ্চৈব বিধাতুশ্চ দ্বারপেভ্যশ্চ নিক্ষিপেৎ ॥১৮২
শ্বভ্যশ্চ শ্বপতিভ্যশ্চ বয়োভ্যো নিক্ষিপেদ্ভুবি।
দেব-পিতৃ-মনুষ্যৈশ্চ প্রেতৈর্ভূতৈঃ সগুহ্যকৈঃ।
বয়োভিঃ কৃমিকীটৈশ্চ গৃহস্থশ্চোপজীব্যতে।
স্বাহাকারঃ স্বধাকারো বষট্কারস্তৃতীয়কঃ ॥ ১৮৪
হন্তকারস্তথৈবান্যো ধেন্বাঃ স্তনচতুষ্টয়ম্।
স্বাহাকারং ততো দেবা স্বধাঞ্চ পিতরস্তথা ॥ ১৮৫
বষট্কারং তথৈবান্যে দেবা ভূতেশ্বরাস্তথা।
হন্তকারং মনুষ্যাশ্চ পিবন্তি সততং স্তনম্ ॥ ১৮৬
যস্ত্বেতাং মানবো ধেনুং শ্রদ্ধয়ামরপূর্ব্বিকাম্।
করোতি সততং কালে সোঽগ্নিত্বায়োপপদ্যতে।
যস্তাং জহাতি বাসস্থস্তামিস্রে স নিমজ্জতি।
তস্মাদ্দত্ত্বা বলিং তেভ্যো দ্বারস্থশ্চিন্তয়েৎ কথম্।
ক্ষুধার্ত্তমতিথিং সম্যগেকগ্রামানিবাসিনম্।
ভোজয়েৎ তং শুভান্নেন যথাশক্ত্যাত্মভোজনাৎ।
অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্য দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ ১৯০
ততোঽন্নং প্রিয়মেবাশ্নন্ নরঃ শৃঙ্খলয়া পুনঃ।
জিহ্বাবেগেন বদ্ধোঽত্র চিরং কালং স তিষ্ঠতি।

কুক্কুর ও বায়সকে না দিয়া আপনি ভোজন করে, কীলকদ্বয় দ্বারা তাড়নপূর্ব্বক তাহাদিগের মুখ বিবৃত করিয়া তাহার মধ্যে কৃমি, উগ্রস্বভাব অন্য প্রাণী, লৌহতুণ্ড বায়সগণ বিবিধ উপদ্রব করিয়া পীড়া দেয়। যমমার্গে দুইটী কুক্কুর আছে, "শ্যাম ও শবল নামক যমমার্গানুরোধক যে দুইটী কুক্কুর আছেন, তাঁহাদিগকে বলি দান করি, তাঁহারা আমার বলি গ্রহণ করুন" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, তাহাদিগকে বলি দান করিবে। "ঐন্দ্র, বারুণ, বায়ব্য, যাম্য ও নৈঋর্ত বায়সগণ পুণ্যকর্ম্মা, তাঁহারা আমার পূজা গ্রহণ করুন" এই মন্ত্র বলিয়া, বায়সবলি দিবে। যত্নের সহিত শিবপূজা-বিধিপূর্ব্বক হোম করিয়া, শৈবমন্ত্র দ্বারা যাঁহারা বলি দান করেন, তাঁহারা যম দর্শন না করিয়াই স্বর্গে গমন করেন; অতএব প্রতিদিন চন্দনাদি-সুবাসিত চতুষ্কোণ মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া, ঈশানকোণে ধন্বন্তরি, পূর্ব্বদিকে ইন্দ্র, দক্ষিণদিকে যম ও পিতৃগণ পশ্চিমদিকে বরুণ, পূর্ব্বদিকে অর্য্যমা, ধাতা, বিধাতা, দ্বারপাল, কুক্কুর ও কুক্কুরপতির উদ্দেশে ভূমির উপর বলি দান করিলে, দেব, পিতৃ, মনুষ্য, প্রেত, ভূত, গুহ্যক, পক্ষী, কৃমি ও কীটগণ তাঁহাকে রক্ষা করেন। ১৬০—১৮৩। স্বাহাকার, স্ব-কার, বষট্কার ও বলি এই চারিটী ধেনুর স্তন; দেবগণ স্বাহাকাররূপ স্তন, পিতৃগণ স্বধাকাররূপ স্তন, অন্য দেব ও ভূতেশ্বরগণ বষট্কাররূপ স্তন, মনুষ্যগণ বলিরূপ স্তনকে সর্ব্বদা পান করেন। যে মানব এই ধেনুকে শ্রদ্ধার সহিত পূজা করেন, তিনি অগ্নিতুল্য তেজস্বী হন। যে গৃহস্থ এই ধেনুকে ত্যাগ করেন, তিনি ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হন। অতএব দেবাদি উদ্দেশে বলিদান করিয়া, ভিন্নগ্রামনিবাসী ক্ষুধার্ত্ত অতিথির প্রতীক্ষা করিবে। আত্মভোজন পর্য্যন্ত অতিথি উপস্থিত হইলে, যথাশক্তি উত্তম অন্নব্যঞ্জন দ্বারা তাঁহাকে ভোজন করাইবে। অতিথি ভগ্নাশ হইয়া যাহার গৃহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, তাহাকে নিজ দুষ্কৃতভার প্রদান করিয়া, তদীয় পুণ্য গ্রহণপূর্ব্বক গমন করেন। অতিথিকে অন্ন না দিয়া লোভ বশত আপনি ভোজন করিলে, শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া, চিরকাল

তত্তন্মাংসমুৎকৃত্য তিলমাত্রপ্রমাণতঃ।
খাদিতুং দীয়তে তেষাং ভিত্ত্বা চৈব তু শোণিতম্
নিঃশেষযাতনাভিস্তু পীড্যন্তে ক্রমশঃ পুনঃ।
অতিবুভুক্ষয়া কষ্টং তথা চাতিপিপাসয়া॥ ১৯৩
এবমন্যা মহাঘোরা যাতনাঃ পাপকর্ম্মিণাম্।
যঃ করোতি মহৎ পাপং ধর্ম্মং চরতি বৈ লঘু॥
অথ গুরুতরং বাপি তথাবস্থাং তয়োঃ শৃণু।
সুকৃতস্য ফলং ভুঙ্‌ক্তে গুরুপাপপ্রভাবতঃ॥১৯৫
ন বিন্দতি সুখং তত্র ভোগৈর্বহুভিরন্বিতঃ।
অন্নাদিযোগেঽপি সন্তপ্তো ন ভক্ষ্যৈর্মন্যতে সুখম্॥
ভবিষ্যদন্নাভাবগ্রস্তোঽন্নস্য প্রাতিকূল্যং দিনে দিনে।
পুণ্যবান্ যো গুরুধর্ম্মাপি সোপবাসো যথা গৃহী॥
বিজ্ঞবান্ ন বিজানাতি পীড়াং নিয়মসংস্থিতঃ।
যানি পাপানি ঘোরাণি সন্তীহ যৈস্ততো নরঃ।
যথা ভেদমাপ্নোতি গিরিবজ্রহতো যথা॥ ১৯৮

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং
যমপুরীবর্ণনং নাম একোন-
বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

কৃতপাপা নরা যান্তি দুঃখেন মহতান্বিতাঃ।
যমমার্গং সুখং যৈস্তু তান্ ধর্ম্মান্ বদ মে প্রভো॥

সনৎকুমার উবাচ।

অবশ্যং হি কৃতং কর্ম্ম ভোক্তব্যমবিচারতঃ।
শুভাশুভমথো বক্ষ্যে তান্ ধর্ম্মান্ সুখদায়কান্॥২
অত্র যে শুভকর্ম্মাণঃ সৌম্যচিত্তা দয়ান্বিতাঃ।
তে নরা যান্তি সৌম্যেন যমমার্গং ভয়াবহম্॥ ৩
যঃ প্রদদ্যাদ্দ্বিজেন্দ্রাণামুপানৎকাষ্ঠপাদুকে।
স বরাশ্বেন মহতা সুখং যাতি যমালয়ম্॥ ৪
ছত্রদানেন গচ্ছন্তি তথা ছত্রেণ দেহিনঃ।
শিবিকায়াঃ প্রদানেন তদ্রথেন সুখং ব্রজেৎ॥ ৫
শয্যাসনপ্রদানেন সুখং যান্তি সুনিশ্চয়ম্।
আরামচ্ছায়াকর্ত্তারো ব্রজন্তি বৃক্ষরোপকাঃ॥ ৬

নরকে বাস করে। তৎপরে যমদূতগণ তাহাদিগের নিজ মাংস তিলবৎ ছেদনপূর্ব্বক ভোজন করিতে ও শোণিত পান করিতে দেয়। অতি ক্ষুধা ও পিপাসায় ও অশেষ যাতনায় ক্রমশ প্রপীড়িত হয়। পাপকারীদিগের এইপ্রকার ঘোরঘোর যাতনা হয়। যে অধিক পাপ ও অল্প পুণ্য বা অল্প পাপ ও অধিক পুণ্য করিয়াছে তাহাদিগের অবস্থা শ্রবণ করুন। সুকৃতের ফলভোগ করে বটে, কিন্তু গুরুপাপ-প্রভাবে তাহা অনুভূত হয় না, উদ্বেগ বশত ভক্ষ্য বস্তু হইতে সুখ লাভ করিতে পারে না। ভাবী অন্নাভাব-চিন্তাতেই প্রাত্যহিক কষ্টভোগ করে। আর যে পুরুষের ধর্ম্ম অধিক, পাপ অল্প. সে ব্যক্তি পুণ্যবান্ গৃহস্থ নিয়ম বশত উপবাসী হইলেও যেমন অন্নাভাবপীড়া ভোগ করে না, সেইরূপ কষ্টের কারণ উপস্থিত হইলেও তাদৃশ ক্লেশ ভোগ করে না। এই সব ঘোর পাপ আছে, যাহা দ্বারা আবৃত হইয়া, মানব বজ্রাহত গিরির ন্যায় ভেদ প্রাপ্ত হয়। ১৮৪—১৯৮।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯॥

বিংশ অধ্যায়।

বেদব্যাস কহিলেন, যে মানবগণ পাপকর্ম্ম করিয়াছে, তাহারা অত্যন্ত কষ্টে যমমার্গে গমন করে। ধর্ম্ম বশত সুখে গমন করা যায়; সেই ধর্ম্ম সকল কি, তাহা বলুন। সনৎকুমার বলিলেন, অবশ্যই শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। অতএব সুখদায়ক ধর্ম্মসমূহ বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে মনুষ্যগণ পুণ্যকারী, সৌম্যচিত্ত ও দয়াবান্, তাহারা, যমমার্গ ভয়ানক হইলেও, সুখে গমন করে। যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে চর্ম্মপাদুকা ও কাষ্ঠপাদুকা দান করে, সে উত্তম অশ্বে আরোহণ করিয়া, সুখে যমভবনে গমন করে। ছত্রদান করিলে, ছত্রযুক্ত হইয়া, শিবিকা দান করিলে, রথারূঢ় হইয়া সুখে গমন করে। শয্যা ও আসন দাতা, আরামচ্ছায়াকারী ও বৃক্ষরোপকগণ সুখে গমন

যান্তি পুষ্পকযানেন পুষ্পারামকরা নরাঃ।
দেবায়তনকর্ত্তারো যতীনামাশ্রমস্য চ॥ ৭
অনাথমণ্ডপানাঞ্চ ক্রীড়য়ন্তি গৃহোদরে।
দেবাগ্নিগুরুবিপ্রাণাং মাতাপিত্রোশ্চ পূজকাঃ॥ ৮
পূজ্যমানা নরা যান্তি কামুকেন যথাসুখম্।
দ্যোতয়ন্তো দিশঃ সর্ব্বা যান্তি দীপপ্রদায়িনঃ॥৯
প্রতিশ্রয়প্রদানেন সুখং যান্তি নিরাময়াঃ।
বিশ্রাম্যমাণা গচ্ছন্তি গুরুশুশ্রূষকা নরাঃ॥ ১০
আর্ত্তৌষধপ্রদাতারঃ সুখং যান্তি গৃহে স্বকে।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধেন পথা গচ্ছন্তি গোপ্রদাঃ॥ ১১
যেন দত্তান্নপানানি তৃপ্তা যান্তি হি তৎপথম্।
পাদশৌচপ্রদানেন শীতলেন পথা ব্রজেৎ॥ ১২
পাদাভ্যঙ্গঞ্চ যঃ কুর্য্যাদশ্বপৃষ্ঠেন স ব্রজেৎ।
পাদশৌচং তথাভ্যঙ্গং দীপমন্নং প্রতিশ্রয়ম্॥ ১৩
যে দদন্তি সদা ব্যাস নোপসর্পন্তি তে যমম্।
হেমরত্নপ্রদানেন যান্তি দুর্গাণি নিস্তরন্॥ ১৪

রৌপ্যানড্বাহদানেন নরো যানেন গচ্ছতি।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধাত্মা ভূমিদানেন গচ্ছতি॥ ১৫
ইত্যেবমাদিভির্দানৈঃ সুখং যান্তি যমালয়ম্।
স্বর্গে তু বিবিধান্ ভোগান্ প্রাপ্নুবন্তি সদা নরাঃ।
সর্ব্বেষামেব দানানামন্নদানং পরং স্মৃতম্।
সদ্যঃ প্রীতিকরং হৃদ্যং বলবুদ্ধিবিবর্দ্ধনম্॥ ১৭
নান্নদানসমং দানং বিদ্যতে মুনিসত্তম।
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি তদভাবে ম্রিয়ন্তি চ॥ ১৮
রক্তমাংসবসাশুক্রং ক্রমাদন্নাৎ প্রবর্দ্ধতে।
শুক্রাদ্ভবন্তি ভূতানি তস্মাদন্নময়ং জগৎ॥ ১৯
হেমরত্নাশ্বনাগৈস্ত্রৈর্নারীস্রক্‌চন্দনাদিভিঃ।
সমস্তৈরপি সম্প্রাপ্তৈর্ন রমন্তি বুভুক্ষিতাঃ॥ ২০
গর্ভস্থা জায়মানাশ্চ বালা বৃদ্ধাশ্চ মধ্যমাঃ।
আহারমভিকাঙ্ক্ষন্তি দেবদানবরাক্ষসাঃ॥ ২১
ক্ষুধা হি সর্ব্বরোগাণাং ব্যাধিঃ শ্রেষ্ঠতমঃ স্মৃতঃ।
স চান্নৌষধলেপেন নশ্যতীহ ন সংশয়ঃ॥ ২২
নাস্তি ক্ষুধাসমং দুঃখং নাস্তি রোগঃ ক্ষুধাসমঃ।

করে। পুষ্পারামকারী মানব পুষ্পক রথে গমন করে। দেবতায়তন, যতিগণের আশ্রম ও অনাথগণের মণ্ডপ নির্ম্মাণকারিগণ উত্তম গৃহের অভ্যন্তরে ক্রীড়া করেন। দেবতা, অগ্নি, গুরু, বিপ্র, মাতা, পিতার পূজকগণ সস্পৃহ ব্যক্তি কর্তৃক পূজিত হইয়া গমন করে। দীপদাতা মানবগণ চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া গমন করে। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিলে, পীড়াশূন্য হইয়া সুখে গমন করে। গুরু-শুশ্রূষাশীল নর বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিতে করিতে স্বর্গারোহণ করেন। ১—১০। যাঁহারা আর্ত্ত ব্যক্তিকে ঔষধ দান করেন, তাঁহারা সুখে স্বীয় গৃহের ন্যায় গমন করেন। গোদানকারী মনুষ্য সর্ব্ব-কামপরিপূর্ণ পথে গমন করেন। অন্ন-পান দান করিলে, তৃপ্ত হইয়া যমমার্গে গমন করা যায়। পাদশৌচদাতা শীতল পথ দ্বারা গমন করেন। ব্রাহ্মণ-চরণ তৈলাদি দ্বারা মর্দ্দন করিলে, অশ্ব দ্বারা গমন করেন। পাদ-শৌচ, অভ্যঙ্গ, দীপ, অন্ন, আশ্রয়দাতা মানবগণ যম-সমীপে গমন করেন না। হেমরত্ন প্রদান করিলে দুর্গস্থান হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া

গমন করে। রৌপ্য-বৃষ দান করিলে, যান-রূঢ় হইয়া গমন করে। ভূমি দান করিলে সকল অভিলষিত বস্তু লাভ করিয়া গমন করে। এই প্রকার দান করিলে, সুখে যমালয় গমন করিয়া স্বর্গে বিবিধ ভোগ প্রাপ্ত হয়। সকল দান হইতে অন্নদান শ্রেষ্ঠ; যেহেতু অন্ন হইতে তৎক্ষণাৎ প্রীতি লাভ হয় এবং অন্ন সকলের প্রিয় ও বুদ্ধিবর্দ্ধনকর। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! অন্ন-পান-দানতুল্য দান আর কিছুই নাই। অন্ন হইতে প্রাণিগণ উদ্ভূত হয় ও অভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। অন্ন হইতে রক্ত, মাংস, বসা, শুক্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; সেই শুক্র হইতে প্রাণী জন্ম লাভ করে। অতএব এই জগৎ অন্নময়। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে হেমরত্ন, অশ্ব, হস্তী, নারী, স্রক্-চন্দনাদি সমস্ত বস্তু দান করিলেও তাহার তৃপ্তি হয় না। গর্ভস্থ জায়মান, বাল, বৃদ্ধ, মধ্যম, দেব, দানব, রাক্ষস সকলেই আহার প্রার্থনা করে। ক্ষুধাই সকল ব্যাধি হইতে প্রধান ব্যাধি; সেই ক্ষুধা অন্ন-রূপ ঔষধ-লেপে বিনষ্ট হয়। ক্ষুধাতুল্য দুঃখ

নাস্ত্যরোগসমং সৌখ্যং নাস্তি ক্রোধসমো রিপুঃ
অতএব মহৎ পুণ্যমন্নদানপ্রদানতঃ।
সর্ব্বা ক্ষুধাগ্নিনা তপ্তা ম্রিয়ন্তে সর্ব্বদেহিনঃ ॥ ২৪
অন্নদঃ প্রাণদঃ প্রোক্তঃ প্রাণদশ্চাপি সর্ব্বদঃ।
তস্মাদন্নপ্রদানেন সর্ব্বদানফলং লভেৎ ॥ ২৫
যস্যান্নপানপুষ্টাঙ্গঃ কুরুতে ধর্ম্মসঞ্চয়ম্।
অন্নপ্রদাতুস্তস্যার্দ্ধং কর্ত্তুশ্চার্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ২৬
ত্রৈলোক্যে যানি রত্নানি ভোগস্ত্রীবাহনানি চ।
অন্নপানপ্রদঃ সর্ব্বমিহামুত্র চ তল্লভেৎ ॥ ২৭
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাণাং দেহঃ পরমসাধনম্।
অন্নং প্রজাপতিঃ সাক্ষাদন্নং বিষ্ণুঃ স্বয়ং শিবঃ ॥২৮
তস্মাদন্নসমং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
ত্রয়াণামপি লোকানামুদকং জীবনং স্মৃতম্ ॥২৯
পবিত্রমমৃতং দিব্যং শুদ্ধং সর্ব্বরসায়নম্।
কৃত্বাপি সুমহৎ পাপং যঃ পশ্চাদন্নদো ভবেৎ ॥৩০
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি।
অন্নপানাচ্চ গো-বস্ত্রশয্যাচ্ছত্রাসনানি চ ॥ ৩১
প্রেতলোকে প্রশস্তানি দানান্যষ্টৌ বিশেষতঃ।
এবং দানবিশেষেণ ধর্ম্মরাজপুরে নরাঃ।
যস্মাদ্‌যান্তি বিমানেন তস্মাদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ ॥ ৩২

ব্যাস উবাচ।

মুহুর্মি চ নিশম্যাদ্য ত্বত্তঃ প্রেতপুরং মহৎ ॥ ৩৩
উপদেশমিহেচ্ছামি সুখং যেনেহ জায়তে।

সনৎকুমার উবাচ।

রহস্যমদ্ভুতঞ্চৈব শৃণু বক্ষ্যামি যৎ ত্বয়ি ॥ ৩৪
যা গতিঃ প্রাপ্যতে যেন প্রেত্যভাবে মহামুনে।
তপসা প্রাপ্যতে স্বর্গস্তপসা প্রাপ্যতে যশঃ ॥৩৫
আয়ুঃ প্রহর্ষো ভোগশ্চ লভ্যন্তে তপসা মুনে।
জ্ঞান-বিজ্ঞানমারোগ্যং রূপত্বং তথৈব চ।
সৌভাগ্যঞ্চৈব তপসা প্রাপ্যতে সর্ব্বদা সুখম্ ॥৩৬
নাতপ্ততপসো যান্তি শিবলোকং সনাতনম্ ॥ ৩৭
যচ্চ দূরং দুরারাধ্যং সুদূরং দুরতিক্রমম্।
তৎ সর্ব্বং তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্ ॥

আরোগ্যের তুল্য কিছুই নাই; ক্ষুধাতুল্য রোগও নাই, আরোগিতা-তুল্য সুখ নাই, ক্রোধতুল্য শত্রু নাই। অতএব অন্নদান-প্রভাবে মহাপুণ্য হয়। সকল প্রাণীই ক্ষুধাগ্নিতে তপ্ত হইয়া মৃত্যুলাভ করে। অন্নদাতা প্রাণদাতা; যে প্রাণদাতা, সে সর্ব্বদাতা। অতএব অন্নদান করিলে, সকল বস্তু দানের ফললাভ করে। মনুষ্য যাহার অন্নপানে পুষ্টাঙ্গ হইয়া ধর্ম্মসঞ্চয় করে, অন্নদাতার সেই পুণ্যের অর্দ্ধাংশ ও ধর্ম্ম-কর্ত্তার অর্দ্ধাংশ হয়, ইহাতে সংশয় নাই। ত্রৈলোক্যে যত রত্ন, ভোগ, স্ত্রী, বাহন আছে, অন্নপানদাতা ইহপরকালে তাহা লাভ করে। ১১—২৭। দেহই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গ-প্রাপ্তির প্রধান উপায়। অন্ন সাক্ষাৎ প্রজাপতি, বিষ্ণু ও স্বয়ং শিব; অতএব অন্ন-দান-তুল্য দান পূর্ব্বে হয় নাই, পরেও হইবে না। জল তিন লোকের জীবন, তাহা পবিত্র-অমৃততুল্য, স্বর্গীয় ও সকল রসের আধার-স্বরূপ। যে সুমহৎ পাপের অনুষ্ঠান করিয়াও পরে অন্নদান করে, সে সর্ব্ব পাপ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে। অন্ন, জল, গো, বস্ত্র, শয্যা, ছত্র ও আসন এই সব দ্রব্য-দান প্রেতলোকে বিশেষ প্রশস্ত। মানবগণ এই সকল দান-ফলে বিমানারোহণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ-পুরে গমন করে। অতএব ধর্ম্মাচরণ করা নিতান্ত আবশ্যক। বেদব্যাস কহিলেন, হে মহর্ষে! অদ্য আপনার নিকট মহৎ প্রেত-পুরের বিষয় শ্রবণ করিয়া, আমি মুগ্ধ হই-তেছি। আপনি এমন উপদেশ করুন, যাহাতে সুখ অনুভব করা যায়। সনৎকুমার কহি-লেন, হে মহামুনে! মরণানন্তর মানব যে গতি প্রাপ্ত হয়, সেই অদ্ভুত রহস্য তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। তপস্যা হইতে স্বর্গ, যশঃ, আয়ুঃ, প্রহর্ষ, ভোগ, জ্ঞান (মোক্ষবিষক বুদ্ধি), বিজ্ঞান (শিল্প ও অন্যান্য শস্ত্রবিষয়ক বুদ্ধি), আরোগ্য, রূপ, সৌভাগ্য ও সার্ব্ব-কালিক সুখ লাভ করা যায়। তপস্যানুষ্ঠান না করিলে সনাতন শিবলোকে গমন করা যায় না। স্বর্গাদি দূর, জ্ঞানাদি দুরারাধ্য, মোক্ষ ও শিবলোকাদি সুদূর, মহাপাপাদি দুরতিক্রম,

ধনং প্রাপ্নোতি তপসা মৌনেনাজ্ঞাং তথৈব চ ।
উপভোগাংস্তু দানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ জীবিতম্‌ ॥৩৯
অহিংসয়া বলং রূপং দীক্ষয়া জন্ম সৎকুলে ।
ফলমূলাশিনাং রাজ্যং স্বর্গঃ পর্ণাশিনাং ভবেৎ ॥
পয়োভক্ষো দিবং যাতি স্থানঞ্চ দ্রবিণাধিকম্‌ ।
গুরুশুশ্রূষয়া বিদ্যাং নিত্যশ্রাদ্ধেন সন্ততিম্‌ ॥ ৪১
গবাঢ্যঃ শাকদীক্ষাভিঃ স্বর্গমাহুস্তৃণাশিনাম্‌ ।
স্ত্রিয়স্ত্রিষবণং স্নাত্বা বায়ুং পীত্বা ক্রতুং লভেৎ ॥৪২
নিত্যস্নায়ী ভবেদ্দক্ষঃ সন্ধ্যে তু দ্বে জপন্নরঃ ।
মৌনং সাধয়তে রাজ্যং নাকপৃষ্ঠমনাশকে ॥ ৪৩
স্থণ্ডিলে তু শয়ানানাং গৃহাণি শয়নানানি বা ।
চীর-বল্কল-বাসোভির্বাসাংস্যাভরণানি বা ॥ ৪৪
শয্যাসনানি যানানি যোগাত্মনি তপোধনে।
অগ্নিপ্রবেশে নিয়তং ব্রহ্মলোকোঽভিধীয়তে ॥৪৫
রসনাং প্রতিসংহারে সৌভাগ্যমিহ বিন্দতি ।
আমিষপ্রতিসংহারে প্রজাস্যায়ুষ্মতী ভবেৎ ॥৪৬
উদয়ান্ন স্বপেদ্‌যস্তু স নরাধিপতির্ভবেৎ ।

সত্যবাদী নরশ্রেষ্ঠো দৈবতৈঃ সহ মোদতে ॥
কীর্ত্তির্ভবতি দানেন তথারোগ্যমহিংসয়া।
দ্বিজশুশ্রূষয়া রাজ্যং দ্বিজত্বঞ্চাতিপুষ্কলম্‌ ॥ ৪৮
পানীয়স্য প্রদানেন তৃপ্যন্তে কামভোগতঃ।
সান্ত্বদঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বদুঃখৈর্বিমুচ্যতে ॥ ৪৯
দেবশুশ্রূষয়া রাজ্যং দিব্যরূপং নিযচ্ছতি।
লোকে প্রদীপদানেন চক্ষুষ্মান্‌ ভবতি প্রভুঃ ॥
প্রেক্ষণীয়প্রদানেন স্মৃতিং মেধাঞ্চ বিন্দতি।
গন্ধমাল্যানি দত্ত্বা চ কীর্ত্তির্ভবতি পুষ্কলা ॥ ৫১
কেশশ্মশ্রু ধারয়তামগ্র্যা ভবতি সন্ততিঃ।
উপবাসঞ্চ দীক্ষাং বাপ্যভিষেকং যথাক্রমম্‌ ॥ ৫
কৃত্বা দ্বাদশ বর্ষাণি বীরযানাদ্বিশিষ্যতে * ।
দাসীদাসমলঙ্কারং ক্ষেত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ৫৩
ব্রহ্মদেয়াং সুতাং দত্ত্বা প্রাপ্নোতি স্বর্গমুত্তমম্‌।
ধ্রুবং তীর্থোপবাসৈশ্চ ত্রিদিবং যান্তি মানবাঃ ॥
লভতে চ চিরং স্থানং ফলপুষ্পপ্রদো নরঃ ॥ ৫৫
সুবর্ণশৃঙ্গৈঃ সুবিরাজিতানাং
গবাং সহস্রঞ্চ নরঃ প্রদাতা ।

ইত্যাদি যাবৎ বস্তুই তপস্যা হইতে লাভ করা যায়। কিন্তু কিছুতেই তপস্যার অতিক্রম হয় না। তপস্যা হইতে ধন লাভ করা যায়; মৌনাবলম্বন করিলেও সকলের মান্য হয়। দান করিলে উপভোগ, ব্রহ্মচর্য্য করিলে দীর্ঘ-জীবন, অহিংসায় বল ও রূপ, শৈবমন্ত্র গ্রহণে সৎকুলে জন্ম, ফলমূল ভোজনে রাজ্য, পর্ণ-ভোজনে স্বর্গ, শুদ্ধ জলপান করিলে স্বর্গ ও সমৃদ্ধ স্থান, গুরুশুশ্রূষায় বিদ্যা, নিত্যশ্রাদ্ধ করিলে সন্ততি, শাকদীক্ষায় গবাঢ্য, তৃণ ভোজনে স্বর্গ, ত্রিকাল স্নানে স্ত্রীলাভ, বায়ু-ভক্ষণে যজ্ঞফল, নিত্য স্নানপূর্ব্বক সন্ধ্যা-দ্বয়ে শৈব মন্ত্রাদি জপ করিলে সামর্থ্য, মৌনা-বলম্বন করিলে রাজ্য এবং নিরাহার হইলে স্বর্গ লাভ করে। ২৮—৪৩। স্থণ্ডিলশায়ী গৃহ ও শয্যা প্রাপ্ত হয়। চীরবল্কল ধারণ করিলে বস্ত্র ও আভরণপ্রাপ্তি হয়। তপস্বী ও যোগ-নিষ্ঠ হইলে, শয্যাদি প্রাপ্তি হয়। অগ্নিপ্রবেশে ব্রহ্মলোকগমন, মধুরাদিরসে ইন্দ্রিয়-নিবৃত্তি করিলে সৌভাগ্য, আমিষত্যাগ করিলে সন্তা-

নের দীর্ঘ আয়ুঃ, সূর্য্যোদয়ের পর নিদ্রা না যাইলে আধিপত্য, সত্যবাদী হইলে দেবগণের সহিত প্রমোদ, দান করিলে কীর্ত্তি, হিংসানিবৃত্তি হইলে আরোগ্য, ব্রাহ্মণ-শুশ্রূষায় রাজ্য ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্ব, জল দান করিলে কাম ভোগে তৃপ্তি এবং সর্ব্বভূতে প্রিয়বাদী সর্ব্বদুঃখমোক্ষ লাভ করে। দেব-শুশ্রূষা করিলে রাজ্য ও দিব্য রূপ, প্রদীপ দানে চক্ষুষ্মত্ত, পুস্তকাদি প্রদানে স্মৃতি ও মেধা, গন্ধ মাল্য দান করিলে প্রভূত কীর্ত্তি, কেশ-শ্মশ্রু ধারণ করিলে উৎকৃষ্ট সন্ততি, দ্বাদশ বৎসর উপবাস যজ্ঞদীক্ষা ও অভিষেক করিলে, বীরপ্রাপ্য স্থান হইতেও বিশিষ্ট স্থান, দাসী, দাস, বিবিধ ক্ষেত্র ও ব্রাহ্ম বিবাহবিধানে কন্যাদান ও তীর্থোপবাস করিলে উত্তম স্বর্গ, ফলপুষ্প প্রদান করিলে পতন-শূন্য উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করা যায়। মুনিগণ ও দেবগণ বলেন, যে নর সুবর্ণশৃঙ্গবিভূষিত গো-

* দেবলোকে বিশিষ্যতে ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

প্রাপ্নোতি পুণ্যং দিবি দেবলোক-
মিত্যেবমাহুর্মুনি-দেবসঙ্ঘাঃ ॥ ৫৬
প্রযচ্ছতে যঃ কপিলাং সবৎসাং
কাংস্যস্য দোহাং দ্রবিণাগ্র্যশৃঙ্গীম্।
তৈস্তৈর্গুণৈঃ কামদুঘাস্য ভূত্বা
নরঃ প্রদাতারমুপৈতি সা গৌঃ ॥ ৫৭
যাবন্তি রোমাণি ভবন্তি ধেন্বা-
স্তাবৎ ফলং লভতে গোপ্রদাতা।
পুত্রাংশ্চ পৌত্রাংশ্চ কুলঞ্চ সর্ব্ব-
মাসপ্তমং তারয়তে পরত্র ॥ ৫৮
সদক্ষিণাং কাঞ্চনচারুশৃঙ্গীং
কাংস্যোপদোহাং দ্রবিণোত্তরীয়াম্।
ধেনুং তিলানাং দদতো দ্বিজায়
লোকা বসূনাং সুলভা ভবন্তি ॥ ৫৯
স্বকর্ম্মভির্মানবং সন্নিবদ্ধং
তীব্রান্ধকারে নরকে পতন্তম্।
মহার্ণবান্নৌরিব বাতযুক্তা
দানং গবাং তারয়তে পরত্র ॥ ৬০
যো ব্রহ্মদেয়াস্তু দদাতি কন্যাং
ভূমিপ্রদানঞ্চ করোতি বিপ্রে।
দদাতি বিত্তং বিবিধঞ্চ যশ্চ
স লোকমাপ্নোতি পুরন্দরস্য ॥ ৬১
নৈবেশিকং সর্ব্বগুণোপপন্নং
যো বৈ দদাতি পুরুষো দ্বিজায়।
স্বাধ্যায়-চারিত্রগুণান্বিতায়
তস্যাপি লোকান্ প্রবদন্তি নিত্যান্ ॥ ৬২
ধূর্য্যপ্রদানেন তথা গবাশ্বৈ-
র্লোকানবাপ্নোতি নরো বসূনাম্।
স্বর্গায় চাপ্যাহুর্হিরণ্যদানং
ততো বিশিষ্টং কনকপ্রদানম্ ॥ ৬৩
ছত্রপ্রদানেন গৃহং বিশিষ্টং
যানং তথোপানহসম্প্রদানে।
বস্ত্রপ্রদানেন ফলং সুরূপং
গন্ধপ্রদাতা সুরভির্নরঃ স্যাৎ ॥ ৬৪
পুষ্পোপগাংশ্চৈব ফলোপগাংশ্চ
যঃ পাদপান্ যচ্ছতি বৈ দ্বিজায়।
সুস্ত্রীসমৃদ্ধং বহুরত্নপূর্ণং
লভেৎ প্রযত্নোপচিতং গৃহং বৈ ॥ ৬৫
ভক্ষ্যান্নপানস্য রসস্য দানং
সর্ব্বানবাপ্নোতি রসান্ প্রকামম্।
প্রতিশ্রয়াচ্ছাদনসম্প্রদাতা
প্রাপ্নোতি তানেব ন সংশয়োহত্র ॥ ৬৬
স্রগদামগন্ধাণ্যনুলেপনানি
স্নানানি মাল্যানি চ মানবো যঃ।

সহস্র দান করেন, তিনি পুণ্য ও দেবলোক প্রাপ্ত হন। কাংস্যোপদোহদ স্বর্ণশৃঙ্গী সবৎসা কপিলা দান করিলে, ঐ কপিলা সেই সেই গুণে কামদুঘা হইয়া দাতার নিকট উপস্থিত হয়। ধেনু-গাত্রে যত লোম থাকে, গো-দাতা তত ফল লাভ করে। পরলোকে তাহার পুত্র, ও সপ্তম কুল উদ্ধার করে। কাঞ্চন-নির্ম্মিত সুন্দর-শৃঙ্গযুক্ত, কাংস্য ক্রোড়বিশিষ্ট বহুমূল্য বস্ত্রে উত্তরীয়াচ্ছাদিত তিলধেনু দক্ষিণার সহিত দান করিলে, সুখে বসুলোক গমন করিতে পারা যায়। বাতাহত নৌকা যেমন মহার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হয়, সেইরূপ গোদাতা স্বকর্ম্ম-পাশে নিবদ্ধ ও ঘনান্ধকার নরকে পতমানকে পরলোকে উদ্ধার করে। যে ব্রাহ্ম-বিবাহবিধানে কন্যাদান, ভূমি দান ও বিবিধ ধন দান করে, সে পুরন্দরলোকে গমন করে। যে পুরুষ স্বাধ্যায়, চরিত্র ও গুণান্বিত ব্রাহ্মণকে সর্ব্বোপকরণযুক্ত আবাস দান করে, সেও ক্ষয়-হীন স্বর্গলোকে গমন করে। ভারবাহী বৃষ, গো ও অশ্বদান-দাতা বসুলোকে, রজতাদি-দাতা স্বর্গে, কনকদাতা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করে। ছত্রপ্রদানফলে উত্তম গৃহ, চর্ম্ম-পাদুকাদানে যান, বস্ত্রপ্রদানে সুরূপতা ও চন্দন-দানে শরীরের সৌগন্ধ্য লাভ করা যায়। ব্রাহ্মণকে পুষ্প ও ফলপূর্ণ পাদপ দান করিলে উত্তম স্ত্রীযুক্ত, বহু রত্নপূর্ণ প্রযত্ননির্ম্মিত গৃহ লাভ করা যায়। ভক্ষ্য, অন্ন পান ও রস দানকারী প্রভূতপ্রমাণ সর্ব্বপ্রকার রস লাভ করে। আশ্রয় ও আচ্ছাদন দান করিলেও সর্ব্বপ্রকার রস প্রাপ্ত হয়। ৪৪—৬৬।

দদ্যাদ্বিজেন্দ্রায় ভবেদরোগ-
স্তথা সুরূপশ্চ নরেন্দ্রকল্পঃ॥ ৬৭
বীজৈরশূন্যং শরণৈরুপেতং
দদ্যাদ্‌গৃহং যঃ পুরুষো দ্বিজায়।
পুণ্যাভিরামং বহুবস্ত্রপূর্ণং
লভত্যধিষ্ঠানপরং মুনীশ॥ ৬৮
সুগন্ধচিত্রাস্তরণোপপন্নং
দদ্যান্নরো যঃ শয়নং দ্বিজায়।
রূপান্বিতাং পুত্রবতীং মনোজ্ঞাং
ভার্য্যামযত্নোপগতাং লভেৎ সঃ॥ ৬৯
ব্যাস উবাচ।
যানি যানি তু দেয়ানি দানানি পরিচক্ষতে।
তেভ্যো বিশিষ্টং কিং দানং কিং তারয়তি তদ্বদ॥
সনৎকুমার উবাচ।
অভয়ং সর্ব্বসত্ত্বেভ্যো ব্যসনে চাপ্যনুগ্রহঃ।
যচ্চাভিলষিতং দদ্যাৎ তৃষিতায়োপযাচতে॥ ৭১
দত্তমন্বেতি যদ্দত্ত্বা তদ্দানং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে।
দত্তং দাতারমন্বেতি তচ্ছৃণুষ্ব মহামতে॥ ৭২
হিরণ্যদানং গোদানং পৃথিবীদানমেব চ।
এতানি বৈ পবিত্রাণি তারয়ন্ত্যতিদুষ্কৃতীন্‌॥ ৭৩
দানান্যেতানি সাধুভ্যো দত্ত্বা মুচ্যতি পাতকৈঃ।
যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাস্তি দয়িতং গৃহে॥
তৎ তদ্‌গুণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা।
প্রিয়াণি লভতে লোকে প্রিয়দঃ প্রিয়কৃৎ তথা॥
প্রিয়ো ভবতি ভূতানামিহ চৈব পরত্র চ।
যাচমানমভীমানাদনাসক্তমকিঞ্চনম্‌।
যো নার্চ্চতি যথা শক্ত্যা স নৃশংসো নরাধমঃ॥
অমিত্রমপি চেদ্দীনং শরণৈষিণমাগতম্‌।
ব্যসনে যোঽনুগৃহ্ণাতি স বৈ পুরুষ উচ্যতে॥
কৃশায় হ্রীমতে দদ্যাদ্‌বৃত্তিগ্লানায় যাচতে।
অপহত্য ক্রুধং যস্তু ন তেন পুরুষঃ সমঃ। ৭৮
হ্রিয়া তু নিয়তান্‌ সাধূন্‌ পুত্রদারৈশ্চ কর্শিতান্‌।
অযাচমানান্‌ কালে যঃ সর্ব্বোপায়ৈর্নিমন্ত্রয়েৎ॥
সন্নতিং যে ন দেবেষু ন মর্ত্তোষু চ কুর্ব্বতে।
মহাত্মো নিত্যসত্ত্বস্থা ন্যায়লব্ধোপজীবিনঃ। ৮০
বিদ্যাস্নাতা ব্রতস্নাতা অধ্যাত্মগতিচিন্তকাঃ।

মালা, চন্দন, অনুলেপন, স্নানীয় জল ব্রাহ্মণকে দান করিলে রোগশূন্য, সুরূপ ও রাজকল্প হয়। ধান্যযুক্ত, পাকগৃহসম্পন্ন, পবিত্র, রমণীয় ও বহু-বস্ত্রপূর্ণ গৃহ ব্রাহ্মণকে দান করিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহ লাভ করে। গন্ধযুক্ত, বিচিত্র আস্তরণযুক্ত শয্যা দান করিলে অযত্নে রূপবতী পুত্র-প্রসবিনী মনোহারিণী ভার্য্যা প্রাপ্ত হয়; বেদব্যাস কহিলেন, যে সকল দানকে দান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা কোন্‌ দান শ্রেষ্ঠ ও কোন্‌ দান জীবের উদ্ধার করে, তাহা বলুন। সনৎকুমার কহিলেন,—বিপৎকালে সকলের প্রতি অভয়দান, অনুগ্রহ, তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে অভিলষিত জলদান ও যে দান পর-লোকে দাতার অনুগমন করে, সেই দানশ্রেষ্ঠ। হে মহামতে! যে যে দান দাতার অনুগমন করে, তাহা শ্রবণ কর—হিরণ্য দান, গোদান ও ভূমি-দান অতি পবিত্র ও অতি দুষ্কৃতকারী নরকেও নিস্তার করে। এই সকল বস্তু সাধু ব্যক্তিকে দান করিলে পাতক হইতে মুক্তি হয়। যে যে দ্রব্য আপনার অভীষ্ট গৃহস্থিত, প্রিয় বস্তুকে অক্ষয় করিতে ইচ্ছা করিলে, গুণবান্‌ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। যে ব্যক্তি পরের প্রিয়কারী হয় ও প্রিয় বস্তু দান করে, সে প্রিয় বস্তু লাভ করে এবং ইহ-পরলোকে সর্ব্ব-ভূতের প্রিয় হয়। যে ব্যক্তি অনাসক্তচিত্ত দরিদ্র প্রার্থনা করিলেও অভিমান বশতঃ যথা-শক্তি দান করে না, সে নরাধম নৃশংস। বিপৎ-পন্ন শরণাগত দরিদ্র শত্রু হইলেও যে তাহার প্রতি অনুগ্রহ করে, সে যথার্থ পুরুষ। যে ক্রোধ ত্যাগ করিয়া, বৃত্তিহীন লজ্জালু দরিদ্র যাচককে দান করে, তাহার তুল্য পুরুষ দৃষ্ট হয় না। যে ব্যক্তি, দরিদ্রতাবশত পুত্র-দার ক্লেশ ভোগ করিলেও লজ্জাবশত প্রার্থনা করে না, সান্ত্ববাদাদিপূর্ব্বক তাহাকে যে ভোজন করায়; যে দেব ও মনুষ্যকে আপনা অপেক্ষা হীন দর্শন করে না; সেই মহাত্মা এবং নিত্য ধৈর্য্যশালী, যথালব্ধ-ধনজীবী, বিদ্যাবান্‌, ব্রতস্নাত

গৃহস্বাধ্যায়তপসো ব্রাহ্মণাঃ শংসিতব্রতাঃ ॥ ৮১
স্বদারনিরতা দান্তাঃ শক্ত্যা দানপরায়ণাঃ।
পুরাণ-স্মৃতিবেত্তারো যজ্ঞকর্ম্ম স্বনুষ্ঠিতাঃ ॥ ৮২
এতে পূজ্যতমা নিত্যমাচার্য্যঃ স পুরোহিতঃ।
পুত্রবৎ পরিপাল্যাস্তে যতো ধর্ম্মধরাঃ সদা ॥ ৮৩
স্বক্ষুভার্থং শুভং ন্যায্যং বিত্তং যদ্বিদ্যতে গৃহে।
তেনৈতে ব্রাহ্মণাঃ পূজ্যাঃ স্বধর্ম্মমনুবর্ত্ততা ॥ ৮৪
নমস্কুর্য্যাৎ স্বয়ং বিপ্রান্ বর্ত্তমানান্ যথাতথম্।
যথাস্বৎ যথোৎসাহং নমস্যাস্তে স্বমাতৃবৎ ॥ ৮৫
যথা পত্যাশ্রয়ো ধর্ম্মঃ স্ত্রীণাং লোকে সনাতনঃ।
সমাশ্রয়তি ভর্ত্তারং যজমানং তথা দ্বিজঃ ॥ ৮৬
সদৈব সা গতির্নান্যা ক্ষত্রিয়াণাং মনস্বিনাম্।
ব্রাহ্মণেষু সদা ভক্তির্দানাচ্ছাদনভোজনৈঃ ॥ ৮৭
যদিমে ব্রাহ্মণা ব্যাস সন্ত্যজেয়ুরপূজিতাঃ।
নিন্দন্তি চ ক্রুধাবিষ্টাস্তদভাবায় কল্পতে ॥ ৮৮
অত্র তে কীর্ত্তয়িষ্যামি যথা ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
রাজন্যো ব্রাহ্মণং নিত্যং পুরা পরিচচার হ ॥ ৮৯
বৈশ্যো রাজন্যমিত্যেব শূদ্রো বৈশ্যমিতি শ্রুতিঃ।
মৃদুভাবান্ সত্যশীলান্ সত্যধর্ম্মানুপালকান্ ॥ ৯০
আশীবিষানিব ক্রুদ্ধাংস্তানুপাচরত দ্বিজান্।
অপরেষাং পরেষাঞ্চ পরেভ্যশ্চৈব যে পরে ॥ ৹১
তে সর্ব্বে ব্রাহ্মণেভ্যোঽপি নিস্তরন্তি ভবার্ণবম্ ॥

ব্যাস উবাচ।

বিদ্যয়া জন্মনা যৌ তু ভবেতামধিকস্তয়োঃ।
এতং মে সংশয়ং ছিন্ধি কো দানায় ভবেন্মুনে ॥

সনৎকুমার উবাচ।

বিদ্যয়া জন্মনা বাপি ন শ্রেয়ান্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
আচারো ব্রাহ্মণস্যেহ তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠতরঃ সদা ॥ ৯৪
শ্রেয়োঽভিযাচতো দত্তং দানমাহুরযাচতে।
অর্হত্তমো যো ধৃতিমান কৃপণাদকৃতাত্মনঃ ॥ ৯৫
ক্ষত্রিয়োঽপ্যর্জ্জনরতির্ব্রাহ্মণো ধৃতিমান্ শুচিঃ।
তস্মাদ্বৈ ধৃতিমান্ বিদ্বান্ দেবান্প্রীণাতি তুষ্টিমান্
দ্বিজস্য প্রার্থ্যমানোঽপি ব্যভিচারো হি দৃশ্যতে।

স্বাধ্যায়ী, অধ্যাত্ম-জ্ঞানচিন্তক, গূঢ়ভাবে অধ্যয়ন ও তপস্যানিরত, খ্যাতব্রত, স্বদার-সন্তুষ্ট, যথাশক্তি দানকারী, পুরাণ-স্মৃতিবেত্তা ও যজ্ঞানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণগণ এবং আচার্য্য ও পুরোহিত; ইহাঁরা পূজনীয়। এই ধর্ম্মধারিগণকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিবে। ৬৭—৮৩। স্বধর্ম্মানুবর্ত্তী মানবগণ মঙ্গলকামনায় গৃহস্থিত ন্যায়লব্ধ পবিত্র ধন দিয়া ব্রাহ্মণের পূজা করিবে। ব্রাহ্মণ সদাচারসম্পন্নই হউন বা দুরাচারযুক্তই হউন, আপনার মাতাকে যেমন নমস্কার করা উচিত, সেইরূপ তাঁহাদিগকে নমস্কার করিবে। পতি হইতে যেমন স্ত্রীলোকদিগের সনাতনধর্ম্ম লাভ হয়, সেইরূপ ব্রাহ্মণ পুরোহিত হইতে প্রতিপালক যজমান সংসারোত্তীর্ণ হইতে পারে। মনস্বী ক্ষত্রিয়গণের ব্রাহ্মণ ভিন্ন গতি নাই দান, আচ্ছাদন এবং ভোজন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ভক্তি প্রকাশ ক্ষত্রিয়ের সতত কর্ত্তব্য। হে ব্যাস! এই সব ব্রাহ্মণেরা অপূজিত হইয়া যদি ক্ষত্রিয়দিগকে ত্যাগ করেন বা ক্রোধাবেশে নিন্দা করেন ত, তাহাদের বিনাশ হয়। এ বিষয়ে আমি তোমার নিকট সনাতনধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি। পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের নিত্য পরিচর্য্যা করিতেন, বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের এবং শূদ্রও বৈশ্যের পরিচারক ছিলেন। মার্দ্দনসম্পন্ন, সত্যশীল, সত্যধর্ম্মরত এবং ক্রুদ্ধ হইলে সর্পতুল্য যে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে পূজা কর। পরাপর পরাৎপরেরাও ব্রাহ্মণগণ হইতে সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হন। বেদব্যাস কহিলেন,—বিদ্যাজ্যেষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠের মধ্যে কাহাকে দান করিলে, শ্রেয়োলাভ হয়, এই বিষয়ে আমার সংশয়চ্ছেদ করুন। সনৎকুমার কহিলেন, ব্রাহ্মণ বিদ্যাবয় দ্বারা শ্রেষ্ঠ হয় না; যিনি আচারসম্পন্ন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। যাচক অপেক্ষা অযাচককে দান করিলে অধিক শ্রেয়োলাভ হয়। যিনি দারিদ্র্যে নিমগ্ন হইয়াও ধৈর্য্যশীল, তিনি অধীরপ্রকৃতিযাচক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অর্জ্জনশীল ক্ষত্রিয়, ধৈর্য্যশীল ও পবিত্র ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্য্য ও সন্তোষসম্পন্ন ব্রাহ্মণ দেবগণের প্রীতিসম্পাদন করেন। দ্বিজ-যাচিত ক্ষত্রিয়াদিতেও ব্যাভিচার দেখা যায় এবং

উদ্বেজয়ন্তি যাচন্ বৈ সদা ভূতানি দস্যুবৎ ॥ ৯৭
ম্রিয়তে যাচমানোঽপি তদনু ম্রিয়তে দদৎ।
দদৎ সঞ্জীবয়ত্যেবমাত্মানঞ্চ মহানুষে ॥ ৯৮
আনৃশংস্যং পরো ধর্ম্মো যাচতে যৎ প্রদীয়তে।
অযাচতঃ সীদমানান্ সর্ব্বোপায়ৈর্নিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৯৯
যস্য চৈতাদৃশা রাষ্ট্রে বসেয়ুস্তে দ্বিজোত্তমাঃ।
ভস্মচ্ছন্নানিবাগ্নীংস্তান্ বিদ্ধি তারয়ন্তি তে ॥ ১০০
পূজ্যাস্তে জ্ঞান-বিজ্ঞান-তপোবীর্য্যসমন্বিতাঃ।
তেভ্যঃ পূজাং প্রযুঞ্জীত ব্রাহ্মণেভ্যো দিনে দিনে
দদদ্বহুবিধান্ দেয়ানুপচ্ছন্নং তপস্ততাম্।
যদগ্নিহোত্রে সুহুতং সায়ং প্রাতশ্চ তৎফলম্ ॥
বিদ্যা-বেদ-ব্রতস্নাতানব্যয়াপত্যজীবিনঃ।
গূঢ়স্বাধ্যায়তপসো ব্রাহ্মণান্ সংশিতব্রতান্ ॥১০৩
কৃতৈরাবসথৈর্হৃদ্যৈঃ সপ্রেষ্যৈঃ সপরিচ্ছদৈঃ।
নিমন্ত্রয়িত্বা কালেয় পূজার্হাংস্তান্ দ্বিজোত্তমান্ ॥

যাচক দস্যুর ন্যায় সর্ব্বভূতকেই উদ্বিগ্ন করে। যাচক প্রার্থনাকালে মরণ তুল্য দুঃখ অনুভব করে, দাতাও অনিচ্ছায় দান করিয়া তাদৃশ ক্লেশ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিলে আপনাকে সংজীবিত করা হয়। যাচককে দানই যে ধর্ম্ম, এমন নহে; কিন্তু তাহার প্রার্থনা পূরণ রূপ অনৃসংসতাই প্রধান ধর্ম্ম। ধনাভাববশত ক্লেশ ভোগ করিয়াও যাহারা প্রার্থনা করে না, তাহারাই দানের প্রকৃত পাত্র। যে রাজার রাজ্যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় ঈদৃশ ব্রাহ্মণগণ বাস করেন, সেই রাজা ইহাঁদিগের প্রভাবেই সংসারসাগর উত্তীর্ণ হন। সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান-তপোবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে প্রতিদিন পূজা করিবে। সেই গূঢ়-তপশ্চারী ব্রাহ্মণগণকে বহুবিধ বস্তু দান করিলে সায়ংপ্রাতঃ অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানে যে ফল হয়, সেই ফল প্রাপ্ত হয়। বিদ্যা ও বেদোক্ত ব্রতানুষ্ঠায়ী, বেদানুশীলনপর, কেবল পুত্রনিমিত্ত দারপরিগ্রহকারী, প্রচ্ছন্নভাবে স্বাধ্যায় ও তপস্যানিরত, বিখ্যাতব্রত ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া, মনোরম গৃহ ও সপরিচ্ছদ দাস দান করিয়া, বিবেচনা করিবে যে,

অপি চেৎ প্রতিগৃহ্নীয়ুঃ শ্রদ্ধাপূতং স্বশক্তিতঃ।
কার্য্যমিত্যেব মন্বানা ধর্ম্মজ্ঞাস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ১০৫
যস্য দানং প্রতীক্ষন্তে পর্জ্জন্যমিব কর্ষকাঃ।
স দ্বিজস্ত্রিদশায়াতঃ স্বর্গী স্যান্নাত্র সংশয়ঃ। ১০৬
রৌদ্রং কর্ম্ম ক্ষত্রিয়স্য সততং বর্ত্ততে মুনে।
তস্য বৈতানিকং কর্ম্ম দানঞ্চৈবেহ পাবনম্ ॥১০৭
ন তু পাপকৃতাং রাজ্ঞাং প্রতিগৃহ্নন্তি সাধবঃ।
অথ তে প্রতিগৃহ্নীয়ুর্দদ্যাদহরহর্মুনে ॥ ১০৮
শ্রদ্ধামাস্থায় পরমাং পাবনং হেতদুত্তমম্।
ব্রাহ্মণাংস্তর্পয়েদ্দ্রব্যৈঃ সর্ব্বজ্ঞানবিশারদান্ ॥১০৯
মৈত্রান্ সাধূন্ বেদ-বিদ্যা-শীল-বৃত্ত-তপোঽন্বিতান্
সমৃদ্ধঃ সন্ গৃহে যাবদ্ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদীয়তে ॥১১০
ধেনূরনডুহোঽন্নানি চ্ছত্রবাসাংস্যুপানহঃ।
অশ্ববন্তি চ যানানি বেশ্মানি শয়নানি চ ॥ ১১১
এতে মহাফলা ব্যুষ্টীর্দগ্ধপাপা মহাফলাঃ।
অজুগুপ্স্যাথ বিজ্ঞায় ব্রাহ্মণান্ বৃত্তিদর্শিতান্ ॥১১২

"ধর্ম্মজ্ঞতত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণগণ 'প্রতিগ্রহ স্ব-ধর্ম্ম এজন্য মদীয় শ্রদ্ধাপূত ও যথাশক্তি দান যদি গ্রহণ করেন, তবে কৃতার্থ হই।" কর্ষকগণ যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে সেইরূপ ব্রাহ্মণগণ যাহার দান প্রতীক্ষা করেন, তিনি দেবসমূহ কর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া অসংশয় স্বর্গে গমন করেন। ৮৪—১০৬। হে মুনে! ক্ষত্রিয়গণ সর্ব্বদাই যুদ্ধাদি ভয়ানক কার্য্য করিয়া থাকেন। যজ্ঞ ও দান তাহাদিগের পবিত্রতা সম্পাদন করে। সাধুগণ পাপপরায়ণ নরপতির প্রতিগ্রহ করিবেন না। যদি করেন, তবে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সহিত প্রতিদিন দান করিলে, তাহাই তাঁহাদিগের শুদ্ধি-সম্পাদন করিবে। সর্ব্বজ্ঞানবিশারদ ব্রাহ্মণ বেদবিদ্যাশীল আচার ও তপঃসমন্বিত মিত্র ও সাধুগণকে বিবিধ দ্রব্য দান করিয়া সন্তুষ্ট করিবে। গৃহে যে যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য থাকে, তাহা ব্রাহ্মণকে দিবে। ধেনু, বৃষ, অন্ন, ছত্র, বস্ত্র, চর্ম্ম-পাদুকা, অশ্বযুক্ত যান, গৃহ, শয্যা, এই সকল দানে মহাফল; ইহা হইতে সমুদয় পাপ দগ্ধ হয়। দরিদ্র বলিয়া তাহাদিগকে

উপচ্ছন্নং প্রকাশঞ্চ বৃত্ত্যা তান্ প্রতিপাদয়েৎ।
এবং পাপৈর্বিনির্ম্মুক্তঃ স্বর্গং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥
পুত্রবচ্চাপি ভৃত্যাংশ্চ প্রজাশ্চ পরিপালয়েৎ।
যোগক্ষেমো ভবেৎ তস্য ব্রাহ্মণেভ্যস্তু নিত্যশঃ ॥
যো রক্ষিভ্যঃ সমাদায় রাজা রাষ্ট্রং প্রলুম্পতি।
ন রক্ষেচ্চ ততস্তস্মাৎ পাপমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ১১৫
স্বগাদায় নরাৎ সম্যগ্‌যজেদ্রাজা সমাহিতঃ।
যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে কর্ম্ম তৎ প্রশংসন্তি সাধবঃ ॥
অপীড়িতাঃ সুসংবৃদ্ধা যদ্দদত্যনুকূলতঃ।
তদ্দর্শনাভ্যুপায়েন যষ্টব্যং নিত্যমাদৃতৈঃ ॥ ১১৭
যথোপরি নিষিচ্যেত নিচিতার্থো যথোদধিঃ।
তথা রাজা মহাযজ্ঞৈর্যজেত বহুদক্ষিণৈঃ ॥ ১১৮
বাল-বৃদ্ধধনং রক্ষেদন্ধস্য কৃপণস্য চ।
ন খাতপূর্ব্বং কুর্ব্বীত ন চাদন্তং ধনং হরেৎ ॥১১৯
হৃতং কৃপণবিত্তং হি রাষ্ট্রং হন্তি নৃপক্রিয়াঃ।
যথা স্বাদূনি ভোজ্যানি সমবেক্ষন্তি বালকাঃ ॥১২০
যদি চৈতাদৃশো রাষ্ট্রে বিদ্বান্ সীদেৎ ক্ষুধান্বিতঃ।
ধিক্ তস্য জীবিতং রাজ্ঞো রাষ্ট্রে যস্যাবসীদতি ॥
অবৃত্ত্যা তং মনুষ্যোঽসৌ শিবিরাহ বচো যথা।
যস্য স্ম বিষয়ে রাজ্ঞঃ ক্ষুধা সীদন্তি বাড়বাঃ ॥১২২
অবৃত্তিমেব তৎ রাষ্ট্রং দহতে সহরাজকম্।
ক্রোশন্ত্যো যস্য রাষ্ট্রাদ্ধি হ্রিয়ন্তে তরসা স্ত্রিয়ঃ ॥
ক্রোশতাং পতিপুত্রাণাং মৃতঃ স ন তু জীবতি।
অরক্ষিতারং ভর্ত্তারং বিলোপ্তারমদায়কম্ ॥ ১২৪
তং রাজানং বলাদ্ধন্যুঃ প্রজাঃ সম্ভূয় নির্ঘৃণম্।
অহং বো রক্ষিতেত্যুক্ত্বা স্ববচোনাশকারকঃ ॥১২৫
স সংহত্য নিহন্তব্যো যো ন রক্ষতি ভূমিপঃ।
পাপং কুর্ব্বন্তি যৎকিঞ্চিৎপ্রজা রাজা হ্যরক্ষিতাঃ ॥
চতুর্থং তস্য পাপস্য রাজ্ঞো ভবতি নো মতম্।
অপ্যাহুঃ সর্ব্বমপ্যেতদ্ভূয়োঽর্দ্ধমিতি নিত্যশঃ ॥১২৭

ঘৃণা করিবে না; বৃত্তিহীন জানিয়াই গূঢ়ভাবে প্রকাশে দান করিবে। মনুষ্য এই প্রকার করিলে, পাপ হইতে মুক্ত হয়; পুত্রবৎ ভৃত্য ও প্রজাবর্গের প্রতিপালন করেন এবং ব্রাহ্মণ হইতে যোগক্ষেম লাভ হয়। যে রাজা নগরপাল হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা শাসন করিয়া প্রজানাশ করে; মনীষিগণ সেই রাজার পাপ কীর্ত্তন করিয়াছেন। যে রাজা স্বয়ংতঃ প্রজা হইতে ধন গ্রহণ করিয়া সমাহিত হইয়া যজ্ঞ বা যে কিছু কর্ম্ম করেন, সাধুগণ সেই রাজার প্রশংসা করেন। প্রজাগণ অপীড়িত ও সুখসংবৃদ্ধ হইয়া, যাহাতে দান করে, রাজা এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া ধন গ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞ করিবেন। সমুদ্র জলপূর্ণ হইলেও মেঘ যেমন তাহার প্রতি বারিবর্ষণ করে, ধর্ম্মাত্মা নরপতি, সম্পূর্ণ ধর্ম্ম থাকিলেও দান ও যজ্ঞ দ্বারা তাহার বৃদ্ধি করিবেন। বালক, বৃদ্ধ, অন্ধ ও পীড়িতের ধন রাজা, রক্ষা করিবেন। ভূগর্ভে লুক্কায়িত অপরের ধন ও অদত্ত হরণ করিবেন না। রাজা যদি কৃপণের ধন হরণ করেন, তবে তাঁহার রাজ্য ও যজ্ঞাদি সকল কার্য্যই বিনষ্ট হয়। বালকের হস্তস্থিত মিষ্টদ্রব্যের ন্যায় কৃপণধন আপনি ও পর কাহারও ভোগ্য হয় না। যে রাজার রাজ্যে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ক্ষুৎপীড়িত হইয়া অবসন্ন হন, সে রাজার জীবনে ধিক্। যে রাজার রাজ্যে ব্রাহ্মণেরা ক্ষুধায় অবসন্ন হন, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শিবির যে বাক্য আছে, তদনুসারে সেই রাজা মনুষ্যপদবাচ্য হন না। সে রাজ্যও রাষ্ট্রপদবাচ্য নহে; রাজার সহিত সেই রাজ্য দগ্ধ হইয়া যায়; কামুক ও দস্যুগণ যে নৃপতির রাজ্য হইতে আক্রোশ-পরায়ণ পতি-পুত্রের সমক্ষে রোরুদ্যমানা রমণীকে বলপূর্ব্বক হরণ করে, সে রাজা মৃত, কখন সে জীবিত হয় না। রক্ষণ ও ভরণ-পরাঙ্মুখ প্রজাদিগের ধনবিলোপকারী অদাতা নির্দ্দয় নরপতিকে প্রজাগণ বলপূর্ব্বক বিনাশ করিবে। যে ভূপতি "আমি তোমাদিগের রক্ষিতা' ইহা বলিয়া, আপনার বাক্য প্রতিপালন করিতে পারে না, প্রজাগণ মিলিত হইয়া তাহাকে বিনষ্ট করিবে। প্রজা রক্ষাভাবে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যে সকল পাপ করে, আমাদিগের বিবেচনায় রাজা তাহার চতুর্থ ভাগ প্রাপ্ত হন। অপর মুনিগণ বলেন, সেই

শুভং বা যদি কুর্ব্বন্তি প্রজা রাজ্ঞা সুরক্ষিতাঃ।
চতুর্থং তস্য পুণ্যস্য রাজা প্রাপ্নোতি নিত্যশঃ॥

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং ধর্ম্মবিশেষকথনং নাম বিংশো-ঽধ্যায়ঃ॥ ২০॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

গুণাধিকেভ্যো বিপ্রেভ্যো দাতুকামো মহীপতিঃ।
কানি দানানি লোকেঽস্মিন্ দদ্যাদ্ব্রহ্মসুতোত্তম
সনৎকুমার উবাচ।
লোকতন্ত্রং হি সংজ্ঞায় দেবাঃ সর্ষিপুরোগমাঃ।
অন্নমেব প্রশংসন্তি সর্ব্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ২
তস্মাদন্নং বিশেষেণ দাতুমিচ্ছন্তি সাধবঃ।
অন্নেন সদৃশং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥ ৩
অন্নেন ধার্য্যতে সর্ব্বং বিশ্বং জগদিদং মুনে।
অন্নমূর্জ্জস্করং লোকে প্রাণা হ্যন্নে প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ৪

দাতব্যং ভিক্ষবে চান্নং ব্রাহ্মণায় মহাত্মনে।
কুটুম্বং পীড়য়িত্বাপি আত্মনো ভূতিমিচ্ছতা॥ ৫
নিদধাতি নিধিশ্রেষ্ঠং যো দদ্যাদন্নমর্থিনে।
ব্রাহ্মণায়ার্ত্তরূপায় পারলৌকিকমাত্মনঃ॥ ৬
অর্চ্চয়েদ্ভূতিমন্বিচ্ছন্ কালে দ্বিজমুপস্থিতম্।
শ্রান্তমধ্বনি বর্ত্তন্তং গৃহস্থং গৃহমাগতম্॥ ৭
অন্নদঃ প্রাপ্নুতে ব্যাস সুশীলো বীতমৎসরঃ।
ক্রোধমুৎপতিতং হিত্বা দিবি চৈবেহ যৎ সুখম্।
নাভিনন্দেদভিগতং ন প্রণুদ্যাৎ কথঞ্চন।
অপি শ্বপাকে শুনি বা ন দানং বিপ্রণশ্যতি॥ ৯
শ্রান্তায়াদৃষ্টপূর্ব্বায় হ্যন্নমধ্বনিবর্ত্তিনে।
যো দদ্যাদপরিক্লিষ্টং স সমৃদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥ ১০
পিতৃন্ দেবাংস্তথা বিপ্রানতিথীংশ্চ মহামুনে।
যো নরঃ প্রীণয়ত্যন্নৈস্তস্য পুণ্যফলং মহৎ॥ ১১
কৃত্বাপি সুমহৎ পাপং যো দদ্যাদন্নমর্থিনে।
ব্রাহ্মণায় বিশেষেণ স তু পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১২

সকল পাপের অর্দ্ধাংশ রাজগামী হয় এবং রাজার পালনে প্রজাগণ সুরক্ষিত হইয়া যে পুণ্যকর্ম্ম করে, রাজা তাহার চতুর্থাংশ লাভ করেন। ১০৭—১২৮;

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২০॥

একবিংশ অধ্যায়।

বেদব্যাস কহিলেন,—হে ব্রহ্মসুতোত্তম! রাজা গুণবান্ ব্রাহ্মণোদ্দেশে দান করিতে ইচ্ছা করিলে, কোন্ কোন্ দ্রব্য দিবে? সনৎকুমার কহিলেন,—শ্রেষ্ঠ ঋষি ও দেবগণ লোকতন্ত্র পরিজ্ঞান করিয়া, অন্নকেই অতিমাত্র প্রশংসা করেন; যেহেতু অন্নে সকলই প্রতিষ্ঠিত। অতএব সাধুগণ বিশেষরূপে অন্নদান করিতেই ইচ্ছা করেন; অন্নদানতুল্য দান কখন হয় নাই ও হইবে না। হে মুনে! অন্নই এই বিশ্ব ধারণ করিতেছে, অন্ন বলকারী; প্রাণী মাত্রেরই প্রাণ অন্নে প্রতিষ্ঠা করিতেছে। আপনার শুভাভিলাষী পরিবারবর্গের ক্লেশ দিয়াও ভিক্ষু ও মহাত্মা ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিবে। যে ক্ষুধিত অন্নার্থী ব্রাহ্মণকে অন্নদান করে, তাহার পরলোকের মহোপকারী পুণ্যরূপ নিধি সঞ্চয় করা হয়। যিনি আপনার ঐশ্বর্য্য ইচ্ছা করেন, তিনি যথাকালে সমাগত শ্রমাতুর পান্থ অতিথিকে অন্নপান দ্বারা পূজা করিবে। হে ব্যাস! শীলসম্পন্ন মাৎসর্য্যহীন মনুষ্য যাচকের প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া অন্নদান করিলে, ইহলোক ও পরলোকে সুখভাজন হয়। ১—৮। যাচ্ঞার্থ উপস্থিত অতিথিকে অভি- নন্দন করিবার আবশ্যক নাই এবং তাহাকে কোন মতে তিরস্কার করিবে না। অধিক কি, চণ্ডাল বা কুক্কুরকে দান করিলেও বিফল হয় না। শ্রান্ত অপারচিত পথিককে অপরিক্লেশে দান করিলে সমৃদ্ধি লাভ করে। হে মহর্ষে! যে ব্যক্তি পিতৃগণ, দেবগণ, ব্রাহ্মণগণ ও অতি- থিকে অন্নদান করিয়া পরিতৃপ্ত করে, সে মহৎ পুণ্যফল প্রাপ্ত হয়। ঘোরতর পাপ করিয়াও যে ব্যক্তি অর্থীকে বিশেষত ব্রাহ্মণকে অন্নদান করে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে।

ব্রাহ্মণেষক্ষয়ং দানমন্নং শূদ্রে মহৎ ফলম্।
অন্নপানঞ্চ শূদ্রে চ ব্রাহ্মণে চ বিশিষ্যতে ॥ ১৩
ন পৃচ্ছেদ্গোত্রচরণং স্বাধ্যায়ং দেশমেব চ
ভিক্ষিতে ব্রাহ্মণেনেহ দদ্যাদন্নং প্রযাচতঃ ॥ ১৪
অন্নস্য শুভা বৃক্ষাঃ সর্ব্বকামফলান্বিতাঃ।
ভবন্তীহ যথা পুত্রা হর্ষযুক্তাস্ত্রিবিষ্টপে ॥ ১৫
অন্নদানেন যে লোকাস্তান্ শৃণুষ্ব মহামুনে।
ভবনানি প্রকাশন্তে দিবি তেষাং মহাত্মনাম্ ॥ ১৬
নানাসংস্থানরূপাণি নানাকামান্বিতানি চ।
সর্ব্বকামফলাশ্চাপি বৃক্ষা ভবনসংস্থিতাঃ ॥ ১৭
হেমবাপ্যঃ শুভাঃ কূপা দীর্ঘিকাশ্চৈব সর্ব্বশঃ।
ঘোষবন্তি চ যানানি মুক্তান্যথ সহস্রশঃ ॥ ১৮
ভক্ষ্যভোজ্যময়াঃ শৈলা বাসাংস্যাভরণানি চ।
ক্ষীরং স্রবন্ত্যঃ সরিতস্তথৈবান্নস্য পর্ব্বতাঃ ॥ ১৯
প্রাসাদাঃ পাণ্ডুরাভাসাঃ শয্যাশ্চ কনকোজ্জ্বলাঃ।
তানন্নদোঽনুগচ্ছন্তি তস্মাদন্নপ্রদো ভবেৎ ॥ ২০
এতে লোকাঃ পুণ্যকৃতামন্নদানান্মহাশুভাঃ।
তস্মাদন্নং বিশেষেণ দাতব্যং মানবৈর্ভুবি ॥ ২১
এতদ্যঃ শ্রাবয়েচ্ছ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণান্ ভক্তিতো মুনে।
অক্ষয্যমন্নদানঞ্চ পিতৃণামুপতিষ্ঠতি ॥ ২২

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহি-
তায়ামন্নদানবিধির্নামৈক-
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ।

পানীয়দানং পরমং দানানামুত্তমং সদা।
তস্মাদ্বাপীশ্চ কূপাংশ্চ তড়াগানি চ কারয়েৎ ॥ ১
অর্দ্ধং পাপস্য হরতি পুরুষস্য বিকর্ম্মিণঃ।
কূপঃ প্রবৃত্তপানীয়ঃ সুপ্রবৃত্তশ্চ নিত্যশঃ ॥ ২
সর্ব্বং তারয়তে বংশং যঃ খনেচ্চ জলাশয়ম্।
গাবঃ পিবন্তি বিপ্রাশ্চ সাধবশ্চ নরাঃ সদা ॥ ৩
নিদাঘকালে পানীয়ং যস্য তিষ্ঠত্যবারিতম্।

ব্রাহ্মণকে দান করিলে, তাহা অক্ষয় হয়। শূদ্রকে দান করিলেও মহৎ ফল হয়। সকল বর্ণকেই অন্নপান দান করিলে, তাহা বিশেষ ফলপ্রদ হয়। অতিথির গোত্র, শাখা, স্বাধ্যায়, দেশ, কিছুই জিজ্ঞাসা করিবে না, যাচক ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিবে। অন্নদানকারীরা ইহলোকে যেমন সন্তান-সন্ততি সমন্বিত মঙ্গল-যুক্ত হর্ষ দান করে, সেইরূপ স্বর্গেও অভিলষিত-ফলপ্রদ কল্পবৃক্ষ হর্ষ বিতরণ করে। হে মহামুনে! অন্নদান করিলে যে সকল লোক-প্রাপ্তি হয়, তাহা শ্রবণ কর। স্বর্গে সেই মহাত্মাদিগের নানা নিবেশরূপ, নানা কামযুক্ত ভবনসমূহ প্রকাশিত হয়। সর্ব্বাভিলষিতপ্রদ বৃক্ষনিচয় ভবনে অবস্থান করে। হেমবাপী, নির্ম্মল জলযুক্ত কূপ ও দীর্ঘিকা, গম্ভীর-নিনাদী মৌক্তিকময় যান, ভক্ষ্য ভোজ্যযুক্ত শৈল, উত্তম বস্ত্র, অলঙ্কার, ক্ষীরস্রাবি-নদী, অন্নের পর্ব্বত, শুভ্র প্রাসাদ, স্বর্ণরচিত উজ্জ্বল শয্যা, এই সকল দাতার হস্ত-গত হয়। অতএব অন্নপ্রদান করা উচিত। পুণ্যাত্মা অন্নদানকারী এই সকল লোকে গমন করেন। অতএব সকলেই অতিথিকে অন্নদান করিবে। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে এই দান-প্রশস্তি ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে শ্রবণ করায়, সেই শ্রাদ্ধীয়ান্ন পিতৃগণের অগ্রাহ্য হইলেও তাহার পিতৃগণ তাহা গ্রহণ করেন। ৯—২২।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন,—জলদান সকল দান অপেক্ষা উত্তম; অতএব বাপী-কূপ-তড়াগাদি খনন করা উচিত। পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও লোক-সুখার্থ জলপূর্ণ জলাশয় উৎসর্গ করিলে তাহার পাপের অর্দ্ধাংশ নষ্ট হয়। যে জলাশয় খনন করে, তাহার বংশের সকলেই পাপমুক্ত হয়; যেহেতু তাহার জলাশয়ে গো, বিপ্র, সাধু ও সামান্য মনুষ্যেরা জল পান করে। যে নিদাঘকালে জলাশয় অবারিত রাখে, সে কখন

সুদুর্গং বিষমং কৃচ্ছ্রং ন কদাচিদবাপ্যতে ॥ ৪
তড়াগানাঞ্চ বক্ষ্যামি কৃতানাং যে গুণাঃ স্মৃতাঃ ।
ত্রিষু লোকেষু সর্ব্বত্র পূজিতো যস্তড়াগবান্ ॥ ৫
অথবা মিত্রসদনং মিত্রমৈত্রবিবর্দ্ধনম্ ।
কীর্ত্তিসঞ্জননং শ্রেষ্ঠং তড়াগানাং নিবেশনম্ ॥ ৬
ধর্ম্মস্যার্থস্য কামস্য ফলমাহুর্ম্মনীষিণঃ ।
তড়াগং সুকৃতং দেশে ক্ষেত্রমধ্যে মহাশ্রয়ম্ ॥ ৭
চতুর্ব্বিধানাং ভূতানাং তড়াগস্যোপলক্ষয়েৎ ।
তড়াগানি চ সর্ব্বাণি দিশন্তি শ্রিয়মুত্তমাম্ ॥ ৮
দেবা মনুষ্যা গন্ধর্ব্বাঃ পিতরোরগরাক্ষসাঃ ।
স্থাবরাণি চ ভূতানি সংশ্রয়ন্তি জলাশয়ম্ ॥ ৯
বর্ষাঋতৌ তড়াগে তু সলিলং যস্য তিষ্ঠতি ।
অগ্নিহোত্রফলং তস্য এবমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ১০
শরৎকালে তু সলিলং তড়াগে যস্য তিষ্ঠতি ।
গোসহস্রফলং তস্য লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১
হেমন্তে শিশিরে চৈব সলিলং যস্য তিষ্ঠতি ।
স বৈ বহুসুবর্ণস্য যজ্ঞস্য লভতে ফলম্ ॥ ১২
বসন্তে চ তথা গ্রীষ্মে সলিলং তিষ্ঠতে যদি ।
অতিরাত্রাশ্বমেধানাং ফলমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ১৩
নানাবিধানাং বৃক্ষাণাং রোপণে চ গুণান্ শৃণু ।
অতীতানাগতৌ চোভৌ পিতৃবংশৌ সমুদ্ধরেৎ ।
কান্তারবৃক্ষরোপী চ তস্মাদ্বৃক্ষাংস্তু রোপয়েৎ ।
তত্র পুত্রা ভবন্ত্যেতে পাদপা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪
পরলোকং গতে সোঽপি লোকানাপ্নোতি চাক্ষয়ান্
পুষ্পৈঃ সুরগণান্ সর্ব্বান্ ফলৈশ্চাপি তথা পিতৄন্
ছায়য়া চাতিথীন্ সর্ব্বান্ পূজয়ন্তি মহীরুহাঃ ।
পুষ্পিতাঃ ফলবন্তশ্চ তর্পয়ন্তীহ মানবান্ ॥ ১৫
কিন্নরোরগ-রক্ষাংসি দেব-গন্ধর্ব্ব-মানবাঃ ।
তথা ঋষিগণাশ্চৈব সংশ্রয়ন্তি মহীরুহান্ ॥ ১৬
ইহ লোকে পরে চৈব পুত্রাস্তে ধর্ম্মতঃ স্মৃতাঃ ।
তড়াগকৃদ্বৃক্ষরোপী ইষ্টযজ্ঞশ্চ যো দ্বিজঃ ॥ ১৭
এতে স্বর্গান্ন হীয়ন্তে যে চান্যে সত্যবাদিনঃ ।
সত্যমেব পরং ব্রহ্ম সত্যমেব পরং তপঃ ॥ ১৮
সত্যমেব পরো যজ্ঞঃ সত্যমেব পরং শ্রুতম্ ।

দুর্গম ও বিষম কষ্ট প্রাপ্ত হয় না। তড়াগ-নির্ম্মাণের যে সকল গুণ, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। যে তড়াগনির্ম্মাতা, সে তিন লোকের সর্ব্বত্রই পূজিত হয় ও সূর্য্যের সহিত মিত্রতা লাভ করিয়া, সূর্য্যলোকে গমন করে এবং অতুল কীর্ত্তি লাভ করে। উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ তড়াগ নির্ম্মাণ করিলে, ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের ফল প্রাপ্ত হয়। চতুর্ব্বিধ প্রাণী উদ্দেশে তড়াগ উৎসর্গ করিবে। সর্ব্বপ্রকার তড়াগ উত্তম শ্রী বিতরণ করে। দেব, মানব, সর্প, রাক্ষস এবং স্থাবর প্রাণিবর্গ জলাশয় আশ্রয় করেন। মহাত্মগণ কহিয়াছেন, "যাহার জলাশয়ে অন্য ঋতুতে জল না থাকিলেও কেবল বর্ষাকালে জল থাকে, তাহারও অগ্নিহোত্রফল লাভ হয়। যাহার তড়াগে বর্ষাকাল হইতে শরৎকাল পর্য্যন্ত জল থাকে, নিশ্চয় তাহার গোসহস্রদান জন্য ফল হয়। হেমন্ত ঋতু অবধি জল থাকিলে সুবর্ণদান জন্য ফল ও শিশির ঋতু পর্য্যন্ত থাকিলে যজ্ঞানুষ্ঠান জন্য ফল লাভ হয়। বসন্তকাল পর্য্যন্ত জলাশয়ে জল থাকিলে অতিরাত্রনামক যজ্ঞানুষ্ঠানফল; গ্রীষ্ম পর্য্যন্ত জল থাকিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল হয়। ১—১৩। নানাবিধ বৃক্ষ রোপণে যে ফল হয়, তাহা শ্রবণ কর। যে মানব কান্তারে বিবিধ বৃক্ষ রোপণ করে, সে অতীত পিতৃবংশ ও অনাগত বংশের উদ্ধার করে; অতএব বৃক্ষ রোপণে যত্নবান্ হওয়া উচিত। বৃক্ষ রোপণ করিলে, বৃক্ষগণ রোপণকারীর পুত্রত্ব সম্পাদন করে। অতএব পরলোকে গত হইয়া, অক্ষয় লোকে গমন করে। বৃক্ষগণ পুষ্প দ্বারা দেবগণের, ফল দ্বারা পিতৃগণের, ছায়া দ্বারা অতিথিগণের পূজা ও তৃপ্তি সম্পাদন করে এবং মনুষ্যগণও ফল পুষ্প দ্বারা তৃপ্তিলাভ করে। কিন্নর, উরগ, রাক্ষস, দেব, গন্ধর্ব্ব, মানব এবং ঋষিগণ বৃক্ষগণকে আশ্রয় করেন। অতএব বৃক্ষ ইহলোক ও পরলোকে ধর্ম্মতঃ পুত্র। তড়াগকারী, বৃক্ষরোপী, যজ্ঞানুষ্ঠায়ী বা সত্যবাদী দ্বিজ স্বর্গ হইতে হীন হন না। সত্যই পরমব্রহ্ম, সত্যই শ্রেষ্ঠ তপস্যা, সত্যই শ্রেষ্ঠ

সত্যং বেদেষু জাগর্ত্তি সত্যঞ্চ পরমং পদম্ ॥ ২১
তপো যজ্ঞশ্চ পুণ্যঞ্চ দেবর্ষিপিতৃপূজনম্।
আপো বিধিশ্চ বিদ্যা চ সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্
সত্যং যজ্ঞস্তথা দানং মন্ত্রা দেবী সরস্বতী।
ব্রতচর্য্যা তথা সত্যমোঙ্কারঃ সত্যমেব চ ॥ ২৩
সত্যেন বায়ুরভ্যেতি সত্যেন তপতে রবিঃ।
সত্যেনাগ্নির্নির্দ্দহতি স্বর্গঃ সত্যেন তিষ্ঠতি ॥ ২৪
পালনং সর্ব্ববেদানাং সর্ব্বতীর্থাবগাহনম্।
সত্যঞ্চ বদতো লোকে সর্ব্বমাপ্নোত্যসংশয়ঃ ॥২৫
অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাচ্চ সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥ ২৬
সত্যেন দেবাঃ প্রীয়ন্তে পিতরো ঋষয়স্তথা।
সত্যমাহুঃ পরং ধর্ম্মং সত্যমাহুঃ পরং পদম্ ॥২৭
সত্যমাহুঃ পরংব্রহ্ম তস্মাৎ সত্যং সদা বদেৎ।
মুনয়ঃ সত্যনিরতাস্তপস্তপ্ত্বা সুদুষ্করম্ ॥ ২৮
সত্যধর্ম্মে রতাঃ সিদ্ধাস্ততঃ স্বর্গমিতো গতাঃ।
অপ্সরোগণসঙ্ঘুষ্টৈর্বিমানৈঃ পরিযাতৃভিঃ ॥ ২৯
বক্তব্যঞ্চ সদা সত্যং ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।
অগাধে বিপুলে শুদ্ধে সত্যতীর্থে শুচিহ্রদে ॥ ৩০
স্নাতব্যং মনসা যুক্তৈঃ স্নানং তৎ পরমং স্মৃতম্।
আত্মার্থে বা পরার্থে বা পুত্রার্থে বাপি মানবাঃ ॥৩১
অনৃতং যে ন ভাষন্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ।
বেদা যজ্ঞাস্তথা মন্ত্রাঃ সন্তি বিপ্রেষু নিত্যশঃ।
নো ভান্ত্যমী হ্যসত্যেষু সত্যাৎ সত্যং সমাচরেৎ॥

ব্যাস উবাচ।

তপসো মে ফলং ব্রূহি পুনরেব বিশেষতঃ।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব বর্ণানাং ব্রাহ্মণানাং তপোধন ॥ ৩৩

সনৎকুমার উবাচ।

প্রবক্ষ্যামি তপোঽধ্যায়ং সর্ব্বকামার্থসাধনম্ ॥ ৩৪
সুদুশ্চরং দ্বিজাতীনাং তন্মে নিগদতঃ শৃণু।
তপো হি পরমং প্রোক্তং তপসা বিন্দতে ফলম্ ॥
তপোরতা হি যে নিত্যং মোদন্তে সহ দৈবতৈঃ।
তপসা প্রাপ্যতে স্বর্গস্তপসা প্রাপ্যতে যশঃ ॥ ৩৬
তপসা মোক্ষমাপ্নোতি তপসা বিন্দতে মহৎ।

বারণ যজ্ঞ, সত্যই অদ্বিতীয় বিদ্যা। সত্য দেবলোকে জাগরণ করিতেছে। সত্যই পরম পদ। তপস্যা, যজ্ঞ, পুণ্য, দেবঋষি ও পিতৃগণের পূজা, বৈদিক ধর্ম্ম এবং বিদ্যা সকলই সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সত্যই যজ্ঞ, সত্যই দান, সত্যই মন্ত্র, সত্যই দেবী সরস্বতী, সত্যই ব্রতাচরণ, সত্যই ওঙ্কার। সত্যপ্রভাবে বায়ু গমনাগমন করিতেছেন, সূর্য্য তাপ দান করিতেছেন, অগ্নি দাহ করিতেছেন। স্বর্গও সত্যপ্রভাবে অবস্থান করিতেছেন। বেদচতুষ্টয়ের পালন ও সর্ব্বতীর্থাবগাহন জন্য পুণ্য সত্যবাদী প্রাপ্ত হয়। সত্যের গৌরব-পরীক্ষা নিমিত্ত তুলাদণ্ডের এক দিকে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ও অপর দিকে সত্য ধৃত হইয়াছিল। তাহাতে অশ্বমেধ-সহস্র হইতে সত্যই অধিক গৌরবান্বিত হইয়াছিল। সত্য হইতে দেবগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণের প্রীতি হয়। মুনিগণ সত্যকে পরমধর্ম্ম, পরমপদ ও পরমব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব সর্ব্বদা সত্যবাদী হইবে। সত্যনিরত মুনিগণ দুষ্কর তপস্যা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া চতুর্দ্দিকে অনুগামিগণে বেষ্টিত হইয়া অপ্সরোগণ-পরিবৃত বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গগমন করিয়াছিলেন। সর্ব্বদা সত্যবাক্য বলা উচিত, সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। অগাধ, সত্যরূপ তীর্থবিশিষ্ট, নির্ম্মল হ্রদে স্নান করিবে, সেই স্নানই শ্রেষ্ঠ স্নান। আপনার নিমিত্ত, পরের নিমিত্ত বা পুত্রের নিমিত্ত যে মানব মিথ্যা না বলে, তাহারাই স্বর্গগামী হয়। বেদ, যজ্ঞ ও মন্ত্র, নিত্যই ব্রাহ্মণে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু অসত্যভাষী হইলে কিছুই শোভা পায় না। অতএব সত্য আচরণ করিবে। ১৪—৩২। বেদব্যাস কহিলেন, হে মুনে! আপনি পুনর্ব্বার বিশেষ করিয়া তপস্যার ফল কীর্ত্তন করুন। যেহেতু সকল বর্ণের, বিশেষ ব্রাহ্মণের, তপস্যাই ধন। সনৎকুমার কহিলেন, সর্ব্বকামার্থ-সাধক, দ্বিজাতিগণের দুশ্চর, তপস্যার প্রশংসাবোধক অধ্যায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। তপস্যাই শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে ফল লাভ করা যায়। যাহারা তপস্যায় নিরত, তাহারা দেবতাদিগের সহিত প্রমোদ করিতে থাকে। তপঃ হইতে স্বর্গ,

জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পত্তিং সৌভাগ্যং রূপমেব চ ॥৩৭
তপসা লভ্যতে সর্ব্বং মনসা যদ্‌যদিচ্ছতি।
নাতপ্ততপসো যান্তি ব্রহ্মলোকং কদাচন ॥ ৩৮
যৎ কার্য্যং কিঞ্চিদাস্থায় পুরুষস্তপ্যতে তপঃ।
তৎ সর্ব্বং সমবাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ ॥৩৯
সুরাপঃ পরদারী চ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
তপসা তরতে সর্ব্বং সর্ব্বতশ্চ বিমুচ্যতে ॥ ৪০
অপি সর্ব্বেশ্বরঃ স্থাণুর্বিষ্ণুশ্চৈব সনাতনঃ।
ব্রহ্মা হুতাশনঃ শক্রো যে চান্যে তপসান্বিতাঃ ॥ ৪১
ষড়শীতিসহস্রাণি মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
তপসা দিবি মোদন্তে সমেতা দৈবতৈঃ সহ ॥৪২
তপসা প্রাপ্যতে রাজ্যং স চ শক্রঃ সুরেশ্বরঃ।
তপসা পালয়ন্ সর্ব্বমহন্যহনি বৃত্রহা ॥ ৪৩
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ দেবৌ সর্ব্বলোক-হিতে রতৌ।
তপসৈব প্রকাশন্তে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা ॥ ৪৪
ন চাস্তি তৎ সুখং লোকে যদ্বিনা তপসা কিল।
তপসৈব সুখং সর্ব্বমিতি বেদবিদো বিদুঃ ॥ ৪৫

সর্ব্বঞ্চ তপসাভ্যেতি সর্ব্বঞ্চ সুখমশ্নুতে।
তপস্তপ্যতি যোঽরণ্যে বন্যমূলফলাশনঃ ॥ ৪৬
যোঽধীতে ঋচমেকাহং শুচিঃ সন্ তৎসমং যু...
শুচিরধ্যয়নাৎ পুণ্যং যদাপ্নোতি দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৪৭
তদধ্যায়াজ্জপস্যাপি দ্বিগুণং ফলমশ্নুতে।
জগদ্‌যথা নিরালোকং জায়তে শশিভাস্করৌ ॥ ৪৮
বিনা তথা পুরাণং হি ধ্যেয়মস্মান্মুনে সদা।
তপ্যমানঃ সদাজ্ঞানো নিরয়াদ্বোধশাস্ত্রতঃ ॥ ৪৯
সম্বোধয়তি লোকং তং তস্মাৎ পূজ্যতমো গুরুঃ
সর্ব্বেষাঞ্চৈব পাত্রাণাং শ্রেষ্ঠঃ পুরাণবিত্তমঃ ॥ ৫০
পতনাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মাৎ পাত্রমুদাহৃতম্।
ধনং ধান্যং হিরণ্যঞ্চ বাসাংসি বিবিধানি চ ॥ ৫১
যে দদন্তি সুপাত্রায় তে যান্তি পরমাং গতিম্।
গাং রথং মহিষীঞ্চৈব গজানশ্বাংশ্চ শোভনান্ ॥ ৫২
যঃ প্রযচ্ছতি মুখ্যায় তস্য পুণ্যফলং শৃণু।
অক্ষয়ং সর্ব্বকামীয়ং সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ৫৩
মহীং দদাতি যস্তস্মৈ কৃষ্টাং ফলবতীং শুভাম্।

যশঃ, মুক্তি ও ব্রহ্ম লাভ হয়। জ্ঞান, বিজ্ঞান, সম্পত্তি, সৌভাগ্য, রূপ ও যাহা যাহা অভীষ্ট, সেই সকলই তপোবলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তপস্যা না করিলে কখনই ব্রহ্মলোকে গমন করা যায় না। মনুষ্য যে কোন কার্য্য উদ্দেশ করিয়া তপস্যা করে, তপোবলে ইহপরলোকে সেই সমস্তই লাভ করেন। সুরাপায়ী, পরদারগামী, ব্রহ্মহত্যা, বিমাতৃগামী, ইহারাও তপোবলে পাপবিমুক্ত হইয়া উদ্ধার লাভ করে। সর্ব্বেশ্বর মহাদেব, সনাতন বিষ্ণু, ব্রহ্মা, অগ্নি, ইন্দ্র, ইহাঁরা ও তপোনুষ্ঠায়ী, ষড়শীতি সহস্র ঊর্দ্ধরেতা মুনি তপোবলে দেবগণের সহিত স্বর্গে হর্ষানুভব করিতেছেন। তপস্যা করিলে রাজ্যলাভ হয়। সুরেশ্বর ইন্দ্র প্রতিদিন তপোবলে সকলকে প্রতিপালন করিয়া বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। লোকহিতে নিরত চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র ও গ্রহগণ তপঃপ্রভাবেই প্রকাশ পান। জগতে এমন সুখ নাই, যাহা তপস্যা ভিন্ন অন্য কারণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদবিদ্‌গণ বলেন, তপঃপ্রভাবেই সকল সুখ লাভ করা যায়।

যিনি বন্য ফল মূল ভোজন করিয়া অরণ্যে তপস্যা করেন, তিনি সেই তপঃপ্রভাবে সকল দ্রব্য ও সকল সুখ ভোগ করেন। শুচি দ্বিজোত্তম অধ্যয়নজনিত যে পুণ্য প্রাপ্ত হন; শুচি হইয়া একদিন বেদাধ্যয়ন করিলে তত্তুল্য পুণ্য লাভ করে। চন্দ্র ও সূর্য্য ব্যতীত জগৎ যেমন আলোকশূন্য হয়, সেইরূপ পুরাণ শ্রবণ ব্যতীত জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সার্ব্বকালিক-জ্ঞানসম্পন্ন তপোনিরত গুরু জ্ঞান শাস্ত্রোপদেশ করিয়া শিষ্যকে নিরয় হইতে উদ্ধার করেন, অতএব গুরু পূজনীয়। সকল ব্যক্তি হইতে পুরাণজ্ঞ ব্রাহ্মণ উৎকৃষ্ট পাত্র; যেহেতু তিনি নরক-পতন ত্রাণ করেন, অতএব তাঁহাকে পাত্র বলিয়াছেন। যিনি ধন, ধান্য, হিরণ্য ও বিবিধ বস্ত্র পাত্রকে দান করেন, তিনি উত্তম গতিলাভ করেন। যিনি গো, রথ, মহিষী, গজ ও সুসজ্জিত অশ্বশ্রেষ্ঠ পাত্রকে দান করেন, তাঁহার যে ফল হয়, তাহা শ্রবণ কর ;—তিনি সর্ব্বকামদায়ী অশ্বমেধ যজ্ঞের অক্ষয় ফল লাভ করেন। যদি সৎপাত্রকে ...

স তারয়তি বৈ বংশান্ দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্ ॥
বিমানেন চ দিব্যেন শিবলোকং স গচ্ছতি।
ন যজ্ঞৈস্তুষ্টিমায়ান্তি দেবাঃ প্রেক্ষণকৈরপি ॥৫৫
বলিভিঃ পুষ্পপূজাভির্যথা পুস্তকবাচনৈঃ।
বিষ্ণোরায়তনে যস্তু কারয়েদ্ধর্ম্মপুস্তকম্ ॥ ৫৬
...তারকস্য কস্যাপি শৃণু তস্যাপি যৎ ফলম্।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥৫৭
ইতিহাস-পুরাণানাং পুণ্যং পুস্তকবাচনম্।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্যেহ সূর্য্যলোকং ভিনত্তি সঃ ॥
সূর্য্যলোকঞ্চ ভিত্ত্বা স ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি।
স্থিত্বা কল্পশতান্যত্র রাজা ভবতি ভূতলে ॥ ৫৯
অশ্বমেধসহস্রস্য যৎ ফলং সমুদাহৃতম্।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি দেবাগ্রে যো জয়ং পঠেৎ
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কার্য্যং পুস্তকবাচনম্।
ইতিহাস-পুরাণানাং শম্ভোরায়তনে শুভে ॥ ৬১
নান্যৎ প্রীতিকরং শম্ভোস্তথান্যেষাং দিবৌকসাম্ ॥

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং
পানীয়-দান-সত্য-তপঃ-পুরাণমাহাত্ম্য-
কথনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২২॥

...তী ভূমি দান করেন, তিনি ঊর্দ্ধতন দশ পুরুষ, ...বর্ত্তন দশ পুরুষ ও আপনাকে উদ্ধার করিয়া ...দিব্য বিমানারোহণপূর্ব্বক শিবলোকে গমন করেন। দেবগণ পুরাণপাঠে যাদৃশ তুষ্ট হন, যজ্ঞানুষ্ঠান, (দেবসমীপে) নাটকাদির অভিনয়, উপহার দান, পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিলে তাদৃশ তুষ্ট হন না। বিষ্ণুমন্দির, শিবমন্দির ও ব্রহ্মমন্দিরে যে ব্যক্তি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করেন, তিনি রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। ইতিহাস ও পুরাণ পুস্তকের পাঠ করিলে, পুণ্য ও সকল অভীষ্ট লাভ করিয়া, অন্তে সূর্য্যলোক ভেদ করিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করেন; তথায় শতকল্প বাস করিয়া ভূমণ্ডলে রাজত্ব লাভ করেন। সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের যে ফল উক্ত হইয়াছে, দেবতার নিকট পুরাণ পাঠ করিলে সেই ফল লাভ করা যায়। ভগবান্ মহেশ্বরের আয়তনে যত্নের সহিত ইতিহাস ও পুরাণপুস্তক পাঠ করিবে। ইহা ভিন্ন শিব ও অন্য দেবগণের প্রীতিকর আর কিছুই নাই। ৩৩—৬১।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
পুরাণং পরমং পুণ্যং সর্ব্বপাপহরং শিবম্ ॥ ১
কুমারঃ সর্ব্বলোকানাং নমস্কৃত্য পিতামহম্।
প্রোবাচেদং মহাখ্যানং দেবর্ষির্ব্রহ্মসূনুনা ॥ ২
গতোঽহং ধর্ম্মরাজানং দ্রষ্টুং সম্পূজিতো ময়া।
স্তুতিভিঃ পরয়া ভক্ত্যা বহুমানপুরঃসরম্। ৩
তথা মধুরয়া বাচা তেনোক্তোঽস্মি সুখাসনে।
ময়া তত্রোপবিষ্টেন দৃষ্টং কিঞ্চিন্মহাদ্ভুতম্ ॥ ৪
কাঞ্চনেন বিমানেন বৈদূর্য্যাকৃতবেদিনা।
মণিমুক্তাবিচিত্রেণ কিঙ্কিণীজালশোভিনা ॥ ৫
আগতং পুরুষং তত্র আসনাদ্দেবসত্তমঃ।
সসম্ভ্রমং সমুত্থায় দৃষ্ট্বা ধর্ম্মঃ স্বয়ং বিভুঃ ॥ ৬

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—এ বিষয়ে ইতিহাসজ্ঞগণ এই পুরাতন শুভপ্রদ ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি সনৎকুমার, সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া, এই ইতিহাস বলিলেন,—আমি একদা ধর্ম্মরাজকে দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলাম; তাঁহাকে বহুমানপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে স্তব দ্বারা পূজা করিলে, তিনি মধুরবাক্যে আমাকে উপবেশন করিতে বলিলেন। আমি সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া, এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম। একটী পুরুষ, বৈদূর্য্যময় বেদিযুক্ত, মণিমুক্তা-বিভূষিত, কিঙ্কিণীজাল-শোভিত, কাঞ্চন-রচিত বিমানে আরোহণ করিয়া, তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই পুরুষ আগমন করিবামাত্র ধর্ম্মরাজ আসন হইতে উঠিয়া, সসম্ভ্রমে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া

গৃহীত্বেদং তদা বাক্যমুবাচ হ সুখান্বিতম্ । *
সুখাগতং ধর্ম্মদর্শিন্ প্রীতোঽস্মি দর্শনাৎ তব ॥ ৭
সমীপে মম তিষ্ঠস্ব যাবদাজ্ঞা সতীহ যে ।
পুনর্ধাস্যসি তৎ স্থানং যত্র ব্রহ্মা স্বয়ং স্থিতঃ ॥ ৮
ইত্যুক্তে তু ততশ্চান্যো বিমানবরমাস্থিতঃ ।
আগতঃ পুরুষো দিব্যো যত্র তিষ্ঠতি ধর্ম্মরাট্ ॥ ৯
স পূজিতো বিমানস্থঃ প্রশ্রয়াবনতেন চ ।
সামপূর্ব্বং তথোক্তঃ স যথা পূর্ব্বনরস্য চ ॥ ১০
স্বয়ং ধর্ম্মেণ বৈ ব্রহ্মন্ দৃষ্ট্বা পূজাং কৃতাং তয়োঃ
তত্র মে বিস্ময়ো জাতঃ পৃষ্টো ধর্ম্মো ময়া ততঃ ॥
নরস্তব সকাশং হি যোঽয়ং পূর্ব্বমিহাগতঃ ।
কিমনেন কৃতং কর্ম্ম যস্য তুষ্টো ভবান্ ভৃশম্ ॥১২
অত্র মে কৌতুকং জাতং কৃতা হি স্বয়মেব তু ।
যদস্য ভবতা পূজা বিস্ময়ো মেঽভবন্মহান্ ॥ ১
তথৈবাস্য কৃতা পূজা দ্বিতীয়স্য নরস্য তু ।
মন্যেঽহং শুভকর্ম্মাণৌ কাবিমৌ নরসত্তমৌ ॥ ১
যত্ত্বমাভ্যাং সমং পূজাং কুরুষে ধর্ম্মকারণাৎ ।
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদ্যৈশ্চ পূজ্যসে ত্বং সদা ভৃশম্ ।
যস্ত্বেদৃক্ পরমং পুণ্যং কিমেতৌ কর্ম্ম চক্রতুঃ ।
কথ্যতাং মম সর্ব্বং হি ফলং দিব্যমবাপতুঃ ॥ ১
ততস্ত্বসৌ তু মামাহ হরিঃ কর্ম্ম যথা তয়োঃ ।
কৃতং শুভমিহাযাতৌ তচ্ছৃণুষ্ব মহামতে ॥ ১

ধর্ম্ম উবাচ ।

বৈদিশং নাম নগরং পৃথিব্যামস্তি বিশ্রুতম্ ।
তত্রাভূৎ পৃথিবীপালো ধরাপাল ইতি শ্রুতঃ ॥ ১
কস্মিন্ কালে পুরা দেবী শশাপ স্বগণং ক্রুধা
যাম্মতে তু পরা নারী ভর্ত্তুর্যস্মে নিবেশিতা ॥ ১
তস্মাদ্দ্বাদশ বর্ষাণি জম্বুকস্ত্বং ভবিষ্যসি ।

কহিলেন, "হে ধর্ম্মদর্শিন্! তুমি ত সুখে আগমন করিয়াছ ? আমি তোমার দর্শনে প্রীত হইলাম। আমার আজ্ঞাক্রমে সমীপে উপবেশন কর, পরে পুনর্ব্বার যথায় স্বয়ং ব্রহ্মা অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করিও।" এই কথা বলিলে, উৎকৃষ্ট-বিমানারূঢ় দিব্যাকার আর একটী পুরুষ ধর্ম্মরাজ-সন্নিধানে আগত হইলেন। ধর্ম্মরাজ প্রশ্রয়াবনম্র হইয়া, সেই বিমানস্থ পুরুষের পূজা করিলেন এবং প্রথমাগত মনুষ্যকে যেমন মধুর-বাক্য কহিয়াছিলেন, সেইরূপ মধুর-বাক্য কহিলেন। হে ব্রহ্মন্! আমি স্বয়ং ধর্ম্মরাজকে তাঁহাদিগের পূজা করিতে দেখিয়া, বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, "যে মনুষ্য প্রথমে আপনার নিকট আগমন করিয়াছেন, ইনি এমন কি কর্ম্ম করিয়াছেন যে, আপনি ইহাঁর প্রতি এত সন্তুষ্ট হইয়াছেন ? এ বিষয়ে আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। আপনি স্বয়ং ধর্ম্মরাজ হইয়া যখন ইহাঁর পূজা করিলেন, তখন আমার কৌতূহল হইতে পারে এবং এই দ্বিতীয় ব্যক্তিরও তদ্রূপ পূজা করিলেন; আমার বিবেচনা হয়, ইহাঁরা অত্যন্ত পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছেন। এখন বলুন এই দুই শ্রেষ্ঠ মনুষ্য কে? আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকর্ত্তৃক সর্ব্বদা পূজিত হইয়া যে এই দুই জনের তুল্য পূজা করিলেন, পূর্ব্বকৃত পুণ্যই ইহার হেতু। হে দেব! ইহাঁরা এমন কি কর্ম্ম করিয়াছেন, যাহা দ্বারা আপনার নিকট প্রজা-প্রাপ্তিরূপ দিব্য ফললাভ করিয়াছেন ?" অনন্তর যম আমাকে কহিলেন, ইহাঁরা যে শুভকর্ম্ম করিয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। ১—১৭। ধর্ম্ম বলিলেন, পৃথিবীতে বৈদিশ নামে এক নগর আছে, সেই নগরে ধারাপাল নামক অতি বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। পূর্ব্বে কোন সময়ে পার্ব্বতী স্বীয় অন্যতম অনুচরকে ক্রোধে অভিশাপ দেন, "ওরে তুই যেহেতু আমা ভিন্ন অন্য কোন রমণীকে আমার স্বামীর সহিত সঙ্গত করিয়াছিস্, এইজন্য তুই দ্বাদশবর্ষ শৃগাল হইয়া

---

* এতদূর্দ্ধস্য স্থানে—
"গৃহীত্বা দক্ষিণে পাণৌ পূজিতোঽর্ঘ্যেণ যত্নতঃ ।
শিরসাভ্রায় দেবেশঃ পুরতঃ স্থাপ্য তং নরম্ ।
পূজয়িত্বা চ তং ধর্ম্ম ইদং বাক্যমুবাচ হ ।"
ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।

ইত্যুক্তঃ স তু বভ্রাম জম্বুকো মেদিনীতলম্ ॥২০
বিতস্তা-বেত্রবত্যোস্তু সঙ্গমে লোকবিশ্রুতে।
শাপান্তো ভবিতা তত্র পূর্ব্বোক্তো গিরিকন্যয়া ॥২১
ততোঽসৌ নশনং কৃত্বা ক্ষেত্রে প্রাণাংস্ততোঽসৃজৎ
দিব্যরূপবপুর্ভূত্বা জগাম শিবসন্নিধৌ ॥ ২২
তদাশ্চর্য্যং মহদ্দৃষ্ট্বা ধরাপালো মহীপতিঃ।
শম্ভোরায়তনং কৃত্বা স্থাপয়ামাস বৈ শিবম্ ॥ ২৩
তস্মিন্ পুরে সুরান্ সর্ব্বানর্চ্চয়ন্ সোঽস্য বীক্ষ্যতে
শম্ভোরায়তনং শম্ভোস্তস্মিন্নগ্রে সভাজনৈঃ ॥ ২৪
পূর্ব্বে তু ব্রাহ্মণাদীনাং পূজয়িত্বা কদম্বকম্।
ইতিহাস-পুরাণজ্ঞং বাচকঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ২৫
পূজয়িত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠং বিদ্যাশ্রেষ্ঠং মহামুনিম্।
পুস্তকঞ্চাপি সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ ॥২৬
ততস্তমাহ রাজাসৌ বাচকং বিনয়ান্বিতঃ।
ময়েহায়তনং শম্ভোঃ কারিতন্তু শিবাগ্রতঃ ॥ ২৭
চাতুর্ব্বর্ণ্যমিদঞ্চাপি শ্রোতুকামং কদম্বকম্।
তিষ্ঠতীহ দ্বিজশ্রেষ্ঠ কুরু পুস্তকবাচনম্ ॥ ২৮
যাবৎ সংবৎসরং বিপ্র গৃহ্য বৃত্তিমনুত্তমাম্।
স্বর্ণনিষ্কশতঞ্চাত্র ততো দাস্যে তথাপরম্ ॥ ২৯
পূর্ণে বর্ষে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রেয়োঽর্থমহমাত্মনঃ।
এবং প্রবর্ত্তিতে তত্র পুণ্যে পুস্তকবাচনে ॥ ৩০
ষণ্মাসে গতমাত্রে তু কালে মুনিবরোত্তম।
অথায়ুষঃ ক্ষয়াচ্চায়ং কালধর্ম্মমুপেযিবান্ ॥ ৩১
ময়া চাস্য বিমানং হি শিবেন প্রেরিতং দিবি।
ইত্যেষা কর্ম্মণো ব্যুষ্টিঃ পুণ্যাখ্যানকসংজ্ঞিকা ॥৩২
গন্ধপুষ্পোপহারৈস্তু ন তুষ্টির্জায়তে তথা।
দেবানামিহ সর্ব্বেষাং পুরাণশ্রবণাদ্‌যথা ॥ ৩৩
গো-সুবর্ণ-হিরণ্যানাং বস্ত্রাণাঞ্চাপি কৃৎস্নশঃ।
গ্রামাণাং নগরাণাঞ্চ দানাৎ তুষ্টির্ভবেন্ন হি ॥ ৩৪
যথা স্যাদ্ধর্ম্মশ্রবণাৎ প্রীতিঃ সর্ব্বদিবৌকসাম্।
ইতিহাস-পুরাণানাং শ্রবণং মুনিসত্তম ॥ ৩৫
যথা মে স্যান্মহাপ্রীতির্ন শ্রাদ্ধৈঃ সর্ব্বকামিকৈঃ।
কন্যাশ্রাদ্ধে মহাপ্রীতির্মম স্যান্মুনিসত্তম।
ন তথা রোচতে সা তু যথা পুস্তকবাচনে ॥ ৩৬
অথ কিং বহুনোক্তেন নান্যৎ প্রীতিকরং মম ॥৩৭

থাকিবি।” সেই অনুচর ভগবতীর এই শাপে শৃগাল হইয়া, পৃথিবীতলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। গিরিরাজকন্যা ভগবতী পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, বিতস্তা ও বেত্রবতী নদীর সঙ্গমস্থলে তোমার শাপান্ত হইবে। ঐ শৃগাল সেই পবিত্র ক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক অনশন করিয়া, প্রাণত্যাগ করত, দিব্য রূপসম্পন্ন হইয়া শিবসন্নিধানে গমন করিল। ধরাপাল সেই স্থানে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া, মহাদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শিবস্থাপন করিলেন এবং সেই মন্দিরে সমস্ত সুরগণের পূজা করিয়া, সেই মঙ্গলময় শিব-মন্দির পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বোপকরণপূর্ণ সেই শিবায়তনে, ইতিহাস-পুরাণবাচক ব্রাহ্মণসমূহকে পূজা করিয়া, বিদ্যাসম্পন্ন মহামুনি বাচক ও পুরাণপুস্তকের গন্ধ-চন্দনাদি দ্বারা পূজাপূর্ব্বক বিনয়াবনত হইয়া বাচককে কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি এই স্থানে শিবসম্মুখে শিবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছি, আর এই ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় পুরাণ শ্রবণে উৎসুক হইয়া অবস্থান করিতেছেন, আপনি একশত স্বর্ণনিষ্করূপ উত্তম বৃত্তি গ্রহণ করিয়া, সংবৎসর পুরাণ পাঠ করুন। অনন্তর বর্ষ পূর্ণ হইলে স্বীয় শ্রেয়ঃকামনায় আরও ধন দান করিব। এইরূপে সেই স্থানে পুণ্যপ্রদ পুস্তক-বাচন আরম্ভ হইলে, ষণ্মাস অতীত হইলেই সেই রাজা ধরাপাল আয়ুঃক্ষয় বশত মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন। তখন মহাদেব ইহঁাকে স্বলোক আনয়ন নিমিত্ত আমা দ্বারা বিমান প্রেরণ করিলেন। ইহাই পুণ্যাখ্যানসংজ্ঞিত কর্ম্মের ফল। দেবগণ পুরাণ শ্রবণে যেরূপ সন্তোষ লাভ করেন, গন্ধ, পুষ্প, বলি, সুবর্ণ, হিরণ্য, বস্ত্র, গ্রাম ও নগর দান করিলেও তাদৃশ সন্তুষ্ট হন না। হে মুনিসত্তম! ইতিহাস-পুরাণশ্রবণে আমি যাদৃশী প্রীতি লাভ করি, সার্ব্বকামিক শ্রাদ্ধেও তাদৃশী প্রীতি লাভ করি না। কন্যাগত অপর পক্ষে শ্রাদ্ধ আমার প্রীতিকর বটে, কিন্তু পুস্তক-বাচনে তাহা অপেক্ষা অধিক প্রীতি হয়। ১৮—৩৬। অথবা অধিক

পুণ্যব্যাখ্যানতো বিপ্র গুহ্যমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্।
যশ্চায়মপরো বিপ্র ইহায়াতো নরোত্তমঃ ॥ ৩৮
অয়মাসীন্নরশ্রেষ্ঠ অস্মিন্নেব পুরোত্তমে।
সঙ্গত্যা তু গতশ্চায়ং ধর্ম্মশ্রবণমুত্তমম্ ॥ ৩৯
শ্রুত্বা ভক্তিরভূদস্য ততশ্চ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
কৃত্বা প্রদক্ষিণং তস্য বাচকস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪০
এষ বিপ্রো মুনিশ্রেষ্ঠ প্রদদৌ স্বর্ণমাষকম্।
নান্যদানং কদা চক্রে লোভাবিষ্টেন চেতসা ॥ ৪১
পাত্রদানফলাদেব প্রাপ্তবান্ ব্রহ্মণঃ পদম্।
এতৎকর্ম্মফলঞ্চাস্য ন চান্যৎ কৃতবানয়ম্ ॥ ৪২
যদনেন কৃতা পূজা বাচকস্য মহাত্মনঃ।
ফলং হি কর্ম্মণস্তস্য যন্ময়া পূজিতঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৩
বাচকং পূজয়েদ্যস্তু শ্রদ্ধা-ভক্তিসমন্বিতঃ।
তেনাহং পূজিতঃ স্যাং বৈ ক-বিষ্ণু-শঙ্করস্তথা ॥৪৪
বাচকং পূজয়েদ্যস্তু ভক্ষ্যভোজ্যৈরনুত্তমৈঃ।
শ্রাদ্ধেঽহং পূজিতঃ স্যাং বৈ দশ বর্ষাণি পঞ্চ চ ॥
বাচকে সৎকৃতে চেহ ভোজিতে মুনিসত্তম।
তৃপ্তির্ভবতি মে বিপ্র সংবৎসরশতদ্বয়ম্ ॥ ৪৬

কি কহিব, পুণ্য-ব্যাখ্যান (পুস্তকবাচন) অপেক্ষা কিছুতেই আমার প্রীতি হয় না। আর এই যে পশ্চাদাগত ব্যক্তি, ইনি এই পুরেই বাস করিতেন। একদা সৎসংসর্গে উত্তম ধর্ম্মপুস্তক-পাঠ শ্রবণ করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে মহাত্মা বাচককে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক স্বর্ণ-মাষ দান করিয়াছিলেন। ইনি ইতিপূর্ব্বে লোভ বশত কখন কিছু দান করেন নাই। এই সৎপাত্র-দানফলে ইনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি এই বাচককে দান ও পূজা ব্যতীত কখন অন্য সৎকার্য্য করেন নাই। সেই কর্ম্মফলে অদ্য আমারও পূজাপাত্র হইয়াছেন। শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক পুরাণ-পাঠকের পূজা করিলে, আমার এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্করের পূজা করা হয়। উত্তম ভক্ষ্যভোজ্য দ্বারা শ্রাদ্ধে বাচকের পূজা করিলে. সেই পূজায় আমি দেবপরিমিত পাঁচ বৎসর পূজিত হই। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সৎকারপূর্ব্বক পুরাণ-বাচককে ভোজন করাইলে, দুইশত সংবৎসর পর্য্যন্ত

ন কেবলং মম প্রীতির্বাচকে ভোজিতে ভবেৎ।
কৃৎস্নশো দেবতানাঞ্চ ইন্দ্রাদীনাং তথা ভবেৎ।
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদীনাং সন্দেষ্টা বাচকো মুনে।
প্রীতে তস্মিন্ দেবতাঃ স্যুঃ সর্ব্বাঃ প্রীতা ন সং
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ চন্দ্রাদিত্যৌ গ্রহাদয়ঃ।
মৎসাধনায় পূজ্যন্তে ততঃ সম্পূজ্যতাং গতাঃ।
স্নানং পূজা জপো হোমঃ শ্রুতং শৌচমহিংস
ব্রতোপবাসধৈর্য্যঞ্চ মৌনমিন্দ্রিয়নিগ্রহম্। ৫
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দানং ক্ষান্তির্দয়া দমঃ।
বাপী-কূপ-তড়াগানাং প্রাসাদানাঞ্চ করণম্।
কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণং যজ্ঞাস্তীর্থানি স্বাশ্রমাণি চ।
মৎসাধনানি সর্ব্বাণি প্রোক্তানীহ মনীষিভিঃ।
ধর্ম্মাদর্থশ্চ কামশ্চ মোক্ষশ্চ মুনিসত্তম।
যৎ সুখং বিদ্যতে কিঞ্চিদমুত্রশ্চেহ পরত্র বা
দুঃখং পাপাদ্বিজানীহি তস্মাদ্ধর্ম্মময়ং সুখম্।
ত্রিবিধং তং বিজানীহি সত্ত্ব-রাজস-তামসম্।
সদা সত্ত্বং তপো বিদ্যামুনিসিদ্ধেষু নিত্যশঃ।

আমার ও ইন্দ্রাদি সমুদয় দেবগণের প্রী হয়। বাচক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবতা স্বরূপ ও অস্তিত্বাদি নির্দ্দেশ করেন; অত তিনি প্রীত হইলে, সকল দেবতা প্রীত হ তাহাতে সংশয় নাই। ধর্ম্ম-সাধন নিমিত্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, চন্দ্র, আদিত্য এবং গ্র পূজিত হন। স্নান পূজা, জপ, হোম, বে বিদ্যা, শৌচ, অহিংসা-ব্রত, উপবাস, ধৈ মৌন, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, শাস্ত্রজ্ঞান, আত্মজ্ঞা সত্য, অক্রোধ, দান, ক্ষমা, দয়া, দম (বিষয় হইতে মনের বিমুখতা), বাপী কূ তড়াগ ও প্রাসাদনির্ম্মাণ, কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণ তীর্থ ও বানপ্রস্থাদি শ্রেষ্ঠ আশ্রম এই সকল ধর্ম্মসাধন বলিয়া মহাত্মগণ কর্ত্তৃক উক্ত হই য়াছে। হে মুনিপুঙ্গব! ধর্ম্ম হইতে অর্থ, কাম মোক্ষ এবং ইহলোক ও পরলোকে যাহা কি সুখকর আছে, সকলই লাভ করা যায় এ পাপকর্ম্ম হইতে কেবল দুঃখপ্রাপ্তি হয়। অত এব সুখ ধর্ম্মময়। ধর্ম্ম সাত্ত্বিক, রাজসিক তামসিক এই তিন প্রকার। মুনি ও সিদ্ধ

রাজসং দিবি দেবেষু দনুদৈত্যেষু তামসম্‌॥ ৫৫
এতত্তে কথিতং কর্ম্ম শুদ্ধমাভ্যাং মহামুনে।
ন চান্যচ্চক্রতুঃ কিঞ্চিৎ সত্যং তে কথিতং ময়া॥

সনৎকুমার উবাচ।

এতৌ দৃষ্ট্বা চ শ্রুত্বা চ তবাভ্যাসমিহাগতঃ।
কিমত্র তথ্যং দেবেশ কথ্যতাং কৌতুকং মম॥৫৭
শ্রুত্বা কুমারবচনমাহ লোকপিতামহঃ।
পুত্রস্ত্বৌ সাধুপুণ্যোঽসি নাস্তি তুল্যস্তথা পরঃ॥৫৮
যৌ দৃষ্টৌ ভবতা তৌ তু পুরাণৌ পুণ্যকারিণৌ।
যদুক্তং ধর্ম্মরাজেন সর্ব্বপ্রত্যক্ষদর্শিনা॥ ৫৯
সর্ব্বেষামপি যদুক্তং হি তথ্যং বৈ নান্যথা ভবেৎ।
যদাসীন্মে মুখং পুত্রং পঞ্চমং লোকপূজিতম্‌॥৬০
তস্মাদেতানি সর্ব্বাণি নিঃসৃতানি সমন্ততঃ।
ইতিহাস-পুরাণানি লোকানাং হিতকাম্যয়া॥ ৬১
যথৈতানি মমেষ্টানি পুরাণানি সদা মুনে।
ন তথা চতুরো বেদা ন চাঙ্গানি মহামতে॥ ৬২
দদাতু বাচকে বৃত্তিং নিত্যং শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
শৃণ্বন্তি তানি যে ভক্ত্যা তে যান্তি পরমাং গতিম্‌॥
ইতিহাস-পুরাণানি স্পষ্টীকরণমুত্তমম্‌।
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাণাং ময়া সৃষ্টানি সুব্রত॥ ৬৪
ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি॥ ৬৫
য এতে চতুরো বেদা গূঢ়ার্থাঃ সততং স্থিতাঃ।
অতস্ত্বেতানি সৃষ্টানি বোধায়ৈষাং মহামুনে॥ ৬৬
যস্তু কারয়তে তত্র ধর্ম্মশ্রবণমুত্তমম্‌।
করোতি যঃ সদা ভক্ত্যা স যাতি পরমং পদম্‌॥৬৭
কৃত্বা তু দক্ষিণাং তত্র পরংব্রহ্মাধিগচ্ছতি।
নাশ্চর্য্যং পাত্রদানাদ্ধি দানপাত্রং হি তৎ পরম্‌॥৬৮
তীর্থানামিব কেদারং ব্রতানাঞ্চ মহাব্রতম্‌।
পর্ব্বতানাং যথা মেরুঃ পক্ষিণাং গরুড়ো যথা॥৬৯
গঙ্গা চ সর্ব্বসরিতাং দেবশ্রেষ্ঠো যথা শিবঃ।
পাত্রাণামপি সর্ব্বেষাং বাচকো নাত্র সংশয়ঃ॥৭০

ইহাদের তপস্যা সাত্ত্বিক, দেবগণ সৎফলোদ্দেশে যে ধর্ম্ম করেন, তাহা রাজসিক ও দানবসমূহ কর্ত্তৃক হিংসাদি অসৎ-ফলোদ্দেশে যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তামসিক। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি কর্ম্ম সকল কহিলাম। ইহাঁরা সৎফলোদ্দেশে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম করিয়াছেন, আর কোন কর্ম্ম করেন নাই। ৩৭—৫৬। সনৎকুমার কহিলেন,—আমি এই দুই মনুষ্যকে দেখিয়া ধর্ম্মরাজের নিকট তাঁহাদিগের এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, হে দেবেশ! ইহা সত্য কিনা, আপনি বলুন। আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে। সনৎকুমারের বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা কহিলেন, তুমি যে দুই জনকে দর্শন করিয়াছ, তাহারা অতি পুণ্যকারী। তুমি যে তাহাদিগের সন্দর্শন পাইয়াছ, ইহাতে তুমিও অতিশয় পুণ্যবান্‌, তোমার সদৃশ ব্যক্তি নাই। সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী ধর্ম্মরাজ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য; কথনই মিথ্যা নহে। হে পুত্র! আমার যে লোক-পূজিত পঞ্চম মুখ ছিল, তাহা হইতে চতুর্দ্দিকে এই সকল পুরাণ নির্গত হইয়াছে। পুরাণ আমার যত প্রিয়, চতুর্ব্বেদ ও বেদাঙ্গও তত প্রিয় নহে। সকলেই শ্রদ্ধা-সমন্বিত হইয়া বাচককে নিত্যই বৃত্তিদান করুন। যাঁহারা পুরাণ শ্রবণ করেন, তাঁহারা পরমগতি লাভ করেন। হে সুব্রত! ইতিহাসপুরাণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের স্বরূপ ফল-নিশ্চয়কারী। ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদের বিস্তার করিবে। যে অল্প জ্ঞান বশত উক্ত প্রকারে বেদ বিস্তার করিতে পারে না, বেদ তাহার নিকট প্রহার-ভয়েই যেন সঙ্কুচিত হন। এই যে গূঢ়ার্থ বেদ-চতুষ্টয়, ইহারই বোধ নিমিত্ত আমি পুরাণের সৃষ্টি করিয়াছি। যে পুরাণ শ্রবণ করায় বা ভক্তি সহকারে শ্রবণ করে, সে পরম পদ লাভ করে এবং বাচককে দক্ষিণা দান করিলে পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। সৎপাত্রে দান করিলে এ সকল আশ্চর্য্য নহে। তীর্থ-মধ্যে কেদার, ব্রতমধ্যে মহাব্রত, পর্ব্বতমধ্যে সুমেরু, পক্ষিমধ্যে গরুড়, নদী-মধ্যে গঙ্গা এবং দেবগণ মধ্যে মহাদেব যেমন শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সকল পাত্রের মধ্যে পুরাণবাচক শ্রেষ্ঠপাত্র। যে নর

বাচকং পূজয়েদ্যস্তু নরো ভক্তিপুরঃসরঃ।
পূজিতং সকলং তেন জগৎ স্যান্নাত্র সংশয়ঃ ॥৭১

সনৎকুমার উবাচ।

অহোঽতিধন্যতা তস্য ধর্ম্মশ্রবণকারিণঃ।
দানং যদ্দদতোঽত্যর্থং পুণ্যতা বাচকায় বৈ ॥ ৭২

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্থং দিনে দিনে যস্তু দেবদেবস্য মন্দিরে।
কারয়েদ্ধর্ম্মশ্রবণং স যাতি পরমং পদম্ ॥ ৭৩

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং শ্রবণমাহাত্ম্যকথনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ।

শস্তানি ঘোরদানানি মহাদানানি নিত্যশঃ।
পাত্রেভ্যস্তু প্রদেয়ানি আত্মানং তারয়ন্তি তে ॥১
হিরণ্যদানং গোদানং পৃথিবীদানমেব চ।
গৃহ্নন্তৌ তৌ পবিত্রাণি তারয়ন্তি স্বমেব তম্।
এতানি শ্রেষ্ঠদানানি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২
তুল্যদানানি শস্তানি গাবঃ পৃথ্বী সরস্বতী।
দ্বে তু তুল্যবলে শস্তে হ্যধিকা চ সরস্বতী ॥৩
নিত্যমনডুহো গাবশ্ছত্রং বস্ত্রমুপানহৌ।
দেয়ানি যাচমানেভ্যঃ পানমন্নং তথৈব চ ॥৪
সঙ্কল্পবিহিতো যোঽর্থো ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদীয়তে।
অর্থিভ্যঃ পীড়িতেভ্যো হি মনস্বী তেন জায়তে।
এষ বুদ্ধিমতো যজ্ঞঃ শ্রদ্ধাপূতঃ সদক্ষিণঃ।
বিশিষ্টঃ সর্ব্বযজ্ঞেভ্যো দদতো হ্যনসূয়য়া ॥৬
মহাঘোরাণি বক্ষ্যামি ব্রাহ্মণ্যমুপহন্যতে।
পাত্রাণি শৃণু কালে যৎ ত্যাজ্যান্যস্যাদ্বিনাপদম্।
মৃতশয্যাজিনং কৃষ্ণং পাপাদ্বিক্রয়মাত্মনঃ।
চাণ্ডালাৎ পতিতান্ম্লেচ্ছাৎ তথা চোভয়তো...
তুলায়াং রোহণং দানং কুরুক্ষেত্রপ্রতিগ্রহঃ।
তিলৈরাপূরণং কৃষ্ণৈর্দানান্যেব পৃথগ্দশ ॥৯
যস্ত্বেকং প্রতিগৃহ্ণাতি ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং পূর্ব্বজন্মনি তস্য হি ॥...

ভক্তিপূর্ব্বক বাচকের পূজা করে, সমস্ত জগৎই তৎকর্তৃক পূজিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। সনৎকুমার কহিলেন, "অহো! যে নর পুরাণ শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই ধন্য ও যিনি বাচককে ধনদান করিয়াছেন, তিনিই পুণ্যবান্।" ব্রহ্মা কহিলেন, এইরূপে প্রতিদিন দেবদেব মহাদেব-মন্দিরে যিনি পুরাণ শ্রবণ করান, তিনি পরমপদ লাভ করেন। ৫৭—৭৩।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন, মহাদান অতি প্রশস্ত; পাত্র উদ্দেশে মহাদান করিলে নিস্তার লাভ হয়। হিরণ্যদান, গো-দান, ভূমিদান অতি পবিত্র; তাহা দাতা ও প্রতিগ্রহীতা উভয়কেই নিস্তার করে। এই সকল শ্রেষ্ঠ দান সকল পাপ বিনাশ করে। গো-দান, ভূমিদান ও বিদ্যাদান অতি প্রশস্ত; এই তিনটীই তুল্য; কিন্তু বিদ্যাদান পূর্ব্বোক্ত দুইটী অপেক্ষা অধিক ফল। বৃষ, গো, ছত্র, চর্ম্মপাদুকা, পানীয় ও অন্ন-যাচককে নিত্য দান করিবে। পীড়িত অর্থীকে সঙ্কল্পপূর্ব্বক দান করিলে মনস্বী (ইচ্ছানুরূপ সম্পত্তিশালী) হয়। অসূয়াশূন্য হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে দান করাই সর্ব্বযজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। বুদ্ধিমানেরাই এই যজ্ঞ করিয়া থাকেন। হে কালীতনয়! যে সকল বস্তু প্রতিগ্রহ করিলে ব্রাহ্মণ্য নাশ হয়, সেই মহাঘোর দান নির্দ্দেশ করিতেছি। অত্যন্ত আপদ্ ব্যতীত সেই সকল দান গ্রহণ করিবে না। মৃতশয্যা, কৃষ্ণাজিন, আপনার পুণ্য দিয়া পরের পুণ্য গ্রহণ, চণ্ডাল-দান, পতিত-দান, ম্লেচ্ছ-দান, অর্দ্ধপ্রসূত গো-দান, তুলারূঢ়বস্ত্রাদি দান, কুরুক্ষেত্রে প্রতিগ্রহ ও কৃষ্ণতিল প্রতিগ্রহ এই দশটী দান নিন্দনীয়। যে জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ ইহার মধ্যে একটী প্রতিগ্রহ করে, সে ঘোর

দাতা পঙ্কে যথাক্ষিপ্য পাদমশ্মানি তং তথা।
স যাতি পরমং লোকং যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ১১
দাতুঃ প্রতিগ্রহীতুশ্চ ময়ৈতৎ কথিতং পুনঃ।
প্রবক্ষ্যামি গতিঞ্চৈষাং প্রলোভাহৃতচেতসাম্ ॥১২
সম্প্রাপ্য সুমহাদানং যদীচ্ছেদ্‌সদ্গতিমাত্মনঃ।
মনীষী সকলং যচ্চ বিপ্রেভ্যঃ সম্প্রযচ্ছতি ॥ ১৩
তদর্দ্ধেন তু কার্য্যাণি বদান্যঃ কুরুতে সদা।
এবং সন্ বিপ্রমুখ্যোঽপি গতিং শ্রেষ্ঠাং প্রযাতি হি
কনকঞ্চ তিলা নাগাঃ কন্যা দাসী গৃহং রথঃ।
হয়ো ভূঃ কপিলা চৈব মহাদানানি বৈ দশ ॥ ১৫
গৃহীত্বা তানি সর্ব্বাণি ব্রাহ্মণো জ্ঞানবিৎ সদা।
দাতারং তারয়েচ্চৈব আত্মানঞ্চ ন সংশয়ঃ ॥ ১৬
সুবর্ণং প্রথমং দানং সুবর্ণং দক্ষিণা পরা।
এতৎ পবিত্রং পরমমেতৎ স্বস্ত্যয়নং মহৎ ॥ ১৭
দশ পূর্ব্বান্ দশ পরানাত্মানঞ্চৈকবিংশকম্।
অপি পাপশতং কৃত্বা দত্ত্বা বিপ্রেষু তারয়েৎ ॥১৮
সুবর্ণং যে প্রযচ্ছন্তি নরাঃ শুদ্ধেন চেতসা।
দেবতাস্তে প্রযচ্ছন্তি সমস্তাদিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ১৯
তস্মাৎ সুবর্ণং দত্ত্বা চ দত্তাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
অগ্নির্হি দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সুবর্ণঞ্চ হুতাশনঃ ॥ ২০
বহ্ন্যভাবে চ কুর্ব্বন্তি বহ্নিস্থানঞ্চ কাঞ্চনম্।
সর্ব্ববেদপ্রমাণজ্ঞা বেদশ্রুতিনিদর্শনাৎ ॥ ২১
অপূতং যদবাচ্যঞ্চ স্পৃষ্টং হি পূততাং ব্রজেৎ।
পিতৃ-দেব-মনুষ্যাণামিষ্টং তৎ সর্ব্বদা মুনে ॥ ২২
অদ্ভিঃ সংশুধ্যতে সর্ব্বমাপঃ শুদ্ধিং ব্রজন্তি হি।
হেয়া তস্মাৎ সদা শুদ্ধং হাটকং বহ্নিসম্ভবম্ ॥২৩
যস্ত্বেনং জ্বালয়িত্বাগ্নিমাদিত্যোদয়নং প্রতি।
দদ্যাদ্‌ব্রতং সমুদ্দিশ্য সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪
স্বর্ণদঃ সর্ব্বদঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বান্ কামাঁল্লভেদ্দিবি ॥
বিমানেনার্কবর্ণেন ভাস্বরেণ বিরাজিতঃ।
অপ্সরোগণকীর্ণেন গন্ধর্ব্বগীতিনাদিনা ॥ ২৬
হংসবাহনযুক্তেন কামগেন নরোত্তমঃ।

নরকে গমন করে। প্রস্তরে পদবিন্যাস করিয়া যেমন পঙ্ক হইতে উঠা যায়, সেইরূপ মৃতশয্যাদি দাতা গ্রহীতার স্কন্ধে পাপভার দিয়া আপনি উৎকৃষ্ট লোকে বাস করে। এই ঘোর দানদাতা ও প্রতিগ্রহীতার পুণ্য-পাপ বলিলাম; এখন লোভাবিষ্টচিত্ত, ঘোর-দান-প্রতিগ্রহীতার গতি বলিতেছি। মনীষী ব্রাহ্মণ মহাঘোর দান প্রতিগ্রহ করিয়া যদি আপনার সদ্গতি ইচ্ছা করেন, তবে সেই সকল গৃহীত দ্রব্য ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। অশক্ত হইলে বদান্যভাবে দানলব্ধের অর্দ্ধ দ্বারা ধর্ম্মকার্য্য করিবেন। এইরূপ করিলে ব্রাহ্মণ পাপভার মুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠ গতিলাভ করেন। ১—১৪। কাঞ্চন, শ্বেত-তিল-হস্তী, কন্যা, দাসী, গৃহ, রথ, অশ্ব, ভূমি, কপিলা গো, এই দশটী দান মহাদান। জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ এই মহাদান গ্রহণ করিলে দাতাও আপনাকে নিঃসংশয় উদ্ধার করেন। সুবর্ণ প্রধান দান ও প্রধান দক্ষিণা; সুবর্ণ দান অপেক্ষা পবিত্র ও মহৎ স্বস্ত্যয়ন আর নাই। শত শত পাপকর্ম্ম করিয়াও ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ-দান করিলে ঊর্দ্ধতন দশ পুরুষ, অধস্তন দশ পুরুষ এবং আপনি এই একবিংশতি পুরুষ উদ্ধার করা হয়। যে নর পবিত্রচিত্তে সুবর্ণ দান করেন, তিনি সমস্ত দেবতা দানের ফল প্রাপ্ত হন; অতএব সুবর্ণও সমস্ত দেবতাদান তুল্য। অগ্নিই সকল দেবতা, সুবর্ণ সেই সর্ব্বদেবময় অগ্নি; অগ্নির অভাব হইলে সর্ব্ববেদপ্রমাণজ্ঞ মহর্ষিগণ বেদপ্রমাণ দর্শন করিয়া কাঞ্চন স্থাপনপূর্ব্বক কার্য্য করেন। সুবর্ণস্পর্শে অশুচি, অমেধ্য ও দুষ্টবস্তু পবিত্র হয়। সুবর্ণ পিতৃগণ, দেবগণ ও মনুষ্যগণের সর্ব্বদা প্রিয়। জল দ্বারা সকল বস্তুর শুদ্ধি হয়, সেই জল সুবর্ণস্পর্শে শুদ্ধিলাভ করে। অতএব অগ্নিসম্ভব সুবর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা শুদ্ধ। যে ব্যক্তি সূর্য্যোদয় কালে প্রজ্বলিত বহ্নিতে হোম করিয়া সুবর্ণ দান করেন, তিনি সকল অভিলষিত লাভ করেন। যিনি স্বর্ণদান করেন, তিনি সকল বস্তুদানের ফল প্রাপ্ত হন; অতএব স্বর্গে সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ করেন। স্বর্ণদাতা নরোত্তম সূর্য্যতুল্য, ভাস্বর, অপ্সরোগণপূর্ণ, গন্ধর্ব্বগীতিনাদী, হংসবাহনযুক্ত, মনোবেগসম্পন্ন বিমানে আরোহণপূর্ব্বক দিব্যচন্দন

দিব্যগন্ধবহঃ স্বর্গে পরিযাতি যতস্ততঃ ॥ ২৭
তস্মাৎ স্বশক্ত্যা দাতব্যং কাঞ্চনং মানবৈর্ভুবি।
ন হ্যতঃ পরমং লোকে সদা পাপবিমোচনম্ ॥২৮
সুবর্ণং যে প্রযচ্ছন্তি নরাঃ শুদ্ধেন চেতসা।
বহূন্যব্দসহস্রাণি মোদন্তে দিবি দেববৎ ॥ ২৯

ব্যাস উবাচ।

বহুপ্রকারাণি ময়া শ্রুতানি
অহো ত্বয়োক্তানি তু যানি তানি।
শুভানি সর্ব্বাণি বিশেষিতানি
প্রব্রূহি দানং ত্বমতো ধরায়াঃ ॥ ৩০
যদ্দীয়তে দানমিহাপি স্বল্পং
স্বল্পেন দানেন ধরাধিপত্বম্।
খ্যাতং ত্বয়া পূর্ব্বতরৈর্নরাধিপৈ-
র্দানাধিপৈঃ সর্ব্বভুজো বভূবুঃ ॥ ৩১
স্বল্পেন যেনাপি মহী সমগ্রা
সম্প্রাপ্যতে ব্রূহি সুখং পরেত্য।
তদেব দানং ভগবংস্ত্বিদানীং
সম্পৎকরং সর্ব্বমথো নরাণাম্ ॥ ৩২

সনৎকুমার উবাচ।

সর্ব্বাণি দানানি ভবন্তি দাতুঃ
সম্যক্ প্রদত্তানি মুনে হি সম্যক্।

তৎ তে প্রবক্ষ্যামি কৃতং হি যেন
দানোত্তমং তৎ ত্বধুনা শৃণুষ ॥ ৩৩
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
রাজা চিত্ররথো নাম পুরাসীন্নৃপসত্তমঃ ॥ ৩৪
বুভুজে সকলান্ ভোগান্ সপ্তদ্বীপবতীং মহীম্।
সমারুহ্য গতঃ সোঽপি সুরথস্ত্রিদশালয়ম্ ॥ ৩৫
তত্র জিত্বা সহস্রাক্ষং দেবৈঃ সার্দ্ধং বলাৎ ততঃ।
শাসনং কারয়ামাস স্বকীয়ং তত্র তত্র হ ॥ ৩৬
এবং পালয়তঃ সম্যক্ ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
সুবিস্ময়মভূৎ তত্র দৃষ্ট্বা রাজ্যং সুখং স্বকম্ ॥ ৩৭
পুত্রাণাং ষট্‌সহস্রাণি কোষঞ্চাক্ষয়মেব চ।
জনানামনুরাগঞ্চ প্রভূতবরবাহনম্ ॥ ৩৮
স্ফীতির্জনপদানাঞ্চ নাকালমরণং তথা।
ভার্য্যায়াশ্চৈব সৌভাগ্যং রূপঞ্চাপ্রতিমং তথা ॥
এতৎ সঞ্চিন্তয়িত্বাথ কথমপ্যন্যজন্মনি।
পুনঃ স্যাদিহ সম্প্রাপ্তিঃ পূর্ব্বধর্ম্মাদহং মুনীন্ ॥

অনুলিপ্ত হইয়া স্বর্গে ইতস্ততঃ গমন করেন। অতএব পৃথিবীস্থ সমুদয় মানবেরই শক্তি অনুসারে সুবর্ণ দান করা উচিত। ইহা অপেক্ষা পাপবিমোচনকারী আর কিছুই নাই। যে মনুষ্য পবিত্র চিত্তে সুবর্ণদান করেন, তিনি বহুসহস্র বৎসর দেবতার ন্যায় স্বর্গে প্রমোদ অনুভব করেন। ১৫—২৯। ব্যাস কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনি যে সকল বহুপ্রকার ধর্ম্মকার্য্য কীর্ত্তন করিলেন, সে সকলই মঙ্গলপ্রদ ও প্রশস্ত; এখন ভূমিদান বিষয় কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করুন। আপনার নিকট শুনিয়াছি, পূর্ব্বকালীন নরপতিগণ, যে অল্প দান করিয়া ধরাধিপত্ব লাভপূর্ব্বক সমস্ত পৃথিবীকে ভোগ করিয়াছেন ও যে অল্প-দানফল সমগ্র মহী ও পরকালে সুখলাভ হয়, হে ভগবন্! মনুষ্যগণের সম্পৎকর সেই দানের বিষয় কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করুন।

সনৎকুমার কহিলেন, প্রশস্ত সময়ে যোগ্যপাত্রে সকল প্রকার দানই সম্যক্ ফল দান করে। যে উত্তম দান করে, তাহার ফল এখন ব... কর। এ বিষয়ে ঋষিগণ একটী পুরা... ইতিহাস বলিয়াছেন;—পূর্ব্বকালে চিত্র... নামক এক শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। তি... সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া সর্ব্বপ্রকা... ভোগসুখ অনুভব করিতেন। তিনি এক... উত্তম রথে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করি... বাহুবলে দেবগণের সহিত ইন্দ্রকে জয় করি... স্বর্গে আপনার শাসন স্থাপন করিলেন। এ... রূপে সচরাচর ত্রৈলোক্য পালন করত আ... নার রাজ্য ও সুখসন্দর্শনে তাঁহার অতি... বিস্ময় জন্মিল। আপনার ষট্‌সহস্র পুত্র, অক্ষ... কোশ, প্রজাদিগের অনুরাগ, অপরিমিত উৎ... কৃষ্ট বাহন, জনপদের বৃদ্ধি, অকালমরণে... অভাব, ভার্য্যার সৌভাগ্য ও অসাধা... সৌন্দর্য্য এই সকল চিন্তা করিয়া মনে করি... লেন, "পূর্ব্বজন্মের ধর্ম্মবলেই আমার এ... সমৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে কোন্ ধর্ম্ম আশ্র... করিলে অন্য জন্মে এইরূপ সম্পদ্ লাভ করি...

পৃচ্ছামি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞান্ করিষ্যে সকলং পুনঃ।
এবং সঞ্চিন্ত্য রাজাসৌ বশিষ্ঠমিদমব্রবীৎ ॥ ৪১
ত্বৎপ্রসাদান্মুনিশ্রেষ্ঠ রাজ্যমব্যাহতং ভুবি।
রূপঞ্চাপ্রতিমং লোকে ভার্য্যা মেঽস্তি সুশোভনা
শরীরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং দানশক্তিরনুত্তমা।
স্ত্রিয়োঽন্নপানসামর্থ্যং হানিঃ স্যান্নৈব মে ক্বচিৎ ॥
বলং নাগসহস্রস্য ধারয়াম্যরিসূদনম্।
সুসন্ততিঃ সুভৃত্যাশ্চ সানুরাগাশ্চ মে প্রজাঃ ॥ ৪৪
ধর্ম্মহানিশ্চ মে নাস্তি শক্তির্মে পালনে ভুবঃ।
যদ্যদিচ্ছাম্যহং কর্ত্তুং তং করোমি মহামুনে ॥ ৪৫
সর্ব্বং পূর্ব্বকৃতাদ্ধর্ম্মাদেবং প্রাপ্তং ময়াখিলম্।
এতন্মে সর্ব্বমাচক্ষ্ব পূর্ব্বজন্মকৃতং ফলম্ ॥ ৪৬
শ্রুত্বা বচনং তস্য বশিষ্ঠঃ প্রাহ তং নৃপম্।
চিন্তয়িত্বা চিরং কালং শৃণু ভূপান্যজন্মনি ॥ ৪৭
যৎ কৃতং তে প্রবক্ষ্যামি কুযোনিমনুবর্ত্ততে।
অবন্তী নগরী নাম পৃথিব্যা জঘনে স্থিতা ॥ ৪৮

ধর্ম্মপালো নৃপস্তত্র সর্ব্বধর্ম্মানুশাসকঃ।
বর্ণবাহ্যস্ত্বমপ্যাসীঃ স্বধর্ম্মমনুবর্ত্তকঃ ॥ ৪৯
বসতস্তে ত্বনাবৃষ্টিরাসীচ্চ বহুবার্ষিকী।
অন্নক্ষয়াৎ ততস্ত্বন্তু গত্বা তু বনমাশ্রয়ঃ ॥ ৫০
তত্র তে বসতা লোকে বহবঃ সমুপাশ্রয়াৎ।
ক্ষুৎক্ষামকর্শিতাঃ সন্তঃ ফলমূলমহাশিনঃ ॥ ৫১
নিরন্নে চ ততো লোকে তস্মিন্ ফলবিবর্জ্জিতে।
ক্ষুধার্ত্তো ভার্য্যয়া যুক্তঃ প্রাগাদঙ্গারকারকঃ ॥ ৫২
তস্মাৎ ত্বং ভার্য্যয়া যুক্তো দারূণ্যাদায় সত্বরঃ।
প্রাবিশন্নগরীং সোঽপি বিক্রেতুং তানি সর্ব্বথা ॥
ন জগ্রাহ জনঃ কশ্চিদ্দম্পত্যোরটমানয়োঃ।
ততঃ সায়ং ক্ষুধার্ত্তৌ তৌ ধ্বনিং শুশ্রুবতুস্তদা ॥
বণিঙ্মুখ্যস্য বিপ্রাণাং জুহ্বতাং তদ্গৃহাঙ্গনে।
তৌ গত্বা তত্র কাষ্ঠানি জ্বালয়ামাসতুস্তদা ॥ ৫৫
প্রতাপার্থন্তু মাঘস্য পূর্ণিমায়াং সমাগমে।
রাহুরজয়োর্মহাভাগ তত্র তাবৎতুস্তদা ॥ ৫৬

পারিব, ইহা ধর্ম্মজ্ঞ মুনিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া সেই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান করি।” এইরূপ চিন্তা করিয়া বশিষ্ঠ ঋষিকে কহিলেন, “হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার প্রসাদে পৃথিবীতে আমার অব্যাহত রাজ্য, অপ্রতিম রূপ, সুন্দরী স্ত্রী, শরীরের আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, অসাধারণ দানশক্তি, স্ত্রী, অন্নপানসামর্থ্য—সকলই আছে; কুত্রাপি কোনরূপ হানি নাই। সহস্র হস্তীর বল ধারণ করায় আমার শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে; সুসন্ততি, সুভৃত্য, অনুরক্ত প্রজা, সকলই বর্ত্তমান আছে। আমার ধর্ম্মহানি নাই। পৃথিবী পালনের শক্তিও সম্পূর্ণ আছে। হে মুনে! আমি যাহা যাহা ইচ্ছা করি, সকলই করিতে পারি। এ সকলই আমি পূর্ব্বজন্মকৃত ধর্ম্মবলেই প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে পূর্ব্বজন্মে আমি কি ধর্ম্মকার্য্য করিয়াছিলাম, তাহা বলুন। রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বসিষ্ঠ বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! তুমি পূর্ব্বজন্মে নিন্দিত জাতি হইয়াও যে কার্য্য করিয়াছিলে, তাহা শ্রবণ কর। পৃথিবীর মধ্যদেশে অবন্তী নামে নগর আছে, তথায় সর্ব্বধর্ম্মানুশাসক ধর্ম্মপাল নামক এক রাজা ছিলেন। তুমিও সেই নগরে স্বধর্ম্মানুবর্ত্তনশীল অতি নিকৃষ্টজাতি বাস করিতে। সেই সময় সেই নগরীতে বহু বৎসর অনাবৃষ্টি বশত দুর্ভিক্ষ হইলে তুমি নগর ত্যাগ করিয়া বনে বাস করিয়াছিলে। তুমি বনের ফলমূল গ্রহণ করায় ফলমূলাশী বহুব্যক্তি ক্ষুধায় কাতর ও দুর্ব্বল হইয়াছিল। অনন্তর সমস্ত পৃথিবী, নিরন্ন ও বন ফলশূন্য হইলে তুমি ভার্য্যার সহিত ক্ষুৎপীড়িত হইয়া অঙ্গারকারক হইয়াছিলে। একদা ভার্য্যার সহিত বন হইতে প্রচুর কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় নিমিত্ত নগরে প্রবেশ করিয়াছিলে। তোমরা দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিলেও কেহই তোমাদিগের কাষ্ঠ ক্রয় করে নাই। অনন্তর তোমরা ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে সায়ংকালে এক শ্রেষ্ঠ বণিকের গৃহাঙ্গনে হোমকারী ব্রাহ্মণগণের ধ্বনি শুনিয়া সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক শীত নিবারণ জন্য কাষ্ঠসমূহ প্রজ্বলিত করিয়াছিলে। সেই দিন মাঘমাসের পূর্ণিমা, চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। ৩৯—৫৬। তখন সেই

পলানাং শতমেকস্য সম্পৌষ্য জনার্দ্দনম্ ।
অর্চ্চয়িত্বা বিধানেন বণিক্ সোঽপি কৃতাদরঃ ॥৫৭
পৃথ্বীং সমর্পয়ামাস হৈমীং বিপ্রেভ্য এব হি ।
সাব্ধিদ্বীপবতীং রাজন্ ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ৫৮
সা দৃষ্টা দীয়মানা বৈ যুবয়োঃ ক্লিশ্যমানয়োঃ ।
তং দৃষ্ট্বা দুঃখসন্তপ্তৌ ন কৃতং পুণ্যমাবয়োঃ ॥৫৯
যেনেদৃশৌ ভবিষ্যাবো ধরন্তৌ মনসা স্থিতি ।
দম্পত্যোর্য্যুবয়োঃ রাজংস্তেনেয়ং বৃদ্ধিরুত্তমা ॥ ৬০
প্রাপ্তা ধর্ম্মফলাদ্রাজ্যং তস্মাং ত্বংদেহি সাম্প্রতম্
যেন ত্বমক্ষয়াল্লোকান্ প্রাপ্স্যোঽসি দেবদুর্লভান্ ॥
এতং তে কথিতং সম্যক্ যথা বৃত্তংভূং পুরা ।
তস্মাং ত্বং দেহি রাজেন্দ্র পৃথিবীং সর্ব্বকামদাম্ ।
যেনাচ্যুতিং সমাপ্নোতি স্বর্গান্নৃপতিসত্তম ॥ ৬২
দীয়মানাং প্রপশ্যন্তি পৃথ্বীং রুক্মস্য ভক্তিতঃ ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তাস্তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥৬৩
শৃণু ভূপাল ভদ্রং তে মনসা যে ধরাপ্রদাঃ ।
সাব্ধিদ্বীপবতীং দৃষ্ট্বা তেষাং বাক্যং যথা তথা ॥ ৬৪

চক্রবর্ত্তী মহাবীর্য্যঃ পৃথু রাজাধিপোঽভবং ॥ ৬৫
বুভুজে পার্থিবং ক্ষেত্রং স দেবাসুররক্ষসাম্ ।
গায়ন্তি মুনয়ো যস্য কীর্ত্তিং যস্য তু ভূতলে ॥ ৬৬
স্বর্গে চ দেবগন্ধর্ব্বাঃ পিশাচোরগরাক্ষসাঃ ।
তদ্দত্তস্কোপজীবন্তি তথান্যে ভূভৃতোঽপি চ ॥৬৭
যাবং সূর্য্য উদেতি স্ম যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি ।
সর্ব্বস্থৈব পৃথোঃ ক্ষেত্রং ত্রৈলোক্যান্তপ্রবর্ত্তনম্ ।
সর্ব্বরত্নসমাযুক্তং সপ্তদ্বীপবতীং মহীম্ ।
শশাস ধর্ম্মেণ পুনর্নাধর্ম্মো দৃশ্যতে কৃতঃ ॥ ৬৯
নান্যায়কৃন্ন বাঽশুদ্ধো ন স্তেনো মূষকাদয়ঃ ।
ধনুষ্কোট্যা কৃতা যেন নিরদ্রিঃ পৃথিবী পুরা ॥ ৭০
তস্যৈতদভিমানঞ্চ বীর্য্যঞ্চ পৃথিবীপতেঃ ।
রূপং দৃষ্ট্বা শুভা পত্নী তস্যাভূচ্চাতিবিস্ময়া ॥ ৭১
ততঃ সা চিন্তয়ামাস সমৃদ্ধ্যা বিস্মিতা সতী ।
কথং স্যাং সম্পদেষা মে কিং পুনরন্যজন্মনি ॥ ৭২
এবং সা বহুধাচিন্ত্য পৃথুস্থৈব সমানুদং ।

বণিক্ উপবাসী থাকিয়া সমাদরে ও ভক্তিসহকারে বিষ্ণুপূজা করিয়া একশত পল স্বর্ণময়ী পৃথিবী দান করেন। হে রাজন্। পূর্ব্বজন্মে সেই চাণ্ডালরূপী তোমরা উভয়ে স্বর্ণপৃথ্বী-দান-দর্শনে সন্তপ্ত হইয়া মনে করিয়াছিলে, হায়! আমরা পুণ্য করি নাই, যে এরূপ হইব। রাজন্! তাহার ফলেই তোমার উত্তম অভ্যুদয় হইয়াছে। সেই ধর্ম্মবলে তুমি রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছ; অতএব সম্প্রতি কেবল দান কর। যদ্দ্বারা তুমি দেবদুর্লভ অক্ষয়লোকে গমন করিতে পারিবে। হে রাজেন্দ্র! এই তোমার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম, অতএব তুমি সর্ব্বকামদায়িনী পৃথিবী দান কর। পৃথিবী দান করিলে, কখন স্বর্গ হইতে চ্যুত হইবে না। যাহারা স্বর্ণময়ী পৃথ্বী দান করিতে দর্শন করে, তাহারাও সর্ব্বপাপ-মুক্ত হইয়া, শ্রেষ্ঠগতি লাভ করে। হে ভূপাল! তোমার মঙ্গল হউক, শ্রবণ কর; যাহারা সপর্ব্বত-দ্বীপা ধরাকে দান করিতে দেখিয়া মনে মনে সেইরূপ দানের সঙ্কল্প করে, তাহাদিগেরও যে পুণ্য হয়, তাহা

শ্রবণ কর। ৫৭—৬৪। পৃথু নামক মহাবলশালী সার্ব্বভৌম এক নরপতি দেব, অসুর ও রাক্ষসগণের পার্থিবক্ষেত্র ভোগ করিতেন। ভূতলে মুনিগণ, স্বর্গে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, নাগ এবং রাক্ষসগণ অনবরত তাঁহার কীর্ত্তিগান করিতেন। তিনি দয়া করিয়া যাহা দিতেন, অন্য রাজগণ তাহাই উপজীবন করিতেন। যে পর্য্যন্ত সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হয়, ত্রৈলোক্যমধ্যবর্ত্তী সেই সমস্ত স্থানই পৃথুর রাজ্য। তিনি সর্ব্বরত্নযুক্ত সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীকে ধর্ম্মপ্রভাবে শাসন করিয়াছিলেন, কুত্রাপি অধর্ম্ম দৃষ্ট হইত না। তাঁহার রাজ্যে কোন ব্যক্তি অন্যায়কারী, অপবিত্রচিত্ত বা তস্কর, অধিক কি, ঈতি অর্থাৎ মূষিকাদির উৎপাত ছিল না। তিনি ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা পর্ব্বতময় পৃথিবীর বন্ধুরতা নষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী তাঁহার এতাদৃশ উৎসাহ, বল ও রূপ দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। অনন্তর রাজমহিষী স্বামীর সমৃদ্ধিতে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া "কিরূপে অন্য জন্মেও আমাদিগের এইরূপ সম্পদ্ হইবে" ইহা বারংবার চিন্তা করি

অনিশ্চয়পরো রাজা বৈণ্যস্তু বিস্ময়ান্বিতঃ ॥ ৭৩
ততঃ পপ্রচ্ছ সর্ব্বজ্ঞান্ ব্রাহ্মণানাদিভূমিপঃ।
প্রণিপত্য মহারাজো বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ৭৪
যদি সানুগ্রহা বুদ্ধির্ভবতাং মুনিসত্তমাঃ।
তদহং প্রষ্টুমিচ্ছামি কিঞ্চিৎ তদ্বক্তুমর্হথ ॥ ৭৫
যথা বনে ময়া দৃষ্টা ভবন্তঃ সুপ্রসাদিতাঃ।
বক্তুমর্হথ সর্ব্বজ্ঞাঃ সর্ব্বে সর্ব্বোপকারিণঃ ॥ ৭৬

মুনয় ঊচুঃ।

যস্তে মনসি সন্দেহো যশ্চ সাংশয়িকো ভুবি।
বদিষ্যামো যথান্যায়ং তং পৃচ্ছাদ্য মহীপতে ॥ ৭৭
বয়ং হি নৃপশার্দ্দূল ভবতা পরিতোষিতাঃ।
সম্যক্ প্রজাঃ পালয়তা সর্ব্বদ্বীপেষু পার্থিব ॥ ৭৮
সন্তুষ্টো ব্রাহ্মণোঽশ্নীয়াচ্ছিন্দ্যাদ্বা ধর্ম্মসংশয়ম্।
হিতঞ্চোপদিশেদ্ধর্ম্মমহিতাদ্বা নিবর্ত্তয়েৎ ॥ ৩৯
ইত্যুক্তে প্রাহ তান্ বিপ্রানাদিরাজঃ পৃথুস্তদা।
কথয়ন্ত যথা বৃত্তং কিং ময়া সুকৃতং কৃতম্ ॥ ৪০
কোঽহমাসং পুরা বিপ্রাঃ কিং কর্ম্ম চ ময়া কৃতম্
কিঞ্চানয়া সুচার্ব্বঙ্গ্যা মম পত্ন্যা কৃতং পুনঃ ॥ ৮১
যেনাবয়োরিয়ং স্ফীতিঃ সুসম্ভূতা সুদুর্লভা।
চত্বারশ্চাপ্রতিহতা গতয়ো মম পৃচ্ছতঃ ॥ ৮২
অশেষা ভূভৃতো বশ্যাঃ কোষস্যান্তো ন বিদ্যতে।
বলঞ্চাপ্রতিমং মেঽস্তি শরীরারোগ্যমুত্তমম্ ॥ ৮৩
সুরোঽপি বপুষা তেজো ন কশ্চিৎ সহতেঽধুনা
সোঽহমিচ্ছামি তং জ্ঞাতুং যথা চেয়মানিন্দিতা।
অতিভাতি চ মে কান্ত্যা ভার্য্যেয়মতিশোভনা ॥ ৮৪
পুরা নৌ কিং কৃতং কর্ম্ম যস্যাশেষমিদং ফলম্ ॥
ইতি পৃষ্টা নরেন্দ্রেণ সমস্তাস্তে তপোধনাঃ।
মরীচিং প্রেরয়ামাসুঃ কথ্যতামিতি ভূপতেঃ ॥ ৮৬
ইত্যুক্তঃ সোঽপি ধর্ম্মজ্ঞঃ প্রজাপতিসুতস্ততঃ।
যোগমাস্থায় সুচিরং যথাবদৃষিসত্তমঃ ॥ ৮৭
জ্ঞাতবানাদিরাজস্য সর্ব্বং পূর্ব্ববিচেষ্টিতম্।
স তমাহ ততো ভূপং চিন্তিতার্থো যতব্রতঃ ॥ ৮৮

মরীচিরুবাচ।

শৃণু ভূপাল যস্তেদং সকলং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভার্য্যয়া সহিতং প্রাপ্তমত একমনা ভব ॥ ৮৯

শেষে পৃথুকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। বেণ-তনয় পৃথুও এ বিষয় স্থির নিশ্চয় করিতে না পারিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর রাজা সর্ব্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, হে মুনিপুঙ্গবগণ! যদি আপনারা আমার প্রতি সানুগ্রহ হন, তবে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিব, তাহার উত্তর দান করুন। আপনাদিগকে সুপ্রসন্ন দর্শন করিতেছি, অতএব হে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বোপকারী মহাশয়গণ! এ বিষয়ে উত্তর-দান করুন; ৬৫—৭৬। মুনিগণ কহিয়া-ছিলেন, হে মহীপতে! যে বিষয়ে তোমার মনে সন্দেহ বা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহার যথাবৎ উত্তর করিব, তুমি জিজ্ঞাসা কর। হে নরশার্দ্দূল! তুমি সপ্তদ্বীপ মধ্যে উৎকৃষ্টরূপে প্রজাপালন করায় আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ বাধাচ্ছেদ, হিতকর ধর্ম্মের উপদেশ ও অহিত হইতে নিবৃত্ত করিয়া ভোজন করে। ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিলে, আদিরাজ পৃথু কহিলেন, “আমি পূর্ব্বজন্মে কি সুকৃত করিয়াছি ও কে ছিলাম, আমার চার্ব্বঙ্গী পত্নীই বা কোন্ কার্য্য করিয়া-ছেন, যাহা হইতে আমাদিগের এই দুর্লভ বৃদ্ধি হইয়াছে? চারি-লোকই আমার অপ্রতি-হত, সমস্ত রাজমণ্ডল বশীভূত, অনন্ত কোশ, অতুল্য বল, শরীরের উত্তম আরোগ্য, দেহের এতই তেজ যে, কোন দেবতা তাহা সহ্য করিতে পারেন না। সেই আমি আপনার পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা করি এবং আমার অনিন্দিতা পত্নী সৌন্দর্য্যে সকলকে অতিক্রম করিয়াছে; আমরা পূর্ব্বে কি কর্ম্ম করিয়াছি, এই সমৃদ্ধি লাভ যাহার অশেষ ফল? নরেন্দ্র ঋষিগণকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা ভূপতির পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত বলিবার জন্য মরীচিকে নিযুক্ত করি-লেন। প্রজাপতি-পুত্র মরীচি, ধর্ম্মজ্ঞ মুনিগণ কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া সুচির-কাল যোগ অব-লম্বনপূর্ব্বক আদিরাজের বৃত্তান্ত অবগত হই-লেন। বক্তব্য চিন্তা শেষ হইলে, সেই যত-ব্রত মহর্ষি রাজাকে কহিলেন, হে ভূপাল! তুমি যে কর্ম্মফলে ভার্য্যার সহিত এই সকল

বভূব ত্বং পুরা শূদ্রঃ পরহিংসাপরায়ণঃ ॥ ৯০
পুরেয়ং ভবতো ভার্য্যা পতিব্রতপরায়ণা।
ত্বচ্চিত্তানুগতা নিত্যং তব শুশ্রূষণে রতা ॥ ৯১
নিঃস্বো ভূত্বা পরিক্ষীণঃ পরেষাং ভৃত্যতাং গতঃ।
ত্যজ্যমানাপি সা সাধ্বী নো ত্যজেৎ ত্বামনিন্দিতা
অনয়া চ সমং সাধ্ব্যা বিষ্ণোরায়তনে ত্বয়া।
নীতা হেমময়ী পৃথ্বী ধানেনো বৃষলস্য তু ॥ ৯৩
অযোধ্যায়াং মহারাজ কস্য ভক্ত্যানয়া সহ।
পরিচর্য্যা কৃতা দাতুর্মনসা পুণ্যকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৯৪
সম্মার্জ্জনাদিকং সর্ব্বং কৃতং তে ভক্তিতো নৃপ।
নিঃশেষমুপশান্তং তৎ পাপং শুশ্রূষণাদনু ॥ ৯৫
সর্ব্বকামপ্রদং কর্ম্ম রুক্মধেন্বাঃ কৃতং ত্বয়া।
তেনেদমখিলং রাজ্যমশেষা জগতী তব ॥ ৯৬
এবং নরেন্দ্র শূদ্রত্বাৎ তস্য কর্ম্মপরায়ণঃ।
তন্ময়ত্বেন সম্প্রাপ্তং মহীমানমনুত্তমম্ ॥ ৯৭
কিং পুনর্যো নরো ভক্ত্যা পৃথ্বীং হৈমীং প্রযচ্ছতি

শতং পূর্ব্বাপরঞ্চাপি কুলানাং তারয়েন্নৃপ ॥ ৯৮
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবৎ তিষ্ঠতি মেদিনী।
ন স্বর্গাচ্চ্যবতে তাবদ্বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৯৯
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষঞ্চ যদিচ্ছেৎ তৎ তদাপ্নুয়াৎ।
ইত্যেতৎ কথিতং রাজন্ সর্ব্বভূমিপ্রদো ভব।
যদিচ্ছেন্মনসা সর্ব্বং তৎ তদাপ্নোত্যসংশয়ম্।
দ্বিজং হিত্বাপি যো দদ্যান্মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
ইত্যেতৎ কথিতং রাজন্ পৃথিবীদানমুত্তমম্।
মনসা চিন্তয়েদ্‌যস্তু স স্বর্গমধিগচ্ছতি ॥ ১০২
ইদং যঃ শৃণুয়ান্নিত্যং পঠেচ্চৈবেহ ভক্তিতঃ।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১০৩

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং পৃথুরাজপ্রাক্‌চরিতবর্ণনং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

এবং শ্রুত্বা স রাজা তু পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্।
যাদৃশীং কারয়ামাস যৎপ্রমাণাং যদুদ্ভবাম্।

সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছ, তাহা অনন্যচিত্তে শ্রবণ কর। তুমি পূর্ব্বজন্মে পরহিংসা-পরায়ণ শূদ্র ছিলে, তোমার পত্নী নিতান্ত পতিব্রতা ছিলেন। নিত্যই তোমার চিত্তানুবর্ত্তন ও তোমার শুশ্রূষায় নিরত থাকিতেন। তুমি নিঃস্ব হইয়া পরের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলে। পত্নীকে ত্যাগ করিলেও এই অনিন্দিতা কখন তোমাকে ত্যাগ করেন নাই। এক সময় তুমি এই সাধ্বী ভার্য্যার সহিত অযোধ্যা নগরে এক বৃষল ধনার বিষ্ণু-মন্দিরে হেমময়ী পৃথ্বী লইয়া গিয়াছিলে এবং ভক্তিপূর্ব্বক সেই পুণ্যাকাঙ্ক্ষী দাতার গৃহসম্মার্জ্জনাদি পরিচর্য্যা করিয়াছিলে; সেই ধর্ম্মপরায়ণ দাতার শুশ্রূষার পরই তোমার পাপ বিনষ্ট হইয়াছিল। অনন্তর দাতার স্বর্ণধেনু-দানকালে তুমি সর্ব্বকামপ্রদ কর্ম্ম করিয়াছিলে। হে রাজন্! সেই কর্ম্ম-ফলেই তুমি এই রাজ্য ও অশেষ জগৎ প্রাপ্ত হইয়াছ। এইরূপে শূদ্রতা নিবন্ধন তুমি তাহার কর্ম্মপরায়ণ হইয়া, তাহার কর্ম্মে অত্যন্ত আসক্তি বশত এই শ্রেষ্ঠ মহত্ত্ব লাভ করিয়াছ। কিন্তু যে ব্যক্তি হেমময়ী পৃথ্বী দান করে, তাহার ফল কি বলিব? সে ঊর্দ্ধতন শত ও অধস্তন শত পুরুষ উদ্ধার করে; যতদিন চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবী থাকে, ততদিন সেই পাপশূন্য নর স্বর্গ হইতে চ্যুত হয় না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই প্রাপ্ত হয়। হে রাজন্! এই উত্তম পৃথিবী-দান বলিলাম। যে মনে মনেও পৃথিবী দান করিতে ইচ্ছা করে, সে স্বর্গে গমন করে। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক এই দান-প্রশস্তি শ্রবণ বা পাঠ করে, সেও সর্ব্বপাপ-মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে। ৭৭—১০৩।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—প্রতাপশালী বেণপুত্র নরপতি পৃথু ইহা শ্রবণ করিয়া, যে দ্রব্য নির্ম্মিত

যস্মিন্ কালেহদদাৎ সোহপি তদ্রূহি ত্বমশেষতঃ
সনৎকুমার উবাচ।
কুর্য্যাৎ স্বশক্তিতো ব্যাস উত্তমাধমমধ্যমাঃ।
সন্তীহ মানবা লোকে শক্ত্যা দানং লভন্তি তে॥ ২
লক্ষেণ তু সুবর্ণেন সহস্রেণ শতেন তু।
পঞ্চশতা বা নিঃস্বোহপি সুবর্ণেন তু কারয়েৎ॥৩
একহস্তাং দ্বিহস্তাং বা ত্রিহস্তাং বাপি কানতঃ।
হেমাভাবে সুতাম্রস্য কৃত্বা হৈমন্তু নিক্ষিপেৎ॥ ৪
এতস্মাত্রেষু শৈলেষু সর্ব্বতঃ প্রকিরেদ্বসু।
রত্নাভাবাদণুম্বেব হৈমং তেষু বিনিক্ষিপেৎ॥ ৫
তন্মধ্যে চোত্থিতো মেরুর্ম্মন্দরং তস্য পূর্ব্বতঃ।
গন্ধমাদনসংজ্ঞস্ত মেরোশ্চৈব তু দক্ষিণে॥ ৬
নীলস্ত পশ্চিমে ভাগে বিপুলশ্চোত্তরে ততঃ॥ ৭
মেরোর্দ্ধে বহুরত্নানি ন্যস্তা বৈদূর্য্যমন্দিরে।
দক্ষিণে বিদ্রুমঞ্চৈব মহানীলন্ত পশ্চিমে॥ ৮
মূর্দ্ধি সংবিন্যসেৎ তদ্বৎ পদ্মরাগং তথোত্তরে।
তদভাবাদ্ধিরণ্যন্ত মৌক্তিকাদি ততঃ পরম্॥ ৯
কদম্ব-জম্বুকাশ্বত্থ-শ্রীপর্ণীপল্লবং ক্রমাৎ।
নাগবল্ল্যাস্তথাভাবাৎ সম্যক্ পত্রাণি বিন্যসেৎ॥১০
লবণস্য সমুদ্রন্তু তদ্বাহ্যে পরিকল্পয়েৎ।
লবণেন পবিত্রেণ বাহ্যং তৎ পরিপূরয়েৎ॥ ১১
তদ্বাহ্যে প্লক্ষদ্বীপন্ত অব্ধিরিক্ষুরসস্য বৈ।
তেনাপূর্য্য ততো দ্বীপঃ শাল্মলিশ্চাপরো মুনে॥১২
সর্পিষস্ত সমুদ্রং বৈ পুরয়েৎ সর্পিষা চ তম্।
কুশদ্বীপাৎ পরো দধ্নস্তেনৈবাপূরয়েৎ ততঃ॥ ১৩
ক্রৌঞ্চাৎ পরস্ত দুগ্ধেন শাকদ্বীপমতঃ পরম্।
তস্মাৎ তৎ মধুনাপূর্য্য তদন্তে পুষ্করং স্থিতম্॥ ১৪
তস্মাৎ তদম্বুনাপূর্য্য পুষ্করৈরুপশোভিতম্।
এবং কৃত্বা ধরাং সর্ব্বাং বেদিকায়াং নিধাপয়েৎ॥
সংক্ষেপাৎ কথিতং ব্যাস পৃথিব্যা দানমুত্তমম্।
নাম্না বর্ষাযুতেনাপি বক্তুং শক্যোহতিবিস্তরঃ॥ ১৬
হস্তমাত্রং খনেৎ কুণ্ডং হোমং তত্রৈব কারয়েৎ॥

যৎপরিমিত হেমময়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ও যে কালে তাহা দান করিয়াছিলেন, তাহা বলুন। সনৎকুমার কহিলেন, হে ব্যাস! এই জগতে উত্তম, মধ্যম, অধম মানব আছে; তাহারা সকলে শক্তি অনুসারে উত্তম, মধ্যম, অধম পৃথ্বী দান করিলে, সম্যক্ দানফল প্রাপ্ত হইবে। লক্ষ, সহস্র, শত সুবর্ণ দ্বারা এবং দরিদ্র পঞ্চাশৎ সুবর্ণ দ্বারাও একহস্তা, দ্বিহস্তা বা ত্রিহস্তা পৃথ্বী নির্ম্মাণ করিবে; অত্যন্ত অশক্ত হইলেও উত্তম তাম্র দ্বারা পৃথ্বী নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে এবং পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে স্বর্ণ-রজঃ প্রক্ষেপ করিবে। রত্নের অভাব হইলে ভূ-পরিমাণ অপেক্ষা ন্যূন-পরিমাণ পর্ব্বতে হৈমরজ দিবে। সেই পৃথ্বীর মধ্য-স্থানে মেরু, ও মেরুর পূর্ব্বদিকে মন্দর, দক্ষিণ-দিকে গন্ধমাদন, পশ্চিমভাগে নীল-পর্ব্বত, উত্তর-দেশে বিপুল-পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিবে। মেরুর ঊর্দ্ধভাগে বৈদূর্য্য-মন্দিরে প্রচুর রত্ন-বিন্যাস করিবে। দক্ষিণে বিদ্রুম, পশ্চিমে মহানীল, উত্তরে পদ্মরাগ-রত্ন, তাহার অভাবে স্বর্ণ ও তাহারও অভাবে মৌক্তিকাদি দিবে। পূর্ব্বাদি-দিক্ক্রমে কদম্ব, জম্বু, অশ্বত্থ ও শ্রীপর্ণীপল্লব; তাহার অভাব হইলে, সর্ব্বত্র নাগবল্লীপত্র বিন্যাস করিবে। মেরুমন্দরাদির বাহ্য প্রদেশে লবণ-সমুদ্র কল্পনা করিয়া হবিষ্য-লবণ দ্বারা সমুদ্র-স্থান পরিপূর্ণ করিবে। লবণ-সমুদ্রের বাহ্য প্রদেশে প্লক্ষদ্বীপ ও ইক্ষু-সমুদ্র করিয়া ইক্ষুরসে সেই সমুদ্র পূর্ণ করিবে। তৎপরে শাল্মলী-দ্বীপ ও সর্পিঃ-সমুদ্র নির্ম্মাণ করিয়া, ঘৃত দিয়া সেই সমুদ্র পূর্ণ করিবে। তৎপরে কুশদ্বীপ ও দধি-সমুদ্র প্রস্তুত করিয়া দধি দ্বারা সেই দধিসমুদ্র পূর্ণ করিবে। তদ্বাহে ক্রৌঞ্চ-দ্বীপ ও দুগ্ধ-সমুদ্র, তৎপরে শাকদ্বীপ এবং মধুসমুদ্র নির্ম্মাণ করিয়া মধু দ্বারা সেই সমুদ্র পূর্ণ করিবে। তদন্তে পুষ্করদ্বীপ অবস্থিত। অনন্তর সলিল দ্বারা পুষ্কর-দ্বীপ পূর্ণ ও পদ্ম দ্বারা উপশোভিত করিবে। এইরূপ করিয়া সকল প্রকার স্বর্ণ-পৃথ্বীকে বেদিকায় স্থাপন করিবে। ১—১৫। হে ব্যাস! আমি এই ভূমিদান সংক্ষেপে বলিলাম। অযুতবর্ষ বলিলেও সবিস্তরে ইহা বলা যায় না। একহস্ত পরিমিত কুণ্ড খনন

যব-সিদ্ধার্থ কৈর্যুক্তৈস্তিলৈর্ব্যাহৃতিভিস্তথা।
দিক্‌পালৈস্তু গ্রহৈশ্চৈব স্বৈঃস্বৈর্মন্ত্রৈঃস বৈদিকৈঃ
বিষ্ণোস্তু ত্রিতয়ং হুত্বা আপো দেবেত্যনুক্রমাৎ
বসোঃ পবিত্রং ত্রিতয়ং হুত্বাগ্নাবাহুতীস্ততঃ ॥ ১৯
পৃথিবীতি পুনর্হুত্বা পূজয়েৎ তত্র কেশবম্।
মন্ত্রৈরেভির্ধরাং তদ্বন্মন্ত্রেণানেন বৈ মুনে ॥ ২০

ধরাধরাধার ধরাবলাগ্র্য
সর্ব্বাশ্রয়স্ত্বং হি পুমানশেষঃ।
দেবৈঃ সুপূজ্যোঽসি সুপূজিতো মে
সম্পূজ্যমানোঽভিমতং দদস্ব ॥ ২১
স্রষ্টা ত্বয়েয়ং পৃথিবীং ধৃতা পুন-
র্দাতা ত্বমস্যাঃ প্রতিসংগৃহীতা।
তুভ্যং ময়া হেমময়ী নিবেদিতা
গৃহ্নীষ কামাভিমতং দদস্ব ॥ ২২

এবং পূজ্য বিধানেন বস্ত্রৈরাভরণৈস্তথা।
ব্রাহ্মণান্ বাচয়িত্বাগ্রে প্রীয়তাং ধরণীধরঃ ॥ ২৩

এবং দত্ত্বা দ্বিজেভ্যস্তাং শৃণু কালে চ যৎ ফলম্।
কুলানাং শতমাগামি সমতীতং তথা শতম্ ॥ ২৪
তারয়িত্বা দিবং যাতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ।
ততোঽসাবেকচ্ছত্রস্তু রাজ্যং প্রাপ্নোতি ভূতলে।
তত্রাপ্যস্যৈব সা বুদ্ধির্ব্বর্ত্ততে ধর্ম্ম এব হি।
ক্রমান্মোক্ষমবাপ্নোতি দানাদস্যাঃ প্রভাবতঃ ॥ ২৬

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং
মহীদানবিধিকীর্ত্তনে পঞ্চ-
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ব্রহ্মহত্যা গুরোরস্তি কিং নশ্যতি তপো বিনা।
সংশয়ঃ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞো দানাৎ ত্বং ব্রূহি পৃচ্ছতঃ।
যৎ তদুক্তং পুরা তেন তদ্দানং ব্রূহ্যশেষতঃ।
যেন দানেন সদ্যো না পাপান্তবত্যকিল্বিষী ॥ ২
সনৎকুমার উবাচ।
যৎ সাধয়েন্নিজং দেহং কৃত্বা পাপাদশেষতঃ।

করিয়া যব সিদ্ধার্থক (শ্বেত সর্ষপ) যুক্ত তিল দ্বারা মহাব্যাহৃতি পাঠপূর্ব্বক হোম করিবে। স্ব স্ব বৈদিক মন্ত্র দ্বারা দিক্‌পাল ও গ্রহদিগের এবং "ইদং বিষ্ণুঃ," "তদ্বিষ্ণোঃ," "তদ্বিপ্রাস," এই মন্ত্রত্রয় দ্বারা বিষ্ণুর হোম করিয়া "বসোঃ পবিত্রং" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় দ্বারা বসুহোম, অনন্তর গ্রাবাহুতি প্রদানপূর্ব্বক "পৃথিবী" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা হোম করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা বিষ্ণু ও পৃথিবীকে তন্মধ্যে পূজা করিবে। বিষ্ণুপূজার মন্ত্রার্থ—"হে পৃথিবী ও পর্ব্বতের আধার! তুমি পৃথিবী মধ্যে প্রধান বলশালী, সকলের আশ্রয় ও অনন্তপুরুষ, তুমি দেবগণ কর্ত্তৃক সংপূজিত, আমি তোমাকে পূজা করিতেছি, আমার অভিমত দান কর। তুমি পৃথিবীর সৃজন করিয়াছ ও বরাহরূপে তাহা ধারণ করিয়াছ, তুমিই পৃথিবীর দাতা ও প্রতিগ্রহীতা, তোমাকে এই হেমময়ী পৃথ্বী দান করিলাম, গ্রহণ করিয়া আমার অভিপ্রেত দান কর।" এইরূপে যথাশাস্ত্র বস্ত্র ও আভরণ দ্বারা পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে স্বস্তিবাচন করিয়া, "ধরণীধর প্রীত হউন" ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে যে ফল হয়, তাহা শ্রবণ কর। অতীত শত পুরুষ উদ্ধার করিয়া চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের কাল পর্য্যন্ত স্বর্গে বাস করে। অনন্তর ভূতলে একাতপত্র রাজ্য প্রাপ্ত হয়। পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও তাহার ধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্তি হয় এবং এই দানপ্রভাবে ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করে। ১৬—২৬।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—তপস্যা ব্যতীত গুরুহত্যাবলে ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট হয় কিনা, এ বিষয়ে আমার সংশয় হইয়াছে; আপনি সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, অতএব তাদৃশ দান আছে কিনা, তাহা বলুন। পূর্ব্বে ব্রহ্মা যে সকল দান বলিয়াছেন, সেই সমস্ত বলুন,—পুরুষ যে দানপ্রভাবে সদ্য নিষ্পাপ হয়। সনৎকুমার কহিলেন,

মুচ্যতে তদ্ধি কালেন এতৎ যে কথিতং স্ফুটম্ ॥
জীবং হি দৈহিকাঃ প্রাণা মধ্যে বাহ্যে তদা বসু।
দেহসম্পীড়য়া তাভ্যাং নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥৪
তস্মাৎ পৃচ্ছ ঋষিশ্রেষ্ঠ সাম্প্রতং কথয়ামি তে ॥৫

ব্যাস উবাচ।

অস্মিন্ কলিযুগে মর্ত্ত্যাঃ সদাচারবিবর্জ্জিতাঃ।
বহুপাপরতা মূঢ়া ভবিষ্যন্তি মহামুনে ॥ ৬
রৌরবাদিষু ঘোরাণাং যাতনাঃ কিল শুশ্রুম।
কান্তারং গহনং তত্র তদর্থং ব্রূহি মে দ্বিজ ॥ ৭
যথা ন পশ্যেৎ কান্তারং সুদুষ্পূরং সুদুর্গমম্।
দানেন তপসা বাপি নরস্তন্মে বদ প্রভো ॥ ৮

সনৎকুমার উবাচ।

শৃণু রাজন্ মহাগুহ্যং মহাপাতকনাশনম্।
কান্তারং যে ন পশ্যন্তি তথা বক্ষ্যামি সুব্রত ॥ ৯
কার্ত্তিকস্যাসিতে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং সমাহিতঃ।
গন্ধপুষ্পৈঃ সুনৈবেদ্যৈরর্চ্চয়েদচ্যুতং বুধঃ ॥ ১০
তিলপ্রস্থময়ং কৃত্বা নাগং সর্ব্বগুণান্বিতম্।
ধেনুং বৎসং সুবর্ণস্থ সুদীপৈঃ সর্ব্বতশ্চিতম্ ॥১১
মুক্তাফলেক্ষণং রৌপ্য-দশনং বিদ্রুমচ্ছদম্।
সুবর্ণতিলকোপেতং কর্ণচামরভূষিতম্ ॥ ১২
কাংস্যঘণ্টাযুগযুতং ক্ষৌমকক্ষাবিভূষিতম্।
মৌক্তিকাপূর্ণকুম্ভন্তু সিন্দূরাবৃতমস্তকম্ ॥ ১৩
বিচিত্রবস্ত্রসংবীতং মুক্তামালাবিরাজিতম্।
পাদুকোপানহং ছত্রং ভোজনাসনদর্পণম্।
শক্ত্যা কুর্য্যাৎ সুবর্ণেন বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৪
তস্যাগ্রেঽষ্টদলং পদ্মং সংলিখেৎ কুঙ্কুমাকৃতৈঃ ॥
আপূর্য্যাচ্যুতমীশানমর্চ্চয়েৎ কর্ণিকাপদে।
ধাতারং বিশ্বকর্ত্তারং পূর্ব্বপত্রে তু বাসবম্ ॥ ১৬
নমোঽস্তু দেবপতয়ে পর্জ্জন্যায় মরুত্বতে।
নমোঽগ্নয়ে হুতাশায় হব্যবাহায় বহ্নয়ে ॥ ১৭
নমঃ পিতৄণাং পতয়ে ধর্ম্মায়ানন্দদায়িনে।
নমো নির্ঋতিনাথায় ধর্ম্মায় নিরয়াত্মনে ॥ ১৮

অশেষ পাপ করিয়া যে তপস্যা দ্বারা নিজ দেহ শোধন করিলে কালে সেই পাপ বিনষ্ট হয়, ইহা তোমাকে স্পষ্ট বলিয়াছি। মনুষ্যগণের দেহ মধ্যে বিদ্যমান প্রাণই জীব এবং বাহ্য জীব ধন। এই উভয়ের তপস্যা ও দান দ্বারা পীড়ন করিলে পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। অতএব হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! তুমি এখন জিজ্ঞাসা কর, আমি তাহার উত্তর দিতেছি। ব্যাস কহিলেন, এই কলিযুগে মনুষ্যগণ সদাচারহীন নানা পাপনিরত এবং মূঢ় হইবে। সেই পাপে তাহাদিগকে রৌরবাদি নরকে যাতনা ভোগ করিতে হইবে। সেই নরকসমূহে গম্ভীর কান্তার আছে। হে দ্বিজ! দান ও তপস্যা করিলে সেই যাতনা নাশ ও দুষ্পার ও দুর্গম কান্তার দর্শন করিতে না হয়, তাহা বলুন। সনৎকুমার কহিলেন—শ্রবণ কর; যাদৃশ কর্ম্ম-কারিগণ সেই কান্তার দর্শন করে না, হে সুব্রত! সেই পাপনাশন গুহ্যকর্ম্ম বলিতেছি। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে সমাহিত হইয়া গন্ধ, পুষ্প ও উত্তম নৈবেদ্য দিয়া ভগবান্ অচ্যুতের পূজা করিবে। প্রস্থপরিমিত কৃষ্ণ-তিল দ্বারা গুণান্বিত গজ এবং সুবর্ণময় ধেনু ও বৎস নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহার চতুর্দ্দিকে উত্তম দীপ দান করিবে। মুক্তাফলময় গজনেত্র, বিদ্রুমের আবরণযুক্ত রৌপ্যময় দন্ত, সুবর্ণ-তিলক, কর্ণদেশে চামরদ্বয়, কাংস্যময় ঘণ্টাদ্বয় ক্ষৌম দ্বারা কক্ষা, কুম্ভদেশে মৌক্তিক, মস্তক সিন্দূরে আবৃত বিচিত্র-বস্ত্রাচ্ছাদিত, মুক্তামালায় বিভূষিত এইরূপ গজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ভূষণ দিয়া কাষ্ঠপাদুকা, চর্ম্মপাদুকা, ছত্র, জলাদি-পাত্র, আসন ও দর্পণ দান করিবে। শক্ত হইলে এই সকল বস্তু সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মাণ করিবে; ধনের শঠতা করিবে না। ১—১৪। তাহার অগ্রভাগে অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া কুঙ্কুম দ্বারা সেই পদ্ম পূর্ণ করিবে। অনন্তর কর্ণিকা স্থানে বিষ্ণু, মহাদেব ও বিশ্বকর্ত্তা বিধা-তার পূজা করিয়া পূর্ব্বদলে "মেঘস্বরূপ দেবপতি মরুত্বানকে নমস্কার" এই মন্ত্রে ইন্দ্রের "হব্য-বহনকারী হুতাশন বহ্নিকে নমস্কার" এই মন্ত্রে অগ্নির, "পিতৃপতি আনন্দদায়ী যমকে নমস্কার" এই মন্ত্রে যমের, "নিরয়-সন্নিধানে পিতৃলোক-

নমোঽপাং পতয়ে তুভ্যং ভবভীতার্ত্তিহারিণে।
নমস্তে পৃষদশ্বায় বায়বে জগদায়ুষে ॥ ১৯
নমো রিক্থাধিপতয়ে স্মেরস্ময়-মদায় তে।
নমস্তে পশুনাথায় শিবায়েশায় তে নমঃ ॥ ২০
কান্তারপতয়ে ধাত্রে ব্রহ্ম-রুদ্রায় বিষ্ণবে।
বিশ্বরূপায় দেবায় শর্ম্মদায় নমো নমঃ ॥ ২১
এবং কল্পবিধানেন তত্র কান্তারদেবতাঃ।
দেবদেবং ততোঽভ্যর্চ্চ্য বিষ্ণুং বিশ্বপতিং পুনঃ।
ইমমুচ্চারয়েন্মন্ত্রং কৃতাঞ্জলিপুটঃ সুধীঃ ॥ ২২
কান্তারমধ্বনো মার্গমিভেনানেন কেশব।
সুখং ব্রজামি তং দুর্গং তথা ত্বং কুরু মে প্রভো
যথা ভদ্রঘটো নিত্যং কামধেনুর্মহাদ্রুমঃ।
চিন্তামণিস্তথা দন্তী সদা ভবতু মে বিভো ॥ ২৪
এবমুচ্চার্য্য তং দদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণায় স্বশক্তিতঃ।
সরত্নং সহিরণ্যঞ্চ সর্ব্বাভরণভূষিতম্ ॥ ২৫
ততো নক্তং সমশ্নীয়াদ্দীপং দদ্যাৎ তথা গজে।

পার্শ্বে যিনি বিদ্যমান, সেই নিঋতিনাথ ধর্ম্মকে নমস্কার" এই মন্ত্রে নৈর্ঋতের, "ভবভীতগণের পীড়ানাশকারী জলপতি বরুণকে নমস্কার" এই মন্ত্রে বরুণের, "হরিণবাহন জগতের আয়ুঃস্বরূপ বায়ুকে নমস্কার" এই মন্ত্রে বায়ুর, উচ্ছলিত গর্ব্ব ও মদযুক্ত ধনাধিপতি কুবেরকে নমস্কার" এই মন্ত্রে কুবেরের, "পশুপতি সর্ব্বেশ্বর শিবকে নমস্কার" এই মন্ত্রে শিবের, "দুর্গম স্থান হইতে রক্ষাকারী বিশ্বরূপ সুখদাতা ব্রহ্মা, রুদ্র ও বিষ্ণুকে বারংবার নমস্কার করি" এই মন্ত্রে কান্তারপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের পূজা করিবে। অনন্তর পুনর্ব্বার দেবদেব বিশ্বপতি ভগবান্ বিষ্ণুকে পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এই মন্ত্র পাঠ করিবে, "হে প্রভো! কেশব! আমি যাহাতে এই গজে আরোহণ করিয়া দুর্গম কান্তারমার্গে সুখে গমন করিতে পারি, তাহা কর। ভদ্রঘট, কামধেনু, কল্পবৃক্ষ ও চিন্তামণি যেমন সর্ব্বকামদ, সেইরূপ এই হস্তীও আমার সর্ব্বকামদ হউক।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শক্তি অনুসারে হিরণ্যরত্ন ও সর্ব্বাভরণশোভিত সেই হস্তী

পার্থিবে রাজশার্দ্দূল কার্ত্তিক্যাং বা প্রদাপয়েৎ।
এবং যঃ কুরুতে সম্যগ্বিধানেনৈব শক্তিতঃ।
যমমার্গভয়ং ঘোরং নরকঞ্চ ন পশ্যতি ॥ ২৭
হত্বা পাপান্যশেষাণি সবন্ধুঃ সসুহৃজ্জনঃ।
দিবি সংক্রীড়তে ব্যাস যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ২৮
কপিলানাং শতে দত্তে যৎ ফলং জ্যেষ্ঠপুষ্করে।
কান্তারস্য প্রদানেন সমং স্যান্মুনিসত্তম ॥ ২৯
যচ্চোভয়মুখানাঞ্চ শতেন লভতে ফলম্।
কান্তারস্য প্রদানেন তৎ ফলং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩০
সন্নিহত্যাং নরশ্রেষ্ঠ রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
ধরাদানান্ন তৎ পুণ্যং কান্তারেণ যদশ্নুতে ॥ ৩১
কৃষ্ণাজিনেন যৎ পুণ্যং ভূয়ঃ শতগুণেন চ।
পুণ্যং তৎ সকলং লভ্যং মুনে কান্তারহস্তিনা ॥ ৩২
গজাশ্ব-রথ-ধেনূনাং যৎ ফলং হি নিগদ্যতে।
তৎ ফলং সকলং বিদ্যাৎ কান্তারেণ মহামুনে ॥ ৩৩
তিলাজ্য-জল-ধেনূনাং যৎ পূর্ব্বোক্তং ফলং ...
তন্মূর্ত্তিং তন্ময়ীং দত্ত্বা পুণ্যং শতগুণং লভেৎ ॥ ৩৪

ব্রাহ্মণকে দান করিবে। অনন্তর দাতা রাত্রিকালে আহার করিবে ও প্রদত্ত গজে প্রদীপ দান করিবে। কার্ত্তিকের পূর্ণিমাতেও এই দান বিহিত। যে নর শক্তি অনুসারে যথাশাস্ত্র এই দান করেন, তিনি যমমার্গের ভয় ও নরক দর্শন করেন না, সমস্ত পাপরাশি বিনাশ করিয়া বন্ধু ও সুহৃজ্জনের সহিত যতদিন চতুর্দ্দশ ইন্দ্র থাকেন, ততদিন স্বর্গে ক্রীড়া করেন। হে মুনিসত্তম! জ্যেষ্ঠপুষ্করে শত-কপিলা-দানের ফল আর একটীমাত্র কান্তার-গজদানের ফল সমান। উভয়মুখী শত গোদান এবং কান্তার গজদান সমফল। হে নরশ্রেষ্ঠ! রাহুগ্রস্ত দিবাকরে পৃথিবী দান করিলে যে পুণ্য হয়, কান্তার-দানে তদপেক্ষা ... পাইতে পারে। শতবার কৃষ্ণাজিন-দানে যে পুণ্য হয়, তৎসমস্ত পুণ্যই কান্তারহস্তী দান করিলে পাওয়া যায়। সাধারণ-হস্তী, অশ্ব, রথ এবং ধেনুদানে যে ফল হয়, তৎসমস্ত ফলই কান্তারহস্তিদানে পাওয়া যায়। তিল-ধেনু, ঘৃতধেনু এবং জলধেনুদানে যে পূর্ব্বোক্ত

এবং জ্ঞাত্বা মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠং কান্তারকারণম্।
দদ্যাদনেন মন্ত্রেণ সম্পূজ্য গজপুঙ্গবম্ ॥ ৩৫
নমঃ কান্তাররূপায় পরমেশায় শম্ভবে।
নমোঽষ্টদিগিভেশায় নমোঽহংরূপায় বিপ্রবে ॥ ৩৬
অনেন তিল-কান্তার-দন্তিদানেন দৈত্যহা।
প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রভুঃ কান্তারতারকঃ ॥৩৭
এবমুচ্চার্য্য তং দদ্যাদ্ব্রাহ্মণায় কুটুম্বিনে।
এতং পাপহরং পুণ্যং সুখ-স্বর্গকরং পরম্ ॥ ৩৮
পঠতাং শৃণ্বতাঞ্চাপি যস্ত ভাবয়তে সদা।
করিষ্যামীত্যহং ভক্ত্যা স্বর্গলোকং স গচ্ছতি ॥৩৯

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং
কান্তারত্রাণোপায়কীর্ত্তনে ষড়্-
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

ফল লাভ হয়, ঐ সব বস্তু-নির্ম্মিত কান্তার-হস্তিদানে তদপেক্ষা শতগুণ পুণ্য হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কান্তার-গজের এই সব বিশেষ বিবরণ জানিয়া গজশ্রেষ্ঠকে পূজা করিয়া নিম্ন-লিখিত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক সেই কান্তারহস্তী দান করিবে: "হে অষ্টদিগ্‌হস্তীর ঈশ্বর! হে কান্তার-হস্তিস্বরূপ পরমেশ্বর শিব! আপ-নাকে নমস্কার। এই কান্তার-হস্তিদানফলে কান্তারকারী প্রভু নারায়ণ যেন প্রীত হন।" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বহু কুটুম্বসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে কান্তার-গজ দান করিবে। তাহাতে পাপনাশ, পুণ্যবৃদ্ধি, সুখ ও স্বর্গ লাভ হয়। এতৎ প্রকরণ পাঠে ও শ্রবণেও এই ফল! যে ব্যক্তি সতত "এই কার্য্য করিব" এইরূপ ভাবনা করে, তাহারও স্বর্গ লাভ হয়। ১৫—৩৯।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।
পূর্ব্বোক্তং তে দিনৈকেন পূজিতঃ স মহেশ্বরঃ।
ফলং দদাতি বিপুলমেতং সর্ব্বং মহামুনে ॥ ১
গুরূণাং ন ভবেৎ কুত্র বচনং মুখনিঃসৃতম্।
বিফলং বদ তস্মাৎ স্মৃতীশ্বরাদ্বদতাং বর ॥ ২
সনৎকুমার উবাচ।
নাসত্যমেতদুক্তং মে শৃণু বাক্যং মহামুনে।
নিয়মেনার্চ্চিতঃ শম্ভুর্দিনৈকেন প্রসীদতি ॥ ৩
ক্রীড়াদিনেঽর্চ্চিতস্তস্ত সর্ব্বান্ কামান্ প্রযচ্ছতি।
বৃথাশ্রমো হি বহুভিঃ ক্লেশৈর্নৈবাপ্নুতে ফলম্।
যথা চ রত্নবিক্রেতুঃ সুস্বল্পাদশ্নুতে মুনে ॥ ৪
ব্যাস উবাচ।
কথয়স্ব সমাসেন তদ্‌ব্রতং মে মহামুনে।
লোকানাং হিতকামেন কৃতং যেনেহ তদ্বদ ॥ ৫
সনৎকুমার উবাচ।
আসীৎ পূর্ব্বযুগে রাজা জম্বুদ্বীপে সুধার্ম্মিকঃ।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—হে মহামুনে! আপনি পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন, একদিন মাত্র মহা-দেবের পূজা করিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া, এই সকল বিপুল ফল দান করেন। গুরু-দিগের মুখনিঃসৃত বাক্য কখন বিফল হয় না; অতএব হে বদতাংবর! আপনি মহাদেবকে স্মরণ করিয়া বলুন, কোন্ পূজায় তাঁহার সন্তোষ হয়? সনৎকুমার বলিলেন, হে মহর্ষে! আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা মিথ্যা নহে। যথানিয়মে পূজা করিলে, মহাদেব একদিনেই প্রসন্ন হন। মহাদেবের ক্রীড়াদিনে (চতুর্দ্দশীতে) তাঁহাকে পূজা করিলে, তিনি সকল কামনা সিদ্ধ করেন। বহু ক্লেশ বৃথা, তাহাতে কোন ফল হয় না। রত্নবিক্রেতা যেমন অল্প কার্য্য করিয়াও ফললাভ করিয়াছিল, সেইরূপ অল্পকার্য্য দ্বারা ফলপ্রার্থনা করাই উচিত। ব্যাস কহিলেন, হে মহর্ষে! যে ব্যক্তি এই ব্রত করিয়াছিল, আপনি লোক-হিত নিমিত্ত সংক্ষেপে তাহা বলুন। সনৎ-

শতমক্ষৌহিণীনাঞ্চ আধিপত্যং চকার সঃ ॥ ৬
স রাজাস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠো বেদশাস্ত্রার্থপারগঃ।
ধর্ম্মিষ্ঠঃ সত্যবাক্ শূরো দাতা ভোক্তাতিথিপ্রিয়ঃ॥
নিত্যদাতা দ্বিজেভ্যোঽসৌ হেমবস্ত্রাদিশোভনম্।
যদিষ্টমানো নিত্যং তৎ তত্তচ্ছ্রদ্ধাসমন্বিতম্ ॥ ৮
দদাত্যনুদিনং ব্যাস তেষামর্থং স্ত্রিয়াদিকম্।
এবং রাজ্যং শুভং কৃত্বা দীর্ঘকালং মহীপতিঃ ॥ ৯
শতানীকস্ততো নাম্না সহস্রানীকমেব চ।
সুতংজজ্ঞে ততঃকালাৎ ক্ষিতীশোঽসৌ মৃতস্তু সঃ
কুলক্রমাগতং রাজ্যং চক্রেঽসৌ নৃপসত্তমঃ।
ন্যায়তো ধর্ম্মতশ্চৈব রাজ্যে শাস্তি বসুন্ধরাম্ ॥১১
কান্ত্যা চন্দ্রমসশ্চৈব প্রতাপাদিত্যসন্নিভঃ।
শত্রুষ্বেবং সদা পাতি পৃথিবীং ন্যায়তোঽপি সঃ॥
ব্রাহ্মণেভ্যো দদাতীশো যথা তস্য পিতা ন সঃ ॥১৩
অথ দীর্ঘেণ কালেন ব্রাহ্মণাস্ত যতব্রতাঃ।
প্রতিগ্রহমলপ্সন্তঃ সমাজগ্মুস্তদন্তিকম্ ॥ ১৪
তানাগতান্ স সম্প্রেক্ষ্য পূজাং চক্রে যথাবিধি।
পূজিতাস্তে সুসংহৃষ্টাঃ প্রোচুর্নৃপতিসত্তমম্ ॥১৫

দ্বিজা উচুঃ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি একচিত্তঃ সমাহিতঃ।
পিত্রা তে পূজিতা নিত্যং দানাচ্ছাদনভোজনৈঃ।
যে কেচিদ্‌ব্রাহ্মণাঃ সন্তি যথাকামং যথাসুখম্।
সংবর্দ্ধিতাঃ স্বকে ধাম্নি সমবুদ্ধিরয়ং নৃপঃ ॥ ১৭
সাম্প্রতং তব রাজ্যে তু সম্প্রেক্ষ্য চ গতা দ্বিজাঃ
বসামোঽত্র পরিখিন্না নৃপতে সকুটুম্বিনঃ ॥ ১৮
ইতঃ কিং কুর্ম্ম এবং হি যাস্যামঃ কুত্র পীড়িতাঃ।
দারিদ্র্যেণৈব নো বুদ্ধির্যথা শৃণু নৃপোত্তম ॥ ১৯
এতচ্ছ্রুত্বা স তান্ বিপ্রান্ প্রোবাচ প্রহসন্নিব ॥

রাজোবাচ।

সত্যমেতদ্দ্বিজেভ্যোঽপি দত্তং দানং মহাফলম্
পরত্র ন্যায়তো বিপ্রাঃ কিঞ্চিদ্বক্ষ্যামি কারণম্ ॥২১
দানাৎ স্বর্গমবাপ্নোতি ইহায়াতঃ সুখী ভবেৎ।

কুমার কহিলেন, পূর্ব্বযুগে জম্বুদ্বীপে অত্যন্ত ধার্ম্মিক শত অক্ষৌহিণীর অধিপতি এক নরপতি ছিলেন। তিনি অস্ত্রবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ, বেদ-শাস্ত্রার্থপারগ, ধর্ম্মিষ্ঠ, সত্যবাদী, বলশালী, দাতা, ভোগক্ষম ও অতিথিপ্রিয়। প্রতিদিন ব্রাহ্মণ-গণকে উত্তম স্বর্ণ ও বস্ত্রাদি দান করিতেন। প্রাণীদিগের অর্থ ও রমণী প্রভৃতি যাহা যাহা অভিলষিত, সেই সমস্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রতিদিন দান করিতেন। মহীপতি শতানীক এইরূপে দীর্ঘকাল মঙ্গলময় রাজ্য শাসন করিয়া, সহস্রা-নীক নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। অনন্তর কালবশে রাজার মৃত্যু হইলে, সহস্রানীক কুল-ক্রমাগত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া, ন্যায় ও ধর্ম্মের সহিত পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি রূপে চন্দ্রের ন্যায় ও প্রতাপে সূর্য্যের সদৃশ। শত্রুকেও প্রতিপালন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু তাঁহার পিতা ব্রাহ্মণকে যেরূপ দান করিতেন, তিনি সেরূপ করিতেন না। অনন্তর দীর্ঘকাল গত হইলে, ব্রাহ্মণগণ প্রতিগ্রহ না পাইয়া, রাজার নিকট আগমন করিলেন। সহস্রানীক ব্রাহ্মণদিগকে সমাগত দেখিয়া, যথা-বিধি পূজা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা নৃপতিকর্তৃক পূজিত হইয়া, হৃষ্টমানসে ভূপতিকে কহিলেন, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা একচিত্ত ও সমা-হিত হইয়া শ্রবণ কর। তোমার পিতা যে কোন ব্রাহ্মণকে দান, আচ্ছাদন ও ভোজন দ্বারা পূজা করিতেন, সকল ব্রাহ্মণই তোমার পিতাকর্ত্তৃক স্বকীয় গৃহে অভিলষিত দ্রব্য ও সুখ প্রাপ্ত হইয়া, সংবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তোমার পিতা সমবুদ্ধি ছিলেন। ১—১৭। এখন তোমার রাজ্যে সেইরূপ ব্রাহ্মণসংকার না দেখিয়া, দ্বিজগণ অন্যত্র গমন করিয়া-ছেন; কেবল আমরাই সপরিবারে খেদযুক্ত হইয়াও বাস করিতেছি। হে নৃপোত্তম! শ্রবণ কর, এখন আমরাও দারিদ্র্যে প্রপী-ড়িত হইয়া অন্যত্র গমনে ইচ্ছুক হইয়াছি। ব্রাহ্মণদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নরপতি সহাস্যে কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ-গণ! ন্যায়পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দান করিলে পরলোকে মহাফল হয় সত্য, কিন্তু এ বিষয়ে আমি কিছু কারণ বলিব। দান করিলে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, অনন্তর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি-

পিতা মম দ্বিজশ্রেষ্ঠা কথং স্বর্গে বসত্যসৌ।
জ্ঞাত্বৈবৈতৎ সমাসেন কথয়ধ্বং যথাতথম্ ॥ ২২
এতচ্ছ্রুত্বা ততো বিপ্রা বজ্রপাতোপমং বচঃ।
সমুত্তস্থুঃ সমাজ্ঞাপ্য রাজানং দীনমানসাঃ ॥ ২৩
সমবায়ীকৃতাস্তে তু তথান্যোন্যমভাষত।
রাজা পঞ্চত্বমাপন্নঃ ক্বাসৌ তিষ্ঠতি ধার্ম্মিকঃ।
বয়ং কথং ন জানীমঃ সংশয়ং পরমং গতাঃ ॥২৪
এবং বিব্রুবতাং তেষাং দিনানি সুবহূনি চ।
গতানি জুহ্বতাং ব্যাস রবির্ব্যাকুলতাং গতঃ ॥২৫
রাজ্ঞাং ধর্ম্মবতাঞ্চাপি প্রজাঃ পালয়তাং সতাম্।
ন বর্ষং জায়তে তস্মাৎ সুভিক্ষং ক্ষেমমেব হি ॥২৬
অগ্নৌ ন্যস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যায়োপগচ্ছতি।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নসমুদ্ভবঃ ॥ ২৭
অন্নাৎ সঞ্জায়তে সর্ব্বং জগত্তৃপ্তিস্তু সর্ব্বদা।
এবং সঞ্চিন্ত্য ভগবানাজগাম ততো রবিঃ ॥ ২৮
হিতায় তেষাং সন্দেষ্টুং দ্বিজো ভূত্বা তু তান্‌ব্রবীৎ

কিং বিষণ্ণা দ্বিজা যূয়মিহেপ্সথ স্বকর্ম্ম তৎ।
নৈত্যকং পঞ্চযজ্ঞাখ্যমনন্তফলদায়কম্ ॥ ৩০
নৈত্যকং কর্ম্ম কুর্ব্বাণো যোহন্যৎ ফলং সমীহতে
তৎ তৎ সম্প্রেত্য দদতস্তৎ ত্যক্ত্বান্যন্ন তদ্ভবেৎ ॥
বহূনি শুভতীর্থানি ফলদানীহ সর্ব্বতঃ।
শ্রূয়ন্তে ন ফলং দাতুং স্বকর্ম্মফলঘাতিনঃ ॥ ৩২
পঞ্চযজ্ঞফলং নিত্যং চতুরাশ্রমবাসিনাম্।
ভুক্তি-মুক্তিকরং বিপ্রাস্তস্মাত্তন্ন পরিত্যজেৎ ॥ ৩৩
কুর্ব্বন্ নিত্যন্তু নৈমিত্তং কাম্যকঞ্চ সমাশ্রয়েৎ।
নিত্যকারী তু নৈমিত্তাল্লভেৎ পুণ্যং শতোত্তরম্।
সহস্রগুণিতং কাম্যাৎ তথাপ্নোতি পুমান্ সদা ॥
প্রতিগ্রহবিহীনস্তু সদাজপ্যপরো দ্বিজঃ।
যস্তং মৃতং সমাখ্যাস্যেত্তৎপুরাদাগতো নৃপম্ ॥৩৫
এতচ্ছ্রুত্বা ব্রতং তস্য প্রণিপত্য চ তং দ্বিজাঃ।
ততস্তেহন্বেষয়ামাসুর্হৃষ্টাঙ্গাস্থা চতুর্দ্দিশম্ ॥ ৩৬

সুখী হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমার পিতা এখন কিরূপে স্বর্গে বাস করিতেছেন, ইহা জানিয়া, যথাযথ বলুন। ব্রাহ্মণগণ বজ্রপাত-তুল্য রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, নৃপতির অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক দীনমানসে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে একত্র মিলিত হইয়া, পরস্পর কহিতে লাগিলেন, ধার্ম্মিক ভূপতি পঞ্চত্ব লাভ করিয়া, কোথায় অবস্থান করিতেছেন, আমরা কিরূপে জানিব? হে ব্যাস! হোমকারী ব্রাহ্মণগণ এইরূপ বিচার করিতে করিতে বহুদিন যাপন করিলেন; তখন তাঁহাদিগের হোমাদি নিত্যকর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছিল, অতএব সূর্য্য নিতান্ত পর্য্যাকুল হইলেন। ধার্ম্মিক রাজগণ উত্তমরূপে প্রজাপালন করিলেও অনাবৃষ্টি হয়; তন্নিবন্ধন সুভিক্ষ ও মঙ্গল তিরোহিত হয়। অগ্নিতে আহুতিদান করিলে, তাহা সূর্য্য প্রাপ্ত হন; সূর্য্য হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি হয় ও অন্ন হইতে সকল জগৎ তৃপ্তিলাভ করেন। ভগবান্ সূর্য্য এইরূপ চিন্তা করিয়া, ব্রাহ্মণদিগের সন্নিধানে আগমন করিলেন ও তাঁহা-দিগকে হিতোপদেশ দিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ হইয়া কহিলেন, হে দ্বিজগণ! কি নিমিত্ত তোমরা বিষণ্ণ হইয়া, নিত্যকর্ম্মের ন্যায় কোন নৈমিত্তিক কর্ম্ম ইচ্ছা করিতেছ? অবশ্য-কর্ত্তব্য পঞ্চযজ্ঞই অনন্ত ফলদায়ী। নিত্যকর্ম্ম করিতে করিতে যে ব্যক্তি অন্য ফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া, নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রসিদ্ধ দানাদি কার্য্য করে, তাহার সেই ইষ্টফল লাভ হয় না। অনেক শুভতীর্থ সর্ব্বতোভাবে ফল দান করে শুনা যায়। কিন্তু নিত্যকর্ম্ম পরি-ত্যাগ করিলে, তাহারা ফলদানে সমর্থ হয় না। হে বিপ্রগণ! পঞ্চযজ্ঞ চারি আশ্রমবাসীর নিত্যকর্ম্ম এবং ভোগ ও মুক্তিদায়ক, অতএব তাহা কখন ত্যাগ করিবে না। নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠায়ী নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম অবলম্বন করিবে। নিত্যকর্ম্মের অবিরোধে নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিলে শতগুণ পুণ্য এবং কাম্য কর্ম্ম করিলে সহস্রগুণ পুণ্য লাভ করে। যে প্রতিগ্রাহী জপপরায়ণ ব্রাহ্মণ, মৃত নরপতির বৃত্তান্ত বলিবেন, তিনি এই পুরেই আগত হইয়া-ছেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রণামপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে চতুর্দ্দিকে সেই

তথাবিধং ন পশ্যন্তঃ পত্তনেষু পুরেষু চ।
গত্বাপশ্যংস্তপস্যন্তং ভার্গবং দ্বিজসত্তমম্ ॥ ৩৭
ঊর্দ্ধবাহুং নিরালম্বং পাদেনৈকেন সংস্থিতম্ ॥৩৮
তং দৃষ্ট্বা প্রণিপত্যাশু পরিবার্য্য দ্বিজোত্তমম্।
প্রত্যগ্নিসংস্থিতে সূর্য্যে ততোঽসৌ দ্বিজসত্তমঃ ॥
জপ্যং ত্যক্ত্বা সুসন্তর্প্য দেবান্ পিতৃগণাংস্তথা।
নৈত্যকং কর্ম্ম কৃত্বাপি সমুত্তস্থৌ স তান্ দ্বিজান্
উপবিষ্টান্ সমদ্রাক্ষীৎ কৃতাঞ্জলিঃ স পূর্ব্ববৎ।
পূজয়ামাস তান্ সর্ব্বান্ পাদ্যাদ্যৈর্বিধিপূর্ব্বকম্ ॥
পর্য্যপৃচ্ছদ্‌যথান্যায়ং ফলমূলৈঃ সুতর্পিতান্।
ততস্তে সর্ব্বমাচখ্যু রাজ্ঞো দুর্বৃত্তমাত্মনঃ ॥ ৪২
তথা দৃষ্টস্য বিপ্রস্য যদ্বাক্যং তন্নিশম্য সঃ।
মনসা চিন্তয়ামাস কিং কৃতং সুকৃতং ভবেৎ ॥৪৩
ত্যজেদহং তপঃ কিং বাপ্যথবার্ত্তিং বিনাশয়েৎ।
তপসোঽধিকমেবাসৌ ধর্ম্মো দুঃখবিনাশনঃ ॥ ৪৪
প্রাণিনাং ভয়ভীতানামভয়ং যৎ প্রদীয়তে।
সর্ব্বসত্ত্বেষু তদ্দানমেকভূতে তু যা দয়া ॥ ৪৫
সর্ব্বসত্ত্বপ্রদানাচ্চ দয়ৈকাত্র বিশিষ্যতে।
এবং সঞ্চিন্ত্য বিপ্রোঽসৌ দ্বিজৈঃ সার্দ্ধং জগাম হ।
তং দৃষ্ট্বা সহসা সূর্য্যো দক্ষিণাং দিশমাব্রজৎ।
স দ্বিজঃ পৃষ্ঠলগ্নোঽভূৎ তস্য বৈ তপসো বলাৎ।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি যোজনানাং প্রমাণতঃ।
যমমার্গস্থ চাধ্বানমাচক্রাম দিবাকরঃ ॥ ৪৮
ন জলং ন চ তত্রান্নং বৃক্ষচ্ছায়াসুখং ন হি।
শীতং বাতান্ধকারস্তু দুঃসহং দেবদানবৈঃ ॥ ৪৯
নরকাণি তদগ্রে তু দুঃসহানি ক্রমেণ তু।
অষ্টাবিংশতিকোট্যস্তু মধ্যে তাসাং যযৌ রবিঃ।
পশ্যন্ স ব্রাহ্মণস্তাস্তু যাতনাং পাপকর্ম্মিণাম্।
যথোদরে দহ্যমানে লোড্যমানে চ শক্রভিঃ।
একৈকং নিরয়ং তদ্বচ্ছ্রূয়তে ক্রন্দতাং রবঃ ॥ ৫২
ততোঽসৌ প্রবরো বিপ্রো গচ্ছমানো মহাপথে

ব্রাহ্মণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পত্তন ও পুরমধ্যে তাদৃশ ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর একস্থানে গমন করিয়া, ঊর্দ্ধবাহু, নিরবলম্বনে একপাদে অবস্থিত, তপোনিরত, বিপ্রপ্রধান ভার্গবকে দেখিতে পাইলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া, প্রণিপাতপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সূর্য্য পশ্চিম দিগবলম্বী হইলে সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, জপ ত্যাগ করিয়া দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ ও অন্যান্য নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া উত্থিত হইয়া, উপবিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিয়া পূর্ব্ববৎ কৃতাঞ্জলিপুটে পাদ্যাদি দ্বারা যথাবিধি তাঁহাদিগের পূজা করিলেন এবং ফলমূলে তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া, ন্যায়ানুগত বাক্যে আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ রাজার পিতৃবৃত্তান্ত-প্রশ্নরূপ দুর্ব্বৃত্ততা জ্ঞাপন করিলেন। ভার্গব ব্রাহ্মণগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, মনে মনে চিন্তা করিলেন,—কি করিলে এখন ভাল হয়? আমি কি ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া, তপস্যায় নিমগ্ন হইব, অথবা ইহাদিগের ক্লেশনাশে যত্নবান্ হইব? অথবা ভয়ভীত প্রাণীদিগকে অভয়দানই তপস্যা হইতে অধিক ধর্ম্ম; সকল প্রাণীকে দান ও একজনের প্রতি দয়া এই উভয়ের মধ্যে এক দয়াই প্রশস্ত। এরূপ চিন্তা করিয়া ভার্গব ব্রাহ্মণদিগের সহিত রাজ-পিতার দর্শন করিতে গমন করিলেন। সেই ব্রাহ্মণকে দক্ষিণদিকে গমন করিতে দেখিয়া, পথিপ্রদর্শন নিমিত্ত সূর্য্যও দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ভার্গব তপোবলে শীঘ্রগামী সূর্য্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ৩৮—৪৭। দিবাকর অষ্টাশীতি সহস্র যোজন পরিমিত যমমার্গ অতিক্রম করিলেন। সেই পথে জল নাই, অন্ন নাই, বৃক্ষচ্ছায়াজনিত সুখ নাই, কেবল দেব-দানবগণেরও দুঃসহ শীত বাত ও অন্ধকার; তাহার অগ্রেই অষ্টাবিংশতি কোটি দুঃসহ নরক ক্রমশ অবস্থিত। উক্ত দিবাকরদেব তাহার মধ্যে গমন করিলেন। উদর দগ্ধ করিলে, কি শত্রু প্রহার করিলে, মানব যেরূপ ক্রন্দন করে, বিপ্রপ্রবর ভার্গব, পাপকারীদিগের সেইরূপ ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ ও কেবল [illegible] যাতনা দর্শন করিতে করিতে সেই মহাপথে

বিরক্তো ব্রাহ্মণৈকেন তদা লকুটপাণিনা ॥ ৫৩
ভো ভো দ্বিজ ক্ব যাস্যগ্র্যামদত্ত্বা মম দক্ষিণাম্।
যা দত্তা তে পুরা মহ্যং কস্মিন্ কালে তু তাং স্মর
ইত্যুক্তঃ স তু তাং স্মৃত্বা প্রত্যুবাচ দ্বিজং প্রতি।
উক্তং ময়া পুরাণৈকং তুভ্যং তেনাস্মি যাচিতঃ ॥
গৃহং গত্বা প্রদাস্যামি তিরোভব মমাগ্রতঃ ॥ ৫৫
অথাহাসৌ দ্বিজো ভূয়ো নেহায়ং তত্র বিদ্যতে।
মর্ত্তে তু ব্যবহারোঽপি ন তে যৎ ত্বং দদামি তে
তচ্ছ্রুত্বা তং দ্বিজং প্রাহ নাস্তি কিঞ্চিদিহৈব মে ॥
আহাসৌ দ্বিজস্তেঽস্তি সুকৃতং যৎ কৃতং ত্বয়া।
তং তে বহুধনন্ত্বস্তি তস্যার্দ্ধং সম্প্রচ্ছ মে ॥ ৫৮
ইত্যুক্তো ন দদাত্যেনং ধর্ম্মার্দ্ধং তং দিবাকরঃ।
প্রোবাচ সান্ত্বয়িত্বাসৌ ন্যায়তঃ সম্প্রদাপয়ন্।
ষড়ংশঞ্চৈব ধর্ম্মস্য ততো বিপ্রো গতো যযৌ ॥ ৫৯
গচ্ছমানস্ত তং ভূয়ো গোপালস্তং তথাধরৎ।
কাকিণ্যর্থে তু গৌস্তস্য রক্ষিতা ন তু যাচিতঃ ॥ ৬০
বিপ্রোঽসৌ লজ্জয়া তস্মাদ্বিস্মৃতঃ কালপর্য্যয়াৎ।
ষড়্ভাগং তেন ধর্ম্মস্য গৃহীতং তস্য বৈ বলাৎ ॥ ৬১
তথৈব বস্ত্রধৌতেন ধর্ম্মকারেণ বা পুনঃ।
বস্ত্রকারপবিত্রেণ তস্যৈব বণিগ্ধর্ম্মিণঃ ॥ ৬২
গৃহীতঃ সর্ব্বধর্ম্মোঽপি ততোঽসৌ দ্বিজসত্তমঃ।
নিস্তেজাশ্চাভবৎ তস্মাদ্গন্তুঞ্চাগ্রে ন শক্তবান্ ॥
ততো দিবাকরস্তস্ত সংগৃহ্যাশু করেণ বৈ।
প্রযযৌ যত্র রাজাসৌ নিরয়ে সমবস্থিতঃ ॥ ৬৪
তং দৃষ্ট্বা পচ্যমানস্ত কুম্ভমধ্যগতং নৃপম্।
বহ্নিনাসৌ দ্বিজশ্রেষ্ঠো বিস্ময়ং সমপদ্যত ॥ ৬৫
কিঞ্চিন্মাত্রং সমাশ্বস্য শতানীকমুবাচ হ।
ভো ভো রাজন্ প্রদত্তানি মহাদানানি ষোড়শ ॥
ব্রাহ্মণেভ্যস্ত্বয়া পূর্ব্বং রত্নং বস্ত্রাণি চৈব হি।
গ্রামাংশ্চ বিবিধাংশ্চৈব নগরাণি পুরাণি চ ॥ ৬৭

গমন করিতে লাগিলেন। তখন এক দণ্ডপাণি ব্রাহ্মণ তাঁহার মার্গরোধপূর্ব্বক কহিল, ওহে ব্রাহ্মণ! আমার সেই শ্রেষ্ঠ দক্ষিণা না দিয়া কোথায় গমন করিতেছ? তুমি পূর্ব্বে কোন সময় আমাকে যে দক্ষিণা দিতে স্বীকার করিয়াছিলে, তাহা স্মরণ কর। ভার্গব ব্রাহ্মণকর্তৃক এরূপ অভিহিত হইয়া স্মরণপূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন, "হাঁ, আমি তোমাকে 'এক পুরাণ (কাহন) দান করিব' স্বীকার করিয়াছিলাম বটে, তুমি তাহাই প্রার্থনা করিতেছ? গৃহে গমন করিয়া, তাহা প্রদান করিব, এখন আমার নিকট হইতে প্রস্থান কর।" ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিল, "পশ্চাৎ দিব" এইরূপ ব্যবহার মর্ত্ত্য-লোকেই আছে, এ স্থানে তাহা নাই। অতএব এখনই আমার দক্ষিণা দাও।" এই কথা শ্রবণ করিয়া ভার্গব কহিলেন, এস্থানে আমার কিছুই নাই, তোমাকে কি দিব? ব্রাহ্মণ কহিলেন, তুমি যে সুকৃত আচরণ করিয়াছ, তাহাই তোমার প্রচুর ধন, তাহার অর্দ্ধ আমাকে দান কর। ভার্গব ধর্ম্মের অর্দ্ধ দান করিতে অস্বীকার করিলে, সূর্য্যদেব, তাঁহার ধর্ম্মের ষষ্ঠাংশ দান করিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ ষষ্ঠাংশ লইয়া প্রস্থান করিলেন। ভার্গবও অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক গোপাল সেই গমনশীল ভার্গবকে ধারণ করিল। সে গোরক্ষার বেতনস্বরূপ এক কাকিনী (পাঁচ গণ্ডা কড়ি) তাঁহার নিকট পাইত। কিন্তু অল্প বলিয়া লজ্জাক্রমে তাহা প্রার্থনা করিতে পারে নাই। ভার্গবও কালক্রমে তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। অতএব সেও বলপূর্ব্বক ধর্ম্মের ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করিল। ৪৮—৬১। এইরূপ বস্ত্রশোধক, তীর্থকার, বস্ত্রকার ও পবিত্র-সম্পাদক (পণ্ডা) এই চারি ব্যক্তিও ব্যবহার-বলে তাঁহার সকল ধর্ম্মই গ্রহণ করিল। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ নিস্তেজ হওয়ায় আর গমন করিতে শক্ত হইলেন না। তখন দিবাকর শীঘ্র কর দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণপূর্ব্বক যে স্থানে রাজা নিরয়মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ, কুম্ভমধ্যে পচ্যমান নরপতিকে দর্শন করিয়া বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। পরে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া শতানীককে কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণকে ষোড়শ মহাদান, রত্ন, বস্ত্র, বহুগ্রাম, নগর ও পুর প্রদান করিয়াছেন এবং

শ্রূয়ন্তে মুনিমুখ্যেভ্যো বচাংসি তপসা দিবম্ ।
প্রাপ্নুবন্তি সুদানৈস্তু নরা ভক্ত্যোপপাদিতৈঃ ॥ ৬৮
কস্যেদং কর্ম্মণঃ পাপং যৎ ত্বং সন্দহ্যসে সদা ।
সুগুপ্তো যমদূতৈস্তু যদি জানাসি তদ্বচঃ ॥ ৬৯
তচ্ছ্রুত্বা প্রাহ তং রাজা শৃণু বিপ্র যথাতথম্ ॥ ৭০

রাজোবাচ ।

ময়া দানানি দত্তানি ব্রাহ্মণেভ্যো যতস্ততঃ ।
সুবহূনি প্রগৃহ্যাপি পরেভ্যোঽজ্ঞানচক্ষুষা ॥ ৭১
প্রজাপীড়নসন্তাপাৎ সমুদ্ভূতো হুতাশনঃ ।
তেন দহ্যাম্যহং বিপ্রাঃ প্রেতসংস্থা দিবানিশম্ ॥ ৭২
গত্বা শীঘ্রমিতো ব্রহ্মন্ কথয়স্ব যথাতথম্ ।
সুতস্য মে যদীহাস্তি মুক্তিঃ পাপাৎ সুদুঃসহাৎ ।
তং কুরুষ সুসম্পর্কাৎ সাধোর্নান্যা গতির্মম ॥ ৭৩
এতচ্ছ্রুত্বা বচো রাজ্ঞঃ স বিপ্রশ্চাত্মকারণাৎ ।
মানুষাণাং হিতার্থায় পর্য্যপৃচ্ছদ্দিবাকরম্ ॥ ৭৪

বিপ্র উবাচ ।

সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধবঃ ।
কালেন ফলতে তীর্থং সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ ॥ ৭৫

ন চৈবাকৃতপুণ্যানাং দেবে ভক্তিঃ প্রজায়তে ।
বিপ্রেষু চ বিশেষেণ তথা সাধুতপস্বিষু ॥ ৭৬
যদা পাপক্ষয়ঃ পুংসাং দানে ধ্যানে তদা মতিঃ ।
তস্মাদেব পরং দেবং মন্যেঽহং ত্বাং ন সংশয়ঃ ।
যস্মাৎ তে নারকাঃ সর্ব্বে দর্শনাৎ সুখিনোঽভবন্ ।
মম তে সন্নিধৌ বিপ্র ন সুখং বিদ্যতে সতঃ ।
কিঞ্চিদ্ধর্ম্মবিহীনস্য দেববৎ সংস্থিতস্য বা ॥ ৭৭
তস্মাদ্বদস্ব মে কিঞ্চিদ্ধর্ম্মং যদ্যস্তি ভূতলে ।
যেন পাপং নিহত্যাশু স্বর্গমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৭৮
সংসারে পতিতো লোকঃ ক্ষেত্র-দার-গৃহাদিষু ।
যথা সংক্লিশ্যতে তদ্বদ্‌যদি ধর্ম্মং ন সেবতে ॥ ৭৯
কিং ন প্রাপ্নোতি সম্মূঢ়ঃ স্বর্গমোক্ষসুখানি চ ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু তস্যার্কো বচনং প্রাহ তং দ্বিজম্ ॥ ৮০
শৃণু বিপ্র যথাতথ্যং লোকানাং হিতকাম্যয়া
পৃষ্টস্ত্বেঽহং কৃতস্তে যো ধর্ম্মঃ সংবর্দ্ধয়িষ্যতি চ ।
ধর্ম্মাখ্যাতুর্জনেভ্যস্তু যৎ কর্ত্তুঃ সফলং ভবেৎ ।

মুনিগণও বলিয়া থাকেন, তপস্যা ও ভক্তিসহকৃত দানবলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। আপনি যে যমদূতগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া যাতনা ভোগ করিতেছেন, ইহা কোন্ কর্ম্মের ফল, যদি বিদিত থাকে, তবে বলুন। রাজা একথা শুনিয়া কহিলেন, হে বিপ্র! এ বিষয়ে যথার্থ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি অন্যায়পূর্ব্বক পরের নিকট ধন গ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে বহুধন বিতরণ করিয়াছি। সেই প্রজাপীড়নবশত যে অগ্নি উত্থিত হইয়াছে, আমি প্রেত অবস্থায় সেই অগ্নিতে দিবারাত্র দগ্ধ হইতেছি। হে ব্রহ্মন্! যদি আপনি আমার মুক্তি ইচ্ছা করেন, তবে শীঘ্র গমন করিয়া আমার পুত্রকে সাধুসঙ্গ করিতে কহিবেন। সাধুসঙ্গ ব্যতীত আমার উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই। রাজার এই বাক্য শ্রবণে ভার্গব আপনার রাজার মনুষ্যগণের হিতনিমিত্ত সূর্য্যদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সাধুদিগের সন্দর্শন পুণ্যজনক, যেহেতু সাধুগণ তীর্থস্বরূপ। অথবা কালে তীর্থদর্শনাদির ফল হয়, কিন্তু সাধুদর্শন সদ্যই ফল প্র[illegible] করে। ৬২—৭৫। যাহারা অকৃতপুণ্য, ত[illegible] দিগের দেবতা, ব্রাহ্মণবিশেষ, সাধু-তপস্বী[illegible] ভক্তি হয় না। যখন মনুষ্যের পাপক্ষয় হ[illegible] তখন দান ও ধ্যানে বুদ্ধি নিমগ্ন হয়। [illegible] আপনাকে নিঃসংশয় শ্রেষ্ঠ দেবতা ব[illegible] জানিয়াছি, যেহেতু সকল নারকিগণ [illegible] নার দর্শনেই সুখলাভ করিয়াছে। কিন্তু [illegible] হীন আমি আপনার নিকটে দেবতুল্য অব[illegible] করিলেও কোন সুখ অনুভব করিতেছি ন[illegible] অতএব যে ধর্ম্মবলে মানব পাপনাশ ক[illegible] স্বর্গে গমন করিতে পারে, এমন ধর্ম্ম যদি ভূ[illegible] থাকে, তবে তাহা কিঞ্চিৎ বলুন। সংসা[illegible] নিপতিত লোক ক্ষেত্র-দার-গৃহাদিতে [illegible] হইয়া যে ক্লেশভোগ করে, যদি সেইরূপ [illegible] ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, তবে কি তাহারা [illegible] মোক্ষ ও সুখ কিছুই প্রাপ্ত হয় না? [illegible] কর ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক[illegible] লেন, হে বিপ্র! আমি লোকহিতকাম[illegible] এ বিষয়ের যাথার্থ্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্র[illegible] কর। বৃদ্ধিকারণ যে ধর্ম্ম, যাহার কীর্ত্তন [illegible]

...ঃ শুদ্ধাস্থ জিহ্বায়াস্তস্মাদাপ্নোত্যসংশয়ঃ ॥৮৩
...ধর্ম্মং প্রবক্তব্যং লোকানাং বিহিতঞ্চ যৎ।
...ং তে বক্ষ্যামি শ্রুত্বেমং সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ।
...বৎসরস্য মুখং চৈত্রং পবিত্রং শঙ্করপ্রিয়ম্ ॥ ৮৫
দেবতানাং প্রিয়ং তত্র স্বর্গাদায়ান্তি সর্ব্বদা।
ক্রীড়ার্থং ভুক্তিমাদায় সংবিহৃত্য পুনঃপুনঃ ॥ ৮৬
...হৃষ্টাঃ স্বকং ধাম বর্ষং প্রতি ব্রজন্তি তে ॥৮৭
গৌর্য্যা সহ হরস্তস্মিন্ বসতে ক্রীড়তে সদা।
বালরূপং সমাস্থায় সুকন্যারূপিভির্গণৈঃ * ॥ ৮৮
চৈত্রমাসে তু যে মর্ত্যা দীপদানমহোৎসবম্।
কুর্ব্বন্তি সততং যদ্বৎ কার্ত্তিকে বা হি ধর্ম্মিণঃ ।৮৯
শিবায় চান্যদেবেভ্যঃ প্রেক্ষণঞ্চ মহোৎসবম্।
তেষাং ধাম তু যান্ত্যেতে যে ভবন্ত্যতিপাপিনঃ ॥
...মাচ্চতুর্দ্দশীং কৃষ্ণাং শুক্লাং বা সমুপোষ্য চ।
...দ্যাদ্ধেনুং দ্বিজাতিভ্যঃ শিবায় পরিকল্পিতাম্।

এবং হত্বা চ পাপানি যাতি স্বর্গং ন সংশয়ঃ ॥৯১
এতচ্ছ্রুত্বা স সূর্য্যেণ সহামাত্যদ্বিজোত্তমান্।
সমুত্থাপ্য যথাতথ্যং রাজ্যে সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ ॥ ৯২
ততঃ স রাজা তু সুসম্প্রহৃষ্টঃ
শ্রুত্বা বচস্তস্য দ্বিজোত্তমস্য।
নিবেশ্য তত্রৈব তমেব পশ্চাদ্-
বিহায় সদ্যঃ প্রযযৌ বিদেশম্ ॥ ৯৩
সরঃ স দৃষ্ট্বৈব নিখন্যমানং
পৃষ্ট্বা তু মূলেন চকার কর্ম্ম।
দিনে দিনে যাবদভূৎ সুবর্ণং
তথা চ গোমূল্যমশেষদানম্ ॥ ৯৪
ততঃ প্রহৃষ্টঃ প্রযযৌ স্বদেশং
সুরক্ষিতং মন্ত্রিবরৈস্তথা নৃপৈঃ।
দ্বিজোপদিষ্টং স চকার রাজা
ব্রতং যথাবচ্চ তদেব দানম্ ॥ ৯৫
ব্রতে কৃতে তস্য পিতা কুসংস্থো
যযৌ দিবং পূর্ব্বপিতামহৈশ্চ।
আরুহ্য যানং সুবিমানমগ্র্যং
সংক্রীড়মানঃ সহসাপ্সরোভিঃ ॥ ৯৬

অনুষ্ঠান সকল, তুমি সেই ধর্ম্ম আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তাহা হইতে রসনাশুদ্ধি এবং নিঃসংশয় শুভাবহ বিধি প্রাপ্তি হয়। অতএব লোকের পক্ষে বিহিত যে ধর্ম্ম, তাহাই বক্তব্য। অতএব তোমাকে সেই ধর্ম্ম বলিতেছি, ইহা শ্রবণ করিলে সকল পাপ ক্ষয় হয়। চৈত্রমাস বৎসরের প্রথম, শিব ও অন্যান্য দেবগণের অতি প্রিয়; সেই মাসে দেবগণ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে ক্রীড়া করিতে আগমন করেন এবং প্রতি বৎসর পুনঃপুনঃ বিহার করিয়া সন্তোষলাভ করত স্বীয় লোকে গমন করেন। শঙ্করও বালরূপ ধারণ করিয়া কন্যারূপধারী প্রথম ও ভগবতী গৌরীর সহিত চৈত্রমাসে পৃথিবীতে ক্রীড়া করেন। কার্ত্তিকমাসে যেমন দীপদান মহোৎসব করে, সেইরূপ যে মনুষ্য মহাদেবের ও অন্য দেবগণের দীপদান মহোৎসব ও নাট্যাদি মহোৎসব করে, তাহারা অতি পাপী হইলেও সেই দেবের লোকে গমন করে। অতএব কৃষ্ণচতুর্দ্দশী বা শুক্লচতুর্দ্দশীতে উপবাস করিয়া মহাদেবের উদ্দেশে ধেনু উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে। এরূপ করিলে পাপনাশপূর্ব্বক নিশ্চয় স্বর্গে গমন করে। ভার্গব সূর্য্যপ্রোক্ত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অমাত্য ও দ্বিজগণকে উত্থাপিত করিয়া রাজা সহস্রানীককে সকল কহিলেন। রাজা দ্বিজোত্তমের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্টমানসে তাঁহাকে রাজ্যে সংস্থাপিত করিয়া ন্যায়পূর্ব্বক ধনার্জ্জন নিমিত্ত বিদেশে গমন করিলেন। ৭৬—৯৩। এক স্থানে পুষ্করিণী খনন হইতেছিল, রাজা বেতন গ্রহণপূর্ব্বক যতদিনে গোমূল্য ও ভার্গবোক্ত দানযোগ্য সুবর্ণ সঞ্চয় হইল, ততদিন তাহাতে কর্ম্ম করিলেন। অনন্তর রাজা ধনসঞ্চয়পূর্ব্বক মিত্র ও নৃপতিগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ভার্গবোক্ত ব্রত ও দান শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠান করিলেন। ব্রতানুষ্ঠানের পর নরকাবস্থিত শতানীক পূর্ব্বপিতামহগণের সহিত অপ্সরোগণ সহ ক্রীড়া করিতে করিতে উত্তম

---

* গুণৈরিতি পাঠে যুক্তয়া গৌর্য্যেত্যর্থঃ।

ইদং ব্রতং যঃ কুরুতে সুসম্য-
গৈকাহ্নিকং ব্যাস শিবপ্রসাদাৎ।
লভে*দ্দিবং পূর্ব্বপিতামহৈঃ সহ
নিহত্য পাপানি পুরাকৃতানি ॥ ৯৭
চতুর্দ্দশীং যঃ সমুপোষ্য যত্নাদ্-
বরন্তু সম্পূজ্য তু পূর্ণিমায়াম্।
ধেনুং প্রদদ্যাদ্দ্বিজসত্তমায়
তস্যা অভাবাৎ সুঘৃতস্য পাত্রম্ ॥ ৯৭
সব্যঞ্জনং বস্ত্রযুতং মহান্নং
দত্ত্বা ফলং যল্লভতে সুধেনোঃ।
নিহত্য পাপানি পুরাকৃতানি
দিবং প্রযাতীহ ন সংশয়োঽত্র ॥ ৯৯
চিরং হ্যষিত্বা স তু রুদ্রলোকে
রাজা ভবেদত্র সুধর্ম্মশীলঃ ॥ ১০০
একাং প্রকুর্য্যাৎ সুশুভাং বসন্তে
চতুর্দ্দশীং সত্যযুতং সমং হি।
দত্ত্বা ভবেন্মন্ত্রবিধানপূর্ব্বং
তুষ্টির্যথা স্যাদিহ শঙ্করস্য ॥ ১০১

মন্ত্রাধিকো যো দ্বিজ এব শুদ্ধঃ
স ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যবরোঽপি শুদ্ধঃ।
পুষ্টিং সুসর্পন্তি সুবর্ণবাহো
দধাতি মন্ত্রেণ বলাৎ কৃশোঽপি ॥ ১০২
মন্ত্রাত্মকাঃ সর্ব্ব ইমে হি দেবাঃ
সুযক্ষ-রক্ষঃ-পিতরো মনুষ্যাঃ।
তৃপ্তিং নরেভ্যস্তু সদাপ্নুবন্তি
দত্তং ন গৃহ্লন্তি হি মন্ত্রহীনাঃ ॥ ১০৩
তস্মাৎ ত্বমেবং বদ মন্ত্রপূর্ব্বং
পূজাদিকং সর্ব্বমুমাপতেস্তু।
যথা প্রমুচ্যেৎ স হি পাতকেভ্যঃ
স্বর্গং প্রযাতঃ স মনুষ্যধর্ম্মা ॥ ১০৪

সনৎকুমার উবাচ।

মন্ত্রাণি চোক্তানি পুরা ব্রতেঽস্মিন্
তৈরর্চ্চনীয়ো ভগবান্ পিনাকী।
কুর্ব্বন্ সুকৃচ্ছ্রং হি চতুর্দ্দিনানি
চতুর্দ্দশী ব্যাস উপোষণীয়া ॥ ১০৫
একাদশ্যামেকভক্তং সকৃৎপানীয়মেব চ।
অযাচিতন্তু দ্বাদশ্যাং সনক্তা চ ত্রয়োদশী ॥ ১০৬
চতুর্দ্দশী নিরাহারা কর্ত্তব্যা চ মহাব্রতে।
পূর্ণিমায়াস্তু গোদানং ফলং কৃত্বা তদশ্নুতে ॥ ১০৭

বিমানারোহণে স্বর্গে গমন করিলেন। যিনি এই একাহ-সাধ্য ব্রতের সম্যক্ অনুষ্ঠান করেন, তিনি শঙ্কর-প্রসাদে পুরাকৃত পাপ বিনাশপূর্ব্বক পূর্ব্ব পিতামহদিগের সহিত স্বর্গে গমন করেন। যে নর চতুর্দ্দশীতে উপবাস ও মহাদেবের পূজা করিয়া পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে ধেনু দান বা তাহার অভাবে ঘৃতপূর্ণ পাত্রদান করে এবং ধেনুকে ব্যঞ্জনযুক্ত অন্ন, বস্ত্র ও ফল দান করে, সে পূর্ব্বকৃত দুরিত নাশপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করে, তাহাতে সংশয় নাই এবং চিরকাল রুদ্রলোকে বাস করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে ধর্ম্মশীল ভূপতি হয়। তাহাতেই সেই ব্যক্তি পূর্ব্বকৃত পাপ দূর করিয়া স্বর্গ লাভ করে। অনন্তর রুদ্রলোকে বহুকাল বাস করিয়া এই পৃথিবীতে ধর্ম্মশীল রাজা হয়। সত্যযুক্ত হইয়া বসন্ত কালের একটী চতুর্দ্দশী পালন করিবে। মন্ত্রবিধান-ক্রমে শিব-সন্তোষকর দান সেই তিথিতে করিবে। যে

ব্রাহ্মণ, মন্ত্রাধিক, তিনিই শুদ্ধতম; যে ক্ষত্রি বা বৈশ্যও মন্ত্রাধিক, তাঁহারাও শুদ্ধ। ব্যক্তিও মন্ত্রবলে পুষ্টিলাভ করে; দেব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃলোক এবং মনুষ্য সকলেই ম-ত্মক। মন্ত্রবলেই মনুষ্যগণ হইতে দেব তৃপ্তি প্রাপ্ত হন। মন্ত্রহীন হইলে দত্ত বস্তু তাঁহারা গ্রহণ করেন না। সনৎকুমার ব-লেন, আমি এ ব্রতের মন্ত্র সমুদয় পূর্ব্বে ব-য়াছি, তাহা দ্বারাই ভগবান্ পিনাকপাণির পূ-করিবে। হে ব্যাস! চারিদিন কৃচ্ছ্র করি-তন্মধ্যে চতুর্দ্দশীতে উপবাস বিহিত। এক-দশীতে একবার অন্ন ভোজন ও জল পা-করিবে, দ্বাদশীতে অযাচিত করিবে; ত্রয়ো-দশীতে রাত্রিকালে ভোজন করিবে এবং চতুর্দ্দশীতে নিরাহার থাকিবে। পূর্ণিমাতে গো-দান করিলে সেই ফল লাভ করে।

* লেভে ইতি বা পাঠঃ।

ইত্থমাত্মনঃ কিঞ্চিন্মাবো দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে।
শিবঃ সম্প্রীয়তামেবমিত্যুক্ত্বা ফলমশ্নুতে ॥ ১০৮
ব্রতস্যাস্য সমগ্রস্য দ্রব্যাভাবাচ্ছৃণুষ তৎ।
পলৈর্দ্বাদশভিঃ পাত্রং শুদ্ধস্য তু তদর্দ্ধকম্।
পলত্রয়স্য বা কুর্য্যাৎ পলস্যৈকমকিঞ্চনঃ ॥ ১০৯
ঘৃতেন পূরয়িত্বা তু সহিরণ্যন্তু কারয়েৎ।
বস্ত্রেণ বেষ্টয়িত্বা তু তদভাবাৎ সসূত্রকম্ ॥ ১১০
দদ্যাৎ তদ্দ্বিজমুখ্যায় শিবঃ সম্প্রীয়তামিতি ॥ ১১১
স্থাণুমীশং জগন্নাথং শূলপাণিং মহেশ্বরম্।
প্রণতোঽস্মি ভূতনাথং স মে পাপং ব্যপোহতু ॥
কপালমালিনং দেবং বরখট্বাঙ্গধারিণম্।
প্রণতোঽস্মি জগন্নাথং স মে পাপং ব্যপোহতু ॥
চন্দ্রার্দ্ধধারিণং দেবং সর্ব্বাভরণভূষিতম্।
প্রণতোঽস্মি জগন্নাথং স মে পাপং ব্যপোহতু ॥
ত্রিশূলপাণিনং ত্র্যক্ষং ত্রিপথাঙ্কসুধারিণম্।
প্রণতোঽস্মি উমানাথং স মে পাপং ব্যপোহতু ॥
রুদ্রশ্চিত্তগতো যন্মে রুদ্রো বুদ্ধিগতশ্চ যঃ।
যশ্চাহঙ্কারকো রুদ্রঃ স মে পাপং ব্যপোহতু ॥ ১১৬
এবং পূজ্য শিবং মন্ত্রৈস্ততো দানং প্রকল্পয়েৎ।
ব্রতং কৃত্বা নু যৈর্দত্তমস্মিন্ মহৎ মহাফলম্ ॥ ১১৭
সুরূপাঃ সুভগাস্তে তু জায়ন্তে ভোক্তৃণো ধনম্।
এবং যঃ কুরুতে সম্যক্ চতুর্ম্মাস্যাশ্চতুর্দ্দশীম্ ॥ ১১৮
দ্বয়ং যথা শতানীকো যাত্যসৌ শাঙ্করং পদম্।
কুলানাং শতমুদ্ধৃত্য নিষ্পাপী সুরপজিতঃ ॥ ১১৯
যন্নিশায়াং তথা প্রাতর্যন্মধ্যাহ্নাপরাহ্নয়োঃ।
সন্ধ্যায়াঞ্চ কৃতং পাপং কর্ম্মণা মনসা গিরা ॥ ১২০
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি তোয়স্থং লবণং যথা ॥ ১২১
এবং বা কুরুতে যস্তু চাতুর্ম্মাসীবিধানতঃ।
যথা বৈ কুমুদো রাজা স্বর্গং যাতি কলৌ যুগে ॥
একভক্তেন নক্তেন তথৈবায়াচিতেন যঃ।
ব্রতং প্রকুরুতে ভক্ত্যা তস্য পুণ্যমসংখ্যকম্ ॥ ১২৩
এবং যঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা চতুর্দ্দশ্যান্তু শঙ্করম্।
সতস্রং কীর্ত্তয়েন্নাম্নাং শৃণুয়াদ্বাপি ভক্তিতঃ ॥ ১২৪

৯৪—১০৭। যদি তুমি আপনার শুভ-ফলোদ্দেশে দান কর, তথাপি শিবপ্রীতি উদ্দেশেই তাহা দান করিলে সেই ফল পাইবে। এই ব্রতের সমগ্র দ্রব্যের অভাব হইলে যেরূপ করিতে হইবে, তাহা শ্রবণ কর। দ্বাদশ, ষট্ বা তিন পল স্বর্ণ এবং নিতান্ত দরিদ্র সার্দ্ধ পল দ্বারা পাত্র নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহা ঘৃতে পূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ সুবর্ণযুক্ত করিবে। অনন্তর তাহা বস্ত্র দ্বারা, তদভাবে সূত্রের সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া, "শিব প্রীত হউন" এই মন্ত্র এবং স্থাণু, ঈশ, জগন্নাথ, শূলপাণি, মহেশ্বর, ভূতনাথ মহাদেবকে প্রণাম করিতেছি, তিনি আমার পাপ নাশ করুন। কপাল-মালা-ভূষিত উত্তম খড়্গাধারী জগন্নাথ দেব শঙ্করকে প্রণাম করিতেছি, তিনি আমার পাপ নাশ করুন। অর্দ্ধচন্দ্রধারী সর্ব্বাভরণভূষিত দেব জগন্নাথকে প্রণাম করিতেছি, তিনি আমার পাপ নাশ করুন। ত্রিশূলপাণি ত্রিনয়ন, গঙ্গাধর উমাপতিকে প্রণাম করিতেছি, তিনি আমার পাপ নাশ করুন। যে রুদ্র আমার চিত্তগত ও বুদ্ধিগত এবং যে রুদ্র অহঙ্কার-প্রয়োজক, সেই রুদ্র আমার পাপ নাশ করুন। এই মন্ত্র দ্বারা শিবকে পূজা করিয়া দান করিবে। যাহারা আমাকে এইরূপে পূজা করে, তাহারা মহাফল লাভ করে, তাহারা সুরূপ, সুভগ, ভোগক্ষম ও ধনবান্ হয়। এইরূপে যাহারা চতুর্ম্মাসে উভয় পক্ষের চতুর্দ্দশীতে পূজা ও দান করে, তাহারা রাজা শতানীকের ন্যায় শতকুল উদ্ধার করিয়া পাপভার-শূন্য ও দেবপূজিত হইয়া শিবলোকে গমন করে। জলস্থিত লবণের ন্যায় তাহাদিগের রাত্রি, প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন এবং সন্ধ্যাকালে কর্ম্ম, মন ও বাক্য-কৃত সকল পাপ বিনষ্ট হয়। এইরূপে চাতুর্ম্মাস্য বিধানে যাহারা চতুর্দ্দশীতে ব্রত করে, তাহারা রাজা শতানীকের ন্যায় কলিযুগেও স্বর্গগমনে সক্ষম হয়। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক একভক্ত, নক্ত-ভোজন, অযাচিত-ভোজনপূর্ব্বক এই ব্রত করেন, তিনি অসংখ্য পুণ্যলাভ করেন। যে এইরূপে ভক্তিপূর্ব্বক চতুর্দ্দশীতে শঙ্করকে পূজা করিয়া নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক শুচি ও একচিত্ত হইয়া সমাহিত চিত্তে শিবের সহস্র

নিয়মস্থঃ শুচির্ভূত্বা একচিত্তঃ সমাহিতঃ।
বিমুক্তঃ পাতকৈঃ সর্ব্বৈঃ শিবলোকং স গচ্ছতি ॥

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং
চতুর্দ্দশী ব্রত-বিধানকথনং নাম
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

কথয়স্ব সমাসেন লোকানাং হিতকাম্যয়া ।
শিবনাম্নাং সহস্রন্তু ইহামুত্র ফলপ্রদম্ ॥ ১

সনৎকুমার উবাচ ।

মুনে শৃণু প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বাঘৌঘবিনাশনম্ ।
যচ্ছ্রুত্বানিয়মস্থোঽপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২
প্রখ্যাতুং নাপি শক্তোঽহং প্রসাদাচ্চৈব তস্য হি
প্রাপ্যানুজ্ঞাং ততস্তোত্রং ধ্যানমাগাং তদৈশ্বরম্ ॥
যদা তেনাভ্যনুজ্ঞাতস্তবন্নেব তদা ভবম্ ।
অনাদিনিধনস্যাহং সর্ব্বযোনের্মহাত্মনঃ ॥ ৪
নাম্নাং কিঞ্চিৎ সমুদ্দেশং বক্ষ্যে চাব্যক্তযোনিনঃ ।
বরদস্য বরেণ্যস্য বিশ্বরূপস্য ধীমতঃ ।
শৃণু নামসহস্রন্তু যদুক্তং পদ্মযোনিনা ॥ ৫
দশনামসহস্রাণাং সহস্রন্তু পিতামহঃ ।
তানি নির্ম্মথ্য মনসা দধ্নো ঘৃতমিবোদ্ধৃতম্ ॥ ৬
গিরেঃ সারং যথা হেম তথৈতৎ সারমুদ্ধৃতম্ ।
সর্ব্বপাপাপহমিদং চতুর্ব্বেদসমন্বিতম্ ॥ ৭
প্রযত্নেনাধিগন্তব্যং ধ্যেয়ঞ্চ প্রযতাত্মনা ।
শান্তিকং পৌষ্টিকঞ্চৈব রক্ষোঘ্নং পাবনং মহৎ ৮
ইদং ভক্তায় দাতব্যং শ্রদ্দধানাস্তিকায় চ ।
নাশ্রদ্দধানরূপায় নাস্তিকায়াজিতাত্মনে ॥ ৯
যশ্চাভ্যসূয়তে দেবং ভূতাত্মানং পিনাকিনম্ ।
স কৃষ্ণনরকং যাতি সহ পূর্ব্বৈঃ পিতামহৈঃ ॥ ১০
ইদং ধ্যানমিদং যোগমিদং ধ্যেয়মনুত্তমম্ ।
ইদং জ্ঞাত্বান্তকালেঽপি স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্
পবিত্রং মঙ্গলং পুণ্যং কল্যাণমিদমুত্তমম্ ।

নাম কীর্ত্তন বা শ্রবণ করে, সে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া শিবলোকে গমন করে । ১০৮—১২৫ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

বেদব্যাস কহিলেন,—হে মহর্ষে ! আপনি লোকহিত নিমিত্ত, ইহলোক-পরলোকে ফল-প্রদ মহাদেবের সহস্র নাম সংক্ষেপে কীর্ত্তন করুন। সনৎকুমার কহিলেন, হে মুনে ! যাহা শ্রবণ করিলে মনুষ্য সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে, সেই সর্ব্বপাপসমূহ-নাশক শিবসহস্রনাম শ্রবণ কর। আমি এই স্তব বলিতে শক্ত হই না, তাঁহার প্রসন্নতা বশত সেই স্তব আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়াছে। আমি তাঁহাকে স্তব করিলে তৎকর্ত্তৃক অনু-জ্ঞাত হইয়া, অনাদিনিধন সর্ব্বযোনি মহাত্মা অব্যক্তজন্মা শিবের নাম-সমূহের কিঞ্চিৎ বলিতেছি। সেই বরদ বরেণ্য বিশ্বরূপ জ্ঞান-ময় মহাদেবের পদ্মযোনিকর্ত্তৃক অভিহিত নাম সহস্র শ্রবণ কর। যেমন দধি হইতে ঘৃত উদ্ধার করে, সেইরূপ পিতামহ ব্রহ্মা, ভগবানের অযুত নাম হইতে এই সহস্র-নাম বিশেষ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়াছেন; পর্ব্বতসমূহ মধ্যে হিমবান্ পর্ব্বত যেমন সার, সেইরূপ সকল নাম হইতে ইহা সার। এই সর্ব্বপাপাপহ, চতুর্ব্বেদ-পাঠতুল্য ফলদায়ক নামসহস্র যত্নের সহিত সংযত-মানস হইয়া পাঠ ও ধ্যান করিবে। এই নামসহস্র উৎ-পাত শান্তিকর, পুষ্টিবিধায়ক, রক্ষোঘ্ন ও পবি-ত্রতাসম্পাদক। ইহা ভক্ত, শ্রদ্ধাবান্ ও আস্তিকের নিকট বলিবে। শ্রদ্ধাহীন, নাস্তিক ও অজিতেন্দ্রিয়কে বলিবে না। যে নর ভূতাত্মা পিনাকপাণি দেবকে অসূয়া করে, হে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ! সে পূর্ব্বপিতামহগণের সহিত নরকে গমন করে। তাদৃশ পাপীও এই ধ্যানস্বরূপ যোগ স্বরূপ নামসহস্র অন্তকালে জ্ঞাত হইলে পরম গতি লাভ

দিব্যো হ্যহং ব্যাস স্তবানামুত্তমং স্তবম্ ॥ ১২
ইদং ব্রহ্মা পুরা কৃত্বা সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
সর্ব্বস্তবানাং দিব্যানাং রাজত্বে সমকল্পয়ৎ ॥ ১৩
তদাপ্রভৃতি চৈবায়মীশ্বরস্য মহাত্মনঃ।
স্তবরাজোঽতিবিখ্যাতো জগত্যমরপূজিতঃ ॥ ১৪
ব্রহ্মলোকাদয়ঞ্চৈব স্তবরাজোঽবতারিতঃ ॥ ১৫
তদাপ্রভৃতি চৈবায়ং পরাণামপি যঃ পরঃ।
তেজসামপি যস্তেজস্তপসামপি যৎ তপঃ ॥ ১৬
শান্তানামপি যা শান্তির্দ্যুতীনামপি যা দ্যুতিঃ।
যোগিনামপি যো যোগী কারণানাঞ্চ কারণম্ ॥১৭
যতো লোকাঃ সম্ভবন্তি ন ভবন্তি যতঃ পুনঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতস্য হরস্যামিততেজসঃ ॥ ১৮
অষ্টোত্তরসহস্রন্তু নাম্নামীশস্য মে শৃণু।
শ্রুত্বা ত্বং মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বান্ কামানবাপ্স্যসি ॥১৯
স্থিরঃ স্থাণুঃ প্রভুর্ভানুঃ প্রবরো বরদো বরঃ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্ববিখ্যাতঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বকরোদ্ভবঃ ॥২০
জটী বর্ম্মী শিখী খড়্গী সর্ব্বাঙ্গঃ সর্ব্বভাবনঃ।
হরশ্চ হরিণাক্ষশ্চ সর্ব্বভূতহরঃ প্রভুঃ ॥ ২১
প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ নিয়তঃ শাশ্বতো ধ্রুবঃ।
শ্মশানচারী ভগবান্ খেচরঃ খচরোদ্ভবঃ ॥ ২২
অভিবন্দ্যো মহাকর্ম্মা তপস্বী ভূতভাবনঃ।
উন্মত্তবেষঃ প্রচ্ছন্নঃ সর্ব্বলোকপ্রজাপতিঃ ॥ ২৩
মহীরূপো মহাকায়ঃ সর্ব্বরূপো মহাশনঃ।
বিশ্বরূপো বিরূপশ্চ বিশ্বভুগ্বামনো মনুঃ ॥ ২৪
লোকপালান্তর্হিতাত্মা প্রসাদো হয়গর্দ্দভী।
পবিত্রশ্চ মহাংশ্চৈব নিয়মো নিয়মাশ্রয়ঃ ॥ ২৫
সর্ব্ববর্ম্মা স্বয়ম্ভূশ্চ অনাদিরাদিরব্যয়ঃ।
সৌম্যরূপো বিরূপাক্ষঃ সোমো নক্ষত্রসাধকঃ ॥২৬
চন্দ্রঃ সূর্য্যঃ শনিঃ কেতুর্গ্রহো গ্রহপতির্ব্বরঃ।
অদ্রিরদ্র্যালয়ঃ কর্ত্তা মৃগবাণার্পণোঽনঘঃ ॥ ২৭
মহাতপা দীর্ঘতপা অদীনো দীনসাধকঃ।
সংবৎসরকরো মন্ত্রঃ প্রমাণং পরমং তপঃ ॥ ২৮
যোগী যাজ্যো মহাবীজো মহামাত্রো মহাতপাঃ।
সুবর্ণরেতাঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সুবীজো বৃষবাহনঃ ॥ ২৯
দশবাহুস্ত্বনিমিষো নীলকণ্ঠ উমাপতিঃ।
বিশ্বরূপঃ স্বয়ংশ্রেষ্ঠো বলির্বৈরোচনোঽগ্নিহা ॥৩০

হর। এই স্তব পবিত্র, মঙ্গল, পুণ্য ও কল্যাণপ্রদ। সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বস্তবের শ্রেষ্ঠ স্তব বলিতেছি। সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা পূর্ব্বে এই স্তব প্রণয়ন করিয়া সকল স্তবের রাজা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। সেই অবধি মহাত্মা ঈশ্বরের দেবপূজিত এই স্তব স্তবরাজ বলিয়া জগতে বিখ্যাত হইয়াছে ও সেই অবধি ব্রহ্মলোক হইতে অবতারিত হইয়াছে। যিনি শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ, অগ্ন্যাদি তেজ হইতে অধিক তেজস্বী, তপস্যা হইতেও তপস্যা, শান্ত হইতেও শান্ত, সকল দ্যুতি হইতেও শ্রেষ্ঠদ্যুতি, সকল যোগ অপেক্ষাও প্রধান যোগী, কারণেরও কারণ, যাঁহা হইতে লোকের সম্ভব এবং নাশ হয়, সেই সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ অমিততেজা ঈশ্বর হরের অষ্টোত্তর সহস্র নাম শ্রবণ কর। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যাহা শ্রবণ করিলে তুমি সকল অভিলষিত লাভ করিতে পারিবে। ১—১৯। স্থির, স্থাণু, প্রভু, ভানু, প্রবর বরদ, বর, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্ববিখ্যাত, সর্ব্ব, সর্ব্বকর, উদ্ভব, জটী, বর্ম্মী, শিখী, খড়্গী, সর্ব্বাঙ্গ, সর্ব্বভাবন, হর, হরিণাক্ষ, সর্ব্বভূতহর, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, নিয়ত, শাশ্বত, ধ্রুব, শ্মশানচারী, ভগবান্, খেচর, খেচরোদ্ভব, অভিবন্দ্য, মহাকর্ম্মা, তপস্বী, ভূতভাবন, উন্মত্তবেশ, প্রচ্ছন্ন, সর্ব্বলোক-প্রজাপতি, মহীরূপ, মহাকায়, সর্ব্বরূপ, মহাশন, বিশ্বরূপ, বিরূপ, বিশ্বভুগ্, বামন, মনু, লোকপালান্তর্হিতাত্মা, প্রসাদ, হয়গর্দ্দভী, পবিত্র, মহান্, নিয়ম, নিয়মাশ্রয়, সর্ব্ববর্ম্মা, স্বয়ম্ভূ, অনাদি, আদি, অব্যয়, সৌম্যরূপ, বিরূপাক্ষ, সোম, নক্ষত্রসাধক, চন্দ্র, সূর্য্য, শনি, কেতু, গ্রহ, গ্রহপতি, বর, অদ্রি, অদ্র্যালয়, কর্ত্তা, মৃগবাণার্পণ, অনঘ, মহাতপা, দীর্ঘতপা, অদীন দীনসাধক, সংবৎসরকর, মন্ত্র, প্রমাণ, পরমতপ, যোগী, যাজ্য, মহাবীজ্য, মহামাত্র, মহাতপা, সুবর্ণরেতা, সর্ব্বজ্ঞ, সুবীজ, বৃষবাহন, দশবাহু, অনিমিষ, নীলকণ্ঠ, উমাপতি, বিশ্বরূপ, স্বয়ংশ্রেষ্ঠ, বলি, বৈরোচন, অগ্নিহা, গণকর্ত্তা,

গণকর্ত্তা গণপতির্দিগ্বাসাঃ কাম্য এব চ।
পবিত্রং পরমং মন্ত্রঃ সর্ব্বভাবহরো হরঃ ॥ ৩১
কমণ্ডলুধরো ধন্বী বাণহস্তঃ প্রতাপবান্।
অশনিঃ শতঘ্নী খড়্গী পট্টিশী চায়ুধী মহান্ ॥ ৩২
স্রুবহস্তঃ স্বরূপশ্চ তেজস্তেজস্করো মহান্।
উষ্ণীষী চ সুবক্ত্রশ্চ অত্যুগ্রো বিনতস্তথা ॥ ৩৩
দীর্ঘশ্চ হরিনেত্রশ্চ সতীর্থঃ কৃষ্ণ এব চ।
শৃগালরূপঃ সর্ব্বার্থো মুণ্ডঃ কুণ্ডী কমণ্ডলুঃ ॥ ৩৪
অজশ্চ মৃগরূপশ্চ গন্ধমালী কপর্দ্দ্যপি।
ঊর্দ্ধরেতা ঊর্দ্ধলিঙ্গ ঊর্দ্ধশায়ী নভস্তলঃ ॥ ৩৫
ত্রিজটী চীরবাসাশ্চ রুদ্রঃ সেনাপতির্বিভুঃ।
অহশ্চরোঽথ নক্তঞ্চ তিগ্মমন্যুঃ সুবর্চ্চসঃ ॥ ৩৬
গজহা দৈত্যহা লোকো লোকধাতা গুণাকরঃ।
সিংহশার্দ্দূলরূপশ্চ আর্দ্রচর্ম্মা ধরাধরঃ ॥ ৩৭
কালযোগী মহানাদঃ সর্ব্ববাসশ্চতুষ্পথঃ।
নিশাচরঃ প্রেতচারী ভূতচারী মহেশ্বরঃ ॥ ৩৮
বহুভূতো বহুধনঃ সর্ব্বাধারোঽমিতো গতিঃ।
নৃত্যপ্রিয়ো নৃত্যতৃপ্তো নর্ত্তকঃ সবিলাসকঃ ॥ ৩৯
পোষো মহাতপাঃ প্রাংশুর্নিত্যো গিরিচরো নভঃ
সহস্রহস্তো বিজয়ো ব্যবসায়োঽপ্যনিশ্চিতঃ ॥ ৪০

অমর্ষণো মর্ষণাত্মা যজ্ঞহা কামনাশকঃ।
দক্ষযজ্ঞাপহারী চ সুপথো মধ্যমস্তথা ॥ ৪১
তপোঽপহারী বলবান্ মুদিতোঽর্থোঽজিতো বরঃ
গম্ভীরঘোষো গম্ভীরো গম্ভীরবলবাহনঃ ॥ ৪২
ন্যগ্রোধরূপো ন্যগ্রোধো বৃক্ষকর্ণস্থভীর্বিভুঃ।
সুতীক্ষ্ণদশনশ্চৈব মহাকায়ো মহাননঃ ॥ ৪৩
বিষক্সেনো হরির্যজ্ঞঃ সংযুগাপীড়বাহনঃ।
তীক্ষ্ণবাহুশ্চ হর্য্যক্ষো মহায়ঃ কর্ম্মকালবিৎ ॥ ৪৪
বিষ্ণুপ্রসাদিতো যজ্ঞঃ সমুদ্রো বড়বামুখঃ।
লম্বনো লম্বিতোষ্ঠশ্চ বহুমায়াপয়োনিধিঃ ॥ ৪৫
মহাঙ্গশ্চ মহাদংষ্ট্রো মহাজিহ্বো মহামখঃ।
মহানখো মহারোমা মহাকেশো মহাজটঃ ॥ ৪৬
অসপত্নঃ প্রসাদশ্চ প্রত্যয়ো গিরিসাধকঃ।
স্নেহনোঽস্নেহনশ্চৈব অজিতোঽথ মহামুনিঃ ॥ ৪৭
বৃক্ষকারো বৃক্ষকেতুস্তরলো বায়ুবাহনঃ।
মণ্ডলী বায়ুধামা চ দেব-দানব-দর্পহা ॥ ৪৮
অথর্ব্বশীর্ষঃ সামাস্যো রিপুহস্তোঽমিতেক্ষণঃ।
যজুঃপাদভুজো গুহ্যঃ প্রকাশো জঙ্গমস্তথা ॥ ৪৯
অমোঘার্থপ্রসাদশ্চ অভিগম্যঃ সুদর্শনঃ।
উপহারঃ প্রিয়ঃ সর্ব্বঃ কনকঃ কাঞ্চনস্থিরঃ ॥ ৫০

গণপতি, দিগ্বাসা, কাম্য, পরম-পবিত্র, মন্ত্র, সর্ব্বভাবহর, হর, কমণ্ডলুধর, ধন্বী, বাণহস্ত, প্রতাপবান্, অশনি, শতঘ্নী, খড়্গী, পট্টিশী, আয়ুধী, মহান্, স্রুবহস্ত, সুরূপ, তেজ, তেজস্কর, উষ্ণীষী, সুবক্ত্র, অত্যুগ্র, বিনত। ২০-৩৩। দীর্ঘ, হরিনেত্র, সতীর্থ, কৃষ্ণ, শৃগালরূপ, সর্ব্বার্থ, মুণ্ড, কুণ্ডী, কমণ্ডলু, অজ, মৃগরূপ, গন্ধমালী, কপর্দ্দী, ঊর্দ্ধরেতা, ঊর্দ্ধলিঙ্গ, ঊর্দ্ধশায়ী, নভস্তল, ত্রিজটী, চীরবাসা, রুদ্র, সেনাপতি, বিভু, অহশ্চর, নক্ত, তিগ্ম, মন্যু, সবর্চ্চস, গজহা, দৈত্যহা, লোক, লোকধাতা, গুণাকর, সিংহ-শার্দ্দূলরূপ, আর্দ্রচর্ম্মা, ধরাধর, কালযোগী, মহানাদ, সর্ব্বাবাস, চতুষ্পথ, নিশাচর, প্রেতচারী, ভূতচারী, মহেশ্বর, বহুভূত, বহুধন, সর্ব্বাধার, অমিতগতি, নৃত্যপ্রিয়, নৃত্যতৃপ্ত, নর্ত্তক, সবিলাস, পোষ, মহাতপা, প্রাংশু, নিত্য, গিরিচর, নভ, সহস্রহস্ত, বিজয়, ব্যবসায়, অনিশ্চিত, অমর্ষণ, মর্ষণাত্মা, যজ্ঞহা, কামনাশক, দক্ষযজ্ঞাপহারী, সুপথ, মধ্যম, তপোপহারী, বলবান্, মুদিত, অর্থ, অজিত, বর, গম্ভীরঘোষ, গম্ভীর, গম্ভীর-বলবাহন, ন্যগ্রোধরূপ, ন্যগ্রোধ, বৃক্ষকর্ণ, অভী, বিভু, সুতীক্ষ্ণদশন, মহাকায়, মহানন, বিষক্সেন, হর্য্যক্ষ, সংযুগাপীড়বাহন, তীক্ষ্ণবাহু, হর্য্যক্ষ, মহায়, কর্ম্মকালবিৎ, বিষ্ণুপ্রসাদিত, যজ্ঞ, সমুদ্র, বড়বামুখ, লম্বন, লম্বিতোষ্ঠ, বহুমায়া-পয়োনিধি। ৩৪—৪৫। মহাঙ্গ, মহাদংষ্ট্র, মহাজিহ্ব, মহামুখ, মহানখ, মহারোমা, মহাকেশ, মহাজট, অসপত্ন, প্রসাদ, প্রত্যয়, গিরিসাধক, স্নেহন, অস্নেহন, অজিত, মহামুনি, বৃক্ষকার, বৃক্ষকেতু, তরল, বায়ুবাহন, মণ্ডলী, বায়ুধামা, দেবদানব-দর্পহা, অথর্ব্বশীর্ষ, সামাস্য, রিপুহস্ত, অমিতেক্ষণ, যজুঃপাদভুজ, গুহ, প্রকাশ, জঙ্গম, অমোঘার্থ-প্রসাদ, অভিগম্য, সুদর্শন, উপহার, প্রিয়, সর্ব্ব, কনক, কাঞ্চনস্থির,

নন্দী নন্দিকরো ভব্যঃ পুষ্করঃ স্থপতিঃ স্থিরঃ ।
...তপনশ্চাদ্যো ঘৃণী যজ্ঞঃ সমাহিতঃ ॥ ৫১
...কলিশ্চ কালশ্চ মকরঃ কালপূজিতঃ ।
সুগণো গণকারশ্চ ভূতভাবনসারথিঃ ॥ ৫২
ভস্মশায়ী ভস্মরুক্ষো ভস্মরূপস্তরঙ্গণঃ ।
...শ্চৈব লোপশ্চ মহাত্মা সর্ব্বপূজিতঃ ॥ ৫৩
...ত্রিশঙ্কুসম্পন্নঃ শুচিভূতনিষেবিতঃ ।
আশ্রমস্থঃ কপোতস্থো বিশ্বকর্ম্মপতির্ব্বরঃ ॥ ৫৪
শাখো বিশাখঃ কুম্ভাণ্ডশ্চার্থজালঃ সুনিশ্চয়ঃ ।
কপিলোঽকপিলঃ শূর আয়ুশ্চৈবাপরোরগঃ ॥ ৫৫
গন্ধর্ব্বো হ্যদিতিস্তার্ক্ষ্যো অবিজ্ঞেয়ঃ সুসারথিঃ ।
পরশ্বধায়ুধো দেবো অর্থকারঃ সুবীর্ব্বরঃ ॥ ৫৬
তুম্ববীণো মহাকোপ ঊর্দ্ধরেতা জলেশয়ঃ ।
উগ্রবংশকরো বংশো বংশধারো হ্যনিন্দিতঃ ॥ ৫৭
সর্ব্বাঙ্গরূপো মায়াবী সুহৃদো হ্যনিলোঽনলঃ ।
বান্ধবো বন্ধুকর্ত্তা চ সুবন্ধুরবিলোচনঃ ॥ ৫৮
সুযজ্ঞারিঃ সুকামারির্ম্মহাদংষ্ট্রোঽসমো যুধি ।
বাহুরনিন্দিতঃ শর্ব্বঃ শঙ্করো ধনদোঽধনঃ ॥ ৫৯
অমরেশো মহাদেবো বিশ্বদেবঃ সুরারিহা ।
দীধিতিশ্চাহির্ব্রদ্ধশ্চ চেকিতানো হরিস্তথা ॥ ৬০

অজৈকপাদঃ কাপালী ত্রিশঙ্কুরজিতঃ শিবঃ ।
ধন্বন্তরির্ধূমকেতুঃ স্কন্দো বৈশ্রবণস্তথা ॥ ৬১
ধাতা শক্রশ্চ বিষ্ণুশ্চ মিত্রস্ত্বষ্টা ধ্রুবো ধনঃ ।
প্রভাবঃ সর্ব্বগো বায়ুরর্য্যমা সবিতা রবিঃ ॥ ৬২
উদগ্রশ্চ বিধাতা চ মান্ধাতা ভূতভাবনঃ ।
হুততীর্থশ্চ বাগ্মী চ সর্ব্বকালগুণাবহঃ ॥ ৬৩
পদ্মবক্ত্রো মহাবক্ত্রশ্চন্দ্রবক্ত্রো মনোজবঃ ।
বলবাংশ্চোপশান্তশ্চ পুরাণঃ পুণ্যচঞ্চুরী ॥ ৬৪
কুরুঃ কর্ত্তা কালরূপী কুরুভূতো মহেশ্বরঃ ।
সর্ব্বাশনো সর্ব্বশায়ী সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং পতিঃ ॥ ৬৫
দেবদেবঃ সুখাসক্তঃ সদসৎসর্ব্বরত্নবিৎ ।
কৈলাসশিখরবাসী হিমবদ্গিরিসংশ্রয়ঃ ॥ ৬৬
কূলহারী কূলকর্ত্তা বহুবীজো বহুপ্রদঃ ।
বণিজো বর্দ্ধনো বৃক্ষো নকুলশ্চন্দনচ্ছদঃ ॥ ৬৭
সারপীঠো মহাজত্রুরলোকশ্চ মহৌষধম্ ।
সিদ্ধার্থকারী সিদ্ধার্থশ্ছন্দোব্যাকরণান্তরঃ ॥ ৬৮
সিংহনাদঃ সিংহদংষ্ট্রঃ সিংহগঃ সিংহবাহনঃ ।
প্রভাবাত্মা জগৎকালস্তলো লোকহিতস্ততঃ ॥ ৬৯
জ্ঞানসারো নবক্রাঙ্গঃ কেতুমালী সুভাবনঃ ।
ভূতাশয়ো ভূতপতিরহোরাত্রেস্বনিন্দিতঃ ॥ ৭০

নন্দী, নন্দিকর, ভব্য, পুষ্করস্থপতি, স্থির, তপন, তপন, আদ্য, ঘৃণী, যজ্ঞ, সমাহিত, নক্ত, কলি, কাল, মকর, কালপূজিত, সুগণ, গণকার, ভূত-ভাবন সারথি, ভস্মশায়ী, ভস্মরুক্ষ, ভস্মরূপ, তরঙ্গণ, অগণ, লোপ, মহাত্মা, সর্ব্বপূজিত, শঙ্কু, ত্রিশঙ্কুসম্পন্ন, শুচি, ভূতনিষেবিত, আশ্রমস্থ, কপোতস্থ, বিশ্বকর্ম্মপতি, বর, শাখ, বিশাখ, কুম্ভাণ্ড, অর্থজাল, সুনিশ্চয়, কপিল, অকপিল, শূর, আয়ুঃ, অপরোরগ, গন্ধর্ব্ব, অদিতি, তার্ক্ষ্য, অবিজ্ঞেয়, সুসারথি, পরশ্বধায়ুধ, দেব, অর্থকার, সুবীর্ব্বর, তুম্ববীণ, মহাকোপ, ঊর্দ্ধরেতা, জলেশয়, উগ্রবংশকর, বংশধার, অনিন্দিত, সর্ব্বাঙ্গরূপ, মায়াবী, সুহৃদ্, অনিল, অনল, বান্ধব, বন্ধুকর্ত্তা, সুবন্ধু, রবিলোচন। ৪৬—৫৮। সুযজ্ঞারি, সুকামারি, মহাদংষ্ট্র, যুদ্ধে অসম, বাহু, অনি-ন্দিত, সর্ব্ব, শঙ্কর, ধনদ, ধন, অমরেশ, মহাদেব, বিশ্বদেব, সুরারিহা, দীধিতি, অহির্ব্রধ্ন, চেকি-তান, হরি, অজৈকপাদ, কপালী, ত্রিশঙ্কু, অজিতশিব, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, স্কন্দ, বৈশ্রবণ, ধাতা, শক্র, বিষ্ণু, মিত্র, ত্বষ্টা, ধ্রুব, ধন, প্রভাব, সর্ব্বগ, বায়ু, অর্য্যমা, সবিতা, রবি, উদগ্র, বিধাতা, মান্ধাতা, ভূতভাবন, হুততীর্থ, বাগ্মী, সর্ব্বকালগুণাবহ, পদ্মবক্ত্র, মহাবক্ত্র, চন্দ্রবক্ত্র, মনোজব, বলবান্, উপশান্ত, পুরাণ, পুণ্যচঞ্চুরি, কুরু, কর্ত্তা, কালরূপী, কুরুভূত, মহেশ্বর, সর্ব্বা-শন, সর্ব্বশায়ী, সর্ব্বপ্রাণীর পতি, দেবদেব, সুখাসক্ত, সদসৎ-সর্ব্বরত্নবিৎ, কৈলাসশিখর-বাসী, হিমবদ্গিরিসংশ্রয়, কূলহারী, কূলকর্ত্তা, বহুবীজ, বহুপ্রদ, বণিজ, বর্দ্ধন, বৃক্ষ, নকুল, চন্দনচ্ছদ, সারপীঠ, মহাজত্রু, অলোক, মহৌষধ, সিদ্ধার্থকারী, সিদ্ধার্থ, চন্দ্র, ব্যাকরণান্তর, সিংহ-নাদ, সিংহদংষ্ট্র, সিংহগ, সিংহবাহন, প্রভাবাত্মা, জগৎকাল, তল, লোকহিত, তত, জ্ঞানসার, নব-ক্রাঙ্গ, কেতুমালী, সুভাবন, ভূতাশয়, ভূতপতি,

বামনঃ সর্ব্বভূতাত্মা নিলয়শ্চ বিভুর্ভবঃ ।
অমোঘঃ সঞ্জয়ঃ পার্শ্বো জীবনঃ প্রাণধারণঃ ॥ ৭১
ধৃতিমানাত্মবান্ দক্ষঃ সংকৃতশ্চ যুগাধিপঃ ।
গোপালো গোযুধিগ্রাহো গোচর্ম্মবসনো হরঃ ॥৭২
হিরণ্যবাহুশ্চ তথা গুহাপালঃ প্রবেশিতা ।
প্রতিষ্ঠায়ী মহাহর্ষো জিতকামো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৭৩
গান্ধারশ্চ সুরালশ্চ তনুরাত্মা গতির্ব্বরঃ ।
মহাগীতো মহানৃত্যো অপ্সরোগণসেবিতঃ ॥ ৭৪
মহাকেতুর্ধনুর্ধাতুর্বিকর্ত্তা তু চরেশ্বরঃ ।
আবেদনীয় আবাসঃ সর্ব্বগন্ধসুখাবহঃ ॥ ৭৫
তোরণস্তারণো বায়ুঃ পর্জ্জন্যো বাতি চৈকতঃ ।
হুতাশনসহায়স্তু প্রশান্তাত্মা হুতাশনঃ ॥ ৭৬
উগ্রতেজা মহাতেজা জয়ো বিজয়কালবিৎ ।
জ্যোতিষাময়নং সিদ্ধিঃ সন্ধিবিগ্রহ এব চ ॥ ৭৭
শিখী দণ্ডী জটী জ্বালী মূর্ত্তিজো দুর্দ্ধরো বণিক্ ।
বৈণবী পণবী তালী কালঃ কালকটঙ্করঃ ॥ ৭৮
নক্ষত্রো বিগ্রহো বৃদ্ধির্গুণবৃদ্ধিরয়োগমঃ ।
প্রজাপতির্দিশাবাহুর্বিভাগঃ সর্ব্বতোমুখঃ ॥ ৭৯
বিমোচনঃ সুরগণো হিরণ্যকবচোদ্ভবঃ ।
মেঢ়জো বলচারী চ মহাচারী স্তুতস্তথা ॥ ৮০
সর্ব্বতূর্য্যনিনাদী চ সর্ব্ববাদ্যপরিগ্রহঃ ।
বালরূপো বিলাবাসো হেমমালী তরঙ্গবিৎ ॥ ৮১
ত্রিদশস্ত্রিবৃতশ্ছন্দঃ সর্ব্ববন্ধবিমোচনঃ ।
বন্ধনস্তু সুরেন্দ্রাণাং যুধি শত্রুবিনাশনঃ ॥ ৮২
সাংখ্যপ্রসাদো দুর্ব্বাসা সর্ব্বসাধুনিষেবিতঃ ।
প্রস্কন্দনো বিভাগশ্চ অতুলো যজ্ঞসামবিৎ ॥ ৮৩
সর্ব্বাবাসঃ সর্ব্বচারী দুর্ব্বাসা বাসবোঽমরঃ ।
হেমো হেমকরো যজ্ঞঃ সর্ব্বধারী ধরোত্তমঃ ॥ ৮৪
লোহিতাক্ষো মহাক্ষশ্চ বিরূপাক্ষো বিশারদঃ ।
সংগ্রহো বিগ্রহঃ কামঃ সর্পচীরনিবাসনঃ ॥ ৭৫
মুখ্যো বিযুক্তদেহশ্চ দেহারিঃ সর্ব্বকামদঃ ।
সর্ব্বকালপ্রসাদশ্চ সুবলো বলরূপধৃক্ ॥ ৮৬
সদাকাশো নিরূপশ্চ নিপানী উরগঃ খগঃ ।
রৌদ্ররূপাংশুরাদিত্যো বসুরগ্নিঃ সুবর্চ্চসী ॥ ৮৭
বসুবেগো মহাবেগো মনোবেগো নিশাকরঃ ।
সর্ব্বাবাসঃ প্রিয়াবাসী অপদেশকরো হরঃ ॥ ৮৮
মুনিরাত্মাবরো লোকঃ সম্ভোজ্যশ্চ সহস্রভুক্ ।
পক্ষী চ পক্ষিরূপী চ বিশ্বদীপো বিশাংপতিঃ ॥ ৮৯

অহোরাত্র-আনন্দিত, বামন, সর্ব্বভূতাত্মা, নিলয়, বিভু, ভব, অমোঘ, সঞ্জয়, পার্শ্ব, জীবন, প্রাণধারণ। ৫৯—৭১। ধৃতিমান্, আত্মবান্, দক্ষ, সংকৃত, যুগাধিপ, গোপাল, গোযুধি, গ্রাহ, গোচর্ম্মবসন, হর, হিরণ্যবাহু, গুহাপাল, প্রবেশিতা, প্রতিষ্ঠায়ী, মহাহর্ষ, জিতকাম, জিতেন্দ্রিয়, গান্ধার, সুরাল, তনু, আত্মা, গতি, বর, মহাগীত, মহানৃত্য, অপ্সরোগণ-সেবিত, মহাকেতু, বিকর্ত্তা, চরেশ্বর, আবেদনীয়, আবাস, সর্ব্বগন্ধসুখাবহ, তোরণ, তারণ, বায়ু, পর্জ্জন্য, একদিগ্‌বাহী বায়ু, হুতাশনসহায়, প্রশান্তাত্মা, হুতাশন, উগ্রতেজা, মহাতেজা, জয়, বিজয়কালবিৎ, জ্যোতিষের অয়ন, সিদ্ধি, সন্ধি, বিগ্রহ, শিখী, দণ্ডী, জটী, জ্বালী, মূর্ত্তিজ, দুর্দ্ধর, বণিক্, বৈণবী, পণবী, তালী, কাল, কালকটঙ্কর, নক্ষত্র, বিগ্রহ, বৃদ্ধি, গুণবৃদ্ধি, অয়োগম, প্রজাপতি, দিশাবাহু, বিভাগ, সর্ব্বতোমুখ, বিমোচন, সুরগণ, হিরণ্যকবচ, দ্রব, মেঢ্রজ, বলচারী, মহা-চারী, স্তুত, সর্ব্বতূর্য্যনিনাদী, সর্ব্ববাদ্য-পরিগ্রহ, বালরূপ, বিলাবাস, হেমমালী, তরঙ্গবিৎ, ত্রিদশ, ত্রিবৃত, ছন্দ, সর্ব্ববন্ধবিমোচন, বন্ধন, সুরেন্দ্রশত্রুবিনাশন, সাঙ্খ্যপ্রসাদ, দুর্ব্বাসা, সর্ব্বসাধুনিষেবিত, প্রস্কন্দন, বিভাগ, অতুল, যজ্ঞ-সামবিৎ। ৭২—৮৩। সর্ব্ববাসা, সর্ব্ব-চারী, দুর্ব্বাসা, বাসব, অমর, হেম, হেমকর, যজ্ঞ, সর্ব্বধারী, ধরোত্তম, লোহিতাক্ষ, মহাক্ষ, বিরূপাক্ষ, বিশারদ, সংগ্রহ, বিগ্রহ, কাম, সর্প-চীর-নিবাসন, মুখ্য, বিযুক্তদেহ, দেহারি, সর্ব্ব-কামদ, সর্ব্বকাল-প্রসাদ, সুবল, বলরূপধৃক্, সদাকাশ, নিরূপ, নিপানী, উরগ, খগ, রৌদ্র-রূপাংশু, আদিত্য, বসু, অগ্নি, সুবর্চ্চসী, বসু-বেগ, মহাবেগ, মনোবেগ, নিশাকর, সর্ব্বাবাস, প্রিয়াবাসী, অপদেশকর, হর, মুনি, আত্মাবর, লোক, সম্ভোজ্য, সহস্রভুক্, পক্ষী, পক্ষিরূপী

উন্মাদো মদনাকারো অর্থো অর্থকরোঽবমঃ।
বামদেবশ্চ বামশ্চ প্রাগ্দেবশ্চাথ বামনঃ ॥ ৯০
সিদ্ধযোগাপচারী চ সিদ্ধঃ সিদ্ধার্থসাধকঃ।
ভিক্ষুশ্চ ভিক্ষুরূপী চ বিষাণী মৃদুরব্যয়ঃ ॥ ৯১
মহাসেনো বিশাখশ্চ ষষ্টিনাগো বিশাং পতিঃ।
বজ্রহস্তপ্রতিষ্টম্ভী বজ্রস্তম্ভন এব চ ॥ ৯২
ক্ষমা-ব্রতকরঃ কালো মনুর্মধুকরশ্চলঃ।
বানস্পত্যো বাজিমেধো নিত্যমাশ্রমপূজিতঃ ॥৯৩
ব্রহ্মচারী লোকচারী সর্ব্বচারী সুচারবিৎ।
ঈশান ঈশ্বরঃ কালো নিশাচারী অনেকদৃক্ ॥ ৯৪
নিমিত্তস্থো নিমিত্তশ্চ নন্দী নন্দিকরো হরঃ।
নন্দীশ্বরশ্চ নন্দী চ নন্দিবান্ নন্দিবর্দ্ধনঃ ॥ ৯৫
ভগাক্ষিনিহন্তা চ কালো ব্রহ্মবিদাং বরঃ।
চতুর্মুখো মহালিঙ্গশ্চতুর্লিঙ্গস্তথৈব চ ॥ ৯৬
লিঙ্গাধ্যক্ষো মহাধ্যক্ষো লোকাধ্যক্ষো যুগাবহঃ।
বীজাধ্যক্ষো বীজকর্ত্তা অধ্যাত্মানুগতো বলঃ ॥ ৯৭
ইতিহাসকর্ত্তা কল্পশ্চ সোত্তমোঽথ জলেশ্বরঃ।
দম্ভো দম্ভকরো রংহা বশ্যো বশ্যকরঃ কলিঃ ॥৯৮
লোককর্ত্তা পশুপতির্মহাকর্ত্তা মহৌষধম্।
অক্ষরং পরমং প্রাহুর্বলবান্ শুক্র এব চ ॥ ৯৯

নীতিরনীতিঃ শুদ্ধাত্মা শুদ্ধমানো গতিপ্রদঃ।
বহুপ্রসাদঃ সুস্বপ্নো দক্ষিণৌঘস্ত্বমিত্রজিৎ ॥ ১০০
বেদকারঃ সূত্রকারো বিদ্বাংসঃ পরমং তপঃ।
মহামেঘনিনাদী চ মহাঘোরবশীকরঃ ॥ ১০১
অগ্নিজ্বালী মহাজ্বালী অতিধূম্রো হুতো হবিঃ।
বৃষণঃ শঙ্করো নিত্যো বর্চ্চস্বী ধূমকেতনঃ ॥ ১০২
নীলস্তন্ত্রাঙ্গলুব্ধশ্চ শোভনো নিরবগ্রহঃ।
স্বস্তিদঃ স্বস্তিভাগশ্চ ভাগী ভাগকরো লঘুঃ ॥১০৩
উৎসঙ্গশ্চ মহাঙ্গশ্চ মহাগর্ভপুরো যুবা।
কৃষ্ণবর্ণঃ সুবর্ণশ্চ ইন্দ্রিয়ং সর্ব্বপ্রাণিনাম্ ॥ ১০৪
মহাপাদো মহাহস্তো মহাকায়ো মহাযশাঃ।
মহামূর্দ্ধা মহানেত্রো মহামাত্রো বিশালয়ঃ ॥ ১০৫
মহাদন্তো মহাকর্ণো মহেষুশ্চ মহানুগঃ।
মহানাদো মহাকম্বুর্মহাগ্রীবঃ সুশান্তধৃক্ ॥ ১০৬
মহাচক্ষুর্মহাবক্ত্রো অন্তরাত্মা মৃগালয়ঃ।
মহাকোটির্মহাগ্রীবো মহাবাহুঃ প্রতাপবান্ ॥ ১০৭
সংযোগো বর্দ্ধনো বৃদ্ধো নিত্যবৃদ্ধো গুণাধিকঃ।
নিত্যো ধর্ম্মসহায়শ্চ দেবাসুরপতিঃ পতিঃ ॥ ১০৮
অযুক্তো যুক্তবাহুশ্চ দ্বিবিধশ্চ সুপর্ব্বণঃ।
আষাঢ়শ্চ সুষাঢ়শ্চ ধ্রুবো হরিহরো হরঃ ॥ ১০৯

বিশ্বদীপ, বিশাংপতি, উন্মাদ, মদনাকার, অর্থ, অর্থকর, অবম, বামদেব, বাম, প্রাগ্দেব, বামন, সিদ্ধযোগাপচারী, সিদ্ধ সিদ্ধার্থসাধক, ভিক্ষু, ভিক্ষুরূপী, বিষাণী, মৃদু, অব্যয়, মহাসেন, বিশাখ, ষষ্টিনাগ, বিশাংপতি, বজ্রহস্ত, প্রতিষ্টম্ভী, বজ্রস্তম্ভন, ক্ষমাব্রতকর, কাল, মনু, মধুকর, চল, বানস্পত্য, বাজিমেধ, আশ্রমপূজিত, ব্রহ্মচারী, লোকচারী, সর্ব্বচারী, সুচারবিৎ, ঈশান, ঈশ্বর, কাল, নিশাচারী, অনেকদৃক্, নিমিত্তস্থ, নিমিত্ত, নন্দী, নন্দিকর, হর, নন্দীশ্বর, নন্দী, নন্দিবান্, নন্দিবর্দ্ধন। ৮৪—৯৫। ভগাক্ষিনিহন্তা, কাল, ব্রহ্মবিদাংবর, চতুর্ম্মুখ, মহালিঙ্গ, চতুর্লিঙ্গ, লিঙ্গাধ্যক্ষ, মহাধ্যক্ষ, লোকাধ্যক্ষ, যুগাবহ, বীজাধ্যক্ষ, বীজকর্ত্তা, অধ্যাত্মানুগত, বল, ইতিহাসকর্ত্তা, কল্প, সোত্তম, জলেশ্বর, দম্ভ, দম্ভকর, রংহ, বশ্য, বশ্যকর, কলি, লোককর্ত্তা, পশুপতি, মহাকর্ত্তা, মহৌষধ, পরমাক্ষর, বলবান্, শুক্র, নীতি, অনীতি, শুদ্ধাত্মা, শুদ্ধমান্, গতিপ্রদ, প্রহুপ্রসাদ, সুস্বপ্ন, দক্ষিণৌঘ, অমিত্রজিৎ, বেদকার, সূত্রকার, পরমতপ, মহামেঘনিনাদী, মহাঘোরবশীকর, অগ্নিজ্বালী, মহাজ্বালী, অতিধূম্র, হুত, হবিঃ, বৃষণ, শঙ্কর, নিত্য, বর্চ্চস্বী, ধূমকেতন, নীল, স্তম্ভাঙ্গলুব্ধ, শোভন, নিরবগ্রহ, স্বস্তিদ, স্বস্তিভাগ, ভাগী, ভাগকর, লঘু, উৎসঙ্গ, মহাঙ্গ, মহাগর্ভপুর, যুবা, কৃষ্ণবর্ণ, সুবর্ণ, সর্ব্বপ্রাণীর ইন্দ্রিয়, মহাপাদ, মহাহস্ত, মহাকায়, মহাযশা, মহামূর্দ্ধা, মহানেত্র, মহামাত্র বিশালয়, মহাদন্ত, মহাকর্ণ, মহেষু, মহানুগ, মহানাদ, মহাকম্বু, মহাগ্রীব, সুশান্তধৃক্, মহাচক্ষু, মহাবক্ত্র, অন্তরাত্মা, মৃগালয়, মহাকটি, মহাগ্রীব, মহাবাহু, প্রতাপবান্, সংযোগ, বর্দ্ধন, বৃদ্ধ, নিত্যবৃদ্ধ, গুণাধিক, নিত্যধর্ম্মসহায়, দেবাসুরপতি, পতি। ৯৬—১০৮। অযুক্ত, যুক্তবাহু, দ্বিবিধ, সুপর্ব্বণ, আষাঢ়, সুষাঢ়, ধ্রুব, হরিহর,

বস্বুরাবৃত্তিমান্ নিত্যো বসুশ্রেষ্ঠো মহারথঃ ।
শিরোহারী বিসর্পী চ সর্ব্বলক্ষণভূষিতঃ ॥ ১১০
অক্ষরশ্চাক্ষরো যোগী সর্ব্বযোগী মহাবলঃ ।
সমাম্নায়োঽসমাম্নায়স্তীর্থসেবী মহারথঃ ॥ ১১১
নির্জ্জীবো জীবনো বাসী নীরসো বহুকর্কশঃ ।
রত্নপ্রভূতো রত্নাঙ্গো মহাহ্রদনিনাদকৃৎ ॥ ১১২
মূলো বিশাখো নিবৃত্তো ব্যক্তোঽব্যক্তস্তথা নিধিঃ ।
আরোহণো নিরূহশ্চ শৈলহারী মহাতপাঃ ॥১১৩
সেনাকল্পো মহাকল্পো যোগো যোগকরো হরঃ ।
যুগরূপো মহারূপো অয়নো গহনো নরঃ ॥ ১১৪
নাট্যনির্ব্বাপণঃ পাদঃ পণ্ডিতো বিশ্বলোচনঃ ।
বহুমালো মহামালঃ সুমালো বহুলোচনঃ ॥ ১১৫
বিস্তারো ভবনঃ ক্রূরঃ কুসুমঃ সুফলোদয়ঃ ।
বৃষভো বৃষভাঙ্গাঙ্গো মল্লিবিল্বো জটাধরঃ ॥ ১১৬
ইন্দুর্বিসর্গঃ সুমুখঃ সুরঃ সর্ব্বায়ুধাধরঃ ।
নিবেদনঃ সুধন্বা চ সঙ্গাধারো মহাহনুঃ ॥ ১১৭
গন্ধমালী চ ভগবানুত্থানঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ।
মন্থানো বহুলো বাহুঃ সকলঃ সর্ব্বলোচনঃ ॥১১৮
উরস্তালী করস্তালী ঊর্দ্ধসংহননো বটুঃ ।
ছত্র-পত্রসুবিখ্যাতঃ সর্ব্বলোকাশ্রয়ো মহান্ ॥১১৯

মুণ্ডো বিরূপো বিকৃতো দণ্ডী মুণ্ডো বিকর্ষণঃ ।
হর্য্যক্ষঃ কোকসশ্চক্রী দীপ্তজিহ্বঃ সহস্রপাৎ ।
সহস্রমূর্দ্ধা দেবেন্দ্রঃ সর্ব্বভূতময়ো গুরুঃ ।
সহস্রবাহুঃ সর্ব্বাঙ্গঃ শরণ্যঃ সর্ব্বলোকধৃক্ ॥ ১২১
পবিত্রস্ত্রিমধুর্মন্ত্রঃ কনিষ্ঠঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ ।
ব্রহ্মদণ্ডবিনির্ম্মাতা শতঘ্নী-শতপাশধৃক্ ॥ ১২২
পদ্মগর্ভো ব্রহ্মগর্ভো জলগর্ভো জলোদ্ভবঃ ।
গর্ভস্থো ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্ম ব্রাহ্মণো ব্রহ্মণো গতিঃ ॥
অনন্তরূপো নৈকাত্মা তিগ্মতেজাস্তমোনুদঃ ।
ঊর্দ্ধগাত্মা পশুপতির্বাতরংহা মনোজবঃ ॥ ১২৪
চন্দনী পদ্মনালাগ্রঃ সুরভ্যুত্তরণো নরঃ ।
কর্ণিকারো মহাসর্গো নীলমালপিনাকধৃক্ ॥ ১২৫
উমাপতিরুমাকান্তো জাহ্নবীহৃদয়ঙ্গমঃ ।
বরো বরাহো বরদো বরেশঃ সুমহাস্বনঃ ॥ ১২৬
মহাপ্রসাদস্ত্বনঘঃ শত্রুহা শ্বেতপিঙ্গলঃ ।
প্রীতাত্মা প্রয়তাত্মা চ সংযতাত্মা প্রধানবিৎ ॥১২৭
সর্ব্বপার্শ্বসুতস্তার্ক্ষ্যো ধর্ম্মসাধারণো ধরঃ ।
চরাচরাত্মা সূক্ষ্মাত্মা সুবৃষাঙ্গো বৃষেশ্বরঃ ॥ ১২৮
সাধ্যোর্ষির্ব্বসুরাদিত্যো বিবস্বান্ সবিতাচ্ছিতঃ ।

হর, বসু, আবৃত্তিমান্, নিত্য, বসুশ্রেষ্ঠ, মহারথ, শিরোহারী, বিসর্পী, সর্ব্বলক্ষণভূষিত, অক্ষর, অক্ষরযোগী, সর্ব্বযোগী, মহাবল, সমাম্নায়, অসমাম্নায়, তীর্থসেবী, মহারথ, নির্জ্জীব, জীবন, বাসী, নীরস, বহুকর্কশ, রত্নপ্রভূত, রত্নাঙ্গ, মহাহ্রদনিনাদকৃৎ, মূল, বিশাখ, নির্ব্বৃত্ত, ব্যক্ত, অব্যক্ত, নিধি, আরোহণ, নিরূহ, শৈলহারী, মহাতপা, সেনাকল্প, মহাকল্প, যোগ, যোগকর, হর, যুগরূপ, মহারূপ, অয়ন, গহন, নর, নাট্যনির্ব্বাপণ, পাদ, পণ্ডিত, বিশ্বলোচন, বহুমাল, মহামাল, সুমাল, বহুলোচন, বিস্তার, ভবন, ক্রূর, কুসুম, সফলোদয়, বৃষভ, বৃষভাঙ্গাঙ্গ, মল্লিবিল্ব, জটাধর, ইন্দু, বিসর্গ, সুমুখ, সুর, সর্ব্বায়ুধাধর, নিবেদন, সুধন্বা, সঙ্গাধার, মহাহনু, গন্ধমালা, ভগবান্, (সর্ব্বকর্ম্মের) উত্থান, মন্থান, বহুল, বাহু, সকল, সর্ব্বলোচন, উরস্তালী, করস্তালী, ঊর্দ্ধসংহনন, বটু, ছত্রপত্রসুবিখ্যাত, সর্ব্বলোকাশ্রয়, মহান্, মুণ্ড, বিরূপ, বিকৃত, দণ্ডী, মুণ্ডবিকর্ষণ, হর্য্যক্ষ, কোকস, চক্রী, দীপ্তজিহ্ব, সহস্রপাৎ, সহস্রমূর্দ্ধা, দেবেন্দ্র, সর্ব্বভূতময়, গুরু, সহস্রবাহু, সর্ব্বাঙ্গ, শরণ্য, সর্ব্বলোকধৃক্, পবিত্র, ত্রিমধু, মন্ত্র, কনিষ্ঠ, কৃষ্ণপিঙ্গল, ব্রহ্মদণ্ডবিনির্ম্মাতা, শতঘ্নী-শত-পাশধৃক্ । ১০৯—১১২ । পদ্মগর্ভ, ব্রহ্মগর্ভ, জলগর্ভ, জলোদ্ভব, গর্ভস্থ, ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্ম, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রাহ্মণ, গতি, অনন্তরূপ, নৈকাত্মা, তিগ্মতেজাঃ, তমোনুদ, ঊর্দ্ধগাত্মা, পশুপতি, বাতরংহা, মনোজব, চন্দনী, পদ্মনালাগ্র, সুরভ্যুত্তরণ, নর, কর্ণিকার, মহাসর্গ, নীলমাল, পিনাকধৃক্, উমাপতি, উমাকান্ত, জাহ্নবীহৃদয়ঙ্গম, বর, বরাহ, বরদ, দেবেশ, সমহাস্বন, মহাপ্রসাদ, অনঘ, শত্রুহা, শ্বেতপিঙ্গল, প্রীতাত্মা, প্রযতাত্মা, সংযতাত্মা, প্রধানবিৎ, সর্ব্বপার্শ্বসুত, তার্ক্ষ্য, সর্ব্বসাধারণ, ধর, চরাচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা, সুবৃষাঙ্গ, বৃষেশ্বর, সাধ্য, ঋষি, বসু, আদিত্য, বিবস্বান্

ব্যাসঃ সর্ব্বার্থসংক্ষেপ-বিস্তারঃ পর্য্যয়োহভয়ঃ ॥
ঋতুঃ সংবৎসরো মাসঃ পক্ষঃ সন্ধ্যাসমাপকঃ।
কলাঃ কাষ্ঠা লবা মাত্রা মুহূর্ত্তাহঃ ক্ষপা ক্ষণঃ ॥১৩০
বিশ্বক্ষেত্রং বীজলিঙ্গং বীজমাদ্যস্ত্বনিন্দিতঃ।
সর্ব্বাদিঃ সদসদ্ব্যক্তং পিতা মাতা পিতামহঃ ॥১৩১
স্বর্গদ্বারং প্রজাদ্বারং মোক্ষদ্বারং ত্রিবিষ্টপম্।
নির্ব্বাণং হ্লাদনশ্চৈব ব্রহ্মলোকপরা গতিঃ ॥১৩২
দেবাসুরবিনির্ম্মাতা দেবাসুরপরায়ণঃ।
সুরাসুরগতির্দেবো দেবাসুরনমস্কৃতঃ ॥ ১৩৩
দেবাসুরমহামাত্রো দেবাসুরমহাশ্রয়ঃ।
দেবাসুরগণাধ্যক্ষো দেবাসুরগণাগ্রণীঃ ॥ ১৩৪
দেবাসুরগুরুর্দেবো দেবাসুরপরিষ্টুতঃ।
দেবাসুরমহামন্ত্রো দেবাসুরমহেশ্বরঃ ॥ ১৩৫
সর্ব্বদেবময়শ্চিন্ত্যোহচিন্ত্যো দেবাত্মসম্ভবঃ।
উদ্ভিজ্জঃ শুক্রমাবেদ্যো বিরজো বিরজাম্বরঃ ॥১৩৬
ইজ্যো হস্তী সুরব্যাঘ্রো দেবসিংহো নরর্ষভঃ।
শিরোমুখো বরশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বদেবোত্তমোত্তমঃ ॥ ১৩৭
গুরুঃ কান্তো নিজঃ সর্ব্বঃ পবিত্রং সর্ব্ববাহনঃ।
প্রযুক্তঃ শোভনো বজ্র ঈশানঃ প্রভুরব্যয়ঃ ॥১৩৮
শৃঙ্গী শৃঙ্গপ্রিয়ো রাজা রাজরাজো নিরাময়ঃ।
অভিরামঃ সুরগণো বিরামঃ স্বর্গসাধনঃ ॥ ১৩৯
ললাটাক্ষো বিশ্বদেহো হরিণো ব্রহ্মবর্চ্চসী।
স্থাবরাণাং পতিশ্চৈব নবমেন্দ্রিয়বর্দ্ধনঃ ॥ ১৪০
সিদ্ধার্থঃ সর্ব্বভূতার্থো নিত্যঃ সত্যব্রতঃ শুচিঃ
ব্রতাদিঃ পরমং ব্রহ্ম ভক্তানাং পরমা গতিঃ ॥১৪১
বিমুক্তো দীপ্ততেজাশ্চ শ্রীমান্ শ্রীবর্দ্ধনো গজঃ।
যথাপ্রসাদো ভগবানিতি ভক্ত্যা স্তুতো ময়া ॥ ১৪২
যং ন ব্রহ্মাদয়ো দেবা বিদুর্যং ন মহর্ষয়ঃ।
তং স্তব্যমর্চ্চ্যমগ্র্যঞ্চ বন্দ্যং স্তোষ্যে জগৎপতিম্
ভক্তিমেব পুরস্কৃত্য ময়া যজ্ঞপতিঃ স্তুতঃ।
তস্মাদনুজ্ঞাং প্রাপ্যৈব স্তুতো গতিমতাং গতিঃ ॥
শিবমেবং স্তুবন্ দেবং নামভিঃ পুষ্টিবর্দ্ধনৈঃ।
নিত্যযুক্তঃ শুচির্ভূত্বা প্রাপ্নোত্যাত্মানমাত্মনঃ ॥১৪৫
এতদ্ধি পরমং ব্রহ্ম স্বয়ং গীতং স্বয়ম্ভুবা।
ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ স্তুবন্ত্যেতেন তং বিভুম্ ॥ ১৪৬

সবিতা, অর্চ্চিত, ব্যাস, সর্ব্বার্থসংক্ষেপ, বিস্তার, পর্য্যয়, ভয়, ঋতু, সংবৎসর, মাস, পক্ষ, সন্ধ্যা-সমাপক, কলা, কাষ্ঠা, লবা, মাত্রা, মুহূর্ত্ত, অহঃ, ক্ষপা, ক্ষণ, বিশ্বক্ষেত্র, বীজলিঙ্গ, বীজ, আদ্য, অনিন্দিত, সর্ব্বাদি, সদসদ্ব্যক্ত, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিপিষ্টপ, নির্ব্বাণ, হ্লাদন, ব্রহ্মলোকপরাগতি, দেবাসুরবিনির্ম্মাতা, দেবাসুরপরায়ণ, সুরাসুরগতি, দেব, দেবাসুরনমস্কৃত। ১২৩—১৩৩। দেবাসুর-মহামাত্র, দেবাসুর মহাশ্রয়, দেবাসুর-গণাধ্যক্ষ, দেবাসুরগণাগ্রণী, দেবাসুর-গুরু, দেব, দেবাসুর-পরিষ্টুত, দেবাসুর-মহামন্ত্র, দেবাসুর-মহেশ্বর, দেবাসুরময়, চিন্ত্য, অচিন্ত্য, দেবাত্ম-সম্ভব, উদ্ভিজ্জ, শুক্র, আবেদ্য, বিরজ, বিরজাম্বর, ইজ্য, হস্তী, সুরব্যাঘ্র, দেবসিংহ, নরর্ষভ, শিরোমুখ, বরশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বদেবোত্তমোত্তম, গুরু, কান্ত, নিজ, সর্ব্ব, পবিত্র-সর্ব্ববাহন, প্রযুক্ত, শোভন, বজ্র, ঈশান, প্রভু, অব্যয়, শৃঙ্গী, শৃঙ্গ-প্রিয়, রাজা, রাজরাজ, নিরাময়, অভিরাম, সুর-গণ, বিরাম, স্বর্গসাধন, ললাটাক্ষ, বিশ্বদেহ, হরিণ, ব্রহ্মবর্চ্চসী, স্থাবরগণ-পতি, নবমেন্দ্রিয়-বর্দ্ধন, সিদ্ধার্থ, সর্ব্বভূতার্থ, নিত্য, সত্যব্রত, শুচি, ব্রতাদি, পরমব্রহ্ম, ভক্তগণের পরমা গতি, বিমুক্ত, দীপ্ততেজা, শ্রীমান্, শ্রীবর্দ্ধন, গজ ॥ এই প্রকারে প্রসাদ পর্য্যন্ত ভগবান্ শঙ্করের স্তব করিয়াছি; ব্রহ্মাদি দেবগণ ও মহর্ষিসমূহ যাঁহার তত্ত্ব অবগত নহেন, সেই স্তবযোগ্য, পূজনীয়-শ্রেষ্ঠ এবং বন্দনীয় জগৎপতি শিবের স্তব করিব। আমি তদীয় অনুজ্ঞাক্রমেই ভক্তি-সহকারে সেই যজ্ঞপতি ও গতিমানেরও গতি ভগবানের স্তব করিলাম। ১৩৪—১৪৪। নিত্য-যোগপরায়ণ মানব শুচি হইয়া, এই পুষ্টিবর্দ্ধন সহস্র নাম দ্বারা মহাদেবের স্তব করিলে আত্ম-লাভ করিতে সক্ষম হয়। এই সহস্র নাম পরম ব্রহ্ম, ইহা স্বয়ং স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা কর্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঋষি ও দেবসমূহ এই নামসহস্র দ্বারা বিভুর স্তব করিয়া থাকেন।

স্তূয়মানো মহাদেবঃ স্তূয়তে চাত্মনো গতিঃ।
ভক্তানুকম্পী ভগবানাত্মসংস্থান্ করোতি তান্॥
তথৈব চ মনুষ্যেষু যে মনুষ্যাঃ প্রধানতঃ।
আস্তিকাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ বহুভির্জন্মভিঃ স্তবৈঃ ॥১৪৮
জাগ্রতোহথ স্বপন্তশ্চ যজন্তঃ পথি সংস্থিতাঃ।
স্তুবন্তি স্তূয়মানৈশ্চ তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ১৪৯
জন্মকোটিসহস্রেষু নানাসংসারযোনিষু।
জন্তোর্বিশুদ্ধপাপস্য ভবে ভক্তিঃ প্রজায়তে॥ ১৫০
উৎপন্না চ ভবে ভক্তিরনন্যা সর্ব্বভাবতঃ।
কারণং ভাবি তৎ তস্য সর্ব্বমুক্তস্য সর্ব্বতঃ॥ ১৫১
এতদ্দেবেষু দুষ্প্রাপং মনুষ্যেষূপলভ্যতে।
নির্ব্বিঘ্না নিশ্চলা ভদ্রে ভক্তিরব্যভিচারিণী॥ ১৫২
তস্যৈব হি প্রসাদেন ভক্তিরুৎপদ্যতে নৃণাম্।
যথা যান্তি পরাং সিদ্ধিং তদ্ভাবগতচেতসঃ॥ ১৫৩
যে সর্ব্বভাবোপগতাঃ পরং ভাবং ভবস্য চ।
প্রসন্নবৎসলো দেবঃ সংসারাৎ তং সমুদ্ধরেৎ॥
এবমন্যেহপি কুর্ব্বন্তি দেবাঃ সংসারগোচরম্।
মনুষ্যাণাং মহাদেবাদন্যত্র পিতৃবৎসলাৎ॥ ১৫৫

ইতি তেনেন্দ্রকল্পেন ভগবান্ সংস্তুতঃ পুরা।
কৃত্তিবাসাঃ স্তুতো ব্যাস তণ্ডিনা শুদ্ধবুদ্ধিনা॥১৫৬
স্তবমেনং ভগবতো ব্রহ্মা স্বয়মধার্য্যত।
ব্রহ্মা প্রোবাচ শক্রায় শক্রঃ প্রোবাচ মৃত্যবে।
মৃত্যুঃ প্রোবাচ রুদ্রাণাং রুদ্রেভ্যস্তণ্ডিমাগমৎ।
মহতা তপসা প্রাপ্তস্তণ্ডিনা ব্রহ্মসংসদি॥ ১৫৮
তণ্ডিঃ প্রোবাচ শুক্রায় গৌতমায় স ভার্গবঃ।
বৈবস্বতায় মনবে গৌতমঃ প্রাহ ধীমতে॥ ১৫৯
নারায়ণায় সাধ্যায় মনুরিষ্টায় ধীমতে।
যমায় প্রাহ ভগবান্ সাধ্যো নারায়ণোঽচ্যুতঃ।
মার্কণ্ডেয়ায় মার্কণ্ডো নাচিকেতায় ধীমতে।
নাচিকেতস্ত সম্প্রাপ্য দদৌ তত্রোপমন্যবে॥১৬১
উপমন্যুস্ত কৃষ্ণায় দদৌ তস্যার্থসিদ্ধয়ে।
এবং প্রবর্ত্তিতং স্তোত্রং শম্ভোরিহ মহীতলে।
কামদং ভোগদঞ্চৈব সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্।
স্বর্গ্যমারোগ্যমায়ুষ্যং ধনং ধান্যং তথৈব চ॥ ১৬৩

যে মানবগণ আত্মার গতিস্বরূপ মহাদেবের এইরূপ স্তব করে ও যে প্রধান মনুষ্য আস্তিকতা ও শ্রদ্ধা সহকারে বহু জন্ম পর্য্যন্ত ভগবানের স্তব করে, ভক্তানুকম্পী মহাদেব তাহাদিগকে সাযুজ্য প্রদান করেন। জাগ্রদবস্থায় হউক, নিদ্রাবস্থায় হউক, আর পথিমধ্যে অবস্থান অবস্থাতেই হউক, ভগবান্কে স্তব করিলে সন্তোষ ও রতিলাভ করে। সহস্র কোটি জন্ম নানা যোনিতে ভ্রমণ করিয়া পাপশোধন হইলে, মহাদেবে ভক্তি হয়। মহাদেবের উপর সর্ব্বভাবে একাগ্র ভক্তিই সর্ব্বপ্রকার সর্ব্ব মুক্তির একমাত্র কারণ। এই অব্যভিচারিণী. নির্ব্বিঘ্না ও নিশ্চলা ভবভক্তি দেবতাদিতেও দুষ্প্রাপ্য, মনুষ্যে কোথা হইতে হইবে? তাঁহার প্রসাদেই মানুষের সেই ভক্তি উৎপন্ন হয়, যে ভক্তি দ্বারাই তদ্ভাবগতচেতা মানবগণ পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বভাবে ভবের পরম ভাব প্রাপ্ত হয়, প্রসন্নবৎসল দেব তাহাদিগকে সংসার হইতে মুক্ত করেন। পিতৃবৎসল মহাদেব ভিন্ন অন্যান্য দেবতাগণ (তাঁহাদের উপর ভক্তি করিলে) মানুষকে সংসার-গোচর করেন। হে ব্যাস! সেই ইন্দ্রকল্প শুদ্ধবুদ্ধি তণ্ডিকর্ত্তৃক এইরূপে সেই ঈশ্বর কৃত্তিবাসা স্তুত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা স্বয়ং ভগবানের নিকট এই স্তব পাইয়াছিলেন। ব্রহ্মা শক্রকে বলেন, শক্র মৃত্যুকে বলেন, মৃত্যু রুদ্রগণকে বলেন এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে মহাতপস্যার ফলে ব্রহ্ম-সভায় তণ্ডি উহা পাইয়াছিলেন। তৎপরে তণ্ডি শুক্রের নিকট ব্যক্ত করেন, শুক্র গৌতমকে বলেন এবং গৌতম ধীমান্ বৈবস্বত মনুকে এই স্তব কহিয়াছেন। তৎপরে মনু প্রিয় সাধ্য নারায়ণকে, সাধ্য নারায়ণ যমকে, যম মার্কণ্ডকে, মার্কণ্ড ধীমান্ মার্কণ্ডেয় নাচিকেতকে এবং নাচিকেত উপমন্যুকে ইহা প্রদান করেন। উপমন্যু কৃষ্ণের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহাকে দান করেন। এইরূপে এই মহাদেবের স্তব মহীতলে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই স্তব কামদ, ভোগদ, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ, স্বর্গ্য, আরোগ্যকর, আয়ুষ্কর ও

...বিঘ্নং প্রকুর্ব্বন্তি দানবা যক্ষ-রাক্ষসাঃ।
পিশাচা যাতুধানাশ্চ গুহ্যকা ভুজগাস্তথা ॥ ১৬৪
...পঠং সুশুচির্ভূত্বা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
...যোগো বর্ষস্ত সাক্ষাৎ পশ্যতি শঙ্করম্ ॥ ১৬৫
...নিত্যমেবং হি পঠেদীশ্বরসন্নিধৌ।
...মেধফলং লেভে বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ ॥

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং সহস্রনামকথনং নামাষ্টা-বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৮॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

...র্থশ্চ কামশ্চ মোক্ষশ্চ ত্রিতয়ং লভেৎ।
...র্ম্মং সমীহেত বিদ্বান্ স বহুধা স্মৃতঃ ॥ ১
...সা চৈব দানেন ব্রতেন নিয়মেন চ।
...সা প্রাপ্যতে স্বর্গঃ সাত্ত্বিকেন মহামুনে ॥ ২

ইহায়াতো লভেদ্রাজ্যং লোভ-ক্রোধবিবর্জ্জিতঃ।
জন্মান্তরেণ মুক্তিঃ স্যাৎ পদং বিন্দতি শাঙ্করম্ ॥৩
তপসা রাজসেনেহ রাজসী তেন জায়তে ॥ ৪
তামসেন তু ভাবেন ক্রূরকর্ম্মেহ নিষ্ঠুরঃ।
স্কন্ধাদ্বা বক্ষসো বাক্ষং পুনঃ কিং তমসা বৃতম্ ॥৫

সুসাত্ত্বিকঞ্চৈব তদুচ্যতে তপো
রজস্তমোভ্যাং ন যুতং প্রশস্যতে।
পর্ণাশিনাং বায়ুভুজাং মুনীনাং
তপস্বিনাং বৈ বিপিনে সমাসতাম্ ॥ ৫
বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্ ॥ ৭
তুর্য্যাশ্রমোঽয়ং গদিতঃ সুধর্ম্মঃ
সুদুশ্চরং সম্যক্জিতেন্দ্রিয়াণাম্।
সংহস্যতে শ্রেষ্ঠতমঃ শুভাশ্রমো
গৃহস্থধর্ম্মঃ প্রবরো মনীষিণাম্ ॥ ৮

...স্তব-প্রদায়ক। দানব, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, ...ধান, গুহ্যক বা ভুজগগণ, কেহই এই ...বের বিঘ্ন করিতে পারে না। যে ব্যক্তি ...হয় শুচি, ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ...ভঙ্গ না করিয়া এক বৎসর এই স্তব পাঠ ...রে, সেই ব্যক্তি শঙ্করকে সাক্ষাৎ দর্শন করে। ...যে ব্যক্তি ভগবানের সন্নিকটে প্রতিদিন ...ই স্তব পাঠ করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্ব-...তক-বিমুক্ত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ...প্ত হয়। ১৪৫—১৬৬।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮।

উনত্রিংশ অধ্যায়।

বেদব্যাস কহিলেন,—ধর্ম্ম হইতে অর্থ, ...ম ও মোক্ষ এই তিনের লাভ হয়। অতএব ...ণ্ডিত মানব তপস্যা, দান, ব্রত ও নিয়ম অব-...লম্বন করিয়া ধর্ম্মাচরণে যত্নশীল হইবে। ...ত্ত্বিক তপস্যা করিলে স্বর্গ লাভ হয়। অন-...স্তর ইহলোকে স্বয়ং ক্রোধ-লোভ-বিবর্জ্জিত হইয়া রাজত্ব লাভ করে। পরে জন্মান্তরে মুক্তি অর্থাৎ শাঙ্কর পদ প্রাপ্ত হয়। রজো-গুণ-বহুল-তপস্যাচরণে রাজস-প্রকৃতি হয়। তামস ভাবে তপস্যা করিলে, ক্রূরকর্ম্মা ও নিষ্ঠুরপ্রকৃতি হয়। তামস-প্রকৃতি মানবগণের নেত্র, স্কন্ধ বা বক্ষ হইতে উৎপন্ন হয়; অথবা তাহারা অন্ধ হয়। যে তপ, রজ ও তমোগুণে অস্পৃষ্ট, তাহা সাত্ত্বিক ও তাহাই প্রশস্ত। পর্ণ ও বায়ুভোজী বিপিন-নিবাসী মুনিগণ তাহার আচরণ করেন। রাগান্ধ মানবগণ বনবাস করিলেও তথায় তাহাদিগের দোষ উৎপন্ন হয় এবং সাধু ব্যক্তিগণ গৃহে থাকিয়াও পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহপূর্ব্বক তপস্যা করিতে পারে। যে নিবৃত্তরাগ মনুষ্য অনিন্দ-নীয় কর্ম্ম আচরণ করেন, গৃহই তাঁহাদিগের তপোবন। এই বন-নিবাসরূপ চতুর্থাশ্রম বলিলাম। জিতেন্দ্রিয়গণ এই আশ্রমে সুদুশ্চর তপস্যা করেন। গৃহস্থাশ্রমও নিতান্ত শ্রেষ্ঠ-তম; এই আশ্রমে মনীষিগণ নানাবিধ ধর্ম্মলাভ

তপ্ত্বা তপঃ সংবিপিনে ক্ষুধার্ত্তো
গৃহং সমাদায় সদান্নদাতুঃ।
ভক্ত্যা যতোঽন্নং প্রদদাতি তস্মৈ
তপোবিভাগং ভজতে হি সম্যক্ ॥ ৯
গৃহাশ্রমঃ শ্রেষ্ঠতমোঽশ্রমাণাং
সম্যক্ সদা পালয়তে মনুষ্যঃ।
ইহৈব ভুঞ্জন্ স মনুষ্যভোগান্
স্বর্গং প্রয়াতীতি ন সংশয়োঽত্র ॥ ১০
সদা গৃহং পালয়তাং নরাণাং
পাপং সমায়াতি কথং মুনীন্দ্র।
তদ্ব্রূহি শুদ্ধিং হি হিতায় তেষাং
দানেন কৃত্বা দিবমাব্রজন্তি ॥ ১১

সনৎকুমার উবাচ।

শৃণু বক্ষ্যামি কালেয় মহাপাপবিশোধনম্।
সর্ব্বসম্পৎকরং দানমিহামুত্র ফলপ্রদম্ ॥ ১২
শুভকালে সমায়াতে সমভ্যর্চ্চ্যেন্দুদৈবতম্।
নিত্যং নৈমিত্তিকং কৃত্বা দদ্যাদ্দানং স্বশক্তিতঃ ॥

গৃহীত্বা পরদ্রব্যন্তু দ্বিজদেবেভ্য এব হি।
দদ্যাৎ স নিরয়ং দৃষ্ট্বা পশ্চাদ্যাতি পরাং গতিম্।
শতানীকো যথা দানাৎ সপুত্রৈর্ব্বাবতারিতঃ।
তথান্যেভ্যস্ত্বদাতৃভ্যঃ সংগৃহ্য ধর্ম্মতো দদৎ ॥ ১৫
ধর্ম্মস্থানেষু যদ্দত্তং তেষামর্দ্ধমুদাহৃতম্।
শৃণু ব্যাস প্রবক্ষ্যামি বহুবিত্তং সমাসতঃ ॥ ১৬
দেহশুদ্ধিকরং দানং স্বর্গলোকপ্রসাদকৃৎ।
দানং পাপাপহং যেন পুমান্ যাতি ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ১৭
পুরা ত্রিনয়নপ্রোক্তং ভার্গবায় মহাত্মনে।
পাপযুক্তায় রামায় তুলাপুরুষমেব চ ॥ ১৮
পাপকর্ম্মরতশ্চৈব বধবন্ধক্রিয়ো নৃপঃ।
যোনিরন্তঃ সুকীর্ণাসু কুপাননিরতস্ত যঃ ॥ ১৯
অভক্ষ্যভক্ষণরতো ভ্রূণহা গুরুতল্পগঃ।
স্বতোঽপ্যনৃতবাদী স্যাৎ প্রসূতান্ সুবিযোনিষু।
অযাজ্যযাজনং কৃত্বা কৃত্বা চোপবসেদ্দিনম্।
ততস্তু কারয়েদিষ্টিং যা পুরোক্তা ময়া তব ॥ ২১

করিতে পারেন। তপস্বিগণ, বিপিনে ক্লেশকর তপস্যাচরণ করিতে করিতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অন্নদাতার গৃহে উপস্থিত হন। গৃহস্থ তাঁহাদিগকে অন্নদান করিয়া, তাঁহাদিগের তপোভাগও গ্রহণ করেন। সকল আশ্রম মধ্যে গৃহাশ্রমই শ্রেষ্ঠতম; যে মনুষ্য সর্ব্বদা উত্তমরূপে এই আশ্রমের পালন করিতে পারেন, তিনি ইহলোকে বিপুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া পরকালে নিঃসংশয় স্বর্গে গমন করেন। যাঁহারা সর্ব্বদা গৃহাশ্রমের সম্যক্ পালন করেন, হে মুনীন্দ্র! তাঁহাদিগের সূনাজন্য যে পাপ উৎপন্ন হয় এবং যে দান করিলে, তাঁহারা বিধূতপাপ হইয়া স্বর্গে গমন করেন, আপনি তাঁহাদিগের হিত নিমিত্ত তাহা কীর্ত্তন করুন।১—১১। সনৎকুমার কহিলেন, হে কালীতনয়! সর্ব্বপাপ-বিশোধন, সর্ব্বসম্পৎকর ও ইহপরলোকে ফলপ্রদ দান বলিতেছি শ্রবণ কর। শুভকাল উপস্থিত হইলে, চন্দ্রমৌলি মহাদেবের পূজা করিয়া নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম সমাধানান্তে শক্তি অনুসারে দান করিবে। যে নর পরদ্রব্যগ্রহণ করিয়া দেব ও ব্রাহ্মণকে দান করে, সে প্রথমে নিরয় দর্শন করিয়া পশ্চাৎ পরমগতি লাভ করে। যেমন শতানীক নরপতি প্রজা-পীড়নপূর্ব্বক ধন গ্রহণ করিয়া দান করায় নরকগামী ও পরে স্বপুত্র কর্ত্তৃক অবতারিত হইয়াছিলেন। অন্য দাতার নিকট সংগ্রহপূর্ব্বক ধর্ম্মতঃ দান করিলে দাতাও সেইরূপ হন। সত্রাদি ধর্ম্মস্থানে দান করিলে, সেই স্থান-স্বামীর অর্দ্ধ ধর্ম্ম হয়। হে ব্যাস! শ্রবণ কর, বহুবিত্ত-সাধ্য, দেহশুদ্ধিকর স্বর্গলোক-প্রাপক, পাপনাশকর দান সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, যে দানফলে মানব ত্রিপিষ্টপে গমন করে। পূর্ব্বকালে মহাত্মা ভার্গব রাম পাপযুক্ত হইলে, ভগবান্ ত্রিনয়ন এই তুলাপুরুষদান কীর্ত্তন করিয়াছেন। যে নৃপ, বধবন্ধক্রিয়াচারী ও অন্যান্য পাপকর্ম্মনিরত, যে সঙ্করজাতি স্ত্রীতে আসক্ত, কুৎসিত মদ্যাদি পান ও অভক্ষ্য-ভক্ষণ-নিরত, ভ্রূণহা ও গুরুতল্পগামী, স্বতঃ মিথ্যাবাদী, বিরুদ্ধজাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন ব্যক্তিকে উপজীবনকারী ও অযাজ্য যাজন করত উপবাসশীল, (এই দান করিলে

ইন্দ্র-বারুণ-বায়ব্যা যাম্য-নৈঋর্ত-শাম্ভবাঃ।
সৌম্যাগ্নেয়াস্তু নির্দ্দিষ্টা বহ্নেস্তু হবনে সদা ॥২২
গ্রহনক্ষত্রপতেশ্চৈব হুত্বা ব্যাহৃতিভিঃ পুরা।
যদ্দেবা দেবহেলনং যদি দিবান্যনুক্রমাৎ ॥ ২৩
যজ্জাগ্রত ইতশ্চৈব পুনস্ত মেতিসপ্তকম্।
হুত্বা গব্যঘৃতেনৈব শাকল্যং হোমমাচরেৎ ॥২৪
ততো হুত্বাহুতীর্দত্ত্বা সর্ব্বেভ্যোঽপি যথাক্রমম্।
স্তম্ভৌ দৃঢ়ৌ চক্রে যজ্ঞিয়ৌ চ মহাবলৌ ॥
বিঘ্নেশ-বিঘ্নৌ খলু কার্ত্তিকেয়ৌ
সুপূজিতৌ গন্ধবরৈঃ সুবস্ত্রৈঃ।
ততঃ প্রসন্নো দদতুর্যথেষ্টং
সম্পূজ্য সোমং দ্বিজশূলপাণী ॥ ২৬
পিনাকিনং তত্র শুভোপহারৈ
রৌদ্রেণ সূক্তেন তু বিষ্টরেণ।
অর্ঘ্যেণ পাদ্যেন তথাসনেন
সমেহি যজ্ঞে মম শূলপাণে ॥ ২৭
নাগোত্তরীয়োঽসি উমাসমেতো
গৃহাণ পূজাঞ্চ ময়া প্রদত্তাম্ ॥ ২৮
পূজা ব্রহ্মপবিত্রেণ সূর্য্যস্যৈব তু রশ্মিভিঃ।
রুদ্রোঽয়ং সপত্নীকঃ প্রতিগৃহ্নাতু স্বাহা ॥ ২৯
সর্ব্বাণীমানি পুষ্পাণি পূতানি রবিরশ্মিভিঃ।
রুদ্রঃ সপত্নীকঃ প্রতিগৃহ্নাতু স্বাহা ॥ ৩০
বনস্পতিরসো দিব্যঃ সর্ব্বগন্ধেষু চোত্তমঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং প্রতিগৃহ্নাতু মে সদা স্বাহা
অগ্নিঃ শক্রশ্চ জ্যোতিশ্চ সর্ব্বতেজোময়ঃ শিবঃ।
প্রভাকরোমহাতেজাদীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাংস্বাহা

আঘারাজ্যং জুহুয়াৎ। অগ্নয়ে পৃথিব্যধিপতয়ে স্বাহা। ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে স্বাহা। সূর্য্যায় দিবোঽধিপতয়ে স্বাহা। সোমায় নক্ষত্রাধিপতয়ে স্বাহা। বরুণায় অপাং পতয়ে স্বাহা। তুলায়ৈ তুলাপুরুষায় স্বাহা। শেষং ব্যাহৃতিভির্জুহুয়াৎ ॥ ৩৩

ততো দ্রব্যং সমারোপ্য তুলায়াং স্বয়মারুহেৎ ॥৩৪
ধরণী যদি তে মাতা ব্রহ্মা চ জনিতা স্বয়ম্।
ভূত্বা ত্বং সত্যধর্ম্মশ্চ আরূঢ়ং মাং বিধারয় ॥ ৩৫
সত্যেন যাসি দেবানাং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।

তাহাদিগের শুদ্ধি হয়)। মানবগণ, পাপক্ষয় মানসে মৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বে অভিহিত এই যজ্ঞ করাইবে। এই যাগে ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু, যম, নির্ঋতি, শম্ভু, সোম ও অগ্নির অগ্নিতে হোম করিবে। প্রথমে গ্রহনক্ষত্রপতির মহাব্যাহৃতি দ্বারা হোম করিয়া, "যদ্দেবা দেবহেলনং" "যদি দিবা" ও "যজ্জাগ্রত" হইতে "পুনস্ত মা", এই সপ্তমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক গব্যঘৃত দ্বারা হোম করিয়া শাকল্য-হোম করিবে। শাকল্য-হোম সম্পন্ন করিয়া, সকল দেবতাকে যথাক্রমে আহুতি প্রদান করিয়া, দুইটী সুদৃঢ় মহাবল স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবে। অনন্তর উত্তম গন্ধ ও বস্ত্রাদি দ্বারা বিঘ্নেশ, বিঘ্ন, কার্ত্তিকেয়, বিশাখের পূজা করিবে। তৎপরে সোম, দ্বিজ ও শূলপাণির পূজা করিয়া, দান করিবে। তন্মধ্যে রৌদ্রসূক্ত পাঠপূর্ব্বক শুভ্র উপহার, বিষ্টর, অর্ঘ্য, পাদ্য, আসন দ্বারা ভগবান্ পিনাকপাণি উদ্দেশে "হে শূলপাণে! তুমি আমার যজ্ঞে আগমন কর, তুমি নাগোত্তরীয় উমার সহিত মৎপ্রদত্ত পূজা গ্রহণ কর; ব্রহ্ম ও সূর্য্যরশ্মি দ্বারা পবিত্র পূজা সপত্নীক রুদ্র গ্রহণ করুন; এই সকল পুষ্প সূর্য্যকিরণে পবিত্র, সপত্নীক রুদ্র ইহা গ্রহণ করুন। ১২—৩০। এই দিব্য বনস্পতিরসসম্ভূত অতএব যাবৎ গন্ধদ্রব্য মধ্যে উত্তম, সর্ব্ব দেবতার আঘ্রাণ-যোগ্য (ধূপ) গ্রহণ করুন। শিব, অগ্নি, শক্র ও জ্যোতিরূপ সর্ব্ব তেজোময় এবং প্রভাকর ও মহাতেজা, তিনি আমার দীপ গ্রহণ করুন।" অনন্তর আঘারাজ্য-হোম করিবে। "পৃথিবীর অধিপতি অগ্নি উদ্দেশে হবি ত্যাগ করিতেছি, সুরাধিপতি ইন্দ্র উদ্দেশে, স্বর্গাধিপতি সূর্য্য উদ্দেশে, নক্ষত্রাধিপতি চন্দ্র উদ্দেশে, জলপতি বরুণ উদ্দেশে, তুলাপুরুষ তুলা উদ্দেশে হবিত্যাগ করিতেছি।" ব্যাহৃতি দ্বারা অবশিষ্ট হোম করিবে। অনন্তর তুলাতে দ্রব্য উত্তোলন করিয়া স্বয়ং তাহাতে আরোহণ করিয়া, তুলা উদ্দেশে কহিবে, "যদি ধরণী তোমার মাতা ও স্বয়ং ব্রহ্মা তোমার পিতা হন, তবে তুমি সত্যধর্ম্ম স্বরূপ হইয়া, আরোহণ-

প্রতিগৃহ্নীষ যাচেন সত্যং তে নরসত্তম ॥ ৩৬
যদা তু গুরুমাত্মানং সকৃৎ তু তুলয়া ধ্রুতম্।
দ্রব্যঞ্চ লঘু মন্যেত ততঃ কর্ম্ম সমারভেৎ ॥ ৩৭
সকৃৎ কৃতেহ দানং হি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
দ্বিশ্চীর্ত্বা তু গাণপত্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
ত্রিশ্চীর্ত্বা তু হরস্যাপি কায়তুল্যো ভবেন্নরঃ ॥৩৮
পৌর্ণমাস্যাং চতুর্থ্যন্তে দদ্যাদ্দানং যুগাদিষু।
গ্রহণে বাপি তীর্থেষু কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ ॥ ৩৯
শৃণোতি সততং যোঽপি দানে বা কুরুতে মনঃ।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৪০

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং তুলাপুরুষদানবিধিকীর্ত্তনং নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

কারক আমাকে ধারণ কর।” অনন্তর ব্রাহ্মণকে কহিবে,—“হে নরসত্তম! তুমি সত্যবলে মহাত্মা মুনিগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হইতেছ, অতএব আমার প্রদত্ত ধন গ্রহণ কর।” যদি তুলায় আরূঢ় আপনাকে গুরু ও দ্রব্যকে লঘু বিবেচনা করে, তবে প্রার্থনাপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তুলাপুরুষ দান করিবে। একবার দান করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়, দুই বার দান করিলে গণাধিপত্য লাভ করে, তিন বার দান করিলে মহাদেব সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। পৌর্ণমাসী-যুগাদি, চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণ ও তীর্থে দান করিলে মানব কৃতকৃত্য হয়। যে নর তুলাপুরুষ-দান-গ্রন্থ সর্ব্বদা শ্রবণ করে, অথবা দান করিতে অভিলাষ করে, সে সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে। ৩১—৪০।

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।
কিমর্থং মুনিনা তেন রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
মনসাপি বিশুদ্ধেন কৃতং দানং মহাত্মনা ॥ ১
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং দেবদেবেন শূলিনা।
তুলাপুরুষদানন্তু তস্যোদ্দিষ্টং মহাত্মনা ॥ ২
সনৎকুমার উবাচ।
শৃণু বক্ষ্যামি কালেয় যথা তস্য দ্বিজন্মনঃ।
উপদিষ্টন্তু রামস্য শিবভক্তস্য শূলিনঃ ॥ ৩
রামস্যাহং প্রবক্ষ্যামি যথা জন্ম স যাদৃশঃ।
যথাভূদ্বীর্য্যসম্পন্নো যস্মাদ্দানং কৃতন্ত্বিদম্ ॥ ৪
কুশিকো নাম ধর্ম্মজ্ঞঃ স চাপুত্রো মহীপতিঃ।
উগ্রং তপঃ সমাস্থায় আত্মানং সমপীড়য়ৎ ॥ ৫
পুত্রং লভেয়মজিতং বলিনং বলশালিনম্।
তমুগ্রতপসং মত্বা সহস্রাক্ষস্তমভ্যায়াৎ ॥ ৬
পুত্রত্বমনয়দ্ব্যাস তস্য লোকেশ্বরেশ্বরঃ।
গাধিনামাভবৎ পুত্রঃ কৌশিকঃ পাকশাসনঃ ॥ ৭
তস্য কন্যাভবদ্রাজ্ঞো নাম্না সত্যবতী মুনে।

ত্রিংশ অধ্যায়।

বেদব্যাস কহিলেন, বিশুদ্ধান্তঃকরণ, অক্লিষ্টকর্ম্মা, মহাত্মা মহামুনি রাম কি নিমিত্ত দান করিয়াছিলেন? দেবদেব ভগবান্ শূলপাণি তাঁহাকে কিজন্য তুলাপুরুষ দান-মাহাত্ম্য কহিয়াছিলেন, তাহা আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। সনৎকুমার কহিলেন, হে কালীতনয়! যে নিমিত্ত ভগবান্ শূলী, শিবভক্ত রামকে তুলাপুরুষ দান উপদেশ করিয়াছিলেন, রামের জন্মবৃত্তান্ত, রাম যাদৃশ, যে নিমিত্ত মহাবল হইয়াছিলেন ও যে কারণে তিনি দান করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কুশিক নামে এক অপুত্র নরপতি অজেয় ও বলশালী পুত্রলাভ কামনায় উগ্রতপস্যায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন। সহস্রলোচন ইন্দ্র তাঁহার উগ্র তপস্যা দর্শন করিয়া তৎসন্নিধানে আগমন করিলেন। সেই সর্ব্বলোকেশ্বর-পতি ইন্দ্র কৌশিকের ‘গাধি’ নামক পুত্র হইয়া অবতীর্ণ

তাং গাধির্ঋষিপুত্রায় ঋচীকায় দদৌ মুদা ॥ ৮
ততঃ প্রীতস্তু কালেয় চরুং গাধের্মহাক্রতৌ।
গৃহায় তস্য ভার্য্যার্থং ঋচীক ঋষিসত্তমঃ ॥ ৯
উপযোজ্যশ্চরুরয়ং ত্বয়া মাত্রা দ্বিধাকৃতম্।
মাতুস্তে ভবিতা পুত্রো দীপ্তিমান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ॥১০
অজয্যঃ ক্ষত্রিয়ো লোকে ক্ষত্রিয়র্ষভসূদনঃ।
তবাপি পুত্রং কল্যাণি বৃত্তিমন্তং তপোঽন্বিতম্ ॥
শমাত্মকং দ্বিজশ্রেষ্ঠময়ং চরুর্বিধাস্যতি।
ইত্যেবমুক্ত্বা তাং ভার্য্যাং জগামারণ্যমেব হি ॥১২
তপস্তপ্তুং ততো রাজা তীর্থযাত্রাপরো মুনে।
গাধিঃ সদারঃ সম্প্রাপ্ত ঋচীকস্যাশ্রমং প্রতি ॥ ১৩
চরুদ্বয়ং গৃহীত্বা তু হৃষ্টা সত্যবতী তদা।
ভর্ত্তুর্বাক্যাদথ ব্যগ্রা মাত্রে হৃষ্টা ন্যবেদয়ৎ ॥ ১৪
মাতা তু স্বং সমাদায় দুহিত্রে সংন্যবেদয়ৎ।
তস্যাশ্চরুমথো জ্ঞাত্বা আত্মসংস্থং চকার হ ॥ ১৫
অথ সত্যবতী গর্ভং ক্ষত্রিয়ান্তকরং তদা।
ধারয়ামাস দীপ্তেন বপুষা ঘোরদর্শনম্ ॥ ১৬
তামৃচীকস্তদা দৃষ্ট্বা ধ্যানযোগেন চৈব হি।
অব্রবীদ্ভৃগুশার্দ্দূলঃ স্বভার্য্যাং বরবর্ণিনীম্ ॥ ১৭
মাত্রা বিধ্বংসিতা ভদ্রে চরুব্যত্যয়হেতুনা।
ভবিষ্যতি চ তে ভ্রাতা ব্রহ্মভূতস্তপোধনঃ ॥ ১৮
বিশ্বং হি ব্রহ্মতপসা ময়া তত্র সমর্পিতম্।
সৈবমুক্তা মহাভাগা ভার্য্যা সত্যবতী তদা ॥ ১৯
তস্মৈ জগাম শিরসা বচনঞ্চেদমব্রবীৎ।
ব্রাহ্মণাপসদং পুত্রং ব্যক্তমেবংবিধং বচঃ ॥ ২০
ন মামর্হসি ধর্ম্মজ্ঞ প্রাপ্স্যসীতি মহামুনে।
তামাহ ত্বয়ি মে কামো ময়া ভদ্রে প্রকল্পিতঃ ॥ ২১
ক্রূরকর্ম্মা ভবেৎ পুত্রস্তব মাতা চ কারণম্।
সা তং প্রাহ সৃজেথাস্ত্বং লোকানন্যান্ পুনর্ম্মম ॥
দাতুং পুত্রং সমর্থোঽসি লভেয়ং জয়তাংবর।
পুনরাহ স তাং পূর্ব্বং স্বৈরেষ্বপ্যনৃতং বচঃ ॥২৩
নোক্তমগ্নিং সমাধায় মন্ত্রং তং চরুসাধনে।

হইলেন। গাধিরাজের 'সত্যবতী' নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। রাজা, ঋষিপুত্র ঋচীকের সহিত সেই কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। ঋচীক সত্যবতীকে বিবাহ করিয়া গাধির প্রতি প্রীত হইয়াছিলেন। কিছুকাল অতীত হইলে ঋচীক এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞীয় চরু গ্রহণপূর্ব্বক ভার্য্যা সত্যবতীকে তাহা দান করিয়া কহিলেন, "এই চরু দ্বিধা করিয়া তোমার মাতার সহিত ভোজন করিও, গাধিরাজের ঔরসে তোমার মাতার দীপ্তিমান্, অজেয়, ক্ষত্রিয়প্রধান এক পুত্র হইবে এবং তোমারও বৃত্তি ও তপস্যাসম্পন্ন, শমাত্মক, দ্বিজশ্রেষ্ঠ এক পুত্র হইবে।" ইহা বলিয়া তিনি তপস্যাচরণ নিমিত্ত তপোবনে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাজা গাধি পত্নীর সহিত তীর্থযাত্রায় নির্গত হইয়া ঋচীকের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সত্যবতী ত্বরান্বিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে চরুদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক স্বামিবাক্যে মাতার নিকট রক্ষা করিলেন। মাতা, আপনার অংশ স্বয়ং গ্রহণ করিয়া দুহিতাকে দিলেন এবং দুহিতার অংশ ভোজন করিলেন। ১—১৫। অনন্তর সত্যবতী, প্রদীপ্ত শরীর, ঘোরদর্শন, ক্ষত্রিয়ান্তকারী গর্ভ ধারণ করিলেন। মহর্ষি ঋচীক ধ্যানযোগে অবগত হইয়া বরবর্ণিনী ভার্য্যা সত্যবতীকে কহিলেন, হে ভদ্রে! তোমার মাতা চরু-বিনিময় করিয়া তোমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন, এক্ষণে তোমার ভ্রাতাই ব্রহ্ম-নিষ্ঠ তপস্বী হইবে। আমি ব্রহ্মতপস্যাবলে সেই চরুতেই সমস্ত তপস্যাদি সমর্পণ করিয়াছিলাম। মহাভাগা সত্যবতী স্বামীকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, "তোমার পুত্র নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ হইবে" আমাকে এরূপ বাক্য বলিবেন না। ঋচীক পত্নীকে কহিলেন, "হে ভদ্রে! তোমাতেই আমার মনোরথানুরূপ পুত্র লাভ করিবার নিমিত্ত সেইরূপ চরু কল্পনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার মাতার বঞ্চনাবশত এক ক্রূরকর্ম্মা পুত্র লাভ করিবে।" সত্যবতী স্বামীকে কহিলেন, "হে স্বামিন্! তুমি অন্যপ্রকার জগৎ সৃজন করিতে সমর্থ, অতএব অনায়াসেই আমার অন্য প্রকার পুত্র দান করিতে পার।" মহর্ষি পুনর্ব্বার পত্নীকে কহিলেন, "আমি মন্ত্র-

সা তমাহেপ্সিতং পুত্রং লভেয়ং জপতাংবরম্ ॥২৪
কামমীদৃক্ ভবৎপৌত্রো মমৈব তব চৈব হি।
তামুবাচ স মে নাস্তি বিশেষো বরবর্ণিনি ॥ ২৫
পুত্রে বাপ্যথবা পৌত্রে স মে সম্যগ্‌ভবিষ্যতি।
ততঃ সত্যবতী পুত্রং জামদগ্ন্যং স্বমাত্মজম্ ॥ ২৬
তপস্যভিরতং দান্তং জনয়ামাস ভার্গবম্।
গাধিস্তু ব্রহ্মসহিতং বিশ্বামিত্রমজীজনৎ ॥ ২৭
তপসা চাপরিশ্রান্তং প্রদীপ্তমিব পাবকম্।
সমঃ ক্ষত্রিয়হস্তে চ ধনুর্ব্বেদে চ পারগঃ ॥ ২৮
বিধিজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যানাং প্রদীপ্ত ইব পাবকঃ।
এতস্মিন্নেব কালে তু ক্ষত্রিয়ো হৈহয়ান্বয়ঃ ॥ ২৯
অর্জ্জুনো নাম তেজস্বী কৃতবীর্য্যাত্মজো বলী।
সহস্রবাহুর্বিক্রান্তঃ সদৃশশ্চিত্রভানুনা ॥ ৩০
তুষিতেনাহ * কালেন প্রাদাৎ তস্মাৎ তু যদ্বরম্।
জজ্বাল তস্য বাণস্থো গ্রামাণি নগরাণি চ।
পত্তনানি চ ঘোষাশ্চ চিত্রভানুর্বরপ্রদঃ ॥ ৩১
কদাচিদাশ্রমারণ্যং দদাহ চিত্রভানুনা ॥ ৩২
বরুণস্যাপি শরণং শরেণ তু স হৈহয়ঃ।
আপস্তম্বস্ততো রোষাদ্দগ্ধং দৃষ্ট্বা স্বকং বনম্ ॥৩৩
শশাপ তে শিরঃ কায়াদ্রামো বৈ পাতয়িষ্যতি।
ততো রামঃ সুশিক্ষার্থে জগাম হরমন্তিকে ॥ ৩৪
জ্ঞাত্বা সর্ব্বাণি শস্ত্রাণি তস্মাদস্ত্রবিদাংবরঃ।
এতস্মিন্নন্তরে রাজা হৈহয়োশ্রমমভ্যয়াৎ ॥ ৩৫
জমদগ্নেঃ স তস্যাপি পূজাং চক্রে যথাবিধি।
সোঽর্জ্জুনঃ কামধেনুং তাং দৃষ্ট্বা তস্য বরপ্রদাম্।
যযাচে বহুভির্গোভিশ্চ ঋষিস্তস্য ন দত্তবান্।
বলাৎ তাং নীয়মানাং বৈ দৃষ্ট্বা রামোঽভ্যয়াদ্বনাৎ
যুদ্ধং কৃত্বা বনং চ্ছিত্ত্বা বাহূনাং তস্য ভার্গবঃ।
জগাম তপসে ধীমান্ মহেন্দ্রাদ্রৌ স বীর্য্যবান্ ॥৩৬
জগামাথ শ্রমং কর্ত্তুং স রামো হরসন্নিধৌ।
অর্জ্জুনস্য সুতাস্তে তু সম্ভূয়াযোধয়ংস্ততঃ ॥ ৩৭
গত্বাশ্রমন্ত বহবো জমদগ্নিং নিজঘ্নিরে।

পাঠপূর্ব্বক অগ্নিস্থাপন করিয়া চরু প্রস্তুত করিয়াছি। তাহা কখন মিথ্যা হইবার নহে।” সত্যবতী কহিলেন, “বরং আমার এবং আপনার পৌত্র এইরূপ হউক, পুত্র যেন আমাদিগের অভিলাষানুরূপ শ্রেষ্ঠ জাপক হয়।” ঋচীক সত্যবতীকে কহিলেন,—“হে বরবর্ণিনি! পুত্র ও পৌত্রে কোন বিশেষ নাই, তবে আমাদিগের পৌত্রই উগ্রপ্রকৃতি হইবে।” অনন্তর সত্যবতী তপোনিরত, দান্ত, ভৃগুবংশধর, জমদগ্নি নামক পুত্র প্রসব করিলেন। রাজা গাধিও বেদযুক্ত, তপশ্চরণে অপরিশ্রান্ত, প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় বিশ্বামিত্র নামক এক পুত্র উৎপাদন করিলেন। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়োচিত হস্তলাঘব ও ধনুর্ব্বেদে পারগ, সর্ব্ববিদ্যার বিধিজ্ঞ এবং প্রদীপ্ত হুতাশন তুল্য তেজস্বী ছিলেন। এই সময় হৈহয়বংশসম্ভূত- কৃতবীর্য্যপুত্র, বলবান্, অগ্নিতুল্য তেজস্বী, সহস্রবাহু, বিক্রমসম্পন্ন অর্জ্জুন নামক ক্ষত্রিয়, তুষিত নামক দেবগণের নিকট স্বীয় বাণমধ্যে অগ্নিস্থিতিরূপ বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বরপ্রদ অগ্নি তাঁহার বাণস্থ হইয়া গ্রাম, নগর, ঘোষ, পত্তন, সমস্ত দগ্ধ করিতেন।১৬-৩১। কোন সময় হৈহয়-বংশধর অর্জ্জুন অগ্নি দ্বারা আশ্রমারণ্য ও বরুণের গৃহ দগ্ধ করিয়াছিলেন। তখন মহর্ষি আপস্তম্ব আপনার আশ্রম দগ্ধ দর্শন করিয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনকে শাপপ্রদান করিলেন যে, ভার্গব রাম তোমার শরীর হইতে মস্তক ভূমিতলে পাতিত করিবেন। অনন্তর পরশুরাম সুশিক্ষার জন্য শিবসমীপে গমন করেন এবং তথা হইতে সর্ব্ববিধ শস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া, অস্ত্রবেত্তাদিগের শ্রেষ্ঠ হন। এই সময়ে হৈহয়-রাজ আশ্রমে উপস্থিত হন। তথায় তিনি জমদগ্নির যথাবিধি পূজা করিলেন। হৈহয় অর্জ্জুন, তাঁহার বরপ্রদা হোমধেনু দেখিয়া, বহুগরুর বিনিময়ে তাহা যাচ্ঞা করিলেন। ঋষি জমদগ্নি যাচ্ঞা পূর্ণ করিলেন না। তখন রাজা বলপূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া, পরশুরাম বন হইতে নির্গমনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া, অর্জ্জুনের সহস্র বাহু ছেদন করিয়া, তপস্যার জন্য মহেন্দ্রপর্ব্বতে গমন করিলেন। অনন্তর পরশুরাম, শ্রম

---

* তুষিতেনেতি মুনের্বিশেষণবৎ পাঠঃ ক্বচিৎ।

...স নৃপশার্দ্দূলং কার্ত্তবীর্য্যঞ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৪০
...নিজঘানাশু পুত্রান্ পৌত্রাংস্তু সর্ব্বশঃ।
...যাবন্তি পিতুর্দৃষ্ট্বা স ভার্গবঃ ॥ ৪১
...প্রতিজ্ঞাস্তু করিষ্যেঽক্ষত্রিয়াং ধরাম্।
...স তু মহাতেজাঃ কৃত্বা চাক্ষত্রিয়াং ধরাম্ ॥৪২
...ক্ষত্রিয়বীরাণাং যোষিতো বনমাশ্রয়ন্।
...মহর্ষীণাং তেভ্যঃ পুত্রাংস্ত লেভিরে ॥
...দৃষ্ট্বা পুনঃ ক্ষত্রং স ভার্গবঃ।
...বনাদ্বিপ্রো জঘানামর্ষনোদিতঃ ॥ ৪৪
...শতসহস্রাণি হত্বা রাজ্ঞাং মহাযশাঃ।
...ভার্গবঃ সর্ব্বাং মহীং শোণিতকর্দ্দমাম্ ॥ ৪৫
...দত্ত্বা দ্বিজেভ্যস্তাং মহীং সর্ব্বাং স ভার্গবঃ
...তপস্তপ্তুং ভার্গবো মুনিসত্তমঃ ॥ ৪৬
...ক্ষত্রিয়া ব্যাস ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রজজ্ঞিরে।
...বৃদ্ধা মহাবীর্য্যাঃ পৃথিবীপতয়োঽভবন্ ॥৪৭

ব্রাহ্মণেভ্যঃ সমাদায় বলিনঃ পৃথিবীং ততঃ।
জাতং জাতং সগর্ভন্তু পুনরেব জঘান হ ॥ ৪৮
অরক্ষংশ্চ সুতান্ কাশ্চিৎ তা ন ক্ষত্রিয়যোষিতঃ
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং দক্ষিণামদদাৎ প্রভুঃ ॥ ৪৯
কশ্যপায়াশ্রমে ধেনুং ক্রূরপাপা * পনুত্তয়ে।
ন জহাতি যদা পাপং তপসা নিয়মেন চ ॥ ৫০
যজ্ঞেন সোঽশ্বমেধেন তদা ভবমপৃচ্ছত।
স পৃষ্টস্তস্য চাচখ্যৌ তুলাপুরুষমুত্তমম্ ॥ ৫১
সুদানং সর্ব্বদানানামুত্তমম্ পাপনাশনম্।
স কৃত্বা দানমেতৎ তু তুলাপুরুষমুত্তমম্ ॥ ৫২
জগাম তপসে ধীমান্ ভূত্বা নিষ্কল্মষো দ্বিজঃ।
এতদর্থং মুনিশ্রেষ্ঠ ভার্গবেণ মহাত্মনা ॥ ৫৩
ব্রহ্মহত্যাপহং ব্যাস দত্তং দানমনুত্তমম্।
নির্হেমঃ কলধৌতস্য দদ্যাদেবং প্রযত্নতঃ ॥ ৫৪
মধ্বাজ্য-গুড়-বস্ত্রৈস্ত সুবর্ণেন তু সংযুতম্।
তুলাসংরোহণং কার্য্যং যদীচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ ॥৫৫
বচসা মনসা বাপি কর্ম্মণাপীহ যৎ সমম্।

...করিবার জন্য একদা শিবসমীপে গমন করি-লেন; এদিকে কার্ত্তবীর্য্য-পুত্রেরা মিলিত হইয়া ...করিয়া, আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক জগদগ্নিকে নিহত করিল। অনন্তর বীর পরশুরাম, নৃপতি-...কার্ত্তবীর্য্য এবং তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণকে ...পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকারে নিহত করেন। ...রাম পিতৃদেহে যে কয়েকটী অস্ত্রক্ষত ...লেন, ততবার পৃথিবীকে সমরে নিঃক্ষত্রিয় ...করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। ৩২—৪২। ...নারে তিনি পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়াও করিয়া-...লেন। অনন্তর ক্ষত্রিয়পত্নীরা অরণ্যে মহর্ষি-...র আশ্রম আশ্রয় করিলেন। ঋষিগণ হইতে ...রা সুপুত্র লাভও করিলেন, ভৃগুরাম ...কাল পরে পুনরায় ঐরূপে ক্ষত্রকুলের ...দর্শনে ক্রোধসহকারে বন হইতে ...গমনপূর্ব্বক শত সহস্র ক্ষত্রিয় বধ ...লেন; আবার পৃথিবীকে রক্ত-কর্দ্দম-...করিলেন। তৎপরে সমগ্র পৃথিবী ...গণকে দান করিয়া তপস্যার জন্য বন-...করিলেন। হে ব্যাস! ব্রাহ্মণগণের ...পুনরায় ক্ষত্রবংশের উৎপত্তি হইল। ...ক্ষত্রিয়েরা বীর্য্যবান্ ও প্রবৃদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণগণের সকাশে পৃথিবীপতি হইল। অনন্তর পরশুরাম গর্ভ পর্য্যন্ত বধ করিলেন; কতিপয় ক্ষত্রিয়পত্নী ছলে পুত্ররক্ষা করিতে সমর্থ হই-লেন। বধপাপ অপনোদনের জন্য পরশুরাম একবিংশতি বার পৃথিবী দান এবং কশ্যপ-মহর্ষিকে ধেনু দক্ষিণা দান করিলেন। যখন তপস্যা ও নিয়মে পাপ দূর হইল না, তখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া, সংসারমোচনের কথা ভৃগুরাম, কশ্যপকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কশ্যপ তাঁহাকে সর্ব্বদানশ্রেষ্ঠ পাপনাশন তুলা-পুরুষ দান করিতে উপদেশ দিলেন। ধীমান্ পরশু-রাম তুলাপুরুষ মহাদান সম্পাদনপূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া, তপস্যার্থ গমন করিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাস! মহাত্মা ভার্গব রাম এই-জন্যই ব্রহ্মহত্যা-পাপবিনাশক উক্ত মহাদান করেন। স্বর্ণাভাবে রজত দ্বারাও তুলাপুরুষ দান করিতে পারিবে। নিজ মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তি মধু, ঘৃত, গুড়, বস্ত্র এবং সুবর্ণযুক্ত তুলায়

---

* ভ্রূণপাপেতি বা পাঠঃ।

বিত্তেন মুচ্যতে পাপৈর্ব্বধবন্ধকৃতোদ্ভবৈঃ॥ ৫৬
কৃত্বা পাপান্যশেষাণি তুলাদানং করোতি যঃ।
চিত্তস্থ পাতকৈর্মুক্তস্তৈর্দিবং যাত্যসংশয়ঃ॥ ৫৭
পাপং কৃতং যদ্দিবসে নিশায়াং
দ্বিঃসন্ধ্যয়োর্মধ্যদিনে নিশান্তয়োঃ।
কালত্রয়ে কর্ম্ম-মনো-বচোভি-
স্তুলাপুমান্ যাতি হ তৎকৃতেন॥ ৫৮
বালেন বৃদ্ধেন ময়া হি যূনা
বিজানতা জ্ঞানপরেণ পাপম্।
তৎ সর্ব্বমেবাশু কৃতং নিহন্তু
তুলাপুমান্ মে হরতু স্মরারিঃ॥ ৫৯
যত্রাধিতিষ্ঠং হি ময়া কৃতং তৎ
প্রণামবিত্তং নিহিতং তুলায়াম্।
তেনৈব সার্দ্ধং সুকৃতং প্রয়াতু
কৃতং কৃতং যৎ সুকৃতং সমেতু॥ ৬০
সনৎকুমার উবাচ।
এবমুচ্চার্য্য তদ্দদ্যাদ্দ্বিজেভ্যঃ সর্ব্বদা হি তু।
নৈকস্যাপি প্রদাতব্যং ন নিস্তার্য্যং অতো ভবেৎ॥
দদাত্যেবন্তু যো ব্যাস তুলাপুরুষমুত্তমম্।
হত্বা পাপং দিবং তিষ্ঠেদ্যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ ৬২
ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং তুলাপুরুষবর্ণনং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।
যেনৈকেন হি দত্তেন সর্ব্বেষামাপ্যতে ফলম্।
দানানাং তন্মমাখ্যাহি মানুষাণাং হিতার্থতঃ॥ ১
সনৎকুমার উবাচ।
শৃণু কালেয় মদ্দানাং ফলং বিন্দতি মানবঃ।
একস্মাদপি সর্ব্বেষাং দানানাং তচ্ছৃণুষ মে॥ ২
দানানামুত্তমং দানং ব্রহ্মাণ্ডং খলু মানবৈঃ।
দাতব্যং মুক্তিকামৈস্তু সংসারোত্তারণায় বৈ॥ ৩
ব্রহ্মাণ্ডে সকলে দত্তে যৎ ফলং লভতে নরঃ।
তদেকভাবাদাপ্নোতি সপ্তলোকাধিপো ভবেৎ॥ ৪

আরোহণ করিবে। যে ব্যক্তি বাক্য, মন, কর্ম্ম এবং ধনের অনুরূপ তুলাপুরুষ দান করে, তাহার বধবন্ধ-পাপ হইতে উদ্ধার হয়। যে ব্যক্তি অশেষ পাপ করিয়া তুলাপুরুষ দান করে, সে যাবতীয় মানসাদি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। দিবা, নিশা, সন্ধ্যাদ্বয়, অতি সন্ধ্যাদ্বয়, মধ্যাহ্ন, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালে কর্ম্ম মন এবং বাক্য দ্বারা যে পাপ করা যায়, তুলাপুরুষদানে তাহা দূর হয়। "আমি বাল্য, বার্দ্ধক্য, যৌবনে জ্ঞান অজ্ঞানে যে পাপ করিয়াছি, তুলাপুরুষ-রূপী মহাদেব তৎসমস্ত শীঘ্রই বিনষ্ট করুন। আমার আশ্রয়ভূত উপার্জ্জিত ধন পরিমাণরূপে তুলাতে অর্পিত হইয়াছে। সেই ধনের সাহতই আমার দুষ্কৃত দূর হউক, আর যাবতীয় অনুষ্ঠিত পুণ্য সমাগত হউক।" সনৎকুমার বলিলেন, এই বলিয়া দ্বিজগণকে সেই দ্রব্য দান করিবে; এক দ্বিজকে ইহা দাতব্য নহে, তাহাতে নিস্তার হয় না। হে ব্যাস! যে ব্যক্তি এইরূপে তুলাপুরুষ মহাদান করে, সে নিষ্পাপ হইয়া চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত স্বর্গে অবস্থান করে। ৪৩—৬২।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩০॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন, আপনি মানবগণের হিত নিমিত্ত এমন একটী দান বলুন, যে দান করিলে সমস্ত দানের ফল লাভ করা যায়। সনৎকুমার কহিলেন, হে কালীতনয়! যে একটী দান করিলে সকল দানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা শ্রবণ কর। মুমুক্ষু মানব সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে সর্ব্বদান-শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড দান করিবে। সকল দান করিলে, মানব যে ফল প্রাপ্ত হয়, একমাত্র ব্রহ্মাণ্ড দান করিলে তাহা লাভ করে ও সপ্তলোকাধিপতি

যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ নভসি বৈ
যাবৎ স্থিরা মেদিনী
তাবৎ সোঽপি নরঃ স্ববান্ধবযুতঃ
স্বর্গৈকসামোকসি।
সর্ব্বৈর্ব্বেব মনোঽনুগৈঃ স বহুভি-
র্ব্রহ্মাণ্ডদঃ ক্রীড়তে
পশ্চাদ্যাতি পরং সুদুর্লভপদং
দেবৈর্মুনে মাধবঃ॥ ৫

ব্যাস উবাচ।

ভগবন্ ব্রূহি ব্রহ্মাণ্ডং যৎপ্রমাণং যদাত্মকম্।
যদাধারং যথা জাতং যেন মে প্রত্যয়ো ভবেৎ॥৬

সনৎকুমার উবাচ।

মুনে শৃণু প্রবক্ষ্যামি যদুৎসেধস্ত বিস্তরম্।
ব্রহ্মাণ্ডস্ত সুসঙ্ক্ষেপাচ্ছৃণু পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৭
যত্তৎ কারণমব্যক্তং শিবং পদমনাময়ম্।
যস্মাদুৎপদ্যতে সর্ব্বং লীয়তে চ পুনঃপুনঃ॥ ৮
তস্মাৎ সঞ্জায়তে ব্যোম পুষ্করাদ্বায়ুসম্ভবঃ।
বায়োরগ্নিরতস্তাপোঽপো বৈ সঞ্জায়তে ধরা॥ ৯
ধরাদিভূতমুন্মথ্য তদণ্ডমুপজায়তে।
তস্মাৎ সঞ্জায়তে ব্রহ্মা দ্বিধাভূতাদ্বিকালতঃ॥১০
পাতালানি তু সপ্তৈব ভুবনানি তথোর্দ্ধতঃ।
উচ্ছ্রায়ং দ্বিগুণং তস্য জলমধ্যস্থিতস্য চ॥ ১১
তস্যাধারঃ সিতো নাগঃ স চ বিষ্ণুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ব্রহ্মণো বচসো হেতোর্বিভর্ত্তি সকলন্ত্বিদম্॥ ১২
শেষাখ্যায় গুণান্ বক্তুং ন শক্তা দেবদানবাঃ।
যোঽনন্তঃ পঠ্যতে সিদ্ধৈর্দেবর্ষিগণপূজিতঃ॥ ১৩
সহস্রশিরসো ব্যক্তং সর্ব্বা বিদ্যোতয়ন্ দিশঃ।
ফণামণিসহস্রেণ স্বস্তিকামলভূষণঃ॥ ১৪
মদাঘূর্ণিতনেত্রোঽসৌ সাগ্নিঃ শ্বেত ইবাচলঃ।
কিরীটী স্রগ্বিণো ভাতি যঃ সদৈবৈককুণ্ডলঃ॥১৫
সায়ং গঙ্গাপ্রবাহেণ শ্বেতহারোপশোভিতঃ।
নীলবাসা মদোদ্রিক্তঃ কৈলাসাদ্রিরিবোন্নতঃ॥ ১৬
লাঙ্গলাসক্তহস্তাগ্রো বিভ্রন্মুষলমুত্তমম্।
উপাস্যতে স্বয়ং কন্যয়া বারুণ্যেনমূর্ত্তয়া॥ ১৭

য়। যতদিন চন্দ্রসূর্য্য আকাশে সমুদিত হন, ততদিন ধরণী স্থির থাকেন, ব্রহ্মাণ্ডদাতা নর তাবৎকাল বহুবান্ধবগণে মিলিত হইয়া অভিপ্রায়ানুরূপ বস্তু লাভ করত দেব-ভবনে ক্রীড়া করে। অনন্তর বিষ্ণুরূপ হইয়া দেবগণেরও দুর্লভ স্থান প্রাপ্ত হয়। ব্যাস কহিলেন, ভগবন্! ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ কত? কোন্ দ্রব্যে তাহা নির্ম্মাণ করিতে হয়? কোন্ বস্তু তাহার আধার? এবং যে প্রকারে তাহার উৎপত্তি,—সেই সমস্ত আপনি বলুন; যদ্দ্বারা আমি ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারি। সনৎকুমার কহিলেন, হে মুনে! ব্রহ্মাণ্ড যত উন্নত ও যত বিস্তৃত, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিলে মনুষ্য পাপ হইতে মুক্ত হয়। সেই প্রসিদ্ধ কারণস্বরূপ অব্যাকৃত, বিকারশূন্য, আনন্দময় শিবপদ, যাহা হইতে সকলেরই উৎপত্তি ও লয় হয়, তাহা হইতে ব্যোম, ব্যোম হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে ধরা, উৎপন্ন হইয়াছে। ধরা প্রভৃতি পঞ্চভূত একত্র মিশ্রিত হইয়া অণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। বহুকালে সেই অণ্ড দ্বিধা হইলে, তাহা হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই জল মধ্যে অবস্থিত অণ্ডের সপ্ত পাতাল ও সপ্ত উর্দ্ধ-ভুবন অন্তর্নিবিষ্ট। বিস্তার অপেক্ষা তাহা দ্বিগুণ উন্নত। তাহার আধার অনন্তনাগ, তিনি বিষ্ণু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মার আজ্ঞা বশত তিনি সকলকে ধারণ করিতেছেন। ১—১২। দেব ও দানবগণ সেই সেই শেষ-নাগের গুণকীর্ত্তনে অশক্ত। যিনি দেব ও ঋষিগণের পূজিত ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক অনন্ত নামে অভিহিত হন, তিনি স্বস্তিকাকার অমল ভূষণ-বিশিষ্ট, সহস্র-মস্তক ও অব্যক্ত। তিনি ফণাস্থিত মণিসহস্রে সকল দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিতেছেন। তাঁহার মদঘূর্ণিত নেত্র অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত, মস্তকে কিরীট, গলে মাল্য, কর্ণে একমাত্র কুণ্ডল। তিনি শুভ্র হারে উপশোভিত নীল বস্ত্র ও মদে উদ্রিক্ত হইয়া, সায়ংকালে গঙ্গাপ্রবাহে সমুজ্জ্বল, সমুন্নত, কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায়, শোভমান হইতেছেন। তাঁহার হস্তাগ্রে লাঙ্গল

সঙ্কর্ষণাত্মকো রুদ্রো বিষানলশিখোজ্জ্বলঃ।
কল্পান্তে যস্য বক্ত্রেভ্যো নিষ্ক্রম্যাত্তি জগত্রয়ম্ ॥১৮
আস্তে পাতালমূলস্থঃ স শেষঃ ক্ষিতিমণ্ডলম্।
বিভ্রৎ সর্ষপবদ্ভূতং শেষোঽশেষসুরার্চ্চিতঃ ॥১৯
তস্য বীর্য্যং প্রভাবশ্চ শক্যং বা ত্রিদশৈরপি।
ন হি বর্ণয়িতুং জ্ঞাতুং স্বরূপং রূপমেব চ ॥২০
আস্তে কুসুমমালেব ফণামণিশিলারুণা।
যস্যৈষা সকলা পৃথ্বী কস্তদ্বীর্য্যং বদিষ্যতি ॥ ২১
যদা বিজৃম্ভতেঽনন্তো মদাঘূর্ণিতলোচনঃ।
তদা চলতি ভূরেষা সাদ্রিতোয়াব্ধিকাননা ॥ ২২
নান্তং গুণানাং গচ্ছন্তি সিদ্ধা মুনি-সুকিন্নরাঃ।
গন্ধর্ব্বোরগদেবাশ্চ তেনানন্তোঽয়মব্যয়ঃ ॥ ২৩
মুহুঃ শ্বাসানিলাপাস্তং লোহিতং হরিচন্দনম্।
যস্য নাগবধূহস্তৈর্দিশাং যাতি সুবাসতাম্ ॥ ২৪
জ্ঞাতবান্ সকলঞ্চৈব গর্গো জ্যোতীংষি তত্ত্বতঃ।
যমারাধ্য পুরাণর্ষির্নিমিত্তপঠিতং ফলম্ ॥ ২৫

বিভর্ত্তি মালাং লোকানাং শিরসা বিধৃতা মহী।
তেনেয়ং নাগবীর্য্যেণ সদেবাসুরমানুষান্ ॥ ২৬
দশসহস্রমেকৈকং পাতালং মুনিসত্তম।
সুতলং বিতলঞ্চৈব নিতলঞ্চ গভস্তিমৎ ॥ ২৭
মহচ্চ সুতলঞ্চাগ্র্যং সপ্তমঞ্চ রসাতলম্।
উচ্ছ্রায়ং দ্বিগুণঞ্চৈষাং সর্ব্বেষাং রত্নভূময়ঃ ॥ ২৮
রত্নবন্তোঽথ প্রাসাদা ভূময়ো হেমসম্ভবাঃ।
তেষু দানব-দৈতেয়া নাগানাং জাতয়স্তথা ॥ ২৯
নিবসন্তি মহাভাগা রাক্ষসা দৈত্যসম্ভবাঃ।
প্রাহ স্বর্গসদাং মধ্যে পাতালানীতি নারদঃ ॥ ৩০
স্বর্লোকাদপি রম্যাণি তেভ্যোঽসাবাগতো দিবি।
নানাভরণভূষাসু মণয়ো যত্র সুপ্রভাঃ ॥ ৩১
আহ্লাদকারিণঃ শুভ্রাঃ পাতালং কেন তৎসমম্।
পাতালে কস্য ন প্রীতিরিতশ্চেতশ্চ শোভতে ॥৩২
দেব-দানবকন্যাভিবিমুক্তস্যাপি জায়তে।
দিবার্ককরশ্ময়ো যত্র ন ভবন্তি বিধোর্নিশি ॥ ৩৩
ন শীতমাতপো যত্র মণিতেজোঽত্র কেবলম্।

ও উৎকৃষ্ট মুষল। তিনি বিষ্ণু-শক্তিস্বরূপা বরুণ-কন্যাকর্তৃক উপাসিত হইতেছেন। কল্পান্তে বিষাগ্নিশিখায় সমুজ্জ্বল সঙ্কর্ষণস্বরূপ রুদ্র তাঁহার বদন হইতে নির্গত হইয়া জগত্রয় গ্রাস করে। সেই অশেষ সুরপূজিত শেষ নাগ পাতাল-মূল হইতে সর্ষপতুল্য ক্ষিতিমণ্ডল ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার বীর্য্য, প্রভাব, স্বরূপ ও রূপ দেবগণও বর্ণনা করিতে পারেন না। যাঁহার মস্তকে কুসুম-মালার ন্যায় পৃথিবী, ফণামণিশিলায় অরুণবর্ণ হইয়া অবস্থান করিতেছেন, কে তাঁহার বীর্য্য বর্ণন করিতে বা জ্ঞাত হইতে পারে? যখন অনন্তদেব মদবিঘূর্ণিতলোচন হইয়া জৃম্ভণ করেন, তখন এই পর্ব্বত ও কানন-সমন্বিত পৃথিবী বিচলিত হন। সিদ্ধ, মুনি, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও দেবগণ তাঁহার গুণের অন্ত প্রাপ্ত হন নাই, তজ্জন্য অব্যয় শেষ-নাগ, 'অনন্ত' নামে অভিহিত হইয়াছেন। নাগ-বধূগণের হস্তস্থিত লোহিত হরিচন্দন যাঁহার শ্বাসানিলবিক্ষিপ্ত হইয়া সমস্ত দিকের অনুলেপন হইতেছে, পুরাণ ঋষি গর্গ যাঁহার আরাধনা করিয়া সূর্য্যাদি জ্যোতি ও নিমিত্ত-পঠিত ফল অবগত হইয়াছেন, সেই অনন্তই নাগোচিত পরাক্রমে মস্তকে মহী, অন্য লোকমালা এবং দেবাসুর মনুষ্যগণকে ধারণ করিতেছেন। ১৩—২৬। হে মুনিসত্তম! পাতাল, সুতল, বিতল, নিতল, মহৎ সুতল, অগ্র্য সুতল ও সপ্তম রসাতল। এই সকল লোকই বিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ উন্নত ও সূর্য্য-কিরণ-যুক্ত ও রত্নভূমি, এই স্থানে রত্নময় প্রাসাদ ও হেমময় ভূমি আছে। তাহাতে দানব, দৈত্যেয়, মহাভাগ নাগজাতি, রাক্ষস এবং দৈত্যগণ নিবাস করে। মহামুনি নারদ পাতাল হইতে স্বর্গলোকে আগমনপূর্ব্বক পাতালকে স্বর্গ অপেক্ষা রমণীয় বলিয়াছেন। যে স্থানে বিবিধ আভরণে উত্তম প্রভাসম্পন্ন, আহ্লাদ-কারী, শুভ্রমণি-সমূহ বিরাজ করে, সেই পাতাল কোন্ স্থানের তুল্য? ইতস্ততঃসঞ্চারিণী দেবকন্যা-শোভিত পাতালে কোন্ মুক্ত ব্যক্তিরও প্রীতি না হয়? যে স্থানে দিবসে সূর্য্যকিরণ নাই, রাত্রিতে চন্দ্র কিরণ নাই, শীত বা আতপ

…ভোজ্যান্নপানানি ভুঞ্জন্তে মুদিতৈর্ভৃশম্ ॥ ৩৪
…ন জ্ঞায়তে কালো গতোঽপি মুনিসত্তম।
পুংস্কোকিলরুতং তত্র বস্ত্রাণি কমলাকরাঃ ॥ ৩৫
…সরাংসি রম্যাণি মনোজ্ঞান্যম্বরাণি চ।
ভূষণান্যতিশুভ্রাণি গন্ধাঢ্যঞ্চানুলেপনম্ ॥ ৩৬
বীণা-বেণু মৃদঙ্গানাং স্বনা গেয়ানি চ দ্বিজ।
দৈত্যোরগৈশ্চ ভুজ্যন্তে পাতালে বৈ সুখানি চ ॥
তপসা সমবাপ্তানি দানবৈঃ সিদ্ধ-মানবৈঃ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং ব্রহ্মাণ্ডকথনং নামৈকত্রিংশো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ।
অথোর্দ্ধ্বোপরিষ্টাদ্বৈ নরকাস্তান্ শৃণুষ মে। .
…তো যে মুনিশ্রেষ্ঠ পচ্যন্তে যত্র পাপিনঃ ॥ ১
রৌরবঃ শূকরো রোধস্তালো বিবসনস্তথা।
মহাজ্বালস্তপ্তকুম্ভো লবণোঽপি বিলোহিতঃ ॥ ২
বৈতরণী পূয়বহা ক্রিমিলঃ ক্রিমিভোজনঃ।
অসিপত্রবনং ঘোরং লালাভক্ষশ্চ দারুণঃ ॥ ৩
তথা পূয়বহঃপায়ো বহ্নিজ্বালো হ্যধঃশিরাঃ।
সন্দংশঃ কালসূত্রশ্চ তমশ্চাবীচিরোধনঃ ॥ ৪
শ্বভোজনোঽপ্যদৃষ্টশ্চ মহারৌরব-শাল্মলী।
পচ্যন্তে তেষু পুরুষাঃ পাপকর্ম্মরতাস্তু যে ॥ ৫
কূটসাক্ষ্যন্তু যো বক্তি বিনা বিপ্রং সুরাসবম্।
সদানৃতং বদেদ্‌যস্তু স নরো যাতি রৌরবম্ ॥ ৬
ভ্রূণহা পরস্বহর্ত্তা গোরোধো বিশ্বঘাতকঃ।
সুরাপো ব্রহ্মহা হর্ত্তা সুবর্ণস্য তু শূকরে ॥ ৭
তৈঃ সংসর্গী স বৈ যাতি রাজ্ঞো বৈশ্যগুরোর্বধাৎ
তপ্তকুম্ভে স্বসুর্মাতুর্গামী চ দুহিতুস্তু যঃ ॥ ৮
সাধ্বীবিক্রয়কৃদ্বালবধকী কেশবিক্রয়ী।
তপ্তলোহেষু পচ্যন্তে যশ্চ ভক্তং পরিত্যজেৎ ॥৯
অবমন্তা গুরূণাং যঃ পশ্চাদ্ভোক্তা নরাধমঃ।
দেবদূষয়িতা চৈব বেদবিক্রয়কৃচ্চ যঃ ॥ ১০

…নাই, যে স্থান কেবল মণিপ্রভায় সমুজ্জ্বল, যে স্থানে সকলেই প্রমোদ সহকারে অন্ন পান ভোগ করে, হে মহামুনে! যে স্থানে কাল গত হইলেও তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না, যে স্থানে সর্ব্বদা পুংস্কোকিল-কূজন, মধুর বস্ত্র সমূহ, রমণীয় কমলাকর নদী ও সরোবর, অতি শুভ্র ভূষণ, সুগন্ধ অনুলেপন এবং বীণা-বেণু মৃদঙ্গ-ধ্বনিতে পরিপূর্ণ। পাতালপুরে দৈত্য, উরগ, দানব ও সিদ্ধ মানবগণ তপোবলে এই সকল সুখ ভোগ করিতেছেন। ২৭—৩৮।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পাতালের উপরিভাগে পাপিগণের ক্লেশকর নরকসমূহ বিদ্যমান আছে, আমি তাহার বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। রৌরব, শূকর, রোধ, তাল, বিবসন, মহাজ্বাল, তপ্তকুম্ভ, লবণ, বিলোহিত, বৈতরণী, পূয়বহা, কৃমিল, কৃমিভোজন, অসিপত্রবন, লালাভক্ষ, পূয়বহাপায়, বহ্নিজ্বাল, অধঃশিরা, সন্দংশ, কালসূত্র, তম, অবীচি-রোধন, শ্বভোজন, অদৃষ্ট, মহারৌরব, শাল্মলী; পাপকর্ম্মনিরত মানবগণ এই সকল নরকে ক্লেশ অনুভব করে। যে নর বিপ্রবধাতিরিক্ত বিষয়ে সাক্ষ্যে মিথ্যা বলে, সুরা ও আসব পান করে এবং সর্ব্বদা মিথ্যা বলে, সে রৌরব নরকে গমন করে। যে নর ভ্রূণহত্যাকারী, পরস্বাপহারী, রোষপূর্ব্বক গো-ঘাতী, পৈশুন্যাদি-বশত বিশ্ব-দ্বিট্‌, সুরাপায়ী, ব্রহ্মহা ও সুবর্ণা-পহর্ত্তা, সে শূকর নামক নরকে গমন করে। ইহাদিগের সংসর্গী, রাজঘাতী ও মণ্ডল বৈশ্য-ঘাতীও শূকর নরকে গমন করে। ভগিনী, মাতা ও দুহিতৃগামী তপ্তকুম্ভ নরকে ক্লেশ ভোগ করে। সাধ্বী পত্নীর বিক্রয়ী, বালঘাতী ও ভগ-বিক্রয়ী এবং ভক্ত ব্যক্তির পরিত্যাগী মানব, তপ্তলোহ নরকে গমন করে। গুরুর অবমান-কারী, কুটুম্বকে না দিয়া পরোক্ষে ভোজনকারী,

অগম্যাগামী যশ্চাপি যাতি তপ্তখলং দ্বিজ।
অবীচিরোধে পততি মর্য্যাদাদূষকস্তথা॥ ১১
দেব-দ্বিজ-পিতৃদ্বেষ্টা রত্নদূষয়িতা চ যঃ।
স যাতি ক্রিমিভক্ষে চ ক্রিমিলে চ দুরিষ্টকৃৎ॥১২
পিতৃ-দেব-সুরান্ যস্তু পর্য্যশ্নাতি নরাধমঃ।
লালাভক্ষে স যাত্যজ্ঞো যঃ শস্ত্রকূটকৃন্নরঃ॥ ১৩
বিশসনে স যাত্যুগ্রে অসদ্গ্রাহী তু যো দ্বিজঃ।
অযাজ্যযাজকশ্চৈব তথৈবাভক্ষ্যভক্ষকঃ॥ ১৪
রুধিরান্ধে পতন্ত্যেতে সোমবিক্রয়িণশ্চ যে।
মিত্রহা মধুহা যাতি ক্রূরাং বৈতরণীং নদীম্॥ ১৫
নবযৌবনমত্তাশ্চ মর্য্যাদাভেদিনশ্চ যে।
তে কৃষ্ণে যান্ত্যশৌচাশ্চ কুহকাজীবিনশ্চ যে॥ ১৬
অসিপত্রবনে যাতি বৃক্ষচ্ছেদী বৃথৈব যঃ।
ঔরভ্রকো মৃগব্যাধো বহ্নিজ্বালে পতন্তি তে॥ ১৭
যাত্যন্তে দ্বিজ তত্রৈব যশ্চাপাপেষু বহ্নিদঃ।
ব্রতস্য লোপকো যশ্চ স্বাশ্রমাদ্বিচ্যুতাশ্চ যে॥ ১৮
সন্দংশে যাতনামধ্যে পতন্তি ভৃশদারুণে।
দিবাস্বপ্নেষু স্কন্দন্তি যে নরা ব্রহ্মচারিণঃ॥ ১৯
পুত্রৈরধ্যাপিতা যে চ তে পতন্তি শ্বভোজনে।
এতে চান্যে চ নরকাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ২০
যেষু দুষ্কৃতকর্ম্মাণঃ পচ্যন্তে যাতনাং গতাঃ।
তথৈব পাপান্যেতানি তথান্যানি সহস্রশঃ॥ ২১
ভুজ্যন্তে যানি পুরুষৈর্নরকান্তরগোচরৈঃ।
বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধঞ্চ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা নিরয়ে তু পতন্তি তে॥ ২২
অধঃশিরোভির্দৃশ্যন্তে নারকা দিবি দৈবতৈঃ।
দেবানধোমুখান্ সর্ব্বান্ ন চ পশ্যন্তি নারকাঃ॥ ২৩
স্থাবরাঃ ক্রিময়োঽজ্জাশ্চ পক্ষিণঃ পশবো মৃগাঃ।
ধার্ম্মিকাস্ত্রিদশাস্তদ্বন্মোক্ষিণশ্চ যথাক্রমম্।
যাবন্তো জন্তবঃ স্বর্গে তাবন্তো নরকৌকসঃ॥ ২৫
পাপকৃদ্যাতি নরকং প্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখঃ।
পাপানামনুরূপাণি প্রায়শ্চিত্তানি যদ্‌যথা॥ ২৬
তথা তথৈব সংস্মৃত্য প্রোক্তানি পরমর্ষিভিঃ॥ ২৭

দেবদূষক, বেদবিক্রয়কারী, অগম্যগামী নর, "তপ্তখল" নরকে গমন করে। মর্য্যাদাদূষক, অবীচিরোধ নরকে নিপতিত হয়। দেব-দ্বিজ-পিতৃদ্বেষ্টা ও রত্নদূষক "কৃমিভক্ষ" নরকে গমন করে। অশ্রদ্ধা ও ধনশঠতাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে, "কৃমিল" নরকে গমন করে। যে অজ্ঞ মানব, পিতৃ দেব ও অসুরগণ উদ্দেশে না দিয়া ভোজন করে ও শস্ত্রবিষাদি প্রয়োগ করে, সে "লালা-ভক্ষ" নরকে পতিত হয়। অসৎপ্রতিগ্রহপর, অযাজ্যযাজী ও অভক্ষ্য-ভক্ষক ব্রাহ্মণ উগ্র "বিশসন" নরকে গমন করে। ১—১৪। সোম-বিক্রয়ী নর, "রুধিরান্ধ" নরকে, মিত্রহা ও মধু-নিমিত্ত মক্ষিকাদিঘাতক ক্লেশপ্রদ "বৈতরণী-নদীতে" গমন করে। যাহারা নবযৌবন-প্রমত্ত মর্য্যাদাভেদী অশুচি ও কপটপূর্ব্বক জীবিকা-নির্ব্বাহকারী, তাহারা "কৃষ্ণ" নরকে গমন করে। বৃথা বৃক্ষচ্ছেদী, 'অসিপত্রবন' নরকে ও মেষ-ঘাতী এবং মৃগহত্যাপরায়ণ ব্যাধগণ "বহ্নিজ্বাল" নরকে পতিত হয়। অপাপ ব্যক্তির প্রতি অগ্নি-প্রয়োগ করিলে, অগ্নিময় নরকে পতিত হয়। যাহারা ব্রতগ্রহণপূর্ব্বক তাহার লোপ করে এবং যাহারা আশ্রম হইতে চ্যুত হয়, তাহারা অতি দারুণ-যাতনাময় "সন্দংশ" নরকে নিপ-তিত হয়। যে অব্রহ্মচারী মানবের দিবসে স্বপ্নাবস্থায় রেতঃস্খলন হয় এবং যে পুত্রের নিকট অধ্যয়ন করে, সে "শ্বভোজন" নামক নরকে নিমগ্ন হয়। এইপ্রকার এবং অন্য শত সহস্র প্রকার নরক আছে, দুষ্কৃতকারী মানবগণ যাতনা প্রাপ্ত হইয়া, যাহাতে গমন করে। পাপও পূর্ব্বোক্তরূপ এবং আরও বহুপ্রকার আছে, মানবসমূহ নরক-মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যাহাদিগের ফল ভোগ করে। যাহারা কর্ম্ম, মন, বাক্য দ্বারা বর্ণাশ্রম-বিরুদ্ধ কার্য্য করে, তাহারাই নরকে নিমগ্ন হয়। স্বর্গ হইতে দেবগণ অধোমুখ হইয়া, নিরয়বাসিগণকে দর্শন করেন, কিন্তু তাহারা অধোমুখ দেবগণকে দর্শন করিতে পারে না। স্থাবর, কৃমি, মৎস্যাদি জলচর পক্ষী, পশু, মৃগ, ধার্ম্মিক, দেব ও মুক্ত যত জন্তু স্বর্গে আছে, নরকেও তত প্রাণী বাস করে। প্রায়শ্চিত্ত-পরাঙ্মুখ মানব, নিরয়গামী হয়। পাপের অনুরূপ প্রায়শ্চিত্তও মুনিগণ

গুরূণি গুরুভিশ্চৈব লঘুভিশ্চ লঘূনি চ।
প্রায়শ্চিত্তানি কালের মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ ॥২৮
যানি তেষামশেষাণাং তানি কর্ম্মাণ্যবানি বৈ।
প্রায়শ্চিত্তমশেষাণাং হরানুস্মরণং পরম্ ॥ ২৯
প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্যৈকং যস্য পুংসঃ প্রজায়তে।
কৃতে পাপেঽনুতাপো বৈ শিবসংস্মরণং পরম্ ॥৩০
মহেশ্বরমবাপ্নোতি মধ্যাহ্নাদিষু সংস্মরন্।
প্রাতর্নিশি চ সন্ধ্যায়াং সদ্যঃ পাপক্ষয়ং নরঃ ॥ ৩১
মুক্তিং প্রয়াতি স্বর্গাপ্তিঃ সমস্তক্লেশসংক্ষয়ঃ।
শিবস্য স্মরণাদেব তস্য ভঙ্গোঽনুমীয়তে ॥ ৩২
ভন্তান্তরায়ো বিপ্রেন্দ্র জপহোমার্চ্চনাদিষু।
মহেশ্বরে তু ভক্তস্য দেবেন্দ্রত্বাদিকং ফলম্ ॥ ৩৩
পুমান্ ন নরকং যাতি সংস্মরন্ ভক্তিতো মুনে।
শিবমহর্নিশং তস্মাৎ সংক্ষীণাশেষপাতকে।
নরকঃ স্বর্গসংজ্ঞো বৈ পাপ-পুণ্যৈর্দ্বিজোত্তম ॥৩৪
বস্ত্বেকমেব দুঃখায় সুখায়ের্ষ্যোদ্ভবায় চ।
তদেব প্রীতয়ে ভূত্বা পুনর্দুঃখায় জায়তে ॥ ৩৫
তস্মাদ্দুঃখাত্মকং নাস্তি নৈব কিঞ্চিৎ সুখাত্মকম্।
মনসঃ পরিণামোঽয়ং সুখদুঃখোপলক্ষণম্ ॥ ৩৬
জ্ঞানমেব পরং ব্রহ্ম জ্ঞানং তত্ত্বায় কল্পতে।
জ্ঞানাত্মকমিদং বিশ্বং জ্ঞানান্ন বিদ্যতে পরম্ ॥ ৩৭
এবমেতন্ময়াখ্যাতং সর্ব্বং নরকমণ্ডলম্।
অতোর্দ্ধং তে প্রবক্ষ্যামি সমস্তং মণ্ডলং ভুবঃ ॥

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং নরকবর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ।
পারাশর্য্য সুসংক্ষেপাচ্ছৃণু ত্বং বদতো মম।
জম্বুঃ প্লক্ষঃ শাল্মলিশ্চ কুশঃ ক্রৌঞ্চশ্চ পুষ্করঃ ॥ ১
শাকস্তু সপ্তমঃ সর্ব্বে সমুদ্রৈঃ সপ্তভির্বৃতাঃ।
লবণেক্ষুরসৈঃ সর্পির্দধি-দুগ্ধ-জলৈঃ সমম্ ॥ ২

কর্তৃক স্মরণপূর্ব্বক অভিহিত হইয়াছে। হে কালীপুত্র! স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন, গুরু পাপ করিলে গুরু প্রায়শ্চিত্ত ও লঘু পাপ করিলে লঘু প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; অতএব সেই সকল পাপের অশেষ প্রায়শ্চিত্ত এবং প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে সকল পাপই বিনষ্ট হয়। ১—২৮। পাপকর্ম্ম করিয়া যে পুরুষের অনুতাপ উপস্থিত হয়, তাহার সকল প্রায়শ্চিত্ত মধ্যে হরস্মরণই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে মহাদেবের স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ পাপ বিনষ্ট হয়। মানব মহাদেবের স্মরণ করিলেই পাপক্ষয় হয়; সমস্ত ক্লেশ নাশ, স্বর্গপ্রাপ্তি, অধিক কি, মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হয়। শিবভক্ত পুরুষের জপ, হোম, অর্চ্চনাদি হইতে যে ইন্দ্রত্বাদি ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা মুক্তির অন্তরায়মাত্র। ভক্তিপূর্ব্বক অহর্নিশ শিব-স্মরণ বশত অশেষ পাপ ক্ষীণ হইলে, পুরুষ আর নরকে গমন করে না। হে দ্বিজোত্তম! নরক ও স্বর্গ পাপ ও পুণ্যের পরিণাম। যে এক স্বর্গ মোক্ষাধিকারিগণের দুঃখ ও পৃথিবীস্থ-গণের সুখের নিমিত্ত এবং ন্যূনসম্পৎ ব্যক্তির ঈর্ষোদ্ভব করে, আবার সেই স্বর্গ প্রীতিকর হইয়াও পাতকালে দুঃখোৎপাদন করে। অতএব কেবল সুখপ্রদ বা দুঃখপ্রদ সামগ্রী কিছুই নাই। সুখ ও দুঃখ মনের পরিণাম মাত্র। অতএব জ্ঞানই পরমব্রহ্ম, জ্ঞানই যথার্থ বস্তু; এই বিশ্ব জ্ঞানময়, জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। আমি নরকমণ্ডলের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, ইহার পর সমস্ত ভূমণ্ডলের বিবরণ বলিতেছি। ২৯—৩৮।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন,—হে পরাশরতনয়! আমি সংক্ষেপে ভূমণ্ডলবিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, পুষ্কর ও শাক এই সপ্তদ্বীপসকল লবণ, ইক্ষুরস, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও জল এই সপ্ত সমুদ্রে

জম্বুদ্বীপঃ সমস্তানামেতেষাং মধ্যমঃ স্থিতঃ ।
তস্যাপি মেরুঃ কালেয় মধ্যে কনকপর্ব্বতঃ ॥ ৩
প্রবিষ্টঃ ষোড়শাধস্তাদ্‌যোজনৈস্তস্য চোচ্ছ্রয়ঃ ।
চতুরশীতিসাহস্রৈর্দ্বাত্রিংশন্মূর্দ্ধি বিস্তৃতঃ ॥ ৪
ভূপদ্মস্যাস্য শৈলোঽসৌ বিস্তারস্তস্য সর্ব্বতঃ ।
মূলে ষোড়শসাহস্রঃ কর্ণিকাকারসংস্থিতঃ ॥ ৫
হিমবান্‌ হেমকূটশ্চ নিষধশ্চাস্য দক্ষিণে ।
নীলঃ শ্বেতশ্চ শৃঙ্গী চ উত্তরে বর্ষপর্ব্বতাঃ ॥ ৬
দশসাহস্রিকা হ্যেতে রত্নবন্তোঽরুণপ্রভাঃ ।
সহস্রদ্বিতয়োৎসেধাস্তাবদ্বিস্তারিণশ্চ তে ॥ ৭
ভারতং প্রথমং বর্ষং ততঃ কিম্পুরুষং স্মৃতম্‌ ।
হরিবর্ষং ততোঽন্যদ্বৈ মেরোর্দক্ষিণতো মুনে ॥ ৮
রম্যকঞ্চোত্তরে পার্শ্বে তস্য সানু হিরণ্ময়ম্‌ ।
উত্তরে কুরবশ্চৈব যথা বৈ ভারতং তথা ॥ ৯
নবসাহস্রমেকৈকমেতেষাং মুনিসত্তম ।
ইলাবৃতন্তু তন্মধ্যে তন্মধ্যে মেরুরুচ্ছ্রিতঃ ॥ ১০
মেরোশ্চতুর্দ্দিশং তত্র নবসাহস্রমুচ্ছ্রিতম্‌ ।
ইলাবৃতমৃষিশ্রেষ্ঠ চত্বারশ্চাত্র পর্ব্বতাঃ ।
বিষ্কম্ভা রচিতা মেরোর্যোজনাযুতমুচ্ছ্রিতাঃ ॥ ১১
পূর্ব্বেণ মন্দরো নাম দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ ।
বিপুলঃ পশ্চিমে ভাগে সুপার্শ্বশ্চোত্তরে স্থিতঃ ॥ ১২
কদম্বো জম্বুবৃক্ষশ্চ পিপ্পলো বট এব চ ।
একাদশশতায়ামাঃ পাদপা গিরিকেতবঃ ॥ ১৩
জম্বুদ্বীপস্য যো জম্বুর্নাম হেতুর্মহামুনে ॥ ১৪
মহাগজপ্রমাণানি জম্বোস্তস্য ফলানি চ ।
পতন্তি ভূভৃতঃ পৃষ্ঠে শীর্য্যমাণানি সর্ব্বতঃ ॥ ১৫
রসেন তেষাং বিখ্যাতা তত্র জম্বুনদীতি বৈ ।
পরিতো বর্ত্ততে সা চ পীয়তে তন্নিবাসিভিঃ ॥ ১৬
ন স্বেদো ন চ দৌর্গন্ধ্যং ন জরা চেন্দ্রিয়ক্ষয়ঃ ।
তৎপানস্বস্থমনসাং জনানাং তত্র জায়তে ॥ ১৭
তীরে মৃৎ তত্র সম্প্রাপ্য সুখবায়ুবিশোষিতা ।
জাম্বুনদাখ্যং ভবতি সুবর্ণং সিদ্ধভূষণম্‌ ॥ ১৮
ভদ্রাশ্বঃ পূর্ব্বতো মেরোঃ কেতুমালঞ্চ পশ্চিমে ।

পরিবৃত। জম্বুদ্বীপ এই সপ্তদ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। কনকময় সুমেরুপর্ব্বত সেই জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগে বিরাজমান। সেই পর্ব্বত ষোড়শ যোজন নিম্নে প্রবিষ্ট, চতুরশীতি সহস্র যোজন উন্নত ও ঊর্দ্ধদেশে দ্বাবিংশতি সহস্র যোজন বিস্তৃত। ভূরূপ পদ্মের কর্ণিকাকারে সংস্থিত এই শৈলের মূলদেশের বিস্তার ষোড়শ-সহস্র যোজন। তাহার দক্ষিণে হিমবান্‌, হেমকূট ও নিষধপর্ব্বত এবং উত্তরে নীল, শ্বেতভঙ্গী নামক বর্ষপর্ব্বত। এই সমস্ত পর্ব্বতই রত্নবিশিষ্ট ও অরুণপ্রভাসম্পন্ন ; ইহাদিগের বিস্তার দশ সহস্র যোজন ও দুই সহস্র যোজন উন্নতি। এই জম্বুদ্বীপের প্রথম ভারত বর্ষ, তৎপরে কিম্পুরুষবর্ষ এবং হরিবর্ষ ; তিন স্থানই সুমেরুর দক্ষিণে অবস্থিত। মেরুর উত্তরপার্শ্বে রম্যকবর্ষ ; তাহার সানুদেশ হিরণ্ময়। ইহার পর উত্তরকুরু ভারতবর্ষের তুল্য। হে মুনিসত্তম ! ইহাদিগের এক একটী নব-সহস্র যোজন পরিমিত। তাহার মধ্যে ইলাবৃতবর্ষ। ইলাবৃতবর্ষের মধ্যে মেরু উন্নত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। মেরুর চতুর্দ্দিকে নবসহস্র যোজন উচ্ছ্রিত ইলাবৃত বর্ষ। সেই ইলাবৃতবর্ষে মেরুর কলীকস্বরূপ অযুত যোজন উন্নত চারিটী পর্ব্বত আছে। পূর্ব্বদিকে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বিপুল ও উত্তরে সুপার্শ্ব। এই চারিটী গিরির কেতুস্বরূপ একাদশ শতযোজন বিস্তৃত কদম্ব, জম্বু, পিপ্পল ও বটবৃক্ষ অবস্থান করিতেছে। হে মহামুনে ! জম্বুদ্বীপে যে জম্বু তাহাই নামকারণ। সেই জম্বুবৃক্ষের মহাগজপ্রমাণ ফলসমূহ গিরিপৃষ্ঠে চতুর্দ্দিকে বিশীর্ণ ও নিপতিত হয়, তাহার রসে জম্বুনদী বলিয়া বিখ্যাত একটী নদী পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতেছে। সেই পর্ব্বতনিবাসী মানবগণ তাহার জল পান করিয়া থাকে। ১—১৬। সেই নদীর জলপানে স্বস্থমানস মানবগণের খেদ, দৌর্গন্ধ, জরা বা ইন্দ্রিয়ক্ষয় কিছুই হয় না। সেই নদীর তীরস্থ মৃত্তিকা তত্রত্য সুমন্দ সমীরণে বিশোষিত হইয়া, সিদ্ধগণের ভূষণযোগ্য, জাম্বুনদ নামক সুবর্ণ হয়। মেরুর পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ববর্ষ ও পশ্চিম দিকে

বর্ষে দ্বে তু মুনিশ্রেষ্ঠ তয়োর্মধ্য ইলাবৃতম্‌ ॥ ১৯
বনং চৈত্ররথং পূর্ব্বে দক্ষিণে গন্ধমাদনম্‌।
বিভ্রাজং পশ্চিমে তদ্বদুত্তরে নন্দনং স্মৃতম্‌ ॥ ২০
অরুণোদং মহাভদ্রং শীতোদং মানসং স্মৃতম্‌।
সরাংস্যেতানি চত্বারি দেবভোগ্যানি সর্ব্বশঃ ॥২১
সীতাঞ্জনঃ কুমুদশ্চ কুররো মাল্যবাংস্তথা।
বৈকঙ্কপ্রমুখা মেরোঃ পূর্ব্বতঃ কেশরাচলাঃ ॥ ২২
ত্রিকূটঃ শিশিরশ্চৈব পতঙ্গো রজতস্তথা।
নিষধাদয়ো দক্ষিণতস্তস্য কেশরপর্ব্বতাঃ ॥ ২৩
শিখিবাসাঃ সবৈদূর্য্যঃ কপিলো গন্ধমাদনঃ।
জারুধিপ্রমুখাস্তদ্বৎ পশ্চিমে কেশরাচলাঃ ॥ ২৪
শঙ্খচূড়োঽথ ঋষভো হংসো নাম মহীধরঃ।
কালঞ্জরাদ্যাশ্চ তথা উত্তরে কেশরাচলাঃ ॥ ২৫
মেরোরুপরি কালেয় যোজনানাং তথা পুরম্‌।
চতুর্দ্দশ সহস্রাণি ব্রহ্মণঃ প্রথিতং দিবি ॥ ২৬
ইন্দ্রাদিলোকপালানাং দিশাসু বিদিশাসু চ।
তস্য সমন্ততশ্চাষ্টৌ খ্যাতাঃ পুর্য্যঃ সমন্ততঃ ॥ ২৭
সমন্তাদ্‌ব্রহ্মণঃ পুর্য্যাঃ প্লাবয়িত্বেন্দুমণ্ডলম্‌।
বিষ্ণুপাদবিনিষ্ক্রান্তা গঙ্গা পততি বৈ দিবঃ ॥ ২৮
সীতা চালকনন্দা চ চতুর্দ্ধা প্রতিপদ্যতে।
সা তত্র পতিতা দিক্ষু চক্ষুর্ভদ্রা চ বৈ ক্রমাৎ ॥২৯
সীতা পূর্ব্বেণ শৈলাৎ তু নন্দা চৈব তু দক্ষিণে।
সুচক্ষুঃ পশ্চিমে চৈব ভদ্রা চোত্তরতো ব্রজেৎ ॥
গিরীনতীত্য সকলাংশ্চতুর্দ্দিক্ষু মহাম্বুধিম্‌।
সা যযৌ প্রয়তা ভূত্বা গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥ ৩১
সুনীলনিষধায়াতে । মাল্যবদ্গন্ধমাদনৌ।
তেষাং মধ্যগতো মেরুঃ কর্ণিকাকারসংস্থিতঃ ॥৩২
ভরতাঃ কেতুমালাশ্চ ভদ্রাশ্বাঃ কুরবস্তথা।
পত্রাণি লোকপদ্মস্য মর্য্যাদা লোকবাহ্যতঃ ॥ ৩৩
জঠরে দেবকূটশ্চ আয়ামে দক্ষিণোত্তরে।
গন্ধমাদন-কৈলাসৌ পূর্ব্বপশ্চিমতো গতৌ ॥৩৪
পূর্ব্বপশ্চিমতো মেরোর্নিষধো নীলপর্ব্বতঃ।
দক্ষিণোত্তরমায়াতৌ কর্ণিকান্তর্ব্যবস্থিতৌ ॥ ৩৫
জঠরাদ্যাঃ স্থিতা মেরোর্যেষাং দ্বৌ দ্বৌ ব্যবস্থিতৌ
কেশরাঃ পর্ব্বতা এতে শীতাদ্যাঃ সুমনোরমাঃ ॥৩৬
শৈলানামন্তরে দ্রোণ্যঃ সিদ্ধচারণসেবিতাঃ।

কেতুমালবর্ষ অবস্থিত, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাহার মধ্যে ইলাবৃতবর্ষ। তাহার পূর্ব্বদিকে চৈত্ররথ-কানন, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বিভ্রাজ, উত্তরে নন্দন। মেরুর চতুর্দ্দিকে অরুণোদ, মহাভদ্র, শীতোদ ও মানস এই চারিটী দেব-ভোগ্য সরোবর বিদ্যমান এবং সেই মেরুর পূর্ব্বদিকে সীতাঞ্জন, কুমুদ, কুরর, মাল্যবান্‌ ও বৈকঙ্ক-প্রমুখ; দক্ষিণদিকে ত্রিকূট, শিশির, পতঙ্গ, রজত, নিষধ প্রভৃতি; পশ্চিমদিকে শিখিবাসা, বৈদূর্য্য, কপিল, গন্ধমাদন ও জারুধি প্রভৃতি; উত্তরে শঙ্খচূড়, ঋষভ, হংস, কালঞ্জর, প্রভৃতি কেশর-পর্ব্বত বিরাজিত। হে কালেয়! মেরুর চতুর্দ্দশ সহস্র যোজন উপরে স্বর্গে বিখ্যাত ব্রহ্মপুর এবং মেরুর চতুর্দ্দিকে পূর্ব্বাদি দিক্‌ ও আগ্নেয়ী প্রভৃতি বিদিকে ইন্দ্রাদি অষ্ট লোকপালগণের আটটী প্রসিদ্ধ পুরী অবস্থিত। ব্রহ্মপুরের চতুর্দ্দিকে বিষ্ণুপাদ-বিনিষ্ক্রান্তা গঙ্গা ইন্দুমণ্ডলকে প্লাবিত করিয়া স্বর্গ হইতে নিপতিত হইতেছেন। সেই গঙ্গা স্বর্গ হইতে সীতা অলকনন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা নামে চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইয়া, চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতেছেন। সীতা মেরুপর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে, নন্দা দক্ষিণে, সুচক্ষু পশ্চিমে ও ভদ্রা উত্তরে পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, সেই ত্রিপথগামিনী গঙ্গা চতুর্দ্দিকে মহাসাগরে নিপতিত হইতেছেন। ১৭—৩১। সুনীল পর্ব্বত, নিষধ পর্ব্বত ও তাহার ন্যায় বিস্তীর্ণ মাল্যবান্‌ পর্ব্বত এবং গন্ধমাদন পর্ব্বতের মধ্যে মেরু কর্ণিকাকারে অবস্থিত। ভরত, কেতুমাল, ভদ্রাশ্ব এবং কুরু লোকরূপ পদ্মের পত্রস্বরূপ এবং লোকের বহির্দ্দেশে সীমাস্থান। জঠরদেশে দেবকূট পর্ব্বত এবং বিস্তারের দক্ষিণে গন্ধমাদন ও উত্তরে কৈলাস। গন্ধমাদন পূর্ব্বদিকে ও কৈলাস পশ্চিমদিকে গমন করিয়াছে। মেরুর পূর্ব্বদিকে নিষধ ও পশ্চিমদিকে নীলপর্ব্বত। নিষধ পূর্ব্বদিকে বিস্তীর্ণ; ও নীল উত্তর দিকে বিস্তীর্ণ; উভয়ে কর্ণিকা মধ্যে ব্যবস্থিত। এই সকল পর্ব্বতের মধ্যে সিদ্ধচারণ নিষেবিত নিম্ন ভূভাগে সমস্ত

সুরম্যাণি তথা তেষু কাননানি পুরাণি চ ॥ ৩৭
সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেবানাং যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-রক্ষসাম্ ।
ক্রীড়ন্তি দেব-দৈত্যেয়াঃ শৈলদ্রোণীষ্বহর্নিশম্ ॥৩৮
ধর্ম্মিণামালয়া হ্যেতে ভৌমাঃ স্বর্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
নৈতেষু পাপকর্ত্তারো যান্তি পশ্যন্তি কুত্রচিৎ ॥ ৩৯
যানি কিম্পুরুষাদ্যানি বর্ষাণ্যষ্টৌ মহামুনে ।
ন তেষু শোকো নায়াসো নোদ্বেগঃ ক্ষুদ্ভয়াদিকম্ ॥
স্বস্থাঃ প্রজা নিরাতঙ্কাঃ সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতাঃ ।
দশদ্বাদশবর্ষাণাং সহস্রাণি স্থিরায়ুষঃ ॥ ৪১
কৃত-ত্রেতাদিকাশ্চৈব ভৌমাহ্যম্ভাংসি সর্ব্বতঃ ।
ন তেষু বর্ষতে দেবস্তেষু স্থানেষু কল্পনা ॥ ৪২
সপ্তস্বেতেষু নদ্যশ্চ সুপয়াঃ স্বর্ণবালুকাঃ ।
শতশঃ সন্তি ক্ষুদ্রাশ্চ তাসু ক্রীড়াসুভাজনাঃ ॥৪৩

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং ব্রহ্মাণ্ডকথনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৩॥

দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসদিগের কানন ও পুরসমূহ আছে। সেই শৈলদ্রোণীতে অহোরাত্র দেব ও দৈত্যগণ ক্রীড়া করেন। এই সকল স্থান ধার্ম্মিকগণের আলয়, ভূমিস্থিত স্বর্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। পাপিগণ ইহাতে গমন করিতে এবং দেখিতে সমর্থ হয় না। আর যে কিম্পুরুষ-বর্ষ প্রভৃতি আটটী বর্ষ উক্ত হইয়াছে, তাহাতে শোক, আয়াস, উদ্বেগ, ক্ষুধা ও ভয়াদি কিছুই নাই। তাহাতে প্রজাগণ স্বস্থ, নিরাতঙ্ক, সর্ব্বদুঃখ-বিবর্জ্জিত হইয়া, দশ বা দ্বাদশ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত স্থিরায়ু হয়। সেই স্থানে সত্য-ত্রেতাদি-যুগ-ব্যবস্থা ও ভৌম জল নাই। দেবতা তাহাতে বর্ষণ করেন ও এই স্থান সামর্থ্যবিশিষ্ট। এই সপ্তস্থানে শত শত স্বাদুজল ও স্বর্ণবালুকাময় ক্ষুদ্র নদী এবং তাহাতে বিবিধ ক্রীড়া পাত্র আছে। ৩২—৪৩।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ ।

বক্ষ্যেঽহং ভারতং বর্ষং হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
উত্তরন্তু সমুদ্রস্য ভারতী যত্র সংস্থতিঃ ॥ ১
নবযোজনসাহস্রো বিস্তারোঽস্য মহামুনে ।
কর্ম্মভূমিরিয়ং স্বর্গাপবর্গং পুণ্যপাপিভিঃ ॥ ২
অতঃ সম্প্রাপ্যতে স্বর্গো মোক্ষো নরক এব চ ।
ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদান্ ব্রবীমি তে ॥ ৩
ইন্দ্রদ্যুম্নঃ কসেরুশ্চ তাম্রপর্ণো গভস্তিমান্ ।
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্ব্বস্তথ বারুণঃ ॥ ৪
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ ।
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরঃ ॥ ৫
পূর্ব্বে কিরাতা যস্য স্যুঃ পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ ।
আন্ধ্রা দক্ষিণতো ব্যাস তুরুস্কাস্ত্বপি চোত্তরে ॥ ৬
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ ।
ইজ্যায়ুধবণিজ্যাদ্যৈর্বর্ত্তয়ন্তো ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৭

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার কহিলেন,—হিমাদ্রির দক্ষিণ ও সাগরের উত্তরে অবস্থিত ভরত রাজার সংসারক্ষেত্র ভরাতবর্ষের বিষয় বলিতেছি। হে মহামুনে! এই ভারতবর্ষের বিস্তার নব সহস্র যোজন। এই স্থান কর্ম্মভূমি ও স্বর্গাপবর্গ প্রদ। পুণ্যকর্ম্মাগণ এই স্থান হইতে স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ করেন এবং পাপিগণ নিরয় গমন করে। এই ভারতবর্ষের নব ভেদ বলিতেছি ;—ইন্দ্রদ্যুম্ন, কসেরু, তাম্রপর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব্ব, বারুণ, এই সাগর-সংবৃত দ্বীপ তাহাদিগের নবম। এই দ্বীপ দক্ষিণ ও উত্তর দিকে সহস্র যোজন বিস্তৃত। হে ব্যাস! ইহার পূর্ব্বদিকে কিরাতগণ, পশ্চিমে যবনসমূহ, দক্ষিণে আন্ধ্র জাতি ও উত্তরে তুরুস্কগণ বাস করে। এই দ্বীপের মধ্যভাগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সমূহ যজ্ঞ, যুদ্ধ, বাণিজ্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করত যথাভাগে অবস্থান করিতেছে

মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষপর্ব্বতঃ।
বিন্ধ্যশ্চ পারিযাত্রশ্চ সপ্তাত্র কুলপর্ব্বতাঃ ॥ ৮
বেদস্মৃতিমুখা নদ্যঃ পারিযাত্রোদ্ভবা মুনে।
নর্ম্মদা-সুরসাদ্যাশ্চ সন্ত্যন্যাশ্চ সহস্রশঃ ॥ ৯
বিন্ধ্যোদ্ভবা মহানদ্যঃ সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ।
গোদাবরী-ভীমরথী-তাপী-প্রমুখতোয়গাঃ।
বিন্ধ্যাদ্বিনির্গতাঃ পুণ্যাঃ স্নানাৎ পাপভয়াপহাঃ ॥১০
সহ্যপাদোদ্ভবা নদ্যঃ কৃষ্ণবেণ্যাদিকাস্তথা।
কৃতমালা-তাম্রপর্ণী প্রমুখা মলয়োদ্ভবাঃ ॥ ১১
ত্রিযামা-ঋষিকুল্যাদ্যা মহেন্দ্রপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ।
ঋষিকুল্যা-কুমার্য্যাদ্যাঃ শুক্তিমৎপাদসম্ভবাঃ ॥ ১২
নানাজনপদাস্তেষু বসন্তো মণ্ডলেষু বৈ।
আসাং পিবন্তি পানীয়ং সরঃসু বিবিধেষু চ ॥ ১৩
চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগান্যাসন মহামুনে।
কৃতাদীনি ন চান্যেষু দ্বীপেষু প্রভবন্তি হি ॥ ১৪
দানানি চাত্র দীয়ন্তে জুহ্বতে চাত্র যজ্বনঃ।
তপস্তপ্যন্তি যতয়ঃ পরলোকার্থমাদরাৎ ॥ ১৫

এবং মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষপর্ব্বত, বিন্ধ্য ও পারিযাত্র নামক সাতটী কুলপর্ব্বত আছে। ১—৮। হে মুনে! নর্ম্মদা ও সুরসাপ্রমুখ এবং সহস্র সহস্র নদী পারিযাত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সর্ব্বপাপহারিণী, শুভদায়িনী, গোদাবরী, ভীমরথী ও তাপী প্রভৃতি মহানদী বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে উদ্ভূত হইয়া বিনির্গত হইয়াছে, ইহাদিগের পুণ্যজলে স্নান করিলে পাপভয় থাকে না। কৃষ্ণবেণীপ্রমুখ নদী সহ্য-পাদ হইতে উদ্ভূত। কৃতমালা ও তাম্রপর্ণী প্রভৃতি নদী মলয়াদ্রিসম্ভূত। ত্রিযামা ও ঋষিকুল্যাদি নদীসমূহ মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে প্রসূত। ঋষিকুল্যা ও কুমারী আদি নদী শুক্তিমান্ পর্ব্বতের পাদজাত। সেই স্থানে নানা জনপদ ও তাহাতে নানা মানব বাস করত এই সকল নদীর ও বিবিধ সরোবরের জল পান করে। এই ভারতবর্ষে সত্য প্রভৃতি চারিটী যুগ আছে। অন্য কোন দ্বীপে এই যুগচতুষ্টয়ের ব্যবস্থা নাই। এই ভারতে পরলোকের সুখকামনায় আদরপূর্ব্বক সকলেই

যতো হি কর্ম্মভূরেষা জম্বূদ্বীপে মহামুনে।
তত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠমতোঽন্যা ভোগভূময়ঃ ॥১৬
কদাচিল্লভ্যতে মর্ত্ত্যৈঃ সহস্রৈর্মুনিসত্তম ॥ ১৭
অত্র জন্মসহস্রাণাং মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়ম্ ॥ ১৮
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ ॥ ১৯
অবাপ্য মানুষ্যময়ং কদাচিদ্-
বিহৃত্য শম্ভৌ পরমাত্মভূতে।
ফলানি সর্ব্বাণি তু কর্ম্মজানি
যাস্যামহে তত্তনুতা হি তস্য ॥ ২০
প্রাপ্স্যন্তি ধন্যাঃ খলু তে মনুষ্যা
বয়ং কৃতাঃ কর্ম্মণি সন্নিবিষ্টাঃ।
জানীম নৈতৈস্তদ্ধি শিবং সুখায়
তে ভারতে চেন্দ্রিয়বিপ্রধন্যাঃ ॥ ২১
লক্ষযোজনবিস্তারং সমস্তপরিমণ্ডলম্।
জম্বুদ্বীপং ময়াখ্যাতং ক্ষারোদধিসুসংবৃতম্ ॥ ২২

প্রভৃত দান, যাগশীলগণ হোম এবং যতিগণ তপস্যাচরণ করিয়া থাকেন; যেহেতু জম্বুদ্বীপ মধ্যে এই স্থান কর্ম্মভূমি, তাহার মধ্যে ভারত অতি শ্রেষ্ঠ, এতদ্ভিন্ন সকল স্থানই ভোগভূমি। সহস্রজন্ম মনুষ্যতা লাভপূর্ব্বক পুণ্য সঞ্চয় করিলে এই স্থানে জন্মলাভ হয়। "স্বর্গ এবং মুক্তির সোপানস্বরূপ ভারতভূমির প্রজারা ধন্য" দেবতারা এই গান করেন এবং তাঁহারা দেবত্ব ত্যাগ করিয়া এ স্থানের মানব হন। আর বলেন, "এখানে মানব-জন্ম প্রাপ্তির পর পরমাত্মা শিবে নিরত হইয়া সমগ্র কর্ম্মফল প্রাপ্ত হইব; অতএব দেবত্ব ইহা অপেক্ষা ন্যূন। (শিব-প্রাপ্তির হেতু যে কর্ম্ম, তাহা দেবতা হইয়া করা যায় না, কিন্তু ভারতবাসী মনুষ্য হইলে করা যায়) ভারতজাত মানবেরা নিত্যসুখের জন্য শিবপ্রাপ্ত হইতে পারে; আর আমরা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মেই নিবিষ্ট থাকি।" লক্ষ যোজন বিস্তীর্ণ ক্ষার-সমুদ্র পরিবৃত জম্বুদ্বীপের সমস্ত খণ্ডের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। প্লক্ষ-

সংবেষ্ট্য ক্ষারমুদধিং শতসাহস্রসম্মিতম্‌ ।
স এব দ্বিগুণো ব্রহ্মন্‌ প্লক্ষদ্বীপঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৩
গোমেদশ্চৈব চন্দ্রশ্চ নারদো দুন্দুভিস্তথা ।
সোমকঃ সুমনাঃ শৈলো বৈভ্রাজশ্চৈব সপ্তমঃ ॥২৪
বর্ষাচলেষু রম্যেষু মুদিতাঃ সততং প্রজাঃ ।
বসন্তি দেবগন্ধর্ব্বা বর্ষেষ্বেতেষু নিত্যশঃ ॥ ২৫
নাধয়ো ব্যাধয়ো বাপি জনানাং তত্র কুত্রচিৎ ।
দশ বর্ষসহস্রাণি তত্র জীবন্তি মানবাঃ ॥ ২৬
অনুতপ্তা শিখা চৈব পাপঘ্নী ত্রিদিবা কৃপা ।
অমৃতা সুকৃতা চৈব সপ্তৈবাত্র নিম্নগাঃ ॥ ২৭
ক্ষুদ্রনদ্যস্তথা শৈলাস্তথা সন্তি সহস্রশঃ ।
তাঃ পিবন্তি সুসংহৃষ্টা নদীর্জনপদাস্তু তে ॥ ২৮
ন তত্রাস্তি যুগাবস্থা যথা স্থানেষু সপ্তসু ।
ত্রেতাযুগসমঃ কালঃ সর্ব্বদৈব মহামুনে ।
বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাস্তে শূদ্রাশ্চ মুনিসত্তম ॥ ২৯
প্লক্ষবৃক্ষপ্রমাণস্তু তন্মধ্যে সুমহাতরুঃ ।
প্লক্ষস্তন্নামসংজ্ঞো বৈ প্লক্ষদ্বীপো দ্বিজোত্তম ॥৩০
ইজ্যতে তত্র ভগবাঞ্চ্ছঙ্করো লোকশঙ্করঃ ।
হরিশ্চ ভগবান্‌ ব্রহ্মা যজ্ঞৈর্মন্ত্রৈশ্চ বৈদিকৈঃ ॥ ৩১
সংক্ষেপেণ তথা ভূয়ঃ শাল্মলিং ত্বং নিশাময় ।
সপ্ত বর্ষাণি তত্রৈব তেষাং নামানি মে শৃণু ॥ ৩২
শ্বেতোঽথ হরিতশ্চৈব জীমূতো রোহিতস্তথা ।
বৈদ্যুতো মানবশ্চৈব সুপ্রভঃ সপ্তমো মুনে ॥ ৩৩
শাল্মলেন তু বৃক্ষেণ তেন শাল্মলিসংজ্ঞিতঃ ।
দ্বিগুণেন সমুদ্রেণ সততং সংবৃতঃ স্থিতঃ ॥ ৩৪
বর্ষাভিব্যাঞ্জকা নদ্যস্তাসাং নামানি মে শৃণু ॥ ৩৫
শুক্লা রক্তা হিরণ্যা চ চন্দ্রা শুভ্রা বিমোচনা ।
নিবৃত্তিঃ সপ্তমী তাসাং পুণ্যতোয়াঃ সুশান্তিদাঃ ।
সপ্তৈতানি তু বর্ষাণি চতুর্ব্বর্ণবৃতানি তু ।
ভগবন্তং সদা বিষ্ণুমিজ্যতে বিবিধৈর্মখৈঃ ।
দেবানাং তত্র সান্নিধ্যমতীব সুমনোরমে ॥ ৩৭
এষ দ্বীপঃ সমুদ্রেণ সুরোদেন সমাবৃতঃ ।
দ্বিগুণেন কুশদ্বীপঃ সমন্তাদ্বাহ্যতঃ স্থিতঃ ॥ ৩৮

দ্বীপও লক্ষ-যোজন-প্রমাণ ক্ষার-সমুদ্রকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহার পরিমাণ ভারত অপেক্ষা দ্বিগুণ। এই দ্বীপে গোমেদ, চন্দ্র, নারদ, দুন্দুভি, সোমক, সুমনা ও সপ্তম বৈভ্রাজ, এই সাতটী বর্ষ-পর্ব্বত আছে। এই সুরম্য বর্ষ-পর্ব্বতে প্রজাগণ এবং দেব ও গন্ধর্ব্বসমূহ প্রমোদযুক্ত হইয়া নিত্যই সুখে বাস করেন। এ দেশের কোন ভাগে কস্মিন্‌কালেও প্রজাগণের মনঃপীড়া বা শারীরিক পীড়া উপস্থিত হয় না। তত্রত্য মানবগণ অযুতবর্ষ জীবিত থাকে, এই স্থানে অনুতপ্তা, শিখা, পাপঘ্নী, ত্রিদিবা, কৃপা, অমৃতা ও সুকৃতা নামে সাতটী নদী প্রবাহিত আছে এবং এতদ্ভিন্ন সহস্র ক্ষুদ্র নদী ও শৈল অবস্থান করিতেছে। জনপদবাসীরা হৃষ্টচিত্তে সেই সকল নদীর জল পান করে। জম্বুদ্বীপান্তর্গত সপ্ত স্থানে যেমন যেমন যুগ-ব্যবস্থা আছে, প্লক্ষদ্বীপে সেরূপ যুগ-ব্যবস্থা নাই, সকল কালই ত্রেতাযুগের তুল্য। হে মুনিসত্তম! তথায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ বাস করে। তত্রত্য মহাতরু প্লক্ষবৃক্ষ-পরিমিত। তাহার মধ্যদেশে প্লক্ষবৃক্ষপরিমিত মহাতরু আছে, তন্নিমিত্তই এই দ্বীপের নাম প্লক্ষদ্বীপ হইয়াছে। লোকমঙ্গলকারী ভগবান্‌ শঙ্কর, ভগবান্‌ বিষ্ণু ও ব্রহ্মা, বৈদিক মন্ত্র ও যজ্ঞ দ্বারা পূজিত হন। এক্ষণে সংক্ষেপে শাল্মলী দ্বীপের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তাহাতে সাতটী বর্ষ আছে, তাহাদের নাম শুন; শ্বেত, হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যুত, মানব ও সুপ্রভ। এই স্থানে শাল্মলী বৃক্ষ থাকাতেই ইহা শাল্মলী নামে সংজ্ঞিত হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ সমুদ্র দ্বারা এই দ্বীপ সংবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। বর্ষের সীমাভূত যে সকল নদী আছে, তাহাদের নাম শ্রবণ কর। শুক্লা, রক্তা, হিরণ্যা, চন্দ্রা, শুভ্রা, বিমোচনা ও সপ্তম নিবৃত্তি। এই সকল নদীই পুণ্যতোয়া এবং শান্তিপ্রদা। শ্বেত, হরিত প্রভৃতি সপ্তবর্ষেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় বাস করে এবং তাহারা সর্ব্বদাই বিবিধ যাগ-যজ্ঞ দ্বারা ভগবান্‌ বিষ্ণুর পূজা করিয়া থাকে। সেই সুমনোরম দ্বীপে দেবগণের সতত সান্নিধ্য আছে। ঐ দ্বীপ সুরোদসমুদ্রে পরিবৃত

বসন্তি তত্র দৈতেয়া মনুজৈঃ সহ দানবাঃ।
তথৈব দেবগন্ধর্ব্বা যক্ষাঃ কিম্পুরুষাদয়ঃ ॥ ৩৯
বর্ণাস্তত্রৈব চত্বারো নিজানুষ্ঠানতৎপরাঃ ॥ ৪০
তত্রৈব চ কুশদ্বীপে ব্রহ্মভূতং জনার্দ্দনম্।
যজন্তি চ তথেশানং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৪১
কুশেশয়ো হরিশ্চৈব দ্যুতিমান্ পুণ্যবাংস্তথা।
মণিদ্রুমো মহাশৈলঃ সপ্তমো মন্দরাচলঃ ॥ ৪২
নদ্যশ্চ সপ্ত তাসান্তু নামানি শৃণু তত্ত্বতঃ।
ধূতপাপা শিবা চৈব পবিত্রা সম্মিতিস্তথা ॥ ৪৩
বিদ্যা দম্ভা মহী চান্যা সর্ব্বপাপহরাস্ত্বিমাঃ।
অন্যাঃ সহস্রশঃ সন্তি শুভাপো হেমবালুকাঃ ॥৪৪
কুশদ্বীপে কুশস্তম্বো ঘৃতোদেন সমাবৃতঃ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপো মহাভাগ শ্রূয়তাঞ্চাপরো মহান্ ॥৪৫
দ্বিগুণেন সমুদ্রেণ দধিমণ্ডোদকাবৃতঃ।
বর্ষাচলা মহাবুদ্ধে তেষাং নামানি মে শৃণু ॥ ৪৬
ক্রৌঞ্চশ্চ বামনশ্চৈব তৃতীয়শ্চান্ধকারকঃ।
দিবাবৃত্ত্যমনাশ্চৈব পুণ্ডরীকশ্চ দুন্দুভিঃ ॥ ৪৭
নিবসন্তি নিরাতঙ্কা বর্ষশৈলেষু তেষু বৈ।
সর্ব্বসৌবর্ণরম্যেষু সহ দৈবগণৈঃ প্রজাঃ ॥ ৪৮
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চানুক্রমোদিতাঃ।
সন্তি তত্র মহানদ্যঃ সপ্তান্যাস্তু সহস্রশঃ ॥ ৪৯
গৌরী কুমুদ্বতী চৈব সন্ধ্যা রাত্রির্মনোজবা।
খ্যাতিশ্চ পুণ্ডরীকা চ যাঃ পিবন্তি পয়ঃ শুভম্॥ ৫০
ভগবান্ পূজ্যতে তত্র যোগৈ রুদ্রস্বরূপবান্ ॥ ৫১
দধিমণ্ডোদকশ্চাপি শাকদ্বীপেন সংবৃতঃ।
দ্বিগুণেনাদ্রয়ঃ সপ্ত তেষাং নামানি মে শৃণু ॥ ৫২
পূর্ব্বে তত্রোদয়গিরির্জলধারোঽপরে যতঃ।
শ্যামো হস্তংগিরিশ্চৈব অম্বিকেয়শ্চ কেশরী।
শাকস্তত্র মহাবৃক্ষঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতঃ ॥ ৫৩
তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চাতুর্ব্বর্ণসমন্বিতাঃ।
নদ্যশ্চাত্র মহাপুণ্যাঃ সর্ব্বপাপভয়াপহাঃ ॥ ৫৪
সুকুমারী কুমারী চ নলিনী বেণুকা দয়া।
ইক্ষুশ্চ রেণুকা চৈব গভস্তিঃ সপ্তমী তথা ॥ ৫৫

৩৯—৩৮। কুশদ্বীপের বাহ্যদেশে চতুর্দ্দিকে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ সমুদ্র পরিবৃত। সেই স্থানে দৈতেয়, মানব, দানব, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও কিম্পুরুষাদি বাস করেন এবং স্ব স্ব ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়, ব্রহ্ম স্বরূপ ভগবান্ জনার্দ্দন ও সর্ব্বকাম-ফলপ্রদ ভগবান্ ঈশানের পূজা করিয়া থাকেন। কুশেশয়, হরি, দ্যুতিমান্, পুষ্পবান্, মণিদ্রুম, মহাশৈল ও মন্দরাচল এই সাতটী তত্রত্য বর্ষ-পর্ব্বত ও সাতটী নদী প্রবাহিত আছে, তাহাদের নাম শ্রবণ কর, ধূতপাপা, শিবা, পবিত্রা, সম্মিতি, বিদ্যা, দম্ভা ও মহী। এই সকল নদীই সর্ব্বপাপহরা। এতদ্ভিন্ন আরও সহস্রাধিক, শুভসলিলা, হেমসিকতাসম্পন্না ক্ষুদ্রনদী আছে। কুশদ্বীপ প্রভৃত-কুশস্তম্ব-যুক্ত ও ঘৃতোদ সমুদ্রে পরিবৃত। হে মহাভাগ! ক্রৌঞ্চ নামক অপর মহাদ্বীপের বিষয় শ্রবণ কর;—সেই দ্বীপ দ্বিগুণ দধিমণ্ডোদক সমুদ্র সমাবৃত। হে মহাবুদ্ধে! এই দ্বীপে যে সকল বর্ষাচল আছে, তাহাদের নাম শ্রবণ কর;—ক্রৌঞ্চ, বামন অন্ধকারক, দিবা, বৃত্ত্যমনা, পুণ্ডরীক ও দুন্দুভি। সেই সকল বর্ষ-মহীধরের সর্ব্বত্রই সুবর্ণময়, সুতরাং রমণীয়;—তাহাতে প্রজাগণ আশঙ্কাশূন্য হইয়া দেবগণের সহিত বাস করে। এই স্থানে ক্রম-ব্যবস্থিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ অবস্থান করে। তথায় সাতটী মহানদী ও অন্য সহস্রাধিক নদী আছে। গৌরী, কুমুদ্বতী, সন্ধ্যা, রাত্রি, মনোজবা, খ্যাতি ও পুণ্ডরীকা এই সাতটী মহানদীর বিমল ও স্বাদু সলিল পান করে। তথায় যোগ অবলম্বন করিয়া রুদ্ররূপী ভগবান্ পরমেশ্বরের পূজা করে। শাকদ্বীপও পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমিত সমুদ্রে পরিবৃত। ইহাতে যে সকল পর্ব্বত আছে, তাহার নাম শ্রবণ কর। তথায় পূর্ব্বদিকে উদয় গিরি ও অন্যান্য দিকে, জলধার হত, শ্যাম, অস্তগিরি, অম্বিকেয় ও কেশরী। সেই স্থানে সিদ্ধ গন্ধর্ব্বসেবিত শাকনামক মহাবৃক্ষ আছে এবং পবিত্র-জনপদসমূহে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় বাস করে। এই স্থানে মহাপুণ্য সর্ব্বপাপভয়হারিণী সুকুমারী, কুমারী, নলিনী, রেণুকা, দয়া, ইক্ষু,

অন্যাঃ সহস্রশস্তত্র ক্ষুদ্রনদ্যো মহামুনে।
মহীধরাস্তথা সন্তি শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৫৬
ধর্ম্মহানির্ন তেম্বস্তি স্বর্গাদাগত্য মানবাঃ।
বর্ষেষু তেষু পৃথিবীং ন সজ্বর্ষঃ পরস্পরম্ ॥ ৫৭
শাকদ্বীপে তু বৈ সূর্য্যঃ পূজ্যতে জনপদৈঃ সদা।
যথোক্তৈরিজ্যতে সম্যক্ কর্ম্মভির্নিয়তাত্মভিঃ ॥ ৫৮
ক্ষীরোদেনাবৃতঃ সোঽপি দ্বিগুণেন সমন্ততঃ।
ক্ষীরাব্ধিঃ সর্ব্বতো ব্যাপ্তঃ পুষ্করাখ্যেণ সংবৃতঃ ॥
দ্বিগুণেন মহাবর্ষস্তত্র খ্যাতোঽথ মানসঃ।
যোজনানাং সহস্রাণি পঞ্চ উর্দ্ধং সমুচ্ছ্রিতঃ ॥ ৬০
তাবতৈব তু লক্ষাণি সর্ব্বতো বলয়াকৃতিঃ।
পুষ্করদ্বীপবলয়ো মধ্যমেন বিভর্ত্তি চ ॥ ৬১
তেনৈব বলয়াকারদ্বয়বর্ষসমাকৃতিঃ।
দশ বর্ষসহস্রাণি তত্র জীবন্তি মানবাঃ ॥ ৬২
নিরাময়া বীতশোকা রাগদ্বেষবিবর্জ্জিতাঃ।
অধমোত্তমতস্তেষাং ন ব্যবস্থা মহামুনে ॥ ৬৩

সত্যানৃতেন তস্যাস্তাং সদৈব বসতিঃ সদা।
তুল্যবেষাস্তু মনুজা হেমবর্ণৈকরূপিণঃ ॥ ৬৪
বর্ষদ্বয়ন্তু কালেয় ভৌমঃ স্বর্গোঽয়মুত্তমঃ।
সর্ব্বস্য সুখদঃ কালো জরা-রোগবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৬৫
পুষ্করে ধাতকীখণ্ডে মহাবীতে মহামুনে।
ন্যগ্রোধঃ পুষ্করদ্বীপে ব্রহ্মণঃ স্থানমুত্তমম্ ॥ ৬৬
তস্মিন্ নিবসতে ব্রহ্মা পূজ্যমানঃ সুরাসুরৈঃ।
স্বাদূদকেনাম্বুধিনা পুষ্করং পরিবেষ্টিতম্ ॥ ৬৭
এবং দ্বীপাঃ সমুদ্রৈস্তু সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ।
দ্বীপশ্চৈব সমুদ্রশ্চ সমানো দ্বিগুণৈঃ পরৈঃ ॥ ৬৮
ন্যূনাতিরিক্ততা তেষাং সমুদ্রেষু সমানি বৈ।
পয়াংসি সর্ব্বদা সর্ব্বং কদাচিন্নৈব জায়তে ॥ ৬৯
স্থালীস্থমগ্নিসংযোগাদম্ভোধৌ মুনিসত্তম।
যথেন্দুবৃদ্ধৌ সলিলং বর্দ্ধতে ক্ষীয়তে তথা ॥ ৭০
উদয়াস্তমনে ত্বিন্দোর্বর্দ্ধন্ত্যাপো হ্রসন্তি চ।
অতো নানাতিরেকাংশ্চ পক্ষয়োঃ শুক্ল-কৃষ্ণয়োঃ।

বেণুকা ও গভস্তি এই সাতটী মহানদী এবং সহস্র সহস্র অপর ক্ষুদ্র নদী আছে এবং শত সহস্র অন্যান্য মহীধর আছে। তথায় কোন-রূপ ধর্ম্মহানি নাই। মানবগণ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আগমন করিয়া সেই সকল বর্ষে বাস করেন; কেহ কাহারও প্রতি স্পর্দ্ধা করে না। শাকদ্বীপে জনপদবাসীরা আত্মনিয়মনপূর্ব্বক যথোক্ত বিধি অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা ভগবান্ সূর্য্যের উত্তম পূজা করিয়া থাকে। সেই শাক-দ্বীপ পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ক্ষীরোদ সমুদ্রে আবৃত। তদপেক্ষা দ্বিগুণপরিমিত পুষ্করদ্বীপও ক্ষীর-সমুদ্রকে বেষ্টন করিয়া আছে। ৩৯—৫৯। এই পুষ্করদ্বীপে শাকদ্বীপের দ্বিগুণ মানসনামক এ বর্ষ আছে। তাহা পঞ্চসহস্র যোজন উর্দ্ধে সমুচ্ছ্রিত এবং পঞ্চলক্ষ যোজন তাহার বিস্তার; উহা বলয়াকৃতি। ইহাকেই পুষ্করদ্বীপবলয় বলে। বলয়াকৃতি-বর্ষদ্বয় সমাকার ঐ পুষ্কর-দ্বীপবলয় মধ্যম স্থল দ্বারা পুষ্করদ্বীপকে ধারণ করিয়া আছে। তথায় মানবগণ নিরাময়, শোকশূন্য ও রাগ-দ্বেষ-বর্জ্জিত হইয়া, দশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে। তাহাদের মধ্যে উত্তম মধ্যম বা অধম ব্যবস্থা নাই, সকলেই সমান। তাহারা সত্য মিথ্যা উভয়নিষ্ঠ হইয়াই তথায় বাস করে। সকল মানবই তুল্যবেশ ও সুবর্ণের ন্যায় একবর্ণ। হে কালেয়! এই উভয় বর্ষই ভৌম স্বর্গ, উত্তম স্থান। কালবশে মানবগণ জরা ও রোগে বর্জ্জিত হইয়া সুখভোগ করে। হে মহামুনে! এই মহাবীত ও ধাতকী-খণ্ড পুষ্করাকৃতি পুষ্কর-দ্বীপে ব্রহ্মার ন্যগ্রোধ নামক উত্তম স্থান আছে। সুরাসুর কর্তৃক পূজ্যমান হইয়া, ব্রহ্মা ঐ ন্যগ্রোধে বাস করেন। স্বাদূদক নামক সমুদ্র দ্বারা পুষ্কর-দ্বীপ পরিবেষ্টিত। এইরূপে সপ্তদ্বীপই সপ্ত-সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। সমুদ্র সকল পর পর দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বীপের সমান। সমুদ্র সকলেরই জল সমান; ন্যূনতা বা অতিরিক্ততা তাহাতে নাই। অগ্নিসংযোগে স্থালীমধ্যস্থ বারি যেমন কখন বৃদ্ধি পায় ও কখন ক্ষীণ হয়, সেইরূপ চন্দ্রের বৃদ্ধি অনুসারে সকল সমুদ্রেরই জল কখন ক্ষয় হয়, কখন বা বৃদ্ধি পায়। চন্দ্রের উদয় ও অস্তেই জল বাড়ে ও কমে; সুতরাং কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষভেদে ন

...বৃদ্ধিঃ ক্ষয়ো দৃষ্টঃ শতশস্তদ্দশোত্তরম্ ।
...মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বেষাং কথিতং তব ॥ ৭২
...পুষ্করদ্বীপে প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সদৈব হি ।
...ভুঞ্জতে বিপ্র তত্র স্বয়মুপস্থিতম্ ॥ ৭৩
...পরতো নান্যলোকস্য সংস্থিতিঃ ।
...হিরণ্ময়ী ভূমিঃ সর্ব্বজন্তুবিবর্জ্জিতা ॥ ৭৪
...লোকস্ততঃ শৈলঃ সহস্রাণ্যচলো হি সঃ ।
...চ তাবদ্ধি যোজনাযুতবিস্তৃতঃ ॥ ৭৫
...অণ্ডকটাহেন সেয়মুর্ব্বী মহামুনে ।
...কোটিবিস্তারা সপ্তদ্বীপা মহীধরা ॥ ৭৬
...সর্ব্বেষাং সর্ব্বভূতগুণাধিকা ।
...ধাত্রী চ কালেয় সর্ব্বেষাং জগতামিলা ॥ ৭৭

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং ভুবনকোষবর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

...রিক্ত হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সকল সমুদ্রের জলের হ্রাস বৃদ্ধি হাজার হাজার রকম দেখা গিয়াছে, তাহা সমস্তই কহিয়াছি। পুষ্করদ্বীপস্থ প্রজাগণ সর্ব্বদাই ষড়্রস ভোজন করে। ঐ রস সকলও আপনিই উপস্থিত হয়। স্বাদূদক সমুদ্রের পর আর লোকের বসতি নাই। স্বাদূদকের দ্বিগুণ সুবর্ণময়ী ভূমি আছে, তাহাতে কোন প্রাণীর বাস নাই। তাহার পর লোকালোক শৈল। উহার প্রস্থ ও উচ্চতায় সহস্র যোজন এবং বিস্তার অযুত যোজন। তাহার পর অন্ধকার। এইরূপে সপ্তদ্বীপ-মহীরুহবতী, সর্ব্বভূতগুণাধিকশালিনী আধারভূতা এই উর্ব্বী পঞ্চাশৎকোটিযোজন বিস্তৃতা এবং অণ্ডকটাহে পরিব্যাপ্তা। হে কালেয়! এই ধাত্রীই জগতের ইলা স্বরূপ। ৬০—৭৭।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ ।

রবি-চন্দ্রমসোর্যাবন্ময়ূখা ভাসয়ন্তি হি ।
তাবৎপ্রমাণা পৃথিবী ভূর্লোকঃ স তু গীয়তে ॥ ১
ভূমের্যোজনলক্ষে তু সংস্থিতং রবিমণ্ডলম্ ।
যোজনানাং সহস্রাণি দশৈব পরিসংখ্যয়া ॥ ২
শশিনস্তু প্রহাণো যো জগতঃ পরিচক্ষতে ।
রবেরূর্দ্ধং শশী তস্থৌ লক্ষযোজনসংখ্যয়া ॥ ৩
গ্রহাণাং মণ্ডলং কৃৎস্নং শশিনোপরি সংস্থিতম্ ।
সনক্ষত্রং সহস্রাণি দশৈব পরিতোপরি ॥ ৪
বুধস্তস্মাদথো কাব্যস্তস্মাদুপরি মঙ্গলঃ ।
বৃহস্পতিস্তদূর্দ্ধন্তু তস্যোপরি শনৈশ্চরঃ ॥ ৫
সপ্তর্ষিমণ্ডলং তস্মাল্লক্ষমেকন্তু সংস্থিতম্ ।
ঋষিভ্যস্তু সহস্রাণাং শতাদূর্দ্ধং ব্যবস্থিতঃ ॥ ৬
মেঢীভূতঃ সমস্তস্য জ্যোতিশ্চক্রস্য বৈ ধ্রুবঃ ।
ভূর্ভুবঃ স্বরিতি জ্ঞেয়ং ভুবোর্দ্ধন্তু ধ্রুবাদবাক্ ॥ ৭
একযোজনকোটী তু যত্র তে কল্পবাসিনঃ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার কহিলেন,—যে পর্য্যন্ত রবি ও শশীর কিরণজাল উদ্ভাসিত করে, পৃথিবী তাবৎ-পরিমিত ; ঐ পৃথিবীকে ভূর্লোক বলে। ভূমি হইতে এক লক্ষ অযুত যোজন দূরে রবিমণ্ডল অবস্থিত। যে শশী জগৎ অপেক্ষা শীঘ্রগতি, তাহার বিষয় শ্রবণ কর। সূর্য্যমণ্ডল হইতে লক্ষ যোজন উর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল অবস্থান করিতেছে, চন্দ্র অপেক্ষা দশ যোজন উপরে চতুর্দ্দিকে নক্ষত্রনিকরের সহিত গ্রহ-মণ্ডল অবস্থিত। বুধগ্রহ তাহা অপেক্ষা নিম্নে, মঙ্গল উর্দ্ধে, বৃহস্পতি তদপেক্ষা উর্দ্ধে, শনৈশ্চর তাহা হইতে উর্দ্ধে অবস্থিত। সপ্তর্ষিমণ্ডল তাহা অপেক্ষা এক লক্ষ যোজন উর্দ্ধে সংস্থিত, সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে এক লক্ষ যোজন উপরে সমস্ত জ্যোতিশ্চক্রের মেঢ়ীভূত ধ্রুব অবস্থান করিতেছেন। এই সকল লোক 'ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ' নামে অভিহিত। ভূর্লোক হইতে উর্দ্ধে, ধ্রুব হইতে নিম্নে যে কল্পবাসীরা বাস

ধ্রুবাদূর্দ্ধং মহর্লোকঃ সপ্তৈতে ব্রহ্মণঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮
সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা ॥ ৯
চতুর্গুণোত্তরে চোর্দ্ধং জনলোকাৎ তপঃ স্মৃতঃ।
বৈরাজা যত্র বৈ দেবাঃ স্থিতা দাহবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ১০
ষড়্‌গুণেন তপোলোকাৎ সত্যলোকো ব্যবস্থিতঃ
ব্রহ্মলোকঃ স বিজ্ঞেয়ো বসন্ত্যমলচেতসঃ ॥ ১১
সত্যধর্ম্মরতাশ্চৈব জ্ঞানিনো ব্রহ্মচারিণঃ।
যদ্গামিনোঽথ ভূর্লোকে নিবসন্তি হি মানবাঃ ॥ ১২
ভুবর্লোকে তু সংসিদ্ধা মুনয়ো দেবরূপিণঃ।
স্বর্লোকে তু সুরাদিত্যা মরুতো বসবোঽশ্বিনৌ ॥
বিশ্বেদেবাস্তথা রুদ্রাঃ সাধ্যা নাগাঃ সুরাদয়ঃ।
নবগ্রহগণাস্তত্র ঋষয়ো বীতকল্মষাঃ ॥ ১৪
এতে সপ্ত মহালোকাঃ কালের কথিতাস্তব।
পাতালানি চ সপ্তৈব ব্রহ্মাণ্ডস্য চ বিস্তরঃ ॥ ১৫
দধিবৃক্ষফলং যদ্বৎ তস্য চোর্দ্ধমধস্তথা।
এতদণ্ডকটাহঞ্চ সর্ব্বতো বৈ সমাবৃতম্‌ ॥ ১৬
পয়সা দশগুণেন সর্ব্বতস্তৎ সমাবৃতম্‌।
বহ্নিনা বায়ুনা চৈব নভসা তমসা তথা ॥ ১৭
ভূতাদিনাপি মহতা দশোত্তরেণ বেষ্টিতম্‌।
মহান্তঞ্চ সমাগত্য প্রধানপুরুষঃ স্থিতঃ ॥ ১৮
অনন্তস্য ন তস্যাস্তি সংখ্যাপি পরমাত্মনঃ।
তেনানন্ত ইতি খ্যাতঃ প্রমাণং নাপি বৈ যতঃ ॥ ১৯
হেতুভূতঃ সমস্তস্য প্রকৃতিঃ সা পরা মুনে।
অণ্ডানান্তু সহস্রাণাং সহস্রাণ্যযুতানি চ।
ঈদৃশানি প্রভূতানি তস্মাদব্যক্তজন্মনঃ ॥ ২০
দারুণ্যগ্নির্যথা তৈলং তিলেষু পয়সি ঘৃতম্‌।
তথাসৌ পরমাত্মা বৈ সর্ব্বং ব্যাপ্যাত্মবেদনঃ ॥ ২১
আদিবীজাৎ প্রভবন্তি ততস্তেভ্যোঽপরে ক্রমাঃ
তেভ্যঃ পুত্রাস্তথান্যেষাং বীজান্যন্যানি বৈ যতঃ ॥ ২২
মহদাদয়ো বিশেষান্তাস্তদ্ভবন্তি সুরাদয়ঃ ॥ ২৩
বীজাদ্বৃক্ষপ্ররোহেণ যথানাপচয়স্তরোঃ।
সূর্য্যকান্তমণেঃ সূর্য্যাদ্যদ্বহ্নিঃ প্রজায়তে ॥ ২৪

করেন, তাহা এক কোটী যোজন। ধ্রুবের ঊর্দ্ধে মহর্লোক; তাহাতে সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল, আসুরি, বোঢ়ু, পঞ্চশিখ এই সাতটী ব্রহ্মার মানস-পুত্র অবস্থান করেন। ১—৯। মহর্লোক অপেক্ষা চতুর্গুণ দূরে জনলোক, তদপেক্ষা ঐ পরিমিত দূরে তপলোক, যাহাতে দাহ-বিবর্জ্জিত বৈরাজ নামক দেবগণ অবস্থান করেন। তপলোক হইতে ষড়্‌গুণ দূরে সত্যলোক অবস্থিত; সেই সত্যলোকই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, তথায় নির্ম্মলচিত্তগণ বাস করেন। সত্যধর্ম্ম-নিরত ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ জ্ঞানিগণ, যাঁহারা ব্রহ্ম-লোকে গমন করিবেন, তাঁহারা ভূর্লোকে বসতি করেন। ভুবর্লোকে সিদ্ধগণ ও দেবরূপী মুনিগণ বাস করেন। স্বর্লোকে সুরগণ আদিত্য-গণ, মরুৎসমূহ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিশ্বদেব, রুদ্র, সাধ্য, নাগ, সুরাদি, নবগ্রহগণ এবং বীত কল্মষ ঋষিগণ বাস করেন। হে কালীতনয়! এই সপ্ত মহালোক ও সপ্তপাতাল এবং ব্রহ্মা-ণ্ডের বিস্তার তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। দধিবৃক্ষ-ফলের ন্যায় এই ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধ এবং অধোদেশ কটাহে আবৃত। এই ব্রহ্মাণ্ড দশ দশ গুণ অধিক জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, পঞ্চতন্মাত্র, অহঙ্কার এবং মহত্তত্ত্ব কর্তৃক বেষ্টিত! মহত্তত্ত্বকে আবৃত করিয়া প্রকৃতি পুরুষ অবস্থিত। অনন্ত আত্মার সংখ্যা বা প্রমাণ নাই। এই জন্য আত্মার নাম অনন্ত। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মূল বলিয়া তিনিই পরম প্রকৃতি। সহস্র অযুতাযুত ঈদৃশ ব্রহ্মাণ্ড সেই অব্যক্ত হইতে উদ্ভূত। যেমন কাষ্ঠে অগ্নি, তিলে তৈল এবং দুগ্ধে ঘৃত অবস্থিত; সেইরূপ পরমাত্মা সকল ব্রহ্মাণ্ড আবৃত করিয়া অব-স্থিত। আদি বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। তাহা হইতে পুনরায় অন্য বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। সেইরূপ জীবগণের মধ্যেও আদি বীজ হইতে পুত্রাদির উৎপত্তি হয়। তাহারাই অন্য জীবের বীজ। মহতত্ত্ব হইতে স্থূলভূত পর্য্যন্ত এবং দেবগণ প্রভৃতি সকলেই আদি বীজ হইতে উৎপন্ন। বীজ হইতে বৃক্ষোৎপত্তি হইলে, যেমন বীজ ও বৃক্ষের অপচয় হয় না, সূর্য্য-সাহায্যে সূর্য্যকান্ত মণি হইতে যেমন অগ্নির

গুরং সম্ভায়তে সৃষ্টিঃ শিবস্তত্র ন কাময়েৎ।
শিব-শক্তিসমাযোগে দেবাদ্যাঃ প্রভবন্তি হি ॥২৫
যো কর্ম্মস্বনেকেযু প্ররোহমুপযান্তি বৈ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ স শিবঃ পরিগীয়তে ॥ ২৬
যস্মাৎ প্রভবতে সর্ব্বং যস্মিংশ্চ লয়মেষ্যতি।
কর্ত্তা ক্রিয়াণাং সর্ব্বাসাং স শিবঃ পরিগীয়তে ॥২৭

মুনয় উচুঃ।

ষড়ক্ষরং ত্বয়া প্রোক্তং পুরা সর্ব্বার্থসাধকম্।
শিবস্য পরমং মন্ত্রং ভুক্তি-মুক্তিকরং শিবম্ ॥ ২৮
বয়ং শ্রোতুমিচ্ছামো মন্ত্রান্ পরমসাধনান্।
যৈঃ পুরা মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ শিবাদমরতাং গতাঃ।
সূত মাণ্ডব্যাদয়ঃ সর্ব্বে তান্ সর্ব্বাংস্ত্বং বদস্ব নঃ॥

সূত উবাচ।

প্রবক্ষ্যামি মতং শম্ভোর্যদুক্তং হি পুরা কিল।
শঙ্করেণ বিশাখস্য তচ্ছৃণুধ্বমতন্দ্রিতাঃ ॥ ৩০
প্রণবং প্রথমং গৃহ্য পশ্চাদ্দেবং সমুদ্ধরেৎ।
চবর্গস্য তৃতীয়স্তু পঞ্চমস্বরসংযুতম্ ॥ ৩১
মস্তকে বিন্দুসংযুক্তং পঞ্চমং পরিগৃহ্য চ।
অষ্টমস্য তৃতীয়স্তু সবিসর্গং সমুদ্ধরেৎ ॥ ৩২
শিবস্য পরমো হ্যেষ মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ।
পরো মোক্ষঃ পরঃ শুদ্ধঃ পরো ধর্ম্মঃ পরো বিভুঃ
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি অগম্যাগমনানি চ।
সুরাপঃ স্বর্ণহারী চ ভ্রূণহা গুরুতল্পগঃ ॥ ৩৪
বিশ্বস্ত-মিত্রহা চৈব গুরুঘ্নঃ পিতৃঘাতকঃ।
মাতৃহা স্ত্রী-গুরুঘ্নশ্চ অন্যান্যকানি সত্তমঃ ॥ ৩৫
স্মরণান্মন্ত্ররাজস্য ভস্মসাদ্‌যান্তি নিত্যশঃ।
অত্যদ্ভুতানি পাপানি শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৩৬
শতজাপ্যস্য মন্ত্রস্য পুষ্পং ন্যস্য শিবস্য কে।
কোটিমন্ত্রার্জ্জিতং পুণ্যং লভতে সাধকোত্তমঃ ॥ ৩৭
ত্রিসন্ধ্যং যো জপেন্মন্ত্রং শতমেকং প্রযত্নতঃ।
সম্পুটেনাবরোহেণ ন মৃত্যোর্বশগো ভবেৎ ॥ ৩৮
ললাটে বক্ত্রহৃদয়ে নাভৌ গুহ্যে তথৈব চ।
বাহ্বোস্তু হস্তয়োঃ পার্শ্বে পৃষ্ঠে জান্বোস্তু জঙ্ঘয়োঃ
গুল্‌ফয়োঃ পাদয়োশ্চৈব সৃষ্টিন্যাসক্রমেণ তু।
এবং বিন্যস্য দেহে তু ইমং মন্ত্রমনুস্মরেৎ ॥ ৪০

উৎপত্তি হয়; সেইরূপ সৃষ্টি হইয়া থাকে। শিবশক্তি যোগে দেবতা প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। যিনি কর্ম্মভেদে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্ররূপী, তিনিই শিব। যাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি, যাহাতে লয় এবং যিনি সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা, তিনিই শিব। ১০—২৭। মুনিগণ কহিলেন,—আপনি পূর্ব্বে মহাদেবের সর্ব্বার্থ সাধক, ভোগ ও মুক্তিকর এবং মঙ্গলদায়ক ষড়ক্ষর পরম মন্ত্র বলিয়াছেন। আমরা পরম সাধন মন্ত্রসমূহ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বকালে সূত-মাণ্ডব্যাদি সকল মুনি ও সিদ্ধগণ যে মন্ত্রবলে শিবপ্রসাদ লাভ করত অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, আপনি সেই সকল মন্ত্র আমাদিগকে বলুন। সূত কহিলেন, পূর্ব্বে শঙ্কর যে মন্ত্র বিশাখকে কহিয়াছিলেন, সেই শম্ভুর অতি প্রিয় মন্ত্র বলিতেছি, আলস্যশূন্য হইয়া শ্রবণ কর। প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া, অনন্তর প্রাসাদবীজ উচ্চারণ করিবে। অনন্তর চবর্গের তৃতীয় বর্ণ গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে দুইবার পঞ্চম স্বর যোগ করিয়া, তাহাতে বিন্দুযুক্ত করিবে। অনন্তর পবর্গের তৃতীয় বর্ণে বিসর্গ যোগ করিবে। ইহা মহাদেবের সর্ব্বার্থসাধক পরম মন্ত্র; শ্রেষ্ঠ মোক্ষ,পরম পবিত্র, পরম ধর্ম্ম এবং পরম বিভুস্বরূপ। ব্রহ্মহত্যাদি পাপ, অগম্যাগমন, সুরাপান, স্বর্ণহরণ, ভ্রূণহত্যা, গুরুতল্পগমন, বিশ্বস্ত ও মিত্রবধ, গুরুহত্যা, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, স্ত্রীহত্যা ও অন্য নানাবিধ পাপসমূহ এই মন্ত্র-রাজের স্মরণ মাত্রেই ভস্মসাৎ হয়। সাধক-শ্রেষ্ঠ এই মন্ত্র শতবার জপ করিয়া, মহাদেবের মস্তকে পুষ্পদান করিয়া, শত সহস্র অতি অদ্ভুত পাপ বিনাশপূর্ব্বক যে পুণ্য কোটিজন্মে উপার্জ্জিত হয়, তাহা লাভ করে। যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্য প্রযত্ন সহকারে একশত বার সংপুট বা অবরোহক্রমে এই মন্ত্র জপ করে, সে মৃত্যুর বশীভূত হয় না। যে নর সৃষ্টিন্যাস ক্রমে ললাটে, বক্ত্রে, হৃদয়ে, নাভিতে, গুহ্যে, বাহুদ্বয়ে, হস্তদ্বয়ে, পার্শ্বে, পৃষ্ঠে, জানুতে, জঙ্ঘায়, গুল্‌ফে, পাদদ্বয়ে ন্যাসপূর্ব্বক এই মন্ত্র স্মরণ করে,

মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ কোটিজন্মশতৈরপি ॥৪১
বজ্রোপলমহাবর্ষ-চৌরব্যাঘ্রভয়াদিভিঃ।
আধিভিঃ সাধ্বসৈরত্যৈজ্জ্বর-কুষ্ঠভয়াদিভিঃ ॥ ৪২
রোগৈর্বিমুচ্যতে সর্ব্বৈর্ঘেভ্যো দুঃখমিহাগতম্।
সংগ্রামে জয়মাপ্নোতি সৌভাগ্যমতুলং ভবেৎ ॥
জপঞ্চ মানসং কুর্য্যাদ্দিবারাত্রঞ্চ সাধকঃ ॥ ৪৪
সর্ব্বাবস্থাগতো নিত্যং জপন্ সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
ত্রিকালং ভার্য্যয়া যুক্তো যন্ত্রারূঢ়স্তু সাধকঃ ॥ ৪৫
নোপবাসং ন মৌনঞ্চ ব্রহ্মচর্য্যং ন চাস্তিকম্।
সর্ব্বকর্ম্মপ্রবৃত্তস্তু সিধ্যত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪৬
পুনরন্যৎ প্রবক্ষ্যামি ধ্যানং সর্ব্বার্থসাধনম্।
কুম্ভমুদ্রাং পরাং বদ্ধা সুখাসনস্থিতঃ পুমান্।
আত্মদেহে সদা ধ্যায়েন্মন্ত্রং মৃত্যুঞ্জয়ং পরম্ ॥ ৪৭
বর্ষমাণং সুধারাভিঃ সহস্রদলসংযুতম্।
শ্বেতপদ্মং সুচন্দ্রং বৈ পয়স্তালুনি সংস্থিতম্ ॥ ৪৮
এবং হি ধ্যায়তস্তস্য দিব্যং রূপং প্রজায়তে।
অণিমাদিগুণাবাপ্তির্মানসী গতিরূপবান্ ॥ ৪৯

সে শতকোটী জন্মের পাপ হইতেও মুক্তি লাভ করে এবং বজ্র, উপল, মহাবর্ষণ, চৌর ও ব্যাঘ্রাদিজনিত ভয় এবং মনঃপীড়া, সাধ্বস, জ্বর ও কুষ্ঠাদি জন্য ভয় ও ইহকালের দুঃখপ্রদ সর্ব্বপ্রকার রোগ হইতে বিমুক্ত হয়। সংগ্রামে জয় ও অতুল সৌভাগ্য লাভ করে। ২৮—৪৩। সাধক দিবারাত্র যে কোন অবস্থায় মানসজপ করিলে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। সাধক ভার্য্যার সহিত মৃত্যুঞ্জয় যন্ত্রে আরূঢ় হইয়া, ত্রিকালে জপ করিলে, উপবাস, মৌন, ব্রহ্মচর্য্য ও আস্তিকতা-নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্বকর্ম্ম-প্রবৃত্ত হইলেও নিঃসংশয় সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। আমি পুনর্ব্বার অন্য প্রকার সর্ব্বার্থ-সাধক ধ্যান বলিতেছি। সুখাসনে অবস্থান করত শ্রেষ্ঠ কুম্ভমুদ্রাবন্ধনপূর্ব্বক সর্ব্বদা আত্মদেহে শ্রেষ্ঠ মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের এইরূপ ধ্যান করিবে, যে তালুদেশে অবস্থিত সহস্র-দলত্তযুক্ত শ্বেতপদ্ম ও চন্দ্র পয়োধারা বর্ষণ করিতেছে। এই প্রকার ধ্যান করিলে, তাহার দিব্যরূপ উৎপন্ন, অণিমাদি গুণ প্রাপ্তি ইচ্ছানুসারে গতি

সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বগো হৃষ্টো দূরদর্শী পরা শ্রুতিঃ।
বৎসরাৎ সর্ব্বমাপ্নোতি একচিত্তঃ সমাহিতঃ ॥৫০
তত্রাস্যাভ্যাসযুক্তস্য খেচরত্বং প্রজায়তে ॥ ৫১
সূত উবাচ।
সমাসাদ্বঃ সমাখ্যাতং যদুক্তং শম্ভুনা পুরা।
দেব্যাশ্চ কার্ত্তিকেয়েন নন্দিনোক্তমৃষেস্তু যৎ ॥৫২
অগস্ত্যপ্রমুখা বিপ্রা মুনয়ো বীতকল্মষাঃ।
বভূবুর্মন্ত্ররাজেন জরা-মরণবর্জ্জিতাঃ ॥ ৫৩
এতদুক্তং কুমারেণ ব্যাসস্যামিততেজসঃ।
ময়া তুভ্যং সমাখ্যাতং মন্ত্রং মৃত্যুবিনাশনম্ ॥৫৪

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং মৃত্যুঞ্জয়োদ্ধরণং নাম পঞ্চত্রিংশো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
এতদ্বো মে সমাখ্যাতং পুনর্বক্ষ্যাম্যতঃ পরম্।
হৃদয়ং মন্ত্ররাজস্য ধ্যানং জপ্যং সদার্চ্চনম্ ॥ ১

ও রূপ হয় এবং সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগ, হৃষ্ট, দূরদর্শী পরম বেদজ্ঞানসম্পন্ন হয়। এক বৎসর এক-চিত্ত ও সমাহিত হইলে, এই সকল গুণ লাভ করিতে পারে। অধিক কি, সেই ধ্যান অভ্যাস করিলে তাহার খেচরত্ব উপজাত হয়। সূত কহিলেন, পূর্ব্বে ভগবান্ শম্ভু দেবীকে কার্ত্তি-কেয় ও নন্দী ঋষিকে যাহা কহিয়া ছিলেন, তাহা তোমাদিগকে সংক্ষেপে কহিলাম। অগস্ত্য প্রভৃতি বীতকল্মষ-বিপ্রগণ এই মন্ত্ররাজ প্রভাবে জরা-মরণ-বর্জ্জিত হইয়াছেন। সনৎ-কুমার অমিততেজা ব্যাসকে ইহা কহিয়াছেন। আমিও এই মৃত্যু-বিনাশন মন্ত্র তোমাকে কহিলাম। ৪৪—৫৪।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষট্ত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—আমি তোমাদিগকে মন্ত্র-রাজের উদ্ধরণ কহিলাম; অতঃপর মন্ত্ররাজের

ন্যাদিপঞ্চবক্ত্রাণি নিত্যং সন্নিহিতানি মে।
ইত্যেবমস্তি বিজ্ঞানং সোঽহং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥২
ক্রমব্যুৎক্রমেণ বা পঞ্চ বক্ত্রাণি মে শুভে।
মন্ত্ররাজং জপেদ্যস্তু মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
সিধ্যন্তি সর্ব্বকর্ম্মাণি অণিমাদিগুণা অপি ॥ ৩

দেব্যুবাচ।

শ্রুতং ধ্যানং ময়া দেব মন্ত্রঞ্চামৃত্যুকারকম্।
সংযতৈর্যোগিভিঃ প্রাপ্যং ন কদাচিদ্দুরাত্মভিঃ ॥ ৪
কাম-ক্রোধাদিভির্দোষৈ রজসা ব্যাকুলং জগৎ।
দুঃখশতাবিষ্টমিন্দ্রিয়ার্থৈঃ সুসংযুতম্ ॥ ৫
ঈদৃগ্বিধে দেব সংসারে দুঃখসঙ্কুলে।
হিতার্থং সর্ব্বমর্ত্ত্যানাং মোক্ষোপায়ং বদস্ব মে ॥৬
উক্তস্তামুবাচেদং শৃণুষার্য্যে যথাতথম্ ॥ ৭

মহাদেব উবাচ।

দেহেঽস্মিন্নহমিত্যেকঃ পৃথক্ চিন্ত্যঃ সদা বুধৈঃ।
এবং জ্ঞাত্বা চরঁল্লোকে মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ ৮
মমেতি পরমং দুঃখং ন মমেতি পরং সুখম্।
দ্বাবিমৌ বন্ধ-মোক্ষাণাং ন মমেতি মমেতি চ ॥৯
যস্য নাস্ত্যাত্মনো দেহস্তস্য দারাদিকং কথম্।
গৃহক্ষেত্রাদিকং তদ্বদেবং বদ্ধো ন মুচ্যতে।
এষ পাশুপতো যোগঃ সমাসাৎ কথিতো ময়া ॥১০

দেব্যুবাচ।

যৎ ত্বয়োক্তং ন তৎ প্রাপ্যং মানবৈরজিতেন্দ্রিয়ৈঃ
মমাহমিতি চাখ্যাতি বচনং হি মনোজবঃ ॥ ১১

মহাদেব উবাচ।

জেতুং রাগাদয়ঃ শক্যা ন তু জন্মান্তরৈরপি ॥ ১২
কৃতে যুগেঽপি দেবেশি অল্পায়ুর্মনুজো যতঃ।
ত্রেতায়াং দ্বাপরে চৈব কিমু প্রাপ্তে কলৌ যুগে ॥

ব্যাস উবাচ।

ভগবংস্তমুপায়ং মে বক্তুমর্হস্যশেষতঃ।
অনায়াসেন যেনেমং নিস্তরন্তি ভবার্ণবম্।
মানুষাঃ কলুষোপেতাঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥১৪

সনৎকুমার উবাচ।

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা কৃপাযুক্তো মহেশ্বরঃ।
মর্ত্ত্যানাং হিতকামায় প্রাহেদং পার্ব্বতীং ততঃ ॥

মন্ত্র, ধ্যান, জপ, সর্ব্বদা অর্চ্চন বলিতেছি। আমার নিত্যপ্রিয় সদ্যোজাতাদি বক্ত্রপঞ্চক আমি নিঃসংশয় পরিজ্ঞাত আছি। হে শুভে! ক্রমে বা ব্যুৎক্রমে আমার পঞ্চবক্ত্র ও মন্ত্ররাজ যে জপ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। তাহার সকল কর্ম্ম ও অণিমাদি গুণ সিদ্ধ হয়। দেবী কহিলেন,—হে দেব! আমি সংযত যোগিগণের প্রাপ্য ও দুরাত্মার অপ্রাপ্য ধ্যান ও অমৃত্যু-কারক মন্ত্র শ্রবণ করিয়াছি। জগৎ, কাম-ক্রোধাদিরূপ রজ দ্বারা ব্যাকুল, বহু দুঃখসমূহে আবিষ্ট ও ইন্দ্রিয়ার্থে সুসংযুক্ত। এবংপ্রকার দুঃখসঙ্কুল জগতে মানবগণের হিতার্থ মোক্ষের উপায় কি, আমাকে বলুন। ভগবান্ দেবী কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া কহিলেন, হে আর্য্যে! যথার্থ মোক্ষোপায় শ্রবণ কর। পণ্ডিত এই দেহে দেহ হইতে পৃথক্ "অহং" এই একের চিন্তা করিবে। এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া জগতে বিচরণ করিলে ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। "আমার" এই জ্ঞান পরম দুঃখকর, "আমার নহে" এই জ্ঞান পরম শুভকর। "আমার" ও "আমার নহে" এই দুই জ্ঞানই বন্ধ ও মোক্ষের নিদান। যাহার নিজের দেহ নাই, কিরূপে তাহার দারাদি এবং গৃহক্ষেত্রাদি হইতে পারে? যে নর এইরূপে বদ্ধ, সে মুক্ত হয় না। আমি সংক্ষেপে এই পাশুপত কহিলাম। ১—১০। দেবী কহিলেন, আপনি যাহা কহিলেন, তাহা অজিতেন্দ্রিয়গণ বোধ করিতে পারে না। "আমার" "আমি" এই কথা বেগবৎ মন সর্ব্বদা বলিয়া থাকে। মহাদেব কহিলেন, সত্যযুগে জন্মজন্মান্তরেও রাগাদির জয় করা যায় না; ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে অল্পায়ু মানবগণ কিরূপে তাহা জয় করিবে? ব্যাস কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাকে নিঃশেষ-রূপে সেই উপায় বলুন, যে উপায়বলে পাপযুক্ত মানব অনায়াসে ভবার্ণব হইতে নিস্তার লাভ করে। আমি যথার্থত তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। সনৎকুমার কহিলেন, পার্ব্বতীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমেশ্বর কৃপাবান্

শঙ্কর উবাচ।

যদ্যেবং মুক্তিকামাসি মানবানাং হিতায় বৈ।
তচ্ছৃণুষ ক্রিয়াযোগং ক্লেশানাং হানিকারকম্॥ ১৬
স যোগঃ প্রাপ্যতে সদ্ভিশ্চিত্তস্যৈবাত্মনা তু যঃ।
যস্তু বাহ্যার্থসংযোগঃ ক্রিয়াযোগঃ স উচ্যতে॥ ১৭
এবং জ্ঞাত্বা তু প্রথমং ক্রিয়াযোগং সুসম্মতম্।
ক্রিয়াযোগং বিনা গন্তুং শক্তো নৈব কথঞ্চন॥১৮
ততো দ্বিজৈশ্চ রাজন্যৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈস্তথা প্রিয়ে
শূদ্রৈশ্চ কর্ম্মনিরতৈঃ ক্রিয়াযোগাশ্রিতং মনঃ।
কার্য্যং লিঙ্গার্চ্চনে নিত্যং মদনুষ্ঠানতৎপরৈঃ॥১৯
মল্লিঙ্গার্চ্চনশক্তানাং ন কিঞ্চিদ্ভুবি দুর্লভম্॥ ২০
তন্নিষ্ঠাস্তদ্গতধিয়স্তৎকর্ম্মাণস্তদাশ্রিতাঃ।
জপপূজাপরাশ্চৈব তস্যৈব যজনে রতাঃ॥ ২১
ব্রতোপবাসনিরতা হিংসাদিপরিবর্জ্জিতাঃ।
রুদ্রতুল্যা ভবিষ্যন্তি মম লোকে নরোত্তমাঃ॥ ২২
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
সত্ত্বাবান্ সর্ব্বভূতেষু স রুদ্রো নাত্র সংশয়ঃ॥২৩
জঙ্গমাজঙ্গমে যো মাং বেত্ত্যাত্মনি পরে তথা।
সমতা সর্ব্বভূতেষু স রুদ্রো নাত্র সংশয়ঃ॥২৪
সম্প্রোক্তলক্ষণং লিঙ্গং কারয়িত্বা তু স্থাপয়েৎ।
সুবর্ণরজতাদ্যৈস্তু সংকৃতং বা সুধাতুভিঃ॥২৫
সুপাষাণৈঃ সুরত্নৈশ্চ মৃন্ময়ং বাপি শক্তিতঃ।
বিবিধৈঃ পূজোপহারৈশ্চ ভক্ত্যা তন্নিত্যমর্চ্চয়েৎ।
স এবং পূজিতো নিত্যং ধ্যাতশ্চৈব মহেশ্বরি॥২৭
ভুঞ্জন্ গচ্ছংস্তথা তিষ্ঠন্ পার্শ্বে পৃষ্ঠে তথাগ্রতঃ।
উপর্য্যধস্তথা ধ্যাতঃ স তু মুক্তিকরো ভবেৎ॥২৮
জলৈঃ শুভৈস্তু তাদ্যৈস্তু স্নানৈর্গন্ধানুলেপনৈঃ।
চন্দনাগুরুকর্পূরৈর্গীতবাদ্যৈর্মনোরমৈঃ॥ ২৯
বাসোভির্ভূষণৈশ্চৈব ভক্ত্যা চ প্রণতঃ সদা।
প্রীণয়ন্ সততং লিঙ্গমর্চ্চয়েন্মৎপরায়ণঃ॥ ৩০
মৎকথায়াং সদা চিত্তং সন্ধ্যায়েৎ পরমেশ্বরম্।
শ্রোতব্যা ভৈরবাদ্যাস্তু কথাঃ পৌরাণসম্ভবাঃ॥৩১

হইয়া মানবগণের হিতকামনায় পার্ব্বতীকে ইঁহা কহিলেন, হে দেবি! যদি তুমি মানবগণের হিতকামনায় এই প্রকারে মুক্তির উপায় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তবে ক্লেশহানিকর ক্রিয়াযোগ শ্রবণ কর। আত্মার সহিত চিত্তের যে যোগ, তাহা সাধুগণই প্রাপ্ত হন। আর বাহ্যার্থ মূর্ত্তি পূজা জপাদি দ্বারা আত্মার যে যোগ, তাহা ক্রিয়াযোগ। এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া প্রথমে ক্রিয়াযোগ করিবে। ক্রিয়াযোগ ব্যতীত কেহই পরমপদ লাভ করিতে শক্ত হয় না। হে প্রিয়ে! অনন্তর ক্রিয়ানিরত, মদনুষ্ঠানতৎপর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ, লিঙ্গপূজা বিষয়ে মনকে ক্রিয়াযোগাশ্রিত করিবে। ১১—১৯। আমার লিঙ্গপূজাসক্ত ব্যক্তিগণের পৃথিবীতে কিছুই দুর্লভ থাকে না। যে নরোত্তমগণ লিঙ্গপূজায় নিষ্ঠাবান্, তদ্গতবুদ্ধি, তৎকর্ম্মা, তাহাকেই আশ্রয় করিয়াছেন, জপপূজানিরত, লিঙ্গপূজনে আসক্ত, ব্রতোপবাসনিরত এবং হিংসাদি পরিবর্জ্জিত, তাঁহারা আমার লোকে রুদ্রতুল্য হইয়া বাস করিবেন। যে আমাকে ঈশ্বরভাবে সর্ব্বত্র সমবস্থিত অবলোকন করে ও সর্ব্বভূতে আমার অভেদ দর্শন করে, সে নর নিঃসংশয় রুদ্র। যে জঙ্গম, স্থাবর, আত্মা ও পরে মজ্জ্ঞান করে এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শন করে, সে মানব নিশ্চয় রুদ্র। সুবর্ণ-রজতাদি বা অন্য উৎকৃষ্ট ধাতু, সুপ্রস্তর, সুরত্ন অথবা মৃত্তিকা দ্বারা উক্তলক্ষণ লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া স্থাপন করিবে। প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক বিবিধ পূজোপহার দ্বারা তাহার অর্চ্চন করিবে। হে মহেশ্বরি! এইরূপে পূজা করিলে এবং ভোজনকালে, গমনকালে, অবস্থানকালে, পার্শ্বে, পৃষ্ঠে, অগ্রে, উপরি ও অধঃ ধ্যান করিলে, আমি মুক্তিকর হই। ২০—২৮। মৎপরায়ণ মানব ভক্তিপূর্ব্বক প্রণত হইয়া, শুভ সলিল ও ঘৃতাদি দ্বারা স্নান, গন্ধানুলেপন, চন্দন, অগুরু, ও কর্পূর, মনোরম গীতবাদ্য বস্ত্র ও ভূষণ দ্বারা আমার প্রীতি উৎপাদনপূর্ব্বক লিঙ্গের পূজা করিবে। আমার ইতিবৃত্তরূপ কথায় সর্ব্বদা চিত্ত আসক্ত করিয়া আমাকে পরমেশ্বর বলিয়া ধ্যান করিবে; পুরাণপ্রোক্ত ভৈরবাদির

...সমর্পিতমনাঃ পুরুষো মৎপরায়ণঃ।
...বিলান্ ভোগান্ প্রাপ্নোত্যখিলনায়কঃ ॥৩২
...পুরুষো মৎক্রিয়াপরমঃ পরম্।
...প্নোতি জ্ঞাত্বৈবং মৎক্রিয়াপরমা ভব ॥ ৩৩
...চিত্তগতং যস্য শিবং বুদ্ধিগতঞ্চ যৎ।
...হঙ্কারগো রুদ্রো যো রুদ্রো দেহসংস্থিতঃ ॥৩৪
...তি কর্ত্তৃভূতোঽসৌ চরস্য স্থাবরস্য চ।
...জ্ঞাত্বা নরো দেবি মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥৩৫
...ব স যসেৎ সর্ব্বমাত্মনঃ কর্ম্ম কেবলম্।
...ফলং জ্ঞেয়ং স চাত্মানং সমুদ্ধরেৎ ॥ ৩৬
...নৈবোপদেশেন তবাখ্যাতং ময়াধুনা।
...ণাং হিতার্থায় সংসারভয়ভীরুণা ॥ ৩৭
...যোগস্তু সংযোগশ্চিত্তস্যৈবাত্মনা তু যঃ।
...যোগস্তু বাহ্যার্থো দ্বয়োর্মুক্তিরুদাহৃতা ॥ ৩৮
...য়াযোগং বিনা যোগং দুঃসাধ্যমমরৈরপি।
...য়াযোগাদ্ধি দেবত্বং ততো মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৯
...স্তৃণজাতানি দহত্যনিলসঙ্গতঃ।
তথা লিঙ্গার্চ্চনে ভাবো দহেৎ পাপাণ্যশেষতঃ ॥৪০
মুধৈবোক্তং ভবেৎ পাপং মুধৈবোক্তং ভবেৎ ক্ষয়ম্
মুধৈব নষ্টং তজ্জন্ম যত্র নারাধিতো হরঃ ॥ ৪১
ন বস্ত্র-ভূষণৈ রত্নৈর্ন সুবর্ণস্য রাশিভিঃ।
তুষ্টিং যাতি মহেশানো বিনা ভক্তিং মহেশ্বরি ॥৪২
কর্ম্মভূমৌ হি মানুষ্যমাপ্যতে বহুভির্যুগৈঃ।
তৎ প্রাপ্য নার্চ্চয়েল্লিঙ্গং তস্য জন্ম নিরর্থকম্ ॥৪৩

সনৎকুমার উবাচ।

ইত্যেতৎ কথিতং দেব্যাঃ শঙ্করেণ পুরা ময়া।
তব সংক্ষেপতো হ্যক্তং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি

ব্যাস উবাচ।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা বা চরিতব্রতাঃ।
যৈর্মন্ত্রৈরর্চ্চয়ন্তি স্ম ক্রমান্মে ব্রূহি তান্ মুনে ॥৪৫

সনৎকুমার উবাচ।

আম্নায়ৈর্বিহিতৈর্মন্ত্রৈস্তৈর্যজন্তি দ্বিজোত্তমাঃ।
তদ্বতে তু পুরাণোক্তৈরর্চ্চয়েৎ সমুপাদিতৈঃ ॥৪৬
তান্ প্রবক্ষ্যামি যত্নেন শৃণুষ গদতো মম।
তদ্দীক্ষয়াভিযুক্তস্ত্বং ভূতপূর্ব্বো মহামুনে ॥ ৪৭

...কথা শ্রবণ করিবে। মৎপরায়ণ পুরুষ এইরূপে আমাতে মন সমর্পণ করিলে, নিখিল সংসারের নায়ক হইয়া ঈপ্সিত অখিল ভোগ প্রাপ্ত হয়। মৎক্রিয়ারূপ-কামাসক্ত পুরুষ পরমপদ প্রাপ্ত হয়, তুমি ইহা জ্ঞাত হইয়া, আমার ক্রিয়াতে আসক্ত হও। শিব যাহার চিত্ত ও বুদ্ধিগত এবং যে রুদ্র দেহমধ্যে সংস্থিত, সেই অহঙ্কার-গোচর রুদ্রও শিব। সেই শিব স্থাবর ও অস্থাবরের কর্ত্তৃভূত হইয়া সমস্তই করিতেছেন। হে দেবি! নর এইরূপ জ্ঞান করিয়া ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়; আমাতেই কেবল নিজের সমুদয় কর্ম্ম জ্ঞান করিলে তাহা অনন্ত ফল হয় এবং সেই কর্ম্মই আপনাকে উদ্ধার করে। অধুনা আমি সংসার-ভয়ভীরু মানবগণের হিত নিমিত্ত তোমাকে এই উপদেশ করিলাম। আত্মার সহিত চিত্তের যে সংযোগ, তাহা জ্ঞানযোগ এবং বাহ্যার্থ মূর্ত্তি পূজার সহিত যে যোগ, তাহা ক্রিয়াযোগ; এই উভয় যোগ দ্বারাই মুক্তি কথিত হইল। ক্রিয়াযোগ ব্যতীত যোগ অমরগণেরও দুঃসাধ্য। ক্রিয়াযোগ হইতে দেবত্ব হয়, অনন্তর মুক্তি হয়। অগ্নি যেমন বায়ুযুক্ত হইয়া তৃণসমূহ দগ্ধ করে, সেইরূপ লিঙ্গার্চ্চন-ভাব অশেষ পাপ বিনষ্ট করে। যে জন্মে হর-আরাধনা হইল না, সে জন্ম বৃথা বিনষ্ট হইল। হে মহেশ্বরি! মহেশ্বর-ভক্তি ব্যতীত বস্ত্র, ভূষণ, রত্ন ও সুবর্ণ রাশি দ্বারা সন্তোষ লাভ করেন না। বহুযুগের পর কর্ম্মভূমিতে মনুষ্যতা লাভ করে। যে সেই মনুষত্ব প্রাপ্ত হইয়াও লিঙ্গার্চ্চন করে না, তাহার জন্ম নিরর্থক! ২৯—৪৩। সনৎকুমার কহিলেন, পূর্ব্বে শঙ্কর ভগবতীকে ইহা কহিয়াছেন; আমিও সংক্ষেপে ইহা কীর্ত্তন করিলাম। পুনর্ব্বার তুমি কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ব্যাস কহিলেন, হে মুনে! চরিতব্রত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ যে মন্ত্রে পূজা করে, সেই মন্ত্রসমূহ বলুন। সনৎকুমার কহিলেন, দ্বিজাতিগণ বৈদিক-মন্ত্র দ্বারা ও বৈদিক-মন্ত্রে অনধিকারী শূদ্রগণ যথাবৎ গৃহীত পৌরাণিক মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। আমি সেই সকল মন্ত্র বলি-

শিবমূর্ত্তিভিস্তৎ সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
ব্যাপ্তং হি বর্ত্তত্তে চেদং তচ্ছৃণুম্ব যথাতথম্ ॥ ৪৮
পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশ এব চ।
সর্ব্বগঃ শশি-সূর্য্যৌ চ শিবপ্রকৃতয়ঃ পরাঃ ॥ ৪৯
সর্ব্বে মন্ত্রাত্মকা দেবা মন্ত্রা বিন্দুসমাশ্রিতাঃ।
বিন্দুর্নাদস্থিতো নিত্যং নাদশ্চ পরমাত্মনি।
মন্ত্রৈস্তৈঃ পূজ্যতে দেবঃ শিবঃ সর্ব্বময়ো মহান্ ॥
যকারস্যাষ্টমং বীজং মাত্রাদ্বাদশভেদিতম্।
অঙ্কুরং নিয়তং কৃত্বা ষড়ঙ্গং শিবমুচ্যতে ॥ ৫১
দীর্ঘাদ্যঙ্গাঃ সমাখ্যাতা হৃৎস্থা বক্ত্রাণি শূলিনঃ।
শিবস্য পরমা হ্যেষা পূজা প্রোক্তা মনীষিভিঃ ॥৫২
এবং সম্পূজিতং লিঙ্গং সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
ইহালোকে পরে চৈব মুনে সত্যমুমাপতেঃ ॥ ৫৩
মন্ত্রোঽয়ং সর্ব্বগো নিত্যং সর্ব্বং ব্যাপ্য ব্যবস্থিতঃ
জ্ঞাতব্যঃ সুপ্রযত্নেন ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ সর্ব্বদা ॥ ৫৪
প্রসাদো মে কৃতো দেবি মন্ত্রাখ্যানান্মহেশ্বরি।

তেছি, তুমি যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ কর। হে মুনে! তুমি পূর্ব্বে সেই সকল মন্ত্রের দীক্ষায় অভিযুক্ত হইয়াছিলে। সেই মন্ত্রজাত ও এই চরাচর জগৎ শিব-মূর্ত্তিতে পরিব্যাপ্ত আছে; তুমি সেই সমস্ত শিবমূর্ত্তি শ্রবণ কর। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, সর্ব্বগ আকাশ চন্দ্র ও সূর্য্য এই সকল শিবপ্রকৃতি। সকল দেবগণ মন্ত্রাত্মক, মন্ত্র সমূহ বিন্দুকে আশ্রয় করে, বিন্দু নাদে অবস্থিত, নাদও পরমাত্মায় অবস্থান করিতেছে। সর্ব্বময় মহান্ মহাদেব সেই সকল মন্ত্র দ্বারা পূজিত হন। যকারের অষ্টম বীজ—হকার, দ্বাদশ-সংখ্যক মাত্রা—ঔকার ও বিন্দুযুক্ত করিলে ষড়ঙ্গন্যাস-যোগ্য শিব-মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। দীর্ঘযুক্ত এই মন্ত্র হৃদয়স্থ করিলে মহাদেবের বক্ত্রস্বরূপ হয়। এই মন্ত্র-উপাসনাই মহাদেবের পূজা বলিয়া মনীষিগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। এইরূপে লিঙ্গপূজা করিলে ইহলোক ও পরলোকে সর্ব্বকাম-ফলপ্রদ হয়। উমাপতির এই মন্ত্র সত্যই নিত্য সর্ব্বব্যাপী হইয়া অবস্থান করিতেছে। এই মন্ত্র অতি প্রযত্নসহকারে ধ্যান করিবে ও সর্ব্বদা পূজা করিবে। হে

প্রাসাদং যেন বিখ্যাতং যাস্ততীহ মহীতলে। ৫৫
যো ন বৈ বেত্তি সংযুক্তং পঞ্চমন্ত্রং মহাতনুম্।
সুকলাভিঃ সমাযুক্তং ন স মাহেশ্বরো ভবেৎ। ৫৬
পঞ্চ বক্ত্রাণি দেবস্য নিত্যং সন্নিহিতানি চ।
তানি বক্ষ্যামি যৈর্মন্ত্রৈরর্চ্চ্যন্তে চেহ শূলিনঃ। ৫৭
সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ।
দ্বিপাদৌ তু সমাখ্যাতৌ তৃতীয়ং শৃণুতানঘাঃ। ৫৮
ভবে ভবে তানি ভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবঃ।
প্রণবাদি সমাযুক্তং নমস্কারেণ সংযুতম্ ॥ ৫৯
বামো জ্যেষ্ঠশ্চ রুদ্রশ্চ কালরুদ্রস্তৃতীয়কঃ।
কালঃ কলবিকর্ণশ্চ বলপ্রমথনস্তথা ॥ ৬০
সর্ব্বভূতদমো বাপি মনোন্মনস্তথৈব চ।
নমস্কারেণ সংযুক্তং দ্বিতীয়ং পরিকীর্ত্তিতম্। ৬১
অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সর্ব্বতঃ।
সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বশর্ব্বেভ্যো নমস্তে রুদ্ররূপেভ্যঃ। ৬২
চতুষ্পাদং সমাখ্যাতং নমস্কারেণ সংযুতম্।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব মন্ত্রাণাং মন্ত্ররাজং প্রকীর্ত্তিতম্। ৬৩

দেবি! মহেশ্বরি! এই মন্ত্রের আখ্যানে আমার প্রসাদ করা হইয়াছিল, এজন্য এই মহীতলে প্রসাদ বলিয়া বিখ্যাত। যে নর মহাতনু, সুমাত্রা-সমাযুক্ত, সংযুক্ত পঞ্চমন্ত্র না জানে, সে মাহেশ্বরই নহে। মহাদেবের নিত্য সন্নিহিত পঞ্চবদন যে মন্ত্র দ্বারা পূজিত হয়, সেই মন্ত্র বলিতেছি। "সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ" এই দ্বিপাদ উক্ত হইল, হে অনঘগণ! তৃতীয় পাদ শ্রবণ কর। "ভবে ভবেনাতি ভজস্ব মাং ভবোদ্ভব"। এই মন্ত্রদ্বয়ের অগ্রে প্রণব ও নমঃ সংযুক্ত করিবে। "বামো জ্যেষ্ঠশ্চ রুদ্রশ্চ কালরুদ্রঃ" ইহা তৃতীয় মন্ত্র। "কালঃ কলবিকর্ণশ্চ বলপ্রমথনস্তথা" এই সর্ব্বভূতদমো বাপি মনোন্মনস্তথৈব চ" এই শ্লোকদ্বয়াত্মক মন্ত্র নমস্কারসংযুক্ত করিয়া পাঠ করিবে। "অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যঃ ঘোর ঘোরতরেভ্যশ্চ সর্ব্বতঃ। সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বশর্ব্বেভ্যো নমস্তেঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ" এই চতুষ্পাদাত্মক মন্ত্র নমস্কার-সংযুক্ত হইবে। এই মন্ত্রপঞ্চক সকল

মন্ত্রাভ্যাসযোগেন নাস্তি তদ্‌যন্ন সাধয়েৎ ॥ ৬৪
দেবত্বং মানুষত্বঞ্চ গন্ধর্ব্বত্বঞ্চ রাক্ষসম্।
অসাধ্যং সাধয়েন্মন্ত্রী মন্ত্ররাজপ্রভাবতঃ ॥ ৬৫
ত্রৈলোক্যে যাঃ স্ত্রিয়ঃ কাশ্চিদাকৃষ্টাঃ শতশোঽপরাঃ।
অণিমাদীন্ প্রযচ্ছন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৬৬
দেবান্ দৈত্যাংস্তথা সিদ্ধান্ সযক্ষোরগরাক্ষসান্।
ভূত-বৈতাল-পৈশাচান্ সর্ব্বাংশ্চ বশমানয়েৎ ॥ ৬৭
মৃত্যুবন্ধার্ত্তিভয়দং দুঃখং গ্রহসমুদ্ভবম্।
স্মরণান্মন্ত্ররাজস্য ভস্মসাদ্‌যাতি নিত্যশঃ ॥ ৬৮
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ তথা ত্রিদিবসং জ্বরম্।
চাতুর্থিকং তথা ঘোরং নাশয়ত্যাশু দর্শনাৎ ॥ ৬৯
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব কৃত্রিমঞ্চাপি যদ্বিষম্।
দন্তোদ্ভবং নখোদ্ভূতং হন্তি মন্ত্রপ্রভাবতঃ ॥ ৭০
সুমন্ত্রী শতজপ্যেন শতজন্মসমুদ্ভবম্।
পাপং হন্তি ন সন্দেহঃ স্বর্গং মোক্ষঞ্চ বিন্দতি ॥

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং মন্ত্ররাজপ্রভাবো নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

মন্ত্র হইতে মন্ত্ররাজ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এমন সিদ্ধি নাই, যাহা এ মন্ত্ররাজের অভ্যাস-যোগে সিদ্ধ হয় না। ৪৪—৬৪। এই মন্ত্রের সাধক মন্ত্ররাজ-প্রভাবে দেবত্ব, মনুষ্যত্ব, গন্ধর্ব্বত্ব, রাক্ষসত্ব, অধিক কি, যত অসাধ্য সকলই সিদ্ধ করিতে পারে। ত্রৈলোক্যে যে কোন স্ত্রী আছে, তাহারা এই মন্ত্রপ্রভাবে আকৃষ্ট হয় ও মন্ত্ররাজ অণিমাদি গুণ দান করে, এ বিষয়ে বাদাদিরূপ বিচার করিব না। দেব, দৈত্য, সিদ্ধ, যক্ষ, উরগ, রাক্ষস, ভূত, বেতাল, পিশাচাদি সকল প্রাণীকেই এই মন্ত্রবলে বশীভূত করা যায়। মৃত্যুবন্ধন, পীড়াভয়প্রদ ও গ্রহসমুদ্ভব দুঃখ, এই মন্ত্ররাজস্মরণে ভস্মীভূত হয়। ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক ও চাতুর্থিক জ্বর শীঘ্র বিনষ্ট হয়। এই মন্ত্র-প্রভাবে স্থাবর, জঙ্গম, কৃত্রিম, দন্তোদ্ভূত, নখোদ্ভূত বিষ বিনষ্ট হয়। উত্তম সাধক এই মন্ত্রের শতবার জপ করিলে শতজন্মসমুদ্ভূত পাপ নিঃসন্দেহ বিনাশ করেন এবং স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ করেন। ৬৫—৭১।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।
এবং প্রভাবস্য হি মন্ত্ররাজ্ঞো
বিধানমুক্তং মুনিনা পুরা তে।
তদ্‌ব্রূহি নঃ সর্ব্বমশেষতোঽন্য-
দ্ধিতায় কালেয় ততো নরাণাম্ ॥ ১
ব্যাস উবাচ।
শৃণুধ্বমেতন্মুনয়ঃ সমেতাঃ
সনৎকুমারেণ বিধানমুক্তম্।
সমাসতো দেবমতো বিধানং
সুমন্ত্ররাজস্য হি সাধনায় ॥ ২
দেশে সুগুপ্তে সুমনোরমে তু
স্নাত্বা শুচিশ্চৈকমনাপি ভূত্বা।
সংস্মৃত্য মন্ত্রং মনসা তদঙ্গ-
ন্ন্যাসং করাভ্যাং করয়োশ্চ কুর্য্যাৎ ॥ ৩
হকারযুক্তেন তু বহ্নিনাথ
পশ্চাৎ ষড়ঙ্গং গুরুণা স্বরেণ ॥ ৪

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন,—হে কালীতনয়! পূর্ব্বে সনৎকুমার মুনি আপনাকে এইরূপ প্রভাব-সম্পন্ন মন্ত্ররাজের বিধান কহিয়াছেন। তবে আপনি মনুষ্যগণের হিত নিমিত্ত আমাদিগকে আরও কিছু বলুন। ব্যাস কহিলেন,—হে সমবেত মুনিগণ! সনৎকুমার এই উত্তম মন্ত্ররাজের সাধন নিমিত্ত সংক্ষেপে দিব্যবিধান কহিয়াছেন, অতঃপর তাহা শ্রবণ কর। গুপ্ত ও মনোরম দেশে স্নানপূর্ব্বক শুচি ও একমনা হইয়া, মনে মনে মন্ত্রের স্মরণপূর্ব্বক তাহার অঙ্গ দ্বারা অঙ্গ ন্যাস ও কর ন্যাস করিবে। রকার-সংযুক্ত হকারে গুরু স্বর দ্বারা ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে। হকার, রকার, আকার, অনুস্বার

চতুর্ভিহৃর্দয়ং প্রোক্তং চতুর্ভিস্তু শিরো ভবেৎ।
অষ্টভিস্ত শিখা জ্ঞেয়া অষ্টভিঃ কবচং ন্যসেৎ ॥৫
অষ্টভির্নেত্রমুদ্দিষ্টং ফড়ন্তে সংনিয়োজয়েৎ।
এবং বিন্যস্য দেহে তু মন্ত্ররূপমনুস্মরেৎ ॥ ৬
মাহেশ্বরং বপুঃ কৃত্বা জটা-মুকুটভূষণম্।
বামদেবায় জ্যেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় চ নমঃ ॥ ৭
কলবিকরণায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ।
সর্ব্বভূতদমনায় নমো নমোন্মনায় নমঃ ॥ ৮
সর্ব্বাভরণপূর্ণাঙ্গং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরম্।
স্বশরীরং ততঃ পূজ্য পুষ্প-ধূপ-বিলেপনৈঃ
স্থণ্ডিলে বাপি লিঙ্গে বা পশ্চাদ্‌যজনমারভেৎ ॥৯

ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হৃদয়মাগ্নেয্যাং ন্যসেৎ ॥১০॥ ওঁ হ্রীং অঘোরেভ্যঃ শিরসে স্বাহা, শির ঐশান্যাং ন্যসেৎ। ওঁ হ্রুং ঘোরঘোর-তরেভ্যঃ শিখায়ৈ বষট্, শিখাং নৈঋর্ত্যে বিন্যসেৎ ॥১১॥ ওঁ হ্রৈং সর্ব্বতঃ সর্ব্বেভ্যঃ কবচায় নমঃ, কবচং বায়ব্যে বিন্যসেৎ। ওঁ হ্রৌং নমস্তে রুদ্ররূপেভ্যো নেত্রাভ্যাং বষট্, নেত্রমূর্দ্ধ্নি বিন্যসেৎ। ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্, অস্ত্রং চতুর্দিক্ষু বিন্যসেৎ ॥ ১২

এবং ন্যস্য বিধানেন হকারং বহ্নিসংযুতম্।
নাদ-বিন্দু-কলাক্রান্তমঘোরং হৃদয়ে যজেৎ ॥১৩
মধ্যেঽঘোরেশ্বরীং দেবীং তস্যোৎসঙ্গে তু পূজয়েৎ
দণ্ডং শশিকরঞ্চৈব অঙ্কুশং কর্ত্তরী-ধ্বজৌ।
সবিসর্গা পরা দেবী অঘোরা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১৪
আদিবীজং সমুদ্দিশ্য দ্বিতীয়স্য চতুর্থকম্।
ত্রয়োদশেন চাক্রান্তং বহ্নিমেকাদশান্বিতম্ ॥ ১৫
অষ্টমস্যাদিমং রূপং সমস্তস্য চতুর্থকম্।
হকারং ত্রিস্বরাক্রান্তং হুং ফট্‌কারেণ সংযুতম্।
এষা বিদ্যা মহাবিদ্যা নাম্নাঘোরেশ্বরীতি চ।
সকারে পূজিতা দেবী সদ্যঃ প্রত্যয়কারিকা ॥ ১৬
এবং সম্পূজয়েদ্দেবমঘোরং ঘোরনাশনম্ ॥ ১৭

এই চারি বর্ণে হৃদয় ন্যাস; "হ্রীং অঘোরেভ্যঃ" এই চারি অক্ষরে শিরোন্যাস; "হ্রুং ঘোরঘোর-তরেভ্যঃ" এই অষ্ট অক্ষর দ্বারা শিখান্যাস; প্রণব ও "হ্রৈং সর্ব্বতঃ সর্ব্বেভ্যঃ" এই অষ্ট অক্ষর দ্বারা কবচ ন্যাস; "হ্রৌং নমস্তে রুদ্র-রূপেভ্যঃ" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র দ্বারা নেত্রন্যাস; "হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে হস্তন্যাস করিবে। দেহে এইরূপ ন্যাস করিয়া, জটামুকুটভূষণ মাহেশ্বর শরীর কল্পনা করিয়া মন্ত্ররূপ স্মরণ করিবে। বামদেব জ্যেষ্ঠ রুদ্রকে নমস্কার, কলবিকরণ বল-প্রমথনকে নমস্কার, সর্ব্বভূত-দমন মনোন্মননকে নমস্কার, এই মন্ত্রে পুষ্প, ধূপ ও বিলেপন দ্বারা সর্ব্বাভরণপূর্ণ অর্দ্ধেন্দুকৃত-শেখর স্বশরীরে পূজা করিয়া, পশ্চাৎ স্থণ্ডিল বা লিঙ্গে পূজা আরম্ভ করিবে। প্রণব ও "হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ" এই মন্ত্রে অগ্নিকোণে হৃদয় ন্যাস করিবে। প্রণব ও "হ্রীং অঘোরেভ্যঃ শিরসে স্বাহা" এই মন্ত্রে ঈশানকোণে মস্তকে ন্যাস করিবে। প্রণব ও "হ্রুং ঘোরঘোর-তরেভ্যঃ শিখায়ৈ বষট্" এই মন্ত্রে নৈঋর্তকোণে শিখান্যাস করিবে। প্রণব ও "হ্রৈং সর্ব্বতঃ সর্ব্বেভ্যঃ কবচায় নমঃ" এই মন্ত্রে বায়ুকোণে কবচন্যাস করিবে। প্রণব ও "হ্রৌং নমস্তে রুদ্ররূপেভ্যো নেত্রাভ্যাং বষট্" এই মন্ত্রে উপরিভাগে নেত্র ন্যাস করিবে। প্রণব ও "হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে চতুর্দ্দিকে অস্ত্র ন্যাস করিবে। এইরূপ যথাবিধানে ন্যাস করিয়া হৃদয়ে নাদ বিন্দু ও মাত্রাযুক্ত রকার-সমন্বিত হকারের পূজা করিবে। তাহার মধ্যে উৎসঙ্গদেশে অঘোরেশ্বরী দেবীর পূজা করিবে। ১—১৪। দণ্ড, শশিকর, অঙ্কুশ, কর্ত্তরী, ধ্বজধারিণী শ্রেষ্ঠা দেবী অঘোরা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। আদি বীজ অকার, ত্রয়োদশ বীজ ওঙ্কারযুক্ত দ্বিতীয় বীজের চতুর্থ ধকার একাদশ বীজ একার-সংযুক্ত বহ্নি রকার সমস্ত বর্ণের চতুর্থ ঈকারযুক্ত অষ্টমবর্গের প্রথম বর্ণ শকার, তৃতীয় রকার স্বর-ঈকার ও পূর্ব্বে বিসর্গ প্রশংসা করায় তৎসংযুক্ত হকার, হুং এবং ফট্ সমুদায়ে "অঘোরেশী হ্রীং হুং ফট্" এই অঘোরেশ্বরী নাম্নী বিদ্যা মহাবিদ্যা। শক্তি-বীজ সকারে এই দেবী পূজিত হইলে, তৎক্ষণাৎ প্রত্যয়কারিণী হন। এইরূপে ঘোরনাশ-

...পূজয়েদ্‌যস্তু একচিত্তঃ সমাহিতঃ।
...ন্ কামানবাপ্নোতি ইহ লোকে পরত্র চ ॥২০
কপালমালাভরণং চতুর্ভুজং
...ক্ষণং শূলধরাভয়প্রদম্।
ত্রিলোচনং খণ্ডশশাঙ্কধারিণং
ধ্যায়েদ্ধরং যঃ স লভেত ঈপ্সিতম্ ॥ ২১
...গতো নিত্যং যঃ পূজয়তি শঙ্করম্।
...পবিত্রো বা স্বচ্ছন্দস্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥২২
...পুষ্পৈস্তু যো লক্ষং জপ্ত্বা হোমন্তু কারয়েৎ।
...শুচৌ দেশে তস্য প্রত্যক্ষতামিয়াৎ ॥২৩
...ভিমতাং সিদ্ধিমণিমাদিগুণাত্মিকাম্।
...র্যজেল্লক্ষং পশ্চাদ্ধোমং সমারভেৎ ॥২৪
...প্রসন্নতাং গত্বা দেহেনান্তেন শঙ্করঃ।
...ভীপ্সিতাঁল্লোকান্ জরা-মৃত্যুবিবর্জ্জিতান্ ॥২৫
শ্রীপত্রগুগ্‌গুলস্যাপি গুটিকাভিঃ সমাচরেৎ।
...হোমং বিধানেন পাতালে সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥
...যো জপেন্মন্ত্রমঘোরং ক্লেশনাশনম্।
তস্য সর্ব্বাঃ প্রসিধ্যন্তি সিদ্ধয়ো মনসেপ্সিতাঃ ॥২৭
তিলহোমেন নশ্যন্তি গ্রহপীড়াদ্যুপদ্রবাঃ।
সঘৃতশর্করয়া চ আয়ুর্বৃদ্ধির্ভবেদিহ।
ক্ষীরবৃক্ষসমিদ্ভিস্তু সমৃদ্ধিরুপগচ্ছতি ॥ ২৮
সদাঘোরেশ্বরীং দেবীং যো জপেদর্চ্চয়েন্নরঃ।
অঘোরং হি যথাদৈবং দ্বিগুণং তস্য তৎ ফলম্ ॥
যং যং কামমভিধ্যায়ংস্ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্।
তং তং প্রাপ্নোত্যসন্দিগ্ধং দেব্যাশ্চৈব প্রভাবতঃ
জপ্যহোমার্চ্চনেনৈব দেব্যাঃ কর্ম্মণি সাধনে।
বদ্ধাঘোরেশ্বরীং মুদ্রাং দর্শয়েদ্দেবতুষ্টয়ে ॥ ৩১
তাং প্রবক্ষ্যামি বঃ সম্যক্ সর্ব্বসিদ্ধিকরাং শুভাম্
সম্মুখৌ তু করৌ কৃত্বা স্বাঙ্গোঙ্গং গ্রন্থয়েদঙ্গুলীঃ।
উভয়োস্তর্জ্জনীভ্যান্তু সংগৃহ্যানামিকে ॥ ৩৩
সম্‌স্পৃশ্য মধ্যমে চোর্দ্ধমঙ্গুষ্ঠৌ শ্লেষয়েৎ তয়োঃ।
কৃত্বা হ্যধোমুখাং মুদ্রাং ললাটে সন্নিবেশয়েৎ ॥৩৪
বদ্ধৌ কৃত্বা ততো নেত্রে জিহ্বাঞ্চৈব হি চালয়েৎ
সংস্মরেৎ পরমং মন্ত্রং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রবর্ত্তকম্ ॥ ৩৫

...ঘোরের পূজা করিবে। যে নর একচিত্ত ও সমাহিত হইয়া মনে মনে পূজা করে, সে ইহলোকে ও পরলোকে সকল অভীষ্ট লাভ করে। যে নর কপালমালা-বিভূষিত, চতুর্ভুজ, ললাট-নেত্রসম্পন্ন, শূলধারী, অভয়প্রদ, চন্দ্র খণ্ডাবতংস, ত্রিলোচন হরের ধ্যান করে, সে অভীষ্ট লাভ করিতে সক্ষম হয়। অপবিত্রই হউক, আর পবিত্রই হউক, যে নর সকল অবস্থাতে শঙ্করের পূজা করে, সেই পূজাবলে সে পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে শুচি-দেশে একলিঙ্গে লক্ষ জপ করিয়া, বিল্বপুষ্প দ্বারা হোম করে, শঙ্কর তাহার প্রত্যক্ষ হন ও অণিমাদি গুণরূপ অভিমত সিদ্ধি দান করেন। যে কমল দ্বারা লক্ষ পূজা করিয়া, পশ্চাৎ হোম করে, শঙ্কর তন্নিবন্ধন প্রসন্ন হইয়া, তাহাকে অন্য দেহ দান করিয়া জরা-মৃত্যু-বিবর্জ্জিত অভীষ্ট লোক প্রদান করেন। ১৫—২৫। শ্রীপত্র ও গুগ্‌গুল গুটিকা দ্বারা শাস্ত্রানুসারে জপ করিয়া হোম করিলে পাতালে সিদ্ধিলাভ করে। যে সর্ব্বদা ক্লেশনাশন অঘোরমন্ত্রের জপ করে, তাহার মনে অভিলষিত সকল সিদ্ধিই সিদ্ধ হয়। তিলহোম করিলে গ্রহপীড়াদি উপদ্রব নষ্ট হয়। সঘৃত শর্করা দ্বারা হোম করিলে, ইহলোকে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। ক্ষীরবৃক্ষসমিধ্ দ্বারা হোম করিলে সমৃদ্ধি উপস্থিত হয়। অঘোর-দেবের জপ ও পূজার ন্যায় যে নর সর্ব্বদা অঘোরেশ্বরী দেবীর জপ ও পূজা করে, সে অঘোর পূজাফলের দ্বিগুণ ফল লাভ করে। মানব যে যে কাম অভিলাষ করিয়া দেবীর সাধন-কর্ম্মে জপ, হোম, পূজা করে, সেই সকল কাম ভুবনত্রয়ে দুর্লভ হইলেও দেবীপ্রভাবে নিঃসন্দেহ প্রাপ্ত হয়। অঘোরেশ্বরী-মুদ্রা বন্ধন করিয়া, দেবীর তুষ্টি নিমিত্ত দর্শন করাইবে। ২৬—৩১। সেই সর্ব্বকর শুভমুদ্রা যে প্রকার, তাহা তোমাদিগকে বলিতেছি। করদ্বয় সম্মুখ করিয়া স্বকীয় অঙ্গুলিসমূহ গ্রথিত করিবে। উভয় হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা অনামিকাদ্বয় গ্রহণ করিবে। মধ্যমা-দ্বয় উর্দ্ধে সংস্পর্শন করিয়া তাহাতে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় শ্লিষ্ট করিবে। এইরূপে অধোমুখ মুদ্রা করিয়া ললাটে সন্নিবিষ্ট করিবে। নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া জিহ্বাচালন করিবে, অনন্তর সর্ব্বসিদ্ধি-

ততঃ সিধ্যন্তি ভূতানি সদেবাসুরমানুষাঃ।
গ্রহ-বেতাল-ডাকিন্যো দুষ্টাশ্চান্যে সহস্রশঃ॥ ৩৬
প্রলয়ং যান্তি তে সর্ব্বে মৈত্রীমায়ান্তি মানবাঃ।
স্বচ্ছন্দস্য ময়াখ্যাতং পূজনং দিশি সংস্থিতম্॥ ৩৭
লিঙ্গে বা স্থণ্ডিলে বাপি সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
ইহ লোকে পরে স্বর্গং রাজ্যঞ্চৈব লভেন্নরঃ॥৩৮
যথৈব পূজ্যতে শম্ভুর্মন্ত্রৈঃ পঞ্চভিরেব চ।
মুনয়স্তং প্রবক্ষ্যামি স্বর্গমোক্ষকরং পরম্॥ ৩৯
তৎ পুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি।
তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ॥ ৪০
চতুর্থস্তু মহাবক্ত্রং গায়ত্র্যোতন্নিগদ্যতে।
পঞ্চমস্তু তথা বক্ত্রং শৃণুধ্বমেকচিত্তয়া॥ ৪১
ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাম্।
প্রজাপতিব্রহ্মা স্বয়ম্ভুবে ব্রহ্মণে নমঃ॥ ৪২
সদ্যাদির্ভির্যজন্তীহ যে শিবং সর্ব্বকারণম্।
তে মোক্ষমাপ্নুবন্তীহ মুনয়ো মোক্ষকাঙ্ক্ষিণঃ॥৪৩
ঈশানাদিক্রমেণৈব ঈশানমর্চ্চয়ন্তি যে।
তে স্বর্গস্য হি ভোক্তারো মর্ত্যলোকসুখস্য চ॥ ৪৪
পূর্ব্ববক্ত্রং ময়াখ্যাতমূর্দ্ধবক্ত্রং হি তাপসাঃ॥ ৪৫
তস্মাৎ সম্পূজয়েন্নিত্যমেকেনৈব যত্নবান্।
লিঙ্গে বা স্থণ্ডিলে শম্ভুং সর্ব্বকামফলাপ্তয়ে॥ ৪৬

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং পঞ্চব্রহ্মাখ্যানং নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৭॥

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ভুক্তিমুক্তিকরো দেবঃ শঙ্করঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিনামন্ত্রার্চ্চিতঃ শম্ভুঃ কিং পুনর্মন্ত্রসংযুতঃ॥ ১
জ্ঞানং ময়া মুনিশ্রেষ্ঠ কিমেতৎ সকলং জগৎ।
জ্ঞানবান্ মোহিতো দৈবান্মোহো মাং সমুপাশ্রিতঃ।
জানন্তোঽপি ন জানন্তি বিষ্ণুমায়াবিমোহিতাঃ।
লোকঃ সুপ্তো বিবুদ্ধস্তু কথং নিদ্রামুপেযিবান্।৩
আদ্যেন স্বস্য জানাতি মৃত্যুসেনা পতিষ্যতি*।

প্রবর্ত্তক পরমমন্ত্রের স্মরণ করিবে। তাহাতে সর্ব্বভূত সিদ্ধ হয়। দেব, অসুর, মানব, গ্রহ, বেতাল, ডাকিনী এবং সহস্র সহস্র দুষ্ট সত্ত্ব নাশ প্রাপ্ত হয় এবং মানবগণ মৈত্রী প্রাপ্ত হয়। আমি এই দিগবস্থিত পূজ্যগণের পূজন কীর্ত্তন করিলাম; লিঙ্গে অথবা স্থণ্ডিলে এই পূজা করিলে সর্ব্বকামফল প্রাপ্তি হয়। নর এই পূজাফলে ইহলোকে রাজ্য ও পরলোকে স্বর্গ লাভ করে। ৩২—৩৮। হে মুনিগণ! শম্ভু পাঁচটী মন্ত্র দ্বারা যেরূপে পূজিত হন, সেই স্বর্গ ও মোক্ষকর শ্রেষ্ঠ পূজাপ্রকার বলিতেছি। সেই মন্ত্র—"তৎ পুরুষায়" ইত্যাদি। চতুর্থ মহাবক্ত্র এবং পঞ্চম বক্ত্র এই গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য। "ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাম্" ইত্যাদি মন্ত্রে সর্ব্বকারণ শিবকে সদ্যজাতাদিক্রমে যাঁহারা পূজা করেন, তাঁহারা মোক্ষপ্রাপ্ত হন। যাঁহারা ঈশানাদিক্রমে শিবপূজা করেন, তাঁহারা স্বর্গ ও মর্ত্যলোকে সুখভোগ করেন। হে তপোধনগণ! পূর্ব্ববক্ত্র এবং উর্দ্ধবক্ত্রের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। সর্ব্বকামফল প্রাপ্তির জন্য প্রযতচিত্ত হইয়া লিঙ্গে অথবা স্থণ্ডিলে নিত্য শিবপূজা করিবে। ৩৯—৪৬।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৭॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—মন্ত্র ব্যতীতও শঙ্করের পূজা করিলে তিনি ভোগ ও মুক্তি প্রদান করেন; মন্ত্রের সহিত পূজা করিলে যে কি ফল দান করেন, তাহা কি বলিব! এই সমস্ত জগৎ কিরূপ, এই জ্ঞান আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও দৈবক্রমে মোহিত হন, মোহযুক্ত আমি ত মুগ্ধ হইতেই পারি। মানব বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত হইয়া জ্ঞানবান্ হইলেও কিছুই জানিতে পারে না; জাগরিত হইয়াও মোহবশে নিদ্রিত হয়। পূর্ব্বোৎপন্ন অনু-

---

* মৃত্যুঃ সমাগমীষ্যতীতি পাঠান্তরম্।

...তে ধর্ম্মে মোক্ষং প্রতি মহামুনে ॥ ৪
...সর্ব্বং সমাখ্যাহি মানুষাণাং হিতার্থতঃ ॥ ৫
সনৎকুমার উবাচ।
...ভূতাত্মকং সর্ব্বং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্।
...কর্ম্মবশগাঃ সর্ব্বে প্রাণিনঃ সম্ভবন্ত্যতঃ ॥ ৬
আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ শ্বপদাচরাণাম্ *।
জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিশ্চ তুল্যাঃ
স্বকর্ম্মবদ্ধাঃ প্রভবন্তি নিত্যম্ ॥ ৭
ন যৎকৃতেনাপি যথা তথাপি
ভাবস্তদা জ্ঞানবতাং নরাণাম্।
প্রয়ান্তি সম্যগ্বিধিনা স্বকর্ম্ম
চতুর্ব্বিধা ভূতগণা নৃলোকে ॥ ৮
ভবন্তি যান্তীহ পুনর্ব্বিনাশং
প্রবুধ্যমানা ন হি চোদ্বিজন্তে।
সংসরন্তো বহুদুঃখখিন্নাঃ
কৃত্বেহ পাপং নিরয়ে প্রয়ান্তি ॥ ৯

তে স্থাবরত্বং নিরয়াবতীর্ণা-
স্তির্য্যক্ত্বমিচ্ছন্তি পুনঃ সমগ্রম্।
পশ্চাৎ তথা মানুষতাং কুযোনিং
স্তবং ন কুর্ব্বন্তি যদা স্বধর্ম্মৈঃ ॥ ১০
শিবে গুরৌ বাপি হি মুক্তিহেতোঃ
স্বকর্ম্মবদ্ধাস্তু ভবে নিমগ্নাঃ।
যথা জলে বুদ্বুদবৎ ক্ষণাদ্ধি ॥ ১১
দেব্যুবাচ।
পঞ্চব্রহ্মবিধানন্তু মানুষাণাং হিতার্থতঃ।
পুনঃ পৃচ্ছামি দেবেশ কথয়স্ব প্রসাদতঃ ॥ ১২
ঈশ্বর উবাচ।
কথয়ামি শৃণুষেদং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্।
ঈশানস্য সুভক্তানামিহামুত্র ফলপ্রদম্ ॥ ১৩
কপিলাপঞ্চগব্যেন স্নাত্বা জপ্ত্বাষ্টকং নরঃ।
জুহুয়াদষ্টসাহস্রং তিলৈর্মুচ্যেত পাতকৈঃ ॥ ১৪
তথোদকেন সম্পূর্য্য কুম্ভং জপ্ত্বা শতং শতম্।
দিনে দিনে তু সংস্নায়াৎ স লক্ষ্যা পুত্রবান্ ভবেৎ
দেবস্য দক্ষিণামূর্ত্তের্জপেদাস্তমনাদ্রবেঃ।
অষ্টাবেব সহস্রন্তু হুত্বা সর্ব্বোপপাতকৈঃ ॥ ১৬

...মানব জানিতে পারে যে, মৃত্যু-সৈন্য ...গাদি উপস্থিত হইবে। হে মহামুনে! ...পি কেন মোক্ষ নিমিত্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে চেষ্টা ...না? আপনি মানবগণের হিত নিমিত্ত ...সকল বলুন। সনৎকুমার কহিলেন,—...এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ পঞ্চভূতাত্মক; ...হইতে সকল প্রাণীই স্ব স্ব কর্ম্মের বশ হইয়া ...ভূত হয়। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, প্রাণী ...ত্রেরই তুল্য; জ্ঞানহীন পশু মানবেরা ...কর্ম্ম-বদ্ধ হইয়া নিত্য সম্ভূত হয়। জ্ঞানী ...মানবেরা কর্ম্ম করিলেও তাহাতে সংসার-বদ্ধ ...না। কিন্তু জ্ঞান না হইলে চতুর্ব্বিধ ...প্রাণীই প্রকৃতি অনুসারে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে ...হয়। জলবুদ্বুদবৎ সংসার-সাগরে বিদ্য-...মান যে সব লোক মুক্তির জন্য শিব বা গুরুকে ...ধর্ম্ম অনুসারে গুরু না করে; উৎপন্ন হয়, ...নষ্ট হয়, বুঝিয়াও দুঃখ বুঝে না, এইরূপে ...সংসারে গমনাগমনকারী সেই সব বহুদুঃখ-পীড়িত জীব পাপ করিয়া নরকে যায়। নরকোত্তীর্ণ হইয়া সমগ্র স্থাবরযোনি ও তির্য্যক্-যোনি ভোগের পর অধম-মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হয়। দেবী কহিলেন,—হে দেবেশ! আমি মানবের হিত নিমিত্ত পুনর্ব্বার পঞ্চযজ্ঞ-বিধান জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহা বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—আমি সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়ক, ঈশান-ভক্তগণের ইহলোক ও পর-লোক-ফলপ্রদ পঞ্চব্রহ্ম-বিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর। কপিলা-গোর পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইয়া আটবার জপ করিয়া তিল দ্বারা অষ্টাধিক সহস্র হোম করিলে পাতক হইতে মুক্ত হয় এবং জল দ্বারা কুম্ভ পূর্ণ করিয়া অযুত জপ করিয়া প্রতি দিন ঐ জলে স্নান করিলে লক্ষ্মীযুক্ত ও পুত্রবান্ হয়। প্রাতঃকাল হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দেবের দক্ষিণামূর্ত্তির জপপূর্ব্বক অষ্ট সহস্র হোম করিলে সকল উপপাতক

* সকলং নরাণামিতি কচিৎ পাঠঃ।

গুগ্‌গুলস্য গুটীঃ কৃত্বা পঞ্চামৃতেন মিশ্রিতাঃ।
হুত্বাগ্নৌ বশ্যতাং যান্তি যক্ষ-রাক্ষস-মানুষাঃ॥ ১৭
সংগ্রামে জয়মাপ্নোতি ন ক্লেশৈরভিভূয়তে।
উপসর্গে ত্রিরাত্রস্তু দেবস্য দক্ষিণে স্থিতঃ॥ ১৮
জপ্ত্বা চাষ্টসহস্রন্তু জুহুয়াৎ সমিধস্ততঃ।
দধি-মধু-ঘৃতাক্তাস্তু হুত্বা শান্তির্ভবেদিহ॥ ১৯
কপিলায়াঃ সবৎসায়া দধ্যাজ্যমধুসংযুতম্।
সহস্রমোদনং হুত্বা সুপুত্রানীপ্সিতান্ লভেৎ॥২০
গুগ্‌গুলং ঘৃতসংমিশ্রং হুত্বা চাষ্টসহস্রকম্।
সর্ব্বে বশ্যা ভবন্তীহ হুত্বা শতসহস্রকম্॥ ২১
পদ্মাদীনি নিধানানি প্রাপ্নোতি মুচ্যতে তথা।
হত্যয়া ব্রাহ্মণস্যেহ শিবসাযুজ্যতামিয়াৎ॥ ২২
ভিক্ষাহারোঽভিমন্ত্র্যাপো যঃ শিবায় প্রদাপয়েৎ।
বিল্বং বা বিল্বপত্রং বা সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ
পঞ্চগব্যাগ্নিষ্টোমস্য তীর্থাভিঃ সর্ব্বজাতিকম্।
সকুশৈঃ সর্ব্বগন্ধৈশ্চ সর্ব্বাভয়ফলং লভেৎ॥ ২৪
সুধনী শতহোমেন সতিলেন ঘৃতেন হি।
ব্রীহিভিস্তু কুলে তস্য ন দরিদ্রোঽভিজায়তে॥২৫

জপ্ত্বা চাষ্টশতং বিদ্বান্ ব্রজেৎ ক্ষেমী সদা পথি।
দুর্গে ভয়াকুলে নদ্যাং ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ॥২৬
আদিত্যাভিমুখো ভূত্বা ঊর্দ্ধবাহুঃ শিবার্চ্চকঃ।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি নশ্যন্ত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ২৭
সলিলস্থঃ সপ্ত দিনান্যব্ভক্ষণাদ্বিশুধ্যতি।
সুরাপানাচ্ছকৃন্মূত্রাৎ স্তেয়াৎ শ্বশুরুদারগাৎ॥২৮
মুচ্যতে পাতকাৎ সদ্যো নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
রাজ্ঞাং প্রতিগৃহীত্বা তু শূদ্রান্নং বহুধা হুদন্॥ ২৯
ত্রিসন্ধ্যঞ্চ জপেন্নিত্যং মাসেনৈকেন শুধ্যতি।
গজ-সিংহ-বরাহেষু শত্রু-রাজকুলেষু বা॥ ৩০
ন ভয়ং বিদ্যতে তস্য মনসা যো জপেদথ।
মনসা যো জপেন্মন্ত্রং ঈশানং ধ্যানমাস্থিতঃ॥ ৩১
দেহেনানেন সংসিদ্ধঃ প্রয়াতি পরমং পদম্।
কৃত্বা সুদুষ্কৃতং দেবি মন্ত্রেণানেন মাং স্মরেৎ॥ ৩২
বিমুক্তঃ পাতকৈঃ সর্ব্বৈর্ম্মন লোকে মহীয়তে॥ ৩৩

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং পঞ্চব্রহ্মমাহাত্ম্যকথনং নাম অষ্ট-ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৮॥

হইতে মুক্ত হয়। পঞ্চামৃত মিশ্রিত গুগ্‌গুলের গুটিকা প্রস্তুত করিয়া অগ্নিতে হোম করিলে যক্ষ, রাক্ষস ও মানব বশীভূত হয়, সংগ্রামে জয়লাভ করে, ক্লেশ দ্বারা অভিভূত হয় না। উপসর্গ উপস্থিত হইলে ত্রিরাত্র দেবের দক্ষিণে অবস্থানপূর্ব্বক অষ্ট সহস্র জপ করিয়া দধি, মধু ও ঘৃতাক্ত সমিধ্ দ্বারা ঐ পরিমিত হোম করিলে শান্তি লাভ করে। সবৎসা কপিলার দধি, ঘৃত ও মধু সংযুক্ত ওদন দ্বারা সহস্র হোম করিলে অভিলষিত সুপুত্র লাভ করা যায়। ১—২০। ঘৃত-মিশ্রিত গুগ্‌গুল দ্বারা সহস্র হোম করিলে ইহলোকে সকলেই বশীভূত হয়। লক্ষ হোম করিলে পদ্মাদি নিধি লাভ করে এবং ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত ও শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ভিক্ষাহার হইয়া মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক জল, বিল্বফল বা বিল্বপত্র মহাদেবকে প্রদান করে, সে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ করে। তিল ও ঘৃতযুক্ত সুধনী নামক ধান্যবিশেষ ও ব্রীহি দ্বারা হোম করিলে তাহার কুলে দরিদ্র হয় না। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অষ্টাধিক শতবার জপ করিয়া মঙ্গলবান্ হইয়া ভয়াকুল দুর্গমপথ ও নদীতে গমন করিবে। তাহার কুত্রাপি ভয় হইবে না। আদিত্যাভিমুখ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া শিবার্চ্চন করিলে তাহার ব্রহ্মহত্যাদি পাপ নিঃসংশয় বিনষ্ট হয়। সাতদিন সলিলস্থ হইয়া জলমাত্র পান করিয়া, শিবার্চ্চন করিলে সুরাপান, বিষ্ঠামূত্র-ভোজন, স্তেয় ও বিমাতৃগমনের পাপ হইতে বিশুদ্ধ হয়। বহুবার রাজপ্রতিগ্রহ ও শূদ্রান্ন ভোজনকারী, একমাস নিরাহার ও ইন্দ্রিয় জয়পূর্ব্বক নিত্য ত্রিসন্ধ্য জপ করিলে সদ্যঃপাতক হইতে মুক্ত, অতএব বিশুদ্ধ হয়। যে মনে মনে জপ করে, তাহার গজ, সিংহ, বরাহ, শত্রু ও রাজকুলে ভয় থাকে না। যে ধ্যান অবলম্বন পূর্ব্বক মনে মনে ঈশানকে ধ্যান করে, সে এই দেহেই সিদ্ধ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়। হে দেবি! দুষ্কৃত আচরণ করিয়া এই মন্ত্র দ্বারা আমাকে স্মরণ করিলে, সর্ব্ব

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শঙ্কর উবাচ।

তৎপুরুষস্য বক্ষ্যামি ফলং তচ্ছৃণু সুব্রতে।
বিল্বোদুম্বরয়োস্ত্বা সমিচ্ছত সহস্রকম্॥ ১
ব্রহ্মহত্যাবিনির্ম্মুক্তো মন্ত্রেণানেন সুব্রতে।
গৃহীত্বা দক্ষিণে কর্ণে অজাং রাত্রৌ সুনির্ভয়ঃ॥২
লিঙ্গস্য দক্ষিণামূর্ত্তের্মাসমেকন্তু যক্ষিণী।
সমাগত্য সুরূপাঢ্যা সর্ব্বান্ কামান্ প্রযচ্ছতি॥৩
করবীরস্য পুষ্পাণি ঘৃতযুক্তানি জুহ্বতঃ।
নাম্না স্ত্রীবশমায়াতি সপ্তরাত্রাৎ তদগ্রতঃ॥ ৪
কর্ণিকারস্য পুষ্পাণাং দেব-গন্ধর্ব্বযোষিতঃ।
সমাগম্য দদন্তীষ্টং মনসো বৎসরার্দ্ধতঃ॥ ৫
প্রতিদিনং জপেদ্‌যস্তু লিঙ্গমাশ্রিত্য যত্নতঃ।
দেহেনানেন মেধাবী দেবি মাং প্রতিপদ্যতে॥ ৬
আদিত্যাভিমুখো ভূত্বা জপন্ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
সলবণাংস্তিলান্ হুত্বা বশমানয়তে রিপূন্॥ ৭
সঘৃতেন যশঃকামী সদূর্ব্বয়ায়ুরেব চ।
মার্জ্জনেনাময়ান্ হন্তি সর্ষপে রক্ষণং সদা॥ ৮
চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে তু জপেদষ্টসহস্রকম্।
লিঙ্গস্য দক্ষিণামূর্ত্তেঃ স কামানীপ্সিতাঁল্লভেৎ॥ ৯
সততং জপতে যো বৈ বর্ষং বর্ষার্দ্ধমেব চ।
ক্ষিপ্রসিদ্ধিং দদত্যাশু স্বয়মাগত্য কন্যকা॥ ১০
দেবস্য দক্ষিণামূর্ত্তের্জপেদ্বা সততং সুধীঃ।
বৎসরাদহমেবাসৌ সিদ্ধিং যচ্ছামি বর্ণিনি॥ ১১
পঞ্চগব্যকৃতাহারো জপন্ স্বমনুগচ্ছতি।
মিতাশী যো জপেন্নিত্যং মোক্ষং যাতি ন সংশয়ঃ
পর্ব্বণ্যেব জপেদ্‌যস্তু সর্ব্বক্রতুফলং লভেৎ।
সর্ব্বে সত্ত্বা বশমীয়ুঃ শ্মশানে জপতঃ শুভে॥১৩
শান্তিকামো লভেদ্ধুত্বা শান্তিন্তু সিতসর্ষপান্।

পাতক হইতে মুক্ত হইয়া, আমার লোকে পূজিত হয়। ২১—৩৩।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৮॥

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

শঙ্কর কহিলেন,—হে সুব্রতে দেবি! আমি তৎপুরুষ মন্ত্রের ফল বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই তৎপুরুষ মন্ত্র দ্বারা বিল্ব বা উডুম্বরের লক্ষহোম করিলে ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়। নির্ভয় হইয়া রাত্রিকালে অজার দক্ষিণ কর্ণ গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণামূর্ত্তি লিঙ্গের জপ করিলে সুরূপসম্পন্না যক্ষিণী আগমন করিয়া সকল অভীষ্ট দান করে। যে স্ত্রীর প্রতি বশীকরণ করিবে, সেই স্ত্রীর নাম উচ্চারণপূর্ব্বক করবীর পুষ্প ঘৃতযুক্ত করিয়া হোম করিলে, সেই স্ত্রী সাতদিনের মধ্যে তাহার নিকট বশীভূত হইয়া আগমন করে। কর্ণিকার-পুষ্প দ্বারা হোম করিলে, দেব-গন্ধর্ব্ব-রমণীগণ বৎসরার্দ্ধমধ্যে আগমন করিয়া মনের অভিলষিত দান করে। হে দেবি! যত্নপূর্ব্বক লিঙ্গ আশ্রয় করিয়া যে প্রতিদিন জপ করে, সেই মেধাবী এই দেহেই আমাকে প্রাপ্ত হয়। আদিত্যাভিমুখ হইয়া জপ করিলে পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। লবণযুক্ত তিলহোম করিলে রিপুকে বশীভূত করা যায়। ১—৭। যশঃকামী ঘৃত ও তিল দ্বারা হোম করিবে। দূর্ব্বাযুক্ত তিল দ্বারা হোম করিলে আয়ু লাভ হয়। মার্জ্জন দ্বারা হোম করিলে পীড়া নাশ হয়। সর্ষপ দ্বারা হোম করিলে সর্ব্বদা রক্ষা হয়। চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণে দক্ষিণামুর্ত্তি লিঙ্গের অষ্টাধিক সহস্র জপ করিলে, ঈপ্সিত কাম লাভ করিতে সমর্থ হয়। যে নর একবৎসর বা তদূর্দ্ধকাল সর্ব্বদা জপ করে, পূর্ব্বোক্ত যক্ষিণী আগমন করিয়া তাহাকে শীঘ্র সিদ্ধিদান করে। সুবুদ্ধি মানব একবৎসর সর্ব্বদা দক্ষিণা-মূর্ত্তি দেবের জপ করিলে আমিই তাহাকে সিদ্ধিদান করি। পঞ্চগব্যাহার হইয়া জপপরায়ণ হইলে, পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়। পরিমিত আহারপূর্ব্বক যে নিত্য জপ করে, সে নিশ্চয় মোক্ষ লাভ করে। যে নর পুর্ব্বকালে জপ করে, সে সকল যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। হে শুভে! শ্মশানে জপনিরত মানবের সকল প্রাণীই বশীভূত হয়। শান্তিকাম ব্যক্তি সিত-

রক্তপুষ্পৈর্বশে কার্য্যে কৃষ্ণপুষ্পৈস্তু মারণে ॥ ১৪
বিদ্বেষে পীতপুষ্পাণি ধূম্রাণ্যুচ্চাটনে তথা।
এতদেব জপেৎ সর্ব্বং মন্ত্রং সর্ব্বার্থসাধকম্ ॥ ১৫
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ শিবং যাতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৬

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং তৎপুরুষবিধানমন্ত্রকথনং নামৈকোন-চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শঙ্কর উবাচ।

ন তিথির্ন চ নক্ষত্রং নোপবাসো বিধীয়তে।
অঘোরস্মরণাদ্দেবি সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ১
স্নাত্বাদৌ পঞ্চগব্যেন শিবমভ্যর্চ্চ্য মন্ত্রতঃ।
জপেদযুতমেকন্তু সহস্রং জুহুয়াদ্‌ঘৃতম্ ॥ ২
পুরশ্চরণমেতৎ তু ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ।
মণ্ডুকস্য বসাং গৃহ্য চতুর্দ্দশ্যামথাষ্টমীম্ ॥ ৩
দেবস্য দক্ষিণে স্থিত্বা জপ্ত্বা চাষ্টসহস্রকম্।
বর্ত্তিকাং পদ্মসূত্রস্য কপালকৃতকজ্জলম্ ॥ ৪
তেনৈবাঞ্জিতনেত্রস্তু অদৃশ্যো জায়তে নরঃ।
কুসুম্ভতৈলমথবা পূর্ব্বেণ বিধিনা কৃতম্ ॥ ৫
বর্ত্তিং কৃত্বার্কসূত্রস্য কজ্জলং গৃহ্য যত্নতঃ।
তেনৈবাঞ্জিতনেত্রস্তু অদৃশ্যো ভবতি ক্ষণাৎ ॥ ৬
ব্রহ্মেন্দ্রবিষ্ণুলোকাংস্তু দেহেনানেন গচ্ছতি।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী চ দিব্যরূপস্তু জায়তে ॥ ৭
শ্রোতাঞ্জনং সমাদায় প্লক্ষপাত্রে সুসপ্তভিঃ।
পিধায় হবনং কুর্য্যাৎ কৃষ্ণয়া বা সিতৈস্তিলৈঃ ॥ ৮
অযুতং জিতনেত্রস্তু সোঽদৃশ্যঃ প্রচরেন্মহীম্।
তথা গোরোচনাং গৃহ্য সহস্রেণাভিমন্ত্রিতম্ ॥ ৯
শিবস্যৈব হি নির্ম্মাল্যং সহস্রেণাভিমন্ত্রিতম্।
ধূপনং তেন রক্ষাংসি ভূত-বেতাল-সুগ্রহাঃ ॥ ১০
বিনায়কাস্তু ডাকিন্যো জ্বরাপস্মারসম্ভবাঃ।
নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥ ১১
শ্মশানমধ্যমাস্থায় শবং গৃহ্য রুজা কৃতম্।

সর্ষপ দ্বারা হোম করিলে, শান্তিলাভ করে। বশীকরণ-কার্য্যে রক্ত পুষ্প দ্বারা, মারণে কৃষ্ণ-পুষ্প দ্বারা, বিদ্বেষে পীতপুষ্প দ্বারা, উচ্চাটনে ধূম্রপুষ্প দ্বারা হোম করিবে। এই সর্ব্বার্থ-সাধক সকল মন্ত্র জপ করিলে সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া শিবকে লাভ করে, ইহাতে সংশয় নাই। ৮—১৬।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ অধ্যায়।

শঙ্কর কহিলেন,—হে দেবি! অঘোর স্মরণে তিথি, নক্ষত্র বা উপবাস বিহিত নাই, অঘোর স্মরণ মাত্রেই সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়। প্রথমে পঞ্চগব্যে শিবকে স্নান করাইয়া মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর অযুত জপ ও সহস্র ঘৃতহোম করিবে। এই পুরশ্চরণ ত্রৈলোক্য বশীভূত করিতে পারে। চতুর্দ্দশী অথবা অষ্টমীতে মণ্ডুকের বসা গ্রহণপূর্ব্বক দেবের দক্ষিণে অবস্থান করত অষ্টোত্তর সহস্র জপ করিয়া, পদ্মসূত্রের বর্ত্তিকা গ্রহণ করিয়া, নর-কপালে কজ্জল প্রস্তুত করিয়া, তাহা দ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে, মানব অদৃশ্য হয়। অথবা মণ্ডুকের বসায় অর্কসূত্রের বর্ত্তি করিয়া কুসুম্ভ-তৈলের কজ্জল যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, তাহা দ্বারা নেত্র অঞ্জিত করিলে, ক্ষণ-কাল মধ্যে অদৃশ্য হয়। এই দেহেই ব্রহ্ম ইন্দ্র ও বিষ্ণুলোকে গমন করিতে শক্ত ও সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও দিব্যরূপ হয়। শ্রোত অঞ্জন প্লক্ষপাত্রে গ্রহণ করিয়া, উত্তম কার্পাস-সূত্র দ্বারা নেত্র আবৃত করিয়া, কৃষ্ণ অনলক ও কৃষ্ণ তিল দ্বারা অযুত হোম করিলে, সকলের চক্ষুকে বঞ্চনা করিয়া, অদৃশ্য হইয়া, পৃথিবীতে বিচরণ করিতে পারে এবং সহস্র বার অভি-মন্ত্রিত গোরোচনা গ্রহণ করিয়া এবং সহস্র বার অভিমন্ত্রিত শিবনির্ম্মাল্য গ্রহণ করিয়া, তাহা দ্বারা ধূপ করিলে রাক্ষস, ভূত, বেতাল, সগ্রহ বিনায়ক, ডাকিনী, জ্বর, অপস্মার সম্ভব সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয়, ইহা আমি সত্য সত্য

শবং স্নাপ্য গন্ধতোয়ৈঃ স্থাপয়েন্মণ্ডলে বুধঃ ॥ ১২
গন্ধপুষ্পৈরলঙ্কৃত্য চ্ছাদয়েচ্ছুক্লবাসসা।
শবে হস্তং সমাধায় কৃষ্ণাং চতুর্দ্দশীমনু ॥ ১৩
কপিলানবনীতেন ম্রক্ষেদষ্টশতং সুধীঃ।
এবং তজ্জপতো বেগাৎ সমুত্তিষ্ঠতি নির্ভয়ঃ ॥১৪
ব্রবীতি কিং দদামীতি সিদ্ধোঽস্মীত্যহমেব তে।
ইত্যুক্তশ্চেপ্সিতান্ কামান্ ব্রবীতি তত্র সাধকঃ॥
স দত্ত্বা পততে ভূমৌ নিশ্চেষ্টো জায়তে ক্ষণাৎ।
তালকং করবীরস্য রসেন পরিম্রক্ষয়েৎ ॥ ১৬
কৃষ্ণাং কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং জপন্নষ্টসহস্রকম্।
লিঙ্গস্য দক্ষিণে স্থিত্বা তেনৈবাঙ্গং সমালভেৎ ॥১৭
অদৃশ্যো জায়তে সদ্যো যথেষ্টং গচ্ছতীতি হ।
দেবস্য দক্ষিণামূর্ত্তৌ স্থিত্বা লক্ষং জপেদ্যদি ॥১৮
দশাংশেন তথা হোমং বিল্বৈঃ প্রকুরুতে তু যঃ।
ত্রিবিধা জায়তে সিদ্ধির্বিষদৃষ্ট্যা ভবন্তি হি ॥ ১৯
জ্বরাদীনাময়ান্ সর্ব্বানপি কীটপতঙ্গকান্।
সততং হি জপেদ্যস্তু তন্নাস্তি যন্ন সাধয়েৎ ॥ ২০
পাতালস্বর্গপুটকান্ দেহেনানেন গচ্ছতি।
ব্রহ্মচর্য্যেণ বৈ মাসং পঞ্চগব্যকৃতাশনঃ ॥ ২১
জপ্ত্বা তু সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া।
একলিঙ্গং সমাশ্রিত্য জপেন্মূলফলাশনঃ ॥ ২২
ভিক্ষাহারোঽপি ষণ্মাসাৎ প্রত্যক্ষং মাং স পশ্যতি
যানি কানি চ পাপানি ঘোরাণি বিবিধানি চ ॥ ২৩
শতজাপেন দেবেশি ভস্মসাদ্যান্তি নিত্যশঃ।
ইত্যঘোরকল্পঃ ॥
শৃণু ত্বং বামদেবস্য কথয়িষ্যামি সুব্রতে ॥ ২৪
লিঙ্গস্য দক্ষিণামূর্ত্তের্জপেদষ্টসহস্রকম্।
পঞ্চগব্যেন চ স্নাত্বা জুহুয়াদযুতং পুনঃ ॥ ২৫
শ্বেতপুষ্পৈঃ সুরক্তৈর্বা পীতৈশ্চৈব হি শোভনৈঃ
পুরশ্চরণকং কৃত্বা ততঃ সিধ্যতি নান্যথা ॥ ২৬
ত্রিরাত্রং সমুপোষ্যাথ ভাসস্যাস্থি সুমন্ত্রয়েৎ।

বলিতেছি। ১—১১। পণ্ডিত সাধক শ্মশান মধ্যে কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে রোগ-মৃত শব গ্রহণ-পূর্ব্বক গন্ধতোয়ে তাহাকে স্নান করাইয়া, মণ্ডল মধ্যে স্থাপন করিবে। অনন্তর গন্ধ-পুষ্পে তাহাকে অলঙ্কৃত করিয়া, শুক্লবস্ত্রে আচ্ছাদন করিবে। অনন্তর সেই শবে হস্ত দিয়া কপিলা-গোর নবনীত ম্রক্ষণ করাইয়া অষ্টাধিক শত জপ করিলে, সেই শব নির্ভয় হইয়া বেগে উত্থিত হয় এবং বলে, "আমি সিদ্ধ হইয়াছি, তোমার কোন্ কার্য্য করিব ?" সাধক এইরূপ উক্ত হইয়া, আপনার যাহা অভিলাষ, বলিবে। শব সাধকের অভীষ্ট দান করিয়া ভূমিতে পতিত ও ক্ষণকাল মধ্যে নিশ্চেষ্ট হয়। কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে করবীর-রসে হরিতাল ম্রক্ষিত করিয়া লিঙ্গের দক্ষিণ দিকে থাকিয়া, অষ্টোত্তর সহস্র জপ করত সেই হরিতাল দ্বারা অঙ্গের সমালভন করিলে তৎ-ক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া যথেষ্ট গমন করিতে পারে। দক্ষিণামূর্ত্তি দেবের সন্নিধানে থাকিয়া যদি লক্ষ জপ করে ও তাহার দশাংশ বিল্বপত্র দ্বারা যে হোম করে, তাহার ত্রিবিধ সিদ্ধি হয় এবং নেত্রবিষযুক্ত হওয়ায় জ্বরাদি রোগ হইতে পারে না। যে সর্ব্বদা জপ করে, সে জ্বরাদি সমুদয় রোগ, কীটপতঙ্গগণ সাধন করিতে পারে, অধিক কি, সে যাহা সাধন করিতে পারে না, এমন বস্তুই নাই। এই দেহেই পাতাল স্বর্গ প্রভৃতি স্থানে গমন করিতে পারে। এক মাস ব্রহ্ম-চর্য্যপূর্ব্বক পঞ্চগব্য-ভোজী হইয়া জপ করিলে, ব্রহ্মহত্যা ও সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। একলিঙ্গকে আশ্রয় করিয়া ছয় মাস ফল-মূল বা ভিক্ষা-লব্ধ ভোজনপূর্ব্বক জপ করিলে আমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পারে। হে দেবেশ্বরি! নিত্য শত জপ করিলে যে কোন বিবিধ ঘোর পাপসমূহ ভস্মসাৎ হয়। ১২—২৪।

অঘোর-কল্প সমাপ্ত।

হে সুব্রতে! আমি বামদেব-কল্প বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। দক্ষিণামূর্ত্তি লিঙ্গের অষ্টো-ত্তর সহস্র জপ করিবে। অনন্তর পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইয়া শোভন শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ বা পীতবর্ণ পুষ্প দ্বারা অযুত হোম করিবে। এই-রূপ পুরশ্চরণ করিলে তাহার সিদ্ধি হইবে, অন্যপ্রকারে হয় না। অনন্তর ত্রিরাত্র উপবাস

বাহৌ বদ্ধা ত্বদৃশ্যত্বং কুরুতে ভূত-রাক্ষসান্ ॥ ২৭
মানুষাদীন্ শুক্রেব্যাদান্ বশিত্বং নাত্র সংশয়ঃ।
কপিলাগোময়েনৈব কৃত্বা পুত্তলিকাং শুভম্ ॥ ২৮
মন্ত্রেণানেন সংস্থাপ্য ঘৃতস্থৈবাহুতীর্হুনেৎ।
নাম্নামষ্টৌ সহস্রাণি যক্ষিণী রাক্ষসী তথা ॥ ২৯
স্ত্রিয়ং বাপ্যানয়ত্যাশু নাত্র কা । বিচারণা।

সুরভিপুষ্পাণি সুগন্ধিতান্যষ্টৌ সহস্রাণি দেবস্যোপরি নিধাপয়েৎ। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি ॥ ৩০

যবব্রীহিহোমেণ ধনপতির্ভবতি।
শতসহস্রং জপ্ত্বাত্র লিঙ্গমূর্দ্ধনি নিক্ষিপেৎ ॥ ৩১
ততঃ শ্রীঃ স্বয়মাগত্য সর্ব্বান্ কামান্ দদাতি চ।

নাগপুষ্পপুন্নাগাশোকপাটলাকর্ণিকারাদীনি কথিতানি ॥ ৩২

অথ সর্গস্য ঘৃতমধুমিশ্র.হুতিসহস্রং জুহুয়াৎ। অর্থলাভো ভবতি ॥ ৩৩

সূত্রেণ রক্ষাং করোতি সর্বপৈঃ সর্ব্বগ্রহেভ্যো মুক্তাপয়তি ॥ ৩৪

লঘুভির্দিশাং বন্ধনং করোতি। উদকেন বশমানয়তি ॥ ৩৫

সর্ব্বপুষ্পাভিষেকং কৃত্বাত্মানমভিষিঞ্চেৎ। লক্ষ্মীং নাশয়তি ॥ ৩৬

তগরমল্লিকাকুন্দাশোকসৌগন্ধিকাভিষেকেন শ্রীর্ভবতি। গতং রাজ্যং সমানয়তি ॥ ৩৭

প্রতিপদারভ্য সর্ব্বশুক্লপুষ্পাণাং প্রতিদিনমষ্টসহস্রং জুহুয়াৎ। পৌর্ণমাসী যাবৎ ততো ভবানীশ্বরঃ ॥ ৩৮

সর্ব্বকামাবাপ্তিং দদাতি বামদেবো ভগবানায়ুঃপ্রদঃ কামপ্রদশ্চেতি ॥ ৩৯

সংগ্রামে শস্ত্রসন্নদ্ধপুরুষমভিমন্ত্রয়েৎ। সর্ব্বত্রাপরাজিতো ভবতি ॥ ৪০

সুগন্ধগন্ধৈর্ভগবন্তং বিলিপ্য সুগন্ধপুষ্পৈরভ্যর্চ্চ্যাষ্টশতং জুহুয়াৎ। স কর্ম্ম কুর্ব্বাণো লক্ষ্মীবান্ ভবতি ॥ ৪১
তপতে বর্ষতে চৈব এষ দেবো মহেশ্বরঃ।
সৃজতে সর্ব্বভূতানি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদো হরঃ ॥ ৪২

ইতি বামদেবকল্পঃ।

করিয়া ভাস-পক্ষীর অস্থি মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত করিবে। সে অস্থি বাহুতে বন্ধন করিলে ভূত, রাক্ষস, মনুষ্যাদি, শুক্র ও মাংসভোজীদিগের অদৃশ্য হয় এবং বশিত্ব লাভ করে, সংশয় নাই। কপিলা-গোময় দ্বারা পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া বামদেব-মন্ত্রে স্থাপনপূর্ব্বক ঘৃত দ্বারা হোম করিবে, অষ্টোত্তর সহস্র নাম জপ করিলে যক্ষিণী ও রাক্ষসী স্ত্রী আনয়ন করে, সন্দেহ নাই। উত্তম চন্দনযুক্ত আট সহস্র সুরভি পুষ্প দেবের উপরে দান করিলে সকল অভীষ্ট প্রাপ্ত হয়। যব ও ব্রীহি দ্বারা হোম করিলে ধনপতি হয়। লক্ষ জপ করিয়া লিঙ্গমস্তকে সুরভিপুষ্প নিক্ষেপ করিলে স্বয়ং লক্ষ্মী আগমন করিয়া সকল অভীষ্ট দান করেন। নাগপুষ্প, পুন্নাগ, অশোক, পাটল, কর্ণিকার প্রভৃতি পুষ্প, সুরভি পুষ্প বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সৃষ্টিবীজযুক্ত বামদেব মন্ত্র দ্বারা ঘৃত-মধুমিশ্র সহস্র আহুতি দান করিলে অর্থলাভ হয়। মন্ত্রিত সূত্রবেষ্টন দ্বারা রক্ষা করিবে। সর্ষপ দ্বারা সকল গ্রহ মোচন করিবে। রাজ-সর্ষপ দ্বারা দিক্‌বন্ধন করিবে। উদক দ্বারা বশীভূত করিবে। সকল পুষ্পের অভিষেক করিয়া আপনার অভিষেক করিবে ও অলক্ষ্মী নাশ করিবে। তগর, মল্লিকা, কুন্দ, অশোক, সৌগন্ধিকের অভিষেক করিলে লক্ষ্মী হয় ও নষ্ট-রাজ্য প্রাপ্ত হয়। প্রতিপদে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রতিদিন সকল শুক্লপুষ্প দ্বারা অষ্টোত্তর সহস্র হোম করিলে আয়ুঃপ্রদ কামপ্রদ ভগবান্ বামদেব ভবানীপতি সকল অভীষ্ট দান করেন। সংগ্রামে শস্ত্রসন্নদ্ধ পুরুষের অভিমন্ত্রণ করিলে সর্ব্বত্র অপরাজিত হয়। সুগন্ধ চন্দন দ্বারা ভগবান্‌কে বিলেপিত ও সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া অষ্টোত্তর শত হোম করিলে, সকল কর্ম্ম করিলেই লক্ষ্মীবান্ হয়। এই দেব মহেশ্বর তাপদান ও বর্ষণ করেন এবং সিদ্ধিপ্রদ হরই সর্ব্বভূতের সৃষ্টি করেন। ২৫—৪২।

বামদেব-কল্প সমাপ্ত।

ঈশ্বর উবাচ।

অথ সদ্যোজাতেন মন্ত্রেণ কৃষ্ণয়োরেকতরেণ যজুষা ত্রিরাত্রোপোষিতো ভূত্বাষ্টসহস্রং জপেৎ ॥ আত্মার্থং জুহুয়াদ্যদিচ্ছতি তল্লভেৎ। পুষ্পাষ্টসহস্রং জুহুয়ান্মধুঘৃতাক্তং যক্ষরাক্ষসা-প্সরসঃ স্ত্রিয় আগচ্ছন্তি ॥ ৪৪ ॥ রসরসায়ন-সিদ্ধীঃ প্রযচ্ছন্তি।

শিবস্য মহতীং পূজাং কৃত্বা ব্যপগতকাম-ক্রোধলোভমোহো ভিক্ষাভুজো বা মৌনী শুক্ল-বাসা জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

গুগ্‌গলগুটিকাভিরষ্টসহস্রং জুহুয়াদষ্টগুণ-মৈশ্বর্য্যং ভবতি ॥ ৪৬

অথ দেবস্য দক্ষিণামূর্ত্তৌ শত্রুনাম্না জপেৎ। শত্রুর্ন ভবতি ॥ ৪৭

অথ মধুপয়সাষ্টসহস্রং জুহুয়াদ্রাজ্যচ্যুতো রাজ্যং লভেৎ ॥ ৪৮

অথ বিল্বার্কোডুম্বরাশ্বত্থানাং সমিদষ্টসহস্রং জুহুয়াৎ। পৃথ্বীরাজ্যং প্রাপ্নোতি ॥ ৪৯

অথ সহস্রমভিমন্ত্র্যাত্মনোঽবিকলো ভবতি ॥

অথ বস্ত্রমাল্যাভরণাদীনভিমন্ত্র্য সৌভাগ্যং ভবতি ॥ ৫১

অথ বটাধঃ স্থিত্বা শতসহস্রং জপেৎ। যক্ষিণী সিধ্যতি। অন্তর্জলে পঞ্চসহস্রং জপেদ্-ব্রহ্মহত্যাদিপাপৈর্বিমুক্তো ভবতি ॥ ৫২

মহাপাপানি পাপানি তথোপপাতকানি তু।
লক্ষার্দ্ধার্দ্ধতদর্দ্ধেন নশ্যন্তি শতশস্তথা ॥ ৫৩

একলিঙ্গে জপেল্লক্ষং দেবঃ প্রত্যক্ষতামিয়াৎ।
নিষ্কামোঽপি জপেদেবং জ্ঞানী সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ

ইতি সদ্যোজাতকল্পঃ।

স্বয়ম্ভূ-বাণলিঙ্গে বা জ্যোতির্লিঙ্গেঽপি সুব্রতে।
পূর্ব্বং সেবাং প্রকুর্ব্বীত ভক্ত্যা তদ্গতমানসঃ ॥৫৫
শুদ্ধং প্রমিতভুঞ্জানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
ব্রহ্মচর্য্যরতো মৌনী ভূমিশায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫৬
সাধকো দেশিকো বাপি পূর্ব্বসেবাং সমারভেৎ।
যোগাভ্যাসেন বা যোগী জপধ্যানপরায়ণঃ ॥ ৫৭
প্রদক্ষিণনমস্কারৈঃ ক্রিয়াযোগেন শঙ্করঃ।
ভক্তিস্তু কারণং তত্র ভক্তিগ্রাহ্যো মহেশ্বরঃ ॥ ৫৮

ঈশ্বর কহিলেন,—ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া কৃষ্ণযজুর একতর সদ্যোজাত মন্ত্র অষ্টাধিক সহস্র জপ ও আত্মার নিমিত্ত হোম করিলে, যাহা ইচ্ছা করে, তাহা লাভ করিতে পারে। মধু-ঘৃতাক্ত অষ্টোত্তর সহস্র পুষ্প দ্বারা হোম করিলে যক্ষ, রাক্ষস ও অপ্সরার স্ত্রীগণ আগমন করিয়া রস ও রসায়নের সিদ্ধি প্রদান করে। শিবের মহতী পূজা করিয়া, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহশূন্য, মৌনী, শুক্লবস্ত্র ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, গুগ্গুল-গুটিকা দ্বারা অষ্টাধিক সহস্র হোম করিলে অষ্টগুণ ঐশ্বর্য্য হয়। দেবের দক্ষিণা-মূর্ত্তিতে শত্রু-নামে জপ করিলে তাহার শত্রু থাকে না। মধু ও দুগ্ধ দ্বারা হোম করিলে রাজ্যচ্যুত রাজাও রাজ্য লাভ করে। বিল্ব, অর্ক, উড়ুম্বর ও অশ্বত্থের সমিধ্ দ্বারা অষ্টোত্তর সহস্র হোম করিলে পৃথ্বীরাজ্য লাভ করে।

বটবৃক্ষের তলে অবস্থান করিয়া লক্ষ জপ করিলে যক্ষিণীসিদ্ধ হয়। জল মধ্যে থাকিয়া পঞ্চসহস্র জপ করিলে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হয়। লক্ষার্দ্ধ জপে শত শত মহাপাতক, তত্তুল্য অনুপাতক, তদর্দ্ধে উপপাতক ও তদর্দ্ধে সকলপাপ বিনষ্ট হয়। এক লিঙ্গে লক্ষ জপ করিলে দেব প্রত্যক্ষ হন। নিষ্কাম ব্যক্তি এইরূপ জপ করিলে মুক্ত এবং জ্ঞানী ব্যক্তি জপ করিলে সর্ব্বজ্ঞ হয়। ৪৩—৫৩।

সদ্যোজাত-কল্প সমাপ্ত।

হে সুব্রতে! তদ্গতচিত্ত, সর্ব্বভূত-হিতে রত ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, মৌনী, ভূমিশায়ী ও জিতে-ন্দ্রিয় হইয়া পরিমিত শুদ্ধ ভোজন করত স্বয়ং-উৎপন্ন বাণলিঙ্গে বা জ্যোতির্লিঙ্গে ভক্তিপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তরূপ সেবা করিবে। সাধকই হউন আর গুরুই হউন, পূর্ব্ববৎ সেবা করিবে। জপ-ধ্যানপরায়ণ যোগী যোগাভ্যাস দ্বারা ও প্রদক্ষিণ নমস্কাররূপ ক্রিয়াযোগ দ্বারা সেবা করিবে। ভক্তিই পূজাদির কারণ, মহেশ্বর

সর্ব্বাশ্রমাণাং বর্ণানাং বালবৃদ্ধ-স্ত্রিয়ামপি।
আস্তিকঃ শ্রদ্দধানশ্চ অহন্যহনি ভাবতঃ ॥ ৫৯
সিধ্যতে হি কিমাশ্চর্য্যং প্রসাদাচ্ছঙ্করস্য বৈ।
ধ্যাত্বাত্মানং প্রতি শিবং সর্ব্বভূতেষু সংস্থিতঃ ॥৬০
জপেন্মন্ত্রস্ত যো মন্ত্রী সর্ব্বং সিধ্যতি নান্যথা।
শিবোঽহং সর্ব্বভূতোঽহং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥
এবং সম্ভাবয়ন্ যোগী সিধ্যতে বৎসরার্দ্ধতঃ ॥৬২

শিবৈকনিষ্ঠস্তনুযোগদক্ষঃ
সর্ব্বেষু ভূতেষু সদা স্থিতোঽস্মি।
ধ্যায়ন্ জপন্ বা মনসা যতাত্মা
সোঽনেন দেহেন ভবেচ্ছিবো হি ॥ ৬৩

মন্ত্রজাং সিদ্ধিং বক্ষ্যেঽহং তচ্ছৃণুষ্ব বরাননে।
নদী-নদ-সমুদ্রে বা পর্ব্বতেষু গৃহেষু চ ॥ ৬৪
পশ্চিমাভিমুখং যত্র লিঙ্গং তিষ্ঠতি ভামিনি।
কপিলাগোময়েনৈব উপলিপ্য প্রযত্নতঃ ॥ ৬৫
পুনস্তৎপঞ্চগব্যেন স্নাত্বা সদ্যেন যন্ত্রয়েৎ।
স্থাপয়েদ্বামদেবেন দিশাসু বিদিশাসু চ ॥ ৬৬
পঞ্চামৃতাদিভিস্তোয়ৈঃ স্নাত্বা তৎপুরুষেণ বৈ।
গন্ধপুষ্পাদিকং সর্ব্বং বস্ত্রালঙ্কারভূষণম্ ॥ ৬৭
অঘোরেণ সমং কৃত্বা ঈশানং মূর্দ্ধ্নি বিন্যসেৎ।
ঈশানেনার্চ্চয়েন্নিত্যং সিদ্ধিকামো হ্যতন্দ্রিতঃ ॥ ৬৮
স্বয়ম্ভূ-বাণলিঙ্গং বা দেবাসুরপ্রতিষ্ঠিতম্।
সর্ব্বলক্ষণহীনঞ্চ স্ফুটিতং শীর্ণমেব চ ॥ ৬৯
সিদ্ধিদং তদ্বিজানীয়াজ্জীর্ণোদ্ধারং ন কারয়েৎ।
ঈশানং যো জপেন্নিত্যং লিঙ্গমাশ্রিত্য যত্নতঃ ॥৭০
তস্য সিদ্ধির্ন সন্দেহঃ ষণ্মাসৈর্বৎসরেণ বা।
নাভিমাত্রে জলে বিশ্য জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ ॥৭১
সমাঽভিজায়তে দৃষ্টিরীশানেন ন সংশয়ঃ।
অভিমন্ত্র্যাষ্টসাহস্রৈঃ ক্ষিপেদ্বীজান্যশেষতঃ ॥ ৭২
ক্ষেত্রে স্যাচ্ছস্যনিষ্পত্তির্নোপদ্রবভয়ং ভবেৎ।
ক্ষীরবৃক্ষসমিদ্ভিস্তু হুত্বা শান্তির্ভবেদিহ ॥ ৭৩
ঔপসর্গিকদোষাণাং ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ।
পর্ব্বতাগ্রে সমারুহ্য জপেন্মন্ত্রমতন্দ্রিতঃ ॥ ৭৪
দেহেনানেন দেবেশং বরদং পশ্যতে বরম্।

ভক্তিগ্রাহ্য। সকল আশ্রম, সকল বর্ণ, বাল বৃদ্ধ ও স্ত্রীদিগের মধ্যে আস্তিক ও শ্রদ্ধাবান্ হইয়া প্রতিদিন ভক্তি করিলে সিদ্ধ হয়। শঙ্কর প্রসন্ন হইলে কিছুই আশ্চর্য্য বিষয় নহে। আত্মাতে সর্ব্বভূত-সংস্থিত শিব ভাবনা করিয়া মন্ত্রজ্ঞ মন্ত্র জপ করিলে সকল বিষয় সিদ্ধ হয়, অন্য প্রকারে হয় না। "আমিই শিব, আমি সর্ব্বভূত, আমিই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ" যোগী এইরূপ ভাবনা করিলে বৎসরার্দ্ধে সিদ্ধ হয়। শিবভক্ত, শরীরযোগ-নিপুণ-সংযতাত্মা মানব, "আমি সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে স্থিতি করিতেছি" এইরূপ মনে মনে ধ্যান ও জপ করিলে এই দেহেই শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। আমি মন্ত্রজা সিদ্ধি বলিতেছি, হে বরাননে! তুমি তাহা শ্রবণ কর। হে ভামিনি! নদী, নদ, সমুদ্র, পর্ব্বত বা গৃহ বা যে স্থানে পশ্চিমাভিমুখ লিঙ্গ থাকে, সিদ্ধিকাম নর সে স্থান কপিলার গোময় দ্বারা উপলিপ্ত করিয়া, পুনর্ব্বার পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইয়া 'সদ্যো-জাত' মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। বামদেব মন্ত্র দ্বারা দিক্-বিদিকে স্থাপন করিবে। অঘোর মন্ত্রে সম করিয়া মস্তকে ঈশান মন্ত্র বিন্যাস করিবে ও আলস্যশূন্য হইয়া ঈশান মন্ত্রে নিত্য পূজা করিবে। দেবাসুর-প্রতিষ্ঠিত স্বয়ম্ভূবাণ-লিঙ্গ সর্ব্বলক্ষণহীন, স্ফুটিত বা শীর্ণ হইলেও তাহাকে সিদ্ধিপ্রদ জানিবে, তাহার জীর্ণোদ্ধার করাইবে না। যে ব্যক্তি লিঙ্গ আশ্রয় করিয়া নিত্য সযত্নে ঈশান মন্ত্র জপ করে, ষণ্মাস বা বৎসরে তাহার সিদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই। যে নাভিমাত্র জলে প্রবেশ করিয়া সমাহিতচিত্তে মন্ত্র জপ করে, তাহার ঈশানের সহিত সর্ব্ববিষয় তুল্য দৃষ্টি হয়, সন্দেহ নাই। অষ্টাধিক সহস্র-বার ঈশান-মন্ত্রাভিমন্ত্রিত বীজ ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিলে নিরুপদ্রবে শস্য-সম্পত্তি হয়। ক্ষীর-বৃক্ষ-সমিধ দ্বারা হোম করিলে শান্তি হয়; কখন ঔপসর্গিক দোষ হইতে ভয় উৎপন্ন হয় না। আলস্যশূন্য হইয়া পর্ব্বতাগ্রে-আরোহণপূর্ব্বক জপ করিলে এই দেহেই বরপ্রদ, শ্রেষ্ঠ, দেবেশ্বর শঙ্করকে দেখিতে পায়। যে

সর্ব্বপাপৈর্বিমুক্তঃ স্যাদ্‌যো জপেল্লক্ষমাদৃতঃ ॥ ৭৫
অন্নং ভুঞ্জন্‌ জপেদ্‌যস্ত তেজস্বী জায়তে সদা।
প্রত্যহং শতমেকন্তু জপেৎ সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥৭৬
কুভুক্তস্য কুপানস্য দিবাস্বপ্নস্য মেহতঃ।
অস্থানে সম্মুখস্যাপি দ্বিজ-গো-দেব-যোষিতাম্‌ ॥৭৭
কুবাতাৎ কুপথাদেব ঈশানং সততং স্মরেৎ।
এবং যো বর্ত্ততে নিত্যং শিবপূজার্চ্চনে রতঃ ॥৭৮
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ শিবলোকে মহীয়তে।

ঈশ্বর উবাচ।

পঞ্চব্রহ্মবিধানন্তু যথাবৎ কথিতং ময়া ॥ ৭৯
সাম্প্রতং হি সুভক্তানাং যথা শুদ্ধতপস্বিনাম্‌।
যে পুনঃ শুদ্ধকর্ম্মাণঃ সুশুদ্ধতপসান্বিতাঃ ॥ ৮০
সমর্চ্চয়ন্তি মাং নিত্যং বেদ্যান্তেঽপি যথা হ্যহম্‌।
নাতপ্ততপসো যান্তি শিবলোকমনাময়ম্‌ ॥ ৮১
তপসা দিবি মোদন্তে প্রত্যক্ষং দেবতাগণাঃ।
ঋষয়ো মুনয়শ্চৈব সত্যং জানীহি সুন্দরি ॥ ৮২
সুদুর্দ্ধরং দুরারাধ্যং সুদূরং দুরতিক্রমম্‌।

তৎ সর্ব্বং তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্‌ ॥
তাপস্যে সংস্থিতো ব্রহ্মা নিত্যং বিষ্ণুরহং তথা।
ত্বং তথা দেবি যেনাহং প্রাপ্তো ভর্ত্তা সুদুর্লভঃ ॥
যেন যেন হি ভাবেন স্থিত্বা যৎ ক্রিয়তে তপঃ।
তৎ তৎ সম্প্রাপ্যতে দেবি ইহ লোকে ন সংশয়ঃ
সাত্ত্বিকং রাজসঞ্চৈব তামসং ত্রিবিধং হিতম্‌।
সাত্ত্বিকং দে[illegible]তানাং হি যতীনামূর্দ্ধরেতসাম্‌ ॥ ৮৬
তামসং দানবানাং হি রক্ষসাং ক্রূরকর্ম্মণাম্‌।
নিজং দেহং সুসম্পীড্য হিমাতপসুদুঃসহৈঃ ॥৮৭
তৎ তপস্তামসং প্রোক্তং মনোঽভিপ্রেতসাধনম্‌।
জপং ধ্যানন্তু দেবানামর্চ্চনং ভক্তিতঃ শুভে ॥৮৮
সাত্ত্বিকং তদ্বিনির্দ্দিষ্টমশেষফলসাধনম্‌।
ইহ লোকে পরে চৈব ক্রমান্মোক্ষং ব্রজেদতঃ ॥
উত্তমং সাত্ত্বিকং বিদ্যাদ্ধর্ম্মে বুদ্ধিঃ সুনিশ্চলা।
স্নানং পূজা জপো হোমঃ শুদ্ধশৌচমহিংসতা ॥৯০
ব্রতোপবাসচর্য্যা চ মৌনমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দানং ক্ষান্তির্দমো দয়া ॥

আদরপূর্ব্বক লক্ষ জপ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। অন্নভোজন করিতে করিতে যে জপ করে, সে তেজস্বী হয়। প্রত্যহ এক-শত জপ করিলে সিদ্ধি লাভ করে। ৫৪—৭৬। যে কুৎসিত-বস্তুভোজী, কুৎসিত-বস্তুপায়ী, দিবা-নিদ্রাশীল এবং দ্বিজ, গাভী, দেবতা ও স্ত্রীলো-কের সম্মুখে বা অপর কোন নিষিদ্ধস্থানে প্রস্রাব ত্যাগ করে, তদীয় কলুষ-বায়ু-সম্পর্ক হইলে বা কুপথে ধাবিত হইলে, সতত ঈশান স্মরণ করিবে। যে ব্যক্তি শিবপূজাতৎপর হইয়া এইরূপ আচার করে, সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া, শিবলোকে সমাদৃত হইয়া থাকে। ঈশ্বর বলিলেন, আমি পঞ্চব্রহ্মবিধান যথাযথ কীর্ত্তন করিয়াছি, এক্ষণে শুদ্ধ তপস্বী এবং ভক্ত-গণের বিষয় বলিতেছি। যাঁহারা শুদ্ধকর্ম্মা এবং শুদ্ধতপাঃ হইয়া নিত্য আমাকে অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদিগকে মৎসদৃশ জ্ঞান করিবে। বিনা তপস্যায় শিবলোক গমন ঘটে না; তপস্যাবলেই মুনি ঋষি ও দেবগণ স্বর্গে আনন্দলাভ করিতে-ছেন; হে সুন্দরি! ইহা সত্য জানিও। যাহা

দুর্দ্ধর, দুরারাধ্য, সুদূর এবং দুরতিক্রম, তৎ-সমস্তই তপঃসাধ্য, তপস্যাই দুরতিক্রম। আমি, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু—সকলেই আমরা তপোনিষ্ঠ। দেবি! তুমিও তপস্বিনী, তপস্যা-প্রভাবেই আমাকে স্বামী পাইয়াছ। হে দেবি! যে যে কামনায় তপস্যা করা যায়, ইহলোকেই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। হিতজনক সেই তপস্যা ত্রিবিধ ;—সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস। দেবতা এবং ঊর্দ্ধরেতা যতিদিগের সাত্ত্বিক তপস্যা। ক্রূরকর্ম্মা দানব এবং রাক্ষসদিগের তপস্যা তামস। দুঃসহ হিম ও রৌদ্রাদি দ্বারা নিজ দেহ সম্পীড়নপূর্ব্বক যে ইষ্টসাধক তপস্যা, তাহাই তামস। হে শুভে! ভক্তিসহকারে জপ, ধ্যান এবং দেবপূজা সাত্ত্বিক তপস্যা। ইহা হইতে ঐহিক ও পারত্রিক অশেষ ফল সিদ্ধ হইয়া থাকে। ক্রমে মুক্তিলাভও ইহা হইতে হয়। (এতদ্ভিন্ন তপস্যাই রাজস) সাত্ত্বিক তপস্যাই উত্তম। ধর্ম্মে অবিচলিত বুদ্ধি, স্নান, পূজা, জপ, হোম, শৌচ, অহিংসা, ব্রত, উপবাস, মৌন, ইন্দ্রিয়সংযম জ্ঞান, বিদ্যা,

বাপী-কূপ-তড়াগাদি-প্রাসাদানাঞ্চ কল্পনা।
কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণং যজ্ঞঃ সুতীর্থাণ্যাশ্রমাণি চ ॥ ৯২
ধর্ম্মস্থানানি চৈতানি সুখদানি মনীষিণাম্।
সংক্রান্তিবিষুবদ্‌যোগে নাদমুৎক্রান্তিযুগ্মতাম্ ॥ ৯৩
ধ্যানং বিন্দুলবং জ্যোতিরুন্মনীভাবধারণা।
রেচকঃ পূরকঃ কুম্ভঃ প্রাণায়ামস্ত্রিকঃ স্মৃতঃ ॥ ৯৪
নাড়ীসঞ্চরবিজ্ঞানং প্রত্যাহার-নিরোধনম্।
তুরীয়ং তদ্বদো বুদ্ধিরণিমাদ্যষ্টসংযুতম্ ॥ ৯৫
কাষ্ঠাবস্থা মৃতাবস্থা হরিতা চেতি কীর্ত্তিতা।
জ্ঞানোপলব্ধয়ো হেতোঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশনাঃ ॥ ৯৬
নারীশয্যাসনং যানং বস্ত্রং ধূপবিলেপনম্।
তাম্বূলভক্ষণং পঞ্চ রাজ্যৈশ্বর্য্যবিভূতয়ঃ ॥ ৯৭
হেমভারং তথা তাম্রগৃহাশ্বরত্নধেনবঃ।
পাণ্ডিত্যং বেদশাস্ত্রাণি গীতনৃত্যবিভূষণম্ ॥ ৯৮
শঙ্খ-বীণা-মৃদঙ্গাশ্চ গজেন্দ্র-চ্ছত্র-চামরম্।
ভোগরূপাণি চৈতানি এভী রক্তোহনুযুজ্যতে ॥ ৯৯
আদর্শবিম্মুনে স্নেহস্তিলবৎ তত্র পীড্যতে।
অরঙ্গমেতি চাপ্যেনং কুরুতেঽজ্ঞানমোহিতঃ।
জানন্নপীহ সংসারে ভ্রমতে ঘটিযন্ত্রবৎ।
সর্ব্বযোনিষু দুঃখার্ত্তঃ স্থাবরেষু চরেষু চ ॥ ১০১
এবং যোনিষু সর্ব্বাসু প্রতিক্রম্য ক্রমেণ তু।
কালান্তরবশাদ্‌যাতি মানুষ্যমতিদুর্লভম্ ॥ ১০২
ব্যুৎক্রমেণাপি মানুষ্যং প্রাপ্যতে পুণ্যগৌরবাৎ।
বিচিত্রা গতয়ঃ প্রোক্তা কর্ম্মণাং গুরুলাঘবাৎ ॥
মানুষ্যং যঃ সমাসাদ্য স্বর্গ-মোক্ষপ্রসাধকম্।
নাচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়ঃ স মৃতঃ শোচতে চিরম্ ॥১০৪
দেবাসুরাণাং সর্ব্বেষাং মানুষ্যমতিদুর্লভম্।
তৎ সম্প্রাপ্য তথা কুর্য্যান্ন গচ্ছেন্নরকং যথা ॥ ১০৫
স্বর্গাপবর্গলাভায় যদি নাস্তি সমুদ্যমঃ।
সর্ব্বস্য মূলং মানুষ্যং তদ্‌যত্নাদনুপালয়েৎ ॥ ১০৬
ধর্ম্মমূলং হি মানুষ্যং লব্ধা সর্ব্বার্থসাধকম্।
যদি লাভে ন যত্নং স্যান্মূলং রক্ষেৎ স্বয়ং ততঃ।
মনুষ্যত্বেঽপি বিপ্রত্বং যঃ প্রাপ্য চ সুদুর্লভম্।

সত্য, অক্রোধ, দান, ক্ষমা, দম, দয়া, বাপী-কূপ তড়াগাদি-জলাশয় উৎসর্গ, দেবালয় নির্ম্মাণ, চান্দ্রায়ণাদি কৃচ্ছ্র, যজ্ঞ, উত্তম তীর্থসেবা এবং আশ্রমসেবা,—এই গুলি ধর্ম্মপ্রাপ্তির উপায়, আর মনীষিদিগের সুখপ্রদ। সংক্রান্তি, বিষুবদ্‌যোগ, নাদ, উৎক্রান্তি, ধ্যান, বিন্দুলয়, জ্যোতির্দ্দর্শন, উন্মনীভাব, ধারণা, রেচক পূরক এবং কুম্ভক এই ত্রিরূপী প্রাণায়াম, নাড়ীসঞ্চার জ্ঞান, প্রত্যাহার, এবং নিরোধ ইত্যাদি, তথা কাষ্ঠাবস্থা, মৃতাবস্থা এই সমস্তই জ্ঞানোপলব্ধি-স্বরূপ, আর ইহা হইতে সর্ব্ববিধ পাপ বিনষ্ট হয়। (১) রমণীশয্যাসন (২) যান, (৩) বস্ত্র, (৪) ধূপ বিলেপন, এবং (৫) তাম্বূলভক্ষণ এই পাঁচটী রাজ্যৈশ্বর্য্যবিভূতি। সুবর্ণভার, তাম্র, গৃহ, অশ্ব, রত্ন, ধেনু, বেদশাস্ত্রবিচক্ষণতা, শাস্ত্রান্তরে পাণ্ডিত্য, নৃত্য, গীত, অলঙ্কার, শঙ্খ, বীণা, মৃদঙ্গ গজেন্দ্র, ছত্র, এবং চামর এই সমস্ত ভোগস্বরূপ, কামনাশালী পুরুষ এই সব বস্তুতে অনুরাগী হয়।৭৭—৯৯। হে মুনে! স্নেহ আদর্শের ন্যায় বিম্বগ্রাহী। এই স্নেহ করিতে হইলে, তিলের ন্যায় পীড়িত হইতে হয়। তথাপি অজ্ঞান-মোহিত ব্যক্তি এই স্নেহকেই বিশেষরূপে আশ্রয়ণীয় জ্ঞান করে এবং তদ্রূপেই প্রাপ্ত হয়। লোকে জানিতে পারিয়াও এই সংসারে স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব যোনিতেই দুঃখার্ত্ত হইয়া ভ্রমণ করে। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব যোনি সংক্রম করিয়া, বহু কালান্তে অতি দুর্লভ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়। পুণ্য-গৌরববশে, ব্যুৎক্রমেও মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মের গুরু-লাঘব অনুসারে বিচিত্র গতি কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও স্বর্গমোক্ষসাধক স্বীয় কল্যাণ অনুষ্ঠান না করে, মৃত্যুর পর বহুকালের জন্য তাহাকে শোক করিতে হয়। মনুষ্যজন্ম দেবতা ও অসুর-দিগেরও দুর্লভ; তাহা লাভ করিয়া এমন কার্য্য করিতে হয়, যাহাতে নরক গমন করা আর হইবে না। স্বর্গ ও মোক্ষলাভের জন্য উদ্যম না থাকিলেও সর্ব্বমূল মনুষ্যজন্মকে যত্নতঃ অনু-পালন করিবে। মনুষ্যজন্ম ধর্ম্মের মূল; মনুষ্য-জন্মই সর্ব্ব প্রয়োজনের সাধক; লোভে যদি যত্ন না থাকে, মূল রক্ষা ত করিতে হইবে। যে

ন করোত্যাত্মনঃ শ্রেয়ঃ কোঽন্যস্তস্মাদচেতনঃ॥
দ্বীপানামেব সর্ব্বেষাং ভুজ্যতেঽস্মিন্নপার্জ্জিতম্।
ইতঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ প্রাপ্যতে সমুপার্জ্জিতঃ॥
দেশেঽস্মিন্ ভারতে বর্ষে প্রাপ্য মানুষমধ্রুবম্।
ন কুর্য্যাদাত্মনঃ শ্রেয়স্তেনাত্মা খলু বঞ্চিতঃ॥১১০
কর্ম্মভূমিরিয়ং বিপ্র ফলভূমিরসৌ স্মৃতা।
ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম স্বর্গে তদনুভুজ্যতে॥১১১
যাবৎ স্বস্থশরীরত্বং তাবদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ।
অস্বস্থশ্চোদিতো হ্যন্যৈর্ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমুৎসহেৎ॥
অধ্রুবেণ শরীরেণ ধ্রুবং যো ন প্রসাধয়েৎ।
ধ্রুবং তস্য পরিভ্রষ্টমধ্রুবং নষ্টমেব চ॥ ১১৩
আয়ুষঃ খণ্ডখণ্ডানি নিপতন্তি তদগ্রতঃ।
অহোরাত্রাপদেশেন কিমর্থং নাববুধ্যসে॥ ১১৪
যদা ন জ্ঞায়তে মৃত্যুঃ কদা কস্য ভবিষ্যতি।
আকস্মিকে হি মরণে ধৃতিং বিন্দতি কস্তদা॥১১৫
পরিত্যজ্য যদা সর্ব্বমেকাকী যাস্যসি ধ্রুবম্।
ন দদাসি কদা কস্মৈ পাথেয়ার্থমিদং ধনম্॥১১৬
গৃহীতদানপাথেয়ঃ সুখং যান্তি যমালয়ম্।
অন্যথা ক্লিশ্যতে জন্তুঃ পাথেয়রহিতে পথি॥ ১১৭
যেষাং কালে যদা বা হি পূর্ণভাণ্ডঃ পুরো ব্রজেৎ
গচ্ছতাং স্বর্গদেবস্য তেষাং লাভঃ পদে পদে॥১১৮
ইতি জ্ঞাত্বা নরঃ পুণ্যং কুর্য্যাৎ পাপং বিবর্জ্জয়েৎ
পুণ্যেন যাতি দেবত্বমপুণ্যান্নরকং ব্রজেৎ॥ ১১৯
যে মনাগপি দেবেশং প্রপন্নাঃ শরণং শিবম্।
তেঽপি ঘোরং ন পশ্যন্তি ন যমং নরকং তথা॥
কিন্তু পাপৈর্মহাঘোরৈঃ কিঞ্চিৎ কালং শিবাজ্ঞয়া
বসন্তি তত্র মানুষ্যাস্ততো যান্তি শিবং পুরম্॥১২১
যে পুনঃ সর্ব্বভাবেণ প্রতিপন্না মহেশ্বরম্।
ন তে লিপ্যন্তি পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ১২২
উক্তং শিবেতি যৈর্নাম তথা হর হরেতি চ।
ন তেষাং নরকাদ্ভীতির্যমাদ্ধি মুনিসত্তম॥ ১২৩

ব্যক্তি মনুষ্যজন্মে সুদুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াও আত্মকল্যাণ সাধন না করে, তদপেক্ষা অজ্ঞান আর কে আছে? সকল দ্বীপের মধ্যে এই স্থানে উপার্জ্জিত কর্ম্মফলই ভোগ্য হয়; এই স্থানের কর্ম্মফলই স্বর্গ ও মোক্ষরূপে প্রাপ্য; যে ব্যক্তি এই দেশে ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া আত্মমঙ্গল সাধন না করে, সে আত্মবঞ্চক। হে বিপ্র! এই ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি এবং ইহাই ফলভূমি; এখানে যে কর্ম্ম করা যায়, স্বর্গে তাহার ভোগ হয়। যতদিন শরীর সুস্থ থাকিবে, ততদিন ধর্ম্মাচরণ করিবে। অসুস্থ শরীর হইলে অন্যের প্রেরণা থাকিলেও ধর্ম্মাচরণ করিতে সমর্থ হইবে না। অনিত্য শরীর দ্বারা নিত্য বস্তু সিদ্ধ করিতে যাহার প্রবৃত্তি নাই, তাহার নিত্য বস্তু সিদ্ধ হয় না, আর অনিত্য ত নষ্ট হইয়াই আছে। অহোরাত্রচ্ছলে, আয়ুই খণ্ড খণ্ড রূপে অগ্রে নিপতিত হইতেছে, তথাপি প্রবুদ্ধ হইতেছে না কেন? মৃত্যু যে কখন কাহার হয়, তাহাই যখন জানা যায় না, তখন সেই আকস্মিক মরণ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারে কে? যখন নিশ্চয়ই সকল ছাড়িয়া তোমাকে একাকী গমন করিতে হইবে, তখন তুমি নিজ পথের জন্য কখন কাহাকেও কিছু ধনদান কর না কেন? দানরূপ পাথেয় যাহাদের আছে, তাহারা যমালয়ে সুখে যাইতে পারে, আর পাথেয় না থাকিলে পথে ক্লেশ পাইতে হয়। উপযুক্ত কালে পূর্ণ ভাণ্ড যাহাদের অগ্রে গমন করে, অর্থাৎ সমগ্র ধনদান যাহারা করিয়াছেন, স্বর্গপথে পদে পদে তাঁহাদের লাভ। পুণ্যে দেবত্বপ্রাপ্তি এবং পাপে নরক গমন, ইহা জানিয়া লোকে পুণ্য করিবে পাপ করিবে না। যে সব ব্যক্তি ঈষৎমাত্রও শিবের শরণাপন্ন হইয়াছে, তাহারাও ঘোর নরক বা যমদর্শন করে না। কিন্তু মহাঘোর পাপী হইলে, শিবাজ্ঞায় মনুষ্যভাবেই কিছুকাল ভারতবর্ষে বাস করে; অনন্তর শিবপুরে গমন করে। যাহারা সর্ব্বতোভাবে শিবের শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা জলে পদ্মপত্রের ন্যায় পাপে লিপ্ত হন না। হে মুনিসত্তম! যাঁহারা "শিব" এই নাম এবং "হর হর" এই শব্দ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের নরকভীতি বা শমনভীতি নাই। অতএব

তস্মাদ্বিবর্দ্ধয়েদ্ভক্তিমীশ্বরে সততং বুধঃ ॥ ১২৪

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়া-
মর্চ্চনদানাদিকথনং নাম চত্বা-
রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ব্রাহ্মণত্বং হি দুষ্প্রাপং নিসর্গাদ্‌ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যো বা নিসর্গাদেব জায়তে ॥ ১
ব্রাহ্মণশ্চ মুখোৎপন্নো ব্রহ্মণঃ ক্ষত্রিয়া বিশঃ।
বাহুভ্যামূরুতোৎপন্নাঃ পদ্ভ্যাং শূদ্র ইতি শ্রুতিঃ।
কিম্বুৎস্থিতিমধঃ স্থানাদাপ্নুবন্তি হ্যতো বদ ॥২
সনৎকুমার উবাচ।
দুষ্কৃতেন তু কালের স্থানাদ্‌ভ্রশ্যন্তি মানবাঃ।
শ্রেষ্ঠস্থানং সমাসাদ্য তস্মাদ্রক্ষেত পণ্ডিতঃ ॥ ৩
যস্তু বিপ্রত্বমুৎসৃজ্য ক্ষত্রযোন্যাং প্রসূয়তে।
ব্রাহ্মণ্যাৎ স পরিভ্রষ্টঃ ক্ষত্রিয়ত্বং নিষেবতে ॥ ৪
অধর্ম্মসেবনান্মূঢ়স্তথৈব পরিবর্ত্ততে ॥ ৫
জাত্যন্তরসহস্রেণ তমসা বিশতে যতঃ।
তস্মাৎ প্রাপ্য পরং স্থানং প্রমাদান্ন ন তু নাশয়েৎ
শূদ্রান্নেনোদরস্থেন যো ম্রিয়েত দ্বিজোত্তমঃ।
আহিতাগ্নিস্তথা বিদ্বান্ স শূদ্রগতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭
ব্রাহ্মণত্বং শুভং প্রাপ্য ব্রাহ্মণ্যং যোঽবমন্যতে।
ভোজ্যাভোজ্যং নজানাতি স ভবেৎক্ষত্রিয়ো দ্বিজঃ
কর্ম্মণা যেন মেধাবী শূদ্রো বৈশ্যোঽভিজায়তে।
তং তে বক্ষ্যামি নিখিলং যেন বর্ণোত্তমো ভবেৎ
শূদ্রকর্ম্ম যথাদিষ্টং শূদ্রো ভূত্বা সমাচরেৎ।
যথাবৎ পরিচর্য্যাস্তু ত্রিষু বর্ণেষু নিত্যদা ॥ ১০
কুরুতে কাময়ানস্তু স শূদ্রো বৈশ্যতাং ব্রজেৎ।
যো জুঃ পাপজনদ্বেষ্টা জুহ্বানশ্চ যথাবিধি ॥ ১১
অগ্নিহোত্রমুপাদায় শেষান্নকৃতভোজনঃ।
স বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়কুলে জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২
ক্ষত্রিয়ো যজতে যজ্ঞৈঃ সংস্কৃতৈরাপ্তদক্ষিণৈঃ।
অধীতে স্বর্গমম্বিচ্ছংস্ত্রেতাগ্নিশরণং সদা ॥ ১৩

জ্ঞানী ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি সতত ভক্তি বৃদ্ধি করিবে। ১০০—১২৪।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন, ব্রাহ্মণত্ব দুর্লভ। প্রকৃতি অনুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হয়। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের, উরু হইতে বৈশ্যের এবং চরণ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ শ্রুতি আছে। স্থান হইতে উন্নতি বা অধোগতি লাভ করিলে কি হয়, বলুন। সনৎকুমার বলিলেন, হে সত্যবতীনন্দন! পণ্ডিতগণ দুষ্কৃতপ্রভাবে স্থানভ্রষ্ট হন, অতএব শ্রেষ্ঠ স্থান পাইলে, তাহা যত্নতঃ রক্ষণীয়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ্য ত্যাগপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়া-গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে, সে ব্রাহ্মণ্যভ্রষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। অধর্ম্মাচরণ বশত এইরূপ পরিবর্ত্তন হয়। তমোগুণময় সহস্র সহস্র জন্মের পর যে জন্ম লাভ হয়, তাহাতে প্রাপ্ত পরমস্থান প্রমাদ বশত নষ্ট করিবে না। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন উদরে থাকিতে মরে, সে, সাগ্নিক বিদ্বান্ হইলেও শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি শুভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ্যের অবমাননা করে এবং সামান্য ভোজ্যাভোজ্য জ্ঞান যাহার নাই, তাহার ক্ষত্রিয়-যোনিতে জন্ম হয়। শূদ্র, যে কর্ম্মপ্রভাবে বৈশ্য হইতে পারে, সেই বর্ণোত্তমত্বসম্পাদক কর্ম্ম তোমাকে বলিতেছি;—যে শূদ্র, শাস্ত্রাদিষ্ট শূদ্রকর্ম্ম সম্পাদন করে, ত্রিবর্ণের নিত্য পরিচর্য্যা করে, সেই শূদ্রের বৈশ্যকুলে জন্ম হয়। যে বৈশ্য, বিদ্বান্ পাপিষ্ঠ-দ্বেষী, অগ্নিহোত্র গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি হোমপরায়ণ এবং যজ্ঞাদি-শেষান্নভোজী, তাহার ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। উত্তম দক্ষিণাসম্পন্ন সুসংস্কৃত যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন, স্বর্গকামী হইয়া ত্রেতাগ্নি আরাধনা

আর্ত্তহস্তপ্রদো নিত্যং ক্ষিতিং ধর্ম্মেণ পালয়েৎ।
ঋতুকালাভিগামী চ স্বাং ভার্য্যাং ধর্ম্মতৎপরঃ॥ ১৪
সর্ব্বাতিথ্যং ত্রিবর্গস্য ভূতেভ্যো দীয়তামিতি।
গোব্রাহ্মণাত্মনোঽর্থে চ সংগ্রামাভিহতো হবে॥
তোগ্নিমন্ত্রপূতাত্মা ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
বিধিজ্ঞো ব্রাহ্মণো ভূত্বা যাজকস্তত্র জায়তে॥১৬
প্রাপ্যতে বিপুলঃ স্বর্গো দেবানামপি বল্লভঃ।
ব্রাহ্মণত্বং সুদুষ্প্রাপং কৃচ্ছ্রেণাসাদ্যতে নরৈঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন রক্ষেদ্‌ব্রাহ্মণমুত্তমম্॥ ১৭

ব্যাস উবাচ।

সংগ্রামস্যেহ মাহাত্ম্যং ত্বয়োক্তং মুনিসত্তম।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং ব্রূহি মে বদতাং বর॥১৮

সনৎকুমার উবাচ।

অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্ট্বা বিপুলদক্ষিণৈঃ।
ন তৎ ফলমবাপ্নোতি সংগ্রামে যদবাপ্নুয়াৎ॥ ১৯
ইতি যজ্ঞবিদঃ প্রাহুর্যজ্ঞকর্ম্মবিদঃ সদা।
তস্মাৎ তৎ তে প্রবক্ষ্যামি যৎ ফলং শস্ত্রজীবিনাম্
ধর্ম্মলাভোঽর্থলাভশ্চ যশোলাভস্তথৈব চ।
যঃ শূরো বধ্যতে যুদ্ধে বিমর্দ্দন্ পরবাহিনীম্॥ ২১
তস্য ধর্ম্মার্থকামস্য যজ্ঞস্যৈবাপ্তদক্ষিণঃ।
পরং হ্যভিমুখং হত্বা তদ্‌যানং যোঽধিরোহতি॥২২
বিষ্ণুলোকে স জায়েত যশ্চ যুদ্ধেঽপরাজিতঃ।
অশ্বমেধানবাপ্নোতি চতুরো ন মৃতঃ স চেৎ॥ ২৩
যস্তু শস্ত্রমনুপ্রাপ্য বীর্য্যবান্ বাহিনীমুখে॥ ২৪
সম্মুখো বর্ত্ততে শূরঃ স স্বর্গান্ন নিবর্ত্ততে।
রাজা বা রাজপুত্রো বা সেনাপতিরথাপি বা॥ ২৫
হতঃ ক্ষাত্রেণ যঃ শূরস্তস্য লোকোঽক্ষয়ো ধ্রুবম্।
যাবন্তি তস্য রোমাণি ভিনত্তি শস্ত্রমাহবে॥ ২৬
তাবতো লভতে লোকান্ সর্ব্বকামদুঘোঽক্ষয়ান্।
বীরাসনং বীরশয্যা বীরস্থানস্থিতিঃ স্থিরা॥ ২৭
গবার্থে ব্রাহ্মণার্থে চ স্থানং স্বাম্যর্থমেব চ।
যে মৃতাস্তে সুখং যান্তি যথা সুকৃতিনস্তথা॥ ২৯
যঃ কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণং হত্বা পশ্চাৎ প্রাণান্ পরিত্যজেৎ
গো-বিপ্র-বিভুকামায় সদ্যঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥

সতত দান, ধর্ম্মতঃ পৃথিবীপালন, ধর্ম্মতৎপর হইয়া স্বীয় পত্নীতে ঋতুকালে অভিগমন, সর্ব্বাতিথেয়তা, সর্ব্বভূত উদ্দেশে দান, ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান এবং গো ব্রাহ্মণ বা আত্মার জন্য সংগ্রামে মৃত্যু, এই সব কারণে, অগ্নিমন্ত্রপূত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হয়, বিধিজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইয়া যাজ্ঞিক হয় আর সেই ব্যক্তি দেবপ্রিয় হয়, বহুকাল স্বর্গভোগ করে। মানুষ অতি দুর্লভ ব্রাহ্মণ্য কষ্টে প্রাপ্ত হয়। অতএব, সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্মণ্য রক্ষা করা উচিত।১—১৭ ব্যাস কহিলেন,হে বাগ্মিপ্রবর মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি যে সংগ্রাম মাহাত্ম্য সূচনা করিলেন, তাহা আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, বলিতে আজ্ঞা হয়। সনৎকুমার বলিলেন, প্রচুর দক্ষিণাসম্পন্ন অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞে সে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যাহা যুদ্ধে পাওয়া যায়,—যজ্ঞবেত্তারা এই কথা বলেন। অতএব আমি শস্ত্রজীবীদিগের ধর্ম্মলাভ, অর্থলাভ এবং যশোলাভরূপ ফল তোমাকে বলিতেছি;—যে বীর, শত্রুসৈন্য মর্দ্দন করত যুদ্ধে নিহত হয়, তাহার ধর্ম্ম, অর্থ এবং কামসম্পাদক আপ্তদক্ষিণ যজ্ঞজন্য ফলের তুল্য ফল লাভ হয়। অভিমুখ শত্রুকে বিনষ্ট করিয়া যে ব্যক্তি তদীয় যানে আরোহণ করে এবং যে ব্যক্তি যুদ্ধে কখন পরাজিত হয় না, তাহার বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি যুদ্ধ করিয়া তাহাতে হত না হয়, তাহার অশ্বমেধ-চতুষ্টয়-ফল প্রাপ্তি হয়। যে বীর, শস্ত্রবলে বলীয়ান্ হইয়া সৈন্যের অগ্রভাগে থাকেন, তাঁহার স্বর্গ হইতে প্রত্যাগমন নাই। রাজা, রাজপুত্র অথবা সেনাপতি, যে বীর হউন না, ক্ষত্রিয়-রীতিক্রমে যিনিই যুদ্ধে নিহত হইবেন, তাঁহার নিশ্চয়ই অক্ষয়লোক প্রাপ্তি হয়। যুদ্ধে যোদ্ধার যত রোমকূপ শস্ত্র দ্বারা বিক্ষত হয়, সর্ব্বকামপ্রসবী অক্ষয়লোক প্রাপ্তি তাহার ঘটে। বীরাসন এবং বীরশয্যা অক্ষয় বীরলোকবাসের হেতু। যে ব্যক্তি গো, ব্রাহ্মণ বা প্রভুর জন্য নিহত হয়, তাঁহারা পুণ্যশীল ব্যক্তিগণের ন্যায় স্বর্গলাভ করেন। ১৮—২৮। যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করিয়া পরে গো, ব্রাহ্মণ এবং প্রভুর ইষ্টসিদ্ধির জন্য

অভগ্নো যঃ পরৈঃ সৈন্যং ভগ্নং যঃ পরিরক্ষতি।
তৎফলংসমবাপ্নোতি নো চেৎ প্রাণানৃপরিত্যজেৎ
তত্রাসৌ স্বপতে যুদ্ধে স স্বর্গান্ন নিবর্ত্ততে।
ক্রব্যাদৈর্দন্তিভিশ্চৈব হতস্য গতিরুত্তমা॥ ৩১
দ্বিজ-গোস্বামিনামর্থে ভবেদ্বিপ্র সদাজ্ঞয়া।
শক্যন্ত্বিহ সমর্থৈশ্চ যষ্টুং ক্রতুশতৈরপি॥ ৩২
আত্মদেহপরিত্যাগঃ কর্ত্তুং যুধি সুদুষ্করঃ।
যুদ্ধে পুণ্যতমঃ স্বর্গ্যঃ সুযজ্ঞঃ সর্ব্বতোমুখঃ॥ ৩৩
সর্ব্বেষামেব বর্ণনাং ক্ষত্রিয়স্য বিশেষতঃ।
ভূয়শ্চৈব তু বক্ষ্যামি যুদ্ধধর্ম্মং সনাতনম্॥ ৩৪
যাদৃশায় প্রহর্ত্তব্যং যাদৃশং পরিবর্জ্জয়েৎ।
আততায়িনমায়ান্তমপি বেদান্তগং দ্বিজম্।
জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়ান্ন তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ॥৩৫
হন্তাপ্যসৌ ন হন্তব্যঃ পানীয়ং যশ্চ যাচতে॥ ৩৬
রণে হত্বাতুরান্ ব্যাস স নরো ব্রহ্মহা ভবেৎ।
ব্যাধিতং দুর্ব্বলং বালং স্ত্রী-নাথং কৃপণং ধ্রুবম্॥

ধনুর্ভগ্নং ছিন্নগুণং তং হত্বা ব্রহ্মহা ভবেৎ।
বিমুক্তকেশে বৈ মোহাজ্জড়োন্মত্তাকৃতির্ভবেৎ॥৩৮
পর্ণ-শাখা-তৃণগ্রাহী তান্ হত্বা ব্রহ্মহা ভবেৎ।
ন যুধ্যেঽহং তবাস্মীতি বৃদ্ধোঽজ্ঞোঽথ নপুংসকঃ
এতান্ হত্বা তু সম্মোহাৎ স মুনে ব্রহ্মহা ভবেৎ
যান্ যজ্ঞসঙ্ঘৈস্তপসা চ বিপ্রাঃ
স্বর্গৈষিণো যত্র চ যৈঃ প্রয়ান্তি।
ক্ষণেন তামেব গতিং প্রয়ান্তি
মহাহবে সংহননং ত্যজন্তঃ॥ ৪১
সর্ব্বাংশ্চ বেদান্ সুমহদ্ভিরঙ্গৈ-
র্যোগাংশ্চ সাংখ্যঞ্চ বনে নিবাসম্।
এতান্ গুণানেকপদে নিষেবতে
সংগ্রামধর্ম্মাত্মতনুং ত্যজেদ্যঃ॥ ৪২

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং বর্ণানাং শ্রেষ্ঠস্থানস্থিত্যাদিকথনে এক-চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪১॥

প্রাণত্যাগ করে, তাহার সদ্যঃ পাপক্ষয় হয়। যে বীর, স্বয়ং পরের অজেয় হইয়া স্বীয় ভগ্ন-সৈন্য রক্ষা করে, জীবিত থাকিলে তাহার সম্যক্ ফললাভ হয়, নিহত হইলেও স্বর্গে যায় এবং তথা হইতে প্রত্যাগত হয় না। হে বিপ্র! ব্রাহ্মণ, গো এবং প্রভুর জন্য যে ব্যক্তি মাংসাশী জন্তু অথবা হস্তী কর্ত্তৃক নিহত হয়, তাহার অক্ষয়-সদ্গতি লাভ ঘটে। এ জগতে কিছু ধন থাকিলেই শত শত যজ্ঞ করা যায়, কিন্তু যুদ্ধে আত্মদেহ পরিত্যাগ করা বড় দুষ্কর। সকল বর্ণের বিশষতঃ ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধযজ্ঞ সর্ব্ব-প্রকার স্বর্গপ্রাপ্তির হেতু। যেরূপ লোককে প্রহার করিতে হয় এবং যাহাকে ত্যাগ করিতে হয়, তৎসম্বলিত সনাতন যুদ্ধধর্ম্মের কথা পুন-রায় বলিতেছি। বেদান্তবেত্তা দ্বিজও যদি আততায়ী হইয়া আসে এবং হননাভিলাষী হয়, তাহা হইলে তাহাকে বধ করিবে, তাহাতে ব্রহ্ম-ঘাতী হইবে না। হননোদ্যত ব্যক্তি যদি পানীয়-জল-প্রার্থী হয় ত তাহাকে বধ করিবে না। হে ব্যাস! যুদ্ধে আতুর ব্যক্তিদিগকে বধ করিলে, ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। ব্যাধিযুক্ত, দুর্ব্বল, বালক, স্ত্রীজন-রক্ষিত, দীনহীন, জড়ভাবে অবস্থিত, ভগ্ন-ধন্বা এবং ছিন্নগুণ পুরুষকে বধ করিলে, ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। মুক্তকেশে পলায়মান,যুদ্ধ-মোহ বশতঃ জড়তা বা উন্মত্ততা প্রাপ্ত, পর্ণ শাখা বা তৃণগ্রহণ করিয়া ক্ষমাপ্রার্থী যে সকল ব্যক্তি তাহাদিগকে বধ করিলে, ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। "আমি আর যুদ্ধ করিব না," "আমি তোমার" এই সকল বাক্য-প্রযোক্তা ব্যক্তি, বৃদ্ধ, অজ্ঞ এবং ক্লীব ইহাদিগকে প্রমাদ বশতঃ বধ করি-লেও ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইতে হয়। স্বর্গাভিলাষী ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারা যে গতি লাভ করেন, মহাযুদ্ধে যাহারা দেহ-ত্যাগ করে, তাহাদেরও সেই গতি লাভ হয়। যে ব্যক্তি, যুদ্ধধর্ম্মপরায়ণ হইয়া আত্ম-দেহ ত্যাগ করে, ষড়ঙ্গসমন্বিত সর্ব্ববেদ, যোগ ও সাংখ্যজ্ঞান এবং বানপ্রস্থ এই সব গুণাবলীর যুগপৎ সেবনের ফল তাহার হয়। ২৯—৪২।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪১॥

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

শ্রুতা মে যাতনাশ্চিত্রাঃ পাপিনাং নিরয়ে তু যাঃ।
সরতামিহ সংসারে তাস্ত্বং ব্রূহি মমাখিলাঃ॥ ১

সনৎকুমার উবাচ।

অথ নারকিণাং পুংসাং ধর্ম্মাংশৈচব তু কেবলান্।
ক্ষণমাত্রেণ ভূতেভ্যঃ শরীরমুপপদ্যতে॥ ২
তদ্বদ্ধর্ম্মেণ চৈকেন দেবানাঞ্চোপপাদকম্।
সদ্যঃ প্রজায়তে দিব্যং শরীরং ভূতসারতঃ॥ ৩
কর্ম্মণা বাপি মিশ্রেণ যচ্ছরীরমিহাত্মনে।
তদ্ভূতপরিণামোত্থং বিজ্ঞেয়ং হি চতুর্ব্বিধম্॥ ৪
উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরা জ্ঞেয়াস্তৃণ-গুল্মাদিরূপিণঃ।
ক্রিমি-কীট-পতঙ্গাদ্যাঃ স্বেদজা নাম দেহিনঃ॥৫
অণ্ডজাঃ পক্ষিণো বক্রোশ্চক্রো মৎস্যাশ্চ কচ্ছপাঃ
জরায়ুজাশ্চ বিজ্ঞেয়া মানুষাশ্চ চতুষ্পদাঃ॥ ৬
অত্র সিক্তা জলৈর্ভূমিস্তেজসা চ প্রতাপিতাঃ।
বায়ুনা যোজ্যমানাং খাদ্বীজত্বমুপপদ্যতে॥ ৭
যর্থর্তু তানি বীজানি সংসিক্তান্যম্ভসা পুনঃ।
উচ্ছূনতাং মৃদুত্বঞ্চ মূলভাবং ব্রজন্তি চ॥ ৮
তন্মূলাদঙ্কুরোৎপত্তিরঙ্কুরাৎ পর্ণসম্ভবঃ।
পর্ণান্নলং ততঃ কাণ্ডং কাণ্ডাচ্চ প্রসবঃ পুনঃ॥ ৯
প্রসবাচ্চ তুষং ক্ষীরং ক্ষীরাৎ তণ্ডুলসম্ভবঃ।
তণ্ডুলঞ্চ যদা পক্কং ম্রিয়ন্তেঽথৌষধয়স্তদা॥ ১০
যবাদ্যাস্তৃণপর্য্যন্তাঃ শ্রেষ্ঠাঃ সপ্তদশ স্মৃতাঃ।
ওষধ্যঃ ফলপাকান্তাঃ শেষাঃ ক্ষুদ্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
এতা লূনা মর্দ্দিতাশ্চ শনৈরুৎপ্রিয়সংস্কৃতাঃ।
শূর্পোদূখলযন্ত্রাদ্যৈঃ পক্কাশ্চোদকবহ্নিভিঃ॥ ১২
ষড়্বিধাহারভেদেন পরিণামং ব্রজন্ত্যত।
অন্যোন্যবস্তুসংযোগাদনেকস্বাদুতাং গতাঃ॥ ১৩
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ পেয়ঞ্চ লেহ্যং চোষ্যঞ্চ পিচ্ছিলম্
ইতি ভেদাঃ ষড়ন্নস্য মধুরাদ্যাশ্চ ষড়্রসাঃ॥ ১৪
তদন্নং পিণ্ডকবলৈর্গ্রাসং ভুক্তঞ্চ দেহিভিঃ।
অন্নং স্থূলাশয়ে পূর্ব্বং প্রাণং স্থাপয়তে ক্রমাৎ॥
পীতভক্ষিতমাহারং স বায়ুঃ কুরুতে দ্বিধা।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন, পাপীদিগের নরক যন্ত্রণার বিষয় আমি শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে সংসারীদিগের সংসরণপ্রকরণ সম্পূর্ণভাবে আমাকে বলুন। সনৎকুমার বলিলেন, নারকী পুরুষের দেহ ক্ষণমাত্র পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন হয়। একমাত্র ধর্ম্মবলে, দেবত্বোপপাদক দিব্য শরীর ভূতবিশেষবশে ক্ষণমাত্র উৎপন্ন হয়। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম বা মিশ্র কর্ম্মফলে যে শরীর উৎপন্ন হয়, তাহাই ভূতপরিণাম; সেই দেহ চতুর্ব্বিধ। তৃণ-গুল্মাদি স্থাবর দেহ—উদ্ভিজ্জ; কৃমি, কীট পতঙ্গাদি দেহী—স্বেদজ; পক্ষী, নক্র, চক্রবাক, মৎস্য এবং কচ্ছপাদি—অণ্ডজ এবং মানুষ ও চতুষ্পাদেরা—জরায়ুজ। তেজঃপ্রতাপিত, জলসিক্ত ভূমি বায়ুযোজিত আকাশ সম্বন্ধে বীজস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। উপযুক্ত ঋতুতে সেই সকল বীজ জলসিক্ত হইলে প্রথমে স্ফীততা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে মৃদুতা ও মূলভাব ধারণ করিয়া থাকে। অনন্তর সেই মূল হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে পত্র, পত্র হইতে নাল, নাল হইতে কাণ্ড, কাণ্ড হইতে মুকুল, মুকুল হইতে তুষ, তুষ হইতে ক্ষীর এবং ক্ষীর হইতে তণ্ডুল জন্মিয়া থাকে। পরে সেই তণ্ডুল যখন পরিপক্ক হয়, সেই সময় সেই ওষধি-গুচ্ছ সকল বিশুষ্ক হইয়া থাকে। অখিল ওষধিরই ফল পরিপক্ক হইলে জীবন বিনষ্ট হয়। যব প্রভৃতি সপ্তদশ প্রকার ওষধি শ্রেষ্ঠ এবং অন্যান্য সকল ক্ষুদ্র বলিয়া পরিগণিত। ঐ যবাদি শস্য প্রথমে কর্ত্তিত, পরে মর্দ্দিত, তৎপরে ক্রমশ উদূখল মূষল ও শূর্পাদি দ্বারা পরিশোধিত করিয়া অগ্নিসাহায্যে জলে সিদ্ধ হইলে ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য, পেয়, চোষ্য ও পিচ্ছিল এই ছয় প্রকার খাদ্যরূপে পরিণত হইয়া থাকে এবং পরস্পর সংযোগ বশত তাহাদিগের বিবিধ প্রকার আস্বাদ ও মধুরাদি ছয় প্রকার রস সংঘটিত হয়। দেহিগণ ঐ ষড়্বিধ খাদ্য ভোজন করিলে উহাই প্রথমে দেহাভ্যন্তরে স্থূলাশয়ে প্রাণবায়ুকে স্থাপন করে। সেই বায়ু ভক্ষিত পেয় ও ভক্ষ্য

সম্প্রবিশ্যান্নমধ্যে তু পৃথগন্নং পৃথগ্‌জলম্॥ ১৬
অগ্নেরূর্দ্ধং জলং স্থাপ্য তদন্নঞ্চ জলোপরি।
জলস্যাধঃ স চাপানঃ স্থিতোঽগ্নিং ধমতে শনৈঃ॥
বায়ুনা ধম্যমানোঽগ্নিরত্যুষ্ণং কুরুতে জলম্।
তদন্নমুষ্ণতোয়েন সমন্তাৎ পচ্যতে পুনঃ॥ ১৮
দ্বিধা ভবতি তৎ পক্বং পৃথক্কিট্টং পৃথগ্রসম্।
মলৈর্দ্বাদশভিঃ কিট্টং ভিন্নং দেহাদ্বহির্ব্রজেৎ॥১৯
কর্ণাক্ষি-নাসিকা-জিহ্বা-দন্তাঃ শিশ্ন-গুদং নখাঃ।
মলাশ্রয়াঃ কফঃ স্বেদো বিণ্মূত্রং দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥২০
হৃৎপদ্মে প্রতিবদ্ধাশ্চ সর্ব্বনাড্যঃ সমন্ততঃ।
তাসাং মুখেষু তৎসূক্ষ্মং প্রাণঃ স্থাপয়তে রসম্॥২১
রসেন তেন নাড্যস্তাঃ প্রাণঃ পূরয়তে পুনঃ।
পুনঃ প্রয়ান্তি সম্পূর্ণাস্তাশ্চ দেহং সমন্ততঃ॥ ২২
ততঃ স নাড়ীমধ্যস্থঃ শারীরেণোষ্মণা রসঃ।
পচ্যতে পচ্যমানাচ্চ ভবেৎ পাকদ্বয়ং পুনঃ॥ ২৩
ত্বক্ তয়া বেষ্টিতং পূর্ব্বং রুধিরঞ্চ প্রজায়তে।
রক্তাল্লোমানি মাংসঞ্চ কেশাঃ স্নায়ুশ্চ মাংসতঃ।
স্নায়োঃ শিরাস্তথাস্থীনি নখমজ্জাস্থিসম্ভবঃ।
মজ্জাকারণবৈকল্যং শুক্রঞ্চ প্রসবাত্মকম্॥ ২৫
ইতি দ্বাদশধান্নস্য পরিণামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
শুক্লান্নস্য ততঃ শুক্রাদ্দিব্যদেহস্য সম্ভবঃ॥ ২৬
ঋতুকালে যদা শুক্রং নির্দ্দোষং যোনিসংস্থিতম্।
তদা তদ্বায়ুনা স্পৃষ্টং স্ত্রীরক্তেনৈকতাং ব্রজেৎ॥
বিসর্গকালে শুক্রস্য জীবঃ করণসংযুতঃ।
সংবৃতঃ প্রবিশেদ্‌যোনিং কর্ম্মভিঃ স্বৈর্নিয়োজিতঃ
তচ্ছুক্ররক্তমেকস্থমেকাহাৎ কললং ভবেৎ।
পঞ্চরাত্রেণ কললং বুদ্বুদাকারতাং ব্রজেৎ॥ ২৯
বুদ্বুদাৎ সপ্তরাত্রেণ মাংসপেশী ভবেৎ পুনঃ।
দ্বিসপ্তাহাদ্ভবেৎ পেশী রক্তং মাংসং ত্বচা দৃঢ়া॥৩০
বীজস্যেবাঙ্কুরোৎপত্তিঃ পঞ্চবিংশতিরাত্রতঃ।
ভবন্তি মাসমাত্রেণ পঞ্চধা জায়তে পুনঃ॥ ৩১
গ্রীবা শিরশ্চ স্কন্ধশ্চ পৃষ্ঠবংশস্তথোদরম্।

বস্তু মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক প্রথমে অন্ন ও জল উভয়কে উভয়রূপে পৃথক্ করত অগ্নির উপর জল ও জলের উপর অন্নকে স্থাপন করিয়া থাকে। পরে অপান-বায়ুরূপে সেই জলের অধোদেশে অবস্থিত থাকিয়া ক্রমে ক্রমে অগ্নিকে উদ্দীপিত করিতে আরম্ভ করে। অনন্তর ঐ অনল বায়ু কর্ত্তৃক উদ্দীপিত হইয়া সেই জলকে অতীব উষ্ণ করিলে তাহাতে অন্ন সর্ব্বতোভাবে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। তৎপরে ঐ পরিপক্ক অন্ন, সিটা ও রসরূপে দ্বিধা বিভিন্ন হইয়া থাকে। অনন্তর ঐ অন্ন মল চক্ষু, কর্ণ, মলদ্বারাদি দ্বারা বিষ্ঠামূত্র-কফাদি দ্বাদশ প্রকারে শরীর হইতে নিঃসৃত হয়। ১—২০। প্রাণিনিচয়ের হৃৎপদ্ম মধ্যে চতুর্দ্দিক্ হইতে নিখিল নাড়ী প্রতিবদ্ধ আছে। পূর্ব্বোক্ত প্রাণবায়ু, সেই প্রত্যেক নাড়ীমুখে সূক্ষ্ম রস যোজনাপূর্ব্বক তাহাদিগকে স্ফীত করিলে উহা সর্ব্ব শরীরে পরিচালিত হইয়া থাকে। তৎপরে নাড়ীমধ্যস্থিত ঐ রস শারীরিক উত্তাপে পরিপক্ক হইয়া দেহব্যাপী ত্বক্ ও রুধির এই উভয়রূপে পরিণত হয়। পরে ঐ রক্ত হইতে লোম ও মাংস, মাংস হইতে কেশ ও স্নায়ু, স্নায়ু হইতে শিরা, অস্থি, নখ ও মজ্জা এবং মজ্জা হইতে উৎপত্তি-নিদান শুক্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ অন্নের এই দ্বাদশ প্রকার পরিণাম বলিয়াছেন। ঐ শুক্র হইতেই দেহিগণ দিব্য-দেহ প্রাপ্ত হয়। ঋতুকালে যে সময় নির্দ্দোষ শুক্র যোনি মধ্যে প্রবেশ করে, তখন উহা বায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া রমণীগণের জরায়ুজ শোণিতের সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকে। জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মের বশগামী হইয়া শুক্রক্ষরণ সময়ে সমুদয় ইন্দ্রিয়-পরিবৃত হইয়া যোনিমধ্যে প্রবেশ করিতে বাধ্য হয়। সেই শুক্র ও শোণিত মিলিত হইয়া এক দিনে আলোড়িত ও স্ফীত হইয়া পঞ্চ দিবসে বুদ্বুদাকার ধারণ করে। পরে সপ্ত দিবসের মধ্যে সেই বুদ্বুদ্ হইতে মাংসপেশী এবং দ্বিসপ্তাহ মধ্যে রক্ত ও ঐ পেশী সকল ত্বক্ দ্বারা দৃঢ়তা লাভ করিয়া থাকে। বৃক্ষাদি-বীজ হইতে যেমন অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, সেইরূপ পঞ্চবিংশতি দিবসে দেহাঙ্কুর প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। অনন্তর এক

পাণিপাদং তথা পার্শ্বে। কটির্গাত্রং তথৈব চ ॥৩২
দ্বিমাসাভ্যন্তরেণৈব ক্রমশঃ সম্ভবন্তি হি।
ত্রিভির্মাসৈঃ প্রজায়ন্তে সর্ব্বাঙ্গাঙ্কুরসঞ্চয়ঃ ॥ ৩৩
মাসৈশ্চতুর্ভিরঙ্গুল্যঃ প্রজায়ন্তে যথাক্রমম্।
মুখং নাসা চ কর্ণৌ চ মাসৈর্ভবন্তি পঞ্চভিঃ ॥৩৪
দন্তপঙ্‌ক্তিস্তথা গুহ্যং জায়ন্তে চ নখাঃ পুনঃ।
কর্ণয়োস্তু ভবেচ্ছিদ্রং ষণ্মাসাভ্যন্তরেণ তু ॥ ৩৫
পায়ুর্মেঢ্রমুপস্থঞ্চ নাভিশ্চাপ্যুপজায়তে।
সন্ধয়ো যে চ গাত্রেষু মাসৈর্জায়ন্তি সপ্তভিঃ ॥৩৬
অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্পূর্ণঃ শিরঃকেশসমন্বিতঃ।
বিভক্তাবয়বঃ স্পৃষ্টঃ পুনর্মাসাষ্টকেন তু ॥ ৩৭
পঞ্চাত্মকসমাযুক্তঃ পরিপক্বঃ স তিষ্ঠতি।
মাতুরাহারবীর্য্যেণ ষড়্‌বিধেন রসেন তু ॥ ৩৮
নাভিনালাভিবদ্ধেন বর্দ্ধতে স দিনে দিনে।
ততঃ স্মৃতিং লভেজ্জীবঃ সম্পূর্ণেঽস্মিন্ শরীরকে ॥
সুখং দুঃখং বিজানাতি নিদ্রা স্বপ্নং পুরাকৃতম্।
মৃতশ্চাহং পুনর্জাতো জাতশ্চাহং পুনর্মৃতঃ ॥ ৪০
নানাযোনিসহস্রাণি ময়া দৃষ্টানি জায়তা।
অধুনা জাতমাত্রোঽহং প্রাপ্তসংস্কার এব চ ॥৪১
ততঃ শ্রেয়ঃ করিষ্যামি যেন গর্ভে ন সম্ভবঃ।
গর্ভস্থশ্চিন্তয়ত্যেবমহং গর্ভাদ্বিনিঃসৃতঃ ॥ ৪২
অন্বেষ্যামি শিবজ্ঞানং সংসারবিনিবর্ত্তকম্।
এবং স গর্ভদুঃখেন মহতা পরিপীড়িতঃ ॥ ৪৩
জীবঃ কর্ম্মবশাদাস্তে মোক্ষোপায়ং বিচিন্তয়ন্।
যথা গিরিবরাক্রান্তঃ কশ্চিদ্দুঃখেন তিষ্ঠতি ॥ ৪৪
তথা জরায়ুণা দেহী দুঃখং তিষ্ঠতি বেষ্টিতঃ।
পতিতঃ সাগরে যদ্বদ্দুঃখমাস্তে সমাকুলঃ ॥ ৪৫
গর্ভোদকেন সিক্তাঙ্গঃ সর্ব্বতোঽহক্লিতং তদা।
লোহকুম্ভে যথা ন্যস্তঃ পচ্যতে কশ্চিদগ্নিনা ॥ ৪৬
গর্ভকুম্ভে তথা ক্ষিপ্তঃ পচ্যতে জাঠরাগ্নিনা।
সূচীভিরগ্নিবর্ণাভির্নির্ভিন্নস্য নিরন্তরম্ ॥ ৪৭
যদ্দুঃখং জায়তে তস্য তত্র সংস্থস্য জায়তে।
গর্ভবাসাৎ পরং দুঃখং কষ্টং নৈবাস্তি কুত্রচিৎ ॥
দেহিনাং দুঃখবহুলং সুঘোরমতিসঙ্কটম্।

মাসে উহা গ্রীবা, মস্তক, স্কন্ধ, পৃষ্ঠবংশ ও উদর এই পঞ্চ প্রকারে বিভিন্ন হয়; পরে মাসদ্বয় মধ্যে ক্রমে হস্ত, পাদ, পার্শ্বদ্বয়, কটীদেশ ও গাত্র সংঘটিত হইয়া থাকে। তৎপরে তিন মাসে সমুদয় শরীরসন্ধি, চারি মাসে অঙ্গুলি-নিচয় এবং ক্রমে পঞ্চমাসে মুখ, নাসিকা, কর্ণ, দন্তপংক্তি ও গুহ্য; ছয় মাসে কর্ণচ্ছিদ্র; সপ্তম মাসে পায়ু, মেঢ্র, উপস্থ, নাভি এবং সমস্ত গাত্রসন্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। অষ্টম মাসে মানবের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মস্তক কেশ ও নিখিল অবয়ব সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে। মানব এইরূপে নাভিনাল-প্রসূত মাতৃ-ভক্ষিত খাদ্যবলে ও ষড়্‌বিধ রসে পরিপক্ব ও পঞ্চ প্রাণবায়ুযুক্ত হইয়া প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। অনন্তর জীব সম্পূর্ণাবস্থা লাভ করিয়া, পূর্ব্বস্মৃতি প্রাপ্ত হয়। তখন পূর্ব্বোপভুক্ত সুখ, দুঃখ, নিদ্রা, স্বপ্ন এবং পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যু ও নানা যোনিভ্রমণাদি সমুদয়ই তাহার চিত্তপটে উদিত হয়; তৎকালে সে ঈদৃশ চিন্তা করিতে থাকে যে, এক্ষণে আমি জন্মগ্রহণ মাত্রে যেমন সংস্কার প্রাপ্ত হইব, অমনি যাহাতে আর না গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, এইরূপ কল্যাণকর কার্য্য করিব, আমি গর্ভ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াই সংসারনাশক শিবজ্ঞান অনুসন্ধান করিব। জীব, গর্ভবাসকালে স্বীয় কর্ম্ম বশতঃ নিদারুণ গর্ভযন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া, মোক্ষোপায় চিন্তা করত গর্ভমধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকে। চতুর্দ্দিকে গিরিবরাক্রান্ত প্রাণীর ন্যায় দেহী, জরায়ু-বেষ্টিত হইয়া দুঃখে কালযাপন করিতে থাকে। ২১—৪৫। কেহ যেমন গভীর সাগরগর্ভে পতিত হইলে ব্যাকুলহৃদয়ে কালক্ষেপ করে, প্রাণিমাত্রে সেইরূপ সর্ব্বতোভাবে গর্ভোদকে পরিব্যাপ্ত হইয়া সমাকুল হইয়া থাকে। লৌহকুম্ভে নিক্ষিপ্ত কোন ব্যক্তিকে অগ্নিদ্বারা সন্তপ্ত করিলে, সে যে প্রকার ক্লেশানুভব করে, গর্ভকুম্ভপতিত জীবও সেইরূপ জঠরাগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকে। নিরন্তর অগ্নিবর্ণ প্রতপ্ত সূচিসমূহ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ করিলে যে প্রকার মহৎ দুঃখ হয়, গর্ভস্থ জীবও তাদৃশ দুঃখে নিপীড়িত হয়। প্রাণিগণের অন্য কুত্রাপি গর্ভবাস অপেক্ষা নিদারুণ

ইত্যেতৎ সুমহদ্দুঃখং পাপিনাং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥
কেবলং ধর্ম্মবুদ্ধীনাং স প্তমাসোদ্ভবাৎ সদা ।
গর্ভাৎ সুদুর্লভং দুঃখং যোনিযন্ত্রনিপীড়নাৎ ॥৫০
ইক্ষুবৎ পীড্যমানস্য যন্ত্রেণৈব সমন্ততঃ ।
শিরসা তাড্যমানস্য পাপমুদ্গরকেণ চ ॥ ৫১
যন্ত্রেণ পীড়িতা যদ্বন্নিঃসারাঃ স্যুস্তিলাঃ ক্ষণাৎ ।
তথা শরীরং নিঃসারং যোনিযন্ত্রনিপীড়নাৎ ॥ ৫২
অস্থিপট্টতুলাস্তম্ভস্নায়ুবন্ধেন যন্ত্রিতম্ ।
রক্তমাংসমৃদা লিপ্তং বিণ্মূত্রদ্রব্যভাজনম্ ॥ ৫৩
কেশরোমতৃণচ্ছন্নং রোগায়তনমাতুরম্ ।
বদনৈকমহাদ্বারং গবাক্ষাষ্টকভূষিতম্ ॥ ৫৪
ওষ্ঠদ্বয়কপাটঞ্চ দন্তজিহ্বার্গলান্বিতম্ ।
ভোগতৃষ্ণাতুরং মূঢ়ং রাগদ্বেষবশানুগম্ ॥ ৫৫
সংবর্ত্তিতাঙ্গপ্রত্যঙ্গং জরায়ুপরিবেষ্টিতম্ ।
সঙ্কটেনাবিবিক্তেন যোনিমার্গেণ নির্গতম্ ॥ ৫৬
বিণ্মূত্ররক্তসিক্তাঙ্গং যৎ কৌশিকসমুদ্ভবম্ ।

ক্লেশনিচয় ভোগ করিতে হয় না। পণ্ডিতগণ বলেন, সপ্তম মাস হইতে পাপী সকল গর্ভমধ্যে এইরূপ সুমহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হয় এবং তৎকালে তাহাদিগের কেবল ধর্ম্মেই মতি হইয়া থাকে। পেষণযন্ত্রে ইক্ষু যেরূপ মর্দ্দিত হয়, সেইরূপ যোনিযন্ত্রে প্রপীড়িত হইয়া, মস্তকে দুঃসহ মুদ্গরাহত ব্যক্তির ন্যায়, সকলকেই ভীষণ ক্লেশ উপভোগ করিতে হয়। তিলপুঞ্জ যেরূপ যন্ত্র দ্বারা বিমর্দ্দিত হইলে ক্ষণকাল মধ্যে নিঃসার হইয়া পড়ে, তদ্রূপ যোনি-যন্ত্র-নিপীড়নেও শরীর ক্ষণমাত্রে সারশূন্য হইয়া থাকে। দেহিগণের দেহ, অস্থি, পট্টময় স্তম্ভে স্নায়ুনিচয়রূপ রজ্জুসমূহ দ্বারা নিযন্ত্রিত, রক্তমাংসরূপ মৃত্তিকা-লিপ্ত, বিষ্ঠামূত্রের আধার, কেশরোমময় তৃণপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন, ব্যাধিনিকরের ক্রীড়াভূমি, নিখিল ক্লেশের আকর, একমাত্র মুখরূপ মহাদ্বারবিশিষ্ট, কর্ণ ছিদ্রাদি বাতায়নাষ্টক ভূষিত, ওষ্ঠদ্বয়রূপ কপাটাবৃত, তাহাতে দন্ত ও জিহ্বারূপ অর্গলা-বদ্ধ, সতত ভোগ-তৃষ্ণায় কাতর, মহান্ধকারপূর্ণ রাগদ্বেষাদির বশবর্ত্তী, জরায়ু-পরিবেষ্টিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গযুক্ত সঙ্কট, অমেধ্য যোনিমার্গ-বিনির্গত

অস্থিপঞ্জরসঙ্ঘাতমস্মিন্ জ্ঞেয়ং কলেবরম্ ॥ ৫৭
শতত্রয়ং ষষ্ট্যধিকং পঞ্চ পেশীশতানি চ ।
সার্দ্ধাভিস্তৃস্থভিশ্ছন্নং সমন্তাদ্রোমকোটিভিঃ ॥ ৫৮
শরীরং স্থূলসূক্ষ্মাভির্দৃশ্যাদৃশ্যা হি তাঃ স্মৃতাঃ ।
এতাবতীভির্নাড়ীভিঃ কোটিভিস্তৎ সমন্ততঃ ॥ ৫৯
অস্বেদমধুভির্যাভিরন্তঃস্থং স্রবতে বহিঃ ।
দ্বাত্রিংশদ্দশনাঃ প্রোক্তা বিংশতিশ্চ নখাঃ স্মৃতাঃ ।
পিত্তস্য কুড়বং জ্ঞেয়ং কফস্যাপ্যাঢ়কং স্মৃতম্ ।
বসায়াশ্চ পলং বিংশং তদর্দ্ধং কপিলস্য চ ॥ ৬১
পঞ্চার্দ্ধন্তু পলা জ্ঞেয়া পলানি দশ মেদসঃ ।
পলত্রয়ং মহারক্তং মজ্জা স্যাচ্চ চতুর্গুণা ॥ ৬২
শুক্রার্দ্ধং কুড়বং জ্ঞেয়ং তদ্বীজং দেহিনাং বলম্
মাংসস্য চৈকপিণ্ডেন পলসাহস্রমুচ্যতে ॥ ৬৩
রক্তং পলশতং জ্ঞেয়ং বিণ্মূত্রঞ্চাপ্রমাণতঃ ।
ইতি দেহগৃহং হ্যেতন্নিত্যস্যানিত্যমাত্মনঃ ॥ ৬৪
অবিশুদ্ধং বিশুদ্ধস্য কর্ম্মবন্ধাদ্বিনির্ম্মিতম্ ।
শুক্র-শোণিতসংযোগাদ্দেহঃ সঞ্জায়তে যতঃ ॥ ৬৫

বিষ্ঠা মূত্র ও রক্তপূর্ণ গর্ভকোশ-সম্ভূত এবং কেবলমাত্র অস্থি-পঞ্জরময় জানিবে। উহাতে ষষ্ট্যধিক অষ্টশত পেশী বিদ্যমান। উহা চতুর্দ্দিকে স্থূল সূক্ষ্মভেদে দৃশ্য ও অদৃশ্যরূপ সার্দ্ধত্রি কোটি রোমে সমাচ্ছাদিত এবং তৎসংখ্যক নাড়ী দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আবদ্ধ। ঐ সকল রোমকূপ হইতে সতত স্বেদাদি অন্তর্ম্মল বিনির্গত হইয়া থাকে। উহাতে দ্বাত্রিংশৎ দন্ত ও বিংশতি-সংখ্যক নখ আছে। শরীর মধ্যে কুড়বপ্রমাণ পিত্ত, আঢ়কপ্রমাণ কফ, বিংশতিপল-পরিমিত বসা, তদর্দ্ধ কপিলধাতু। সার্দ্ধপঞ্চপল-পরিমিত পল, দশপল পরিমিত মেদ, ত্রিপল পরিমিত মহারক্ত, তচ্চতুর্গুণ মজ্জা এবং অর্দ্ধকুড়ব পরিমিত শুক্র আছে; উহাই দেহীদিগের বল ও বীর্য্যস্বরূপ জানিবে। সহস্রপল পরিমিত এক মাংসপিণ্ড, শতপল প্রমাণ রক্ত এবং অপরিমিত বিষ্ঠা মূত্র উহাতে বিদ্যমান। আত্মা স্বয়ং নিত্য ও পবিত্র হইলেও স্বীয় কর্ম্মবন্ধন হেতু তাঁহার এবংবিধ অবিশুদ্ধ ও অচিরস্থায়ী দেহ-গৃহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। দেহমাত্র শুক্র

...রাং বিণ্মূত্রসম্পূর্ণস্তেনায়মশুচিঃ স্মৃতঃ ।
...তুর্বিষ্ঠয়া পূর্ণঃ শুচিঃ স্যান্ন বহির্ঘটঃ ॥ ৬৬
...ধ্যমানো হি দেহোঽয়ং তেনায়মশুচিস্ততঃ ।
...প্রাপ্যাতিপবিত্রাণি পঞ্চগব্যহবীংষি চ ॥ ৬৭
...শুচিত্বং ক্ষণাদ্‌যান্তি কিমন্যদশুচিস্ততঃ ।
...ন্যান্নপানানি যং প্রাপ্য সুরভীণি চ ॥ ৬৮
...শুচিত্বং প্রয়ান্ত্যাশু কিমন্যদশুচিস্ততঃ ।
হে জনাঃ কিং ন পশ্যন্তি যন্নির্যাতি দিনে দিনে ॥
...হাং কশ্মলং পূতি তদাধারঃ কথং শুচিঃ ।
দেহঃ সংশোধ্যমানোঽপি পঞ্চগব্যকুশাম্বুভিঃ ।
...মান ইবাঙ্গারো নির্ম্মলত্বং ন গচ্ছতি ॥ ৭০
স্রোতাংসি যস্য সততং প্রভবন্তি গিরেরিব ॥ ৭১
...কফমূত্রপুরীষাদ্যৈঃ স দেহঃ শুধ্যতে কথম্ ।
সর্ব্বাশুচিনিধানস্য শরীরস্য ন বিদ্যতে ॥ ৭২
...রিক্তঃ প্রদেশোঽপি বিণ্মূত্রস্য দৃতেরিব ।
...স্পৃষ্টাঃ স্বদেহস্রোতাংসি মৃত্তোয়ৈঃ শোধ্যতে করঃ

তথাপ্যশুচিভাণ্ডস্য ন বিরজ্যন্তি কিঙ্করাঃ ।
কায়ঃ সুগন্ধপুষ্পাদ্যৈর্যত্নেনাপি সুসংস্কৃতঃ ॥ ৭৪
ন জহাতি স্বভাবঞ্চ শ্বপুচ্ছ ইব নামিতঃ ।
যথা জাত্যৈব কৃষ্ণোঽর্থঃ শুক্লঃ স্যাৎ তদুপায়তঃ ॥
সংশোধ্যমানাপি তথা ভবেন্মূর্ত্তির্ন নির্ম্মলা ।
জিঘ্রন্নপি সুদুর্গন্ধং পশ্যন্নপি স্বকং মলম্ ।
ন বিরজ্যেত লোকোঽয়ং পীড়য়ন্নপি নাসিকাম্ ॥
অহো মোহস্য মাহাত্ম্যং যেনেদং ব্যাপিতং জগৎ
শীঘ্রং পশ্যন্ স্বকং দোষং কায়স্য ন বিরজ্যতে ।
স্বদেহে চ বিগন্ধেন বিরজ্যেত ন যো নরঃ ॥ ৭৮
বিরাগকারণং তস্য কিমেতদুপদিশ্যতে ।
সর্ব্বমেব জগন্মেধ্যং দেহ এবাশুচির্ভবেৎ ॥ ৭৯
তন্মলাবয়বস্পর্শাচ্ছুচিরপ্যশুচির্ভবেৎ ।
গন্ধলেপাপনোদার্থং শৌচং দেহস্য কীর্ত্তিতম্ ॥৮০
দ্বয়স্যাপগমাচ্ছুদ্ধিঃ শুদ্ধস্পর্শাদ্বিশুধ্যতি ।

শোণিত সংযোগে উৎপন্ন এবং বিষ্ঠামূত্রে পরিপূর্ণ বলিয়া সর্ব্বদাই অশুচি। অভ্যন্তরে বিষ্ঠাপূর্ণ ঘট যেমন কিছুতেই পবিত্র হয় না, তাদৃশ মলপূর্ণ দেহও জলাদি দ্বারা পবিত্র হইবার নহে। অতি পবিত্র পঞ্চগব্য ও ঘৃত এবং সুগন্ধযুক্ত মনোহর অন্নপানাদি যে দেহের মধ্যগত হইলে ক্ষণকাল মাত্রে অশুচি হইয়া যায়, তদপেক্ষা অশুচি বস্তু আর কি হইতে পারে? হে মানবগণ! তোমরা কি দেখিতেছ না, প্রতিদিন স্বীয় দেহ হইতে দুর্গন্ধময় মল নিঃসৃত হইতেছে, সুতরাং তাহার আধার কি প্রকারে পবিত্র হইতে পারে? অঙ্গার বারংবার ঘৃষ্যমাণ হইলেও যেমন নির্ম্মলতা প্রাপ্ত করে না, তদ্রূপ পঞ্চগব্য ও কুশোদক দ্বারা পুনঃপুনঃ শোধিত করিলেও দেহ নির্ম্মল হইবার নহে। ৪৫—৭০। পর্ব্বত হইতে যেরূপ জলস্রোত নির্গত হয়, তাদৃশ যে দেহ হইতে নিরন্তর কফ-মূত্র-পুরীষাদি বহির্গত হইয়া থাকে, তাহা কি প্রকারে পবিত্র হইবে? বিষ্ঠামূত্রপাত্রের ন্যায় সমুদয় অশুচি বস্তুর আকর দেহের এক স্থানও পবিত্র নহে। দেহ-বিগলিত মল দ্বারা স্পর্শ করিলে মৃত্তিকা ও জল দ্বারা হস্ত শোধিত করিতে হয়, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তথাপি সেই অশুচি ভাণ্ড স্পর্শে হস্তের বিরাগ নাই। কুক্কুরপুচ্ছ যেমন কিছুতেই নমিত হইবার নহে, তদ্রূপ বহুযত্নে সুগন্ধি পুষ্পাদি দ্বারা শরীরকে সুসংস্কৃত করিলেও স্বীয় স্বভাব কিছুতেই পরিত্যাগ করে না। স্বভাবতঃ কৃষ্ণবর্ণ বস্তু যেমন কোন উপায়েই শুক্লবর্ণ হইবার নহে, তাদৃশ বারংবার পরিশোধিত হইলেও শরীর নির্ম্মল হইবার নহে। হায় কি আশ্চর্য্য! সতত ঘোর দুর্গন্ধময় মল সন্দর্শন ও আঘ্রাণ পূর্ব্বক নাসিকার ক্লেশ হইলেও মানবগণ তাহা হইতে বিরত নহে। হায়, মোহের কি মাহাত্ম্য! নিখিল জগতই মোহাভিভূত, কারণ সর্ব্বদা দেহের অনন্ত দোষ দর্শন করিয়া বিরক্ত হয় না। মানব যখন স্বীয় দেহস্থ পূতিগন্ধেও বিরক্ত নহে, তখন আর তাহাদিগকে অন্য উপদেষ্টব্য কি আছে? সমুদয় জগৎই পবিত্র, কেবল দেহই অপবিত্র; কারণ দেহ-মল-স্পর্শে পবিত্র বস্তুও অপবিত্র হইয়া থাকে। শারীরিক দুর্গন্ধ ও লেপ অপনোদনার্থ দেহের শৌচ-বিধান কথিত হইয়াছে, সুতরাং গন্ধ ও লেপ এই উভয়ই

গঙ্গাতোয়েন সর্ব্বেণ মৃত্তারৈঃ পর্ব্বতোপমৈঃ ॥৮১
আ মৃত্যোরাচরেচ্ছৌচং ভাবদুষ্টো ন শুধ্যতি।
তীর্থস্নানৈস্তপোভির্ব্বা দুষ্টাত্মা নৈব শুধ্যতি ॥ ৮২
শ্বদৃতিঃ ক্ষালিতা তীর্থে কিং শুদ্ধিমধিগচ্ছতি।
অন্তর্ভাবপ্রদুষ্টস্য বিশতোঽপি হুতাশনম্ ॥ ৮৩
ন স্বর্গো নাপবর্গশ্চ দেহনির্দ্দহনং পরম্ ॥ ৮৪

সর্ব্বেণ গাঙ্গেন জলেন সম্য-
ঙ্মৃৎপর্ব্বতেনাপ্যথ ভাবদুষ্টঃ।
আজন্মনঃ স্নানপরো মনুষ্যো
ন শুধ্যতীত্যেব বয়ং বদামঃ ॥ ৮৫

প্রজ্বাল্য বহ্নিং ঘৃততৈলসিক্তং
প্রদক্ষিণাবর্ত্তশিখং মহান্তম্।
প্রবিশ্য দগ্ধো হ্যপি ভাবদুষ্টো
ন ধর্ম্মমাপ্নোতি ফলং ন চান্যৎ ॥ ৮৬

গঙ্গাদিতীর্থেষু বসন্তি মৎস্যা
দেবালয়ে পক্ষিগণাশ্চ নিত্যম্।
ভাবোজ্ঝিতাস্তে ন ফলং লভন্তে
তীর্থাবগাহাচ্চ তথৈব দানাৎ ॥ ৮৭

ভাবশুদ্ধং পরং শৌচং প্রমাণং সর্ব্বকর্ম্মসু।
অন্যথালিঙ্গ্যতে কান্তা ভাবেন দুহিতান্যথা ॥ ৮৮
মনসো ভিদ্যতে বৃত্তিরভিন্নেষপি বস্তুষু।
অন্যথৈব সুতং নারী চিন্তয়ত্যন্যথা পতিম্ ॥ ৮৯
পশ্যধ্বমস্য ভাবস্য মহাভাগ্যমশেষতঃ।
পরিষক্তোঽপি যন্নার্য্যা ভাবহীনাং ন কাময়েৎ ॥৯০
নাদ্যাদ্বিবিধমন্নাদ্যং ভক্ষ্যাণি সুরভীণি চ।
যদি চিন্তং সমাধত্তে চিত্তং কামাদিষু ত্রিষু ॥ ৯১
গৃহ্যতে তৈস্তু ভাবেন নরো ভাবাদ্বিমুচ্যতে।
ভাবতঃ শুচিশুদ্ধাত্মা স্বর্গং মোক্ষঞ্চ বিন্দতি। ৯২
ভাবেনৈকান্তশুদ্ধাত্মা দদজ্জুহ্বৎ স চেন্মৃতঃ।
জ্ঞানাবাপ্তে রবাপ্নোতি লোকান্ সুবহুযাজিনাম্ ॥৯৩

যদি বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলেই দেহ পবিত্র হইল জানিবে। কিন্তু যাহার আভ্যন্তরীণ ভাব কলুষ, সে যদি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সমুদয় গঙ্গাজল এবং পর্ব্বতোপম মৃত্তিকা দ্বারা দেহ শোধিত করে, তথাপি শুদ্ধ হইবার নহে। অখিল তীর্থে স্নান ও বিবিধ তপোনুষ্ঠান করিলেও দুষ্টাত্মা কিছুতেই পবিত্র হয় না। কারণ কুক্কুরোচ্ছিষ্ট চর্ম্ম-পাত্র কি তীর্থ-সলিলে প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হয়? যাহার অন্তর নিতান্ত মলিন, সে যদি অগ্নি-প্রবেশপূর্ব্বক দেহ বিসর্জ্জন করে, তথাপি তাহার স্বর্গ কি মোক্ষ লাভ হয় না। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, যাহার অন্তর্ভাব দূষিত, সে যদি আজন্ম স্নানপর হয় এবং সমুদয় গঙ্গাজল ও পর্ব্বতপ্রমাণ মৃত্তিকা দ্বারা শরীর-শৌচ-বিধান করে, তথাপি পবিত্র হইতে পারে না। ভাবদুষ্ট ব্যক্তি, ঘৃত তৈলাদি দ্বারা হুতাশন প্রজ্বলিত করিয়া দক্ষিণদিগ্বর্ত্তি-শিখাজাল-জটিল সেই ভীষণ হুতাশনে আত্মদেহ ভস্মীভূত করে, তথাপি তাহার ধর্ম্ম বা কোন ফলোদয় হয় না। মৎস্যগণ সতত গঙ্গাদিতীর্থে বাস এবং পক্ষিগণ নিরন্তর দেবালয়ে অবস্থান করিলেও যেমন ভাবদুষ্ট বলিয়া তাহারা তাহার ফল প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ সদ্ভাব-বিরহিত ব্যক্তিগণও তীর্থাবগাহন বা দানাদি সৎকর্ম্ম করিয়াও ফললাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। ৭১—৮৭। নিখিল কার্য্যে ভাবশুদ্ধিই পরম-শৌচ; ইহার প্রমাণ দেখ, কান্তা ও কন্যা ভিন্নভাবে আলিঙ্গিতা বলিয়া, ফলেরও বিভিন্নতা আছে। অভিন্ন বস্তুনিচয়েও মনোবৃত্তি বিভিন্ন-প্রকার হইয়া থাকে; তাহার উদাহরণ—রমণী-গণ পুত্রকে এক ভাবে ও পতিকে অন্য ভাবে চিন্তা করে। আন্তরীণ ভাবের প্রবলতা দেখ, রমণীকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলেও কেহ ভাববিহীন রমণীকে কামনা করে না। আরও দেখ, কাহার চিত্ত যদি কামাদিত্রয়ে আসক্ত হয়, সে সম্মুখস্থ বিবিধ অন্ন ও সুরভি ভক্ষ্যবস্তু সকলও ভক্ষণ করে না। মানব কামাদিকর্ত্তৃক এক-ভাবে আক্রান্ত হয় এবং ভাববিশেষেই সংসার হইতে বিমুক্তি লাভ করে। যে ব্যক্তির অন্তর্ভাব অতি বিশুদ্ধ, সে স্বর্গ ও মোক্ষের অধি-কারী হইয়া থাকে। সদ্ভাবান্বিত নির্ম্মলতেজাঃ মানব যদি দান-হোমাদি কার্য্যানুষ্ঠান করত জীবন বিসর্জ্জন করে, তাহা হইলে সে জ্ঞান-লাভপূর্ব্বক বহুযাজী ব্যক্তিগণের পুণ্যলোক সকল

জ্ঞানামলাম্ভসাং পুংসাং সদ্বৈরাগ্যমৃদা পুনঃ।
অবিদ্যারাগ-বিণ্মূত্র-লেপগন্ধবিলেনম্॥ ৯৪
এবমেতচ্ছরীরং হি নিসর্গাদশুচি স্মৃতম্।
ত্বঙ্মাত্রসারনিঃসার-কদলীসারসন্নিভম্॥ ৯৫
জ্ঞাত্বৈবং দোষদেহং যঃ প্রাজ্ঞঃ স শিথিলো ভবেৎ
সোঽতিক্রামতি সংসারং দৃঢ়গ্রাহী চ তিষ্ঠতি॥৯৬
এবমেতন্মহাকষ্টং জন্মদুঃখং প্রকীর্ত্তিতম্।
পুংসামজ্ঞানদোষেণ নানাকর্ম্মবশেন চ॥ ৯৭
শ্লোকার্দ্ধেন তু বক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
মমেতি পরমং দুঃখং নির্ম্মমেতি পরং সুখম্॥৯৮
বহবোঽপি হি রাজানঃ পরং মোক্ষমিতো গতাঃ।
নির্ম্মমেতি মমেত্যেবং বদ্ধাঃ শতসহস্রশঃ॥ ৯৯
গর্ভস্থস্য স্মৃতির্যাসীৎ সা চ তস্য প্রণশ্যতি।
সংমূর্চ্ছিতস্য দুঃখেন যোনিযন্ত্রনিপীড়নাৎ॥ ১০০

বাহ্যেন বায়ুনা চাস্য মোহসংজ্ঞেন দেহিনঃ।
স্পৃষ্টমাত্রস্য ঘোরেণ জ্বরঃ সমুপজায়তে॥ ১০১
তেন জ্বরেণ মহতা সম্মোহশ্চ প্রজায়তে।
সংমূঢ়স্য স্মৃতিভ্রংশঃ শীঘ্রং সঞ্জায়তে পুনঃ॥১০২
স্মৃতিভ্রংশাৎ ততস্তস্য পূর্ব্বকর্ম্মবশেন চ।
রতিঃ সঞ্জায়তে তূর্ণং জন্তোস্তত্রৈব জন্মনি॥১০৩
রক্তো মূঢ়শ্চ লোকোঽয়ং ন কার্য্যে সম্প্রবর্ত্ততে।
ন চাত্মানং বিজানাতি ন পরং ন চ দৈবতম্॥১০৪
ন শৃণোতি পরং শ্রেয়ঃ সতি চক্ষুষি নেক্ষতে।
সমে পথি শনৈর্গচ্ছন্ স্খলতীব পদে পদে॥১০৫
সত্যাং বুদ্ধৌ ন জানাতি বোধ্যমানো বুধৈরপি।
সংসারে ক্লিশ্যতে তেন গর্ব্বলোভবশানুগঃ॥১০৬
গর্ভস্মৃতেন ভাবেন শাস্ত্রমুক্তং শিবেন তু।
তদ্দুঃখকথনার্থায় স্বর্গমোক্ষপ্রসাধনম্॥ ১০৭
যে সত্যস্মিন্শিবে জ্ঞানে সর্ব্বকামার্থসাধনে।
ন কুর্ব্বন্ত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্তদত্র মহদদ্ভুতম্॥ ১০৮

প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জ্ঞানময় নির্ম্মল সলিল ও সদ্বৈরাগ্যরূপ মৃত্তিকা দ্বারা মানবগণের অবিদ্যা ও বিষয়ানুরাগরূপ বিষ্ঠা-মূত্রের লেপগন্ধ বিদূরিত হইয়া যায়; স্বভাবতঃ শরীর এইরূপ অশুচি, নিঃসার কদলীস্তম্ভপ্রায় ত্বঙ্মাত্রসার। যে বিজ্ঞ ব্যক্তি, শরীরকে এবংবিধ দোষবহুল জানিয়া সংসারে বীতরাগ হইতে পারেন, তিনিই সংসার হইতে নিস্তীর্ণ হন এবং অচল বস্তু অবলম্বন-পূর্ব্বক স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। পণ্ডিত বলিয়াছেন, অজ্ঞান-দোষ ও নানাপ্রকার কর্ম্ম বশতঃ জীবগণের এই মহাকষ্টকর জন্ম-দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মনীষিগণ, কোটি কোটি গ্রন্থ দ্বারা যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, আমি কেবল-মাত্র শ্লোকার্দ্ধ দ্বারাই তাহা বর্ণন করিতেছি। নিশ্চয় জানিও, মমতাই পরম দুঃখের আকর এবং নির্ম্মমতাই পরম সুখের আশ্রয়। বহুল রাজগণ মমতাশূন্য হইয়া এই সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন এবং শত সহস্র ব্যক্তি মমতা জন্য সংসারে আবদ্ধ রহিয়াছে। গর্ভ-বাসকালে প্রাণিগণের যে স্মৃতি উৎপন্ন হয়, প্রসবকালে যোনিযন্ত্র-নিপীড়ন-হেতু দুঃখাতিশয়ে সংমূর্চ্ছিত হওয়ায় তাহা বিলুপ্ত হইয়া থাকে।

উৎপত্তিমাত্রে মোহসংজ্ঞক ঘোর বাহ্য-বায়ু প্রভাবে দেহিগণের জ্বর উৎপন্ন হয় এবং সেই মহৎ জ্বর-হেতুক সম্মোহ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। পরে সেই সম্মোহ হইতে ত্বরায় স্মৃতিভ্রংশ হইতে পূর্ব্বকর্ম্ম বশতঃ তৎক্ষণাৎ তাহার সেই জন্মে আসক্তি উৎপন্ন হয়। তখন সেই বিষয়ানুরক্তমূঢ় মানব কখনই পারত্রিক হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। বস্তুতঃ তাদৃশ ব্যক্তি, কি আত্মা, কি পরমবস্তু, কি দেবতা, কাহাকেই পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। অধিক কি চক্ষুঃ থাকিতেও দর্শন করে না, কর্ণ থাকিতেও পরম হিতকর বাক্য শ্রবণ করে না, সমতল পথে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেও পদে পদে স্খলিত হয়, বুদ্ধি থাকিতে বুধগণকর্তৃক প্রবোধিত হইয়াও কিছুই বুঝিতে পারে না। সে, গর্ব্ব ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সংসারে বিবিধ ক্লেশ উপভোগ করিয়া থাকে। এজন্য, ভগবান্ শঙ্কর গর্ভাবস্থায় স্মৃত ভাব অবলম্বন করত গর্ভদুঃখ-প্রকাশার্থ স্বর্গ ও মোক্ষ-সাধন শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। সর্ব্বকামার্থসাধন সেই শিবজ্ঞান-সত্ত্বেও যে মানবগণ স্বীয় হিতকর

অব্যক্তেন্দ্রিয়বৃত্তিত্বাদ্বাল্যে দুঃখং মহৎ পুনঃ ।
ইচ্ছন্নপি ন শক্নোতি বক্তুং কর্ত্তুঞ্চ সৎক্রিয়াম্ ॥
দন্তোত্থানে মহদ্দুঃখমল্পেন ব্যাধিনা তথা ।
বালরোগৈশ্চ বিবিধৈঃ পীড়াবালগ্রহৈরপি ॥ ১১০
ক্ব চ ক্ষুত্তৃট্পরীতাঙ্গঃ ক্বচিত্তিষ্ঠতি রারটৎ ।
বিণ্মূত্রভক্ষণাদ্যঞ্চ মোহাদ্বালঃ সমাচরেৎ ॥ ১১১
কৌমারে কর্ণপীড়ায়াং মাতাপিত্রোশ্চ সাধনে ।
ন কুর্ব্বন্ত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্তদত্র মহদদ্ভুতম্ ॥ ১১২
অক্ষরাধ্যয়নাদ্যৈশ্চ দুঃখং স্যাদ্‌গুরুতাড়নে ।
প্রবৃত্তেন্দ্রিয়বৃত্তিত্বাৎ কামরাগপ্রপীড়নাৎ ॥ ১১৩
তদপ্রাপ্তেস্তু সততং কুতঃ সৌখ্যং হি যৌবনে ।
ঈর্ষ্যয়া চ মহদ্দুঃখং মোহযুক্তস্য তস্য চ ॥ ১১৪
নেত্রস্য কুপিতস্যেব রাগো দুঃখায় কেবলম্ ।
ন রাত্রৌ বিন্দতে নিদ্রাং কামাগ্নিপরিবেদিতঃ ॥
দিবা চাপি কুতঃ সৌখ্যমর্থোপার্জ্জনচিন্তয়া ।

স্ত্রীপায়াগিতচিত্তস্য যে পুংসঃ শুক্রবিন্দবঃ ॥ ১১৬
তে সুখায় ন মন্যন্তে স্বেদজা ইব বিন্দবঃ ।
কৃমিভিস্তুদ্যমানস্য কুষ্ঠিনঃ পামনস্য চ ॥ ১১৭
কণ্ডূয়নাগ্নিতাপেন যদ্ভবেৎ স্ত্রীষু তদ্বিদঃ ।
যাদৃশং মন্যতে সৌখ্যং গণ্ডে পূযবিনির্গমাৎ ॥ ১১৮
তাদৃশং স্ত্রীষু মন্তব্যং নাধিকং তাসু বিদ্যতে ।
বিণ্মূত্রস্য সমুৎসর্গাৎ সুখং ভবতি যাদৃশম্ ॥ ১১৯
তাদৃশং স্ত্রীষু বিজ্ঞেয়ং মূঢ়ৈঃ কল্পিতমন্যথা ।
নারীষবস্থাভূতাসু সর্ব্বদোষাশ্রয়াসু চ ॥ ১২০
নাণুমাত্রং সুখং তাসু কথিতং পঞ্চচূড়য়া ।
তস্মানমবমানেন বিয়োগেন চ সঙ্গমঃ ॥ ১২১
যৌবনং জরয়া গ্রস্তং ক্ব সৌখ্যমনুপদ্রবম্ ।
বলীপলিতমালিন্যৈঃ শিথিলীকৃতবিগ্রহম্ ॥ ১২২
সর্ব্বক্রিয়াস্বশক্তিঞ্চ জরয়া জর্জ্জরীকৃতম্ ।
স্ত্রীপুংসযৌবনং হৃদ্যমন্যোন্যস্য প্রিয়ং পুরা ॥ ১২৩
তদেব জরয়াগ্রস্তমনয়োরপি ন প্রিয়ম্ ।

কার্য্যের অনুষ্ঠান করে না, জগতে ইহাই বিচিত্র। ৮৮—১০৮। বাল্যকালে মানবগণের ইন্দ্রিয় সকল অপরিস্ফুট বলিয়া ঘোর দুঃখানুভব করে এবং ইচ্ছা করিলেও কোন বিষয় বলিতে বা করিতে সমর্থ হয় না। বাল্যাবস্থায় দন্তোত্থান-কালে বিবিধ পীড়া ও বালগ্রহাদি দ্বারা দারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হয়। বালক, কখন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় প্রপীড়িত, কখন রোরুদ্যমান এবং কখন মোহবশতঃ বিষ্ঠামূত্রাদি-ভক্ষণে নিরত হইয়া থাকে। কৌমারাবস্থায় কর্ণপীড়া ও পিতা-মাতার সাধনে আত্মহিত অনুসন্ধান করিতে পারে না এবং অক্ষরাদি অধ্যয়নার্থ গুরু-তাড়নেও যে মহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হয়, ইহাও অদ্ভুত। যৌবনকালে নিখিল ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রবৃত্ত হয়, এজন্য কামরাগ দ্বারা প্রপীড়িত হইতে থাকে এবং সতত অভীষ্ট বিষয় লাভ লালসায় কিছুতেই সুখী হয় না। সেই মোহান্ধ যুবকের ঈর্ষাহেতু সর্ব্বদাই মহৎ দুঃখ হইয়া থাকে। কুপিত ব্যক্তির নেত্ররাগের ন্যায় বিষয়ানুরাগ কেবল দুঃখেরই নিদান। যুবক রাত্রিকালেও কামানলে দগ্ধ হইয়া নিদ্রাসুখ লাভ করিতে পারে না এবং দিবসেই বা অর্থোপার্জ্জন চিন্তায় সুখ কোথায়? রমণীর প্রতি আসক্তচিত্ত পুরুষের স্বেদবিন্দুবৎ যে সকল শুক্রবিন্দু পতিত হয়, তাহা কখন সুখজনক নহে। কীটগণ কর্তৃক দুষ্ট কুষ্ঠরোগাক্রান্ত পাতকীর কণ্ডূয়নাগ্নিতাপে যে সুখ স্ত্রীসহবাসেও সেই সুখ জানিবে। গণ্ডস্থলে পূয নির্গত হইলে এবং মলমূত্র ত্যাগ করিলে যাদৃশ সুখ অনুভূত হয়, রমণী সংসর্গেও তাদৃশ সুখ পঞ্চচূড়া কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। অধিক কিছুই নহে। কিন্তু মোহান্ধ মানবগণ তাহা অন্য প্রকার বোধ করিয়া থাকে। সর্ব্বদোষের আকর যৌবনাবস্থাস্থিতা রমণীগণের সংসর্গে নামমাত্রে সুখ কথিত আছে। মানবগণের সম্মানও অবমান দ্বারা, সঙ্গমও বিয়োগ দ্বারা এবং যৌবনও জরা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং নিরুপদ্রব সুখ কোথায়? মানবগণ যখন জরাজর্জ্জরিত কলেবর হয়, তখন তাহাদিগের সমুদয় অঙ্গ শিথিল ও বলিযুক্ত, কেশজাল শুক্লবর্ণ এবং সমুদয় কার্য্যে অশক্তি হইয়া থাকে। প্রথমে স্ত্রীপুরুষের যে তরুণাবস্থা পরস্পরের প্রীতিপদ ও পরম রমণীয় বলিয়া বোধ হয়, তাহারাই আবার জরাগ্রস্ত হইলে

যপূর্ব্ববং স্বমাত্মানং জরয়া পরিবর্ত্তিতম্ ॥ ১২৪
ঃ পশ্যন্ ন বিরজ্যেত কোঽন্যস্তস্মাদচেতনঃ।
জরাভিভূতঃ পুরুষঃ পত্নী-পুত্রাদিবান্ধবৈঃ ॥ ১২৫
অশক্তত্বান্নাদ্রিয়তে ভৃত্যৈশ্চ পরিভূয়তে।
ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ মোক্ষঞ্চাতিজরন্ যতঃ ॥ ১২৬
অশক্তঃ সাধিতুং তস্মাদ্যুবা ধর্ম্মং সমাচরেৎ ॥১২৭

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং সংসারচিকিৎসাবর্ণনং নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

কুৎসিতং যোষিদর্থে যৎ স্ত্রিয়োক্তং পঞ্চচূড়য়া।
তন্মে ব্রূহি সমাসেন যদি তুষ্টোঽসি মে মুনে ॥ ১

সনৎকুমার উবাচ।
স্ত্রীণাং স্বভাবং বক্ষ্যামি শৃণু বিপ্র যথাতথম্।
স্ত্রিয়ো মূলং হি দোষাণাং লঘুচিত্তাঃ সদা মুনে ॥২
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
নারদস্য চ সংবাদং পুংশ্চল্যা পঞ্চচূড়য়া ॥ ৩
লোকান্ পরিচরন্ ধীমান্ দেবর্ষির্নারদঃ পুরা।
দদর্শাপ্সরসং ব্রাহ্মীং পঞ্চচূড়ামনুত্তমাম্ ॥ ৪
পপ্রচ্ছাপ্সরসং সুভ্রূ নারদো মুনিসত্তমঃ।
সংশয়ো হৃদি মে কশ্চিৎ তন্মে ব্রূহি সুমধ্যমে ॥৫
এবমুক্তা তু সা বিপ্রং প্রত্যুবাচ বরাপ্সরাঃ।
বিষয়ে সতি বক্ষ্যামি সমর্থাং মন্যসেঽথ মাম্ ॥ ৬

নারদ উবাচ।
ন ত্বামবিষয়ে ভদ্রে নিযোক্ষ্যামি কথঞ্চন।
স্ত্রীণাং স্বভাবমিচ্ছামি ত্বত্তঃ শ্রোতুং সুমধ্যমে ॥ ৭
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য দেবর্ষেরপ্সরোত্তমা।
প্রত্যুবাচ ন শক্যা স্ত্রী সতী বৈ নিন্দিতুং স্ত্রিয়া ॥৮
বিদিতাস্তে স্ত্রিয়ো যাশ্চ যাদৃশ্যশ্চ স্বভাবতঃ।

উভয়েরই অপ্রীতিকর হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যৌবনাবস্থায় আপনাকে অপূর্ব্ব শোভান্বিত দেখিয়া পুনরায় জরাকর্তৃক পরিবর্ত্তিত সন্দর্শন করিয়াও বিষয়-বৈরাগ্য প্রাপ্ত না হয়, তাহা অপেক্ষা আর অধিক অজ্ঞানান্ধ কে আছে? পুরুষ, জরাক্রান্ত হইলে কি পুত্র, কি পত্নী, কি বন্ধু বান্ধবাদি, সকলেই তাহাকে কার্য্যাক্ষম বলিয়া অনাদর করিয়া থাকে, অধিক কি, ভৃত্য-তাহার বশীভূত থাকে না। মানব, অতি বৃদ্ধ হইলে যেহেতু কি ধর্ম্ম, কি অর্থ, কি কাম কি মোক্ষ কিছুই সাধন করিতে সমর্থ নহে, সেই নিমিত্ত যৌবনাবস্থা থাকিতে ধর্ম্মাচরণ করা কর্ত্তব্য। ১০৯—১২৭।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

হে মুনে! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বারাঙ্গনা পঞ্চচূড়া, রমণী-সম্বন্ধে যে সমস্ত নিন্দার্হ বিষয় বর্ণন করিয়াছে, তাহা আমার নিকট সংক্ষেপে কীর্ত্তন করুন।

সনৎকুমার বলিলেন, হে বিপ্র! আমি স্ত্রীলোকের স্বভাববিষয় যথাযথ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে মুনে! রমণীগণই নিখিল দোষের আকর এবং সাতিশয় লঘুচিত্ত। মনীষিগণ, এই বিষয় বারাঙ্গনা পঞ্চচূড়া ও নারদ-সংবাদরূপ পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে একদা ধীমান্ দেবর্ষি নারদ, সমুদয় লোক পরিভ্রমণ করত পঞ্চচূড়া নামে এক পরম রূপ-লাবণ্যবতী অপ্সরা বারাঙ্গনাকে সন্দর্শনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি সুভ্রূ! আমার হৃদয়মধ্যে কোন এক বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, হে সুমধ্যমে! তুমি তদ্বিষয় আমার নিকট ব্যক্ত কর। নারদ এইরূপ বলিলে সেই অপ্সরঃপ্রধানা পঞ্চচূড়া তাঁহাকে কহিল, যদি তাহা বক্তব্য বিষয় হয় এবং আমি যদি বলিতে সমর্থা হই, তাহা হইলেই বলিব। নারদ বলিলেন, অয়ি ভদ্রে! আমি তোমায় অযোগ্য বিষয় কীর্ত্তনার্থ কথনই অনুরোধ করিব না। হে সুমধ্যমে! আমি তোমার নিকট নারীগণের স্বভাব কি প্রকার,

ন মামর্হসি দেবর্ষে নিয়োক্তুং প্রশ্নমীদৃশম্ ॥ ৯
তামুবাচাথ দেবর্ষিঃ সত্যং বদ সুমধ্যমে।
মৃষাবাদে ভবেদ্দোষঃ সত্যে দোষো ন বিদ্যতে ॥১০
ইত্যুক্তা সা কৃতমতীরভসা চারুহাসিনী।
স্ত্রীদোষাংশ্চাশ্বতান্ সত্যান্ ভাষিতুং সম্প্রচক্রমে ॥
পঞ্চচূড়োবাচ।
কুলীনা নাথবত্যশ্চ রূপবত্যশ্চ যোষিতঃ।
মর্য্যাদাসু ন তিষ্ঠন্তি স দোষঃ স্ত্রীষু নারদ ॥ ১২
ন স্ত্রীভ্যঃ কিঞ্চিদন্যদ্বৈ পাপীয়স্তরমস্তি বৈ।
স্ত্রিয়ো মূলং হি পাপানাং তথা ত্বমপি বেত্থ হ ॥১৩
সমাজ্ঞাতানর্থবতঃ প্রতিরূপান্ বশে স্থিতান্।
পতীনন্তরমাসাদ্য নালং ভার্য্যাঃ প্রতীক্ষিতুম্ ॥ ১৪
অসদ্ধর্ম্মস্ত্বয়ং স্ত্রীণামস্মাকং ভবতি প্রভো।
পাপীয়সো নরান্ যদ্বৈ লজ্জাং ত্যক্ত্বা ভজামহে
স্ত্রিয়ঞ্চ যঃ প্রার্থয়তে সন্নিকর্ষঞ্চ গচ্ছতি।
ঈষচ্চ কুরুতে সেবাং তমেবেচ্ছন্তি যোষিতঃ ॥১৬
অনর্থিত্বান্মনুষ্যাণাং ভয়াৎ পরিজনস্য চ।
মর্য্যাদায়ামমর্য্যাদাঃ স্ত্রিয়স্তিষ্ঠন্তি ভর্তৃষু ॥ ১৭
নাসাং কশ্চিদমান্যোঽস্তি নাসাং বয়সি নিশ্চয়ঃ।
সুরূপো বা কুরূপো বা পুমানেবোপভুজ্যতে ॥১৮
ন ভয়ান্নাপ্যনুক্রোশান্নার্থহেতোঃ কথঞ্চন।
ন জ্ঞাতিকুলসম্বন্ধাৎ স্ত্রিয়স্তিষ্ঠন্তি ভর্তৃষু ॥ ১৯
যৌবনে বর্ত্তমানানাং মৃষ্টাভরণবাসসাম্।
নারীণাং স্বৈরবৃত্তীনাং স্পৃহয়ন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ ॥ ২০
যা হি শশ্বদ্বহুমতা রক্ষ্যন্তে দয়িতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
অপি তাঃ সম্প্রসজ্জন্তে কুব্জান্ধ-জড়-বামনে ॥২১
পঙ্গুষপি চ দেবর্ষে যে চান্যে কুৎসিতা নরাঃ।
স্ত্রীণামগম্যো লোকেষু নাস্তি কশ্চিন্মহামুনে ॥২২
যদি পুংসাং গতির্ব্রহ্মন্ কথঞ্চিন্নোপপদ্যতে।
অপ্যন্যোন্যং প্রবর্ত্তন্তে ন চ তিষ্ঠন্তি ভর্তৃষু ॥২৩

তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি। অপ্সরঃশ্রেষ্ঠা পঞ্চচূড়া দেবর্ষির তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, স্ত্রীলোক হইয়া স্ত্রীলোকের নিন্দা করা উচিত নহে। হে দেবর্ষে! রমণীগণ কি প্রকার এবং তাহাদিগের স্বভাব বা কিরূপ, তাহা ত আপনার বিদিত আছে। অতএব আমাকে এরূপ প্রশ্ন করা উচিত নহে। অনন্তর দেবর্ষি নারদ, পুনরায় তাহাকে বলিলেন, অয়ি সুমধ্যমে! সত্য বল, মিথ্যা বলিলেই দোষ, সত্যকথনে দোষ নাই। দেবর্ষি নারদ, সেই চারুহাসিনী পঞ্চচূড়াকে এইরূপ কহিয়া সানুরোধে সম্মতা করিলে, সে রমণীগণের সত্য চিরস্থায়ী দোষসমূহ উল্লেখ করিতে আরম্ভ করিল। ১—১১। পঞ্চচূড়া বলিল, হে নারদ! নারীগণের এই দোষ যে, তাহারা সৎকুলসম্ভূতা, রূপবতী ও সনাথা হইলেও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া থাকে। এই জগতে রমণী অপেক্ষা অধিক পাপকৃৎ বস্তু আর কিছুই নাই। রমণীগণই অখিল পাপের মূল, ইহা তুমিও পরিজ্ঞাত আছ। পতি সর্ব্বজনবিদিত, ধনবান্, রূপশালী ও বশবর্ত্তী হইলেও রমণীগণ ছিদ্র পাইলে তাহার প্রতীক্ষা করে না। হে প্রভো! আমাদিগের এই এক অসৎ ধর্ম্ম যে, যোষিদ্‌গণ অনায়াসে লজ্জা পরিহারপূর্ব্বক ঘোর পাতকী পুরুষদিগকেও ভজনা করিয়া থাকে। যে পুরুষ নারীকে প্রার্থনা করে, তৎসন্নিধানে পুনঃপুনঃ উপস্থিত হয় এবং যে কিঞ্চিন্মাত্রও সেবা করে, রমণীগণ তাহাকেই ভজনা করিয়া থাকে। পুরুষগণ প্রার্থী না হওয়ায় এবং পরিজনভয়ে কুল-মর্য্যাদায় আবদ্ধ থাকিয়াই রমণীগণ স্বামীর বশবর্ত্তিনী হয়, নতুবা উহাদিগের কেহই অমান্য নহে এবং বয়ঃক্রমেও নিশ্চয় নাই। সুরূপই হউক, আর কুরূপই হউক, পুরুষ, বলিয়াই তাহার উপভোগ পাত্র হয়। ভয়, দয়া, প্রয়োজন-সিদ্ধি বা জ্ঞাতিকুল সম্বন্ধ এ সব কিছুতেই স্ত্রীজাতি ভর্তৃবশবর্ত্তিনী হয় না। কুলবধূগণও সুপরিস্কৃত বসনাভরণা যুবতী বারাঙ্গনা হইতে সাধ করে। যে সব স্ত্রী স্বামী প্রভৃতির প্রিয় এবং সতত আদরের সামগ্রী এবং যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হয়, তাহারাও কুব্জ, অন্ধ, জড়, বামন, পঙ্গু অথবা যে কোনরূপ কুৎসিত পুরুষে আসক্ত হয়, হে দেবর্ষে! লোকে স্ত্রীলোকের অগম্য জগতে নাই। হে ব্রহ্মন্! স্ত্রীলোকে যদি পুরুষের ঠিকানা কোন মতে না পায়, তবে তাহারা

অলাভাৎ পুরুষাণাঞ্চ ভয়াৎ পরিজনস্ত চ।
বধ-বন্ধভয়াচ্চৈব তেন গ্রস্তা হি যোষিতঃ॥ ২৪
চলস্বভাবা দুঃসেব্যা দুর্গ্রাহ্যা ভাবতস্তথা।
প্রাজ্ঞস্য পুরুষস্যেহ যথা বাসস্তথা স্ত্রিয়ঃ॥ ২৫
নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ।
নান্তকঃ সর্ব্বভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনাঃ॥২৬
ইদমন্যচ্চ দেবর্ষে রহস্যং সর্ব্বযোষিতাম্।
দৃষ্ট্বৈব পুরুষং হৃদ্যং যোনিঃ প্রক্লিদ্যতে স্ত্রিয়ঃ॥২৭
সুস্নাতং পুরুষং দৃষ্ট্বা সুগন্ধং মলবর্জ্জিতম্।
যোনিঃ প্রক্লিদ্যতে স্ত্রীণাং দৃতেঃ পাদাদিবোদকম্
কামানামপি দাতারং কামানাং মান-সান্ত্বয়োঃ।
রক্ষিতারং ন মৃষ্যন্তি ভর্ত্তারং পরমং স্ত্রিয়ঃ॥২৯
ন কামভোগাৎ পরমান্নালঙ্কারার্থসঞ্চয়াৎ।
তথা হি বহু মন্যন্তে যথা রতিপরিগ্রহাৎ॥ ৩০
অন্তকঃ শমনো মৃত্যুঃ পাতালং বড়বামুখম্।
ক্ষুরধারা বিষং সর্পো বহ্নিরিত্যেকতঃ স্ত্রিয়ঃ॥৩১
যতশ্চ ভূতানি মহান্তি পঞ্চ
যতশ্চ লোকো বিহিতো বিধাত্রা।
যতঃ পুমাংসঃ প্রমদাশ্চ নির্ম্মিতা-
স্তদৈব দোষঃ প্রমদাসু নারদ॥ ৩২
ব্যাস উবাচ।
ইমে বৈ মানবা লোকে স্ত্রীষু সজ্জন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ।
মোহেন পরমাবিষ্টা দৈবাদিষ্টেন বালিশাঃ॥ ৩৩
কথমাসাং নরাঃ সঙ্গং কুর্ব্বন্তি সততং মুনে।
দুর্জ্জয়ং দর্পকং মন্যে পুংভিঃ স্ত্রীভিশ্চ কা কথা॥
কামেনানির্জ্জিতঃ কশ্চিৎ তিষ্ঠতীহ মহীতলে।
এতদ্ব্রূহি মুনে সম্যঙ্‌নারীণাং চেষ্টিতং পুনঃ॥৩৫
যদিদং সহধর্ম্মেতি পূর্ব্বমুক্তং মহর্ষিভিঃ।
সন্দেহঃ সুমহানেষ বিরুদ্ধ ইতি মে গতিঃ॥ ২৬
যদানৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা বেদেষপি হি পঠ্যতে।
ধর্ম্মোঽয়ং পৌর্ব্বিকী সংজ্ঞা উপচারঃ ক্রিয়াবিধিঃ
গহ্বরং প্রতিভাত্যেতন্মম চিন্তয়তোঽনিশম্।
নিখিলেন মহাবুদ্ধে যথা চৈতৎ প্রবর্ত্তিতম্॥ ৩৮
যথা দৃষ্টং শ্রুতঞ্চৈব ভগবান্ প্রব্রবীতু মে॥ ৩৯

পরস্পরেই কাম বৃত্তি সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হয়, অনুরাগিণী হয় না। অন্য পুরুষের অলাভ, পরিজন-ভীতি এবং বধবন্ধভয় এই সব কারণেই স্ত্রীলোক ভর্তৃগ্রস্ত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোক প্রাজ্ঞ পুরুষের পক্ষেও বস্ত্রের ন্যায় চপল, দুঃসেব্য এবং স্বভাবত দুর্জ্জেয়, কাষ্ঠে অগ্নির আশ মিটে না, নদীতে সমুদ্রের আশ মিটে না, প্রাণীতে যমের আশ মিটে না এবং পুরুষেও স্ত্রীলোকের আশ মিটে না। হে দেবর্ষে! এই সব এবং আরও সব রহস্য স্ত্রীলোকের আছে। মনোজ্ঞপুরুষ দেখিলেই স্ত্রীলোকের অঙ্গবিশেষ ক্ষরিত হয়। সুস্নাত,সুগন্ধ এবং মলবর্জ্জিত পুরুষকে দেখিলে, দৃতিপাত্র হইতে জলের ন্যায়, স্ত্রীলোকের অঙ্গ-বিশেষ ক্ষরিত হয়। কামপ্রদাতা, আদর এবং সান্ত্বনাকারী উৎকৃষ্ট স্বামীও রক্ষিতা বলিয়া স্ত্রীলোকের সহনীয় হয় না। নানাবিধ উত্তম সুখভোগ, অলঙ্কার এবং অর্থসঞ্চয়ে স্ত্রীলোকের তাদৃশ তৃপ্তি হয় না, যাদৃশ তৃপ্তি রতিকার্য্যে হয়। কাল অন্তক, মৃত্যু, পাতাল, বাড়বানল, ক্ষুরধারা, বিষ, সর্প এবং অগ্নি একদিকে আর স্ত্রীলোক এক দিকে। হে নারদ! বিধাতা যখন পঞ্চভূত নির্ম্মাণ, জগৎসৃষ্টি ও স্ত্রী-পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, স্ত্রীজাতির দুষ্টতা তখন হইতেই। ১২—৩২।

ব্যাস বলিলেন, জগতে এই সব মূঢ় মানবেরা অদৃষ্টবশে বারংবার স্ত্রীলোকে আসক্ত হয়। হে মুনে! মানবেরা ইহাদের সতত সঙ্গ কেন করে? আমি বিবেচনা করি, মদন পুরুষের পক্ষেও দুর্জ্জেয়; স্ত্রীলোকের পক্ষে ত কথাই নাই। হে মুনে! মদন যাহাকে জয় করিতে পারেন নাই, এমন পুরুষ ভূমণ্ডলে যদি কেহ থাকেন ত বলুন, স্ত্রী চরিত্রও পুনরায় বলুন। মহর্ষিগণ স্ত্রীকে যে সহধর্ম্মচারিণী বলিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ যে, সে কথা যেন বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। সকল স্ত্রীলোকই যে অনৃত, তাহা বেদেও কথিত, অতএব পূর্ব্বের 'সহধর্ম্মিণী' সংজ্ঞা উপচার-বিধিমাত্রই বোধ হয়। আমি এ বিষয়ে যতই চিন্তা করি, আমার পক্ষে অন্ধকারই বোধ হয়, অতএব হে মহাবুদ্ধে! এ সম্বন্ধে পূর্ব্বসংবাদ আপনার দেখা শুনা অনুসারে কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা

সনৎকুমার উবাচ।
অষ্টাবক্রস্য সংবাদং দিশয়া সহ যৎ পুরা।
আসীৎ তচ্ছৃণু কালেয় প্রবক্ষ্যামি যথাতথম্ ॥ ৪০
অষ্টাবক্রো দ্বিজো নাম কন্যাং বব্রে গুণান্বিতাম্।
বদান্যস্য প্রভাং নাম সাধ্বীং চারিত্রভূষণাম্ ॥ ৪১
ঋষিরাহ সুতাং দদ্যি দিশং সংদ্রক্ষ্যসে যদি।
তমুত্তরামাহ সাধো স তমাহ পুনর্মুনিম্ ॥ ৪২
অথেদানীং মহাকার্য্যং বক্তুমর্হতি মে ভবান্।
কিং দ্রষ্টব্যং ময়া তত্র যথা বক্ষ্যতি মাং ভবান্ ॥
বদান্য উবাচ।
ধনদং সমতিক্রম্য হিমবন্তং তথৈব চ।
রুদ্রস্যায়তনং দৃষ্ট্বা সিদ্ধচারণসেবিতম্ ॥ ৪৪
ততো নীলং বনোদ্দেশং দ্রক্ষ্যসে মেঘসন্নিভম্।
রমণীয়ং মনোগ্রাহি তত্র দ্রক্ষ্যসি বৈ স্ত্রিয়ম্ ॥ ৪৫
তপস্বিনীং মহাভাগাং বৃদ্ধাং দীক্ষামনুষ্ঠিতাম্।
দ্রষ্টব্যা সা ত্বয়া তত্র সম্পূজ্যা চৈব যত্নতঃ ॥ ৪৬
তাং দৃষ্ট্বা বিনিবৃত্তস্ত্বং পাণিগ্রাহং গ্রহীষ্যসি।
যদ্যেষ সময়ঃ সত্যঃ সাধ্যতাং গম্যতামিতি ॥ ৪৭

অষ্টাবক্র উবাচ।
যত্র ত্বং বক্ষ্যসে সাধো তত্র যাস্যাম্যসংশয়ম্।
তথা তু সাধয়িষ্যামি ভবান্ ভবতু সত্যবাক্ ॥ ৪৮
ততোঽগচ্ছৎ স ভগবানুত্তরাং দিশমুত্তমাম্।
হিমবন্তং গিরিশ্রেষ্ঠং সিদ্ধচারণসেবিতম্ ॥ ৪৯
গত্বা প্রাপ নদীং পুণ্যাং বাহুদাং পুণ্যবাহিনীম্।
তত্রাসৌ বিধিনা স্নাত্বা শয়নে স উবাস হ ॥ ৫০
স্নাত্বা প্রাতরথোত্থায় রুদ্রাণীকূপমাব্রজৎ।
তত্র স্নাত্বা সমুত্থায় কৈলাসমভিতো যযৌ ॥ ৫১
মন্দাকিনীং ধনেশস্য রক্ষিতাং গুহ্যকৈঃ সদা।
স্নাত্বা তত্রোপবিষ্টোঽসৌ ততো যক্ষাস্তমব্রুবন্।
বৈশ্রবণোঽয়মায়াতি ত্বাং দ্রষ্টুমৃষিসত্তম।
ততো বৈশ্রবণোঽভ্যেত্য পূজয়িত্বা তমব্রবীৎ ॥ ৫৩
ভবনং প্রবিশ ত্বং মে যথাকামং সুসংকৃতঃ।
ততস্তং স পুরস্কৃত্য প্রাবিশদ্ভবনং স্বকম্ ॥ ৫৪
পাদ্যার্ঘ্যেণাসনেনৈব পূজাভিস্তমপূজয়ৎ।

হয়। সনৎকুমার বলিলেন, হে সত্যবতী-নন্দন! পূর্ব্বকালে, দিগ্দেবতার সহিত অষ্টাবক্রের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা আমি যথাযথ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অষ্টাবক্র নামে ব্রাহ্মণ, বদান্যের কন্যা গুণবতী সুচরিত্রা সাধ্বী প্রভাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। ঋষি বদান্য বলিলেন, "আমি কন্যাদান করিতে পারি, তুমি যদি উত্তরদিক্ দেখিয়া আসিতে পার।" তাহাতে অষ্টাবক্র বলিলেন, তাহাই করিব, আপনি বলুন, উত্তরদিকে কি দেখিতে হইবে? বদান্য বলিলেন, কুবেরপুরী ও হিমালয় অতিক্রম করিয়া সিদ্ধচারণ-সেবিত কৈলাস সন্দর্শনপূর্ব্বক রমণীয় মনোহর মেঘসন্নিভ নীল বনভূমি দেখিতে পাইবে। তথায় তপস্বিনী, বৃদ্ধা, দীক্ষিতা মহাভাগা এক রমণীকে দেখিতে পাইবে। তুমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবে। তাঁহাকে দেখিয়া ফিরিয়া আসিলে, আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে। যদি তোমার প্রতিজ্ঞা যথার্থ রাখিতে পার ত যাও। ৩৩—৪৭। অষ্টাবক্র বলিলেন, হে সাধো! আপনি যেখানে যাইতে বলিবেন, আমি সেইখানেই যাইব, যাইয়া নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করিব; আপনার কথা অবশ্য সত্যই হইবে। অনন্তর ভগবান্ অষ্টাবক্র, উত্তম উত্তরদিকে সিদ্ধচারণ সেবিত গিরিরাজ হিমালয়ে গমন করিলেন। তথায় পুণ্যবাহিনী বাহুদা নদী প্রাপ্ত হইয়া যথাবিধি স্নানাদি করিয়া শয়ন করিলেন। অনন্তর প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানান্তে রুদ্রাণী-কূপে গমন করিলেন, তথায় স্নান করিয়া উঠিয়া কৈলাসাভিমুখে যাইলেন। অনন্তর, কুবের-কিঙ্কর-রক্ষিতা মন্দাকিনী নদী প্রাপ্তির পর তথায় স্নান করিয়া তিনি উপবিষ্ট হইলে, সেই কুবেরানুচর যক্ষগণ বলিল, হে ঋষিসত্তম! এই যক্ষরাজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিতেছেন অনন্তর কুবের আসিয়া ঋষিকে পূজা করিয়া বলিলেন, আপনি সমাদৃত হইয়া অসঙ্কোচে আমার গৃহে প্রবেশ করুন। এই বলিয়া তাঁহাকে অগ্রে করিয়া স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় কুবের পাদ্য, অর্ঘ্য এবং

নিষেতুর্দেবগন্ধর্ব্বা ধনদো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫৫
ত্বদাজ্ঞয়া মুনে সর্ব্বা নৃত্যেয়ুন্ পুংশ্চলারিহ।
আতিথ্যং পরমং কার্য্যং ভবতো বাড়মিত্যসৌ ॥
ততো বরা ঘৃতাচী চ মিশ্রকেশী তথোর্ব্বশী।
রম্ভা ত্বলম্বুষা চিত্রা বিশ্বাচী চ মনোহরা ॥ ৫৭
সুকেশী সুমুখী চৈব হাসিনী চ রতিপ্রিয়া।
এতাশ্চান্যাশ্চ নৃত্যেয়ুর্বাদ্যানি বিবিধানি চ ॥ ৫৮
অবাদয়ংশ্চ গন্ধর্ব্বা ঋষেস্তু পুরতোহনিশম্।
দিব্যে সংবৎসরে তত্র গতে সাগ্রে ঋষের্ভয়াৎ ॥
ধনী প্রাহ ততো নৃত্যং মুনে তে হ প্রপশ্যতঃ।
সাগ্রঃ সংবৎসরো জাতঃ সাম্প্রতং করবাণি কিম্
সর্ব্বমাজ্ঞাপ্যতামাশু পরবন্তো বয়ন্ত্বিতি।
অথ তুষ্টস্তু তং প্রাহ পুজিতোহস্মি ধনেশ্বর ॥৬১
ত্বয়া কার্য্যস্য সিদ্ধ্যর্থং যাস্যামি বৃদ্ধিমান্ ভব।
অথ নিষ্ক্রম্য ত্বরিতঃ প্রযযাবুত্তরামুখঃ ॥ ৬২

কৈলাসং মন্দরং হৈমমতীত্য হরপর্ব্বতম্।
শিরসা তং নমস্কৃত্য উত্তুতারোত্তরামুখঃ ॥ ৬৩
সমেন ভূমিভাগেন যা বোঢ়্যান্যশেষতঃ।
ততো বরং বনোদ্দেশং নন্দনোপমমুত্তমম্ ॥ ৬৪
তত্রাশ্রমপদং রম্যমষ্টাবক্রো দদর্শ সঃ।
শৈলাংশ্চ বিবিধাংস্তত্র হেমরত্নময়ান্ শুভান্ ॥ ৬৫
মণিরত্নময়ীং ভূমিং পুষ্করিণ্যঃ শুভোজ্জলাঃ।
অন্যান্যপি সুরম্যাণি মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ ॥ ৬৬
ভৃশং তস্য মনো রেমে দদর্শ সুবহূন্যপি।
স তত্র কাঞ্চনং দিব্যং ধনদস্য গৃহান্বরম্ ॥ ৬৭
দদর্শাদ্ভুতসঙ্কাশং সর্ব্বরত্নময়ং গৃহম্।
মহান্তস্তত্র বিবিধাঃ কাঞ্চনাঃ পর্ব্বতোত্তমাঃ ॥ ৬৮
তন্মূর্দ্ধ্নি চ বিমানানি রম্যাণ্যপ্সরসাং গণৈঃ।
মন্দারপুষ্পসঙ্কীর্ণা তত্র মন্দাকিনী নদী ॥ ৬৯
স্বয়ংপ্রভাবা মণয়ো বজ্রৈর্ভূমিঃ সুভূষিতা।
নানাবিধৈশ্চ ভবনৈর্মণিরত্নবিভূষিতৈঃ ॥ ৭০
মুক্তাজালপরিক্ষিপ্তৈর্বিচিত্রমণিতোরণৈঃ।
ঋষিঃ সমন্ততোহপশ্যৎ সংবৃতং পর্ব্বতং শুভম্ ॥

আসনাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। ঋষি আসন পরিগ্রহ করিলে, দেবতা গন্ধর্ব্বগণ উপবিষ্ট হইলেন, তখন কুবের বলিলেন, হে মুনে! আপনার আদেশ হয় ত গণিকাগণ নৃত্য করে, কেননা, আপনার পরম আতিথ্য সম্পাদন আমার কর্ত্তব্য। ঋষি বলিলেন, 'উত্তম।' তখন ঘৃতাচী, মিশ্রকেশী, উর্ব্বশী, রম্ভা, অলম্বুষা, চিত্রা, বিশ্বাচী, সুকেশী সুমুখী, হাসিনী, রতিপ্রিয়া এবং মনোহরা ইত্যাদি প্রধান প্রধান অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল, গন্ধর্ব্বেরা বিবিধ বাদ্য বাজাইতে লাগিল। ঋষির ভয়ে, কিঞ্চিদধিক একদিব্যসংবৎসর এই রূপে অতীত হইল, নৃত্যগীতাদি ভঙ্গ হইল না। শেষে কুবের বলিলেন, মুনিবর! এই নৃত্য দর্শন ব্যাপারে, মহাশয়ের কিঞ্চিদধিক এক দিব্য সংবৎসর অতীত হইয়াছে, এক্ষণে কি করিব আজ্ঞা করুন, আমরা আপনারই অধীন। অনন্তর ঋষি তুষ্ট হইয়া বলিলেন, হে ধনেশ্বর! আমি তোমার পূজায় আপ্যায়িত হইয়াছি। কার্য্যসিদ্ধির জন্য এক্ষণে যাইতেছি, তোমার উন্নতি হউক। অনন্তর তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সত্বর উত্তরমুখে গমন করিলেন।৪৮—৬২। কৈলাসপর্ব্বত, মন্দরপর্ব্বত এবং হিমাচল অতিক্রমপূর্ব্বক কৈলাস-পর্ব্বতকে প্রণাম করিয়া, উত্তর মুখে সমতল ভূভাগে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অষ্টাবক্র নন্দন-কানন তুল্য উত্তম অরণ্য-স্থল এবং রমণীয় আশ্রমপদ দর্শন করিলেন। স্বর্ণরত্নময় বিবিধ শুভ শৈল, মণিরত্নময়ী ভূমি, শুভোজ্জ্বল পুষ্করিণী এবং অন্যান্য রমণীয় বস্তু ভাবিতাত্মা মহর্ষির দৃষ্টিগোচর হইল। তাহাতে তাঁহার মন অতিশয় প্রীত হইল। আরও বহু বস্তু দর্শন করিলেন। ঋষিবর তথায় কুবের-গৃহ হইতেও উৎকৃষ্ট সর্ব্বরত্নময় অদ্ভুত গৃহ দেখিতে পাইলেন। তথায় সুবর্ণময় বিবিধ পর্ব্বত, পর্ব্বত শিখরে অপ্সরোগণ-সংযুক্ত রমণীয় বিমানবৃন্দ, মন্দার পুষ্পাকীর্ণ মন্দাকিনী নদী, মুক্তাজালবিভূষিত বিচিত্র তোরণ সম্পন্ন নানাবিধ মণিরত্নময় গৃহাবলী সেই ভূখণ্ড শোভমান; ঋষি এই সব দেখিতে পাইলেন। আর দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে মনোহর পর্ব্বতশ্রেণী,

শুভং মনোদৃষ্টিহরৈর্হর্ম্ম্যৈস্তত্র মনোরমম্।
তথ দ্বারমভিগতঃ ক্ব মে বাসো ভবেদিতি ॥ ৭২
ততোঽভবৎ তস্য চিন্তা গত্বা স্থিত্বা ততোঽব্রবীৎ
অতিথিং মামনুপ্রাপ্তমনুজানন্ত যেঽত্র বৈ ॥ ৭৩
নানারূপাঃ সপ্ত মুনে গৃহাৎ তস্মাদ্বিনির্যযুঃ।
শুভাঃ কন্যাঃ প্রহৃষ্টাশ্চ ঋষেঃ সর্ব্বা মনোরমাঃ ॥
ন শক্যো বর্ণয়িতুং সা সা তত্র মনোহরা।
যাং যাং প্রশস্তেৎ কন্যাং স সর্ব্বাভরণভূষিতাম্ ॥
অথ তং প্রমদাঃ প্রোচুর্ভগবান্ প্রবিশত্বিতি।
স চ তাসাং সুরূপাণাং প্রবিবেশ গৃহং দ্বিজঃ ॥৭৬
কৌতূহলসমাবিষ্টস্তস্যৈব ভবনস্য চ।
তত্রাপশ্যচ্ছুভাং কন্যাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্ ॥ ৭৭
রত্নপর্য্যঙ্কমাসীনাং বিরজোঽম্বরধারিণীম্।
প্রত্যুত্থায় চ তং বিপ্রং সাধ্বী ত্বভ্যবদৎ তদা ॥৭৮
স্বস্ত্যস্ত্বিতি চ তেনোক্তা আস্যতামিত্যুবাচ সা।
কামভাবাঃ স তা দৃষ্ট্বা তাঃ প্রাহ বিস্ময়ান্বিতঃ ॥৭৯

অষ্টাবক্র উবাচ।

যা প্রসন্না শুভাচারা একা মামনুতিষ্ঠতু।
শেষাঃ স্বানালয়ান্ যান্ত বিশ্রমেঽহং সুখঞ্চ বং।
অথ তাস্তমৃষিং নত্বা যযুঃ সর্ব্বাঃ স্বমালয়ম্।
একা তত্রৈব সাতিষ্ঠৎ পর্য্যঙ্কে তেন সংযুতা ৮১
বৃদ্ধা ভূত্বা পর্য্যচরদ্ব্রাহ্মণং শংসিতব্রতম্।
অথ তাং সংবিশন্ প্রাহ রজনী হ্যতিবর্ত্ততে ৮২
ত্বয়াপি সুপ্যতে ভদ্রে শয়নে ভাস্বরে তদা।
দ্বিতীয়ে শয়নে দিব্যে তথা বিপ্রেণ ভাষিতা ৮৩
সংলাপাৎ তেন বিপ্রেণ সংবিবেশ মহাপ্রভো।
অথ সা বেপমানাঙ্গী শয়নন্ত্বধিরোহতাম্। ৮৪
ব্যপদিশ্য মহর্ষের্বৈ নিমিত্তং শীতজং তদা।
স্বাগতং স্বাগতঞ্চাস্ত তমৃষিং মুনিসত্তমম্ ॥ ৮৫
সোপগুহ্য ভুজাভ্যাং তং ভগবন্তমভাষত।
নির্ব্বিকারমৃষিং দৃষ্ট্বা কাষ্ঠলোষ্টোপমং তদা ॥৮৬
দুঃখিতা প্রেক্ষ্য সংজল্পমকার্ষীদৃষিণা সহ।

স্ত্র্যুবাচ।

কামেন মোহিতা চাহং স্ত্রীণাং পুরুষতোঽধৃতিঃ।

পর্ব্বতে মনোনয়নহারিণী হর্ম্ম্যরাজি। অনন্তর অষ্টাবক্র দ্বারদেশে গিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমার থাকিবার স্থান কোথায় হইবে? অনন্তর তিনি ভাবিয়া স্থির করিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, এই স্থানে যাঁহারাই থাকুন, তাঁহারা অবগত হউন, আমি অতিথি-রূপে এ স্থানে উপস্থিত। তখন, হে মুনে! নানারূপধারিণী, প্রমুদিতা মনোরমা সপ্ত কন্যা ঋষিসম্মুখে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। সে সব কন্যা অবর্ণনীয়। ঋষি যাহাকেই দেখিতে লাগিলেন, তিনিই ঋষির মনঃপ্রীতিদায়িনী হইলেন। অনন্তর, কন্যারা ঋষিকে বলিলেন, ভগবন্! অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন। অনন্তর ঋষি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সুরূপা কন্যাগণের গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সেই ভবনাভ্যন্তরে শুদ্ধবস্ত্র-পরিধানা, সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা, এক কন্যা রত্নপর্য্যঙ্কোপরি আসীনা। সেই সাধ্বী কন্যা প্রত্যুত্থান করিয়া ঋষিকে অভিবাদন করিলেন। 'ঋষি 'স্বস্ত্যস্তু' বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলে, তিনি ঋষিকে বসিতে বলিলেন। ঋষি সমস্ত কন্যাগণকে কামভাবান্বিত দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, এই সব কন্যাগণের মধ্যে যিনি সদা-সদাচারা শুদ্ধচিত্তা, তিনিই কেবল আমার পরিচর্য্যা করুন; অপর সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করুন। অনন্তর সকলে ঋষিকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। এক কন্যা পর্য্যঙ্কোপবিষ্ট অতিথির নিকটেই থাকিলেন। আর বৃদ্ধারূপে সেই সংশিতব্রত ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঋষি দ্বিতীয় শয্যায় শয়ন করিয়া সেই কন্যাকে বলিলেন, ভদ্রে! রাত্রি অধিক হইয়াছে, তুমি শয়ন করিয়াছ ত? হে প্রভো! ঋষির এই সম্ভাষণে সেই কন্যা কম্পিতশরীরে শীত-চ্ছলে, ঋষির শয্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঋষিকে বাহুযুগলে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'আপনার আগমন সুখজনক হউক'। কিন্তু যখন দেখিলেন, ঋষি নির্ব্বিকার, কাষ্ঠ লোষ্ট্রতুল্য; তখন দুঃখিতা হইয়া ঋষিকে বলিলেন, আমি কামমোহিতা; পুরুষ অপেক্ষা

ব্রহ্মন্ ন কামকারোঽস্তি তাং ভজন্তীংভজস্ব মাম্
উপগৃহ চ গাং বিপ্র সমাগচ্ছ ময়া সহ ॥ ৮৮
প্রহৃষ্টো ভব বিপ্রর্ষে কামার্ত্তাহং ভৃশং ত্বয়ি।
এতদ্ধি তব ধর্ম্মাত্মংস্তপসঃ পূজ্যতে ফলম্ ॥ ৮৯
প্রার্থিতো দর্শনাদেব ভজমানাং ভজস্ব মাম্।
প্রভুত্বং তব সর্ব্বত্র যচ্চান্যদপি পশ্যসি ॥ ৯০
সর্ব চেদং বনং যচ্চ মম চৈব ন সংশয়ঃ।
সর্ব্বান্ কামান্ বিধাস্যামি সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥৯১
রমণীয়ে বনোদ্দেশে রম ত্বং সহিতো ময়া।
ত্বদ্বশাহং ভবিষ্যামি রংস্যসে চ ময়া সহ ॥ ৯২
সর্ব্বান্ কামানুপাশ্নানো যে দিব্যা যে চ মানুষাঃ।
নাতঃ পরং হি নারীণাং কার্য্যং কিঞ্চন বিদ্যতে ॥
যথা পুরুষসংসর্গঃ পরমেতদ্ধি নঃ ফলম্।
আত্মচ্ছন্দেন বর্ত্তন্তে নার্য্যো মন্মথনোদিতাঃ।
ন চ দহ্যন্তি গচ্ছন্ত্যঃ সুতপ্তৈরপি পাংশুভিঃ ॥ ৯৪

অষ্টাবক্র উবাচ।

পরদারানহং ভদ্রে ন গচ্ছেয়ং কথঞ্চন ॥ ৯৫
দূষিতং ধর্ম্মশাস্ত্রেষু পরদারাভিমর্শনম্।
ভদ্রে নির্ব্বেষ্টুকামং মাং বিদ্ধি সত্যেন তে শপে
বিষয়েষ্বনভিজ্ঞোঽহং পুত্রার্থং কিল সন্ততিঃ।
এবং লোকান্ গমিষ্যামি পুত্রৈরিতি ন সংশয়ঃ।
ভদ্রে ধর্ম্মং বিজানীষ জ্ঞাত্বা চোপরমস্ব হ ॥৯৭

স্ত্র্যুবাচ।

নানিলোঽগ্নির্ন বরুণো ন চাপি ত্রিদশা দ্বিজ ॥ ৯৮
প্রিয়ঃ স্ত্রীণাং যথা কামো রতিশীলা হি যোষিতঃ
সহস্রায়ৈকতাং নারীং প্রাপ্নোতীহ কদাচন ॥ ৯৯
তথা শতসহস্রেষু যদি কাচিৎ পতিব্রতা।
নৈতা জানন্তি পিতরং ন কুলং ন চ মাতরম্ ॥
ন ভ্রাতৄন্ ন চ ভর্ত্তারং ন পুত্রান্ ন চ দেবরম্।
লোটয়ন্তি কুলং নার্য্যঃ কুলানীব সরিদ্বরাঃ।
দোষানমন্দং মন্দাসু প্রজাপতিরভাষত ॥ ১০১

সনৎকুমার উবাচ।

ততঃ স মুনিরেকাগ্রস্তাং স্ত্রিয়ং প্রত্যুবাচ হ ॥১০২
আস্যতাং রুচিরং ছন্দাং কিং বা কার্য্যংবদস্ব মে
সা স্ত্রী প্রোবাচ ভগবন্ দ্রক্ষ্যসে দেশকালতঃ ॥

স্ত্রীলোক অধীর; ব্রহ্মন্! আপনার ইচ্ছা-জনিত দোষ নাই; আসঙ্গলিপ্সু আমাকে ভজনা করুন। হে বিপ্র! আমাকে আলিঙ্গন করুন, আমার সহিত সঙ্গত হউন। ৬৩—৮৮। হে ব্রহ্মর্ষে! প্রসন্ন হউন; আমি আপনাতে বিশেষ অনুরক্তা। হে ধর্ম্মাত্মন্! ইহা আপনার তপস্যা-ফল। আমি দর্শনমাত্রে আপনাকে প্রার্থনা করিতেছি—আমি ভজনা করিতেছি আপনি অনুরক্ত হউন। যাহা দেখিতেছেন এবং এতদ্ভিন্ন যাহা আছে, সর্ব্বত্রই আপনার প্রভুত্ব। এই গৃহ, বন, সবই আমার। আমি সর্ব্ববিধ মনোরথ সম্পাদন করিব। এই রসময় বন-ভূমিতে আমার সহিত তুমি বিহার কর। আমি তোমার বশবর্ত্তিনী হইব, দিব্য, মানুষ, সমুদয় ভোগ্য বস্তু ভোগ করত আমার সহিত বিহার কর। পুরুষ-সংসর্গের ন্যায় পরম কার্য্য নারী-গণের আর নাই। মদনাবিষ্ট নারীগণ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পাইলে, উত্তপ্তবালুকাতেও তাহাদের কষ্ট হয় না। অষ্টাবক্র বলিলেন, ভদ্রে! আমি কোন মতেই পরদার গমন করিব না। পরদার-গমন ধর্ম্মশাস্ত্রে দূষিত। ভদ্রে! আমি সত্য বলিতেছি, আমি গৃহস্থ হইতে অভিলাষী। বিষয়াভিজ্ঞতা আমার নাই। পুত্রের জন্যই বিবাহ করিব। পুত্র-উৎপাদন-ফলে, স্বর্গলোকে যাইব। ভদ্রে! এই ধর্ম্ম অবগত হইয়া বিরত হও। নারী বলিলেন, হে দ্বিজ। কাম যেমন স্ত্রীলোকের প্রিয়, বায়ু বরুণ, অগ্নি বা অন্য কোন দেবতা স্ত্রীলোকের তেমন প্রিয় নহে; যেহেতু রমণীরা রতিশীলা। শত সহস্র রমণীর মধ্যে এক জন যদি পতি-ব্রতা থাকে। স্ত্রীলোকে, পিতা, কুল, মাতা, ভ্রাতা ভর্ত্তা, পুত্র বা দেবর কাহাকেও গণ্য করে না; নদী যেমন কূল নিপাতন করে, ইহা-রাও তেমনি কূল নিপাতন করিয়া থাকে। প্রজাপতি রমণীর বহুদোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ৮৯—১০১। সনৎকুমার বলিলেন, অনন্তর (প্রাতঃকাল হইলে) মুনি একাগ্র-হৃদয়ে তাঁহাকে বলিলেন, উপবেশন কর, ইচ্ছামত বল, আমাকে কি করিতে হইবে? (কেবল

বস তাবন্মহাপ্রাজ্ঞ কৃতকৃত্যো গমিষ্যসি।
ব্রহ্মর্ষিস্তামথোবাচ স তথেতি মহামুনে॥ ১০৪
বসেয়ং যাবদুৎসাহো ভবত্যা নাত্র সংশয়ঃ।
অথ সর্ষিরভিপ্রেক্ষ্য স্ত্রিয়ং তাং জরয়ান্বিতাম্॥
চিন্তাং পরমিকাং লেভে সন্তপ্ত ইব চাভবৎ।
যদ্যদঙ্গং হি সোঽপশ্যৎ তস্যা বিপ্রর্ষভস্তদা॥১০৬
নারমৎ তত্র তত্রাস্য দৃষ্টী রূপপরাজিতা।
দেবতেয়ং গৃহস্যাস্য শাপান্ন্যূনং বিরূপিতা॥১০৭
শাপস্য কারণং বক্তুং ন যুক্তং সহসা ময়া।
অথ চিন্তয়তস্তস্য তমর্থং জ্ঞাতুমিচ্ছতঃ॥ ১০৮
অগমৎ তদহঃশেষং মনসা ব্যাকুলেন তু।
অথ সা স্ত্রী তদোবাচ ভগবন্ পশ্য বৈ রবেঃ॥১০৯
রূপং সন্ধ্যাভ্রসংযুক্তং কিমুপস্থাপ্যতাং তব।
স উবাচ তদা তাং স্ত্রীং স্নানোদকমিহানয়॥১১০
উপাসিষ্যে ততঃ সন্ধ্যাং বাগ্যতো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
অথ সা স্ত্রী তমুক্ত্বা বৈ বিপ্রমেবং ভবত্বিতি॥১১১
দিব্যতৈলমুপাদায় স্নানশাটীমুপানয়ৎ।

পরদার গমন করিব না।) তখন সেই রমণী বলিলেন, ভগবন্! হে মহাপ্রাজ্ঞ! কিছু দিন এখানে বাস করুন, দেশ-কালানুসারে সমস্তই দেখিবেন এবং কৃতকার্য্য হইয়া গমন করিবেন। মহর্ষি বলিলেন- 'তথাস্তু'; আমার যতদিন উৎসাহ থাকে, ততদিন তোমার কাছে থাকিব। অনন্তর ঋষি সেই কন্যার বৃদ্ধভাব দর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং দুঃখিত হইলেন। অষ্টাবক্র রমণীর যে অঙ্গই দর্শন করেন, সেই অঙ্গেই তাঁহার রূপ পরাজিত দৃষ্টি প্রীত হয় না। তিনি ভাবিলেন, এই গৃহের দেবতা রমণী, কোন শাপে এই প্রকার বিরূপ হইয়াছে নিশ্চয়। কঠোর শাপকারণ জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত নহে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেইদিন কাটিয়া গেল। তখন সেই রমণী ঋষিকে বলিলেন, ভগবন্! সন্ধ্যাভ্র-সংযুক্ত সূর্য্যমণ্ডল দর্শন করুন। এক্ষণে কি আনিয়া দিতে হইবে? ঋষি বলিলেন, স্নানীয় জল আনয়ন কর; মৌনী এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া সন্ধ্যা উপাসনা করিব। স্ত্রী "যে আজ্ঞা" বলিয়া

অনুজ্ঞাতা চ মুনিনা সা স্ত্রী তেন মহাত্মনা॥১১২
অথাস্য তৈলেনাঙ্গানি সর্ব্বাণ্যেবাভ্যম্রক্ষয়ৎ।
শনৈশ্চোন্মার্জ্জিতং তত্র স্নানশালমুপানয়ৎ॥১১৩
ভদ্রাসনং তত্র চিত্রমৃষিরন্বাবিশন্নবম্।
তথোপবিষ্টং প্রযতা তস্মিন্ ভদ্রাসনে শুভা॥১১৪
স্নাপয়ামাস শনকৈস্তমৃষিং সুখহস্তবৎ।
দিব্যঞ্চ বিবিধং চক্রে সোপহারং মুনেস্তদা॥১১৫
শাকেন সুসুখোষ্ণেন তস্যা হস্তসুখেন চ।
ব্যতীতাং রজনীং কৃৎস্নাং ন জজ্ঞৌ স মহামনাঃ
তত উত্থায় স মুনিস্তদা পরমবিস্মিতঃ।
পূর্ব্বস্যাং দিশি সোমঞ্চ সোঽপশ্যদুদিতং দিবি।
তস্য বুদ্ধিরিয়ং কিং নু মোহস্তত্ত্বমিদং ভবেৎ।
অথোপাস্য সহস্রাংশুং কিং করোমীত্যুবাচ তাম্
সা চামৃতরসপ্রখ্যমৃষেরন্নমুপানয়ৎ।
তস্য স্বাদুতয়ান্নস্য ন প্রভূতং চকার সঃ॥ ১১৯
ব্যগমচ্চাপ্যহঃশেষং ততঃ সন্ধ্যাগমৎ পুনঃ।
অথ স্ত্রী ভগবন্তং সা সুপ্যতামিত্যনোদয়ৎ।
তত্র বৈ শয়নে দিব্যে তস্য তস্যাশ্চ কল্পিতে॥১২০

দিব্য তৈল এবং স্নানসাটী আনিলেন। অনুজ্ঞা পাইয়া সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দন করিয়া দিলেন; তারপর স্নানশালায় লইয়া গিয়া পরিষ্কৃত ভদ্রাসনে উপবেশন করাইলেন। তারপর তাঁহাকে স্নান করাইলেন, কত উত্তম উত্তম খাদ্য প্রস্তুত করিয়া ঋষিকে আহার করাইলেন। এইরূপে রাত্রি অতীত হইল, ঋষি জানিতে পারিলেন না। পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয় দর্শনে* ভ্রম হইল কিনা, সন্দিহান হইলেন। অনন্তর ঋষি সূর্য্য উপাসনা করিয়া রমণীকে বলিলেন, এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? রমণী অমৃতরস-সদৃশ স্বাদু অন্ন আনিয়া ঋষিকে দিলেন। ঋষি স্বাদু অন্ন বলিয়া অধিক গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সে দিনও অতীত হইল, সন্ধ্যা আসিল। অনন্তর সেই রমণী ভগবান্ অষ্টাবক্রকে শয়ন করিতে বলিলেন। তথায় দুই রমণীর শয্যা প্রস্তুত ছিল, একটী

---

* "সূর্য্যং" স্থলে "সোমং" পাঠ আছে, তাহা সঙ্গত নহে।

অষ্টাবক্র উবাচ।
ন ভদ্রে পরদারেষু মনো মে সম্প্রসজ্জতে।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে স্বপ চৈব রমস্ব চ ॥১২১
সনৎকুমার উবাচ।
সা তদা তেন বিপ্রেণ তথাবৃত্ত্যা নিবর্ত্তিতা ॥১২২
স্বতন্ত্রাস্মীত্যুবাচৈনং ন ধর্ম্মচ্ছলমস্তি তে।
অষ্টাবক্র উবাচ।
নাস্তি স্বতন্ত্রতা স্ত্রীণামস্বতন্ত্রা হি যোষিতঃ।
প্রজাপতিমতং হ্যেতন্ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥১২৩
স্ত্র্যুবাচ।
বাধতে মৈথুনং বিপ্র মম ভক্তিঞ্চ পশ্যসি।
ভূমৌ নিপতমানায়াঃ শরণং মে ভবানব ॥ ১২৪
যদি বা দোষজাতং ত্বং পরদারেষু পশ্যসি।
আত্মানং স্পর্শয়াম্যদ্য প্রাণিং গৃহ্ণীষ মে দ্বিজ ॥
ন দোষো ভবিতা তেঽদ্য সত্যেনৈব ব্রবীম্যহম্ ॥
স্বতন্ত্রাং মাং বিজানীহি যোঽধর্ম্মঃ সোঽস্ত বৈ ময়ি
অধর্ম্মং প্রাপ্স্যসে বিপ্র যস্মাং ত্বং নাভিনন্দসি ॥
অষ্টাবক্র উবাচ।
হরন্তি দোষজাতানি নরং যাতু যথেচ্ছকম্।
ন রংস্যে পরদারেষু ভদ্রে স্বং শয়নং ব্রজ ॥১২৮
স্ত্র্যুবাচ।
শিরসা প্রণমে বিপ্র প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি।
ত্বয্যাবেশিতচিত্তা চ স্বতন্ত্রাস্মি ভজস্ব মাম্ ॥১২৯
অষ্টাবক্র উবাচ।
স্বতন্ত্রাসি কথং ভদ্রে ব্রূহি কারণমত্র বৈ।
নাস্তি লোকেহি কাচিৎ স্ত্রী যা বৈ স্বাতন্ত্র্যমর্হতি
স্ত্র্যুবাচ।
কৌমারং ব্রহ্মচর্য্যং মে কন্যৈবাস্মি ন সংশয়ঃ।
কুমারবিমতিং বিপ্র শ্রদ্ধাং নো বিজহীহি মে ॥
অষ্টাবক্র উবাচ।
যথা মম তথা তুল্যং যথা তব তথা মম।
জিজ্ঞাসেয়মৃষেস্তস্য বিঘ্নং সত্যন্তু কিং ভবেৎ ॥
আশ্চর্য্যং পরমং হীদং কিন্তু শ্রেয়ো হি মে ভবেৎ

শয্যা সেই রমণীর এবং অপরটী অষ্টাবক্র মুনির। অষ্টাবক্র মুনি রমণীকে আত্মশয্যায় শয়ানা দেখিয়া এবং রমণীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, হে ভদ্রে! আমার মন পরদারে আসক্ত নয়, তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে উঠিয়া যাও, নিদ্রা যাও গিয়া; সুখে থাকিবে। ১০২—১২১। সনৎকুমার বলিলেন, এইরূপ ব্যবহার করিয়া অষ্টাবক্র রমণীকে যখন নিবর্ত্তিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সেই রমণী বলিলেন, আমি স্বাধীনা, ধর্ম্মচ্ছল আমি করিতেছি না। অষ্টাবক্র বলিলেন, স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই। প্রজাপতির এই উক্তি যে 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'। রমণী বলিলেন, কামনাসিদ্ধির অভাবে কষ্ট হইতেছে, আপনাতে আমার অনুরাগও ত দেখিতেছেন; আমি ভূতললুণ্ঠিত হইতেছি, আমায় রক্ষা করুন। অথবা পরদার-গমনে যদি দোষ বিবেচনা করেন ত, হে দ্বিজ! আমি আত্মদান করিতেছি, আমার পাণিগ্রহণ করুন। আমি সত্য বলিতেছি, ইহাতে আপনার দোষ হইবে না; আমি যে স্বাধীনা, ইহা আপনি অবগত হউন। তথাপি এ কার্য্যে যদি কোন অধর্ম্ম থাকে ত, তাহা আমারই হইবে। হে বিপ্র! আমাকে অভিনন্দন না করিলে অধর্ম্মগ্রস্ত হইবেন। অষ্টাবক্র বলিলেন, যথেচ্ছ পুরুষ সর্ব্বদোষের আয়ত্ত হয়। আমি পরদার-রত হইব না; হে ভদ্রে! স্বীয় শয্যায় গমন কর। রমণী বলিলেন, হে বিপ্র! আমি প্রণাম করিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনাতে আমার চিত্ত আবেশিত হইয়াছে; আমি স্বাধীনা, আমাকে ভজনা করুন। অষ্টাবক্র বলিলেন, হে ভদ্রে। তুমি স্বাধীনা কিরূপে হইলে? এ বিষয়ে কারণ বল। এমন কোন স্ত্রীলোক ত থাকিতে পারে না, যে স্বাধীনা হইতে পারে। রমণী বলিলেন, আমি কৌমারব্রহ্মচারিণী। সুতরাং আমার কন্যাবস্থাই আছে। হে বিপ্র! আমার প্রতি কৌমারশ্রদ্ধা পরিত্যাগ করিবেন না। অষ্টাবক্র বলিলেন, তোমার এবং আমার উভয়েরই কৌমার-ব্রহ্মচর্য্য; উভয়েরই তুল্য ব্যবহার হওয়া উচিত। এরূপ সমাধি-বিরুদ্ধ কার্য্য করা আমার অভিপ্রেত নহে,

দিব্যাভরণবস্ত্রা হি কন্যেয়ং মামুপস্থিতা ॥ ১৩৩
কিন্ত্বস্যাঃ পরমং রূপং জীর্ণমাসীৎ কথঞ্চন।
কন্যারূপমিহাদ্যৈব কিমিহাত্রোত্তরং ভবেৎ ॥১৩৪
যথা বৃত্তঃ পরঃ শক্ত্যা ন ব্যুত্থাস্যে কদাচন।
ন রোচয়েঽহং ব্যুত্থানং বৃত্তৈবব সাধয়িষ্যাসি ॥১৩৫
ব্যাস উবাচ।
ন বিভেতি কথং সা স্ত্রী শাপস্য পরমদ্যুতেঃ।
কথং নিবৃত্তো ভগবাংস্তদ্ ব্রবীতু মহামুনে ॥ ১৩৬
সনৎকুমার উবাচ।
অষ্টাবক্রোঽহবপৃচ্ছৎ তাং রূপং বিকুরুষে কথম্।
অনৃতঞ্চ ন বক্তব্যং ব্রূহি ব্রাহ্মণকাম্যয়া ॥ ১৩৭
স্ত্র্যুবাচ।
দ্যাবাপৃথিব্যোর্মাত্রৈষা কা · ্যা ব্রাহ্মণসত্ত ম।
শৃণুষ্বাবহিতঃ সর্ব্বং যদিদং সত্যবিক্রমঃ ॥ ১৩৮
উত্তরাং মাং দিশং বিদ্ধি দৃষ্টং স্ত্রীচাপলঞ্চ তে।
অভ্যুত্থানেন বৈ লোকা জিতাঃ সত্যপরাক্রম।
জিজ্ঞাসেয়ং প্রযুক্তা মে স্থিরীকর্ত্তুং তবানঘ।
স্থবিরাণামপি স্ত্রীণাং বাধতে মৈথুনো জ্বরঃ ॥১৪০
তুষ্টঃ পিতামহস্তেঽদ্য তথা দেবাঃ সবাসবাঃ।
স ত্বং যেন চ কার্য্যেণ সম্প্রাপ্তো ভগবন্নিতি ॥১৪১
প্রেষিতস্তেন বিপ্রেণ কন্যার্থমৃষিসত্তম।
তবোপদেশং কর্ত্তুং বৈ তচ্চ সর্ব্বং কৃতং ময়া।
ক্ষেমং গমিষ্যসি গৃহং শ্রমশ্চ ন ভবিষ্যতি।
কন্যাং প্রাপ্স্যসি তাং বিপ্র পুত্রিণী সা ভবিষ্যতি
কাম্যয়া পৃষ্টবাংস্ত্বং মে ততো ব্যাহৃতমুত্তরম্।
অনতিক্রমণীয়ৈষা কৃৎস্নৈর্লোকৈস্ত্রিভিঃ সদা ॥১৪৪
গচ্ছস্ব সুকৃতং কৃত্যং কিঞ্চান্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি।
যাবদ্ব্রবীমি বিপ্রর্ষে অষ্টাবক্র যথাতথম্ ॥১৪৫
ঋষিপ্রসাদিতা চাস্মি তব হেতোর্দ্বিজর্ষভ।
তস্য সম্মাননার্থং মে ত্বয়ি বাক্যং প্রভাষিতম্ ॥১৪৬

তোমারও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তার পর ভাবিলেন, নিশ্চয় ইহা ঋষি বদান্যের পরীক্ষা; কিন্তু সত্য কি বিঘ্ন হইবে? পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারিব না?—কেন পারিব না; উপযুক্ত ভাবে নিজ বৃত্তি রক্ষা করিব, সমাধিবিরুদ্ধ কার্য্য কদাচ করিব না। পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে, নিশ্চয় আমার মঙ্গল হইবে। যাহা হউক, বড়ই আশ্চর্য্য! দিব্য-বসনভূষণা কন্যা মৎসকাশে উপস্থিত হইল, কিন্তু সেই পরম রূপ আবার বৃদ্ধারূপে পরিণত হইল কেন? এ বিষয়ে উত্তর কি? বেদব্যাস বলিলেন, মহামুনে! সেই রমণী মহা-তেজা অষ্টাবক্রের শাপভীত হইল না কেন এবং ভগবান্ অষ্টাবক্র নিবৃত্ত হইলেন বা কিরূপে? তাহা বলিতে আজ্ঞা হয়। ১২২—১৩৬। সনৎকুমার বলিলেন, অনন্তর অষ্টাবক্র রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণ-কাম্যানুসারে বল, কেন তুমি রূপ বিপর্য্যয় করিলে? মিথ্যা কথা বলিও না। রমণী বলিলেন, হে সত্য-প্রতিষ্ঠ ব্রাহ্মণসত্তম! মনোযোগ করিয়া শুন; এই যে কামনা, ইহা স্বর্গ মর্ত্ত্যে পরিব্যাপ্ত। জানিবে, আমি উত্তর-দিগ্দেবতা; তোমাকে স্ত্রীচাপল্য প্রদর্শন করাইলাম। যাহা হউক, হে সত্যপরাক্রম! অসাধারণ ক্ষমতায় তুমি সমগ্র লোক জয় করিলে। হে অনঘ! বৃদ্ধা রমণীরাও যে মৈথুন-জ্বরে পীড়িত হয়, তাহা তোমাকে স্থির করিয়া দিবার জন্যই এই মায়া করিয়াছি। ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমার প্রতি অদ্য তুষ্ট হইয়াছেন। হে ভগবন্ ঋষিসত্তম! বিপ্র বদান্য কন্যাদান করিবেন বলিয়া এইরূপ উপ-দেশের জন্য এখানে আপনাকে পাঠাইয়াছেন। আপনার এখানে আগমনের যে প্রয়োজন, তৎ-সমস্ত সম্পাদন আমি করিয়াছি। ভালয় ভালয় গৃহে যাইবেন, শ্রম হইবে না; হে বিপ্র! সেই কন্যাকেই প্রাপ্ত হইবেন, তিনিও পুত্রবতী হইবেন। 'ব্রাহ্মণ-কাম্যানুসারে বল' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাই এই উত্তর দিলাম, ব্রাহ্মণকাম্যা সমগ্র লোকেরই অনতিক্রমণীয়া। যাও, স্বীয় কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়াছ। হে বিপ্রর্ষে অষ্টাবক্র! যথাযথ সকল কথা বলি-লাম, আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? হে দ্বিজপুঙ্গব! ঋষি বদান্য, তোমার জন্য, আমাকে প্রসন্ন করিয়াছেন, তাই তাঁহার সম্মা-নার্থ তোমার সহিত কথোপকথন করিলাম।

সনৎকুমার উবাচ।

শ্রুত্বা তু বচনং তস্যাঃ স বিপ্রঃ প্রাঞ্জলিস্তদা।
অনুজ্ঞাতস্তয়া চাপি স্বগৃহং পুনরাবিশৎ ॥ ১৪৭
গৃহমাগম্য বিশ্রান্তা স্বজনং প্রতিপূজ্য চ।
অভ্যগচ্ছত তং বিপ্রং ন্যায়তঃ প্রীতিপূর্ব্বকম্ ॥
পৃষ্টশ্চ তেন বিপ্রেণ দৃষ্টমেতন্নিদর্শনম্।
প্রাহ বিপ্রং ততো বিপ্রঃ সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা ॥১৪৯
ভবতাহমনুজ্ঞাতঃ প্রস্থিতো গন্ধমাদনম্।
তস্য চোত্তরতো দেশে দৃষ্টং তত্র বনং মহৎ ॥-
তয়া চাহমনুজ্ঞাতো ভবাংশ্চাপি প্রকীর্ত্তিতঃ।
শ্রাবিতশ্চাস্মি তদ্বাক্যং গৃহঞ্চাভ্যাগতঃ প্রভো॥১৫১
তমুবাচ ততো বিপ্রঃ প্রতিগৃহ্লীষ মে সুতাম্।
নক্ষত্রতিথিসংযোগে পাত্রং হি পরমং ভবান্ ॥১৫২
অষ্টাবক্রস্তথেত্যুক্তা প্রতিগৃহ্য চ তাং শুভাম্।
কন্যাং পরমধর্ম্মাত্মা প্রীতিমাংশ্চাভবৎ তদা ॥১৫৩
কন্যাং তাং প্রতিজগ্রাহ ভার্য্যাং পরমশোভনাম্।
ঈদৃশাস্তু সদা নার্য্যো ভবত্যেকা পতিব্রতা॥ ১৫৪
যস্যাঃ সঙ্কীর্ত্তনাৎ সদ্যঃ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ।
নরাঃ কে ত্বীদৃশা নিত্যং যেষাং সঙ্কীর্ত্তনাৎ কলিঃ
বপুস্থোঽপি হি নির্যাতি সর্ব্বকার্য্যপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ১৫৬

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতা-
য়াং স্ত্রীস্বভাবকথনে ত্রিচত্বা-
রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ।

পুনরন্যত্তু বক্ষ্যামি অরুন্ধত্যা যথা বচঃ।
অসতীত্বে যথা স্ত্রীণাং তচ্ছৃণুষ মহামুনে॥ ১
পুরাদিত্যশ্চ শক্রশ্চ ধূমকেতুরচিন্তয়ন্।
সদা স্ত্রীণাং পতির্দেবো রবিরগ্নির্দ্বিজন্মনাম্ ॥ ২
তথাতিথির্গৃহস্থানাং নৃপাদীনাং দ্বিজোত্তমাঃ।

সনৎকুমার বলিলেন,—বিপ্র অষ্টাবক্র রমণীর কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকট বিদায় চাহিলেন। অনন্তর তাহার অনুজ্ঞা পাইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। গৃহে আগমন-পূর্ব্বক স্বজনগণের প্রতিপূজন ও বিশ্রাম করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে সেই ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন বিপ্রবদান্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সকল নিদর্শন দেখি-য়াছ ত? তখন সুপ্রীত-অন্তঃকরণে অষ্টা-বক্র তাঁহাকে বলিলেন, আপনার অনুজ্ঞায় প্রথমে আমি গন্ধমাদনে গমন করি, তাহার উত্তরে সেই মহাবন দর্শন করি। তথায় সেই রমণীর অনুজ্ঞা পাইয়াছি, তিনি আপনার কথাও বলিলেন, আপনার উদ্দেশ্যও আমাকে তিনি বলিয়াছেন। হে প্রভো! এক্ষণে গৃহে আসিয়াছি। তখন বদান্য বলিলেন, সুতিথি নক্ষত্র যোগে তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ কর; তুমি অত্যুত্তম পাত্র। ধার্ম্মিকপ্রবর অষ্টাবক্র মুনি 'তথাস্তু' বলিয়া সেই কল্যাণী কন্যাকে গ্রহণ করত প্রীতিযুক্ত হইলেন। অষ্টাবক্র মুনি সেই পরমসুন্দরী কন্যাকে ভার্য্যার্থ গ্রহণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, নারীগণ সর্ব্বদা কামুকী হয়, তন্মধ্যে দুই একটী মাত্র পতিব্রতা হইয়া থাকে। যে রমণীর নাম করিলে তৎক্ষণাৎ সকল পাপের ক্ষয় হয়, ঈদৃশ রমণী দুর্লভ এবং এতাদৃশ পুরুষ বা কে, যাহাদিগের নাম করিলে সকল কুৎসিত কার্য্যের প্রবর্ত্তক শরীরস্থ কলি (পাপ) নির্গত হয়। এতাদৃশ পুরুষও জগতে অত্যন্ত সুদুর্লভ। ১৩৭—১৫৬।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন, পুনর্ব্বার অন্য কথা বলিতেছি; অরুন্ধতী স্ত্রীগণের অসতীত্ব বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, হে মুনিবর! তাহা শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে সূর্য্য, ইন্দ্র এবং অগ্নি এই তিন জন দেবতা চিন্তা করিয়া বলিলেন, সর্ব্বদা স্ত্রীগণের পতি দেবতা; সূর্য্য এবং অগ্নি ব্রাহ্মণগণের দেবতা, সেইরূপ গৃহস্থগণের

এতে সূর্য্যদি সন্তুষ্টা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ॥ ৩
ভবন্তি সুখিনো নিত্যং দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ।
ইহাপ্তির্ধর্ম্মকামাণাং পরত্র চ শুভা গতিঃ ॥ ৪
অতঃ সমীক্ষিতোঽস্মাভিঃ সত্যমস্তীহ যোষিতাম্ ।
অসত্যং সাহসং মায়াং মূর্খত্বমতিলোভতা ॥ ৫
অশৌচং নির্দ্দয়ত্বঞ্চ স্ত্রীণাং দোষাঃ স্বভাবজাঃ ।
শ্রূয়ন্তে যোষিতঃ কাশ্চিৎ সত্ত্বধর্ম্মে সমাস্থিতাঃ ॥৬
দ্বিজাস্তথা স্বকর্ম্মস্থা গৃহিণো গৃহকর্ম্মণি ।
রাজানোঽথ বিশশ্চাপি প্রজাপালনতৎপরাঃ ॥ ৭
অরুন্ধতী বশিষ্ঠস্য প্রখ্যাতাসু পতিব্রতা ।
অস্যাঃ সাম্যেন তদ্রূপং ন চকার পতিব্রতা ॥ ৮
স্বাহা চৈবাপি তাং দৃষ্ট্বা পুরা বিস্ময়মাগমৎ ।

অতিথি দেবতা এবং ক্ষত্রিয় প্রভৃতির দ্বিজবরগণ দেবতা। স্ত্রীলোকের পতি, ব্রাহ্মণের সূর্য্য ও অগ্নি, গৃহস্থের অতিথি এবং ক্ষত্রিয় প্রভৃতির ব্রাহ্মণ যদি সন্তুষ্ট থাকেন, তাহা হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব এবং ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ প্রীত হন। স্ত্রীগণের স্বামী হইতেই ইহকালে সকল অভিলষিত বস্তু লাভ হয় এবং পরকালে শুভগতি প্রাপ্ত হয়। এ নিমিত্ত আমরা রমণীগণের কার্য্য দেখিয়াছি, তাহাদিগের সত্য আছে কিনা সন্দেহ। মিথ্যা, সাহস, মায়া, মূর্খত্ব, অত্যন্ত লোভ, অপবিত্রতা, দয়াশূন্যতা, এ সাতটী স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক দোষ, বহু স্ত্রীলোকের মধ্যে কতকগুলি স্ত্রীলোক সত্যধর্ম্মপরায়ণ, ইহা শ্রবণ করা যায়। এইরূপ বহু দ্বিজগণের মধ্যে কতকগুলি ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম-পরায়ণ হয়, কতকগুলি গৃহস্থ গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকে এবং কতকগুলি ক্ষত্রিয়-সন্তান ও বৈশ্য সন্তান প্রজাবর্গ প্রতিপালক হইয়া থাকে। বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতী বিখ্যাত সতী, পূর্ব্বকালে অগ্নিকে সপ্তর্ষি-পত্নীগণের প্রতি আসক্ত দেখিয়া, সতী বহ্নিপত্নী স্বাহা অপর ছয় জন ঋষি-পত্নীর সদৃশ রূপ করিয়াও বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতীর সদৃশ রূপ করিতে অসমর্থ হইলেন। বহ্নিপত্নী স্বাহাও অরুন্ধতীকে দর্শন করত পূর্ব্বকালে বিস্ময়া-

ধন্যা ত্বমসি কল্যাণি যা ত্বমেকা পতিব্রতা। ৯
ন তে রূপমহং কর্ত্তুং শক্তা চান্যা করিষ্যতি।
তস্মাৎ ত্বাং যাঃ স্ত্রিয়ঃকাশ্চিৎপ্রক্ষিষ্যন্তি সুভাবতঃ
করং স্পৃষ্ট্বোঢ়কালে তু ভর্ত্তুর্দ্বিজাগ্নিসন্নিধৌ।
সুখং তাসাং ধনং পুত্রাস্ত্ববৈধব্যং ভবিষ্যতি। ১১
এবং যা সাভিমন্তব্যা গুণৈর্যুক্তা পতিব্রতা।
প্রোচ্যতে স্ত্রীভিরন্যাভির্গুণী বেত্তি যতো গুণান্।
গচ্ছামোঽতো বয়ং প্রষ্টুং ব্রতং স্ত্রীণাং পতিব্রতম্
ইত্যুক্ত্বা তে যযুর্দেবাস্ত্রয়ঃ সূর্য্যেন্দ্রবহ্নয়ঃ ॥ ১৩
ততো দদৃশুরায়ান্তীং স্বধাম্নো ধৃতকুম্ভকাম্।
অরুন্ধতীং পতিপ্রাণাং পত্যুঃ প্রিয়হিতে রতাম্।
দৃষ্ট্বা তাং হর্ষতস্তস্থুরগ্রে তস্যাস্ত বর্ত্মনি।
ততঃ সা তান্ মুদা দৃষ্ট্বা জ্ঞাত্বা দেবানরুন্ধতী। ১৫

ন্বিত হইয়া স্তব করত বলিয়াছিলেন, হে কল্যাণি! আপনিই ধন্য, যেহেতু আপনি একাই কেবল পতিব্রতাধর্ম্মচারিণী। আমিও আপনার তুল্য পাতিব্রত্য করিতে পারি না। অন্য রমণীগণ করিবে সাধ্য কি? যে সকল স্ত্রীলোক উত্তমভাবে বিবাহকালে, ব্রাহ্মণ ও অগ্নি সন্নিধানে স্বামীর করস্পর্শ করত আপনাকে স্মরণ করে, তাহাদিগের সুখভোগ, ধনলাভ, পুত্রলাভ এবং অবৈধব্য হইয়া থাকে। ১—১১। এইরূপ যে রমণী, অন্য স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক পতিব্রতা বলিয়া উক্ত হয়, সে রমণীই গুণবতী বলিয়া মান্য হয়, যেহেতু গুণবান্ ব্যক্তিই গুণজ্ঞ হইয়া থাকে। এই হেতু আমরা রমণীগণের পাতিব্রত্য ধর্ম্ম জানিতে সতীশ্রেষ্ঠা অরুন্ধতী দেবীর নিকট গমন করিব, এই বলিয়া সূর্য্য, ইন্দ্র এবং বহ্নি, এই তিন জন দেব বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতীর নিকট গমন করিলেন। অনন্তর সূর্য্যাদি দেবত্রয় (পথিমধ্যে) দেখিলেন, পতিগতপ্রাণা এবং পতির প্রিয় ও হিত কার্য্যে আসক্তচিত্তা অরুন্ধতী সতী কুম্ভকক্ষে নিজ গৃহ হইতে আগমন করিতেছেন। সূর্য্যাদি দেবত্রয় পথিমধ্যে অরুন্ধতীকে দর্শন করত হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার গমনপথের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তদনন্তর সতীপ্রধানা অরুন্ধতী

প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য প্রণিপত্য পুনঃ পুনঃ।
প্রাহ তান্ মুনিকুন্ত্যাং যৎ তদ্‌ব্রুবন্তু দিবৌকসঃ॥
তচ্ছ্রুত্বা তে বচস্তস্যাঃ প্রোচুস্তাং বরবর্ণিনীম্।
প্রষ্টুং বয়ং সমায়াতাঃ কঞ্চিৎ প্রশ্নং হি নো বদ॥
সা চ তানাহ যে ধাম্নি বিশ্রমধ্বং ক্ষণাদনু।
কথয়িষ্যামি তৎ সর্ব্বং প্রশ্নং চেষ্টিতমাত্মনঃ॥ ১৮
যাবদায়ামি সংগৃহ্য জলপূর্ণমিমং ঘটম্।
তে তামূচুর্ঘটং তে তু জলেনাশু অবীভরন্॥ ১৯
নিবৃত্য কথয়াস্মাকং যেন গচ্ছামহে বয়ম্।
তচ্ছ্রুত্বা বাঢ়ং তানাহ পূরয়ধ্বমিমং ঘটম্॥ ২০

ইন্দ্র উবাচ।

জন্মতো ব্রাহ্মণস্তেহ যদি মে ন ভয়ং ভবেৎ।
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ স্বর্গান্মাং চ্যাবয়িষ্যতি॥ ২১
তেন সত্যেন মে দেবি পাদঃ কুম্ভস্য পূর্য্যতাম্।

অগ্নিরুবাচ।

হব্যৈর্বাপ্যথবা কব্যৈর্হবিষ্যৈরস্মি তর্পিতঃ॥ ২২
যদি মে তৃপ্তিরস্তীহ ব্রাহ্মণে বান্নতর্পিতে।
তেন সত্যেন মে দেবি পাদঃ কুম্ভস্য পূর্য্যতাম্॥২৩

সূর্য্য উবাচ।

ব্রাহ্মণাঃ প্রীতিতো নিত্যং সংগৃহীতো মহাসুরৈঃ
জলপূর্ণপ্রস্থত্যাপি নো চেদ্ধন্ত্যুরুদৈমি কিম্॥২৪
তেন সত্যেন মে দেবি পাদঃ কুম্ভস্য পূর্য্যতাম্।

অরুন্ধত্যুবাচ।

যাবদ্রহো ন বা স্ত্রীণাং যাবন্নৈবাভিভাষণম্॥ ২৫
তাবৎ তাসাং সতীত্বং স্যাৎ তস্মাদ্রক্ষ্যা বরস্ত্রিয়ঃ।

সূর্য্যাদি দেবত্রয়কে জ্ঞাত হইয়া হৃষ্টচিত্তে দর্শন করত প্রদক্ষিণ এবং বারংবার প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবগণ! আপনাদিগের কি কার্য্য উদ্দেশে আগমন হইতেছে, তাহা আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে বলুন। তদনন্তর সূর্য্যাদি দেবত্রয় অরুন্ধতীর 'বাক্য শ্রবণ করত নারীপ্রবরা অরুন্ধতী সতীকে বলিলেন, আপনাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আমরা আপনার নিকট আগমন করিয়াছি; আপনি আমাদিগের প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। অরুন্ধতী সতী তাঁহাদিগকে বলিলেন, আপনারা আমার গৃহে অল্পকাল বিশ্রাম করুন, আমি যাবৎকাল মধ্যে এই কুম্ভটী জলপূর্ণ করিয়া আগমন করিতেছি; তাহার পর আমি চেষ্টানুসারে আপনাদিগের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিব। অরুন্ধতীকে সূর্য্যাদি দেবত্রয় বলিলেন, হে সতি! আমরা অবিলম্বে আপনার এই কুম্ভটী জল দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিতেছি। আপনি জল আনয়ন নিমিত্ত ক্ষান্ত হইয়া আমাদিগের প্রশ্নের যথোচিত উত্তর প্রদান করুন; যেহেতু আমরা গমন করিব। অরুন্ধতী সতী দেবগণের বাক্য শ্রবণ করত গমন নিবৃত্তি বিষয়ে স্বীকার করিলেন এবং কহিলেন, "আমার এই ঘট আপনারা জলপূর্ণ করুন।" ইন্দ্র বলিতে লাগিলেন, যদ্যপি জন্মাবধি আমার "তপস্যা দ্বারা কিংবা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা স্বর্গ হইতে আমাকে চ্যুত করিবে' ব্রাহ্মণ হইতে এই ভয় না থাকে, (অর্থাৎ অবশ্যই আমার এই ভয় সতত আছে জানিবেন) সে সত্য দ্বারা হে দেবী অরুন্ধতি! আপনার ঘটের এক চতুর্থভাগ জল দ্বারা পরিপূর্ণ হউক। অগ্নি বলিতে লাগিলেন, হব্য দ্বারা কিংবা কব্য দ্বারা অথবা হবিষ্য-দ্রব্য দ্বারা যদি আমি তৃপ্ত হইয়া থাকি কিংবা অন্নাদি ভক্ষ্য দ্রব্য দ্বারা ব্রাহ্মণগণ পরিতৃপ্ত হইলে পর যদ্যপি আমার তৃপ্তিলাভ হয় (অর্থাৎ আমার তৃপ্তি কিছুতেই হয় না) সে সত্য দ্বারা এ ঘটের দ্বিতীয় পাদ পরিপূর্ণ হউক। ১২—২৩। সূর্য্য বলিতে লাগিলেন, যদ্যপি ব্রাহ্মণগণ জল-প্রস্থৃতি দ্বারা অসুরগণকে বিনাশ না করিতেন, তাহা হইলে কি আমি মন্দচেষ্ট অসুরগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া প্রতিদিন হৃষ্টচিত্তে উদিত হই? হে অরুন্ধতী দেবি! সে সত্য দ্বারা আপনার ঘটের তৃতীয় পাদ জল দ্বারা পরিপূর্ণ হউক। অরুন্ধতী বলিতে লাগিলেন, রমণীগণ যে পর্য্যন্ত নির্জ্জন স্থান না পায় এবং যে পর্য্যন্ত কোন পুরুষের সহিত বিশেষ আলাপ করিতে না পায়, সে পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের সতীত্ব

তেন সত্যেন মে দেব্যাঃ পাদঃ কুম্ভস্য পূর্য্যতাম্॥
ইত্যুক্তে জলসম্পূর্ণে কুম্ভে দেবা ব্রুবংস্ততঃ।
এতদেব বয়ং দেবি ত্বৎসমীপমিহাগতাঃ॥ ২৭
স্ত্রীণাং হি চরিতং প্রষ্টুমতো যামঃ স্বমালয়ম্।
ইত্যুক্তা তানুবাচেদমুত্তমাধমমধ্যমাঃ॥ ২৮
সন্তি নো বিস্ময়ঃ কার্য্যঃ স্ত্রিয়ো হি দেবসম্মতাঃ।
ইত্যুক্তাস্তে যযুর্ধাম স্বং স্বমিন্দ্রপুরোগমাঃ॥ ২৯

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং অরুন্ধতীকথা নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৪॥

থাকে, সেহেতু ভদ্র মহিলাগণের বন্ধুবান্ধবগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা রক্ষা বিধান করা উচিত, হে দেবগণ! সে সত্য দ্বারা আমার ঘটের চতুর্থ পাদ জল দ্বারা পরিপূর্ণ হউক। দেবত্রয় অরুন্ধতী সতীর কথা সমাপ্ত হইলে পর, দেবীর কুম্ভ জল সম্পূর্ণ হইল দেখিয়া, তাঁহাকে বলিলেন, এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেই আমরা আপনার নিকট সমাগত হইয়াছি। আমরা আপনার নিকট স্ত্রীলোকের চরিত্র জানিতে আসিয়াছিলাম, তাহার যথোচিত উত্তর পাইলাম। অতএব এক্ষণে আমরা স্বভবনে গমন করিব। দেবত্রয় এই কথা বলিলে পর অরুন্ধতী সতী তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার বলিলেন, উত্তম, মধ্যম এবং অধম এই ত্রিবিধ রমণী আছে; ঐ ত্রিবিধ স্ত্রীলোক দেবগণের অভিপ্রেত; অতএব এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করিবেন না। অরুন্ধতীর নিকট এই কথা শুনিয়া ইন্দ্রাদি দেবত্রয় স্বীয় স্বীয় ভবনে প্রস্থান করিলেন। ২৪—২৯।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৪॥

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ।

বিবাহং কারয়েৎ পশ্চাদ্বিধিবদ্দ্বিজপুঙ্গবৈঃ।
ততঃ সম্পূজয়েদ্বিপ্রান্ সপত্নীকান্ মহামুনে॥ ১
ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈর্গন্ধমাল্যৈর্বস্ত্রৈরাভরণৈর্দ্বিজঃ।
ততঃ ক্ষমাপয়েদ্বিপ্রানিমং মন্ত্রমুদাহরেৎ॥ ২
যথা মদ্রেশদুহিতা যমাৎ প্রাপ্তবতী বরান্।
তথাহং প্রাপ্নুয়াং দেব বরান্ সর্ব্বান্ মনোরমান্।
ইত্যুক্ত্বা প্রণিপত্যাথ দ্বিজেন্দ্রাস্তান্ বিসর্জ্জয়েৎ।

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং বিবাহবর্ণনং নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৫॥

ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ।

ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদেন জ্ঞাতং মে সকলং মতম্।
যথার্চ্চনন্তু তে দেব যৈর্মন্ত্রৈশ্চ যথাবিধি॥ ১

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার মুনি বলিলেন,—হে মুনিবর! দ্বিজবরকে যথাবিধি বিবাহ করাইয়া, তদনন্তর সস্ত্রীক ব্রাহ্মণগণকে ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, মাল্য, বস্ত্র এবং অলঙ্কার দ্বারা সম্যক্‌রূপে পূজা করিবে। তদনন্তর ব্রাহ্মণগণ সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করত এই মন্ত্র উদাহৃত করিবে;—"যেরূপ মদ্ররাজ-তনয়া সত্যবতী যমরাজ-সমীপে বর প্রাপ্ত হইয়াছিল, হে দেব! সেরূপ আমিও যেন মনোরম বরসমূহ প্রাপ্ত হইতে পারি।" হে দ্বিজবর! এই কথা বলিয়া, সে সকল ব্রাহ্মণকে প্রনিপাত বিসর্জ্জন করিবে। ১—৪।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৫॥

ষট্‌ চত্বারিংশ অধ্যায়।

মহাদেবের নিকট ভগবতী বলিলেন,—হে দেব! আপনার যে মন্ত্র দ্বারা যে নিয়মে

অদ্যাপি সংশয়ো হ্যেকঃ কালচক্রং প্রতি প্রভো
মৃত্যুচিহ্নং যথা দেব কিং প্রমাণং তথায়ুষঃ ॥ ২
যথা কথয় মে নাথ যদ্যহং তব বল্লভা ॥ ৩
ঈশ্বর উবাচ।
সত্যং তে কথয়িষ্যামি যেন কালঃ প্রবুধ্যতে।
অহঃ পক্ষং তথা মাসমৃতুঞ্চায়নবৎসরম্ ॥ ৪
স্থূলসূক্ষ্মগতৈশ্চিহ্নৈর্বহিরন্তর্গতৈস্তথা।
তং তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বেন সুন্দরি ॥৫
অকস্মাৎ পাণ্ডুরং দেহমূর্দ্ধরাগং সমন্ততঃ।
মুখং কর্ণৌ তথা চক্ষুর্জিহ্বা স্তম্ভো যদা ভবেৎ।
তদা মৃত্যুং বিজানীয়াৎ ষণ্মাষাভ্যন্তরং প্রিয়ে॥ ৬
রৌরবানুগতং ভদ্রে ধ্বনিং নাকর্ণয়েদ্দ্রুতম্।
ষণ্মাষাভ্যন্তরং মৃত্যুর্জ্ঞাতব্যঃ কালবেদিভিঃ ॥ ৭

রবিসোমাগ্নিসংযোগাদ্যদোদ্দ্যোতং ন পশ্যতি।
কৃষ্ণং সর্গং সমস্তঞ্চ ষণ্মাসং জীবিতং তথা ॥ ৮
বামহস্তো যদা দেবি সপ্তাহং স্পন্দতে প্রিয়ে।
উন্মীলয়ন্তি গাত্রাণি তালুকং শুষ্যতে যদা।
জীবিতস্তু তদা তস্য মাসমেকং ন সংশয়ঃ ॥ ৯
নাসা তু স্রবতে যস্য ত্রিদোষে পক্ষজীবিতম্।
বক্ত্রং কণ্ঠশ্চ শুষ্যেত ষণ্মাসান্তে গতায়ুষঃ ॥ ১০
স্থূলা জিহ্বা ভবেদ্যস্য দ্বিজাঃ ক্লিদ্যন্তি ভামিনি।
ষণ্মাসাজ্জায়তে মৃত্যুশ্চিহ্নৈস্তৈরুপলক্ষয়েৎ ॥১১
অম্বু-তৈল-ঘৃতস্থস্তু দর্পণে বরবর্ণিনি।
পশ্যতে ন যদাত্মানং বিকৃতং স্থূলমেব চ ॥ ১২
ষণ্মাসায়ুঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কালচক্রং বিজানতা ॥ ১৩
শিরোহীনাং যদা চ্ছায়াং স্বকীয়ামুপলক্ষয়েৎ।

পূজা করিতে হয়, হে ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদে সে সমস্ত মত অবগত হইয়াছি। হে প্রভো! কালচক্রের প্রতি অদ্যাপি আমার একটী সংশয় আছে। হে দেব! মৃত্যুচিহ্ন কি প্রকার এবং পরমায়ুর পরিমাণ কিরূপে জানা যায়, হে নাথ! আমি যদ্যপি আপনার প্রাণের প্রিয়া হই, তাহা হইলে আমার নিকট বলুন। মহেশ্বর কহিলেন, তোমার নিকট সত্য বলিতেছি, যে প্রকারে সমস্ত কালচিহ্ন অবগত হইতে পারা যায়। অহঃ (দিবা ও রাত্রি), পক্ষ (পঞ্চদশ দিবস), মাস (ত্রিশ দিন), ঋতু (দুই মাস), অয়ন (ছয় মাস), বৎসর (দ্বাদশ মাস), ব্যাপিয়া বাহিক এবং আন্তরিক, দেহ এবং ইন্দ্রিয়গত চিহ্ন দ্বারা মৃত্যু-লক্ষণ বুঝা যায়। হে সুন্দরি! আমি তোমার নিকট মৃত্যুচিহ্ন বলিতেছি, তাহা তুমি যথাতত্ত্বরূপে শ্রবণ কর। যাহার কারণ ব্যতিরেকে দেহ পাণ্ডুবর্ণ হয়, অথবা দেহের ঊর্দ্ধভাগে রক্তিমাকার হয়; মুখ, কর্ণদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, অথবা জিহ্বা এ সকল ইন্দ্রিয়ের যে সময় জড়তা হয়, হে প্রিয়ে! সে সময় সে মনুষ্যের ছয় মাস মধ্যে মৃত্যু অবধারণ করা যায়। হে কল্যাণি! মৃগগণের চীৎকার-মিশ্রিত শব্দ পুরুষ হঠাৎ শুনিতে পায়, কালবেত্তা পণ্ডিতগণ তাহার ছয় মাস মধ্যে মৃত্যু অবধারণ করিয়াছেন। সূর্য্য, চন্দ্র এবং অগ্নি অকারণে যৎকালে লোক দেখিতে না পায় এবং সমস্ত অনাবৃত স্থান অন্ধকারময় দেখে, তৎকালে ছয়মাস মধ্যে মৃত্যু নিশ্চয় করিতে হয়। হে দেবি! যে কালে সপ্তাহ ব্যাপিয়া বামহস্ত অনবরত কাঁপিতে থাকে এবং অন্যান্য অঙ্গ সকল রোমাঞ্চিত হইতে থাকে ও অনবরত তালু শুষ্ক হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহার এক মাস মধ্যে আয়ুঃশেষ হয়, ইহা নিশ্চিত জানিবে এবং যাহার কফ পিত্ত ও বায়ু বিকৃত হইয়া, অনবরত নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হয়, তাহার এক পক্ষ মাত্র জীবন থাকে। ১—১০। হে ভামিনি! যাহার অনবরত মুখ এবং কণ্ঠ শুষ্ক হইতে থাকে, তাহার ছয় মাস মধ্যে জীবন নাশ হয় এবং যাহার জিহ্বা স্থূল হয় ও দন্তপংক্তি অনবরত আর্দ্র হইতে থাকে, এ সকল চিহ্ন দ্বারা তাহার ছয় মাস মধ্যে মৃত্যু হয়, ইহা লক্ষিত করা যায়। হে বরবর্ণিনি! নির্ম্মল জল, তৈল, ঘৃত এবং দর্পণ মধ্যে প্রতিবিম্বিত নিজ দেহ যৎকালে দেখিতে না পায়, কিংবা বিকৃত অথবা স্থূল দেখিতে পায়, সে ব্যক্তির জীবন ছয় মাস মধ্যে নির্গত হয়, ইহা কালচক্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ নিশ্চয় করিয়াছেন। নিজ শরী-

অথবা চ্ছায়য়া হীনং মাসমেকং ন জীবতি ॥১৪
আঙ্গিকাঃ কথিতা ভদ্রে বাহ্যস্থান্ শৃণু সাম্প্রতম্।
রশ্মিহীনং যদা দেবি সোমার্কমণ্ডলদ্বয়ম্।
দৃশ্যতে পটলাকারং মাসার্দ্ধেন বিপদ্যতে ॥ ১৫
অরুন্ধতী মহাযানমিন্দুলাঞ্ছনবর্জ্জিতম্।
সোঽপি জীবতি বর্ষার্দ্ধং তথা বাদৃষ্টতারকঃ ॥ ১৬
মেঘহীনং যদা দেবি বিদ্যুদ্ভির্জ্জ্বলিতং নভঃ।
দৃষ্টে গৃহে চ দিঙ্মোহঃ ষণ্মাসাজ্জায়তে ধ্রুবম্ ॥১৭
রাত্রৌ ধনুর্যদা পশ্যেন্মধ্যাহ্নে চোল্কপাতনম্।
বেষ্ট্যতে গৃধ্র-কাকৈশ্চ ষণ্মাসায়ুর্ন সংশয়ঃ ॥ ১৮
ঋষয়ঃ স্বর্গপন্থাশ্চ নৈব দৃশ্যেত চাম্বরে।
ষণ্মাসায়ুর্বিজানীয়াৎ পুরুষৈঃ কালবেদিভিঃ ॥ ১৯
অকস্মাদ্রাহুণা গ্রস্তং সূর্য্যং বা সোমমেব চ।
দিক্চক্রং ভ্রান্তবৎ পশ্যেৎ ষণ্মাসান্মিয়তে স্ফুটম্
মক্ষিকৈর্নীলবর্ণাভৈরকস্মাদ্বেষ্ট্যতে পুমান্।
জীবতে মাসমেকন্তু জ্ঞাতব্যং পরমার্থতঃ ॥ ২১
গৃধ্রঃ কাকঃ কপোতশ্চ শিরশ্চাক্রম্য তিষ্ঠতি।
শীঘ্রন্তু ম্রিয়তে জন্তুর্মাসৈকেন ন সংশয়ঃ ॥ ২২
এবঙ্কারিষ্টভেদস্তু বাহ্যস্থং সমুদাহৃতম্।
আয়ুধানাং হিতার্থায় সংক্ষেপেণ বদাম্যহম্ ॥ ২৩
হস্তয়োরুভয়োর্দেবি যথাকালং বিজানতে।
বাম-দক্ষিণয়োর্ভদ্রে প্রত্যক্ষং তে বদাম্যহম্ ॥২৪
বামং শুক্লং বিজানীয়াদ্দক্ষিণং কৃষ্ণসংজ্ঞিতম্।
দক্ষিণং সূর্য্যমিত্যাহুর্বামশ্চন্দ্র উদাহৃতঃ ॥ ২৫
এবং পক্ষৌ স্থিতৌ দ্বৌ তু সমাসাৎ সুরসুন্দরি।

রের ছায়া মস্তকশূন্য যে কালে দেখিতে পায়, কিংবা যে কালে শরীরের ছায়া দেখা যায় না, সে ব্যক্তি এক মাসের অধিক বাঁচে না। হে কল্যাণি! শারীরিক মৃত্যুচিহ্ন কহিলাম, এক্ষণে বাহিক মৃত্যুচিহ্ন বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। যৎকালে সূর্য্যমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডল কিরণ-রহিত দেখা যায়, কিংবা ঐ মণ্ডলদ্বয় গোলাকার মাত্র দেখা যায়, তাহা হইলে এক পক্ষের মধ্যে মৃত্যু হয়, ইহা নিশ্চয় করা যায়। যে ব্যক্তি অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখিতে না পায় কিংবা আকাশ মধ্যে রথাদি মহাযানের উদয় দেখিতে পায়, চন্দ্রমণ্ডল কলঙ্কশূন্য দেখে এবং চক্ষুর্দোষ না থাকিলেও নক্ষত্র দেখিতে পায় না, তাহা হইলে ছয় মাস মধ্যে তাহার নিশ্চয় মৃত্যু হয় জানিবে। হে দেবি। যৎকালে আকাশ-মণ্ডলে মেঘ না থাকিলেও বিদ্যুৎ দেখিতে পাওয়া যায় এবং পরিচিত গৃহে দিগ্‌ভ্রম হইতে থাকে, তাহা হইলে ছয় মাস মধ্যে তাহার দেহান্তর-প্রাপ্তি হয়। যৎকালে রাত্রিকালে ইন্দ্র-ধনুর উদয় দেখিতে পায় এবং মধ্যাহ্ন সময়ে উল্কাপাত দৃশ্য হয়, গৃধিনীগণ এবং কাক-গণ যদ্যপি চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে, তাহার ছয় মাস মধ্যে মৃত্যু হয়। সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং স্বাতী নক্ষত্রের পথ যদ্যপি আকাশে দেখিতে না পায়, তাহা হইলে ছয় মাস মধ্যে মৃত্যু হয়, ইহা কালজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা ব্যতিরেকে যদ্যপি সূর্য্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ দেখিতে পাওয়া যায় এবং দশদিক্‌সমূহ ভ্রমণ করিতেছে, জ্ঞান হয়, ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ছয় মাস মধ্যে তাহার মৃত্যু হইবে। মধুর দ্রব্য সন্নিধানে না থাকিলেও নীলবর্ণ মক্ষিকাগণ যে পুরুষের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে থাকে, তাহার একমাস মাত্র জীবন থাকে, ইহা নিশ্চিত রূপে বুঝা যায়। গৃধিনী, কাক এবং পারাবতগণ যাহার মস্তকে অকারণ আসিয়া বসে, সে ব্যক্তির শীঘ্র মৃত্যু হয়; সে ব্যক্তি এক মাসের অধিক বাঁচে না, ইহাতে সংশয় নাই। এরূপ অশুভ লক্ষণ বাহিক জানিবে। ১১—২৩। মহাদেব বলিলেন, শাস্ত্রোপজীবিগণের হিত নিমিত্ত তাহাদিগের হস্তপদাদি চিহ্ন সংক্ষেপে বলিতেছি। হে দেবি! পরীক্ষকগণ উভয় হস্তের চিহ্ন জ্ঞাত আছেন। হে কল্যাণি! বাম হস্ত এবং দক্ষিণ হস্তের চিহ্ন তোমার প্রত্যক্ষে বলিতেছি;—বামহস্ত শুক্লপক্ষ, দক্ষিণ হস্ত কৃষ্ণপক্ষ জানিবে; দক্ষিণ-হস্তকে সূর্য্য বলিয়াছেন এবং বাম হস্তকে চন্দ্রমা বলিয়াছেন। হে সুরসুন্দরি! এরূপ দুই

শুচির্ভূত্বা স্মরেদ্দেবং সুস্নাতঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
হস্তৌ প্রক্ষাল্য ক্ষীরেণালক্তকেন তু মর্দ্দয়েৎ॥ ২৭
গন্ধৈঃ পুষ্পৈঃ করৌ কৃত্বা মৃগয়েচ্চ শুভাশুভম্।
কনিষ্ঠাদিতঃ কৃত্বা যাবদঙ্গুষ্ঠকং প্রিয়ে॥ ২৮
পর্ব্বত্রয়ক্রমেণৈব হস্তয়োরুভয়োরপি।
প্রতিপদাদি বিন্যস্য তিথিং প্রতিপদাদিতঃ॥ ২৯
সম্পূটাকারহস্তৌ তু পূর্ব্বাদিমুখসংস্থিতঃ।
স্মরেন্নবার্ণকং মন্ত্রং যাবদষ্টোত্তরং শতম্॥ ৩০
নিরীক্ষয়েৎ ততো হস্তৌ সর্ব্বপর্ব্বণি যত্নতঃ।
তস্মিন্ পর্ব্বণি তদ্রেখা দৃশ্যতে ভৃঙ্গসন্নিভা॥ ৩১
তত্তিথৌ মৃত্যুর্বিজ্ঞেয়ঃ কৃষ্ণে শুক্লে তথা প্রিয়ে।
নিশ্চিতং মরণং তস্য কালচক্রস্য কীর্ত্তিতম্॥ ৩২
অধুনা নাদজং বক্ষ্যে সংক্ষেপাৎ কাললক্ষণম্।
গমাগমং বিদিত্বা তু কর্ম্ম কুর্য্যাচ্ছৃণু প্রিয়ে॥ ৩৩
আত্মবিজ্ঞানং সুশ্রোণি চারং জ্ঞাত্বা তু তত্ত্বতঃ।
ক্ষণং ত্রুটির্লবশ্চৈব নিমেষং কাষ্ঠকালিকম্॥ ৩৪
মুহূর্ত্তকন্তহোরাত্রং পক্ষমাসর্ত্তুবৎসরম্।
অব্দং যুগং তথা কল্পং মহাকল্পং তথৈব চ॥ ৩৫
এবং সংহরতে কালঃ পরিপাট্যা সদাশিবঃ।
বাম দক্ষিণমধ্যে তু পথি ত্রয়মিদং স্মৃতম্॥ ৩৬
দিনানি পঞ্চ চারভ্য পঞ্চবিংশদ্দিনাবধি।
বাম-চারগতো নাদঃ প্রমাণং কথিতং তব॥ ৩৭
ভূতরন্ধ্রদিশশ্চৈব ধ্বজশ্চ বরবর্ণিনি।
বামচারগতো নাদঃ প্রমাণং কালবেদিনঃ॥ ৩৮
ঋতুবিকারভূতাশ্চ গুণস্তত্রৈব ভামিনি।
প্রমাণং দক্ষিণং প্রোক্তং জ্ঞাতব্যং প্রাণবেদিভিঃ
ভূতসংখ্যাং যদা প্রাণো বহতে চ ইড়াদয়ঃ।
বর্ষত্রয়ং তদা তস্য জীবিতস্য ন সংশয়ঃ॥ ৪০
দিনা দশ প্রবাহেণ দ্বাবব্দানি স জীবতি।

হস্তে দুই পক্ষ স্থিত হইয়াছে, সংক্ষেপে তোমায় বলিলাম। পবিত্র-শরীরে সুস্নাত হইয়া, ইন্দ্রিয়সংযম করত ইষ্টদেবকে স্মরণ করিবে এবং ক্ষীর দ্বারা হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করত অলক্তক মর্দ্দন করিবে। করদ্বয়কে গন্ধ এবং পুষ্পসংযুক্ত করত শুভ এবং অশুভ চিহ্ন অন্বেষণ করিবে। হে প্রিয়তমে! বামহস্তের কনিষ্ঠা অবধি বৃদ্ধাঙ্গুলী পর্য্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গুলীর তিন তিন পর্ব্বে শুক্ল প্রতিপদাদি পঞ্চদশ তিথি কল্পনা করিবে এবং দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা অবধি বৃদ্ধাঙ্গুলী পর্য্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গুলীর তিন তিন পর্ব্বে কৃষ্ণপ্রতিপদাদি পঞ্চদশ তিথির কল্পনা করিবে। পূর্ব্বমুখে কিংবা উত্তরমুখে বসিয়া হস্তদ্বয়কে সম্পুটাকার করত অষ্টোত্তর শতসংখ্যক নবাক্ষর দুর্গামন্ত্র জপ করিবে। তদনন্তর হস্তদ্বয়ের সকল পর্ব্ব যত্নপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিবে, যে অঙ্গুলীর পর্ব্বে ভৃঙ্গাকার রেখা (অর্থাৎ নীলবর্ণ গোলাকার চিহ্ন) দেখা যাইবে, সে পর্ব্বে যে পক্ষীয় যে তিথি কল্পিত হইয়াছে, হে প্রিয়ে! সে পক্ষীয় সে তিথিতে মৃত্যু হইবে, ইহা নিশ্চয় করিতে হইবে। কালচক্র-কথিত নিয়মানুসারে তাহার মরণ নিশ্চয় করা যায়।২৪—৩২। হে প্রেয়সি! এক্ষণে স্বরসম্ভূত কালচিহ্ন সংক্ষেপে বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। স্বরজাত কালচিহ্ন জ্ঞাত হইয়া গমন এবং আগমনরূপ কার্য্য করিবে। হে সুশ্রোণি! যথার্থরূপে বায়ুগতি দ্বারা আত্মজ্ঞান পূর্ব্বে কর্ত্তব্য। ক্ষণ, ত্রুটি, লব, নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর, অব্দ, যুগ, কল্প এবং মহাকল্প প্রভৃতি কালবিশেষ অবলম্বন করিয়া যথাক্রমে পরমকারণ মহাকাল সমস্ত সংহার করিতেছেন। নাসিকার বামভাগ, দক্ষিণভাগ এবং মধ্যভাগ এই তিনটী পথ জানিবে। হে প্রিয়ে! পাঁচদিন হইতে পঞ্চবিংশতি দিন পর্য্যন্ত বামপথগত শ্বাসগমনজ নাদ হইলে জীবনের প্রমাণ তোমার নিকট কথিত হইল। হে বরবর্ণিনি! পাঁচ, নয়, দশ এবং পঞ্চবিংশতি দিন বামপথগত নাদ হইলে জীবনের প্রমাণ, ইহা কালবেত্তাগণ স্থির করিয়াছেন। হে ভামিনি! ঋতু প্রভৃতি তাহাতেই জ্ঞাত আছে এবং ইহাই প্রাণবেদীদিগের জ্ঞাতব্য দক্ষিণ প্রমাণ। পাঁচদিন ব্যাপিয়া ইড়া প্রভৃতি নাড়ীপথে যদি প্রাণবায়ু বহন করে, তবে জীবনের শেষ তিন বৎসর

পঞ্চদশপ্রবাহেণ অব্দমেকং গতায়ুষঃ ॥ ৪১
বিংশদ্দিনপ্রবাহেণ ষণ্মাসং লক্ষয়েৎ তথা ॥ ৪২
পঞ্চবিংশদ্দিনানাস্তু বহতে বামসাড়িকা।
জীবিতন্তু তদা তস্য মাসত্রয়গতায়ুষঃ ॥ ৪৩
ষড়্বিংশদ্দিনমানেন মাসদ্বয়গতায়ুষঃ।
সপ্তবিংশদ্দিনানাস্তু বহতে স্তুতিবিশ্রগা।
মাসমেকং সমাখ্যাতং জীবিতং বামগোচরে ॥৪৪
এতৎপ্রমাণং বিজ্ঞেয়ং বামবায়ুপ্রমাণতঃ।
সব্যেতরে দিনান্যে চ চত্বার অনুপূর্ব্বশঃ ॥ ৪৫
চতুঃস্থানে স্থিতা দেবি ষোড়শৈতাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তেষাং প্রমাণং বক্ষ্যামি অধুনা হি হিতার্থতঃ ॥৪৬
ষড়্দিনান্যাদিতঃ কৃত্বা সংখ্যায়াশ্চ যথাবিধি।
এতদন্তর্গতং কালং বামরন্ধ্রে প্রকাশিতম্‌ ॥ ৪৭
ষড়্দিনানি যদারূঢ়ং বর্ষদ্বয়ং স জীবতি।
মাসান্যষ্টৌ বিজানীয়াদ্দিনান্যষ্টাদশানি তু ॥ ৪৮
প্রাণঃ সপ্তদিনে দেবি বর্ষদ্বয়ং ন সংশয়ঃ।
সপ্ত মাসান্‌ বিজানীয়াদ্দিনৈঃ ষড়্ভির্গতায়ুষঃ॥ ৪৯
অষ্টৌ দিনপ্রভেদেন বর্ষদ্বয়ং স জীবতি।
মাসাংশ্চত্বারি বিজ্ঞেয়ং চতুর্ব্বিংশদ্দিনাবধি ॥ ৫০
নব দিনানি যদা প্রাণা বহন্তি তং ত্রিমাসকম্‌।
মাসদ্বয়ঞ্চ দ্বে মাসে দিনা দ্বাদশ কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫১
পূর্ব্ববৎ কথিতা যে তু কালং তেষাং ন পূর্ব্বকে।
অবান্তরদিনা যে তু তে সমাসেন কথ্যতে ॥ ৫২
একাদশপ্রবাহেণ বর্ষমেকং ন জীবতি।
মাসা নব তথা প্রোক্তা দিনা অষ্টদিনাবধি ॥ ৫৩
দ্বাদশাহে প্রবাহেণ বর্ষমেকং গতায়ুষম্‌।
মাসান্‌ সপ্ত বিজানীয়াদ্দিনষট্‌কমুদাহৃতম্‌ ॥ ৫৪
যদা চ বহতে নাড়ী ত্রয়োদশদ্দিনাবধি।
সংবৎসরং ভবেৎ তস্য মাসাশ্চত্বারি কীর্ত্তিতাঃ।
চতুর্ব্বিংশদ্দিনাঃ শেষা জীবিতঞ্চ ন সংশয়ঃ ॥ ৫৬
প্রাণবাহো যথা বামে চতুর্দ্দশদিনানি তু।
দ্বাদশাহপ্রবাহেণ দ্বিমাসং জীবিতং খলু ॥ ৫৭
দ্বিতীয়ন্তু চতুর্থেন অন্তরালদশান্তরে।
তৃতীয়ঞ্চ সমাসেন কালচক্রং বদাম্যহম্‌ ॥ ৫৮
ষোড়শাহপ্রবাহেণ নবমাসৈর্গতায়ুষম্‌।
বিনা অষ্টাদশ তত্র কথিতং সাধকেশ্বর ॥ ৫৯
বামচারং যদা দেবি অষ্টাদশদিনাবধি।
জীবিতমষ্টমাসন্তু দিনা দ্বাদশ কীর্ত্তিতাঃ।
চতুর্ব্বিংশদ্দিনাস্তত্র নিশ্চয়েনাবধারয় ॥ ৬০
প্রাণবাহো যদা বামে ত্রয়োবিংশদ্দিনাবধি।
মাসাশ্চত্বারো বিজ্ঞেয়াঃ ষড়্দিনানি তথোত্তরে ॥৬১
চতুর্ব্বিংশপ্রবাহেণ মাসত্রয়ং স জীবতি।
দিনাস্তত্র দশাষ্টৌ চ সংহরত্যবিচারতঃ ॥ ৬২
অবান্তরদিনা যে তু সংক্ষেপাৎ প্রকটীকৃতাঃ।
বামচারং সমাখ্যাতং দক্ষিণং শৃণু সাম্প্রতম্‌ ॥৬২
অষ্টাবিংশপ্রবাহেণ তিথিমানেন জীবতি।
প্রবাহেণ দশাহেন তৎসংখ্যেন বিপদ্যতে ॥ ৬৩
ত্রিংশবাহপ্রবাহেণ পঞ্চাহেন বিনশ্যতি ॥ ৬৫
একত্রিংশদ্‌যদা দেবি বহতে চ নিরন্তরম্‌।
দিনত্রয়ং তদা তস্য জীবিতস্য ন সংশয়ঃ ॥ ৬৬
দক্ষিণং কথিতং প্রাণং মধ্যগং কথয়ামি তে।
একভাবগতো বায়ু-প্রবাহো মুখমণ্ডলে।
ধমমানঃ প্রবাহে তু দিনমেকং স জীবতি ॥ ৬৭
চক্রমেতৎ পরাসোর্হি কালচক্রমুদাহৃতম্‌।
এতৎ তে কথিতং দেবি কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি।

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং কালচক্রকীর্ত্তনং নাম ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

থাকে, ইহাতে সংশয় নাই! দশদিন ব্যাপিয়া যাহার প্রাণবায়ু বহন করে, সে ব্যক্তির দুই বৎসর জীবন থাকে। পঞ্চদশ দিন বায়ু বহন হইলে গতায়ু ব্যক্তির জীবনের একবৎসর অবশেষ থাকে। বিংশতি দিন ব্যাপিয়া বায়ু প্রবাহিত হইলে, ছয় মাস জীবন থাকে, ইহা অনুমান করিতে হয়। পঞ্চবিংশতি দিন ব্যাপিয়া যদ্যপি বামনাড়ী দ্বারা বায়ু বহন করে, সে গতায়ু ব্যক্তির জীবন তিনমাস মাত্র থাকে। যাহার দুই মাস মাত্র আয়ুঃশেষ থাকে, তাহার ছাব্বিশ দিন ব্যাপিয়া বায়ু বহন করিতে থাকে। সপ্তবিংশতি দিন ব্যাপিয়া যাহার বামনাড়ী দ্বারা মন্দ মন্দ বায়ু বহন করে, তাহার জীবনের এক মাস মাত্র অবশেষ থাকে। হে দেবি! এ

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ।

কথিতস্তু ত্বয়া দেব কালজ্ঞানং যথার্থতঃ।
কালস্য বঞ্চনং ব্রূহি যথাতত্ত্বেন যোগিনঃ॥ ১
কালস্তু সন্নিকৃষ্টো হি বর্ত্ততে সর্ব্বজন্তুষু।
যথা চাস্য ন মৃত্যুশ্চ বঞ্চতে কালমাগতম্।
তথা কথয় মে দেব হিতার্থমিহ যোগিনঃ॥ ২

শঙ্কর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যৎ ত্বয়া পৃচ্ছ্যতে হ্যহম্।
কথয়ামি সমাসেন মানুষাণাং হিতার্থতঃ॥ ৩
পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ।
এতেষাং হি সমাযোগঃ শরীরং পাঞ্চভৌতিকম্॥৪

সকল প্রমাণ যাহা কহিলাম, তৎসমস্ত বামনাড়ী দ্বারা বায়ু-বহনের বিষয় জানিবে। ৩৩—৬৮। *

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৬॥

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

পার্ব্বতী বলিলেন, হে দেব! যথার্থরূপে মৃত্যুলক্ষণ সকল আপনি নির্দ্দেশ করিলেন, যে প্রকারে মৃত্যুভয় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারা যায়, তাহা আমার নিকট যথাতত্ত্বরূপে বলিতে আজ্ঞা হয়। সকল প্রাণীর নিকট মৃত্যু অনবরত ভ্রমণ করিতেছে; ঐ সন্নিহিত মৃত্যুকে যোগিগণ বঞ্চনা করত যাহাতে তাহার বশবর্ত্তী না হন, যোগিগণের হিত নিমিত্ত আমার নিকট তাহা বলুন। মহাদেব পার্ব্বতীর নিকট বলিলেন, হে দেবি! তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর; উহা মনুষ্যগণের হিতকামনায় সংক্ষেপে বলিব। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ এই পাঁচটী ভূতসংজ্ঞক জানিবে। এই পঞ্চভূতের

---

* অনুবাদ কিয়দংশ পরিত্যক্ত হইল। স্বরোদয় প্রকরণ গুহ্য, অতএব তাহা প্রকাশ করা গেল না। সম্পাদক।

আকাশস্তু পরো ব্যাপী সর্ব্বেষাং সর্ব্বগঃ স্থিতঃ।
আকাশে তু বিলীয়ন্তে সম্ভবন্তি পুনস্ততঃ॥ ৫
বিয়োগে তু সদৈকস্য স্বং ধাম প্রতিপেদিরে॥ ৬
ততোঽস্য স্থিরতা চাস্তি সন্নিপাতস্য সুন্দরি।
জ্ঞানিনোঽপি তথা যত্নাৎ তপো-মন্ত্রবলাদ্‌যদি॥ ৭

দেব্যুবাচ।

শ্বেতং ন যন্ন দহতি ঘোররূপঃ
কালঃ করালস্ত্রিদিবেশনাথ।
দগ্ধস্ত্বয়া ত্বং পুনরেব তুষ্টঃ
স্তোত্রৈঃ স্তুত্বা ত্বাং প্রকৃতিং স লেভে॥ ৮
ত্বয়া স চোক্তঃ কৃপয়া জনানা-
মদৃষ্টরূপঃ প্রচরিষ্যসীতি।
দৃষ্টং ত্বয়া তন্নিহিতং ময়া হি
প্রভো বরাৎ তে পুনরুত্থিতঞ্চ॥ ৯

একত্র সংযোগে পাঞ্চভৌতিক দেহ উৎপন্ন হয়। এ পঞ্চভূতের মধ্যে আকাশ-পদার্থ সর্ব্বব্যাপী; ঘট পট প্রভৃতি সমস্ত পদার্থে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছে। সমস্ত পদার্থ আকাশে বিলীন হইতেছে এবং বার বার উৎপন্ন হইতেছে; গুণের তিরোভাব হইলে, কারণরূপে অবস্থিতি করে। হে সুন্দরি! সেই হেতু পাঞ্চভৌতিক দেহ বিনাশের স্থিরত্ব অবধারিত রহিয়াছে। জ্ঞানিগণেরও তপস্যা এবং মন্ত্রবল সত্ত্বেও দেহ-নাশ অনিবার্য্য। মহাদেবের নিকট দেবী পুন-র্ব্বার বলিলেন, হে সুরপতে! অতি ভয়ানক-রূপী কাল আপনা কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া, কোন সত্ত্বকে না পাওয়ায়, আপনাকে স্তুতিবাক্য সমূহ দ্বারা স্তব করাতে তাহার স্তবে আপনি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সর্ব্বত্র অবস্থির ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। আপনি দয়া করিয়া কালকে কহিয়াছেন, তুমি জনগণের অদৃশ্যভাবে বিচরণ কর, (যেহেতু তোমার শরীর নাই, অনায়াসে অদৃশ্যভাবে বিচরণ করিতে পারিবে)। হে প্রভো! আপনি যে কালকে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন এবং কাল যে আপনার বর-প্রভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়ায় পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়াছে, এ সমস্ত আমি দেখিয়াছি। হে

তদদ্য ভোঃ কাল ইহাস্তি কিঞ্চিদ্-
বিহন্যতে যেন বদস্ব তন্মে ॥ ১০

শঙ্কর উবাচ।

ন হন্যতে দেববরৈস্তু দৈত্যৈঃ
সযক্ষ-রক্ষোরগ-মানুষৈশ্চ।
যে যোগিনো ধ্যানপরাঃ সদেহা
ভবন্তি তে ঘ্নন্তি সুখেন কালম্ ॥ ১১

সনৎকুমার উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা ত্রিভুবনগুরোঃ প্রাহ গৌরী বিহস্য
সত্যং ত্বং মে বদ কথমসৌ হন্যতে যেন কালঃ।
শম্ভুস্তামাহ শশিবদনে যোগিনো যে ক্ষয়ন্তি
কালং জাতং সকলমনবাস্তচ্ছৃণুষ্বৈকচিত্তা ॥ ১২

শঙ্কর উবাচ।

পঞ্চভূতাত্মকো দেহঃ সদা যুক্তস্তু তদ্গুণৈঃ।
উৎপদ্যতে বরারোহে তদ্বিলীনৈর্হি পার্থিবৈঃ ॥১৩
আকাশাজ্জায়তে বায়ুর্বায়োস্তেজশ্চ জায়তে।
তেজসোঽম্বু বিনির্দ্দিষ্টং তস্মাদ্ধি পৃথিবী ভবেৎ।
পৃথিব্যাদীনি ভূতানি গচ্ছন্তি ক্রমশো বরম্ ॥ ১৪
ধরা পঞ্চগুণা প্রোক্তা আপশ্চৈব চতুর্গুণাঃ।
ত্রিগুণঞ্চ তথা তেজো বায়ুর্দ্বিগুণ এব চ ॥ ১৫
শব্দৈকগুণমাকাশং পৃথিব্যাদিষু কীর্ত্তিতাঃ।
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ ॥ ১৬
বিজহাতি গুণং স্বং স্বং তদা ভূতং বিপদ্যতে।
যদা গুণং বিগৃহ্ণাতি প্রাদুর্ভূতং তদুচ্যতে ॥ ১৭
তস্মাদ্ধি যোগিনা নিত্যং স্বকায়াকাশজা গুণাঃ।
চিন্তনীয়াঃ প্রযত্নেন দেবি কালজিগীষুণা ॥ ১৮

দেব্যুবাচ।

কথং হি জীয়তে কালো যোগিভির্যে বদেশ্বর।
ধ্যানেন জাপ্যমাত্রেণ তৎ সর্ব্বং কথয় প্রভো ॥১৯

শঙ্কর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যোগিনাং হিতকাম্যয়া।

নাথ! অদ্য আমার নিকট তাহা বলুন। কাল এ স্থানে অদৃশ্যভাবে আছে কিংবা কোনপ্রকারে বিনষ্ট হইয়াছে? শঙ্কর বলিলেন, দেবতা, দৈত্য, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প এবং মনুষ্যগণ কেহ ঐ কালকে বিনাশ করিতে পারে না। যে সকল দেহিগণ যোগী হইয়া ধ্যানপরায়ণ হয়, তাহারাই কেবল অনায়াসে কালকে বিনষ্ট করিতে পারে, (অর্থাৎ তাহারাই কালের বশতাপন্ন হয় না।) ১—১১। সনৎকুমার বলিলেন, ত্রিভুবনগুরু মহাদেবের এই কথা শুনিয়া হাস্য করিতে করিতে গৌরী বলিলেন, এ দুষ্প্রাধর্ষ কাল কি প্রকারে যোগিগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়, তাহা আমাকে যথার্থরূপে বলুন। শম্ভু তাঁহাকে বলিলেন, হে চন্দ্রমুখি! সে সকল পাপশূন্য যোগিগণ যেরূপে প্রবৃদ্ধ কালকে বিনষ্ট করে, তাহা আমার নিকট অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। শঙ্কর, দেবীকে বলিতে লাগিলেন, এ পঞ্চভূতময় শরীর অনবরত ভূতগণের গুণগণ দ্বারা সংযুক্ত রহিয়াছে। হে সুন্দরি! আকাশাদি-মিশ্রিত পার্থিব অংশ দ্বারা এ দেহ উৎপন্ন হয়। ঐ আকাশ হইতে প্রথমে বায়ু উৎপন্ন হয়, বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি হয়, তেজ হইতে জল জন্মে এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চপদার্থ উত্তরোত্তর অধিক গুণবিশিষ্ট। প্রথম পদার্থ আকাশ হইতে পৃথিবীর পাঁচগুণ, জলের চারি গুণ, তেজের তিন গুণ, বায়ুর দুইগুণ এবং আকাশের একটীমাত্র শব্দই গুণ; এই পৃথিব্যাদির গুণ কথিত হইল। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এ পাঁচটীমাত্র গুণবাচক জানিবে। এ পঞ্চভূত যখন স্বীয় স্বীয় গুণ পরিত্যাগ করে, সে সময় শরীর বিনষ্ট হয় জানিবে; যে কালে ভূতগণ গুণযুক্ত হয়, তৎকালে শরীর উৎপন্ন হয় জানিবে। সে হেতু কালজিগীষু যোগিগণ চিন্তা দ্বারা নিজ দেহমধ্যস্থিত গুণসমূহকে স্থির রাখিতে পারেন, যেহেতু তাঁহারা কালজয়ী হইয়াছেন। দেবী বলিলেন, হে প্রভো! যোগিগণ কিরূপে কালজয়ী হইয়াছেন, তাহা আমার নিকট স্পষ্ট করিয়া বলুন। ধ্যান দ্বারা কিংবা কেবল মন্ত্র জপ দ্বারা কাল জয় হয়? হে প্রভো! এ সমস্ত আমার নিকট বলুন। শঙ্কর বলিলেন, হে দেবি! যোগিগণের হিতৈষী হইয়া তোমার

পরং জ্ঞানমকথ্যঞ্চ ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ ॥ ২০
শ্রদ্দধানায় দাতব্যং ভক্তিযুক্তায় ধীমতে।
অনাস্তিকায় শুদ্ধায় ধর্ম্মনিত্যায় ভামিনি ॥ ২১
সুখাসনেঽথ শয্যায়াং যোগং যুঞ্জীত যোগবিৎ ॥২২
দীপং বিনান্ধকারে তু প্রজাসুপ্তে তু ধারয়েৎ।
তর্জ্জন্যা পিহিতৌ কর্ণৌ পীড়য়িত্বা মুহূর্ত্তকম্ ॥২৩
তস্মাৎ সংশ্রূয়তে শব্দস্তুন্দবহ্নিসমুদ্ভবঃ।
স ধ্মাতো ভুক্তমেবং হি পচত্যন্নং ক্ষণাদপি।
সর্ব্বরোগং নিহন্ত্যাশু জ্বরাদ্যুপদ্রবান্ বহূন্ ॥ ২৪
যশ্চোপলক্ষয়েন্নিত্যমেকান্তে ঘটিকাদ্বয়ম্।
জিত্বা মৃত্যুং যথাকামং স্বেচ্ছয়া পর্য্যটেদিহ ॥ ২৫
সর্ব্বতঃ সর্ব্বদর্শী চ সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৬
যথাব্‌দ্রং নদতে নাদং প্রাবৃণ্‌নভসি সংস্থিতম্।
তং শ্রুত্বা মুচ্যতে যোগী সদ্যঃ সংসারবন্ধনাৎ ॥
ততঃ স যোগিভিনিত্যং সূক্ষ্মঃ সূক্ষ্মতরো ভবেৎ।
এতৎ তে কথিতং দেবি শব্দব্রহ্মবিধিক্রমম্ ॥২৮
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্বন্ধমশেষতঃ।
শব্দব্রহ্ম ইদং প্রাপ্য যে কেচিদন্যকাঙ্ক্ষিণঃ।
ঘ্নন্তি তে মুষ্টিনাকাশং কণ্ডয়ন্তি ক্ষুধা তুষান্ ॥২৯
জ্ঞাত্বা পরমিদং ব্রহ্ম সুখদং মুক্তিকারণম্।
অবাচ্যমক্ষরঞ্চৈব সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৩০
মোহিতাঃ কালপাশেন মৃত্যুপাশবশং গতাঃ।
শব্দব্রহ্ম ন জানন্তি পাপিনস্তে কুবুদ্ধয়ঃ ॥ ৩১
তাবদ্‌ভ্রমতি সংসারে যাবদ্‌ব্রহ্ম ন বিন্দতি।
বিদিতে তু পরে তত্ত্বে মুচ্যতে জন্মবন্ধনাৎ ॥ ৩২
নিদ্রালস্যং মহাবিঘ্নং জিত্বা শত্রুং প্রযত্নতঃ।
সুখাসনে স্থিতো নিত্যং শব্দব্রহ্মাভ্যসেন্নিশি ॥ ৩৩

নিকট সমস্ত বলিতেছি, তাহা তুমি শ্রবণ কর। ১২—২০। শ্রেষ্ঠতর জ্ঞানতত্ত্ব যাহা বলিতেছি, ইহা যে কোন ব্যক্তির নিকট বক্তব্য নহে এবং যে কোন ব্যক্তিকে দেয় নহে। হে ভামিনি! শ্রদ্ধাযুক্ত, ভক্তিমান্, বুদ্ধিমান, আস্তিক, পবিত্র এবং ধার্ম্মিক এতাদৃশ ব্যক্তিকে দান করিবে। উত্তম আসনে কিংবা উত্তম শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া, যোগিগণ যোগাভ্যাস করিবে। প্রদীপশূন্য অন্ধকারময় গৃহে অবস্থিতি করত, সমস্ত জনগণ নিদ্রিত হইলে পর, মুহূর্ত্তকাল তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা কর্ণদ্বয় রুদ্ধ করিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। ঐরূপে প্রাণায়াম করিলে পর উদরস্থ বহ্নি-সমুদ্ভব শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। সে শব্দ অগ্নি-সংযুক্ত হইলে পর ক্ষণকাল মধ্যে ভুক্তদ্রব্য সমস্ত পরিপাক করে। যে ব্যক্তি দুই ঘটিকা কাল নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ঐ শব্দ শ্রবণ করে, তাহার জ্বরাদি সকল রোগ এবং সমস্ত উপদ্রব বিনষ্ট হয়। মৃত্যুভয় জয় করত ইহলোকে—এ ভূমণ্ডলে যে কোন স্থানে গমনাগমন করিতে পারে, সর্ব্বত্র থাকিয়া সর্ব্বজ্ঞ হয় এবং সকল বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করে। যেরূপ বর্ষাকালীন মেঘ অনবরত শব্দ করে, যে যোগী সেই প্রকার শব্দ শ্রবণ করিতে সমর্থ হয়, সে যোগী তৎক্ষণাৎ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। তদনন্তর সে শব্দ অনবরত যোগিগণ কর্ত্তৃক চিন্তিত হইলে পর সূক্ষ্ম ও ক্রমশ সূক্ষ্মতর হইতে থাকে। হে দেবি! তোমার নিকট শব্দব্রহ্মের বিধান নিয়ম কথিত হইল, জানিবে। শব্দ-ব্রহ্ম জ্ঞাত হইয়া সমস্ত বিষয় বন্ধন পরিত্যাগ করে, যেরূপ ধান্য-লাভার্থী ব্যক্তি ক্ষেত্র হইতে ধান্য গ্রহণ করতঃ ধান্যের পলাল পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ জানিবে। যাহারা অন্য-ফলপ্রার্থী, তাহারা মুষ্টি-ভিক্ষা দ্বারা উদরস্থ শূন্য ভাগ বিনষ্ট করত ক্ষুধারূপ তুষরাশিকে পরিত্যাগ করে। মুক্তির কারণ অতএব সুখদাতা, অব্যয় এবং সকল উপাধিরহিত পরম ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া অন্যের নিকট প্রকাশ করিবে না। কালপাশ দ্বারা মুগ্ধ, মৃত্যুপাশ দ্বারা আবদ্ধ, যে সকল দুর্ব্বুদ্ধি পাপিষ্ঠগণ শব্দব্রহ্ম-তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হয় না; যে কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত সংসারবর্ত্মে ভ্রমণ করিতে থাকে। পরম ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইলে পর জন্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ২১—৩২। বহুযত্ন সহকারে সাতিশয় বিঘ্নজনক নিদ্রা এবং আলস্যরূপ শত্রু জয় করত রাত্রিকালে উত্তম আসনে অবস্থিতি

শতবৃদ্ধঃ পুম ল্লব্ধা যাবদায়ুষ্যমভ্যসেৎ ॥ ৩৪
মৃত্যুঞ্জয়বপুস্তস্ত আরোগ্যকায়ুর্ব্বর্দ্ধনম্।
প্রত্যয়ো দৃশ্যতে বৃদ্ধে কিং পুনস্তরুণে জনে ॥ ৩৫
ন চোঙ্কারো ন মন্ত্রোঽপি নৈব বীজং ন চাক্ষরম্
অনাহতমনুচ্চার্য্যং শব্দব্রহ্ম পরং শিবম্॥ ৩৬
তস্মাচ্ছব্দা নব প্রোক্তাঃ প্রাণবিদ্ভিস্ত লক্ষিতাঃ।
তান্ প্রবক্ষ্যামি যত্নেন নাদসিদ্ধিমনুক্রমাৎ ॥ ৩৭
ঘোষং কাংস্যং তথা শৃঙ্গং ঘণ্টা-বীণাদি-বংশকম্
দুন্দুভিঃ শঙ্খশব্দশ্চ নবমং মেঘগর্জ্জিতম্ ॥ ৩৮
নবশব্দং পরিত্যজ্য ওঙ্কারন্ত সমাশ্রয়েৎ।
ধ্যায়ন্নেবং সদা যোগী পুণ্যপাপৈর্ন লিপ্যতে ॥৩৯
ন শৃণোতি যদা শৃণ্বন্ ষণ্মাসে চ তদাম্বিকে।

করিয়া, অনবরত ধ্যান-ধারণা দ্বারা পরম ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা করিবে। প্রাচীনতম হইলেও যতকাল বাঁচিবে, তাবৎকাল ব্রহ্ম-তত্ত্বের আলোচনা করিবে। মৃত্যু-জয়, চির-স্থায়ী শরীর, রোগশূন্যত্ব এবং আয়ুর্ব্বৃদ্ধি এ সকল বিশ্বাসজনক কার্য্য ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা বৃদ্ধ ব্যক্তিরও হইয়া থাকে; নব্য ব্যক্তির ত হইবেই, তাহাতে সন্দেহ নাই। ওঁকার নহে, মন্ত্র নহে, বীজ নহে এবং অক্ষর নহে, (অর্থাৎ এ সমস্ত আবশ্যক করে না), শব্দব্রহ্মময় শিব কেবলমাত্র কুম্ভক দ্বারা সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। সেহেতু প্রাণতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত কর্ত্তৃক নির্ণীত শব্দ নয় প্রকার বলিয়া গণ্য হইয়াছে; সে নয় প্রকার শব্দ এবং শব্দ-জ্ঞানের ফল যথাক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর। জনগণের কোলাহল, কাংস্য-পাত্রের ধ্বনি, ভ্রমরগণের গুঞ্জন, ঘণ্টাবাদ্য, বীণা প্রভৃতি যন্ত্রের গান, বেণুবাদ্য, দুন্দুভির শব্দ, শঙ্খশব্দ এবং মেঘগর্জ্জন এই সকল নয় প্রকার অব্যক্ত শব্দ পরিত্যাগপূর্ব্বক ওঙ্কার মাত্র অবলম্বন করত যোগিগণ সর্ব্বদা যোগা-ভ্যাস দ্বারা পাপ এবং পুণ্যের ফলভোগী হন না। হে অম্বিকে! যে কালে বাহ্যশব্দ সমস্ত কর্ণ-গোচর হইলেও শুনিতে পাওয়া যায় না, তাহা হইলে তাহার ছয় মাস মধ্যে মৃত্যু হয়,

ম্রিয়তেঽভ্যস্যমানস্তং যোগী তিষ্ঠেদ্দিবানিশম্ ॥৪০
তস্মাদুৎপদ্যতে শব্দো মৃত্যুজিৎ সপ্তভির্দিনৈঃ।
প্রথমং নদতে ঘোষমাত্মশুদ্ধিকরং পরম্।
সর্ব্বব্যাধিহরং নাদং বশ্যাকর্ষণমুত্তমম্ ॥ ৪২
দ্বিতীয়ং নদতে কাংস্যং স্তম্ভয়েৎ প্রাণিনাং গতিম্
বিষং ভূতগ্রহান্ সর্ব্বান্ বন্ধয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৩
তৃতীয়ং নদতে শৃঙ্গমভিচারে নিযোজয়েৎ।
বিদ্বেষোচ্চাটনে শত্রোর্মারণে চ প্রয়োজয়েৎ ॥৪৪
ঘণ্টানাদং চতুর্থন্তু বদতে পরমেশ্বরঃ।
আকর্ষে সর্ব্বদেবানাং কিং পুনর্মানুষা ভুবি ॥ ৪৫
যক্ষ-গন্ধর্ব্বকন্যাশ্চ তস্যাকৃষ্টা দদন্তি হি।
যথেপ্সিতাং মহাসিদ্ধিং যোগিনঃ কামতোঽপি বা
বীণা তু পঞ্চমো নাদঃ শ্রূয়তে যোগিভিঃ সদা।

তৎকালে যোগী পুরুষ নিরন্তর পরম ব্রহ্ম-তত্ত্বের অনুসন্ধান করত মৃত্যু জয় করিতে সমর্থ হয়। ৩৩—৪০। নিরন্তর পরম তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে করিতে সাত দিনের মধ্যে মৃত্যুজয়ী শব্দ উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ প্রথমে আত্ম-শুদ্ধিকর উৎকৃষ্ট জন-কোলাহল উৎপন্ন হয়। সকল রোগ বিনাশকারী উত্তম প্রাণবায়ুকে বশ এবং আকর্ষণ করিতে পারে, এরূপ কাংস্য-শব্দ জন্মে, তাহা দ্বারা প্রাণবায়ুর গতিরোধ হয়। তৃতীয় ভ্রমর-ঝঙ্কার উৎপন্ন হইয়া বিষ এবং সকল ভূতগণ গ্রহগণকে বদ্ধ করিতে পারে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। তৃতীয় ভ্রমর-ঝঙ্কার অভিচার-কার্য্যে প্রয়োগ করিবে। বিদ্বেষকারী শত্রুগণের উচ্চাটন-কার্য্যে এবং শত্রুগণের মারণকার্য্যে চতুর্থ ঘণ্টানাদ প্রয়োগ করিবে, ইহা পরমেশ্বর বলিতেছেন। ঐ চতুর্থ নাদ সকল দেবগণকে পৃথিবীতে আকর্ষণ করিতে পারে, মনুষ্যগণ ত কোথায় আছে! অর্থাৎ মনুষ্যেরা ত আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। যক্ষগণ, গন্ধর্ব্বগণ এবং অপ্সরোগণ চতুর্থ নাদে আকৃষ্ট হইয়া, অভিলষিত বস্তু দান করেন। যথাভি-লষিত মহাসিদ্ধি যোগিগণ ইচ্ছামত লাভ করিতে পারেন। পঞ্চম বীণাশব্দ সর্ব্বদা শ্রবণ করিতে

তস্মাদুৎপদ্যতে দেবি দূরাদ্দর্শনমেব হি ॥ ৪৭
ধ্যায়তে বংশনাদস্তু সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রজায়তে।
দুন্দুভিং ধ্যায়মানস্তু জরা-মৃত্যুবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪৮
শঙ্খশব্দেন দেবেশি কামরূপং প্রপদ্যতে।
যোগিনো মেঘনাদেন বিয়ৎসঙ্গমতো ভবেৎ ॥৪৯
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী চ কামরূপী ব্রজত্যসৌ।
এতৎ তে সর্ব্বমাখ্যাতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি

দেব্যুবাচ।

ব্যোম্নস্তু পদমাপ্নোতি যোগাকাশসমুদ্ভবাৎ।
তন্মে সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব প্রসন্নস্ত্বং যদি প্রভো ॥ ৫১

শঙ্কর উবাচ।

পুরা মে সর্ব্বমাখ্যাতং যোগিনাং হিতকাম্যয়া।
কালং জিগমিষোঃ সম্যগ্‌বায়োর্লিঙ্গং যথা ভবেৎ ॥
তেন জ্ঞাত্বা দিনং যোগী প্রাণায়ামপরিস্থিতঃ।
স জয়ত্যাগতং কালং মাসার্দ্ধেনৈব সুন্দরি ॥৫৩
হৃৎস্থো বায়ুঃ সদা বহ্নের্দীপকঃ সোঽনুপাবকঃ।
স বাহ্যাভ্যন্তরব্যাপী বায়ুঃ সর্ব্বগতো মহান্ ॥৫৪
জ্ঞান-বিজ্ঞানমুৎসাহং সর্ব্বং বায়োঃ প্রবর্ত্ততে।
যেনেহ নির্জ্জিতো বায়ুস্তেন সর্ব্বমিদং জগৎ।
ধারণায়াং সদা তিষ্ঠেজ্জরা-মৃত্যুজিঘাংসয়া ॥ ৫৫
লোহকারো যথা ভস্ত্রামাপূর্য্য মুখতোঽহস্ততঃ।
ধারয়েদ্বায়ুনা কর্ম্ম তদ্বদ্‌যোগী সমভ্যসেৎ ॥ ৫৬
দেবঃ সহস্রকো নেত্র-পাদ-হস্তসহস্রকঃ।
খং যোঽপি সর্ব্বমাবৃত্য সোগ্রেঽতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥
গায়ত্রীং শিরসা সার্দ্ধং জপেদ্ব্যাহৃতিপূর্ব্বকম্।
ত্রিঃ পঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥৫৮
গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্র-সূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ৫৯
শতমব্দং তপস্তপ্ত্বা কুশাগ্রাপঃ পিবেদ্দ্বিজঃ।

পারেন। হে দেবি! বেণুশব্দ উত্থিত হইলে দূরদেশ হইতে সমস্ত পদার্থ দেখিতে পায়, বেণুনাদ ধ্যান করিলে সর্ব্বজ্ঞত্ব জন্মে। দুন্দুভি-শব্দ ধ্যান করিতে করিতে জরা এবং মৃত্যু-ভয় রহিত হয়। হে দেবেশি! শঙ্খশব্দ দ্বারা কামরূপী হইতে পারে। মেঘ শব্দ দ্বারা পাদুকা-সিদ্ধ যোগিগণের আকাশপথে গমনাগমন করা, সর্ব্বজ্ঞতা, সকল বস্তু প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিবার ক্ষমতা হয় এবং তাহারা ইচ্ছানুসারে আকার ধারণ করত বিচরণ করিতে থাকে। ৪১—৪৯। হে দেবি! তোমার নিকট এ সমস্ত কথিত হইল, অন্য কি শ্রবণ করিতে বাসনা আছে, তাহা বল। শঙ্করের নিকট দেবী কহিলেন, হে প্রভো! যোগ দ্বারা আকাশ স্বরূপে আবির্ভাব হেতু কিরূপে আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হয়, তাহা আমার নিকট বলুন। শঙ্কর কহিলেন, যোগিগণের হিতার্থী হইয়া এ সমস্ত আমি পূর্ব্বকালে কহিয়াছি। মুমূর্ষু ব্যক্তির বায়ুর চিহ্ন যেরূপ হয়, সে চিহ্ন জ্ঞাত হইয়া যোগিগণ প্রাণায়াম-পরায়ণ হইবে। হে সুন্দরি! সে প্রাণায়াম-পরায়ণ মনুষ্য অর্দ্ধ মাস মধ্যে প্রাপ্ত কালকে জয় করিতে সমর্থ হয়। হৃদয়স্থিত বায়ু বহ্নির অনুগত হইলে সর্ব্বদা বহ্নির উদ্দীপক হয়। সে বায়ু বাহ্য অভ্যন্তরস্থিত হইলে মহৎ হইয়া সর্ব্বব্যাপী হয়। জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং উৎসাহ প্রভৃতি সমস্ত বায়ু হইতে প্রবৃত্ত হয়। এ জগতে যে ব্যক্তি বায়ু জয় করিয়াছে, সে ব্যক্তি এ সমস্ত জগৎ বশীভূত করিতে পারে। জরা এবং মৃত্যুভয় বিনাশ করিবার ইচ্ছা হইলে ধারণা করিতে যত্নবান্ হইবে। যে প্রকার লৌহকারগণ মুখ দ্বারা ভস্ত্রাযন্ত্র পরিপূর্ণ করত হস্তাদি দ্বারা স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করে, সেপ্রকার যোগিগণ বায়ু দ্বারা দেহ পরিপূর্ণ করত যোগাভ্যাস করিবে। সহস্র-মস্তক, সহস্র-চক্ষু, সহস্র চরণ এবং সহস্র-ভুজ সেই দেববর নারায়ণ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া দশাঙ্গুল অতিক্রম করত অবস্থিতি করিতেছেন। সর্ব্বাগ্রে ব্যাহৃতিমন্ত্র তদনন্তর ত্রিপদা গায়ত্রী, তৎপশ্চাৎ শিরোমন্ত্র —পূরক, কুম্ভক এবং রেচকক্রমে তিন বার জপ করিলে প্রাণায়াম করা হয় জানিবে। চন্দ্র এবং সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ একবার অস্তগত হইতেছেন, পুনর্ব্বার উদিত হইতেছেন; কিন্তু প্রাণায়াম-পরায়ণ মুমুক্ষুগণের একবার যে পরমগতি লাভ হয়, তাহাদিগের পুনরাবৃত্তি হয়

তদাপ্নোতি ফলং দেবি প্রাণানাং ধারণৈকয়া ॥৬০
যো দ্বিজঃ কল্যমুত্থায় প্রাণায়ামৈকমাচরেৎ।
সর্ব্বং পাপং নিহত্যাশু ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ॥৬১
যোঽতন্দ্রিতঃ সদৈকান্তে প্রাণায়ামপরো ভবেৎ।
জরাং মৃত্যুং বিনির্জ্জিত্য বায়ুগঃ খেচরীতি সঃ ॥৬২
সিদ্ধস্য ভবতে রূপং কান্তির্মেধা পরাক্রমঃ।
শৌর্য্যং বায়ুসমো গত্বা সৌখ্যং শ্লাঘ্যং সুরাদিভিঃ
এতৎ কথিতমশেষং বায়োঃ সিদ্ধিং যদাপ্নুতেযোগী
যৎতেজসোঽপি লভতে তৎ তে বক্ষ্যামি দেবেশি
স্থিত্বা সুখাসনেঽসৌ সুধ্বান্তে জনবচনহীনে তু।
শিশিরবিযুক্ত্যা তেজঃ প্রকাশয়েন্মধ্যমে দেশে ॥৬৫
বহ্নিগতং ভ্রূমধ্যে প্রকাশতে যস্ত্বতন্দ্রিতো যোগী
তারং পশ্যেদ্ধ্যায়েন্মুহূর্ত্তার্দ্ধং তমেকভাবোঽপি ॥৬৬

ততস্তু তমসি ধ্যানী পশ্যতে জ্যোতিরৈশ্বরম্।
শ্বেতং রক্তং তথা পীতং কৃষ্ণমিন্দ্রায়ুধপ্রভম্॥ ৬৭
ভ্রুবোর্মধ্যে ললাটস্থং বালার্কসমতেজসম্।
তং বিদিত্বা তু কামাঙ্গী ক্রীড়তে কামরূপধৃক্ ॥৬৮
করণপ্রসমাবেশং পরকায়প্রবেশনম্।
অণিমাদিগুণাবাপ্তির্মনসা চাবলোকনম্॥ ৬৯
দূরাচ্ছ্রবণবিজ্ঞানমদৃশ্যং বহুরূপধৃক্।
সন্ততাভ্যাসযোগেন খেচরত্বং প্রজায়তে॥ ৭০
শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্না নানাশাস্ত্রবিশারদাঃ।
জ্ঞানিনোঽপি বিমুহ্যন্তে পূর্ব্বকর্ম্মবশানুগাঃ॥ ৭১
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি শৃণ্বানা বধিরা যথা।
যথান্ধা মানুষে লোকে মূঢ়াঃ পাপবিমোহিতাঃ ॥৭২

না। হে দেবি! বহু শত বৎসর কুশাগ্র দ্বারা জলপান করত তপস্যা করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়, মনুষ্যগণ একমাত্র প্রাণায়াম-পরায়ণ হইয়া সে ফল প্রাপ্ত হয়। ৫০—৬০। যে ব্রাহ্মণ প্রভাতে উঠিয়া প্রতিদিন প্রাণায়াম করিতে থাকে, সে ব্রাহ্মণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। যে ব্রাহ্মণ আলস্যশূন্য হইয়া, নির্জ্জন স্থানে উপবেশন-পূর্ব্বক সর্ব্বদা প্রাণায়াম-পরায়ণ হয়, সে ব্যক্তি জরা এবং মৃত্যুভয় জয় করত বায়ুর ন্যায় আকাশপথে গমন করিতে সমর্থ হয় অর্থাৎ পাদুকা সিদ্ধ হয়। সিদ্ধ ব্যক্তির সৌন্দর্য্য, শারীরিক অসাধারণ জ্যোতিঃ, মেধা, পরাক্রম, বলবত্তা, বায়ুর তুল্য গতিশক্তি, সুখ এবং দেবতার ন্যায় মান্যতা হয়। যে যোগী প্রাণায়াম দ্বারা বায়ুসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহার পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ফল লাভ হয়। এক্ষণে তেজের সিদ্ধি হইলে, যে ফল লাভ হয়, হে সুরেশ্বরি! তাহা তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। নিবিড় অন্ধকারময়, কোন মনুষ্যের বাক্যালাপরহিত নির্জ্জন স্থানে উত্তম আসনে বসিয়া যোগিগণ যোগাভ্যাস করিলে পর, শীতের অভাবহেতু মধ্যমদেশে তেজের প্রকাশ করে। নিরালস্য যোগী পুরুষ ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে ধ্যান দ্বারা যে বহ্নির তেজ প্রকাশিত করে, একচিত্ত হইয়া মুহূর্ত্তার্দ্ধ ওঙ্কার দর্শন করিবে এবং সেই তেজোময় পরমব্রহ্মকে চিন্তা করিবে। তদনন্তর গাঢ়ান্ধকার-ময় স্থানে বসিয়া ধ্যানপরায়ণ হইলে শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ কিংবা ইন্দ্র-ধনুর ন্যায় বিচিত্রবর্ণ জগদীশ্বরের অসাধারণ জ্যোতি দর্শন করিতে পারে। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থিত ললাট স্থানে প্রাতঃকালীন সূর্য্যতুল্য তেজঃপদার্থ দর্শন করিয়া যথাভিলষিত দেহধারণপূর্ব্বক কামুকী-স্ত্রী সহ ক্রীড়া করিতে থাকে। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের চিরকাল সমভাবে স্থিতি পরদেহে প্রবেশ, অণিমা প্রভৃতি অষ্টপ্রকার সিদ্ধিলাভ, মানসিক সর্ব্বজ্ঞতা, দূর হইতে শব্দ-শ্রবণশক্তি ও বিশেষ জ্ঞানলাভ, সাধারণ লোকের প্রত্যক্ষে ও অদৃশ্যভাবে অবস্থিতি, যথাভিলষিত দেহ ধারণ এবং আকাশপথে গমনাগমন-শক্তি (অর্থাৎ পাদুকাসিদ্ধি) অনবরত যোগাভ্যাস করিলে এ সকল ক্ষমতা লাভ হয়, জানিবে। অনবরত বেদাধ্যয়নশীল এবং অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত জ্ঞানিগণও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া, স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করেন; এ নিমিত্তই সকলে যোগাভ্যাস করিতে সক্ষম হয় না, জানিবে। ৬১—৭১। পাপা-ক্রান্ত চিত্ত যে সকল মনুষ্য, তাহারা অকার্য্যের ফল নরক-ভোগাদি দেখিয়াও দেখে না এবং

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে প্রাপণায় ॥ ৭৩
এতৎ তে কথিতং সম্যক্ তেজসো বিধিমুত্তমম্।
কালং জিত্বা যথা যোগী চামরত্বং প্রপদ্যতে ॥৭৪
পুনঃ পরতরং বক্ষ্যে যথা মৃত্যুর্ন জায়তে।
তুরীয়াদ্দেবি ভূতানি যোগিনো ধ্যানিনঃ কদা ॥৭৫
সুখাসনে সমাস্থায় যোগী নিয়তমানসঃ।
সমুন্নতশরীরোঽপি স বদ্ধা করসম্পুটম্ ॥৭৬
চঞ্চ্বাকারেণ বক্ত্রেণ পিবন্ বায়ুং শনৈঃ শনৈঃ।
প্রস্রবন্তি ক্ষণাদাপস্তালুস্থা জীবদায়কাঃ ॥ ৭৭
তা জিঘ্রেদ্বায়ুনাদায়ামৃতং তচ্ছীতলং জলম্।
পিবন্নুদিনং যোগী ন মৃত্যুবশগো ভবেৎ ॥ ৭৮
দিব্যকায়ো মহাতেজাঃ পিপাসা-ক্ষুদ্বিবর্জ্জিতঃ ॥৭৯
বলেন নাগস্তুরগো জবেন
দৃষ্ট্যা সুপর্ণঃ সুশ্রুতিস্তু দূরাৎ।
আকুঞ্চিতা কুণ্ডলিকৃষ্ণকেশো
গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধরতুল্যবর্ণঃ ॥ ৮০
জীবেন্নরো বর্ষশতং সুরাণাং
সুমেধসা বাক্পতিনা সমত্বম্ ॥ ৮১
পুনরন্যৎ প্রবক্ষ্যামি বিধানং যৎ সুরৈরপি।
গোপিতন্তু প্রযত্নেন তচ্ছৃণুষ্ব বরাননে ॥ ৮২
সমাকুঞ্চ্যাভ্যসেদ্‌যোগী রসনাং তালুকং প্রতি।
কিঞ্চিৎ কালান্তরেণৈব ক্রমাৎ প্রাপ্নোতি লম্বিকাম্
ততঃ প্রস্রবতে সা তু সংস্পৃষ্টা শীতলাং সুধাম্।
পিবন্নেব সদা যোগী সোঽমরত্বং হি গচ্ছতি ॥৮৪

শাস্ত্রে পাপীর ক্লেশজাত শুনিয়াও বধিরের ন্যায় শ্রবণ করে না, অর্থাৎ পাপ করিতে ক্ষান্ত হয় না; এ মনুষ্যলোকে অন্ধগণ যেরূপ সকল পদার্থ-দর্শনে অক্ষম, পাপিগণও তদ্রূপ জানিবে। মহাদেব পার্ব্বতীর নিকট বলিলেন, সূর্য্যতুল্য-তেজোময়, অতএব তমোগুণাতীত এ মহাপুরুষকে আমি অবগত আছি, সে মহাপুরুষকে জানিতে পারিলে মৃত্যুভয় অতিক্রম করা যায়, সে পুরুষের জ্ঞান ব্যতিরেকে পরম পদ লাভের অন্য পথ নাই। তেজঃপ্রাপ্তির যে সকল উৎকৃষ্ট নিয়ম, এই তোমার নিকট সম্পূর্ণরূপে কথিত হইল, যোগিগণ যেরূপে মৃত্যুভয় জয় করত অমরত্ব লাভ করেন, হে দেবি! তোমার নিকট তাহা পুনর্ব্বার উৎকৃষ্টরূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ধ্যানপরায়ণ যোগিগণের জল হইতে কখনই মৃত্যুভয় হয় না। যোগিগণ বিহিত উত্তম আসনে উপবেশনপূর্ব্বক মনকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করত, দীর্ঘকায় হইলেও করযোড় করিয়া বিস্তৃত ওষ্ঠ দ্বারা অল্প অল্প পরিমাণে বায়ু ভক্ষণ করিবে, তাহা হইলে দীর্ঘজীবনপ্রদ জলরাশি তালুদ্বয় হইতে ক্ষরণ হইতে থাকে; ঐ জল পান করত অবস্থিতি করিবে। সে জল ঘ্রাণ করিবে এবং বায়ুর সহিত গ্রহণ করিয়া ঐ অমৃতস্বরূপ জল প্রতিদিন পান করিলে পর, মৃত্যুভয় হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি ঐরূপ জল পান করে, সে সুন্দরদেহ উৎকৃষ্ট তেজস্বী এবং পিপাসা ও ক্ষুধারহিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে ব্যক্তি হস্তিতুল্য বলবান্, অশ্বতুল্য বেগগামী, পক্ষিগণের ন্যায় দূরদর্শী, দূর হইতে শ্রবণশক্তিসম্পন্ন, ঈষৎবক্র গোলাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশিযুক্ত এবং গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরতুল্য রূপবান্ হয়। ৭২—৮০। সে মনুষ্য দেবপরিমাণে একশত বৎসর জীবিত থাকে, বৃহস্পতির তুল্য পণ্ডিত হয়। হে বরাননে! পুনর্ব্বার অন্য প্রকার বিধান বলিতেছি, যাহা দেবগণেরও গোপনীয়, তাহা বিশেষ যত্নসহকারে শ্রবণ কর। যোগী ব্যক্তি জিহ্বাকে তালুর মধ্যে প্রবিষ্ট করত যোগ্যাভ্যাস করিবে, ক্রমে ক্রমে কিছু কাল পরে লম্বিকা লাভে সামর্থ্য হয়। ঐরূপে জিহ্বা দ্বারা তালু স্পর্শ করিলে পর, ঐ জিহ্বা হইতে শীতল সুধা ক্ষরিত হইতে থাকে; যোগিগণ ঐ সুধা নিরন্তর পান করিতে করিতে

রেফাগ্রং লম্বকাগ্রং কুরু তলঘটনং
শুভ্রপদ্মস্থ বিন্দু,
স্তেনাকৃষ্টং সুধৌঘং পতন্তি পরপদে
দেবতানন্দকারম্।
সারং সংসারতারং কৃতকলুষতরং
কারণং কালতারং,
যেনেমং প্লাবিতাঙ্গং স ভবতি অমরঃ
ক্ষুৎপিপাসাবিহীনঃ ॥ ৮৫
এভির্যুক্ত্যা চতুর্ভিঃ ক্ষিতিধরতনয়ে
যোগিনেয়ং ধরা বৈ,
ধৈর্য্যান্নিত্যং কুতোঽন্তঃ সকলমপি জগদ্
যং সুখং প্রায়ণায়।
স্বপ্নে দেহী বিধত্তে সকলমপি সদা
মানসং যচ্চ দুঃখং,
স্বর্গে হেবং ধরিত্র্যাঃ প্রভবতি চ অতো
বাসি কিঞ্চিচ্চতুর্ণাম্ ॥৮৬
তস্মান্মন্ত্রৈস্তপোভির্ব্রতনিয়মযুতৈ-
রৌষধৈর্যোগযুক্তা,
ধাত্রী রক্তা মনুষ্যৈর্নয়বিনয়যুতৈ-
র্ধর্ম্মবিদ্ভিঃ ক্রমেণ।
ভূতানামাদিদেবো ন হি ভবতি চলঃ
সংযুতো বৈ চতুর্ণাং,
তস্মা এবং প্রবক্ষ্যে বিবিধমনুদিনং,
ছায়িকং যচ্ছিবাখ্যম্ ॥৮৭

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং কাল-
জ্ঞানং নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ।
কথিতং তে সমাসেন চ্ছায়িকং জ্ঞানমুত্তমম্।
বিস্তরেণ সমাখ্যাহি যোগিনাং হিতকাম্যয়া ॥ ১
শঙ্কর উবাচ।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি চ্ছায়াপুরুষলক্ষণম্।
যং জ্ঞাত্বা পুরুষঃ সম্যক্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২
সূর্য্যং হি পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা সোমং বা বরবর্ণিনি।

অমরত্ব প্রাপ্ত হন। লম্বিকাগ্রকে রেফাগ্রের তুল্য সূক্ষ্ম করিলে পর, মূলাধারপদ্মের দৃঢ়তা করত শিরঃস্থিত শুক্লপদ্ম হইতে যে বিন্দুপাত হইতে থাকে, উহাই সুধারাশিরূপে পরিণত হইয়া পরম-স্থানস্থিত পরম দেবতার আনন্দকর, সকল বস্তুর সার, সংসারসাগরের তারণকর্ত্তা, লোকের কৃত পাপভয় নিবারণের কারণ এবং কালভয়-নিস্তারক হয়, যে সুধা দ্বারা যোগিগণ এই ক্ষণভঙ্গুর অঙ্গনিচয়কে প্লাবিত করিয়া ক্ষুধাপিপাসা-বর্জ্জিত হইয়া দীর্ঘজীবী হন। হে পার্ব্বতি! আকাশাদি এই চারিটী পদার্থ-যুক্তা ধরা যোগিগণকর্তৃক ধৃত হইয়াছে। ধৈর্য্যবিলম্বীদিগের পক্ষে এই জগৎ নিত্য, ইহার অন্ত কোথায়? যেহেতু সুখে থাকিবার জন্যই জগতের উৎপত্তি। এখানে স্বপ্নে যেরূপ দেহী-দিগের মনে মানস-দুঃখ ধৃত হয়, স্বর্গেও পৃথিবী হইতে (পতনাদি ভয়ে) সেইরূপ ভয়ের উৎ-পত্তি হয়। ঐ চারিটীর পক্ষে তুমিই বা কি? অতএব মন্ত্র, তপস্যা, ব্রত, নিয়ম বা ঔষধ দ্বারা যোগযুক্তা এই ধরিত্রী, নম্র-বিনয়-যুক্ত মনুষ্য-গণের যথাক্রমে অনুরক্তা। কিন্তু ভূতগণের আদি যে দেব, তিনি ঐ চতুষ্টয়ে যুক্ত হইলেও চঞ্চল হন না; এই জন্যই বলিতেছি যে, শিব-প্রদ বিবিধ ছায়া-জ্ঞান প্রতিদিন সাধন করা কর্ত্তব্য। ৮১—৮৭।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

মহাদেবের নিকট দেবী ভগবতী বলিলেন, হে নাথ! আপনি সংক্ষেপে প্রকৃষ্ট ছায়ার জ্ঞান আমার নিকট কহিলেন, যোগিগণের হিতার্থী হইয়া আমার নিকট উহা বিস্তৃতরূপে বলুন। ভগবতীর নিকট শঙ্কর বলিলেন, হে দেবি! ছায়াপুরুষের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর; যে ছায়া-লক্ষণ জানিতে পারিলে, মনুষ্য সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়। হে বর-

শুক্লাম্বরধরঃ স্রগ্বী গন্ধধূপাদিবাসিতঃ ॥ ৩
সংস্মরেন্মে মহামন্ত্রং সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
নবাত্মকং পিণ্ডভূতং স্বাং ছায়াং স্বং নিরীক্ষয়েৎ
দৃষ্ট্বা তাং পুনরাকাশে শ্বেতবর্ণস্বরূপিণম্।
স পঠত্যেকভাবস্তু শিবং পরমকারণম্।
ব্রহ্মহত্যাদিকৈঃ পাপৈর্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫
শিরোহীনং যদা পশ্যেৎ ষড়ভির্মাসৈর্ভবেন্ন সঃ।
সমস্তঞ্চাভয়ং তস্য বিদ্যতে যোগিনস্তথা ॥ ৬
শুক্লে ধর্ম্মং বিজানীয়াৎ কৃষ্ণে পাপং বিনির্দ্দিশেৎ
রক্তে বন্ধং বিজানীয়াৎ পীতে বিদ্বেষমাদিশেৎ ॥৭
বিবাহৌ বন্ধুনাশঃ স্যাদ্বিতুণ্ডে চৈব ক্ষুদ্ভয়ম্।
বিকটৌ নশ্যতে ভার্য্যা বিজঙ্ঘে ধনমেব হি ॥ ৮
পাদয়োর্ব্বৈ বিদেশঃ স্যাদিত্যেতৎ কথিতং ময়া ॥৯
সম্যক্ তং পুরুষং দৃষ্ট্বা সন্নিবেশ্যাত্মনাত্মনি।
জপেন্নবাত্মকং মন্ত্রং হৃদয়ং মে মহেশ্বরি ॥ ১০
বৎসরে বিগতে মন্ত্রী তন্নাস্তি যন্ন সাধয়েৎ।
অণিমাদিগুণানষ্টৌ খেচরত্বং প্রপদ্যতে ॥ ১১
পুনরন্যৎ প্রবক্ষ্যামি শক্তিং জ্ঞাতুং দুরাসদাম্।
প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে লোকে জ্ঞানিনামগ্রতঃ স্থিতাম্ ॥
অজ্ঞেয়া লিখ্যতে লোকে যা সর্পী কৃতকুণ্ডলী।
সা মাত্রাপানসংস্থাপি দৃশ্যতে ন চ পঠ্যতে ॥ ১৩
ব্রহ্মাণ্ডমূর্দ্ধ্নি গায়ত্রী স্তুতা বেদৈস্তু নিত্যশঃ।
জননী সর্ব্ববিদ্যানাং গুহ্যবিদ্যেতি গীয়তে ॥ ১৪
খেচরা সা বিনির্দ্দিষ্টা সর্ব্বপ্রাণিষু সংস্থিতা।
দৃশ্যাদৃশ্যাচলা নিত্যা ব্যক্তাব্যক্তা সনাতনী ॥ ১৫

বর্ণিনি! সূর্য্য এবং চন্দ্রকে পশ্চাদবস্থিত করত শুক্লবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক মাল্যধারণ করিয়া চন্দন গন্ধ এবং ধূপ-গন্ধ দ্বারা উপবেশন-স্থান সুবাসিত করত সকল অভীষ্টদায়ক আমার পঞ্চাক্ষর মন্ত্রবর উত্তমরূপে জপ করিবে, তাহা হইলে ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত এবং অন্তঃকরণ প্রভৃতি চতুষ্টয়, এনয় পদার্থসংযুক্ত স্বীয় দেহকে পিণ্ডাকার করত নিজ ছায়াকে দর্শন করিবে। সে ছায়াকে আকাশে শ্বেতবর্ণ দর্শন করত পরম কারণস্বরূপ শিবমন্ত্র পাঠ করিলে পর, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। যখন মস্তকশূন্য আত্মচ্ছায়া দেখিবে, ছয় মাস মধ্যে তাহার মৃত্যু হইবে। যদি যোগী পুরুষ সমস্ত অবয়বযুক্ত ছায়া দর্শন করে, তাহার কোন ভয় থাকে না। যদ্যপি শুক্লবর্ণ ছায়া হয়, ধর্ম্মলাভ হয় জানিবে; কৃষ্ণবর্ণ ছায়া হইলে পাপ সঞ্চয় হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিবে। রক্তবর্ণ ছায়া হইলে বন্ধনভয় নিরূপণ করিবে। পীতবর্ণ ছায়া হইলে, লোকের সহিত শত্রুতা হয় জানিবে। বাহুশূন্য ছায়া হইলে বন্ধুনাশ অবধারণ করিবে। মুখশূন্য ছায়া হইলে ভোজনদ্রব্যের অভাবপ্রযুক্ত ক্ষুধাভোগ করিতে হইবে। কটিশূন্য ছায়া হইলে ভার্য্যানাশ হয়। জঙ্ঘাশূন্য ছায়া হইলে ধনক্ষয় হয়। চরণদ্বয়-বর্জ্জিত ছায়া হইলে বিদেশ গমন হয়। এ সমস্ত আমি তোমার নিকট কহিলাম। সমস্ত অবয়বযুক্ত আত্মচ্ছায়াকে দর্শন করিলে পর, মন দ্বারা আত্মদেহকে সংনিবেশিত করত, হে মহেশ্বরি! আমার হৃদয়স্বরূপ নবাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে। ১—১০। এক বৎসর ব্যাপিয়া ঐ মন্ত্র জপ করিলে পর, পৃথিবীতে এমন বস্তু নাই, যাহা সিদ্ধ না হয়; অণিমা প্রভৃতি অষ্টগুণের প্রাপ্তি হয় এবং (পাদুকা-সিদ্ধ হইয়া) আকাশপথে গমনাগমন করিবার ক্ষমতা জন্মে। দুষ্প্রাপ্য শক্তি জানিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার অন্যপ্রকার বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভবিষ্যৎ বিষয় জ্ঞানিগণের প্রত্যক্ষগোচর হয়। সর্পাকারকৃত কুলকুণ্ডলিনীশক্তি অজ্ঞেয় হইলেও ব্যবহার বিষয় হইয়া থাকে; সে কুলকুণ্ডলিনী অপানদেশস্থিত হইলেও তাহাকে দর্শন করা যায় না। সে কুলকুণ্ডলিনীই ব্রহ্মাণ্ডের মস্তকস্থিত, নিরন্তর সকল বেদবাক্য দ্বারা স্তুত, সকল বিদ্যার উৎপত্তি-কারণ এবং অতি গোপনীয় বিদ্যা গায়ত্রী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। সেই সনাতনী কুলকুণ্ডলিনী আকাশচারিণী হইলেও সকল প্রাণিস্থিত; যোগিগণের দৃশ্য হইলেও অজ্ঞগণের অদৃশ্য; গতিশক্তিযুক্ত হইলেও নিত্য; যোগিগণের নিকট ব্যক্ত হইলেও মূঢ়গণের নিকট

অবর্ণা বর্ণসংযুক্তা প্রোচ্যতে বিন্দুমালিনী।
তাং পশ্যন্ সর্ব্বদা যোগী কৃতকৃত্যোঽভিজায়তে॥
সর্ব্বতীর্থকৃতস্নানাত্তবেদানস্য যৎ ফলম্।
সর্ব্বযজ্ঞফলং যচ্চ মালিন্যা দর্শনাৎ সদা॥ ১৭
প্রাপ্নোতি তন্ন সন্দেহঃ সত্যঞ্চ কথিতং ময়া॥ ১৮
সর্ব্বতীর্থেষু যঃ স্নাত্বা দত্ত্বা দানানি সর্ব্বশঃ।
সর্ব্বেষাং দেবি যজ্ঞানাং যৎফলং তল্লভেৎ পুমান্
তস্মাজ্জ্ঞানং তথা যোগমভ্যসেৎ সততং বুধঃ।
অভ্যাসাজ্জায়তে সিদ্ধির্যোগোঽভ্যাসাৎ প্রবর্ত্ততে
সংবিত্তির্লভ্যতেঽভ্যাসান্মোক্ষোঽভ্যাসাৎ সমশ্নুতে
ইত্যেতৎ কথিতং দেবি ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্।
কিমন্যৎ পৃচ্ছসে দেবি বদ সত্যং ব্রবীমি তে॥ ২১

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং ছায়াপুরুষপরিজ্ঞানকথনেঽষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৮॥

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ।
জ্ঞাননিষ্ঠাস্তপোনিষ্ঠাঃ পঞ্চাগ্নিব্রহ্মচারিণঃ।
দৃশ্যন্তে বিবিধা লোকে কা চৈষামুত্তমা গতিঃ।
এতৎ সর্ব্বং সমাখ্যাহি যদি তুষ্টোঽসি মে প্রভো
শঙ্কর উবাচ।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যাথাতথ্যং বরাননে॥ ২
পুষ্করে পর্ব্বতে কৌ বা ত্রিবিধো বর্ত্ততে সদা।
উত্তমাধমমধ্যা বা নোত্তমো বহুধা নৃষু॥ ৩
আত্মশ্রেয়ো ন জানন্তি পশ্যন্তোঽপি বিচক্ষুষঃ।
স্থাবরাঃ পাদমিচ্ছন্তি চতুষ্পাদ্বক্রমীপ্সবঃ॥ ৪

অব্যক্ত; অজপাস্বরূপে উপাস্য হইলেও বর্ণময়ী। শিরঃস্থ পদ্ম হইতে চ্যুত অমৃতবিন্দু-তৃপ্তিহেতু বিন্দুমালিনী সেই কুণ্ডলিনীকে যোগিগণ অবগত আছেন বলিয়া সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সকল তীর্থে স্নান করত দান করিয়া যে ফললাভ হয় এবং অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করিয়া যে ফলপ্রাপ্তি হয়, কুলকুণ্ডলিনী জানিলে সে ফল লাভ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই; ইহা আমি সত্য কহিলাম। সর্ব্বতীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক সকল প্রকার দান করত এবং হে দেবি! সকল যজ্ঞ করিয়া মনুষ্য যে ফল লাভ করে, ঐ সকল ফল হইতে শ্রেষ্ঠ যোগাভ্যাস দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। একারণ নিরন্তর পণ্ডিতগণ যোগাভ্যাস করিয়া থাকেন। যোগাভ্যাস করিলে সিদ্ধিলাভ হয় এবং যোগাভ্যাস দ্বারা অপ্রত্যক্ষ বস্তু সকল প্রত্যক্ষ হয়। যোগিগণ যোগাভ্যাস দ্বারা মুক্তিলাভ করেন। হে দেবি! তোমার নিকট ভুক্তি এবং মুক্তিফলপ্রদ যোগতত্ত্ব কহিলাম, অন্য কি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা কর? হে দেবি! তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১১—২১।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৮॥

একোনপঞ্চাশ অধ্যায়।

দেবী মহাদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, কতকগুলি লোক জ্ঞাননিষ্ঠ অর্থাৎ যোগাভ্যাস-নিরত ও কতকগুলি লোক তপোনিষ্ঠ অর্থাৎ বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক তপস্যা করিতেছে এবং কতকগুলি লোক ব্রহ্মচর্য্য করিয়া পঞ্চাগ্নি ব্রত করিতেছে; এরূপ নানাপ্রকার লোক দেখা যায়, ইহার মধ্যে উত্তম পথ কোন্‌টী, হে প্রভো! যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার নিকট বলুন। শঙ্কর বলিলেন, হে দেবি! হে বরাননে! ঐ বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব বলিতেছি, তাহা তুমি শ্রবণ কর। পুষ্কর-তীর্থে, হিমালয়াদি পর্ব্বতে এবং পৃথিবীতে উত্তম, অধম এবং মধ্যম এ ত্রিবিধ লোক আছে। যদি বল, উত্তম কে? যে ব্যক্তি জ্ঞানের নিমিত্ত যত্নবান্ তাহাকেই উত্তম বলা যায়। অধম—অজ্ঞানী মূঢ়; মধ্যম—গৃহস্থ-ধর্ম্মপরায়ণ। কিন্তু মনুষ্যসমূহ মধ্যে উত্তম অর্থাৎ জ্ঞানী নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অজ্ঞানী লোক পাপ-পুণ্যের ফল দেখিয়াও

মানবাঃ স্বর্গমিচ্ছন্তি মোক্ষমিচ্ছন্তি দেবতাঃ।
যজ্ঞৈর্দানৈস্তপোভিস্ত স্বর্গঃ সম্প্রাপ্যতে কিল ॥৫
তত্রস্থা মোক্ষমিচ্ছন্তি মানবাঃ পতনাত্ততঃ।
মোক্ষমিচ্ছেৎ সদা দেবি সর্ব্বদানন্দদায়কম্ ॥ ৬
ব্রহ্মা বিষ্ণুরহং দেবি বদ্ধাঃ স্ম কর্ম্মণা সদা।
কামক্রোধাদিভির্দোষৈস্তস্মাৎ সর্ব্বে অনীশ্বরাঃ ॥৭
মুচ্যন্তে কর্ম্মণঃ সঙ্গাজ্জ্ঞানিনো মোক্ষতৎপরাঃ।
প্রাপ্নুবন্তি ন চেৎ তাস্ত জ্ঞানাবাপ্তিস্ত যোগিনঃ ॥৮
যা গতিঃ পুণ্যশীলানাং যজ্বনাঞ্চ তপস্বিনাম্।
যদি নো জ্ঞানাবাপ্তিঃ স্যাদ্‌যোগশাস্ত্রাণি যত্নতঃ ॥৯
অধ্যেতব্যানি পৌরাণং শাস্ত্রং তচ্ছ্রূয়তে সদা।
পাপং সংক্ষীয়তে নিত্যং ধর্ম্মশ্চৈব বিবর্দ্ধতে ॥১০
ক্রমাজ্জ্ঞানফলাবাপ্তির্ন সংসারং প্রপদ্যতে।
অতএব পুরাণানি শ্রোতব্যানি প্রযত্নতঃ ॥ ১১
ধর্ম্মার্থ-কামলাভায় মোক্ষমার্গাপ্তয়ে তথা।
যজ্ঞৈর্দানৈস্তপোভিস্ত যৎ ফলং তীর্থসেবয়া ॥ ১২
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি পুরাণশ্রবণান্নরঃ।
ন ভবেয়ুঃ পুরাণানি ধর্ম্মমার্গেক্ষণানি তু ॥ ১৩
যদ্যত্র পদ্ধতী স্যাতামিহ-পারত্রিকী কথম্ ॥ ১৪

বেদেন দৃষ্টো জগতাং হি মার্গঃ
পৌরাণধর্ম্মো হি সদা বরিষ্ঠঃ।
শাস্ত্রং বিনা সর্ব্বমিদং বিভাতি
সূর্য্যেণ হীনস্ত্বিব জীবলোকঃ ॥ ১৫

আদিসর্গাশ্চ পৌরাণে বংশ-মন্বন্তরাণি চ।
দানানি নিয়মাশ্চৈব এতদুক্তং স্বয়ম্ভুবা ॥ ১৬
ষট্‌ত্রিংশতিপুরাণানামত একং শৃণোতি যঃ।

আপনার মঙ্গলের নিমিত্ত চেষ্টা করে না; কিন্তু স্থাবর-পদার্থ পর্ব্বতাদি, ইহারাও আপনার গতিশক্তির চেষ্টা করে; চতুষ্পাদ গো-মহিষাদি পশুগণ বাক্‌শক্তির নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া থাকে। লোকে (উচ্চপদ প্রার্থনা করিয়া থাকে, তাহাই বলিতেছেন।) মনুষ্যগণ যাগযজ্ঞাদি দ্বারা স্বর্গলাভ ইচ্ছা করে, দেবগণ মুক্তিলাভ ইচ্ছা করেন। যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা দ্বারা স্বর্গলাভ হইয়া থাকে, ইহা নিশ্চিত জানিবে। স্বর্গবাসী মনুষ্যগণ তাহা হইতে পতনভয়প্রযুক্ত মুক্তি ইচ্ছা করে। হে দেবি! সর্ব্বদা আনন্দপ্রদ যে মুক্তি, তাহার নিমিত্ত নিরন্তর চেষ্টা করিবে; অর্থাৎ যোগাভ্যাস দ্বারা জ্ঞানী হইবে। ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং আমিও স্বীয় কর্ম্মপাশ দ্বারা সর্ব্বদা আবদ্ধ রহিয়াছি, যেহেতু আমরা কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণের বশতাপন্ন হইয়া তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকি; অতএব নিশ্চয় জানিবে, সকলেই পরাধীন অর্থাৎ কাম, ক্রোধ প্রভৃতির বশতাপন্ন। মুক্তিপরায়ণ যোগিগণ যদ্যপি কদাচিৎ জ্ঞান-মুক্তিলাভে সমর্থ না হন, তথাপি জ্ঞানিগণ কর্ম্মপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। যাগ-যজ্ঞ এবং তপস্যা প্রভৃতি পুণ্য-কার্য্যকরণশীল ব্যক্তিগণের যে গতি লাভ হয়, তাহা অকর্ম্মীর হয় না; যদ্যপি যোগিগণ অনির্ব্বচনীয় প্রতিবন্ধকতা বশত জ্ঞানলাভে সমর্থ না হয়, তথাপি যত্নপূর্ব্বক যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে এবং পুরাণশাস্ত্র শ্রবণ করিবে; এ সকল কার্য্য করিলে পাপক্ষয় হয় এবং নিরন্তর ধর্ম্মসঞ্চয় হয় জানিবে। ১—১০। যোগ-শাস্ত্রের আলোচনা এবং পুরাণ শ্রবণ করিলে ক্রমাধীন জ্ঞান লাভ হয় এবং সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়, এ নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক পুরাণ শ্রবণ করিবে। পুরাণ শ্রবণ করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মুক্তিলাভ হয়। যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং তীর্থপর্য্যটন করিলে যে ফল লাভ হয়, পুরাণ শ্রবণ করিলে ঐ ফল-প্রাপ্তি হয় জানিবে। যদ্যপি পুরাণ-শাস্ত্র ধর্ম্ম-পথপ্রকাশক না হয়, তাহা হইলে, পরলোকের কি সদুপায় হইবে? বেদশাস্ত্রেই জগতের পথ দর্শিত হইয়াছে, পৌরাণিক ধর্ম্মই সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ। সূর্য্য না থাকিলে এ জীবলোকে যেরূপ অন্ধকারময় হয়, সেইরূপ শাস্ত্র ব্যতিরেকে এ জগৎ শূন্যময় প্রকাশ পায় জানিবে। সৃষ্টি-প্রকরণ, বংশবর্ণন, মন্বন্তর-নিরূপণ, দানধর্ম্ম এবং ব্রত-নিয়মের অনুষ্ঠান, পুরাণ-শাস্ত্রে এ সমস্ত কথিত হইয়াছে। মহাপুরাণ এবং উপপুরাণ উভয় মিলিয়া ছত্রিশ খানি আছে; ইহার মধ্যে একখানিও যে ব্যক্তি শ্রবণ করে

পঠেদ্বা ভক্তিযুক্তস্তু শৃণু তস্যাপি যৎ ফলম্ ॥ ১৭
অরণ্যে যোঽপ্যধীয়ানশ্চাতুর্ব্বিদ্যং ফলং লভেৎ
যজ্ঞৈর্দানৈস্তপোভিশ্চ দেবি তৎপঠনাদতঃ ॥ ১৮
এতৎ তে কথিতং দেবি সুধাবাপ্তিফলং হি তৎ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং হি শ্রোতব্যং সর্ব্বধর্ম্মফলপ্রদম্ ॥ ১৯
সূত উবাচ।
এতদ্বঃ কথিতং ধর্ম্মং যথা দেবেন ভাষিতম্।
যৎ পৃচ্ছথবং হি তদ্ভূয়ঃ কথয়ামি পুরাতনম্ ॥২০
শৌনক উবাচ।
পাদাদি হৃঙ্গং মূর্দ্ধান্তং দেবানাং পূজ্যতে সদা।
শঙ্করস্যেজ্যতে কস্মাল্লিঙ্গং শংসস্ব মে সদা।
এতন্মে ব্রূহি সর্ব্বং হি যদি জানাসি তত্ত্বতঃ ॥২১
সূত উবাচ।
সনৎকুমারেণ পুরা যদুক্তং মুনিসত্তমাঃ।
তদ্বক্ষ্যামি মতং ভূয়ঃ পারাশর্য্যস্য পৃচ্ছতঃ। ॥২২
একার্ণবে পুরা ভূতে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সমুত্তস্থুর্জলাৎ কিল ॥ ২৩
অব্যক্তাভির্গতিস্তেষাং ন জানন্তি মনীষিণঃ ॥ ২৪
পৃথিবী গতিঃ পূর্ব্বেষাং নষ্টা স্থাবরজঙ্গমাঃ।
বায়ুস্তীব্রঃ সমুত্তস্থৌ শোষয়ন্ সপ্ত সাগরান্ ॥ ২৫
সংশুষ্কাঃ সর্ব্বতশ্চাপো বিনষ্টা জঙ্গমাস্ততঃ।
স্থাবরাশ্চ ততঃ সর্ব্বে সংশুষ্কাঃ ক্রমশঃ কিল ॥২৬
তস্থৌ প্রাগুদিতঃ সূর্য্য একোঽভূদ্দ্বিতীয়ঃ কিল।
দক্ষিণায়াং সমাশায়াং তদ্বদাসীৎ করৈর্যুতঃ। ॥ ২৭
শোষয়ন্ সর্ব্বতস্তোয়ং প্রদহন্ সচরাচরম্।
পশ্চিমায়াং ততস্তস্থৌ তৃতীয়শ্চোত্তরাং দিশম্ ॥২৮
প্রদহন্ স্বং চতুর্থশ্চ উদিতঃ সচরাচরম্।
উপরিষ্টাৎ তথা চাষ্টাবুদিতা দ্বাদশৈব তে ॥ ২৯

কিম্বা ভক্তিভাবে পাঠ করে, তাহার যে ফললাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর। অরণ্যে বসিয়া যে ব্যক্তি পুরাণ অধ্যয়ন করে, তাহার চতুর্ব্বেদে জ্ঞান লাভ হয়; হে দেবি! যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা দ্বারা যে ফললাভ হয়, পুরাণ-পাঠেও সে ফলপ্রাপ্তি হয় জানিবে। হে দেবি! অমৃত-প্রাপ্তিতুল্য পুরাণপাঠ ও শ্রবণের ফল তোমার নিকট কথিত হইল, সকল ধর্ম্মফলপ্রদ ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। উগ্রশ্রবানামক সূত শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট বলিলেন, মহাদেব পার্ব্বতীর নিকট যেরূপ বলিয়াছেন, আমিও আপনাদিগের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব সেইরূপ বলিলাম; এক্ষণে আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমিও পুনর্ব্বার সেই পুরাণবার্ত্তা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ১১—২০। শৌনক-ঋষি সূতের নিকট বলিলেন, দেবতাদিগের চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ মনুষ্যগণ সর্ব্বদা পূজা করিয়া থাকে, কিন্তু মহাদেবের কেবল লিঙ্গ কি নিমিত্ত সর্ব্বদা মনুষ্যগণ পূজা করে, ইহা আমার নিকট প্রকাশ কর। হে সূত! যদি তুমি এ বিষয়ের তত্ত্ব জ্ঞাত থাক, তাহা হইলে তাহা আমার নিকট বল। সূত বলিতে লাগিলেন, হে মুনিগণ! পূর্ব্বকালে মহামুনি ব্যাস কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সনৎকুমার মুনি যেরূপ বলিয়াছেন, আমি তাঁহার অভিপ্রেত কথা পুনর্ব্বার বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকল বস্তুর অভাব প্রযুক্ত এ জগৎ জলময় হইয়াছিল; তৎকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেব জল হইতে উত্থিত হন, পণ্ডিতগণও তাঁহাদিগের অব্যক্তগতি অবগত নহেন। স্থাবর এবং জঙ্গম পর্য্যন্ত না থাকাতে পূর্ব্বকালীন লোকদিগের পৃথিবী মাত্র অবলম্বন ছিল। তৎকালে অত্যন্ত ভয়ানক বায়ু উত্থিত হইয়া সপ্তসাগর শুষ্ক করিয়াছিল। সাগর পর্য্যন্ত শুষ্ক হওয়াতে সমস্ত জঙ্গ অদৃশ্য হওয়ায় জঙ্গম পদার্থমাত্রেই বিনষ্ট হইয়া গেল এবং স্থাবর পদার্থমাত্রেই ক্রমশঃ বিলয় প্রাপ্ত হইল। সেইকালে এক সূর্য্য দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হইলেন; পূর্ব্বদিকে প্রথম এক মূর্ত্তি, দক্ষিণদিকে অত্যন্ত ভয়ানক কিরণযুক্ত দ্বিতীয় মূর্ত্তি, পশ্চিমদিকে তৃতীয় মূর্ত্তি সমস্ত তোয়রাশি শুষ্ক করত স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন, উত্তরদিকে চতুর্থ মূর্ত্তি সমস্ত পদার্থ দগ্ধ করিয়া উদিত হইলেন, এবং উপরিভাগে অষ্টভাগে বিভক্ত হইয়া উদিত হইলেন। এই-

যোঽসাবিহ সমাখ্যাতো রুদ্রঃ কালাগ্নিসংজ্ঞিতঃ।
সমুত্তস্থৌ স পাতালাৎ পূরয়ন্ সর্ব্বতো দিশম্ ॥৩০
ঊর্দ্ধং তির্য্যক্ স পাতালং দগ্ধ্বা সর্ব্বমশেষতঃ।
উদারঃ সর্ব্বতো জ্ঞেয়ঃ স্বং ধাম পূর্ব্বনির্ম্মিতম্ ॥
অতো মেঘাঃ সমুত্তস্থুর্ব্বর্ষন্তঃ সর্ব্বতোদিশম্।
ততস্তে পৃথিবীং সর্ব্বাং সংপ্লাব্যাব্ধিদিশস্তদা ॥ ৩২
নিমমজ্জুশ্চ তত্রৈব একার্ণবমভূজ্জগৎ।
ন ধরা ন দিশস্তত্র ত্বন্তরা পুষ্করং তদা ॥ ৩৩
জ্ঞায়তে কিংস্বিদেবেহ কবন্ধপরিপূরিতে।
উদন্তমধ্যে গতাস্তস্থুস্ত্রয়ো দেবাঃ সনাতনাঃ ॥৩৪
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ অব্যক্তগতয়স্তু তে।
ততস্তাবূচতুঃ শর্ব্বং জ্বলিতং তিগ্মতেজসম্ ॥ ৩৫
রৌদ্রীং শক্তিং সুবিভ্রাণং তং ক-বিষ্ণু প্রণম্য হ
প্রভুস্ত্বং সর্ব্বতোঽস্মাকং কুরু সৃষ্টিং যথেচ্ছয়া ॥৩৬
করিষ্যামীতি তাবাহ ইত্যুক্ত্বাপ্সু মমজ্জ সঃ।
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু মগ্নং সমভিবীক্ষ্য তে ॥ ৩৭
অন্যোন্যমূচতুরাবাং কিং করিষ্যাবহে বিনা।
কথন্তু বর্ত্ততে সৃষ্টিস্তাবেবং বেধসং হরিঃ ॥ ৩৮
প্রোবাচ কুরু মে বাক্যং নাত্র কালাত্যয়ো ভবেৎ
প্রজাসর্গনিমিত্তং হি কুরু যত্নং পিতামহ ॥ ৩৯
লোকানাং ত্বং সমর্থো হি স্রষ্টুং বৈ বিবিধাঃপ্রজাঃ
শক্তিং তেঽহং প্রদাস্যামি স্রষ্টুত্বেঽপি তথাত্মনঃ
ইত্যুক্তশ্চিন্তয়ামাস বিষ্ণুবাক্যপ্রণোদিতঃ।
সৃষ্ট্যর্থন্তু চকারাসৌ সৃষ্টিং সর্ব্বসুখাবহাম্ ॥ ৪১
সদেবাসুরগন্ধর্ব্বাং সযক্ষোরগরাক্ষসাম্।
তৎকৃতায়াং ততঃ শম্ভুরুন্মমজ্জ জলান্মুনে ॥ ৪২
কর্ত্তুকামঃ স সর্গঞ্চ মনসা চ ব্যচিন্তয়ৎ।

রূপে সূর্য্যের দ্বাদশ মূর্ত্তি প্রকাশ হইল। যিনি কালাগ্নি নামে বিখ্যাত, ইনিই রুদ্র বলিয়া লোক কর্ত্তৃক কথিত হইয়া থাকেন। ঐ রুদ্র নিজ তেজ দ্বারা সমস্ত দিক্ পরিপূর্ণ করিয়া পাতাল হইতে উত্থিত হইয়াছেন। ২১—৩০। সেই রুদ্রদেব পাতালের ঊর্দ্ধভাগ এবং তির্য্যক্-ভাগ সমস্ত নিঃশেষরূপে দগ্ধ করিয়া সর্ব্বত্র জ্ঞাত হওয়ায় উদার-মূর্ত্তিতে পূর্ব্ব-নির্ম্মিত স্বীয় ধাম পাতাল মধ্যে গমন করিলেন। রুদ্রমূর্ত্তি কালাগ্নি পাতাল-প্রবিষ্ট হইলে পর সমস্ত দিঙ্মণ্ডলে বৃষ্টিপাত করত মেঘগণ উত্থিত হইল। সেই মেঘগণ পৃথিবীর দশদিক্ জলরাশি দ্বারা প্লাবিত করত পাতাল মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তৎকালে সমস্ত জগৎ জলময় হওয়ায় একার্ণব হইয়া পড়িল; পৃথিবী কি দিঙ্মণ্ডল কিছুই জ্ঞান হয় না, কেবলমাত্র জলই তৎকালে বেগে গমন করিতে লাগিল। সে সময়ে কিছুই জ্ঞাত হইতে লাগিল না, কেবল অব্যক্তগতি নিত্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেব এই দেবত্রয় কবন্ধ-পরিপূর্ণ জল মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু উভয়ে অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত, অতি ভয়ঙ্কর তেজস্বী, রৌদ্র-শক্তিধারী মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে দেব! আপনিই আমাদিগের সর্ব্বপ্রকারে প্রভু, অতএব আপনি ইচ্ছানুসারে সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করুন। মহাদেব বিষ্ণু ও ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করত "সৃষ্টি করিব" ইহা স্বীকার করিয়া জল-মধ্যে নিমগ্ন হইলেন। দেবপরিমিত সহস্রবৎসর মহাদেবকে নিমগ্ন দেখিয়া ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু পরস্পরে বলিতে লাগিলেন, আমরা দুই জনে এক্ষণে কি করিব? তদনন্তর বিষ্ণু বিধাতাকে বলিলেন, আপনি অভিন্ন, কিরূপে জগৎ সৃষ্টি হইবে? তদনন্তর বিষ্ণু পুনর্ব্বার ব্রহ্মাকে বলিলেন, আপনি আমার বাক্য রক্ষা করুন, এ সময়ে বৃথা কালক্ষেপ করা উচিত নহে। হে পিতামহ! প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত যত্ন করুন, ত্রিভুবন এবং সমস্ত প্রজাসৃষ্টি করিতে আপনিই যোগ্য। আমিও প্রজাসৃষ্টি কার্য্যে আত্ম শক্তি প্রদান করিতেছি। বিষ্ণু কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু-বাক্যানুসারে সৃষ্টির নিমিত্ত যত্ন করিলেন এবং দেবগণ, অসুরগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, সর্পগণ এবং রাক্ষসগণের সহিত সকলের সুখজনক সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মা সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিলে পর হে মুনিবর! মহাদেব জল হইতে উত্থিত হইলেন। ৩১—৪২। জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া মহাদেব মনে মনে

ততোঽপশ্যজ্জগৎ সর্ব্বমধোর্দ্ধন্তু সমন্ততঃ ॥ ৪৩
সদেবাসুরগন্ধর্ব্বং সযক্ষোরগরাক্ষসম্।
সমনুষ্যং মহাদেবো মনসা ক্রোধমাদধে ॥ ৪৪
কিং করোমি কৃতং সর্গং ব্রহ্মণা সংহরাম্যতঃ।
উচ্ছাদ্য হ্যাত্মনঃ শুক্রমিত্যুক্ত্বাগ্নিং মুখাৎ সৃজন্
তং সর্ব্বং দহ্যমানস্তু দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা চ ভক্তিতঃ।
তং প্রণম্য মহেশানং তুষ্টাব প্রভুমীশ্বরম্ ॥ ৪৬

ব্রহ্মোবাচ।

নমঃ শর্ব্বায় রুদ্রায় স্থাণবে তিগ্মতেজসে।
ঈশানায় নমো নিত্যং নমঃ কালস্বরূপিণে ॥ ৪৭
সহস্রাক্ষ বিরূপাক্ষ ত্র্যক্ষ যক্ষাধিপপ্রিয়।
শঙ্কুকর্ণ মহাকর্ণ কুম্ভকর্ণার্ণবালয় ॥ ৪৮
গজেন্দ্রকর্ণ গোকর্ণ পাণিকর্ণ নমোঽস্তু তে।
শতোদর শতাবর্ত্ত শতজিহ্ব শতানন ॥ ৪৯
নমশ্চণ্ডায় মুণ্ডায় রুদ্রায় বরদায় চ।
নমোর্দ্ধদংষ্ট্রকেশায় নীলগ্রীবায় তে নমঃ ॥ ৫০
নমোঽস্তু প্রতিরূপায় বিরূপায় শিবায় চ।
ভৈরবায় নমো নিত্যং শত্রোরমিততেজসে ॥ ৫১
শিতিকণ্ঠায় শুভ্রায় স্থাণবে চ কপর্দ্দিনে।
পশূনাং পতয়ে তুভ্যং নমস্ত্রিপুরঘাতিনে ॥ ৫২
নিত্যং ত্রিশূলহস্তায় নমঃ কাপালমালিনে।
মহাদেবায় বেশায় দেবদেবায় বেধসে ॥ ৫৩
যমীশং সর্ব্বভূতানাং ধ্যায়ন্তি যতয়োঽক্ষরম্।
ব্যাপিনং পরমং দেবং তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৫৪
ব্রহ্মভূতং জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্।
যঃ সৃজেদীশ্বরো দেবং তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৫৫

চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে অধোভাগে, উর্দ্ধভাগে ও চতুর্দ্দিকে দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, সর্প, রাক্ষস এবং মনুষ্যগণের সহিত জগৎসৃষ্টি দর্শন করত মহাদেব মনে মনে কোপ করিলেন। মহাদেব মনে মনে চিন্তা করিলেন, এক্ষণে আমি আর কি করিব? ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি ইহা সমস্ত সংহার করিব। মহাদেব এরূপ চিন্তা করত আত্মতেজ বর্দ্ধিত করিয়া, মুখ হইতে অগ্নি সৃষ্টি করিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা মহাদেব কর্তৃক সমস্ত জগৎ দহ্যমান দেখিয়া, ভক্তিসহকারে প্রণাম করত জগদীশ্বর প্রভু মহাদেবকে স্তুতি করিতে লাগিলেন;—শর্ব্ব, রুদ্র, স্থাণু, তিগ্মতেজা, ঈশ্বর, কালরূপী ভগবান্ মহাদেবকে আমি প্রতিদিন নমস্কার করি। হে সহস্রাক্ষ! হে বিরূপাক্ষ! হে ত্র্যক্ষ! হে যক্ষাধিপতি-কুবের-প্রিয়! হে শঙ্কুকর্ণ! হে মহাকর্ণ! হে কুম্ভকর্ণ! হে অর্ণববাসিন্! হে গজেন্দ্রকর্ণ! হে গো-কর্ণ! হে হস্তপরিমিতকর্ণ! আপনাকে আমি নমস্কার করি। হে বহূদর! হে বহুরোমকূপস্থান! হে বহুজিহ্ব! হে বহুমুখ! আপনাকে আমি নমস্কার করি। অত্যন্ত ক্রোধযুক্ত, মুণ্ডধারী, অতি ভয়ঙ্কর, ভক্তের প্রতি সন্তুষ্ট হইলে শীঘ্র বরদাতা, যাঁহার দন্তপংক্তি ও কেশকলাপ উর্দ্ধে অবস্থিত এবং বিষপান দ্বারা যাঁহার নীলবর্ণ মস্তকৈকদেশ হইয়াছে, এতাদৃশ মহাদেবকে আমি নমস্কার করি। ৪৩—৫০। যিনি পরমশিবরূপী, যিনি কদাচিৎ রূপশূন্য, যিনি নিরন্তর প্রজাগণের জন্য মঙ্গল চেষ্টা করিতেছেন, যিনি জগৎ সংহার করিবার নিমিত্ত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন, যিনি পরম শিবের তেজঃস্বরূপ সেই দেববরকে আমি প্রতিদিন নমস্কার করি। যিনি সমুদ্র মন্থনকালে উত্থিত বিষ পান করিয়া, কণ্ঠে কালিমা ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার বর্ণ শুক্ল, যিনি জটাজূটধারী, যিনি ভূতগণ সহ বিচরণ করাতে উঁহাদিগের প্রভু হইয়াছেন, যিনি ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই আপনাকে আমি নমস্কার করি। যে দেব হস্তে অনবরত ত্রিশূল ধারণ করিয়া থাকেন, যাঁহার গলদেশে কপালমালা শোভা পাইতেছে, যিনি সকল দেবের শ্রেষ্ঠ, যিনি অমৃতের ঈশ্বর, যিনি দেবগণের দেবতা এবং যিনি বিধাতা, সেই দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবকে আমি নমস্কার করি। যতিগণ যে সর্ব্বপ্রাণীর ঈশ্বর অব্যয় দেবকে নিরন্তর ধ্যান করিতেছেন, সেই সর্ব্বব্যাপী পরমদেবের আমি শরণাগত হইলাম। দেব, অসুর এবং মনুষ্যগণের সহিত ব্রহ্মস্বরূপ এই

সব্যাপসব্যে ব্রহ্মাহং গতঃ শম্ভুং সদা স্থিতঃ।
যং ত্রিমূর্ত্তিধরং শান্তং তমস্মি শরণং গতঃ ॥৫৬
ব্রহ্মা তু যস্য বক্ত্রেঽথ চতুর্ব্বেদময়ঃ প্রভুঃ।
জিষ্ণুঃ প্রভোঃ পুরা জজ্ঞে তমস্মি শরণং গতঃ॥
ব্রহ্মরূপধরং দেবং জগদ্‌যোনিং মহেশ্বরম্।
স্রষ্টৃত্বে সংস্থিতঃ সৃষ্ট্যৈ তমস্মি শরণং গতঃ ॥৫৮
যঃ পালনে চ সৃষ্টৌ চ স্থিতাবস্থুরহৃদনঃ।
তমাদিপুরুষং শম্ভুং প্রণতোঽস্মি সনাতনম্ ॥৫৯
ভূতক্রীড়াসহো নাথো ভূতানামাদিকৃদ্ধরঃ।
তমাদিপুরুষাজ্জাতং প্রণতোঽস্মি সনাতনম্ ॥৬০
যজ্ঞৈর্যজন্তি তং বিপ্রা রোহিতা যজ্ঞভাবনম্।
তং যজ্ঞপুরুষং হীমং প্রণতোঽস্মি সনাতনম্ ॥৬১

সংভক্ষয়িত্বা সকলং তথা সৃষ্টমিদং জগৎ।
যো বৈ তিষ্ঠতি রুদ্রাত্মা তং নতোঽস্মি সনাতনম্
কল্পান্তে যমরূপো যঃ সংহৃত্য সকলং জগৎ।
অবিজ্ঞেয়া গতির্যস্য তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৬৩
স্থাণুমীশং পশুপতিং শিতিকণ্ঠং মহেশ্বরম্।
ভক্তানুকম্পিনং দেবং তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৬৪
শূলপাণিং মহাদেবং ভীমং শর্ব্বং ত্রিলোচনম্।
ভক্তানুকম্পিনং দেবং তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৬৫
গঙ্গাধরং হরং রুদ্রং শিবং শম্ভুমুমাপতিম্।
ভক্তানুকম্পিনং দেবং তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৬৬
স্মরারিং বামদেবঞ্চ ত্র্যম্বকং ত্রিপুরান্তকম্।
ভক্তানুকম্পিনং দেবং তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৬৭

জগন্মণ্ডলকে যে প্রভু সৃষ্টি করিয়া থাকেন, সেই দেবের আমি শরণ প্রাপ্ত হইলাম। যাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে এবং বামপার্শ্বে আমি ব্রহ্মা সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছি, সেই মঙ্গলময় ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর-মূর্ত্তিধারী এবং শান্তিগুণাবলম্বী দেববরের আমি শরণাপন্ন হইলাম। চতুর্ব্বেদের সৃষ্টিকর্ত্তা জগৎপ্রভু ব্রহ্মা যাঁহার মুখমণ্ডলে অবস্থিত, যিনি কামক্রোধাদি-জয়শীল এবং যে দেব সকলের আদিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই প্রভুর আমি শরণাপন্ন হইলাম। যিনি ব্রহ্মরূপ ধারণ করিয়াছেন, যে দেব জগদুৎপত্তিকারণ, যিনি ঈশ্বর হইতেও প্রধান এবং যিনি জগৎ-সৃষ্টির নিমিত্ত স্রষ্টৃরূপে অবস্থিত, সেই দেবাদি-দেবকে শরণ লইলাম। যে দেব জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং পালন নিমিত্ত বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই সনাতন আদিপুরুষ শম্ভুকে আমি প্রণাম করিলাম। যিনি ভূত-গণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন এবং ভূত-গণের প্রভু, সৃষ্টিকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা, সেই পরমশিব হইতে জাত, সনাতন-শম্ভুকে আমি প্রণাম করিলাম। ৫৯—৬০। রজোগুণাবলম্বী ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ-সৃষ্টিকর্ত্তা যে দেবকে নিরন্তর নানাবিধ যাগযজ্ঞ দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন, সেই চিরস্থায়ী যজ্ঞ-সৃষ্টিকর্ত্তা পুরুষকে আমি প্রণাম করিলাম। যে দেব প্রলয়কালে সমস্ত পদার্থ বিনষ্ট করিয়া, পুনর্ব্বার যুগারম্ভকালে সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং যিনি ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অসুরবর্গকে বিনষ্ট করেন, সেই সনাতনদেবকে আমি নমস্কার করি। যিনি প্রলয়কালে যমরূপে সমস্ত জগৎ সংহার করেন এবং যাঁহার গতি কেহই অবগত নহে, সেই মহাদেবের আমি শরণাগত হই-লাম। যে দেব ঈশ্বর, পশুগণের পতি, যাঁহার কণ্ঠে কৃষ্ণবর্ণ বিষপান-চিহ্ন আছে, যিনি প্রভু-বর্গের শ্রেষ্ঠ এবং ভক্তগণের প্রতি সর্ব্বদা দয়া করিয়া থাকেন, সেই দেবের আমি শরণাগত হইলাম। যে দেব সর্ব্বদা হস্তে শূলধারণ করেন, যে দেবশ্রেষ্ঠ, অসুর-বিনাশকালে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি অবলম্বন করেন, যাঁহার একটী নাম শর্ব্ব, যাঁহার ত্রিনয়ন এবং যিনি ভক্তগণের প্রতি সর্ব্বদা দয়াবান্, সেই দেববরের আমি শরণা-পন্ন হইলাম। যে দেব, মস্তকে গঙ্গাদেবীকে ধারণ করিয়াছেন, যিনি সমস্ত জগৎ সংহার করিয়া থাকেন, যিনি দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিবার সময় ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি মঙ্গলময়, মঙ্গলপ্রাপ্তির একাধার এবং হিমালয়-কন্যা উমানাম্নী প্রকৃতির পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, সেই ভক্তানুগ্রহকারী দেবদেবকে আমি নমস্কার করি। যে দেব কামদেবকে পরাজয় করিয়া-

শিপিবিষ্টং বিরূপাক্ষং শঙ্করং প্রমথাধিপম্।
ভক্তানুকম্পিনং দেবং তমস্মি শরণং গতঃ॥ ৬৮
ঈশানং শূলিনং বেশমর্দ্ধচন্দ্রং কপর্দ্দিনম্।
ভক্তানুকম্পিনং দেবং তমস্মি শরণং গতঃ॥ ৬৯
জগদাদিশিরোহর্ত্তা পিনাকী বৃষভধ্বজঃ।
ভক্ত্যা সংস্তুতো নিত্যং দেবো মাং পাতু সর্ব্বতঃ
কপালমালী বালেন্দুশেখরঃ সর্পভূষণঃ।
স ভক্ত্যা সংস্তুতো নিত্যংদেবো মাংপাতু সর্ব্বতঃ
প্রজাসংহারকারী যো ভূতেশশ্চন্দ্রশেখরঃ।
কৃশানুরেতাঃ শ্রীকণ্ঠো দেবো মাং পাতু সর্ব্বতঃ॥
গিরীশো ব্যোমকেশ চ শর্ব্বো ভীমঃ সুযজ্ঞহা।

ছেন, যিনি ত্রিলোচন, যিনি ত্রিপুরাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছেন, আমি সেই ভক্তবৎসল দেবাদিদেবের শরণাগত হইলাম। যিনি মহেশ্বর, যাঁহার বিষম লোচন, যিনি ভক্তগণের সর্ব্বদা মঙ্গলকারী এবং যিনি প্রমথগণের অধিপতি, সেই ভক্তানুরক্ত ভগবান্ মহাদেবের শরণাগত হইলাম। যে দেব জগদীশ্বর, যিনি সর্ব্বদা শূলধারী, যিনি অমৃতের ঈশ্বর, যাঁহার মস্তকে চন্দ্রখণ্ড বিরাজমান রহিয়াছে এবং যিনি জটাজূট শোভিত-মস্তক, সেই ভক্তগণ-দয়াপরতন্ত্র মহাদেবের শরণাগত হইলাম। যে দেব জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারও মস্তক হরণ করিয়াছেন, যিনি পিনাক নামক ধনুর্ব্বির ধারণ করিয়া থাকেন, যাঁহার বৃষভ বাহন, সেই দেব ভক্তিভাবে সংস্তুত হইয়া আমাকে সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে রক্ষা করুন। ৬১—৭০। যে দেব কপালমালা ধারণ করিয়া থাকেন, যাঁহার মস্তকভূষণ প্রথমোদিত চন্দ্র এবং যাঁহার সর্পালঙ্কার-শোভিত দেহ, সেই মহাদেব ভক্তি দ্বারা সংস্তুত হইয়া প্রতিদিন আমাকে সকল স্থানে রক্ষা করুন। যে দেব প্রলয়কালে প্রজাবর্গের সংহার করিয়া থাকেন, যিনি ভূতগণের অধিপতি, চন্দ্রখণ্ড যাঁহার চূড়াকার্য্য করিতেছে, যাঁহার শুক্র হইতে অগ্নির উৎপত্তি হইয়াছে এবং যিনি শ্রীকণ্ঠ, সেই দেবাদিদেব মহাদেব আমাকে সর্ব্বকালে রক্ষা করুন। যে দেব পর্ব্বতগণের ঈশ্বর,

কৃপালুর্ভক্তিযুক্তেভ্যো দেবো মাং পাতু সর্ব্বতঃ।
সন্তুষ্টো ব্রহ্মণা ত্বেবং তুষ্টঃ প্রোবাচ শঙ্করঃ।
শঙ্করোঽহং সদা ব্রহ্মন্ যো মাং ভক্ত্যা প্রপদ্যতে
তস্যাহং সর্ব্বকার্য্যাণি সাধয়িষ্যামি নান্যতঃ॥ ৭৪
তুষ্টোঽস্মি তে বরং ব্রূহি যদ্বৈ মনসি কাঙ্ক্ষিতম্
তচ্ছ্রুত্বা প্রাহ তং ব্রহ্মা প্রজাসর্গং সুবিস্তরম্।
কৃতংমে তং তথৈবাস্তু যদি তুষ্টোঽসি মে প্রভো।
তচ্ছ্রুত্বা প্রাহ কং রুদ্রো যৎতেজো মে সমাহৃতম্
সংহর্ত্তুং তে তু সর্গায় ব্রূহি কিং করবাণি তে।৭৭

সনৎকুমার উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা সুসঞ্চিন্ত্য ব্রহ্মা লোকহিতায় বৈ।
প্রোবাচ শঙ্করং সূর্য্যে স্বকং তেজো নিবেশয়।৭৮
যতস্ত্বং প্রভুরাদিত্যে স্রষ্টা পাতা নিয়ামকঃ।

যাঁহার জটাজূট আকাশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, যিনি দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছেন এবং যিনি ভক্তানুরক্ত, সেই দেববর আমাকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করুন। চতুরানন ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া ভগবান্ শঙ্কর ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে আমার শরণাগত হয়, আমি তাহার মঙ্গলবিধান করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি আমার পূজা করে, তাহার কোন্ কার্য্য আমি সম্পন্ন করি না? হে ব্রহ্মন্। আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার মনোভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ভগবান্ শঙ্করের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, হে প্রভো! যদি আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমি যে বিস্তাররূপে প্রজাসৃষ্টি করিয়াছি, তাহা আপনি বিনষ্ট করিবেন না, তাহা রক্ষা করুন। ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া মহাদেব ব্রহ্মাকে বলিলেন, আমি যে তোমার সৃষ্টি সংহার করিবার নিমিত্ত তেজ আহরণ করিয়াছি, তাহা এক্ষণে কি করিব, তাহা বল। সনৎকুমার বলিলেন, মহাদেবের এই বাক্য শুনিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজার হিতনিমিত্ত অনেক চিন্তাপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, সূর্য্যমণ্ডলে আপনার তেজ নিবেশিত করুন। যেহেতু আপনি সূর্য্যের প্রভু, আপনি

সূর্য্যতেজসি বৎস্যামো বয়ং সর্ব্বৈঃ সহামরৈঃ।
ত্রিকালার্চ্চাং গ্রহীষ্যামো ভক্ত্যা দত্তাস্তু মানবৈঃ॥
কল্পান্তে ত্বং মহাদেব জগদেতচ্চরাচরম্।
সূর্য্যরূপং সমাস্থায় সন্নির্দহসি তৎক্ষণাৎ॥ ৮০
স তথেতি হসন্ মত্তো ব্রহ্মাণমিদমব্রবীৎ।
প্রজাসর্গং বিনানেন লিঙ্গেনাসৎ প্রয়োজনম্॥৮১
ইত্যুক্ত্বা তং বিনির্ভিদ্য চিক্ষেপ চ মহীতলে।
তল্লিঙ্গস্তু ধরাং ভিত্ত্বা জগামাকাশমেব হি॥ ৮২
তস্যান্তং বিষ্ণুরন্বেষ্টুমধস্তাৎ প্রযযৌ হি সঃ।
ব্রহ্মাপি চ যযাবূর্দ্ধং প্রাপতুর্নান্তমোজসা॥ ৮৩
আকাশপ্রভবা বাণী তয়োস্তত্রোপবিষ্টয়োঃ॥ ৮৪
যতোহয়ে পূজিতং লিঙ্গং সর্ব্বান্ কামান্ কপর্দ্দিনঃ
প্রদাস্যতি ন সন্দেহো হৃদয়ে যদভীপ্সিতান্॥৮৫
এতচ্ছ্রুত্বা ততো ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সর্ব্বাশ্চ দেবতাঃ।
লিঙ্গং সমর্চ্চয়ন্তি স্ম ভক্ত্যা তদ্গতমানসাঃ॥ ৮৬

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং জ্ঞানিপ্রভৃতীনাং গতিকথনে একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৯॥

সূর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা এবং নিয়মনির্দ্ধারণকারী। জগৎসংহারসময়ে সমস্ত দেবগণের সহিত আমরা সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইব। ঐ মহাপ্রলয় সময়ে মানবগণ ত্রিসন্ধ্যায় যে সূর্য্যের অর্চ্চনা করিবে, তাহা আমরাই গ্রহণ করিব। প্রলয়কালে হে মহাদেব! স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ আপনিই সূর্য্যরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক দগ্ধ করিবেন। মহাদেব "তাহাই হইবে" ইহা স্বীকার করিয়া হাসিতে হাসিতে ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলেন, প্রজাসৃষ্টি ব্যতিরেকে আমার লিঙ্গে প্রয়োজন নাই। মহাদেব ব্রহ্মাকে এই কথা বলিয়া স্বীয় লিঙ্গ উৎপাটন করত পৃথিবী মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। সেই মহাদেবের লিঙ্গ পৃথিবী এবং আকাশ ভেদ করত গমন করিতে লাগিল; তাহার অন্ত অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত লিঙ্গের অধোভাগে ভগবান্ বিষ্ণু গমন করিতে লাগিলেন এবং পিতামহ ব্রহ্মাও লিঙ্গের উর্দ্ধভাগে গমন করিলেন, কিন্তু তাঁহারা দুইজনে দুইদিকে সতেজে গমন করিয়াও অন্ত না পাইয়া সে স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। ইত্যবসরে আকাশবাণী উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুকে বলিলেন, মহাদেবের এই লিঙ্গ পূজিত হইলে পর, লোকের হৃদয়স্থিত সমস্ত অভিলাষ পরিপূর্ণ করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। আকাশবাণীর এই কথা শ্রবণ করত ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং অন্যান্য সমস্ত দেবগণ ভক্তিভাবে তদ্গতচিত্ত হইয়া মহাদেবের লিঙ্গপূজা আরম্ভ করিলেন। ৭১—৮৬।

একোনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৯॥

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

লিঙ্গং শম্ভোর্হরির্দৃষ্ট্বা অনন্তং সর্ব্বতোমুখম্।
তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা দেবদেবং সুনামভিঃ॥ ১
নমঃ শিবায় শান্তায় স্থাণবেঽমিততেজসে।
ঈশানায় নমো নিত্যং পশূনাং পতয়ে নমঃ॥ ২
শিতিকণ্ঠায় রুদ্রায় মহাদেবায় বৈ নমঃ।
শূলহস্তায় তে নিত্যং নমো ভীমায় শম্ভবে॥ ৩
নমো ভর্গায় ত্র্যক্ষায় নমো গঙ্গাঙ্কধারিণে।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবার পুত্র সূত, শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট বলিতে লাগিলেন, ভগবান্ বিষ্ণু সর্ব্বতোমুখ এবং অন্তশূন্য মহাদেবের লিঙ্গ দেখিয়া অবনতদেহে উত্তম নামসমূহ দ্বারা দেবদেব মহাদেবকে স্তব করিলেন। অপরিমিত-জ্যোতির্বিশিষ্ট স্থাণু, শান্তিগুণাবলম্বী, শিবপ্রদ, জগদীশ্বর এবং পশুপতি শিবকে আমি ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি। যে দেবের কণ্ঠে শিতিচিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে, যিনি প্রলয়কালে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রুদ্র নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, যে দেব সকল দেবতার প্রধান, যাঁহার হস্তে শূল বিরাজিত, যাঁহার ভীষণ মূর্ত্তি, সেই শম্ভুকে

নমো হরায় শুভ্রায় নমো গৌরীপ্রিয়ায় চ ॥ ৪
নমঃ স্মরারয়ে তুভ্যং নমস্ত্রিপুরঘাতিনে।
বামদেবায় বেদ্যায় শিপিবিষ্টায় তে নমঃ ॥ ৫
মহেশ্বরায় উগ্রায় নমঃ কপালমালিনে।
প্রমথাধিপকামায় নমস্তেঽস্তু কপর্দ্দিনে ॥ ৬
বিষাণায় নমো নিত্যং নীলগ্রীবায় তে নমঃ।
নীললোহিতরূপায় নমস্তেঽতিবিষাদিনে ॥ ৭
ভূতেশায় নমো নিত্যং প্রজাসংহারকারিণে।
নমো বালেন্দুভূষায় নমঃ কৃশানুরেতসে ॥ ৮
শ্রীকণ্ঠায় নমস্তুভ্যং দক্ষযজ্ঞবিনাশিনে।
ব্যোমকেশায় শর্ব্বায় নৌমি নিত্যং নমো নমঃ ॥৯

সনৎকুমার উবাচ।
বিষ্ণুনা সংস্তুতো ভক্ত্যা স্তোত্রেণানেন সুব্রত।
প্রসন্নবদনো ভূত্বা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১০
স্বকেনাপি হি তান্ কামান্ ব্রহ্ম-বিষ্ণু সমাপ্নুতঃ।
দুর্জ্জয়ত্বং হরির্লেভে শত্রুভিঃ সহ সঙ্গরে।
স্বর্চ্চনং মানবে লোকে সুপ্রজায়াস্ত পালনম্ ॥১২
ব্রহ্মা চৈবাক্ষয়াং সৃষ্টিং যাবন্মন্বন্তরাণি চ।
এবঞ্চান্যোঽপি যঃ স্তৌতি মানবো ভক্তিতঃ শুচিঃ
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি পরত্র চ শুভাং গতিম্
লিঙ্গস্য পূজনং শম্ভোঃ স্বর্গমোক্ষপ্রদং নৃণাম্ ॥১৪
ইহ কামপ্রদং নৃণাং রাজ্য-পুষ্টি-সুখপ্রদম্।
কিং পুনর্বঃ প্রবক্ষ্যামি পৃচ্ছধ্বং যদভীপ্সথ ॥ ১৫

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং লিঙ্গস্তুতির্নাম পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

আমি বারংবার নমস্কার করি। যিনি তেজোময়, যাঁহার ত্রিনয়ন, যিনি মস্তকে গঙ্গাপ্রবাহ ধারণ করিতেছেন, যাঁহার বর্ণ অতি শুভ্র, যিনি ভগবতী গৌরীর প্রিয়তম, সেই দেববর হরকে বারংবার আমি নমস্কার করি। যিনি কামদেবের পরম শত্রু, যিনি ত্রিপুরাসুরনিহন্তা, যিনি দেবমধ্যে অতি সুন্দর, সেই মহেশ্বরকে আমি বারংবার নমস্কার করি। যিনি ঈশ্বরগণের প্রধান, যাঁহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, যিনি কপালনির্ম্মিত মালা ধারণ করিয়া থাকেন, যিনি প্রমথাধিপতি ও অভিলাষপূরক এবং যাঁহার মস্তকে জটাজূট শোভা পাইতেছে, সেই দেবদেব মহাদেবকে বারংবার আমি নমস্কার করি। যে দেব বিষভক্ষণ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াছেন, যিনি নীলগ্রীব ও নীললোহিতরূপী, যিনি অত্যন্ত বিষভক্ষণনীল, সেই দেবকে আমি বারংবার নমস্কার করি। যে দেব ভূতগণের অধিপতি, যিনি প্রজা সংহার করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ, প্রথমোদিত চন্দ্র যাহার মস্তকভূষণ এবং যে দেববরের শুক্র অগ্নি, সেই দেবকে আমি বারংবার নমস্কার করি। যাহার কণ্ঠে শ্রী শোভা পাইতেছে, যিনি দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞ বিনষ্ট করিয়াছিলেন, যিনি ব্যোমক নামক অসুরের প্রভু, যিনি শর্ব্ব নামে বিখ্যাত, তাঁহাকে আমি প্রতিদিন স্তব ও নমস্কার করিতেছি। সনৎকুমার বলিলেন, হে সুব্রত! বিষ্ণুকর্তৃক এইরূপ সংস্তুত হওয়াতে শিবলিঙ্গ প্রসন্ন হইয়া এই কথা বলিলেন, হে বিধাতঃ। হে বিষ্ণো! তোমরা উভয়ে ভক্তিভাবে আমার স্তব করিলে, তোমাদিগের স্বকপোলকল্পিত স্তবদ্বারা আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমরা উভয়ে নিজ হিতজনক অভিলাষ প্রাপ্ত হও। ১—১১। ভগবান্ বিষ্ণু শিবলিঙ্গপ্রসাদে সমরে শত্রুবর্গের নিকট দুর্জ্জয়ত্ব লাভ করিলেন এবং মনুষ্যলোকে উত্তম পূজা ও প্রজাবর্গের পালনশক্তি পাইলেন। ভগবান্ ব্রহ্মাও শিবলিঙ্গের প্রসাদে, যত কাল মন্বন্তর সমূহ না হয় তাবৎকাল নিজ সৃষ্টির অক্ষয়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ অন্য যে মনুষ্য পবিত্রদেহে ভক্তিপূর্ব্বক শিবলিঙ্গের স্তব করিবে, সে ইহকালে সকল অভিলাষ প্রাপ্ত হইবে এবং পরকালে সদ্গতি লাভ করিবে। শিবলিঙ্গের পূজার ফল স্বর্গলাভ এবং মুক্তিপ্রাপ্তি জানিবে। শিবলিঙ্গ পূজা করিলে মনুষ্যগণের ইহকালে কামনা পূর্ণ হয়, রাজগণের রাজ্যপ্রাপ্তি হয়, বৃদ্ধি ইচ্ছুকদিগের সম্পদ্ বৃদ্ধি হয় এবং সুখেচ্ছু ব্যক্তিগণের সুখ লাভ হয়। সূত, শৌনক মুনির নিকট বলিলেন,

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

শ্রুতং মে মহদাখ্যানং যৎ ত্বয়া পরিকীর্ত্তিতম্।
অতোঽহং শ্রোতুমিচ্ছামি যথা সর্গস্ত ব্রহ্মণঃ॥ ১
দেবানাং দানবানাঞ্চ পার্থিবানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
সমুৎপন্নস্ত মে ব্রূহি যথা ব্যাসাচ্চ তে শ্রুতম্॥ ২

সূত উবাচ।

মুনে শৃণু কথাং দিব্যাং সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্।
যথাভ্যাং সংস্তুতো ভক্ত্যা স্তোত্রেণানেন তোষিতঃ
কল্যমানাং ময়া চিত্রাং বহ্বর্থাং শ্রুতচিন্তয়াম্॥৩
যশ্চেমাং ধারয়েৎ তাঞ্চ শৃণুয়াদ্বাপ্যভীক্ষ্ণশঃ।
স্ববংশোদ্ধরণং কৃত্বা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ৪

পুনর্ব্বার আমি কি বলিব? যাহা আপনা-দিগের শুনিতে ইচ্ছা হয়, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। ১২—১৫।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫০॥

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূতের নিকট শৌনক বলিলেন, শিব-লিঙ্গের বৃহৎ আখ্যায়িকা আমরা শ্রবণ করি-লাম, আপনি যাহা সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করি-লেন। ইহার পর আমি, ব্রহ্মা যেরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। দেবগণের, দানবগণের এবং পার্থিবগণের সকল বংশ যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, আপনি ভগবান্ ব্যাসদেবের নিকট যেরূপ শুনিয়াছেন, সেইরূপ আমার নিকট বলুন। শৌনক-মুনির নিকট সূত বলিলেন, হে মুনিবর! সকল পাপবিনাশিনী সেই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করুন, আমি সে কথা আপনার নিকট বলিতেছি। সে কথা অতি আশ্চর্য্য। ঐ কথায় বহু অর্থ আছে, আমি বিস্তৃতরূপে ব্যাস-সন্নিধানে যাহা শ্রবণ করিয়াছি। যে ব্যক্তি একথা হৃদয়ে ধারণ করে এবং যে ব্যক্তি একথা বারংবার শ্রবণ করে, সে নিজ বংশের উদ্ধার করিয়া

প্রধানং পুরুষো যৎ তন্নিত্যং সদসদাত্মকম্।
প্রধানপুরুষো ভূত্বা নির্ম্মমে লোকভাবনঃ॥ ৫
স্রষ্টারং সর্ব্বভূতানাং নারায়ণপরায়ণম্।
তং বৈ বিদ্ধি মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্॥ ৬
যস্মাৎ কল্পয়তে কল্পঃ সমগ্রাশুচয়ঃ শুচিঃ।
তস্মৈ হিরণ্যগর্ভায় পুরুষায়েশ্বরায় চ॥ ৭
অজায় স্থাণুরূপায় বরিষ্ঠায় প্রজাভুবে।
নমস্কৃত্য প্রবক্ষ্যামি ভুবঃ সর্গমনুত্তমম্॥ ৮
ব্রহ্মা স্রষ্টা হরিঃ পাতা সংহর্ত্তা চ মহেশ্বরঃ।
তস্য সর্গস্য নাম্যোঽস্তি কালে কালে যথা গতে॥৯
সোঽপি স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীর্য্যমবাসৃজৎ॥১০
আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥১১

পরে স্বর্গে গমনপূর্ব্বক দেবগণের ন্যায় মান্য হয়। তিনি প্রধান, তিনি পুরুষ, তিনি সদ-সদাত্মক। প্রধান পুরুষরূপে সেই লোক-ভাবনই জগৎ নির্ম্মাণ করেন। হে মুনিবর! সকল প্রাণীর সৃষ্টিকর্ত্তা এবং বিষ্ণুর পরমভক্ত, অপরিমিত তেজস্বী সেই ব্রহ্মাকে জানিবে। যে দেবকে লক্ষ্য করিয়া কল্পাত্মক কালের গণনা করা যায়, যিনি পবিত্রতম, সেই হিরণ্য-গর্ভ, পরমাত্মা, জগদীশ্বর, নিত্য, স্থাণুরূপী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত প্রজার সৃষ্টিকর্ত্তা। ব্রহ্মাকে প্রণাম করত অদ্ভুত জগৎসৃষ্টিবৃত্তান্ত আপনা-দিগের নিকট বর্ণনা করিতেছি। এ জগতের ব্রহ্মাই সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণুই পালনকর্ত্তা এবং মহা-দেবই সংহারকর্ত্তা। সকল সৃষ্টি আরম্ভ কালেই ব্রহ্মা ভিন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা অন্য কেহই নাই, ইহা নিশ্চিত জানিবেন। সেই স্বয়ম্ভূ ভগবান্ ব্রহ্মা সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া সর্ব্বাগ্রে জলরাশি সৃজন করিলেন, তৎপরে ঐ জলরাশি মধ্যে সমস্ত পদার্থের বীর্য্য নিক্ষেপ করিলেন। ১—১০। নররূপী দেব হইতেই জল সম্ভূত; এ নিমিত্ত লোকে জলকে নার শব্দে অভিহিত করে। প্রলয়-কালে জলই বিষ্ণুর বাসস্থান, একারণ বিষ্ণুর

হিরণ্যবর্ণমভবৎ তদণ্ডমুদকেশয়ম্ ।
তত্র জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূরিতি বিশ্রুতঃ ॥১২
হিরণ্যগর্ভো ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্ ।
তদণ্ডমকরোদ্দ্বৈধং দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে ॥ ১৩
অধোঽথোর্দ্ধং প্রযুক্তানি ভুবনানি চতুর্দ্দশ ।
তয়োঃ শকলয়োর্মধ্যমাকাশমসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ১৪
অপ্সু পরিপ্লুতা পৃথ্বী দিশশ্চ দশধা দিবি ।
তত্র কালো মনো বাচঃ কাম-ক্রোধাবথো রতিম্
মরীচিমত্র্যঙ্গিরসং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্ ।
বশিষ্ঠঞ্চ মহাতেজাঃ সোঽসৃজৎ সপ্ত মানসান্ ॥১৬
সপ্ত ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ ।
অতোঽসৃজৎ পুনর্ব্রহ্মা রুদ্রানেবাত্মসম্ভবান্ ॥ ১৭
সনৎকুমারঞ্চ ঋষিং সর্ব্বেষামপি পূর্ব্বজম্ ।
সপ্ত ত্বেতে প্রজায়ন্তে পশ্চাদ্রুদ্রাশ্চ সর্ব্বতঃ ॥১৮
অতঃ সনৎকুমারস্তু তেজঃ সঙ্ক্ষিপ্য তিষ্ঠতি ।
তেষাং সপ্ত মহাবংশা দিব্যদেবর্ষিপূজিতাঃ ॥ ১৯
বিদ্যুতোঽশনিমেঘাংশ্চ রোহিতেন্দ্রধনূংষি চ ।
পয়াংসি চ সসর্জ্জাদৌ পর্জ্জন্যঞ্চ সসর্জ্জ হ ॥ ২০
ঋচো যজূংষি সামানি নির্ম্মমে যজ্ঞসিদ্ধয়ে ।
পূজ্যাস্তৈরযজন্ দেবানিত্যেবমনুশুশ্রুম ॥ ২১
মুখাদ্দেবানজনয়ৎ পিতৄংশ্চৈবাথ বক্ষসঃ ।
প্রজনাচ্চ মনুষ্যান্ বৈ জঘনান্নির্ম্মমেঽসুরান্ ॥২২
উচ্চাবচানি ভূতানি গাত্রেভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে ।
আপবস্য প্রজাসর্গং সৃজতো বৈ প্রজাপতেঃ ॥২৩
সৃজ্যমানাঃ প্রজাশ্চৈব ন বর্দ্ধন্তে যদা তদা ।
দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহং স্ত্রী চৈব পুরুষোঽভবৎ ॥২৪

একটী নাম 'নারায়ণ জানিবেন। হিরণ্যবর্ণ সেই নারায়ণের একটী ডিম্ব উৎপন্ন হইয়া জলমধ্যে ভাসিতে লাগিল, সেই ডিম্ব স্বয়ং ভেদ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন, এ নিমিত্ত ব্রহ্মার স্বয়ম্ভূ নাম হইল জানিবেন। হিরণ্যবর্ণ-অণ্ড-সম্ভূত ভগবান্ ব্রহ্মা অণ্ড মধ্যে বহুকাল বাস করিয়া ঐ অণ্ডকে দ্বিখণ্ড করত স্বয়ং প্রকাশপূর্ব্বক স্বর্গ এবং পৃথিবীর সৃজন করিলেন। ঐ পৃথিবীর অধোভাগে ক্রমে ক্রমে সপ্তলোক এবং উর্দ্ধভাগে ক্রমে সপ্তলোক, এই চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টি করিলেন। সেই সকল লোকের মধ্যে মধ্যে প্রভু ব্রহ্মা আকাশের সৃষ্টি করিলেন। তৎকালে এ পৃথিবী জলমধ্যে নিমগ্ন ছিল, দশদিক্ এবং আকাশও জলমধ্যে নিমগ্ন ছিল। সেই সময়ে ক্ষণমুহূর্ত্তাদিকাল, মন, বাক্য, কাম, ক্রোধ এবং কামপত্নী রতি সৃষ্ট হইয়াছিল। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বসিষ্ঠ এই সাতজন প্রজাপতিকে ভগবান্ ব্রহ্মা নিজ মানস হইতে সৃষ্টি করিলেন। এই সাতজন ব্রহ্মার মানস-পুত্র, ইহা পুরাণশাস্ত্রে নিশ্চিত হইয়াছে। তদনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা মানস হইতে একাদশ রুদ্রের সৃজন করিলেন। ব্রহ্মা সনৎকুমার নামক সকলের জ্যেষ্ঠ ঋষিবরকে সৃজন করিয়া তদনন্তর মরীচি প্রভৃতি সপ্ত ঋষি এবং একাদশ রুদ্রের সৃজন করিলেন। মুনিবর সনৎকুমার নিজ তেজ সংক্ষেপ করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মরীচি প্রভৃতি সপ্ত ঋষি হইতে দেবগণ এবং ঋষিগণের মান্য মহা-বংশ সমস্ত জন্মিল। বিদ্যুৎ, বজ্র, মেঘগণ, শবল ইন্দ্রধনু এবং জলরাশি সর্ব্বাগ্রে সৃজন করিয়া, তৎপরে মেঘের সৃষ্টি করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ এবং সামবেদ যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন নিমিত্ত করিলেন। পূজনীয় মুনিগণ বেদত্রয় দ্বারা দেবগণের পূজা করিয়াছিলেন, ইহা বেদব্যাসমুনির নিকট আমরা শ্রবণ করিয়াছি। ১১—২১। ভগবান্ ব্রহ্মা নিজ মুখ হইতে দেবগণের সৃষ্টি করিয়া, বক্ষঃস্থল হইতে পিতৃগণের সৃষ্টি করিলেন। তদনন্তর মনুষ্যগণের সৃষ্টি করিয়া জঘন হইতে অসুরগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই প্রজাসৃষ্টিকারী প্রজাপতি ব্রহ্মার সমস্ত অঙ্গ হইতে প্রধান এবং অপ্রধান সমস্ত প্রাণীর জন্ম হইল। যখন ভগবান্ ব্রহ্মা নিজ অঙ্গ হইতে প্রজাসৃষ্টি করিয়া, প্রজার সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়া দুষ্কর, ইহা মনে মনে বিবেচনা করিলেন, তৎকালে নিজ দেহ দুই ভাগে বিভক্ত

সসৃজেঽথ প্রজাঃ সর্ব্বা মহিম্না ব্যাপ্য বিশ্বতঃ।
বিরাজমসৃজদ্বিষ্ণুং স সৃষ্টঃ পুরুষো বিরাট্ ॥ ২৫
দ্বিতীয়ং তং মনুং বিদ্ধি মনোরন্তরমেব চ।
স বৈরাজঃ প্রজাসর্গং সসর্জ্জ পুরুষঃ প্রভুঃ ॥ ২৬
নারায়ণবিসর্গস্য প্রজাস্তস্যাপ্যযোনিজাঃ ॥ ২৭
আয়ুষ্মান্ কীর্ত্তিমান্ ধন্যঃ প্রজাবাংশ্চ ভবত্যতঃ।
আদিসর্গং বিদিত্বৈবং যথেষ্টাং প্রাপ্নুয়াদ্গতিম্ ॥২৮

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং আদিসর্গকীর্ত্তনে একপঞ্চাশো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

করত স্ত্রী এবং পুরুষরূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তদনন্তর নিজ মহিমা দ্বারা এ বিশ্বসংসার ব্যাপিয়া প্রজাসৃষ্টি আরম্ভ করিয়া, সর্ব্বাগ্রে বিরাটরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর সৃষ্টি করিলেন; সেই বিরাটরূপী অদ্বিতীয় পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণু মনুর পরে সৃষ্ট হইয়াছিলেন, এ নিমিত্ত তাঁহাকে দ্বিতীয় মনু বলিয়া জানিবেন। সেই জগৎপ্রভু অদ্বিতীয় পুরুষ বিরাটরূপী ভগবান্ বিষ্ণু প্রজাসৃষ্টি করিতে লাগিলেন। নারায়ণের সৃষ্টিতে যে সকল প্রজা জন্মগ্রহণ করিল, তাহারা অযোনিসম্ভূত হইল। তাহারা স্ত্রী-পুরুষ সংসর্গজাত নহে। যে মনুষ্য আদিসৃষ্টিবৃত্তান্ত শ্রবণ করে, সে ইহকালে দীর্ঘজীবী, যশস্বী এবং ধনবান্ হইয়া পুত্র পৌত্র সহ সুখে কালযাপন করত পরকালে নিজের অভিলাষানুরূপ সদ্গতি লাভ করিতে পারে জানিবেন। ২২—২৮।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

সংসৃষ্টাসু প্রজাস্বেব আপবোঽথ প্রজাপতিঃ।
লেভে বৈ পুরুষঃ পত্নীং শতরূপামযোনিজাম্ ॥ ১
আপবস্য মহিম্না তু দিবমাবৃত্য তিষ্ঠতঃ।
ধর্ম্মেণৈব মহাত্মা স শতরূপা ব্যজায়ত ॥ ২
সা তু বর্ষশতং তপ্ত্বা তপঃ পরমদুশ্চরম্।
ভর্ত্তারং দীপ্তত্তপসং পুরুষং প্রত্যপদ্যত ॥ ৩
স বৈ স্বয়ম্ভুবং জজ্ঞে পুরুষো মনুরুচ্যতে।
যস্যৈকসপ্ততিযুগং মন্বন্তরমিহোচ্যতে ॥ ৪
বৈরাজঃ পুরুষাদ্বীরাং শতরূপা ব্যজায়ত।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ বীরকায়ামজায়তাম্ ॥ ৫
কাম্যা নাম মহাভাগা কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

লোমহর্ষণ-পুত্র সূত, সৌনকাদি ঋষিগণের নিকট বলিতে লাগিলেন, কতকগুলি প্রজা সৃষ্ট হইলে পর, যখন ব্রহ্মা বিবেচনা করিলেন, মানস-সৃষ্টি দ্বারা প্রজার বৃদ্ধি হওয়ায় দুষ্কর, তৎকালে আদিপুরুষ প্রজাপতি ব্রহ্মা, অযোনিসম্ভূতা শতরূপা নাম্নী পত্নীকে প্রাপ্ত হইলেন। যৎকালে ভগবান্ ব্রহ্মা নিজ মহিমা দ্বারা স্বর্গ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, তৎকালে সেই মহাত্মা ব্রহ্মা ধর্ম্মবলে শতরূপা-নাম্নী স্ত্রীরূপে অবতীর্ণ হইলেন। সেই শতরূপা-নাম্নী আদি রমণী একশত বর্ষ ব্যাপিয়া অত্যন্ত দুষ্কর তপস্যা করাতে অত্যন্ত উৎকট তপস্বী আদিপুরুষ ব্রহ্মাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইলেন। সেই আদি পুরুষ ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূ পুত্র উৎপন্ন করিলেন, যিনি মনু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, যাঁহার একসপ্ততি যুগকে মন্বন্তর বলিয়া লোকে বলে, অর্থাৎ ব্রহ্মার একাত্তর যুগের পর দ্বিতীয় মনুর উৎপত্তি হয়। বিরাট পুরুষ হইতে বীর্য্যবতী শতরূপা পুত্র উৎপাদন করেন। প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ এ উভয়ে বীরকা নাম্নী রমণী হইতে জন্মিয়াছিলেন। মহাভাগ্যবতী কাম্যা নামে রমণী

কাম্যা পুত্রাংশ্চ চত্বারঃ সাম্রাক্ষাক্ষিবিরাট্‌ প্রভুঃ
উত্তানপাদোঽজনয়ং পুত্রাঞ্ছক্রসমান্ প্রভুঃ ॥ ৬
ধর্ম্মস্য কন্যা সুশ্রোণী সুনীতির্নাম বিশ্রুতা।
উৎপন্না চাপি ধর্ম্মেণ ধ্রুবস্য জননী তথা ॥ ৭
ধ্রুবো বর্ষসহস্রাণি ত্রীণি দিব্যানি কাননে।
তপস্তেপে স বালস্য প্রার্থয়ন্ স্থানমব্যয়ম্ ॥ ৮
তস্মৈ ব্রহ্মা দদৌ প্রীতঃ স্থানমাত্মসমং প্রভুঃ।
অচলঞ্চৈব পুরতঃ সপ্তর্ষীণাং প্রজাপতিঃ ॥ ৯
তস্মাৎ পুষ্টিঞ্চ ধান্যঞ্চ ধ্রুবাৎ পুত্রৌ ব্যজায়ত ॥১০
পুষ্টেরাবন্তমুর্চ্ছায়াঃ পঞ্চ পুত্রানকল্মষান্।
রিপুং রিপুঞ্জয়ং বিপ্রং বৃকলং বৃকতেজসম্ ॥ ১১
রিপোরাবন্তমহিষী চাক্ষুষং সর্ব্বতেজসম্।
অজীজনৎ পুষ্করিণ্যাং বরুণং চাক্ষুষো মনুঃ ॥ ১২
মনোরজায়ন্ত দশ নড়্বলায়াং মহৌজসঃ।

কন্যায়াং হি মুনিশ্রেষ্ঠ বৈরাজস্য প্রজাপতেঃ ॥ ১৩
রুরুঃ পুরুঃ শতদ্যুম্নস্তপস্বী সত্যজিৎ কবিঃ।
অগ্নিষ্টোমোঽতিরাত্রশ্চাতিমন্যুঃ সুযশা দশ ॥ ১৪
রুরোরজনয়ৎ পুত্রান্ ষড়াগ্নেয়ী মহাপ্রভা।
অঙ্গং সুমনসং খ্যাতিং ক্রতুমাঙ্গিরসম্‌জিম্ ॥১৫
অঙ্গাৎ সুনীথা ভার্য্যা বৈ বেণমেকমসূয়ত ॥ ১৬
অপচারেণ বেণস্য কোপস্য সুমহানভূৎ।
প্রজার্থমৃষয়স্তস্য মমন্থুর্দক্ষিণং করম্ ॥ ১৭
বেণস্য পাণৌ মথিতে সম্বভূব ততঃ পৃথুঃ।
স ধন্বী কবচী জাতস্তেজসাদিত্যসন্নিভঃ ॥ ১৮
পৃথুর্বৈণ্যস্তদা পৃথ্বীমরক্ষৎ ক্ষত্রপূর্ব্বজঃ।
রাজসূয়াভিষিক্তানামাদ্যঃ স বসুধাধিপঃ ॥ ১৯
তস্মাচ্চৈব সমুৎপন্নৌ নিপুণৌ সূত-মাগধৌ।
তেনেয়ং গৌর্মুনিশ্রেষ্ঠ দুগ্ধা সর্ব্বহিতায় বৈ ॥২০
প্রজানাং হিতকামেন দেবৈঃ সর্ষিগণৈঃ সহ।

কর্দ্দম নামক প্রজাপতির পত্নী ছিলেন। কাম্যার চারি পুত্র;—সাম্রাক্ষ, অক্ষি, বিরাট এবং প্রভু। উত্তানপাদ রাজা ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী বহুপুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। অতি সুন্দরী ধর্ম্মের কন্যা সুনীতি নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত উত্তানপাদের পত্নী। সেই সুনীতি ধ্রুব নামক পুত্র প্রসব করেন। ধর্ম্ম হইতে সুনীতির জন্ম হয়। সুনীতিপুত্র ধ্রুব বাল্যাবস্থায় দেবপরিমাণে তিন হাজার বৎসর ব্যাপিয়া, অক্ষয় উত্তম স্থান প্রার্থনা করত অরণ্যমধ্যে তপস্যা করেন। ধ্রুবের তপস্যায় প্রীত হইয়া ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকের সদৃশ সপ্তর্ষিমণ্ডলের সম্মুখে অক্ষয় স্থান দান করিলেন। সেই তপঃপরায়ণ ধ্রুব হইতে পুষ্টি এবং ধান্য নামক দুইটী পুত্র জন্মিয়াছিল। অবন্তীদেশীয় মূর্চ্ছা-নাম্নী পত্নীর গর্ভে পুষ্টির পঞ্চপুত্র হয়;—রিপু, পুরঞ্জয়, বিপ্র, বৃকল এবং বৃকতেজা। ১—১১। অবন্তীদেশ-সম্ভূতা মহিষী রিপু হইতে সর্ব্বতেজস্বী চাক্ষুষ নামে পুত্র প্রসব করেন; ঐ চাক্ষুষ মনুর পুষ্করিণী নামক পত্নীতে বরুণ পুত্র উৎপন্ন হয়। হে মুনিবর! বিরাট প্রজাপতির নড়্বলা নামক কন্যাতে মনুর ঔরসে অতি তেজস্বী দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। রুরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যজিৎ, কবি, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, অতিমন্যু এবং সুযশাঃ এই দশটী মনুর পুত্র জানিবেন। অত্যন্ত দীপ্তিমতী আগ্নেয়ী নাম্নী রুরুপত্নী অঙ্গ, সুমনাঃ, খ্যাতি, ক্রতু, আঙ্গিরস এবং মৃজি নামক ছয়টী পুত্র প্রসব করেন। সুনীথা-নাম্নী অঙ্গের পত্নী একমাত্র বেণ নামে পুত্র প্রসব করেন। ঐ বেণের অধর্ম্মাচরণ ও দুষ্ক্রিয়াসমূহ দর্শন করত প্রকৃতিগণের অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিয়াছিল। সন্তানকামনায় মুনিগণ বেণের দক্ষিণ-হস্ত মন্থন করিয়াছিলেন, বেণের হস্ত মন্থন করিলে পর, ধনুর্দ্ধারণ ও কবচ পরিধানপূর্ব্বক সূর্য্যতুল্য তেজস্বী হইয়া পৃথু নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বেণপুত্র পৃথু ক্ষত্রিয়কুলের আদিপুরুষ; তিনিই সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবীর রক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং সেই পৃথিবীপতি পৃথু সর্ব্বাগ্রে রাজসূয়যজ্ঞে অভিষিক্ত হন। সেই পৃথু হইতে সকল কার্য্যে নিপুণ সূত এবং মাগধ নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। হে মুনিবর! প্রজাবর্গের

পিতৃভির্দানবৈশ্চৈব গন্ধর্ব্বৈঃ সাপ্সরোগণৈঃ ॥২১
সর্পৈঃ পুণ্যজনৈশ্চৈব বীরুদ্ভিঃ পর্ব্বতৈস্তথা।
তেন দত্তেন জীবন্তি সর্ব্বদেবগণাঃ সদা ॥ ২২

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং আদিসর্গবর্ণনে পৃথূৎপত্তির্নাম দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
পৃথোঃ পুত্রৌ তু ধর্ম্মজ্ঞৌ জজ্ঞাতে ভুবি পার্থিবৌ
হবির্ধানী-হবির্দ্ধামনামানৌ তৌ বভূবতুঃ ॥ ১
শিখণ্ডিনী হবির্দ্ধামাৎ পুত্রং প্রাচীনবর্হিষম্।
প্রাচীনাগ্রাঃ কুশাস্তস্য পৃথিবীতলচারিণঃ।
সমুদ্রতনয়ায়ান্তু কৃতদারোঽভবৎ প্রভুঃ ॥ ২
সমুদ্রতনয়ায়ান্তু দশ প্রাচীনবর্হিষঃ।
সর্ব্বে প্রচেতসো নাম ধনুর্ব্বেদস্য পারগাঃ ॥ ৩
অপৃথগ্ধর্ম্মচরণাস্তেঽতপ্যন্ত মহৎ তপঃ।
দশ বর্ষসহস্রাণি সমুদ্রসলিলেশয়াঃ ॥ ৪
তপশ্চরৎসু পৃথিব্যামভবন্ সুমহীরুহাঃ।
অরক্ষ্যমাণায়াং পৃথ্ব্যাং বভূবাথ প্রজাক্ষয়ঃ ॥ ৫
তং দৃষ্ট্বা তু দ্রুমেভ্যস্তে প্রাসৃজন্নগ্নি-মারুতৌ।
বৃক্ষানুন্মূল্য বায়ুস্তানদহদ্ধব্যবাহনঃ ॥ ৬
বৃক্ষক্ষয়ং ততো দৃষ্ট্বা কিঞ্চিচ্ছিষ্টেষু শাখিষু।
উপগম্যাব্রবীদেতান্ রাজা সোমঃ প্রতাপবান্ ॥ ৭
কোপং যচ্ছথ রাজানঃ সর্ব্বে প্রাচীনবর্হিষঃ।
অনু ভূতানু কন্যেয়ং বৃক্ষাণাং বরবর্ণিনী।
ভবিষ্যং জানতা সা তু ধৃতা গর্ভেণ বৈ ময়া ॥ ৮
ভার্য্যা বোঽস্তু মহাভাগা সোমবংশবিবর্দ্ধিনী ॥ ৯
অস্যামুৎপৎস্যতে বিদ্বান্ দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ।

হিতাভিলাষী সেই পৃথু রাজা দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, অসুরগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, সর্পগণ এবং পুণ্যজনগণের সহিত বৃক্ষ, লতা এবং পর্ব্বতযুক্ত সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে দোহন করিয়াছিলেন; সেই পৃথুরাজ-দত্ত যজ্ঞীয় দ্রব্যসমূহ দ্বারা দেবগণ সর্ব্বদা জীবন রক্ষা করেন। ১২—২২।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট উগ্রশ্রবা নামক সূত বলিতে লাগিলেন, পৃথুরাজার হবির্দ্ধানী এবং হবির্দ্ধাম নামে অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ পৃথিবীর রাজা দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। হবির্দ্ধাম-পত্নী শিখণ্ডিনী প্রাচীনবর্হিষ নামে পুত্র প্রসব করেন। ধরণীতলচারী প্রাচীনাগ্র সমস্ত কুশ প্রাচীনবর্হিষ হইতে উৎপন্ন হয়। সেই প্রভু প্রাচীনবর্হিষ সমুদ্র-তনয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন; প্রাচীনবর্হিষ রাজার সমুদ্র-তনয়ার গর্ভে প্রচেতা নামে দশ পুত্র জন্মে। ঐ দশ প্রচেতা ধনুর্ব্বেদের সীমা পর্য্যন্ত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই এক ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া সমুদ্রজলে বাস করত দশ হাজার বৎসর উৎকট তপস্যা করিয়াছিলেন। প্রচেতাগণ তপস্যায় আসক্ত হইলে পর, পৃথিবীমধ্যে কেবল বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিয়া পৃথিবী বনময় হওয়াতে তৎকালে অন্য কোন প্রকার শস্য উৎপন্ন হইত না। তৎকালে পৃথিবী, রাজার অভাবে অরক্ষিত হওয়াতে প্রজাক্ষয় হইতে লাগিল। প্রাচীন-বর্হিষের পুত্রগণ প্রজাক্ষয় দেখিয়া, সমুদ্র হইতে অগ্নি এবং বায়ুর সৃষ্টি করিলেন। বায়ু বৃক্ষসমূহ উৎপাটন করিতে লাগিলেন এবং অগ্নি বৃক্ষসমূহ দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন; বৃক্ষগণের অধিপতি প্রতাপান্বিত সোম, বৃক্ষক্ষয় দেখিয়া, কিঞ্চিন্মাত্র বৃক্ষের শেষসত্ত্বে প্রাচীন-বর্হিষের পুত্রগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে রাজবর্গ! আপনারা ক্রোধ সংহার করুন। বৃক্ষগণের পশ্চাজ্জাত এই সুন্দরী কন্যাকে, আমি ভবিষ্যৎবার্ত্তা জানিয়া, গর্ভে ধারণ করিয়াছি। ১—৮। হে মহাভাগগণ! সোমবংশবিবর্দ্ধিনী ঐ কন্যা আপনাদিগের ভার্য্যা হউক। এই কন্যার গর্ভে মহা পণ্ডিত দক্ষ-

যুষ্মাকং তেজসার্দ্ধেন মম চাংশেন তেজসঃ ॥ ১০
ব্রহ্মতেজোময়ো ভূয়ঃ প্রজাঃ সংবর্দ্ধয়িষ্যতি ॥ ১১
ততঃ সোমস্য বচনাজ্জগৃহুস্তে প্রচেতসঃ।
ভার্য্যাং ধর্ম্মেণ তস্যাস্তু দক্ষো জজ্ঞে প্রজাপতিঃ॥
সোঽপি জজ্ঞে মহাতেজাঃ সোমস্যাংশেন বৈ মুনে
অচরাংশ্চ চরাংশ্চৈব দ্বিপদোঽথ চতুষ্পদঃ।
স সৃষ্ট্বা মনসা দক্ষঃ পশ্চাদসৃজত স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৪
দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ।
শিষ্টাঃ সোমায় দক্ষোঽপি নক্ষত্রাখ্যাংদদৌ প্রভুঃ
দেবাসুরাঃ খগা নাগা দিতিজাশ্চান্যদেবতাঃ ॥ ১৫
ততঃপ্রভৃতি বিপ্রেন্দ্র প্রজা মৈথুনসম্ভবাঃ।
সঙ্কল্পাদ্দর্শনাৎ স্পর্শাৎ পূর্ব্বেষাং সৃষ্টিরুচ্যতে ॥১৬
শৌনক উবাচ।
অঙ্গুষ্ঠাদ্‌ব্রহ্মণো জাতো দক্ষশ্চোক্তঃ পুরা ত্বয়া।
কথং প্রাচেতসত্বং হি পুনর্লেভে মহাতপাঃ ॥১৭
এতস্মে সংশয়ং সূত আখ্যাতুং বৈ ত্বমর্হসি।
দৌহিত্রশ্চৈব সোমস্য কথং শ্বশুরতাং গতঃ ॥১৮
সূত উবাচ।
উৎপত্তিশ্চ নিরোধশ্চ নিত্যং ভূতেষু বর্ত্ততে।
কল্পে কল্পে ভবন্ত্যেতে সর্ব্বে দক্ষাদয়ো মুনে ॥১৯
পুনশ্চৈব নিরুধ্যন্তে সুজ্ঞস্তত্র ন মুহ্যতি।
জ্যেষ্ঠঃ কনিষ্ঠো মধ্যস্থঃ পূর্ব্বমাসীন্মহামুনে ॥২০
ইমাং বিসৃষ্টিং দক্ষস্য যো বিদ্যাৎ সচরাচরম্।
প্রজাবানায়ুষা পূর্ণঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ২১

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং আদিসর্গবর্ণনে দক্ষোৎপত্তিকথনং নাম ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করিবেন। আপনাদিগের তেজের অর্দ্ধাংশ দ্বারা এবং আমারও তেজের অংশ দ্বারা ব্রহ্মতেজোময় সেই দক্ষ প্রজাপতি পুনর্ব্বার সাতিশয় প্রজাবৃদ্ধি করিবেন। তদনন্তর সোমের বাক্য শুনিয়া প্রচেতাগণ ধর্ম্মসহকারে সোমকন্যাকে দারপরিগ্রহ করিলেন; সেই কন্যার গর্ভে দক্ষপ্রজাপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হে মুনিবর! সেই মহাতেজা দক্ষপ্রজাপতি সোমের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। স্থাবর, জঙ্গম, দ্বিপদ এবং চতুষ্পদ পুরুষসমূহ নিজ মন হইতে সেই দক্ষপ্রজাপতি সৃষ্টি করিয়া, তৎপরে কন্যাসমূহ সৃষ্টি করিলেন। দক্ষ প্রজাপতি ধর্ম্মকে দশটী কন্যা, কশ্যপমুনিকে ত্রয়োদশটী এবং চন্দ্রকে অবশিষ্ট সাতাইশটী অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রগণ প্রদান করিলেন। তৎপরে দেব, দানব, পক্ষী এবং সর্প উৎপন্ন হয়। হে বিপ্রেন্দ্র! তদবধি প্রজা সমস্ত স্ত্রী পুরুষ-সংসর্গে জন্মিতে লাগিল। সৃষ্টির আদিতে মানসিক ইচ্ছা, দর্শন এবং স্পর্শ দ্বারা আদিমগণের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা পুরাণে উক্ত হইয়াছে। শৌনক সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূত! পূর্ব্বে বলিয়াছ, ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষপ্রজাপতির উৎপত্তি হইয়াছে; অধুনা বলিতেছ, মহাতপা দক্ষ প্রচেতাদিগের সন্তান, ইহা কি প্রকার? আমার এ সংশয় ছেদন করিতে তুমি ভিন্ন কেহই সমর্থ নহে। পুনর্ব্বার বলিয়াছ, চন্দ্রের দৌহিত্র দক্ষ এবং চন্দ্রকে কন্যাদান করিয়া দক্ষ তাঁহার শ্বশুর হইয়াছেন। সূত শৌনকের নিকট বলিতে লাগিলেন, প্রাণিগণের উৎপত্তি এবং বিনাশ বারংবার হইয়া থাকে। হে মুনিবর! দক্ষ প্রভৃতি সমস্ত প্রজাপতিগণ সকল কল্পেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, পুনর্ব্বার তাঁহাদিগেরও বিনাশ হয়, এ বিষয়ে প্রাজ্ঞগণ মুগ্ধ হন না। হে মহামুনে! জ্যেষ্ঠ, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ ইহার ব্যতিক্রম কল্পভেদে হইয়া থাকে। দক্ষপ্রজাপতি হইতে স্থাবর এবং জঙ্গম প্রভৃতির সৃষ্টি যে ব্যক্তি পাঠ অথবা শ্রবণ করে, সে মনুষ্য পুত্র-পৌত্রগণের সহিত দীর্ঘজীবী হইয়া ইহলোকে কালযাপন করত পরলোকে স্বর্গপুরীতে বাস করে। ৯—২১।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

দেবানাং দানবানাঞ্চ গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্।
সৃষ্টিস্তু বিস্তরেণেমাং সূতপুত্র ব্রবীহি মে ॥ ১

সূত উবাচ।

পূর্ব্বং হি মনসা দক্ষঃ সৃষ্টিং চক্রে প্রজাপতিঃ।
যদা ন বর্দ্ধতে সা তু বীরণস্য প্রজাপতেঃ ॥ ২
সুতাং সুতপসা যুক্তামাহ্বয়ৎ সর্গকারণাৎ।
স মৈথুনেন ধর্ম্মেণ সসর্জ্জ বিবিধাঃ প্রজাঃ ॥ ৩
তস্যাং পুত্রসহস্রাণি বীরণ্যাং পঞ্চ বীর্য্যবান্।
আশ্রিত্য জনয়ামাস দক্ষ এব প্রজাপতিঃ ॥ ৪
তান্ সিসৃক্ষূংস্ততো দৃষ্ট্বা নারদঃ প্রাহ বৈ মুনে।
পূর্ব্বং স তু সমুৎপন্নো নারদঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৫
শ্রুতং বাচা কশ্যপাদ্বৈ পুংসাং সৃষ্টির্ভবিষ্যতি।
দক্ষস্য বৈ দুহিতরি তস্মাৎ তানব্রবীৎ তু সঃ ॥ ৬

নারদ উবাচ।

অজানন্তঃ কথং সৃষ্টিং বালিশা বৈ করিষ্যথ।
দিশং কাঞ্চিদজানন্তস্তস্মাদ্বিজ্ঞায়তাং ভুবম্ ॥ ৭

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তা বব্রজুঃ সর্ব্বে আশাং বিজ্ঞাতুমোজসা।
গতৈস্তৈর্জনয়ামাস পুনঃ পঞ্চশতং সুতান্ ॥ ৮
দক্ষস্য পুত্রা হর্য্যশ্বা বিবর্দ্ধয়িষবঃ প্রজাঃ।
তানুবাচ পুনঃ সোঽপি নারদঃ কিং হি বালিশাঃ
ভুবো মানমজানন্তঃ কথং সৃষ্টির্ভবিষ্যতি।
তে তু তদ্বচনং শ্রুত্বা নির্যাতাঃ সর্ব্বতোদিশম্ ॥ ১০
অনন্তং পুষ্করং প্রাপ্য গতাস্তেঽপি পরাভবম্।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে সমুদ্রেভ্য ইবাপগাঃ ॥ ১১
তদাপ্রভৃতি বৈ ভ্রাতা ভ্রাতুরন্বেষণে রতঃ।
প্রযাতো নশ্যতি মুনে তন্ন কার্য্যং বিপশ্চিতা ॥ ১২
তাংশ্চাপি নষ্টান্ বিজ্ঞায় পুত্রান্ দক্ষঃ প্রজাপতিঃ

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

শৌনকমুনি সূতকে বলিলেন,—হে সূত-নন্দন! দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, সর্প এবং রাক্ষসগণের উৎপত্তি আমার নিকট বিস্তৃতরূপে বল। সূত শৌনকমুনির নিকট বলিতে লাগিলেন। দক্ষপ্রজাপতি প্রথমে মন দ্বারা প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন, মানসসৃষ্টি দ্বারা প্রজাবৃদ্ধি হওয়া দুষ্কর, তখন বীরণনামক প্রজাপতির তপস্বিনী কন্যাকে, সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত, আহ্বান করিলেন, অর্থাৎ বিবাহ করিলেন। সেই দক্ষ প্রজাপতি স্ত্রী-পুরুষ-সংসর্গ দ্বারা নানাপ্রকার প্রজা সৃষ্টি করিলেন। সেই বীরণকন্যাতে অতি তেজস্বী দক্ষ-প্রজাপতি সহবাস করত পাঁচ হাজার পুত্র উৎপন্ন করিলেন। হে মুনিবর! দেবর্ষি নারদ সেই সমস্ত পুত্রসৃষ্টি দর্শন করত দক্ষ-প্রজাপতিকে বলিয়াছিলেন। ঐ দেবর্ষি নারদ পূর্ব্বে ব্রহ্মার মানস হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। আমি দৈববাণীতে শ্রবণ করিয়াছি, দক্ষকন্যার গর্ভে কশ্যপমুনির ঔরসে পুরুষগণের সৃষ্টি হইবে। সেই হেতু দক্ষপুত্রগণকে নারদ বলিলেন, রে মূর্খগণ! না জানিয়া কি নিমিত্ত সৃষ্টি করিতেছ? তোমাদিগের কোন দিক্-জ্ঞানই নাই; অতএব পৃথিবীকে জ্ঞাত হও। দেবর্ষি নারদ এ কথা বলিলে পর, দক্ষপুত্রগণ তেজের দ্বারা দিক্ জানিতে গমন করিলেন। পুত্রগণ গমন করিলে পর, দক্ষপ্রজাবৃদ্ধি নিমিত্ত পুনর্ব্বার পাঁচশত পুত্র উৎপন্ন করিলেন। দক্ষপ্রজাপতির পুত্র হর্য্যশ্বগণকে পুনর্ব্বার নারদমুনি বলিলেন, হে মূর্খগণ! কি নিমিত্ত পৃথিবীর পরিমাণ না জানিয়া, কি প্রকারে প্রজাসৃষ্টি হইবে? দক্ষপুত্র হর্য্যশ্বগণ নারদ-মুনির বাক্য শুনিয়া, সকল দিকে প্রস্থান করিলেন। ১—১০। তাঁহারা অন্তশূন্য আকাশ-পথ অবলম্বনপূর্ব্বক পরাভব নামক দেশে গমন করিয়া, অদ্যাপি প্রত্যাগত হইলেন না; যেরূপ নদী সকল অনবরত সমুদ্র লক্ষ্য করত গমন করিতেছে, কিন্তু কখনও প্রত্যাগমন করে না, তদ্রূপ জানিবে। হে মুনিবর! সে পর্য্যন্ত সহোদরের অন্বেষণে সহোদর গমন করিলে বিনষ্ট হয়, এ নিমিত্ত পণ্ডিতব্যক্তি ভ্রাতার অন্বেষণে ভ্রাতাকে পাঠাইবেন না। দক্ষ-

ষষ্টিকন্যাস্বজৎ পশ্চাদ্বীরণ্যামিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ১৩
দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ ।
সপ্তবিংশতিং সোমায় চতস্রোঽরিষ্টনেমিনে ॥১৪
দ্বে চৈব ব্রহ্মপুত্রায় দ্বে চৈবাঙ্গিরসে তদা ।
দ্বে কৃশাশ্বায় বিদুষে তাসাং নামানি মে শৃণু ॥১৫
অরুন্ধতী বসুর্জামির্লম্বা ভানুর্মরুত্বতী ।
সঙ্কল্পা চ মুহূর্ত্তা চ সাধ্যা বিশ্বা চ বৈ মুনে ।
ধর্ম্মপত্ন্যো দশ ত্বেতাস্তাস্বপত্যানি মে শৃণু॥ ১৬
বিশ্বেদেবাস্তু বিশ্বায়াঃ সাধ্যান্ সাধ্যা ব্যজায়ত ।
মরুত্বত্যা মরুত্বন্তো বসোস্তু বসবস্তথা ॥ ১৭
ভানোস্তু ভানবঃ সর্ব্বে মুহূর্ত্তায়া মুহূর্ত্তজাঃ ।
লম্বায়াশ্চৈব ঘোষোঽথ নাগবীথী চ জামিজা ॥১৮
পৃথিবীবিষয়স্তস্যামরুন্ধত্যাং ব্যজায়ত ।
সঙ্কল্পায়াস্তু সত্যাত্মা জজ্ঞে সঙ্কল্প এব হি ॥১৯
অয়ো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিলোঽনলঃ ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবো নামতঃ স্মৃতাঃ ॥ ২০
অয়স্য পুত্রো বেতণ্ডঃ শ্রমঃ শান্তো মুনিস্তথা ।
ধ্রুবস্য পুত্রো ভগবান্ কালো লোকপ্রভাবনঃ ॥২১
সোমস্য ভগবান্ বর্চ্চা বর্চ্চস্বী যেন জায়তে ॥ ২২
ধরস্য পুত্রো দ্রবিণো হুতহব্যবহস্তথা ।
মনোহরায়াঃ শিশিরঃ প্রাণোঽথ রমণস্তথা ॥২৩
অনিলস্য শিবা ভার্য্যা যস্যাঃ পুত্রঃ পুরোজবঃ ।
অবিজ্ঞাতগতিশ্চৈব দ্বৌ পুত্রাবনিলস্য তু ॥ ২৪
অগ্নিপুত্রঃ কুমারস্তু শরস্তম্বে শ্রিয়াবৃতে ।
তস্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠজঃ ।
অপত্যং কৃত্তিকানান্তু কার্ত্তিকেয় ইতি স্মৃতঃ ॥ ২৫
প্রত্যূষস্য ত্বভূৎ পুত্র ঋষির্নাম্না তু দেবলঃ ।
দ্বৌ পুত্রৌ দেবলস্যাপি প্রজাবন্তৌ মনীষিণঃ ॥২৬
বৃহস্পতেস্তু ভগিনী বরস্ত্রী ব্রহ্মচারিণী ।
যোগসিদ্ধা জগৎ কৃৎস্নং সমস্তাদ্ব্যাচরত্তুত ॥ ২৭
প্রভাসস্য তু সা ভার্য্যা বসূনামষ্টমস্য চ ।

প্রজাপতি অবশিষ্ট পঞ্চশত পুত্রগণকে বিনষ্ট জানিয়া তদনন্তর বীরিণী-পত্নীর গর্ভে ষাটটী কন্যা উৎপাদন করিলেন, ইহা আমি শ্রবণ করিয়াছি। দক্ষপ্রজাপতি দশটী কন্যা ধর্ম্মকে, কশ্যপ মুনিকে ত্রয়োদশটী, সাতাশটী চন্দ্রকে, চারিটী অরিষ্টনিমিকে, দুইটী ব্রহ্মার পুত্রকে, দুইটী অঙ্গিরা মুনিকে এবং অবশিষ্ট দুইটী কন্যা বিদ্বান্ কৃশাশ্ব মুনিকে প্রদান করিলেন। সে ষাটটীর নাম কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা সকলে আমার নিকট তাঁহাদিগের নাম শ্রবণ করুন। অরুন্ধতী, বসু, জামি, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা, এবং বিশ্বা, হে মুনিবর! এই দশটী ধর্ম্মের পত্নী জানিবেন। ইঁহাদিগের গর্ভে যে সকল পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন। বিশ্ব-দেবগণ বিশ্বার গর্ভে, সাধ্যার গর্ভে সাধ্যগণ, মরুত্বতীর গর্ভে উনপঞ্চাশৎ বায়ুগণ, বসুর গর্ভে অষ্টবসু, ভানুর গর্ভে দ্বাদশ সূর্য্যগণ, মুহূর্ত্তার গর্ভে মুহূর্ত্তজগণ, লম্বার গর্ভে ঘোষ, জামির গর্ভে নাগবীথি, বিখ্যাত অরুন্ধতীর গর্ভে পৃথিবী বিষয় এবং সঙ্কল্পার গর্ভে সত্যশরীরী সঙ্কল্প জন্মগ্রহণ করেন। অয়, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যূষ, প্রভাস, এই অষ্ট বসুর নাম জানিবেন। ১১—২০। অয়নামক বসুর পুত্র বেতণ্ড, শ্রম, শান্ত এবং মুনি। ধ্রুব নামক বসুর পুত্র, সকল লোকের উৎপাদক ভগবান্ কাল। সোম নামক বসুর পুত্র বর্চ্চাঃ, বর্চ্চা হইতেই লোকে বর্চ্চস্বী হয়। ধর নামক বসুর পুত্র দ্রবিণ, যিনি শীঘ্র দেব-অন্ন বহন করেন। অনিল নামক বসুর পত্নী শিবা; পুরোজব এবং অবিজ্ঞাত গতি এ দুইটী পুত্র শিবার গর্ভে অনিলের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। অগ্নির পুত্র কুমার শোভাযুক্ত শরগুচ্ছ মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন; সেই কুমারের শাখ, বিশাখ এবং নৈগমেয় পৃষ্ঠচর ছিল। কুমারের কৃত্তিকাগণের গর্ভে জন্ম হয়, এ নিমিত্ত তাঁহার নাম কার্ত্তিকেয় বলিয়া বিখ্যাত ছিল। প্রত্যূষ নামক বসুর পুত্র ঋষি দেবল নামে বিখ্যাত। পণ্ডিতবর দেবলের দুই পুত্র, তাঁহারাও সন্তান-সন্ততিযুক্ত ছিলেন। সাতিশয় সুন্দরী, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা, বৃহস্পতির সহোদরা সমস্ত জগৎ ভ্রমণ করিতে সমর্থা যোগসিদ্ধা অষ্টম বসু প্রভাসের সহধর্ম্মিণী ছিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা মহাভাগস্তস্যাং জজ্ঞে প্রজাপতিঃ ॥ ২৮
কর্ত্তা শিল্পসহস্রাণাং ত্রিদশানাঞ্চ বর্দ্ধকিঃ।
ভূষণানাঞ্চ সর্ব্বেষাং কর্ত্তা শিল্পবতাং বরঃ ॥ ২৯
যঃ সর্ব্বাষাং বিমানানি দেবতানাং চকার হ।
মনুষ্যাশ্চোপজীবন্তি যস্য শিল্পং মহাত্মনঃ ॥ ৩০
অজৈকপাদহির্ব্রধ্নস্ত্বষ্টা রুদ্রশ্চ বীর্য্যবান্।
ত্বষ্টুশ্চাপ্যাত্মজঃ শ্রীমান্ বিশ্বরূপো মহাযশাঃ ॥ ৩১
হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চাপরাজিতঃ।
বৃষাকপিশ্চ শম্ভুশ্চ কপর্দ্দী রৈবতস্তথা ॥ ৩২
একাদশৈতে কথিতা রুদ্রাস্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ।
এবং তে বংশমাখ্যাতং রুদ্রাণামমিতৌজসাম্ ॥৩৩
অদিতির্দিতিশ্চ দনুররিষ্টা সুরসা ইলা।.
সুরভির্বিনতা চৈব তাম্রা ক্রোধা সমা ইলা ॥ ৩৪
কদ্রুঃ শনিশ্চ বিপ্রেন্দ্র তাস্বপত্যানি মে শৃণু ॥ ৩৫
পূর্ব্বমন্বন্তরে শ্রেষ্ঠা দ্বাদশাসন্ সুরোত্তমাঃ।
তুষিতা নাম তেঽন্যোন্যমূচুর্বৈবস্বতেঽন্তরে ॥ ৩৬
উপস্থিতে চাব্যয়শ্চাক্ষুষস্যান্তরং মনোঃ।
হিতার্থং সর্ব্বলোকানাং সমাগম্য পরস্পরম্ ॥ ৩৭
আগচ্ছং স্তাংস্ত তানূচুরদিতিং সম্প্রবিশ্যথ।
মন্বন্তরে প্রসূয়ামঃ সতাং শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৩৮
এবমুক্তাস্তু তে সর্ব্বে চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
মারীচেঃ কশ্যপাজ্জাতাস্ত্বদিত্যা দক্ষকন্যয়া ॥ ৩৯
তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেব হি।
অর্য্যমা চৈব ধাতা চ ত্বষ্টা পুষা তথৈব চ ॥ ৪০
বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রাবরুণ এব চ।
অংসো ভগশ্চাতিতেজা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥
চাক্ষুষস্যান্তরে পূর্ব্বমাসন্ যে তুষিতাঃ সুরাঃ।
রৈবতস্যান্তরে তে তু আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥৪২
সপ্তবিংশতি যাঃ প্রোক্তাঃসোমপত্ন্যোঽথ সুব্রতাঃ
তাসামপত্যান্যভবন্ দীপ্তয়োঽমিততেজসঃ ॥ ৪৩
অরিষ্টনেমেঃ পত্নীনামপত্যানীহ ষোড়শ।

তাঁহার গর্ভে প্রজাপতি, মহাভাগ্যবান্ বিশ্বকর্ম্মা জন্ম গ্রহণ করেন, যিনি অসংখ্য শিল্পকার্য্য করিয়াছিলেন, যিনি দেবগণের গৃহাদিনির্ম্মাণকর্ত্তা, অলঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি শিল্পিগণের শ্রেষ্ঠ, দেবতাগণের সমস্ত আকাশচারী, দেবযাননিকর যাঁহার বুদ্ধি কৌশলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, এক্ষণেও যে মহাত্মার শিল্পকার্য্য শিল্পিগণ উপজীবিকা করিতেছে। ২১—৩০। অজৈকপাদ, অহির্বধ্ন, ত্বষ্টা, বীর্য্যবান্ রুদ্র, হর, বহুরূপ, অন্যের অজিত ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী ও রৈবত ত্রিভুবনের পতি এই একাদশ রুদ্র শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন। ত্বষ্টার পুত্র পরম যশস্বী শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ নামে বিখ্যাত ছিলেন। এরূপ অপরিমিত বলবান্ একাদশ রুদ্রগণের বংশ আপনার নিকট উক্ত হইল। অদিতি, দিতি, দনু, অরিষ্টা, সুরসা, ইলা, সুরভি, বিনতা তাম্রা,ক্রোধা, সমা, কদ্রু, শনি, হে বিপ্রবর! এই ত্রয়োদশটী কশ্যপ মুনির পত্নী। তাঁহাদিগের গর্ভজাত সন্তানগণের নাম বলিতেছি, আমার নিকট তাহা শ্রবণ করুন। আদিমন্বন্তর সময়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দ্বাদশজন সুরবর জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈবস্বত মন্বন্তর সময়ে তুষিতগণ পরস্পরে বলিয়াছিলেন, চাক্ষুষ মন্বন্তর উপস্থিত হইলে, সকল লোকের হিতসাধন নিমিত্ত আমরা পরস্পরে মিলিত হইয়া অদিতির গর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিব, তাহা হইতে সাধুগণের মঙ্গল হইবে। তুষিতগণ পরস্পরে এরূপ মন্ত্রণা করিয়া চাক্ষুষমন্বন্তর উপস্থিত হইলে মরীচি-পুত্র কশ্যপমুনির ঔরসে দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ঐ চাক্ষুষ-মন্বন্তরে অদিতির গর্ভে বিষ্ণু এবং ইন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অর্য্যমা, ধাতা, ত্বষ্টা, পুষা বিবস্বান্ সবিতা, মিত্রাবরুণ, অংস, ভগ, অতিতেজা, এই দ্বাদশ আদিত্য নামে বিখ্যাত জানিবে। ৩১—৪১। পূর্ব্বে চাক্ষুস-মন্বন্তরে তুষিত নামে যে সুরগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই রৈবত নামক মন্বন্তর সময়ে দ্বাদশ আদিত্যরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। চন্দ্রের পত্নী সপ্তবিংশতি উক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সুব্রতা ছিলেন; তাঁহাদিগের সন্তানগণ দীপ্তিমন্ত এবং অতি তেজস্বী হইয়াছিল। অরিষ্টনেমির পত্নীগণের গর্ভে

বহুপুত্রস্য বিদুষশ্চতস্রো যাঃ সুতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৪
কৃশাশ্বস্য তু দেবর্ষের্দেবপ্রহরণাঃ স্মৃতাঃ।
এতে যুগসহস্রান্তে জায়ন্তে পুনরেব হি ॥ ৪৫
সর্ব্বে দেবনিকায়াশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশৎ তু কামজঃ।
তেষামপি চ বিপ্রেন্দ্র নিরোধোৎপত্তিরুচ্যতে ॥৪৬
যথা সূর্য্যস্য নিত্যং হি উদয়াস্তময়াবিহ।
এবং দেবনিকায়াস্তে সম্ভবন্তি যুগে যুগে ॥ ৪৭
দিত্যা বভূবতুঃ পুত্রৌ কশ্যপাদিতি নঃ শ্রুতম্।
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব হিরণ্যাক্ষশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৪৮
সিংহিকা চাভবৎ কন্যা বিপ্রচিত্তেঃ পরিগ্রহঃ।
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাশ্চত্বারোঽপ্যমিতৌজসঃ ॥৪৯
অনুহ্রাদশ্চ হ্রাদশ্চ প্রহ্লাদশ্চৈব বীর্য্যবান্।
সংহ্রাদশ্চ চতুর্থোঽভূদ্ধ্রাদপুত্রো হ্রদঃ স্মৃতঃ ॥৫০
হ্রদস্য পুত্র আয়ুষ্মাঞ্ছিবিঃ কালস্তথৈব চ।
বিরোচনস্তু প্রাহ্লাদির্বলির্জজ্ঞে বিরোচনাৎ ॥ ৫১
বলেঃ পুত্রশতন্ত্বাসীদ্বাণো জ্যেষ্ঠশ্চ তস্য তু।
হিরণ্যাক্ষসুতাঃ পঞ্চ পণ্ডিতাঃ সুমহাবলাঃ ॥ ৫২
কুকুরঃ শকুনিশ্চৈব ভূতসন্তাপনস্তথা।
মহানাদশ্চ বিক্রান্তঃ কালনাভস্তথৈব চ ॥ ৫৩
অভবন্ দনুপুত্রাশ্চ শতং তীব্রপরাক্রমাঃ।
মহাবলা মহাবীর্য্যাঃ প্রাধান্যেন নিবোধ মে ॥ ৫৪
দ্বিমূর্দ্ধা শকুরশ্চৈব তথা বলিশিবঃ প্রভুঃ।
অয়োমুখঃ শম্বরশ্চ কপিলো বামনস্তথা ॥৫৫
বিশ্বানরঃ পুলোমা চ বিদ্রাবণ-মহাশরৌ।
স্বর্ভানুর্বৃষপর্ব্বা চ বিপ্রচিত্তিশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৫৬
এতে সর্ব্বে দনোঃ পুত্রাঃ কশ্যপাদনু জজ্ঞিরে।
স্বর্ভানোস্তু প্রভা কন্যা পুলোমস্তু শচী সুতা ॥ ৫৭
উপদানবী হয়শিরাঃ শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী।
পুলোমা কালিকা চৈব বৈশ্বানরসুতে উভে ॥ ৫৮
বহ্বপত্যে মহাবীর্য্যে মরীচেস্তু পরিগ্রহে।

ষোলটী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই পণ্ডিত বহুপুত্র; চারিটীমাত্র সুতা জন্মিয়াছিল। দেবর্ষি কৃশাশ্ব হইতে দেবগণের অস্ত্রশস্ত্রসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল, এ সকল দেবগণ যুগ-সহস্রান্তে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। যে সকল দেবগণের নাম উক্ত হইল, তাহার মধ্যে তেত্রিশটী ইচ্ছানুসারে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন; হে বিপ্রবর! তাঁহাদিগেরও জন্ম এবং লয় কথিত হইতেছে। যেরূপ ভগবান্ সূর্য্যের প্রতিদিন উদয় এবং অস্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ দেবগণও প্রতিযুগে উৎপন্ন হন। আমরা শুনিয়াছি, দিতির গর্ভে কশ্যপ মুনির ঔরসে হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ নামে অত্যন্ত বলবান্ দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং সিংহিকা নামে এক কন্যাও জন্মিয়াছিল। ঐ সিংহিকা-নাম্নী কন্যাকে বিপ্রচিত্তি বিবাহ করিয়াছিলেন। হিরণ্য-কশিপুর অপরিমিত বলবান্ চারিটী পুত্র জন্মিয়াছিল;—অনুহ্রাদ, হ্রাদ, বীর্য্যবান্ প্রহ্লাদ ও চতুর্থ সংহ্রাদ। হ্রাদের পুত্র হ্রদ নামে বিখ্যাত। ৪২—৫০। হ্রাদের অপর তিনটী পুত্রের নাম আয়ুষ্মান্, শিবি এবং কাল। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, বিরোচনের পুত্র বলিরাজা, বলিরাজার একশত পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহাদিগের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বাণরাজা। হিরণ্যাক্ষের অত্যন্ত বলবান্ এবং পণ্ডিত পাঁচটী পুত্র জন্মিয়াছিল। কুকুর, শকুনি, ভূত-সন্তাপন, অত্যন্ত বিক্রান্ত মহানাদ এবং কাল-নাভ। দনুর পুত্র একশত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই অত্যন্ত পরাক্রমযুক্ত, মহাবলিষ্ঠ এবং অত্যন্ত বীর্য্যবন্ত হইয়াছিল। তাহাদিগের প্রধান প্রধানের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, আমার নিকট শ্রবণ করুন। দ্বিমূর্দ্ধা, শকুর, প্রভু, বলি, শিব, অয়োমুখ, শম্বর, কপিল, বামন, বিশ্বানর, পুলোমা, বিদ্রাবণ, মহাশর, স্বর্ভানু, বৃষপর্ব্বা এবং বীর্য্যবান্ বিপ্রচিত্তি ইহারা দনুর গর্ভে কশ্যপমুনির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। স্বর্ভানুর কন্যা প্রভা নামে বিখ্যাত। পুলোমার কন্যা ইন্দ্রপত্নী শচী। উপদানবী, হয়শিরা এবং শর্ম্মিষ্ঠা বৃষপর্ব্বা নামক দানবের কন্যা। পুলোমা এবং কালিকা এ দুইটী বিশ্বানর নামক দানবের কন্যা; ইহারা উভয়ে বহু পুত্রবতী, অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল; এ দুইটী কন্যা প্রজাপতি মরীচি বিবাহ করিয়াছিলেন, ঐ দুই পত্নীর গর্ভে দানবগণের আনন্দবর্দ্ধন ষাট হাজার পুত্র মহা-

তং য়াঃ পুত্রসহস্রাণি ষষ্টির্দানবনন্দনাঃ ॥ ৫৯
মরীচির্জনয়ামাস মহতা তপসান্বিতঃ।
পৌলোমাঃ কালখঞ্জাশ্চ দানবানাং মহাবলাঃ ॥ ৬০
অবধ্যা দেবতানাং হি হিরণ্যপুরবাসিনঃ।
পিতামহপ্রসাদেন যে হতাঃ সব্যসাচিনা ॥ ৬১
সিংহিকায়ামথোৎপন্না বিপ্রচিত্তেঃ সুতাস্তথা।
দৈত্য-দানবসংযোগাজ্জাতাস্তীব্রপরাক্রমাঃ ॥ ৬২
সৈংহিকেয়া ইতি খ্যাতাস্ত্রয়োদশ মহাবলাঃ।
রাহুঃ শল্যঃ সুবলিনো বলশ্চৈব মহাবলঃ ॥ ৬৩
বাতাপির্নমুচিশ্চৈব ইল্বলঃ স্বসৃপস্তথা।
অজিকো নরকশ্চৈব কালনাভস্তথৈব চ ॥ ৬৪
শরমাণঃ শরকল্প এতে বংশবিবর্দ্ধনাঃ।
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ দনুবংশবিবর্দ্ধনাঃ ॥ ৬৫
সংহ্লাদস্য তু দৈত্যস্য নিবাতকবচাঃ কুলে।
উৎপন্না মহতা তস্মিংস্তপসা ভাবিতাত্মনঃ ॥ ৬৬
খরমুখা মহাসত্ত্বাস্তাম্রায়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।

কাকী শ্যেনী চ ভাসী চ সুগ্রীবী গৃধ্রিকা শুকী ॥
কাকী কাকানজনয়দুলুকীপ্রত্যুলুকিকান্।
শ্যেনী শ্যেনাংস্তথা ভাসী ভাসান্ গৃধ্রী তু গৃধ্রকান্
শুকী শুকাংশ্চৈবাংস্তু সুগ্রীবী শুভপক্ষিণঃ।
অশ্বানুষ্ট্রান্ গর্দ্দভাংশ্চ তাম্রাবংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৬৯
বিনতায়াস্তু পুত্রৌ দ্বাবরুণো গরুড়স্তথা।
সুপর্ণঃ পততাং শ্রৈষ্ঠ্যাদরুণঃ স্বেন কর্ম্মণা ॥ ৭০
সুরসায়াঃ সহস্রন্তু সর্পাণামমিতৌজসাম্।
অনেকশিরসাং তেষাং খেচরাণাং মহাত্মনাম্ ॥৭১
যেষাং প্রধানা রাজানঃ শেষ-বাসুকি-তক্ষকাঃ।
ঐরাবতো মহাপদ্মঃ কম্বলাশ্বতরাবুভৌ ॥ ৭২
এলাপত্রস্তথা পদ্মঃ কর্কোটক-ধনঞ্জয়ৌ।
মহানাল-মহাবর্ণৌ ধৃতরাষ্ট্রো বলাহকঃ ॥ ৭৩
কুহরঃ পুষ্পদন্তশ্চ দুর্ম্মুখঃ সুমুখস্তথা।

তপস্বী প্রজাপতি মরীচি উৎপাদন করিয়াছিলেন। পৌলোমগণ ও কালকঞ্জগণ দানবগণের মধ্যে অত্যন্ত বলিষ্ঠ হইয়াছিল; তাহারা সকলে দেবগণের অবধ্য হইয়াছিল এবং হিরণ্যপুরে বসতি করিত। পিতামহ ব্রহ্মার প্রসাদে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। ৫১—৬১। বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভে সৈংহিকেয় নামে বিখ্যাত মহাবল-পরাক্রান্ত ত্রয়োদশটী পুত্র জন্মিয়াছিল; উহারা দৈত্য এবং দানবসংসর্গজাত বলিয়া তীব্রপরাক্রমযুক্ত ছিল। রাহু এবং শল্য এ দুইজনে অত্যন্ত বলবান্ হইয়াছিল; বল, মহাবল, বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, স্বসৃপ, অজিক, নরক, কালনাভ, শরমাণ, শরকল্প ইহারা সকলেই বংশবৃদ্ধিকারী হইয়াছিল; ইহাদিগের পুত্রগণ এবং পৌত্রগণ দনুর বংশ বৃদ্ধি করিয়াছিল। মহৎ তপস্যা দ্বারা সর্ব্বদা চিন্তাযুক্তচিত্ত দৈত্যবর সংহ্লাদের সেই প্রসিদ্ধ বংশে নিবাতকবচগণ জন্মিয়াছিল। খর প্রভৃতি দীর্ঘকায় প্রাণিসমূহ তাম্রার গর্ভজাত বলিয়া কথিত হইয়াছে। কাকী, উলুকা, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী; গৃধ্রিকা ও শুকী এই সকল পক্ষিজাতীয় মহিলাগণ তাম্রার সন্তান জানিবে। কাকী কাকসমূহ প্রসব করেন, উলুকী পেচকজাতীয় পক্ষিগণকে প্রসব করেন, শ্যেনী শ্যেনপক্ষিসমূহ প্রসব করিয়াছিলেন, ভাসী ভাস নামক পক্ষিবিশেষবংশ প্রসব করেন, গৃধ্রী গৃধ্রপক্ষিসমূহের প্রসূতি, শুকী শুকপক্ষিগণের জননী, সুগ্রীবী অন্যান্য সমস্ত সুন্দর পক্ষিসমূহ প্রসব করিলেন। অশ্বসমূহ, উষ্ট্রসমূহ এবং গর্দ্দভসমূহ তাম্রাবংশজাত বলিয়া কথিত হইয়াছে। বিনতার দুই পুত্র অরুণ জ্যেষ্ঠ এবং গরুড় কনিষ্ঠ। গরুড় পক্ষিগণের রাজা এবং সুপর্ণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন; অরুণ সূর্য্যতেজ-সহিষ্ণুতা এবং সূর্য্যসারথ্যরূপ নিজ কার্য্য দ্বারা জগদ্বিখ্যাত জানিবেন। ৬২—৭০। অপরিমিত বলবান্ অসংখ্য সর্পগণ সুরসার গর্ভজাত সন্তান। উহাদিগের বহুমস্তক। সকলেই আকাশপথে গমন করিতে সমর্থ এবং সকলেই বৃহৎকায়। সর্পগণের রাজা শেষ, বাসুকি, তক্ষক, ঐরাবত, মহাপদ্ম, কম্বল, অশ্বতর, এলাপত্র, পদ্ম, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, মহানীল, মহাবর্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক, কুহর,

বহুশঃ খররোমা চ পাণিরিত্যেবমাদয়ঃ ॥ ৭৪
গণং ক্রোধবশা বিপ্র তস্য সর্ব্বে চ দংষ্ট্রিণঃ।
অণ্ডজাঃ পক্ষিণোঽব্জাশ্চ বরায়াঃ পশবঃ স্মৃতাঃ ॥
অনায়ুষায়াঃ পুত্রাস্তু পঞ্চাশচ্চ মহাবলাঃ।
অভবন্ বলবৃত্তাশ্চ বিক্ষরোঽথ বৃহস্তথা ॥ ৭৬
শশাংস্তু জনয়ামাস সুরভির্মহিষো তথা।
ইলা বৃক্ষ-লতা-বল্লীস্তৃণজাতীংশ্চ সর্ব্বতঃ ॥ ৭৭
খসা তু যক্ষ-রক্ষাংসি মুনিরপ্সরসস্তথা।
অরিষ্টাসূত সর্ব্বাংশ্চ প্রভাবৈর্মানবোত্তম ॥ ৭৮
এতে কশ্যপদায়াদাঃ কীর্ত্তিতাঃ শৃণু জঙ্গমান্।
এষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥৭৯
এষ মন্বন্তরে তাত সর্গঃ স্বারোচিষে স্মৃতঃ।
বৈবস্বতে তু মহতি বারুণে বিততে ক্রতৌ ॥ ৮০
জুহ্বানস্য ব্রহ্মণো বৈ প্রজাঃ সর্গ ইহোচ্যতে।
পূর্ব্বং যত্র তু ব্রহ্মর্ষীনুৎপন্নান্ সপ্ত মানসান্ ॥৮১
পুত্রান্ বৈ কল্পয়ামাস স্বয়মেব পিতামহঃ।
ততো বিরোধে দেবানাং দানবানাং মহর্ষয়ঃ ॥ ৮২
দিতির্বিনষ্টপুত্রা বৈ কশ্যপং সমুপস্থিতা।
তাং কশ্যপঃ প্রসন্নাত্মা সম্যগারাধিতস্তথা ॥ ৮৩
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস সা চ বব্রে বরং তদা।
পুত্রমিন্দ্রবধার্থায় সমর্থমমিতৌজসম্ ॥ ৮৪
স চ তস্যৈ বরং প্রাদাৎ প্রার্থিতঃ সুমহাতপাঃ।
ধারয়ামাস গর্ভন্তু শুচিঃ সা বরবর্ণিনী ॥ ৮৫
ততস্ত্বাধায় সো দিত্যাং গর্ভং তং সংশিতব্রতঃ।
জগাম কশ্যপস্তপ্তুং তপসা হৃষ্টমানসঃ ॥ ৮৬
তস্যাশ্চৈবান্তরং প্রেপ্সুঃ সোঽভবৎ পাকশাসনঃ
ঊনে বর্ষশতে চাস্যা দদর্শান্তরমেব সঃ ॥ ৮৭
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচং দিতির্ব্বাকৃশিরাস্ততঃ।
নিদ্রামাহারয়ামাস তস্যাঃ কুক্ষিং প্রবিশ্য হ ॥ ৮৮
বজ্রপাণিস্তু তং গর্ভং সপ্তধা সমকৃন্তত ॥ ৮৯

পুষ্পদন্ত, দুর্ম্মুখ, সুমুখ, বহুশঃ খররোমা এবং পাণি প্রভৃতি সর্পগণের প্রধান বলিয়া বিখ্যাত। হে বিপ্র! সর্পগণ অত্যন্ত ক্রোধী ও সর্ব্বদা দংশনশীল। অণ্ডজ পক্ষিগণ, জলজগণও অণ্ডজ। বরার সন্তান পশুগণ জানিবেন। অনায়ুষার পঞ্চাশটী মহাবল পুত্র জন্মে। সুরভি ও মহিষীর গর্ভে শশগণের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইলা-নাম্নী কশ্যপপত্নী বৃক্ষলতাবল্লীসমূহ এবং সমস্ত তৃণ জাতির উৎপাদন করেন। স্বসা যক্ষগণ এবং রাক্ষসগণের সৃষ্টি করিয়াছেন। মুনির গর্ভে অপ্সরোগণের জন্ম হয়। হে মানবশ্রেষ্ঠ! অরিষ্টার গর্ভে অন্য সমস্ত জীবের জন্ম হয়। কশ্যপ-সন্তানগণের বিষয় কীর্ত্তিত হইল; তাঁহাদের অসংখ্য পুত্র-পৌত্র জন্মিয়া জগৎ ব্যাপিয়াছে। কশ্যপমুনির ঔরসে ও তাঁহার পত্নীগণের গর্ভে যে প্রাণিগণের সৃষ্টি হইয়াছে, উহা স্বারোচিষমন্বন্তরে জানিবেন। বৈবস্বত-মন্বন্তরে বরুণের অতিবৃহৎ যজ্ঞ উপস্থিত হইলে, প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং হোতৃকার্য্য করিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার মানস হইতে প্রজার সৃষ্টি হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে পিতামহ ব্রহ্মা নিজ মানস হইতে জাত মরীচি প্রভৃতি সপ্ত ব্রহ্ম-ঋষিগণকে আত্মপুত্র বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন। তদনন্তর দেব-দানবের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে দানবেরা নিহত হয়; দিতি হতপুত্রা হইয়া নিজ-স্বামী কশ্যপমুনির নিকট উপস্থিত হইয়া উত্তমরূপে আরাধনা করিলেন। কশ্যপ মুনিও দিতিশুশ্রূষায় প্রসন্ন হইয়া বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন; দিতিও কশ্যপ মুনির আদেশ অনুসারে বর প্রার্থনা করিলেন, আমার এতাদৃশ বলবান্ পুত্র উৎপন্ন হউক যে, ইন্দ্রের বধে সমর্থ হইবে। মহাতপা কশ্যপ মুনিও দিতিকে প্রার্থনানুরূপ বর প্রদান করিলেন। সেই রমণীকুলপ্রধানা দিতিও পবিত্রভাবে গর্ভ ধারণ করিলেন। প্রশংসিত ব্রত-পরায়ণ কশ্যপ-মুনি দিতির গর্ভে সন্তান উৎপাদন করত হৃষ্টচিত্তে তপস্যা করিতে গমন করিলেন। ৭১—৮৬। দেবরাজ ইন্দ্র এ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দিতির গর্ভ বিনষ্ট করিবার মানসে ছিদ্র অন্বেষণে নিযুক্ত রহিলেন। একশত বৎসরের কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে ছিদ্রান্বেষী ইন্দ্র দিতির ছিদ্র লক্ষ্য করিলেন। দিতি পাদ প্রক্ষালন না করিয়া পশ্চিমশিরা হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন, দেবরাজ ইন্দ্র ইত্যবসরে

স পাট্যমানো গর্ভোঽথ বজ্রেণ প্ররুরোদ হ।
মা রোদীস্ত্বং পুনঃ শক্রঃ পুনরেবাভ্যভাষত ॥ ৯০
সোঽভবৎ সপ্তধা গর্ভস্তমিন্দ্রস্ত্রসিতঃ পুনঃ।
একৈকং সপ্তধা চক্রে বজ্রেণৈবারিকর্শনঃ ॥ ৯১
মরুতো নাম তে দেবা বভূবুঃ সুমহাবলাঃ।
খগা একোনপঞ্চাশৎ সহায়া বজ্রপাণিনঃ ॥ ৯২
তেষামেব প্রবৃদ্ধানাং হরিঃ প্রাদাৎ প্রজাপতিঃ।
ক্রমশস্তানি রাজ্যানি পৃথুপূর্ব্বং শৃণুষ্ব তৎ ॥ ৯৩
অরিষ্টপুরুষো বীরঃ কৃষ্ণো জিষ্ণুঃ প্রজাপতিঃ।
পর্জ্জন্যস্তু ধনাধ্যক্ষস্তস্য সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ৯৪
ভূতসর্গমিমং সম্যক্ কথিতং শৃণু চাগ্রতঃ।
অভিষিচ্যাধিরাজ্যে তু পৃথুং বৈণ্যং পিতামহঃ।
ততঃ ক্রমেণ রাজ্যানি ব্যাদেষ্টুমুপচক্রমে ॥ ৯৫

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং
দেব-দানবাদিসৃষ্টিকথনং নাম
চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪

বজ্রহস্তে দিতির গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া দিতির সেই গর্ভ সপ্তখণ্ড করত ছেদন করিলেন। সেই গর্ভ বজ্র দ্বারা পাটিত হওয়াতে রোদন করিতে লাগিল, দেবরাজ ইন্দ্র গর্ভস্থ সন্তানের রোদন শুনিয়া বলিলেন, তুমি রোদন করিও না। ইন্দ্র-পাটিত সেই গর্ভ সপ্তখণ্ডে বিভক্ত হইল। শত্রুনাশন ইন্দ্র পুনর্ব্বার বজ্র দ্বারা ঐ সপ্ত খণ্ডের এক এক খণ্ডকে সপ্ত খণ্ড করিলেন। ঐ এক এক খণ্ড অত্যন্ত বলবান্, আকাশ-পথ-গমন-সমর্থ, ঊনপঞ্চাশৎ বায়ুরূপে পরিগণিত হইয়া দেবগণ মধ্যে গণ্য হইলেন ও ইন্দ্রের সহায়তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রবৃদ্ধ হইলে, প্রজাপতি হরি তাঁহাদিগকে যথাক্রমে রাজ্য প্রদান করেন; তবে পৃথুকে প্রথমে রাজ্য দেওয়া হয়। অরিষ্ট পুরুষ, বীর, কৃষ্ণ, জিষ্ণু, প্রজাপতি, পর্জ্জন্য এবং ধনাধ্যক্ষ যাঁহার নাম, তাঁহারই এই সর্ব্ব জগৎ। এই ভূতসর্গের বিষয় বলিলাম, অনন্তর ব্রহ্মা বেণপুত্র পৃথুকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া অন্যান্য সকলকে যে রাজ্য প্রদান করেন, তাহা শুন। ৮৭—৯৫।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

দ্বিজানাং বীরুধাঞ্চৈব নক্ষত্রগ্রহয়োস্তথা।
যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব সোমং রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥ ১
অপাস্তু বরুণং রাজ্যে রাজ্ঞাং বৈশ্রবণং প্রভুম্।
আদিত্যানাং তথা বিষ্ণুং বসূনামথ পাবকম্ ॥ ২
প্রজাপতীনাং দক্ষন্তু মরুতামথ বাসবম্।
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ প্রহ্লাদমমিতৌজসম্ ॥ ৩
বৈবস্বতং পিতৃণাঞ্চ যমং রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ।
মাতৃণাঞ্চ ব্রতাণাঞ্চ মন্ত্রাণাঞ্চ তথা গবাম্ ॥ ৪
যক্ষাণাং রাক্ষসানাঞ্চ পার্থিবানাং তথৈব চ।
সর্ব্বভূতপিশাচানাং গিরিশং শূলপাণিনম্ ॥ ৫
শৈলানাং হিমবন্তঞ্চ নদীনামথ সাগরম্।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবার পুত্র সূত, শৌনকমুনির নিকট বলিতে লাগিলেন, পৃথুরাজ দ্বিজগণের, বীরুধ্গণের, নক্ষত্রগণের, নবগ্রহের, রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞসমূহের এবং পঞ্চতপা প্রভৃতি তপস্যাসমূহের রাজত্বকার্য্যে ভগবান্ চন্দ্রকে অভিষিক্ত করিলেন; বরুণদেবকে জলরাশির প্রভুত্বকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন; রাজগণের প্রভুত্বে বৈশ্রবণকে অভিষেক করিলেন; দ্বাদশ আদিত্যের প্রাধান্য করিতে ভগবান্ বিষ্ণুকে অভিষিক্ত করিলেন; অষ্টবসুর মধ্যে অগ্নিকে অভিষেক করিলেন; প্রজাপতিসমূহের মধ্যে দক্ষকে শ্রেষ্ঠ করিলেন; দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রকে রাজা করিলেন; দৈত্যগণ ও দানবগণ মধ্যে অপরিমিত বলবান্ প্রহ্লাদকে শ্রেষ্ঠ করিলেন; সূর্য্যের পুত্র যমরাজকে পিতৃগণের রাজত্বকার্য্যে নিয়োগ করিলেন এবং গৌরী প্রভৃতি মাতৃগণের, চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রতসমূহের, গায়ত্রী প্রভৃতি মন্ত্রসমূহের গো-সমূহের, যক্ষগণের, রাক্ষসগণের, পৃথিবীপতিসমূহের, সমস্ত ভূত-পিশাচবর্গের শূলপাণি মহাদেবকে রাজা করিলেন। হিমালয়কে পর্ব্বতসমূহের রাজা করিলেন; সমুদ্রকে নদী-

মৃগাণামথ শার্দ্দূলং গোবৃষস্তু গবামপি ॥ ৬
বনস্পতীনাং বৃক্ষস্তু এবং রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥ ৭
দিশাপালাংস্ততশ্চৈব স্থাপয়ামাস সর্ব্বশঃ।
পূর্ব্বস্যাং দিশিপুত্রস্তু বৈরাজস্য প্রজাপতেঃ ॥ ৮
সুধন্বানন্তু রাজ্যে তু কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ।
দক্ষিণস্যাং তথা পুত্রং স্থাপয়দ্দৈবতং বিভুঃ ॥ ৯
পশ্চিমায়াং দিশি তথা রজসঃ পুত্রমচ্যুতম্‌।
কেতুমন্তং মহাত্মানং রাজানং ব্যাদিশৎ প্রভুঃ ॥১০
তথা হিরণ্যরোমাণং পর্জ্জন্যস্য প্রজাপতেঃ।
উদীচ্যাং দিশি রাজানং দুর্দ্ধর্ষং সোঽভ্যষেচয়ৎ ॥
তস্য বিস্তরমাখ্যাতং মনোর্বৈবস্বতস্য হ।
মহর্দ্ধ্যোতদধিষ্ঠানং পুরাণং পরিকীর্ত্তিতম্‌ ॥ ১২

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহি-
তায়ামাধিপত্যপ্রকল্পনা নাম
পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫

গণের রাজা করিলেন; ব্যঘ্রকে মৃগজাতির রাজা করিলেন; বৃষকে গাভীগণের প্রভু করিলেন এবং বৃক্ষকে বনস্পতিগণের রাজা করিলেন। সকল দিক্‌সমূহমধ্যে দিক্‌পালগণকে নিযুক্ত করিলেন। বিরাট প্রজাপতির পুত্রকে পূর্ব্ব-দিগ্বিভাগের অধিপতি করিলেন; কর্দ্দম প্রজা-পতির পুত্র সুধন্বাকে পৃথু মহারাজ দক্ষিণ-দিগ্বিভাগের আধিপত্য প্রদান করিলেন; পৃথু-রাজা রজোনামক দিক্‌পতির পুত্র, সকল কার্য্যে পারগ, মহাত্মা কেতুমানকে পশ্চিম-দিগ্বিভাগের আধিপত্য প্রদান করিলেন এবং পর্জ্জন্যনামক প্রজাপতির পুত্র দুর্দ্ধর্ষ হিরণ্য-রোমাকে মহারাজ পৃথু উত্তরদিগ্বিভাগে আধি-পত্য করিতে অভিষেক করিলেন। তাঁহার এবং বৈবস্বত মনুর বিস্তৃত আখ্যান এবং মহাসমৃদ্ধির বিষয় পুরাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১—১২।

পঞ্চ পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ।

আসীদ্ধর্ম্মস্য গোপ্তা বৈ পূর্ব্বমত্রিসমঃ প্রভুঃ।
অত্রিবংশসমুৎপন্নস্তঙ্গো নাম প্রজাপতিঃ ॥ ১
তস্য পুত্রোঽভবদ্বেণো নাত্যর্থং ধার্ম্মিকোঽভবৎ।
জাতো মৃত্যুসুতায়াং বৈ সুনীথায়াং প্রজাপতেঃ ॥২
স মাতামহদোষেণ বেণঃ কালাত্মজাত্মজঃ।
স্বধর্ম্মং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা কামাল্লোকেম্ববর্ত্তত ॥ ৩
মর্য্যাদাং স্থাপয়ামাস ধর্ম্মশাস্ত্রবিরোধিনীম্‌।
বর্ণধর্ম্মানতিক্রম্য সোঽধর্ম্মনিরতোঽভবৎ ॥ ৪
নিঃস্বাধ্যায়-বষট্‌কারাস্তস্মিন্‌ রাজনি শাসতি।
প্রাবর্ত্তন্ত পপুঃ সোমং হুতো যজ্ঞেষু দীক্ষিতাঃ ॥৫
ন যষ্টব্যং ন হোতব্যমিত্যাজ্ঞাপয়তি প্রজাঃ ॥ ৬
তমতিক্রান্তমর্য্যাদমাদদানমসাম্প্রতম্‌।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন, ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা, অত্রিমুনির তুল্য গুণবান্‌, অত্রিবংশজাত অঙ্গ-নামে প্রজাপতি রাজা হইয়াছিলেন। অঙ্গ-নামক প্রজাপতির পুত্র মৃত্যুকন্যা সুনীথার গর্ভ-জাত বেণরাজা অত্যন্ত অধার্ম্মিক হইয়াছিল। কালের কন্যার পুত্র সেই বেণরাজা মাতামহ-দোষে স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কামচারী হইয়াছিল। ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী নিয়ম সকল স্থাপন করিয়াছিল এবং চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম অতি-ক্রম করত অধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছিল। সেই বেণরাজার রাজ্যশাসন সময়ে কেহ বেদাধ্যয়ন করিতে পারিত না; বষটকারাদি শব্দের উচ্চারণ রহিত হইয়াছিল; দীক্ষিতগণ যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে পারিত না, অতএব কি প্রকারে সোম-রস পান করিবে? (অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠান রহিত হওয়াতে দীক্ষিতগণের সোমরস-পান নিবৃত্ত হইয়াছিল)। "কেহ যাগ-যজ্ঞ করিও না, কেহ হোম করিও না" ঐ বেণরাজা প্রজাগণকে অনবরত এইরূপ আজ্ঞা করিত। মর্য্যাদার অতিক্রমকারী, অযোগ্য করগ্রহীতা বেণরাজাকে

উচুর্মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে মরীচিপ্রমুখাস্তদা ॥৭
বয়ং দীক্ষাং প্রবেক্ষ্যামঃ সংবৎসরগণান্ বহূন্।
অধর্ম্মং কুরু মা বেণ এষ ধর্ম্মঃ সতামপি ॥ ৮
নিধানং হি প্রভুস্তত্ত্বং প্রজানাং পরিপালকঃ।
প্রজাস্তং পালয়িষ্যেঽহমিতি তৈঃ সময়ঃ কৃতঃ ॥৯
তাংস্তদা ব্রুবতঃ সর্ব্বান্ মুমূর্ষুরব্রবীৎ ততঃ।
বেণঃ প্রহস্য দুর্ব্বুদ্ধিরিমমর্থং বিচিন্তয়ন্ ॥১০
স্রষ্টা ধর্ম্মস্য কশ্চান্যঃ শ্রোতব্যঃ কস্য বৈ ময়া।
সম্মূঢ়া ন বিদুর্ধর্ম্মং ভবন্তো মাং বিশেষতঃ ॥১১
ইত্থং সংসাধয়ন্ পৃথ্বীং প্লাবয়েয়ং তথা জলম্।
দ্যাং ভুবঞ্চৈব বিধ্যেয়ং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥১২
যদা ন শক্যতে নেতুং দৈবমোহেন মোহিতম্।
অনুনেতুং তদা বেণং ততঃ ক্রুদ্ধা মহর্ষয়ঃ ॥১৩
নিগৃহ্য তং দুরাত্মানং বিস্ফুরন্তং মহাবলম্।
ততোঽস্য সব্যমূরুং তে মমন্থুর্জাতমন্যবঃ।
তস্মিন্ সুমথ্যমানে বৈ রাজ্ঞ ঊরোঃ প্রজজ্ঞিবান্
হ্রস্বোঽতিমাত্রঃ পুরুষঃ কৃষ্ণশ্চাপি বভূব হ ॥ ১৫
স ভীতঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা তস্থৌ চ ঋষিসত্তমঃ।
তমত্রির্বিহ্বলং দৃষ্ট্বা নিষীদেত্যব্রবীদ্বচঃ ॥১৬
নিষাদবংশকর্ত্তা স বভূব বদতাং বরঃ।
ধীবরানসৃজচ্চাপি বেণকল্মষসম্ভবান্ ॥ ১৭
যে চান্যে বিন্ধ্যনিলয়াঃ পুলিন্দাস্তুম্বরাস্তথা।
অধর্ম্মরুচয়ো যে চ বিদ্ধি তান্ বেণকল্মষান্ ॥ ১৮
ততঃ পুনর্মহাত্মানঃ পাণিং বেণস্য দক্ষিণম্।
অরণীমিব সন্ধায় মমন্থুস্তে মহর্ষয়ঃ ॥ ১৯
পৃথুস্তস্মাৎ সমুত্তস্থৌ করাজ্জ্বলনসন্নভাৎ।
দীপ্যমানঃ স্ববপুষা সাক্ষাদগ্নিসমোজ্জ্বলঃ ॥ ২০
আদ্যমাজগবং নাম ধনুর্গৃহ্য মহাবরম্।

মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন, আমরা বহুবৎসরব্যাপী যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত হইব; হে রাজন্! তুমি অধর্ম্মাচরণ করিও না, অধর্ম্ম পরিত্যাগ করা সাধুগণের ধর্ম্ম। তুমি প্রজাগণের প্রভু হইয়া জন্মিয়াছ এবং তুমিই একমাত্র প্রজাবর্গের প্রতিপালক। "আমি প্রজাগণকে প্রতিপালন করিব" আমাদিগের নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা কর। মৃত্যু ইচ্ছুক সেই দুর্ব্বুদ্ধি বেণরাজা মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণ করত হাস্য করিয়া বলিল, আমি ভিন্ন ধর্ম্মের স্রষ্টিকর্ত্তা কে আছে? আমি আবার কাহার উপদেশ শুনিব? অত্যন্ত মূঢ় ব্যক্তিগণ, ধর্ম্ম কাহাকে বলে, জানে না; বিশেষতঃ আপনারাও আমাকে অবগত নহেন। ১—১১। আমি নিজ ক্ষমতা দ্বারা সমস্ত পৃথিবীকে নিজায়ত্ত করিয়া সমস্ত জলরাশিকে স্বস্থান হইতে চ্যুত করিতে পারি এবং স্বর্গমর্ত্ত্যকে বিদ্ধ করিতে পারি, এ বিষয়ে আপনারা সংশয় করিবেন না। যৎকালে মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ, দৈবমায়া দ্বারা মুগ্ধ বেণরাজাকে সৎপথে আনিতে এবং অনুনয় করাইতে সমর্থ হইলেন না, তৎকালে মহর্ষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া অত্যন্ত বলবান্ বিস্ফুরণশীল সেই বেণরাজাকে নিগ্রহ করিবার নিমিত্ত ঐ বেণরাজার বাম উরুদেশ মর্দ্দন করিতে লাগিলেন, তদনন্তর বেণরাজার উরুদেশ মর্দ্দিত হইলে পর, বেণের উরু হইতে অত্যন্ত খর্ব্বাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ একটী পুরুষ উৎপন্ন হইল। সেই বেণরাজার উরুজাত পুরুষ কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। এ পুরুষকে অত্রিমুনি বিহ্বল দেখিয়া "নিষীদ" এই আদেশ করিলেন, সেই হেতু বদতাংবর অত্রিমুনি নিষাদবংশের স্রষ্টিকর্ত্তা হইলেন। মৎস্যোপজীবী ধীবরগণকে বেণরাজার পাপরাশি হইতে ঐ অত্রিমুনি সৃষ্টি করিলেন; অন্য যত বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসী পুলিন্দজাতি, তুম্বরজাতি এবং অধর্ম্মকার্য্যজীবী চণ্ডালবর্গ, ইহারা সকলেই বেণরাজার পাপরাশি হইতে জন্মিয়াছে, জানিবেন। তদনন্তর পুনর্ব্বার মরীচি প্রভৃতি মহাত্মাগণ ঐ বেণরাজার দক্ষিণ হস্ত অগ্ন্যুৎপাদক অরণি-কাষ্ঠের ন্যায়, মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। পদ্মসদৃশ বেণরাজার দক্ষিণ হস্ত হইতে, নিজের সুন্দর শরীর দ্বারা দীপ্যমান, সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় তেজস্বী পৃথুরাজা ধনুর্গণের আদিভূত, অত্যন্ত শব্দযুক্ত আজগব নামক ধনুর্দ্ধর, অদ্ভুত শরনিকর এবং আত্মরক্ষা

শরাংশ্চ দিব্যান্ রক্ষার্থং কবচঞ্চ মহাপ্রভম্ ॥ ২১
তস্মিন্ জাতেঽথ ভূতানি মুদিতানি তু সর্ব্বশঃ ।
সমাপেতুর্দিশো দেবা বেণশ্চ ত্রিদিবং যযৌ ॥ ২২
সৎপুত্রেণ সুজাতেন এবং সর্ব্বমিদং জগৎ ।
ত্রাতা স পুরুষব্যাঘ্রঃ পুন্নাম্নো নরকাৎ তদা ॥ ২৩
তং সমুদ্রাশ্চ নদ্যশ্চ রত্নান্যাদায় সর্ব্বশঃ।
তোয়ানি চাভিষেকার্থং সর্ব্ব এবাবতস্থিরে ॥ ২৪
পিতামহশ্চ ভগবান্ দেবৈশ্চাঙ্গিরসৈঃ সহ ।
সমাগম্য তদা বৈণ্যমভ্যষিঞ্চন্নরাধিপম্ ॥ ২৫
মহতা রাজরাজ্যেন প্রজাপালো মহাদ্যুতিঃ ।
অভিষিক্তো মহাতেজা বিধিবদ্ধর্ম্মকোবিদৈঃ ॥ ২৬
আদিরাজ্যে মহাতেজাঃ পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্ ।
পিত্রাপরঞ্জিতাস্তস্য প্রজাস্তেনানুরঞ্জিতাঃ ॥ ২৭
অনরাগাৎ ততস্তস্য নানা'শ্চর্য্যমভূৎ তদা ।
আপঃ সংস্তম্ভিতা দহ্যুর্মার্গং সমভিপদ্যত ।
পর্ব্বতাশ্চ দদুর্মার্গং ধ্বজসঙ্গশ্চ নাভবৎ ॥ ২৮
অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী সিধ্যন্ত্যন্নানি চিন্তয়া ।
সর্ব্বকামদুঘা গাবঃ পুটকে পুটকে মধু ॥ ২৯
এতস্মিন্নেব কালে তু যজ্ঞে পৈতামহে শুভে ।
সূতঃ সূত্যাং সমুৎপন্নঃ সৌত্যেঽহনি মহামতিঃ ।
তস্মিন্নেব মহাযজ্ঞে প্রাপ্তে জজ্ঞেঽথ মাগধঃ ।
পৃথোস্তবার্থং তৌ তত্র সমাহূতৌ মহর্ষিভিঃ ॥ ৩১
তাবূচুঋষয়ঃ সর্ব্বে স্তূয়তামেষ পার্থিবঃ ।
কর্ম্মৈতদনুরূপং বা পাত্রং বা যন্নরাধিপঃ ॥ ৩২
তাবূচতুস্তানানম্য ন বিদ্মো লক্ষণং যশঃ ।
তাবূচুস্তে ভবিষ্যৈশ্চ লক্ষণৈঃ স্তূয়তামিতি ॥ ৩৩
ভচ্ছ্রুত্বাশীস্তু চক্রাতে রাজস্তৌ সূত-মাগধৌ ।

নিমিত্ত অত্যন্ত সুন্দর কবচ গ্রহণপূর্ব্বক উৎপন্ন হইলেন। সেই পৃথুরাজা জন্মগ্রহণ করিলে পর, সকল প্রাণিগণ হৃষ্টচিত্ত হইল। দিক্‌পালগণ স্বীয় স্বীয় অধিকৃত দিগ্‌বিভাগে সমাগত হইলেন ও দুশ্চরিত্র বেণরাজাও স্বর্গ গমন করিলেন।১২—২২। সৎপুত্র জন্মগ্রহণ করিলে এরূপ সকল লোকই সদ্গতি লাভ করিয়া থাকে। পুরুষশ্রেষ্ঠ পৃথুরাজা পুন্নাম নরক হইতে পিতাকে পরিত্রাণ করিলেন। সমুদ্রগণ এবং নদীগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে রত্ন উপহার লইয়া রাজ্যে অভিষেক করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট সকলে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে ভগবান্ ব্রহ্মাও সকল দেবগণ এবং অঙ্গিরার পুত্রগণের সহিত সমাগত হইয়া নরপতি বেণপুত্র পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। প্রজাপালন-দক্ষ, অত্যন্ত দীপ্তিযুক্ত, প্রভূত বলবান্ এবং মহাপ্রতাপ বেণপুত্র পৃথুরাজা, ধর্ম্মজ্ঞগণকর্ত্তৃক আদি রাজত্ব সময়ে মহৎ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, স্বীয় পিতা বেণরাজার রাজত্বকালে বিরাগ-প্রাপ্ত প্রজাবর্গকে স্বীয় সদ্‌গুণসমূহ দ্বারা অনুরক্ত করিলেন। পৃথুরাজার প্রতি প্রজাবর্গের অনুরাগ হওয়াতে তৎকালে নানাবিধ আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। পৃথুরাজা যাত্রা করিলে পর, নদী সকল স্তম্ভিত হইয়া, তাঁহাকে গমনার্থ পথপ্রদান করিলেন এবং পার্ব্বত্যপ্রদেশে উপস্থিত হইলে পর, পর্ব্বতনিকর স্বীয় স্বীয় অন্তরালে পৃথুরাজাকে অবিরোধে গমন করিবার নিমিত্ত পথদান করিলেন। পৃথুরাজার ধ্বজদণ্ড কোন স্থানে রুদ্ধ হইল না। পৃথুরাজার রাজত্বকালে পৃথিবীকে কর্ষণ না করিলেও প্রভূত শস্যোৎপত্তি হইতে লাগিল। অগ্নি-সংযোগ ব্যতিরেকে চিন্তা করিবামাত্র অন্ন প্রস্তুত হইতে লাগিল। গাভী সকল অভিলাষানুরূপ দুগ্ধমোচন করিত এবং পত্রপুটক মাত্রেই মধু পাওয়া যাইত। পৃথুরাজার রাজত্বকালে মঙ্গলপ্রদ ব্রহ্মার যজ্ঞ উপস্থিত হইলে, সৌত্য দিবসে সূতীর গর্ভে মহামতি সূত উৎপন্ন হইলেন। ২৩—৩০। সেই ব্রহ্মার মহৎ যজ্ঞ উপস্থিতিকালে মাগধ জন্মগ্রহণ করিলেন। পৃথুরাজাকে স্তব করিবার নিমিত্ত মহর্ষিগণ সূত এবং মাগধনামক বন্দিদ্বয়কে আহ্বান করিলেন। সূত মাগধ বন্দিদ্বয় বলিলেন, হে ঋষিগণ! এই পৃথুরাজকে স্তব করিব, ইহাঁকে স্তব করা উচিত কার্য্য এবং পৃথুরাজা স্তব করিবারও যোগ্যপাত্র। কিন্তু এই পৃথুরাজার লক্ষণ এবং যশ কি প্রকার তাহা আমরা জানিনা, মহর্ষিগণ বন্দিদ্বয়কে বলিলেন, এই পৃথু রাজার ভাবী লক্ষণ

অয়োঃ স্তবান্তে সুপ্রীতঃ পৃথুঃ প্রাদাৎ প্রজেশ্বরঃ।
অনূপদেশং সূতায় মগধং মাগধায় চ ॥ ৩৪
তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতা দেবা ব্রহ্মপুরোগমাঃ।
বৃত্তীনামেষ বো দাতা ভবিষ্যতি নরেশ্বরঃ ॥ ৩৫
ততো বৈণ্যং প্রজাঃ সর্ব্বা জীবনায়াভিদুদ্রুবুঃ।
ত্বং নো বৃত্তিং বিধৎস্বেতি তমূচুর্ব্রাহ্মণাঃ কিল ॥৩৬
সোঽপস্থত্যাথ সহসা প্রজাপতিচিকীর্ষয়া ॥ ৩৭
ধনুর্গৃহ্য পৃষৎকাংশ্চ ধরাং প্রত্যুদ্যযৌ পুনঃ।
ততো বৈণ্যভয়ত্রস্তা গৌর্ভূত্বা প্রাদ্রবন্মহী।
তাং পৃথুর্ধনুরাদায় দ্রবন্তীমন্বধাবত ॥ ৩৮
সা লোকাঁল্লোকপালাদীন্ যযৌ বৈণ্যভয়াৎ তদা।

দ্বারা তোমরা ইহাঁকে স্তব কর। সূত এবং মাগধ বন্দিদ্বয় মহর্ষিগণের বাক্য শুনিয়া পৃথুরাজকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বন্দিদ্বয়ের স্তবাবসানে প্রজাবর্গ-প্রতিপালক মহারাজ পৃথু প্রীত হইয়া, সূতকে অনূপদেশ এবং মাগধকে মগধদেশ প্রদান করিলেন। পৃথুরাজার দানকার্য্য দর্শন করত ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ তাঁহার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রজাবর্গকে বলিলেন, এই নরপতি তোমাদিগের বৃত্তি প্রদান করিবেন। ব্রহ্মাদির বাক্য শ্রবণ করত প্রজাগণ বেণাত্মজ পৃথুরাজার সমীপে জীবিকা নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত হইয়া পৃথুরাজাকে বলিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! আপনি আমাদিগকে বৃত্তি প্রদান করুন। পৃথুরাজা ব্রাহ্মণগণের বাক্য শ্রবণান্তে প্রজাপালন করিতে ইচ্ছুক হইয়া, হঠাৎ সে স্থান হইতে বহির্গমন করত ধনু এবং শরনিকর গ্রহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পৃথিবীর প্রত্যুদ্গমন করিতে লাগিলেন। ভগবতী পৃথিবীদেবী বেণপুত্র পৃথুরাজাকে বহির্গত দর্শন করত তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া, গাভীরূপ ধারণপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। পৃথুরাজা ধনুগ্রহণপূর্ব্বক পলায়মানা পৃথিবীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন ।৩১—৩৮। পৃথুভয়ার্ত্তা পৃথিবী তৎকালে সকল লোক এবং লোকপালবর্গের নিকট গমন করত পরিত্রাণ না পাওয়াতে সেই

অলভন্তী তু সা ত্রাণং তং বৈ শরণমীযিবান্ ॥৩৯
কৃতাঞ্জলিপুটা ভূত্বা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪০
কথং ধারয়িতা চাসি প্রজা রাজন্ ময়া বিনা।
ময়ি লোকাঃ স্থিতা রাজন্ ময়েদং ধার্য্যতে জগৎ
মৎকৃতে চ বিনশ্যন্তি সর্ব্বে পার্থিব পার্থিবাঃ।
ন মামর্হসি হন্তুং বৈ শ্রেয়শ্চেৎ ত্বং চিকীর্ষসি ॥
উপায়তঃ সমারব্ধাঃ সর্ব্বে সিধ্যন্ত্যপক্রমাঃ।
উপায়ং পশ্য যেন ত্বং ধারয়েথাঃ প্রজা নৃপ ॥ ৪৩
অনুভূতা ভবিষ্যামি যচ্ছ কোপং মহীপতে।
অবধ্যাঞ্চ স্ত্রিয়ং প্রাহুস্তির্য্যগ্‌যোনিগতেষ্বপি ॥ ৪৪
স ত্বস্তু পৃথিবীপাল ন ধর্ম্মং ত্যক্তুমর্হসি ॥৪৫
এবং বহুবিধং বাক্যং শ্রুত্বা রাজা মহামনাঃ।
কোপং নিগৃহ্য ধর্ম্মাত্মা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৬

পৃথুরাজারই শরণাপন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এই বাক্য বলিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! আমি না থাকিলে আপনি কি প্রকারে প্রজাবর্গকে ধারণ করিবেন? হে রাজন্! আমাতে সমস্ত লোক স্থিতি করিতেছে, আমিই ত সমস্ত জগৎ ধারণ করিতেছি। হে পৃথিবীনাথ! আমার নিমিত্তই সকল রাজগণ বিনষ্ট হইবে, (অর্থাৎ পৃথিবী বিনিহত হইলে আধার বস্তুর অভাবে আধেয় বস্তু কিরূপে থাকিতে পারে?) যদ্যপি আপনি মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিবেন না। হে নরনাথ! উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক আরম্ভ করিলে সকল চেষ্টাই সিদ্ধ হয়। এরূপ উপায় অবলম্বন করুন, যে উপায় দ্বারা আমি না থাকিলেও সমস্ত প্রজাবর্গ আপনি ধারণ করিতে পারেন। হে পৃথিবীনাথ! আপনি কোপ সংবরণ করুন, আমি আপনার আনুকূল্য করিতেছি। আরও বলিতেছি, পশু-পক্ষিগণ মধ্যেও মহিলাগণকে অবধ্য বলিয়াছেন। হে পৃথিবীপতে! আপনি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না। মহাবুদ্ধিমান্ এবং ধার্ম্মিকবর পৃথুরাজা পৃথিবীদেবীর এরূপ বহুবিধ বাক্য শ্রবণ করত ক্রোধ সংবরণপূর্ব্বক পৃথিবীদেবীকে এরূপ বাক্য

একস্যার্থে তু যো হন্যাদ্বহূন্ পাপস্তু তস্য তৎ।
বহূনাং হন্তি বাপ্যেকং তস্য নাস্তীহ পাতকম্ ॥ ৪৭
সোহহং প্রজানিমিত্তং ত্বাং হনিষ্যামি বসুন্ধরে।
যদি মে বচনস্ত্বদ্য করিষ্যসি চ নো হিতম্ ॥ ৪৮
সা ত্বমাজ্ঞাং সমাস্থায় মম সঞ্জীবয় প্রজাঃ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং পৃথুচরিতবর্ণনে ষট্পঞ্চাশো-হধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা পৃথিবী প্রাহ ন মাং ত্বং হন্তুমর্হসি।
বৎসন্তু মে মতং পশ্য ক্ষরেহহং যেন বৎসলা ॥ ১
স মাঞ্চ কুরু সর্ব্বত্র পর্ব্বতৈরাবৃতা যতঃ।
যথা বিস্পন্দমানাহং ক্ষীরং সর্ব্বত্র ভাবয়ে ॥ ২

তত উৎসারয়ামাস গিরীংস্তত্সহস্রশঃ।
ধনুষ্কোট্যা তদা বৈণ্যস্তেন শৈলা বিবর্দ্ধিতাঃ ॥ ৩
ন হি পূর্ব্ববিসর্গে বৈ বিষমে পৃথিবীতলে।
প্রবিভাগঃ পুরাণাং বৈ গ্রামাণাং বাভবৎ তদা ॥ ৪
ন শস্যানি ন গোরক্ষা ন কৃষির্ন বণিক্পথঃ।
যত্র তত্র সমত্বং স্যাদ্ভূমের্বাসস্তুভূদ্দ্বিজাঃ।
আহারঃ ফলমূলানি প্রজানাঞ্চাভবৎ তদা ॥ ৫
সঙ্কল্পয়িত্বা বৎসন্তু মনুং স্বায়ম্ভুবং প্রভুঃ।
স পাণৌ পুরুষশ্রেষ্ঠো দুদোহ পৃথিবীং তদা ॥ ৬
শস্যজাতানি সর্ব্বাণি গোহি বৈণ্যঃ প্রতাপবান্।
তেনান্নেন প্রজাঃ সর্ব্বা বর্ত্তয়ন্ত্যদ্য নিত্যশঃ ॥ ৭
ঋষিভিস্তু ততো দুগ্ধা বৎসঃ সোমোহভবৎ ততঃ

বলিতে লাগিলেন, হে পৃথিবি! যে ব্যক্তি এক ব্যক্তির নিমিত্ত বহু ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে, তাহাতে তাহার পাপ হয়; বহু ব্যক্তির নিমিত্ত যে ব্যক্তি একজনকে বিনষ্ট করে, তাহাতে তাহার পাপ হয় না, জানিবে। হে বসুন্ধরে! আমি প্রজাবর্গের নিমিত্ত একা তোমাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। হে বসুন্ধরে! যদি তুমি আমার বাক্য রক্ষা করত আমাদিগের হিতচেষ্টা করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার অনুজ্ঞানুসারে আমার প্রজাবর্গের জীবনোপায় প্রদান কর। ৩৯—৪৯।

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

শৌনকের নিকট সূত বলিলেন, পৃথুর বাক্য শুনিয়া পৃথিবী বলিলেন, হে মহারাজ! আপনি আমাকে বিনষ্ট করিবেন না, আমার অভিমত একটী বৎস উপস্থিত করুন, যাহার স্নেহে আর্দ্র হইয়া আপনার অভিলষিত দ্রব্যসমূহ মোচন করিব। আপনি আমাকে সর্ব্বত্র সমতল করুন, যেহেতু আমি পর্ব্বতসমূহ দ্বারা আবৃত রহিয়াছি, আমি যে প্রকারে সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিতে, সকল স্থানে দুগ্ধ মোচন করিতে পারি। তদনন্তর বেণনন্দন পৃথু, পর্ব্বতসমূহকে ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা দূরে নিক্ষেপ করিলেন; পৃথুরাজার উৎসারণ দ্বারা পর্ব্বতসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। হে দ্বিজগণ! সৃষ্টির আদি সময়ে (অর্থাৎ পৃথুরাজার পূর্ব্বে) পৃথিবীমধ্যে পুর কি বা গ্রামের বিশেষ বিভাগ ছিল না, শস্যোৎপত্তি হইত না, গো-সমূহের প্রতিপালন ছিল না, কৃষকগণ কৃষিকার্য্য করিত না, বণিক্গণ বাণিজ্যকার্য্য করিতে জানিত না; যেখানে সেখানে সমান ছিল, পৃথিবীতেই বাস করিত (অর্থাৎ কেহ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে জানিত না)। প্রজাগণ তৎকালে কেবল মাত্র ফল মূল দ্রব্য আহার করিত। মহারাজ পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া নিজ হস্তে পৃথিবীকে দোহন করিলেন। মহাপ্রতাপবান্ বেণনন্দন পৃথু পৃথিবীকে দোহন করত সমস্ত শস্যসমূহ উৎপাদন করিলেন। পৃথুরাজ কর্তৃক উৎপাদিত অন্নরাশি দ্বারা অদ্যাপি প্রজাবর্গ প্রতিদিন জীবন ধারণ করিতেছে। পৃথুরাজ পৃথিবীকে দোহন করিলে পর, ঋষিগণও পৃথিবীকে দোহন করিলেন। ঋষিগণের দোহনকালে সোম হইলেন বৎস,

পাত্রং ছন্দাংসি দোগ্ধা বৈ তপো দুগ্ধঞ্চ শাশ্বতম্
ততো দেবগণৈর্দুগ্ধা বৎসং কৃত্বা পুরন্দরম্।
কাঞ্চনং পাত্রমাদায় দোগ্ধা চৈব তু ভাস্করঃ॥ ৯
ক্ষীরমূর্জ্জস্করঞ্চৈব যেন বর্ত্তন্তি দেবতাঃ॥ ১০
পিতৃভিশ্চ পুনর্দুগ্ধা পাত্রমাদায় রাজতম্।
বৎসং কৃত্বা ময়ঞ্চৈব দোগ্ধা কালস্তু চান্তকঃ॥১১
স্বধা দুগ্ধন্তু নাগৈর্যা পুনর্দুগ্ধা বসুন্ধরা।
অলাবুপাত্রমাদায় বৎসং কৃত্বা তু তক্ষকম্॥ ১২
নাগৈর্দুগ্ধা বসুমতী বিষং ক্ষীরং মহাঋষে।
তেষামৈরাবতো দোগ্ধা ধৃতরাষ্ট্রঃ প্রতাপবান্॥১৩
বায়াহারস্তদাচারাঃ সদা সর্পা বিষোল্বণাঃ।
অসুরৈশ্চ পুনর্দুগ্ধা পাত্রং কৃত্বা তদায়সম্॥ ১৪
মায়া দুগ্ধন্তু বৎসং হি কৃত্বা পৌত্রং বিরোচনম্।
দোগ্ধা দৈত্যো মধুস্তত্র ততো মায়াধিকাসুরাঃ॥১৫
যক্ষৈঃ সংশ্রুয়তে দুগ্ধা আমপাত্রে বসুন্ধরা।
অন্তর্দ্ধানঞ্চ বৈ দুগ্ধং বৎসং বৈশ্রবণং তথা॥১৬
রাক্ষসৈশ্চ পিশাচৈশ্চ পুনর্দুগ্ধা বসুন্ধরা।
ক্ষীরং রুধিরমেবাপি দোগ্ধা রাক্ষসনায়কঃ।
বৎসং সুমালিনং কৃত্বা তেন তে বর্ত্তয়ন্ত্যথ॥ ১৭
পদ্মপত্রে পুনর্দুগ্ধা গন্ধর্ব্বৈঃ সাপ্সরোগণৈঃ।
বৎসং চিত্ররথং কৃত্বা দোগ্ধা বসুরুচিস্তথা॥ ১৮
শৈলৈশ্চ শ্রূয়তে দুগ্ধা রত্নান্যোষধয়ঃ শুভাঃ।
বৎসস্তু হিমবানাসীদ্দোগ্ধা মেরুর্মহাগিরিঃ॥ ১৯
আসীদিয়ং সমুদ্রান্তা মেদিনী চ পরিশ্রুতা।
মধু-কৈটভয়োঃ কৃৎস্না মেদসা চ পরিপ্লুতা॥ ২০
দুহিতৃত্বমনুপ্রাপ্তা ধরা পৃথ্‌্যুচ্যতে ততঃ।
পৃথুনা প্রবিভক্তা চ কৃতা সম্বরবন্দনা॥ ২১
এবং প্রভাবো বৈণ্যঃ স রাজাসীন্মুখ্যতো নৃণাম্॥
নমস্যশ্চৈব পূজ্যশ্চ বৃত্তিকামৈর্নৃপৈঃ সদা।

ছন্দোগণ হইল পাত্র, চিরস্থায়ী তপস্যা হইল দোগ্ধা। তদনন্তর দেবগণ পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। দেবগণের দোহনকালে দেবরাজ ইন্দ্র হইলেন বৎস, দোহনপাত্র সুবর্ণ নির্ম্মিত, সূর্য্যদেব স্বয়ং দোহন-কর্ত্তা হইলেন; অতি তেজস্কর দুগ্ধ উৎপন্ন হইয়াছিল, যে দুগ্ধ দ্বারা দেবগণ প্রাণ ধারণ করিতেছেন। ১—১০। তদনন্তর পৃথিবীকে পিতৃগণও রৌপ্যময় পাত্র লইয়া দোহন করিলেন। পিতৃগণের দোহন-কালে ময়দানব হইল বৎস, সকল প্রাণীর অন্ত-কারী কাল হইলেন দোগ্ধা, স্বধা হইল দুগ্ধ। হে মহর্ষে! অলাবুপাত্র গ্রহণ করত সর্পগণও পুনর্ব্বার বসুন্ধরা দেবীকে দোহন করিলেন। নাগরাজ তক্ষক হইল বৎস, বিষ হইল দুগ্ধ, প্রতাপান্বিত ঐরাবত নামক সর্প দোগ্ধা। ধৃতরাষ্ট্র সর্প তখন বায়ুভোজী হইয়াছিলেন; অন্য সর্পও তদনুসারে ছিল। লৌহময় পাত্র লইয়া অসুরগণও পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিল। অসুর-দোহনকালে দুগ্ধ হইল মায়া, বৎস হইল বিরোচন, দৈত্যবর মধু হইল দোগ্ধা। শুনিয়াছি যক্ষগণও পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। ঐ দোহনকালে আমপাত্র হইল দোহনের আধার, অন্তর্দ্ধান হইল দুগ্ধ, কুবের হইলেন বৎস। রাক্ষসগণ এবং পিশাচগণও পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিল, দুগ্ধ হইল রক্ত, রাক্ষসাধিপতি হইল দোগ্ধা, সুমালী নামক রাক্ষস হইল বৎস। রক্তময় দুগ্ধ পান করিয়া, রাক্ষসগণ প্রাণধারণ করিয়া থাকে। তদনন্তর অপ্সরো-গণের সহিত গন্ধর্ব্বগণ পদ্মপত্রে পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন; গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ হইলেন বৎস, বসুরুচি নামক গন্ধর্ব্ব হইলেন দোগ্ধা। শুনিয়াছি পর্ব্বতগণও পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন; রত্নসমূহ এবং শুভ ওষধিসমূহ হইল দুগ্ধ, হিমালয় পর্ব্বত হইল বৎস, দোগ্ধা হইলেন সুমেরুপর্ব্বত। এই সমুদ্র-সীমা পৃথিবীকে পৃথুরাজা প্রভৃতি সকলে দোহন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত পৃথিবী মধুকৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়ের মেদ দ্বারা ব্যাপ্ত ছিল। ১১—২০। পৃথুরাজা পৃথিবীর সংস্কার করিয়া নিজের কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করেন, এ কারণ ধরার নাম পৃথিবী হইল। এই পৃথিবীকে পৃথুরাজাই দেশ-বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। নরবর বেণনন্দন পৃথু এরূপ প্রভাবযুক্ত রাজা ছিলেন। বৃত্তি-অভি-লাষী রাজগণ সর্ব্বদা মহারাজ পৃথুকে নমস্কার

ব্রাহ্মণৈশ্চ মহাভাগৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈর্ধনেপ্সুভিঃ ॥
যোধৈরপি চ বিক্রান্তৈঃ পার্থিবত্বমভীপ্সুভিঃ।
আদিকর্ত্তা রণানাঞ্চ যোধানাং প্রথমো মুনে ॥ ২৪
যো হি যোধো রণং যাতি কীর্ত্তয়িত্বা পৃথুং নৃপম্
স ঘোররূপাৎ সংগ্রামাৎ ক্ষেমী তরতি মূর্ত্তিমান্
বৈশ্যোঽপি কৃষিভাগী স্যাচ্ছূদ্রঃ পুণ্যফলং লভেৎ
পৃথুঃ সদা নমস্কার্য্যো ভূতিকামৈস্তু পর্ব্বসু ॥ ২৬

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং পৃথিবীদোহনবিবরণং নাম সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এতত্তে যে মুনে খ্যাতং ব্যাসস্যামিততেজসঃ।
যথা সনৎকুমারেণ কথিতং যৎ পুরাতনম্ ॥ ১
যৎ পৃচ্ছসি মুনে ভূয়স্তদ্বক্ষ্যামীহ সাম্প্রতম্ ॥ ২

শৌনক উবাচ।

মন্বন্তরাণি সর্ব্বাণি বিস্তরেণানুকীর্ত্তয়।
যাবন্তো মনবশ্চৈব শ্রোতুমিচ্ছামি মানদ ॥ ৩

সূত উবাচ।

স্বায়ম্ভুবো মনুশ্চৈব ততঃ স্বারোচিষস্তথা।
বৈবস্বতো মুনিশ্রেষ্ঠ সাম্প্রতং মনুরুচ্যতে ॥ ৪
সাবর্ণিশ্চ মনুশ্চৈব ভৌত্যো রৌচ্যস্তথাপরঃ।
তথৈবমেরুসাবর্ণিশ্চত্বারো মনবস্তথা ॥ ৫
অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ তথৈবানাগতাশ্চ যে।
কীর্ত্তিতা মনবশ্চাপি ময়ৈবৈতে যথা শ্রুতাঃ ॥ ৬
ঋষীংস্তেষাং প্রবক্ষ্যামি পুত্রান্ দেবগণাংস্তথা।
মরীচিরত্রির্ভগবানঙ্গিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
পুলস্ত্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ সপ্তৈতে ব্রহ্মণঃ সুতাঃ ॥ ৭

ও পূজা করিয়া থাকেন। মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ, বৈশ্যগণ, ধনাভিলাষী শূদ্রগণ এবং রাজত্ব অভিলাষী বলবান্ যোদ্ধাগণও পৃথুরাজাকে নমস্কার এবং পূজা করিয়া থাকেন; যে পৃথুরাজা সর্ব্বাগ্রে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন, হে মুনিবর! যিনি যোদ্ধাগণের আদিপুরুষ। যুদ্ধাভিলাষী যে পুরুষ পৃথুরাজার নাম স্মরণপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে অবতরণ করে, সে ব্যক্তি ভয়ানক সংগ্রাম হইতে মঙ্গলযুক্ত শরীরে প্রত্যাগমন করে। পৃথুরাজার নাম স্মরণ করত কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়া, বৈশ্যগণ শস্যসম্পন্ন হইয়া থাকে এবং শূদ্রগণ পৃথুরাজার নাম স্মরণ করিলে উত্তম পুণ্যফল পাইয়া থাকে। ঐশ্বর্য্য অভিলাষী মনুষ্যগণ সকলে পর্ব্বদিবস পৃথুরাজাকে বারংবার নমস্কার করিবে। ২১—২৬।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

শৌনক মুনির নিকট সূত কহিলেন, হে মুনিবর! অপরিমিত তেজস্বী ব্যাস মুনির নিকট ঋষিবর সনৎকুমার পুরাতন কথা যে প্রকার কহিয়াছিলেন, আমিও আপনার নিকট তদনুরূপ বলিলাম। হে মুনিবর! পুনর্ব্বার আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তাহাই বলিব। শৌনক মুনি বলিলেন, সমস্ত মন্বন্তর-বৃত্তান্ত আমার নিকট বিস্তৃতরূপে বল। হে মানদ! যতগুলি মনু রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। সূত বলিলেন, স্বায়ম্ভুব মনু প্রথম, দ্বিতীয় স্বারোচিষ মনু, হে মুনিবর! সংপ্রতি বৈবস্বত মনু রাজত্ব করিতেছেন, তদনন্তর সাবর্ণিক নামে মনু রাজত্ব করিবেন। এইরূপ অপর চারিজন সাবর্ণি নামক মনু হইবেন। যে সকল মনু অতীত হইয়াছেন, যাঁহারা বর্ত্তমান কালে উপস্থিত রহিয়াছেন এবং যাঁহারা ভাবী কালে আধিপত্য করিবেন, আমি তাঁহাদিগের বৃত্তান্ত যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তদনুরূপ আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ সকল মনুর আধিপত্যকালে যে সকল ঋষিগণ উপস্থিত ছিলেন ও ঐ সকল মনুর পুত্রগণের নাম এবং সকল মনুর রাজত্বকালে যে সকল দেবগণ স্বর্গরাজ্যে আধিপত্য করিতেন, এ সমস্ত আপনার নিকট বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। ভগবান্ মরীচি,

উত্তরস্যাং দিশি তথা মুনে সপ্তর্ষয়স্তথা।
যামা নাম তথা দেবা আসন্ স্বায়ম্ভুবান্তরে॥ ৮
আগ্নীধ্রশ্চাগ্নিবাহশ্চ মেধা মেধাতিথির্বসুঃ।
জ্যোতিষ্মান্ দ্যুতিমান্ হব্যঃ সবনঃ শুভ্র এব চ॥৯
এতে মহর্ষয়স্তত্র বায়ুপ্রোক্তা মহাব্রতাঃ।
দেবাশ্চ তুষিতা নাম স্মৃতাঃ স্বারোচিষেঽন্তরে॥১০
হরিঘ্নঃ সুকৃতির্জ্যোতিরয়োমূর্ত্তিরয়ঃ স্ময়ঃ।
প্রথিতশ্চ মনস্যশ্চ নভঃ সূর্য্যস্তথৈব চ॥ ১১
স্বারোচিষস্য পুত্রাস্তে মনোঃ পুত্রা মহাত্মনঃ।
কীর্ত্তিতা মুনিশার্দ্দূল মহাবীর্য্যপরাক্রমাঃ॥ ১২
দ্বিতীয়মেতৎ কথিতং মুনে মন্বন্তরং তব।
তৃতীয়ং তব বক্ষ্যামি তন্নিবোধ যথাতথম্॥ ১৩
বশিষ্ঠপুত্রাঃ সপ্তাসন্ বাশিষ্ঠা ইতি বিশ্রুতাঃ।
হিরণ্যগর্ভস্য সুতা উর্জ্জা নাম মহৌজসঃ॥ ১৪
ঋষয়োঽত্র সমাখ্যাতাঃ কীর্ত্ত্যমানান্ নিবোধ মে।
ঔত্তময়া ঋষিশ্রেষ্ঠ দশ পুত্রা মনোরমাঃ॥ ১৫
ইষ উর্জ্জা তমূর্জ্জশ্চ মধুর্মাধব এব চ।
শুচিঃ শুক্রবহশ্চৈব নভসো নভ এব চ॥ ১৬
ঋষভস্তত্র দেবাশ্চ মন্বন্তর উদাহৃতাঃ।
মন্বন্তরং চতুর্থং তে কথয়িষ্যামি তচ্ছৃণু॥ ১৭
গার্গ্যঃ পৃথুস্তথৈবাগ্নির্জন্যো ধাতা কপীনকঃ।
কপীবান্ সপ্তর্ষয়স্তু সত্যা দেবগণাস্তথা॥ ১৮
তামসস্যান্তরে চৈব মনোর্মে কথিতাস্তব।
দ্যুতিঃ পোতঃ সৌতপস্যঃ তপঃ শূলশ্চ তাপনঃ॥
তপোরতিরকল্মাষস্তন্বী ধন্বী মহাঋষে।
তামসস্য সুতা হেতে দশ পুত্রা মহাব্রতাঃ॥ ২০
বায়ুপ্রোক্তা মহাকালে চতুর্থে বৈ তদন্তরে।
বেদবাহুর্জয়শ্চৈব মুনির্ব্বেদশিরাস্তথা॥ ২১
হিরণ্যরোমা পর্জ্জন্য উর্দ্ধবাহুশ্চ সোমপাঃ।
সত্যনেত্ররতাশ্চান্যে এতে সপ্তর্ষয়োঽপরে॥ ২২
দেবাশ্চ ভূতরজসস্তথা প্রকৃতয়স্তথা।

অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য এবং বসিষ্ঠ, এই সাতজন ব্রহ্মার মানসপুত্র ঋষি উত্তর-দিগ্-ভাগে অবস্থিতি করিতেন। স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরকালে যাম নামে দেবগণ স্বর্গে বাস করিতেন। আগ্নিধ্র, অগ্নিবাহ, মেধা, মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিমান্, হব্য, সবন এবং শুভ্র স্বারোচিষ-মন্বন্তর-সময়ে উক্ত মহর্ষিগণ ধর্ম্মনির্দ্দেষ্টা ছিলেন, ইহা বায়ুপুরাণে কথিত আছে। ঐ সময়ে তুষিত নামক দেবগণ স্বর্গের প্রভু ছিলেন। ১—১০। হে মুনে! বর, হরিঘ্ন, সুকৃতি, জ্যোতি, অয়োমূর্ত্তি, অয়ঃ-স্ময়, প্রথিত, মনস্য, নভঃ এবং সূর্য্য এই সকল মহাবলপরাক্রান্ত ব্যক্তিগণ মহাত্মা স্বারোচিষ মনুর পুত্র বলিয়া বিখ্যাত আছেন। হে মুনি-বর! আপনার নিকট দ্বিতীয় মন্বন্তর-বৃত্তান্ত কথিত হইল। তৃতীয় মন্বন্তর-বৃত্তান্ত যেরূপ আমি শুনিয়াছি, তদনুরূপ আপনার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করুন। বসিষ্ঠ মুনির পুত্র সাতজন বসিষ্ঠ নামে বিখ্যাত ঋষি ছিলেন এবং ব্রহ্মার পুত্র মহাবলবান্ উর্জ্জ নামে বিখ্যাত কতকগুলি ঋষি ছিলেন। তৃতীয় মনুর রাজত্ব-কালে এই সকল ঋষি ধর্ম্মশাস্ত্র-উপদেষ্টা ছিলেন। হে ঋষিবর! ঔত্তমেয় নামে অত্যন্ত সুন্দর দশটী পুত্র বৈবস্বত মনুর হইয়াছিল, তাহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। ইষ, উর্জ্জাত, উর্জ্জ, মধু, মাধব, শুচি, শুক্রবহ, নভস এবং নভ এই কয়টী পুত্র হইয়াছিল। তৃতীয় মন্বন্তর-সময়ে ঋষভ নামে দেবতা কথিত হইয়াছে। চতুর্থ মন্বন্তর-বৃত্তান্ত আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। গার্গ্য, পৃথু, অগ্নি, জন্য, ধাতা, কপীনক এবং কপীবান্ তামস নামক মন্বন্তর-সময়ে এই সপ্ত-জন ঋষি ছিলেন এবং সত্য নামে দেবগণ ছিলেন, ইহা আপনার নিকট কথিত হইল। হে মহর্ষে! দ্যুতি, পোত, সৌতপস্য, তপঃশূল, তাপন, তপোরতি, অকল্মাষ, তন্বী এবং ধন্বী এ দশজন মহাব্রত তামস মনুর পুত্র জানিবেন, বায়ুপুরাণে কথিত হইয়াছে। চতুর্থ মন্বন্তর-মহাকালের বৃত্তান্ত কথিত হইল। বেদবাহু, জয়, মুনি, বেদশিরা, হিরণ্যরোমা, পর্জ্জন্য এবং উর্দ্ধবাহু, সোমপা, সত্যরূপ-নেত্রাসক্ত এই সাতজন ঋষি এবং অপর কতকগুলি ঋষি পঞ্চম-মন্বন্তর-কালে সপ্তর্ষিমণ্ডলে অবস্থিতি

পারিপ্লবশ্চ রৈভ্যশ্চ মনোরন্তরমেব চ ॥ ২৩
অথ পুত্রানিমাংস্তস্য নিবোধ গদতো মম।
ধৃতিমানব্যয়োঽব্যক্তঃ সত্যদর্শী নিরুৎসবঃ ॥২৪
অরণ্যশ্চ প্রকাশশ্চ নির্দ্দোহঃ সত্যবান্ কৃতিঃ।
রৈবতস্য মনোঃ পুত্রাঃ পঞ্চমশ্চৈতদন্তরম্ ॥ ২৫
ষষ্ঠং তে সম্প্রবক্ষ্যামি তন্নিবোধ মহামুনে।
ভৃগুর্নহো বিবস্বাংশ্চ সুধর্ম্মা বিরজাস্তথা।
অতিনামা সহিষ্ণুশ্চ সপ্তৈবৈতে মহর্ষয়ঃ ॥ ২৬
চাক্ষুষস্যান্তরে বিপ্র মনোর্দেবানিমান্ শৃণু।
আদ্যাঃ প্রসূতা ঋভবঃ পৃথুগ্রাশ্চ দিবৌকসঃ ॥২৭
লেখাশ্চ নাম বিপ্রেন্দ্র পঞ্চ দেবগণাঃ স্মৃতাঃ।
ঋষেরঙ্গিরসঃ পুত্রা মহাত্মানো মহাবলাঃ ॥ ২৮
নড়্বলেয়া মুনিশ্রেষ্ঠ দশ পুত্রাশ্চ বিশ্রুতাঃ।
রুরুপ্রভৃতয়ো বিপ্র ষষ্ঠে মন্বন্তরে স্মৃতাঃ ॥ ২৯
অত্রির্বশিষ্ঠো ভব্যশ্চ কশ্যপশ্চ মহানৃষিঃ।
গৌতমোঽথ ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রস্তথৈব চ ॥ ৩০
জমদগ্নিঃ সপ্তমস্য ঋষয়ঃ সাম্প্রতং দিবি।

আদিত্যান্ মরুতো রুদ্রানশ্বিনৌ ভাস্বরান্ বসূন্।
মহারাজিকসাধ্যাংশ্চ সাধ্যাংশ্চৈব গণান্ বিভুঃ।
মনোর্বৈবস্বতস্যৈতে বর্ত্তন্তে সাম্প্রতস্য যে ॥ ৩২
ইক্ষ্বাকুপ্রমুখাশ্চৈব পুত্র-পৌত্রা মহাত্মনঃ।
মনোঃ সমভবন্ বিপ্র দিক্ষু সর্ব্বাসু শৌনক ॥ ৩৩
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু প্রাগুক্তষু সপ্তসপ্তকাঃ।
স্থিতা ধর্ম্মব্যবস্থার্থং লোকসংরক্ষণায় চ ॥ ৩৪
মন্বন্তরে ব্যতিক্রান্তে চত্বারঃ সপ্তসপ্তকাঃ।
কৃত্বা কর্ম্ম দিবং যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্ ॥ ৩৫
ততোঽন্যে তপসা স্থানং তৎপূর্ব্বং সম্প্রয়ান্তি চ
সবর্ণা মুনয়ো ভব্যাঃ পঞ্চ তাংশ্চ নিবোধ মে ॥৩৬
একো বৈবস্বতস্তেষাং চত্বারস্তু প্রজাপতেঃ।
পরমেষ্ঠিসুতা বিপ্র মেরুসাবর্ণতাং গতাঃ ॥ ৩৭
দক্ষস্য তে চ দৌহিত্রাঃ প্রিয়ায়াস্তনয়াস্তু তে।
মহতা তপসা যুক্তা মেরুপৃষ্ঠে বসন্তি হি ॥ ৩৮
রুচেঃ প্রজাপতেঃ পুত্রো রৌচ্যো নাম মনুঃ স্মৃতঃ

করিতেন। প্রভূত-রজস্ক-প্রকৃতি নামে পারিপ্লব এবং রৈভ্য নামে দেবগণ ছিলেন। পঞ্চম মনুর পুত্রগণের নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ধৃতিমান্, অব্যয়, অব্যক্ত, সত্যদর্শী, নিরুৎসব, অরণ্য, প্রকাশ, নির্দ্দোহ, সত্যবান্ এবং কৃতি, রৈবতনামক মনুর এই সকল পুত্র জানিবেন। পঞ্চম মন্বন্তর-বৃত্তান্ত কথিত হইল। ১১—২৫। হে মুনিবর! ষষ্ঠ মন্বন্তর-বৃত্তান্ত আপনার নিকট বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। ভৃগু, নহ, বিবস্বান্, সুধর্ম্মা, বিরজা, অতিনামা এবং অসহিষ্ণু এই সাতজন মহর্ষি। হে বিপ্র! ইহাঁরা চাক্ষুষ নামক ষষ্ঠ মন্বন্তরকালে বিদ্যমান ছিলেন ও তৎকালে যে দেবতা, তাহা শ্রবণ করুন। হে বিপ্রেন্দ্র! আদ্য, প্রসূত, ঋভু, পৃথুগ্র, লেখ এই পাঁচটী দেবগণ ঐ ষষ্ঠ মন্বন্তর-কালে ছিলেন। হে মুনিবর! ষষ্ঠ মন্বন্তর সময়ে মহাত্মা, অত্যন্ত বলবান্, নড়্বলার গর্ভজাত অত্যন্ত বিখ্যাত রুরু প্রভৃতি অঙ্গিরা ঋষির পুত্র দশজন সপ্তর্ষি। অত্রি, বসিষ্ঠ, ভব্য, মহর্ষি কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র এবং জমদগ্নি এই মন্বন্তরের সপ্তর্ষি। ঐ সময়ের দেবগণ উনপঞ্চাশৎ বায়ু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, মহারাজিকগণ এবং সাধ্যগণ বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তর সময়ে স্বর্গধামে বিরাজমান ছিলেন। মহাত্মা বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি পুত্র-পৌত্রগণ সকল দিগ্বিভাগে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। হে শৌনকমুনে! সকল মন্বন্তরেই সাত সাত জন ঋষি ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত এবং লোকরক্ষা নিমিত্ত অবস্থিতি করেন। মন্বন্তর অতীত হইলে পর সপ্তর্ষি, মনু, দেবগণ এবং মনুপুত্রগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তৎপরে তপোবলে অন্য মনু আসিয়া তৎস্থান অধিকার করেন। পঞ্চমনু সবর্ণ; তন্মধ্যে একজন বৈবস্বত। অপর মনুচতুষ্টয়ের বিষয় শ্রবণ কর। ২৬—৩৬। হে বিপ্র! পরমেষ্ঠিপুত্রগণ। মেরুসাবর্ণি নামে অভিহিত মনু। তাঁহারা দক্ষপ্রজাপতির দৌহিত্র প্রিয়-নাম্নী কন্যার গর্ভজাত পুত্র; মহৎ তপস্যাযুক্ত হইয়া, সুমেরুপর্ব্বতে বসতি করেন। রুচিনামক প্রজাপতির পুত্র রৌচ্য মনু ভূতি-দেবীর গর্ভে

ভৃত্যাঞ্চোৎপাদিতে দেব্যাংভৌত্যো নামাভবৎপুনঃ।
অনাগতাশ্চ সপ্তৈতে কল্পেহস্মিন্ মনবঃ স্মৃতাঃ।
অনাগতাশ্চ সপ্তৈব স্মৃতা দিবি মহর্ষয়ঃ ॥ ৪০
রামো ব্যাসস্তথাত্রেয়ো দীপ্তিমান্ সুবহুশ্রুতঃ।
ভরদ্বাজিস্তথা দ্রৌণিরশ্বত্থামা মহাদ্যুতিঃ ॥ ৪১
গৌতমস্যাত্মজশ্চৈব শরদ্বান্ গৌতমঃ কৃতঃ।
কৌশিকো গালবশ্চৈব রুরুঃ কাশ্যপ এব চ ॥৪২
এতে সপ্ত মহাত্মানো ভবিষ্যা মুনিসত্তমাঃ ॥ ৪৩
দেবতানাং গণাস্তত্র ত্রয়ঃ প্রোক্তাঃ স্বয়ম্ভুবা।
মারীচেশ্চৈব পুত্রাস্তে কশ্যপস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪৪
বীরবাংশ্চাবনীবাংশ্চ সুমন্তো ধৃতিমান্ বসুঃ।
বরিষ্ণুরার্য্যো বিষ্ণুশ্চ রাজা সুমতিরেব চ ॥ ৪৫
সাবর্ণস্য মনোঃ পুত্রা ভবিষ্যা দশ শৌনক।
প্রথমং মেরুসাবর্ণিং প্রবক্ষ্যামি মনুং শৃণু ॥ ৪৬
মেধাতিথিশ্চ পৌলস্ত্যো বসুঃ কাশ্যপ এব চ।
জ্যোতিষ্মান্ ভার্গবশ্চৈব দ্যুতিমানঙ্গিরাস্তথা ॥৪৭
সবনশ্চৈব বাশিষ্ঠ আত্রেয়ো হব্য এব চ।
পৌলহঃ সপ্ত ইত্যেতে ঋষয়ো রোহিতান্তরে ॥৪৮

জন্মগ্রহণ করাতে তাঁহার অপর একটী নাম ভৌত্য হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে ভাবী সাতজন মনু জানিবে এবং সাতজন মহর্ষি স্বর্গে বাস করিতেছেন। পরশুরাম, ব্যাস, সুবিখ্যাত দীপ্তিযুক্ত অত্রিমুনির পুত্র মহা তেজস্বী ভরদ্বাজ গোত্রজাত দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা, গৌতমমুনির পুত্র শরদ্বান্ মুনি, কুশিকসম্ভূত গালবমুনি, কশ্যপ মুনির পুত্র রুরু। হে মুনিগণ। ইহাঁরা ভবিষ্যৎ সপ্তর্ষি। তৎকালে দেবতার তিনটী গণ, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ইহা বলিয়াছেন; মহাত্মা মরীচিপুত্র কশ্যপমুনির পুত্রগণ ভবিষ্যৎ সপ্তর্ষি। বীরবান্, অবনীবান্, সুমন্ত, ধৃতিমান্, বসু, বরিষ্ণু, আর্য্য, বিষ্ণু, রাজা এবং সুমতি। হে শৌনকমুনে! সাবর্ণি মনুর ভবিষ্যৎ দশটী পুত্র হইয়াছিল। প্রথম মেরু-সাবর্ণি মনু, তাঁহার বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পুলস্ত্যমুনির পুত্র মেধাতিথি, কাশ্যপগোত্র বসু, জ্যোতিষ্মান্ ভার্গব, দ্যুতিমান্ অঙ্গিরা, বসিষ্ঠ-গোত্রজ সবন, অত্রিমুনির পুত্র হব্য এবং পুলহ-

দেবতানাং গণাস্তত্র ত্রয় এব মহামুনে।
দীক্ষাপুত্রস্য পুত্রাস্তে রোহিতস্য প্রজাপতেঃ ॥ ৪৯
দৃষ্টকেতুর্দীপ্তকেতুঃ পঞ্চহস্তো নিরাকৃতিঃ।
পৃথুশ্রবা ভূরিদ্যুম্নো ঋচীকো বৃহতো গয়ঃ ॥৫০
প্রথমস্য তু সাবর্ণের্নব পুত্রা মহৌজসঃ।
দশমে ত্বথ পর্য্যায়ে দ্বিতীয়স্যান্তরে মনোঃ ॥ ৫১
হবিষ্মান্ পুলহশ্চৈব সুকৃতিশ্চৈব ভার্গবঃ।
আপোমুক্তিস্তথাত্রেয়ো বশিষ্ঠশ্চাব্যয়ঃ স্মৃতঃ ॥৫২
পৌলস্ত্যঃ প্রয়তিশ্চৈব নাভারশ্চৈব কাশ্যপঃ।
অঙ্গিরা নভসঃ সত্যঃ সপ্তৈতে পরমর্ষয়ঃ ॥ ৫৩
দেবতানাং গণাশ্চাপি দ্বিষিমন্তশ্চ যে স্মৃতাঃ।
অক্ষত্বানোত্তমৌজাশ্চ ভূরিষেণশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৫৪
শতানীকো নিরামিত্রো বৃষসেনো জয়দ্রথঃ।
ভূরিদ্যুম্নঃ সুবর্চ্চাশ্চ দশ ত্বেতে মনোঃ সুতাঃ ॥৫৫
একাদশে তু পর্য্যায়ে তৃতীয়স্যান্তরে মনোঃ।
তস্যাপি সপ্ত ঋষয়ঃ কীর্ত্ত্যমানান্ নিবোধ মে ॥৫৬

মুনির পুত্র, রোহিত-মন্বন্তর সময়ে সাতজন মহর্ষি কথিত হইয়াছেন। ৩৬—৪৮। হে মুনিবর! তৎকালে দেবতার তিনটী গণ। দীক্ষার পুত্র প্রজাপতি রোহিতমনুর এ সকল পুত্র জানিবেন,—ইষ্টকেতু, দীপ্তকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাকৃতি, পৃথুশ্রবা ভূরিদ্যুম্ন, ঋচীক বৃহৎ এবং গয়। প্রথম সাবর্ণির অত্যন্ত বলবান্ নয় জন পুত্র। দশম মন্বন্তর সময় উপস্থিত হইলে দ্বিতীয় সাবর্ণি মনুর আধিপত্য সময়ে হবিষ্মান্, পুলহ, ভৃগুবংশজাত সুকৃতি, অত্রিগোত্রজ অপোমুক্তি, অব্যয় বসিষ্ঠ, পুলস্ত্য গোত্রজাত প্রয়তি, কশ্যপমুনির পুত্র নাভার এবং অঙ্গিরার পুত্র সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ নভস, এই সাতজন পরম ঋষি ধর্ম্মশাস্ত্রের বক্তা ছিলেন এবং দ্বিষিমন্ত নামক দেবগণ স্বর্গরাজ্যে বিরাজ করিতেন। অক্ষত্বান্, উত্তমৌজা, ভূরিষেণ, বীর্য্যবান্ শতানীক, নিরমিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন এবং সুবর্চ্চা এই দশটী পুত্র দ্বিতীয় সাবর্ণি মনুর জানিবেন। তৃতীয় সাবর্ণির অধিকৃত একাদশ মন্বন্তর সময়ে যে সাতজন ঋষি ধর্ম্মবক্তা ছিলেন, তাঁহাদিগের

হবিষ্মান্ কশ্যপশ্চাপি বপুষ্মাংশ্চৈব বারুণঃ।
আত্রেয়োঽথ বশিষ্ঠশ্চ অনবস্তঙ্গিরাস্তথা ॥ ৫৭
চারুধৃষ্যশ্চ পৌলস্ত্যো নিস্বরোঽগ্নিস্তু তেজসঃ।
সপ্তৈতে ঋষয়ঃ প্রোক্তাস্ত্রয়ো দেবগণাঃ স্মৃতাঃ ॥৫৮
ব্রহ্মণস্তু সুতাস্তে তু অতঃ শৃণু মহামতে।
সর্ব্বত্রগঃ সুশর্ম্মা চ দেবানীকস্তু ক্ষেমকঃ ॥ ৫৯
দৃঢ়েষুঃ পণ্ডকো দর্শ উরুর্বাহো মনোঃ সুতাঃ।
সুবর্ণস্য তু পুত্রা বৈ তৃতীয়স্য নব স্মৃতাঃ ॥ ৬০
চতুর্থস্য তু সাবর্ণের্ঋষীন্ সপ্ত নিবোধ মে।
দ্যুতির্বশিষ্ঠপুত্রশ্চ আত্রেয়ঃ সুতপাস্তথা ॥ ৬১
অঙ্গিরাস্তপসো মূর্ত্তিস্তপস্বী কশ্যপস্তথা।
তপোঽশনশ্চ পৌলস্ত্যঃ পৌলহশ্চ তপোরতিঃ ॥
ভার্গবঃ সপ্তমস্তেষাং বিজ্ঞেয়স্তপসো নিধিঃ।
পঞ্চ দেবগণাঃ প্রোক্তা মানসা ব্রহ্মণঃ সুতাঃ ॥৬২
দ্বাদশে চৈব পর্য্যায়ে ভাব্যে রৌচ্যান্তরে মনোঃ।
অঙ্গিরাশ্চৈব ধৃতিমান্ পৌলস্ত্যো হব্যবাংস্তু যঃ॥

নাম কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন। হবিষ্মান্, কশ্যপ, বপুষ্মান্, বারুণ, আত্রেয়, বসিষ্ঠ, অনব, অঙ্গিরা, চারুধৃষ্য, পৌলস্ত্য, নিস্বর, অগ্নি, তেজস এই সকল সপ্তর্ষিমণ্ডলের অধিকারী ছিলেন। একাদশ মন্বন্তর সময়ে তিনটী দেবগণ স্বর্গ-রাজ্যের প্রভু ছিলেন। ঐ সকল ঋষিগণ ব্রহ্মার মানস-পুত্র ছিলেন। হে মহামতে! ইহার পর যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। সর্ব্বত্রগ, সুশর্ম্মা, দেবানীক, ক্ষেমক, দৃঢ়েষু, পশুক, দর্শ, উরু এবং বাহ, সুবর্ণ নামক তৃতীয় সাবর্ণি মনুর নয়টী পুত্র উক্ত হইয়াছে। ৪৯—৬০। চতুর্থ সাবর্ণি মনুর অধিকার সময়ে যে সকল ঋষিগণ সপ্তর্ষিমণ্ডলের অধিকারী ছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন. বসিষ্ঠপুত্র দ্যুতি, আত্রেয়, সুতপা অঙ্গিরা, তপোমূর্ত্তি তপস্বী, কশ্যপ, তপোশন, পৌলস্ত্য, পৌলহ তপোরতি, সপ্তম ভার্গব, তপোনিধি ব্রহ্মার মানস পুত্র পাঁচটী দেবগণ স্বর্গরাজ্যের প্রভু জানিবেন। দ্বাদশসংখ্যক রৌচ্য নামক মন্বন্তর হইলে পর অঙ্গিরোবংশীয় ধৃতিমান্, পুলস্ত্যবংশীয় হব্যবান্, পুলহ-

পৌলহস্তত্ত্বদর্শী চ ভার্গবশ্চ নিরুৎসবঃ।
নিষ্প্রপঞ্চস্তথাত্রেয়ো নির্ম্মোহঃ কাশ্যপস্তথা ॥ ৬৫
সুতপাশ্চৈব বাশিষ্ঠঃ সপ্তৈবৈতে মহর্ষয়ঃ।
ত্রয় এব গণাঃ প্রোক্তা দেবতানাং স্বয়ম্ভুবা ॥ ৬৬
পুনর্মহাত্মজাস্তে বৈ চিত্রো বৈচিত্র এব চ।
তয়োর্ধর্ম্মভূতোধ্রশ্চ সুনেত্রঃ ক্ষত্রবৃদ্ধকঃ ॥ ৬৭
নির্ভয়ঃ সুতপা দ্রোঢ়ো মনো রৌচ্যস্য তে সুতাঃ
ত্রয়োদশে তু পর্য্যায়ে শৈব্যস্যৈবান্তরে মনোঃ ॥ ৬৮
আগ্নীধ্রঃ কাশ্যপশ্চৈব পৌলস্ত্যো মাগধশ্চ যঃ।
ভার্গবোঽপ্যতিবাহশ্চ শুচিরাঙ্গিরসস্তথা ॥ ৬৯
যুক্তশ্চৈব তথাত্রেয়ঃ শক্রো বাশিষ্ঠ এব চ।
অজিতঃ পুলহশ্চৈব অন্ত্যাঃ সপ্তর্ষয়শ্চ তে ॥ ৭০
এতেষাং কল্য উত্থায় কীর্ত্তনাৎ সুখমেধতে।
অতীতানাগতানাং বৈ মহর্ষীণাং সদা নরঃ ॥ ৭১
দেবতানাং গণাঃ প্রোক্তাঃ পঞ্চ শৃণু মহামতে ॥ ৭২
তরঙ্গভীরুর্বুধ্রশ্চ তনূগ্রোঽনুগ্র এব চ।
অতিমানী প্রবীণশ্চ বিষ্ণুঃ সংক্রন্দনস্তথা॥ ৭৩
তেজস্বী শম্বলশ্চৈব সত্যস্যৈতে মনোঃ সুতাঃ।
ভৌত্যস্যৈবাধিকারে তু পূর্ব্বকল্পস্তু পূর্য্যতে। ৭৪
ইত্যেতেঽনাগতাতীতা মনবঃ কীর্ত্তিতা ময়া।

বংশীয় তত্ত্বদর্শী, ভৃগুবংশীয় নিরুৎসব, অত্রিবংশীয় নিষ্প্রপঞ্চ, কশ্যপবংশীয় নির্ম্মোহ এবং বসিষ্ঠবংশীয় সুতপা সপ্তর্ষি হইবেন। ত্রয়োদশ সংখ্যক শৈব্য নামক মন্বন্তর সময়ে আগ্নিধ্র কাশ্যপ, পৌলস্ত্য মাগধ, ভার্গব অতিবাহ, শুচি আঙ্গিরস, যুক্ত আত্রেয়, শক বাসিষ্ঠ, অজিত এবং পুলহ ইহাঁরা অন্ত্য সপ্তর্ষি-সংজ্ঞক জানিবেন। প্রভাতকালে উঠিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান এই সকল মুনিগণের সর্ব্বদা নাম কীর্ত্তন করিলে পর মনুষ্যগণ সুখী হয়। ৬১—৭১। হে মহাবুদ্ধে! ত্রয়োদশ মন্বন্তরে পাঁচটী দেবগণ উক্ত হইয়াছে। ত্রয়োদশ মনুর যে সকল পুত্র, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। তরঙ্গভীরু, বুধ্র, তনূগ্র, অনুগ্র, অতিমানী, প্রবীণ, বিষ্ণু, সংক্রন্দন তেজস্বী এবং শম্বল, সত্য নামক মনুর এই সকল পুত্র জানিবেন। ভৌত্য নামক মনুর অধিকার সময়ে পূর্ব্বকল্প পরিপূর্ণ হয়। এই

উক্তাঃ সনৎকুমারেণ ব্যাসায়ামিততেজসা ॥ ৭৫
পূর্ণে যুগসহস্রান্তে পরিপাল্য স্বধর্ম্মতঃ।
প্রজাভিস্তপসা যুক্তা ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি তে ॥৭৬
যুগানি সপ্ততিহে্যক-সাগ্রাণ্যন্তরমুচ্যতে।
চতুর্দ্দশৈতে মনবঃ কীর্ত্তিতাঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনাঃ॥ ৭৭
মন্বন্তরেষু সংহারাঃ সংহারান্তে পুনর্ভবঃ।
ন শক্যমন্তরং তেষাং বক্তুং বর্ষশতৈরপি ॥ ৭৮
পূর্ণে শতসহস্রে তু কল্পো নিঃশেষ উচ্যতে।
তত্র সর্ব্বাণি ভূতানি দগ্ধান্যাদিত্যরশ্মিভিঃ ॥ ৭৯
ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা সদাদিত্যগণৈর্মুনে।
প্রবিশন্তি সুরশ্রেষ্ঠং হরিং নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ৮০
স্রষ্টারং সর্ব্বভূতানাং কল্পান্তেষু পুনঃপুনঃ।
ভূয়োঽপি ভগবান্ রুদ্রঃ সংহর্ত্তা কাল এব হি ॥
কল্পান্তেঽতঃ প্রবক্ষ্যামি মনোর্বৈবস্বতস্য বৈ।

সকল অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ মনুগণের বৃত্তান্ত আমি আপনার নিকটে বলিলাম; ইহা অমিততেজাঃ সনৎকুমার মুনি, ব্যাসমুনির নিকট কহিয়াছেন। যুগসহস্র পরিপূর্ণ হইলে পর স্বীয় ধর্ম্ম দ্বারা প্রজাবর্গ প্রতিপালন করিয়া মুনিগণ প্রজাবর্গের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। একাত্তর যুগকাল একটী মন্বন্তর জানিবেন। চতুর্দ্দশ মন্বন্তর সময়ে যে কীর্ত্তিবর্দ্ধন মনু হইবে, তাহা কথিত হইয়াছে। একটী মন্বন্তরের পর সমস্ত জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়; জগৎ লয় হইলে পর পুনর্ব্বার সমস্ত জগতের সৃষ্টি হয়। সমস্ত মন্বন্তর-বৃত্তান্ত বহুকালেও বলিতে পারা যায় না। শতসহস্র কল্প পূর্ণ হইলে পর কল্পের শেষ হইয়া যায় (অর্থাৎ তাহার পর আর সৃষ্টি হয় না।) সে সময়ে সমস্ত জগৎ সূর্য্যকিরণ দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়। হে মুনিবর! সমস্ত কল্পান্ত সময়ে সমস্ত দেবগণ জগৎ-সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে অগ্রগামী করত জগদীশ্বর সুরবর নারায়ণ বিষ্ণুর শরীরে বারংবার প্রবিষ্ট হন। মহাকাল ভগবান্ রুদ্রদেব বারংবার কল্পান্ত সময়ে সমস্ত জগৎ সংহার করিয়া থাকেন। ইহার পর বংশবৃদ্ধিকর, ধন্য এবং পবিত্র বৈবস্বত মনুর উৎপত্তি-বৃত্তান্ত বলিতেছি, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। ৭২—৮২।

বিসর্গং পুণ্যমাখ্যানং ধন্যং কুলবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৮২

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং মন্বন্তরকথাবর্ণনেঽষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৮ ॥

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জজ্ঞে দাক্ষায়ণ্যাং মহানৃষিঃ।
তস্য ভার্য্যাভবৎ সংজ্ঞা ত্বাষ্ট্রী দেবী সুরেণুকা॥ ১
ভর্তৃরূপেণ নাতুষ্যদ্রূপ-যৌবনশালিনী।
আদিত্যস্য হি তদ্রূপমসহন্তী সুতেজসা॥ ২
দহ্যমানা ততোদ্বেগমকরোদ্বরবর্ণিনা।
ঋষেঽস্যাং ত্রীণ্যপত্যানি জনয়ামাস ভাস্করঃ॥ ৩
সংজ্ঞায়াস্তু মনুঃ পূর্ব্বং শ্রাদ্ধদেবঃ প্রজাপতিঃ।
যমশ্চ যমুনা চৈব যমজৌ সম্বভূবতুঃ॥ ৪

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

শৌনক মুনির নিকট সূত বলিতেছেন, দক্ষ-কন্যার গর্ভে কশ্যপমুনির ঔরসে বিবস্বান্ নামে মহর্ষি জন্মগ্রহণ করিলেন। বিবস্বান্ ঋষির ত্বষ্টার কন্যা সুরেণুকা সংজ্ঞা নামে পত্নী ছিলেন। উত্তম রূপবতী পরমযুবতী সংজ্ঞাসতী স্বীয় উৎকৃষ্ট প্রভা দ্বারা সূর্য্যদেবের প্রখর তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বামীর রূপে অসন্তুষ্ট হইলেন। পরম সুন্দরী সংজ্ঞাসতী স্বামীর রূপ দ্বারা দগ্ধ হওয়াতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। হে ঋষিবর! সূর্য্যদেব সংজ্ঞা-সতীর গর্ভে তিনটী সন্তান উৎপাদন করিলেন। সংজ্ঞার গর্ভে প্রজাপতি বৈবস্বত মনু প্রথম জন্ম গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর (সর্ব্বভূতান্তকারী) শ্রাদ্ধদেব এবং যমুনা এই দুইটী যমজ-সন্তান জন্মিল। কল্যাণী

সংবর্ত্তুলস্ত তদ্রূপং দৃষ্ট্বা সংজ্ঞা বিবস্বতঃ।
অসহন্তী ততশ্ছায়ামাত্মনঃ সাস্বজচ্ছুভা॥ ৫
ছায়া সতী তু সা সংজ্ঞামবোচদ্ভক্তিতঃ শুভে।
কিং করোমি হি কার্য্যং তে কথয়স্ব শুচিস্মিতে॥৬
সংজ্ঞোবাচ।
অহং যাস্যামি ভদ্রং তে মমৈব ভবনং পিতুঃ।
ত্বয়ৈব ভবনে মহ্যং বস্তব্যং নির্ব্বিকারয়া॥ ৭
ইমৌ চ বালকৌ মহ্যং কন্যা চেয়ং সুমধ্যমা।
পালনীয়াঃ সুখেনৈব মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্॥ ৮
ছায়োবাচ।
আ কেশগ্রহণাদ্দেবি সহিষ্যামি সুদুষ্কৃতম্।
আখ্যাস্যামি মতং তুভ্যং গচ্ছ দেবি যথাসুখম্॥ ৯
ইত্যুক্তা সাগমদ্দেবী ব্রীড়িতা সন্নিধৌ পিতুঃ।
পিত্রা নির্ভৎর্সিতা তত্র নিযুক্তা সা পুনঃপুনঃ॥১০
আগচ্ছদ্বড়বা ভূত্বাচ্ছাদ্য রূপং ততঃ স্বকম্।
কুরূংস্তদোত্তরান্ প্রাপ্য নৃণাং মধ্যে চচার হ॥১১

সংজ্ঞাসতী সূর্য্যদেবের অত্যন্ত বর্ত্তুলাকার-রূপ দর্শন করিয়া, ঐ রূপ সহ্য করিতে অসমর্থ হওয়াতে আত্মদেহ হইতে ছায়া-নাম্নী সুন্দরীর সৃষ্টি করিলেন। সেই ছায়া-সুন্দরী ভক্তিভাবে সংজ্ঞা-সতীকে বলিলেন, হে কল্যাণি! হে চারু-হাসিনি! আমি আপনার কি কার্য্য করিব? সংজ্ঞা বলিলেন, তোমার মঙ্গল হউক, আমি পিতৃগৃহে গমন করিব, তুমি নির্ব্বিকার-চিত্তে আমার গৃহে বাস কর এবং তুমি যদি আমার প্রিয়কার্য্য করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার এই বালক পুত্রদ্বয় এবং বালিকা সুন্দরী কন্যাটীকে স্বচ্ছন্দে প্রতিপালন কর। ১—৮। ছায়া বলিলেন, হে দেবি! আমি কেশগ্রহণ পর্য্যন্ত ক্লেশ সহ্য করিব এবং আপনার নিকট নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিব, আপনি যথাসুখে পিত্রালয়ে গমন করুন। ছায়াকে এই কথা বলিয়া লজ্জিতভাবে সংজ্ঞা-দেবী পিতৃসন্নিধানে গমন করিলেন। পিতৃগৃহে সমাগত হইয়া সংজ্ঞাদেবী পিতাকর্ত্তৃক ভর্ৎসিত এবং বারংবার অনুযুক্ত হওয়াতে নিজ দেহ আচ্ছাদিত করত ঘোটকীর রূপ ধারণপূর্ব্বক আগমন করিলেন

সংজ্ঞাং তান্তু রবির্মত্বা ছায়ায়াং স সুতং তদা।
জনয়ামাস সাবর্ণির্মনুঃ স ভবিতা কিল॥ ১২
সংজ্ঞা তু পার্থিবী যা তু তস্য পুত্রস্য বৈ তদা।
চকারাভ্যধিকং স্নেহং ন তথা পূর্ব্বজে সুতে॥১৩
অনুজস্য চ ভূষাদি যমস্তস্য ন চক্ষমে।
সরোষঃ স চ বাগ্যাচ্চ ভাবিনোঽর্থস্য বৈ বলাৎ।
ছায়াং সন্তর্জ্জয়ামাস পদা বৈবস্বতো যমঃ॥ ১৪
তং শশাপ ততঃ ক্রোধাচ্ছায়া তং কলুষীকৃতা।
চরণঃ পততামেষ ন বেতি ভৃশরোষিতা॥ ১৫
যমস্ততঃ পিতুঃ সর্ব্বং প্রাঞ্জলিঃ প্রত্যবেদয়ৎ।
ভৃশং শাপভয়োদ্বিগ্নঃ সংজ্ঞাবাক্যৈর্বিচেষ্টিতঃ॥১৬
মাত্রা স্নেহেন সর্ব্বেষু বর্ত্তিতব্যং সুতেষু বৈ।
স্নেহমস্মানপাহায় কনীয়াংসং বিভূষতি॥ ১৭
তস্মাম্ময়োদ্যতঃ পাদস্তত্তবান্ ক্ষন্তুমর্হতি॥ ১৮

এবং উত্তর-কুরুদেশে উপস্থিত হইয়া মনুষ্যগণ-মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সূর্য্যদেব ছায়াকে স্বীয় পত্নী সংজ্ঞা বিবেচনা করিয়া তাহার গর্ভে তৎকালে একটী পুত্র উৎপাদন করিলেন, ঐ পুত্র সাবর্ণি মনু নামে বিখ্যাত হইবেন। সংজ্ঞাদেবী কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতি অধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র যমের প্রতি তাদৃশ স্নেহ করিতেন না। সূর্য্যপুত্র যম কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি মাতার স্নেহ বশত দত্ত অলঙ্কারাদি সহ করিতে না পারিয়া বাল্যতা নিবন্ধন এবং ভবিতব্যতার দুনিবার্য্যতা হেতু ক্রুদ্ধ হইয়া ছায়াকে চরণ দ্বারা আঘাত করিলে পর ছায়াও ক্রোধ দ্বারা হতজ্ঞান হইয়া যমরাজকে অভিসম্পাত করিলেন। যমরাজ মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া শাপভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে পিতা সূর্য্য-দেবের নিকট সমস্ত মাতৃদত্ত শাপের কথা বিজ্ঞাপন করিলেন, হে পিতঃ! মাতা সকল পুত্রের প্রতি সমভাবে স্নেহ করিয়া থাকেন, ইহাই নিয়ম; কিন্তু আমাদিগের মাতা আমাদিগের প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন; সেহেতু আমি চরণ উঠাইয়াছি, আপনি আমার

শপ্তাঽহমস্মি দেবেশ জনন্যা তপতাং বর।
ত্বৎপ্রসাদাচ্চরণো ন পতেন্মম গোপতে॥ ১৯
সবিতোবাচ।
অসংশয়ং পুত্র মহন্তবিষ্যত্যত্র কারণম্।
যেন ত্বামাবিশৎ ক্রোধো ধর্ম্মজ্ঞং সত্যবাদিনম্॥২০
ন শক্যমেতন্মিথ্যা বৈ কর্ত্তুং মাতৃবচস্তব।
কৃময়ো মাংসমাদায় গমিষ্যন্তি মহীতলে।
কৃতো ভবিতা নিত্যং ত্বঞ্চ ত্রাতা ভবিষ্যসি॥২১
আদিত্যশ্চাব্রবীৎ তাস্ত চ্ছায়াং ক্রোধসমন্বিতঃ।
কিং তুল্যেঽপ্যধিকঃ স্নেহ এতদাখ্যাতুমর্হসি॥২২
সা রবের্বচনং শ্রুত্বা যাথাতথ্যং ন্যবেদয়ৎ।
বিবস্বানপি তচ্ছ্রুত্বা ক্রুদ্ধস্ত্বষ্টারমভ্যগাৎ॥ ২৩
ত্বষ্টা চ তং যথান্যায়মর্চ্চয়িত্বা বিভাবসুম্।
নির্দিগ্ধুকামং রোষেণ সান্ত্বয়ামাস বৈ তদা॥ ২৪
তবাতিতেজসা দগ্ধা ইদং রূপং ন শোভতে।
অসহন্তী চ তৎ সংজ্ঞা বনে বসতি শাদ্বলে॥২৫
শ্লাঘ্যা যোগবলোপেতা যোগমাসাদ্য গোপতে॥২৬
অনুকূলস্ত দেবেশ যদি স্যান্মম যন্মতম্।
রূপং নিবর্ত্তয়াম্যদ্য নবং কান্তং করোম্যহম্॥ ২৭
তচ্ছ্রুত্বাপগতঃ ক্রোধো মার্ত্তণ্ডস্য বিবস্বতঃ।
ভ্রমিমারোপ্য তত্তেজঃ শাতয়ামাস বৈ মুনিঃ॥২৮
ততো বিভ্রাজিতং রূপং তেজসা সংবৃতেন চ।
কৃতং কান্ততরং রূপং ত্বষ্ট্রা তচ্ছুশুভে তদা॥২৯
ততোঽসৌ যোগমাস্থায় স্বাং ভার্য্যাং বৈ দদর্শ হ
অধৃষ্যাং সর্ব্বভূতানাং তেজসা নিয়মেন চ॥ ৩০
সোঽশ্বরূপং সমাস্থায় গত্বা তাং মৈথুনায় চ।

এ অপরাধ মার্জ্জনা করুন। হে দেবপতে! হে তাপদাতৃশ্রেষ্ঠ! আমি জননী কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি, হে গোপতে! আপনার প্রসাদে আমার চরণ পতিত না হউক। সূর্য্যদেব বলিলেন, হে পুত্র! নিশ্চয়ই এ বিষয়ে কোন অনির্ব্বচনীয় ভবিতব্যতা কারণ জানিবে; যেহেতু তুমি ধর্ম্মজ্ঞানী এবং সত্যবাদী, তোমাতেও ক্রোধ প্রবিষ্ট হইয়াছে। ১৯—২০। হে পুত্র! আমি তোমার জননীর বাক্য মিথ্যা করিতে সমর্থ হইব না, কৃমিগণ তোমার পদদ্বয় হইতে মাংস গ্রহণ করিয়া পৃথিবী মধ্যে গমন করিবে, তাহার বাক্য নিত্য ঘটিবে, তুমিই তাহাদিগের রক্ষাকর্ত্তা হইবে। সূর্য্যদেব ক্রোধান্বিত হইয়া ছায়াদেবীকে বলিলেন, পুত্রগণ সকলেই সমান, তুমি কি নিমিত্ত কনিষ্ঠের প্রতি অধিক স্নেহ করিয়া থাক, তাহা আমার নিকট বল। ছায়া-সতী সূর্য্যদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া এ বিষয়ের মর্ম্ম-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। সূর্য্যদেব ছায়ার বাক্য শ্রবণ করত ক্রুদ্ধচিত্তে বিশ্বকর্ম্মার নিকট গমন করিলেন। ত্বষ্টাও সূর্য্যদেবকে সমাগত দেখিয়া যথোচিত পূজা দ্বারা সন্তুষ্ট করত, দগ্ধ করিতে অভিলাষী সূর্য্যদেবকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, আপনার প্রখর কিরণ দ্বারা সংজ্ঞা দগ্ধ হইয়াছে, অতএব আপনার এতাদৃশ প্রখর তেজঃস্বরূপ রূপ প্রকাশ করা উচিত নহে। হে গোপতে! আপনার প্রখর রূপ সহ্য করিতে না পারিয়া माননীয়া যোগযুক্তা সংজ্ঞা-সতী যোগাবলম্বনে ঘোটকীরূপ ধারণপূর্ব্বক উত্তম নবতৃণযুক্ত বনময়-দেশে বসতি করিতেছে। হে দেববর! যদি আপনি আমার প্রতি অনুকূল হন, তাহা হইলে আমি আমার অভিপ্রেত, নূতন, অত্যন্ত কমনীয় আপনার রূপ প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি। ত্বষ্টার বাক্য শ্রবণ করত সূর্য্যদেবের ক্রোধ দূরীভূত হইল। মুনিবর বিশ্বকর্ম্মা শাণযন্ত্রে আরোহণ করাইয়া সূর্য্যদেবের প্রখরতর কিরণ-সমূহকে ন্যূন করিয়া দিলেন। তদনন্তর তেজের হ্রাস হওয়াতে অত্যন্ত দীপ্তিযুক্ত সূর্য্যদেবের রূপ মুনিবর ত্বষ্টা অত্যন্ত মনোহর করিয়া দিলেন, তৎকালে ঐরূপ সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। তদনন্তর সূর্য্যদেব যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক নিজ ভার্য্যা সংজ্ঞাকে দর্শন করিলেন। তেজ এবং নিয়ম দ্বারা সর্ব্ব-প্রাণীর অধর্ষণীয় অশ্বশরীর অবলম্বনপূর্ব্বক সূর্য্যদেব মৈথুন করিবার অভিলাষে, পরপুরুষ-শঙ্কাহেতু মৈথুন করিতে অনিচ্ছুক সংজ্ঞার নিকট গমন করিলেন। হে মুনিবর! তদনন্তর সূর্য্যদেব

মৈথুনায় বিচেষ্টন্তী পরপুংসোঽপশঙ্কয়া ॥ ৩১
মুখতো নাসিকায়াস্ত শুক্রং তন্ন্যদধান্মুনে ।
দেবৌ ততঃ প্রজায়েতামশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ ॥
নাসত্যৌ তৌ চ দস্রৌ চ স্মৃতৌ দ্বাবশ্বিনাবপি ।
তৌ তু কান্তেন রূপেণ দর্শয়ামাস ভাস্করঃ ॥ ৩৩
আত্মানং সা তু তং দৃষ্ট্বা প্রহৃষ্টা পতিমাদরাৎ ॥
যমস্ত কর্ম্মণা তেন ভৃশং পীড়িতমানসঃ ।
ধর্ম্মেণ রঞ্জয়ামাস ধর্ম্মরাজ ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৩৫
লেভে স কর্ম্মণা তেন ধর্ম্মরাজো মহাদ্যুতিঃ ।
পিতৃণামাধিপত্যঞ্চ লোকপালত্বমেব চ ॥ ৩৬
মনুঃ প্রজাপতিস্ত্বাসীৎ সাবর্ণঃ স তপোধনঃ ।
ভাবী যোঽবর্ত্তকেঽস্মিন্ মনুঃ সাবর্ণিকেঽন্তরে
মেরুপৃষ্ঠে তপো ঘোরমদ্যাপি চরতে প্রভুঃ ।
ভ্রাতা শনৈশ্চরশ্চাপি গ্রহত্বং স লব্ধবান্ ॥ ৩৮
ত্বষ্টা তু তেজসা তেন বিষ্ণোশ্চক্রমবর্ত্তয়ৎ ।
তদপ্রতিহতং যুদ্ধে দানবানাং চিকীর্ষয়া ॥ ৩৯
যবীয়সী তয়োর্জাতু যমকন্যা যশস্বিনী ।
অভবৎ সা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা যমুনা লোকপাবনী ॥ ৪০
মনুরিত্যুচ্যতে লোকে সাবর্ণিরিতি চোচ্যতে।
যদিদং জন্ম দেবানাং শৃণুয়াদ্ধারয়েত বা।
আপদং প্রাপ্য মুচ্যেত প্রাপ্নুয়াৎ সুমহদ্যশঃ ॥৪১

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং-
যমাদ্যুৎপত্তিবিবরণং নামৈকোন-
ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ।

মনোর্বৈবস্বতস্যাসন্ পুত্রা বৈ নব তৎসমাঃ।
ইক্ষাকুঃ শিবি-নাভাগৌ ধৃষ্ণুঃ শর্য্যাতিরেব চ।
নরিষ্যন্তোঽথ নাভাগঃ করূষশ্চ প্রিয়ব্রতঃ ॥ ১
অকরোৎ পুত্রকামস্ত মনুরিষ্টিং প্রজাপতিঃ।

সংজ্ঞা-সতীর মুখবিবর এবং নাসিকারন্ধ্র দ্বারা শুক্র নিক্ষেপ করিলেন, ঐ শুক্র হইতে বৈদ্যশ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমার নামক দেবদ্বয়ের জন্ম হইল। ২১—৩২। ঐ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অপর দুইটী নাম নাসত্য এবং দস্র জগতে বিখ্যাত হইল, সূর্য্যদেবও ঐ পুত্রদ্বয়কে সাতিশয় মনোহর রূপ দর্শন করাইলেন, সংজ্ঞা সতী নিজ পতি সূর্য্যদেবকে সাদরে দর্শন করত অত্যন্ত হর্ষযুক্তা হইলেন। ধর্ম্মরাজ-যমও মাতার নিকট অপরাধ করিয়া সাতিশয় কাতর-চিত্তে প্রজাবর্গকে ধর্ম্মানুসারে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং অত্যন্ত দীপ্তিযুক্ত ধর্ম্মরাজ যম স্বীয় কৃত কর্ম্ম দ্বারা পিতৃগণের এবং দিক্‌পাল-গণের আধিপত্য লাভ করিলেন। তপঃপরায়ণ সাবর্ণি মনু প্রজাপতি হইলেন ; সাবর্ণিক মন্ব-ন্তর উপস্থিত হইলে তিনি মনু হইবেন। ভাবী মনু প্রভু ছায়াপুত্র সাবর্ণি, মার্গশৃঙ্গ সুমেরু-পর্ব্বতে অবস্থিতিপূর্ব্বক অদ্যাবধি উৎকট তপস্যা করিতেছেন। সাবর্ণি-সহোদর শনিও গ্রহশ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হইলেন। বিশ্বকর্ম্মাও ঐ সূর্য্যতেজ দ্বারা বিষ্ণুচক্র প্রস্তুত করিলেন ; এ ত্বষ্টৃনির্ম্মিত চক্র দানবগণের বিনাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া রণক্ষেত্রে অপ্রতিহত শক্তিযুক্ত হইল। যম এবং সাবর্ণি মনুর ভগিনী যুবতী যশস্বিনী সূর্য্য-কন্যা যমুনা ত্রিভুবনপবিত্রকারিণী নদীশ্রেষ্ঠা হইলেন। ছায়াপুত্রকে ইহলোকে মনু এবং সাবর্ণি বলিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বৈবস্বতমনু, সূর্য্য, যম, সাবর্ণিক মনু এবং যমুনার উৎপত্তি-বৃত্তান্ত শ্রবণ করে এবং হৃদয়ে ধারণ করে, সে ব্যক্তি বিপদ্গত হইয়াও মুক্তি লাভ করে এবং অত্যন্ত মহৎকীর্ত্তিভাগী হয়। ৩৩—৪১।

উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম অধ্যায়।

শৌনক মুনির নিকট সূত বলিলেন, বৈব-স্বত মনুর নয়টী পুত্র, বৈবস্বত মনুর তুল্য গুণ-বান্ হইয়াছিল। ইক্ষাকু, শিবি, নাভাগ, ধৃষ্ণু, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, করূষ এবং প্রিয়ব্রত, বিবস্বান্ মনুর এই নয়টী পুত্র জানিবেন। পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে প্রজাপতি বৈবস্বত মনু পুত্র

অনুৎপন্নেষু পুত্রেষু তত্রেষ্ট্যাং সম্ভবভূব হ ॥ ২
তত্র দিব্যাম্বরধরা দিব্যাভরণভূষিতা।
দিব্যসংহননা চৈব ইলা জজ্ঞেঽথ বিশ্রুতা ॥ ৩
তামিলেত্যেব হোবাচ মনুর্দণ্ডধরস্তথা ॥ ৪
অনুগচ্ছস্ব মামেহি তমিলা প্রত্যুবাচ হ।
ধর্ম্মযুক্তমিদং বাক্যং পুত্রকামং প্রজাপতিম্ ॥ ৫
মিত্রাবরুণয়োরংশে জাতাস্মি বদতাং বর।
তয়োঃ সকাশং যাস্যামি ন মেঽধর্ম্মো হি তদ্ভবেৎ
এবমুক্ত্বা যযৌ সা তু মিত্রাবরুণয়োরতঃ।
গত্বান্তিকং বরারোহা প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৭
অংশাস্মিন্ যুবয়োর্জাতাং ত্রূত কিং করবাণি বাম্।
তাং তথাবাদিনীং সাধ্বীং মিত্রাবরুণাবূচতুঃ ॥ ৮
অনেন তব ধর্ম্মজ্ঞে প্রশ্রয়েণ দমেন চ।
সত্যেন চৈব সুশ্রোণি প্রীতৌ স্বো বরবর্ণিনি ॥ ৯
আবয়োস্ত্বং মহাভাগে খ্যাতিঞ্চৈব গমিষ্যসি।
মনোর্বংশকরঃ পুত্রস্ত্বমেব চ ভবিষ্যসি ॥ ১০
সুদ্যুম্ন ইতি বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
জগৎপ্রিয়ো ধর্ম্মশীলো মনোর্বংশবিবর্দ্ধনঃ ॥ ১১
নিবৃত্তা সা তু তচ্ছ্রুত্বা গচ্ছন্তী পিতুরন্তিকম্।
বুধেনান্তরমাসাদ্য মৈথুনায়োপমন্ত্রিতা ॥ ১২
সোমস্য পুত্রস্তস্যাস্তু পুত্রো জজ্ঞে পুরূরবাঃ।
জনয়িত্বা তু সা পুত্রং পুনঃ সুদ্যুম্নকং গতা ॥ ১৩
সুদ্যুম্নস্য তু দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।
উৎকলশ্চ গয়শ্চৈব বিনতাশ্বশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ১৪
উৎকলস্যোৎকলা বিপ্র বিনতাশ্বস্য পশ্চিমা।
দিক্ পূর্ব্বা মুনিশার্দ্দূল গয়স্য তু গয়া স্মৃতা ॥ ১৫
প্রবিষ্টে তু মনৌ তাতে দিবাকরমতং মুনে।
দশধা তত্র তৎ ক্ষেত্রমকরোৎ পৃথিবীং মনুঃ ॥ ১৬
ইক্ষ্বাকুঃ শ্রেষ্ঠদায়াদো মধ্যদেশমবাপ্তবান্।

কামী হইয়া পুত্রেষ্টি নামক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বৈবস্বত মনুর যজ্ঞবেদীমধ্য হইতে দিব্যবস্ত্রধারিণী, দিব্যালঙ্কারভূষিতদেহা এবং দিব্য শরীরিণী, অত্যন্ত বিখ্যাতা ইলানাম্নী কন্যা উৎপন্ন হইলেন। দণ্ডধারী মনু ঐ সুন্দরী কন্যাকে "হে ইলে!" এইরূপ সম্বোধন করিয়া আহ্বান করিলেন,—আপনি "আমার অনুগমন করুন।" পুত্রাভিলাষী প্রজাপতি বৈবস্বত মনুকে ইলা রমণী ধর্ম্মযুক্ত এই বাক্য বলিলেন। "হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! আমি মিত্রাবরুণ দেবদ্বয়ের অংশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অতএব আমি মিত্রাবরুণ দেবদ্বয়ের নিকট গমন করিব, তাহাতে আমার কোন পাপ হইবে না।" সেই সুন্দরী, রমণী, বৈবস্বত মনুকে এইরূপ বলিয়া মিত্রাবরুণ দেবদ্বয়ের নিকটে গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, হে দেবদ্বয়! আমি আপনাদিগের অংশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; আপনারা বলুন, আমি আপনাদিগের কি কার্য্য করিব? ইলার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মিত্রাবরুণ দেবদ্বয় ইড়া-সতীকে বলিলেন, হে সুন্দরি! হে ধর্ম্মজ্ঞে! হে সুশ্রোণি! তোমার এরূপ প্রণয়, দমগুণ এবং সত্য-ব্যহার দ্বারা আমরা উভয়ে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। হে মহাভাগ্যবতি! আমাদিগের উভয়ের তুমি খ্যাতিলাভ করিবে, তুমিই বৈবস্বত মনুর পুত্র হইবে। ১—১০। তুমিই সুদ্যুম্ন এই নামে অভিহিত, ত্রিভুবনে বিখ্যাত, সকল লোকের প্রিয় এবং ধর্ম্মশীল মনুর বংশবৃদ্ধিকারী পুত্র হইবে। সেই ইলা সুন্দরী মিত্রাবরুণ দেবদ্বয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পিতার নিকট সমাগত হইলেন। চন্দ্রাত্মজ বুধও অন্তর পাইয়া, মৈথুন করিবার নিমিত্ত ইলাকে আহ্বান করিলেন। সোমপুত্র বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে পুরূরবা নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করিল; সেই ইলাসুন্দরী পুরূরবা নামক পুত্র প্রসব করিয়া সুদ্যুম্ন হইলেন। সুদ্যুম্নের অত্যন্ত ধর্ম্মশীল তিনটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদিগের নাম,—উৎকল, গয় এবং বীর্য্যবান্ বিনতাশ্ব। হে বিপ্রাগ্রগণ্য! উৎকলের উৎকল নামক দক্ষিণদিক্, বিনতাশ্বের পশ্চিমদিক্, হে মুনিবর! গয়নামক পুত্রের গয়া নামে পূর্ব্বদিক্ জানিবেন। হে মুনিবর! সূর্য্যের আজ্ঞানুসারে বৈবস্বত মনু পৃথিবীকে দশভাগ করিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র ইক্ষ্বাকু মধ্যদেশ গ্রহণ করিলেন। মহাত্মা বসি-

বসিষ্ঠবচনাদাসীৎ প্রতিষ্ঠানং মহাত্মনঃ ॥ ১৭
প্রতিষ্ঠাং ধর্ম্মরাজস্য সুদ্যুম্নোহথ ততো দদৌ।
তৎ পুরূরবসে প্রাদাদ্রাজ্যং প্রাপ্য মহাযশাঃ ॥ ১৮
মানবো যো মুনিশ্রেষ্ঠ স্ত্রীপুংসোর্লক্ষণঃ প্রভুঃ ॥ ১৯
নরিষ্যন্তঃ শকা পুত্রা নাভাগস্য সুতোহভবৎ।
অম্বরীষস্তু বার্ষ্ণেয়ো বাহ্লীকং ক্ষেত্রমাবসন্ ॥ ২০
শর্য্যাতের্মিথুনন্ত্বাসীদানর্ত্তো নাম বিশ্রুতঃ।
পুত্রঃ সুকন্যা কন্যা চ যা পত্নী চ্যবনস্য হি ॥ ২১
আনর্ত্তস্য হি দায়াদো রেবো নাম মহাদ্যুতিঃ।
আনর্ত্তবিষয়ে চৈব পুরী নাম কুশস্থলী ॥ ২২
রেবস্য রৈবতঃ পুত্রঃ ককুদ্মী নাম বিশ্রুতঃ।
জ্যেষ্ঠঃ পুত্রঃ স তস্যাসীদ্রাজ্যং প্রাপ্য কুশস্থলীম্
স কন্যাসহিতঃ শ্রুত্বা গান্ধর্ব্বং ব্রহ্মণোহন্তিকে।
মুহূর্ত্তভূতং দেবস্য জাতং বহুযুগং তদা ॥ ২৪
আজগাম যুবৈবাথ স্বাং পুরীং যাদবৈর্বৃতাম্।
কৃতাং দ্বারবতীং নাম বহুদ্বারাং মনোরমাম্ ॥ ২৫
ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকৈর্গুপ্তাং বাসুদেবপুরোগমৈঃ।
ততস্তদ্রৈবতো জ্ঞাত্বা গতান্ বহুযুগাংস্তদা ॥ ২৬
কন্যাং তাং বলদেবায় প্রাদাৎ তত্র স রেবতীম্।
দত্ত্বা জগাম শিখরে মেরোস্তপসি সংস্থিতঃ ॥ ২৭

সূত উবাচ।

ন জরা ক্ষুৎপিপাসা বা ন মৃত্যুর্ব্রহ্মণোহন্তিকে।
ককুদ্মিনশ্চ তত্রৈব গতস্য রৈবতস্য হি।
হৃতা পুণ্যজনৈস্তীব্ররাক্ষসৈঃ সা কুশস্থলী ॥ ২৮
তস্য পুত্রশতন্ত্বাসীদ্ধার্ম্মিকস্য যযৌ দিশঃ।
অন্ববায়স্তু সুমহাংস্তত্র তস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৯
ক্ষত্রিয়া দিক্ষু সর্ব্বাসু গতাঃ সর্ব্বত্র ধার্ম্মিকাঃ।
নাভাগ-রিষ্টস্য সুতৌ যৌ তৌ ব্রাহ্মণসঙ্গতৌ।
কারূষস্য তু কারূষাঃ ক্ষত্রিয়া যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ।
প্রাহুরেকোহভবৎ পুত্রঃ প্রজাতেরিতি নঃ শ্রুতম্

ষ্ঠের আদেশানুসারে ঐ মধ্যদেশ ইক্ষ্বাকুনগর হইয়াছিল। তদনন্তর সুদ্যুম্ন ধর্ম্মরাজের প্রতিষ্ঠা প্রদান করিয়াছিলেন। হে মুনিবর! বৈবস্বত মনুর পুত্র কন্যা-পুত্র-চিহ্নধারী মহাযশস্বী সুদ্যুম্ন রাজ্যলাভ করিয়াও পুরূরবাকে প্রদান করিলেন। নরিষ্যন্তের বহুপুত্র শকগণ জানিবেন। নাভাগের বৃষ্ণিবংশীয় অম্বরীষ নামে পুত্র হইয়াছিল। ঐ অম্বরীষ বাহ্লীকদেশে বসতি করিয়াছিলেন। শর্য্যাতির আনর্ত্ত নামে বিখ্যাত পুত্র এবং সুকন্যানামে কন্যা, এই মিথুন জন্মিয়াছিল। ঐ সুকন্যানাম্নী কন্যা চ্যবনের পত্নী হইয়াছিলেন। আনর্ত্তের মহাতেজস্বী রেব নামে পুত্র হইয়াছিল। আনর্ত্তদেশে কুশস্থলী নামে রেবরাজার পুরী ছিল। ১১—২২। রেবরাজার ককুদ্মী এবং রৈবতনামে বিখ্যাত পুত্র হইয়াছিল। তাঁহার সেই জ্যেষ্ঠ-পুত্র কুশস্থলী নামক রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ কন্যার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন-পূর্ব্বক গন্ধর্ব্বগণের গান শ্রবণ করিতে করিতে মুগ্ধ হইয়া, বহুশত যুগ অতীত হইলেও অজ্ঞান বশতঃ মুহূর্ত্তের ন্যায় জ্ঞান করিয়াছিলেন। রৈবতরাজা ব্রহ্মলোক হইতে যুবাবস্থাতেই আগমন করিয়া দেখিলেন, নিজ রাজধানী যাদবগণকর্ত্তৃক আবৃত, অধুনা দ্বারবতী নামে বিখ্যাত, বহুদ্বার-শোভিত, মনোহর এবং বাসুদেব প্রভৃতি ভোজ, বৃষ্ণি এবং অন্ধকবংশীয় মহাপুরুষগণকর্ত্তৃক রক্ষিত। ইহা জানিতে পারিয়া, বহুশত যুগ অতীত হইয়াছে জানিতে পারিলেন এবং ঐ রৈবতরাজা রেবতীনাম্নী নিজ কন্যাকে শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ বলদেবকে প্রদান করত তপস্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া, সুমেরুপর্ব্বতের শিখরদেশে গমন করিলেন। শৌনকের নিকট সূত বলিলেন, ককুদ্মী রৈবতরাজা ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলে তাঁহার জরা, ক্ষুধা, পিপাসা এবং মৃত্যুভয় কিছুই ছিল না। ব্রহ্মার নিকটে গত ককুদ্মী রৈবতরাজার সেই কুশস্থলী নাম্নী পুরী পুণ্যজন এবং ভয়ানক রাক্ষসগণকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল। সেই ধার্ম্মিকবর রৈবতরাজার একশত পুত্র হইয়াছিল। সেই মহাত্মার মহৎ বংশ দশদিগ্বিভাগে গমন করিলেন। নাভাগ ও রিষ্টের যে দুই পুত্র হইয়াছিল, তাহারা উভয়ে ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়াছিল। কারূষের পুত্র কারূষ নামে বিখ্যাত ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধদুর্ম্মদ হইয়াছিল। কারূষনামক

পৃষধ্রো হিংসয়িত্বা তু গুরোর্গাং মুনিসত্তম।
শাপাচ্ছূদ্রত্বমাপন্নো নবৈতে পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩২
পূর্ব্বজস্য মনোর্বিপ্র ইক্ষ্বাকুরভবৎ সুতঃ।
তস্য পুত্রশতন্ত্বাসীদিক্ষ্বাকোর্ভূরিদক্ষিণম্ ॥ ৩৩
তেষাং বিকুক্ষির্জ্যেষ্ঠস্তু সোঽযোধ্যামভবন্নৃপঃ।
শকুনিপ্রমুখাস্তস্য পুত্রাঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ।
উত্তরাপথদেশস্য রক্ষিতারো মহীক্ষিতঃ। ৩৪
শ্রাদ্ধকর্ম্মণি চোদ্দিষ্টে হ্যকৃতে শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
ভক্ষয়িত্বা শশং শীঘ্রং শশাদত্বং ততো গতঃ ॥৩৫
ইক্ষ্বাকুণা পরিত্যক্তো বসিষ্ঠবচনাৎ প্রভুঃ।
ইক্ষ্বাকুঃ সংস্থিতো রাজা শশাদো বনমাবিশৎ ॥৩৬
অযোধস্য তু দায়াদঃ ককুৎস্থো নাম বীর্য্যবান্।
অরিনাভঃ ককুৎস্থস্য পৃথুররিনভঃ সুতঃ ॥ ৩৭

বিষ্টরাশ্বঃ পৃথোঃ পুত্রস্তস্মাদিন্দ্রো ব্যজায়ত।
ইন্দ্রস্য যুবনাশ্বস্তু শ্রাবস্তস্য ব্যজায়ত ॥ ৩৮
জজ্ঞে শ্রবস্তকো রাজ্ঞঃ শ্রাবস্তী যেন নির্ম্মিতা।
শ্রাবস্তস্য তু দায়াদো বৃহদশ্বো মহাযশাঃ ॥ ৩৯
কুবলাশ্বঃ সুতস্তস্য রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
যঃ স ধুন্ধুবধাদ্ভূতো ধুন্ধুমারো নৃপোত্তমঃ ॥ ৪০
কুবলাশ্বস্য পুত্রাণাং শতমুত্তমধন্বিনাম্।
বভূবাথ পিতা রাজ্যে কুবলাশ্বো হ্যযোজয়ৎ ॥ ৪১
পুত্রসংক্রামিতশ্রীকো বনং রাজা সমাবিশৎ।
তমুত্তঙ্কোঽথ বিপ্রর্ষিঃ প্রয়ান্তং প্রত্যবারয়ৎ ॥ ৪২

উত্তঙ্ক উবাচ।

ভবতা রক্ষণং কার্য্যং পৃথিব্যা ধর্ম্মতঃ শৃণু ॥ ৪৩
ত্বয়া হি পৃথিবী রাজন্ রক্ষ্যমাণা মহাত্মনা।
ভবিষ্যতি নিরুদ্বিগ্না নারণ্যং গন্তুমর্হসি ॥ ৪৪

ক্ষত্রিয়গণের একটী পুত্র বিখ্যাত হইয়াছিল, ইহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। হে মুনিবর! কারূষপুত্র পৃষধ্র গুরুদেবের অশ্বসমূহ হিংসা করিয়া, গুরুশাপপ্রভাবে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। বৈবস্বত মনুর নয়টী পুত্রের বৃত্তান্ত এই কীর্ত্তিত হইল। হে বিপ্রাগ্রগণ্য! বৈবস্বত মনুর জ্যেষ্ঠপুত্র ইক্ষ্বাকু নামে বিখ্যাত ছিলেন, ঐ ইক্ষ্বাকু রাজার প্রচুরদক্ষিণাদাতা একশত পুত্র হইয়াছিল। ঐ একশত পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র বিকুক্ষি নামে বিখ্যাত, অযোধ্যা-রাজ্যে রাজা হইয়াছিল। ঐ অযোধ্যাপতি বিকুক্ষি রাজার শকুনি প্রভৃতি পঞ্চদশটী পুত্র ক্ষত্রিয়গণ উত্তরাপথ নামক দেশের রক্ষাকর্ত্তা হইলেন। বিকুক্ষিরাজা শ্রাদ্ধকার্য্য উদ্দেশে শশমাংস আহরণপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ না করিয়াই ঐ শশমাংস ভক্ষণ করিয়া শশাদ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বিকুক্ষি-জনক ইক্ষ্বাকু-মহারাজ বসিষ্ঠদেবের আজ্ঞানুসারে অযোধ্যাপতি বিকুক্ষিপুত্রকে পরিত্যাগ করিলেন। ইক্ষ্বাকুরাজা নিজেই অযোধ্যা-রাজ্যে অধিপতি হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বিকুক্ষি অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অযোধ্যারাজার পুত্র শৌর্য্যসম্পন্ন ককুৎস্থনামে বিখ্যাত ছিলেন। ঐ ককুৎস্থ-রাজার অরিনাভ নামে পুত্র হইয়াছিল। ঐ অরিনাভ-রাজার পুত্র পৃথু নামে বিখ্যাত ছিলেন। পৃথুরাজার পুত্র বিষ্টরাশ্ব নামে বিখ্যাত ছিলেন, বিষ্টরাশ্বের পুত্র ইন্দ্র নামে বিখ্যাত। ইন্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের শ্রাব ও শ্রাবরাজার শ্রাবস্ত নামে পুত্র জন্মিয়াছিল। যে শ্রাবস্ত-রাজা শ্রাবস্তীনামে পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শ্রাবস্তরাজার পুত্র মহাযশস্বী বৃহদশ্ব নামে বিখ্যাত ছিলেন। বৃহদশ্বরাজার পুত্র ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য কুবলাশ্ব নামে বিখ্যাত ছিলেন। যে নৃপতিশ্রেষ্ঠ কুবলাশ্ব ধুন্ধু-দৈত্যকে বিনাশ করিয়া, ধুন্ধুমার নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কুবলাশ্ব রাজার ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য একশত পুত্র হইয়াছিল। একশত পুত্রকে পিতা কুবলাশ্ব রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তদনন্তর রাজা কুবলাশ্ব পুত্রগণে নিজ সম্পত্তি বিন্যস্ত করিয়া বনপ্রবেশ করিয়াছিলেন। বনগমনোদ্যত রাজা-কুবলাশ্বকে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উত্তঙ্ক বনগমন করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, মহারাজ শ্রবণ করুন, এই পৃথিবীকে আপনিই রক্ষা করিবেন। ২৩—৪৩। হে রাজন্! মহাত্মা আপনাকর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে, এ পৃথিবী উদ্বেগশূন্য হন, অতএব আপনি বনে

মমাশ্রমসমীপে তু সমেযু মরুধন্বসু।
সমুদ্রবালুকাপূর্ণে দানবো বলদর্পিতঃ ॥ ৪৫
দেবতানামবধ্যো হি মহাকায়ো মহাবলঃ।
অন্তর্ভূমিগতস্তত্র বালুকান্তর্হিতঃ স্থিতঃ ॥ ৪৬
রাক্ষসস্য মধোঃ পুত্রো ধুন্ধুনামা সুদারুণঃ।
শেতে লোকবিনাশায় তপ আস্থায় দারুণম্ ॥ ৪৭
সংবৎসরস্য পর্য্যন্তে স নিশ্বাসং বিমুঞ্চতি।
যদা তদা সা চলতি সশৈলবনকাননা ॥ ৪৮
তস্য নিশ্বাসবাতেন রজ উদ্ধূয়তে মহৎ।
আদিত্যপথমাপূর্য্য সপ্তাহং ভূমিকম্পনম্ ॥ ৪৯
সবিস্ফুলিঙ্গং সাঙ্গারং সধূমমপি দারুণম্।
তেন রাজন্ ন শক্নোমি তস্মিন্ স্থাতুং স্ব আশ্রমে
তং বারয় মহাবাহো লোকানাং হিতকাম্যয়া।
লোকাঃ স্বস্থা ভবন্তুদ্য তস্মিন্ বিনিহতে ত্বয়া।
ত্বং হি তস্য বধায়ৈব সমর্থঃ পৃথিবীপতে ॥ ৫১

বিষ্ণুনা চ বরো দত্তো মহ্যং পূর্ব্বযুগেঽনঘ।
তেজসা স্বেন তে বিষ্ণুস্তেজ আপ্যায়য়িষ্যতি ॥ ৫২
পালনে হি মহান্ ধর্ম্মঃ প্রজানামিহ দৃশ্যতে।
ন তথা দৃশ্যতেঽরণ্যে মা তে ভূদ্‌বুদ্ধিরীদৃশী ॥ ৫৩
ঈদৃশো ন হি রাজেন্দ্র ধর্ম্মঃ ক্বচন বিদ্যতে।
প্রজানাং পালনে যাদৃক্ পুরা রাজর্ষিভিঃ কৃতঃ ॥৫৪
স এবমুক্তো রাজর্ষিরুত্তঙ্কেন মহাত্মনা।
কুবলাশ্বঃ সুতং প্রাদাৎ তস্মৈ ধুন্ধুনিবারণে ॥ ৫৫
ভগবন্ ন্যস্তশস্ত্রোঽহমযন্তু তনয়ো মম।
ভবিষ্যতি দ্বিজশ্রেষ্ঠ ধুন্ধুমারো ন সংশয়ঃ ॥ ৫৬
ইত্যুক্ত্বা পুত্রমাদিশ্য যযৌ স তপসে নৃপঃ ॥৫৭
কুবলাশ্বশ্চ সোত্তঙ্কো যযৌ ধুন্ধুবিনিগ্রহে।
তমাবিশৎ তদা বিষ্ণুর্ভগবাংস্তেজসা প্রভুঃ ॥ ৫৮

গমন করিবেন না। আমার আশ্রমভূমি সমীপে যে সকল সমান মরুভূমি আছে, তাহার মধ্যে মধুনামক দৈত্যবরের পুত্র, বলদর্পে গর্ব্বিত, অত্যন্ত ভয়ানক, বৃহৎকায়, অত্যন্ত বলবান্, ধুন্ধু নামে দানব অত্যন্ত ভয়ানক তপস্যা দ্বারা দেবগণের অবধ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া, সমুদ্রের বালুকাপূর্ণ ভূমির মধ্যে বালুকা দ্বারা শরীর অন্তর্হিত করত সমস্ত লোকের বিনাশ করিবার অভিলাষে অবস্থিতি করিতেছে। দৈত্যবর ধুন্ধু এক বৎসর অতিক্রান্ত হইলে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকে; যখন সেই ধুন্ধু নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, তৎকালে এই পৃথিবী পর্ব্বত এবং বনের সহিত কম্পিত হন। ঐ দৈত্যবরের নিশ্বাসবায়ু দ্বারা অত্যন্ত বৃহৎধূলিরাশি সূর্য্যদেবের গমনাগমন-পথ পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ করত উত্থিত হয়. সপ্তাহ ব্যাপিয়া ভূমিকম্প হইতে থাকে, অত্যন্ত ভয়ানক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, অঙ্গার, ধূলিরাশি উত্থিত হয়। হে নরপতে! সেই ধুন্ধুদৈত্যভয়ে নিজ আশ্রম ভূমিতে বাস করিতে পারি না জানিবেন। ৪৪—৫০। হে মহাবাহো! লোকগণের হিতকামনায় সেই দৈত্য রাজকে আপনি নিবারণ করুন। আপনি সেই দৈত্যবরকে বিনাশ করিলে পর সমস্ত লোক সুস্থ হউক। হে পৃথিবীপতে! আপনিই তাহার বিনাশ করিবার যোগ্যপাত্র। হে নিষ্পাপ! পূর্ব্বযুগে ভগবান বিষ্ণু আমাকে বরপ্রদান করিয়াছেন, ভগবান্ নিজের তেজ দ্বারা আপনার তেজ বর্দ্ধিত করিবেন। ইহলোকে প্রজাবর্গের প্রতিপালন করিলেই অনির্ব্বচনীয় ধর্ম্মপ্রাপ্তি হয়, ইহা দেখা যাইতেছে। অরণ্যে বাস করিয়া, তাদৃশ ধর্ম্ম দেখা যায় না। হে রাজন্! আপনার অরণ্যবাসে বুদ্ধি না হউক। হে রাজেন্দ্র! রাজগণের প্রজাপালনের তুল্য কোন ধর্ম্মই হইবে না। প্রজাবর্গের পালন করিয়া যেরূপ ধর্ম্ম পূর্ব্বকালে রাজর্ষিগণ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাদৃশ ধর্ম্ম অন্য কোন কার্য্য দ্বারা উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই। মহাত্মা উতঙ্ক মুনি, রাজ-শ্রেষ্ঠ কুবলাশ্বকে এইরূপ বলিলেন। রাজর্ষি কুবলাশ্ব ধুন্ধুদৈত্যের বিনাশসাধন নিমিত্ত উতঙ্কমুনিকে আপনার পুত্র প্রদান করিয়া বলিলেন, হে ভগবন্! আমি অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছি, হে দ্বিজবর! আমার এই পুত্র নিশ্চয়ই ধুন্ধুদৈত্যকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে। একথা বলিয়া নৃপবর কুবলাশ্ব ধুন্ধুদৈত্যকে বিনাশ করিতে নিজ-পুত্রকে আদেশ করিয়া তপস্যা করিতে বনে গমন করিলেন।

উত্তঙ্কস্য নিয়োগাদ্বৈ লোকানাং হিতকাম্যয়া।
তস্মিন্ প্রয়াতে দুর্দ্ধর্ষে দিবি শব্দো মহানভূৎ ॥ ৫৯
এষ শ্রীমান্ ভূপসুতো ধুন্ধুমারো ভবিষ্যতি।
দিব্যৈর্মাল্যৈশ্চ তং দেবাঃ সমন্তাৎ সমবারয়ন্ ॥৬০
স গত্বা জয়তাং শ্রেষ্ঠস্তনয়ৈঃ সহ পার্থিবঃ।
সমুদ্রং খনয়ামাস বালুকার্ণবমধ্যগঃ ॥ ৬১
নারায়ণস্য বিপ্রর্ষেস্তেজসাপ্যায়িতস্তু সঃ।
বভূব সুমহাতেজা ভূয়ো বলসমন্বিতঃ ॥ ৬২
তস্য পুত্রৈঃ খনদ্ভিস্তু বালুকান্তর্গতস্তু সঃ।
ধুন্ধুরাসাদিতো ব্রহ্মন্ দিশমাশ্রিত্য পশ্চিমাম্ ॥৬৩
মুখজেনাগ্নিনা ক্রোধাল্লোকানুদ্বর্ত্তয়ন্নিব।
বারি সুস্রাব বেগেন মহোদধিরিবোদয়ে।
সোমস্য চ ত্রিভির্হীনং দগ্ধং পুত্রশতং হি তৎ ॥ ৬৪

ততঃ স রাজা বিপ্রেন্দ্র রাক্ষসং তং মহাবলম্।
আসসাদ মহাতেজা ধুন্ধুং বিপ্রবিনাশনম্ ॥ ৬৫
তস্য বারিময়ং বেগমাপীয় স নরাধিপঃ।
বহ্নিবাণেন বহ্নিস্তু শময়ামাস বারিণা ॥ ৬৬
তং নিহত্য মহাকায়ং বলেনোদকরাক্ষসম্।
উত্তঙ্কং দর্শয়ামাস কৃতং কর্ম্ম নরাধিপঃ ॥ ৬৭
উত্তঙ্কস্তু বরং প্রাদাৎ তস্মৈ রাজ্ঞে মহামুনে।
অদদচ্চাক্ষয়ং বিত্তং শত্রুভিশ্চাপরাজয়ম্ ॥ ৬৮
ধর্ম্মে মতিঞ্চ সততং স্বর্গে বাসং তথাক্ষয়ম্।
পুত্রাংস্তথাক্ষয়াঁল্লোকান্ যে চৈব রক্ষসা হতাঃ ॥
তস্য পুত্রাস্ত্রয়ঃ শিষ্টা দৃঢ়াশ্বঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
হংসাশ্ব-কপিলাশ্বৌ চ কুমারৌ চ কনীয়সৌ ॥ ৭০
ধৌন্ধুমারির্দৃঢ়াশ্বো যো হর্য্যশ্বস্তস্য চাত্মজঃ।
হর্য্যশ্বস্য নিকুম্ভোঽভূৎ পুত্রো ধর্ম্মরতঃ সদা ॥ ৭১

কুবলাশ্ব রাজা উতঙ্কমুনির সহিত ধুন্ধুদৈত্যের নিগ্রহ করিবার অভিলাষে সমুদ্রকূলে গমন করিলেন; তৎকালে জগদীশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু নিজ তেজ দ্বারা কুবলাশ্ব-শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। উতঙ্কমুনির আদেশানুসারে প্রজাগণের হিতাভিলাষে দুর্দ্ধর্ষ কুবলাশ্বপুত্র ধুন্ধু-দৈত্যকে বিনাশ করিতে নির্গত হইলে পর আকাশে বৃহৎ শব্দ হইতে লাগিল। শ্রীযুত কুবলাশ্ব রাজার পুত্র ধুন্ধু দৈত্যের নিধনকারী হইবে। দেবগণ আকাশ হইতে কুবলাশ্ব-পুত্রের চতুর্দ্দিকে দিব্যমাল্যসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ৫৯—৬০। সেই জয়ি-শ্রেষ্ঠ রাজা কুবলাশ্ব পুত্রগণের সহিত সমুদ্রকূলে উপগত হইয়া সমুদ্রের বালুকাময় ভূমির মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সমুদ্রকে খনন করিতে লাগিলেন। হে বিপ্রর্ষে! সেই রাজা কুবলাশ্ব নারায়ণের তেজ দ্বারা বর্দ্ধিত, অত্যন্ত তেজস্বী এবং প্রচুর বলবান্ হইলেন। হে ব্রহ্মন্! কুবলাশ্ব রাজার পুত্রগণ সমুদ্র খনন করিতে করিতে বালুকার মধ্যবর্ত্তী হওত, ধুন্ধুদৈত্য পশ্চিম দিক্ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। ধুন্ধুর মুখ হইতে এতাদৃশ অগ্নি নির্গত হইতেছে, বোধ হয় যেন সমস্ত লোককে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে; তাহার শরীর হইতে এরূপ জলরাশি বেগে পতিত হইতে লাগিল, বোধ হয় যেন সমুদ্র চন্দ্রোদয়ে উচ্ছলিত হইতেছে। ধুন্ধুর মুখ নির্গত অগ্নি দ্বারা কুবলাশ্ব রাজার সাতানব্বইটী পুত্র দগ্ধ হইয়া গেল। হে বিপ্রেন্দ্র! কুবলাশ্ব রাজার পুত্রগণ দগ্ধ হইলে পর বিপ্রগণ-বিনাশকারী ধুন্ধুকে মহাতেজা রাজা কুব-লাশ্ব প্রাপ্ত হইলেন। নরপতি কুবলাশ্ব অগ্নিবাণ দ্বারা ধুন্ধুদৈত্যের জলস্রোত পান করত বরুণবাণ দ্বারা ধুন্ধুর মুখ-নির্গত অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিলেন। কুবলাশ্ব রাজা, বৃহদ্দেহ জলমধ্যচারী সেই ধুন্ধু-রাক্ষসকে নিহত করিয়া উতঙ্কমুনিকে স্বকৃত দুষ্কর কার্য্য দর্শন করাইলেন। হে মুনিবর! উতঙ্কমুনি, কুবলাশ্ব রাজাকে বরদান করিলেন। অক্ষয় ধনরাশি দান করিলেন, শত্রুগণকর্ত্তৃক কদাচ পরাজয় হইবে না, এরূপ বরদান করিলেন। নিরন্তর ধর্ম্মকার্য্যে বুদ্ধি এবং পরকালে অক্ষয় স্বর্গবাস এ সমস্ত বরদান করিয়া কুবলাশ্বের যে সমস্ত পুত্র ধুন্ধু রাক্ষসকর্ত্তৃক বিনষ্ট হই-য়াছে, তাহাদিগকেও অক্ষয়লোক প্রদান করি-লেন। কুবললাশ্বের যে তিনটী পুত্র হতাব-শিষ্ট ছিল, তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র দৃঢ়াশ্ব, হংসাশ্ব মধ্যমপুত্র এবং কনিষ্ঠপুত্র কপিলাশ্ব

সংহতাশ্বো নিকুম্ভস্য পুত্রো রণবিশারদঃ।
অক্ষাশ্বশ্চ কৃতাশ্বশ্চ সংহতাশ্বসুতোঽভবৎ ॥ ৭২
তস্য হৈমবতী কন্যা সতাং মাতা দৃষদ্বতী।
বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু পুত্রস্তস্যাঃ প্রসেনজিৎ ॥
লেভে প্রসেনজিদ্ভার্য্যাং গৌরীং নাম পতিব্রতাম্
অভিশপ্তা তু সা ভর্ত্রা নদী সা বহুদা কৃতা ॥৭৪
তস্যাঃ পুত্রো মহানাসীদ্‌যুবনাশ্বো মহীপতিঃ।
মান্ধাতা যুবনাশ্বস্য ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥ ৭৫
তস্য চৈত্ররথা ভার্য্যা শশবিন্দুসুতাভবৎ ॥ ৭৬
শশবিন্দোর্মতী নাম রূপেণাপ্রতিমাভবৎ।
পতিব্রতা চ জ্যেষ্ঠা চ ভ্রাতৃণাময়ুতস্য চ ॥ ৭৭
তস্যামুৎপাদয়ামাস মান্ধাতা দ্বৌ সুতৌ তদা।
পুরুকুৎসঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞং মুচুকুন্দঞ্চ ধার্ম্মিকম্ ॥ ৭৮
পুরুকুৎসসুতস্ত্বাসীৎ ত্রসদস্যুর্মহীপতিঃ।
নর্ম্মদায়াং সমুৎপন্নঃ সম্ভূতস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৭৯
সম্ভূতস্য তু দায়াদস্ত্রিধন্বারিপ্রমর্দ্দনঃ।
রাজ্ঞস্ত্রিধন্বনস্ত্বাসীদ্বিদ্বাংস্ত্রয্যারুণিঃ প্রভুঃ ॥ ৮০
তস্য সত্যব্রতো নাম কুমারোঽভূন্মহাবলঃ ॥ ৮১
পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং বিঘ্নং চক্রে মহাত্মভিঃ।
যেন ভার্য্যা হৃতা পূর্ব্বং কৃতোদ্বাহা পরস্য বৈ ॥৮২
বলাৎ কামাচ্চ মোহাচ্চ সংহর্ষাচ্চ মহোৎকটাং।
জহার কন্যাং কামাচ্চ কস্যচিৎ পুরবাসিনঃ ॥ ৮৩
অধর্ম্মসঙ্গিনং তন্তু রাজা ত্রয্যারুণিস্ত্যজন্।
অপধ্বংসেতি বহুশোঽবদৎ ক্রোধসমন্বিতঃ।
পিতরং সোঽব্রবীৎ ত্যক্তঃ ক গচ্ছামীতি বৈ তদা
স তু সত্যব্রতস্তস্ত শ্বপাকাবসথান্তিকে ।
পিত্রা ত্যক্তোঽবসদ্বীরঃ পিতা তস্য বনং যযৌ ॥৮৫
ততস্তস্য তু বিষয়ে নাবর্ষৎ পাকশাসনঃ।
সমা দ্বাদশ বিপ্রর্ষে তেনাধর্ম্মেণ বৈ তদা ॥ ৮৬
দারাংস্তস্য তু বিষয়ে বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।

জানিবেন। ধুন্ধুমারের পুত্র দৃঢ়াশ্বের পুত্র হর্য্যশ্ব। ৬১—৭১। হর্য্যশ্বের পুত্র সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণ নিকুম্ভ নামে বিখ্যাত ছিল। যুদ্ধ-কার্য্যে নিপুণ নিকুম্ভের পুত্র সংহতাশ্ব নামে বিখ্যাত ছিল। সংহতাশ্বের পুত্র অক্ষাশ্ব এবং কৃতাশ্ব নামে হইয়াছিল। সংহতাশ্বের হৈম-বতী নামে অত্যন্ত বিখ্যাতা কন্যা জন্মিয়াছিল। হৈমবতীর প্রসেনজিৎ নামক পুত্র গৌরীনাম্নী পতিব্রতা পত্নী লাভ করিয়াছিলেন। পতির অভিশাপে গৌরী বাহুদা-নদী হন। তাঁহার পুত্র প্রবলপ্রতাপান্বিত যুবনাশ্ব রাজা ত্রিভুবনে বিখ্যাত। মহারাজ মান্ধাতা যুবনাশ্বের পুত্র, শশবিন্দু-কন্যা চৈত্ররথা মান্ধাতার পত্নী। অসা-ধারণ সুন্দরী অযুত সংখ্যক সহোদরগণের জ্যেষ্ঠা মতী শশবিন্দুর পত্নী। মহারাজ মান্ধাতা নিজ পত্নীগর্ভে দুইটী পুত্র উৎপাদন করেন;—প্রথম ধর্ম্মপরায়ণ পুরুকুৎস, দ্বিতীয় ধার্ম্মিক মুচুকুন্দ। পুরুকুৎসের পুত্র মহীপতি ত্রসদস্যু নামে বিখ্যাত ছিলেন। ত্রসদস্যু-রাজার নর্ম্মদাগর্ভে সম্ভূত নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ত্রসদস্যু রাজার শত্রু-গণ-বিনাশকারী ত্রিধন্বা নামে পুত্র হইয়াছিল। ত্রিধন্বা-রাজার বিদ্বান্ ত্রয্যারুণি নামক নরপতি পুত্র ছিল। মহারাজ ত্রয্যারুণির সত্যব্রত নামে মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র হইয়াছিল। মহাত্মগণকর্ত্তৃক পঠ্যমান বিবাহমন্ত্র-সমূহের ত্রয্যারুণিপুত্র সত্যব্রত বিঘ্ন করিয়াছিল, যে সত্যব্রত বলপূর্ব্বক কামাধীন মোহপ্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে মদগর্ব্ব বশতঃ অপর ব্যক্তির পূর্ব্বে কৃতবিবাহ পত্নীকে হরণ করিয়াছিল এবং কোন পুরবাসীরও কন্যাকে কামানুরক্ত হইয়া হরণ করিয়াছিল। মহারাজ ত্রয্যারুণি অধর্ম্ম-সঙ্গী পুত্রকে পরিত্যাগ করত ক্রুদ্ধচিত্তে বারং-বার বলিলেন, রে তুই বিনাশ প্রাপ্ত হ। সত্যব্রত পিতাকে তৎকালে বলিলেন, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, এক্ষণে আমি কোথায় গমন করিব? ৭২—৮৪। সেই ধীর সত্যব্রত, পিতাকে এ কথা বলিয়া পিতাকর্ত্তৃক ত্যক্ত হওয়াতে চণ্ডাল-পল্লী সমীপে বাস করিলেন; সত্যব্রতের পিতা ত্রয্যারুণি বনে গমন করিলেন। হে বিপ্রর্ষে! তদনন্তর ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র সত্যব্রতের অধর্ম্ম দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর ব্যাপিয়া বৃষ্টি করেন নাই। তৎকালে তাঁহার রাজ্যে

সন্ত্যজ্য সাগরানূপে চচার বিপুলং তপঃ ॥ ৮৭
তস্য পত্নী গলে বদ্ধা মধ্যমং পুত্রমৌরসম্।
শেষস্য ভরণার্থায় ব্যক্রীণীত শতেন চ ॥ ৮৮
তাস্তু দৃষ্টা গলে বদ্ধা বিক্রীণন্তীং স্বমাত্মজম্।
মহর্ষিপুত্রং ধর্ম্মাত্মা মোক্ষয়ামাস বৈ ঋষে ॥ ৮৯
সত্যব্রতো মহাবাহুর্ভরণং তস্য চাকরোৎ।
বিশ্বামিত্রস্য তুষ্ট্যর্থমনুক্রোশার্থমেব চ ॥ ৯০
সোঽভবদ্গালবো নাম গলবন্ধান্মহাতপাঃ ॥ ৯১

ইতি শ্রীশেবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং বংশ-কথনং নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
সত্যব্রতস্তু তদ্ভক্ত্যা কৃপয়া চ প্রতিজ্ঞয়া।
বিশ্বামিত্রকলত্রঞ্চ পোষয়ামাস বৈ তদা ॥ ১
হত্বা মৃগান্ বরাহাংশ্চ মহিষাংশ্চ বনেচরান্।
বিশ্বামিত্রাশ্রমাভ্যাসে তন্মাংসঞ্চাক্ষিপন্মুনে ॥ ২
তীর্থং গাঞ্চৈব রাষ্ট্রঞ্চ তথৈবান্তঃপুরং মুনিঃ।
যাজ্যোপাধ্যায়সংযোগাদ্বসিষ্ঠঃ পর্য্যরক্ষত ॥ ৩
সত্যব্রতস্য বাল্যাদ্বা ভাবিনোঽর্থস্য বৈ বলাৎ।
বসিষ্ঠোঽভ্যধিকং মন্যুং ধারয়ামাস নিত্যশঃ ॥ ৪
পিত্রা তু তং তদা রাষ্ট্রাৎ পরিত্যক্তং স্বমাত্মজম্
ন বারয়ামাস মুনির্বশিষ্ঠঃ কারণেন হ ॥ ৫
পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং নিষ্ঠা স্যাৎ সপ্তমে পদে।
ন চ সত্যব্রতস্তস্য তমুপাংশুমবুধ্যত ॥ ৬
জানন্ ধর্ম্মান্ বসিষ্ঠাৎ তু ন তং শংসতি ভার্গবঃ
সত্যব্রতস্তদা রোষং বসিষ্ঠো মনসাকরোৎ ॥ ৭
গুণং বুদ্ধ্যা তু ভগবান্ বসিষ্ঠঃ কৃতবাংস্তদা।
স চ সত্যব্রতস্তস্য তমুপাংশুমবুধ্যত ॥ ৮

মহাতপস্বা বিশ্বামিত্রমুনি নিজ-পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রকূলে বাস করত উৎকট তপস্যা করিয়াছিলেন; বিশ্বামিত্র-পত্নী আপনার ঔরস মধ্যমপুত্রকে গলদেশে বন্ধন করত এক শত স্বর্ণমুদ্রা পণে অবশিষ্ট পুত্রের প্রতিপালন নিমিত্ত বিক্রয় করিয়াছিলেন। হে মহর্ষে! স্বীয় গর্ভজাত বিশ্বামিত্রতনয়কে গলদেশে বন্ধনপূর্ব্বক বিশ্বামিত্রপত্নীকে বিক্রয় করিতে দেখিয়া মহাবাহু ধর্ম্মাত্মা সত্যব্রত বিশ্বামিত্র-পুত্রকে বন্ধন হইতে মুক্ত করত বিশ্বামিত্রমুনির তুষ্টি নিমিত্ত এবং দয়া নিমিত্ত প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ঐ মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র-পুত্র মাতা কর্ত্তৃক গলদেশে বন্ধন করা প্রযুক্ত গালব নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ৮৫—৯১।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতম অধ্যায়।

শৌনকমুনির নিকট সূত বলিলেন, তৎকালে সত্যব্রত বিশ্বামিত্রের প্রতি ভক্তিহেতু কৃপাপরতন্ত্র হইয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বিশ্বামিত্র-পত্নীকে প্রতিপালন করিলেন। হে মুনিবর! বনচারী মৃগসমূহ, বরাহসমূহ এবং মহিষসমূহ বিনষ্ট করিয়া ঐ সমস্ত মাংস বিশ্বামিত্রমুনির আশ্রম-সমীপে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। পৌরোহিত্য এবং অধ্যাপকতা সম্বন্ধ থাকায় বসিষ্ঠমুনি সত্যব্রতের ক্ষেত্র, গাভী, রাজ্য এবং অন্তঃপুর সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। সত্যব্রতের বালকতা নিবন্ধন অসদ্ব্যবহার দর্শনে এবং ভবিতব্যতার অবশ্যম্ভাবিত্ব হেতু বশিষ্ঠমুনি সত্যব্রতের প্রতি প্রতিদিন অধিকতর কোপান্বিত ছিলেন। যৎকালে সত্যব্রতের পিতা ত্রয্যারুণি স্বীয় ঔরস-পুত্র সত্যব্রতকে পরিত্যাগ করেন, তৎকালে কুলগুরু বসিষ্ঠ বক্ষ্যমাণ কারণ বশতঃ নিবারণ করেন নাই। বৈবাহিক মন্ত্রসমূহের সপ্তপদী গমনের পর শেষ হয়, কিন্তু সত্যব্রত অজ্ঞান বশতঃ তাহার ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন, অর্থাৎ সপ্তপদী গমনান্ত কার্য্য করে নাই ইহা জানিবেন। ভার্গবমুনি বসিষ্ঠের নিকট ধর্ম্ম জানিয়াও "তুমি অনুচিত কার্য্য করিয়াছ" ইহা সত্যব্রতকে বলেন নাই। বসিষ্ঠমুনি তৎকালে সত্যব্রতের প্রতি মনে মনে ক্রোধ করিয়াছিলেন, "এ ব্যক্তি গুণবান্ হউক" এই বুদ্ধি হেতু

তস্মিন্ হ্যপরিতোষায় পিতুরাসীন্মহাত্মনঃ।
কুলস্য নিষ্কৃতির্বিপ্র কৃতবান্ বৈ ভবেদিতি ॥ ৯
ন তং বসিষ্ঠো ভগবান্ পিত্রা ত্যক্তং ন্যবারয়ৎ।
অভিষেক্ষ্যাম্যহং পুত্রমস্যান্তে বৈ ব্রবীন্মুনিঃ ॥১০
স তু দ্বাদশ বর্ষাণি দীক্ষাং তামুদ্বহদ্বলী।
অবিদ্যমানে মাংসে তু বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
সর্ব্বকামদুঘাং দোগ্ধ্রীং দদর্শ স নৃপাত্মজঃ ॥১১
তাং বৈ ক্রোধাচ্চ লোভাচ্চ শ্রমাদ্বৈ চ ক্ষুধার্দ্দিতঃ
দাশধর্ম্মগতো রাজা জঘান তাং স বৈ মুনে ॥১২
স তং মাংসং স্বয়ঞ্চৈব বিশ্বামিত্রস্য চাত্মজম্।
ভোজয়ামাস তচ্ছ্রুত্বা বসিষ্ঠো হ্যস্য চুক্রুধে ॥ ১৩
বসিষ্ঠ উবাচ।
পাতয়েসমহং ক্রূরং তব শঙ্কুমযস্ময়ম্।
যদি তে দ্বাবিমৌ শঙ্কু নশ্যেতাং বৈ কৃতৌ পুরা ॥
পিতুশ্চ পরিতোষেণ গুরোর্দোগ্ধ্রীবধেন চ।
অপ্রোক্ষিতোপযোগাৎ স ত্রিবিধস্তে ব্যতিক্রমঃ।
ত্রিশঙ্কুরিতি হোবাচ ত্রিশঙ্কুরিতি স স্মৃতঃ ॥ ১৬
বিশ্বামিত্রস্তু দারাণামাগতো ভরণে কৃতে।
তেন তস্মৈ বরং প্রাদান্মুনিঃ প্রীতস্ত্রিশঙ্কবে ॥ ১৭
ছন্দ্যমানো বরেণাথ বরং বব্রে নৃপাত্মজঃ।
অনাবৃষ্টিভয়ে চাস্মিন্ জাতে দ্বাদশবার্ষিকে।
অভিষিচ্য পিতৃরাজ্যে যাজয়ামাস তং মুনিঃ ॥ ১৮
মিষতাং দেবতানাঞ্চ বসিষ্ঠস্য চ কৌশিকঃ।
সশরীরং সদা তস্ত দিবমারোপয়ৎ প্রভুঃ ॥ ১৯
তস্য সত্যরথা নাম ভার্য্যা কৈকয়বংশজা।
কুমারং জনয়ামাস হরিশ্চন্দ্রমকল্মষম্ ॥ ২০
স বৈ রাজা হরিশ্চন্দ্রস্ত্রৈশঙ্কব ইতি স্মৃতঃ।

ভগবান্ বসিষ্ঠদেব সত্যব্রতের প্রতি ক্রোধ করিয়াছিলেন (মাৎসর্য্য হেতু নহে)। সেই সত্যব্রত পরে বৈবাহিক মন্ত্রের সপ্তপদী-গমন-মন্ত্র সীমা ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন। সত্য-ব্রতের প্রতি পিতা অসন্তুষ্ট ছিলেন। পরে পিতা তাঁহাকে ত্যাগ করেন, কিন্তু কুলের নিষ্কৃতি হইবে ভাবিয়া ভগবান্ বসিষ্ঠদেব নিবারণ করেন নাই। ত্রয্যারুণি রাজার মৃত্যুর পর "ইহার পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করিব" ইহা মুনিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ বলিলেন। ১—১০। সেই বলবান্ রাজপুত্র সত্যব্রত দ্বাদশ বৎসর ব্যাপিয়া বনবাসী ছিলেন, একদা মাংসের অপ্রতুল হইলে, রাজপুত্র, মহাত্মা বসিষ্ঠদেবের সকল অভিলষিত বস্তু প্রদানকারিণী গাভীকে দেখিতে পাইলেন। হে মুনিবর! ক্রোধ হেতু লোভ হেতু এবং শ্রম জন্য ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দাশধর্ম্মা-ক্রান্ত রাজপুত্র সত্যব্রত বসিষ্ঠমুনির সুরভী গাভীকে হত্যা করিয়া, ঐ সুরভী গাভীর মাংস আপনি ভোজন করিলেন এবং আশ্রিত বিশ্বা-মিত্রমুনির পুত্রকে ভোজন করাইলেন। বসিষ্ঠ-মুনি সত্যব্রতের কৃত গোহত্যা-ব্যাপার শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলি-লেন, আমি লৌহময় ক্রূরতর তৃতীয় শঙ্কু তোর প্রতি নিক্ষেপ করিলাম, যদ্যপি তোর পূর্ব্বকৃত দুইটী শঙ্কু বিনষ্ট হয়, হউক। তোর পিতার অপরিতোষ হেতু একটী শঙ্কু পড়িয়াছে, আমি তোমাদিগের কুলগুরু, আমার গাভীহত্যা করাতে দ্বিতীয় শঙ্কু পতিত হইয়াছে এবং অপ্রোক্ষিত দ্রব্য ভোজন করাতে তৃতীয় তোমার ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে। ঐ সত্যব্রতকে বসিষ্ঠদেব ত্রিশঙ্কু এই কথা বলিলেন, তদবধি ঐ সত্যব্রত ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হইলেন। বিশ্বামিত্রমুনি আগমন করিয়া, সত্যব্রত স্বীয় ভার্য্যা প্রভৃতির প্রতিপালন করিয়াছে, ইহা শ্রবণ করত তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া, অধুনা ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত সত্যব্রতকে বর দান করিতে উদ্যত হইলেন। নৃপাত্মজ সত্যব্রত বিশ্বামিত্রমুনির বরলাভে উৎসুক হইয়া বর প্রার্থনা করিলেন। বিশ্বামিত্রমুনি দ্বাদশ বৎসর ব্যাপী অনাবৃষ্টি-ভয়াক্রান্ত সত্যব্রত রাজপুত্রকে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যাগযজ্ঞ করাই-লেন। বিশ্বামিত্রমুনি, দেবগণ সত্যব্রত রাজ-পুত্রের প্রতি কুপিত হইলেও এবং বসিষ্ঠ-দেবের ক্রোধ সত্ত্বেও ত্রিশঙ্কু নামে খ্যাত সত্য-ব্রতকে সশরীরে স্বর্গারোহণ করাইলেন। কেকয়-বংশজাতা সত্যরথানাম্নী সত্যব্রতপত্নী পাপশূন্য হরিশ্চন্দ্র নামক পুত্র প্রসব করিলেন। ১১—২০।

যাহর্ত্তা রাজসূয়স্য সম্রাড়িতি হ বিশ্রুতঃ॥ ২১
হরিশ্চন্দ্রস্য তু সুতো রোহিতো নাম বিশ্রুতঃ।
রোহিতস্য বৃকঃ পুত্রো বৃকাদ্বাহুস্ত জজ্ঞিবান্ ॥২২
হৈহয়াস্তালজঙ্ঘাশ্চ নিরস্যন্তি স্ম তং নৃপম্।
নাত্যার্থং ধার্ম্মিকো বিপ্র স হি ধর্ম্মযুগেঽভবৎ ॥২৩
সগরং স সুতং বাহুর্জজ্ঞে সহ গরেণ বৈ।
ঔর্ব্বস্যাশ্রমমাসাদ্য ভার্গবেণাভিরক্ষিতঃ॥ ২৪
আগ্নেয়মস্ত্রং লব্ধা চ ভার্গবাৎ সগরো নৃপঃ।
জিগায় পৃথিবীং গত্বা তালজঙ্ঘান্ সহৈহয়ান্।
শকান্ বহূদকাংশ্চৈব পারদাংস্তঙ্গণান্ খশান্ ॥২৫

শৌনক উবাচ।

গরেণৈব যুতঃ সোঽথ কথং জাতস্তু ক্ষত্রিয়ান্।
জিতবানেতদাচক্ষ বিস্তরেণৈব সূতজ ॥ ২৬

সূত উবাচ।

পারীক্ষিতেন যৎ পৃষ্টো বৈশম্পায়ন এব চ।
যদাচষ্টাপি তদ্বক্ষ্যে শৃণুষ্বৈকমনা মুনে॥ ২৭

পারীক্ষিত উবাচ।

কথং স সগরো রাজা গরেণ সহিতো মুনে।
জাতঃ স জঘ্নিবান্ ভূপানেতদাখ্যাতুমর্হসি॥ ২৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বাহোর্ব্যসনিনস্তাত হৃতং রাজ্যমভূৎ কিল।
হৈহয়ৈস্তালজঙ্ঘৈশ্চ শকৈঃ সার্থং বিশাম্পতে॥
যবনাঃ পারদাশ্চৈব কাম্বোজাঃ পহ্লবাস্তথা।
এতেষাঞ্চ গণা রাজন্ হৈহয়ার্থে পরাক্রমন্ ॥৩০
হৃতরাজ্যস্ততো রাজা স বৈ বাহুর্বনং যযৌ।
পত্ন্যা চানুগতো দুঃখী স বৈ প্রাণানবাসৃজৎ ॥৩১
পত্নী তু যাদবী তস্য সগর্ভা পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ।

ত্রিশঙ্কু-তনয় হরিশ্চন্দ্র রাজা বহুসংখ্যক রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং সম্রাট্ হইয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত নামে বিখ্যাত ছিলেন, রোহিতের পুত্র বৃক নামে বিখ্যাত, বৃক হইতে বাহু নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হৈহয়গণ এবং তালজঙ্ঘ নামক দৈত্যগণ সেই বাহু রাজাকে নিজরাজ্য হইতে দূর করিয়া দিয়াছিল। সেই ধার্ম্মিক বাহুরাজা শক্ত হইলেও আপনার নিমিত্ত ঐ সমস্ত দৈত্যগণকে বিনষ্ট করেন নাই; হে বিপ্রবর! যেহেতু বহুরাজা অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন, তাঁহার হিংসা-কার্য্যে মতি ছিল না। বাহুরাজা দৈত্যগণকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ঔর্ব্বমুনির আশ্রমে গমনপূর্ব্বক ভার্গবমুনিকর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়াতে বিষের সহিত সাগর নামে পুত্র উৎপাদন করিলেন। বাহুপুত্র সগররাজা ভার্গবমুনির নিকট আগ্নেয় অস্ত্র লাভ করিয়া স্বীয় রাজ্যে গমনপূর্ব্বক তালজঙ্ঘ এবং হৈহয়গণকে পরাভূত করিলেন এবং শক নামক ম্লেচ্ছ, বহূদক নামক ম্লেচ্ছ, পারদ নামক ম্লেচ্ছ ও খশ নামক ম্লেচ্ছগণকে পরাজিত করিলেন। সূতের নিকট শৌনক মুনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূতপুত্র! সগররাজা কি নিমিত্ত বিষের সহিত জন্মগ্রহণ করিলেন এবং কিরূপেই বা ক্ষত্রিয়গণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, ইহা আমার নিকট বিস্তৃতরূপে বল। শৌনক মুনির নিকট সূতনন্দন উগ্রশ্রবা বলিলেন, পূর্ব্বকালে পরীক্ষিৎকুমার জনমেজয় মহারাজ, বৈশম্পায়ন মুনির নিকট এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; হে মুনিবর! বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের নিকট যেরূপ বলিয়াছিলেন, আমি তদনুরূপ বলিতেছি, আপনি একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ করুন। জনমেজয় বলিলেন, হে বৈশম্পায়ন মুনে! সগররাজা কি নিমিত্ত বিষের সহিত জন্মিয়াছিলেন, কিরূপেই বা নৃপগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, ইহা আমার নিকট বলুন। বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে তাত! হে নরপতে! অত্যন্ত ব্যসনশীল বাহুরাজার রাজ্য শাকগণের সহিত হৈহয়গণ এবং তালজঙ্ঘগণ হরণ করিয়াছিল। হে মহারাজ! যবনগণ, পারদগণ, কাম্বোজগণ এবং পহ্লবগণ, হৈহয়গণের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল। ২১—৩০। সেই বাহুরাজা রাজ্য অপহৃত হইলে পর, দুঃখিতান্তঃকরণে পত্নীর সহিত বনগমন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। বাহুরাজার যদুবংশজাতা গর্ভবতী পত্নী অনুগমন করিতে উদ্যুক্তা হইলেন। বাহুপত্নী যাদবীকে

সপত্ন্যা চ গরস্তস্যা দত্তঃ পূর্ব্বস্য সের্ষ্যয়া ॥ ৩২
সা তু ভর্ত্তুশ্চিতাং কৃত্বা জ্বলনঞ্চাবরোহত।
ঔর্ব্বস্তাং ভার্গবো রাজন্ কারুণ্যাৎ সমবারয়ৎ ॥
তস্যাশ্রমে চ বৈ গর্ভো গরেণৈব সহ চ্যুতঃ।
ব্যজায়ত মহাবাহো সগরো নাম পার্থিবঃ ॥ ৩৪
ঔর্ব্বস্তু জাতকর্ম্মাদি তস্য কৃত্বা মহাত্মনঃ।
অধ্যাপ্য বেদং শাস্ত্রাণি ততোঽস্ত্রং প্রত্যপাদয়ৎ।
আগ্নেয়ং তং মহাভাগ সামরৈরপি দুঃসহম্ ॥৩৫
স তেনাস্ত্রবলেনাজৌ বলেন চ সমন্বিতঃ।
হৈহয়ান্ বিজঘানাশু ক্রুদ্ধো হ্যস্ত্রবলেন চ ॥ ৩৬
আজহার চ লোকেষু কীর্ত্তিং কীর্ত্তিমতাং বরঃ ॥
ততঃ শকাঃ সযবনাঃ কাম্বোজাঃ পহ্লবাস্তথা।
হন্যমানাস্তদা তে তু বসিষ্ঠং শরণং যযুঃ ॥ ৩৮
বসিষ্ঠো বঞ্চনাং কৃত্বা সময়েন মহাদ্যুতিঃ।
সগরং বারয়ামাস তেষাং দত্ত্বাভয়ং নৃপম্ ॥ ৩৯
সগরঃ স্বাং প্রতিজ্ঞান্তু গুরোর্ব্বাক্যং নিশম্য চ।
ধর্ম্মং জঘান তেষাং বৈ কেশান্যত্বং চকার হ ॥৪০
অর্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডং কৃত্বা ব্যসর্জ্জয়ৎ।
যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈব চ ॥৪১
পারদা মুণ্ডকেশাশ্চ পহ্লবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ।
নিঃস্বাধ্যায়বষট্‌কারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা।
সর্ব্বে তে ক্ষত্রিয়াস্তাত ধর্ম্মহীনাঃ কৃতা পুরা ॥৪২
স ধর্ম্মবিজয়ী রাজা বিজিত্যেমাং বসুন্ধরাম্।
অশ্বং সংস্কারয়ামাস বাজিমেধায় পার্থিবঃ ॥ ৪৩
তস্য চারয়তঃ সোঽশ্বঃ সমুদ্রে পূর্ব্বদক্ষিণে।
বেলাসমীপেঽপহৃতো ভূমিঞ্চৈব প্রবেশিতঃ ॥৪৪
স তং দেশং তদা পুত্রৈঃ খানয়ামাস সর্ব্বতঃ ॥৪৫
আসেদুস্তে ততস্তত্র খন্যমানে মহার্ণবে।

তাঁহার সপত্নী ঈর্ষান্বিত হইয়া পূর্ব্বে বিষপান করাইয়াছিল। হে মহারাজ! বাহুরাজার ভার্য্যা যাদবী স্বামীর নিমিত্ত চিতা প্রজ্বলিত করত ঐ চিতাতে আরোহণ করিতে উদ্‌যুক্তা হইলেন দেখিয়া, ভৃগুকুলতিলক ঔর্ব্বমুনি দয়াপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে চিতারোহণ করিতে নিষেধ করিলেন। ঔর্ব্বমুনির আশ্রমপদে বিষের সহিত বাহুপত্নীর গর্ভ নিঃসৃত হইল, হে মহাবাহো! ঐ গর্ভে সগররাজা উৎপন্ন হইলেন। হে মহাভাগ! মহাত্মা ঔর্ব্বমুনি সগররাজার জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সংস্কার করিয়া নিখিল বেদশাস্ত্র অধ্যাপনানন্তর অমরগণেরও অসহ্য আগ্নেয় অস্ত্র প্রদান করিলেন। বাহুরাজকুমার সগর ঔর্ব্বমুনিদত্ত আগ্নেয় অস্ত্রের বল দ্বারা, নিজ বাহুবল দ্বারা এবং অন্যান্য অস্ত্রের বল দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রুদ্ধ হইয়া হৈহয়গণকে অতি শীঘ্র বিনষ্ট করিলেন এবং কীর্ত্তিমৎশ্রেষ্ঠ ঐ সগররাজা ত্রিভুবনে অসাধারণ কীর্ত্তি লাভ করিলেন। হৈহয়গণের বিনাশের পর, শকগণ, যবনগণ, কাম্বোজগণ এবং পহ্লবগণ সগররাজাকর্ত্তৃক আহত হইয়া বসিষ্ঠ মুনির শরণাপন্ন হইল। মহাতেজস্বী বসিষ্ঠ মুনি প্রতিজ্ঞা দ্বারা শক প্রভৃতিকে বঞ্চনা করিয়া তাহাদিগকে অভয়প্রদান করত সগররাজাকে নিবারণ করিলেন। সগররাজা স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণপূর্ব্বক গুরুদেব বসিষ্ঠের বাক্য শ্রবণানন্তর শক প্রভৃতিকে প্রাণে বিনষ্ট না করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মচ্যুত করিলেন এবং স্থানান্তরিত করত কেশের পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। ৩১—৪০। মহাত্মা সগররাজা শকগণের মস্তকের অর্দ্ধভাগ মুণ্ডন করিয়া সমুদ্রপারে তাড়াইয়া দিলেন, যবনদিগের সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিলেন, কাম্বোজগণেরও সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিলেন এবং পারদগণকে শ্মশ্রুধারী করিলেন। উঁহাদিগের বেদাধ্যয়নে অধিকার রহিত করিলেন, বষট্‌কারাদি মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করিতে নিষেধ করিলেন। হে তাত! সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়-সন্তানকে পূর্ব্বকালে সগররাজা ধর্ম্মহীন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মানুসারে জয়শীল সেই সগররাজা এই সমস্ত পৃথিবীকে জয় করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত অশ্বসংস্কার করিলেন। পূর্ব্বদক্ষিণসমুদ্রতীরে সংস্কৃত অশ্বকে বিচরণ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলে পর, সগররাজার সংস্কৃত অশ্ব সমুদ্রের তীরভূমি হইতে ইন্দ্রকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া পাতালপুরীমধ্যে নীত হইল। সগররাজা পুত্রগণ দ্বারা সেই দেশকে খনন করাই-

তমাদিপুরুষং দেবং কপিলং বিশ্বরূপিণম্
তস্য চক্ষুঃসমুত্থেন বহ্নিনা প্রতিবুধ্যতঃ।
দগ্ধাঃ ষষ্টিসহস্রাণি চত্বারস্ত্ববশেষিতাঃ ॥ ৪৭
হর্ষকেতুঃ সুকেতুশ্চ তথা ধর্ম্মরতোঽপরঃ।
শূরঃ পঞ্চজনশ্চৈব তস্য বংশকরা নৃপ ॥ ৪৮
প্রাদাচ্চ তস্মৈ ভগবান্ হরিঃ পঞ্চ বরান্ স্বয়ম্।
বংশং মেধাঞ্চ কীর্ত্তিঞ্চ সমুদ্রং তনয়ং ধনম্ ॥৪৯
সাগরত্বঞ্চ লেভে স কর্ম্মণা তেন তস্য বৈ ॥ ৫০
তস্মাশ্বমেধিকং সোঽশ্বং সমুদ্রাদুপলব্ধবান্।
আজহারাশ্বমেধানাং শতং স সুমহাযশাঃ ॥ ৫১

শৌনক উবাচ।

সগরস্যাত্মজা বীরাঃ কথং জাতা মহাবলাঃ।
বিক্রান্তাঃ ষষ্টিসাহস্রা বিধিনা কেন বা বদ ॥ ৫২

সূত উবাচ।

দ্বে পত্ন্যৌ সগরস্যাস্তাং তপসা দগ্ধকিল্বিষে।
ঔর্ব্বস্তয়োর্ব্বরং প্রাদাৎ তোষিতো মুনিসত্তমঃ ॥ ৫৩
ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি একা বব্রে তরস্বিনম্।
একং বংশধরন্ত্বেকা যথেষ্টং বরশালিনী ॥ ৫৪
তত্রৈকা জগৃহে লুব্ধা পুত্রাংশ্চ,রান্ বহূংস্তদা।
সা চৈব সুষুবে তুম্বং বীজপূর্ণং পৃথক্কৃতাঃ ॥ ৫৫
ততো ধাত্রীভিঃ সর্ব্বেঽপি ববৃধুস্তে যথাক্রমম্।
ঘৃতপূর্ণেষু কুম্ভেষু কুমারাঃ প্রীতিবর্দ্ধনাঃ ॥ ৫৬
কপিলাগ্নিপ্রদগ্ধানাং তেষাং তত্র মহাত্মনাম্।
একঃ পঞ্চজনো নাম পুত্রো রাজা বভূব হ ॥ ৫৭
ততঃ পঞ্চজনস্যাসীদংশুমান্ নাম বীর্য্যবান্।
দিলীপস্তনয়স্তস্য পুত্রো যস্য ভগীরথঃ ॥ ৫৮
যঃ স গঙ্গাং সরিচ্ছ্রেষ্ঠামবাতারয়ত প্রভুঃ।
সমুদ্রমানয়চ্চেমাং দুহিতৃত্বে প্রকল্পয়ৎ ॥ ৫৯

লেন। সগরপুত্রগণ মহাসমুদ্রকে খনন করিতে করিতে বিশ্বরূপী আদিপুরুষ মুনিবর কপিলদেবকে প্রাপ্ত হইলেন। তপস্যায় নিমগ্নচিত্ত কপিলদেব তপোভঙ্গ হওয়াতে জাগরিত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন; তাঁহার চক্ষু হইতে যে ক্রোধানল বহিষ্কৃত হইল, তাহা দ্বারা ষাট হাজার সগরসন্তান দগ্ধ হইয়া গেল, চারিটী মাত্র অবশিষ্ট রহিল। অবশিষ্ট চারিটী পুত্রের নাম, হর্ষকেতু, সুকেতু, তৃতীয় ধর্ম্মরত এবং বলবান্ পঞ্চজন চতুর্থ। এই চারিটী সন্তান সগররাজার বংশ রক্ষা করিল। ভগবান্ বিষ্ণু সগররাজাকে পাঁচটী বর প্রদান করিলেন,—বংশবৃদ্ধি, অত্যন্ত বুদ্ধিশক্তিবৃদ্ধি, যশোবৃদ্ধি, সমুদ্রকে পুত্রভাবে প্রাপ্তি এবং বিপুল ধনসম্পত্তি। সগররাজা কর্ত্তৃক খাত হওয়াতে সরিৎপতি সমুদ্র তদবধি সাগর নামে বিখ্যাত হইলেন এবং সগররাজাও সমুদ্র হইতে সেই অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বকে পাইলেন। মহাযশস্বী সগররাজাও তদনন্তর একশত অশ্বমেধযজ্ঞ করিলেন। ৪১—৫১। শৌনকমুনি সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সগররাজার বীর্য্যবান্ ষাটহাজার পুত্রগণ কিরূপে মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াছিল এবং কি কার্য্য করিয়াই বা অত্যন্ত বিক্রান্ত হইয়াছিল, হে সূতনন্দন। তুমি তাহা আমার নিকট বল।

সূত, শৌনকমুনির নিকট বলিলেন, সগররাজার তপস্যার দ্বারা হতপাপা দুই পত্নী ছিল। ঔর্ব্বমুনি সন্তুষ্ট হইয়া, সগর-ভার্য্যাদ্বয়কে বরদান করিতে উদ্যত হইলেন। সগর-রাজার এক পত্নী অত্যন্ত বলবান্ ষাটহাজার পুত্র-প্রার্থনা করিলেন এবং সগর-রাজার দ্বিতীয় পত্নী বর পাইয়া, বংশবৃদ্ধিকর একমাত্র পুত্র প্রার্থনা করিলেন। সগররাজার যে প্রথমা পত্নী লুব্ধ হইয়া বলবান্ বহু পুত্র গ্রহণ করিলেন, সেই প্রথমা সগর-পত্নী বীজপরিপূর্ণ একটী অলাবু প্রসব করিলেন। তদনন্তর ধাত্রীগণ ঐ সকল সন্তানকে পৃথক্ করিয়া ঘৃতপূর্ণ কুম্ভমধ্যে নিক্ষেপ করিল। ষাটহাজার সগরকুমারগণ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মাতা পিতার প্রীতিবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। কপিলমুনির নেত্র-বহ্নি দ্বারা দগ্ধ মহাত্মা সগরপুত্রগণের মধ্যে অবশিষ্ট পঞ্চজননামক সগরপুত্র রাজা হইয়াছিলেন। সগরপুত্র পঞ্চজন নামক ক্ষিতিপতির অংশুমান্ নামে বীর্য্যবান্ পুত্র হইয়াছিল। অংশুমান্-রাজার পুত্র দীলিপ, দীলিপের পুত্র ভগীরথ, যে রাজা ভগীরথ সরিদ্বরা ভগবতী গঙ্গাকে হিমালয় হইতে নামা-

ভগীরথসুতো জাতঃ শ্রুতসেন ইতি শ্রুতঃ।
নাভাগস্তু সুতস্তস্য পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ৬০
অম্বরীষস্তু নাভাগিঃ সিন্ধুদ্বীপস্ততোঽভবৎ।
অযুতাজিৎ সুদায়াদঃ সিন্ধুদ্বীপস্য বীর্য্যবান্ ॥ ৬১
অযুতাজিৎসুতস্ত্বাসীদৃতুপর্ণো মহাযশাঃ।
দিব্যাক্ষহৃদয়জ্ঞোঽসৌ রাজা নলসখোঽভবৎ ॥৬২
ঋতুপর্ণসুতস্ত্বাসীদনুপর্ণো মহাদ্যুতিঃ।
তস্য কল্মাষপাদো বৈ নাম্না মিত্রসহস্তথা ॥ ৬৩
কল্মাষপাদস্য সুতঃ সর্ব্বকর্ম্মেতি বিশ্রুতঃ।
অনরণ্যোঽস্য পুত্রোঽভূদ্বিশ্রুতঃ সর্ব্বকর্ম্মণঃ ॥ ৬৪
অনরণ্যসুতো রাজা বিদ্বান্ মুণ্ডিদ্রুহোঽভবৎ।
নিষধস্তস্য তনয়ো রামস্য প্রপিতামহঃ ॥ ৬৫
যেন স্বর্গাদিহাগত্য মুহূর্ত্তং প্রাপ্য জীবিতম্।
ত্রয়োঽভিসন্ধিতা লোকা বুদ্ধ্যা সত্যেন চানঘ ॥ ৬৬
দীর্ঘবাহুস্ততস্তস্য রঘুনামাভবৎ সুতঃ।
অজস্তস্য তু পুত্রোঽভূৎ তস্মাদ্দশরথোঽপ্যজাৎ ॥
রামো দশরথাজ্জজ্ঞে ধর্ম্মারামো মহাযশাঃ।
রামস্য তনয়ো জজ্ঞে কুশ ইত্যভিবিশ্রুতঃ ॥ ৬৮
অতিথিস্তু কুশাজ্জজ্ঞে নিষধস্তস্য চাত্মজঃ।
নিষধস্য নলঃ পুত্রো নভঃ পুত্রো নলস্য তু ॥ ৬৯
নভসঃ পুণ্ডরীকস্তু ক্ষেমধন্বা ততঃ স্মৃতঃ।
ক্ষেমধন্বসুতস্ত্বাসীদ্দেবানীকঃ প্রতাপবান্ ॥ ৭০
আসীদহীনগুর্নাম দেবানীকাত্মজঃ প্রভুঃ।
অহীনগোস্তু দায়াদঃ সহস্বান্ নাম বীর্য্যবান্ ॥ ৭১
বীরসেনাত্মজস্তস্য যশ্চেক্ষ্বাকুকুলোদ্বহঃ।
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবাঃ প্রাধান্যেন প্রকীর্ত্তিতঃ।
এতে বৈবস্বতে বংশে রাজানো ভূরিদক্ষিণাঃ ॥৭২
পঠন্ সম্যগিমাং সৃষ্টিমাদিত্যস্য বিবস্বতঃ।
শ্রাদ্ধদেবস্য দেবস্য প্রজানাং পুষ্টিদস্য চ ॥ ৭৩
প্রজাবানতিসাযুজ্যমাদিত্যস্য ন সংশয়ঃ ॥ ৭৪

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়া-
মিক্ষ্বাকুবংশবর্ণনং নামৈকষষ্টি-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

ইয়া সমুদ্রে সঙ্গত করিয়াছিলেন এবং গঙ্গাকে কন্যাপদে কল্পনা করিয়াছিলেন, এ কারণ গঙ্গার একটী নাম ভাগীরথী জানিবেন। ভগীরথ-রাজার শ্রুতসেন নামে বিখ্যাত পুত্র হইয়াছিল। শ্রুতসেনের পুত্র পরমধার্ম্মিক নাভাগ নামে বিখ্যাত। নাভাগের পুত্র অম্বরীষ, অম্বরীষের পুত্র সিন্ধুদ্বীপ নামে বিখ্যাত ছিল। সিন্ধুদ্বীপরাজার পুত্র বীর্য্যবান্ অযুতাজিৎ। ৫২—৬১। অযুতাজিৎরাজার পুত্র মহাযশস্বী ঋতুপর্ণ নামে বিখ্যাত ছিলেন। ঋতুপর্ণরাজা অদ্ভুত পাশক্রীড়ায় নিপুণ এবং বিখ্যাত নলরাজার সখা ছিলেন। ঋতুপর্ণ রাজার পুত্র অনুপর্ণ অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন। অনুপর্ণের পুত্র মিত্রগণের প্রিয় কল্মাষপাদ নামে বিখ্যাত ছিলেন। কল্মাষপাদ রাজার পুত্র সর্ব্বকর্ম্মা নামে বিখ্যাত ছিলেন; সর্ব্বকর্ম্মার পুত্র অনরণ্য নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অনরণ্যের পুত্র বিদ্বান্ মুণ্ডিদ্রুহ নামে বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। মুণ্ডিদ্রুহের পুত্র রামচন্দ্রের প্রপিতামহ নিষধ নামে বিখ্যাত ছিলেন। হে অনঘ! যে নিষধ-রাজা স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে আগমনপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল জীবন ধারণ করিয়া বুদ্ধি এবং সত্য-ব্যবহার দ্বারা ত্রিলোককে অভিসন্ধিত করিয়া-ছিলেন। নিষধরাজার মহাভুজ রঘু নামে পুত্র হইয়াছিল; রঘু রাজার পুত্র অজ; অজরাজার পুত্র রাজা দশরথ। দশরথের পুত্র অত্যন্ত কীর্ত্তি-সম্পন্ন ভগবান্ রামচন্দ্র জন্মিয়াছিলেন। রাম-চন্দ্রের পুত্র কুশ নামে অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়া-ছিলেন। কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নল, নলের পুত্র নভস্। নভস্ রাজার পুত্র পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা, ক্ষেমধন্বা রাজার পুত্র অত্যন্ত প্রতাপ-যুক্ত দেবানীক। ৬১—৭০। দেবানীকের পুত্র অহীনগু নামে রাজা ছিলেন। অহীনগু-রাজার পুত্র অত্যন্ত বীর্য্যসম্পন্ন সহস্বান্ নামে বিখ্যাত ছিলেন। সহস্বান্ রাজার পুত্র বীর-সেন, যিনি ইক্ষ্বাকুবংশের প্রধান ছিলেন। ইক্ষ্বাকু-বংশীয় প্রধান প্রধান রাজগণের নাম কীর্ত্তন করিলাম। সূর্য্যবংশে এ সমস্ত রাজ-গণ বহুতর যাগ-যজ্ঞ করিয়া বহুধন দান করিয়াছিলেন। বিবস্বান্ সূর্য্যের বংশোৎপত্তি যে ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে পাঠ করে এবং প্রজা-বৃদ্ধিকারী শ্রাদ্ধদেব যমরাজের উৎপত্তি যে

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

শ্রুতো বৈ শ্রাদ্ধদেবস্থ হ্যাদিত্যস্থ বিবস্বতঃ।
শ্রোতুমিচ্ছামি মাহাত্ম্যং শ্রাদ্ধস্থ কিং ফলংভবেৎ
প্রীতাশ্চ পিতরো যেন শ্রেয়সা যোজয়ন্তি চ।
এতদ্বৈ শ্রোতুমিচ্ছামি পিতৃণাং সর্গমুত্তমম্ ॥ ২

সূত উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি পিতৃণাং সর্গমুত্তমম্।
মার্কণ্ডেয়েন কথিতং ভীষ্মায় পরিপৃচ্ছতে ॥ ৩
গীতং সনৎকুমারেণ মার্কণ্ডেয়ায় ধীমতে।
তং তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
যুধিষ্ঠিরেণ সংপৃষ্টো ভীষ্মঃ প্রোবাচ তচ্ছৃণু ॥ ৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পুষ্টিকামেন ধর্ম্মজ্ঞ কথং পুষ্টিরবাপ্যতে।
এতদাখ্যাতুমিচ্ছামি কিং কুর্ব্বাণো ন সীদতি ॥ ৫

ভীষ্ম উবাচ।

শ্রাদ্ধৈঃ প্রীণাতি হি পিতৃন্ সর্ব্বকামফলৈস্তু যঃ।
স পুনঃ প্রথিতঃ শ্রাদ্ধী প্রেত্য চেহ চ মোদতে ॥
যং যং কামমভিধ্যায় শ্রাদ্ধং প্রকুরুতে তু যঃ।
তং তং প্রাপ্নোত্যযত্নেন পিতৃণান্তু প্রসাদতঃ ॥ ৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বর্ত্তন্তে পিতরঃ স্বর্গে কেষাঞ্চিন্নরকে পুনঃ।
প্রাণিনাং নিয়তঞ্চাপি কর্ম্মজং ফলমুচ্যতে ॥ ৮
তানি শ্রাদ্ধানি দত্তানি কথং গচ্ছন্ত্যধঃ পিতৄন্।
কথং শক্তাঃ সমুদ্ধর্ত্তুং নরকস্থান্ পিতৄন্ পুনঃ ॥৯
দেবা অপি পিতৄন্ স্বর্গে যজন্ত ইতি নঃ শ্রুতম্।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ ব্রবীহি মে ॥১০

ব্যক্তি পাঠ করে, তাহারা ইহলোকে ভগবান্ সূর্য্যের সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। ৭১—৭৪।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

শৌনক মুনি সূতকে বলিলেন, বিবস্বান্ সূর্য্যদেবের এবং শ্রাদ্ধদেব যমের উৎপত্তি-বৃত্তান্ত তোমার নিকট শ্রবণ করিলাম। শ্রাদ্ধ-কার্য্যের মাহাত্ম্য কি, শ্রাদ্ধ করিলে কি ফল লাভ হয় এবং যে কার্য্য দ্বারা পিতৃগণ প্রীত হইয়া সন্তানগণকে মঙ্গলযুক্ত করেন, এ সমস্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আর পিতৃলোকের উত্তম সৃষ্টিবৃত্তান্তও শুনিতে ইচ্ছা করি; তাহা তুমি আমার নিকট বল। সূত শৌনকমুনির নিকট বলিতেছেন, হে মুনে! আপনার নিকট পিতৃগণের উত্তম সৃষ্টিকথা বলিতেছি, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। এ কথা শান্তনুনন্দন ভীষ্ম মার্কণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলে পর মার্কণ্ডেয় মুনি ভীষ্মের নিকট বলিয়াছিলেন; ইহা পূর্ব্বকালে সনৎকুমার মুনি, মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট বলিয়াছিলেন; ঐ সর্ব্বাভিলষিত-বস্তুপ্রদ পিতৃগণের সৃষ্টি-বৃত্তান্ত আপনার নিকট সম্যক্‌রূপে বলিতেছি। মহারাজ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলে পর ভীষ্মদেব যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য! পুষ্টি অভিলাষী মনুষ্য কি কার্য্য করিয়া পুষ্টি প্রাপ্ত হয়, একথা আমি জানিতে ইচ্ছা করি এবং কি কার্য্য করিয়া মনুষ্য অবসন্ন হয় না? ভীষ্ম বলিলেন, যে ব্যক্তি, সকল অভিলষিত ফলপ্রদ শ্রাদ্ধকার্য্য দ্বারা পিতৃগণকে প্রীত করে, সে শ্রাদ্ধকর্ত্তা বিখ্যাত হইয়া ইহকালে এবং পরকালে সুখে কালযাপন করে; যে ব্যক্তি যে যে ফল অভিলাষ করিয়া শ্রাদ্ধ করে, সে ব্যক্তি পিতৃগণের প্রসন্নতা হেতু সেই সেই ফল অনায়াসে পাইয়া থাকে। যুধিষ্ঠির বলিলেন, কোন ব্যক্তির পিতা স্বর্গে বাস করেন, কাহার বা পিতা নরকে বাস করেন; প্রাণিগণের কর্ম্মানুসারে নিয়ত শুভ অশুভ ফল লাভ হয়, ইহা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে; শ্রাদ্ধে দত্ত দ্রব্য-সমূহ নরকস্থ পিতার নিকট কিরূপে উপস্থিত হয় এবং পুত্রগণ নরকস্থ পিতৃগণকে কিরূপে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়? শুনিতে পাই,

ভীষ্ম উবাচ।

অত্র তং বর্ণয়িষ্যামি যথাতত্ত্বমরিন্দম।
পিত্রা মম পুরাগীতং লোকান্তরগতেন বৈ ॥ ১১
শ্রাদ্ধকালে মম পিতুর্ম্ময়া পিণ্ডঃ সমুদ্যতঃ।
তং পিতা মম হস্তেন ভিত্ত্বা ভূমিমযাচত ॥ ১২
নৈষ কল্পবিধির্দৃষ্ট ইতি নিশ্চিত্য চাপ্যহম্।
কুশেষেব তু তং পিণ্ডং দত্তবানবিচারয়ন্ ॥ ১৩
ততঃ পিতা মে সুপ্রীতো বাচা মধুরয়া তদা।
উবাচ ভরতশ্রেষ্ঠ প্রীয়মাণো ময়ানঘ ॥ ১৪
ত্বয়া দায়াদবানস্মি ধর্ম্মজ্ঞেন বিপশ্চিতা।
তারিতোঽহন্ত জিজ্ঞাসা কৃতা মে পুরুষোত্তম ॥ ১৫
প্রমাণং যদ্ধি কুরুতে ধর্ম্মাচারেণ পার্থিবঃ।
প্রজাস্তদনুবর্ত্তন্তে প্রমাণাচরিতং সদা ॥ ১৬
উবাচ ভরতশ্রেষ্ঠ বেদধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।
প্রমাণা কীর্ত্তির্ভক্তিশ্চ মম নির্ব্বর্ত্তিতা ত্বয়া ॥ ১৭
তস্মাৎ তবাহং সুপ্রীতঃ প্রীত্যা বরমনুত্তমম্।
দদামি তং প্রতীচ্ছস্ব ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্ ॥১৮
ন তে প্রভবিতা মৃত্যুর্যাবজ্জীবিতুমিচ্ছসি।
কিং বা তে প্রার্থিতং ভূয়ো দদামি বরমুত্তমম্ ॥১৯
তদ্‌ব্রূহি ভরতশ্রেষ্ঠ যৎ তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ২০
ইত্যুক্তবতি তস্মিংস্তং অভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
অব্রুবং কৃতকৃত্যোঽহং প্রসন্নে ত্বয়ি মানদ ॥ ২১
প্রশ্নং পৃচ্ছামি বৈ কিঞ্চিদ্ব্যাহর্তুং ভবতা স্বয়ম্।
স মামুবাচ তদ্‌ব্রূহি যদিচ্ছসি বদামি তে ॥ ২২
ইত্যুক্তে চ মতং প্রাহ জাতকৌতূহলাৎ তদা।
শ্রূয়ন্তে পিতরো রাজন্ দেবানামপি দেবতাঃ ॥২৩

দেবগণও স্বর্গে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। ১—১০। এ সমস্ত আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি ইহা বিস্তৃতরূপে বলুন। ভীষ্ম বলিলেন, হে রিপুসূদন! এ বিষয়ের মর্ম্ম-কথা তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর; পূর্ব্বকালে পরলোক-প্রাপ্ত আমার পিতা এ কথা বলিয়াছিলেন। আমার পিতার মৃতাহে আমি পিণ্ড দান করিতে উদ্যত হইলে পর, আমার পিতা পৃথিবী ভেদ করত হস্ত উঠাইয়া, হস্তেই পিণ্ড দান করিতে প্রার্থনা করিলেন। কল্পসূত্রানুসারে হস্তে পিণ্ড দান করা নিয়ম দেখি নাই, ইহা বিবেচনা করত আমি আর বিচার না করিয়া কুশমধ্যে পিণ্ডদান করিলাম! তাহা দেখিয়া আমার পিতা প্রসন্ন হইয়া মধুর-বাক্য দ্বারা বলিলেন, হে ভরতকুলতিলক! তোমা দ্বারাই আমি পুত্রবান্ হইলাম, ধার্ম্মিক এবং পণ্ডিত তুমিই আমাকে উদ্ধার করিলে। আমি বলিলাম, হে নরশ্রেষ্ঠ! রাজা ধর্ম্মকার্য্য বিষয়ে যাহা প্রমাণ করিয়া অনুষ্ঠান করেন, প্রজাবর্গও সর্ব্বদা রাজার আচারানুবর্ত্তী হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। পিতা আমাকে বলিলেন, হে ভারতবংশাবতংস! চিরস্থায়ী বৈদিকধর্ম্মই প্রমাণ (অর্থাৎ বেদশাস্ত্রে যেরূপ উক্ত আছে, তদনুসারে কার্য্য করা উচিত)। তুমি আমার কীর্ত্তি রক্ষা করিলে, আমার প্রতি তোমার যথোচিত ভক্তি প্রকাশ করা হইয়াছে; সেহেতু আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম, তোমাকে প্রীতচিত্তে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর দান করিতেছি, তুমি ত্রিলোকে দুষ্প্রাপ্য বর গ্রহণ কর, আমার বরপ্রভাবে তোমার ইচ্ছামৃত্যু হইবে। আর তোমারই বা কি বর প্রার্থনীয়? আমি পুনর্ব্বার তোমাকে সেই উৎকৃষ্ট বর প্রদান করিব। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তোমার মনে কি বর প্রার্থনা আছে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর। ১১—২০। আমার পিতা এরূপ বলিলে পর, আমি পিতৃদেবকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলাম, হে মানদ। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি। আমি আপনাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, আপনি স্বয়ং তাহা আমার নিকট বলুন। (এ কথা শুনিয়া) পিতা আমাকে বলিলেন, তুমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর, আমি তাহা তোমাকে বলিতেছি (শ্রবণ কর)। পিতা এ কথা বলিলে পর আমি কৌতূহলাক্রান্ত-চিত্তে আমার অভি-লষিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, হে মহা-রাজ! শুনিতে পাই, পিতৃগণ দেবগণেরও

কথং দত্তমেবাস্মাভিঃ শ্রাদ্ধং প্রীণন্তি বৈ পিতৃন্‌।
লোকান্তরগতাংস্তাংস্তান্ কিন্ন শ্রাদ্ধস্থ বৈ ফলম্‌
অত্র মে সংশয়স্তাত তদ্ব্রূহি বদতাং বর।
এতচ্ছ্রুত্বা চঃ সোঽপি প্রত্যুবাচ চ মাং পিতা॥
সঙ্ক্ষেপেণ চ তে বক্ষ্যে যৎ তে পৃষ্টোঽস্মি ভারত
পিতরশ্চ যথোদ্ভূতাঃ শৃণু তৎ সর্ব্বমাদিতঃ॥ ২৬
আদিদেবসুতাস্তাত পিতরো দেবদেবতাঃ।
তান্ যজন্তি চ বৈ লোকাঃ সদেবা নর-দানবাঃ।
সযক্ষ-রক্ষো-গন্ধর্ব্বাঃ সকিন্নর-মহোরগাঃ॥ ২৭
আপ্যায়িতাশ্চ তে সর্ব্বে পুনরাপ্যায়য়ন্তি চ।
জগৎ সদেবগন্ধর্ব্বমিতি ব্রহ্মানুশাসনম্‌॥ ২৮
তান্ যজস্ব মহাভাগ শ্রাদ্ধৈরগ্র্যৈরতন্দ্রিতঃ।
তে তে শ্রেয়োঽভিধাস্যন্তি সর্ব্বকামফলপ্রদাঃ॥২৯
ত্বয়ৈবারাধ্যমানাশ্চ নাম-গোত্রানুকীর্ত্তনৈঃ।
অস্মানাপ্যায়য়িষ্যন্তি স্বর্গস্থান্ যত্র সংস্থিতান্॥ ৩০
মার্কণ্ডেয়স্ততে শেষমেতৎ সর্ব্বং প্রবক্ষ্যতি।
ইত্যুক্ত্বাসৌ মহাভাগস্তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ৩১

ইতি পিতৃকল্পঃ।

সূত উবাচ।

পিতুঃ স বচনং শ্রুত্বা মার্কণ্ডেয়ং সমাগতম্‌।
প্রশ্নমেতৎ স চাপৃচ্ছন্মার্কণ্ডেয় উবাচ হ॥ ৩২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ভীষ্ম বক্ষ্যামি কার্ৎস্ন্যেন শুশ্রূষুঃ প্রয়তো ভব॥৩৩
ময়া পিতৃপ্রসাদেন দীর্ঘায়ুষ্ট্বমপি প্রভো।
পিতৃভক্ত্যা হি লব্ধঞ্চ প্রাগ্‌লোকে পরমং যশঃ॥৩৪
সোঽহং যুগস্য পর্য্যন্তে বহুবর্ষশতান্তিকে।
অধিরুহ্য গিরিং মেরুং তপোঽতপ্যং সুদুশ্চরম্‌॥
ততঃ কদাচিৎ পশ্যামি দিব্যং প্রক্ষাল্য তেজসা।

দেবতা। আমাদিগের দত্ত শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য কিরূপেই বা পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করে, লোকান্তরগত পিতৃগণের শ্রাদ্ধের ফল কি প্রকারে উপগত হয়, হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! এ বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। হে পিতঃ! তাহা আপনি আমার নিকট বলুন। এ কথা শুনিয়া পিতৃদেব আমাকে বলিলেন, হে ভারত! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে বলিতেছি; পিতৃগণ যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহা আমার নিকট আদ্যোপান্ত শ্রবণ কর। হে বৎস! পিতৃগণ ব্রহ্মার পুত্র এবং দেবগণেরও পূজ্য। সেই পিতৃগণকে দেব, দানব, মানব, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর অনন্তাদি সর্পগণ প্রভৃতি সকল লোকই পূজা করিয়া থাকে; ইহারা পিতৃগণকে শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছে এবং করিতেছে। হে মহাভাগ! বেদে ব্রহ্মা অনুজ্ঞা করিয়াছেন, নিরালস্য হইয়া দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলেই সর্ব্বকার্য্য-প্রধান শ্রাদ্ধকার্য্য দ্বারা পিতৃগণের অর্চ্চনা কর। তুমি নাম, গোত্র উল্লেখ করিয়া পিতৃলোকের আরাধনা কর, সকল অভিলষিত ফলদাতা পিতৃগণ তোমার মঙ্গলবিধান করিবেন। আমরা স্বর্গস্থ হই, বা যে কোন স্থানে থাকি, পুত্রগণ আমাদিগকে শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ করিয়া পরিতৃপ্ত করিবে। মার্কণ্ডেয়মুনি তোমার প্রশ্নের সমস্ত অবশিষ্ট কথা বলিবেন। ভীষ্ম বলিলেন, হে মহাভাগ! এই কথা বলিয়া আমার পিতৃদেব অন্তর্দ্ধান করিলেন। ২১—৩১।

পিতৃকল্প সমাপ্ত।

পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্মদেব কদাচিৎ সমাগত মার্কণ্ডেয়মুনিকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। মার্কণ্ডেয়মুনিও ভীষ্মদেবকে বলিতে লাগিলেন, হে ভীষ্ম! তোমাকে বিস্তৃতরূপে বলিতেছি; তুমি শুনিতে ইচ্ছা করিতেছ, অতএব অবধান কর। হে মহারাজ! আমি পূর্ব্বকালে পিতৃগণের প্রসাদে এবং পিতৃভক্তি-প্রভাবে চিরজীবিত্ব লাভ করিয়াছি, আর ইহলোকে উত্তম যশস্বী হইয়াছি। আমি কোন যুগের অবসানকালে বহুশত বৎসর ব্যাপিয়া, সুমেরুপর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক দুষ্কর তপস্যা করিতেছিলাম; তৎকালে কোন দিন দেখিলাম, স্বীয় তেজঃপ্রভাবে আকাশপথকে প্রজ্ব-

বিমানং মহদায়ান্তমন্তরেণ গিরেস্তদা ॥ ৩৬
তস্মিন্ বিমানে পর্য্যঙ্কং জ্বলিতাঙ্গারবর্চ্চসম্।
অপশ্যঞ্চৈব তত্রাহং শয়ানং দীপ্ততেজসম্।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষমগ্নাবগ্নিমিবাহিতম্ ॥ ৩৭
সোঽহং তস্মৈ নমঃ কৃত্বা প্রণম্য শিরসা প্রভুম্।
অপৃচ্ছঞ্চৈব তমহং বিদামস্ত্বাং কথং বিভো ॥ ৩৮
স মামুবাচ ধর্ম্মাত্মা তেন তদ্বিদ্যতে তপঃ।
যেন ত্বং বুধ্যসে মাং হি মার্কণ্ডে ব্রহ্মণঃ সুতম্॥
সনৎকুমারমিতি মাং বিদ্ধি কিং করবাণি তে ॥৪০
যে ত্বন্যে ব্রহ্মণঃ পুত্রা যবীয়াংসস্ত তে মতাঃ।
ভ্রাতরঃ সপ্ত দুর্দ্ধর্ষা যেষাং বংশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৪১
বয়ন্ত যতিধর্ম্মাণঃ সংযম্যাত্মানমাত্মনি ॥ ৪২
যদোৎপন্নস্তদৈবাহং কুমার ইতি বিশ্রুতঃ।
তস্মাৎ সনৎকুমারং মে নামৈতৎ কথিতং মুনে॥
যদ্ভক্ত্যা তে তপশ্চীর্ণং মম দর্শনকাঙ্ক্ষয়া।
এষ দৃষ্টোঽস্মি ভদ্রং তে কং কামং করবাণি তে
ইত্যুক্তবন্তং তমহং প্রোবাচ ত্বং শৃণু প্রভো।
পিতৃণামাদিসর্গঞ্চ কথয়স্ব যথাতথম্ ॥ ৪৫
ইত্যুক্তঃ স তু মাং প্রাহ শৃণু সর্ব্বং যথাতথম্।
দেবানসৃজত ব্রহ্মা মাং যজধ্বং * স চাহ তান্।
তমুৎসৃজ্য ততোঽত্মানমযজন্ত ফলার্থিনঃ ॥ ৪৬
তে শপ্তা ব্রহ্মণা মূঢ়া নষ্টসংজ্ঞা ভবিষ্যথ।
তস্মাৎ কিঞ্চিদজানন্তো নষ্টসংজ্ঞাঃ পিতামহম্।
প্রোচুস্তং প্রণতাঃ সর্ব্বে কুরুষ্বানুগ্রহং হি নঃ ॥৪৭
ইত্যুক্তস্তানুবাচেদং প্রায়শ্চিত্তার্থমেব হি।
পুত্রান্ স্বান্ পরিপৃচ্ছধ্বং ততো জ্ঞানমবাপ্স্যথ॥
ইত্যুক্তা নষ্টসংজ্ঞাস্তে পুত্রান্ পপ্রচ্ছুরোজসা।
প্রায়শ্চিত্তার্থতত্ত্বজ্ঞা লব্ধসংজ্ঞা দিবৌকসঃ ॥ ৪৯

লিত করিয়া সুমেরুপর্ব্বতের মধ্য হইতে একখানি বৃহৎ দেবযান আগমন করিতেছে। দেখিলাম, সে বিমান মধ্যে প্রজ্বলিত অঙ্গারের ন্যায় দীপ্তিযুক্ত একখানি পর্য্যঙ্ক রহিয়াছে; ঐ পর্য্যঙ্ক মধ্যে একটী অঙ্গুষ্ঠপরিমিত প্রদীপ্ত তেজঃসম্পন্ন পুরুষ শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; দেখিলে বোধ হয়, বহ্নিমধ্যে বহ্নি রহিয়াছে। আমি সেই প্রভুকে দর্শনমাত্র নমস্কার করিয়া শিরোবলুণ্ঠনপূর্ব্বক প্রণাম করত তাঁহাকে বলিলাম, হে প্রভো! আমরা আপনাকে জানিতে পারিব কি? সেই ধর্ম্ম আমাকে বলিলেন, হে মার্কণ্ডেয়! তোমার তপস্যা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা দ্বারা আমাকে জানিতে পারিবে; ব্রহ্মার মানস-পুত্র সনৎকুমার মুনি আমাকে জানিবে; অধুনা তোমার কি কার্য্য করিব, তাহা বল। ৩২—৪০। অন্য যে সকল ব্রহ্মার পুত্র আছেন, তাঁহারা সকলেই আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁহারা সপ্ত ভ্রাতা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ, তাঁহাদিগের বংশ জগতে বৃদ্ধি পাইতেছে। আমি যতিধর্ম্মাবলম্বী, আমি আত্মাকে দেহ-মধ্যে সংযত করিয়া যখনই উৎপন্ন হইয়াছি, তখনই কুমার বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছি। হে মুনিবর! সেহেতু 'সনৎকুমার' আমার এ নামটী লোকে বলিয়া থাকে। আমার দর্শন অভিলাষে ভক্তিভাবে তুমি তপস্যা করিতেছ বলিয়া তোমার দৃষ্টিগোচর হইলাম, তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। দেবর্ষি সনৎকুমার একথা বলিলে পর, আমি বলিলাম, হে প্রভো! আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন। হে প্রভো! পিতৃগণের আদি সৃষ্টি যে প্রকার, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন। এ কথা শুনিয়া দেবর্ষি সনৎকুমার আমাকে বলিলেন, পিতৃগণের সৃষ্টিবৃত্তান্ত আমার নিকট শ্রবণ কর। পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণকে সৃজন করিয়া বলিলেন, হে দেবগণ! তোমরা আমাকে পূজা কর। কিন্তু দেবগণ ব্রহ্মাকে ত্যাগ করিয়া ফলার্থী হইয়া আত্মাকে পূজা করিলেন। ব্রহ্মা দেবগণকর্তৃক অবমানিত হইয়া দেবগণকে অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, রে মূঢ়গণ! তোমরা হতচৈতন্য হইবে। দেবগণ ব্রহ্মার শাপপ্রভাবে কিছুই জানিতে না পারায় হতজ্ঞান হইয়া নতশিরে বলিতে লাগিলেন, হে বিধাতঃ! আপনি আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করুন। পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণকর্তৃক এরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, ইহার কি প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য, তাহা

---

* যক্ষধ্বমিতি চ পাঠঃ।

গম্যতাং পুত্রকা এবং পুত্রৈরুক্তাশ্চ তে তদা ॥৫০
অভিশপ্তাস্তু তে দেবাঃ পুত্রকামেণ বেধসম্।
পপ্রচ্ছুঃ পুত্রৈরুক্তাস্তে গতাস্তে পুত্রকা ইতি ॥৫১
ততস্তানব্রবীদ্দেবো যূয়ং ন ব্রহ্মবাদিনঃ।
তস্মাদ্‌যদুক্তং যুষ্মাকং তৎ তথা ন তদন্যথা॥ ৫২
যূয়ং শরীরকর্ত্তারো ন চ জ্ঞানপ্রদায়িনঃ।
অন্যোহন্যং পিতরো যূয়ং ভবিষ্যথ ন সংশয়ঃ ॥৫৩
দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব বুধ্যধ্বং ত্রিদিবৌকসঃ।
ততস্তে ছিন্নসন্দেহা প্রীতিমন্তঃ পরস্পরম্॥ ৫৪
বভূবুর্দেবান্ প্রোচুস্তান্ যদুক্তং পুত্রকা বয়ম্।
তস্মাদ্ভবন্তঃ পিতরো ভবিষ্যথ ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫

স্বীয় পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা কর; তাহা হইলে তোমাদিগের জ্ঞানলাভ হইবে। ব্রহ্মাকর্তৃক এরূপ কথিত হওয়াতে হতজ্ঞান দেবগণ ত্বরান্বিত হইয়া নিজ-পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবগণ প্রায়শ্চিত্তের অর্থতত্ত্বজ্ঞ হওয়াতে সংজ্ঞা লাভ করিলেন, 'হে পুত্রগণ! আপনারা গমন করুন,' এরূপ পিতৃগণকর্তৃক দেবগণ উক্ত হইলেন। ৪১—৫০। অভিশাপপ্রাপ্ত সে সকল দেবগণ নিজ-পুত্রগণকর্তৃক 'হে পুত্রকাঃ!' এরূপ সম্বোধিত হওয়াতে আক্ষিপ্ত হইয়া বিধাতাকে বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমাদিগকে নিজ পুত্রগণ 'পুত্রক' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে। দেবগণের বাক্য শ্রবণান্তে ব্রহ্মা বলিলেন, আপনারা ত ব্রহ্মজ্ঞানী নহেন, সেহেতু আপনাদিগের পুত্রগণ যে কথা বলিয়াছেন তাহা সত্য, মিথ্যা নহে। তোমরা শরীর উৎপাদনকর্ত্তা মাত্র। তোমরা ত জ্ঞানদাতা নহে। তোমরা পরস্পরে পিতা (অর্থাৎ তোমরা পুত্রগণের পিতা, পুত্রগণ তোমাদিগের পিতা) হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। দেবগণ পিতৃগণের পিতা এবং পিতৃগণ দেবগণের পিতা ইহা অবগত হও। ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করত দেবগণ সংশয়শূন্য হইয়া, দেবগণ ও পিতৃগণ পরস্পরে প্রীতিযুক্ত হইলেন। দেবগণ পুত্রগণকে বলিলেন, তোমরা যে আমাদিগকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ, অতএব তোমরা আমাদিগের

পিতৃন্ শ্রাদ্ধে ক্রিয়া কাচিৎ করিষ্যতি ন সংশয়ঃ
শ্রাদ্ধৈরাপ্যায়িতঃ সোমো লোকানাপ্যায়য়িষ্যতি॥
সমুদ্র-পর্ব্বত-বনং জঙ্গমং জঙ্গমৈর্বৃতম্।
শ্রাদ্ধানি পুষ্টিকামাশ্চ যে করিষ্যন্তি মানবাঃ॥ ৫৭
তেভ্যঃ পুষ্টিং প্রজাশ্চৈব পিতরঃ প্রীণিতাঃ সদা।
শ্রাদ্ধে যে চ প্রদাস্যন্তি ত্রীন্ পিণ্ডান্ নামগোত্রতঃ
সর্ব্বত্র বর্ত্তমানাস্তে পিতরঃ প্রপিতামহান্।
ভাবয়িষ্যন্তি সততং শ্রাদ্ধদানেন তর্পিতাঃ॥ ৫৯
ইতি তদ্বচনং সত্যমবগম্য দিবৌকসঃ।
পুত্রাশ্চ পিতরশ্চৈব বয়ং সর্ব্বে পরস্পরম্॥ ৬০

সনৎকুমার উবাচ।

এবং তে পিতরো দেবা দেবাশ্চ পিতরস্তথা।
অন্যোহন্যপিতরো বৈতে দেবাশ্চ পিতরশ্চ হ ॥৬১

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং পিতৃকল্পে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬২॥

পিতা হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। শ্রাদ্ধকার্য্যে চন্দ্র পরিতৃপ্ত হইলে পর, ত্রিভুবনে পর্ব্বত বন এবং জঙ্গমাকীর্ণ জঙ্গম প্রভৃতি সমস্ত লোককে পরিতৃপ্ত করেন। যে সকল মনুষ্য উন্নতি কামনা করিয়া পিতৃগণের সমস্ত শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহাদিগকে পিতৃগণ প্রীত হইয়া মহোন্নতি এবং প্রজাবৃদ্ধি প্রদান করেন। যে সকল মনুষ্য পার্ব্বণশ্রাদ্ধাদিতে নাম গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক তিনটী পিণ্ড প্রদান করে, তাহাদিগকেও পিতৃগণ মহোন্নতি এবং সন্তানবৃদ্ধি দান করেন। শ্রাদ্ধকার্য্য দ্বারা তৃপ্ত হইলে পর পিতৃগণ যে কোন স্থানে থাকিয়াও অনবরত প্রপিতামহগণকে চিন্তা করেন, (অর্থাৎ আপনারা শ্রাদ্ধভোজনে তৃপ্ত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করেন, আমাদিগের পিতৃগণ কিরূপে কাল যাপন করিতেছেন।) ব্রহ্মার বাক্য সত্য জানিয়া দেবগণ বুঝিতে পারিলেন, পিতৃগণ ও আমরা পরস্পর পরস্পরের পিতা-পুত্র-ভাবাপন্ন। মার্কণ্ডেয়ের নিকট সনৎকুমার বলিলেন, এইরূপে দেবগণ পিতৃগণের পিতা এবং পিতৃগণ দেবগণের পিতা,

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ।

সপ্ত তেজোবতাং শ্রেষ্ঠ স্বর্গে পিতৃগণাঃ স্মৃতাঃ।
চত্বারো মুর্ত্তিমন্তো বৈ ত্রয়শ্চৈব হ্যমূর্ত্তয়ঃ ॥১
কব্যবাহোঽনলঃ সোমো যমশ্চৈবার্য্যমা তথা।
অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদস্ত্রয়শ্চান্ত্যা হ্যমূর্ত্তয়ঃ ॥ ২
ত্রীন্ যজন্তে দেবগণা অন্যান্ বিপ্রাদয়স্তথা।
আপ্যায়য়ন্তি যে পূর্ব্বং সোমং যোগবলেন বৈ ॥৩
তস্মাচ্ছ্রাদ্ধানি দেয়ানি যোগিনান্তু বিশেষতঃ।
সর্ব্বেষাং রাজতং পাত্রমথবা রজতান্বিতম্ ॥ ৪
এবং স্বধাং পুরোধায় শ্রাদ্ধৈঃ প্রীণাতি বৈ পিতৄন্
বহ্নেরাপ্যায়নং কৃত্বা সোমস্য তু যমস্য বৈ ॥ ৫
উদগায়নমপ্যগ্নাবপ্যভাবেঽপ্সু বা পুনঃ।
পিতৄন্ প্রীণাতি যো ভক্ত্যা পিতরঃ প্রীণয়ন্তি তম্
যচ্ছন্তি পিতরঃ পুষ্টিং প্রজাশ্চ বিপুলাস্তথা।
স্বর্গমারোগ্যবৃদ্ধিঞ্চ যদন্যদপি চেপ্সিতম্ ॥ ৭
দেবকার্য্যাদপি মুনে পিতৃকার্য্যং বিশিষ্যতে।
পিতৃভক্তোঽসি বিপ্রর্ষে তেন ত্বমজরামরঃ।
ন যোগেন গতিঃ সা তু পিতৃভক্তস্য যা মুনে ॥৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা স দেবেশো দেবানামপি দুর্লভম্।
চক্ষুর্দত্ত্বা সবিজ্ঞানং জগাম যোগিনাং গতিম্ ॥৯
শৃণু ভীষ্ম পুরাভূদ্যত্তারদ্বাজাত্মজা দ্বিজাঃ।
যোগধর্ম্মমনুপ্রাপ্য ভ্রষ্টা দুশ্চরিতেন বৈ ॥ ১০
বাগ্দুষ্টঃ ক্রোধনো হিংস্রঃ পিশুনঃ কপিরেব চ।

দেবগণ ও পিতৃগণ পরস্পরে পিতা এবং পুত্র। ৫১—৬১।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট দেবর্ষি সনৎকুমার বলিলেন, হে তপস্বিগণ-শ্রেষ্ঠ। সাতটী পিতৃগণ আছেন, তাহার মধ্যে চারিটী পিতৃগণ মূর্ত্তিমন্ত, অপর তিনটী শরীরশূন্য জানিবে। কব্যবাহ, অনল, সোম, যম, অর্য্যমা, অগ্নিষ্বাত্তা এবং বর্হিষদ্, শেষ তিনটী পিতৃগণ মূর্ত্তিরহিত। তিনটীপিতৃগণকে দেবগণও পূজা করিয়া থাকেন, অপর চারিটী পিতৃগণকে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিবর্ণে পূজা করে। যে সকল পিতৃগণ যোগবল দ্বারা চন্দ্রমাকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন, সেহেতু অশরীরী পিতৃগণের বিশেষরূপে শ্রাদ্ধ করা উচিত। সকল লোকের পিতৃশ্রাদ্ধে রৌপ্যনির্ম্মিত পাত্র করা উচিত, রৌপ্যপাত্রকরণে সমর্থ না হইলে কিঞ্চিৎ রজতযুক্ত পাত্র (ইহা প্রশস্ত) জানিবে। এইরূপে স্বধামন্ত্রকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পিতৃগণকে শ্রাদ্ধসমূহ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবে। প্রথমে বহ্নির তৃপ্তিসম্পাদন করিয়া চন্দ্রমা এবং যমরাজের তৃপ্তিসাধন করিবে; দক্ষিণায়ন এবং উত্তরায়ণেও (অর্থাৎ সকল সময়েই) অগ্নিমধ্যে অগ্নির অভাব হইলে, জলমধ্যে, ভক্তিভাবে যে ব্যক্তি পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করে পিতৃগণও তাহাকে পরিতৃপ্ত করেন। পিতৃগণ পুষ্টি দান করেন, বহু সন্তান প্রদান করিয়া থাকেন, স্বর্গ এবং আরোগ্য বৃদ্ধি প্রদান করেন করেন, কিংবা যাহা অভিলাষ হয়, তাহাও পিতৃগণ প্রদান করিয়া থাকেন। হে মার্কণ্ডেয় মুনে! দেবকার্য্য অপেক্ষা পিতৃকার্য্য শ্রেষ্ঠ জানিবে। হে বিপ্রর্ষে! তুমি পিতৃভক্ত এ নিমিত্ত জরাশূন্য এবং অমরত্ব পাইয়াছ। হে মুনিবর! পিতৃভক্তের যে গতি লাভ হয়, যোগ করিয়া সে গতি পাওয়া যায় না। মার্কণ্ডেয় মুনি ভীষ্মকে বলিলেন, আমাকে এরূপ উপদেশ করিয়া দেববর সনৎকুমার দেবগণের দুষ্প্রাপ্য ত্রিকাল-দর্শনক্ষম বিজ্ঞানের সহিত দিব্য চক্ষু দান করিয়া যোগিগণের গতি প্রাপ্ত হইলেন। মুনিবর মার্কণ্ডেয় ভীষ্মকে বলিলেন, হে ভীষ্ম! শ্রবণ কর—পূর্ব্বকালে যেরূপ ঘটিয়াছিল। ভরদ্বাজ মুনির পুত্র ব্রাহ্মণগণ যোগধর্ম্ম পাইয়াও (অর্থাৎ যোগসিদ্ধির লক্ষণ লাভ করিয়াও) বক্ষ্যমাণ দুষ্কর্ম্ম দ্বারা যোগভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। ১—১০। বাগ্-

স্বসৃপঃ পিতৃবর্ত্তী চ নামভিঃ কর্ম্মভিস্তথা॥ ১১
কৌশিকস্য সুতাস্তাত শিষ্যা গর্গস্য চাভবন্।
পিতর্য্যুপরতে সর্ব্বে প্রবসন্তস্তদাভবন্॥ ১২
বিনিয়োগাদ্গুরোস্তস্য গাং দোগ্ধ্রীং সমকালয়ন্।
সমানবৎসাং কপিলাং সর্ব্বে মার্গং গতাস্তদা॥১৩
তেষাং পথি ক্ষুধার্ত্তানাং বাল্যান্মোহাচ্চ ভারত।
ক্রূরা বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না তাংগাং বৈ হিংসিতুং তদা॥
তাং কপিঃ স্বসৃপশ্চৈব যাচেতে নেতি বৈ তদা।
ন চ শক্যং তদা তাভ্যাং ব্যাবারয়িতুং নিজান্
পিতৃবর্ত্তী তু যস্তেষাং নিত্যং শ্রাদ্ধাহ্নিকো দ্বিজঃ
স সর্ব্বানব্রবীৎ কোপাৎ পিতৃভক্তিসমন্বিতঃ॥১৬
যদ্যশক্যং প্রকর্ত্তব্যং পিতৄনুদ্দিশ্য সাধ্যতাম্।
প্রকুর্ব্বন্তো হি শ্রাদ্ধস্তু সর্ব্ব এব সমাহিতাঃ॥ ১৭
এবমেষাঞ্চ বো ধর্ম্মঃ প্রাপ্স্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ।
পিতৄনভ্যর্চ্চ্য ধর্ম্মেণ নাধর্ম্মোঽস্মান্ ভবিষ্যতি॥১৮
এবমুক্তাশ্চ তে সর্ব্বে মোক্ষয়িত্বা চ গাং তদা।
পিতৃভ্যঃ কল্পয়িত্বা তু উপযুঞ্জন্ত ভারত॥ ১৯
উপযুজ্য চ গাং সর্ব্বে গুরোরগ্রে ন্যবেদয়ন্।
শার্দ্দূলেন হতা ধেনুর্ব্বৎসো বৈ গৃহ্যতামিতি॥২০
অর্জ্জবাৎ স তু তং বৎসং প্রতিজগ্রাহ বৈ দ্বিজঃ
মিথ্যোপচারতঃ পাপমভূৎ তেষাঞ্চ গোঘ্নতাম্॥২১
কালেন সমযুজ্যন্ত ভেরীত উপযুজ্য চ।
গোঃ সর্ব্বে তস্য হন্তারঃ সর্ব্বে তে স্বায়ুষঃ ক্ষয়ে॥
তে বৈ ক্রূরতয়া হিংস্রাস্ত্বনার্য্যত্বাদ্গুরোস্তথা।
উগ্রহিংসা-বিহারাশ্চ জাতাঃ সপ্ত মহোদরাঃ॥২৩
লুব্ধকস্য সুতাস্তাত বলবন্তো মনস্বিনঃ।

দুষ্ট, ক্রোধন, হিংস্র, পিশুন, কপি, স্বসৃপ এবং পিতৃবর্ত্তী কর্ম্মানুসারে তত্তন্নামক কৌশিক মুনির পুত্রগণ গর্গমুনির শিষ্য হইয়াছিল। কৌশিক মুনির পুত্রগণ পিতার মৃত্যুর পর, গুরুগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। তদনন্তর গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে কৌশিক-পুত্রগণ কপিলা নাম্নী সবৎসা দুগ্ধবতী গুরুদেবের গাভীকে পথে পথে অনুগমন করত বিচরণ করাইতেন। হে ভরত-কুলতিলক। এক দিবস পথে পথে বিচরণ করিতে করিতে ক্ষুধার্ত্ত হওয়ায় ঐ গাভীটীকে বিনষ্ট করিতেই কৌশিক-পুত্রগণের দুষ্ট বুদ্ধি উপস্থিত হইল। কৌশিক-মুনির দুই পুত্র কপি এবং স্বসৃপ 'গোহত্যা করা উচিত নহে' ইহা ভ্রাতৃগণের নিকট প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কোনরূপেই নিজ ভ্রাতৃগণকে হত্যাকাণ্ড হইতে নিবারণ করিতে পারিলেন না। ঐ সকল ভ্রাতৃগণের মধ্যে পিতৃবর্ত্তী নামক কৌশিকপুত্র নিত্যশ্রাদ্ধকারী ছিলেন। ঐ পিতৃবর্ত্তী সকল ভ্রাতাকে ক্রুদ্ধচিত্তে পিতৃ-ভক্তিযুক্ত হইয়া বলিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! যদি তোমরা নিতান্তই দ্বিজগণের অকর্ত্তব্য গোহত্যা কার্য্য করিবে, তবে পিতৃগণের উদ্দেশ করিয়া হিংসা কর, ধর্ম্মবিষয়ে অপ্রমাদী হইয়া শ্রাদ্ধ-কার্য্য করিলে এ গাভী তোমাদিগের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ধর্ম্মানুসারে পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া গোহত্যারূপ দুষ্কর্ম্ম করিলেও অধর্ম্ম আমাদিগকে অভিভব করিতে পারিবে না। 'পিতৃভক্ত পিতৃবর্ত্তী কর্ত্তৃক এরূপ উপদিষ্ট হইয়া সে সকল কৌশিক-পুত্রগণ গাভীহত্যা করত, হে ভারতবংশাবতংস! গোমাংস দ্বারা পিতৃলোকের অর্চ্চনা-পূর্ব্বক ভোজন করিলেন। তদনন্তর সকল ভ্রাতা ঐক্য-মত্যানুসারে গুরুদেবসমীপে জানাইলেন। হে গুরুদেব! আপনার গাভী ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, তাহার বৎস প্রত্যাগত হইয়াছে, ইহাকে গ্রহণ করুন। শিষ্যগণের বাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া, সে দ্বিজবর গুরু, বৎসটীকে অসন্দিগ্ধচিত্তে গ্রহণ করিলেন। গুরুসন্নিধানে মিথ্যা-কথনহেতু গোহত্যাকারী কৌশিক পুত্রগণের পাপোদয় হইয়াছিল। ১২—২১। ভেরীতুল্যাকার উদর মধ্যে গোমাংস ভোজন করিয়া গুরুদেবের গাভী-হত্যাকারী সে সকল কৌশিক-পুত্রগণ আয়ুঃক্ষয় হইলে পর, মরণাপন্ন হইল। হে তাত! তদনন্তর বাগ্দুষ্ট প্রভৃতি সাত সহোদর গুরু-দেবের গাভীর সম্বন্ধে কুটিল ব্যবহার করিয়া ক্রূরবুদ্ধিপ্রযুক্ত হিংসাশীল অতি কঠোর হিংসা-কার্য্যে নিপুণ দশার্ণদেশে অত্যন্ত বলবান্ এবং

জাতা ব্যাধা দশার্ণেষু সপ্ত ধর্ম্মবিচক্ষণাঃ ॥ ২৪
স্বধর্ম্মনিরতাঃ সর্ব্বে মৃগা নৃপতিবর্জ্জিতাঃ।
ত্রাসোদ্বেগেন সংবিগ্না রম্যে কালঞ্জরে গিরৌ ॥২৫
তমেবার্থমনুধ্যাতো জ্ঞানং মরণসম্ভবম্।
আসন্ বনচরাঃ ক্ষান্তা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ॥২৬
তে সর্ব্বে শুভকর্ম্মাণঃ সধর্ম্মাণো বনেচরাঃ।
পূর্ব্বজাতিষু যদ্ধর্ম্মং শ্রুতং গুরুকুলেষু বৈ ॥ ২৭
তথৈব চ স্থিতা বুদ্ধৌ সংসারেষনিবর্ত্তনম্।
মেরুমধ্যেঽজহন্ প্রাণং লঘ্বাহারাস্তপস্বিনঃ ॥২৮
তেষাস্তু পতিতানাঞ্চ পদস্থানানি ভারত।
তথৈবাদ্যাপি দৃশ্যন্তে গিরৌ কালঞ্জরে নৃপ ॥ ২৯
কর্ম্মণা তেন তেনাতঃ শুভাশুভবিবর্জ্জিকাঃ।
শুভাশুভতরীং যোনিং চক্রবাকত্বমাগতাঃ ॥ ৩০
শুভোদ্দেশে শরদ্বীপে সপ্তৈবাসন্ জলৌকসঃ।

ত্যক্ত্বা সহচরীধর্ম্মং মুনয়ো ধর্ম্মচারিণঃ ॥ ৩১
বিপ্রযোনৌ যদা মোহান্মিথ্যাপচরিতং গুরৌ।
নিঃস্পৃহা নির্ম্মমাঃ শান্তা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ॥ ৩২
নিবৃত্তিনিরতাশ্চৈব শকুনা নামতঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৩
তে ব্রহ্মচারিণঃ সর্ব্বে শকুনা ধর্ম্মচারিণঃ।
জাতিস্মরাঃ সুসম্বদ্ধাঃ সপ্তৈব ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ৩৪
বিপ্রযোনৌ যদা মোহান্মিথ্যাপচরিতং গুরৌ।
তির্য্যগ্‌যোনৌ তথা জন্ম শ্রাদ্ধাজ্‌জ্ঞানন্তু লেভিরে
তথা তু পিতৃকার্য্যার্থং কৃতং শ্রাদ্ধং ব্যবস্থিতৌ।
তথা জ্ঞানঞ্চ জাতঞ্চ ক্রমাৎ প্রাপ্তং গুণোত্তরম্॥
পূর্ব্বজাতিষু যদ্‌ব্রহ্ম শ্রুতং গুরুকুলেষু বৈ।
তথৈব সংস্থিতং জ্ঞানং তস্মাজ্‌জ্ঞানং সমভ্যসেৎ
সুমনা চ সুবাক্ শুদ্ধঃ পঞ্চালশ্ছিদ্রদর্শকঃ।
সুনেত্রশ্চ সুতন্ত্রশ্চ কুলীনা নামতঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৮
তেষাং তত্র বিহঙ্গানাং চরতাং ধর্ম্মচারিণাম্।
নীপানামীশ্বরো রাজা প্রভাবেণ সমন্বিতঃ।

প্রশস্তচিত্ত লুব্ধকের ঔরসে ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করিল। তদনন্তর গোহত্যা করিয়াও পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিল, এ নিমিত্ত ধর্ম্মবিচক্ষণ ঐ সপ্তভ্রাতা রমণীয় কালঞ্জর পর্ব্বতে ত্রাস এবং অধর্ম্ম করিয়া উদ্বেগাক্রান্তচিত্ত স্বধর্ম্ম-পরায়ণ নৃপতির অনায়ত্ত মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করিল। তদনন্তর ঐ সপ্তভ্রাতার নিজকৃত পাপকার্য্যের ফল বিচার করত মরণের পূর্ব্বে তাহাদিগের যে জ্ঞান ছিল, মরণের পরও সেই জ্ঞান রহিল। তদনন্তর ঐ সপ্তভ্রাতা ক্ষমাগুণাবলম্বী স্ত্রীসঙ্গবর্জ্জিত, অকৃত-দারপরিগ্রহ, শুভকার্য্যনিরত এবং আত্মধর্ম্মযুক্ত বনবাসী হইলেন। পূর্ব্বজন্মে গুরুগৃহে বাস করত যে ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছিল, দেহান্তরেও সেই ধর্ম্মবুদ্ধি রহিল, সংসার-বাসনাতে অপ্রবৃত্তি থাকিল। হে ভারত! লঘু আহার করত তপঃপরায়ণ হইয়া সুমেরুপর্ব্বতে যেরূপ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল, এক্ষণে পতিত হইয়াও সেরূপ অদ্যাপি কালঞ্জরপর্ব্বতে পদস্থান দৃষ্ট হইতেছে। হে নৃপ! সেই সেই কার্য্য দ্বারা শুভ এবং অশুভ পরিত্যাগপূর্ব্বক অত্যন্ত শুভ এবং অত্যন্ত অশুভ চক্রবাক-পক্ষিযোনি লাভ করত শুভস্থান শরদ্বীপে জলচর পক্ষিরূপে সপ্তসহোদরে অবস্থিতি করিতে লাগিল। ২২—

৩০। ধর্ম্মচারী মুনিগণ ব্রাহ্মণ-জন্মে স্বাভাবিক ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মোহবশত গুরুর প্রতি অনিষ্টজনক মিথ্যা ব্যবহার করাতে পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁহারা নিঃস্পৃহ, নির্ম্মম, শান্ত, দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, নিষ্পরিগ্রহ এবং নিবৃত্তিমার্গস্থ ছিলেন। সেই ব্রহ্মচারী মুনিকুমারগণ পক্ষি-যোনিতেও ধর্ম্মচারী হইলেন। পূর্ব্ব ব্রহ্মচর্য্য-প্রভাবে সাত জনেই জাতিস্মর এবং পরস্পর সহচর হইলেন। মোহপূর্ব্বক গুরুর প্রতি অনিষ্টজনক মিথ্যা ব্যবহার করাতে তির্য্যগ্‌-যোনিতে জন্ম হইল এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠান-হেতুক তদবস্থাতেও জ্ঞানভ্রংশ হয় নাই। পিতৃকার্য্যের জন্য ব্যবস্থাপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করাতে জ্ঞানলাভ এবং ক্রমে উৎকর্ষপ্রাপ্তি হয়। তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে গুরুকুলে যে বেদভ্যাস করিয়াছিলেন, তদনুসারী জ্ঞান তাঁহাদের ছিল, অতএব বেদভ্যাস কর্ত্তব্য। সুমনা, সুবাক্, শুদ্ধ, পঞ্চাল, ছিদ্রদর্শক, সুনেত্র এবং সুতন্ত্র, এই নাম তাঁহাদের হইল। সেই ধর্ম্মচারী সপ্ত বিহঙ্গ বিচরণ করিতেছে, ইত্যবসরে প্রভাবসম্পন্ন নীপেশ্বর রাজা অন্তঃপুরিকা-

শ্রীমানন্তঃপুরবৃতো বনং তত্রাবিবেশ হ ॥ ৩৯
সুতন্ত্রশ্চক্রবাকঃ স স্পৃহয়ামাস তং নৃপম্।
দৃষ্ট্বা যান্তং সুখোপেতং ভবেয়মহমীদৃশঃ ॥ ৪০
যদ্যস্তি সুকৃতং কিঞ্চিৎ তপো বা নিয়মোঽপি বা
খিন্নোঽহমুপবাসেন তপসা নিষ্ফলেন চ ॥ ৪১
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততস্তু চক্রবাকৌ দ্বাবূচতুঃ সহচারিণৌ।
আবাং তে সচিবৌ স্যাবস্তব প্রিয়হিতৈষিণৌ ॥৪২
অথেত্যুক্তস্য তস্যাসীৎ সদা যোগাত্মনো মতিঃ।
এবং তৌ চক্রবাকস্তং সুবাক্ তং প্রত্যভাষত ॥৪৩
যস্মাৎ কামং ব্রুবাণস্ত্বং যোগধর্ম্মমবাপ্য তম্।
অবরং বরং প্রার্থয়সে তস্মাদ্বাক্যং নিবোধ মে ॥৪৪
রাজা ত্বং ভবিতা তাত কাম্পিল্যে নগরোত্তমে।
ভবিষ্যতঃ সখায়ৌ দ্বাবিমৌ তে সচিবৌ বরৌ ॥৪৫
শপ্তাস্তাংস্ত্রীনভীপ্সন্তৌ ব্যভিচারপ্রধর্ষিতান্।
তে তানূচুস্ত্রয়ো রাজংশ্চতুরঃ সহচারিণঃ ॥ ৪৬
প্রসাদং তে পুনশ্চক্রুস্তন্মতে সুমনাব্রবীৎ ॥ ৪৭
ভ্রাতর্বো ভবিতা শাপঃ পুনর্যোগমবাপ্স্যথ।
সর্ব্বসত্ত্বরুতজ্ঞশ্চ স্বতন্ত্রোঽয়ং ভবিষ্যতি ॥ ৪৮
পিতৃপ্রসাদো যুষ্মাভির্প্রাপ্তঃ সুহৃদো ভবেৎ।
গাং প্রোক্ষয়িত্বা ধর্ম্মেণ পিতৃভ্যশ্চোপকল্পিতা ॥ ৪৯
অস্মাকং জ্ঞানসংযোগঃ সর্ব্বেষাং যোগসাধনম্।
ইদঞ্চ বাক্যং সংরব্ধং শ্লোকমেকমুদাহৃতম্ ॥৫০
পুরুষান্তরিতং শ্রুত্বা ততো যগমবাপ্স্যথ ॥ ৫১

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং
পিতৃসপ্তকবিবরণে ত্রিষষ্টি-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৩॥

পরিবৃত হইয়া সেই বনে প্রবেশ করিলেন। সুতন্ত্র-চক্রবাক সেই সুখী রাজাকে দেখিয়া স্পৃহা করিলেন, আমার যদি কিছু পুণ্য বা তপস্যা থাকে ত আমি যেন এইরূপ হই। নিস্ফল তপস্যা ও উপবাসে আমি খিন্ন হইয়াছি। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, সহচর চক্রবাকদ্বয় বলিলেন, আমরা তোমার প্রিয়হিতৈষী মন্ত্রী হইব। তখন যোগরত সুতন্ত্রচক্রবাক তথাস্তু বলিলেন। তখন সুবাক্-চক্রবাক তাঁহাকে বলিলেন, তুমি যোগধর্ম্ম লাভ করিয়াও নিকৃষ্ট কাম্যবর প্রার্থনা করিতেছ, এই হেতু আমার কথা শুন, তুমি শ্রেষ্ঠ কাম্পিল্যনগরে রাজা হইবে, আর এই দুইজন তোমার প্রধান মন্ত্রী হইবে। ব্যভিচার-প্রবর্ত্তিত এই চক্রবাকত্রয়ের হিতকামনা করিয়া সহচারী চক্রবাকচতুষ্টয় তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তাঁহাদের মতানুসারে সুমনা বলিলেন, ভ্রাতঃ! তোমাদের শাপান্ত হইবে, পুনরায় যোগী হইবে। এই সুতন্ত্র সর্ব্বভূতভাষাভিজ্ঞ হইবেন। হে সুহৃদ্‌গণ! তোমরা কেন পিতৃপ্রসাদ লাভ না করিবে, ধর্ম্মতঃ গো প্রোক্ষণ ও পিতৃগণোদ্দেশে প্রদান করা হইয়াছিল। আমাদের সকলেরই যোগসাধন জ্ঞানযোগ তাহাতেই আছে। এই সমুদয় বৃত্তান্ত, পুরুষান্তরমুখে শ্রবণ করিয়া তোমরা পুনরায় যোগপ্রাপ্ত হইবে। ৩১—৫১।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তে ধর্ম্মযোগনিরতাঃ সপ্ত মানসচারিণঃ।
বায়ুম্বুভক্ষ্যাঃ সততং শরীরমুপশোষয়ন্ ॥ ১
স রাজান্তঃপুরবৃতো নন্দনে মঘবানিব।
ক্রীড়য়িত্বা চিরং তত্র সভার্য্যঃ স্বপুরং যযৌ ॥ ২
অনূহো নাম তস্যাসীৎ পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—চক্রবাক-দেহান্তে ধর্ম্ম-যোগ-নিরত মানস-সরোবরস্থায়ী হংসরূপী সেই সপ্ত ঋষিকুমার বায়ু ও জলমাত্র আহারে শরীর শোষণ করিতে লাগিলেন। এদিকে সেই রাজা নন্দনকাননে ইন্দ্রের ন্যায় অন্তঃপুরিকা-পরিবৃত হইয়া শরদ্বীপে ক্রীড়া করিয়া ভার্য্যাসমভিব্যাহারে নিজ নগরে প্রতিগমন

তং বিভ্রাজঃ সুতং রাজ্যে স্থাপয়িত্বা বনং যযৌ ॥৩
তপঃ কর্ত্তুং সমারেভে যত্র তে সহচারিণঃ।
স বৈ তত্র নিরাহারো বায়ুভক্ষো মহাতপাঃ ॥ ৪
ততো বিভ্রাজিতং তেন বিভ্রাজং নাম তদ্বনম্।
বভূব যত্র শকুনাশ্চত্বারো যোগধর্ম্মিণঃ ॥ ৫
যোগভ্রষ্টাস্ত্রয়শ্চৈব দেহত্যাগকৃতোঽভবন্।
কাম্পিল্যে নগরে তে তু ব্রহ্মদত্তপুরোগমাঃ ॥ ৬
জাতাঃ সপ্ত মহাত্মানঃ সর্ব্বে বিগতকল্মষাঃ।
স্মৃতিমন্তোঽত্র চত্বারস্ত্রয়স্ত পরিমোহিতাঃ ॥ ৭
সুতন্ত্রস্ত্বনুহাজ্জজ্ঞে ব্রহ্মদত্তো মহাযশাঃ ॥ ৮
ছিদ্রদর্শী সুনেত্রস্তু বেদবেদাঙ্গপারগৌ।
জাতৌ শ্রোত্রিয়দায়াদৌ পূর্ব্বজাতিসহোষিতৌ ॥৯
পাঞ্চালো বহ্বৃচস্ত্বাসীদাচার্য্যত্বং চকার হ।
দ্বিবেদং পুণ্ডরীকশ্চ ছন্দোগোঽধ্বর্য্যুরেব চ ॥ ১০

করিলেন। অনূহ নামে বিভ্রাজের এক পরম ধার্ম্মিক পুত্র ছিল, বিভ্রাজ, তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া বনে গমন করিলেন। সেই সহচারিগণ যথায় অবস্থান করিতেছিলেন, সেই মানস-সরোবরসমীপে নিরাহারী ও বায়ু আহারী হইয়া মহা তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। বিভ্রাজ নামে সেই বন রাজার আশ্রয়ে বিভ্রাজিত হইয়াছিল, তথায় পক্ষি-চতুষ্টয়রূপী যোগধর্ম্মরত ঋষিকুমারচতুষ্টয় ছিলেন, অবশিষ্ট পক্ষিরূপী ঋষিকুমারত্রয় যোগভ্রষ্ট হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। এই তিন জনই কাম্পিল্য নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মদত্ত প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হন। এই সপ্ত মহাত্মাই তপোযোগে পূর্ব্বসঞ্চিত-পাপশূন্য হন; কিন্তু পক্ষিরূপী চারিজন জাতিস্মরই ছিলেন, আর ব্রহ্মদত্তাদি-রূপী তিনজন পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সুতন্ত্র নামে যে ঋষিকুমার, তিনি রাজা অনূহের ঔরসে উৎপন্ন হন, তাঁহার নাম হয় ব্রহ্মদত্ত। ব্রহ্মদত্ত মহাযশা ছিলেন। পূর্ব্বজন্মসহচর ছিদ্রদর্শী এবং সুনেত্র নামক ঋষিকুমারদ্বয় বেদবেদাঙ্গ পারগ শ্রোত্রিয়পুত্র হইলেন। সেই শ্রোত্রিয়-দ্বয়ের একজন পাঞ্চাল; তিনি রাজার বহ্বৃচ আচার্য্য ছিলেন। আর পুণ্ডরীক ছন্দোগ এবং

ততোঽনূহঃ সুতং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মদত্তমকল্মষম্।
অভিষিচ্য স্বরাজ্যে তু পরাং গতিমবাপ্তবান্ ॥১১
পাঞ্চালঃ পুণ্ডরীকস্তু পুত্রৌ সংস্থাপ্য মন্দিরে।
বিবিশতুর্বনং তত্র গতৌ পরমিকাং গতিম্ ॥ ১২
ব্রহ্মদত্তস্য ভার্য্যা তু সন্নতির্নাম ভারত।
সা ত্বেকভাবসংযুক্তা রেমে ভার্য্যা সহৈব তু ॥১৩
শেষাস্তু চক্রবাকা বৈ কাম্পিল্যসহচারিণঃ।
জাতাঃ শ্রোত্রিয়দায়াদা দরিদ্রস্য কুলে নৃপ ॥ ১৪
ধৃতিমান্ সুমহাত্মা চ তত্ত্বদর্শী নিরুৎসুকঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নাশ্চত্বারশ্চেন্দ্রদর্শিনঃ ॥ ১৫
তে যোগনিরতাঃ সিদ্ধাঃ প্রস্থিতাঃ সর্ব্ব এব হি।
আমন্ত্রয়িত্বাস্মিন্ বিষ্ণোঃ পদং পরিপ্রণম্য তু ॥ ১৬
শূরা যে সম্প্রপদ্যন্তে অপুনর্ভবকাঙ্ক্ষিণঃ।
পাপং প্রণাশয়ত্বদ্য তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ১৭
শরীরে মানসে চৈব পাপে বাক্যে মহামুনে।
কৃতে সম্যগিদং ভক্ত্যা পঠন্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।

অধ্বর্য্যু ছিলেন। ১—১০। কালক্রমে অনূহ, পুত্র ব্রহ্মদত্তকে নিষ্পাপ দেখিয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইলেন। পাঞ্চাল এবং পুণ্ডরীক (সেই ঋষিকুমারদ্বয়রূপী) স্ব স্ব পুত্রকে নিজ গৃহে স্থাপন করিয়া বানপ্রস্থ-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইলেন। হে ভারত! ব্রহ্মদত্তের ভার্য্যা সন্নতি একভাব-যোগে স্বামিসহ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট চক্রবাকচতুষ্টয় কাম্পিল্য নগরে দরিদ্রকুলে শ্রোত্রিয়ের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা এইজন্মে ধৃতিমান্, সুমহাত্মা, তত্ত্বদর্শী, এবং নিরুৎসুক নামে আখ্যাত হইলেন। তাঁহারা সকলেই বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, আত্মদর্শী যোগনিরত এবং সিদ্ধ; তাঁহারা সকলেই বিষ্ণুপদে প্রণাম ও 'যাঁহারা পুনর্জ্জন্ম-লিপ্সা-পরাঙ্মুখ বীর, বিষ্ণুর সেই পরমপদ তাঁহাদের পাপ নষ্ট করুন' এইরূপ আমন্ত্রণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। হে মহামুনে! দৈহিক মানসিক এবং বাচিক যে কোন পাপ করিয়া ইহা পাঠ করিলে বা কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলে

মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো কৃষ্ণনামানুকীর্ত্তনাৎ ॥ ১৮
উচ্চার্য্যমাণ এতস্মিন্ দেবদেবস্য সংস্তবে।
বিলয়ং পাপমায়াতি আমভাণ্ডমিবাম্ভসি ॥ ১৯
তস্মাৎ সঞ্চিন্তিতে পাপে সমনন্তরমেব চ।
জপ্তব্যমেতৎ পাপস্য প্রশমায় মহামুনে ॥ ২০
যোঽস্যার্থমিমং ধ্যায়ন্ পঠেচ্চৈনং শৃণোতি বা।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষং যাতি ন সংশয়ঃ ॥

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং পিতৃসপ্তকবিবরণে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাসপূজনম্।

আচার্য্য ত্বং মহাবিষ্ণুর্ব্যাসরূপ নমোঽস্তু তে।
প্রসন্নে ত্বয়ি বিপ্রেন্দ্র প্রসন্নো মে সদাশিবঃ ॥ ১
গ্রন্থান্তে বিধিবদ্দদ্যাদ্বিদ্বদ্ভ্যো ভূরিদক্ষিণাম্ ॥ ২
ততো বক্তারমানম্য সম্পূ[illegible] চ যথাবিধি।
ভূষণৈর্হস্তকর্ণানাং বস্ত্রৈর্হেমাদিভিঃ সুধীঃ।
শিবপূজাসমাপ্তৌ তু দদ্যাদ্ধেনুং সবৎসকাম্ ॥ ৩
শ্রুতে সিংহং সুবর্ণস্য পলমানস্য সোঽম্বরে।
আচার্য্যায় সুধীর্দদ্যাত্তুক্তিঃ স্যাদ্ভববন্ধনৈঃ ॥ ৪
বিধানসহিতং সম্যক্ পুরাণং ফলদং শ্রুতম্।
তস্মাদ্বিধানযুক্তস্তু পুরাণং ফলমুত্তমম্ ॥ ৫

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং ব্যাসপূজনপ্রকারো নাম পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

সর্ব্বপাপ-নির্ম্মুক্ত হয়। দেবদেবের এই স্তব উচ্চারণ করিলে, জলে আমপাত্রের ন্যায়, সমগ্র পাপ গলিয়া যায়। অতএব পাপচিন্তা হইলে, তৎপরেই পাপশান্তির জন্য এই মন্ত্র জপ করিবে। যে ব্যক্তি এই মন্ত্রের অর্থ ধ্যান পাঠ এবং শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া মুক্তি লাভ করে, সন্দেহ নাই। ১১—২১।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ব্যাসপূজা।

হে আচার্য্য! তুমি মহাবিষ্ণু; হে ব্যাসরূপ! তোমাকে প্রণাম। হে বিপ্রেন্দ্র! তুমি প্রসন্ন হইলে, আমার প্রতি সদাশিব প্রসন্ন হইহইবেন। গ্রন্থপাঠ সমাপ্ত হইলে পণ্ডিতগণকে প্রচুর দক্ষিণা দিবে। অনন্তর বক্তাকে প্রণাম ও করভূষণ, কর্ণভূষণ, বস্ত্র এবং স্বর্ণাদি দ্বারা যথাবিধি পূজা করিবে। শিবপূজাসমাপনে, সবৎস ধেনু দান করিবে। শ্রবণের দক্ষিণা—পলপরিমিত সুবর্ণসিংহ এবং বস্ত্রযুগ্ম আচার্য্যকে দিতে হয়। এইরূপ করিলে ভববন্ধন মোচন ঘটে। সম্যক্ বিধানযুক্ত পুরাণই ফলজনক হয়, ইহা শ্রুত আছে, অতএব উত্তম ফলপ্রার্থী হইলে বিধানযুক্ত পুরাণই আশ্রয়ণীয়। ১—৫।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ধর্ম্মসংহিতা সমাপ্তা ॥ ৭২

সমাপ্তশ্চেদং শিবপুরাণম্।

বঙ্গবাসী পুস্তক-বিভাগ।

সর্ব্বসাধারণের জন্য বিক্রয়ার্থ।

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃ মাঃ
১। বর্দ্ধমান রাজবাটীর মহাভারত	৫৲	০	৸৵০
২। পঞ্চদশী (মুল টীকা ও অনুবাদ)	১।০	১৲	।০
৩। পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড (মুল ও বঙ্গানুবাদ)	১।০	১৲	।৵০
৪। উনবিংশ সংহিতা (মুল ও অনুবাদ)	১৲	৸৵০	।৴০
৫। মনুসংহিতা (মুল ও অনুবাদ)	১৲	৸৵০	।০
৬। উদ্বাহতত্ত্বম্ (মুল ও অনুবাদ)	॥৵০	॥০	।০
৭। দেবীভাগবতম্ (মুল)	১৸০	১॥০	।৵০
৮। হরিবংশ (বঙ্গানুবাদ)	১।০	১৲	।৵০
৯। চৈতন্যচরিতামৃত	৸৵০	৸০	।০
১০। লিঙ্গপুরাণ (বঙ্গানুবাদ)	৸৵০	৸০	।০
১১। জগৎমঙ্গল ও চমৎকার-চন্দ্রিকা	।৵০	।০	৵০
১২। ভক্তিরত্নাবলী	।৵০	।০	৵০
১৩। ব্রতমালা-বিধান	৸০	॥৵০	।০
১৪। শ্রীমদ্ভাগবত (বঙ্গানুবাদ)	১।০	১৲	।৵০
১৫। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ (বঙ্গানুবাদ)	১।০	১৲	।৵০
১৬। চৈতন্যমঙ্গল	॥৵০	॥০	।০
১৭। কূর্ম্মপুরাণ (অনুবাদ)	৸০	॥৵০	।০
১৮। তুলসীদাসী রামায়ণ	৸০	॥৵০	।০
১৯। মার্কণ্ডেয় পুরাণ (অনুবাদ)	১৲	৸০	।০
২০। অদ্ভুত রামায়ণ মূল ও অনুবা :	॥৵০	॥০	৵০
২১। দাশরথি রায়ের পাঁচালী (সম্পূর্ণ)	২।০	২৲	।৵০
২২। সঙ্গীত-সার-সংগ্রহ ৩য় খণ্ড	॥০	।৵০	।০
২৩। সঙ্গীত-তরঙ্গ ৺ রাধা-মোহন সেন প্রণীত	৸০	॥৵০	।৴০৭
২৪। পুরুষ-পরীক্ষা ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত	।০	৵০	৵০।
২৫। প্রবোধ-চন্দ্রিকা ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত	।০	৵০	৵০
২৬। কৌতুক বিলাস	।০	৵০	৵০
২৭। হরিদাস সাধু শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত	।৵০	।০	৵০।
২৮। কঙ্কাবতী, শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত	॥০	।৵০	৵০।
২৯। বঙ্গভাষার লেখক	॥৵০	॥০	।৴০।
৩০। চিনিবাস চরিতামৃত ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত	॥৵০	॥০	।০
৩১। নেড়া হরিদাস ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত	১৲	৸০	।০
৩২। আলালের ঘরের দুলাল টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত	॥০	।৵০	।০
৩৩। শিবায়ন	।৵০	।০	৵০
৩৪। কৃষ্ণমঙ্গল	॥৵০	॥০	।০
৩৫। স্তবমালা	॥০	।৵০	।০
৩৬। কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক ৺রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত	।৵০	।০	৵০
৩৭। শ্রীরামরসায়ন ৺রঘুনন্দন গোস্বামী প্রণীত	১।০	১৲	৵০
৩৮। শ্রীশ্রীভক্তমাল শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কৃত	৸০	॥৵০	।৴০

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃ মাঃ
৩৯। অদ্ভুত রামায়ণ (পদ্য)	।৵০	।৴০	৵০
৪০। পঞ্চতন্ত্র (অনুবাদ)	৸০	॥৵০	।০
৪১। কাদম্বরী (অনুবাদ)	॥৵০	॥০	।০
৪২। শ্রীশ্রীবিষ্ণুর সহস্র নাম	৴০	৴০	৴০
৪৩। ভূত ও মানুষ শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত	॥০	।৵০	।০
৪৪। খিল হরিবংশ (মূল)	১।০	১৲	।৵০
৪৫। দেবীপুরাণ (মূল ও অনুবাদ)	১৲	৸৵০	।৴০
৪৬। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (মূল)	১॥০	১।০	।৵০
৪৭। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (বঙ্গানুবাদ)	১৸০	১॥০	॥০
৪৮। রাজাবলী ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত	৸০	॥৵০	৵০
৪৯। বত্রিশ সিংহাসন ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত	॥৵০	॥০	৵০
৫০। শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত	১॥৴০	১।০	৶০
৫১। ৬১ বৎসরের পুরাতন পঞ্জিকা	২৲	১।০	॥৵০
৫২। পুরাতন পঞ্জিকার পরিশিষ্ট	॥০	।৵০	।০
৫৩। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ (মূল)	১।০	১৲	।৵০
৫৪। উৎকলখণ্ড (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	৸০	॥৵০	।০
৫৫। বৈষ্ণবপদলহরী	১।০	১৲	।৴০
৫৬। বাঙ্গালীর গান	১॥০	১।০	॥০
৫৭। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী	৸০	॥৵০	।০
৫৮। মডেল ভগিনী ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত	১।০	৸০	।০
৫৯। হাতেমতাই	।৵০	।০	৵০
৬০। করোনেশন আলবম	।০	।৵০	৵০
৬১। বাঙ্গালীচরিত ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত	১৲	৸০	।০
৬২। ধর্ম্মমঙ্গল (ঘনরাম প্রণীত)	১৲	৸০	।০
৬৩। বৈশেষিক-দর্শন (মূল, টীকা ও অনুবাদ)	২৲	১৸০	।৵০
৬৪। তিথিতত্ত্ব (মূল টীকা ও অনুবাদ)	২৲	১৸০	।৵০
৬৫। শ্রীশ্রীজগন্নাথমঙ্গল ৺বিশ্বম্ভর দাস বিরচিত	॥৵০	॥০	৵০
৬৬। ৺ব্রজমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী (যাত্রার পালা)	১।০	১৲	।০
৬৭। মহীরাবণের আত্মকথা ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত	।৴০	।০	৵০
৬৮। মজার গল্প শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত	॥০	।৵০	৵০
৬৯। কাশীরাম দাসের মহাভারত	২॥০	২।০	॥৵০
৭০। কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ	১।০	১৲	।৴০
৭১। বরাহপুরাণ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১॥০	১।০	।৵০
৭২। পদ্মপুরাণ—স্বর্গখণ্ড (মূল ও অনুবাদ)	৸০	॥৵০	।০
৭৩। বিদ্যা-সুন্দর ৺রামপ্রসাদ সেন প্রণীত	॥৵০	॥০	।০
৭৪। অধ্যাত্ম রামায়ণ মূল ও অনুবাদ	৸৵০	৸০	।৴০
৭৫। ধর্ম্মসিদ্ধান্তঃ (শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন প্রণীত)	৸০	॥৵০	।০
৭৬। কাশীখণ্ড (৺রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল প্রণীত।)	১৲	৸০	।৵০
৭৭। ৺ব্রজমোহন রায়ের পাঁচালী	৸০	॥৵০	।৴০
৭৮। মেঘনাদবধ কাব্য (শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল কর্তৃক ব্যাখ্যাত)।	১৲	৸০	।৴০

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃমাঃ
৭৯। ভরতপুর যুদ্ধ (শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার প্রণীত)	॥৵০	॥০	।০
৮০। রাসেলাস (তারাশঙ্কর তর্করত্ন প্রণীত)	॥৵০	॥০	৶০
৮১। ক্ষুদিরাম (শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।)	॥০	।৵০	৶০
৮২। My Diary in India by Miltion Howard Russel Vol II	১।০	০	।৴০
৮৩। Narratives of Bengal by Francis Glodwin	১।০	০	।৴০
৮৪। Disaster of Afganistan by Lady Sale.	১৵০	০	।৴০
৮৫। My Diary in India (By William Howard Russel) VOL I	১৲	০	।০
৮৬। Historical Fragments of the Mogul Empire (by Robert Orme)	১॥০	০	।৴০
৮৭। Tavernie'rs Travels in India	১॥৵০	০	॥০
৮৮। Thirty Five years in the East by Honigberger	১।০		।০
৮৯। A Visit to Europe by T. N. Mukherji	৸০	০	।৴০
৯০। History of the Sikhs by J. D, Cunningham	২	০	।৵০
৯১। Emperor Humayun's life by Major Charles Stewart	১৲	০	।০
৯২। "Ratnavali" by Michael Mabhusudan Dutt	।০	০	।০
৯৩। "Sarmistha" by Michael Madhusudan Dutt	।০	০	।০
৯৪। Indian Tracts by Major John Scott and Warren Hastings	॥০	০	।০
৯৫। Two months in Arrah in 1857 by John James Halls	॥০	০	।০
৯৬। Coronation Album	৵০	০	৶০
৯৭। Native Fidelity (Authorship is ascribed to late Babu Krishnadas Pal)	১৲	০	।৴০
৯৮। Auto-biographical Memoirs of Emperor Jahangir	১৲		।৴০
৯৯। Stewart's History of Bengal	১।০	০	৵০
১০০। Travels in Hindustan by Burnier	১॥০	০	।৴০

ইহা ব্যতীত বঙ্গবাসী কলেজের স্বনাম-ধন্য প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু এম্ এ প্রণীত নিম্নলিখিত কয়েকখানি পুস্তক নিম্নলিখিত মূল্যে বিক্রয়ার্থ আছে।

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাঃমাঃ
১। বিলাতের পত্র ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে	৸০	৶০
২। ইংরেজ-চরিত ১ম ও ২য় খণ্ড	॥০	।০
৩। ইউরোপ-ভ্রমণ	॥০	৵০
৪। ছায়া, পদ্য গ্রন্থ, ইংরেজ-কবি টেনিসনের পদ্যের ছায়া অবলম্বনে এক বিদুষী বঙ্গমহিলা কর্ত্তৃক লিখিত	॥০	।০

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

উপরের লিখিত গ্রন্থগুলি বঙ্গবাসীর গ্রাহক বা বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠান হয় না। গ্রাহক না হইলেও সকলে ক্রয় করিতে পারেন। সকলে আমার নামে মণি-অর্ডার দ্বারা টাকা পাঠাইবেন। বাঁধাই কি আবাঁধাই পুস্তক লইবেন, সকলে যেন তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠান। একই রকম পুস্তক যদি কেহ অধিক সংখ্যক ক্রয় করেন, বলা বাহুল্য তিনি কোনরূপ কমিশন বা "ফাউ" স্বরূপ সেই পুস্তকের অতিরিক্ত একখানি পাইবেন না।

শ্রীবরদাপ্রসাদ বসু।
কার্য্যাধ্যক্ষ, বঙ্গবাসী কার্য্যালয়।
৩৮।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

